Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফুরিত
এবং
কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়াকলেজের, পরে (নোয়াখালী) চৌমুহনীকলেজের
প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
(এম. এ., ডি. লিট্-পরবিদ্যাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ,
ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাস্কর)
কর্তৃক লিখিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক ঃ

শ্রীমদনগোপাল নাথ, বি. এ.,
৪৬, রসারোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। **মহেশ লাইব্রেরী**
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

২। **শ্রীগুরু লাইব্রেরী**
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

৩। **দাশগুপ্ত এণ্ড কোং**
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

৪। **চক্রবর্তী-চাটার্জি এণ্ড কোং**
১৫, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

৫। **সংস্কৃতপুস্তক ভাণ্ডার**
৪৮, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

৬। **কার্তিক লাইব্রেরী**
গান্ধী কলোনী, কলিকাতা-৪০

৭। **প্রকাশক**
৪৬, রসারোড ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩
(টালিগঞ্জ ভবানী-সিনেমার সম্মুখে। লোক মারফতে নিলেই এই স্থানে গ্রন্থ পাওয়া যায়। এ-স্থান হইতে ডাকে, বা অন্য কোনও ভাবে গ্রন্থ-প্রেরণের বন্দোবস্ত নাই)।

মুদ্রাকর ঃ

দেবদাস নাথ
সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-১২

মূল্য—২৪৲ চব্বিশ টাকা

প্রকাশক-কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশংকর সরকার

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফাল্গুন, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৭৬, বঙ্গাব্দ ১৩৬৯
মার্চ, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

নিবেদন

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

"শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব" ও "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" নামক পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হওয়ায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যকতা বিবেচিত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সেই গ্রন্থদ্বয়ের পুনর্লিখনের চেষ্টা করা হয়। তাহার ফলেই বর্তমান গ্রন্থের উদ্ভব। পূর্বগ্রন্থদ্বয়ে গ্রন্থাংশ সাড়ে আঠার ফর্মা ব্যাপিয়া ছিল; তাহারই বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান গ্রন্থে ১২১ ফর্মার কিছু অধিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা, অবদান, প্রভাব এবং ধারাবাহিক চরিতকথা সংযোজিত হইয়াছে। এজন্য বর্তমান গ্রন্থের নাম রাখা হইল **মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ**। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের সমস্ত বিবরণই এই গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ভাবে আছে বলিয়া সেই গ্রন্থদ্বয়ের পুনঃপ্রকাশ অনাবশ্যক বিবেচিত হইতেছে।

আধুনিক কালে মহাপ্রভু-সম্বন্ধে অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোনও কোনও পুস্তকে ও প্রবন্ধে প্রাচীন গৌর-চরিতকারদের উক্তির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া, বিশেষতঃ তাঁহাদের কথিত গৌরতত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, লেখকগণ মহাপ্রভুর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহার বাস্তব চিত্র বলা যায় না। রসটুকু বাদ দিয়া ইক্ষুর বর্ণনা করিলে তাহাকে ইক্ষুর পরিচায়ক বর্ণনা বলা সঙ্গত হয় না। বর্তমান গ্রন্থের লিখন-সময়ে এতাদৃশ চিত্রের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার দার্শনিক বিকাশ। শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও লীলার রহস্য সম্বন্ধে একটু ধারণা পাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। এজন্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথমাংশে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনাদিকাল হইতেই আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথাও সেস্থলে লিখিত হইয়াছে। মুণ্ডকশ্রুতি ও মৈত্রায়ণী-শ্রুতিতে এবং মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতেও যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গৌরস্বরূপের উল্লেখ আছে, গৌরস্বরূপও যে স্বয়ংভগবান্, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং গৌর যে রাধাকৃষ্ণমিলিত স্বরূপ, শাস্ত্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণের উল্লেখপূর্বক তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরের তত্ত্ব এবং করুণার বৈশিষ্ট্যও যে তাঁহার বিভিন্ন লীলায় স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে, বিভিন্ন লীলার উল্লেখপূর্বক তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন গৌর-চরিতকারদের বিবরণই সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে মহাপ্রভুর এবং গৌরচরণাশ্রিত প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিপাদগণের বহু সিদ্ধান্ত সংযোজিত এবং আলোচিত হইয়াছে; অধিকন্তু যে সকল বিষয় পূর্বে কোনও স্থলে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না, তাহাদেরও অনেক বিষয় এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে কোন্ লীলায় জীবের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় কি আছে, তাহা প্রদর্শনের চেষ্টাও করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের লেখক অজ্ঞ, সাধনভজনহীন এবং মায়াকলুষিত-চিত্ত। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব-লীলাদি বর্ণনার বা আলোচনার কোনও যোগ্যতাই তাহার নাই। মহাপ্রভুর কৃপার অচিন্ত্যশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই লেখনী ধারণ করা হইয়াছে—কেবল আত্মশোধনের উদ্দেশ্যে। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া যাহা স্ফুরিত করাইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে; তথাপি লেখকের মায়ামলিন চিত্তের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কোনও কোনও স্থলে তাহা যে মলিনতার আবরণে আচ্ছাদিত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। গুণগ্রাহী এবং অদোষদর্শী সুধীবৃন্দ অনুগ্রহপূর্বক তাহা ক্ষমা করিবেন, তাঁহাদের চরণে এই অযোগ্য লেখকের ইহাই প্রার্থনা। ভিত্তিহীন সংস্কারের প্রতি আবেশ-ত্যাগের এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের চেষ্টাই সর্বত্র করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—"শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্॥ ৩।১২।৪৪॥" গুরুবর্গের আদেশে লেখক সর্বত্রই এই পুরাণবাক্যের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে কোনও স্থলের লেখায় যদি কাহারও মনঃকষ্ট জন্মে, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহপূর্বক এই অযোগ্য দীন লেখককে ক্ষমা করিবেন, ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। যুক্তিপ্রমাণসহ লেখকের ত্রুটিবিচ্যুতি অনুগ্রহপূর্বক কেহ দেখাইয়া দিলে তাহা শিরোধার্য করা হইবে।

এই গ্রন্থের ব্যাপারে, আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ পরমভাগবত শ্রীল কমলাকান্ত ঘোষ মহোদয় (৩১বি, মহেশ দত্ত লেন, চেতলা, কলিকাতা ২৭) এবং পরমভাগবত শ্রীল করুণাময় মুখোপাধ্যায় মহোদয় (শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর মন্দির, কাঁসারী পাড়া লেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ) আমার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। জনৈক মহানুভব ভক্ত এই গ্রন্থমুদ্রণের আনুকূল্যার্থ দয়া করিয়া দুইশত টাকা দান করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকটে এবং আরও যে-সকল মহানুভব নানাভাবে আমার আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞ। মহাপ্রভুর কৃপাধারা তাঁহাদের উপর অজস্র বর্ষিত হউক, ইহাই প্রভুর চরণে প্রার্থনা।

সাধনা প্রেস প্রাইভেট্ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীমান্ দেবদাসনাথ, এম্.এ.,বি. এল্ মহোদয়ের নিকটেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রুফ্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশোধন আমার পক্ষে কষ্টকর; দেবদাসবাবুই দয়া করিয়া প্রুফ্ দেখিয়া দিয়াছেন; কেবল একটা প্রুফ্ তিনি আমার নিকটে পাঠাইতেন। আবার, ১৯৬২ ইং সনের মার্চমাসে পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়া হইলেও কাগজাদির অভাবে বিলম্বেই মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে; তাহার পরে যে-সময়ের মধ্যে মুদ্রণ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে এই বৃহৎকলেবর গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ দেবদাসবাবুর তৎপরতাতেই সম্ভব হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধারা তাঁহার উপর অজস্র বর্ষিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রমাণ-বাক্যগুলির মধ্যে সংযুক্তাক্ষর-শব্দগুলির বর্ণবিন্যাসে প্রাচীনরীতিই রক্ষিত হইয়াছে; অন্যত্র সাধারণতঃ আধুনিক রীতিই অনুসৃত হইয়াছে।

উপসংহারে সকলের চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি।

৪৬, রসারোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন,
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

অ. কৌ.—অলঙ্কার-কৌস্তুভ, শ্রীল পুরীদাস-মহাশয়-সংস্করণ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

অ. প্র.—প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণগোস্বামীর শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা

উ. নী.—উজ্জ্বলনীলমণি, বহরমপুর সংস্করণ

কড়চা—শ্রীলমুরারিগুপ্তের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", কড়চা-নামে খ্যাত

গো. চ.—শ্রীগোপালচম্পূ, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ-সম্পাদিত, (পূ. চ.—পূর্বচম্পূ)।

গৌ. কৃ.—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণের গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকা (শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত)

গৌ. বৈ. অ.—শ্রীল হরিদাস দাস-সঙ্কলিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান"

গৌ. বৈ. দ.—গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন (শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ)

গৌ. বৈ. সা.—শ্রীল হরিদাস দাসকৃত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য", প্রথম সংস্করণ

চৈ. চ.—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত), তৃতীয় সংস্করণ

চৈ. চ. না—শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীল পুরীদাস মহাশয়-সম্পাদিত

চৈ. ভা.—শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণগোস্বামি-সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ

চৈ. ম.—শ্রীল লোচনদাসঠাকুরের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল", শ্রীল মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ

ন. বি.—নরোত্তমবিলাস, বহরমপুর-সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ

না. প.—নারদপঞ্চরাত্র

প. পু.—পদ্মপুরাণ,বঙ্গবাসী সংস্করণ

বি. পু.—বিষ্ণুপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ

ভ. র.—ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ

ভ. র. সি.—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বহরমপুর

ভা.—শ্রীমদ্ভাগবত, বঙ্গবাসী সংস্করণ

মহাকাব্য (ম. কা.)—কর্ণপূরের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্," বহরমপুর, ১২৯২ সন

ল. ভা.—লঘুভাগবতামৃত বা সংক্ষেপ ভাগবতামৃত

হ. ভ. বি.—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীল শ্যামাচরণকবিরত্ন-সম্পাদিত

১।১০-অনু—প্রথম অধ্যায়ে দশম অনুচ্ছেদ। এইরূপে, ২।৫, ৩।৩-ইত্যাদি স্থলেও প্রথম অঙ্কটী অধ্যায়-সূচক, দ্বিতীয় অঙ্কটী অনুচ্ছেদসূচক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	প্রথম অধ্যায় (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা)	
১।	শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ...	১
২।	পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ...	৩
ক।	চিচ্ছক্তি ...	৩
খ।	জীবশক্তি ...	৪
গ।	মায়াশক্তি ...	৪
৩।	পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্, স্বতন্ত্র ...	৫
৪।	পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ ...	৫
৫।	পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, দেহ-দেহিভেদহীন ...	৭
ক।	দেহ-দেহিভেদহীন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল অঙ্গই সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট ...	৭
খ।	পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন ...	৯
৬।	শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মাধুর্যাদি ...	১০
ক।	শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পরব্যোমস্থ নারায়ণাদিরও চিত্তাকর্ষক ...	১১
খ।	শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পরব্যোমস্থ লক্ষ্মীগণেরও চিত্তাকর্ষক ...	১৪
গ।	শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য বাসুদেবেরও চিত্তাকর্ষক	১৫
ঘ।	ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক ...	১৬
৭।	শ্রীকৃষ্ণের লীলা ...	১৬
৮।	পরিকর ও ধাম ...	১৭
৯।	লীলারসাস্বাদন ...	১৭
১০।	লীলারসের প্রকার-ভেদ ...	১৮
১১।	ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ...	২০
১২।	অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের ব্রজেন্দ্রনন্দনত্ব। রসস্বরূপত্ব-দ্যোতক ...	২২
১৩।	শ্রীকৃষ্ণ নরলীল ও নর-অভিমানবিশিষ্ট ...	২৪
১৪।	শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ ...	২৫
ক।	শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনে একবারমাত্র অবতীর্ণ হয়েন ...	২৫
খ।	ব্রহ্মার একদিনের পরিমাণ ...	২৬
১৫।	গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময়	২৭
ক।	ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতিকাল ...	২৭
খ।	অন্তর্ধানের সময় ...	২৮
গ।	কলিযুগের প্রবৃত্তি ...	৩১
ঘ।	শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল ...	৩২
১৬।	শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে অন্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়েন ...	৩৩
১৭।	শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু ...	৩৩
ক।	ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় হেতু (১) ...	৩৫
(১)	জীবের স্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ শক্তি ও অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য	৩৫
(২)	একমাত্র স্বয়ংভগবান্‌ই প্রেমদাতা	৩৭
(৩)	রাগমার্গের ভজন-প্রচার ...	৩৮
	শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ সার্থকভাবে রাগমার্গের প্রচার করিতে অসমর্থ ...	৩৮
খ।	শ্রীকৃষ্ণের নিজসম্বন্ধীয় হেতু	৩৯
(১)	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি ...	৪২
(২)	ঐশ্বর্যজ্ঞান ও তাহার ফল ...	৪৩
(৩)	শুদ্ধপ্রেম ও তাহার ফল ...	৪৩
(৪)	গোলোক-পরিকরদের সঙ্গেই অবতরণ	৪৪
(৫)	অদ্ভুত বিহার ...	৪৫
(৬)	উপপতিভাবময়ী লীলা ...	৪৫
(৭)	যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	শক্তির তাৎপর্য …	৪৬
(৮)	উপপতিভাবের অঘটনত্ব কোথায় এবং কিরূপে তাহা সংঘটিত হয় …	৪৭
গ।	ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় হেতু (২) …	৫৩
১৮।	প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ বাসনা …	৫৬
ক।	পূর্ণতমস্বরূপের বাসনা কিরূপে সম্ভব	৫৬
১৯।	কোন্ কোন্ বাসনা অপূর্ণ …	৫৭
ক।	স্বমাধুর্য-আস্বাদন-বাসনা …	৫৭
(১)	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি …	৫৮
(২)	স্বমাধুর্য-আস্বাদনের বাসনা অপূর্ণ কেন	৬০
খ।	শ্রীরাধাকর্তৃক কৃষ্ণমাধুর্যাস্বাদনজনিত সুখের স্বরূপ জানার বাসনা …	৬১
গ।	শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা জানার বাসনা	৬২
২০।	অপূর্ণ-বাসনাত্রয় পূরণের উপায় …	৬৩
ক।	অন্য একস্বরূপে অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্যাদির আস্বাদন …	৬৪
খ।	সর্বজ্ঞত্বশক্তি তাঁহাকে তাহা জানায় না কেন	৬৪
২১।	রাধাভাবকান্তিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ …	৬৫
ক।	একজনের ভাব এবং বর্ণ অপর জন কিরূপে নিতে পারে? …	৬৫
খ।	বর্ণ নেওয়ার কি প্রয়োজন? …	৬৭
গ।	বর্ণগ্রহণের উপায় …	৬৯
ঘ।	রাধাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে আচ্ছাদন কিরূপে সম্ভব …	৭০
ঙ।	শ্রীরাধা উল্লিখিতভাবে স্বীয় দেহাদি শ্রীকৃষ্ণকে দেন কেন? …	৭১
চ।	পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ …	৭২
২২।	স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কাল-সম্বন্ধে আলোচনা …	৭৩
ক।	গীতা-শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা …	৭৩
খ।	বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন …	৭৫
(১)	দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ …	৭৫
(২)	কোন্ দ্বাপরে? …	৭৫
গ।	বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত বিভিন্ন যুগের উপাস্য …	৭৭
ঘ।	শ্রীকৃষ্ণাবতারের জগৎসম্বন্ধী হেতু …	৮০
ঙ।	শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল গত দ্বাপরেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? …	৮১
চ।	মৎস্যপুরাণের উক্তি …	৮২
(১)	শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা …	৮৩
	স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথাই বলা হইয়াছে …	৮৩
(২)	কল্পসম্বন্ধে আলোচনা …	৮৪
(৩)	শ্লোকস্থ "পুনঃ"-শব্দসম্বন্ধে আলোচনা …	৮৪
(৪)	"তদ্বৎ"-শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা …	৮৬
(৫)	কেবল বৈবস্বত-মন্বন্তরে এবং কেবল দ্বাপরে কেন? …	৮৭
(৬)	বারাহ-কল্পের উল্লেখ কেন? …	৮৭
	উপসংহার—এক কল্পে একবার অবতরণ …	৮৮
২৩।	শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম …	৮৯
ক।	অরুন্ধতীর শ্রীকৃষ্ণমাতৃকোটিত্ব-প্রসঙ্গ …	৯২
খ।	প্রকট এবং অপ্রকট উভয়লীলাতেই পতিভাব গোপীদের স্বরূপগত …	৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায় (পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের শাস্ত্রীয়তা)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	প্রারম্ভিক নিবেদন …	৯৭
২।	শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "আসন্ বর্ণাঃ"-শ্লোক …	৯৭
৩।	শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার বিবরণ …	৯৭
ক।	আনুষঙ্গিক বিবরণ …	১০২
	মায়ার জন্মসম্বন্ধে …	১০২
খ।	বসুদেব নন্দালয়ে যশোদানন্দন কৃষ্ণকে দেখিলেন না কেন? …	১০২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

গ। কন্যাটীকে না দেখিয়া যশোদা তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন না কেন? ... ১০৪
ঘ। দেবকী-বসুদেবের শৃঙ্খল-মোচন-প্রসঙ্গ ... ১০৪
৪। শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ-প্রসঙ্গ ... ১০৫
রোহিণীনন্দনের নামকরণ ... ১০৮
৫। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ ... ১ ৮
ক। কৃষ্ণনাম-প্রকটন ... ১০৮
"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য"-শ্লোকের আলোচনা ... ১০৮
বিবেচ্য ... ১০৯
ব্রজরাজের মনোগত অর্থ ... ১১০
গর্গাচার্যের অভিপ্রেত অর্থ ... ১১০
গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ ... ১১১
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য ... ১১১
ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ... ১১২
পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ... ১১৩
যুগাবতার-প্রসঙ্গ ... ১১৪
খ। বাসুদেব-নাম-প্রকটন ... ১১৮
ব্রজরাজের মনোগত অর্থ ... ১১৮
গর্গাচার্যের অভিপ্রেত অর্থ ... ১১৮
গ। বহু নাম-রূপের প্রকটন ... ১১৯
ব্রজরাজের মনোগত অর্থ ... ১১৯
গর্গাচার্যের অভিপ্রেত অর্থ ... ১১৯
"বহূনি সন্তি নামানি" ইত্যাদি শ্লোকোক্তির উদ্দেশ্য ... ১২১
৬। মহাভারতে "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ" ইত্যাদি শ্লোক ... ১২২
৭। শ্রুতি-প্রমাণের আবশ্যকতা ... ১২৩
৮। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ ... ১২৪
ক। মুণ্ডকশ্রুতি-বাক্য ... ১২৪
শ্রুতিবাক্যের প্রথমার্ধের শব্দাদির তাৎপর্য ১২৪
পশ্যঃ ... ১২৪
পশ্যতে ... ১২৬
ব্রহ্মযোনিম্ ... ১২৬
"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"-গীতাবাক্য ... ১২৭
কর্তারম্, ঈশম্, পুরুষম্ ... ১২৯
রুক্মবর্ণ-পুরুষের দর্শন-ফল ... ১২·
শ্রুতিবাক্যের দ্বিতীয়ার্ধের শব্দাদির তাৎপর্য ... ১২৯
তদা, পুণ্যপাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ ... ১২৯
বিদ্বান্ ... ১৩০
পরমং সাম্যমুপৈতি ... ১৩০
খ। মৈত্রায়ণী-শ্রুতিবাক্য ... ১৩১
৯। রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের মহিমা ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ... ১৩২
ক। দর্শনমাত্রে অসুরত্ব-বিনাশ ... ১৩২
খ। অসুরত্ব-বিনাশ, অসুরের প্রাণবিনাশ নহে ১৩৩
গ। দর্শনমাত্রেই প্রেমদাতৃত্ব ... ১৩৩
ঘ। পরম-সাম্যত্ব দান ... ১৩৩
ঙ। ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ ... ১৩৩
চ। ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের উদ্দেশ্য ... ১৩৪
ছ। নির্বিচারে প্রেমদাতৃত্ব ... ১৩৪
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেমদানের রীতি ... ১৩৪
রুক্মবর্ণ-পুরুষকর্তৃক প্রেমদানের রীতি ১৩৫
জ। সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদত্ব ... ১৩৫
১০। উপসংহার ... ১৩৬
১১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জন্মসময়সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৭
ক। শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময় ... ১৩৭
গর্ভের অষ্টম মাসে জন্ম ... ১৩৭
জন্মমাস-তিথি-নক্ষত্রাদি ... ১৩৭
সৌরভাদ্র? না কি চান্দ্রভাদ্র? ... ১৩৮
কৃষ্ণাষ্টমীর পরিচয় ... ১৩৯
কৃষ্ণজন্ম-বৎসরে শ্রাবণীপূর্ণিমা হইয়াছিল সৌরশ্রাবণের ২৩শে তারিখের পরে ... ১৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অনুচ্ছেদ — বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

অষ্টম মাস-সম্বন্ধে আলোচনা … ১৩৯
আলোচনার নিষ্কর্ষ … ১৪১
খ। শ্রীবলরামচন্দ্রের জন্মসময়-সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১
শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিমত … ১৪১
গোপালচম্পূ-টীকাকারের অভিমত … ১৪৭
শ্রীরাধারমণ-মন্দিরে প্রচলিত একটী রীতি ১৪৭
মতান্তর … ১৪৮
গর্গসংহিতার অভিমত … ১৪৮
গর্গসংহিতার অনুসরণে প্রচলিত একটী রীতি … ১৪৯
পদ্মপুরাণের অভিমত … ১৪৯
শ্রীল মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-নামক গ্রন্থের অভিমত … ১৫০
প্রচলিত রীতি … ১৫১

তৃতীয় অধ্যায়

(বর্তমান কলিতে পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবানের অবতার)

১। আলোচনার সূচনা … ১৫২
২। মৎস্যপুরাণোক্তির আলোচনা … ১৫২
ক। চারিবেদ, উপনিষদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ অপৌরুষেয় … ১৫২
খ। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ … ১৫৩
ইতিহাস বলিতে মহাভারতকে বুঝায়… ১৫৪
পঞ্চম বেদ কেন বলা হয়? … ১৫৪
গ। অপৌরুষেয় পুরাণ মাত্র একটী … ১৫৫
ঘ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের আবির্ভাব … ১৫৬
ঙ। বর্তমানে প্রচলিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অপৌরুষেয়তা … ১৫৬
৩। মহাপুরাণ-সমূহের চতুর্যুগোপযোগিতা … ১৫৭
ক। পুরাণসমূহের চতুর্যুগোপযোগিতার তাৎপর্য … ১৫৮
৪। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকালোচনার ভূমিকা … ১৫৯

অনুচ্ছেদ — বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

৫। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের আলোচনা ১৬১
বিবেচ্য … ১৬১
বিশেষ লক্ষণেই বস্তুর পরিচয় … ১৬২
বর্তমান কলির অবতারের বিশেষ লক্ষণ—ছন্নত্ব … ১৬২
শ্লোকস্থিত শব্দাদির আলোচনা … ১৬৩
ক। প্রথমার্ধের আলোচনা … ১৬৩
কৃষ্ণবর্ণঃ … ১৬৪
ত্বিষাকৃষ্ণঃ … ১৬৪
কলিযুগে ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যক্ষরূপপৃথক্ লীলাবতার নাই … ১৬৫
স্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য … ১৬৯
কৃষ্ণবর্ণ-ত্বিষাকৃষ্ণ-শব্দদ্বয়ের আলোচনার উপসংহার … ১৭১
পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের নিত্যত্ব … ১৭১
পীতত্বের হেতু—পীতবর্ণা শ্রীরাধার সহিত একরূপতা … ১৭২
মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্… ১৭৪
খ। দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনা … ১৭৪
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের সারমর্ম… ১৭৬
৬। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ভক্তভাব … ১৭৭
৭। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয়-প্রধান স্বরূপ … ১৭৮
৮। সমগ্র আলোচনার সারমর্ম … ১৭৮
ক। মুণ্ডকশ্রুতি, মৈত্রায়ণীশ্রুতি, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত পীতবর্ণ স্বয়ং-ভগবৎ-স্বরূপ এক এবং অভিন্ন … ১৭৯
খ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ … ১৭৯
গ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ভক্তভাবময় … ১৭৯
ঘ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয়-প্রধান স্বরূপ … ১৭৯

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

ঙ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শন মাত্রে দ্রষ্টার পাপপুণ্যরূপ কর্ম, এমন কি অসুরত্ব পর্যন্ত সমূলে বিনষ্ট হয় ... ১৭৯

চ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অসুরের প্রাণ বিনাশ করেন না, অসুরত্বের বিনাশ করেন ১৭৯

ছ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শন মাত্রে দ্রষ্টার প্রেমলাভ হয় ... ১৮০

জ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শন মাত্রে যিনি প্রেম লাভ করেন, তাঁহার দর্শনেও অপরে প্রেম লাভ করে ... ১৮০

ঝ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ ... ১৮০

ঞ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কলিযুগেই অবতীর্ণ হয়েন ... ১৮০

ট। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের হেতু ... ১৮০

জগৎ সম্বন্ধীয় হেতু ... ১৮০

নিজ সম্বন্ধীয় হেতু ... ১৮১

ঠ। যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণ ... ১৮১

৯। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌কে গৌরকৃষ্ণও বলা যায় ... ১৮১

চতুর্থ অধ্যায়

(বর্তমান কলিতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণ-প্রসঙ্গ)

১। আলোচনার সূচনা ... ১৮২

২। জীবের অবিচলা স্থিতি ... ১৮২

৩। মুক্তি ... ১৮২

৪। মুক্তিলাভের উপায় ভক্তি ... ১৮৩

(ভগবদ্গীতাবাক্যের আলোচনা)

একমাত্র স্বরূপশক্তিই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে, গায়ত্র্যুক্তির আলোচনা ১৮৯

ক। মুক্তিতে জীবের অবিচলা স্থিতি ... ১৯১

খ। মুক্তিলাভের জন্য কেবলাভক্তি বা প্রেমভক্তির প্রয়োজন হয় না। ... ১৯১

৫। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের বা গৌরকৃষ্ণের অবতরণের সূচনা (১) ... ১৯২

জগৎসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য ... ১৯২

ক। প্রকট-ব্রজলীলার অন্তর্ধান ... ১৯২

খ। অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণের অনুমান ... ১৯২

গ। শ্রীকৃষ্ণের অনুমান সম্বন্ধে আলোচনা ১৯৩

(১) চিরকাল-শব্দের তাৎপর্য ... ১৯৩

সুদীর্ঘকাল পূর্বে কখন প্রেমভক্তি দিয়াছিলেন ? ... ১৯৩

(২) ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ১৯৪

ভক্তি-শব্দের তাৎপর্য ... ১৯৪

অবস্থান-শব্দের তাৎপর্য ... ১৯৫

(৩) বিধিভক্তি-সম্বন্ধে ... ১৯৬

(৪) প্রেমদানের জন্য আগ্রহ ... ১৯৭

(৫) বর্তমান কলিতে অবতরণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প ... ১৯৭

(৬) কোন্ রূপে অবতরণের সঙ্কল্প ... ১৯৭

(৭) ব্রজপ্রেমদানেরই সঙ্কল্প, ব্রজপ্রেম-লাভের উপায়-কথন নহে ... ১৯৮

(৮) তাহা হইলে নিজে আচরণ করিয়া সাধনভক্তির আদর্শ স্থাপনের সঙ্কল্প কেন ? ২০০

(৯) যুগধর্ম-প্রবর্তন ... ২০০

(১০) অবতরণের পক্ষে জগদ্‌বিষয়ক উদ্দেশ্য ২০১

(১১) অবতরণের পক্ষে নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত ... ২০১

৬। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের সূচনা (২) —নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য ... ২০৩

ক। আলোচনার সূচনা ... ২০৩

(১) নাম-প্রেম-প্রচার অবতরণের বহিরঙ্গ হেতু ... ২০৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	(২) প্রেম-প্রচারকে বহিরঙ্গ হেতু কেন বলা হইল? ...	২০৪
খ।	অবতরণের নিজসম্বন্ধীয় বা মুখ্য হেতু	২০৫
৭।	পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ	২০৬
ক।	পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই যে নবদ্বীপের শচীসুত শ্রীচৈতন্য, তাহার প্রমাণ কি? ...	২০৭
৮।	যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের যৌক্তিকতা ...	২০৭
৯।	ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ একই কল্পে স্বয়ং-ভগবানের দুইবার অবতরণ-প্রসঙ্গ ...	২০৮
১০।	কলিতে পীতবর্ণে অবতরণের সঙ্কল্পসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনার কথা কবিরাজগোস্বামী কিরূপে জানিলেন? ...	২১২
ক।	মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশ করাইয়াছেন ...	২১২
খ।	মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণের এত আগ্রহ কেন?	২১৩
গ।	জীবকে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহের পরিচয় ...	২১৪

পঞ্চম অধ্যায়

(শ্রীচৈতন্যদেবের পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবত্তা বিচার)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ দ্বিভুজ, নরবপু, নরলীল ...	২১৭
২।	পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ও দ্বিভুজ, নরবপু, নরলীল	২১৭
৩।	ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ নরবপু ভগবান্‌কে চিনিয়া লওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয় ...	২১৭
ক।	জন্মলীলার অলৌকিকত্বদ্বারাও ভগবান্‌কে জানা যায় না ...	২১৮
৪।	ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ নরবপু ভগবানকে জানা যায় বিশেষ লক্ষণের দ্বারা ...	২১৯
৫।	শ্রীচৈতন্যদেবের পীতবর্ণ স্বয়ংভগবত্তা-বিচার	২২০
ক।	বর্ণ—পীত বা গৌর ...	২২১
খ।	দৈহিক লক্ষণ ...	২২১
	(১) ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু ...	২২১
	(২) মহাপুরুষ লক্ষণ ...	২২৩
	(৩) কর-চরণ-চিহ্ন ...	২২৪
	(৪) কৈশোর। গুম্ফ-শ্মশ্রুহীনতা	২২৪
	ছান্দোগ্যশ্রুতিপ্রোক্ত "হিরণ্যশ্মশ্রু-হিরণ্যকেশ"-শব্দের আলোচনা ...	২২৭
	(৫) অপহতপাপ্মত্ব, নীরোগতা ...	২৩০
	গয়াগমনের পথে জ্বর ...	২৩০
	গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রেমবিকার ...	২৩১
গ।	বিমৃত্যুতা, মৃত্যুহীনতা ...	২৩৩
	মহাপ্রভুর অন্তর্ধান, লোচনদাস ও উড়িয়া কবিদের অভিমত ...	২৩৪
	মহাপ্রভুর তিরোভাবের সময় ...	২৩৬
	অন্তর্ধান সম্বন্ধে কর্ণপূরের অভিমত ...	২৩৮
	বিরুদ্ধমতের আলোচনা ...	২৩৯
	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ...	২৪৬
ঘ।	উল্লিখিত দৈহিক লক্ষণাদি হইতেছে ভগবৎ-স্বরূপের সাধারণ লক্ষণ ...	২৫১
৬।	শ্রীচৈতন্যদেবের স্বয়ংভগবত্তা-বিচার	২৫২
ক।	অন্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপের স্বান্তর্ভুক্তি	২৫২
	(১) তৈর্থিক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ ...	২৫২
	ভগবত্তার লক্ষণ, ...	২৫৬
	(২) শচীমাতার শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন ...	২৫৭
	(৩) শ্রীধরের শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন ...	২৫৮
	(৪) বনমালীনামক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন ...	২৫৯
	(৫) ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন ...	২৬০
	(৬) শ্রীলমুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্ররূপদর্শন	২৬০
	(৭) শ্রীল মুরারিগুপ্তের গৃহে অদ্ভুত বরাহ-রূপ-প্রকটন ...	২৬০
	(৮) নৃসিংহরূপ-প্রকটন ...	২৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
(৯)	বলরামরূপ-প্রকটন	...	২৬২
(১০)	শিবরূপ-প্রকটন	...	২৬২
(১১)	চতুর্ভুজরূপ-প্রকটন	...	২৬৩
	জগাইর চতুর্ভুজরূপ-দর্শন	...	২৬৩
	শ্রীবাসমন্দিরে চতুর্ভুজরূপ-প্রকটন		২৬৩
	সার্বভৌম ভট্টাচার্যের চতুর্ভুজরূপ-দর্শন		২৬৩
	কাশীমিশ্রের চতুর্ভুজরূপ-দর্শন	...	২৬৪
(১২)	চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে লক্ষ্মীকাচে নৃত্যপ্রসঙ্গ	...	২৬৪
	অদ্ভুত তেজ	...	২৬৬
(১৩)	মৎস্য-কূর্ম-বামনাদি-রূপ-প্রকটন		২৬৭
	উপসংহার	...	২৬৮
খ।	প্রেমদাতৃত্ব	...	২৬৮
	সাধারণ বিবরণ	...	২৬৮
	বিশেষ বিবরণ	...	২৬৯
(১)	নারায়ণী দেবীর প্রেমপ্রাপ্তি	...	২৬৯
(২)	শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রেমপ্রাপ্তি	...	২৭১
(৩)	শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রেমপ্রাপ্তি	...	২৭২
(৪)	জগাই-মাধাইয়ের প্রেমপ্রাপ্তি	...	২৭২
(৫)	দরজী যবনের প্রেমলাভ	...	২৮০
(৬)	সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রেমপ্রাপ্তি	...	২৮০
(৭)	দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-কালে প্রেম বিতরণ	...	২৮০
	আলালনাথে	...	২৮১
	দক্ষিণের পথে	...	২৮১
	কূর্মক্ষেত্রে	...	২৮২
	গোদাবরী-তীরে	...	২৮২
(৮)	প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে	...	২৮৩
	রাজপুত্রের প্রেমপ্রাপ্তি	...	২৮৫
	রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রেমাবেশ	...	২৮৫
(৯)	গৌড়-গমনকালে কটকে	...	২৮৬
(১০)	বৃন্দাবন গমনকালে ঝারিখণ্ডে	...	২৮৭
(১১)	মথুরার পথে এবং মথুরায়	...	২৮৯
(১২)	প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে	...	২৯০
(১৩)	বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে	...	২৯০
গ।	উপসংহার	...	২৯১

ষষ্ঠ অধ্যায় (রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ)

১।	আলোচনার সূচনা	...	২৯২
২।	শ্রীগৌরের রাধাভাবে বা গোপীভাবে বিভাবিতত্ব	...	২৯৩
	শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি	...	২৯৩
	শ্রীল কর্ণপূরের উক্তি	...	২৯৩
৩।	শ্রীরাধার কান্তিতে সুবলিতত্ব	...	২৯৩
	শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি	...	২৯৩
	শ্রীল কর্ণপূরের উক্তি	...	২৯৩
৪।	রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্ব	...	২৯৩
	শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি	...	২৯৩
	শ্রীল কর্ণপূরের উক্তি	...	২৯৪
৫।	বাস্তবতা	...	২৯৪
৬।	রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপের প্রকটন	...	২৯৪
ক।	রায়রামানন্দের নিকটে	...	২৯৪
খ।	শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অনুভব	...	২৯৯
গ।	শ্রীল স্বরূপদামোদরের অনুভব	...	২৯৯
ঘ।	মাথুর-ব্রাহ্মণের অনুভব	...	৩০০
ঙ।	শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর অনুভব		৩০০
চ।	বৃন্দাবনবাসীদের অনুভব	...	৩০১
৭।	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতা	...	৩০১
ক।	দুই দেহে ও এক দেহে অবস্থিতির আবশ্যকতা	...	৩০২
৮।	রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপের মাধুর্যবৈশিষ্ট্য		৩০৩
ক।	পরতত্ত্ব-সীমা	...	৩০৪

সপ্তম অধ্যায় (শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য)

১।	ঐশ্বর্য-সম্বন্ধে সাধারণ কথা	...	৩০৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
২।	ঐশ্বর্যের অদ্ভুতত্ব এবং অদ্ভুতত্বের মধ্যেও কখনও কখনও অপূর্ব অদ্ভুতত্ব …	৩০৬
৩।	ষড়্‌ভুজরূপ-প্রকটন …	৩০৮
ক।	শ্রীনিত্যানন্দের ষড়্‌ভুজরূপ দর্শন …	৩০৮
খ।	সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ষড়্‌ভুজরূপ দর্শন	৩০৯
গ।	রাজাপ্রতাপরুদ্রের ষড়্‌ভুজরূপ দর্শন	৩১০
৪।	শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে বিশ্বরূপ-প্রকটন …	৩১০
৫।	শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে অপর এক ঐশ্বর্যাত্মকরূপ-প্রকটন …	৩১১
	শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে অদ্ভুত ঐশ্বর্যাত্মকরূপের প্রকটন …	৩১৬
৬।	অদ্ভুত আম্রবৃক্ষ-প্রসঙ্গে ঐশ্বর্য-প্রকটন …	৩১৭
	মুরারিগুপ্তের উক্তি …	৩১৭
	কর্ণপূরের উক্তি …	৩১৮
	লোচনদাসের উক্তি …	৩১৯
	কবিরাজগোস্বামীর উক্তি …	৩১৯
	আলোচনা …	৩১৯
৭।	মুরারিগুপ্তের অন্নভোজন …	৩২১
৮।	মুরারিগুপ্তের আত্মহত্যা-প্রয়াস-প্রসঙ্গ …	৩২৪
৯।	সপ্ততালবৃক্ষ-বিমোচন …	৩২৬
	শ্রীলকবিরাজগোস্বামীর উক্তি …	৩২৬
	শ্রীলমুরারিগুপ্তের উক্তি …	৩২৬
	কবি কর্ণপূরের উক্তি …	৩২৬
১০।	রথযাত্রাকালে বহুরূপে আত্মপ্রকটন (প্রকাশরূপের প্রকটন) ..	৩২৭
১১।	বেঢ়াকীর্তনে বহুরূপে আত্মপ্রকটন …	৩৩০
১২।	একদেহেই সর্বদিকে মুখের প্রকটন …	৩৩০
১৩।	আবির্ভাব …	৩৩১
ক।	চারিস্থানে প্রভুর নিত্য আবির্ভাব …	৩৩২
(১)	শচীর মন্দিরে আবির্ভাব …	৩৩২
(২)	নিত্যানন্দের নর্তনে আবির্ভাব …	৩৩৫
(৩)	শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে আবির্ভাব …	৩৩৭
(৪)	রাঘবপণ্ডিতের গৃহে আবির্ভাব …	৩৩৭
খ।	স্থানবিশেষে সাময়িক আবির্ভাব …	৩৩৭
(১)	কূর্মক্ষেত্রে গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবের সম্মুখে আবির্ভাব …	৩৩৮
(২)	পানিহাটিতে সাময়িক আবির্ভাব	৩৪০
(৩)	সেনশিবানন্দের গৃহে আবির্ভাব …	৩৪০
গ।	অন্যত্র সাময়িক আবির্ভাব …	৩৪৫
(১)	লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব …	৩৪৫
(২)	জীবনিস্তারের জন্য স্বয়ংভগবানের ব্যাকুলতা …	৩৪৫
(৩)	মহাপ্রভুর লোকনিস্তারের ত্রিবিধ উপায় …	৩৪৬
	সাক্ষাদ্দর্শনের দ্বারা উদ্ধার …	৩৪৬
	আবির্ভাব ও আবেশ দ্বারা উদ্ধার …	৩৪৭
	অন্যত্র সাময়িক আবির্ভাব …	৩৪৭
১৪।	আবেশ …	৩৪৭
	নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ …	৩৪৮
১৫।	কুক্কুরের মুখে কৃষ্ণনাম-প্রকটন ও তাহার উদ্ধার …	৩৫০
	কবিরাজগোস্বামীর উক্তি …	৩৫০
	কবিকর্ণপূরের উক্তি …	৩৫২

অষ্টম অধ্যায় (ঐশ্বর্যগর্ভ আচরণ)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	ঐশ্বর্যগর্ভ আচরণ …	৩৫৪
২।	উত্তান-শয়নাবস্থায় গৃহে চরণ-চিহ্নের প্রদর্শন …	৩৫৪
৩।	ক্রন্দনের ছলে হরিনাম-প্রচার …	৩৫৫
৪।	গৃহের দ্রব্যাদি ছড়াইয়া ফেলা …	৩৫৫
৫।	সর্পসঙ্গে খেলা …	৩৫৬
৬।	মাতার নিকটে জ্ঞানযোগ-কথন …	৩৫৭
৭।	দুই চোরের কাহিনী …	৩৫৮
৮।	শূন্যপায়ে নূপুরের ধ্বনি …	৩৫৯
	শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি …	৩৫৯
	কবিকর্ণপূরের উক্তি …	৩৫৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তি ...	৩৬০
	শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি ...	৩৬০
৯।	আর্দ্রবৃন্ত নারিকেল আনয়ন ...	৩৬০
	শ্রীল কর্ণপূরের উক্তি ...	৩৬১
	শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি ...	৩৬১
১০।	জগদীশ-হিরণ্যের বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন ...	৩৬১
১১।	মুরারিগুপ্তের সহিত প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ ..	৩৬২
১২।	গঙ্গাঘাটে চাপল্য ...	৩৬৫
১৩।	বর্জ্যহাণ্ডীর উপর উপবেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান-কথন ...	৩৬৯
১৪।	দিব্য দিব্য লোক কর্তৃক স্তবস্তুতি ...	৩৭৩
১৫।	মিশ্রপুরন্দরের স্বপ্নদর্শন ...	৩৭৪
১৬।	পূর্ববঙ্গে তপনমিশ্রের প্রসঙ্গ ...	৩৭৪
১৭।	দিগ্‌বিজয়ি-জয় ...	৩৭৯
১৮।	সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর কাহিনী ...	৩৮৮
১৯।	কাজীর প্রসঙ্গ। নগরসঙ্কীর্তন ...	৩৯০

নবম অধ্যায় (মহাপ্রভুতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের শাস্ত্রকথিত অন্যান্য লক্ষণ এবং প্রভুর সন্ন্যাস)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	মহাভারতোক্ত লক্ষণ ...	৪০১
ক।	সুবর্ণবর্ণঃ ...	৪০১
খ।	হেমাঙ্গঃ ...	৪০২
গ।	বরাঙ্গঃ ...	৪০২
	সৌষ্ঠবাদিতে মহাপ্রভুর বরাঙ্গত্ব ...	৪০২
	প্রভাবে মহাপ্রভুর বরাঙ্গত্ব ...	৪০৪
ঘ।	চন্দনাঙ্গদী ...	৪০৫
চ।	শমঃ ...	৪০৫
ছ।	শান্তঃ ...	৪০৫
জ।	নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ...	৪০৬
২।	মহাপ্রভুই মহাভারতোক্ত নামসমূহের আস্পদ ...	৪০৭
৩।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ...	৪০৯
ক।	সন্ন্যাসের সূচনা ...	৪০৯
খ।	গৃহত্যাগের দিনে ...	৪১৬
গ।	গৃহত্যাগের পরের দিনে ...	৪১৮
ঘ।	সন্ন্যাসগ্রহণের দিনে ...	৪২০
	(১) ক্ষৌরকর্ম ...	৪২০
	(২) সন্ন্যাস-গ্রহণ ...	৪২১
	(৩) সন্ন্যাসের মন্ত্রপ্রসঙ্গ ...	৪২১
	(৪) গুরুর নিকটে সন্ন্যাস-মন্ত্রপ্রাপ্তি ...	৪২৩
	সন্ন্যাসের সময় ...	৪২৫
	(৫) প্রভুর সন্ন্যাসের নাম ...	৪২৬
	(৬) সন্ন্যাসের পরে প্রেমাবেশে গুরুর সহিত প্রভুর নৃত্য ...	৪২৭
ঙ।	সন্ন্যাসগ্রহণ-দিনের পরে ...	৪২৮
৪।	মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের স্বরূপ ...	৪৩৪
ক।	বেদবিহিত চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস নহে	৪৩৪
খ।	মায়াবাদীদের সন্ন্যাসও নহে ...	৪৩৫
	(১) প্রথমতঃ, সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ...	৪৩৫
	(২) দ্বিতীয়তঃ, সন্ন্যাসের মন্ত্র ...	৪৩৭
	(৩) তৃতীয়তঃ, সন্ন্যাসের গুরু ...	৪৩৭
	(৪) চতুর্থতঃ, সন্ন্যাসের পরের অবস্থা	৪৩৮
	(৫) পঞ্চমতঃ, সন্ন্যাসের উপাধিহীন নাম	৪৩৯
	(৬) প্রভুর সঙ্গী সন্ন্যাসিগণের প্রসঙ্গ ...	৪৪০
	(৭) ব্রহ্মানন্দ ভারতীর প্রসঙ্গ ...	৪৪১
	(৮) প্রভুর দীক্ষাগুরু-প্রসঙ্গ ...	৪৪৩
গ।	ভগবানের আত্মগোপন-তৎপরতা ...	৪৪৭
	মহাপ্রভুর আত্মগোপন-তৎপরতা ...	৪৪৬
	(১) কপট সন্ন্যাসী ...	৪৪৮
ঘ।	মহাপ্রভুর সন্ন্যাস তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা	৪৪৮
	সন্ন্যাস প্রভুর স্বরূপগত ভাব ...	৪৫১
	সন্ন্যাসভাবের বিকাশভঙ্গী ...	৪৫১
	(১) বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে ...	৪৫১
	(২) প্রসাদী তাম্বুলভোজন-প্রসঙ্গে ...	৪৫২
	(৩) তপনমিশ্রের প্রসঙ্গে ...	৪৫২
	(৪) ব্রাহ্মণ-শাপ-প্রসঙ্গে ...	৪৫২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
(৫)	শ্রীবাসপুত্রের দেহত্যাগ-প্রসঙ্গে	৪৫৩
(৬)	স্বপ্নে প্রভুর সন্ন্যাস-মন্ত্র-প্রাপ্তি-প্রসঙ্গে	৪৫৬

দশম অধ্যায়

(অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাব ও গোপীভাব)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	সূচনা	৪৫৭
২।	চিত্তস্থিত কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ	৪৫৮
৩।	সত্ত্ব	৪৫৮
৪।	কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ দ্বিবিধ—উদ্ভাস্বর অনুভাব এবং সাত্ত্বিক অনুভাব	৪৫৮
৫।	সাত্ত্বিকভাব-সমূহের উদ্ভবের হেতু	৪৫৯
৬।	সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়)	৪৬০
৭।	সাত্ত্বিকভাব-সমূহের বিকাশ-বৈচিত্রী	৪৬০
ক।	ধূমায়িত সাত্ত্বিক	৪৬০
খ।	জ্বলিত সাত্ত্বিক	৪৬০
গ।	দীপ্ত সাত্ত্বিক	৪৬১
ঘ।	উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক	৪৬১
ঙ।	সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক	৪৬১
	সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের প্রকার	৪৬১
৮।	ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব	৪৬১
৯।	তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের নাম ও লক্ষণ	৪৬৩
(১)	নির্বেদ	৪৬৩
(২)	বিষাদ	৪৬৩
(৩)	দৈন্য	৪৬৩
(৪)	গ্লানি	৪৬৩
(৫)	শ্রম	৪৬৩
(৬)	মদ	৪৬৪
(৭)	গর্ব	৪৬৪
(৮)	শঙ্কা	৪৬৪
(৯)	ত্রাস	৪৬৪
	ত্রাস ও ভয়ের পার্থক্য	৪৬৪
(১০)	আবেগ	৪৬৪
(১১)	উন্মাদ	৪৬৪
(১২)	অপস্মার (অপস্মৃতি)	৪৬৪
(১৩)	ব্যাধি	৪৬৪
(১৪)	মোহ	৪৬৫
(১৫)	মৃতি	৪৬৫
(১৬)	আলস্য	৪৬৫
(১৭)	জাড্য	৪৬৫
(১৮)	ব্রীড়া	৪৬৬
(১৯)	অবহিত্থা	৪৬৬
(২০)	স্মৃতি	৪৬৬
(২১)	বিতর্ক	৪৬৬
(২২)	চিন্তা	৪৬৬
(২৩)	মতি	৪৬৬
(২৪)	ধৃতি	৪৬৬
(২৫)	হর্ষ	৪৬৬
(২৬)	ঔৎসুক্য	৪৬৭
(২৭)	ঔগ্র্য	৪৬৭
(২৮)	অমর্ষ	৪৬৭
(২৯)	অসূয়া	৪৬৭
(৩০)	চাপল	৪৬৭
(৩১)	নিদ্রা	৪৬৭
(৩২)	সুপ্তি	৪৬৮
(৩৩)	বোধ	৪৬৮
১০।	মাৎসর্য, উদ্বেগ ও দম্ভাদিভাব	৪৬৯
ক।	মাৎসর্য	৪৬৯
খ।	উদ্বেগ	৪৬৯
গ।	দম্ভ	৪৬৯
ঘ।	ঈর্ষ্যা	৪৬৯
ঙ।	বিবেক ও নির্ণয়	৪৬৯
চ।	ক্লৈব্য	৪৭০
ছ।	ক্ষমা	৪৭০
জ।	কৌতুক এবং উৎকণ্ঠা	৪৭০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঝ।	বিনয় …	৪৭০
ঞ।	সংশয় …	৪৭০
ট।	ধাষ্ট্র্য …	৪৭০
১১।	ব্যভিচারিভাবের চারিটি দশা (অবস্থা) …	৪৭০
ক।	উৎপত্তি …	৪৭০
খ।	ভাবসন্ধি …	৪৭০
	বহুভাবের মিলনজনিত সন্ধি …	৪৭১
গ।	ভাবশাবল্য …	৪৭১
ঘ।	ভাবশান্তি …	৪৭১
১২।	কৃষ্ণপ্রেমের বিভিন্ন স্তর …	৪৭২
ক।	প্রেম-শব্দের সামান্য অর্থ ও চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব …	৪৭২
খ।	প্রেমের বিভিন্ন স্তর …	৪৭৩
গ।	সাধক ভক্তের এবং নিত্যসিদ্ধ পরিকরের প্রেম …	৪৭৪
	দ্রষ্টব্য ঃ রতি-প্রেম-ভাবসম্বন্ধে …	৪৭৫
১৩।	ভিন্ন ভিন্ন প্রেমস্তরের লক্ষণ …	৪৭৫
ক।	রতি …	৪৭৫
(১)	রতির আবির্ভাব দুইরকমে …	৪৭৬
(২)	জাতরতি ভক্তের লক্ষণ …	৪৭৬
(৩)	রতির অন্তর্ধানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে	৪৭৬
খ।	প্রেম …	৪৭৬
(১)	সাধনভেদে প্রেমের ভেদ …	৪৭৭
গ।	স্নেহ …	৪৭৭
(১)	স্নেহ দুই রকমের—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ	৪৭৭
	ঘৃতস্নেহ …	৪৭৮
	মধুস্নেহ …	৪৭৮
ঘ।	মান …	৪৭৯
(১)	মান দ্বিবিধ—উদাত্ত মান ও ললিত মান	৪৮০
ঙ।	প্রণয় …	৪৮০
	বিস্রম্ভ …	৪৮০
চ।	রাগ …	৪৮১
(১)	রাগ দ্বিবিধ—নীলিমা ও রক্তিমা …	৪৮১
	নীলিমা রাগ …	৪৮১
	নীলীরাগ …	৪৮২
	শ্যামারাগ …	৪৮২
	রক্তিমারাগ …	৪৮২
	কুসুম্ভরাগ …	৪৮২
	মঞ্জিষ্ঠারাগ …	৪৮৩
ছ।	অনুরাগ …	৪৮৩
(১)	অনুরাগের ক্রিয়া …	৪৮৩
	পরস্পর বশীভাব …	৪৮৩
	প্রেমবৈচিত্ত্য …	৪৮৪
	অপ্রাণীতে জন্মলালসা …	৪৮৪
	বিপ্রলম্ভেও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি …	৪৮৪
জ।	ভাব বা মহাভাব …	৪৮৪
	স্বসম্বেদ্যদশা …	৪৮৫
	প্রকাশিত …	৪৮৬
	যাবদাশ্রয়বৃত্তি …	৪৮৬
	আলোচনার নিষ্কর্ষ—ভাব …	৪৮৭
(১)	একমাত্র ব্রজদেবীগণই মহাভাবের আশ্রয় মহিষীদিগের পক্ষে ইহা অতি দুর্লভ	৪৮৮
(২)	মহাভাবের স্বরূপগত মহিমা …	৪৮৮
(৩)	মহাভাব দ্বিবিধ—রূঢ় এবং অধিরূঢ়	৪৮৯
ঝ।	রূঢ় মহাভাব …	৪৮৯
(১)	রূঢ় মহাভাবের লক্ষণ …	৪৮৯
ঞ।	অধিরূঢ় মহাভাব …	৪৯০
(১)	অধিরূঢ় মহাভাব-দ্বিবিধ —মোদন ও মাদন …	৪৯১
ট।	মোদন …	৪৯১
(১)	মোদনের প্রভাব …	৪৯২
	সকান্ত-কৃষ্ণের ক্ষোভকারিতা …	৪৯৩
	প্রেমোরুসম্পদ্বতীগণ হইতেও প্রেমাধিক্য	৪৯৩
(১)	মোদনের আশ্রয় …	৪৯৩
	শ্রীরাধা এবং তাঁহার যূথস্থ গোপীগণেরই প্রেমোৎকর্ষ …	৪৯৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঠ।	মাদন ...	৪৯৪
	সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী ...	৪৯৪
	মাদন স্বয়ংপ্রেম ...	৪৯৪
	পরাৎপরঃ ...	৪৯৪
	(১) মাদনের আশ্রয় ...	৪৯৫
	(২) মাদন-শব্দের অর্থ ...	৪৯৫
	(৩) মাদনের অনুভাব ...	৪৯৬
	অযোগ্য বস্তুতেও ঈর্ষ্যা ...	৪৯৬
	সতত সম্ভোগেও কৃষ্ণসঙ্গধারী বস্তুর স্তুতি	৪৯৬
	(৪) মাদনের অসাধারণ এবং অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ...	৪৯৭
	শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-কালেই মাদনের উদয়, বিরহে নহে ...	৪৯৮
	মাদনে চুম্বনালিঙ্গনাদি অসংখ্যপ্রকার সম্ভোগের প্রতিক্ষণে যুগপৎ এবং সাক্ষাৎ অনুভব হয় ...	৪৯৮
	মাদনে মিলনেও বিপ্রলম্ভভাব ...	৪৯৯
	পুলিন্দকন্যাদির প্রসঙ্গ ...	৪৯৯
১৪।	মোহন ...	৫০০
	মোহনেই সাত্ত্বিক-ভাবসমূহ সুদ্দীপ্ত হয়, অন্যত্র নহে ...	৫০১
	ক। মোহনের আশ্রয় ...	৫০১
	একমাত্র শ্রীরাধাতেই মোহনের প্রকাশ	৫০১
	খ। মোহনের একটী উদাহরণ ...	৫০১
	গ। মোহনের অনুভাব ...	৫০২
	কান্তাকর্তৃক আলিঙ্গিত অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা ..	৫০২
	অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সুখকামনা ...	৫০২
	ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিতা ...	৫০৩
	তির্যগ্‌জাতির রোদন ...	৫০৩
	মৃত্যুস্বীকার করিয়াও স্বীয় দেহস্থ ভূতসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-তৃষ্ণা ...	৫০৪
১৫।	দিব্যোন্মাদ ...	৫০৪
	ক। দিব্যোন্মাদের স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা	৫০৫
	খ। দিব্যোন্মাদ একমাত্র শ্রীরাধাতেই সম্ভব	৫০৬
১৬।	দিব্যোন্মাদের ভেদ ...	৫০৭
	ক। উদ্‌ঘূর্ণা ...	৫০৭
	(১) বাসকসজ্জায়িতা ...	৫০৭
	(২) খণ্ডিতা ...	৫০৭
	খ। চিত্রজল্প ...	৫০৭
	(১) চিত্রজল্পের ভেদ ...	৫০৮
	(২) চিত্রজল্প সম্বন্ধে আলোচনার ভূমিকা	৫০৮
১৭।	চিত্রজল্পের প্রজল্পাদি বিবিধ ভেদ ...	৫১০
	ক। প্রজল্প ...	৫১০
	প্রজল্পের লক্ষণ ...	৫১০
	প্রজল্পের উদাহরণ ...	৫১০
	খ। পরিজল্প ...	৫১০
	পরিজল্পের লক্ষণ ...	৫১০
	পরিজল্পের উদাহরণ ...	৫১০
	গ। বিজল্প ...	৫১১
	বিজল্পের লক্ষণ ...	৫১১
	বিজল্পের উদাহরণ ...	৫১১
	ঘ। উজ্জল্প ...	৫১১
	উজ্জল্পের লক্ষণ ...	৫১১
	উজ্জল্পের উদাহরণ ...	৫১১
	ঙ। সংজল্প ...	৫১২
	সংজল্পের লক্ষণ ...	৫১২
	সংজল্পের উদাহরণ ...	৫১২
	চ। অবজল্প ...	৫১৩
	অবজল্পের লক্ষণ ...	৫১৩
	অবজল্পের উদাহরণ ...	৫১৩
	ছ। অভিজল্প ...	৫১৩
	অভিজল্পের লক্ষণ ...	৫১৩
	অভিজল্পের উদাহরণ ...	৫১৪
	জ। আজল্প ...	৫১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	আজল্পের লক্ষণ ...	৫১৪
	আজল্পের উদাহরণ ...	৫১৪
ঝ।	প্রতিজল্প ...	৫১৫
	প্রতিজল্পের লক্ষণ ...	৫১৫
	প্রতিজল্পের উদাহরণ ...	৫১৫
ঞ।	সুজল্প ...	৫১৫
	সুজল্পের লক্ষণ ...	৫১৫
	সুজল্পের উদাহরণ ...	৫১৫
১৮।	দিব্যোন্মাদের অন্যান্য বৈচিত্রী ...	৫১৫
১৯।	প্রত্যেক প্রেমস্তরেই তৎপূর্ববর্তী স্তরগুলি বিদ্যমান থাকে ...	৫১৬
২০।	পরিকরভেদে প্রেমস্তরের সীমাভেদ ...	৫১৭
	শান্তরতি ...	৫১৭
	দাস্যরতি ...	৫১৮
	সখ্যরতি ...	৫১৮
	বাৎসল্যরতি ...	৫১৮
	মধুরারতি বা কান্তারতি ...	৫১৮
২১।	সম্বন্ধানুগা এবং কামানুগা রতি ...	৫১৯
	সম্বন্ধানুগা রতি ...	৫১৯
	কামানুগা (প্রেমানুগা রতি) ...	৫১৯
২২।	ত্রিবিধা কান্তারতি ...	৫২০
	সাধারণী রতি ...	৫২০
	কুব্জার স্বরূপ ...	৫২০
	সমঞ্জসা রতি ...	৫২০
	সমর্থা রতি ...	৫২১
	ললনানিষ্ঠা রতি ...	৫২২
	সমর্থা রতির বৈশিষ্ট্য ...	৫২২
	প্রকটন-বিষয়ে বিশিষ্টতা ...	৫২২
	স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছার অভাব ...	৫২২
	সান্দ্রতমত্ব ...	৫২৩
২৩।	গোপীভাব ...	৫২৩
	ভাবভেদে গোপীভেদ ...	৫২৩
ক।	পক্ষভেদ ...	৫২৩
	স্বপক্ষ ...	৫২৪
	বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষ ...	৫২৪
	তটস্থ পক্ষ ...	৫২৪
খ।	সখী ও মঞ্জরী ...	৫২৪
	শ্রীরাধা সর্বগোপী-শ্রেষ্ঠা ...	৫২৪
২৪।	গোপীভাব ...	৫২৫

একাদশ অধ্যায় (মহাপ্রভুতে গোপীভাব)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	মহাপ্রভুর তিনটী ভাব ...	৫২৬
ক।	ঈশ্বর-ভাব ...	৫২৬
	মহাপ্রভুর ঈশ্বর-ভাবের রহস্য ...	৫২৬
খ।	দাসভাব ...	৫২৯
গ।	গোপীভাব ...	৫৩১
ঘ।	তুলনামূলক আলোচনা ...	৫৩১
২।	মহাপ্রভুতে গোপীভাবের প্রকটন ...	৫৩৩
ক।	শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী-শ্রবণে গোপীদের চিত্তে যেভাব উদিত হইয়াছিল, সেই ভাব ...	৫৩৩
খ।	কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীদিগের ভাব	৫৩৪
৩।	মহাপ্রভুতে মঞ্জরীভাবের প্রকটন ...	৫৩৮
ক।	শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি-লীলাদর্শনে ...	৫৩৮
	মঞ্জরীভাবের তাৎপর্য ...	৫৪০
খ।	চটকপর্বত-দর্শনে ...	৫৪১
গ।	মহাপ্রভুতে মঞ্জরীভাবের বা গোপীভাবের প্রকটন-রহস্য ...	৫৪৩
৪।	মহাপ্রভুতে রাধাভাবের প্রকটন ...	৫৪৫
	রাধাভাব ...	৫৪৬
৫।	মহাপ্রভুতে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ...	৫৪৭
ক।	সর্বপ্রথম জগন্নাথ-দর্শনে ...	৫৪৭
খ।	জগন্নাথের রথাগ্রে ...	৫৪৮
গ।	চটকপর্বত দর্শনে ...	৫৪৯
ঘ।	শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর উক্তি ...	৫৪৯
৬।	দিব্যোন্মাদময়ী উদ্ঘূর্ণা ...	৫৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
৭।	দিব্যোন্মাদের চিত্রজল্পাদি ...	৫৫০
৮।	চিত্রজল্প ...	৫৫০
৯।	কৃষ্ণাধরসুধা-পানের জন্য উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার ভাব ...	৫৫১
ক।	সিংহদ্বারের দলুইর প্রসঙ্গে ...	৫৫১
খ।	গোপালবল্লভভোগের প্রসাদ-প্রসঙ্গে	৫৫২
গ।	কৃষ্ণাধরামৃতের জন্য গোপীদের লালসাসূচক শ্লোকপ্রসঙ্গ ...	৫৫৩
ঘ।	রাধাভাবের আবেশ ...	৫৫৪
ঙ।	কৃষ্ণাধরসুধা-পানের জন্য লালসাবতী গোপীদের উক্তি ...	৫৫৬
চ।	গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা ...	৫৫৭
১০।	শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে পঞ্চেন্দ্রিয়াকৃষ্টা দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাব ...	৫৬০
১১।	শ্রীকৃষ্ণ-রূপসৌন্দর্যদ্বারা আকৃষ্টনেত্রা দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাব ...	৫৬৩
১২।	শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের জন্য উৎকণ্ঠাবতী দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাব	৫৭১
১৩।	শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ-শিঞ্জিত-নর্মবাক্যাদি শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠিতা দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাব ...	৫৭১
ক।	দর্শনোৎকণ্ঠা ...	৫৭২
১৪।	শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধাস্বাদনের জন্য উৎকণ্ঠাবতী দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাব	৫৭৫
১৫।	গৃহভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ ...	৫৭৭
১৬।	দিব্যোন্মাদে প্রভুর কূর্মাকৃতি-ধারণ ...	৫৮১
১৭।	দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর দীর্ঘাকৃতি ধারণ	৫৮৩
ক।	সিংহদ্বারে ...	৫৮৩
খ।	সমুদ্রে ...	৫৮৫
১৮।	শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব ...	৫৮৮
	কুরুক্ষেত্রের বিবরণ ...	৫৮৮

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-গমন ...	৫৮৯
ক।	জগন্নাথমন্দিরে কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব	৫৯০
খ।	জগন্নাথের রথের অগ্রভাগে কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব ...	৬০২
১৯।	মহাপ্রভুতে শ্রীরাধার মাদনভাব ...	৬০৯
২০।	মহাপ্রভুর রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ ...	৬১২

দ্বাদশ অধ্যায় (গৌরস্বরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণ)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ-বাসনাত্রয় ...	৬১৩
২।	স্বমাধুর্য-আস্বাদনের বাসনাপূরণ ...	৬১৩
ক।	নাম-মাধুর্যের আস্বাদন ...	৬১৪
খ।	রূপমাধুর্যের আস্বাদন ...	৬১৫
গ।	গুণমাধুর্যের আস্বাদন ...	৬১৫
ঘ।	লীলামাধুর্যের আস্বাদন ...	৬১৫
৩।	শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাস্বাদন-জনিত সুখের স্বরূপের অনুভব ...	৬১৬
৪।	শ্রীরাধার প্রেমমহিমার অনুভব ...	৬১৬
ক।	ভাব, করণ ও কর্মরূপে রাধাপ্রেম-মহিমার অনুভব ...	৬১৬
খ।	মহাপ্রভুর দেহের উপরে রাধাপ্রেমের দুর্দমনীয় প্রভাব ...	৬১৮
	(১) সাধারণ আলোচনা ...	৬১৮
	(২) মহাপ্রভুর কূর্মাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ...	৬২১
গ।	শ্রীরাধার প্রেমমহিমার কথা শ্রবণে রাধাপ্রেম-মহিমার অনুভব ...	৬২২
	রায়রামানন্দের প্রসঙ্গ ...	৬২২
	পূর্বাভাস ...	৬২২
	সাধ্যতত্ত্ব ...	৬২৪
	(১) বর্ণাশ্রমধর্ম বা স্বধর্ম ...	৬২৫
	জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তব সাধ্য ...	৬২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	স্বধর্মাচরণকে বাহ্য বলা হইল কেন	৬২৭
(২)	কৃষ্ণে কর্মার্পণ ...	৬২৮
(৩)	স্বধর্মত্যাগ ...	৬২৮
	স্বধর্মত্যাগের অধিকার ...	৬৩০
	স্বধর্মত্যাগে অনধিকারী ...	৬৩৩
	স্বধর্মত্যাগকে বাহ্য বলা হইল কেন ...	৬৩৪
(৪)	জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ...	৬৩৬
(৫)	জ্ঞানশূন্যা ভক্তি ...	৬৪৩
	"এহো বাহ্য" ও "এহো হয়"-সম্বন্ধে আলোচনা	৬৪৭
(৬)	প্রেমভক্তি ...	৬৪৯
(৭)	দাস্যপ্রেম ...	৬৫২
(৮)	সখ্যপ্রেম ...	৬৫৪
(৯)	বাৎসল্যপ্রেম ...	৬৫৬
(১০)	কান্তাপ্রেম ...	৬৬০
	কান্তাপ্রেমের স্বরূপগত উৎকর্ষ ...	৬৬৩
	কান্তাপ্রেমের মহিমাগত উৎকর্ষ ..	৬৬৩
	প্রথমতঃ, গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য ...	৬৬৩
	দ্বিতীয়তঃ, পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি ...	৬৬৪
	তৃতীয়তঃ, কান্তাপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্ব	৬৬৪
	চতুর্থতঃ, কান্তাপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য-বর্দ্ধকত্ব	৬৬৬
(১১)	রাধাপ্রেম ...	৬৬৭
	আপত্তির ভঙ্গী ও আপত্তিখণ্ডন ...	৬৭১
	কৃষ্ণতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রেমতত্ত্ব-রাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন ...	৬৭৫
	কৃষ্ণতত্ত্ব ...	৬৭৭
	রসতত্ত্ব ...	৬৭৮
	প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব ...	৬৮৪
	রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব ...	৬৮৯
	শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব ...	৬৯০
	প্রেমবিলাসবিবর্ত ...	৬৯১
	উপসংহার ...	৭০২
৫।	সাধন-তত্ত্ব ...	৭০৩
ক।	রাগানুগামার্গ ...	৭০৬
৬।	রায়রামানন্দ-প্রসঙ্গে অপর কথা ...	৭১২
ক।	প্রভুকর্তৃক রায়রামানন্দের মহিমা-খ্যাপন	৭১৩
	প্রদ্যুম্নমিশ্রের প্রসঙ্গ ...	৭১৩
৭।	শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক বিকাশ শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলার দার্শনিক বিকাশ গৌরলীলা ...	৭১৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরপ্রেমবিলাস-বিবর্তের মূর্তরূপ)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রেমবিলাস-বিবর্তের মূর্তরূপ	৭২০
ক।	বিপ্রলম্ভ-মূর্তবিগ্রহ গৌর ...	৭২২
২।	মহাপ্রভুকর্তৃক স্বহস্তে রায়রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-প্রসঙ্গ ...	৭২৩

চতুর্দশ অধ্যায় (শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবী অবতার)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	ব্রহ্মার একদিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একবারমাত্র অবতার ...	৭২৯
২।	মহাপ্রভুর ভাবী অবতার ...	৭২৯
৩।	অব্যবহিত পরবর্তী অবতারের সময় ...	৭২৯
৪।	শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি ...	৭৩০
ক।	পার্ষদভক্তগণের নিকটে মহাপ্রভুর উক্তি	৭৩০
খ।	শচীমাতার নিকটে প্রভুর উক্তি ...	৭৩১
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির আলোচনা ...	৭৩২
ক।	দুই অবতারের প্রসঙ্গ ...	৭৩২
খ।	অবিলম্বে দুই অবতার ...	৭৩২
৬।	শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির ফল ...	৭৩৩

পঞ্চদশ অধ্যায় (শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার বৈশিষ্ট্য)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	স্বরূপভেদে মহিমাভেদ ...	৭৪২
২।	করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ...	৭৪২
৩।	অবতরণে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৭৪৪
৪।	ঐশ্বর্য-প্রকাশে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৭৪৫
৫।	স্বরূপ-প্রকাশে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৭৪৬
৬।	মাধুর্যে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৭৪৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	জগাই-মাধাইয়ের প্রসঙ্গ ...	৭৪৭
৭।	উল্লাসে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৭৪৮
	শ্রীল হরিদাসঠাকুরের প্রসঙ্গ ...	৬৪৮
	জন্মস্থান ও বংশপরিচয় ...	৭৪৮
ক।	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ ...	৭৪৯
(১)	বেণাপোলে ...	৭৪৯
(২)	চান্দপুরে ও সপ্তগ্রামে ...	৭৫১
(৩)	শান্তিপুরে ...	৭৫৪
(৪)	শান্তিপুরে মায়াদেবীর প্রসঙ্গ	৭৫৭
	মহাপ্রভুর জন্মদিনেও হরিদাস শান্তিপুরে ছিলেন ...	৭৫৮
	সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখনও হরিদাস শান্তিপুরে ...	৭৫৮
(৫)	নীলাচলে ...	৭৫৮
	উচ্চনামকীর্তনের, নামাভাসের ও নামাক্ষরের মহিমা ...	৭৫৯
(৬)	হরিদাসঠাকুরের নির্যান ...	৭৬৭
খ।	শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ ...	৭৭১
(১)	কাজি ও মুলুকপতিকর্তৃক উৎপীড়ন ...	৭৭১
(২)	মহানাগের কথা ...	৭৭৪
(৩)	হরিনদীগ্রামে ...	৭৭৫
অ।	উচ্চস্বরে নামকীর্তনের মহিমা	৭৭৫
আ।	বত্রিশাক্ষর ষোল নাম তারকব্রহ্ম-নামের উচ্চকীর্তন ...	৭৭৮
ই।	সংখ্যারক্ষণপূর্বক এবং সংখ্যারক্ষণ-ব্যতীত তারকব্রহ্ম-নামকীর্তন-সম্বন্ধে আলোচনা	৭৮১
ঈ।	সংখ্যারক্ষণে রীতির ও আবশ্যকতা	৭৮৪
	আলোচনার উপসংহার	৭৮৫
উ।	কলিসন্তরণোপনিষদের বিবরণ	৭৮৫
(৪)	নবদ্বীপে ...	৭৮৮
(৫)	মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই হরিদাসের উৎপীড়ন ...	৭৮৯
(৬)	চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের বিবরণ-সম্বন্ধে আলোচনা ...	৭৯০
	বিবরণের সমাধান ...	৭৯২
(৭)	হরিদাসঠাকুরের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে আলোচনা ...	৭৯৪
গ।	শ্রীল হরিদাসঠাকুরের ভোজন ও কোটিব্রাহ্মণভোজন ...	৭৯৫
(১)	ব্রাহ্মণাদিবর্ণের উৎপত্তি ...	৭৯৫
(২)	ব্রাহ্মণাদিবর্ণের লক্ষণ ...	৭৯৬
(৩)	ব্রাহ্মণাদি-বর্ণত্ব জন্মনিরপেক্ষ ...	৭৯৭
(৪)	হরিদাসঠাকুরের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব ...	৮০১
(৫)	বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ...	৮০১
(৬)	কেবল ব্রাহ্মণবর্ণত্বই বাস্তব-শ্রেষ্ঠত্বের এবং বাস্তব-গুরুতার হেতু নহে ...	৮০২
(৭)	ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভক্তেরই বাস্তব-গুরুতা ...	৮০৪
(৮)	শ্রীল হরিদাসঠাকুরের উৎকর্ষ ...	৮০৬
(৯)	ব্রাহ্মণ-ভোজন-প্রসঙ্গ ...	৮০৭
৮।	মায়াবাদ-খণ্ডনে এবং তৎস্থলে ভক্তিবাদ-প্রবর্তনে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৮১০
ক।	সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ ...	৮১০
(১)	অবতরণিকা ...	৮১০
(২)	সার্বভৌমের মুখে প্রভুর বেদান্ত-শ্রবণ	৮১৪
(৩)	বেদান্ত-বিচার	৮১৪
(৪)	আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা ...	৮১৪
(৫)	সার্বভৌমকর্তৃক প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বের অনুভব—আন্তর ও চাক্ষুষ ...	৮১৭
(৬)	সার্বভৌমের প্রেমপ্রাপ্তি ...	৮১৮
(৭)	সার্বভৌমের অদ্ভুত পরিবর্তন ...	৮১৮
(৮)	সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে ভক্তি ...	৮১৮
(৯)	ভক্ত একতান ...	৮১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
(১০)	ভাগবত-শ্লোকের পাঠ-পরিবর্তন ...	৮২০
(১১)	সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাশীগমন ...	৮২২
(১২)	সার্বভৌমের গৌরপ্রীতি ...	৮২৩
	অমোঘের প্রসঙ্গ ...	৮২৫
(১৩)	সার্বভৌমের প্রতি গৌরের করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৮২৭
খ।	প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রসঙ্গ ...	৮২৮
(১)	মহারাষ্ট্রী বিপ্রের প্রসঙ্গ ...	৮২৮
(২)	মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে ...	৮৩২
(৩)	বেদান্ত-বিচার ...	৮৩৪
(৪)	বারাণসীর অবস্থা ...	৮৩৫
(৫)	সরস্বতীপাদের আশ্রমে ...	৮৩৬
(৬)	বিন্দুমাধব-মন্দিরে ...	৮৩৭
(৭)	করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৮৩৯
(৮)	বিবরণের ভিত্তি ...	৮৪১
(৯)	দর্শনসম্বন্ধে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উক্তির আলোচনা ...	৮৪২
	ভারতীয় দর্শন ...	৮৪২
	আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন ...	৮৪২
	চার্বাকদর্শন ...	৮৪২
	বৌদ্ধদর্শন ...	৮৪৩
	জৈনদর্শন ...	৮৪৩
	পাশুপত বা শৈবদর্শন ...	৮৪৩
	আলোচনা ...	৮৪৬
	ছয়টী আস্তিক দর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা ...	৮৪৯
	মীমাংসাদর্শন ...	৮৫০
	সাংখ্যদর্শন ...	৮৫০
	ন্যায়দর্শন ...	৮৫১
	বৈশেষিকদর্শন ...	৮৫১
	পাতঞ্জলদর্শন ...	৮৫২
	বেদান্তদর্শন ...	৮৫৩
	ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্তন	৮৫৩
	তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি ...	৮৫৩
	পরব্রহ্মের স্বরূপ ...	৮৫৪
৯।	স্বাতন্ত্র্যে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৮৫৫
ক।	রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রসঙ্গ ...	৮৫৫
(১)	প্রভুর দর্শনের জন্য প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা ...	৮৫৫
(২)	রাজার জন্য প্রভুসমীপে সার্বভৌমের নিবেদন ...	৮৫৬
(৩)	দর্শন না পাইলে রাজার প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প ...	৮৫৬
(৪)	রামানন্দরায়ের সঙ্গে রাজার শ্রীক্ষেত্রে আগমন ...	৮৫৮
(৫)	রাজপুত্রের সহিত প্রভুর মিলন ...	৮৫৯
(৬)	রথযাত্রায় ...	৮৬০
(৭)	রাজার স্পর্শে প্রভুর আত্মধিক্কার ...	৮৬২
(৮)	বলগণ্ডি-স্থানে ...	৮৬৩
(৯)	উপবনে ...	৮৬৪
(১০)	রাজার প্রতি অদ্ভুত করুণা ...	৮৬৪
(১১)	স্বাতন্ত্র্যে কৃপার বৈশিষ্ট্য ...	৮৬৫
খ।	গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রসঙ্গ ...	৮৬৬
(১)	কৃপার স্বাতন্ত্র্য ...	৮৭১
গ।	স্বতন্ত্রা গৌরকৃপার অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী ...	৮৭২
১০।	নাম-প্রেম-দানে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৮৭৩
ক।	প্রেমদান-বিষয়ে করুণার অপর এক বৈশিষ্ট্য ...	৮৭৬
১১।	নাম-প্রেম-প্রচারের উৎকণ্ঠায় করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৮৭৮
১২।	জীবনিস্তারের উৎকণ্ঠায় করুণার বৈশিষ্ট্য	৮৮১
১৩।	পতিত-পাবনত্বে করুণার বৈশিষ্ট্য ..	৮৮১
১৪।	আত্মদানে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৮৮৩
১৫।	পরমধর্মপ্রচারে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৮৮৪
	ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ ...	৮৮৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	গীতার মামেবৈষ্যসি-বাক্যের পূর্ণ তাৎপর্য	৮৮৯
১৬।	প্রেমের লক্ষণ-প্রকাশে করুণার বৈশিষ্ট্য	৮৯১
১৭।	শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামীর প্রসঙ্গে করুণার বৈশিষ্ট্য …	৮৯৭
ক।	রামকেলিতে …	৮৯৭
খ।	বিষয়ত্যাগ-প্রসঙ্গ …	৯০০
গ।	প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন এবং প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবন-গমন …	৯০১
ঘ।	বৃন্দাবনে শ্রীরূপগোস্বামী …	৯০২
	সুবুদ্ধিরায়ের প্রসঙ্গ …	৯০৩
ঙ।	সনাতনের কারামুক্তি ও বারাণসী-গমন	৯০৪
চ।	সনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা …	৯০৭
ছ।	বৃন্দাবনে শ্রীসনাতন …	৯০৯
জ।	বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপের নীলাচলে গমন	৯০৯
ঝ।	ললিতমাধব-বিদগ্ধমাধব-নাটকের প্রসঙ্গ	৯১১
ঞ।	বৃন্দাবন হইতে শ্রীসনাতনের নীলাচলে আগমন …	৯১৫
	(১) অনুপমের ভক্তিনিষ্ঠা …	৯১৬
	(২) সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্প-প্রসঙ্গ	৯১৭
	(৩) প্রভুর কৃপায় সনাতন সকলের কৃপাভাজন …	৯১৮
	(৪) প্রভুকর্তৃক জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে সনাতনের পরীক্ষণ …	৯১৯
	(৫) শ্রীসনাতনের প্রতি জগদানন্দ-পণ্ডিতের উপদেশ ও মহাপ্রভুর ক্রোধ …	৯২১
	(৬) শ্রীসনাতনের কণ্ডু-তিরোধান …	৯২৫
ট।	নীলাচলের পরে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন	৯২৬
	শ্রীজীবগোস্বামীর প্রসঙ্গ …	৯২৭
ঠ।	শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-স্থাপিত বৈরাগ্য ও ভজনের আদর্শ …	৯২৯
ড।	শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য …	৯২৯
ঢ।	শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের বংশ-পরিচয় …	৯৩০

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	(১) হীনজাত্যভিমান …	৯৩১
	(২) অপবাদ …	৯৩৩
১৮।	শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রসঙ্গে করুণার বৈশিষ্ট্য …	৯৩৭
ক।	জন্মস্থান …	৯৩৭
খ।	বংশ-পরিচয় …	৯৩৭
গ।	বাল্যকালে হরিদাসঠাকুরের সঙ্গ ও তাহার মহিমা …	৯৩৯
ঘ।	মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রথম মিলন—শান্তিপুরে …	৯৩৯
ঙ।	মহাপ্রভুর সঙ্গে শান্তিপুরে দ্বিতীয়বার মিলন …	৯৪০
চ।	বৈষয়িক সঙ্কট …	৯৪২
ছ।	পলায়ন-চেষ্টা …	৯৪৩
জ।	পানিহাটীতে শ্রীনিত্যানন্দের চরণ-দর্শন	৯৪৩
	(১) দধিচিড়া-মহোৎসব …	৯৪৬
	(২) রাত্রিতে নৃত্যকীর্তন ও ভোজন	৯৪৮
	(৩) পরের দিনের কথা …	৯৪৮
ঝ।	পানিহাটী হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বগৃহে রঘুনাথ …	৯৫০
ঞ।	রঘুনাথের পলায়ন …	৯৫০
	(১) নীলাচলে উপস্থিতি …	৯৫২
ট।	নীলাচলে রঘুনাথ …	৯৫৩
	(১) রঘুনাথের পিতা-জ্যেঠাসম্বন্ধে পরিহাসচ্ছলে প্রভুর উক্তি …	৯৫৩
	(২) মহাপ্রভুর কৃপা-স্নেহ ও স্বরূপদামোদরের হস্তে অর্পণ …	৯৫৪
	(৩) সিংহদ্বারে রঘুনাথ …	৯৫৬
	(৪) মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রার্থনা ও উপদেশ-লাভ …	৯৫৮
	(৫) সেনশিবানন্দাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ এবং রঘুনাথ-প্রসঙ্গ …	৯৬০
	(৬) প্রভুর নিমন্ত্রণ-প্রসঙ্গ …	৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
(৭)	সিংহদ্বার-ত্যাগ, ছত্রে আহার ...	৯৬২
(৮)	প্রভুর অপূর্ব কৃপায় গোবর্ধনশিলা ও গুঞ্জমালা প্রাপ্তি ...	৯৬৩
(৯)	সড়া-মহাপ্রসাদ-ভোজন ...	৯৬৪
(১০)	নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা	৯৬৫
(১১)	নীলাচলে রঘুনাথের ভজন ও বৈরাগ্য	৯৬৬
ঠ।	বৃন্দাবনে রঘুনাথ ...	৯৬৬
(১)	বৃন্দাবন-গমন ...	৯৬৬
(২)	বৃন্দাবনে রঘুনাথের ভজনাদি ...	৯৬৭
(৩)	কবিরাজগোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু	৯৬৭
ড।	স্বরচিত গ্রন্থাদি ...	৯৬৮
ঢ।	মহাপ্রভুর করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৯৬৮
ণ।	দাসগোস্বামীর আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে আলোচনা ...	৯৬৮
১১।	কবিকর্ণপূর-প্রসঙ্গে করুণার বৈশিষ্ট্য ...	৯৬৯

ষোড়শ অধ্যায় (মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদান)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	সাধারণ কথা ...	৯৭১
২।	পারমার্থিক অবদান ...	৯৭১
ক।	পরমার্থ ...	৯৭১
খ।	জীবের স্বরূপ ...	৯৭১
গ।	সম্বন্ধের স্বরূপ ...	৯৭২
	বৃহদারণ্যক-শ্রুতির তাৎপর্য ...	৯৭৩
ঘ।	বৃহদারণ্যকে প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথা ...	৯৭৬
(১)	প্রিয়ত্বের স্বরূপ, জীবও পরব্রহ্মের প্রিয় ...	৯৭৭
(২)	প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য ...	৯৭৮
(৩)	জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরমার্থ—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা ...	৯৭৮
	মোক্ষ জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরমার্থ নহে ...	৯৭৯
(৪)	সেব্য-সেবক-ভাব ...	৯৮১
ঙ।	প্রেম—প্রয়োজন ...	৯৮২
চ।	প্রেমপ্রাপ্তির—সুতরাং কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির—উপায়, অভিধেয়...	৯৮৩
ছ।	মহাপ্রভুর পারমার্থিক অবদান ...	৯৮৪
৩।	সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন—নামসঙ্কীর্তন ..	৯৮৬
ক।	শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ ...	৯৮৬
(১)	অপরাধ ...	৯৮৬
	সেবাপরাধ ...	৯৮৭
	সেবাপরাধ-খণ্ডনের উপায় ...	৯৮৭
	নামাপরাধ ...	৯৮৭
	নামাপরাধ-খণ্ডনোপায় ...	৯৮৯
	বৈষ্ণবাপরাধ ...	৯৮৯
	ভক্তিলতার উপশাখা বা পরগাছা...	৯৯০
খ।	স্বরূপদামোদর-রায়রামানন্দের নিকটে প্রভুর উপদেশ—নামসংকীর্ত্তন পরম উপায়। ...	৯৯১
(১)	কিসের উপায় ...	৯৯১
	জীবের পরমকাম্য দুঃখনিবৃত্তি এবং পরমকাম্য সুখ ...	৯৯১
(৩)	দেহের সুখ দেহীর সুখ নহে ...	৯৯৩
(৪)	দেহের সুখ বাস্তব সুখ নহে। বাস্তব সুখের স্বরূপ ...	৯৯৩
(৫)	সংসার-সুখের স্বরূপ ...	৮৯৫
(৬)	জীবের স্বরূপগত কাম্যসুখলাভের ... ও দুঃখনিবৃত্তির পরম উপায়ই নামসঙ্কীর্ত্তন ...	৯৯৬
(৭)	নামসঙ্কীর্ত্তন পরম উপায় কেন ...	৯৯৬
(৮)	নামের স্বরূপলক্ষণ—নাম ও নামীর অভিন্নতা ...	৯৯৬
(৯)	নামের তটস্থ লক্ষণ ...	৯৯৮
	পাপনাশকত্ব ...	৯৯৯
	ভুক্তি-মুক্তি-দায়কত্ব ...	৯৯৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	ভুক্তি-মুক্তি নামকীর্তনের মুখ্য ফল নহে	১০০১
	নামকীর্তনের মুখ্য ফল	
	পরম এবং পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম ...	১০০২
	প্রেমদায়কত্ব—স্মৃতি-শ্রুতি-প্রমাণ ...	১০০৪
	কঠশ্রুতি-কথিত মহীয়ান্ হওয়ার তাৎপর্য ...	১০০৬
১০।	নামের কৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তি ...	১০০৭
১১।	কলৌ ...	১০০৮
৪।	স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামই প্রেমদায়ক ...	১০০৯
ক।	বহুনাম-প্রসঙ্গ ...	১০১৭
খ।	উপসংহার ...	১০১৭
৫।	কিরূপে নাম গ্রহণ করিলে প্রেমলাভ হইতে পারে ...	১০১৭
ক।	"তৃণাদপি"-শ্লোকের আলোচনা ...	১০১৮
৬।	রসতত্ত্ব ...	১০২২
	পরব্রহ্মের দ্বিবিধ মহিমা—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য	১০২৩
ক।	ঐশ্বর্য ...	১০২৩
(১)	ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ	১০২৪
(২)	অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ ...	১০২৪
খ।	মাধুর্য ...	১০২৫
(১)	পরব্রহ্ম রসস্বরূপ ...	১০২৫
(২)	রস-স্বরূপত্বের দুইটি বৈচিত্রী আস্বাদ্যত্ব ও রসাস্বাদকত্ব ...	১০২৫
(৩)	পরমতম আস্বাদ্যত্ব, পরমতম মাধুর্য	১০২৫
(৪)	রসাস্বাদকত্ব বা রসিকত্ব ...	১০২৭
(৫)	ভক্তিরস ...	১০২৮
৭।	সাম্য ও মৈত্রী ...	১০৩০
ক।	সাম্যের ভিত্তি ...	১০৩০
(১)	জীবের বাস্তব পরিচয় ...	১০৩১
খ।	মৈত্রীর ভিত্তি ...	১০৩২
৮।	উদারতা ...	১০৩২
ক।	ধর্মবিষয়ে উদারতা ...	১০৩৩
(১)	বেঙ্কটভট্টের প্রসঙ্গ ...	১০৩৩
	শাস্ত্রানুরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ...	১০৩৭
	উপাস্য-বিষয়ে প্রভুর উদারতা ...	১০৩৯
	বিভিন্ন সাধনপন্থার সমন্বয়ের ইঙ্গিত	১০৪০
	আধুনিক সমন্বয়বাদ ...	১০৪১
খ।	ভজন-বিষয়ে উদারতা ...	১০৪৫
(১)	দীক্ষিত স্ত্রী-শূদ্রাদিরও শালগ্রামশিলার্চনে অধিকার ...	১০৪৬
গ।	গুরুবিষয়ে উদারতা ...	১০৪৮
(১)	গুরুর লক্ষণ ... (কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলে জাতিবর্ণনির্বিশেষে গুরু হওয়ার যোগ্যতা, শ্রীল নরোত্তমদাস-প্রভৃতির ও শ্রুতর দৃষ্টান্ত)	১০৪৯
(২)	বিরুদ্ধমতের আলোচনা ...	১০৫৫
৯।	মহাপ্রভুর শিক্ষা ও লোকব্যবহার ...	১০৫৭
১০।	গৃহস্থের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা ...	১০৬০

সপ্তদশ অধ্যায় (চরিতকথা ও প্রভাব)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	নিবেদন ...	১০৬১
২।	জন্ম ও বংশপরিচয় ...	১০৬১
	আদিলীলা (সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত। ৩-৬০ অনু)	
৩।	জন্ম হইতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত বিবাহ পর্যন্ত লীলা ...	১০৬২
৪।	নবদ্বীপে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত মিলন	১০৬৫
৫।	বিদ্যৌদ্ধত্যের প্রকটন ...	১০৬৬
৬।	বৈষ্ণবদের আকাঙ্ক্ষা ...	১০৬৭
৭।	বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেমপ্রকাশ ...	১০৬৮
৮।	নগরভ্রমণ এবং তন্তুবায়াদির প্রসঙ্গ ...	১০৬৮
৯।	সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর প্রসঙ্গ ...	১০৬৯
১০।	খোলাবেচা শ্রীধরের প্রসঙ্গ ...	১০৬৯
১১।	শচীমাতা-কর্তৃক বৈভব-দর্শন	১০৭১
১২।	দিগ্‌বিজয়ি-জয় ...	১০৭১
১৩।	অতিথিসেবা। গৃহস্থের আদর্শ-প্রদর্শন	১০৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৪।	পূর্ববঙ্গে গমন ও তপনমিশ্রের প্রতি কৃপা	১০৭৩
১৫।	লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্ধান ...	১০৭৩
১৬।	পুনরায় ঔদ্ধত্য ...	১০৭৩
১৭।	বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিবাহ ...	১০৭৪
১৮।	গয়ার পথে ও গয়ায় ...	১০৭৫
	ক। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ভিক্ষা ...	১০৭৬
	খ। দীক্ষা ও দীক্ষান্তে ...	১০৭৬
১৯।	গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ...	১০৭৭
২০।	শুক্লাম্বরের গৃহে ...	১০৭৯
২১।	স্বগৃহে ...	১০৮০
২২।	অদ্ভুত অধ্যাপন ...	১০৮২
২৩।	রত্নগর্ভ আচার্যের প্রসঙ্গ ...	১০৮৪
২৪।	অধ্যাপনের অবসান ...	১০৮৫
২৫।	সঙ্কীর্তনারম্ভ ...	১০৮৭
২৬।	স্বপ্নে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে দর্শনদান ও গীতাশ্লোকের অর্থপ্রকাশ ...	১০৮৭
২৭।	বৈষ্ণবসেবার আদর্শ-স্থাপন ...	১০৮৮
২৮।	প্রেমবিকারের প্রকটন, বায়ুরোগ বলিয়া লোকের ভ্রান্তি ...	১০৮৯
২৯।	শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক প্রভুর স্বরূপের পরিচয়লাভ এবং চরণ-পূজা ...	১০৯০
৩০।	ভক্তগণের সহিত কীর্তন এবং নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ...	১০৯১
৩১।	বহির্মুখ লোকগণের গাত্রদাহ	১০৯৩
৩২।	আত্মপ্রকাশ। শ্রীবাসের গৃহে ঐশ্বর্য-প্রকাশ	১০৯৪
৩৩।	নারায়ণীদেবীর প্রসঙ্গ ...	১০৯৪
৩৪।	মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহরূপের প্রকটন	১০৯৫
৩৫।	নির্ভয়ে ভক্তগণের কীর্তন ...	১০৯৫
৩৬।	শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলন ...	১০৯৬
	ক। শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা ও প্রভুর ষড়্‌ভুজ-রূপের প্রকটন ...	১০৯৯
৩৭।	শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে ঐশ্বর্য-প্রকটন	১১০০
৩৮।	পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ ...	১১০১
	ক। নীলাচলে বিদ্যানিধি ...	১১০৪
৩৯।	শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর বরদান	১১০৭
৪০।	শচীমাতার স্বপ্ন ও শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন ...	১১০৮
৪১।	শিবের গায়নের প্রতি কৃপা ...	১১০৮
৪২।	শ্রীবাস-অঙ্গনে সঙ্কীর্তনারম্ভ ...	১১০৮
	ক। বহির্মুখদিগের চিত্তদাহ ...	১১০৯
	খ। গোপাল-চাপালের প্রসঙ্গ ...	১১০৯
	গ। শ্রীবাস-অঙ্গনে এক সম্বৎসর কীর্তন ...	১১১১
৪৩।	শ্রীবাস-ভবনে ঐশ্বর্য-প্রকাশ ও আনন্দ-ভোজন	১১১১
৪৪।	সাতপ্রহরীয়া ভাব বা মহাপ্রকাশ ...	১১১৩
	ক। রাজরাজেশ্বর-অভিষেক ...	১১১৩
	খ। শ্রীধরের প্রতি কৃপা ...	১১১৪
	গ। মুরারিগুপ্তের প্রতি কৃপা ...	১১১৬
	ঘ। হরিদাসঠাকুরের প্রতি কৃপা ...	১১১৬
	ঙ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে গীতা-শ্লোকের পাঠ-কথন ও বরদান ...	১১১৭
	চ। মুকুন্দের প্রতি কৃপা ...	১১১৮
৪৫।	জগাই-মাধাইর প্রতি কৃপা ...	১১২১
৪৬।	শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গ ...	১১২৩
৪৭।	শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা ...	১১২৪
	ক। আখরিয়া বিজয়ের প্রতি অনুগ্রহ	১১২৬
৪৮।	হরের্নাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা ...	১১২৭
৪৯।	চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে লক্ষ্মীকাচে নৃত্য	১১২৭
৫০।	শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌর ...	১১২৭
	ক। চোরের উপর চুরি ...	১১২৮
	খ। শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি প্রভুর কৃপার অদ্ভুত ভঙ্গী	১১২৯
	(১) বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহে ...	১১৩০
	(২) শান্তিপুরে ...	১১৩২
৫১।	শ্রীমুরারিগুপ্ত ও শ্রীগৌর ...	১১৩৩
	ক। শ্রীনিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠত্ব ...	১১৩৩
	খ। মুরারিকে চর্বিততাম্বূল দান ...	১১৩৪
	গ। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রসঙ্গ ...	১১৩৪
	ঘ। মুরারিগুপ্ত-প্রদত্ত ঘৃতসিক্ত অন্নভোজন	১১৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঙ।	মুরারিগুপ্তের গরুড়-ভাব ...	১১৩৫
চ।	মুরারিগুপ্তের দেহত্যাগের প্রয়াস ...	১১৩৫
৫২।	দেবানন্দপণ্ডিতের প্রতি বাক্যদণ্ড ও কৃপা	১১৩৬
ক।	বাক্যদণ্ড ...	১১৩৬
খ।	কৃপার স্পষ্ট প্রকাশ ...	১১৩৮
৫৩।	শ্রীশচীমাতার উপলক্ষ্যে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব-প্রদর্শন ...	১১৪০
৫৪।	হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনা-প্রসঙ্গ	১১৪৩
৫৫।	অদ্ভুত আম্রবৃক্ষের প্রকটন ...	১১৪৪
৫৬।	দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ ...	১১৪৪
৫৭।	কাজীর প্রতি কৃপা ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনায় বিশ্বরূপ প্রকটন ...	১১৪৫
৫৮।	শ্রীবাসপণ্ডিতের দুঃখীনাম্নী দাসীর প্রসঙ্গ	১১৪৫
৫৯।	শ্রীবাসপুত্রের দেহত্যাগ-প্রসঙ্গ ...	১১৪৬
৬০।	সন্ন্যাসের সূচনা ...	১১৪৬
৬১।	গৃহস্থের প্রতি শিক্ষা ...	১১৪৭
৬২।	সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতে শান্তিপুরে আগমন পর্যন্ত লীলা ...	১১৪৯
৬৩।	নীলাচলের পথে ...	১১৪৯
ক।	রেমুণাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর ও শ্রীগোপীনাথকর্তৃক ক্ষীরচুরির প্রসঙ্গ	১১৫০
খ।	কটকে—সাক্ষিগোপালের প্রসঙ্গ ...	১১৫৭
গ।	কমলপুরে ভার্গীনদীতীরে—দণ্ডভঙ্গ	১১৬১
ঘ।	আঠারনালায় ...	১১৬২
ঙ।	নীলাচলে উপস্থিতি ...	১১৬২
৬৪।	নীলাচলে মহাপ্রভু ...	১১৬২
৬৫।	দক্ষিণভারত-ভ্রমণ ...	১১৬২
	ভ্রমণ-স্থানসমূহ ...	১১৬২
ক।	কূর্মক্ষেত্রে ...	১১৬৪
খ।	গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে ...	১১৬৪
গ।	সিদ্ধিবটে ...	১১৬৪
ঘ।	কোনও একগ্রামে—বৌদ্ধাচার্যদের প্রসঙ্গ ...	১১৬৫
ঙ।	শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে—বেঙ্কটভট্টের গৃহে ...	১১৬৬
	(১) গীতাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ ...	১১৬৬
চ।	দক্ষিণমথুরায় (মাদুরায়) ...	১১৬৬
ছ।	মল্লারদেশে—ভট্টমারি-প্রসঙ্গ ...	১১৬৮
জ।	গ্রন্থসংগ্রহ ...	১১৬৯
ঝ।	মধ্বাচার্য-স্থানে (উড়ুপীতে) ...	১১৬৯
ঞ।	দণ্ডকারণ্যে ...	১১৭১
৬৬।	দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে ...	১১৭১
ক।	ভক্তসম্মিলন ...	১১৭১
খ।	গুণ্ডিচামার্জন ...	১১৭২
গ।	রথযাত্রাকালে ...	১১৭২
ঘ।	রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা ...	১১৭৩
ঙ।	হোরাপঞ্চমীতে ...	১১৭৩
চ।	রথযাত্রার পরে ...	১১৭৩
ছ।	সার্বভৌমগৃহে ভোজন এবং অমোঘের প্রতি কৃপা ...	১১৭৫
জ।	সেনশিবানন্দের কুক্কুরের প্রতি কৃপা	১১৭৫
৬৭।	নীলাচল হইতে গৌড়ে গমন ...	১১৭৫
ক।	গদাধর পণ্ডিতের প্রসঙ্গ ...	১১৭৬
খ।	যবনরাজের প্রতি কৃপা ...	১১৭৭
গ।	গৌড়ে	১১৭৮
	(১) রামকেলিতে	১১৭৯
	(২) কানাইর নাটশালায়	১১৭৯
	(৩) পুনরায় শান্তিপুরে	১১৭৯
ঘ।	গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন	১১৭৯
৬৮।	নীলাচল হইতে বৃন্দাবন-গমন ...	১১৭৯
ক।	ঝারিখণ্ডে	১১৭৯
খ।	কাশীতে ...	১১৭৯
গ।	প্রয়াগ হইতে মথুরায়	১১৮০
ঘ।	মথুরায় সনৌড়িয়া-বিপ্রের প্রসঙ্গ ...	১১৮০
ঙ।	ব্রজমণ্ডলে ...	১১৮১
	(১) চব্বিশঘাটে ও দ্বাদশ বনে ...	১১৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
(২)	শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের স্থাননির্ণয়	১১৮২
(৩)	গোবর্ধনের গোপাল-দর্শন ...	১১৮৩
(৪)	নন্দীশ্বরে ...	১১৮৩
(৫)	মথুরায় প্রত্যাবর্তন ...	১১৮৪
(৬)	তেঁতুলী-তলায়, রাজপুত কৃষ্ণদাসের প্রসঙ্গ ...	১১৮৪
(৭)	কালিদহে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের গুজব	১১৮৫
(৮)	অক্রূরঘাটে ঝম্পপ্রদান ...	১১৮৬
(৯)	মথুরাত্যাগের সূচনা ...	১১৮৬
চ।	মথুরাত্যাগ, প্রয়াগের পথে ম্লেচ্ছ পাঠানদের প্রতি কৃপা ...	১১৮৭
ছ।	বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে	১১৯০
(১)	শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত মিলন ও শ্রীরূপের প্রতি কৃপা ...	১১৯১
(২)	বল্লভভট্টের প্রসঙ্গ ...	১১৯৩
(৩)	রঘুপতি উপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ ...	১১৯৩
জ।	প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে ...	১১৯৪
(১)	প্রকাশানন্দসরস্বতী-প্রমুখ কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃপা ...	১১৯৪
(২)	শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর প্রতি শিক্ষা	১১৯৫
ঝ।	বৃন্দাবন হইতে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ...	১১৯৫
৬৯।	বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে	১১৯৫
ক।	নীলাচলে প্রভুর সহিত শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মিলন ...	১১৯৬
ঘ।	নীলাচলে প্রভুর সহিত শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর মিলন ...	১১৯৬
গ।	ছোটহরিদাসের বর্জন ...	১১৯৬
ঘ।	দামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার ...	১২০১
ঙ।	শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে যবন ও স্থাবর-জঙ্গমাদির উদ্ধারের উপায় প্রকাশ-করণ	১২০২
চ।	প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণেচ্ছা-প্রসঙ্গ	১২০২
ছ।	শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রতি কৃপা	১২০২
জ।	গর্বখণ্ডনপূর্বক বল্লভভট্টের প্রতি কৃপা	১২০২
ঝ।	শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরীগোস্বামীর প্রসঙ্গ	১২০৮
ঞ।	গোপীনাথপট্টনায়কের প্রতি কৃপা ...	১২১০
ট।	রাঘবের ঝালির প্রসঙ্গ ...	১২১০
ঠ।	ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্যের আস্বাদন ...	১২১১
ড।	শ্রীগোবিন্দের মহিমা-খ্যাপন এবং সেবার তাৎপর্য-প্রদর্শন ...	১২১৩
ঢ।	পণ্ডিত জগদানন্দের সহিত খট্‌মটীরঙ্গ	১২১৫
(১)	চন্দনাদি-তৈলের প্রসঙ্গ	১২১৬
(২)	তুলী-গাণ্ডুর প্রসঙ্গ ...	১২১৮
(৩)	অন্যরকম খট্‌মটী, জগদানন্দের বৃন্দাবন-গমন ...	১২২০
ণ।	রঘুনাথ-ভট্টগোস্বামীর প্রসঙ্গ ...	১২২১
ত।	যমেশ্বর-টোটার পথে ...	১২২৩
থ।	জগন্নাথ-দর্শনোৎকণ্ঠিতা উড়িয়া রমণীর প্রসঙ্গ ...	১২২৩
দ।	কালিদাসের প্রতি কৃপা ...	১২২৭
	বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদিতে শ্রদ্ধা ...	১২২৭
	প্রভুর বিশেষ-কৃপাপ্রাপ্তি ...	১২২৯
ধ।	পুরীদাসের (কর্ণপূরের) প্রতি কৃপা	১২৩০
ন।	শিক্ষাষ্টক-শ্লোক ...	১২৩০
	আলোচনার ভূমিকা ...	১২৩০
	শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের আলোচনা ...	১২৩২
(১)	চেতোদর্পণ-শ্লোক ...	১২৩২
(২)	নাম্নামকারি-শ্লোক ...	১২৩৫
(৩)	তৃণাদপি-শ্লোক ...	১২৩৬
(৪)	ন ধনং ন জনং-শ্লোক ...	১২৩৬
(৫)	অয়ি নন্দতনুজ-শ্লোক ...	১২৩৬
(৬)	নয়নং গলদশ্রুধারয়া-শ্লোক ...	১২৩৭
(৭)	যুগায়িতং নিমেষেণ-শ্লোক ...	১২৩৭
(৮)	আশ্লিষ্য পাদরতাং-শ্লোক ...	১২৩৮
	প্রথম ছয় শ্লোকের সঙ্গে শেষ-শ্লোকদ্বয়ের সম্বন্ধ ...	১২৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প।	শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের অভীষ্ট-পূরণ …	১২৪০
	সাধারণভাবে অভীষ্ট-পূরণ …	১২৪০
	ব্রজভাবের উপাসক গৌরপরিকরদের ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাপ্রাপ্তির অভীষ্ট-পূরণ	১২৪২
	ব্রজেন্দ্রনন্দনব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক গৌর-পরিকরদের ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাপ্রাপ্তির অভীষ্ট পূরণ …	১২৪৫
	শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের অন্যবাসনা …	১২৫০
	শ্রীল অদ্বৈতাচার্যাদির নিত্যপরিকরত্ব	১২৫১
	মতান্তরের আলোচনা …	১২৫২
ফ।	নির্যানকালে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের প্রতি কৃপা এবং মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-লীলা	১২৫৪
৭০।	মহাপ্রভুর প্রভাব …	১২৫৪
৭১।	তৎকালীন দেশের অবস্থা …	১২৫৪
	ক। শাসন-ব্যবস্থা	১২৫৪
	খ। আর্থিক অবস্থা …	১২৫৫
	গ। বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যসৃষ্টি …	১২৫৫
	ঘ। সামাজিক অবস্থা …	১২৫৬
	ঙ। ধর্মবিষয়ক অবস্থা …	১২৫৭
৭২।	মহাপ্রভুর প্রভাব ..	১২৬২
	সংযোজন …	১২৬৮
	শুদ্ধিপত্র …	১২৭০

॥ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

স্তমস্ত্বং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমাদ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযূষলহরীং প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়াতাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্ম গোপালবেশম্॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব—এই তিনের স্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সহিত এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের এবং গৌরলীলার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; সুতরাং গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাদি সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক ; কিন্তু এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাদির বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই, সংক্ষেপেই কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।[১]

১। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্। তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। তিনি এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিবাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া নিত্য বিরাজিত। এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, সকলেই "সর্বগ, অনন্ত, বিভু", সকলেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শক্তিবিকাশের ন্যূনতা ; একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই সর্বশক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি। শক্তির ন্যূন বিকাশ বলিয়া বাসুদেবাদি ভগবৎ-স্বরূপসমূহকে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হয়। তাঁহাদের অংশত্ব টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডের প্রস্তরাংশত্বের তুল্য নহে ; সর্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুর তদ্রূপ অংশ কল্পনাতীত, শক্তির ন্যূনতাতেই তাঁহাদিগকে অংশ বলা হয়।

মুণ্ডকশ্রুতির "যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"—এই বাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এমন একটী স্বরূপও আছেন, যে স্বরূপটী তাঁহার অংশ নহে, পরন্তু তাঁহার ন্যায়ই স্বয়ংভগবান্।[২] এই স্বরূপটী হইতেছেন রুক্মবর্ণ—স্বর্ণবর্ণ। ইঁহার দর্শনে পুণ্যপাপবিশিষ্ট সংসারী লোকও দর্শন-মাত্রে পুণ্যপাপাদি পূর্বসঞ্চিত কর্মফল হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হইয়া অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া থাকে।

শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মও পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ ; এই প্রকাশে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ, শক্তির তাদৃশ কোনও বিকাশ নাই, যাহাতে এই স্বরূপে দৃশ্যমান্ ঐশ্বর্যাদি প্রকটিত হইতে পারে। শক্তির বহির্বিকাশের অভাববশতঃ এই স্বরূপকে নিঃশক্তিক বলা হয় এবং শক্তির বিকাশজনিত কোনও বিশেষত্ব নাই বলিয়া নির্বিশেষও বলা হয়।

জীবান্তর্যামী পরমাত্মাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এক অংশরূপ প্রকাশ। ইনি জীবের অন্তর্যামী, দ্রষ্টা এবং সাক্ষী, অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত। দ্রষ্টৃত্বাদি আছে বলিয়া এই স্বরূপে শক্তিরও কিছু বিকাশ আছে বলিয়া জানা যায়।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আনন্দস্বরূপ ; তাঁহাতে আনন্দ ব্যতীত অপর কিছু নাই ;

---

১ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাদি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লেখকের "গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন" নামক গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

২ পরবর্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আনন্দ হইতেছে সৎ (অনাদিকাল হইতে নিত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট), চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ, চেতন)। এজন্য তিনি হইতেছেন সচ্চিদানন্দতত্ত্ব। তিনি যে পূর্বোল্লিখিত অনন্তস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারাও সকলে সচ্চিদানন্দ; তাঁহাদের মধ্যেও নিত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট চেতন আনন্দ ব্যতীত অন্য কিছু নাই; যেহেতু সচ্চিদানন্দতত্ত্ব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই তত্তদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন।

২। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্। তাঁহার অনন্ত শক্তি; তন্মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান; বস্তুতঃ এই তিনটী শক্তির অনন্ত বৈচিত্রীতেই তাঁহার অনন্ত শক্তি। এই তিনটী প্রধান শক্তি হইতেছে—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি।

ক। চিচ্ছক্তি

চিচ্ছক্তি হইতেছে জ্ঞানরূপা, চেতনা; চেতন ব্যতীত অপর কিছু ইহাতে নাই, অপর কিছুর প্রভাবও এই শক্তিতে নাই। এই চিচ্ছক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য বিরাজিত, অগ্নিতে অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়। ইহা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নিত্য অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজিত বলিয়া, স্বরূপ হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলিয়া, সুতরাং ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপভূতা বলিয়া, এই চিচ্ছক্তিকে **স্বরূপ-শক্তিও** বলা হয়। উল্লিখিত তিনটী প্রধানা শক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে **পরাশক্তিও** বলা হয়। স্বরূপভূতা বলিয়া **অন্তরঙ্গা শক্তিও** বলা হয়।

এই স্বরূপ-শক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। স্বরূপ-শক্তি যখন তাঁহার সৎ-অংশের সহযোগে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে বলে **সন্ধিনী-শক্তি**; সন্ধিনী শক্তি হইতেছে সৎ-সম্বন্ধিনী বা সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তি। এই সন্ধিনী-শক্তি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সত্তা রক্ষা করেন, অপরেরও সত্তা রক্ষা করেন। সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সত্তাও ইহাতেই অবস্থিত, সন্ধিনী শক্তিই আধার-শক্তি।

আর, স্বরূপ-শক্তি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-অংশের সংযোগে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে বলে **সম্বিৎ-শক্তি**; সম্বিৎ-শক্তি হইতেছে জ্ঞানশক্তি, চিৎ-সম্বন্ধিনী শক্তি। এই সম্বিৎ-শক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নিজেও জানেন এবং অপরকেও জানান।

স্বরূপ-শক্তি যখন তাঁহার আনন্দাংশের সহযোগে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে বলে **হ্লাদিনী শক্তি** বা আনন্দ-সম্বন্ধিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নিজেও আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তবৃন্দকেও আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন।

স্বরূপ-শক্তির এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে হ্লাদিনীই সর্বশ্রেষ্ঠা। স্বরূপ-শক্তির এই তিনটী বৃত্তিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; যেখানে একটী বৃত্তি থাকিবে, সেখানে অপর দুইটীও থাকিবে; তবে তাহাদের পরিমাণের পার্থক্য থাকিতে পারে। যে-স্থলে সন্ধিনীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাধান্য, সাধারণতঃ তাহাকে সন্ধিনী-শক্তি বলা হয়; বস্তুতঃ তাহা হইবে সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তি। সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী সম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই স্বরূপশক্তি এবং তাহার বৃত্তিত্রয় বিরাজিত। এই স্বরূপশক্তি-বিকাশের তারতম্য অনুসারেই তাঁহাদের পার্থক্য বা তারতম্য। নির্বিশেষব্রহ্মেও এই স্বরূপশক্তি আছে, তবে তাহা প্রায়শঃ অনভিব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন। প্রায়শঃ বলার তাৎপর্য এই যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মেও সন্ধিনীশক্তির কিছু ক্রিয়া আছে, নতুবা তাঁহার অস্তিত্বই রক্ষিত হইতে পারিত না; হ্লাদিনী শক্তিরও কিছু বিকাশ আছে, নচেৎ নির্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তজীব ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারিত না। স্বরূপশক্তি যখন পরব্রহ্মের স্বরূপভূতা শক্তি, তখন তাঁহার সকল প্রকাশেই তাহার অস্তিত্ব থাকিবে, বিকাশের তারতম্যমাত্র হইতে পারে। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপশক্তির এবং তাহার বৃত্তিত্রয়ের পূর্ণতম বিকাশ এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মে ন্যূনতম বিকাশ। বাসুদেব, নারায়ণাদিতে আংশিক বিকাশ; এই আংশিক বিকাশেরও অনন্তবৈচিত্রী; অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপে স্বরূপশক্তির আংশিক বিকাশের অনন্তবৈচিত্রী বিরাজিত।

খ। জীবশক্তি

জীবশক্তি চিদ্রূপা, চেতনাময়ী; ইহাতেও অচেতন কিছু নাই। স্বরূপ-শক্তিও চিদ্রূপা, জীবশক্তিও চিদ্রূপা; তথাপি ইহাদের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা; কিন্তু জীবশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা নহে, চিদ্রূপা বলিয়া জীবশক্তি সচ্চিদানন্দতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপভূতা হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইয়া যাইতে পারে না। জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি নাই। এই চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশই হইতেছে অনন্ত কোটি জীব।

জীব দুই রকমের—নিত্যমুক্ত এবং অনাদিকাল হইতে মুক্তিলাভ পর্যন্ত নিত্যবদ্ধ—সংসারী জীব। যাঁহারা কোনও সময়েই সংসারে আসেন নাই, অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-সান্নিধ্যে বিরাজিত, তাঁহাদিগকেই নিত্যমুক্ত বলা হয়।

গ। মায়াশক্তি

মায়াশক্তি হইতেছে জড়রূপা শক্তি, অচেতনা। যাহা চিদ্‌বিরোধী, তাহাকেই জড় বলে; যাহা জড়-বিরোধী, তাহাই চিৎ। যেমন, আলোক এবং অন্ধকার।

মায়া চিদ্‌বিরোধি-জড়রূপা বলিয়া ব্রহ্মচিৎ বা সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, পরব্রহ্মের বা তাঁহার কোনও সচ্চিদানন্দস্বরূপের সম্মুখবর্তিনীও হইতে পারে না। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥ চৈ. চ. ২।২২।২১॥" এজন্য মায়াকে শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেতনেরই কার্যসামর্থ্য থাকে, গতি থাকে; অচেতনের কার্যসামর্থ্য বা গতি থাকিতে পারে না। মায়া জড়রূপা, অচেতনা বলিয়া স্বতঃ-কার্যসামর্থ্যহীনা, গতিহীনা। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির সহায়তাতেই মায়া কার্যসামর্থ্য বা গতি লাভ করে।

মায়ার তিনটী গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এজন্য মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলে। এই তিনটী গুণই জড়, অচেতন। মহাপ্রলয়ে মায়ার এই তিনটী গুণ থাকে সাম্যাবস্থায়; বহিরাগত কোনও শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে সাম্যাবস্থাপন্না মায়াতে দৃষ্টিদ্বারা চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত করেন, তাহার ফলে মায়ার সাম্যাবস্থা বিক্ষুব্ধ হয়, তাহারই ফলে যথাযথভাবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। মায়ার বা তাহার স্বরূপভূত গুণত্রয়ের অপর একটী নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড বলে। অনাদিবহির্মুখ জীব স্বীয় কর্মফল ভোগের জন্য সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের দেহও প্রাকৃত এবং প্রাকৃত-গুণময়। সংসারী জীবের দেহ প্রাকৃত বা জড় হইলেও তাহার মধ্যে যে দেহী বা জীবাত্মা থাকে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ বলিয়া অপ্রাকৃত, চিন্ময়। সুতরাং জীবের দেহ এবং জীবের স্বরূপ বা জীবাত্মা এক জাতীয় বস্তু নহে, তাহারা ভিন্ন জাতীয়। এজন্য জীবে দেহ-দেহি-ভেদ আছে।

জীবের দেহ প্রাকৃত, সুতরাং স্বরূপতঃ অচেতন। তাহার মধ্যে যে চেতন জীবাত্মা থাকে, তাহার প্রভাবেই স্বরূপতঃ জড় অচেতন দেহও চেতনাময় হইয়া থাকে; ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোকে অন্ধকার গৃহও যেমন আলোকময় হয়, তদ্রূপ। মৃত্যুসময়ে চেতন জীবাত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে অচেতন দেহই পড়িয়া থাকে। দেহ হইতে জীবাত্মার বহির্গমনের নামই মৃত্যু।

৩। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্, স্বতন্ত্র

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বরাট্—স্বেনৈব রাজতে ইতি স্বরাট্; তিনি নিজের দ্বারাই নিজে বিরাজিত, স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেকসহায়ঃ—একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তিই তাঁহার সহায়; স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অন্য কোনও শক্তির অপেক্ষাই তিনি রাখেন না; অন্য কোনও শক্তির সহায়তা ব্যতীত যে তাঁহার কোনও কাজ হয় না, তাহা নহে। স্বরূপ-শক্তি তাঁহার স্বরূপভূতা বলিয়া তাহার সহায়তায় তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না। তিনি স্বতন্ত্র—নিজের দ্বারাই, স্বীয় স্বরূপভূতা শক্তিদ্বারাই, তিনি তন্ত্রিত।

৪। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ

শ্রুতি পরব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন, আবার রসস্বরূপও বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ। আনন্দই যখন অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখন তাহাকে রস বলা হয়। পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; কি রকম আনন্দস্বরূপ? অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রস-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ দুইটী—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ, যাহা আস্বাদ্য, অর্থাৎ যাহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহা রস, যেমন মধু। রস-শব্দের এই একটী অর্থ। আর একটী অর্থ হইতেছে—রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ, যিনি আস্বাদন করেন, যিনি রসের (আস্বাদ্য বস্তুর) আস্বাদন করেন, অর্থাৎ যিনি রসের আস্বাদক, রসিক, তাঁহাকেও রস বলা হয়। এইরূপে রস-শব্দের দুইটী মুখ্য অর্থ পাওয়া গেল—আস্বাদ্যবস্তু এবং আস্বাদক রসিক। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়রূপেই রসস্বরূপ।

কিন্তু রস-শব্দের একটী অর্থে আস্বাদ্যবস্তুমাত্রকে রস বলা হইলেও রসশাস্ত্রে যে-কোনও আস্বাদ্য বস্তুকে রস বলা হয় না। যাহার আস্বাদনে অপূর্ব চমৎকারিত্ব আছে, তাহাকেই রসশাস্ত্র রস বলেন। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ। অ. কৌ.।" কোনও বস্তুর সহযোগেই আস্বাদ্যবস্তু আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে। যে বস্তুর সহযোগে আস্বাদ্য বস্তু এইরূপ আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, তাহাকে বলে রসের কারণ। আনন্দ বা সুখ যখন এই কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া এতাদৃশ চমৎকারিত্ব ধারণ করে যে, আস্বাদকের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বেই কেন্দ্রীভূত হইয়া তন্ময়তা লাভ করে এবং তাহার ফলে অপর কোনও ব্যাপারেই কোনও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ধাবিত হয় না, তখন সেই আনন্দ বা সুখকে বলে রস। "বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ। অ. কৌ.।" আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রস। তিনি আবার এতাদৃশ রসের আস্বাদকও। তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব, সর্ববৃহত্তমতত্ত্ব, অসীমতত্ত্ব ; তাঁহাতে কোনও রূপ সঙ্কোচের বা অপূর্ণতার অবকাশ নাই। সুতরাং রস-শব্দের উল্লিখিত অর্থদ্বয়ের উভয়েরই আস্পদ তিনি ; একটী অর্থ বাদ দিলে তাঁহার ব্রহ্মত্বের, সর্ববৃহত্তমতার, পূর্ণতার হানি হয়। আবার সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব বলিয়া আস্বাদ্যরসরূপেও তিনি সর্ববৃহত্তম, অসমোর্ধ্ব এবং আস্বাদক রসিকরূপেও তিনি সর্ববৃহত্তম, অসমোর্ধ্ব—অর্থাৎ তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিক থাকা তো দূরে। সুতরাং তাঁহার তুল্য আস্বাদ্যও অপর কিছু নাই, তাঁহার তুল্য আস্বাদক বা রসিকও অপর কেহ নাই—তিনি রসিকেন্দ্রশিরোমণি।

কিন্তু তিনি কি রসের আস্বাদন করেন ? তিনি আস্বাদন করেন—স্বীয় স্বরূপানন্দ এবং শক্ত্যানন্দ। স্বরূপে তিনি পরমতম আস্বাদ্য রসস্বরূপ ; তিনি তাঁহার সেই স্বরূপানন্দের আস্বাদন করেন। শক্ত্যানন্দের কথা পরে বলা হইবে (পরবর্তী ৯ অনুচ্ছেদে)।

শ্রুতি তাঁহাকে "সর্ব্বরসঃ" বলিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়—তাঁহাতে কেবল এক রকম রসই নহে ; এক রকম রস হইলে "সর্ব্বরসঃ"-শব্দের সার্থকতা থাকে না। তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব, তাঁহার রসবৈচিত্রীও ব্রহ্ম—অশেষ, অনন্ত। তিনি অনন্ত রসবৈচিত্রীর সমবায়। এই অনন্ত রসবৈচিত্রীই তিনি আস্বাদন করেন—সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যষ্টিগতভাবে। উভয়রূপে আস্বাদন ব্যতীত তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসিকত্বের পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না। পূর্বে বলা হইয়াছে, তিনি অনাদিকাল হইতে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। তাঁহার স্বয়ংরূপ তাঁহার সমষ্টিগত রসের মূর্ত রূপ এবং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন তাঁহার বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর মূর্ত রূপ। স্বয়ংরূপে তিনি সমষ্টিগত ভাবে রসাস্বাদন করিতেছেন এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে ব্যষ্টিগতভাবে বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করিতেছেন।

৫। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, দেহ-দেহিভেদহীন

শ্রুতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দঘন, রসঘন, জ্ঞানঘন বা চিদ্‌ঘন। তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ। তিনি তাঁহার স্বরূপভূত চেতন আনন্দের বা চেতনরসের ঘনীভূত বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। বিগ্রহই তিনি, তিনিই বিগ্রহ। তাঁহাতে এবং তাঁহার বিগ্রহে কোনও ভেদ নাই, উভয়ে এক এবং অভিন্ন বস্তু। পূর্বেই (১।২-গ অনু) বলা হইয়াছে, জীবের দেহ ও দেহী বা জীবাত্মা হইতেছে ভিন্ন জাতীয় বস্তু; সুতরাং জীবে দেহ-দেহিভেদ আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে (এবং তিনি যে সমস্ত অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের মধ্যেও) দেহ-দেহিভেদ নাই। জীবের দেহের মধ্যে যেমন জীবাত্মা থাকে, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরাত্মা বলিয়া কিছু নাই। তিনি আনন্দস্বরূপ; এই আনন্দস্বরূপ তিনিই আত্মা, পরমাত্মা।[১] তাঁহার চেতন আনন্দই আত্মা বা পরমাত্মা; সুতরাং তাঁহার আনন্দস্বরূপ বিগ্রহই আত্মা বা পরমাত্মা; আত্মা বলিয়া পৃথক্ কিছু তাঁহাতে নাই।

ক। দেহ-দেহিভেদহীন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল অঙ্গই সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট

পূর্বে বলা হইয়াছে, জীবের দেহ প্রাকৃত, পঞ্চভূতাত্মক। জীবের দেহের সর্বত্র এই পঞ্চভূত আবার সমপরিমাণেও অবস্থিত নহে, পঞ্চভূতের গুণও সমপরিমাণে থাকে না। চক্ষুতে তেজের পরিমাণ বেশী; তাই চক্ষু দেখিতে পায়, কিন্তু শুনিতে পায় না; কর্ণে শব্দের পরিমাণ বেশী; তাই কর্ণ শুনিতে পায়, কিন্তু দেখিতে পায় না। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও।

কিন্তু ভগবানের দেহ প্রাকৃত-পঞ্চভূতাত্মক নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দ। তাঁহার দেহ হইতেছে চেতন আনন্দ; এই চেতন আনন্দ ব্যতীত ভগবানের দেহে অন্য কোনও উপাদান নাই; সুতরাং তাঁহার দেহে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণগত পার্থক্যও কল্পনাতীত। এজন্য ভগবানের দেহের যে কোন অঙ্গই যে-কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য করিতে পারে। ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।৩২॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ

১। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিতে বস্তুতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়; তথাপি রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্ম-শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে এবং আত্মা-শব্দে জীবান্তর্যামীকে বুঝায়। "ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। রূঢ়িবৃত্তে নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥ চৈ. চ. ২।২৪।৫৯॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদেব লীলাদ্বয়মুক্ত্বা পরমাচিন্ত্যশক্ত্যা বৈভববিশেষেণাহ—অঙ্গানীতি চতুর্ভিঃ। তত্র তত্র বিগ্রহস্যাহ—অঙ্গানীতি। হস্তোঽপি দ্রষ্টুং শক্নোতি, চক্ষুরপি পালয়িতুং পারয়তি তথান্যদন্যদপ্যঙ্গমন্যৎ কলয়িতুং প্রভবতীতি। এবমেবোক্তং—'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্' ইত্যাদি (গীতা ॥ ১৩৷১৪)। 'জগন্তি' ইতি লীলাপরিকরেষু তত্তদঙ্গং যথা স্বয়মেব ব্যবহরতীতি ভাবঃ। তত্র চ তস্য বিগ্রহস্য বৈলক্ষণ্যমেব হেতুরিত্যাহ—আনন্দেতি ॥" এই টীকার আনুগত্যে মূল শ্লোকের তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ ঃ—ব্রহ্মা বলিতেছেন—আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দ কি রকম, তাহা বলা হইতেছে। তিনি আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহ, তাঁহার বিগ্রহ (বা শরীর) হইতেছে চিন্ময় আনন্দ (জড়াতীত স্বপ্রকাশ চেতন আনন্দ, চিদ্‌বিরোধী জড় বা অচেতন কিছু তাঁহার বিগ্রহে নাই; তাঁহার বিগ্রহ বা শরীর চেতন আনন্দ বলিয়া এবং ঔজ্জ্বল্যহীন জড় কোনও বস্তু তাঁহার শরীরে নাই বলিয়া, তাঁহার বিগ্রহ হইতেছে সদুজ্জ্বল—উত্তমরূপে সমুজ্জ্বল। তাঁহার বিগ্রহ আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বল বলিয়া অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন, অচিন্ত্যবৈভববিশিষ্ট। কি রকম ?), তাঁহার সমস্ত অঙ্গই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ধারণ করে, যে-কোনও অঙ্গই যে-কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে; তাঁহার হস্তও দর্শন করিতে সমর্থ, চক্ষুও পালন করিতে সমর্থ, তদ্রূপ অন্যান্য অঙ্গও অন্য অঙ্গকে (বা অন্য অঙ্গের সামর্থ্যকে) আনয়ন করিতে পারে—পৃষ্ঠদেশ বা পার্শ্বদেশও চক্ষুকে আনয়ন করিতে পারে, অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ বা পার্শ্বদেশও চক্ষুর ন্যায় দর্শন করিতে, বা কর্ণের ন্যায় শ্রবণ করিতে পারে, পৃষ্ঠদেশে বা পার্শ্বদেশেও চক্ষু, কর্ণ, বা নাসিকাদি প্রকটিত হইতে পারে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ১৩৷১৪ শ্লোকেও তাহাই বলা হইয়াছে—"সর্ব্বদিকেই তাঁহার কর এবং চরণ, সর্ব্বদিকেই তাঁহার চক্ষু, মস্তক এবং মুখ, সর্ব্বদিকেই তাঁহার কর্ণ।" চিরকালই শ্রীগোবিন্দের অঙ্গসমূহের এতাদৃশ প্রভাব। শ্লোকস্থ "জগন্তি"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—তাঁহার লীলাপরিকরদিগের মধ্যে তত্তদঙ্গ—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-মুখাদি—যেমন স্বয়ংই তত্তদঙ্গরূপে আচরণ করিয়া থাকে, তাঁহার নিজের অঙ্গসমূহও তদ্রূপ স্বয়ংই, আপনা-আপনিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দ ব্রজলীলায় নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহের অঙ্গসমূহের উল্লিখিতরূপ অচিন্ত্য প্রভাব থাকিলেও ব্রজে তাঁহার দ্বিভুজ রূপই। তাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিতে প্রয়োজনবশতঃ লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহার অঙ্গসমূহের সর্বেন্দ্রিয়-বৃত্তিবিশিষ্টতা সময় সময় প্রকটিত হয়। যেমন গত দ্বাপরের প্রকটলীলায় সখাগণের সহিত পুলিন-ভোজন-লীলায়, শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে বসিয়াছেন; তাঁহার চারিদিকে তাঁহার অসংখ্য সখা অসংখ্য মণ্ডলীবন্ধনে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল—সকলকেই দেখিতে। তৎক্ষণাৎ লীলা-শক্তি এমন এক প্রভাব বিস্তার করিলেন, যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণ সকল সখাকেই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পার্শ্বে বা পশ্চাতে যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও—তাঁহার সাক্ষাতে দেখিতে পাইলেন এবং সখাদের প্রত্যেককেও দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বিচিত্রতা এই যে, প্রত্যেক সখাই দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, একমুখ। তাঁহার নিজের অবস্থাও তদ্রূপ; তাঁহার প্রাণপ্রিয় সখাদের দর্শনানন্দেই তিনি তন্ময়; কিরূপে একই সময়ে সকল সখাকে দেখিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না, সেই বিষয়ে তাঁহার কোনওরূপ অনুসন্ধানও নাই। সকলকে দেখিতেছেন—এইটুকুমাত্রই তিনি জানেন।

এ-স্থলে লীলাশক্তির যে প্রভাবের কথা বলা হইল, সেই প্রভাব হইতেছে এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসমূহের সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্টত্ব স্বাভাবিক; লীলাশক্তির প্রভাবেই যে অঙ্গসমূহ সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসমূহ লীলাশক্তির সহায়তা ব্যতীতই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ; মূল শ্লোকের "জগন্তি" শব্দের তাৎপর্যে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। কোন্ সময়ে অঙ্গসমূহ তাহাদের এই অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ করিবে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার ইঙ্গিতে লীলাশক্তি তাহাই যেন নির্দেশ করিয়া দেন।

খ। পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন

প্রশ্ন হইতে পারে—বিগ্রহ হইতেছে দেহ। আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে, বিগ্রহ বা দেহ বলিতে সসীম বা পরিচ্ছিন্ন কোনও বস্তুকেই আমরা বুঝি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ব্রহ্মবস্তু; ব্রহ্ম-শব্দে অসীম বা অপরিচ্ছিন্ন বস্তুকেই বুঝায়; সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বা পরিচ্ছিন্নত্ব কিরূপে সম্ভব?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম—সুতরাং সর্বব্যাপক তত্ত্ব, তাঁহার "বাহির" বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু শ্রুতি তাঁহাকে রসস্বরূপও বলিয়াছেন। "রসো বৈ সঃ।" রস-স্বরূপে তিনি রস-আস্বাদকও। তিনি তাঁহার পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন করেন। ভক্তদের সঙ্গে লীলাতেই তিনি তাঁহাদের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন করেন; সুতরাং প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনের জন্য লীলার প্রয়োজন। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রেও তাঁহার লীলার কথা বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্রে তাঁহার বহিরঙ্গা সৃষ্টিলীলার কথা বলা হইয়া থাকিলেও তাঁহার পরিকরদের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলার কথা পুরাণাদিতে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লীলা অর্থ—ক্রীড়া, খেলা। ক্রীড়া করিতে হইলে গমনাগমনের প্রয়োজন, হস্তপদাদির সঞ্চালনের প্রয়োজন, কথাবার্তা বলারও প্রয়োজন; সুতরাং তাঁহার কর-চরণাদিবিশিষ্ট বিগ্রহেরও প্রয়োজন। কিন্তু যিনি সর্বব্যাপক অসীম বস্তু, যাঁহার "বাহির" বলিয়া কিছু নাই, তাঁহার বিগ্রহও সম্ভব নয়, ক্রীড়াও সম্ভব নয়। কিন্তু বিগ্রহ ও ক্রীড়াদি ব্যতীত লীলা সম্ভব নয়, লীলারসের এবং লীলাব্যাপদেশে পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনও সম্ভব নয়—সুতরাং তাঁহার শ্রুতিকথিত রসস্বরূপত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং তিনি যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসস্বরূপ, তখন তাঁহার করচরণবিশিষ্ট বিগ্রহ অবশ্যই থাকা দরকার। বস্তুতঃ অনাদিকাল হইতেই তিনি দ্বিভুজ নরদেহে বিরাজিত; শ্রুতিস্মৃতি পরিষ্কারভাবে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। গোপাল-তাপনী শ্রুতি তাঁহাকে "দ্বিভুজ" বলিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণ "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" বলিয়াছেন।

তিনি রসস্বরূপ বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই তিনি নরাকৃতি দ্বিভুজরূপে বিরাজিত। তাঁহার এই নরাকৃতি দ্বিভুজবিগ্রহ অবশ্য পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান। কিন্তু লীলানুরোধে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার এই বিগ্রহ বা দেহ স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। তাঁহাতে দেহ-দেহিভেদ নাই বলিয়া, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া এবং স্বরূপতঃ তিনি বিভু বা সর্বব্যাপক বলিয়া, তাঁহার এই পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহেও তিনি স্বরূপতঃ বিভু, সর্বব্যাপক। বিভুত্ব তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম বলিয়া তাঁহার স্বরূপাভিন্ন বিগ্রহেও বিভুত্ব বিরাজিত। স্বরূপগত ধর্ম কখনও স্বরূপকে পরিত্যাগ করে না; যে ধর্ম স্বরূপকে পরিত্যাগ করে, তাহাকে স্বরূপগত ধর্মও বলা হয় না; তাহাকে আগন্তুক ধর্ম বলে, যেমন অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকাশক্তি। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব বা সর্বব্যাপকত্ব তাঁহার আগন্তুক ধর্ম নহে, স্বরূপগত ধর্ম—অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়। সুতরাং পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান বিগ্রহেও তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম বিভুত্ব বিদ্যমান; তাঁহার বিগ্রহ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। প্রকটলীলায় তাহা দেখা গিয়াছে। স্তন্যপানকালে শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্যমানভাবে ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে যশোদামাতা অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছেন। মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে যশোদামাতা অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছেন, ব্রজমণ্ডলকেও দেখিয়াছেন, নিজেকেও দেখিয়াছেন এবং যাঁহার মুখ, সেই শ্রীকৃষ্ণকেও দেখিয়াছেন। অথচ, মুখখানি শিশুর মুখের মতনই ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান। মুখখানি যদি স্বরূপতঃ বিভু না হইত, তাহা হইলে তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাদির, এমন কি যশোদামাতা এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও, কিরূপে স্থান সঙ্কুলান হইল? বস্তুতঃ তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন।

কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন, তিনি যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের প্রত্যেকেও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণের ধামেরও ঐরূপ স্বরূপগত বিভুত্ব আছে, ধামও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। ব্রহ্মমোহন-লীলায় তাহা দেখা গিয়াছে। গোবর্ধনের সানুদেশে দৃশ্যমানরূপে যাহা অতি ক্ষুদ্র, তাহাতেই অনন্ত বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্থান হইয়াছিল।

৬। শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মাধুর্যাদি

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বহিরঙ্গা জড়রূপা মায়া সচ্চিদানন্দতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার গুণত্রয় (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) তাঁহাতে থাকিতে পারে না; তিনি মায়িক বা প্রকৃত গুণবর্জিত; কিন্তু তাঁহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির প্রভাবে তিনি অনন্ত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণাকর। এ-সমস্ত অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন; যেহেতু, তাহারা হইতেছে তাঁহারই স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির বৃত্তি।

তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। আনন্দ এবং রস হইতেছে মধুর, আস্বাদ্য। সুতরাং তিনিও মাধুর্যস্বরূপ। তিনি পরব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার এই মাধুর্যও হইতেছে সর্বাতিশায়ী, অসমোর্ধ্ব। তাঁহার এই স্বরূপগত মাধুর্যের এমনই চিত্তাকর্ষকত্ব যে, ইহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তাসভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৮॥" শ্রীকৃষ্ণের "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। (তিনি) আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥ চৈ. চ. ২।৮।১১৪॥"

ক। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পরব্যোমস্থ-নারায়ণাদিরও চিত্তাকর্ষক

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিবাদি অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে বাসুদেবের ধাম হইতেছে দ্বারকা ও মথুরা; নারায়ণাদি অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের ধাম হইতেছে পরব্যোম। পরব্যোমে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ ধাম বা বৈকুণ্ঠ আছে, প্রত্যেকেরই লীলাপরিকর আছেন এবং সেই পরিকরদের সহিত প্রত্যেকের লীলাদিও আছে।

পরব্যোমস্থ ভগবৎস্বরূপগণের মধ্যে নারায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ; নারায়ণেই ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও শক্তি-আদির বিকাশ তত্রত্য অন্য ভগবৎস্বরূপগণ অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং যদি দেখা যায় যে, এতাদৃশ নারায়ণের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কৈমুত্যন্যায়েই বুঝা যাইবে যে, অন্য ভগবৎস্বরূপগণের চিত্তও এবং সে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে যাঁহারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেও বিরাজিত, তাঁহাদের চিত্তও, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়, শ্রীনারায়ণের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়াছিল। এ-স্থলে সেই বিবরণটী কথিত হইতেছে।

শ্রীশুকদেব-গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দ্বারকায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল; কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই পুত্রটী মরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মৃত পুত্রটীকে নিয়া রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া দ্বারকারাজকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—"রাজার দোষেই রাজ্যে অঘটন ঘটে, নচেৎ আমার সদ্যোজাত পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে কেন?" ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের আটটী পুত্র জন্মগ্রহণমাত্র এইরূপে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল; ব্রাহ্মণও তাহাদিগকে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া পূর্বোল্লিখিতভাবে রাজাকে তিরস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। নবম পুত্রটীও যখন ঐভাবে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল, তখন ব্রাহ্মণ তাহাকেও রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে তিরস্কার করিলেন। দৈবাৎ তখন অর্জুন ছিলেন দ্বারকায়। তাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণ এইভাবে তিরস্কার করিতেছেন দেখিয়া অর্জুনের অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! আমি তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব। যদি না পারি, তাহা হইলে আমি অগ্নি-প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"অর্জুন! স্বয়ং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; আর, তুমি রক্ষা করিবে?" অর্জুন তখন বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! আমার নাম অর্জুন; আমি গাণ্ডীবধন্বা; আমার শৌর্যবীর্যের কথা কি তুমি জান না? আমি কিরাতবেশী মহাদেবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছি। আমি মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া তোমার পুত্রগণকে আনয়ন করিব।" ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বোধহয় মনে করিলেন—"সম্ভবতঃ তাঁহার প্রিয়ভক্ত অর্জুনের মহিমা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্ হইয়াও আমার পুত্রগণকে রক্ষা করেন নাই, তাঁহার পুত্রগণের দ্বারাও রক্ষা করেন নাই; বোধহয় অর্জুনের দ্বারা রক্ষা করাইবেন।"

ইহার পরে ব্রাহ্মণী যখন পুনরায় আসন্নপ্রসবা হইলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ অর্জুনকে তাহা জানাইলেন। অর্জুন শরজালে সূতিকাগৃহকে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন, যেন যমদূতগণ গৃহে প্রবেশ করিতে না পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হইয়া কিছুকাল রোদন করিয়াই আকাশ-মার্গে অদর্শন হইল। ব্রাহ্মণ রাজসভায় আসিয়া অর্জুনকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। তখন অর্জুন বিদ্যাপ্রভাবে যমপুরীতে গিয়া দ্বিজপুত্রের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু পাইলেন না। তাহার পরে তিনি স্বর্গ-রসাতলাদি সমস্ত-লোকে অন্বেষণ করিয়াও দ্বিজপুত্রকে পাইলেন না; দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে অগ্নি-প্রবেশের জন্য উদ্যত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—"অর্জুন! অগ্নিতে প্রবেশ করিও না; আমার সঙ্গে চল; আমি তোমাকে দ্বিজপুত্রগণকে দেখাইব।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লইয়া রথারোহণে চলিলেন; সমস্ত-লোক অতিক্রম করিয়া সত্যলোকের উপরি মহাতমোময় প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণবে প্রবেশ করিলেন এবং অপূর্বজ্যোতিঃপূর্ণ মহাকালপুরে উপনীত হইলেন।

"ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৮৯।৫২-শ্লোকের টীকায় "মহাকাল"-সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন —"মহাকালঃ পরব্যোমস্থো মহাবৈকুণ্ঠনাথস্তস্যৈব কারণার্ণবজলান্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরম্।— মহাকাল হইতেছেন পরব্যোমস্থ মহাবৈকুণ্ঠনাথ (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ)। কারণার্ণবস্থ তাঁহার ধামের নাম হইতেছে মহাকালপুর।" ইহা হইতে জানা গেল, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই কারণার্ণবে মহাকালরূপে তাঁহার তত্রত্য ধাম মহাকালপুরে বাস করিতেছিলেন। তিনিই দ্বারকা-বাসী ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে জন্মমাত্র হরণ করিতেছিলেন। নারায়ণ বোধহয় মনে করিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব; ব্রাহ্মণের প্রীতিবিধানার্থ দ্বিজপুত্রদিগকে নেওয়ার জন্য তিনি নিশ্চয়ই মহাকালপুরে আসিবেন; তখন তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন।"

যাহা হউক, অর্জুনকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মহাকালপুরে উপনীত হইলেন, তখন মহাকালরূপী পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ বলিয়াছিলেন—"দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥—ভা. ১০।৮৯।৫৮॥ —তোমাদের দুইজনের দর্শনের জন্য ইচ্ছা হওয়ায় আমি দ্বিজপুত্রদিগকে আমার এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি। ব্রহ্মণ্যত্বাদি ধর্মের রক্ষণের নিমিত্ত স্বীয় সমস্ত শক্তির সহিত এবং সমস্ত অংশের সহিত তোমরা (অর্থাৎ তুমি, শ্রীকৃষ্ণ) জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ। পুনরায় (অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব অবতারকালে যেমন করিয়াছিলে, তেমনি আবার) পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে হনন করিয়া শীঘ্র তাহাদিগকে আমার সমীপে (আমি যাহাতে অবস্থিত আছি, সেই কারণার্ণবের তীরস্থিত নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোকে) প্রেরণ কর।"

কলা-শব্দের অর্থ শক্তিও হয়, অংশও হয়। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত শক্তির সহিত এবং সমস্ত অংশের সহিতই অবতীর্ণ হয়েন। "কলাবতীর্ণৌ"-শব্দে মহাকালপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিলেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে যে সমস্ত অসুর নিহত হন, তাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন। কারণার্ণবের এক তীরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, অপর তীরে নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক; সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত লোকগণ এই সিদ্ধলোকেই অবস্থান করেন। এই সিদ্ধলোক মহাকালপুরুষের অবস্থান-স্থান কারণার্ণবের সমীপবর্তী বলিয়া মহাকাল-পুরুষের সমীপবর্তী। এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"অসুরগণকে সংহার করিয়া আমার সমীপে (আমার সমীপস্থ সিদ্ধলোকে) প্রেরণ কর। অর্থাৎ অসুরগণকে সংহার করিয়া মুক্তিদান কর।"

মহাকালপুরুষরূপী শ্রীনারায়ণকর্তৃক দ্বিজপুত্রদিগের হরণের উদ্দেশ্য যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ, শ্রীহরিবংশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণবতোষণী তাহা বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিজপুত্র-দিগের অপহরণ-বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—"মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা। বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো মৎসমীপং নচান্যথেতি॥ হরিবংশ-প্রমাণ॥— অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'বিপ্রের (প্রীতিবিধানের) জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিবেন, ইহার আর অন্যথা হইবে না'—এইরূপ মনে করিয়া আমার দর্শনের নিমিত্তই সেই মহাত্মা মহাকালপুরুষ দ্বিজপুত্রদিগকে হরণ করিয়াছিলেন।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের জন্য পরব্যোমাধিপতি নারায়ণও লুব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পরব্যোমস্থ লক্ষ্মীগণেরও চিত্তাকর্ষক

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পরব্যোমে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের ধাম এবং পরিকরগণও আছেন। ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাশক্তিকে লক্ষ্মী বলা হয়। পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের পরিকরগণের মধ্যে তাঁহাদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণও আছেন। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরগণের মহিমা, সেই ভগবৎ-স্বরূপের মহিমার অনুরূপই; নচেৎ তাঁহাদের সহিত লীলা হইতে পারে না। ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে, পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রীনারায়ণের পরিকরগণও হইবেন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরগণ অপেক্ষা মহিমায় শ্রেষ্ঠ। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও হইবেন অন্য ভগবৎ-স্বরূপসমূহের লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। এই অবস্থায় যদি দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের জন্য নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও অত্যন্ত লালসাবতী হইয়াছিলেন, তাহা হইলে কৈমুত্যন্যায়েই বুঝা যাইবে, অন্য লক্ষ্মীগণও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইবেন। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের জন্য অত্যন্ত লুব্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

কালিয়দমন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়নাগের ফণাসমূহের উপর নৃত্য করিতেছিলেন, তখন কালিয়নাগ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ভা. ১০৷১৬৷৩৬॥—কালিয়-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, হে দেব! (ব্রহ্মাদিদেবগণও তপস্যাদ্বারা যাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করেন, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী সেই) পরমসুকোমলা লক্ষ্মীদেবীও তোমার যে চরণরেণুর স্পর্শাধিকার-বাসনায় পতি-নারায়ণের সঙ্গময় সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া উৎকট-ব্রতনিয়ম ধারণপূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন (তথাপি তাহা প্রাপ্ত হয়েন নাই), তোমার সেই অতিদুর্লভ চরণরেণুর স্পর্শের অধিকার এই কালিয় কোন্ সৌভাগ্যের ফলে লাভ করিয়াছে, আমরা তাহা জানি না।"

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন; তাহার ফলেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব-মাধুর্যের আস্বাদন করিতে পারেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য লালসাবতী হইয়া লক্ষ্মীদেবী ব্রজগোপীগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার লালসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনীরূপে যে-সমস্ত সুখ-ভোগের অধিকারিণী, সে-সমস্ত সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রতনিয়ম ধারণপূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কেননা, ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে রাগানুগামার্গে ভজন করিলেই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কান্তাভাবময়ী লীলাতে তাঁহার সেবা পাওয়া যায়। লক্ষ্মী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবী গোপীদের অনুগত্যে ভজন করেন নাই। তিনি ঐশ্বর্যজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পায়েন নাই। "রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ চৈ. চ. ২।৮।১৭৮॥ গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ —চৈ. চ. ২।৮।১৮৫-৮৬॥" লক্ষ্মীদেবী যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পায়েন নাই, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ"-ইত্যাদি ভা. ১০।৪৭।৬০-শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণস্বরূপের বক্ষোবিলাসিনী, ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের সেবাই তিনি পায়েন নাই।

যাহা হউক, উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর চিত্তও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

গ। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য বাসুদেবেরও চিত্তাকর্ষক

দ্বারকা-মথুরাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব-নামে খ্যাত। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের সহিত ব্রজ হইতে মথুরায় এবং তাহার পরে মথুরা হইতে দ্বারকায় গিয়াছেন। মথুরায় এবং দ্বারকায় স্বীয় মাধুর্য আস্বাদনের জন্য যে তিনি লুব্ধ হইয়াছিলেন, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধব-নাটকে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মথুরায়। মথুরায় দেবকী-বসুদেবকে মাতাপিতারূপে পাইলেও তিনি যে যশোদামাতার স্তন্যপায়ী সন্তান, এই ভাবটী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হইতে দূর হয় নাই। "যশোদাস্তনন্ধয়ত্ব-স্বভাবং ন ত্যজতি।" তাঁহার চিত্ত যেন ব্রজেই পড়িয়া রহিয়াছিল। তাই তাঁহার চিত্তে অস্বস্তি। তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য পৌর্ণমাসী দেবী নারদের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাত্মক একখানি নাটক সংগ্রহ করাইয়া গন্ধর্ব-বালকদের দ্বারা মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে তাহার অভিনয় করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া সেই অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। যে গন্ধর্ব-বালক গোবিন্দ (ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ) সাজিয়াছিলেন, তাঁহার মাধুর্য-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

"উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে দ্বৈতং হন্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ। চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ-সারূপ্যমন্বিচ্ছতি॥ —ললিতমাধব ॥৪।১৯॥

—হে সখে! উদ্ধব! অহো (হর্ষে)! (নন্দ-নন্দন-বেশধারী) এই নট অদ্ভুত মাধুর্য-পরিমলবিস্তারী এবং গোপলীলাকারী আমার দ্বিতীয় রূপ (কৃত্রিম রূপ) প্রদর্শন করাইয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে চমৎকৃত করিতেছে। এই নটের মৎসদৃশী মূর্তি দেখিয়া (গোপলীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত) কেলিকৌতুকার্থ অতিশয় চঞ্চলতাপ্রাপ্ত আমার চিত্ত ব্রজবধূ-শ্রীরাধার সারূপ্য ধারণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে—ইহা আমি সত্য বলিতেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেইভাবে স্বীয় ব্রজলীলাবিহারী-স্বরূপের মাধুর্য আস্বাদন করিবার জন্য যে বাসুদেবের চিত্ত লুব্ধ হইয়াছিল, উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহাই জানা গেল।

দ্বারকায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, তখন একদিন মণিভিত্তিতে (দর্পণে) প্রতিফলিত স্বীয় প্রতিবিম্বের মাধুর্য-দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আপনা-আপনিই সহর্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন,—"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুরঃ। অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ —ললিতমাধব ॥৮।৩২॥ —এ-যে দেখিতেছি, কোনও এক অনির্বচনীয় চমৎকারকারী মাধুর্যের গরীয়ান্ সমুদ্র! এইরূপ মাধুর্যের কল্পনাও আমি পূর্বে কখনও করিতে পারি নাই। (প্রতি মুহূর্তে নব-নবায়মান শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের স্বরূপগতধর্মই এই যে, যখনই দৃষ্ট হয়, তখনই মনে হয় যেন, পূর্বে এমনটী আর কখনও দেখা হয় নাই)। অহো (হর্ষে)! (মাধুর্যের আস্বাদনে অতৃপ্তিবশতঃ) প্রতিক্ষণে নব নব উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধা যে-ভাবে আস্বাদন করেন, প্রতিবিম্বের এই মাধুর্য দর্শন করিয়া, লুব্ধচিত্ত হইয়া—(যাঁহার এই প্রতিবিম্ব, সেই) এই আমারও সেইভাবে এই মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত বাসনা জাগিতেছে।"

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত দ্বারকাবিহারী বাসুদেবও যে লুব্ধ হয়েন, উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা গেল।

ঘ। ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক

শ্রীমদ্ভাগবতের "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলম্"-ইত্যাদি (৩।২।১২)-শ্লোক হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার উপযোগী (ব্রজবিলাসী) রূপ তাঁহার নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক (বিস্মাপনং স্বস্য চ)। যে বস্তুর দর্শনে বিস্ময় জন্মে, যথাযথভাবে তাহার আস্বাদনের জন্য বাসনা স্বাভাবিক। ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার নিজের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য লুব্ধ, উল্লিখিত ভাগবত-প্রমাণ হইতে তাহাই জানা গেল। বস্তুতঃ স্বীয় মাধুর্যের আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের যে কত বলবতী লালসা, তাহা পরবর্তী ১।১৯-ক অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। শ্রীকৃষ্ণের লীলা

শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়, লীলাপুরুষোত্তম। লীলা অর্থ—ক্রীড়া, খেলা। খেলা করিতে হইলে যাতায়াতের প্রয়োজন, হস্ত-পদাদি সঞ্চালনের প্রয়োজন। কিন্তু সর্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুর পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। এজন্যই লীলানুরোধে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান। পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকার্যও তাঁহার এক লীলা; কিন্তু এই লীলায় বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সংযোগ আছে বলিয়া ইহা হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার বহিরঙ্গা লীলা। তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলাও আছে; এই অন্তরঙ্গা লীলা কেবল তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিরই ব্যাপার, ইহাতে মায়াশক্তির কোনও প্রভাব নাই। তাঁহার এই অন্তরঙ্গা লীলা নিত্য, অনাদি।

প্রকট ও অপ্রকট ভেদে শ্রীকৃষ্ণের লীলা দুই রকমের। যে লীলা তাঁহার শক্তিতে এবং কৃপায় ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের নয়নের গোচরীভূত হয়, তাহাকে বলে প্রকটলীলা। আর, যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের নয়নের গোচরীভূত নহে, তাহাকে বলে অপ্রকট লীলা। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনকার লীলাই হইতেছে প্রকটলীলা।

৮। পরিকর ও ধাম

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লীলা বলিতে খেলা বুঝায়। খেলা একাকী হয় না; খেলার সঙ্গী আবশ্যক। তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলার সহচরগণকে তাঁহার পরিকর বলে। কিন্তু এই পরিকরগণ কে এবং কোথা হইতে আসিলেন?

পূর্বেই বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বীয় স্বরূপশক্ত্যেক-সহায়। অনাদিকাল হইতেই তাঁহার স্বরূপভূতা স্বরূপশক্তি তাঁহার লীলাপরিকররূপে বিরাজিত। তাঁহারা তাঁহার শক্তিরূপ অংশ। আবার, কোনও কোনও পরিকর তাঁহার সাক্ষাৎ অংশও। তাঁহাদের সহিতই তিনি অনাদিকাল হইতে লীলা করিতেছেন, অনন্তকাল পর্যন্তই করিবেন। এই অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকরগণ জীবতত্ত্ব নহেন, স্বরূপশক্তিরই মূর্ত বিগ্রহ বা তাঁহার অংশ এবং তত্ত্বতঃ তাঁহা হইতে অভিন্ন।

লীলার জন্য স্থানেরও প্রয়োজন। লীলাস্থানকেই ধাম (ভগবদ্ধাম) বলে। তাঁহার ধাম আছে, এই ধামের নাম গোলোক, গোকুল, ব্রজ ইত্যাদি। তিনি যে অনাদিকাল হইতে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের প্রত্যেকেরও ধাম এবং পরিকর আছেন। তাঁহার স্বরূপশক্তিই ধামরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। তন্মধ্যে বাসুদেবের ধাম হইতেছে মথুরা এবং দ্বারকা; আর নারায়ণাদি অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের ধামসমূহের সমষ্টিগত নাম হইতেছে পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। পরব্যোমের অন্তর্গত শ্রীনারায়ণের ধামকে সাধারণতঃ বৈকুণ্ঠ বলা হয়। বস্তুতঃ সকল ধামই বৈকুণ্ঠ—মায়াতীত। বৈকুণ্ঠ শব্দের তাৎপর্যই হইতেছে মায়াতীত স্থান।

৯। লীলারসাস্বাদন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপানন্দ এবং শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করেন। শক্ত্যানন্দ হইতেছে তাঁহার স্বরূপশক্তির আনন্দ।

তাঁহার স্বরূপশক্তি অনাদিকাল হইতে তাঁহার ঐশ্বর্যরূপেও বিরাজিত, আবার পরিকর-ভক্তগণের চিত্তে প্রেমরূপেও বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছার নামই প্রেম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ঐশ্বর্যানন্দও উপভোগ করেন এবং পরিকরভক্তচিত্তের প্রেমানন্দও উপভোগ করেন। ভক্তচিত্তের প্রেম (কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম) যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন তিনি তাহা আস্বাদন করেন এবং এই প্রেমরসনির্যাসের আস্বাদনেই তাঁহার সর্বাতিশায়ী আনন্দ।

ভক্তচিত্তের প্রেমরস উৎসারিত হয় লীলাতে। এই লীলারসই তিনি আস্বাদন করেন এবং ভক্তবৃন্দকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

তিনি যে অনাদিকাল হইতে অনন্ত ভাগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরও ধাম এবং পরিকর আছেন। প্রত্যেকেই স্বীয় পরিকরদের সহিত লীলা করেন এবং লীলারসের আস্বাদন করেন। বস্তুতঃ এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপেও শ্রীকৃষ্ণই নানাবিধ লীলারসবৈচিত্রীর আস্বাদন করিয়া থাকেন।

১০। লীলারসের প্রকার-ভেদ

মুখ্যরস হইতেছে পাঁচ প্রকারের—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মধুররস বা কান্তারস।

শান্তরসে পরিকরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে প্রধানরূপে ঐশ্বর্যের ভাব বিরাজিত; ইহা মমতাগন্ধহীন। সুতরাং শান্তরসে প্রাণঢালা মদীয়তাময়ভাবের সেবা থাকিতে পারে না। ঐশ্বর্যপ্রধান ধাম পরব্যোমেই শান্তরসের স্থান।

দ্বারকা এবং মথুরা হইতেছে ঐশ্বর্যমিশ্রিত মাধুর্যময় ধাম। এই ধামদ্বয়ের পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্যবুদ্ধি আছে, কিন্তু মাধুর্যেরই প্রাধান্য। ঐশ্বর্যবুদ্ধি যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখন মাধুর্য বা প্রেম সঙ্কোচিত হইয়া যায়।

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ধামের নাম গোলোক। গোলোকে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ; তথাপি কিন্তু পরিকরবর্গের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এত গাঢ় যে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্যবুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না। ঐশ্বর্য দেখিলেও পরিকরগণ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করেন না, তখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যে প্রীতিময় সম্বন্ধ বিরাজিত, সেই সম্বন্ধের জ্ঞান থাকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ।

গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিকরবর্গের কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ একাধিক রকমের; ক্রমশঃ তাহা বলা হইতেছে।

গোলোকে বা ব্রজে নানাভাবের পরিকর আছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

দাস্যভাবের পরিকরগণ মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেব্য প্রভু এবং তাঁহারা তাঁহার সেবক দাস। ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জানেন না; তথাপি প্রভুরূপে তাঁহার প্রতি তাঁহাদের গৌরব-বুদ্ধি আছে, অথচ মমতাময় ভাবও আছে। গৌরব-বুদ্ধি আছে বলিয়া তাঁহাদের সেবায় একটু সঙ্কোচের অবকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ। ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে বলে দাস্যপ্রেম এবং এই প্রেম যখন রসে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বলে **দাস্যরস।** রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের পরিকর।

সখ্যভাবের পরিকরগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে গৌরববুদ্ধি নাই। প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যেমন কাঁধে করেন, আবার শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়েন; শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টও ভোজন করেন, নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণকেও নিজেদের উচ্ছিষ্ট দিয়া থাকেন। ইঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে বলে সখ্যভাব বা সখ্যপ্রেম। সখ্যভাবে দাস্যভাব অপেক্ষা প্রেমের গাঢ়তা, মমত্ববুদ্ধিরও গাঢ়তা। ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যখন রসে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বলে **সখ্যরস**। সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের পরিকর। সখাসখা-সম্বন্ধ।

বাৎসল্যভাবের পরিকরগণের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম সখ্যভাব অপেক্ষাও অধিক গাঢ় এবং অধিক মমত্ববুদ্ধিময়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের পুত্র মনে করেন, লাল্য, পাল্য ও অনুগ্রাহ্য মনে করেন। আর নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা—লালক, পালক এবং অনুগ্রাহক মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তাড়ন-ভর্ৎসনও করেন, প্রয়োজনবোধে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন পর্যন্ত করেন। ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে বলে বাৎসল্যভাব বা বাৎসল্যপ্রেম এবং ইহা যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন ইহাকে বলা হয় **বাৎসল্যরস**। নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্যভাবের পরিকর।

মধুরভাবের বা কান্তাভাবের পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের গাঢ়তা এবং তাঁহাদের মমত্ববুদ্ধি বাৎসল্য অপেক্ষাও সমধিক। ইঁহাদের প্রেমকে বলা হয় মহাভাব। শ্রীরাধিকা-ললিতা-বিশাখাদি ব্রজগোপীগণ হইতেছেন কান্তাভাবের পরিকর। রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের পরিকরগণ, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের পরিকরগণ এবং নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্যভাবের পরিকরগণ যেমন জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ বা শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তদ্রূপ শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণও জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহাদের অভিমান এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কান্ত। কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ।

গাঢ়তার বৃদ্ধিক্রমে মহাভাবেরও অনেক স্তর আছে—রূঢ়, অধিরূঢ়, মোদন এবং মাদন। মাদন হইতেছে সর্বোচ্চতম স্তর, স্বয়ংপ্রেম। প্রেমের সকল স্তরই মাদনে অবস্থিত। এই মাদন একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অন্য কোনও গোপীতে মাদন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকালে মোদন মোহন-নামে খ্যাত হয়; এই মোহনও শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যকোনও গোপীতে নাই। মোহনেই দিব্যোন্মাদ, দিব্যোন্মাদ কেবল শ্রীরাধাতেই প্রকাশ পায়।

ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি হইতে কান্তাভাবের একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দাস্য, সখ্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাৎসল্যভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞানেরই প্রাধান্য, যাহাতে সম্বন্ধের মর্যাদা ক্ষুন্ন হইতে পারে, এমন কোনও সেবার বাসনা এই তিন ভাবের পরিকরগণের চিত্তে কখনও উদিত হয় না; এজন্য এই তিন ভাবের কৃষ্ণরতিকে বলা হয়—সম্বন্ধানুগা, সম্বন্ধের অনুগতা। কিন্তু মধুরভাবে কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ থাকিলেও কান্তাভাবের পরিকরদের কৃষ্ণরতি সম্বন্ধের অনুগতা নহে, পরন্তু তাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেরই অনুগতা; এজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণরতিকে বলা হয় প্রেমানুগা। শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন; শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির জন্য তাঁহারা নিজাঙ্গদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। লীলাবিশেষের জন্য প্রয়োজন হইলে মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য সুদুস্ত্যজ বেদধর্ম, কুলধর্ম, স্বজন, আর্যপথাদি সমস্তই অবলীলা-ক্রমে এবং অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিতে পারেন—এমনই অদ্ভুত হইতেছে তাঁহাদের মহাভাবের প্রভাব। পরমস্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ কান্তাপ্রেমেরই সর্বতোভাবে বশীভূত।

এই কান্তাপ্রেম যখন রসে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বলে মধুর রস। দাস্য-সখ্যাদি সকল রসই মধুর; কান্তারসে মাধুর্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়া ইহাকে মধুর রস বলা হয়।

পরমরসকদম্বময়-রাসলীলা কান্তাভাবময়ী লীলারই অন্তর্ভূত। রাসলীলাতে সমস্ত অপ্রাকৃত রসেরই উৎসারণ হইয়া থাকে, অন্য কোনও লীলায় তাহা হয় না। এজন্য রাসলীলাকে বলা হয় সর্বলীলামুকুটমণি। এই রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের এতই আনন্দ যে, তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন—তাঁহার অনন্তলীলা থাকিলেও এবং সমস্ত লীলাই তাঁহার মনোহারিণী হইলেও রাসলীলার কথা মনে পড়িলে তাঁহার চিত্ত যে কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

দ্বারকা-মথুরাতেও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরভাবের লীলা আছে; কিন্তু দ্বারকা-মথুরার লীলা ব্রজের লীলার ন্যায় ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধ মাধুর্যময়ী নহে, পরন্তু তাহাতে ঐশ্বর্যের ভাব মিশ্রিত আছে। পরব্যোমের লীলা কেবলই ঐশ্বর্যময়ী।

মুখ্যরস হইতেছে উল্লিখিত পাঁচটী—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এতদ্ব্যতীত হাস্য, অদ্ভুত, ধীর, করুণাদি সাতটী গৌণরসও আছে।

১১। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। জ্ঞান বলিতে চিৎ বুঝায়। জ্ঞানং চিদেকরূপম্। পূর্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ, চিদ্‌ঘন, ঘনীভূত চিৎ বা জ্ঞান। তাই তিনি জ্ঞানতত্ত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বয় বলিতে দ্বিতীয়হীন বুঝায়; তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই; তিনিই একমাত্র তত্ত্ব। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্। দ্বিতীয় বলিতে ভেদ বুঝায়, তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুকে বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু কোথাও নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার ধাম আছে, পরিকর আছেন, বাসুদেব-নারায়ণ-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড আছে, অনন্তকোটি জীবও আছে। এ-সমস্ত তো স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। তাহা হইলে তিনি কিরূপে অদ্বয় বা দ্বিতীয়হীন হইলেন? এই সমস্তই তো তাঁহার ভেদ।

উত্তরে বক্তব্য এই। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ভেদ কাহাকে বলে। যদি দুইটী বস্তু সর্বতোভাবে পরস্পর-নিরপেক্ষ হয়, একটী বস্তু যদি কোনও বিষয়েই অপরটীর কোনও অপেক্ষা না রাখে, দুইটী বস্তুর প্রত্যেকটীই যদি স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তাহাদের একটীকে অপরটীর ভেদ বলা যায়। কোনও বিষয়ে একটী বস্তু যদি অপরটীর কোনওরূপ অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সর্বতোভাবে ভিন্ন বলা যায় না। ইহাই হইতেছে ভেদের দার্শনিক লক্ষণ। কোনও বিষয়ে যদি তাহাদের মধ্যে ভেদ থাকে এবং কোনও বিষয়ে যদি অভেদ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সর্বতোভাবে অভেদ-সম্বন্ধ বা ভেদ-সম্বন্ধ আছে বলা যায় না। ভেদের এতাদৃশ লক্ষণের কথা মনে রাখিয়াই অদ্বয়-তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে।

আরও একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—শক্তি ও শক্তিমান্ স্বরূপতঃ অভিন্ন।

ভেদ তিন রকমের—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিবিধ-ভেদ-শূন্য।

পরব্রহ্ম চিদ্‌বস্তু; জীবস্বরূপও চিদ্‌বস্তু, তাহার চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ; সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে জীব হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; কেননা, জীব শ্রীকৃষ্ণ-নিরপেক্ষ নহে, স্বয়ংসিদ্ধ নহে; শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখে। সর্বত্রই শক্তি শক্তিমানের অপেক্ষা রাখে। সুতরাং জীব শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় (উভয়ে একই চিৎ-জাতীয় বলিয়া সজাতীয়) ভেদ বলিয়া মনে হইলেও কৃষ্ণনিরপেক্ষ নহে বলিয়া বস্তুতঃ সজাতীয় ভেদ নহে। স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় বস্তু হইলে সজাতীয় ভেদ হইত।

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে চিৎ-বিরোধী জড়বস্তু; কিন্তু তিনি হইতেছেন চিদ্‌বস্তু, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডসমূহ হইতেছে তাঁহার বিজাতীয় বস্তু। তথাপি কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডসমূহ শ্রীকৃষ্ণের বিজাতীয় ভেদ নহে; কেননা, তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহে; তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখে, শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাহাদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। জড়রূপা মায়াও তাঁহার বিজাতীয় ভেদ নহে; কেননা, মায়া তাঁহার শক্তি, তাঁহার অপেক্ষা রাখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবদ্ধামসমূহ এবং পরিকরবর্গও তাঁহারই স্বরূপশক্তির মূর্তরূপ বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা রাখে ; সুতরাং তৎসমস্তও তাঁহার ভেদ নহে।

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপসমূহও তাঁহারই অংশ বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা রাখেন ; সুতরাং তাঁহারাও তাঁহার ভেদ নহেন।

আর, স্বগতভেদ হইতেছে দেহ-দেহিভেদ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহিভেদ নাই (৫-অনু) ; সুতরাং তাঁহাতে স্বগতভেদও নাই।

এইরূপে দেখা গেল, স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত—এই ত্রিবিধ ভেদহীন তত্ত্ব—সুতরাং অদ্বয় তত্ত্ব, দ্বিতীয়হীন তত্ত্ব এবং তিনি যে জ্ঞানতত্ত্ব, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি হইতেছেন অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব।

জীব-জগদাদি যে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, তাহা নহে ; কোনও কোনও বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাহাদের ভেদও আছে। যেমন—চিদংশে জীবস্বরূপ তাঁহা হইতে অভিন্ন ; কিন্তু অন্যবিষয়ে ভেদ আছে। তিনি বিভু চিৎ, জীব অণুচিৎ। মুক্তজীবেরও শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। এই জগৎ চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু, মায়াও ; তিনি কিন্তু চিদ্‌বস্তু। এই বিষয়ে মায়া ও মায়িক জগতের সহিত তাঁহার ভেদ আছে। অন্যান্যবস্তু সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধ হইতেছে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। ভেদাভেদ-সত্ত্বেও তাত্ত্বিক ভেদ নাই; কেননা, জীবজগদাদি স্বয়ংসিদ্ধ নহে ; সুতরাং ভেদাভেদ-সম্বন্ধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব।

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, বাসুদেব-নারায়ণাদি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব নহেন। কেননা, বাসুদেব-নারায়ণাদি স্বয়ংসিদ্ধ নহেন ; তাঁহারা ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদের ভগবত্তা। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্, তাঁহার ভগবত্তা স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ, তিনি স্বরাট্, স্বতন্ত্র ; সুতরাং তিনিই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। চৈ. চ. ২৷২০৷১৩১॥

১২। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের ব্রজেন্দ্রনন্দনত্ব। রসস্বরূপত্বদ্যোতক

শ্রুতি হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম হইতেছেন একমেবাদ্বিতীয়ম্, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ, সর্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ। তিনি অজ (জন্মরহিত), অনাদি এবং সকলের আদি। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই সেই অজ, অনাদি, সকলের আদি, অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বয়ংসিদ্ধ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। অথচ বলা হইল—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" তিনি হইতেছেন ব্রজেন্দ্র-শ্রীনন্দের নন্দন, পুত্র। তাঁহাকে নন্দতনয় যেমন বলা হয়, তেমনি যশোদা-তনয়ও বলা হয়। ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহার পিতামাতা আছেন। শ্রীনন্দ তাঁহার পিতা এবং যশোদা তাঁহার মাতা। যাঁহার পিতামাতা আছেন, তিনি কিরূপে অজ, অনাদি, স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব হইতে পারেন ? তাঁহার জন্ম যখন আছে, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি অজ কিরূপে হইতে পারেন? পিতামাতা হইতেই যখন তাঁহার জন্ম, তখন তিনি কিরূপে অনাদি বা স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারেন? পিতামাতাই তো তাঁহার আদি হইয়া পড়েন?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। তিনি যে অজ, অনাদি এবং স্বয়ংসিদ্ধ, তাহাতে কোনও রূপ সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি নন্দতনয়, যশোদাতনয়। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ, রস-আস্বাদক, রসিকশেখর। তিনি সমস্ত রসেরই আস্বাদন করেন, সমস্ত রসের সমস্ত বৈচিত্রীরও আস্বাদন করিয়া থাকেন; তাহাতেই তাঁহার রসস্বরূপত্ব, রসিকশেখরত্ব। মুখ্যরস পাঁচটী—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু যিনি অজ বা জন্ম-রহিত, সুতরাং যাঁহার পিতামাতা নাই, থাকিতেও পারে না, তাঁহার পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন সম্ভব নহে। কেননা, যে বাৎসল্যপ্রেম রসরূপে পরিণত হইয়া আস্বাদ্য বাৎসল্যরসে পরিণত হয়, তাহার আশ্রয় হইতেছেন পিতামাতা। অজ এবং অনাদি শ্রীকৃষ্ণের বস্তুতঃ পিতামাতা নাই বলিয়া তাঁহার পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু বাৎসল্যরসের আস্বাদন না হইলেও তাঁহার রসস্বরূপত্ব পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। পূর্ণতমস্বরূপ বলিয়া বাৎসল্যরসের আস্বাদনও তাঁহাকে করিতে হইবে। নন্দ-যশোদার প্রতি পিতৃমাতৃত্বের ভাবে তিনি বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

স্বরূপতঃ নন্দ-যশোদা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ পরিকর, তাঁহার স্বরূপশক্তির, সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির বা আধারশক্তির মূর্তবিগ্রহ। তাঁহাদের মধ্যে বাৎসল্যপ্রেমের পূর্ণতম বিকাশ। এই বাৎসল্যপ্রেমের প্রভাবে তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র; ইহাই তাঁহাদের অভিমান বা দৃঢ়প্রতীতি। শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ প্রেমবশ। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।—শ্রুতি। নন্দ-যশোদার বাৎসল্যপ্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও অনুরূপ ভাব বিরাজিত, তিনিও মনে করেন—নন্দ-যশোদা তাঁহার পিতামাতা; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিমান বা দৃঢ়-প্রতীতি। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নন্দ-যশোদার পিতৃত্ব-মাতৃত্ব এবং নন্দ-যশোদার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নন্দযশোদার-পুত্রত্ব হইতেছে কেবল অভিমানজাত বা দৃঢ়প্রতীতিজাত, জন্মজাত নহে। ইহাই অজ এবং অনাদি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেন্দ্রনন্দনত্বের তাৎপর্য। ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় হইতেছে তাঁহার রসস্বরূপত্বদ্যোতক।

বসুদেব-দেবকীর শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃত্ব-মাতৃত্বও পূর্বোল্লিখিতরূপই।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন আগে নন্দ-যশোদা এবং বসুদেব-দেবকীকে অবতারিত করেন। পরে তাঁহাদের যোগে তিনি অবতীর্ণ হয়েন। তখন লৌকিকী প্রতীতিতে নন্দ-যশোদা বা বসুদেব-দেবকী হইতে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাঁহার জন্ম মানুষের জন্মের মত নহে। তাঁহার জন্ম হইতেছে দিব্য, অলৌকিক। গীতাতেও তিনি বলিয়াছেন—"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্।" মানুষ পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করে; তিনিও পিতা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতা—নন্দ-যশোদা বা বসুদেব-দেবকী হইতে জন্মগ্রহণ করেন—এইটুকুমাত্র সাম্য। কিন্তু মানুষ যেভাবে জন্মগ্রহণ করে, তিনি সেইভাবে জন্মগ্রহণ করেন না।

মানুষের আত্মা বা জীবাত্মা শস্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া পিতার উদরে প্রবেশ করে এবং পিতার শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। পিতামাতার শুক্রশোণিতে মাতৃগর্ভে মানুষের ভোগায়তন দেহ উৎপন্ন হয় এবং যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। এইরূপেই মানুষের জন্ম।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কিন্তু অন্যরূপে। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদির বিবরণ হইতে জানা যায়—আনন্দ-স্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে পিতার হৃদয়ে (ভোজ্য শস্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পিতার উদরে নহে, পরন্তু হৃদয়ে) প্রবেশ করেন—পিতার অদৃশ্যভাবে। পিতার হৃদয়ে তখন অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাঁহার দেহও তখন অদ্ভুতরূপে তেজোময় হইয়া থাকে। পিতার এই অদ্ভুত অবস্থার কথা যখন তিনি মাতার নিকটে প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দরূপে পিতার হৃদয় হইতে মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তখন মাতারও অপরিসীম আনন্দের অনুভব হয় এবং তাঁহার দেহেও অদ্ভুত জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। যথাসময়ে মাতার হৃদয় হইতে শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যমান্‌রূপে মাতা হইতে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহেই তিনি আবির্ভূত হয়েন, জীবের ন্যায় কোনও নূতন দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়েন না। বস্তুতঃ ইহা তাঁহার জন্মও নয়; লৌকিকী প্রতীতিতে ইহাকে জন্ম বলা হয়। ইহা হইতেছে বস্তুতঃ আবির্ভাব—যাহা লোকনয়নের গোচরীভূত ছিল না, তাহারই লোকনয়নের গোচরীভূত হওয়া। তিনি মাতৃগর্ভেও যায়েন না, মাতার হৃদয়েই থাকেন, হৃদয় হইতেই আবির্ভূত হয়েন। লৌকিকী প্রতীতি অনুসারে তাঁহাকে মাতৃগর্ভজাত বলা হয়। পিতামাতারও তাদৃশী প্রতীতি। তিনি যখন তাঁহার লীলাকে অন্তর্ধানপ্রাপ্ত করায়েন, তখন এই প্রতীতি লইয়াই তিনি এবং তাঁহার পিতামাতা নন্দযশোদাদি অপ্রকট ধামে গমন করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নন্দযশোদার শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃত্বমাতৃত্ব হইতেছে অভিমানজাত, জন্মজাত নহে। প্রকটলীলায় জন্মের প্রতীতি তাঁহাদের অভিমানজাত সম্বন্ধকে বাস্তবত্বের রূপ দিয়া থাকে।

১৩। শ্রীকৃষ্ণ নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন, তিনি নন্দ-যশোদার পুত্র এবং নন্দ-যশোদা তাঁহার পিতামাতা। তিনি যখন মনে করেন যে, তাঁহার পিতামাতা আছেন, তখন তিনি নিজেকে ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া মনে করিতে পারেন না; কেননা, ঈশ্বরের বা ভগবানের পিতামাতা থাকিতে পারে না। শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায়, তিনি স্বরূপতঃই দ্বিভুজ, নরাকার। তিনি যখন নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারেন না এবং তাঁহার স্বরূপও যখন দ্বিভুজ, নরাকার, তখন তিনি নিজেকে নর বলিয়াই মনে করিবেন। বস্তুতঃ তিনি নর না হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার অভিমান বা দৃঢ়া প্রতীতি এই যে, তিনি নর। ব্রজের সান্দ্রতম প্রেমের প্রভাবেই এতাদৃশ অভিমান। তাঁহার ব্রজপরিকরগণেরও তাদৃশ অভিমান। স্বরূপতঃ তাঁহারা নর বা জীবতত্ত্ব না হইলেও তাঁহারা নিজেদিগকে নর বা নারী বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের ন্যায় নর বলিয়া মনে করেন।

নর-অভিমানবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের লীলাও হইতেছে নরলীলা—নরবল্লীলা। তিনি অনন্তস্বরূপে অনন্তলীলা করিয়া থাকেন। পরব্যোমাদিতে তিনি যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপরূপে লীলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলের নরবপুও নাই[১], নর-অভিমানও নাই, তাঁহাদের লীলাও নরলীলা নহে। কিন্তু সমস্ত লীলার মধ্যে তাঁহার নরলীলাই হইতেছে সর্বোত্তম, নরলীলাতেই লীলারসমাধুর্যের সর্বাতিশায়িত্ব। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৩॥" শ্রুতিও বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ দ্বিভুজ, গোপবেশ, নিত্যকিশোর, বেণুবাদনপরায়ণ।

১৪। শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগেই যুগাবতার অবতীর্ণ হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুগাবতার ভিন্ন ভিন্ন। যুগাবতারদের নাম ও বর্ণ একই। সত্যের যুগাবতার শুক্ল, ত্রেতার যুগাবতার রক্ত, দ্বাপরের শুকপত্রাভ এবং কলির শ্যাম বা কৃষ্ণ (ইনি স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ বা শ্যাম নহেন)। যুগাবতারগণ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এক যুগের যুগাবতার কখনও অন্য যুগে অবতীর্ণ হয়েন না।

ভগবানের লীলাবতারও আছেন। লীলাবতারদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা; কেহ কেহ বা আবেশ-অবতার—স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব, যেমন বুদ্ধদেব, কল্কি প্রভৃতি।

স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরদের সহিত নিত্যই গোলোকে বিহার করেন। তাঁহার গোলোকলীলা কখনও ব্রহ্মাণ্ডে সর্বাংশে প্রকটিত হয় না। গোলোকেই এই লীলার নিত্য স্থিতি, অনাদিকাল হইতে। এজন্য গোলোকলীলাকে নিত্যলীলাও বলা হয়।

ক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হয়েন

গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতরণকালেও গোলোকে তাঁহার নিত্যলীলা চলিতে থাকে। ভিন্ন এক এক প্রকাশে তিনি ও তাঁহার গোলোক-পরিকরগণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি এইভাবে প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন না, ব্রহ্মার এক দিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হয়েন। "পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট

১। শ্রীরামচন্দ্র নরবপু, নরলীল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহার॥ চৈ. চ. ১।৩।৩-৪ ॥"—ব্রহ্মার দিনকে বলে কল্প। "কল্পঃ ব্রাহ্মং দিনম্॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" ব্রহ্মার একদিনে, অর্থাৎ প্রতিকল্পে যে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ হয়, শ্রীগোপালচম্পূ পূর্বখণ্ডেও তাহা বলা হইয়াছে। "যোঽসাবতসীকুসুমসুষমঃ সুকুমারঃ কুমারঃ......স তু সদা......প্রতিকল্পং স্বভক্তিপ্রবর্ত্তনায় ......স্বয়মেব পৃথিব্যাং......ভবং লভত এব ॥ ৩।৫১ ॥" এবং "......ব্রজজনানাং যেষামধিমধ্যং প্রতিদ্বিপরার্দ্ধং প্রতিকল্পমাবির্ভবতি ॥ ৩।৯২॥" এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ের ২২-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

খ। ব্রহ্মার একদিনের পরিমাণ

ব্রহ্মার একদিনের পরিমাণ কত, তাহা বলা হইতেছে। "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগ জানি। সেই চতুর্যুগে 'দিব্য এক যুগ' মানি॥ একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥ চৈ. চ. ১।৩।৫-৬॥" সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—ইহাকে বলে এক চতুর্যুগ বা এক দিব্যযুগ। এইরূপ একাত্তর চতুর্যুগে (বা দিব্যযুগে) হয় এক মন্বন্তর এবং চৌদ্দ মন্বন্তরে হয় ব্রহ্মার এক দিবস (দিন)।

৭১ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর এবং ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন হইলে ব্রহ্মার একটী দিনের মধ্যে থাকিবে—৭১ × ১৪ বা ৯৯৪টী সত্যযুগ, ৯৯৪টী ত্রেতাযুগ, ৯৯৪টী দ্বাপরযুগ এবং ৯৯৪টী কলি-যুগ। বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে থাকে ৯৯৪-এর পরিবর্তে একহাজার সত্যযুগ, একহাজার ত্রেতাযুগ, একহাজার দ্বাপরযুগ এবং একহাজার কলিযুগ। "কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্। প্রোচ্যতে তৎসহস্রঞ্চ ব্রহ্মণঃ দিবসং মুনে॥ বি. পু. ১।৩।১৪॥"

মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪০০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর। সুতরাং এক দিব্যযুগ বা চতুর্যুগের পরিমাণ হইল মনুষ্যমানে ৪,৩২০০০০ বৎসর। এক মন্বন্তরের পরিমাণ ৭১ × ৪,৩২০০০০, বা ৩০৬,৭২০০০০ বৎসর এবং ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ হইল ১৪ × ৩০৬,৭২০০০০, বা নরমানে ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসর (বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২,০০০০,০০০ বৎসর, চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর)।

এই চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর হইল ব্রহ্মার দিন বা দিবাভাগ। ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও তাহাই। দিবারাত্রিতে হয় এক অহোরাত্রি। ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস এবং বারমাসে একবৎসর। এইরূপ একশত বৎসর হইতেছে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল (বি. পু. ১।৩।২৩-২৪)।

দিবা-অন্তে ব্রহ্মার রাত্রিকালে ব্রহ্মা নিদ্রিত থাকেন। তখন ব্রাহ্ম নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া থাকে ; সেই সময়ে ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার দিবাভাগেই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ।

ব্রহ্মার উল্লিখিতরূপ এক দিনের মধ্যে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রহ্মাণ্ডে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতীর্ণ হয়েন; কিন্তু যুগাবতারগণ প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—চারি যুগাবতারের প্রত্যেকে এক হাজার বার করিয়া চারি হাজার বার।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত গত দ্বাপরে তিনি একবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়।

১৫। গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময়

গত দ্বাপরের কোন্ সময়ে, অর্থাৎ বর্তমান সময়ের কত বৎসর পূর্বে, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কাল সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ চৈ. চ. ১৷৩৷৭-৮॥" ব্রহ্মার একটী দিনের মধ্যে চৌদ্দটী মন্বন্তর আছে; প্রতি মন্বন্তরের মধ্যে আবার একাত্তরটী চতুর্যুগ আছে। বর্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে; তাহার নাম বৈবস্বত-মন্বন্তর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরেরও সাতাইশটী চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত যে দ্বাপর, সেই দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজপরিকরদিগের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের যে সময়ের কথা জানা গেল, তাহা হইতে, বর্তমান সময় হইতে কত বৎসর পূর্বে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা গেল না। তাহা নির্ণয় করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ কতদিন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন এবং কোন্ সময়ে তিনি অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। ক্রমশঃ এ-সকল বিষয় আলোচিত হইতেছে।

ক। ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতিকাল

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া একশত পঁচিশ বৎসর বিহার করিয়াছিলেন, তাহার পরে লীলা অন্তর্ধাপিত করিয়াছেন। "সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ॥ চৈ. চ. ২৷২০৷৩২৬॥" এ-স্থলে এ-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে প্রভো! পৃথিবীর ভারহরণের জন্য আমরা তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম; অবতীর্ণ হইয়া তুমি পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছ। সত্যসন্ধ সাধুদিগের মধ্যে ধর্মও সংস্থাপিত করিয়াছ এবং দিগ্‌দিগন্তে সর্বলোক-মলনাশিনী কীর্তিও বিস্তার করিয়াছ। যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া লোকহিতের জন্য তুমি যে-সকল কর্ম করিয়াছ, তোমার সে-সকল চরিতকথা শ্রবণ-কীর্তন করিয়া কলিতে সাধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্যগণ অনায়াসে সংসার-মুক্ত হইতে পারিবে। ভা. ১১।৬।২১-৪॥” এবং “যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম। শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো॥ নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্। কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্॥ ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে। সলোকান্ লোক-পালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্॥ ভা. ১১।৬।২৫-২৭॥ —হে পুরুষোত্তম! হে প্রভো! যদুবংশে অবতীর্ণ তোমার একশত পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। হে অখিলাধার! এখন দেবকার্য করার বাকীও কিছু নাই। বিপ্রশাপে এই যদুকুলও নষ্টপ্রায় হইয়াছে। অতএব, যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি তোমার স্বীয় পরমধামে প্রবেশ কর এবং লোক ও লোকপালগণের সহিত বৈকুণ্ঠকিঙ্করদিগকে এবং আমাদিগকে পালন কর।”

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণও বলিলেন—“অবধারিতমেতন্মে যথাত্থ বিবুধেশ্বর॥ ভা. ১১।৬।২৮॥—হে বিবুধেশ্বর! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা পূর্বেই অবধারিত করিয়াছি।”

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বিবরণ হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের একশত পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে তিনি লীলান্তর্ধানের সংকল্প করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতেও জানা যায়, বদরিকাশ্রমস্থিত ঋষি নারায়ণ নারদের নিকটে বলিয়াছেন,—

“পঞ্চবিংশতিবর্ষঞ্চ শতবর্ষাধিকং মুনে।

তিষ্ঠন্ জগাম গোলোকং পৃথিব্যাশ্চ পুরাতনঃ॥ কৃষ্ণজন্মখণ্ড॥ ৫৪।২৩॥ —হে মুনে! পুরাতনপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ একশত পঁচিশ বৎসর অবস্থান করিয়া পৃথিবী হইতে গোলোকে গমন করিয়াছেন।”

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ একশত পঁচিশ বৎসর লীলা করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে তিনি অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খ। অন্তর্ধানের সময়

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন, “যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥ ভা. ১২।২।৩৩॥—পূর্বতন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, যেদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দিব্য-ধামে গমন করিলেন, সেইদিনই কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে।”

বিষ্ণুপুরাণ হইতেও জানা যায়, পরাশর মৈত্রেয়ের নিকটে বলিয়াছেন, “যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্। তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ॥ ৫।৩৮।৮॥— যেদিন শ্রীহরি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গিয়াছেন, সেইদিনেই কালকায় বলী কলি অবতীর্ণ হইয়াছে।”

কিন্তু তাহা কখন? মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, “সপ্তর্ষীণাঞ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি। তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥ তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্। তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ॥ ভা. ১২।২।২৭-২৮॥ —হে রাজন্! সপ্তনক্ষত্রাত্মক সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটী নক্ষত্রকে (পুলহ ও ক্রতুকে) উদয়সময়ে প্রথমে আকাশে উদিত হইতে দেখা যায়, তদুভয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত অশ্বিনী প্রভৃতি যে এক একটী নক্ষত্রকে রাত্রিকালে দেখা যায়, তাহার এক একটীর সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মনুষ্যপরিমাণের এক এক শত বৎসর অবস্থান করেন। সে সকল ঋষিগণ এখন তোমার সময়ে মঘানক্ষত্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।"

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাতজন ঋষিকে সপ্তর্ষি বলে। এই সাতজন ঋষির নামে খ্যাত সাতটী তারকাবিশিষ্ট একটী তারকাপুঞ্জকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। আকাশের উত্তরভাগে ইহা অবস্থিত। উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতেছে প্রাগগ্র-শকটকার; তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নতরেখাগ্রস্থানীয় তারকাটী হইতেছে মরীচি; তাহার পশ্চাতে আনম্র-যুগকন্ধরাকার বশিষ্ঠ; তাহার পশ্চাতে ঈষদুত্তরস্থানীয় হইতেছে অঙ্গিরা; তাহার পশ্চাতে চতুরস্রতারাচতুষ্ক ঈশানদিকে অত্রি; তাহার দক্ষিণে পুলস্ত্য; পুলস্ত্যের পশ্চিমে পুলহ; তাহার উত্তরে ক্রতু।" তারকা ও নক্ষত্র সাধারণতঃ একার্থক হইলেও জ্যোতিষ্-শাস্ত্রে নক্ষত্র-শব্দ একটী পারিভাষিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আকাশে পরিভ্রমণ-কালে সূর্য বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে যে দুই সীমা পর্যন্ত গমন করে, সেই দুই সীমার মধ্যবর্তী আকাশের অংশকে বিস্তৃতি বা প্রস্থ মনে করিয়া সমগ্র বিষুবরেখার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটী বেষ্টনী কল্পনা করিয়া উত্তর-দক্ষিণে টানা সমান্তরাল রেখাদ্বারা সেই বেষ্টনীটীকে সাতাইশটী সমান অংশে বিভক্ত করিলে, তাহার প্রত্যেক অংশকে জ্যোতিষের পরিভাষায় "নক্ষত্র" বলা হয়। এই-রূপে নক্ষত্র হয় সাতাইশটী। প্রতি নক্ষত্রেই বহু তারকা আছে; কোনও নক্ষত্রের মধ্যে যে-সকল তারকা আছে, তাহাদের মধ্যে যেইটী প্রধান, তাহার নামেই নক্ষত্রের নাম হয়। উল্লিখিত সাতাইশটী অংশের বা নক্ষত্রের মধ্যে যে অংশের প্রধান তারকা হইতেছে অশ্বিনী, সেই অংশকে বলা হয় অশ্বিনীনক্ষত্র, যে অংশের প্রধান তারকা ভরণী, সেই অংশকে বলা হয় ভরণীনক্ষত্র; ইত্যাদি। এই সাতাইশটী নক্ষত্র অতিক্রম করিতে সূর্যের যে সময় লাগে, তাহাকেই বলে এক বৎসর (সৌর-বৎসর)। সপ্তর্ষিমণ্ডলও আকাশে ভ্রমণকালে এই নক্ষত্রগুলিকে অতিক্রম করে; এক এক নক্ষত্র অতিক্রম করিতে সপ্তর্ষিমণ্ডলের মনুষ্যমানে একশত বৎসর সময় লাগে। উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্-ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা যায়—পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল ছিল মঘানক্ষত্রে। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"অধুনা তু তে মঘাশ্রিতা বর্তন্তে ইতি তেনাশ্লেষাশ্রিতেষু কৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাবঃ। মঘাশ্রিতেষু তেষু তদন্তর্ধানং কলিপ্রবেশশ্চ।—এক্ষণে (পরীক্ষিতের সময়ে) সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে বর্তমান। (মঘার পূর্ববর্তী নক্ষত্রের নাম অশ্লেষা; পরীক্ষিতের সময়েই যখন শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি যখন একশত পঁচিশ বৎসরকাল প্রকট ছিলেন, তখন পরিষ্কার-ভাবেই বুঝা যায় যে।) সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন অশ্লেষানক্ষত্রে ছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মঘানক্ষত্রে অবস্থিত, তখন শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব এবং কলির প্রবেশ।" যতদিন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, কলি পৃথিবীকে অভিভূত করিতে পারে নাই। "যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ। তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং নচাশকৎ॥ ভা. ১২৷২৷৩০॥"

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মঘানক্ষত্রে ছিল, তখনই কলির প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান হইয়াছিল। কিন্তু ইহা দ্বারা, কোন্ বৎসরের কথা দূরে, কোন্ মাসে, বা কোন্ তিথিতে কলির প্রবেশ বা শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কেননা, এক একটী নক্ষত্র অতিক্রম করিতে যখন সপ্তর্ষিমণ্ডলের একশত বৎসর লাগে, তখন যে কোনও মাসে এবং যে কোনও তিথিতেই তাহা যে কোনও নক্ষত্রে অবস্থান করিতে পারে।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি এবং ব্রহ্মাণ্ডে স্থিতিকাল যখন সুনির্দিষ্ট ভাবেই জানা যাইতেছে, তখন তাঁহার তিরোভাব দিবসের—সুতরাং কলি-প্রবেশ-দিবসের মাস এবং তিথিও অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং একশত পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তাঁহার তিরোভাব—শাস্ত্র হইতে তাহা জানা যায়; সুতরাং যে-ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে তাঁহার আবির্ভাব, তাহার পরবর্তী ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া গণনা করিলে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমা ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতেই হইবে তাঁহার তিরোভাব এবং সেইদিনই হইবে কলির প্রবেশ; অর্থাৎ কলির প্রবেশও হইবে ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে। এ-সম্বন্ধে ব্যক্তব্য এই :—

প্রথমতঃ, লৌকিক জগতে ব্যবহারিক ব্যাপারে সৌরবৎসর এবং মনুষ্যমানের বৎসর সম-পরিমাণরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। এই দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা অতি সামান্য, কয়েক বৎসর পর পর তাহার সংশোধন করা হয়, পাশ্চাত্য জগতের "লিপ্ ইয়ার"-প্রথাই তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষেও এইরূপ সংশোধনের ব্যবস্থা আছে। জন্মতিথি অনুসারে কতকগুলি শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও সাধারণতঃ লোকের আয়ুষ্কাল সৌরবৎসর, বা মনুষ্যমানের বৎসর অনুসারেই গণনা করা হয়। রাশিচক্রে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরিভ্রমণ-কালও মনুষ্যমানের বৎসরেই গণনা করা হয়; সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব তাহা পরিষ্কারভাবেই বলিয়া গিয়াছেন—"তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।" এক ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী হইতে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী পর্যন্ত যে সময়, তাহা মনুষ্যমানের বৎসর হইতে কয়েকদিন কম হয়, মলমাস পড়িলে কয়েকদিন বেশীও হয়; কিন্তু কখনও মনুষ্যমানের বৎসরের, বা সৌরবৎসরের সমান হয় না। লৌকিক জগতে প্রচলিত রীতি, আয়ুষ্কাল-গণনার রীতি এবং রাশিচক্রে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরিভ্রমণ-কাল গণনার রীতির কথা স্মরণে রাখিলে বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতিকাল যে পূর্ণ একশত পঁচিশ বৎসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে মনুষ্যমানের একশত পঁচিশ বৎসর। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী হইতে ১২৬তমা ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী পর্যন্ত যে সময়, তাহা মনুষ্যমানের পূর্ণ একশত পঁচিশ বৎসর হইবে না। সুতরাং ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে যে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব—সুতরাং কলির প্রবেশ—তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ যে ঠিক একশত পঁচিশ বৎসরই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত ছিলেন, তাহার বেশী একদিনও ছিলেন না, ব্রহ্মার উক্তি হইতে তাহা জানা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান-প্রস্তাব-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো॥ শ্রীভা. ১১।৬।২৫॥—হে প্রভো! (তোমার অবতরণের সময় হইতে) একশত পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।" ব্রহ্মার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের বয়স একশত পঁচিশের কিছু বেশী ছিল। তাহার পরেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান। ইহাতে বুঝা যায়—অন্তর্ধানের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স একশত পঁচিশ অপেক্ষাও কিছুদিন বেশী ছিল, অবশ্য একশত ছাব্বিশেও পৌঁছায় নাই। কাহারও বয়সের কথা বলিবার সময়ে সাধারণতঃ যে কয় বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই কয় বৎসরের কথাই বলা হয়, পরবর্তী কয়েক দিনের, বা কয়েক মাসের কথা বলা হয় না। এইরূপে দেখা গেল—একশত পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ামাত্রেই যে শ্রীকৃষ্ণ তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার পরে একদিনও ছিলেন না, তাহা নহে; কিছুকাল ছিলেন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একশত পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে তিনি কতদিন ব্রহ্মাণ্ডে ছিলেন, তাহা যখন জানা যায় না, তখন ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে আবির্ভাবের কথা জানা থাকিলেও তিরোভাবের তিথি নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং কলিপ্রবেশ-দিনের তিথিও নির্ণয় করা যায় না।

গ। কলিযুগের প্রবৃত্তি

এদেশের পঞ্জিকাসমূহের মতে "মাঘীপূর্ণিমায়াং শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ।—মাঘীপূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি।" এই প্রবন্ধেই পূর্বে পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে শ্রীশুকদেবের যে উক্তি (ভা. ১২।২।২৭-২৮) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন, "মঘাশ্রিতেষু তেষু তদন্তর্দ্ধানং কলিপ্রবেশশ্চ।" পঞ্জিকার উক্তির সহিত এই উক্তি মিলাইয়া অর্থ করিলে বুঝা যায়, মাঘীপূর্ণিমাতেই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মাঘীপূর্ণিমাতেই কলিও প্রবেশ করিয়াছিল। তাহা হইলে বুঝা যায়, অন্তর্ধান-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল একশত পঁচিশ বৎসর এবং মাস পাঁচেক। মোটামুটিভাবে ইহাকে পূর্ণ একশত পঁচিশ বৎসর বলিলে দোষের কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না।

এইরূপে কলিপ্রবেশের তিথি জানা গেল; কিন্তু কোন্ বৎসরের মাঘীপূর্ণিমাতে কলির আরম্ভ হইয়াছিল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষাচার্য আর্যভট্ট ও বরাহমিহির গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। ভাস্করাচার্যও তাহাই বলেন।[১] মহামহোপাধ্যায় শ্রীল হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়ও তাঁহার লিখিত "যুধিষ্ঠিরের সময়"-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ চলিতেছে; তাহা হইলে দেখা যায়—বর্তমান বর্ষের ১৯৬১+৩১০১ বা ৫০৬২ বৎসর পূর্বে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মাঘীপূর্ণিমায় কলির ৫০৬২ বৎসর গত হইয়াছে।

ঘ। **শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল**

কলিযুগারম্ভ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, অর্থাৎ বর্তমানে চলিত ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ৫০৬২ বৎসর পূর্বে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন কলির আরম্ভ, ঠিক সেই দিনেই শ্রীকৃষ্ণেরও তিরোভাব। তিরোভাবের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ একশত পঁচিশ বৎসর এই পৃথিবীতে প্রকটলীলা করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, বর্তমান ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের (১৯৬১+৩১০১ +১২৫=) ৫১৮৭ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময় সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—"বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ১।৩।৭-৮॥" শ্রীমদ্-ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" ইত্যাদি ১০।৮।১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"বৈবস্বত-মন্বন্তর-গতাষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয়-দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি তদ্‌যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যামকৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ॥"

এই সকল উক্তি হইতে জানা গেল—বৈবস্বত-মন্বন্তরের প্রথম সাতাইশ চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পরে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের সত্য ও ত্রেতার পরে, দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে স্থিতিকাল-প্রসঙ্গে এবং কলিযুগের প্রবৃত্তি-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ণ একশত পঁচিশ বৎসর ছিলেন এবং তাহার পরে যখন তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন, তখনই কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা হইতে জানা গেল—দ্বাপর যুগের একশত পঁচিশ বৎসর বাকী থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই দ্বাপরের পরবর্তী কলিযুগই এখন চলিতেছে এবং পূর্বে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বর্তমান ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে কলিযুগের ৫০৬২ বৎসর গত হইয়াছে; সুতরাং ইহা হইতেও জানা গেল—বর্তমান ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের (৫০৬২+১২৫=) ৫১৮৭ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (৮।২।৬১ ইং তারিখে লিখিত)।

১। A History of Indian Philosophy, by Dr. S. N. Dasgupta. Vol. IV, P. 51

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে অন্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়েন

পূর্বে বলা হইয়াছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন রসস্বরূপ, সর্বরস, অর্থাৎ তাঁহাতে অনন্তরস-বৈচিত্রী বিরাজিত। ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অনাদিকাল হইতে তিনি যে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারা হইতেছেন সেই অনন্তরসবৈচিত্রীরই মূর্তরূপ। রসবৈচিত্রীসমূহ যখন তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত, তখন তাহাদের মূর্তরূপও তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত থাকিবে। শীতপ্রধানদেশের সমুদ্রের জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন সেই বরফকে জলের মূর্তরূপ বলা যায়; সেই বরফ সমুদ্রেই থাকে, সমুদ্রের বাহিরে থাকে না। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিত অনন্ত-রসবৈচিত্রীর মূর্তরূপ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপসমূহও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের বাহিরে নহে। বস্তুতঃ সর্বব্যাপকতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বাহির বলিয়া কিছু নাইও, থাকিতেও পারে না। "ন চান্তর্নবহিঃ। ভা. ১০।৯।১৩॥" তথাপি, লীলানুরোধে বিভুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, তাঁহারও যেমন ধাম আছে এবং তিনিও যেমন সেই ধামে লীলা করেন, তদ্রূপ এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, তাঁহাদেরও স্ব-স্ব ধাম আছে এবং সে-সকল ধামে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারাও স্ব-স্ব পরিকরগণের সহিত লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিতেই ইহা সম্ভব হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন ঐ-সমস্ত ভগবৎস্বরূপও এক এক প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ চৈ. চ. ১।৪।৯-১১॥"

লঘুভাগবতামৃতও বলেন—"পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকাচতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), পরব্যোমচতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদি—ইঁহারা সকলেই সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি আবির্ভূত হয়েন। তাই প্রকট বৃন্দাবনেও এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা প্রকট দেখা যায় (ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন)॥ কৃষ্ণামৃতম্। ৩৬৮-৭২॥" বাহিরে দৃশ্যমানরূপে তাঁহারা অবস্থিত থাকেন না, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই থাকেন। গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই যে নারায়ণাদি অবস্থিত ছিলেন, ব্রহ্মমোহন-লীলাদিতে তাহা দৃষ্ট হইয়াছে।

১৭। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু

কি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন অসুর-সংহারাদিও করিয়াছিলেন। কিন্তু অসুর-সংহার স্বয়ংভগবানের কার্য নহে। অসুর-সংহার হইতেছে জগৎ-পালনের অন্তর্ভূ্ত কার্য; জগতের পালনকর্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরই সেই কার্য। কিন্তু অবতার-কালে ক্ষীরোদশায়ী থাকেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে, তিনি পৃথক্‌ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণই সেই কার্য করিয়া থাকেন।

যুগধর্মপ্রবর্তনও যুগাবতারেরই কার্য: কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কালে যুগাবতারও থাকেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে, তিনি পৃথক্‌ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া এবং যেইযুগে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেইযুগে সেইযুগের যুগাবতার আর কোনও সময়ে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া, তাঁহাদ্বারা যুগধর্ম-প্রবর্তন সম্ভব নহে। সেই কার্যও সেই যুগে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই করিয়া থাকেন।

কিন্তু অবতার-কালে অসুর-সংহার ও যুগধর্মপ্রবর্তনাদি শ্রীকৃষ্ণ করিয়া থাকিলেও এ-সমস্ত হইতেছে তাঁহার অবতার-লীলার আনুষঙ্গিক কার্য। মুখ্য কার্য নহে। তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ যাহা করিতে পারেন না, তাহাই হইতেছে তাঁহার অবতারের মুখ্য কার্য। অসুর-সংহার বা যুগধর্মপ্রবর্তনাদি অপর ভগবৎস্বরূপও করিতে পারেন। অসুর-সংহার ও যুগধর্মপ্রবর্তনাদি যদি শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ্য কার্য হইত, তাহা হইলে প্রতি যুগেই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইত; কেননা, প্রতিযুগেই যুগধর্মপ্রবর্তনাদি হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যুগে অবতীর্ণ হয়েন না। সুতরাং অসুর-সংহার বা যুগধর্মপ্রবর্তনাদি তাঁহার মুখ্য কার্য নহে, এ-সমস্ত হইতেছে তাঁহার অবতার-লীলার আনুষঙ্গিক কার্য; অর্থাৎ অসুর-সংহারাদিই তাঁহার অবতরণের মুখ্য হেতু নহে। "পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে॥ স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥ চৈ. চ. ১।৪।৬-৭॥ * * বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারা কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥ আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ॥ চৈ. চ. ১।৪।১২-১৩॥"

তাহা হইলে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের মুখ্য হেতু কি? তাহা বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি কার্যও করেন, তাঁহার নিজস্ব কার্যও করেন। ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি যে কার্য অপর কোনও ভগবৎস্বরূপের দ্বারা হইতে পারে না, সেই কার্যই হইবে তাঁহার অবতরণের একটী হেতু। আর, তাঁহার নিজস্ব কার্য হইতেছে রস-আস্বাদন; কেননা, তিনি হইতেছেন রসস্বরূপ, রসের আস্বাদক। রসের যে বৈচিত্রীর আস্বাদন অপ্রকট ধামে সম্ভব নহে, কেবলমাত্র প্রকটলীলাতেই সম্ভব হইতে পারে, সেই রসবৈচিত্রীর আস্বাদনও হইবে তাঁহার অবতরণের একটী হেতু। এক্ষণে দেখিতে হইবে—এই দুইটী হেতু কি হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক। ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় হেতু (১)

ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় হেতু হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডবাসী সংসারী জীবসম্বন্ধীয় হেতু। ইহা অনেক রকমের হইতে পারে; যথা, অসুর-সংহারাদি, যুগধর্ম-প্রবর্তনাদি। কিন্তু কোন্ হেতুটী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর ভগবৎ-স্বরূপের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা জানিতে হইলে, পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের বাস্তব সম্বন্ধের স্বরূপটী জানা দরকার। এক্ষণে সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে।

(১) জীবের স্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫ ॥"-শ্লোক হইতে জানা যায়, জীব (জীবাত্মা) হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ এবং এই জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা। আবার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥ ১৫।৭ ॥"-শ্লোক হইতে জানা যায়, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের সনাতন অংশ। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই জীবশক্তির অংশ জীবকে শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হইয়াছে। এইরূপে গীতাবাক্য হইতে জানা গেল, স্বরূপতঃ জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ। সুতরাং শক্তি ও অংশের যাহা স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য, তাহাই হইবে জীবেরও স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য।

শক্তি ও অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শক্তির ও অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য কি। একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় ইহা বিবেচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ শক্তির স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। শক্তি সর্বদা তাহার শক্তিমানেরই সেবা করিয়া থাকে, অপরের সেবা করে না। কোনও লোকের বাক্‌শক্তি সেই লোকের দ্বারাই কথা বলায়; একজনের বাক্‌শক্তি কখনও অপরের দ্বারা কোনও কথা বলায় না। লোক চিত্তের যে ভাবটী প্রকাশ করিতে চায়, তাহার বাক্‌শক্তিও সেই ভাবের অনুকূল কথাই বলায়, প্রতিকূল কথা কখনও বলায় না। এইরূপে দেখা গেল, শক্তির স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য হইতেছে কেবলমাত্র তাহার শক্তিমানেরই সেবা করা এবং এই সেবাও হইতেছে আনুকূল্যময়ী সেবা।

এক্ষণে অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। বৃক্ষের মূল, শাখা, প্রশাখাদি হইতেছে বৃক্ষের অংশ। মূল ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিবিধানরূপ সেবা করে; যে রসে বৃক্ষের পুষ্টি হইতে পারে, কেবল সেই রসই আকর্ষণ করে, পুষ্টির প্রতিকূল কোনও রসের আকর্ষণ করে না। শাখা-প্রশাখাদিও বায়ুমণ্ডল বা সূর্যকিরণাদি হইতে বৃক্ষের পুষ্টির অনুকূল দ্রব্যাদি আহরণ করিয়াই বৃক্ষের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে, পুষ্টির প্রতিকূল কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রব্য আহরণ করে না। পুষ্টির অনুকূল দ্রব্যের আকর্ষণে বা আহরণে আনুকূল্যময়ী সেবাই সূচিত হইতেছে। এক বৃক্ষের মূল, শাখা-প্রশাখাদি অংশ কেবল সেই বৃক্ষেরই সেবা করে, অপর বৃক্ষের সেবা করে না। এইরূপে দেখা গেল, অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য হইতেছে কেবল তাহার অংশীরই সেবা করা এবং এই সেবাও হইতেছে আনুকূল্যময়ী সেবা।

আনুকূল্যময়ী সেবার তাৎপর্য হইতেছে প্রীতিময়ী সেবা। মানুষের মধ্যেও দেখা যায়, প্রিয় প্রিয়ের প্রীতিবিধান করিতেই চায় এবং প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রিয়ের আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবাই করিয়া থাকে। শক্তিমানের সহিত শক্তির এবং অংশীর সহিত অংশের স্বরূপগত সম্বন্ধকেও প্রীতিময় সম্বন্ধ বলা যায়; তাই যেন শক্তি শক্তিমানের এবং অংশ অংশীর আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা করিয়া থাকে। এতাদৃশী সেবাই হইতেছে শক্তির এবং অংশের স্বরূপগত ধর্ম।

জীব (বা জীবাত্মা) যখন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ, তখন জীবের স্বরূপগত ধর্মও হইবে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা। শক্তির সহিত শক্তিমানের এবং অংশীর সহিত অংশের স্বরূপগত সম্বন্ধ প্রীতিময় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবেরও হইবে প্রীতিময় সম্বন্ধ। শ্রুতি হইতেও এই জাতীয় সম্বন্ধের কথা জানা যায়।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম পরমাত্মাই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় (১।৪।৮, ২।৪।৫)। প্রিয়রূপে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসনার উপদেশও বৃহদারণ্যক-শ্রুতি দিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ ১।৪।৮ ॥"[১] প্রিয়রূপে উপাসনার বা সেবার তাৎপর্যই হইতেছে প্রিয়ের প্রীতিবিধান। প্রিয়ের সেবা করিয়া সেই সেবার বিনিময়ে প্রিয়ের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া হইতেছে প্রিয়ত্বের বিরোধী। কেবলমাত্র প্রিয়ের প্রীতির উদ্দেশ্যে প্রিয়ের সেবাই হইতেছে প্রিয়ত্বের ধর্ম। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি জীবের পক্ষে পরব্রহ্মের তাদৃশী সেবার কথাই বলিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য বা স্বরূপগত ধর্মই হইল প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা। সেবার বিনিময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া (যেমন, মোক্ষাদি চাওয়া) হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধের বিরোধী। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী সেবাই কামনা করেন, তাঁহারা নিজেরা তো মোক্ষাদি চাহেনই না, শ্রীকৃষ্ণ উপযাচক হইয়া মোক্ষাদি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ভা. ৩।২৯।১৩ ॥"

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত

১ পরবর্তী ১৬।২ গ-অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ (জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ বলিয়াই এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ) এবং জীবের স্বরূপগত ধর্ম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবা, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা।

কিন্তু কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাতে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তাদৃশী সেবার বাসনা আবশ্যক। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা জন্মিবার পূর্বে সেবায় প্রবৃত্ত হইলে সেই সেবা হইবে যান্ত্রিকী সেবার তুল্য ; তাহা বস্তুতঃ সেবা হইবে না। সুতরাং জীবের স্বরূপগত ধর্ম কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন হইতেছে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা। এতাদৃশীবাসনার নামই হইতেছে প্রেম—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-ধরে 'প্রেম' নাম॥ চৈ. চ. ১।৪।১৪১॥" শতপথশ্রুতিও বলিয়াছেন—"প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ॥—প্রেমের সহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাসনার সহিত, শ্রীহরির সেবা করিবে।" জীবের স্বরূপগত ধর্ম কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই **প্রেম** অত্যাবশ্যক বলিয়াই প্রেমকে **প্রয়োজন-তত্ত্ব** বলা হয়।

অনাদি বহির্মুখ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া আছে বলিয়া তিনিই যে জীবের একমাত্র প্রিয়, তাঁহার সহিত জীবের যে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই যে জীবের স্বরূপগত ধর্ম—তৎসমস্তও ভুলিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ফলে মায়ার কবলে পতিত হইয়া জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি অশেষ সংসারদুঃখ ভোগ করিতেছে। জীবের এই দুঃখ-দুর্দশার অবসান হইতেছে ভগবানের জগৎসম্বন্ধীয় কার্য। সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তিপ্রাপ্তিতেই জীবের সংসার-দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হইতে পারে ; কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে মোক্ষ জীবের স্বরূপগত ধর্মের অনুকূল নহে ; স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপগত ধর্ম এবং ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই স্বরূপগত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রেমলাভের প্রয়োজন। (পরবর্তী ১৬।২ অনুচ্ছেদে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

(২) একমাত্র স্বয়ংভগবান্ই প্রেমদাতা

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না।

সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কোহবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল. ভা. ১।৩০৩-ধৃত প্রমাণ।

—পদ্মনাভ ভগবানের বহু অবতার থাকে থাকুক, তাঁহারা প্রত্যেকে মঙ্গলদাতা হইতে পারেন, হউন ; কিন্তু কৃষ্ণব্যতীত অন্য কে লতাকে পর্যন্ত প্রেম দিতে পারেন ? (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না ; কেবল মনুষ্যাদিকে নহে) শ্রীকৃষ্ণ লতা প্রভৃতি স্থাবর জীবকেও প্রেম দিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বসুখ-বাসনাশূন্য, স্বীয় দুঃখনিবৃত্তির বাসনাশূন্য, ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবল প্রেম বা অকৈতব প্রেম একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি ; বৈকুণ্ঠে বা দ্বারকা-মথুরাতেও এতাদৃশ প্রেম নাই। ইহা একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি বলিয়া ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই এই প্রেম দিতে পারেন, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ দিতে পারেন না।

কিন্তু কেবলমাত্র প্রেমদানের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ, তাহা মনে হয় না। অপ্রকট ধামে থাকিয়াও তিনি বোধ হয় প্রেম দিতে পারেন এবং দিয়াও থাকেন ; নচেৎ তাঁহার অপ্রকটকালে যাঁহারা প্রেমপ্রাপ্তির জন্য সাধন করেন, তাঁহাদের সাধন ব্যর্থ হইত।

জগৎসম্বন্ধি কোন্ কার্যের জন্য তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।

(৩) রাগমার্গের ভজন প্রচার

প্রেম-বস্তুটী হইতেছে বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তি; ইহার স্বাভাবিকী গতিই হইতেছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নামই প্রেম। এই ইচ্ছার গতিও হইতেছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার দিকে। বহিরঙ্গা মায়া দ্বারা কবলিত বলিয়া অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীবের চিত্তবৃত্তি পরিচালিত হয় মায়াদ্বারা ; সুতরাং এই চিত্তবৃত্তির গতি শ্রীকৃষ্ণোন্মুখী হইতে পারে না। মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া সংসারী জীব দেহের সুখের জন্যই সর্বদা লালায়িত থাকে, তাহার বাসনাও ধাবিত হয় দেহের সুখসাধক এবং দুঃখ-দূরীকরণসাধক বস্তুর দিকে। কৃষ্ণকামনা বা কৃষ্ণভক্তিকামনা সংসারাসক্ত জীবের চিত্তে সাধারণতঃ থাকে না। তাহার চিত্তে থাকে অন্য কামনা; এই অন্য কামনাই হইতেছে দুর্বাসনা, মায়া-মলিনতা। এই মায়া-মলিনতা দূরীভূত না হইলে চিত্তে ভক্তির বা প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে না। তজ্জন্য যথাবিধি সাধনের প্রয়োজন। যে সাধনের ফলে অন্য কামনা, এমন কি মোক্ষবাসনা পর্যন্ত, দূরীভূত হইতে পারে এবং চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাকে বলে রাগমার্গের বা রাগানুগামার্গের সাধন। (পরবর্তী ১২।৫ ক-অনুচ্ছেদে রাগমার্গের ভজনের বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ সার্থকভাবে রাগমার্গের প্রচার করিতে অসমর্থ

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ ব্রজপ্রেম দিতে না পারিলেও ভগবদাদেশ পাইলে নিজ কর্তব্যের আনুষঙ্গিক ভাবে হয়তো ব্রজপ্রেম-প্রাপক রাগমার্গের সাধনের উপদেশ দিতে পারেন ; কিন্তু কেবল উপদেশে সাধারণতঃ লোকের চিত্ত তত আকৃষ্ট হয় না। উপদেশের অনুসরণে যে ফলটী পাওয়া যায়, সেই ফলটীর লোভনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মিলে লোক উপদেশের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে। রাগানুগামার্গে সাধনের ফলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোভনীয়তা সম্বন্ধেও হয়তো অন্য ভগবৎস্বরূপ কিছু জানাইতে পারেন ; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফলের সম্ভাবনা কম। তাদৃশ লোভনীয়ত্বের কথা শাস্ত্রাদিতেও দৃষ্ট হয় ; তাহাতে কয়জনের চিত্তই বা আকৃষ্ট হয় ? কেহ কেহ বা সে-সমস্ত কথার বাস্তবত্বেও সন্দিহান। শাস্ত্রাদিতে যে লোভনীয় বস্তুর কথা আছে, তাহা যদি লৌকিক জগতে প্রকটিত লীলাতে রূপায়িত হয়, তাহা হইলে লোকের সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে এবং সেই দিকে লোকের চিত্তও আকৃষ্ট হইতে পারে।

রাগমার্গের সাধনের ফল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমপ্রাপ্তি এবং যথাসময়ে পরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণের রসোৎসারিণী লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা। সেই রসোৎসারিণী লীলা যদি জগতে প্রকটিত হয়, তাহা হইলে তাহার লোভনীয়তা সম্বন্ধে জীবের জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং সেই লীলার পরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভও জন্মিতে পারে ; তখনই সেই লোভকে সার্থক করার জন্য রাগমার্গের সাধনের জন্য জীবের প্রবৃত্তি জাগিতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল, রাগমার্গের উপদেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে রাগমার্গের সাধনে লভ্য শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল লীলার প্রকটন—রাগমার্গের সাধনের উপদেশকে সার্থকতা দেওয়ার পক্ষে এতদুভয়েরই প্রয়োজন।

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ তাদৃশী লীলা প্রকটিত করিতে পারেন না ; কেননা, ইহা হইতেছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা। শ্রীকৃষ্ণ নিজে অবতীর্ণ না হইলে এবং তাঁহার লীলাকে অবতারিত না করিলে এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই লীলায় তাঁহার সেবার সৌভাগ্যপ্রাপ্তির অনুকূল রাগমার্গের ভজনের উপদেশ না দিলে, জগতের জীবের পক্ষে তাহার স্বরূপগত ধর্মের অনুকূল সাধনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। উল্লিখিতরূপে রাগমার্গের ভজনের উপদেশ দেওয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের পক্ষে সম্ভব নয় ; সুতরাং রাগমার্গীয় ভজনের প্রচারই হইল শ্রীকৃষ্ণাবতারের জগৎসম্বন্ধি মুখ্য কারণ।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের নিজসম্বন্ধীয় কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

খ। শ্রীকৃষ্ণের নিজসম্বন্ধীয় হেতু

রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করেন। সকল রসের আস্বাদন এবং প্রতিরসের সকল বৈচিত্রীর আস্বাদনেই তাঁহার পূর্ণ-রসস্বরূপত্ব এবং পূর্ণ-রসিকশেখরত্ব। এমন কোনও রস বা রসবৈচিত্রী যদি থাকে, অপ্রকট ধামে যাহার আস্বাদন সম্ভব নহে এবং প্রকটলীলাতেই যাহার আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে সেই রসের বা রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্য অবশ্যই তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইতে হইবে ; কেননা, সেই রসের বা রসবৈচিত্রীর আস্বাদন না হইলে তাঁহার পূর্ণ-রসস্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং সেই রসের বা রসবৈচিত্রীর আস্বাদনই হইবে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের মুখ্য নিজস্ব হেতু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে দেখিতে হইবে, অপ্রকটলীলায় কোনও রসের বা রসবৈচিত্রীর আস্বাদন অসম্ভব কিনা।

গোলোকের লীলাই হইতেছে অপ্রকটলীলা। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বরূপতঃ নিত্য-কিশোর। গোলোকে তিনি অনাদিকাল হইতেই কিশোররূপে বিরাজিত। গোলোকে জন্মাদি নাই বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ডের অভাব; বিশেষতঃ, বাল্য ও পৌগণ্ড তাঁহার স্বরূপগত বস্তুও নহে, কৈশোরই তাঁহার স্বরূপগত বস্তু। গোলোকে নিত্যকিশোররূপেই তিনি স্বীয় পরিকরদের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস আস্বাদন করিয়া থাকেন,—অনাদিকাল হইতে। কিন্তু এই সকল রসের সকল বৈচিত্রীর আস্বাদন কিশোরের পক্ষে সম্ভব নয়। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমে বাৎসল্যরসের কথাই বিবেচনা করা যাউক। বাৎসল্যপ্রেমই অবস্থাবিশেষে বাৎসল্যরসে পরিণত হয়। বাৎসল্যপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার বা আশ্রয় হইতেছেন মাতা। কৈশোরেও এই বাৎসল্যরসের আস্বাদন হইতে পারে; কিন্তু বাল্যে বাৎসল্যরসের যে বৈচিত্রী প্রকটিত হয়, কৈশোরে তাহা প্রকটিত হইতে পারে না। বাল্যে মাতাই হয়েন সন্তানের একমাত্র অবলম্বন; শিশুসন্তানকে মাতার উপরেই সর্বতোভাবে নির্ভর করিতে হয়, গায়ে মশামাছি বসিলেও শিশু কিছু বলিতে পারে না, মশামাছি তাড়াইতেও পারে না; ক্ষুধা জন্মিলেও কিছু বলিতে পারে না। সমস্ত বিষয়েই মাতার উপর নির্ভর করিতে হয়। শিশুসন্তানও সর্বদা সর্ববিষয়ে মাতার অপেক্ষা করিয়া থাকে, মাতা ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি তাহার মনের গতিও প্রায়শঃ যায় না। এই সময়ে বাৎসল্যরসের যে নিবিড় আস্বাদন হয়, পৌগণ্ডে বা কৈশোরে তাহা সম্ভব নহে। কেননা, পৌগণ্ডে বা কৈশোরে লোকের অন্য সঙ্গী জুটিয়া থাকে, মন এই অন্য সঙ্গীদের সঙ্গও কামনা করে। মাতার সঙ্গের কামনার সঙ্গে অন্য সঙ্গীর সঙ্গের কামনা মিশ্রিত থাকে বলিয়া বাৎসল্যের নিবিড়তম আস্বাদন পৌগণ্ডে বা কৈশোরে সম্ভব হয় না। গোলোকের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের বাল্যকালোচিত বৈচিত্রীর নিবিড়তম আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না।

সখ্যরস-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সমবয়স্ক সখাদের সঙ্গেই সখ্যরসের আস্বাদন হয়; সখারাই সখ্যপ্রেমের আশ্রয়। কৈশোরেও সখা থাকিতে পারে এবং সখ্যরসের আস্বাদন হইতে পারে। কৈশোরেও সখার সঙ্গ কাম্য হয়; কিন্তু প্রেয়সীদিগের সঙ্গও তখন কাম্য হয়। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সখ্যরসের আস্বাদন কৈশোরে সম্ভব নয়। কিন্তু পৌগণ্ডে সখ্যরসের যে বৈচিত্রী প্রকটিত হয়, তাহা কৈশোরে সম্ভব নহে। পঞ্চমবর্ষ পর্যন্ত বাল্য; তাহার পরে দশমবর্ষ বয়স পর্যন্ত পৌগণ্ড। এই পৌগণ্ডে সমবয়স্ক সখাদের সঙ্গে যেরূপ চাঞ্চল্যাদির উদ্ভব হয়, কৈশোরে তাহা সম্ভব নহে। অসময়ে গোবৎসদের ছাড়িয়া দেওয়া, কম্বলাদিদ্বারা স্বীয় দেহকে আবৃত করিয়া বৎস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাজিয়া কৌতুক রঙ্গ করা, প্রতিবেশীদের গৃহে মলমূত্রাদি ত্যাগ প্রভৃতি ব্যাপার কৈশোরে সম্ভব নহে। সুতরাং সখ্যরসের পৌগণ্ডকালোচিত বৈচিত্রীর আস্বাদনও কিশোরের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।

পৌগণ্ডে দাস্যরসেরও বৈচিত্রী আছে; তাহার আস্বাদনও নিত্য-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব নহে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন জন্মলীলার ব্যপদেশেই তিনি আত্মপ্রকট করেন। তিনি স্বরূপতঃ নিত্যকিশোর হইলেও মানবশিশুর ন্যায় শিশুরূপেই তিনি আত্মপ্রকট করেন; যথাসময়ে শৈশব বা বাল্য অন্তর্হিত হয়, পৌগণ্ড আসে; পৌগণ্ডের পর আসে কৈশোর; প্রকটলীলাতেও পৌগণ্ডের পরে কৈশোরেই তাঁহার নিত্যস্থিতি; প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্য কখনও তাঁহাতে স্থান পায় না। প্রকটলীলায় বাল্য এবং পৌগণ্ডকে তিনি অঙ্গীকার করেন; বাল্য-পৌগণ্ড হইতেছে বয়সের ধর্ম, কৈশোরই ধর্মী।

প্রকটলীলায় তিনি বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ডে যে-সকল রসবৈচিত্রীর আস্বাদন অপ্রকটে সম্ভব নয়, সে-সকল রসবৈচিত্রীর আস্বাদনও প্রকট-লীলায় সম্ভব হইতে পারে। বস্তুতঃ সে-সকল রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই প্রকটকালে লীলাশক্তি তাঁহাতে বাল্য ও পৌগণ্ডকে আবির্ভাবিত করিয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল, বাল্য ও পৌগণ্ডের যে-সকল রসবৈচিত্রীর আস্বাদন অপ্রকটলীলায় সম্ভব নহে, ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিলেই সে-সকল রসবৈচিত্রীর আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। ইহা হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে তাঁহার নিজস্ব একটী হেতু।

মধুররস-সম্বন্ধেও বক্তব্য আছে। কান্তাদের সহিতই মধুররসের আস্বাদন। শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাগণই হইতেছেন মধুর বা কান্তাপ্রেমের আশ্রয়। কান্তাপ্রেমও দুই রকমের—স্বকীয়া-কান্তার প্রেম এবং পরকীয়াকান্তার প্রেম। এই কান্তাপ্রেমই মধুররসে পরিণত হয়।

কিন্তু গোলোকে তাঁহারই স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ হইতেছেন তাঁহার অনাদিসিদ্ধ স্বকীয়াকান্তা।[১] তাঁহাদের এই স্বকীয়াত্ব হইতেছে, নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃত্ব-মাতৃত্বের ন্যায়, অভিমানজাত; পরন্তু বিবাহজাত নহে। বিবাহজাত হইলে অনাদিত্ব থাকিতে পারে না।

গোলোকলীলায় শ্রীরাধিকাদি অনাদিসিদ্ধ কৃষ্ণকান্তাগণ তাঁহার অনাদিসিদ্ধ নিত্যস্বকীয়া

১ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণের এবং তাঁহাদের অনুগত সমস্ত বৈষ্ণবাচার্যের সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, গোলোকে বা অপ্রকটধামে শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্তা। এই অভিমত শ্রীমন্মহাপ্রভুরও অনুমোদিত। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গৌ. বৈ. দ. পঞ্চমখণ্ডে (প্রথম সংস্করণ) ৩৯৫ অনুচ্ছেদে, ৩৪৭৪-৩৫৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তা বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কেবল স্বকীয়া-কান্তারসের আস্বাদনই সম্ভব, পরকীয়াকান্তা-রসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না। গোলোকলীলা নিত্য বলিয়া এবং গোপীদের স্বকীয়াভাবও নিত্য বলিয়া কোনও সময়ে পরকীয়াভাবের প্রকটনও সম্ভব নয়। আবার, শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপশক্ত্যেক-সহায় বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ গোপীগণব্যতীত অন্য কোনও রমণীর সহিত তাঁহার পক্ষে পরকীয়া কান্তাভাবোচিতী লীলাও সম্ভব নয়। সুতরাং গোলোকলীলায় পরকীয়ারসের আস্বাদনও সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রকটলীলাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে (কিরূপে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।)

এইরূপে দেখা গেল, পরকীয়া কান্তারস-বৈচিত্রীর আস্বাদনও হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব একটী হেতু।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ-বিষয়ে মুখ্য হেতু সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা হইতেছে অনেকটা যুক্তির মতন। এই যুক্তি যে শাস্ত্রেরও অনুমোদিত, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি

গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য কারণ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—"যে-লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ॥ প্রেমরস-নির্য্যাস ভক্তের করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্‌গম॥ চৈ. চ. ১।৪।১৩-১৫॥"

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মূল বা মুখ্য কারণ হইতেছে দুইটী—ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন করা এবং জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করা।[১] শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর এবং পরম করুণ। রসিখশেখর বলিয়া তাঁহার প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনের বাসনা এবং পরম করুণ বলিয়া রাগমার্গের ভক্তিপ্রচারের বাসনা। (সমস্ত রসের এবং প্রতিরসের সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদনেই তাঁহার রসিকশেখরত্ব)।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরই কথায় কবিরাজ গোস্বামী প্রকাশ করাইয়াছেন,—"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন। তার প্রেমেবশ আমি না হই অধীন॥ আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ-ভক্তি॥ আপনাকে বড় মানে, মোরে সম হীন। সর্ব্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥ মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন। অতি হীন জ্ঞানে করে লালন-পালন॥ সখা

১ কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তির শাস্ত্রীয় ভিত্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের ১।৪।১৪-১৫ পয়ারের গৌ. কৃ. টীকায়, অথবা গৌ. বৈ. দ. প্রথম খণ্ডে ১৪২ অনুচ্ছেদে ৪০২-১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। 'তুমি কোন্ বড়লোক, তুমি আমি সম॥' প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদ-স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ এই সব শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার। করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥ চৈ. চ. ১।৪।১৬-২৪॥"

এ-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য হইতেছে নিম্নলিখিতরূপ :—

(২) ঐশ্বর্যজ্ঞান ও তাহার ফল

সাধারণতঃ জগতের লোকগণ মনে করে, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ঈশ্বর; সুতরাং তাঁহাদের অপেক্ষা সর্ববিষয়ে তিনি অত্যন্ত বড় এবং তাঁহারা সর্ববিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট। এইরূপ জ্ঞানকেই বলে ঐশ্বর্যজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে পরম ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্, অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি, সুতরাং জীব অপেক্ষা সর্ববিষয়ে অত্যন্ত মহীয়ান্, শ্রেষ্ঠ এবং জীব যে তাঁহা অপেক্ষা সর্ববিষয়ে হীন, নিকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইরূপ ঐশ্বর্যের জ্ঞান বিরাজিত থাকিলে, লোকে শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপন বলিয়া মনে করিতে পারে না, নিতান্ত আপনজন জ্ঞানে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনাও লোকের চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে না। ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রভাবে লোকের প্রেম (অর্থাৎ কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনা) শিথিল হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ শিথিলপ্রেমে প্রীতিলাভ করেন না। কেননা, তিনি কেবল মমতা-বুদ্ধিময় ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধপ্রেমেই প্রীতিলাভ করেন; তিনি এতাদৃশ শুদ্ধপ্রেমেরই বশীভূত, অধীন। সুতরাং যাঁহার চিত্তে ঐশ্বর্যজ্ঞান আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত বা অধীন হয়েন না।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বশক্তিমান, তিনি প্রেমদাতাও। ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত লোকের ঐশ্বর্যজ্ঞান ঘুচাইয়া, তাঁহাকে প্রেম দিয়া, তিনি তাঁহার বশীভূত হয়েন না কেন? ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই হইতেছে এইরূপ যে, যিনি যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেইভাবে ভজন করেন, (অর্থাৎ সেইভাবে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন)। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই গীতোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। সুতরাং যিনি ঐশ্বর্যজ্ঞানে তাঁহার ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে ঐশ্বর্যভাবের সেবা দিয়াই কৃতার্থ করেন; তাঁহাকে প্রেম দেন না, কেননা সেই ভক্ত প্রেম চাহেন না।

(৩) শুদ্ধপ্রেম ও তাহার ফল

শুদ্ধপ্রেম কিরূপ, তাহাও বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, শুদ্ধপ্রেমবিশিষ্ট ভক্ত তাহা মনে করেন না; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আপনা অপেক্ষা কোনওবিষয়েই বড় মনে করেন না। তাঁহার চিত্তস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গাঢ়প্রেমের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না। শুদ্ধপ্রেম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন।

যাঁহার চিত্তে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধপ্রেম বিরাজিত, তিনি নিজেকে যেমন মানুষ মনে করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি মানুষ বলিয়া মনে করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আপনা অপেক্ষা বড় মনে করেন না, বরং আপনা অপেক্ষা ছোট মনে করেন, অথবা আপনার সমান মনে করেন।

যে-ভক্ত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে আপনা অপেক্ষা ছোট মনে করেন, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্র মনে করেন, সুতরাং যিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালিকা, পালিকা এবং অনুগ্রাহিকা মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজের লাল্য, পাল্য এবং অনুগ্রাহ্য মনে করেন, যিনি মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ শিশু, নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝিতে পারে না, সুতরাং যিনি মনে করেন, মাতা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব তাঁহারই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কোনও আচরণ নিজের অভিপ্রেত না হইলে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যিনি শ্রীকৃষ্ণের তাড়ন, ভর্ৎসন, এমনকি প্রয়োজন হইলে বন্ধন পর্যন্ত করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতেছে শুদ্ধপ্রেম।

অথবা, যে-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করেন এবং নিজেকেও শ্রীকৃষ্ণের সমান মনে করেন, যিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণকে আপনা অপেক্ষা কোনও বিষয়েই বড় বা ছোট মনে করেন না, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং শ্রীকৃষ্ণকেও নিজের সখা মনে করেন, নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের মুখেও নিজের উচ্ছিষ্ট দিয়া থাকেন, নিজেও শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকেন, নিজে শ্রীকৃষ্ণকেও নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন এবং কখনও বা নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধেও আরোহণ করিয়া থাকেন, একেবারে সমান-সমান ভাব যাঁহার, তাঁহার প্রেমকেও বলে শুদ্ধপ্রেম।

কিম্বা, যে-রমণী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রাণপতি মনে করেন, স্বীয় অঙ্গদ্বারাও যিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিয়া থাকেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকেও শুদ্ধপ্রেম বলে। তাঁহার প্রেমের এমনই প্রভাব যে, মানবতী হইয়া তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কারও করেন, সেই তিরস্কারে শ্রীকৃষ্ণ এত প্রীতিলাভ করেন যে, বেদাভিমানিনী দেবীগণের স্তুতিতেও তিনি তত প্রীতিলাভ করেন না।

এইসকল শুদ্ধভক্তদের একমাত্র কাম্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান; স্বসুখবাসনার গন্ধলেশও তাঁহাদের মধ্যে নাই। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের শুদ্ধপ্রেমের নিকট সর্বথা বশীভূত, অধীন।

(৪) গোলোক-পরিকরদের সঙ্গেই অবতরণ

যাহা হউক, এইরূপে শুদ্ধভক্তদের কথা বলিয়া সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"এইসব শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার।" ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, যে-সকল শুদ্ধভক্তের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন তাঁহার অপ্রকটধামের বা গোলোকের পরিকর; তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইবেন।

কিজন্য ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইবেন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন—"করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।" নানাপ্রকার অদ্ভুত লীলা করার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। অদ্ভুত-শব্দের অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভূতপূর্ব, গোলোকে যে-সকল লীলা হয় না, বা হইতে পারে না, সে-সকল লীলাই হইতেছে **অদ্ভুতবিহার**। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সে-সকল অদ্ভুতলীলার অনুষ্ঠান করিবেন।

(৫) অদ্ভুতবিহার

সে-সমস্ত অদ্ভুতবিহার কি, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কবিরাজ গোস্বামী ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "স্বীয় গোলোক-পরিকরদের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া আমি,—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥ চৈ. চ. ১।৪।২৫॥"

বৈকুণ্ঠাদিধামে যে-সকল লীলা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সে-সকল লীলা করিবেন, সে-সকল লীলা তাঁহার পক্ষে চমৎকার হইবে। অনাস্বাদিতপূর্ব বলিয়াই সে-সকল লীলার চমৎকারিত্ব।

বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা ও গোলোক—এই সকলই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলার ধাম। এ-স্থলে "বৈকুণ্ঠাদ্যে"-শব্দে বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা এবং গোলোককেই বুঝাইতেছে। অপ্রকটধামসমূহে যে-সকল লীলা নাই, বা হইতে পারে না, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সেই সকল লীলা করিবেন; বৈকুণ্ঠাদি অপ্রকটধামে এই সকল লীলা নাই বলিয়াই এই সকল লীলাকে "অদ্ভুত" এবং "চমৎকার" বলা হইয়াছে।

(৬) উপপতিভাবময়ী লীলা

যাহা অপ্রকটধামে নাই, এমন কোন্ কোন্ অদ্ভুত লীলা তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া অনুষ্ঠিত করিবেন, তাহার দিগ্দর্শনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "মা-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥ ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে, কভু না মিলে, দৈবের ঘটন॥ চৈ. চ. ১।৪।২৬-২৮॥"

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গোলোক-পরিকরদের সহিতই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। গোলোক-পরিকরদের মধ্যে তাঁহার নিত্যকান্তা ব্রজগোপীগণও আছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি অবতারিত করাইবেন। ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের পরে, যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে গোপীগণসম্বন্ধে উপপতিভাব জন্মাইবেন। যোগমায়া যে উপপতিভাব জন্মাইবেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণও জানিবেন না, গোপীগণও জানিবেন না। অথচ, গোপীগণের রূপগুণে শ্রীকৃষ্ণের মন এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণে গোপীদের মন নিত্যই অপহৃত হইবে। পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ তাঁহাদের কুলধর্মাদি ছাড়াইয়া তাঁহাদের মিলন করাইবে; কিন্তু এই মিলন ইচ্ছানুরূপভাবে সর্বদা সম্ভব হইবে না; কখনও মিলন সম্ভব হইবে, কখনও বা হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তিগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। এ-স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলিয়াছেন, বৈকুণ্ঠাদিতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা ও গোলোকে যে-সকল লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সে-সকল লীলার অনুষ্ঠান করিবেন। দিগ্‌দর্শনরূপে গোপীগণসম্বন্ধে উপপতিভাবময়ী লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠে, দ্বারকায় এবং মথুরায় গোপীগণ নাই, একমাত্র গোলোকেই গোপীগণের অনাদিকাল হইতে অবস্থিতি। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, গোলোকে গোপীদিগের সম্বন্ধে উপপতিভাবময়ী লীলা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত তাদৃশী লীলা করার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, গোলোকে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য ভাবের লীলা থাকিলেও সে-সকল ভাবের লীলার কোনও কোনও বৈচিত্রীর অভাব; এ-সমস্ত ভাবের যে-সকল লীলাবৈচিত্রী গোলোকে নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সে-সকল লীলাবৈচিত্রীরও আস্বাদন করিবেন। কিন্তু দিগ্‌দর্শনরূপে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহাতে কেবল ঔপপত্যভাবময়ী লীলারই উল্লেখ করিলেন, বাৎসল্যাদি-রসবৈচিত্রীর উল্লেখ করিলেন না। তাহার হেতু বোধহয় এই যে—বাৎসল্যাদি-রসের কোনও কোনও বৈচিত্রী গোলোকে না থাকিলেও বাৎসল্যাদি-রসময়ী লীলার ঐকান্তিক অভাব নাই; কিন্তু গোলোকে ঔপপত্যভাবময়ী লীলার ঐকান্তিক অভাব। এজন্য মুখ্যভাবে ঔপপত্যভাবময়ী লীলার কথাই বলিয়াছেন, এই ঔপপত্যভাবময়ী লীলার উপলক্ষণে, বাৎসল্যাদি-রসের যে-সকল বৈচিত্রী গোলোকে নাই, সে-সকল রসবৈচিত্রীও সূচিত হইতেছে। সে-সকল রসবৈচিত্রীও যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়।

যাহা হউক, ঔপপত্যভাবময়ী লীলাসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥" ইহার তাৎপর্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

(৭) যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির তাৎপর্য

যোগমায়া হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই একটী রূপ। যোগমায়ারূপে স্বরূপশক্তি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন। এই যোগমায়ার একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। যাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব, লীলার সহায়তার জন্য যোগমায়া তাহাও ঘটাইতে পারেন। কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি থাকিলেও যোগমায়া কোনও বস্তুর স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারেন না। কেননা, স্বরূপের ব্যত্যয় সম্ভবই নয়; ব্যত্যয়-যোগ্যতা এবং ব্যত্যয়-সম্ভাবনা পর্যন্ত যাহার নাই, তাহাকেই স্বরূপ বা স্বরূপগত ধর্ম বলে। শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছেন নিত্যবস্তু ; এই নিত্যত্ব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের স্বরূপগত ধর্ম ; ইহার বিনাশ অসম্ভব। যোগমায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি ধারণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের বিনাশ সাধন করিতে পারেন না। স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মৃত্যুহীন। মৃত্যু হইতেছে তাঁহার স্বরূপবিরোধী একটা ব্যাপার। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না। কিন্তু মৃত্যু বা বিনাশ ঘটাইতে না পারিলেও লীলানুরোধে যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে লোকনয়নের গোচরীভূত যেমন করাইতে পারেন, তেমনই আবার অগোচরীভূতও করাইতে পারেন, যাহা অপরের পক্ষে সম্ভবপর নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লোকনয়নের গোচরীভূত বা অগোচরী-ভূত করা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত ধর্মের বিরোধী নহে ; তাই যোগমায়া তাহা করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অজ বলিয়া তাঁহার পিতামাতা নাই, থাকিতেও পারে না। শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব জনক-জননীর অস্তিত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত ধর্মের বিরোধী; অঘটন-ঘটন-পটীয়সী হইলেও যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতার সৃষ্টি করিতে পারেন না, করেনও না। তবে লীলানুরোধে নন্দ-যশোদার মধ্যে কৃষ্ণ-জনক-জননীত্বের অভিমান এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নন্দ-যশোদাসম্বন্ধে জনক-জননীত্বের অভিমান জন্মাইতে পারেন। এইরূপ অভিমানের উৎপাদন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত ধর্মের বিরোধী নহে, বরং অনুকূল। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ বলিয়া অন্যান্য রসের ন্যায় বাৎসল্যরসের আস্বাদনের স্পৃহাও তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম। তাঁহার এই স্বরূপগতা বাসনা যে বাৎসল্যরসের আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিবে, তাহাও স্বাভাবিক। যোগমায়া তাঁহার এই অনুসন্ধানবৃত্তিকে নন্দ-যশোদার দিকে চালিত করেন এবং নন্দ-যশোদাসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্ব-মাতৃত্বের অভিমান জন্মাইয়া থাকেন। এইরূপই হইতেছে যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির রহস্য।

(৮) উপপতিভাবের অঘটনত্ব কোথায় এবং কিরূপে তাহা সংঘটিত হয়

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে গোপীদিগের সম্বন্ধে উপপতিভাবের অঘটনত্ব কোথায়।

গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। স্বরূপশক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তি। এই স্বকীয়া শক্তির মূর্তরূপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কান্তা বলিয়া তাঁহারাও হইবেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণও হইবেন তাঁহাদের স্বকীয় পতি। কেননা, শক্তি ও শক্তিমানের স্বরূপগত সম্বন্ধই এতাদৃশ। শক্তি কখনও তাহার শক্তিমান্ ব্যতীত অপরের সেবা করে না, শক্তিমানও স্বীয় শক্তিব্যতীত অপরের অপেক্ষা রাখে না।

গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়াকান্তা বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের নিত্য স্বকীয় পতি বলিয়া এই স্বকীয়াত্ব বা স্বকীয়ত্ব হইতেছে তাঁহাদের স্বরূপগত ধর্ম। এই স্বরূপগত ধর্মের ব্যত্যয়সম্ভাবনা নাই, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াও এই স্বরূপগত ধর্মের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথচ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে গোপীগণের সম্বন্ধে উপপতিভাব ব্যতীত পরকীয়াকান্তারসের আস্বাদনও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপশক্ত্যেকসহায় বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্তরূপ গোপীগণব্যতীত অপর কোনও রমণীর সহিত পরকীয়াভাবময়ী লীলাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; তাহাও হইবে তাঁহার স্বরূপতত্ত্বের বিরোধী। পরকীয়াভাবময়ী লীলাও তাঁহাকে করিতে হইবে তাঁহার নিত্য-স্বকীয়াকান্তা গোপীদের সঙ্গেই।

কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়াকান্তা, তাঁহাদের সঙ্গে পরকীয়াভাবময়ী লীলাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহাদের স্বরূপগত ধর্ম স্বকীয়াত্ব রক্ষা করিয়া যদি পরকীয়াত্বের ভাব জন্মানো যায়, তাহা হইলেই এতাদৃশী লীলা সম্ভবপর হইতে পারে। স্বকীয়াত্ব রক্ষা করিয়া পরকীয়াত্ব জন্মানো এক অঘটন-ব্যাপার। ইহা জন্মাইতে হইলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবের প্রয়োজন। "মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥"—এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণও যোগমায়ার এই প্রভাবের কথাই বলিয়াছেন।

যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে কিরূপে এই অঘটন-ব্যাপার ঘটাইলেন, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এ-স্থলে তাহার সারমর্ম ব্যক্ত করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহার নিত্যকান্তা গোপীদিগকেও তেমনই প্রকটিত করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বরূপতঃ নিত্যকিশোর, তাঁহার নিত্যকান্তা গোপী-গণও তেমনই স্বরূপতঃ নিত্যকিশোরী। কিন্তু জন্মলীলার ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্যকিশোর হইয়াও বাল্য ও পৌগণ্ডকে ধর্মরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, নিত্যকিশোরী গোপীগণের দ্বারাও ধর্মরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করাইয়াছেন। প্রকটলীলায় পৌগণ্ডের অবসানে শ্রীকৃষ্ণের যেমন কৈশোরে নিত্যস্থিতি, তেমনই গোপীগণেরও কৈশোরে নিত্যস্থিতি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালে কংস সঙ্কল্প করিলেন, ব্রজমণ্ডলের সমস্ত অবিবাহিত সুন্দরী কন্যাগণকে অপহরণ করিবেন। এ-কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাদিগের পিত্রাদি অভিভাবকগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের পরমসুন্দরী কন্যাদিগকে কংসের কবল হইতে কিরূপে রক্ষা করিবেন? কন্যাদের বিবাহ দিয়া দিলেই তাঁহারা রক্ষা পাইতে পারেন। সকলেরই ইচ্ছা নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কন্যাদিগের বিবাহ দেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজাতি, উপনয়নের পূর্বে দ্বিজাতির বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণের তখনও উপনয়ন হয় নাই; সুতরাং অভিপ্রেত বিবাহ অসম্ভব। কন্যাদের অভিভাবকগণ মনে করিলেন, নন্দ-মহারাজের সহিত আলাপ করিয়া কন্যাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বাগ্‌দত্তা করিয়া রাখিলেও আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গর্গাচার্য জানাইলেন যে, কৃষ্ণের সহিত এই কন্যাদের বিবাহ হইলে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিয়োগ হইবে। তাহাতে বাগদত্তীকরণের সঙ্কল্পও পরিত্যক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। বাধ্য হইয়া অভিভাবকগণ অন্য পাত্রের সন্ধান করিলেন এবং অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের সহিত তাঁহাদের কন্যাদের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, অন্য গোপদের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইতেই পারে না; এইরূপ বিবাহ হইবে তাঁহাদের স্বরূপগত ধর্মের বিরোধী। অথচ বিবাহ না হইলেও কংসের হাত হইতে কন্যাদিগকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ-সমস্ত ভাবিয়া যোগমায়া এক কৌশলের আবিষ্কার করিলেন, যাহাতে উভয়কুল রক্ষা পাইতে পারে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া এক স্বপ্নজাল বিস্তার করিলেন; প্রস্তাবিত পাত্রগণ, পাত্র-পক্ষীয় এবং কন্যাপক্ষীয় লোকগণ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীরাও স্বপ্ন দেখিলেন যে, অভিমন্যু প্রভৃতি প্রস্তাবিত পাত্রগণের সহিত শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণের যথারীতি বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণও এই স্বপ্ন দেখিলেন না। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যকান্তা, স্বপ্নেও তাঁহারা অপর কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিতে পারেন না।

যাঁহারা স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহাদের কেহই ইহাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন নাই, বাস্তব ব্যাপার বলিয়াই মনে করিয়াছেন। যথারীতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের প্রতীতি হইল এবং বিবাহ অবাস্তব হইলেও তাঁহাদের এই প্রতীতি ছিল বাস্তব।

কন্যাগণ তখনও অত্যন্ত শিশু; তাই পাত্রপক্ষগণ তাঁহাদিগকে পিত্রালয়েই রাখিয়া গেলেন। কন্যাদেরও একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে তখন পর্যন্ত তাঁহারা না দেখিয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত আসক্তি ছিল। তাই তথাকথিত স্বাপ্নিক বিবাহের পরে অভিভাবকগণ কন্যাদিগকে এমনভাবে রাখিলেন, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপার তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইতে না পারে। তাঁহাদের যখন বয়স হইল, তখন পাত্রপক্ষীয় লোকগণ তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব গৃহে লইয়া গেলেন। তাহার পরেই তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি সম্ভবপর হইল।

তথাকথিত পতিদের গৃহে থাকা কালেও যোগমায়া পতিম্মন্যদের সঙ্গ হইতে তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি। পতিম্মন্যদের গৃহে আসার পরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি পাওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের বিবাহ বাস্তব না হইয়া থাকিলেও, ইহা যে বাস্তব নয়, তাহা তো অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণ জানিতেন না, তাঁহাদের মাতা প্রভৃতিও জানিতেন না। যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা বিবাহকে বাস্তব বলিয়াই মনে করিতেন এবং শ্রীরাধিকাদিকেও তাঁহাদের কুলবধূ বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহাদের প্রতীতিতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের কুলবধূ-শ্রীরাধিকাদির পক্ষে পরপুরুষ। পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের কুলবধূ শ্রীরাধিকাদির মিলন-চেষ্টায় তাঁহারা যে বাধা দিবেন, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। অথচ শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণে গোপীগণ এবং গোপীগণের রূপেগুণে শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকৃষ্ট হইতেন বলিয়া তাঁহাদের মিলন-চেষ্টাও সর্ব্বদাই চলিত ; কিন্তু বাধা-বিঘ্নের ফলে সকল সময়ে মিলন সম্ভব হইত না। এ-কথা শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥ ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিবাহসম্বন্ধীয় স্বপ্ন শ্রীকৃষ্ণও দেখেন নাই, গোপীগণও দেখেন নাই। যোগমায়া যে এত সব কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কেহই জানিতেন না। "আমি হ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।" অথচ তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি নিত্যসিদ্ধ আসক্তি বশতঃ দেখা-সাক্ষাতের পরে "দোঁহার রূপেগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন।" কিন্তু অভিপ্রেত মিলন সকল সময়ে সম্ভব হয় না ; কেননা, পতিম্মন্যগণ এবং শ্বশ্রূম্মন্যগণ মিলনের চেষ্টায় বাধা-বিঘ্ন জন্মায়। তাই "কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।"

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণের পক্ষে পরপুরুষ নহেন, গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা নহেন। গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে পরপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন না, শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণকে পরকীয়া রমণী বলিয়া মনে করিতেন না।[১] অন্য লোকের প্রতীতেই তাঁহারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা এবং তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরপুরুষ।

একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় বিষয়টী পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন যেন অপরিণত বয়সে কোনও বালকের সহিত কোনও বালিকার বিবাহ হইয়াছে। পরে কোনও দৈব-চক্রে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিছুকাল পরে বালকটী স্বীয় গ্রাম হইতে বহুদূরে কোনও এক সদাশয় ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া পুত্রবৎ স্নেহ-মমতায় লালিত-পালিত হইতেছে। কিছুকাল পরে সেই স্থানেরই কোনও সদাশয় লোকের গৃহে বালিকাটীও আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া কন্যাবৎ স্নেহ-মমতায় লালিত-পালিত হইতেছে। কিছুকাল পরে দৈবাৎ পরস্পরের দর্শন মিলিল ; তখন তাহাদের পূর্ণ যৌবন। পরস্পরের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ; কিন্তু স্বচ্ছন্দভাবে মিলিতে পারে না ; কেননা, তাহারা যে স্বামি-স্ত্রী, সে-স্থানের কেহ তাহা জানেন না, এই দূর দেশে তাহা প্রমাণ করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয় ; সুতরাং অপরের দৃষ্টির অগোচরেই তাহাদিগকে মিলিত হইতে হয়। তাহারা বাস্তবিক স্বামি-স্ত্রী হইলেও তত্রত্য লোকগণের প্রতীতিতে তাহারা পরপুরুষ, পরস্ত্রী। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজ-গোপীদিগের অবস্থাও এইরূপ। বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে সম্বন্ধ হইতেছে স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ ; কিন্তু ব্রজবাসী লোকগণের প্রতীতিতে তাঁহারা পরপুরুষ-পরস্ত্রী। অন্য লোকের প্রতীতিতেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা। পরপুরুষের সহিত মিলন রমণীর ধর্ম নহে ; পরস্ত্রীর সহিত

১। পরবর্তী ১।২৩-অনুচ্ছেদ এবং গৌ. বৈ. দ. প্রথম খণ্ডে ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৬৯ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলনও পুরুষের ধর্ম নহে। লৌকিকী প্রতীতিতে তাঁহারা এতাদৃশ ধর্ম পরিহার করিয়াই পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছেন—পরস্পরের প্রতি গাঢ় অনুরাগের ফলে। "ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।"

(৯) ব্রজপরকীয়ার স্বরূপ

প্রশ্ন হইতে পারে, অন্যলোকের প্রতীতিতেই যদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের বা গোপীগণের প্রতীতিতে যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়াকান্তা না-ই হয়েন, তাহা হইলে পরকীয়াভাবময়ী-লীলা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

উত্তরে বক্তব্য এই। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকার সহিত মিলনে এবং লীলায় পার্থক্য কোথায়, তাহাই প্রথমে বিবেচনা করা দরকার। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগের প্রকার একই, তাহাতে পার্থক্য কিছু নাই। পার্থক্য কেবল মিলন-বিষয়ে এবং সম্ভোগ-সুখের উৎকর্ষে। স্বকীয়া নায়িকার সহিত মিলন-বিষয়ে কোনওরূপ বাধাবিঘ্ন নাই। স্বকীয়া নায়িকার সহিত মিলন কাহারও অনভিপ্রেত তো নহেই, বরং এতাদৃশ মিলন উভয়পক্ষের অভিভাবকগণের অভিপ্রেতই। কিন্তু পরকীয়া নায়িকার সহিত মিলন উভয়পক্ষের অভিভাবকগণের এবং জনসাধারণেরও অনভিপ্রেত; সুতরাং এ-স্থলে প্রবল বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। এইরূপ বাধাবিঘ্নের ফলে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের মধ্যেই মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। বাধা-বিঘ্নকে কোনও কৌশলে এড়াইয়া যখন তাঁহারা মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়েন, তখন সম্বর্ধিত উৎকণ্ঠার ফলে তাঁহাদের মিলনানন্দ এবং সম্ভোগসুখও এক অপূর্ব চমৎকারিত্বময় হয়, যাহা স্বকীয়ার সহিত মিলনাদিতে সম্ভবপর নহে। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস॥ চৈ. চ. ১।৪।৪২॥" এইরূপে দেখা গেল, মিলনের প্রতিকূল উৎকট বাধা-বিঘ্নই হইতেছে রসের অত্যুল্লাস-ব্যাপারে পরকীয়াভাবের প্রাণবস্তু। পূর্বোল্লিখিত বালক-বালিকার উদাহরণে দেখা গিয়াছে, বালক-বালিকার মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ হইতেছে, স্বকীয়-স্বকীয়া-সম্বন্ধ; বালক-বালিকা তাহা জানিত; কিন্তু অপর কেহ জানিত না। তাই তাহাদের মিলনে অপর লোক হইতে উৎকট বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা ছিল। এই বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া যখন তাহারা মিলনের সুযোগ পাইত, তখন তাহাদের মিলনানন্দাদি অপূর্ব চমৎকারিত্ব ধারণ করিত। লৌকিক জগতেও কখনও কখনও দেখা যায়, সমাজের গ্লানিকে উপেক্ষা করিয়া কোনও ভ্রষ্টা নারী কোনও চরিত্রহীন পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে একই গৃহে স্বামিস্ত্রীরূপে বসবাস করিয়া থাকে। তাহারা অবশ্যই পরস্পরের পক্ষে পরকীয়-পরকীয়া। সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করে; কিন্তু নিরর্থক মনে করিয়া তাহাদের একত্রাবস্থিতিতে বাধা দেয় না। তাহাদের একত্রাবস্থিতির আনন্দ যে চমৎকারিত্বময়, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। এইরূপে জানা গেল, কেবল বাস্তব পরকীয়াত্বই রসোল্লাসের হেতু নয়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসোল্লাসের মুখ্য হেতু হইতেছে মিলনবিষয়ে উৎকট বাধাবিঘ্ন। কোনও নায়কের স্বকীয়া নায়িকাকেও যদি সমাজ পরকীয়া বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা হইলেও সমাজের নিকট হইতে তাহাদের মিলনে উৎকট বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই বাধাবিঘ্নই তাহাদের মিলনানন্দাদিকে চমৎকারিত্ব দান করে। কাত্যায়নীব্রতচারিণী গোপকন্যাগণকে শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়ারূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অভিভাবকগণ এবং অপর ব্রজবাসীরাও তাহা জানিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলনেও বাধাবিঘ্ন জন্মিত; তাহার ফলে তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাও পরকীয়াভাবময়ী লীলাতেই পরিণত হইয়াছিল। শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্তা হইলেও অপর কেহ যখন তাহা জানিত না, যোগমায়ার প্রভাবে গোপ-সমাজ তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়াকান্তা বলিয়াই যখন মনে করিত, তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলন হইত গোপসমাজের অনভিপ্রেত। তাহার ফলেই তাঁহাদের মিলনে উৎকট বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হইত। বাধাবিঘ্নের ফলে তাঁহাদের মিলনোৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া তাঁহাদের মিলনানন্দাদিকে চমৎকারিত্বময় করিয়া রসের অত্যুল্লাস সাধন করিত। সুতরাং শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্তা হইলেও এবং তাঁহারা এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহা জানিলেও অপর লোকগণ যখন গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়াকান্তা বলিয়া মনে করিতেন, তখন তাঁহাদের মিলনে পরকীয়াভাবময় রসের উল্লাস অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। ইহাই হইতেছে ব্রজপরকীয়াভাবের রহস্য।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরূপাদিগোস্বামিগণ দেখাইয়াছেন, প্রকটলীলার শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের বিবাহ হইয়াছিল। গত দ্বাপরেও শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন; তখন মূর্তযোগমায়া পৌর্ণমাসীদেবী তাঁহার পূর্ববিস্তারিত স্বপ্নজালের রহস্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন; তাহাতেই সকলেই জানিতে পারিলেন, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ বাস্তবিক পরোঢ়া ছিলেন না; তাঁহারা তখনও কুমারীই ছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায়, অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের সহিত শ্রীরাধিকাদির বাস্তবিক বিবাহ হয় নাই, হইলে পুনরায় তাঁহাদের বিবাহ অসম্ভব হইত। প্রকটলীলার শেষভাগে এতাদৃশ বিবাহ পুরাণসম্মত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুরও সম্মত।

এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিজসম্বন্ধীয় কারণের কথা জানা গেল।[১]

১। এ-স্থলে যাহা লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গৌ. বৈ. দ. পঞ্চমখণ্ডে ৩৯৫ অনুচ্ছেদে ৩৪৭৪-৩৫৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণবাচার্যদের মতে প্রকটলীলাতেই পরকীয়াভাব, অপ্রকটে স্বকীয়াভাব। পরবর্তী ১।২৩-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ। ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় হেতু (২)

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাবতারের ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় হেতুর বিষয় আলোচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবিরাজগোস্বামীই এই হেতুর কথা প্রকাশ করাইয়াছেন।

বৈকুণ্ঠাদি অপ্রকটধামে যে-সকল লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সে-সকল লীলার রস কিরূপে আস্বাদন করিবেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে বলিয়াছেন, "এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥ চৈ. চ. ১।৪।২৯-৩০॥"

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন, অপ্রকটলীলায় যাহা সম্ভব নয়, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া বাল্য ও পৌগণ্ডকে ধর্মরূপে অঙ্গীকার করিয়া বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যভাবের লীলার সে-সকল বৈচিত্রী এবং কৈশোরে ব্রজগোপীদের সহিত পরকীয়া-ভাবময়ী লীলার রসনির্যাস আস্বাদন করিবেন এবং তাহাদ্বারাই (এই দ্বারে) সমস্ত ভক্তকে অনুগ্রহ করিবেন। কি রূপে?—ব্রজের নির্মল (স্বসুখবাসনাহীন, ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন) অনুরাগের কথা শুনিয়া ভক্তগণ ধর্মকর্ম পরিত্যাগপূর্বক রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজে যে সকল লীলা করিবেন, সে-সমস্তই নির্মলরাগময়ী লীলা এবং অত্যন্ত মনোহারিণী লীলা। সে-সকল লীলার কথা শুনিয়া ভক্তগণ লুব্ধ হইবেন এবং স্বসুখবাসনামূলক ধর্মকর্মাদি পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা প্রাপ্তির জন্য রাগানুগামার্গের ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন। ব্রজের প্রকটলীলার উদ্দেশ্যই যে এইরূপ, রাসলীলা-বর্ণনার প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ ভাঃ ১০।৩৩।৩৬॥ —ভক্তসকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ সর্ব-চিত্তাকর্ষিণী লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন, যাহার কথা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে। অথবা, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নরাকার দেহ প্রকটিত করিয়া সেইরূপ সর্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে।"

বিপ্রশাপে তক্ষকদংশনে অবধারিত-মৃত্যু গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় সমাগত সশিষ্য-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-রাজর্ষিবর্গের সভায় শ্রীশুকদেবগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাহাতেই জগতের জীব সেই লীলার কথা জানিতে পারিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণাতেই বিপ্রশাপাদি ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষিণী লীলার কথা শুনিয়া তাদৃশী লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার জন্য লোকের লালসা হয়তো জাগিতে পারে; কিন্তু লালসা জাগিলেই তো অভীষ্টসেবা পাওয়া যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না; সেবা পাইতে হইলে অনুকূল ভজনের প্রয়োজন। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ভজনেরও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥ গীতা ১৮।৬৫-৬৬॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন—হে অর্জুন! আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভজন কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর। এইরূপ করিলে আমাকেই পাইবে; ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তুমি আমার প্রিয় (প্রিয়ের নিকটে কেহ বঞ্চনাময় বাক্য বলে না)। সমস্ত ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।"

ইহাই সূত্রাকারে রাগমার্গে ভজনের উপদেশ। এই উপদেশের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভ জন্মিবার প্রয়োজন। লোভ জন্মিবার ব্যবস্থাও পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ করিয়া গিয়াছেন। চিত্তাকর্ষিণী লীলার অনুষ্ঠান করিয়া এবং শ্রীশুকদেবের মুখে সেই লীলাকথার প্রকাশ করাইয়া, সেই লীলাকথা শ্রবণের সুযোগ দিয়া, লোকের চিত্তে লালসা জাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, যাহাতে তাঁহার এই উপদেশ সার্থকতা লাভ করিতে পারে, লীলার অনুষ্ঠান করিয়া এবং সেই লীলার কথা প্রচার করাইয়া তিনি সেই ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে রাগমার্গের ভক্তি প্রচারই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণাবতারের জগৎ-সম্বন্ধী হেতু।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই উপদেশকে "সর্বগুহ্যতম" এবং "পরমবাক্য" বলিয়াছেন। উল্লিখিত শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকে তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন,—"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ গীতা ১৮।৬৪॥ —সর্ব্বগুহ্যতম এবং আমার পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়; সে-জন্য তোমাকে হিতকথা বলিব।"

"ভূয়ঃ শৃণু—পুনরায় শ্রবণ কর"—এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, পূর্বে গীতার নবম অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে এই কথা একবার বলিয়াছেন। "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ গীতা ৯।৩৪॥" অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া পুনরায় তাহা বলিয়াছেন।

এই উপদেশের অনুসরণ করিলে কি ফল হইবে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন। "মামেবৈষ্যসি—আমাকেই পাইবে।" ইহা বস্তুতঃ অর্জুনের জন্য উপদেশ নয়; অর্জুন তো তাঁহাকে পাইয়াছেনই, প্রিয়রূপে পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একাধিকবার তাঁহাকে "প্রিয়" বলিয়াছেন। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবের জন্যই এই উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী বাক্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন —"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। ভক্তিং ময়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ গীতা॥ ১৮।৬৭-৬৮॥—যাহার তপস্যা (ধর্মানুষ্ঠান) নাই, যে ভক্তি-শূন্য, এ-সকল কথা শ্রবণ করিতেও যে ইচ্ছুক নহে এবং যে আমার প্রতি অসূয়া-পরায়ণ, তাহার নিকট এ-সকল কথা কখনও বলিবে না। আমার এই পরমগুহ্য কথা যে-ব্যক্তি আমার ভক্তগণের নিকটে ব্যক্ত করিবেন, আমাতে পরাভক্তি পোষণ করিয়া তিনি আমাকেই পাইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।"

এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত উপদেশ অপরের নিকটে প্রকাশ করার জন্যও অর্জুনকে আদেশ করিয়াছেন; তবে অযোগ্য ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিলে জীব তাঁহাকেই পাইবে। কিরূপ ভাবে পাইবে? "অর্জুন! তুমি আমাকে যেরূপ ভাবে পাইয়াছ, সেইরূপ ভাবেই পাইবে। "অর্জুন কিরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন? "প্রিয়রূপে, আজ্ঞাবহরূপে।" অর্জুনের সখ্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আজ্ঞাবহ সারথির কাজ করিয়াছেন। অর্জুন রথী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথি—রথের চালক। অর্জুন যে-দিকে যেভাবে রথ চালাইতে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আদেশ পালন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অর্জুন প্রথমেই সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ গীতা॥ ১।২১॥ —হে অচ্যুত! উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।" শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছেন। "অর্জুন তাঁহার প্রেমের বশীভূতরূপে শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে পাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের অনুসরণ করিলে জীবও শ্রীকৃষ্ণকে সেইভাবে প্রেমের বশীভূতরূপে পাইবে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণোক্তির গূঢ় তাৎপর্য।

ইহাকে শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বগুহ্যতম" এবং "পরম বাক্য" বলিয়াছেন। "অর্জুন! তোমার নিকটে অনেক গুহ্যকথা, গুহ্যতর কথা এবং গুহ্যতম কথাও বলিয়াছি। কিন্তু এখন যাহা বলিতেছি, তাহা হইতেছে সর্বগুহ্যতম এবং তাহা আমার পরমবাক্য; ইহার পরে আর পর কিছু নাই।" "পরমং বচঃ"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ জানাইলেন, তাঁহার এই উপদেশের অনুসরণ করিলে পরমপুরুষার্থ লাভ করা যাইবে। পরমপুরুষার্থ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শুদ্ধপ্রেম, অকৈতব প্রেম—যে প্রেমের তুলনায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় এবং যে প্রেমের ফলে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রিয়রূপে, নিতান্ত আপনজনরূপে পাওয়া যায়। পূর্বেই (১৭-ক অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। সেই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হইতেছে জীবের স্বরূপগত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ইহার উপরে আর কোনও স্বরূপগত কাম্য বস্তু থাকিতে পারে না। সুতরাং এই স্বরূপগত কাম্য বস্তুটী যাহাতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না; সেবা পাইতে হইলে অনুকূল ভজনের প্রয়োজন। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ভজনেরও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥ গীতা ১৮।৬৫-৬৬॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন—হে অর্জুন! আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভজন কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর। এইরূপ করিলে আমাকেই পাইবে; ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তুমি আমার প্রিয় (প্রিয়ের নিকটে কেহ বঞ্চনাময় বাক্য বলে না)। সমস্ত ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।"

ইহাই সূত্রাকারে রাগমার্গে ভজনের উপদেশ। এই উপদেশের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভ জন্মিবার প্রয়োজন। লোভ জন্মিবার ব্যবস্থাও পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ করিয়া গিয়াছেন। চিত্তাকর্ষিণী লীলার অনুষ্ঠান করিয়া এবং শ্রীশুকদেবের মুখে সেই লীলাকথার প্রকাশ করাইয়া, সেই লীলাকথা শ্রবণের সুযোগ দিয়া, লোকের চিত্তে লালসা জাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, যাহাতে তাঁহার এই উপদেশ সার্থকতা লাভ করিতে পারে, লীলার অনুষ্ঠান করিয়া এবং সেই লীলার কথা প্রচার করাইয়া তিনি সেই ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে রাগমার্গের ভক্তি প্রচারই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণাবতারের জগৎ-সম্বন্ধী হেতু।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই উপদেশকে "সর্বগুহ্যতম" এবং "পরমবাক্য" বলিয়াছেন। উল্লিখিত শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকে তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন,—"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ গীতা ১৮।৬৪॥ —সর্ব্বগুহ্যতম এবং আমার পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়; সে-জন্য তোমাকে হিতকথা বলিব।"

"ভূয়ঃ শৃণু—পুনরায় শ্রবণ কর"—এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, পূর্বে গীতার নবম অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে এই কথা একবার বলিয়াছেন। "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ গীতা ৯।৩৪॥" অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া পুনরায় তাহা বলিয়াছেন।

এই উপদেশের অনুসরণ করিলে কি ফল হইবে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন। "মামেবৈষ্যসি—আমাকেই পাইবে।" ইহা বস্তুতঃ অর্জুনের জন্য উপদেশ নয়; অর্জুন তো তাঁহাকে পাইয়াছেনই, প্রিয়রূপে পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একাধিকবার তাঁহাকে "প্রিয়" বলিয়াছেন। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবের জন্যই এই উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী বাক্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন—"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। ভক্তিং ময়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ গীতা॥ ১৮।৬৭-৬৮॥—যাহার তপস্যা (ধর্মানুষ্ঠান) নাই, যে ভক্তি-শূন্য, এ-সকল কথা শ্রবণ করিতেও যে ইচ্ছুক নহে এবং যে আমার প্রতি অসূয়া-পরায়ণ, তাহার নিকট এ-সকল কথা কখনও বলিবে না। আমার এই পরমগুহ্য কথা যে-ব্যক্তি আমার ভক্তগণের নিকটে ব্যক্ত করিবেন, আমাতে পরাভক্তি পোষণ করিয়া তিনি আমাকেই পাইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।”

এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত উপদেশ অপরের নিকটে প্রকাশ করার জন্যও অর্জুনকে আদেশ করিয়াছেন; তবে অযোগ্য ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিলে জীব তাঁহাকেই পাইবে। কিরূপ ভাবে পাইবে? “অর্জুন! তুমি আমাকে যেরূপ ভাবে পাইয়াছ, সেইরূপ ভাবেই পাইবে। “অর্জুন কিরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন? “প্রিয়রূপে, আজ্ঞাবহরূপে।” অর্জুনের সখ্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আজ্ঞাবহ সারথির কাজ করিয়াছেন। অর্জুন রথী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথি—রথের চালক। অর্জুন যে-দিকে যেভাবে রথ চালাইতে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আদেশ পালন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অর্জুন প্রথমেই সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—“সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ গীতা॥ ১।২১॥ —হে অচ্যুত! উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।” শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছেন। “অর্জুন তাঁহার প্রেমের বশীভূতরূপে শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে পাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের অনুসরণ করিলে জীবও শ্রীকৃষ্ণকে সেইভাবে প্রেমের বশীভূতরূপে পাইবে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণোক্তির গূঢ় তাৎপর্য।

ইহাকে শ্রীকৃষ্ণ “সর্ব্বগুহ্যতম” এবং “পরম বাক্য” বলিয়াছেন। “অর্জুন! তোমার নিকটে অনেক গুহ্যকথা, গুহ্যতর কথা এবং গুহ্যতম কথাও বলিয়াছি। কিন্তু এখন যাহা বলিতেছি, তাহা হইতেছে সর্বগুহ্যতম এবং তাহা আমার পরমবাক্য; ইহার পরে আর পর কিছু নাই।” “পরমং বচঃ”-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ জানাইলেন, তাঁহার এই উপদেশের অনুসরণ করিলে পরমপুরুষার্থ লাভ করা যাইবে। পরমপুরুষার্থ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শুদ্ধপ্রেম, অকৈতব প্রেম—যে প্রেমের তুলনায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় এবং যে প্রেমের ফলে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রিয়রূপে, নিতান্ত আপনজনরূপে পাওয়া যায়। পূর্বেই (১৭-ক অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। সেই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হইতেছে জীবের স্বরূপগত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ইহার উপরে আর কোনও স্বরূপগত কাম্য বস্তু থাকিতে পারে না। সুতরাং এই স্বরূপগত কাম্য বস্তুটী যাহাতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যই হইবে "পরমং বচঃ", ইহার পরে আর কোনও বস্তু যখন নাই, তখন আর কোনও উপদেশও থাকিতে পারে না। রাগমার্গের ভজনেই সেই পরমতম কাম্য বস্তুটী পাওয়া যাইতে পারে। তাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগমার্গের ভজনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং সেই উপদেশ যাহাতে সার্থকতা লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ সেই উপদেশের অনুসরণে যাহাতে লোক লুব্ধ হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি মনোহারিণী লীলা প্রকটিত করিয়া সেই লীলাকথা জগতে প্রচারের ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল, সার্থকভাবে রাগমার্গের ভজন-প্রচারই হইল ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জগৎ-সম্বন্ধী হেতু। অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের দ্বারা উল্লিখিত ভাবে—সেবার জন্য লোভের উৎপাদিকা লীলার প্রকটন পূর্বক,—রাগমার্গের ভজন-প্রচার সম্ভব নহে।

১৮। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ বাসনা

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছভাবে লীলারসের আস্বাদন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কোনও কোনও বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। প্রকটব্রজলীলায় তাঁহার এই অপূর্ণ বাসনা পূরণের সম্ভাবনা ছিল না।

ক। পূর্ণতমস্বরূপের বাসনা কিরূপে সম্ভব

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম, পূর্ণতম স্বরূপ; তাঁহার কোনও অভাব নাই, সুতরাং প্রয়োজনবুদ্ধিও থাকিতে পারে না। যাঁহার কোনও অভাব থাকে, অভাবপূরণের প্রয়োজন তাঁহার থাকে, তজ্জন্য বাসনাও জাগে। কিন্তু পূর্ণতম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কোনও অভাব থাকিতে পারে না বলিয়া তাঁহার কোনও বাসনা থাকাও সম্ভব নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"। অনাদিকাল হইতেই সমস্ত কাম্য বস্তু তাঁহার প্রাপ্ত; "স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্ত-সমস্তকামঃ।' ভা. ৩।২।২১॥ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দ-স্বরূপ-সম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ॥ স্বামিপাদের টীকা।" সুতরাং কোনও অভাব নাই বলিয়া অভাব-পূরণাত্মিকা কোনও স্পৃহাও তাঁহার নাই।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। তিনি পূর্ণতম বলিয়া অভাবপূরণাত্মিকা কোনও বাসনা তাঁহার নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু পূর্ণতম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপও এবং রসস্বরূপ বলিয়া রসাস্বাদন-বাসনা তাঁহার অবশ্যই থাকিবে; রসাস্বাদনের বাসনা না থাকিলে রসাস্বাদন হয় না। এজন্য "সোঽকাময়ত"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও তাঁহার কামনার কথা বলিয়াছেন। সৃষ্টিলীলা-প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়া থাকিলেও সমস্ত লীলা সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। তাঁহার এতাদৃশী বাসনা অপূর্ণতার পরিচয় দেয় না, তাঁহার রসস্বরূপত্বেরই পরিচয় দেয়। ইহা অভাবজাত বাসনা নহে, সুতরাং পূর্ণতার হানিদ্যোতক নহে; ইহা হইতেছে তাঁহার রসস্বরূপত্ব-স্বভাবগত বাসনা। লীলারসাস্বাদনের প্রকারভেদে লীলাশক্তি তাঁহার এই বাসনাকে বিভিন্নভাবে প্রকটিত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলোকেও তিনি পূর্ণতম স্বরূপ এবং রসস্বরূপও। তথাপি গোলোক-লীলায় সকল রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করেন না। তাহাতে তাঁহার পূর্ণতম রসস্বরূপত্বের হানি হয় না। প্রকটে বা অপ্রকটে কোনও ধামেই তিনি সর্ববিধ রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করেন না। প্রকটলীলাতেও "ব্রজেন্দ্রনন্দনের পক্ষে যে রসের আস্বাদন সম্ভব নহে, লীলাশক্তি তাঁহার মধ্যে সেই রসের আস্বাদনের বাসনা জাগাইয়াছেন ; কিন্তু তখন সেই বাসনার পূরণ সম্ভব হয় নাই বলিয়া সেই বাসনা অপূর্ণ রহিয়াছে। কি সেই বাসনা, তাহা ক্রমশঃ বলা হইতেছে।

১৯। কোন্ কোন্ বাসনা অপূর্ণ

ক। স্বমাধুর্য-আস্বাদন-বাসনা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপানন্দও আস্বাদন করেন এবং শক্ত্যানন্দও আস্বাদন করেন। তিনি চিদানন্দস্বরূপ ; তাঁহার স্বরূপভূত চিদানন্দের আস্বাদনই হইতেছে তাঁহার স্বরূপানন্দের আস্বাদন। তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দেরও অনেক বৈচিত্রী আছে ; তাঁহার রূপও তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দের এক বৈচিত্রী। তাঁহার রূপ তাঁহার নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক। "বিস্মাপনং স্বস্য চ ॥ শ্রীভা. ৩।২।১২ ॥" পূর্বে যাহার আস্বাদন করা হইয়াছে, তাহার দর্শনে সাধারণতঃ কাহারও বিস্ময় জন্মে না ; অনাস্বাদিতপূর্ব বস্তুর দর্শনেই বিস্ময় জন্মে এবং যথাযথ ভাবে তাহার আস্বাদনের জন্য বাসনাও জন্মে। শ্রীকৃষ্ণরূপের আবার অদ্ভুত স্বভাব এই যে, যখনই ইহা দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তখনই মনে হয়, এমন রূপটী যেন পূর্বে আর কখনও দেখা হয় নাই। তাঁহার রূপের মাধুর্য্য নিত্য হইলেও নিত্যই নবনবায়মান। শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই কবিরাজগোস্বামী ব্যক্ত করিয়াছেন, "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয় ॥ চৈ. চ. ১।৪।১২৫ ॥" শ্রীকৃষ্ণের "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন ॥ চৈ. চ. ২।৮।১১৪ ॥" কিন্তু তাঁহার এই আপন-মাধুর্য-আস্বাদনের বাসনার পূর্তি তাঁহার ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইতেছে প্রেম—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। "প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ চৈ. চ. ১।৪।৪৪ ॥" শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবিরাজ গোস্বামীও বলাইয়াছেন—"আমার মাধুরী নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ চৈ. চ. ১।৪।১২৫ ॥"

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম নাই, থাকিতেও পারে না। তাঁহার পরিকর-ভক্তগণের মধ্যেই থাকে এই কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম ; তাঁহারা হইতেছেন কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয়, তিনি হইতেছেন এই প্রেমের বিষয়মাত্র। সুতরাং তাঁহার পক্ষে স্বমাধুর্য আস্বাদন সম্ভব হয় না, অথচ আস্বাদনের বাসনা আছে। ব্রজের প্রকটলীলায় তাঁহার এই স্বমাধুর্য আস্বাদনের বাসনা থাকে অপূর্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি

স্বমাধুর্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের লালসা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবিরাজ গোস্বামী যাহা ব্যক্ত করাইয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।—"কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।— পূর্ণানন্দ-পূর্ণরসরূপ কহে মোরে॥ আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥ আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥ আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥ কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥ মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥ যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ। মোর চিত্তপ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ॥ যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধর-রস আমা করে বশ॥ যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দুশীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥ এইমত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥ এইমত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি—সব বিপরীত॥ রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥ পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ 'কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে।' সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥ অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞা অন্ধ॥ তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন—কিছুই না জানে॥ আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শত মুখে কহি যদি, নাহি পাই অন্ত॥ লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গমাধুরী। তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥ দোঁহার যে সম রস ভরতমুনি মানে। আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥ অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। তাহা হৈতে রাধাসুখ শত অধিকাই॥ তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥ আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥ নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে। সে-সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাঢ়ে চিতে॥ চৈ. চ. ১।৪।১৯৫-২১৮॥"

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ নরলীল, নর-অভিমান। তিনি যে আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, পূর্ণতমস্বরূপ, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্, তিনি যে সর্বজ্ঞ, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা মনে করেন না; তিনি মনে করেন—তিনি নন্দ-যশোদার সন্তান। কিন্তু নিজেকে তিনি ঐরূপ মনে করিলেও তিনি যে স্বয়ংভগবান্ এবং সর্বজ্ঞ, তাহা তো মিথ্যা নয়। তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব-শক্তিও তাঁহার মধ্যে নিত্য বিরাজিত। লীলানুরোধে তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব-শক্তি, যখন যাহা প্রয়োজন, তখন তাহা তাঁহাকে জানাইয়া দেন, অবশ্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে। সর্বজ্ঞত্ব-শক্তির প্রভাবে যখন তিনি কিছু জানেন, তখনও তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ থাকে; কিরূপে জানিলেন, লীলাশক্তির প্রভাবে সেই অনুসন্ধান তাঁহার চিত্তে জাগে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপেই সর্বজ্ঞত্ব-শক্তির প্রভাবে তিনি জানিতে পারিয়াছেন—"পূর্ণানন্দ-পূর্ণরসরূপ কহে মোরে।" তদনুসারেই তিনি মনে মনে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার স্বগত-বিচারের সার মর্ম নিম্নে প্রকাশ করা হইতেছে।

"আমি পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণরস। আমিই সকলকে আনন্দ দিতে পারি (শ্রুতিও বলেন—এষোহি এব আনন্দয়াতি), কিন্তু আমাকে কেহই আনন্দ দিতে পারে না। যাঁহার মধ্যে আমা অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক গুণ থাকে, তিনিই আমাকে আনন্দ দিতে পারিবেন; কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক গুণশালী কেহ তো কোনও স্থানেই নাই। কিন্তু একমাত্র শ্রীরাধাতে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। কেননা, যদিও আমার রূপ-মাধুর্য্য সকলকে আপ্যায়িত করে, আমার নয়ন কিন্তু আপ্যায়িত হয় শ্রীরাধার রূপদর্শনে। আমার বংশীধ্বনিতে ত্রিজগৎ আকৃষ্ট হয়; কিন্তু শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য আমার কর্ণরসায়ন। আমার অঙ্গগন্ধে সমস্ত জগৎ সুগন্ধ হয় বটে; কিন্তু শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার চিত্ত-প্রাণ হরণ করে। আমি পূর্ণরসস্বরূপ বলিয়া আমার রসেই জগৎ সরস হয়; কিন্তু শ্রীরাধার অধর-রস আমাকে তাঁহার বশীভূত করিয়া ফেলে। যদিও আমার অঙ্গস্পর্শ কোটি কোটি চন্দ্র হইতেও সুশীতল, তথাপি শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শে আমিও সুশীতল হইয়া থাকি। এইরূপে দেখা যাইতেছে—যদিও আমার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ জগতের সুখের হেতু, তথাপি শ্রীরাধার রূপ-গুণাদি, শ্রীরাধার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ হইতেছে আমার জীবাতু; সুতরাং আমা অপেক্ষাও শ্রীরাধা যে সর্বতোভাবে উৎকর্ষময়ী, ইহাই আমার প্রতীতি। কিন্তু যদি তটস্থ হইয়া বিচার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে—উৎকর্ষ শ্রীরাধাতে নহে, উৎকর্ষ আমাতে। আমাতে যে শ্রীরাধা অপেক্ষা অত্যধিক উৎকর্ষ বর্তমান, তাহার প্রমাণ তটস্থ বিচারে আমার প্রত্যক্ষীভূত। আমার দর্শনে শ্রীরাধা সুখে অজ্ঞান হইয়া পড়েন; আমার দর্শন তো দূরে, আমার বর্ণের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে যে তরুণতমালের, সেই তরুণতমালের দর্শন পাইলেও শ্রীরাধা মনে করেন—তিনি যেন আমারই দর্শন পাইয়াছেন এবং এইরূপ মনে করিয়া তরুণতমালকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার জন্ম সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, সেই আলিঙ্গনজনিত সুখে অজ্ঞান হইয়া তমালকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করেন, আলিঙ্গন-সুখেই নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু শ্রীরাধার বর্ণের সাদৃশ্যবিশিষ্ট কোন বস্তুর দর্শনে আমার এইরূপ অবস্থা হয় না, স্বয়ং শ্রীরাধার দর্শন পাইলে আমার নয়ন তৃপ্ত হয় মাত্র, আমি সুখে অজ্ঞান হই না। আমার কণ্ঠস্বর, কিম্বা আমার বংশীধ্বনির কথা দূরে, বেণু-নামক বংশদ্বয়ের সংঘর্ষে আমার বংশীধ্বনির ক্ষীণ অনুরূপ যে একটী শব্দ হয়, তাহার শ্রবণেও আনন্দাতিশয্যে শ্রীরাধা চেতনহারা হইয়া পড়েন। স্বয়ং শ্রীরাধার কণ্ঠস্বর মাত্র আমার কর্ণরসায়ন হয়, তাহাতেও আমি কিন্তু হতচেতন হই না। অনুকূল পবনে বাহিত হইয়া আমার অঙ্গগন্ধ যদি শ্রীরাধার নাসাবিবরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে যে দিক হইতে আমার অঙ্গগন্ধ আসে, শ্রীরাধা প্রেমোদ্রেকে অন্ধপ্রায় হইয়া এমন তীব্রবেগে সেই দিকে ধাবিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েন যে, যেন তিনি উড়িয়া যাইতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার অঙ্গগন্ধে আমার এইরূপ অবস্থা হয় না, আমার চিত্ত-প্রাণ অপহৃত হয় মাত্র। শ্রীরাধা যখন আমার চর্বিত তাম্বূলের আস্বাদন করেন, তখন চর্বিত তাম্বূলের সঙ্গে মিশ্রিত আমার অধর-রসের আস্বাদনে তিনি আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া জ্ঞানহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীরাধার অধর-রস পান করিলেও আমার এইরূপ অবস্থা হয় না, আমি কেবল তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায়, শ্রীরাধার রূপ-রস-গন্ধাদির আস্বাদনে আমি যে আনন্দ পাই, আমার রূপ-রসাদির আস্বাদনে শ্রীরাধা তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আনন্দ পাইয়া থাকেন। আবার, আমার সহিত শ্রীরাধা যখন মিলিত হয়েন, তখন পরস্পরের সঙ্গমে আমরা উভয়েই আনন্দ পাই সত্য; কিন্তু আমি যে আনন্দ পাই, তাহা অপেক্ষা শ্রীরাধার আনন্দ হয় কোটি কোটি গুণ অধিক। সঙ্গম-লীলার পরে শ্রীরাধার অঙ্গে সুখাস্বাদনজনিত যে মাধুর্যলহরী খেলা করিতে থাকে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারি, শ্রীরাধার সঙ্গমসুখ আমার সঙ্গমসুখ অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক; আমার অঙ্গে তো তদ্রূপ মাধুর্যলহরী দেখা যায় না। তাঁহার অঙ্গের মাধুর্যলহরী দেখিয়া আমি সুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাই। এ-সমস্ত কারণে আমি বুঝিতে পারিতেছি—আমার মধ্যে এমন একটা রস, আস্বাদ্য বস্তু আছে, যাহা সর্বজগতের মোহনকারী যে আমি, সেই আমারও মোহনকারিণী শ্রীরাধাকে পর্যন্ত বশীভূত করিয়া থাকে, শ্রীরাধার উল্লিখিতরূপ অদ্ভুত অনির্বচনীয় অবস্থা জন্মায়। আমা হইতে শ্রীরাধা যে জাতীয় সুখ পায়েন, তাহার আস্বাদনের জন্য আমি সর্বদাই লালায়িত; প্রতিনিয়ত শ্রীরাধার অঙ্গে তরঙ্গায়িত মাধুর্যলহরী দেখিয়া আমার সেই লালসাও ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে—ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারি না।—"সে-সুখ-মাধুর্য্যঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে।"

এই তটস্থ বিচারে শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন, উৎকর্ষ শ্রীরাধার মধ্যে নহে, উৎকর্ষ হইতেছে তাঁহার নিজের মধ্যে। তাঁহার নিজের মধ্যে এমন একটা রস আছে, যাহা তাঁহার মোহিনী শ্রীরাধাকেও বশীভূত করে। কিন্তু কি সেই রস? তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরস। "অপূর্ব্ব-মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল। যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥ কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ। সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥ চৈ. চ. ১।৪।১৩৪-৩৫॥"

(২) স্বমাধুর্য-আস্বাদনের বাসনা অপূর্ণ কেন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। এই প্রেম যাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে বিকশিত, তিনি সেই পরিমাণেই কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন। যাঁহার মধ্যে এই প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যও সর্বাতিশায়িরূপে আস্বাদন করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ হইতেছে শ্রীরাধার মধ্যে ; এই সর্বাতিশায়ী বিকাশময় প্রেমস্তরের নাম হইতেছে **মাদন**, এই মাদন হইতেছে হ্লাদিনীর সারতম পরিণাম, পরাৎপর ; এই মাদনের মধ্যে সমস্ত প্রেমস্তর বিরাজিত ; মাদন যখন উচ্ছ্বসিত হয়, তখন সমস্ত প্রেমস্তরই যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হয়। ইহা সর্বদা শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অপর কাহারও মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও, এই মাদন নাই। "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥—উ. নী. স্থায়িভাব ॥ ১৫৫ ॥"

এই মাদনাখ্যপ্রেমের শ্রীরাধা হইতেছেন একমাত্র আশ্রয়—পরম আশ্রয় ; আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ইহার কেবল বিষয় ; শ্রীকৃষ্ণে এই মাদন নাই বলিয়া তিনি ইহার আশ্রয় নহেন। এই মাদন-প্রেমের প্রভাবে একমাত্র (একলি) শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই প্রেম নাই বলিয়া তিনি স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন না। একথাই শ্রীকৃষ্ণের কথায় কবিরাজগোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন। "সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা 'পরম আশ্রয়'। সেই প্রেমার আমি হই 'কেবল বিষয়'॥ চৈ. চ. ১।৪।১১৪ ॥" অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥ এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥ চৈ. চ. ১।৫।১২০-২১॥" ইহাই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে **স্বমাধুর্যাস্বাদন-বাসনার অপূর্ণতার হেতু।**

খ। শ্রীরাধাকর্তৃক কৃষ্ণমাধুর্যাস্বাদনজনিত সুখের স্বরূপ জানার বাসনা

শূলরোগীর শূলযন্ত্রণা যে কিরূপ তীব্র, তাহা কেবল শূলরোগীই জানিতে পারে, অপরে পারে না। যন্ত্রণাকালে তাহার অবস্থা দেখিয়া অপর লোক এইটুকুমাত্র বুঝিতে পারে যে, তাহার যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র ; কিন্তু সেই তীব্রতার স্বরূপটী কিরূপ, তাহা অপরে, এমন কি চিকিৎসকও, জানিতে পারে না। দুঃখের ন্যায় সুখেরও অনেক বৈচিত্রী আছে এবং এ-সমস্ত সুখবৈচিত্রীর আস্বাদনে যে আনন্দ বা পরিতৃপ্তি, তাহারও অনেক বৈচিত্রী আছে ; তাহাও কেবলমাত্র আস্বাদকই জানিতে পারে, অপরে পারে না। চিনি, গুড়, মিশ্রী, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যের মিষ্টত্ব এক রকম নহে, ভিন্ন ভিন্ন রকমের ; তাহাদের আস্বাদনে যে পরিতৃপ্তি, তাহাও এক রকমের নহে। কিন্তু তাহা কেবল আস্বাদকই অনুভব করিতে পারে, অপরে পারে না। আস্বাদকের মুখের অবস্থা, তৃপ্তিজ্ঞাপক বাক্যাদি, হইতে আস্বাদকের পরিতৃপ্তির বৈচিত্রীমাত্র অপরে বুঝিতে পারে ; কিন্তু অপরে সেই বৈচিত্রীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে আনন্দ পায়েন, তাহা যে অত্যন্ত অধিক, তাহাই মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারেন ; কিন্তু শ্রীরাধার সেই সুখের স্বরূপটী কি, সেই সুখটী কি রকম, তাহা শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন না। সেই সুখটীর স্বরূপ অনুভব করার জন্যও শ্রীকৃষ্ণের বলবতী বাসনা জাগে এবং এই বাসনাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; কিন্তু মাধুর্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদনব্যতীত মাধুর্যাস্বাদনজনিত সুখের স্বরূপের অনুভব সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বমাধুর্যের আস্বাদন সম্ভব নয় বলিয়া স্বমাধুর্যের আস্বাদনজনিত সুখের স্বরূপ অনুভবের বাসনাও থাকে তাঁহার পক্ষে অপূর্ণ। ইহাও তাঁহার একটী অপূর্ণ বাসনা।

গ। শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা জানার বাসনা।

যে-প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করেন এবং আস্বাদনজনিত অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন, সেই প্রেমের মহিমা জানার জন্যও শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়া থাকে।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন এবং আস্বাদনজনিত আনন্দও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা-জ্ঞাপক; কেননা, প্রেমের প্রভাবেই আস্বাদন এবং আস্বাদনজনিত সুখ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও রাধাপ্রেমের আর একটী মহিমা আছে—প্রেমের অনির্বচনীয় আস্বাদ্যত্ব ও প্রভাব।

প্রেম হইতেছে হ্লাদিনীর বৃত্তি; হ্লাদিনী হইতেছে আনন্দরূপা। সুতরাং প্রেমও আনন্দরূপ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়াদি স্তরে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া আনন্দরূপা। "রতিরানন্দরূপৈব॥ ভ. র. সি. ২।১।৪॥" ইক্ষুরস গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইতে হইতে যেমন তাহার মিষ্টত্বও ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ রতিও গাঢ়ত্বপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ অধিকতর আস্বাদ্যত্ব লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা হইতেছে শ্রীরাধার মাদনাখ্যপ্রেম; সুতরাং শ্রীরাধার মাদনাখ্যপ্রেমের আস্বাদ্যত্ব বা মাধুর্য সর্বাতিশায়ী, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীরাধা হইতেছেন এই মাদনাখ্যপ্রেমের একমাত্র আশ্রয়, আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কেবল বিষয়, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের আশ্রয় নহেন। বিষয় এবং আশ্রয় উভয়েই এই প্রেমের আস্বাদ্যত্বের বা মাধুর্যের অনুভব লাভ করেন; কিন্তু বিষয় অপেক্ষা আশ্রয়ের আনন্দ—প্রেমমাধুর্যের আস্বাদনজনিত আনন্দ—অনেক বেশী; কেননা, বিষয় অপেক্ষা আশ্রয়ের উপরেই বস্তুর প্রভাব বেশী বিস্তারিত হয়। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা পরিস্ফুট করা হইতেছে।

গ্রামদেশে মৃদ্‌ভাণ্ডে আগুন রাখা হয়; মৃদ্‌ভাণ্ড হইতেছে আগুনের আশ্রয়। শীতকালে লোক সেই অগ্নিপাত্রের পার্শ্বে বসিয়া আগুন পোহায়, অগ্নির তাপ অনুভব করে; এই লোক হইল আগুনের বিষয়। আগুনের প্রভাবে মৃদ্‌ভাণ্ড উত্তপ্ত হয়, লোকও উত্তপ্ত হয়; কিন্তু ভাণ্ড এত উত্তপ্ত হয় যে, তাহার তলায় হাত দেওয়া যায় না। লোকের দেহে যে-উত্তাপ সঞ্চারিত হয়, তাহা তদ্রূপ হয় না। ইহাতেই দেখা গেল, বস্তুর প্রভাব বিষয় অপেক্ষা আশ্রয়ের উপরেই বেশী পরিমাণে সঞ্চারিত হয়।

তদ্রূপ শ্রীরাধাপ্রেমের মাধুর্য বা আস্বাদ্যত্ব বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অনুভব করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয়রূপে শ্রীরাধার অনুভব তদপেক্ষা অনেক বেশী। আশ্রয়রূপে শ্রীরাধা তাঁহার প্রেম-মাধুর্য যেরূপ আস্বাদন করেন, সেইরূপ ভাবে রাধাপ্রেমের মাধুর্যাস্বাদনের জন্যও শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জাগে।

এই তথ্যটী শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবিরাজগোস্বামী এইভাবে প্রকাশ করাইয়াছেন—"কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান॥ পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥ না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে প্রেমে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকার প্রেম গুরু—আমি শিষ্য নট। সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥ আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়। রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়॥ রাধাপ্রেম বিভু—যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥ যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত॥ যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর। তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার॥ সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥ আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥ কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥ এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী। হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধকধকি॥ চৈ. চ. ১।৪।১০৫-১৮॥" এইরূপে দেখা গেল, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী অপূর্ণ বাসনা—স্বমাধুর্যাস্বাদন-বাসনা, শ্রীরাধাকর্তৃক কৃষ্ণমাধুর্যাস্বদনজনিত সুখের স্বরূপ জানার বাসনা এবং শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা জানার বাসনা।

২০। অপূর্ণবাসনাত্রয়-পূরণের উপায়

রাধাপ্রেমানন্দের আস্বাদনের উপায় সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥ চৈ. চ. ১।৪।১১৭॥" স্বমাধুর্য-আস্বাদনের উপায় সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী। আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি॥ বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়। রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥ চৈ. চ. ১।৪।১২৬-৭॥" সামগ্রিকভাবে বাঞ্ছাত্রয়-পূরণের উপায় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥ নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে। সে-সুখমাধুর্য্যঘ্রাণে লোভ বাঢ়ে চিতে॥ রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার। প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥ রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। তাহা শিখাইল লীলা আচরণদ্বারে॥ এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজাতীয়ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥ রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে। এই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ রাধাভাব অঙ্গী করি—ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ চৈ. চ. ১।৪।২১৭-২৩॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তিনটী সুখের আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বলবতী বাসনা, সেই তিনটী সুখ শ্রীরাধাই পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীরাধা এই তিনটী সুখ পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করেন—তাঁহার মাদনাখ্য প্রেমের প্রভাবে, মাদনের আশ্রয় বলিয়াই তিনি তাহা করিতে পারেন; মাদনের বিষয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কখনও যদি শ্রীরাধার মাদনাখ্যপ্রেমের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। মাদনের আশ্রয় হওয়াই হইতেছে রাধিকা-স্বরূপ হওয়া। মাদনই হইতেছে শ্রীরাধিকা-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরাধার ভাব অর্থাৎ মাদনাখ্যপ্রেম অঙ্গীকার করিয়া, শ্রীরাধিকার বর্ণ—হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার হেম-গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া, রাধিকা-স্বরূপ হইলেই অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণ সম্ভব হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়েই তাহা সম্ভব হইবে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকারই হইতেছে তাঁহার অপূর্ণ বাসনাত্রয়-পূরণের একমাত্র উপায়।

ক। অন্য এক স্বরূপে অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্যাদির আস্বাদন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নরলীল, নর-অভিমান; তিনি যে স্বয়ং-ভগবান্, ব্রজলীলায় তাঁহার সেই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন। যদি তাঁহার সেই জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন—শ্রীরাধার ভাবকান্তিসম্বলিত একস্বরূপে অনাদিকাল হইতেই তিনি তাঁহার স্বমাধুর্যাদির পূর্ণতম আস্বাদন উপভোগ করিতেছেন। (পরবর্তী দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

খ। সর্বজ্ঞত্ব-শক্তি তাঁহাকে তাহা জানায় না কেন

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব-শক্তি ব্রজলীলাতেও, তাঁহার অজ্ঞাত-সারে, তাঁহার পূর্ণানন্দ-পূর্ণরসস্বরূপত্বের জ্ঞান তাঁহার মধ্যে জাগাইয়া থাকেন। সেই সর্বজ্ঞত্ব-শক্তি এ-স্থলে সেই প্রভাব প্রকাশ করিলেন না কেন? রাধাভাবকান্তিসম্বলিত এক স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে অনাদিকাল হইতেই স্বমাধুর্যাদি সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া,সর্বজ্ঞত্ব-শক্তি তাহা তাঁহাকে জানাইলেন না কেন? জানাইলে তো বাসনাত্রয়ের অপূর্ণতার জ্বালা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইত না।

উত্তরে বক্তব্য এই। সর্বজ্ঞত্ব-শক্তির, বা লীলাশক্তির একমাত্র কার্য হইতেছে তাঁহার লীলার আনুকূল্য করা, রসাস্বাদনের এবং রসপুষ্টির সহায়তা করা। তাঁহারও একমাত্র কাম্য হইতেছে তাঁহার পরিকর-ভক্তদের আনন্দবিধান করা। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" ভক্তচিত্ত-বিনোদনেই তাঁহার সুখ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাদি উপলক্ষে তাঁহার মাধুর্যাদির অনুভবে শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক সুখ অনুভব করেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥ চৈ. চ. ১৷৪৷২১৩॥" তিনি যদি জানিতেন—অন্য এক স্বরূপে তিনিও সেই সুখ আস্বাদন করিতেছেন, তাহা হইলে, আপনা-অপেক্ষাও শ্রীরাধার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখাতিশয্যের দর্শনে তাঁহার আত্মবিস্মৃতিজনক সুখের অনুভব সম্ভবপর হইত না। শ্রীরাধার এতাদৃশ সুখের অনুভবে ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণের যে আত্মবিস্মৃতিজনক সুখের অনুভব হয়, তাহা তাঁহার স্বমাধুর্যাদি আস্বাদনের বাসনার অপূর্ণতার তীব্র জ্বালাকে মুহুর্মুহু তীব্রতর করিয়া শ্রীরাধার চিত্তবিনোদনের বাসনাকেই যেন আরও উজ্জ্বলতর করিয়া উঠায়—"যে মাধুর্যা-স্বাদনের জন্য আমারও তীব্র লোভ, অথচ আমি আস্বাদন করিতে পারিতেছি না, আমার প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধা তাহা আস্বাদন করুক, তাহাতেই আমার পরমানন্দ"—এইরূপ ভাবনা, তাঁহার নিজের আস্বাদন-বাসনার অপূর্ণতা রাধাচিত্ত-বিনোদনের জন্যই তাঁহার বাসনাকে উদগ্র করিয়া তোলে, তাহাতেই তাঁহার লীলারসের পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত তিনটী বাসনার অপূর্ণত্বও নিত্য; অনাদিকাল হইতেই তাঁহার এই তিনটী বাসনা অপূর্ণ, অনন্তকাল পর্যন্তই অপূর্ণ থাকিবে। অন্য এক স্বরূপে তিনি যে স্বমাধুর্যাদি সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতেছেন, ব্রজভাবের আবেশে তাহা তিনি জানিতে পারেন না বলিয়াই তিনি বলিয়া থাকেন—শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া তিনি অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ণবাসনাত্রয়ের পূরণ করিবেন। অনাদিকাল হইতে যতবার তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বোধহয় প্রতিবারেই ঐরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

২১। রাধাভাবকান্তিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্

পূর্ব-আলোচনায় দেখা গিয়াছে, অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণের একমাত্র উপায় হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার ভাব ও কান্তির অঙ্গীকার। যদি তিনি শ্রীরাধার ভাব অর্থাৎ মাদনাখ্য প্রেম অঙ্গীকার করিতে পারেন এবং শ্রীরাধার বর্ণও অঙ্গীকার করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে স্বমাধুর্যাদির আস্বাদন সম্ভবপর হইতে পারে। শ্রীরাধার বর্ণ হইতেছে কনকবর্ণ, পীতবর্ণ। সুতরাং তিনি যদি পীতবর্ণ এক স্বরূপ হয়েন এবং সেই স্বরূপে যদি শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে।

ক। একজনের ভাব এবং বর্ণ অপরজন কিরূপে নিতে পারে?

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, একজন কিরূপে আর একজনের ভাব বা প্রেম নিতে পারেন? একজন কিরূপেই বা আর একজনের বর্ণ নিতে পারেন?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। দুইজন লোক যদি পরস্পর হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে এক-জনের ভাব বা বর্ণ অপর জন নিতে পারে না, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সন্তানের প্রতি মাতার যে বাৎসল্য, মাতার নিকট হইতে সন্তান সেই বাৎসল্য নিতে পারে না, সন্তান মাতার ন্যায় বাৎসল্যবান্ হইতে পারে না। আবার, পিতামাতা উভয়েরই সন্তানের প্রতি বাৎসল্য থাকিলেও এবং তাঁহাদের বাৎসল্য একজাতীয় হইলেও সমপরিমাণ নহে; সন্তানের প্রতি মাতার বাৎসল্য পিতার বাৎসল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। মাতার নিকট হইতে পিতা কখনও মাতার বাৎসল্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করিয়া মাতার ন্যায় বাৎসল্যবান্ হইতে পারেন না। তাঁহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়াই এইরূপ হয়।

একজনের বর্ণও অপরজনে নিতে পারে না।

কিন্তু শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর হইতে ভিন্ন নহেন; তাঁহারা একস্বরূপ। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥ মৃগমদ তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধা কৃষ্ণ তৈছে যদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ চৈ. চ. ১।৪।৮৩-৮৫॥"

শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্বন্ধ হইতেছে শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধ। শ্রীরাধা হইতেছেন শক্তি, হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি; আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন এই শক্তির শক্তিমান্। হ্লাদিনী বা হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, স্বাভাবিকী শক্তি। শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে কোনও প্রকারেই, কখনও পৃথক করা যায় না, শক্তি হইতেছে শক্তিমান্ হইতে অবিচ্ছেদ্য। মৃগমদের গন্ধ হইতেছে মৃগমদের শক্তি; মৃগমদ হইতে তাহাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অগ্নির জ্বালা বা তাপ হইতেছে অগ্নির শক্তি; তাপকে অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অগ্নি এবং তাহার উত্তাপ উভয়ই হইতেছে তেজঃ, অগ্নি ঘনীভূত তেজঃ এবং তাপ তরল তেজঃ। সূর্যের কিরণ হইতেছে সূর্যের শক্তি; উভয়েই তেজঃ; সূর্য হইতেছে ঘনীভূত তেজঃ এবং কিরণ হইতেছে তরল তেজঃ। উভয়েই স্বরূপতঃ একবস্তু বলিয়া তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মৃগমদ এবং তাহার শক্তি বা গন্ধ যে বস্তুতঃ অভিন্ন, তাহার প্রমাণ এই যে, বিজ্ঞান বলেন—মৃগমদ হইতে তাহার গন্ধ বাহির হইয়া গেলে তাহার ওজন কমে; ওজনের এই হ্রাস সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকযন্ত্রে ধরা পড়ে। ইহাতেই বুঝা যায়, মৃগমদের যে উপাদান, তাহার গন্ধেরও সেই উপাদান; সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান্—মৃগমদ এবং তাহার গন্ধ—বস্তুতঃ অভিন্ন। তরল ও ঘন—এই দুই অবস্থাভেদে তাহারা ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুগতভাবে অভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পূর্ণশক্তিমান্, আর শ্রীরাধা হইতেছেন তাঁহারই পূর্ণশক্তি; সুতরাং তাঁহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন, একই স্বরূপ।* কিন্তু এক হইলেও লীলারসের আস্বাদনের জন্য তাঁহারা অনাদিকাল হইতে দুই পৃথক্‌রূপে বিরাজিত। এজন্যই তাঁহারা দুই পৃথক্‌জন বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন; কিন্তু দুইজন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাঁহারা অভিন্ন, একই স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আনন্দ-স্বরূপ, পূর্ণ আনন্দ। তাঁহার স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি তাঁহা হইতে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া তিনি হইতেছেন শক্তিমৎ-আনন্দ। যেখানে তাঁহার আনন্দ থাকিবে, সেখানেই তাঁহার স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপশক্তির বৃত্তি হ্লাদিনীও থাকিবে এবং যেখানে তাঁহার

* চৈ. চ. ১।৪।৮।৩—পয়ারের গৌ. কৃ-দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপশক্তির বৃত্তি হ্লাদিনী থাকিবে, সেখানেই তাঁহার আনন্দও থাকিবে। শ্রীরাধা তাঁহার শক্তি বলিয়া শ্রীরাধাতে আনন্দও আছে। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও আনন্দ এবং স্বরূপ-শক্তি এবং স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি আছে। এইরূপে জানা গেল, বস্তুতঃ তাঁহারা অভিন্ন, একই স্বরূপ; একই অভিন্ন স্বরূপ বলিয়া এক জনের ভাব এবং বর্ণ অপরজন গ্রহণ করিতে পারেন, শ্রীরাধার ভাব এবং বর্ণ শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিতে পারেন।

খ। বর্ণ নেওয়ার কি প্রয়োজন?

শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার ভাব এবং বর্ণ নিতে পারেন, তাহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু স্ব-মাধুর্যাদির আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণেরই প্রয়োজন। শ্রীরাধার বর্ণ নেওয়ার প্রয়োজন হইল কেন?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। বর্ণ না নিলে যদি ভাব নেওয়া সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে বর্ণ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন হইত না। কিন্তু শ্রীরাধার বর্ণ না নিলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহার ভাব নেওয়া অসম্ভব বলিয়াই বর্ণ নিতে হইয়াছে।

কিন্তু বর্ণ না নিলে ভাব নেওয়া অসম্ভব কেন?

শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। শক্তির দুইটী রূপ আছে—মূর্ত এবং অমূর্ত। অমূর্তা স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণে এবং যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপরূপে তিনি অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের প্রত্যেক স্বরূপেই বিরাজিত, তিনি যে-সকল নিত্যসিদ্ধ পরিকররূপে আত্ম-প্রকট করিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বিরাজিত। অমূর্তা শক্তির নিজস্ব কোনও রূপ নাই। মূর্ত-শক্তির কথা কেনোপনিষৎ হইতেও জানা যায়; হৈমবতী মূর্তশক্তি। আমাদের পরিদৃশ্যমান এই জগৎটীও মায়া-শক্তির মূর্তরূপ। মূর্তশক্তির রূপ বা বর্ণ থাকে।

শ্রীরাধা হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির মূর্তরূপ; হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির ঘনীভূততমা—হ্লাদিনীর সারভূতা—অবস্থা যে মাদনাখ্য মহাভাব, শ্রীরাধা হইতেছেন সেই মাদনেরই মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার বর্ণ আছে—স্বর্ণবর্ণ, পীতবর্ণ। যে-মাদনের মূর্তরূপ শ্রীরাধা, সেই মাদনই আবার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমরূপে তাঁহার মধ্যে সর্বদা বিরাজিত—ঘনীভূত ঘৃতের মধ্যস্থলে গর্তমধ্যে অবস্থিত তরল ঘৃতের ন্যায়। শ্রীরাধার দেহ এবং চিত্তস্থিত প্রেম—উভয়েই বস্তুতঃ এক—দীপশিখা এবং তাহার আলোক যেমন স্বরূপতঃ একই তেজোবস্তু, তদ্বৎ। আলোক আনিতে হইলে দীপশিখাকেও আনিতে হয়, দীপশিখাকে বাদ দিয়া কেবল আলোক আনা যায় না। তদ্রূপ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে হইলেও তাঁহার দেহটীকে গ্রহণ করিতে হইবে, দেহ গ্রহণ ব্যতীত কেবল ভাব গ্রহণ অসম্ভব।

কিন্তু যে কোনও ভাবে দেহ গ্রহণ করিলেই ভাব গ্রহণ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, কিম্বা অঙ্কস্থ করেন, তাহা হইলেও শ্রীরাধার দেহ গ্রহণ করা হয়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তাহাতে ভাব গ্রহণ করা হয় না, শ্রীরাধার চিত্তস্থিত মাদনাখ্য মহাভাব তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে সঞ্চারিত হয় না। আবার, শ্রীরাধার মাদন-ভাব শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেমাত্র প্রবেশ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ বাসনার পূরণ সম্ভব হয় না। এই মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীরাধার মধ্যে যে ভাবে বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও ঠিক সেই ভাবে বিরাজিত থাকিলেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্ব-মাধুর্যাদির আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে।

শ্রীরাধার মধ্যে মাদন কি ভাবে বিরাজিত আছে, তাহাই বিবেচনা করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য হইতেছে তাঁহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির মাধুর্য ; শ্রীরাধা তাঁহার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ত্বকাদির দ্বারা তৎসমস্ত আস্বাদন করেন। তৎসমস্ত তিনি পূর্ণতমরূপেই আস্বাদন করিয়া থাকেন ; কিন্তু চক্ষু-কর্ণাদির দ্বারা তৎসমস্ত মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে হইলে চক্ষু-কর্ণাদিতেও মাদনের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক। শ্রীরাধা যখন তত্তন্মাধুর্য পূর্ণতমরূপেই আস্বাদন করেন, তখন বুঝিতে হইবে—তাঁহার চক্ষু-কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ে এবং তাঁহার মনেও মাদন বিরাজিত। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, তাঁহার চিত্তেই মাদন বিরাজিত ; প্রেমের স্থান হইতেছে মুখ্যতঃ চিত্ত। কিন্তু চিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিলেও সেই মাদন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে স্বীয় রসে পরিষিঞ্চিত করিয়া থাকে ; নচেৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে মাদনের অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীরাধা নিজেও মাদনঘন-বিগ্রহা ; সেই মাদন ঘনীভূতরূপে তাঁহার বিগ্রহরূপে বিরাজিত, তরলরূপে প্রেমরূপে চিত্তে বিরাজিত, এবং তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়কায়কে বিভাবিত করিয়াও বিরাজিত। পানের রস কোন বটিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতি অণু-পরমাণুতে যখন প্রবিষ্ট হয়, তখনই বলা হয়, বটিকাটী পানের রসে বিভাবিত হইয়াছে। শ্রীরাধার মাদন-প্রেমস্বরূপ দেহ এবং তাঁহার চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদিও তদ্রূপ মাদন-প্রেমবিভাবিত। ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ" ইত্যাদি ৫।৩৭ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরাধা সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। চৈ. চ. ১।৪।৬১ ॥" এবং শ্রীল রামানন্দ রায়ও বলিয়াছেন—"প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত ॥ চৈ. চ. ২।৮।১২৪ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেন্দ্রিয়-কায়ও, তাঁহার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকাদিও, যদি শ্রীরাধার ন্যায়ই মাদন-রসে বিভাবিত হইতে পারে, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে স্ব-মাধুর্যাদির পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে।

মাদনঘনবিগ্রহা শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়কায় মাদনরসে বিভাবিত, মাদনরসে পরিষিঞ্চিত, ভরপুর। অভ্যন্তরস্থ এই মাদন-রসকে রক্ষা করার জন্যই যেন বাহিরে তাঁহার মাদনঘন-ত্বকের আবরণ ; এই আবরণরূপ ত্বকও মাদনরস-বিভাবিত ; নচেৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদন অসম্ভব হইত। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেন্দ্রিয়-কায়ও যখন মাদনরসে বিভাবিত এবং পরিষিঞ্চিত হইবে, তখন তাঁহার অভ্যন্তরস্থিত মাদনরসকে রক্ষা করার নিমিত্ত তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅঙ্গের বহির্ভাগেও মাদনঘন এবং মাদনরস-বিভাবিত ত্বক্‌রূপ আবরণের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ত্বক্ আনন্দঘন বটে এবং উল্লিখিত অবস্থায় মাদনরস-পরিষিঞ্চিতও হয় বটে ; কিন্তু তাহা মাদন-ঘনবস্তু নহে। তাই, মাদনরস-পরিষিঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণদেহের বাহিরেও শ্রীরাধার মাদনঘন এবং মাদনরস-বিভাবিত ত্বকের আবরণের প্রয়োজন। ত্বক্ হইতেছে দেহেরই অংশ। শ্রীকৃষ্ণ-দেহের বাহিরে শ্রীরাধার ত্বকের আবরণ হইবে—শ্রীরাধার দেহরূপ আবরণ, শ্রীরাধার পীতবর্ণ দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণদেহের সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমরসের দ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেন্দ্রিয়-কায় বিভাবিত বা পরিষিঞ্চিত হয়, তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বীয় মাধুর্যাদির আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবকে উল্লিখিতরূপেই, অর্থাৎ স্বীয় চিত্তেন্দ্রিয়কায়ের পরিষিঞ্চকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। আবার, শ্রীরাধার দেহকেও গ্রহণ না করিলে যখন তাঁহার মাদন-প্রেমকে গ্রহণ করা যায় না, তখন শ্রীরাধার দেহকে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীরাধার দেহকে কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শ্রীরাধার পীতবর্ণ দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক শ্যামবর্ণ দেহ যাহাতে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত হইতে পারে, সেই ভাবেই শ্রীরাধার দেহকে গ্রহণ করিতে হইবে। পীতবর্ণ দেহের এইরূপ গ্রহণেই তাঁহার বর্ণ গ্রহণ করা হইবে।

উল্লিখিত আলোচনায় শ্রীরাধার বর্ণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা জানা গেল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"রাধাভাব অঙ্গীকরি—ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ চৈ. চ. ১।৪।২২৩॥" এ-স্থলে "রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ"—এই বাক্যের তাৎপর্য এইরূপও হইতে পারে—"রাধাভাব অঙ্গীকার করিব। কি রূপে ? ধরি তার বর্ণ —শ্রীরাধার বর্ণ ধারণ করিয়া।" এইরূপ তাৎপর্য হইলে বুঝা যায়, রাধাভাব-অঙ্গীকারের জন্য শ্রীরাধার বর্ণ ধারণ অত্যাবশ্যক।"

গ। **বর্ণগ্রহণের উপায়**

"শ্রীরাধার বর্ণ ধারণ" অর্থ শ্রীরাধার অঙ্গের যে বর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেরও সেই বর্ণ হওয়া। দেহের বহির্ভাগে সর্বত্র যে বর্ণ থাকে, তাহাকেই দেহের বর্ণ বা কান্তি বলে। দেহের বর্ণও দেহের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজিত থাকে, দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে দেহের বর্ণ থাকিতে পারে না। দেহের বর্ণ হইতেছে দেহের পক্ষে স্বাভাবিক। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণও শ্রীকৃষ্ণের দেহের পক্ষে স্বাভাবিক ; তাঁহার দেহ হইতে তাঁহার শ্যামবর্ণকে অপসারিত করাও সম্ভব নয়। অথচ তাঁহাকে শ্রীরাধার ন্যায় পীতবর্ণ হইতে হইবে। শ্রীরাধার দেহের পীতবর্ণকে শ্রীরাধার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কাজেই শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পীতবর্ণ হইতে হইলে শ্রীরাধার পীতবর্ণ অঙ্গদ্বারাই শ্যামকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত হইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধার অঙ্গগ্রহণ ব্যতীত তাঁহার ভাব গ্রহণ অসম্ভব। উল্লিখিত প্রকারে অঙ্গগ্রহণ করিলেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বমাধুর্যের আস্বাদনের উপযোগিভাবে রাধাভাব-গ্রহণ সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং উল্লিখিত প্রকারে শ্রীরাধার অঙ্গগ্রহণই হইতেছে মুখ্য প্রয়োজন ; তাহার ফলেই শ্রীরাধার বর্ণ বা কান্তি গ্রহণ হইয়া পড়ে।

ঘ। রাধাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে আচ্ছাদন কিরূপে সম্ভব

বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বমাধুর্যাদির আস্বাদনের উপযোগিভাবে রাধাপ্রেম অঙ্গীকার করিতে হইলে শ্রীরাধার পীতবর্ণ অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। কিন্তু একজনের অঙ্গদ্বারা অপর একজনের অঙ্গের সর্বতোভাবে আচ্ছাদন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

ইহা অপরের পক্ষে অসম্ভব হইলেও শ্রীরাধার অঙ্গের পক্ষে অসম্ভব নয়। কেন ?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন, একই স্বরূপ ; লীলারস আস্বাদনের জন্যই দুই রূপে অভিব্যক্ত। শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী অমূর্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের দেহের সর্বত্রই বিরাজিত ; মূর্তরূপে শ্রীরাধার দেহরূপে এবং মাদনাখ্য প্রেমরূপে শ্রীরাধার দেহাভ্যন্তরে বিরাজিত। লৌকিক জগতে দেখা যায়, উত্তাপের দ্বারা জতু বা লাক্ষাকে কিঞ্চিৎ নরম করিলে তাহা দ্বারা অন্য বস্তুকে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত করা যায়। শ্রীরাধার মাদনঘন দেহকে যদি কোনও প্রকারে কিঞ্চিৎ গলাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করা যাইতে পারে।

কিন্তু শ্রীরাধার দেহকে কিসের দ্বারা কিরূপে গলাইতে পারা যাইবে ? শ্রীরাধার মধ্যে যে মাদনাখ্যমহাভাব আছে, তাহাই তাঁহার দেহকে যথোপযোগী ভাবে গলাইতে পারে। মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রভাবে শ্রীরাধার দেহ যদি কিছু গলিয়া যায়, তাহাতে শ্রীরাধার বা তাঁহার দেহের কোনওরূপ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকিবে না। কেননা, শ্রীরাধার দেহ এবং দেহাভ্যন্তরস্থ প্রেম স্বরূপতঃ একই বস্তু। আগুনের দ্বারা আগুন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে আগুনের ক্ষতি হয় না। তরল দুগ্ধের সংযোগে শুষ্ক দুগ্ধচূর্ণ (powdered milk) তরলত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার দুগ্ধত্ব বিনষ্ট হয় না।

কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাবের কি এমন কোনও প্রভাব আছে, যদ্দ্বারা শ্রীরাধার মাদনঘন দেহকে কিঞ্চিৎ গলাইয়া দিতে পারে ? উজ্জ্বলনীলমণি হইতে জানা যায়, মাদনাখ্যমহাভাবের এতাদৃশ প্রভাব আছে।

মহাভাবের মহিমা-কথন-প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন, "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্ যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্। চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥ স্থায়ি। ১১০॥"—(গোবর্ধন-পর্বতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও এক নিকুঞ্জে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের মাধুর্যাস্বাদনে নিমগ্ন আছেন। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব তাঁহাদের উভয়ের দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। তাঁহাদের এই মহাভাব-মাধুরী-দর্শনে বৃন্দা-দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে গোবর্ধনগিরি-নিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে! শ্রীরাধিকার এবং তোমার চিত্তরূপ জতুকে (লাক্ষাকে) স্বেদ-(নামক সাত্ত্বিকভাবরূপ তাপ-) দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রমেরও অপসারণ-পূর্বক (উভয়ের চিত্তকে) একীভূত করিয়া সুনিপুণ শৃঙ্গারশিল্পী এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকার অভ্যন্তরে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত বহু পরিমাণ নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন।”

এই শ্লোকে শৃঙ্গাররূপ শিল্পীর প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। মহাভাবই শৃঙ্গাররসরূপে পরিণত হয়; সুতরাং এ-স্থলে বস্তুতঃ মহাভাবের প্রভাবের কথাই বলা হইয়াছে। কি সেই প্রভাব? অগ্নির উত্তাপে তুইখণ্ড জতু বা লাক্ষাকে কোনও শিল্পী এমনভাবে গলাইতে পারেন যে, তাহারা যে কখনও তুইখণ্ড জতু ছিল, তাহা তো বুঝা যায়ই না, তুইখণ্ডে ছিল বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকে না (নির্ধূতভেদভ্রমম্)। তদ্রূপ মহাভাবও শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তদ্বয়কে গলাইয়া একীভূত করিয়া দিয়াছে; এমনভাবে একীভূত করিয়াছে যে, পূর্বে তাঁহাদের তুইজনের যে তুইটি চিত্ত ছিল, তাহা বুঝিবার কোন উপায়ই থাকে না, তদ্রূপ ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকে না।

ইহা হইতেছে মহাভাবের সাধারণ লক্ষণ বা প্রভাব। এই মহাভাবই চরমতম সান্দ্রত্ব লাভ করিয়া মাদনাখ্য মহাভাবরূপে পরিণত হয়; সান্দ্রত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে মহাভাবের প্রভাবও ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে এবং মাদনে সেই প্রভাব চরমতম পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়া থাকে। মহাভাবই যখন স্বীয় প্রভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তদ্বয়কে গলাইয়া একীভূত করিয়া দিতে পারে, তখন মাদনের প্রভাব যে শ্রীরাধার দেহকে যথাযোগ্যভাবে গলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাচ্ছাদনের উপযোগী করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। মহাভাব শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের চিত্তদ্বয়কে গলাইয়া একীভূত করিয়া দেয়—শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররস বা মধুররস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত। মাদনও শ্রীরাধার অঙ্গকে যথাযোগ্যভাবে গলাইয়া দেয়—শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতিবিধানের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণের নিমিত্ত।

ঙ। শ্রীরাধা উল্লিখিতভাবে স্বীয় দেহাদি শ্রীকৃষ্ণকে দেন কেন

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরাধা কেন মাদনের প্রভাবে নিজের দেহকে গলাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদন করেন?

এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই। শ্রীরাধার একমাত্র কর্তব্য কি, তাহা জানিলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক শক্তিরূপা শ্রীরাধার একমাত্র কৃত্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা। নিজের সুখ-দুঃখের অনুসন্ধান শ্রীরাধারও নাই, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কায়ব্যূহরূপা ব্রজগোপীগণেরও নাই। "আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥ কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ চৈ. চ. ১।৪।১৪৯-৫০॥"

শ্রীরাধার নামের মুখ্য অর্থও তাহাই। রাধ্-ধাতু হইতে রাধা-শব্দ নিষ্পন্ন। রাধ্-ধাতুর অর্থ সন্তোষ। সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বা প্রীতিবিধান করেন যিনি, তিনিই রাধা। "কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥ চৈ. চ. ১।৪।৭৫॥"

শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে যখন যে-বাসনার উদয় হয়, সর্বতোভাবে সেই বাসনার পূরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই হইতেছে শ্রীরাধার একমাত্র কৃত্য। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ, কৃষ্ণের হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥ চৈ. চ. ৩।২০।৪৩॥" কৃষ্ণসুখের জন্য এতাদৃশী তৎপরতা যাঁহার, সেই শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণের জন্য উল্লিখিতরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের অঙ্গাদি দিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের কথা কি থাকিতে পারে?

চ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্

উপরের আলোচনা হইতে জানা গেল—স্বমাধুর্যাদির আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করার, শ্রীরাধার পীতবর্ণ অঙ্গদ্বারা স্বীয় শ্যাম অঙ্গকে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত করার, সংকল্প করিয়াছেন। পূর্ব আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে, শ্রীরাধা প্রেমে যথাযোগ্যভাবে গলিয়া স্বীয় পীতবর্ণ অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিলেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীরাধা স্বীয় অঙ্গদ্বারা শ্যামকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিলে যে স্বরূপটী পাওয়া যাইবে, তাহা হইবে—রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ; এই স্বরূপে রাধাকৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইলেও কাহারও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না; ইহা হইবে শৃঙ্গাররসরাজমূর্তিধর অখিলরসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবস্বরূপিণী মাদনঘনবিগ্রহা শ্রীরাধা—এই উভয়ের মিলনে একটী রূপ, "রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ।" এই একরূপে শ্রীরাধা থাকিবেন বাহিরে, তাঁহার ভিতরে থাকিবেন স্বয়ংভগবান্ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ; এই রূপটী হইবে "অন্তঃকৃষ্ণ বহিশ্রীরাধা"। পীতবর্ণা শ্রীরাধা বাহিরে তাঁহাকে সর্বাঙ্গে আচ্ছাদন করিয়া আছেন বলিয়া এই স্বরূপের বর্ণটী হইবে পীত; আর, এই পীতবর্ণ আবরণের ভিতরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আছেন বলিয়া এই স্বরূপটী হইবেন **পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্**।

স্বীয় অপূর্ণ-বাসনাত্রয়-পূরণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপে আবির্ভূত হওয়ারই সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, স্বয়ংভগবানের স্বয়ংভগবান্‌রূপেই যে পীতবর্ণ একটী স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, স্মৃতি-শ্রুতিতে তাহার কোনও প্রমাণ আছে কিনা; তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ সঙ্কল্প কিরূপে সার্থকতা লাভ করিবে? কেননা, শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্য, তাঁহার সমস্ত লীলাও তেমনি নিত্য; তাঁহার স্বমাধুর্য্যাদির আস্বাদনাত্মিকা লীলাও হইবে নিত্য। সুতরাং তদুপযোগী স্বরূপও হইবে নিত্য; শ্রুতিস্মৃতিতে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিবে।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে।

২২। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কাল-সম্বন্ধে আলোচনা

ক। গীতাশ্লোকসম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন, "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ —গীতা ৪।৭-৮॥ —হে ভারত (ভরতবংশোদ্ভব অর্জ্জুন)! যখন-যখনই (বেদবিহিত) ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের (বেদবিরুদ্ধধর্ম্মের) অভ্যুত্থান (বৃদ্ধি) হয়, [তখন-] তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং (বেদবিহিত) ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে (প্রতিযুগে) অবতীর্ণ হইয়া থাকি।"

দুষ্কৃতকারী লোকদিগের দুষ্কর্মের ফলেই বেদবিহিত ধর্মের গ্লানি এবং বেদবিরুদ্ধ ধর্মের প্রচার এবং বৃদ্ধি হয় এবং সাধুদিগেরও দুঃখ জন্মে। এতাদৃশ দুষ্কৃতকারীদিগকেই অসুর বলা হয়। তাহাদের বিনাশেই এবং বেদবিহিত ধর্মের সংস্থাপনেই বেদবিহিত ধর্মের গ্লানি দূর হইতে পারে, বেদবিরুদ্ধ ধর্মের প্রসারও স্থগিত হইতে পারে এবং সাধুদিগের (বেদবিহিত ধর্মের অনুসরণকারীদের) রক্ষণও সম্ভব হইতে পারে। উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে জানা গেল—অসুরদিগের সংহার করিয়া বেদবিহিত ধর্মের সংস্থাপন এবং সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ, যখন-যখনই প্রয়োজন হয়, তখন-তখনই, প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

অবতরণের যে হেতুর কথা এ-স্থলে জানা গেল, তাহা হইতেছে জগৎ-সম্বন্ধী হেতু। আর শ্রীকৃষ্ণ যে অন্ততঃ একবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

গীতার উল্লিখিত উক্তি হইতে কয়েকটী প্রশ্ন উঠিতে পারে; যথা,—প্রথমতঃ, প্রতিযুগেই কি শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য স্বয়ংরূপে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) অবতীর্ণ হয়েন?

দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্র হইতে জানা যায়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের জন্য চারি জন যুগাবতার আছেন। তাঁহারা তত্তদ্‌যুগের বেদবিহিত যুগধর্ম প্রচার করেন, অর্থাৎ যুগোপযোগী বেদবিহিত ধর্মের সংস্থাপন করেন; ইহাই যুগাবতারদের কর্তব্য এবং এই কর্তব্য-সাধনে তাঁহাদের সম্যক্ সামর্থ্যও আছে। যুগাবতারগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ; সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের অবতরণকেও তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণই বলা যায়। প্রতিযুগে সেই যুগের যুগাবতারের দ্বারাই যুগধর্মের প্রবর্তন—সুতরাং যুগোপযোগী ধর্মের সংস্থাপন—সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় ধর্মসংস্থাপনের জন্য স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ?

তৃতীয়তঃ, "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। তথাপি কিন্তু তিনি স্বয়ংরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য করেন না; তাঁহার অংশাংশ-স্বরূপগণের দ্বারাই তিনি সৃষ্ট্যাদি কার্য নির্বাহ করাইয়া থাকেন। তাঁহার অংশ-ভূত কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইতেছেন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। কারণার্ণবশায়ীর অংশ গর্ভোদকশায়ী পুরুষ হইতেছেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। গর্ভোদশায়ীর অংশ ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা (কোনও কোনও কল্পে জীবকোটি ব্রহ্মাও তাঁহারই শক্তিতে) ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তা, শিব সংহারকর্তা এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ হইতেছেন জগতের পালনকর্তা। ব্রহ্মা নিজেই বলিয়াছেন—"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ভা. ২।৬।৩২ ॥" যিনি জগতের পালনকর্তা, অসুর-সংহারাদি হইতেছে সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহারই কর্তব্য। সেই কার্যের সম্যক্ সামর্থ্যও তাঁহার আছে। তিনি হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—বিষ্ণু। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, অসুরগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত পৃথিবীর ভারহরণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছিলেন (ভা. ১০।১।১৭-২০ ॥)।

আবার, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীসূতগোস্বামী নানাবিধ অবতারের কথা বলিয়া (এ-সমস্ত অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কথাও বলিয়া) অবশেষে বলিয়াছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ভা. ১।৩।২৮ ॥—যে সমস্ত অবতারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্; অন্যান্য অবতারগণ হইতেছেন পুরুষের অংশ-কলা। এই অংশ-কলারূপ অবতারগণই যুগে যুগে, অসুরগণকর্তৃক উৎপীড়িত জগতের আনন্দবিধান করিয়া থাকেন (মৃড়য়ন্তি—এই বহুবচনান্ত ক্রিয়ার কর্তাও হইবে বহুবচনান্ত "এতে অংশ-কলাঃ")।" এই শ্লোক হইতেও জানা গেল—অসুর-সংহার-পূর্বক জগতের আনন্দবিধান হইতেছে অংশ-কলারূপ অবতারগণেরই কর্তব্য। এই কর্তব্য-সাধন-বিষয়ে তাঁহাদের সম্যক্ সামর্থ্যও আছে।

এইরূপে দেখা গেল—জগতের অসুর-সংহারাদির জন্যও সম্যক্ শক্তিসম্পন্ন অংশ-কলারূপ ভগবৎ-স্বরূপগণ নির্ধারিত আছেন। এই অবস্থায়, অসুর-সংহারাদির জন্যই বা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ?

চতুর্থতঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে যে অন্ততঃ একবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই তাহার সাক্ষী। তিনি যেই যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই যুগের অসুর-সংহার-ধর্মস্থাপনাদি জগৎসম্বন্ধী কার্যের জন্য তাঁহার অংশ-কলারূপ ভগবৎস্বরূপগণ থাকা সত্ত্বেও তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সেই যুগে কি তাঁহার অংশকলারূপ যুগাবতারাদিও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? এবং তাঁহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়াই কি সেই যুগের জগৎসম্বন্ধী কার্য তিনি নির্বাহ করিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ যে অসুর-সংহারাদিও করিয়াছিলেন, শাস্ত্র হইতেই তাহা জানা যায়।

না কি জগৎসম্বন্ধী এমন কোনও কার্যের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাহা যুগাবতারাদির দ্বারা নির্বাহিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না?

পঞ্চমতঃ, পূর্বোদ্ধৃত প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"ন কালনিয়মোঽস্মৎপ্রভবস্য" এবং শ্রীপাদ বলদেবও লিখিয়াছেন—"নাস্তি মৎসম্ভবকালনিয়মঃ।" উভয়ের উক্তির তাৎপর্যই এক—শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-বিষয়ে সময়ের কোনও নিয়ম নাই। এই উক্তির তাৎপর্যই বা কি?

অন্যান্য শাস্ত্রোক্তি হইতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর পাওয়া যায় কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

খ। বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন

(১) দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ

কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত উপদেশসমূহ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল কলি ও দ্বাপরের অন্তর-কালে, অর্থাৎ দ্বাপরের শেষভাগে। "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ। সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥ মহাভারত॥ আদি॥ ২।১৩॥" বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়- শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইলেন, তখনই কলির আগমন হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ যতদিন পৃথিবীতে অবস্থিত ছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় নাই। "যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ। বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ॥ যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্। তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥ ৪।২৪।৩৫-৩৬॥"-এ-সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ আরও বলিয়াছেন—"যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্। তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়োবলী কলিঃ॥ ৫।২৮।৮॥"—যেদিন শ্রীহরির অন্তর্ধান হয়, সেই দিনই কলির আবির্ভাব হয়। ইহা হইতে জানা গেল, দ্বাপরের শেষভাগেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

(২) কোন্ দ্বাপর?

কিন্তু দ্বাপরযুগ তো বহুবারই আসিয়া থাকে। কোন্ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল? নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণবাক্যে ইহার উত্তর পাওয়া যায়।—"অষ্টাবিংশতিমে তদ্বদ্দ্বাপরস্যাংশসংক্ষয়ে। নষ্টে ধর্ম্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ॥ —বায়ুপুরাণ॥ ৯৮।৯৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সেইরূপ অষ্টাবিংশযুগে দ্বাপরের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যখন ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, তখন বৃষ্ণিকুলে প্রভু বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে। দ্বাপরান্তে হরের্জন্ম যদোর্ব্বংশে ভবিষ্যতি॥ বি. পু. ৫।২৩।২৫॥—মুচুকুন্দ বলিলেন, পুরাকালে গর্গমুনি বলিয়াছেন, অষ্টাবিংশযুগে দ্বাপরের শেষভাগে যদুবংশে শ্রীহরির জন্ম হইবে।" *

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা গেল, অষ্টাবিংশতিযুগে, দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। "অষ্টাবিংশতিযুগে" বলিতে "অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ"ই বুঝায়; অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত যে দ্বাপর, সেই দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। অথবা, অষ্টাবিংশতি দ্বাপরের অন্তে। তাৎপর্য একই।

কিন্তু "অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ", অথবা "অষ্টাবিংশতি দ্বাপর" বলার তাৎপর্য কি?

লৌকিক জগতে কোনও এক নির্দিষ্ট সময় হইতে অব্দ গণনা করা হয়; তদনুসারে কোনও ঘটনার সময় নির্ধারিত হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মার দিনারম্ভ বা কল্পারম্ভ হইতে সময় গণনা করা হয়। ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে থাকে চৌদ্দটী মন্বন্তর এবং এক এক মন্বন্তরের মধ্যে থাকে একাত্তরটী চতুর্যুগ। তন্মধ্যে কোনও একটী মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল, উল্লিখিত প্রমাণ হইতে তাহাই জানা গেল।

কবিরাজগোস্বামীও সে-কথাই বলিয়া গিয়াছেন। "অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ চৈ. চ. ১।৩।৮॥"

কিন্তু চৌদ্দটী মন্বন্তরের প্রতি মন্বন্তরেই তো একাত্তরটী চতুর্যুগ—সুতরাং অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগও—থাকিতে পারে। কোন্ মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল, উল্লিখিত প্রমাণ হইতে তাহা জানা গেল না। কিরূপে তাহা জানা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

পরাশর-নন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন এবং একতম ঋত্বিকরূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবও উপস্থিত ছিলেন (ভা. ১০।৭৪।৭)। সুতরাং যে মন্বন্তরে ব্যাসদেবের জন্ম হইয়াছিল, সেই মন্বন্তরেই শ্রীকৃষ্ণেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ মন্বন্তরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্ম হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের তৃতীয় অধ্যায় হইতে জানা যায়—মৈত্রেয় মুনির নিকটে ঋষি

---

* "ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ"—ইত্যাদি ভা. ১০।৫১।৪৪-শ্লোকের অন্তর্গত "গর্গবাক্যমনুস্মরন্"-শব্দ-প্রসঙ্গে টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীপাদ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন,—"অষ্টাবিংশতিমে যুগে ভগবানবতরিষ্যতীতি বৃদ্ধগর্গবাক্যমনুস্মরন্নিত্যর্থঃ।" ইহা "বৃদ্ধগর্গাচার্য্যের" উক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাশর বলিয়াছেন, ব্যাসরূপী বিষ্ণু প্রতি দ্বাপরযুগেই বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। **এই বৈবস্বত মন্বন্তরের** সকল দ্বাপরযুগেই মহর্ষিগণ পুনঃ পুনঃ (অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিবার) বেদ বিভাগ করিয়াছেন। "অষ্টাবিংশতি কৃত্বা বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ। বৈবস্বতেঽন্তরেঽস্মিন্ দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ॥ বি. পু. ৩।৩।৯॥" ইহার পরে ঋষি পরাশর (বি. পু. ৩।৩।১১-১৯ শ্লোকে) এই বৈবস্বত-মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপর হইতে সপ্তবিংশ দ্বাপর পর্যন্ত যাঁহারা বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বলিয়া শেষে বলিয়াছেন, অষ্টাবিংশতি দ্বাপরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতেছেন বেদব্যাস। "কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ। অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ॥ বি. পু. ৩।৩।১৯॥" এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যে পরাশরের পুত্র, তাহাও পরাশর নিজে বলিয়া গিয়াছেন—"ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসোঽষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে। বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা বিভজৎ প্রভুঃ॥ বি. পু. ৩।৪।২॥—তৎপরে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরযুগে আমার পুত্র ব্যাস এক চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।"

এইরূপে বিষ্ণু-পুরাণের প্রমাণ হইতে জানা গেল, বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চৌদ্দটী মন্বন্তরের মধ্যে বৈবস্বত হইতেছে সপ্তম মন্বন্তর।

কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন,—"বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ চৈ. চ. ১।৩।৭-৮॥"

বর্তমানেও বৈবস্বত-মন্বন্তরই চলিতেছে। পূর্বে (১।১৫-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ৫১৮৭ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান কলিযুগের প্রবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান কলিযুগের পূর্ববর্তী দ্বাপরেই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাই জানা গেল।

গ। বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত বিভিন্ন যুগের উপাস্য

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে জানা যায়, গত ত্রেতাযুগে এক সময়ে মিথিলেশ্বর নিমিমহারাজের (জনকের) যজ্ঞস্থলে কবি, হবি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি নয়জন যোগীন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে উপনীত হইলে নিমিমহারাজ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নিকটে নয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এক একজন যোগীন্দ্র এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

প্রথম আটটী প্রশ্নের উত্তরে আটজন যোগীন্দ্র যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত শুনিয়া নিমিমহারাজ বুঝিতে পারিলেন—ভগবদবতার ব্যতীত ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তিদিগের উদ্ধারের উপায় নাই। এইরূপ মনে করিয়া তিনি শেষ প্রশ্নটীর উত্থাপন করিলেন। "এতাদৃশানামুদ্ধারো ভগবদবতারং বিনা ন সম্ভবেদিতি মনসি কৃত্বা পৃচ্ছতি কস্মিন্নিতি॥ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকা।” তাঁহার প্রশ্নটী ছিল এই—“কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ। নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥ ভা. ১১।৫।১৯॥—সেই ভগবান্ কোন্ কালে (যুগে), কিরূপ বর্ণে এবং কিরূপ আকারে অবতীর্ণ হয়েন এবং কি কি নামে ও কোন্ কোন্ বিধি অনুসারে লোকগণ তাঁহার পূজা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলুন।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“কস্মিন্নিতি নৃভিঃ সাধারণৈরিত্যর্থঃ। অসাধারণানামন্যাবতারাণাং হ্যুপাসনায়াঃ সর্ব্বদা শ্রুতত্বাৎ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥—এ-স্থলে সাধারণ লোকদিগের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। কেননা, অসাধারণ লোকগণ যে অন্যান্য অবতারের উপাসনা করেন, তাহা সর্ব্বদাই শুনা যায়।”

নিমিমহারাজের এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন নব-যোগীন্দ্রের একতম ঋষি করভাজন। তিনি বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের অবতারের কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের উপাসনাবিধির কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ ভা. ১১।৫।২০॥—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে কেশব নানা বর্ণে, নানা নামে ও নানা আকারে অবতীর্ণ হইয়া নানা বিধি দ্বারা পূজিত হয়েন।”

প্রথমে সত্যযুগসম্বন্ধে ঋষি করভাজন বলিয়াছেন, “কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জ্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ॥ ভা. ১১।৫।২১॥—সত্যযুগে শুক্ল অবতীর্ণ হয়েন; তিনি চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কল-বসন, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত-উপবীতধারী, অ-কার হইতে ক্ষ-কারান্ত বর্ণময়-মালাধারী, দণ্ডধারী ও কমণ্ডলুধারী (তাঁহার যে ব্রহ্মচারীর বেশ, তাহাই বলা হইল। চক্রবর্তিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।”

শুক্ল হইতেছেন সত্যযুগের যুগাবতার। যুগাবতারদের নাম এবং বর্ণ একই। “কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ॥ ল. ভা. যুগাবতার-প্রকরণ॥ ২৫॥”

যুগাবতার-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন “সত্যযুগের ধর্ম্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি। কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি॥ চৈ. চ. ২।২০।২৮১॥” সত্যযুগের যুগাবতার শুক্ল সত্যযুগের যুগধর্ম “ধ্যানের” প্রবর্তন করিয়াছেন।

যাহা হউক, ঋষি করভাজন সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লের উপাসনাবিধির কথা বলিয়া ত্রেতাযুগসম্বন্ধে বলিয়াছেন, “ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ ভা. ১১।৫।২৪॥—ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি চতুর্বাহু, দীক্ষাঙ্গ-ভূত-মেখলাত্রয়ধারী, হিরণ্যকেশ, বেদময়-শরীর, এবং স্রুক্-স্রুবাদি উপলক্ষণে লক্ষিত।”

রক্তবর্ণ বা রক্ত হইতেছেন ত্রেতাযুগের যুগাবতার। তাঁহার কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রেতার যুগধর্ম হইতেছে যজ্ঞ; ত্রেতার যুগাবতার ত্রেতার যুগধর্ম যজ্ঞের প্রবর্তন করিয়াছেন। "ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥ চৈ. চ. ২।২০।২৮২॥"

ঋষি করভাজন ত্রেতার যুগাবতার শুক্লের উপাসনাবিধির কথা বলিয়া দ্বাপরযুগসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ভা. ১১।৫।২৭॥ —দ্বাপরযুগের উপাস্য হইতেছেন ভগবান্ শ্যাম; তিনি পীতবসন, স্বীয় চক্রাদি-অস্ত্রসমন্বিত, শ্রীবৎসাদিচিহ্নে চিহ্নিত, কৌস্তুভাদি এবং পতাকাদি লক্ষণে উপলক্ষিত॥"

ঋষি করভাজন দ্বাপরের উপাস্য পীতবসন-শ্যামের স্তবের কথাও বলিয়াছেন; "নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ভা. ১১।৫।২৯॥—বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, প্রদ্যুম্নকে নমস্কার এবং অনিরুদ্ধকে নমস্কার।"

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাচতুর্ব্যূহ। এই চতুর্ব্যূহের উল্লেখে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে, দ্বাপরের উপাস্য পীতবসন শ্যাম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। "চতুর্ব্যূহ-তা'লিঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণত্বমেব বিশেষতঃ স্পষ্টয়ন্নাহ নমস্ত ইতি॥ শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভটীকা।"

দ্বাপরের যুগাবতার হইতেছেন—"শুকপত্রাভ"। "দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ 'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ'-ইত্যাদি শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকাধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ।"

এইরূপে দেখা গেল, ঋষি করভাজন সত্য ও ত্রেতাযুগ সম্বন্ধে তত্তদ্‌যুগের যুগাবতারের কথা বলিলেন; কিন্তু দ্বাপরযুগ সম্বন্ধে দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভের কথা না বলিয়া বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের কথা। দ্বাপরে অবতীর্ণ এই শ্রীকৃষ্ণই যে দ্বাপরের যুগধর্ম্ম কৃষ্ণপদার্চ্চন, প্রবর্তিত করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুশ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম। কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চনকর্ম্ম। চৈ. চ. ২।২০।২৮৩॥" এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু পূর্বোদ্ধৃত "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ"—ইত্যাদি এবং "নমস্তে বাসুদেবায়"-ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঋষি কর-ভাজনের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই যুগাবতারের কর্ম যুগধর্ম-প্রবর্তনও করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যে অসুর-সংহারাদিও করিয়াছেন, তাহা তো সমস্ত শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে।

এইরূপে জানা গেল—যাঁহাদের উপরে যুগধর্ম-প্রবর্তনের এবং অসুর-সংহারাদির ভার ন্যস্ত, সে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের—যুগাবতারাদির—কার্য গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য কি?

গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যখন যুগাবতারাদির কার্য নির্বাহ করিয়াছেন, তখন পরিষ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে দ্বাপরের যুগাবতারাদি পৃথক্‌ভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই। যুগাবতারাদি অবতীর্ণ হইলে তাঁহারাই তাঁহাদের কর্তব্য করিতেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের কর্তব্য করিতে হইত না।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে যে দ্বাপরের যুগাবতারাদি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও বলা যায় না ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বাপরযুগের অবসান (১১১৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে গতদ্বাপরে যে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও বলা যায় না। কেননা, পূর্বে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া থাকিলে তাঁহাদের কৃত্য যুগধর্ম-প্রবর্তন ও অসুরসংহারাদি তাঁহারাই করিয়া যাইতেন, শ্রীকৃষ্ণকে করিতে হইত না। এ-সমস্ত কারণে জানা যায়, গতদ্বাপরে যুগাবতারাদি কখনও পৃথক্‌ভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের কার্য করিয়াছেন। অর্থাৎ দ্বাপরের জগৎসম্বন্ধী যে-কার্য দ্বাপরের যুগাবতারাদির জন্য নির্ধারিত ছিল, তাঁহারা পৃথক্‌ভাবে অবতীর্ণ না হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণই জগৎসম্বন্ধী সে-সমস্ত কার্য করিয়াছিলেন ।

সত্য ও ত্রেতাযুগে যুগাবতার অবতীর্ণ হইয়া তত্তদ্‌যুগের জগৎসম্বন্ধী কার্য যুগধর্ম-প্রবর্তনাদি কার্য নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, সত্য ও ত্রেতায় সে-সমস্ত কার্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই ।

করভাজন ঋষি কলির উপাস্য সম্বন্ধে "কৃষ্ণবর্ণত্বিষাকৃষ্ণ"-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন ; তিনিও পীতবসন শ্যাম নহেন। সুতরাং কলিযুগেও পীতবসন শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া করভাজন বলেন নাই ।

এইরূপে জানা গেল—বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা করভাজন বলিয়াছেন ; সত্য, ত্রেতা ও কলিতে পীতবসন-শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা তিনি বলেন নাই।

কিন্তু দ্বাপরের যুগাবতারাদিই যখন দ্বাপরের জগৎসম্বন্ধী কার্য করিতে সমর্থ, তখন তাঁহারা পৃথক্‌ভাবে অবতীর্ণ হইলেন না কেন? কেনই বা শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের কার্য করিলেন ?

তবে কি জগৎসম্বন্ধী এমন কোনও কার্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাহা যুগাবতারাদির দ্বারা নির্বাহিত হওয়া সম্ভব নয়? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেই জগৎসম্বন্ধী কার্যটী কি ?

ঘ। শ্রীকৃষ্ণাবতারের জগৎসম্বন্ধী হেতু

পূর্বে (১১১৭-ক এবং ১১১৭ গ-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে, রাগমার্গের ভজন প্রচারই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণাবতারের ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় হেতু এবং (১১১৭ক-অনুচ্ছেদে) ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, রাগমার্গের ধর্মের প্রচারকে সার্থক করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রকটনও অত্যাবশ্যক ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যুগাবতারাদি অন্য ভগবৎ-স্বরূপের পক্ষে ব্রজলীলার প্রকটন সম্ভব নহে। এজন্য তাঁহার অভীষ্ট জগৎসম্বন্ধি-কার্য নির্বাহের জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই অবতীর্ণ হইতে-হইয়াছে। যুগাবতারাদির প্রকটনে তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। এজন্য গতদ্বাপরে যুগাবতারাদির পৃথক্ প্রকটন হয় নাই। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল। ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল॥ চৈ. চ. ১।৪।৮॥" যুগাবতারাদির অবতরণ-কালেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তাঁহারা পৃথক্ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই। তাহার হেতু এই।

পূর্বে (১।১৬-অনুচ্ছেদে) ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই—যুগাবতারাদিও—তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত থাকেন। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" ইত্যাদি ভা. ১০।৮।১৩ এবং "বহূনি সন্তি নামানি" ইত্যাদি ভা. ১০।৮।১৫-এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য হইতেও তাহা জানা যায় (পরবর্তী ২।৫-ক এবং ২।৫।গ-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং গতদ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন যুগাবতারাদি তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত ছিলেন ; বাহিরে পৃথক্ ভাবে তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন নাই। এজন্য তাঁহাদের কার্য যুগধর্ম-প্রবর্তন ও অসুরসংহারাদি যুগোপযোগী কার্য শ্রীকৃষ্ণকেই করিতে হইয়াছে। তিনি ইহা করিয়াছেন অবশ্য তাঁহার নিজস্ব জগৎসম্বন্ধী বিশেষ কার্যের (রাগ-মার্গের ধর্ম-প্রচারের) আনুষঙ্গিকভাবে ; যুগধর্ম-প্রবর্তন ও অসুর-সংহারাদি তাঁহার অবতারের মুখ্য কার্য নহে। "স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥ চৈ. চ. ১।৪।৭ ॥"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—অন্ততঃ গতদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, তখন যুগাবতারাদি পৃথক্ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও যুগাবতারাদি এক সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া জগৎসম্বন্ধি-কার্য নির্বাহ করেন—এইরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই।

আবার ইহাও জানা গেল—অন্ততঃ বর্তমান চতুর্যুগে একমাত্র দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অন্যান্য যুগে তাঁহার স্বয়ংরূপে অবতরণের কথা জানা যায় না ; সুতরাং প্রতিযুগেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—এইরূপ অনুমানও ভিত্তিহীন।

ঙ। শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল গতদ্বাপরেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে কেবল কি গতদ্বাপরেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? তৎপূর্বে কি তিনি কখনও অবতীর্ণ হয়েন নাই ?

শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন, গতদ্বাপরের পূর্বেও তিনি বহু বহু বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ গীতা॥ ৪।৫॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার (উভয়েরই) বহু বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল জন্মের কথা জানি; কিন্তু তুমি জান না।"

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়ে স্বীয় পরিকরদের সঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া যখন-যখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখন-তখনই তাঁহার নিত্যপরিকর অর্জুনাদিকেও তিনি অবতারিত করাইয়া থাকেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি বর্তমান চতুর্যুগের দ্বাপরের ন্যায় পূর্ব-পূর্ব চতুর্যুগসমূহের প্রতি চতুর্যুগের দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

এই প্রসঙ্গে মৎস্যপুরাণের কয়েকটী শ্লোক আলোচিত হইতেছে।

চ। মৎস্যপুরাণের উক্তি

মৎস্যপুরাণের উনসপ্ততিতম অধ্যায় হইতে জানা যায়, ভগবান্ মৎস্যদেব বলিয়াছেন, পুরাকালে রথন্তর-কল্পে স্বয়ং ব্রহ্মা মন্দরস্থ পিনাকপাণি মহাদেবকে এমন একটী ব্রতের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহার অনুষ্ঠানে লোক আরোগ্য, অনন্ত ঐশ্বর্য এবং স্বল্পমাত্র তপস্যাদ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে। মৎস্যদেব আরও বলিয়াছেন, ব্রহ্মার কথা শুনিয়া ঈশ্বর উমাপতি বলিয়াছিলেনঃ—

"অস্মাদ্রথন্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশাৎ পুনর্যদা। বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্য মন্বন্তরে শুভে॥ বৈবস্বতাখ্যে সঞ্জাতে সপ্তমে সপ্তলোককৃৎ। দ্বাপরাখ্যং যুগং তদ্বদষ্টাবিংশতিমং জগুঃ॥ তস্যান্তে স মহাদেবো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি॥ দ্বৈপায়ন-ঋষি স্তদ্বদ্রৌহিণেয়োঽথ কেশবঃ। কংসাদিদর্পমথনঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥ পুরীং দ্বারাবতীং নাম সাম্প্রতং যা কুশস্থলী। দিব্যানুভাবসংযুক্তামধিবাসায় শার্ঙ্গিণঃ। ত্বষ্টা মমাজ্ঞয়া তদ্বৎ করিষ্যতি জগৎপতেঃ॥ তস্যাং কদাচিদাসীনঃ সভায়ামমিতদ্যুতিঃ। ভার্য্যাভির্বৃষ্ণিভিশ্চৈব ভূভৃদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ॥ কুরুভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরবভিতঃ কৈটভার্দ্দনঃ। প্রবৃত্তাসু পুরাণাসু ধর্ম্মসম্বর্দ্ধিনীষু চ॥ কথান্তে ভীমসেনেন পরিপৃষ্টঃ প্রতাপবান্। ত্বয়া পৃষ্টস্য ধর্ম্মস্য রহস্যস্যাস্য ভেদকৃৎ। —মৎস্যপুরাণ॥ ৬৯।৫-১২॥

—এই রথন্তর-নামক ত্রয়োবিংশকল্পের পরে পুনরায় যখন বারাহ-কল্প হইবে, সেই বারাহ-কল্পের বৈবস্বত-নামক শুভসপ্তম মন্বন্তর উপস্থিত হইলে সেই মন্বন্তরের তদ্বৎ (পূর্ব্ববৎ) অষ্টাবিংশতিম দ্বাপর-নামক যুগ কীর্তিত হইবে। সেই দ্বাপরযুগের শেষভাগে সপ্তলোককর্তা মহাদেব বাসুদেব জনার্দন বিষ্ণু ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত দ্বৈপায়ন, তদ্বৎ রৌহিণেয় (রোহিণী-নন্দন) ও কেশব—এই তিনরূপে আবির্ভূত হইবেন। কেশব কংসাদির দর্প দলন করিয়া (জগতের)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লেশ নাশ করিবেন। তাঁহার পুরীর নাম হইবে দ্বারাবতী; বর্তমানে ইহার নাম কুশস্থলী। জগৎপতি শার্ঙ্গপাণির বাসের নিমিত্ত আমার আদেশে বিশ্বকর্মাকর্তৃক তদ্বৎ (পূর্ববৎ) দিব্যানুভাবসংযুক্তা দ্বারাবতী পুরী নির্মিত হইবে। সেই দ্বারকাপুরীতে কোনও এক সময়ে অমিতদ্যুতি কেশব সভামধ্যে আসীন হইবেন। তাঁহার চতুর্দিকে তাঁহার ভার্যাগণ, বৃষ্ণিগণ, ভূরিদক্ষিণ ভূভৃদ্‌গণ, কৌরবগণ এবং দেব-গন্ধর্বগণ উপবেশন করিবেন। সেই সময় ধর্মসম্বন্ধীয় নানা পুরাণ-প্রস্তাব প্রবৃত্ত হইলে অনেক কথার পরে ভীমসেন প্রতাপবান্ কেশবকে প্রশ্ন করিবেন। (ইহার পরে উমাপতি ব্রহ্মাকে বলিলেন) তুমি যে ধর্ম-রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে, ভীমসেন প্রশ্ন করিয়া সেই রহস্যেরই ভেদকর্ত্তা হইবেন।"

(১) শ্লোকগুলি-সম্বন্ধে আলোচনা

এক্ষণে এই শ্লোকগুলি-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথাই বলা হইয়াছে

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে কোন্ ভগবৎ-স্বরূপের পুনরবতরণের কথা বলা হইয়াছে, শ্লোকোক্তি হইতে তাহা নির্ণয় করা যায়।

যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় পরিকরদের সহিতই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ-বিশেষ পরিকর থাকেন এবং বিশেষ-বিশেষ ধামও থাকে। পরিকরদের নাম এবং ধামের নাম জানা গেলে ভগবৎ-স্বরূপের পরিচয়ও জানা যায়। উমাপতি ব্রহ্মার নিকটে যে ভগবৎ-স্বরূপের পুনরবতরণের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার পরিকরদের নামও বলিয়াছেন, ধামের নামও বলিয়াছেন। পরিকরদের মধ্যে "ভার্যার" কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভার্যার নাম বলেন নাই; সুতরাং "ভার্যা"-শব্দ দ্বারা স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইবে না; কেননা, একাধিক ভগবৎ-স্বরূপই স্ব-স্ব ভার্যা বা ভার্যাগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

অপর পরিকরগণের মধ্যে বৃষ্ণিগণের কথা, কুরুগণের কথা—কৌরবগণের কথা, ভীমসেনের (ভীমসেনের উপলক্ষণে পাণ্ডবগণের) কথা এবং রৌহিণেয়ের (রোহিণীনন্দন বলরামের) কথা বলিয়াছেন। ইঁহারা হইতেছেন স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরিকর। সুতরাং উমাপতি যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের পুনরবতরণের কথাই বলিয়াছেন, তাহাই জানা গেল।

যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার ধামের কথাও বলা হইয়াছে—দ্বারাবতী—দ্বারকা। ইহাও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই ধাম। উমাপতি বলিয়াছেন, বর্তমানে যে নগরীর নাম কুশস্থলী, সেই কুশস্থলীর স্থানেই দ্বারাবতী নির্মিত হইবে। কুশস্থলী-স্থানে নির্মিতা দ্বারাবতী যে শ্রীকৃষ্ণেরই ধাম, বিষ্ণুপুরাণ হইতেও তাহা জানা যায়। বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশের প্রথম অধ্যায় (২০-৩৫ শ্লোক) হইতে জানা যায়, পুরাকালে কুশস্থলীর অধিপতি রৈবত-কুকুদ্মী তাঁহার কন্যা রেবতীর বিবাহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য কয়েকজন পাত্রের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কোন্ পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা সঙ্গত, তাহা জানিবার নিমিত্ত রেবতীকে লইয়া সত্যলোকে ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সত্যলোকে দুইজন গন্ধর্ব মধুর গান করিতেছিলেন; রাজা কুকুদ্মী সেই গান শ্রবণে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, বহু যুগ অতীত হইয়া গেলেও তিনি মনে করিয়াছিলেন—মুহূর্তকালমাত্র তিনি গান শুনিয়াছেন। গান শেষ হইয়া গেলে তিনি ব্রহ্মার নিকটে স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। তখন ব্রহ্মা মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার অভিমত পাত্রগণ তো এখন নাই-ই, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদির সন্ততিগণও নাই। কেননা, তোমার এ-স্থানে আসার পরে বহু বহু যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তোমার মন্ত্রী, মিত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈন্যাদি কেহই নাই। অন্য যোগ্য পাত্র স্থির করিতে হইবে।" ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া রাজা যোগ্য পাত্রের কথা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—"অমরাবতী-তুল্য রমণীয় তোমার যে কুশস্থলী পুরী ছিল, সেই পুরী এক্ষণে দ্বারকা নাম্নী পুরী হইয়াছে, সে-স্থলে কেশবের অংশ বলদেব আছেন। এই বলদেবের নিকটেই তোমার এই কন্যাকে প্রদান কর।" ব্রহ্মার এই উক্তি হইতেও জানা গেল—দ্বারাবতী হইতেছে কৃষ্ণ-বলরামের ধাম। আবার, যাঁহার পুনরবতরণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে "শার্ঙ্গপাণি" বলা হইয়াছে। "শার্ঙ্গপাণি" হইতেছেন দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, শার্ঙ্গ তাঁহার অস্ত্র। ইহা দ্বারাও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে।

(২) কল্প-সম্বন্ধে আলোচনা

ব্রহ্মার দিনকে কল্প বলে। ত্রিশটী কল্প আছে; ব্রহ্মার একটী মাসেও ত্রিশটী দিন আছে। ত্রিশটী কল্প হইতেছে বোধহয় ব্রহ্মার মাসের তারিখের তুল্য। কল্পসমূহের নাম ও পর্যায় সম্বন্ধে পুরাণে মতভেদ দৃষ্ট হয়। উমাপতির উক্তি হইতে জানা যায়, রথন্তর-কল্প হইতেছে ত্রয়োবিংশতি কল্প, অর্থাৎ ব্রহ্মার কোনও একমাসের ২৩শে তারিখ; আর তাহার পরবর্তী কল্প হইতেছে বারাহ-কল্প; বারাহ-কল্প হইতেছে চতুর্বিংশতি কল্প, অর্থাৎ ব্রহ্মার সেই মাসের ২৪শে তারিখ।

(৩) শ্লোকস্থ "পুনঃ"-শব্দ-সম্বন্ধে আলোচনা

মৎস্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের মধ্যে প্রথম শ্লোকে "বারাহ"-শব্দের পূর্বে যে "পুনঃ" শব্দ আছে, আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, "বারাহ"-শব্দের সঙ্গেই যেন তাহার সম্বন্ধ; অনুবাদেও এই আপাতঃ দৃষ্ট অর্থই প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ, "বারাহ"-শব্দের সঙ্গে এই "পুনঃ"-শব্দের মুখ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। এ-কথা বলার হেতু এই:—

"বারাহ"-শব্দের সঙ্গেই যদি "পুনঃ"-শব্দের মুখ্য সম্বন্ধ মনে করিতে হয়, তাহা হইলে উমাপতির উক্তির মর্ম হইবে—"পুনরায় যখন বারাহ কল্প আসিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন।" কিন্তু ইহা উমাপতির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য হইতে মনে হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বারাহ-কল্পেই অবতীর্ণ হয়েন, অন্য কোনও কল্পে নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই। ব্রহ্মার এক মাসের মধ্যে ত্রিশটী কল্প। প্রতি কল্পেই ব্রহ্মার দিনাবসানে স্বর্গলোক পর্যন্ত সম্যক্‌রূপে ধ্বংস হইয়া যায়, দিনের পর রাত্রির অবসানে যখন আর এক কল্প আসে, তখন আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকগুলির সৃষ্টি হয়। এইরূপে ব্রহ্মার একমাসের মধ্যে ত্রিশবারই স্বর্গলোক পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তত্রত্য জীবসমূহও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি কেবল একটীমাত্র কল্পেই—বারাহকল্পেই—অবতীর্ণ হয়েন এবং অবতীর্ণ হইয়া কেবল একটীমাত্র কল্পেই যদি তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধীয় বিশেষ কার্য রাগমার্গের ধর্ম প্রচার করেন—যে ধর্মের অনুসরণে জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাহার স্বরূপানুবন্ধী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে (১।১৭-গ অনু) এবং যে রাগমার্গের ধর্ম যুগাবতারাদি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই সার্থকভাবে প্রচার করিতে সমর্থ নহেন [১।১৭ক (২) অনু]—তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, জীবের একমাত্র প্রিয় [১।১৭ক (১) অনু] পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল এক কল্পের জীবগণের সম্বন্ধেই তাঁহার প্রিয়ত্ব প্রদর্শন করেন, অন্য ঊনত্রিশ কল্পের জীবগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শদ করিয়া থাকেন। এইরূপ মনে করিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমস্ত জীবেরই যে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, শ্রুতি-কথিত এই কথারও কোনও সার্থকতা থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণেত্ব অংশ যুগাবতারাদিও যখন প্রতিযুগে—সুতরাং প্রতিকল্পেই—অবতীর্ণ হয়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতিকল্পে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী আলোচনা হইতেও তাহা বুঝা যাইবে। তবে প্রশ্ন হইতেছে—প্রতি কল্পে কোন্ সময়ে, বা কোন্ কোন্ সময়ে, তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ?

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হইবেন, ব্রহ্মার নিকটে উমাপতি তাহাই বলিয়াছেন—বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তরে। এই মন্বন্তরের বিশেষত্ব-সূচক একটী বিশেষণেরও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—"শুভে",—"শুভে বৈবস্বতাখ্যে সঞ্জাতে সপ্তমে"। এই মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া জীবের "শুভ—রাগমার্গের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরম মঙ্গল"—বিধান করিবেন বলিয়াই এই বৈবস্বত-মন্বন্তরকে "শুভ" বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পুনরবতরণ-সম্বন্ধে উমাপতির মুখ্য বক্তব্যই হইতেছে এই "শুভ বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তর"।

এ-সমস্ত কারণে মনে হয়, "পুনঃ"-শব্দের মুখ্য সম্বন্ধ হইতেছে "বৈবস্বত"-শব্দের সঙ্গে, "বারাহ"-শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে গৌণ—বারাহ-কল্পের বৈবস্বত-মন্বন্তর "শুভ" বলিয়া বারাহ-কল্পকেও "শুভ" বলা যায়।

বৈবস্বত-মন্বন্তরের মধ্যেও একাত্তরটী চতুর্যুগ আছে; ইহাদের কোন্ চতুর্যুগের অন্তর্গত কোন্ যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, উমাপতি তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের—অর্থাৎ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরের—শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উমাপতি বলিয়াছেন—বৈবস্বত-মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ "পুনঃ—পুনরায়" অবতীর্ণ হইবেন। এ-স্থলে "পুনঃ—পুনরায়"-শব্দে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেও বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের শেষভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; অন্যথা, "পুনঃ"-শব্দের কোনও সার্থকতাই থাকে না। এই "পুনঃ"-শব্দে ইহাও সূচিত হইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বৈবস্বত-মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের শেষ ভাগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অন্য কোনও মন্বন্তরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না এবং বৈবস্বত-মন্বন্তরের অন্তর্গত একাত্তরটী দ্বাপরের মধ্যেও কেবল অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন, অন্য কোনও দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন না। বস্তুতঃ, বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরই "শুভ", তাহাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াই বৈবস্বত-মন্বন্তর "শুভ" হইয়াছে। এজন্য "শুভ"-শব্দে এই বৈবস্বতকে বিশেষিত করা হইয়াছে।

(৪) "তদ্বৎ"-শব্দ-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্বেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, উমাপতি-কথিত শ্লোকগুলির মধ্যে তিন স্থলে যে-"তদ্বৎ"-শব্দ আছে, তাহা হইতেও তাহা বুঝা যায়।

উমাপতি বলিয়াছেন—বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তর উপস্থিত হইলে সেই মন্বন্তরের **তদ্বৎ** অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন (দ্বাপরাখ্যং যুগং তদ্বদষ্টাবিংশতিমং জগুঃ। তস্যান্তে স ইত্যাদি)। "তদ্বৎ"-শব্দের অর্থ হইতেছে—সেইরূপ, পূর্ববৎ। তাৎপর্য—পূর্বে যেমন তিনি বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের শেষভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বারাহ-কল্পের বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের শেষভাগে আবার অবতীর্ণ হইবেন।

আবার, শ্রীকৃষ্ণের পুরী দ্বারাবতীসম্বন্ধে উমাপতি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের পুরী দ্বারাবতীকে বিশ্বকর্মা **তদ্বৎ** দিব্যানুভাবসংযুক্ত করিবেন—অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব অবতরণ-কালের ন্যায় বারাহ-কল্পেও দ্বারাবতীকে দিব্যানুভাবযুক্ত করা হইবে।

আবার "রৌহিণেয়"-শব্দের পূর্বেও একটি "তদ্বৎ"-শব্দ আছে। ইহা দ্বারাও বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যেমন "রৌহিণেয়—বলদেব"-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এবারও করিবেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্লোকোক্ত তিনটী "তদ্বৎ"-শব্দ হইতেও জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেও বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের শেষ ভাগেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং "অস্মাৎ রথন্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশাৎ পুনর্যদা বারাহো ভবিতা"—এই বাক্যের অন্তর্গত "পুনঃ"-শব্দ হইতেও বুঝা যায়, রথান্তর-কল্পেও শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—রথন্তর-কল্পে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পুনরায় বারাহ-কল্পে অবতীর্ণ হইবেন।

পূর্ববর্তী খ (২)-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত বায়ুপুরাণ-শ্লোকেও একটী "তদ্বৎ"-শব্দ দৃষ্ট হয়—"অষ্টা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশতিমে তদ্বদ্দ্বাপরস্যাংশসংক্ষয়ে—তদ্রূপ অষ্টাবিংশ দ্বাপরের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে” শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই উক্তিও মৎস্যপুরাণের “তদ্বৎ”-শব্দের তাৎপর্যই প্রকাশ করিতেছে।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—প্রতিকল্পেই বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

(৫) কেবল বৈবস্বত-মন্বন্তরে এবং কেবল দ্বাপরে কেন?

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় এবং পরম করুণ। তিনি কেবলমাত্র বৈবস্বত-মন্বন্তরেই কেন অবতীর্ণ হয়েন? অন্য মন্বন্তরে অবতীর্ণ হয়েন না কেন? আবার কেবলমাত্র দ্বাপরেই বা অবতীর্ণ হয়েন কেন? অন্যান্য যুগে কেন অবতীর্ণ হয়েন না?

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মার একটী উক্তি উদ্ধৃত করা হইতেছে। ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—“কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্। ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ভা. ১০।১৪।২১॥ —হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! যোগমায়া বিস্তার করিয়া তুমি ক্রীড়া (লীলা) করিতেছ। কোথায়, কেন, বা কি প্রকারে, কি পরিমাণ (কতগুলি) এবং কোন্ সময়ে তুমি কোন্ লীলা করিতেছ, এই ত্রিলোকীতে তাহা কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে?”

শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বতন্ত্র, তিনি ইচ্ছাময়। তিনি কখন কি করেন এবং কেনই বা করেন, কখন কি করেন না এবং কেনই বা তাহা করেন না—ইহা একমাত্র তিনিই জানেন, অপর কেহ জানিতে পারে না, এমন কি ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না।

(৬) বারাহ-কল্পের উল্লেখ কেন?

বলা হইল—শ্রীকৃষ্ণ কেবল বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তরেই অবতীর্ণ হয়েন, অন্য কোনও মন্বন্তরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না। এই বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তর তো প্রতিকল্পেই আছে। সুতরাং কল্পের নামোল্লেখ করার কোনও প্রয়োজনই হয় না। এই অবস্থায় বারাহ-কল্পের নাম উল্লিখিত হইল কেন?

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। বারাহ-কল্পের নামোল্লেখের একটী হেতু এই হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতিকল্পেই অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বিদিত করা। এই রথন্তর-কল্পে যেমন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তেমনি আবার তৎপরবর্তী বারাহ-কল্পেও অবতীর্ণ হইবেন।

আর একটী হেতুও হইতে পারে—ব্রহ্মাকে আশ্বাস দেওয়া। উমাপতি ব্রহ্মাকে জানাইলেন—“তুমি অদ্য যে ধর্মরহস্য জানিতে চাহিয়াছ, তাহা কল্যই মধ্যাহ্নের পূর্বেই ভীমসেন উদ্ঘাটিত করিবেন বা করাইবেন। সুতরাং তোমার এখন ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই।”

“কল্য মধ্যাহ্নের পূর্বেই”—একথা বলার তাৎপর্য কথিত হইতেছে।

ব্রহ্মা উমাপতির নিকটে প্রশ্ন করিয়াছিলেন রথন্তরনামক ত্রয়োবিংশতিম কল্পে; সেই কল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল ব্রহ্মার পক্ষে "অদ্য"। তাহার পরবর্তী বারাহ-নামক চতুর্বিংশতিম কল্প হইবে ব্রহ্মার পক্ষে "কল্য—আগামী কল্য"। এই আগামী কল্যই ভীমসেন ব্রহ্মার জিজ্ঞাস্য ধর্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত করিবেন বা করাইবেন।

ব্রহ্মার এককল্পের (অর্থাৎ একদিনমানের) মধ্যে চৌদ্দটী মন্বন্তর থাকে—মধ্যাহ্নের পূর্বে সাতটী এবং পরে সাতটী মন্বন্তর। সুতরাং ব্রহ্মার মধ্যাহ্ন হয় বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তর সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গেলে। অন্যান্য মন্বন্তরের ন্যায় বৈবস্বত-মন্বন্তরেও একাত্তরটী চতুর্যুগ থাকে; এই একাত্তটী চতুর্যুগ শেষ হইয়া গেলেই মধ্যাহ্ন আসিবে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল (যে-কালে ভীমসেন ব্রহ্মার জিজ্ঞাসিত ধর্মরহস্যের কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই কাল) অষ্টাবিংশতিম দ্বাপর হইবে মধ্যাহ্নের অনেক পূর্বে।

যাহা হউক, মৎস্যপুরাণের শ্লোকসমূহের আলোচনা হইতে জানা গেল—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-সময়-সম্বন্ধে যে কোনও নিয়ম নাই, তাহা নহে। নিয়ম আছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে যখন-তখন অবতীর্ণ হয়েন না। এককল্পে (অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতিদিনে) তিনি একবারমাত্র অবতীর্ণ হয়েন, তাহাও আবার প্রতি বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরের শেষভাগে।

উপসংহার—এক কল্পে একবার অবতরণ

মৎস্যপুরাণের শ্লোকসমূহের আলোচনায় জানা গেল—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে প্রতিকল্পে (ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনে) একবারমাত্র ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরের শেষভাগে।

এ-জন্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূনামক গ্রন্থের পূর্ব খণ্ডে তৃতীয় পূরণে মধুকণ্ঠের মুখে প্রকাশ করাইয়াছেন—দেবাদিদেব শ্রীনারায়ণ স্বপ্নযোগে শ্রীনন্দ-যশোদার নিকটে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তোমাদের অনুগত; স্ববিষয়ক-ভক্তি প্রবর্তনের নিমিত্ত তিনি প্রতিকল্পেই তোমাদের যোগেই ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। "স তু সদা ভবতোরেবানুগতঃ প্রতিকল্পং স্বভক্তিপ্রবর্ত্তনায়···স্বয়মেব পৃথিব্যাং ভবতোর্ভবতোরেব ভবং লভত এব ॥ ৩।৫১ ॥" পূর্বচম্পূতে ইহার পরেও আবার বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বিপরার্ধে প্রতিকল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। "ব্রজজনানাং যেষামধিমধ্যং প্রতিদ্বিপরার্দ্ধং প্রতিকল্পমাবির্ভবতি ॥ ৩।৯২ ॥" ব্রহ্মার আয়ুষ্কালকে "পর" বলা হয় (কূর্মপুরাণ, ৫ম অধ্যায়)। তাহার অর্ধেককে বলে "পরার্দ্ধ"। "দ্বিপরার্দ্ধ"-শব্দে ব্রহ্মার সমগ্র আয়ুষ্কালকে বুঝায়। চম্পূপ্রোক্ত "প্রতিদ্বিপরার্দ্ধং প্রতিকল্পমাবির্ভবতি"-বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল (দ্বিপরার্ধ) পূর্ণ হইয়া গেলে মহাপ্রলয় হয়; তাহার পরে আবার সৃষ্টিকার্য হয়, ব্রহ্মারও আবার উৎপত্তি হয়, এই ব্রহ্মাও দ্বিপরার্ধকাল থাকেন; এইরূপ ক্রমে সৃষ্টিকার্য এবং ব্রহ্মার উদ্ভবও প্রবাহরূপে চলিতে থাকে। এই সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে প্রতি ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল প্রতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিপরার্ধ মধ্যে প্রতিকল্পেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অনাদিকাল হইতে যত যত কল্প হইয়া গিয়াছে, কিম্বা ভবিষ্যতেও যত যত কল্প হইবে, তাহাদের প্রত্যেক কল্পেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং হইবেন; কোনও কল্পই বাদ যাইবে না!

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্য শ্রীল কবিরাজগোস্বামীও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥ —চৈ. চ. ১।৩।৩-৪॥"

২৩। শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম

শ্রীরাধার মহিমা-কথন-প্রসঙ্গে রামানন্দরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বলিয়াছেন—"যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ চৈ. চ. ২।৮।১৪৪॥"—পতিব্রতাকুলশিরোমণি বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীও শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম কামনা করেন।

পতির সুখ-দুঃখেই যাঁহার সুখ-দুঃখ, সর্বপ্রকারে, এমন কি নিজের অঙ্গদ্বারাও, পতির প্রীতি-বিধানই এবং পতির দুঃখ-দূরীকরণই যাঁহার একমাত্র ব্রত, তাঁহাকেই পতিব্রতা রমণী বলা হয়। উপপতিকে বা অন্য কোনও পুরুষকে সেইভাবে সুখী করার জন্য যে নারীর চেষ্টা বা ইচ্ছা দেখা যায়, তাঁহাকে কেহ পতিব্রতা বলে না। রায়রামানন্দ শ্রীরাধার যে পতিব্রতা-ধর্মের কথা বলিলেন, শ্রীরাধার সেই পতি কে, তাহাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

যোগমায়ার প্রভাবে অন্যান্য সকলে অভিমন্যুকেই শ্রীরাধার পতি বলিয়া মনে করিতেন। এই অভিমন্যুরূপ পতিসম্বন্ধে শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম রায়রামানন্দের অভিপ্রেত হইতে পারে না; কেননা, শ্রীরাধা কখনও অভিমন্যুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন নাই; যোগমায়া সর্বদা শ্রীরাধার দর্শন হইতেও অভিমন্যুকে দূরে রাখিতেন। অথচ, লৌকিকী প্রতীতিতে যিনি শ্রীরাধার পতি নহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জনের, নিজাঙ্গদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের, জন্যই শ্রীরাধার ব্যাকুলতার কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। যে-কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানই শ্রীরাধার একমাত্র ব্রত ছিল বলিয়াই শাস্ত্র হইতে জানা যায়। এই অবস্থায়, অভিমন্যু-সম্বন্ধে শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম রায়রামানন্দের অভিপ্রেত হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত উল্লিখিতভাবে অপর কাহারও মনোরঞ্জনের চেষ্টার বা ইচ্ছার কথাও জানা যায় না। এইরূপে জানা গেল—রায়রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রীরাধার পতি বলিয়াছেন।

প্রকটলীলাতে লৌকিকী প্রতীতিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পতি না হইলেও, অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্বে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ না হইয়া থাকিলেও, রামানন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রায়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়—অন্য লোকে যাহাই বলুক না কেন, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় পতি বলিয়া মনে করিতেন। উদ্ধবের নিকটে স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণও সে-কথাই বলিয়াছেন। উদ্ধবের নিকটে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥ ভা. ১০।৪৬।৪॥—ব্রজগোপীগণ আমাকেই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই) তাঁহাদের প্রেষ্ঠ 'দয়িত' মনে করেন।" এই শ্লোকের "দয়িত"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিয়াছেন—"মাং দয়িতং নিজপতিমিতি, ন তু পাণিগ্রহিতারং গোপম্—ব্রজগোপীগণ আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) তাঁহাদের নিজ পতি বলিয়া মনে করেন; যাঁহারা তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন (বলিয়া লোকের প্রতীতি), সে-সকল গোপগণকে তাঁহারা পতি বলিয়া মনে করেন না।" গোপীগণের উক্তিও তদ্রূপই। উদ্ধবের নিকটে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে॥ ভা. ১০।৪৭।২১॥—আর্যপুত্র (শ্রীকৃষ্ণ) এখনও মধুপুরীতে আছেন তো?" এ-স্থলে "আর্যপুত্র"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—"আর্য্যস্য শ্রীগোপেন্দ্রস্য পুত্রোঽস্মৎস্বামীতি বা—গোপেন্দ্র শ্রীনন্দের পুত্র আমাদের স্বামী"। প্রাচীনকালে রমণীগণ স্বামীকে "আর্যপুত্র" বলিতেন। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ"-ইত্যাদি ভা. ১০।৩৩।৩৫-শ্লোকের বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণী টীকাতেও শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"পরদারত্বা-ভাবাৎ পরদারসেবা নাস্তীতি পরিহৃতম্॥—পরদারত্ব নাই বলিয়া পরদার-সেবাও নাই"। শ্রীপাদ সনাতনের এই উক্তি হইতে জানা গেল, শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদার বা পরকীয়া স্ত্রী নহেন; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী; শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপই মনে করিতেন; এ-জন্য গোপীদের সঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরস্ত্রী-সঙ্গ নহে। এ-সমস্ত কারণে পূর্বে ১।১৭খ (৮)-অনুচ্ছেদে ৫০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—"গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে পরপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন না, শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণকে পরকীয়া রমণী বলিয়া মনে করিতেন না।"

শ্রীকৃষ্ণরূপ পতিসম্বন্ধে শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীদের পতিব্রতা-ধর্ম ছিল সর্বতোভাবে অবিচল। অন্য কোনও পুরুষের কথা তো দূরে, শ্রীনারায়ণের দর্শনেও তাঁহাদের চিত্ত নারায়ণের প্রতি কান্তভাবে বা পতিভাবে আকৃষ্ট হইত না। নারায়ণের কথা দূরে, শ্রীরাধার কথাও দূরে, কৌতুকবশতঃ লীলাশক্তির প্রভাবে স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণও যদি কখনও চতুর্ভুজ হইয়া নারায়ণের রূপ ধারণ করিতেন, তাহা হইলে শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা অন্য গোপীগণের চিত্তও কান্তভাবে বা পতিভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত না, তাঁহারা নারায়ণ-জ্ঞানে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া নন্দ-নন্দনকে পাওয়ার জন্য বর প্রার্থনা করিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীরাধার কথা আর কি বলা যাইবে? অথচ, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের স্বরূপ-তত্ত্ব বিচার করিলে বুঝা যায়, কান্তভাবে নারায়ণের প্রতি তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ-কথা বলার হেতু এই। শ্রীরাধিকা হইতেছেন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ। হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তাশক্তি; শ্রীরাধা হইতেছেন তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের মূল-কান্তাশক্তি। যে-ধামে শ্রীকৃষ্ণ যে-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, সেই ধামে শ্রীরাধাও তদনুরূপ কান্তা-শক্তিরূপে বিরাজিত—দ্বারকায় মহিষীরূপে, পরব্যোমে লক্ষ্মীরূপে, ব্রজে তাঁহার কায়ব্যূহ অন্য গোপীরূপে। বস্তুতঃ মূল-কান্তাশক্তি শ্রীরাধাই যথাযথভাবে আত্মপ্রকট করিয়া বাসুদেব-নারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের কান্তা-শক্তিরূপে বিরাজিত। ইহা হইতেই জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের যে-কোনও স্বরূপের—নারায়ণাদি যে-কোনও স্বরূপের—সম্বন্ধে কান্তভাব শ্রীরাধার স্বরূপতত্ত্বের দিক্ দিয়া অসম্ভব নহে। তথাপি মূল-কান্তাশক্তি শ্রীরাধারূপে তাঁহার চিত্ত, এমন কি তাঁহার কায়ব্যূহরূপা অন্য গোপীদের চিত্তও, যে নারায়ণাদির প্রতি কান্তভাবে আকৃষ্ট হয় না, ইহাই হইতেছে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ পতিসম্বন্ধে, শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্মের অবিচলত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বশিষ্ঠ-পত্নীঅরুন্ধতী শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্মের এতাদৃশ—নারায়ণাদির দর্শনেও এইরূপ—সম্যক্‌রূপে অবিচলত্ব কামনা করেন।

অরুন্ধতী শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্মের অবিচলত্ব কামনা করেন—রায়রামানন্দের এই উক্তির ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীরাধার পাতিব্রত্য কিছুতেই বিচলিত হয় না, এমন কি নারায়ণাদির দর্শনেও না; কিন্তু অরুন্ধতীর পতিব্রতা-ধর্ম বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে; নচেৎ তিনি শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম কামনা করিবেন কেন? ইহাতে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে, অন্য কোনও লোকের দর্শনে না হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বা নারায়ণাদির দর্শনে অরুন্ধতীর বশিষ্ঠ-নিষ্ঠ চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইরূপ মনে না করিলে "যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী"—এই বাক্যের সার্থকতা এবং সারস্য থাকে না। শ্রীরাধার গুণ-মহিমা-কথন-প্রসঙ্গে রামানন্দরায় এ-স্থলে অন্য যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদেরও এতাদৃশ সারস্য ও সার্থকতা দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধা-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥ যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥ চৈ. চ. ২।৮।১৪৩-৪৫॥" ক্রমশঃ এই উক্তিগুলির তাৎপর্য আলোচিত হইতেছে। প্রথমতঃ সত্যভামার কথা। পতির নিকটে অত্যধিক আদর পাওয়াকে রমণীদের সৌভাগ্য বলে। "সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকা ভবেৎ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভধৃত হরিবংশ-বচন—শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণের মধ্যে সত্যভামা হইতেছেন উত্তমা এবং সৌভাগ্যেও অধিকা"। সত্যভামা সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী হইয়াও শ্রীরাধার সৌভাগ্য কামনা করেন। সত্যভামার সৌভ্যগ্যের হেতু হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের আদর বা প্রীতি। যে-কান্তার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদর বা প্রীতি যত বেশী, তিনিই তত বেশী সৌভাগ্যবতী। শ্রীকৃষ্ণের এই আদর বা প্রীতির হেতু হইতেছে আবার কান্তার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম; সুতরাং যে-কান্তার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যত বেশী, তিনিই তত বেশী সৌভাগ্যবতী। কিন্তু ব্রজগোপীদের সকলের মধ্যে সাধারণভাবে যে মহাভাব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ প্রেম বিরাজিত, উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, সত্যভামাদি মহিষীগণের পক্ষে তাহাও হইতেছে "অতি তুর্ল্লভ। মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিতুর্ল্লভঃ॥ উ. নী. ম.॥" সুতরাং ব্রজগোপীদের সৌভাগ্যও সত্যভামার পক্ষে অতিতুর্ল্লভ। শ্রীরাধা হইতেছেন আবার "মহাভাব-স্বরূপিণী"; সুতরাং শ্রীরাধার সৌভাগ্য যে সত্যভামার সৌভাগ্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দ্বারকায়, বা ব্রজব্যতীত অন্য ধামের কৃষ্ণকান্তাদের মধ্যে সত্যভামা সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী হইলেও শ্রীরাধার সৌভাগ্যের তুলনায় সত্যভামার সৌভাগ্য অকিঞ্চিৎকর। শ্রীরাধার সৌভাগ্য সর্বাতিশায়ী বলিয়াই সত্যভামা শ্রীরাধার সৌভাগ্য কামনা করেন। তারপর ব্রজরামাদিগের কলা-বিলাস-শিক্ষা। ব্রজরামাগণও কলা-বিলাসে অত্যন্ত সুদক্ষা; কিন্তু শ্রীরাধার দক্ষতা তদপেক্ষা অনেক বেশী; এজন্য তাঁহারা শ্রীরাধার নিকটে কলা-বিলাস শিক্ষা করেন। তারপর লক্ষ্মী-তুর্গাদির কথা। শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, লক্ষ্মী-পার্বতী হইতেছেন শ্রীরাধার অংশ, শ্রীরাধা তাঁহাদের অংশিনী। শ্রীরাধার সৌন্দর্যাদিগুণও হইবে তাঁহার অংশ লক্ষ্মী-পার্বতীর সৌন্দর্যাদিগুণ হইতে উৎকর্ষময়। এজন্য লক্ষ্মী-পার্বতী শ্রীরাধার সৌন্দর্যাদিগুণ কামনা করেন। এক্ষণে অরুন্ধতীর কথা। পাতিব্রত্যে অরুন্ধতী সুপ্রসিদ্ধা; কিন্তু তিনিও শ্রীরাধার পাতিব্রত্য কামনা করেন। শ্রীরাধা অপেক্ষা সত্যভামার সৌভাগ্য যেমন উন, ব্রজরামাগণের কলাবিলাস যেমন উন এবং লক্ষ্মী-পার্বতীর সৌন্দর্যাদিগুণ যেমন উন, শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম হইতে অরুন্ধতীর পতিব্রতাধর্ম তেমনই উন হইলেই রায়রামানন্দের "যার পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী"-বাক্যের সার্থকতা এবং সারস্য থাকিতে পারে। পাতিব্রত্যে শ্রীরাধার এই উৎকর্ষ কোথায়, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে—নারায়ণের দর্শনে, এমন-কি কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ সাজিয়া বসিলে তাঁহার দর্শনেও—শ্রীরাধার কথা তো দূরে—শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা অন্য গোপীদের চিত্তও কান্তভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। ইহা হইতেই ধ্বনিত হইতেছে যে, নারায়ণাদির দর্শনে অরুন্ধতীর বশিষ্ঠ-নিষ্ঠা বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শ্রীরাধার পাতিব্রত্যের এতাদৃশ উৎকর্ষই অরুন্ধতীর কাম্য।

ক। অরুন্ধতীর শ্রীকৃষ্ণমাতৃকোটিত্ব-প্রসঙ্গ

এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন—"স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অরুন্ধতীর ন্যায় রমণীদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করেন না। সতীত্ব-মহিমার আদর্শরক্ষার জন্যই তাহা করেন না। ইঁহারা জননীগোষ্ঠী মাতৃকোটির রমণী। অরুন্ধতীর তুর্ব্বলতা ছিল—তিনি জানিতেন, বশিষ্ঠ আমার সর্ব্বস্ব; তিনি যে বশিষ্ঠের সর্ব্বস্ব, এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। কিন্তু রমণীললাম সতীকুলশিরোমণি শ্রীরাধার সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল, আমিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব।"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। "সতীত্ব-মহিমার আদর্শ রক্ষার জন্যই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অরুন্ধতীর ন্যায় রমণীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করেন না"—এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, উল্লিখিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতাবলম্বীদের অভিপ্রায় এই যে, অরুন্ধতীর ন্যায় রমণীদিগের চিত্তকে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কান্তা-ভাবে আকর্ষণ করেন না। তাঁহাদের মতে, অরুন্ধতীর ন্যায় রমণীদিগের চিত্ত কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার তাত্ত্বিক হেতু হইতেছে এই যে, ইঁহারা (অরুন্ধতীর ন্যায় রমণীগণ) হইতেছেন "জননীগোষ্ঠী মাতৃকোটির রমণী।" অরুন্ধতীর ন্যায় রমণীগণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের "জননীগোষ্ঠী মাতৃকোটির রমণী"—ইহাই বোধ হয় উল্লিখিত মতাবলম্বীদের অভিপ্রায়। যশোদাই হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূল মাতৃকোটির রমণী। দেবকী, যশোদার অংশ ধরা, দেবকীর অংশ পৃশ্নি, অদিতিও শ্রীকৃষ্ণের মাতৃকোটির রমণী। ইঁহারা সকলেই কিন্তু তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তি। যাঁহারা তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তি, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অংশ অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে, পুত্রভাবই হইতেছে তাঁহাদের স্বাভাবিক স্বরূপ-গতভাব; শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবৎ-স্বরূপগণও তাঁহাদের চিত্তকে পুত্রভাবেই আকর্ষণ করেন; শ্রীকৃষ্ণাদিসম্বন্ধে যশোদাদির চিত্ত কখনও কান্তাভাবে আকৃষ্ট হয় না, শ্রীকৃষ্ণাদিও কখনও তাঁহাদের চিত্তকে কান্তাভাবে আকর্ষণ করেন না; কেননা, হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির চিত্তই শ্রীকৃষ্ণাদির প্রতি কান্তাভাবে আকৃষ্ট হইতে পারে, সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি কখনও হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিতে পরিণত হইতে পারে না; পারে বলিয়া মনে করিলে স্বরূপের ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু স্বরূপের ব্যত্যয় স্বীকার্য নহে।

অরুন্ধতীর ন্যায় রমণীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের মাতৃকোটির রমণী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা হইবেন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি। কিন্তু অরুন্ধতী যে তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত মতাবলম্বীরাও তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। অরুন্ধতী যদি শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি না হয়েন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার চিত্ত কান্তাভাবে আকৃষ্ট না হওয়ার কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না। অরুন্ধতী যে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই; বরং তিনি যে তাহা নহেন, তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি বশিষ্ঠের পত্নীত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; যিনি তত্ত্বতঃ হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি, তিনি কোনও ভগবৎস্বরূপ ব্যতীত অন্যকে পতিরূপে অঙ্গীকার করিতে পারেন না। শক্তি একমাত্র শক্তিমানেরই সেবা করে, অপর কাহারও সেবা করে না। অরুন্ধতী যে তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, তাহার কোনও প্রমাণই দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত মতাবলম্বীরাও তদ্‌বিষয়ে কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

তাঁহারা বলিয়াছেন—"সতীত্ব-মহিমার আদর্শ রক্ষার জন্যই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অরুন্ধতীর ন্যায় রমণীগণের চিত্তকে কান্তাভাবে আকর্ষণ করেন না।" তাঁহারা আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, "রমণীললাম সতীকুলশিরোমণি শ্রীরাধা"। শ্রীরাধাই যদি "রমণীললাম সতীকুল-শিরোমণি" হয়েন, তাহা হইলে শ্রীরাধার দ্বারা কি "সতীত্ব-মহিমার আদর্শ রক্ষা" হইতে পারে না? যিনি এতাদৃশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছা করেন, সেই অরুন্ধতীর দ্বারা "সতীত্ব-মহিমার আদর্শ রক্ষার" জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াসের সার্থকতা কি থাকিতে পারে ?

তাঁহারা আরও বলিয়াছেন—"অরুন্ধতীর একটা দুর্বলতা ছিল এই যে, বশিষ্ঠ যে অরুন্ধতীর সর্বস্ব, ইহা তিনি জানিতেন ; কিন্তু তিনি যে বশিষ্ঠের সর্বস্ব, এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। কিন্তু শ্রীরাধার সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল—তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব"। এ-স্থলে উল্লিখিত মতাবলম্বীদের অভিপ্রায় কি এই যে—"শ্রীরাধার যেমন সুদৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব, তদ্রূপ অরুন্ধতীরও এইরূপ সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মুক যে, অরুন্ধতীই বশিষ্ঠের সর্ব্বস্ব" ? ইহাই যদি অরুন্ধতীর পক্ষে শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছা করার হেতু হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—যে-রমণীর সুদৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তিনিই তাঁহার পতির সর্বস্ব, তাঁহাকেই পতিব্রতা বলা যায়। কিন্তু ইহা কি পতিব্রতা-ধর্মের লক্ষণ ? "আমিই আমার পতির সর্ব্বস্ব"—এইরূপ যাঁহার সুদৃঢ় প্রত্যয়, তিনি তো নিজের সুখই—পতির সর্বস্ব হওয়ার সুখই—কামনা করেন, পতির সুখ-কামনা এবং পতির সুখ-বিধানকে ব্রতরূপে গ্রহণ করার কামনা তাঁহার মধ্যে কোথায় ? "আমি আমার পতির সর্ব্বস্ব হইব"—এই উদ্দেশ্যে যে রমণী পতির সুখবিধানের প্রয়াস পায়েন, তাঁহার সেই প্রয়াস কপটতাময়, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে "পতির সর্ব্বস্ব" হওয়ার সুখ, পতির সুখ তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; সুতরাং তাঁহাকে পতিব্রতাও বলা যায় না, বরং স্বসুখ-সাধন-ব্রতা বলা যায়। শ্রীরাধা যদি এইরূপ "স্বসুখ-সাধন-ব্রতা" হইতেন এবং তাঁহার এই স্বসুখ-সাধন-ব্রতকেই যদি পতিব্রতা-ধর্ম বলা হইত, তাহা হইলে তাঁহার এই পতিব্রতাধর্ম কোনও সতীরমণীরই কাম্য হইত কিনা, সুধীসমাজ তাহা বিবেচনা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের সুখই হইতেছে শ্রীরাধার একমাত্র কাম্য, নিজের সুখ-দুঃখের বিচার তাঁহার চিত্তে কখনও উদিত হয় না। তিনি বলিয়াছেন—"মোরে যদি দিলে দুঃখ, কৃষ্ণের হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ চৈ. চ.৩।২০।৪৩॥" শ্রীরাধা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পতি মনে করিতেন এবং পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। ইহাতেই তাঁহার পতিব্রতা-ধর্মের অসাধারণ মহত্ত্ব ; শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে, এমন কি নারায়ণাদিসম্বন্ধেও তাঁহার চিত্তে কখনও কান্তাভাবের উদয় হইত না ; ইহাই তাঁহার পতিব্রতা-ধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং এতাদৃশ বৈশিষ্ট্যের জন্যই অরুন্ধতীও শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছা করেন।

আর একটী কথা বিবেচ্য। অরুন্ধতী শ্রীকৃষ্ণের মাতৃকোটির রমণী বলিয়াই যদি শ্রীরাধার পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছা করিতেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতৃকোটি রমণীগণের মধ্যে নন্দগৃহিণী যশোদা যখন সর্বশ্রেষ্ঠা, তাহা হইলে রায়রামানন্দ "যাঁর পতিব্রতাধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী" না বলিয়া "যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছে যশোমতী" বলিলেন না কেন ? একথা যদি বলিতেন, তাহা হইলে রামানন্দের যাহা অভিপ্রায়, তাহা তো সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ়রূপেই প্রকাশ পাইত।

যশোদা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতৃবর্গের সকলেই সতীকুল-শিরোমণি। তাঁহারা তত্ত্বতঃ সন্ধিনী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবৎস্বরূপসম্বন্ধে সর্বত্র তাঁহাদের পুত্রভাবই স্বাভাবিক, কান্তাভাব অস্বাভাবিক। সুতরাং তাঁহাদের পাতিব্রত্যও সম্যক্‌রূপে অবিচল। শ্রীরাধাও সতীকুল-শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার পাতিব্রত্যও সম্যক্‌রূপে অবিচল। যশোদাদির পাতিব্রত্য শ্রীরাধার পাতিব্রত্য অপেক্ষা উন নহে; সেজন্য অরুন্ধতীর স্থলে যশোমতীর নাম উল্লেখের সার্থকতা এবং সারস্য কিছু নাই। যশোদাদির এবং শ্রীরাধার পাতিব্রত্য সমরূপে অবিচল হইলেও, বিশেষত্ব এই যে, পূর্বেই বলা হইয়াছে, নারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপসম্বন্ধে তত্ত্বতঃ হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার কান্তাভাব তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী নহে; তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপসম্বন্ধেই শ্রীরাধার কান্তভাব জন্মে না। আর, কোনও ভগবৎ-স্বরূপসম্বন্ধে কান্তভাব হইতেছে তত্ত্বতঃ সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি যশোদাদির স্বরূপবিরোধী; সুতরাং কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি কান্তভাব কখনও যশোদাদির চিত্তে উদিত হয় না। অরুন্ধতী তত্ত্বতঃ সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি নহেন বলিয়া, বস্তুতঃ তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তিও নহেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবৎ-স্বরূপসম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে কান্তাভাবের উদয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে; উদয় হইলে তাঁহার চিত্তের বশিষ্ঠ-নিষ্ঠতাও বিচলিত হইতে পারে। এজন্যই তিনি শ্রীরাধার পতিব্রতাধর্ম বা পাতিব্রত্যের অবিচলতা আকাঙ্‌ক্ষা করেন।

উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদিগের উক্তি এবং সেই উক্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহাদের পতি বলিয়া মনে করিতেন এবং এই শ্রীকৃষ্ণরূপ পতিসম্বন্ধেই তাঁহাদের পতিব্রতা-ধর্ম ছিল সম্যক্‌রূপে অবিচল।

খ। প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই পতিভাব গোপীদের স্বরূপগত

প্রকটলীলায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে অন্যান্যেরা মনে করিতেন—অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের সঙ্গেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হইয়াছে, সুতরাং অভিমন্যু প্রভৃতিই গোপীগণের বাস্তব পতি। অন্যান্য ব্রজবাসিগণ যে এইরূপ মনে করিতেন, তাহা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণও জানিতেন এবং তাঁহাদিগকে অভিমন্যু প্রভৃতির গৃহেই বধূরূপে বাস করিতে হইত এবং যদিও তাঁহারা অভিমন্যু প্রভৃতিকে কখনও তাঁহাদের পতি বলিয়া মনে করিতেন না, তথাপি অভিমন্যু প্রভৃতির মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের মর্যাদা দিতেন। আবার, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ হয় নাই, তাহাও শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ জানিতেন। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহাদের পতি বলিয়া মনে করিতেন এবং পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সর্বদা লালসান্বিতা থাকিতেন। অভিমন্যু প্রভৃতির মাতা-প্রভৃতি গুরুজন—যাঁহাদিগকে শ্রীরাধিকাদিও গুরুজনের মর্যাদা দিতেন, তাঁহারা—শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকাদির পক্ষে পরপুরুষ মনে করিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাদির মিলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না, অভিপ্রেত হইতেও পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাদির মিলন-ব্যাপারে সেই গুরুজন যে উৎকট বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীরাধিকাদি সেই বাধা-বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়াও সুযোগমত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন এবং পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে গোপীদিগের এই পতিভাব ছিল স্বাভাবিক, স্বরূপগত; উৎকট বাধা-বিঘ্নও ইহার স্বাভাবিকী গতির পরিবর্তন ঘটাইতে পারিত না—কোনওরূপ বাধা-বিঘ্নই যেমন জলের স্বাভাবিকী নিম্নগতিকে বা নিম্নদিকে গতির প্রবণতাকে পরিবর্তিত করিতে পারে না, তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের এই পতিভাব স্বাভাবিক বা স্বরূপগত বলিয়া সর্বদা এবং সকল স্থলেই ইহা থাকিবে অক্ষুণ্ণ—প্রকটলীলাতে এবং অপ্রকটলীলাতেও। প্রকট-লীলাতে অন্য লোকের প্রতীতিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পতি নহেন—পরপুরুষ এবং তাঁহাদের এতাদৃশী প্রতীতি জন্মাইবার জন্য যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে। অপ্রকট গোলোকেও যদি অন্য ব্রজবাসীদের প্রতীতিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পক্ষে পরপুরুষ হয়েন, তাহা হইলে প্রকটে তাদৃশী প্রতীতি জন্মাইবার জন্য যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-শক্তি প্রয়োগের কোনও আবশ্যকতাই থাকিতে পারে না। অথচ প্রকটলীলায় তাদৃশী শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, অপ্রকট গোলোকে অন্য ব্রজবাসীদের প্রতীতিতেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের পক্ষে পরপুরুষ নহেন। প্রকটের ন্যায় অপ্রকটেও যখন গোপীগণ পতি-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, অপ্রকট গোলোকে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের প্রতীতির ন্যায় অন্য ব্রজবাসীদের প্রতীতিও এই যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের পতি এবং শ্রীরাধিকাদি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া-কান্তা। অপ্রকট গোলোকের লীলা নিত্য এবং অনাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদিগের এইরূপ পতি-পত্নী-ভাবও হইতেছে নিত্য এবং অনাদি—অভিমানজাত।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের পতিভাব এবং তদনুরূপ সেবা অনাদিকাল হইতে নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে—অপ্রকট গোলোকে এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রকটলীলায়—চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাদের পতিব্রতা-ধর্ম যে সম্যক্‌রূপে অবিচল, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহের অবকাশই থাকিতে পারে না। (এই অনুচ্ছেদটি পরে সংযোজিত)।

প্রথম অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ (মাঘীপূর্ণিমা) ৩১.১.১৯৬১ ইং, শেষ ২৮.২.১৯৬১ ইং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের শাস্ত্রীয়তা

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ ॥

১। প্রারম্ভিক নিবেদন

পূর্বে বলা হইয়াছে—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্, অনাদিকাল হইতেই তিনি অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত ; এ-সকল অনন্তপ্রকাশের মধ্যে বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিবাদি হইতেছেন তাঁহার অংশ ; যেহেতু, তাঁহারা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা সর্বগ, অনন্ত, বিভু হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শক্তিবিকাশের ন্যূনতা। ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, উল্লিখিত বাসুদেব-নারায়ণাদি-স্বরূপ ব্যতীত, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আর একটী স্বরূপও আছেন, যে-স্বরূপ বাসুদেব-নারায়ণাদির ন্যায় তাঁহার অংশ নহেন ; পরন্তু সেই স্বরূপটীর মধ্যেও স্বয়ংভগবত্তা বিরাজিত ; এই স্বরূপটী কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের ন্যায় শ্যামবর্ণ নহেন, পরন্তু পীতবর্ণ। এই পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের কথা যে স্মৃতি-শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

২। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "আসন্ বর্ণাঃ"-শ্লোক

শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" ইত্যাদি (১০।৮।১৩)-শ্লোকে এক পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্লোকের আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। অতি সংক্ষেপে তাহা বলা হইতেছে।

৩। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার বিবরণ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এই স্বল্প-পরিসর গ্রন্থে সম্ভব নয়। যে-কয়টী কথা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, কেবল সেই কয়টী কথাই বলা হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে জানা যায়—দৈত্যস্বভাব রাজন্যবর্গের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অশ্রুমুখী গাভীরূপ ধারণ করিয়া প্রতিকারের আশায় ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার দুর্দশার কথা শুনিয়া ত্রিনয়ন মহাদেব এবং দেবগণের সহিত ধরণীকে লইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া পুরুষসূক্তে ক্ষীরাব্ধি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শায়ী নারায়ণের ধ্যান করিতে করিতে সমাধি-প্রাপ্ত হইলেন এবং সমাধি-অবস্থায় আকাশবাণীতে ক্ষীরোদশায়ীর কথা শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, ধরণীর দুর্দশার কথা পূর্বেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়াছেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন; তাঁহার অংশ শ্রীবলদেবও তাঁহার পূর্বেই জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি যোগমায়াকেও আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার অবতারকালীন কার্যের জন্য যোগমায়াও যেন তাঁহার অংশের (যোগমায়ার অংশ বহিরঙ্গা মায়ার) সহিত জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার পরে মথুরায় বসুদেব, মথুরাধিপতি উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করিলেন। উগ্রসেনের পুত্র কংস এই দেবকীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিবাহের পরে দেবকীকে লইয়া বসুদেব যখন স্বগৃহে যাইতেছিলেন, তখন ভগিনীর প্রতি স্নেহবশতঃ কংসই বসুদেব-দেবকীর রথ চালনা করিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ কংস আকাশবাণীতে শুনিলেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসের নিহন্তা হইবেন। কংস তখন তৎক্ষণেই দেবকীকে হত্যা করিয়া তাঁহার নিহন্তার জন্ম অসম্ভব করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব নানাভাবে কংসকে প্রতি-নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না দেখিয়া অবশেষে বলিলেন, দেবকীর যে-সন্তান যখন জন্মিবে, জন্মমাত্রই তিনি সেই সন্তানকে কংসের নিকটে অর্পণ করিবেন। একথা শুনিয়া কংস আর দেবকীকে হত্যা করিলেন না।

স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে, বসুদেব দেবকীর প্রথম সন্তানকে কংসের নিকটে উপস্থিত করিলেন। এই সন্তান দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান নহেন—সুতরাং কংসের নিহন্তাও হইবেন না—ভাবিয়া কংস সেই সন্তানটিকে বসুদেবের নিকটেই ফিরাইয়া দিলেন।

এদিকে দেবতাগণও উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভগবানের অবতরণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিলেন, কংস যদি ভগবানের ভক্তগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই শ্রীভগবান্ তাঁহাদের রক্ষার নিমিত্ত শীঘ্র অবতীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু কংস যে বসুদেবের প্রথম পুত্রটীকে সংহার না করিয়া ফিরাইয়া দিলেন, এবং ভবিষ্যতেও যদি অন্যান্য পুত্রদিগকে সংহার না করেন, তাহা হইলে ভক্তদের প্রতি দ্রোহাচরণের কোনও লক্ষণ কংসের মধ্যে প্রকাশ পাইবে না বলিয়া ভগবানের অবতরণও বিলম্বিত হইবে। শ্রীভা. ১০।১।৬২-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় উদ্ধৃত শ্রীহরিবংশের বাক্য হইতে জানা যায়, দেবতাগণ মেরুপর্বতে সমবেত হইয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। নারদও সেই সভায় ছিলেন। শ্রীনারদ সেই স্থান হইতে কংসের উপবনে আসিয়া কংসকে সংবাদ দিলে কংস তাঁহার নিকটে আসিয়া যথাবিধি নারদের সম্বর্ধনা করিলেন। তখন নারদ কংসকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীনারদ কংসকে বলিলেন—"কংস! পূর্বজন্মেও শ্রীবিষ্ণুই তোমার সংহার করিয়াছেন; তোমার এই জন্মেও তিনি দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে হত্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন। আরও শুন, ব্রজের নন্দাদি গোপগণ এবং এই মথুরার লোকগণ, তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র-বন্ধু-বান্ধবাদি সকলেই কিন্তু সেই বিষ্ণুর আপনজন, পরিকর। দেবতারাও তোমার নিধনের উপায় চিন্তা করিতেছেন।" এ-সকল কথা বলিয়া শ্রীনারদ চলিয়া গেলেন। কংসও অত্যন্ত ভীত হইয়া যদুকুলের লোকদের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া কংস স্বয়ং রাজা হইয়া বসিলেন। দেবকী-বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিলেন।

ইহার পরের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ক্রমে দেবকীর ছয়টী পুত্র জন্মিল ; কংস ছয়টী পুত্রকেই সংহার করিলেন। তাহার পরে শ্রীবলদেব দেবকীর সপ্তম গর্ভ হইলেন।

বিশ্বাত্মা ভগবান্ কংসকর্তৃক যদুদিগের উৎপীড়নের কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের রক্ষার জন্য শীঘ্রই অবতরণের সঙ্কল্প করিয়া যোগমায়াকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"দেবি! তুমি গো-গোপসমলঙ্কৃত ব্রজে গমন কর। সেই ব্রজে নন্দগোকুলে বসুদেবপত্নী রোহিণী আছেন। দেবকীর জঠরে আমার অংশভূত যে-বলদেব আছেন, তাঁহাকে দেবকীগর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া তুমি রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিবে। তাহার পরে, আমি পরিপূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রতা প্রাপ্ত হইব এবং তুমিও নন্দপত্নী যশোদাতে জন্মগ্রহণ করিবে।"

[বসুদেবের পত্নী রোহিণী নন্দগোকুলে কেন, এইরূপ একটী প্রশ্ন জাগিতে পারে। বসুদেবের অনেক পত্নী ছিলেন। রোহিণীও তাঁহার এক পত্নী। রোহিণীকে সন্তানসম্ভবা দেখিয়া কংসের ভয়ে বসুদেব তাঁহাকে গোকুলে নন্দমহারাজের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য পত্নীরাও নানাস্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। শ্রীনন্দ ছিলেন বসুদেবের পরম সুহৃৎ। বস্তুতঃ নন্দ ও বসুদেব ছিলেন জ্ঞাতি-ভ্রাতা। তাঁহাদের পিতামহ একজন—দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের দুই পত্নী ছিলেন ; একজন ক্ষত্রিয়কন্যা, অপর জন বৈশ্যকন্যা। ক্ষত্রিয়কন্যার পুত্র শূর এবং শূরের পুত্র বসুদেবাদি। বৈশ্যকন্যার পুত্র পর্জন্যাদি ; পর্জন্যের পুত্র নন্দাদি। বসুদেব ক্ষত্রিয়কন্যার দিক্ হইতে জন্মিয়াছেন বলিয়া ক্ষত্রিয়। আর শ্রীনন্দ বৈশ্যকন্যার দিক্ হইতে জন্মিয়াছেন বলিয়া বৈশ্য। সকলেই কিন্তু যদুবংশীয় ; যেহেতু, দেবমীঢ় যদুবংশীয় ছিলেন। নন্দ এবং বসুদেবের মধ্যে খুব সৌহার্দও ছিল। আবার বসুদেব-পত্নী দেবকী এবং নন্দ-পত্নী যশোদার মধ্যেও প্রীতিময় সখ্যভাব ছিল। যশোদার অপর একটী নামও ছিল দেবকী—"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদাদেবকীত্যপি। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া॥ শ্রীভা. ১০।২৯।১০-শ্লোকের বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণীধৃত বৃহদ্-বিষ্ণুপুরাণ-বচনম্॥—নন্দ-ভার্যার দুইটী নাম, যশোদা এবং দেবকী। এ-জন্য শৌরী বসুদেবের পত্নী দেবকীর সহিত তাঁহার (যশোদার) সখ্য জন্মিয়াছিল।"]

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যোগমায়া বলদেবকে দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। লোকে মনে করিল, দেবকীর গর্ভপাত হইয়াছে। তাহার পরে, আনন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ জ্যোতিঃ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন এবং বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন; দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেন নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় হইতে জানা যায়, ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রোহিণীনক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ দেবরূপিণী দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন—পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্র যেমন আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ। তিনি নর-বালকরূপে আবির্ভূত হয়েন নাই। তিনি চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—শঙ্খ-চক্র-গদাদি আয়ুধের সহিত; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় কৌস্তুভ-মণি, পরিধানে পীতবসন, নবজলধরতুল্য তাঁহার বর্ণ, মস্তকে মহামূল্য বৈদুর্যমুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কুণ্ডলের জ্যোতিতে অপরিমিত কেশকলাপ দেদীপ্যমান, অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ এবং কঙ্কণাদি নানা অলঙ্কারে বিভূষিত।

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাম্"-ইত্যাদি (ভা. ১০।৩।৮)-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় উদ্ধৃত শ্রীহরিবংশ-বচন হইতে জানা যায়, অষ্টম মাসেই দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। আরও জানা যায়, "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥ শ্রীহরিবংশ॥" এই হরিবংশ-বচন হইতে জানা যায়, অসম্পূর্ণ গর্ভকালে অষ্টম মাসেই দেবকী ও যশোদা এই উভয় হইতে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। ইহাও জানা যায়, যে-সময়ে কংসকারাগারে তিনি দেবকীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই নন্দালয়ে যশোদার হৃদয়েও প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেবকীতে তিনি ঐশ্বর্যাত্মক চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু যশোদাতে দ্বিভুজ নর-শিশুরূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীভা. ১০।৩।৪৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"কিঞ্চ যশোদাপ্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভুজত্বাত্ত্বনুক্তের্নরাকৃতি-পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজমেব বুদ্ধ্যেত ইতি।" পরব্রহ্ম স্বরূপতঃই নরাকৃতি, দ্বিভুজ। সেই দ্বিভুজরূপেই তিনি যশোদাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত ঐশ্বর্যাত্মক রূপ দেখিয়া বসুদেব ঈশ্বরবুদ্ধিতে স্তব-স্তুতি করিলেন; পরে দেবকীও স্তব-স্তুতি করিলেন। ঈশ্বরবুদ্ধিতে স্তব-স্তুতি করিলেও দেবকীর বাৎসল্য উদ্রিক্ত হওয়ায় দেবকীদেবী কংস হইতে স্বীয় পুত্রের ভয় আশঙ্কা করিয়া তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ সম্বরণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। দেবকী-বসুদেবের স্তব-স্তুতির পরে শ্রীকৃষ্ণও দেবকীদেবীর নিকটে কতকগুলি কথা বলিলেন; কেন তিনি চতুর্ভুজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও বলিলেন। পরে তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া, স্বীয় ঐশ্বর্যাত্মক রূপ অন্তর্হিত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাকৃত-শিশুরূপ (দ্বিভুজরূপ) প্রকটিত করিলেন এবং বলিলেন—"যদি কংসাদ্‌বিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয়। মন্মায়ামানয়াশু ত্বং যশোদাগর্ভসম্ভূতাম্॥ ভা. ১০।৩।৪৬॥—যদি কংস হইতে আমার জন্য ভয় হয়, তাহা হইলে আমাকে গোকুলে লইয়া যাও এবং সে-স্থান হইতে যশোদা-গর্ভসম্ভূতা আমার মায়াকে শীঘ্র লইয়া আইস।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শ্লোকটী শ্রীমদ্‌ভাগবতের সকল সংস্করণে নাই; বঙ্গবাসী-সংস্করণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার অনুরূপ একটী শ্লোক শ্রীহরিবংশে দৃষ্ট হয়; ভা. ১০।৩।৪৭-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই—"বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং সংহরদচ্যুতঃ। অনুজ্ঞাপ্য পিতৃত্বেন নন্দগোপগৃহং নয়।—বসুদেবের বচন শুনিয়া ভগবান্ অচ্যুত পিতৃস্নেহবশতঃ বসুদেবকে আদেশ করিলেন—'আমাকে নন্দগোপের গৃহে লইয়া যাও।' এই আদেশ করিয়া অচ্যুত স্বীয় (চতুর্ভুজ) রূপের সংবরণ করিলেন।"

যাহা হউক, ভগবৎপ্রেরিত হইয়া বসুদেব যখন স্বীয় পুত্রকে সূতিকাগৃহ হইতে লইয়া বহির্গমনের জন্য ইচ্ছা করিলেন, তখনই গোকুলে নন্দজায়া যশোদা হইতে অজা যোগমায়ার জন্ম হইল। তৎক্ষণাৎই যোগমায়ার প্রভাবে মথুরায় কারাদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, কারাপ্রহরীগণ এবং নগরবাসী সকলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, বসুদেবের হস্তপদের শৃঙ্খলও খসিয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেব বাহির হইয়া পড়িলেন; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; অনন্তদেব তাঁহার সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া বসুদেবের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন; বসুদেবের বা তাঁহার সন্তানের গায়ে বৃষ্টি পড়িল না। যমুনা পার হইয়া বসুদেব নন্দগোকুলে উপনীত হইলেন। যোগমায়ার প্রভাবে সেখানেও সমস্ত গোকুলবাসী গাঢ়-নিদ্রামগ্ন। বসুদেব যশোদার সূতিকাগৃহে গেলেন; দেখিলেন, সূতিকাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত, যশোদা গাঢ় নিদ্রাভিভূত, তাঁহার বিছানায় একটী কন্যা পড়িয়া রহিয়াছেন। বসুদেব নিজের পুত্রটীকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া কন্যাটীকে লইয়া মথুরার কারাগারে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেবকীদেবীর শয্যার উপরে কন্যাটীকে রাখিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ যোগমায়ার প্রভাবে কারাদ্বার পুনরায় বন্ধ হইয়া পড়িল, বসুদেবের হস্তপদের শৃঙ্খলও তাঁহাকে আবদ্ধ করিল, কারারক্ষিগণও জাগ্রত হইল এবং কন্যাটীও কাঁদিতে লাগিলেন। কান্না শুনিয়া রক্ষিগণ ছুটিয়া গিয়া কংসকে জানাইল—দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান জন্মিয়াছে। কংস তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া দেবকীর অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও কংস কন্যাটীর দুই চরণ ধরিয়া শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত হওয়ামাত্র কন্যাটী কংসের হস্ত হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া আকাশে অষ্টভুজা দেবীরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন; তাঁহার অষ্টভুজে শূল-ধনুর্বাণাদি বিবিধ অস্ত্র, সিদ্ধ-চারণাদি তাঁহার স্তব করিতেছেন। সেই দেবী আকাশ হইতেই উচ্চস্বরে কংসকে বলিলেন—"কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ। যত্র ক্বচিৎ পূর্ব্বশত্রুর্মাহহিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥ ভা. ১০।৪।১২॥—অরে মূঢ়! আমাকে হত্যা করিলে কি হইবে? তোর পূর্ব শত্রু তোর অন্তক (সংহারক) কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুই বৃথা দীনদিগকে হিংসা করিস্ না।"

দেবীর বাক্য শুনিয়া কংস অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং দেবকীর ছয়টী সন্তানকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া দেবকী-বসুদেবের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন এবং দেবকী-বসুদেবকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিলেন। "মোচয়ামাস নিগড়াদ্ বিশ্রব্ধঃ কন্যকাগিরা। দেবকীং বসুদেবঞ্চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্॥ ভা. ১০।৪।২৪॥"

জন্মলীলার বিবরণ এপর্যন্তই শেষ হইল। এক্ষণে এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটী কথা বলা হইতেছে।

ক। আনুষঙ্গিক বিবরণ

মায়ার জন্মসম্বন্ধে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অবতরণের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিয়াছিলেন—"আমি বসুদেবের পুত্রতা প্রাপ্ত হইব; তুমিও নন্দব্রজে যাইয়া যশোদা হইতে আবির্ভূত হইবে"। তদনুসারে যোগমায়া যশোদা হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বসুদেব যখন কৃষ্ণকে লইয়া কংসকারাগার হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখনই যশোদা হইতে যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

হরিবংশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কংসকারাগারে চতুর্ভুজ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকী হইতে জন্মলীলা প্রকটিত করিলেন, ঠিক সেই সময়ে নন্দালয়ে, যশোদা হইতেও তিনি দ্বিভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরেই যোগমায়ার আবির্ভাব। নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে অষ্টমী তিথিতে এবং যোগমায়ার জন্ম হইয়াছে সেই রাত্রিতেই নবমী তিথিতে। শ্রীভা. ১০।৩।৪৭-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকাতে উদ্ধৃত হরিবংশ-বচন হইতে তাহা জানা যায়। "তর্হীত্যত্র বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে। নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথাবিতি॥ বৈষ্ণবতোষণী॥" বিষ্ণুপুরাণেও তদনুরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। "প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি। উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং তমবাপ্স্যসি॥ ৫।১।৭৬—ভগবান্ মায়াদেবীকে বলিলেন, বর্ষাকালের কৃষ্ণাষ্টমীতে রাত্রিকালে আমি জন্মগ্রহণ করিব; তুমিও নবমীতে প্রসূতিকে প্রাপ্ত হইবে (জন্মগ্রহণ করিবে)।" এ-জন্য শ্রীভা. ১০।৪।৯-শ্লোকে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা (ছোটভগিনী) বলা হইয়াছে। "অনুজা বিষ্ণোঃ।"

খ। বসুদেব নন্দালয়ে যশোদানন্দন কৃষ্ণকে দেখিলেন না কেন?

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে যোগমায়ার জন্ম হইয়াছে; সুতরাং যশোদার সূতিকাগারে দুইটী সন্তানই ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়; কিন্তু বসুদেব যখন যশোদার সূতিকাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন কেবল কন্যাটীকেই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিলেন না কেন?

এ-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃত বলেন—"গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতিগৃহং বিশন্। কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্॥ প্রাবিশদ্বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্। এতচ্চাতিরহস্যত্বান্নোক্তং তত্র কথাক্রমে। কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥ ১।৭৩৪-৩৫॥—যদুশ্রেষ্ঠ বসুদেব নন্দগোকুলে (গোষ্ঠে) যাইয়া যখন যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল যশোদার কন্যাটীকেই দেখিলেন (পুত্রটীকে দেখিলেন না); তিনি সেই কন্যাটীকে লইয়া মথুরাপুরে আগমন করিলেন। (কিন্তু যশোদার পুত্রটীকে দেখিলেন না কেন, তাহা বলা হইতেছে) বসুদেবপুত্র বাসুদেব লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্‌ভাগবতে একথা বলা হয় নাই কেন, তাহা বলা হইতেছে) অতিরহস্য বশতঃ কথাক্রমে ইহা তখন ব্যক্ত করা হয় নাই; কিন্তু পরে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশুকদেবাদিকর্তৃক তাহা সূচিত হইয়াছে।” উল্লিখিত উক্তির পরে লঘুভাগবতামৃতেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৬।৪৩, ১০।৯।২১, ১০।১৪।১-শ্লোক এবং শ্রীযামলবচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বসুদেব যাঁহাকে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন।

কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে, কংসকারাগারেই চতুর্ভুজ কৃষ্ণ যখন দ্বিভুজরূপ ধারণ করিলেন, তখন সেই দ্বিভুজ কৃষ্ণকেই বসুদেব নন্দালয়ে লইয়া আসেন; তিনি তো বসুদেবেরই পুত্র; তাহা হইলে বসুদেব যাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া গেলেন, তিনি কিরূপে যশোদানন্দন হইতে পারেন? আর লঘুভাগবতামৃতের পূর্বোদ্ধৃত “প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্—বাসুদেব শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিলেন”—এ-কথার তাৎপর্যই বা কি? কখন, কোন্ স্থানে বাসুদেব শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিলেন?

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর গোপালচম্পূ হইতে এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। গোপালচম্পূতে বলা হইয়াছে—“যদা নৃশংস-কংসভিয়া স্বাবির্ভূতচতুর্ভুজরূপাচ্ছাদনপূর্ব্বক-দ্বিভুজ-রূপাবির্ভাবনায় শ্রীদেবকীচ্ছা জাতা, তদা তস্য যদপূর্ব্বং দ্বিভুজরূপং মায়য়া সহ শ্রীযশোদায়াঃ সান্তরমায়াতং তদেব তত্র সন্নিধানমবাপ্য চতুর্ভুজং রূপমন্তর্ভাব্য স্বয়মাবির্ব্বভূব। পূ. চ. ৩।৭৪॥-যখন নৃসংশ কংসের ভয়ে নিজদেহাবির্ভূত চতুর্ভুজরূপের আচ্ছাদনপূর্ব্বক দ্বিভুজরূপের আবির্ভাব করাইবার নিমিত্ত শ্রীদেবকীর ইচ্ছা জন্মিল, ঠিক সেই সময়েই, শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব দ্বিভুজরূপ যোগমায়ার সহিত শ্রীযশোদার অন্তরে আগমন করিয়াছিলেন, সেই দ্বিভুজরূপই দেবকীর শয্যার সন্নিধান প্রাপ্ত হইয়া এবং চতুর্ভুজ রূপকে অন্তরে অন্তর্ভূত করিয়া স্বয়ং অর্থাৎ দ্বিভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। —শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থকৃত অনুবাদ।”

গোপালচম্পূর এই উক্তি হইতে জানা গেল, নন্দালয়ে আবির্ভূত দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণই (অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার সহায়তায়) সকলের অলক্ষিতভাবে কংসকারাগারে যাইয়া দেবকীনন্দন চতুর্ভুজরূপকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নিজেই সে-স্থানে দ্বিভুজরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। লঘুভাগবতামৃতকথিত “প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্।”-বাক্যের উল্লিখিতরূপই তাৎপর্য। এই উক্তি হইতে ইহাও জানা গেল—কংসকারাগারে আবির্ভূত দ্বিভুজরূপ হইতেছেন বাস্তবিক যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই; তাঁহাকেই বসুদেব নন্দালয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাকে তিনি নন্দালয়ে লইয়া আসিলেন, তিনি যে যশোদানন্দন, তাহা তিনি জানিতে পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। (যোগমায়ার সহায়তায়) যশোদানন্দন যখন কংস-কারাগারে গেলেন, তখন যশোদার শয্যায় কোনও প্রকাশরূপ রাখিয়া যায়েন নাই বলিয়া বসুদেব যশোদার সূতিকাগৃহে তাঁহাকে দেখিতে পায়েন নাই, কেবল কৃষ্ণানুজা কন্যাটীকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পরবর্তী গ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে, কন্যাটীর জন্মের পূর্বেই যশোদামাতা মোহিত-অবস্থায় ছিলেন; তাঁহার এই মোহিত-অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গৃহ হইতে কংস-কারাগারে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; তাই শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার শয্যাতে নাই, তাহা যশোদাও জানিতে পারেন নাই। মায়ার জন্মের পূর্বেই যে শ্রীকৃষ্ণ যশোদার শয্যা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, গোপালচম্পূ হইতেও তাহা জানা যায়। "যত্র সাকারতয়া মাতৃগর্ভস্থিতাপি মায়া নিরাকারতয়া তূর্দ্ধগত্যা তন্বা তদ্বাহনমাগতা॥ পূ. ৩।৭৪॥—মায়া সাকাররূপে যশোদার গর্ভে থাকিয়াও নিরাকারভাবে উর্ধ্বগতিশীল শরীর অবলম্বনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছিলেন। সাংখ্যতীর্থের অনুবাদ।" বসুদেব দ্বিভুজ কৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া কন্যাটীকে লইয়া যাওয়ার পরেই যশোদার মোহভঙ্গ হইয়াছিল; তখন তিনি তাঁহার নন্দন কৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সাময়িক অনুপস্থিতি তিনি জানিতে পারেন নাই।

গ। কন্যাটীকে না দেখিয়া যশোদা তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন না কেন?

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যশোদা তো দুইটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন—একটী পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ, অপরটী কন্যা—মায়াদেবী। বসুদেব তো কন্যাটীকে লইয়া গেলেন; সেই কন্যাটীকে নিজের শয্যায় না দেখিয়া যশোদা তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন না কেন?

বিষ্ণুপুরাণ হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"তস্মিন্‌কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া। তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূতা মোহিতে জনে॥ ৫।৩।২০॥—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন, সেই সময়ে যশোদা যোগনিদ্রাদ্বারা মোহিতা হইয়া সেই কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন; তখন তত্রত্য জনগণও যোগনিদ্রায় মোহিত হইয়াছিল।" এই উক্তি হইতে জানা যায়, কন্যাটীর জন্মের পূর্ব হইতেই যোগমায়ার প্রভাবে যশোদা মোহিত অবস্থায় ছিলেন; যশোদার সেই অবস্থাতেই কন্যাটীর জন্ম হইয়াছিল; তিনি কন্যার জন্মের কথা জানিতেই পারেন নাই; এজন্য তিনি যখন জাগ্রত হইয়াছিলেন, তখন কন্যাটীকে না দেখিয়া তিনি তাঁহার অনুসন্ধান করেন নাই; অন্য লোকগণও মোহিত ছিল বলিয়া কন্যার জন্মের কথা জানিতে পারে নাই, সুতরাং যশোদাকেও তাহা জানাইতে পারে নাই।

ঘ। দেবকী-বসুদেবের শৃঙ্খল-মোচন-প্রসঙ্গ

পূর্বে বলা হইয়াছে, মায়াদেবীর কথা শুনিয়া কংস অনুতপ্ত হইয়া দেবকী-বসুদেবের শৃঙ্খল-মোচন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৪শ অধ্যায় হইতে জানা যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কংস-বধের পরে রাম-কৃষ্ণ কারাগারে যাইয়া পিতামাতার (দেবকী-বসুদেবের) বন্ধন-মোচন করিয়াছিলেন। কংস আবার কখন দেবকী-বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন ?

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৩৬শ অধ্যায়ে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। সে-স্থলে বলা হইয়াছে, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অরিষ্টাসুর নিহত হওয়ার পরে এক সময়ে নারদ কংসের নিকটে আসিয়া জানাইলেন—"কংস ! যে কন্যাটীকে তুমি দেবকীর অষ্টমগর্ভের কন্যা বলিয়া মনে করিয়াছ, সেই কন্যা দেবকীর কন্যা নহেন, যশোদার কন্যা। আর যশোদার পুত্র বলিয়া যাঁহার প্রসিদ্ধি, তিনি যশোদার পুত্র নহেন, বসুদেবের পুত্র। রোহিণীতনয় বলরামও বসুদেবের পুত্র। এই কৃষ্ণ-বলরামই তোমার লোকদিগকে নিহত করিয়াছেন।" নারদের মুখে এ-সকল কথা শুনিয়া বসুদেবকে হত্যা করার জন্য কংস উদ্যত হইলেন ; নারদের পরামর্শে হত্যা করিলেন না ; কিন্তু তিনি দেবকী-বসুদেবকে পুনরায় লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কয়েক বৎসর পরে অরিষ্টাসুরাদির নিধন। এই কয় বৎসর দেবকী ও বসুদেব ছিলেন শৃঙ্খলমুক্ত।

৪। শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ-প্রসঙ্গ

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকটী হইতেছে নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্যের উক্তি। গর্গাচার্যই শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু গর্গাচার্য ছিলেন ক্ষত্রিয় বসুদেবের কুলপুরোহিত ; তিনি বৈশ্য নন্দমহারাজের কুলপুরোহিত ছিলেন না ; তিনি গোকুলেও থাকিতেন না ; থাকিতেন মথুরায়। ক্ষত্রিয়ের কুলপুরোহিত হইয়াও এবং বৈশ্য নন্দের কুলপুরোহিত না হইয়াও তিনি কেন গোকুলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিলেন ?

এ-সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—যদুদিগের কুলপুরোহিত হইলেও বসুদেবকর্তৃক প্রার্থিত হইয়াই গর্গাচার্য নাম-করণের জন্য নন্দব্রজে গিয়াছিলেন। "গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপঃ। ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ॥ ভা. ১০।৮।১॥"

কিন্তু বসুদেব কেন শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের জন্য গর্গাচার্যকে অনুরোধ করিলেন ? শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পুগ্রন্থের পূর্বচম্পুর ৬।৪১-৪৪ অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বয়সের ৯৯তম দিবসে মথুরায় থাকিয়া বসুদেব ভাবিতেছেন—"আমি যে আমার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহা কেবল আমি জানি, আর দেবকী জানেন ; অপর কেহই জানে না, নন্দও জানেন না। আমার পুত্রকেই নন্দ তাঁহার নিজ পুত্র বলিয়া মনে করিতেছেন। আমি ক্ষত্রিয় ; আমার পুত্রও ক্ষত্রিয়, কিন্তু নন্দ তো বৈশ্য। নিজের পুত্র মনে করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দ আমার পুত্রের যে দ্বিজোচিত সংস্কারাদি করিবেন, তাহা হইবে বৈশ্যোচিত সংস্কার; কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার করিলেই আমার পুত্রের কল্যাণ এবং সুখ হইতে পারে। আমার কুল-পুরোহিতের দ্বারা সংস্কার করাইলেই ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার হইতে পারিবে; নন্দের কুলপুরোহিত বৈশ্যোচিত সংস্কারই করিবেন।" এ-সমস্ত ভাবিয়া বসুদেব গোপনে তাঁহার কুলপুরোহিত গর্গাচার্যের নিকটে যাইয়া, কিভাবে এবং কেন তিনি তাঁহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া গর্গাচার্য বলিলেন—"বসুদেব! তোমার কথা শুনিলাম। তোমার পুত্র-সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানি (তাৎপর্য এই যে, তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব আমাকে জানাইয়াছেন)। আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা এখন বল।"

তখন বসুদেব বলিলেন—"আপনি দয়া করিয়া আগামীকল্য (শ্রীকৃষ্ণবয়সের ১০০তম দিনে) নন্দগোকুলে যাইয়া ক্ষত্রিয়োচিত স্বস্তিবচনাদি পাঠ করিয়া আমার পুত্রদ্বয়ের নামকরণ করিবেন। আর নন্দমহারাজকে বলিবেন, তিনি যেন আমার পুত্রের উপনয়ন-বিবাহাদি সংস্কার না করেন।"

বসুদেবকর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়াই গর্গাচার্য পরের দিন (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবয়সের ১০০তম দিবসে) প্রাতঃকালেই নন্দব্রজে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী তাঁহার চম্পূতে (গো. চ. পূ. ৬।৪৫-৭১) যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম এইরূপ।

গর্গাচার্য প্রাতঃকালেই নন্দের গোষ্ঠে গিয়া উপনীত হইলেন। গোষ্ঠ তখন নির্জন; তিনি সে-স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দ তখন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অর্চনা করিতেছিলেন। অর্চনান্তে বাহিরে আসিলে বুঝিতে পারিলেন, গোষ্ঠে কেহ আসিয়াছেন। অগ্রসর হইয়া তিনি গর্গাচার্যকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাঁহাকে আনয়ন করিয়া আসন দিয়া যথোচিতভাবে তাঁহার স্তব-স্তুতিপূর্বক সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেন, "আপনি দয়া করিয়া যখন এ-স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আমার বালকটীকে এবং বসুদেবের বালকটীকে দয়া করিয়া আপনার দৃষ্টিসুধা-দ্বারা পরিষিঞ্চিত করুন।" শুনিয়া গর্গাচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীনন্দ তাঁহার এক ভৃত্যকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া রোহিণী ও যশোদাকে নিজ নিজ পুত্র লইয়া আসিবার জন্য সংবাদ দিলেন। পুত্রদ্বয়কে কোলে করিয়া তাঁহারা উভয়ে আসিয়া গর্গাচার্যকে প্রণিপাত করিলেন। বালকদ্বয়ের দর্শনে গর্গাচার্য প্রেমাপ্লুত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বালকদ্বয়কে আশীর্বাদ করিলেন। তখন শ্রীনন্দ মনে করিলেন, গর্গাচার্যের ন্যায় বেদজ্ঞ, জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, পরমভাগবত মহাপুরুষের দ্বারা বালকদ্বয়ের দ্বিজাতি-সংস্কার করাইতে পারিলে তাহাদের মঙ্গল হইবে। শ্রীনন্দ তখন করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন,—"ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্তুমর্হসি। বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥ ভা. ১০।৮।৬॥—আপনি বেদজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপা করিয়া আপনি এই বালক দুইটীর নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদন করুন। ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধিই সকল মানুষের গুরু।”

শুনিয়া গর্গাচার্য বলিলেন—“তোমরা যদুবংশীয় হইলেও মাতৃসম্বন্ধবশতঃ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমাদের কুলপুরোহিতের দ্বারাই বালকদের সংস্কার-সম্পাদন করা কর্তব্য।”

শুনিয়া ব্রজরাজ বলিলেন—“আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সঙ্গতই। কিন্তু কখনও কখনও অধিকারি-বিশেষে সংযোগপ্রাপ্ত হইয়া সামান্যবিধিও বিশেষ বিধিদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া সামান্য বিধিদ্বারা আপনাদের গুরুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। ‘জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ।’ তাহাতে আবার সর্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা আপনার সম্যক্ আধিক্য জানিতে পারিয়াছি। আপনি অন্যরূপ কথা বলিবেন না; অধিকন্তু আপনি দয়া করিয়া বালকদ্বয়ের নামকরণ-সংস্কার করিলে পরে আমি আমার কুলপুরোহিতদিগেরও তুষ্টিবিধান করিব।”

ব্রজরাজের কথা শুনিয়া গর্গাচার্য সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু নামকরণ-সংস্কারটী যেন অত্যন্ত গোপনে সম্পাদিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বলিলেন—“ব্রজরাজ! আমি যে ক্ষত্রিয় যদুদিগের, বসুদেবেরও, কুলপুরোহিত, একথা সকলেই জানে, কংসও জানেন। আর, তুমি যে বৈশ্য, সুতরাং আমি যে তোমার কুলপুরোহিত নহি, একথাও সকলেই জানে, কংসও জানেন। এই অবস্থায় আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার-কার্য নির্বাহ করি, তাহা হইলে কংসের সন্দেহ জন্মিতে পারে। সন্দেহ জন্মিবার কারণও বলিতেছি। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাতা মনে করিয়া যে কন্যাটীকে কংস শিলার উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই কন্যা আকাশে উঠিয়া অষ্টভুজা দেবীরূপ ধারণ করিয়া কংসকে বলিয়াছিলেন, ‘তোমার নিহন্তা অন্যত্র জন্মিয়াছেন’। তাহাতে কংস জানিতে পারিয়াছেন, এই কন্যা দেবকীর অষ্টমগর্ভসম্ভূতা নহেন। তাঁহার নিহন্তা অন্যত্র আছেন, একথাই দেবী তাঁহাকে বলিয়াছেন, কিন্তু কোথায় আছেন, তাহা দেবী বলেন নাই। কংস অনুসন্ধান করিয়াও এপর্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার-কার্য করি, কংস তাহা জানিতে পারিলে মনে করিবে, তুমি যাঁহাকে তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছ, তিনি বাস্তবিক তোমার পুত্র নহেন, তিনি বসুদেবেরই পুত্র; নচেৎ বসুদেবের কুলপুরোহিত তাঁহার সংস্কার-কার্য করিবেন কেন? তোমার সঙ্গে যে বসুদেবের খুব সৌহার্দ আছে, তাহাও কংস জানেন। কংস মনে করিবেন—বসুদেবই তাঁহার পুত্রকে তোমার ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কংসকর্তৃক এই বালকের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। এজন্য আমার পক্ষে তোমার বালকের নামকরণ-সংস্কার করা সঙ্গত হয় না।” “যদূনামহমাচার্য্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্ব্বদা। সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্॥ কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ। দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি॥ ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ শ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ। অপি হন্তা গতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোঽহনয়ো ভবেৎ॥—ভা. ১০৮।৭-৯॥”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্গাচার্যের কথা শুনিয়া ব্রজরাজ বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! আপনি অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। যাহাতে কংসের কোনও লোক জানিতে না পারে, এই ব্রজের কোনও লোকও জানিতে না পারে, এমন কি আমার গৃহস্থিত অন্য লোকও জানিতে না পারে, এতাদৃশ কোনও নির্জন স্থানে স্বস্তিবচন-উচ্চারণপূর্বক আপনি দয়া করিয়া বালকদ্বয়ের দ্বিজাতি-সংস্কার সম্পন্ন করুন।—অলক্ষিতেঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে। কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবচনপূর্ব্বকম্॥ ভা. ১০৮৷১০॥"

এইরূপ গোপন-স্থানে সংস্কার-কার্য গর্গাচার্যেরও অভিপ্রেত ছিল। ব্রজরাজের প্রার্থনায় তিনি অতি গোপনীয় স্থানে বালকদ্বয়ের নামকরণ করিলেন। "এবং সংপ্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ। চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ॥ ভা. ১০৮৷১১॥"

গর্গাচার্য প্রথমে রোহিণীনন্দনেরই নামকরণ করিয়াছিলেন; কেননা, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ (এই প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের সর্বশেষে ১১-অনুচ্ছেদে "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জন্ম-সময়-সম্বন্ধে আলোচনা" দ্রষ্টব্য)।

রোহিণীনন্দনের নামকরণ

গর্গাচার্য রোহিণীতনয়ের তিনটী নাম প্রকাশ করিলেন—রাম, বল ও সঙ্কর্ষণ। গর্গাচার্য বলিলেন,—

"অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্ ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যত॥ ভা. ১০৮৷১২॥

—এই রোহিণীনন্দন নিজের গুণে সুহৃদ্গণের চিত্তরঞ্জন করিবেন বলিয়া 'রাম'-নামে খ্যাত হইবেন। অত্যন্ত বলশালী বলিয়া সকলে ইঁহাকে 'বল' বলিবে। আর বসুদেবাদি যদুদিগের এবং তোমাদের (প্রতি নির্ব্বিশেষ পিতৃত্বাদিভাববশতঃ সকলকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া একদৃষ্টিতে দেখিবেন, অথবা (কোনও কারণবশতঃ যদুগণ পরস্পর বিবাদ করিলে শিক্ষাদ্বারা এই বালক) তাঁহাদের সম্যক্‌রূপে কর্ষণ (সকলের ঐক্যমত স্থাপন করিবেন) বলিয়া ইনি 'সঙ্কর্ষণ'-নামেও খ্যাত হইবেন।" শ্রীনন্দের মনোভাব-স্মরণে গর্ভ-সঙ্কর্ষণের কথা বলা হইল না।

ইহার পরেই গর্গাচার্য যশোদানন্দনের নামকরণ-প্রসঙ্গে "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য"-ইত্যাদি শ্লোকটী বলিলেন। এক্ষণে এই শ্লোকের আলোচনা করা হইতেছে।

৫। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ

ক। কৃষ্ণনাম-প্রকটন

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য"-শ্লোকের আলোচনা

যশোদানন্দনের নামকরণ-প্রসঙ্গে গর্গাচার্য প্রথমেই বলিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহহ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥—শ্রীভা. ১০।৮।১৩

—গর্গাচার্য বলিলেন, ব্রজরাজ! তোমার এই পুত্রটী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন তনু গ্রহণ করিয়া থাকেন; ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটী বর্ণ পূর্বেই হইয়া গিয়াছে; ইদানীং ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

বিবেচ্য

এ-স্থলে একটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গর্গাচার্য বসুদেবের নিকটে বলিয়াছেন—"তদেতদপরমপ্যহং নানাবৃত্তং জানাম্যেব॥ গো. চ. পূ. ৬।৪৩॥—বসুদেব যখন গর্গাচার্যের নিকটে স্বীয় পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসার কথা বলিলেন, তখন গর্গাচার্য হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন—ইহা অপেক্ষাও অপর নানাবিধ বৃত্তান্ত তিনি অবগত আছেন।" ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও গর্গাচার্য জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহাকে সমস্ত জানাইয়াছেন। সুতরাং "কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ গোপালতাপনীশ্রুতি॥"—এই শ্রুতিবাক্যও তিনি জানিতেন (ইহা যে তিনি জানিতেন, পরবর্তী আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে)। গুণকর্মানুসারেই তিনি রোহিণী পুত্রের নামও রাখিয়াছেনঃ পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেই তাহা জানা যায়। যশোদা-পুত্রের নামও তিনি গুণকর্মানুসারেই ব্যক্ত করিয়াছেন (শ্রীভা. ১০।৮।১৫ শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়)। এই অবস্থায়, যশোদা-নন্দনের নামকরণ-প্রসঙ্গে তিনি কেন বলিলেন না—"ব্রজরাজ! তোমার এই পুত্রটী স্বয়ং পরব্রহ্ম; কৃষ্ণ তাঁহার অনাদিসিদ্ধ নাম। এ-জন্য আমি তাঁহার নাম রাখিলাম 'কৃষ্ণ'।"

ইহার হেতু এই। নন্দমহারাজ হইতেছেন শুদ্ধবাৎসল্য-বিগ্রহ; তাঁহার চিত্তেও শুদ্ধ-বাৎসল্যের পূর্ণতম বিকাশ। এ-জন্য শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহার কখনও ঈশ্বরবুদ্ধি জাগে না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পুত্রমাত্রই মনে করেন; ব্রজ-পরিকরদেরই এইরূপ জ্ঞান। এ-জন্য শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখিলেও তাঁহারা তাহাকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করেন না। নামকরণের পূর্বেও পূতনাবধ-শকটভঞ্জনাদি লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই, শ্রীনন্দও, তাহাকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করেন নাই। বরং পুত্রবুদ্ধিতে নন্দ-যশোদা শিশুপুত্রের কল্যাণের জন্যই অনেক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। এ-সমস্ত বিবেচনা করিয়া গর্গাচার্য বোধহয় মনে করিলেন—"আমি যদি পরিস্ফুটভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথা বলি, তাহা হইলে ব্রজরাজ মনে করিবেন, আমি তাঁহার পুত্রকে স্বয়ংভগবান্ বলিতেছি; ইহাতে শিশুর অমঙ্গল হইবে বিবেচনা করিয়া ব্রজরাজ অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিবেন। আবার, শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও যদি গোপন করিয়া যাই, তাহা হইলেও আমার জ্ঞানশাঠ্য হইবে; তাহাও অন্যায়।" এ-সমস্ত ভাবিয়া গর্গাচার্য যেন উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়ার জন্য তিনি যেন ভাবিলেন—"যদি এমন ভাবে কথাগুলি বলা যায়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রকাশ পায়, অথচ ব্রজরাজের বাৎসল্যও ক্ষুণ্ণ না হয়, আমি যে সকল কথা বলিব, ব্রজরাজ যাহাতে সেই কথাগুলির স্বীয় ভাবোচিত তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলেই খুব সুন্দর হয়।" এইরূপ ভাবিয়া, সম্ভবতঃ তাঁহার মুখে তদনুরূপ বাক্য স্ফুরিত করাইবার নিমিত্ত মনে মনে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা করিয়াই গর্গাচার্য বলিলেন—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য"-ইত্যাদি। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও প্রকাশ করা হইয়াছে, অথচ ব্রজরাজও দুঃখ অনুভবের পরিবর্তে পরমানন্দই অনুভব করিয়াছেন।

উক্ত শ্লোকটী শুনিয়া ব্রজরাজ নন্দ তাঁহার নিজের ভাবে যে-তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে।

ব্রজরাজের মনোগত অর্থ

উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ"-বাক্য শুনিয়া ব্রজরাজ মনে করিলেন—"আমার এই পুত্রটী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে। তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। লোক তো ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াই থাকে; ভিন্ন ভিন্ন জন্মে লোকের দেহও ভিন্ন ভিন্নই থাকে। আমার এই শিশুটীও ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন জন্মে, ভিন্ন ভিন্ন দেহ গ্রহণ করিয়াছে। গর্গাচার্য বলিলেন—এই শিশুটীর পূর্বেই তিনটী বর্ণ হইয়া গিয়াছে,—শুক্ল, রক্ত ও পীত। কিন্তু মানুষের তো সাধারণতঃ এইরূপ বর্ণ দেখা যায় না। শাস্ত্র হইতে জানা যায়, কোনও কোনও ভগবৎ-স্বরূপেরই শুক্ল-রক্তাদি বর্ণ থাকে। সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লবর্ণ, তাঁহার নামও শুক্ল। ত্রেতার যুগাবতার রক্তবর্ণ, তাঁহার নামও রক্ত। পীতও সম্ভবতঃ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের বর্ণ। শাস্ত্র হইতে জানা যায়, উপাসনার ফলে কোনও কোনও উপাসক উপাস্যের সমান বর্ণ পাইতে পারে। আমার এই শিশুটী বোধ হয় সত্যযুগে শুক্লের, ত্রেতাযুগে রক্তের এবং অন্য কোনও যুগে পীতবর্ণ ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের সারূপ্য—সমান বর্ণ—পাইয়াছে। আর এখন তো শিশুটীর কৃষ্ণবর্ণ দেখাই যাইতেছে—ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। বোধ হয় পূর্বজন্মে আমার এই শিশুটী কৃষ্ণবর্ণ নারায়ণের উপাসনা করিয়া কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। অহো! দেখা যাইতেছে, আমার এই শিশুটী ভগবানের পরম ভক্ত। আমারও পরম সৌভাগ্য, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার একটী পরম ভক্তকে আমার পুত্ররূপে পাঠাইয়াছেন।" এইরূপ ভাবিয়া ব্রজরাজ নন্দ পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

গর্গাচার্যের অভিপ্রেত অর্থ

গর্গাচার্য কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে ব্রজরাজ-নন্দনের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়াছেন। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ

শ্লোকস্থ "গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ—যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন তনু গ্রহণ করেন"-এই বাক্যে গর্গাচার্য নন্দ-তনয়ের স্বয়ংভগবত্তার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কেননা, স্বয়ংভগবান্ই ভিন্ন ভিন্ন যুগে যুগাবতারাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহে আত্মপ্রকট করেন।

"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ—এইক্ষণে বা এইবার কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন"-এই বাক্যের অন্তর্গত "ইদানীং"-শব্দে দ্বাপরযুগের কথাই বলা হইয়াছে; কেননা, বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত গতদ্বাপরেই নন্দতনয়ের নামকরণ করা হইতেছিল। "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে গর্গাচার্য ভঙ্গীতে জানাইলেন যে, নন্দসূতের একটী নাম "কৃষ্ণ"। টীকায় শ্রীধরস্বামীও তাহাই লিখিয়াছেন। "অস্য তব পুত্রস্য, অতঃ কৃষ্ণ ইত্যেকং নাম ভবিষ্যতি।" এই বাক্যটী-সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে বলিয়া এ-স্থলে আর অধিক কিছু বলা হইবে না।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য"-এই বাক্যে বলা হইয়াছে—ইহার তিনটী বর্ণ হইয়া গিয়াছে। "আসন্"-শব্দটী অস্-ধাতুর অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদ; ইহার অর্থ—অতীতে হইয়া গিয়াছে। দ্বাপরের পূর্বেই নন্দতনয়ের তিনটী বর্ণ, অর্থাৎ তিনটী বর্ণে তিনটী আবির্ভাব, হইয়া গিয়াছে।

সেই তিনটী বর্ণ হইতেছে—"শুক্লোরক্তস্তথাপীতঃ—শুক্ল, রক্ত ও পীত"। অতীত, অর্থাৎ দ্বাপরের পূর্ববর্তী, তিনটী যুগে এই তিনটী বর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেননা, ভিন্ন ভিন্ন যুগেই তিনি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রকটিত করেন। "গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ"।

সত্যযুগের যুগাবতার—শুক্ল, তাঁহার বর্ণও শুক্ল। ত্রেতাযুগের যুগাবতার—রক্ত, তাঁহার বর্ণও রক্ত। বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য ও ত্রেতা দ্বাপরের পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছে; এই নন্দাত্মজ যে বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত গতদ্বাপরের পূর্ববর্তী সত্যযুগে যুগাবতাররূপে শুক্ল বর্ণে এবং ত্রেতাযুগে যুগাবতাররূপে রক্তবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই গর্গাচার্যের অভিপ্রায় বলিয়া জানা গেল।

কিন্তু পীতবর্ণে কখন তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? যুগ হইল মোট চারিটী—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। তন্মধ্যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের কথা বলা হইয়াছে; কলির কথা বলা হয় নাই; সুতরাং যুগের মধ্যে বাকী রহিল একটী—কলিযুগ। আর, চারিযুগের চারিটী রূপের মধ্যে কেবল তিন যুগের তিনটী রূপের কথা পরিষ্কারভাবে জানা গেল—সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত এবং দ্বাপরে (ভঙ্গীতে উক্ত) কৃষ্ণ। পীত বর্ণের কথা বলা হইলেও তাহা কোন্ যুগের, স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। বিচারের দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

বিচার হইতেছে এইরূপ। তিনি যখন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে আবির্ভূত হয়েন এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে যখন শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জানা গেল, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা যায়, অবশিষ্ট কলিযুগেই তিনি পীতবর্ণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কলি যে বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত কলি, গর্গাচার্যের তাহা অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, যখন নামকরণ করা হইতেছিল, তখনও বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগ অনাগত, দ্বাপরের অবসানেই সেই কলির আগমন হইবে ; যে তিনটী বর্ণ অতীতে হইয়া গিয়াছে, পীত হইতেছে সেই তিনটী বর্ণের অন্তর্গত একটী বর্ণ ; সুতরাং গর্গাচার্যের অভিপ্রেত পীতবর্ণ গতদ্বাপরের পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। গত-দ্বাপরের পূর্বে বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত কোনও কলি যখন নাই, থাকিতেও পারে না, তখন বুঝিতে হইবে, গর্গাচার্যের অভিপ্রায় এই যে, **পূর্ববর্তী কোনও কলিযুগেই নন্দাত্মজ পীত বর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।**

ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ

এক্ষণে "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের আলোচনা করা হইতেছে। "ইদানীং", অর্থাৎ এই দ্বাপরে, "কৃষ্ণতাং গতঃ"। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই বাক্যে গর্গাচার্য ভঙ্গীতে জানাইয়াছেন, নন্দতনয়ের একটী নাম "কৃষ্ণ" ; শ্রীধরস্বামিপাদও যে তাহা বলিয়াছেন, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। নন্দাত্মজ যখন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করেন, তখন এই দ্বাপরযুগে যে তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে তাহাও সূচিত হইতেছে। কিন্তু শুক্ল, রক্ত, পীত—তিন যুগের এই তিনটী বর্ণের কথা যেমন পরিস্ফুটভাবে বলা হইয়াছে, দ্বাপরের বর্ণটীকে তেমনি পরিস্ফুটভাবে "কৃষ্ণ" না বলিয়া গর্গাচার্য "কৃষ্ণতাং গতঃ" বলিলেন কেন ?

"কৃষ্ণ" না বলিয়া "কৃষ্ণতাং গতঃ" বলার তাৎপর্য হইতেছে এই। শুক্ল ও রক্তের ন্যায় "কৃষ্ণ" বলিলে কেবল বর্ণ-ই বলা হইত এবং তদুপলক্ষণে "কৃষ্ণ" নামও বলা হইত ; কিন্তু "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে বর্ণ এবং নাম তো সূচিত হয়ই, আরও কিছু সূচিত হয়। এই নন্দাত্মজে যে "আরও কিছু" আছে, তাহা জানাইবার জন্যই গর্গাচার্য কেবল "কৃষ্ণ" না বলিয়া "কৃষ্ণতাং গতঃ" বলিয়াছেন।

কিন্তু "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে "আরও কিছু" কি সূচিত হয় ? তাহা বলা হইতেছে।

"কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে হইলে "কৃষ্ণতা"-শব্দের মুখ্যার্থ বা প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ কি, তাহা দেখিতে হইবে। কৃষ্-ধাতুর উত্তর ণ-প্রত্যয়যোগে কৃষ্ণ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্-ধাতুর অর্থ আকর্ষণে ; আর ণ-প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট-কারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥ গোপাল-পূর্বতাপনী শ্রুতি॥ ১॥" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, আনন্দ ও আকর্ষণের একত্র সমাবেশ যাঁহাতে, তিনিই কৃষ্ণ ; তিনি বেদান্তবেদ্য, অক্লিষ্টকারী, গুরু এবং বুদ্ধিসাক্ষী। ইহাও জানা গেল—আনন্দস্বরূপ বলিয়া, আনন্দদ্বারা যিনি সর্বাকর্ষক, তিনিই কৃষ্ণ। এইরূপে জানা গেল, কৃষ্ণ-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-লব্ধ অর্থ হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষক। তাহা হইলে "কৃষ্ণতা"-শব্দের অর্থও হইবে—আকর্ষকতা। "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের মুখ্য অর্থ হইল—এই দ্বাপরে ইনি আকর্ষকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার, তাঁহার অনন্ত-নামের মধ্যেও কৃষ্ণনামই মুখ্য। "নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ ॥ ভগবদুক্তিঃ ॥" এই একটী বাক্যে গর্গাচার্য ভঙ্গীতে অনেক কথা বলিয়াছেন—এই নন্দাত্মজ কৃষ্ণ, পরব্রহ্ম, বেদান্তবেদ্য, বুদ্ধিসাক্ষী, অক্লিষ্টকর্মা; নন্দাত্মজের অনন্তনাম, কিন্তু কৃষ্ণনামটীই হইতেছে তাঁহার মুখ্যনাম। তিনি আনন্দস্বরূপ বলিয়া তাঁহার আনন্দের দ্বারা তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন। এইবার, এই দ্বাপরে সকলকে আকর্ষণ করিয়া তিনি আকর্ষকতা বা কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিন্তু কাহাকে, বা কাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া "কৃষ্ণতা"-প্রাপ্ত হইলেন? পরবর্তী "বহূনি সন্তি নামানি"-ইত্যাদি শ্লোকে গর্গাচার্য তাহা বলিয়া গিয়াছেন (পরবর্তী গ-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকের তাৎপর্য হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, সে-সকল স্বরূপকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া "কৃষ্ণতা বা আকর্ষকতা" প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই (প্রথম অধ্যায়, ১৬-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, একমাত্র স্বয়ংভগবান্ই তাঁহার অবতরণ-কালে নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং "কৃষ্ণতাং"-শব্দে ভঙ্গীতে গর্গাচার্য জানাইলেন যে, এই নন্দাত্মজ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্। "ইদানীং"-শব্দে জানাইলেন—এই দ্বাপরেই ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য কোনও যুগে নহে।

এইরূপে দেখা গেল, "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে গর্গাচার্য ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তার কথাই জানাইয়াছেন।

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্

এক্ষণে আর একটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। বলা হইয়াছে—"শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ"। শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী বর্ণের মধ্যে শুক্ল ও রক্ত হইতেছে যুগাবতারের বর্ণ। পীতও কি পূর্ববর্তী কোনও কলির যুগাবতার? না অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ? তাহা কিরূপেই বা নির্ণয় করিতে হইবে?

যদি বলা যায়, পীতবর্ণ-স্বরূপ যুগাবতার, না কি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা নির্ণয় করার জন্য আবার বিচারের প্রয়োজন কোথায়? "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ"-এই বাক্যে গর্গাচার্য এক সঙ্গেই তিনটী বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন—শুক্ল, রক্ত এবং তথা (তদ্রূপ) পীত। শুক্ল এবং রক্ত যখন যুগাবতারের বর্ণ, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—পীতও যুগাবতারেরই বর্ণ; "তথা—তদ্রূপ"-শব্দে তাহা আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

উত্তরে বক্তব্য এই। আপাত-দৃষ্টিতে "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ"-বাক্য হইতে পীতকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগাবতারের বর্ণ বলিয়া মনে হইলেও ইহা বিচারসহ নহে। কেননা, কলির যুগাবতার যে পীতবর্ণ, তাহা কোনও শাস্ত্র হইতে জানা যায় না। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

যুগাবতার-প্রসঙ্গ

যুগাবতার-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ আলোচিত হইতেছে। "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥ ল. ভা. যুগাবতার-প্রকরণ॥ ১।২১৫॥—যুগাবতারের নামও যাহা, বর্ণও তাহা। সত্যের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শুক্ল; ত্রেতার যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ রক্ত; দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শ্যাম এবং কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ কৃষ্ণ (ইনি স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ নহেন, তাঁহার অংশ; যুগাবতার সকল সময়েই স্বয়ংভগবানের অংশ)।" শ্রীহরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার কৃষ্ণ। "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ॥ ল. ভা. টীকাধৃত বচন।" আবার বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে "দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ শ্রী. ভা. ১১।৫।২৫-শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকাধৃত প্রমাণ॥—দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতার শ্যাম।"

এ-স্থলে কলির যুগাবতারসম্বন্ধে দুইটী মত পাওয়া গেল—হরিবংশের মতে কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে শ্যাম। এ-স্থলে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই; যেহেতু, "শ্যাম"-শব্দের অতি প্রসিদ্ধ অর্থই হইতেছে "কৃষ্ণ"। তাই শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর এবং রাধাকৃষ্ণকে রাধাশ্যাম বলা হয়।

দ্বাপরের যুগাবতারসম্বন্ধেও দুইটী মত পাওয়া গেল—লঘুভাগবতামৃত বলেন শ্যাম এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর বলেন শুকপত্রাভ। শ্রী. ভা. ১১।৫।২৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বম্—কিন্তু সামান্যতঃ (সাধারণতঃ) দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্ব"। শ্রীজীবপাদের এই উক্তির তাৎপর্য আলোচিত হইতেছে। যে-যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার আর পৃথক্ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না, তিনি স্বয়ংভগবানের মধ্যেই অবস্থিত থাকেন। যুগাবতারের অবতরণের সময়েই স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন ব্রহ্মার একদিনে একবার। ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে থাকে—এক হাজার সত্যযুগ, এক হাজার ত্রেতাযুগ, এক হাজার দ্বাপরযুগ এবং এক হাজার কলিযুগ। ব্রহ্মার এক দিনের অন্তর্গত এক হাজার দ্বাপরযুগের মধ্যে কেবলমাত্র একটী দ্বাপরযুগেই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, অবশিষ্ট ৯৯৯ দ্বাপরযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না; কিন্তু দ্বাপরের যুগাবতার এই ৯৯৯ দ্বাপরের প্রত্যেক দ্বাপরেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যে-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বয়ংভগবানের অবতরণ; সুতরাং সেই দ্বাপরকে বিশেষ দ্বাপরও বলা যায়। অবশিষ্ট ৯৯৯ দ্বাপরের এতাদৃশ বিশেষত্ব নাই বলিয়া তাহাদিগকে সামান্য বা সাধারণ দ্বাপর বলা যায়। এই সামান্য বা সাধারণ ৯৯৯ দ্বাপরে দ্বাপরের যুগাবতারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—তিনি হইতেছেন শুকপত্রাভ। ৯৯৯ সামান্ত বা সাধারণ দ্বাপরে শুকপত্রাভ অবতীর্ণ হয়েন বলিয়াই শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন –সামান্ততঃ (সাধারণতঃ) দ্বাপরের যুগাবতার হইতেছেন শুকপত্রাভ। "সামান্ততস্তু" স্থলে "তু—কিন্তু" শব্দের ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে, যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই বিশেষ দ্বাপরের যুগাবতার কিন্তু শুকপত্রাভ নহেন। যে-যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগে যুগাবতার পৃথক্ রূপে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া যুগাবতারের কার্য যুগধর্মপ্রবর্তন স্বয়ংভগবান্‌ই করিয়া থাকেন; কিন্তু এই যুগধর্মপ্রবর্তন হইতেছে তাঁহার আনুষঙ্গিক কর্ম, মুখ্য কর্ম নহে।

গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; আনুষঙ্গিকভাবে তিনি যুগাবতারের কার্য যুগধর্মপ্রবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া, যুগধর্মপ্রবর্তনের দিক্ দিয়া তাঁহাকেও যুগাবতার বলা যায়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু যুগাবতার-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে গত দ্বাপরের যুগাবতার-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম। কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম॥ চৈ. ২।২০।২৮৩॥" গত দ্বাপরযুগসম্বন্ধে ঋষি করভাজনও নিমিমহারাজের নিকট বলিয়াছেন—"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ। ভা. ১১।৫।২৭॥" যুগধর্ম প্রবর্তনের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে গত দ্বাপরে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে (শ্যামকে) যুগাবতার বলা যায়। লঘুভাগবতামৃত যে "দ্বাপরে শ্যামঃ" বলিয়াছেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত শ্রীভা. ১১।৫।২৭-শ্লোকের, অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র ; অর্থাৎ গত বিশেষ দ্বাপরের যুগাবতারের কথাই লঘুভাগবতামৃতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন, সাধারণদ্বাপরের যুগাবতারের কথা বলেন নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পরিস্ফুট ভাবেই বলিয়াছেন—"সামান্ততস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বম্"॥

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতার হইতেছেন শুকপত্রাভ। বিষ্ণুধর্মোত্তর তাহা পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন—"দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

যাহা হউক, এক্ষণে পূর্বপ্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। কলির যুগাবতার যে শ্যাম বা কৃষ্ণ, তাঁহার বর্ণও যে শ্যাম বা কৃষ্ণ, পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা জানা গেল। শ্যাম বা কৃষ্ণ শব্দে কখনও পীত বুঝায় না। কলির যুগাবতারের (সাধারণ যুগাবতারের) বর্ণ যে পীত, কোনও শাস্ত্রপ্রমাণেই তাহা পাওয়া যায় না। সুতরাং "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ"—এই বাক্যে শুক্ল ও রক্তের ন্যায় পীতকেও কলির যুগাবতার মনে করিতে গেলে শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিচারপূর্বকই পীতবর্ণ অবতারের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। বিচারের উপাদানও "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য"-শ্লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্লোকের মধ্যে "তথা"-একটী শব্দ আছে। "তথা পীতঃ"। এই "তথা"-শব্দই বিচারের উপাদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক সময় পাদপূরণার্থ চ, বৈ, তু, হি ইত্যাদি শব্দ শ্লোকে ব্যবহৃত হয়; পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত হইলে ইহাদের কোনও অর্থ থাকে না। কিন্তু পাদপূরণার্থ "যথা" বা "তথা"-শব্দ ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এই শ্লোকের "তথা"-শব্দটী নিরর্থক নয়; শ্লোকের অর্থনির্ণয়ে এই "তথা"-শব্দটী উপেক্ষণীয় নহে; "তথা"-শব্দের ব্যঞ্জনা গ্রহণ না করিলে শ্লোকের অভিপ্রেত তাৎপর্য বুঝা যাইবে না। আবার, "তথা" ও "যথা" শব্দদ্বয় এক সঙ্গেই থাকে; যেখানে "তথা" থাকে, সেখানে "যথা"ও আছে, অথবা যেখানে "যথা" থাকে, সেখানে "তথাও" আছে বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও স্থলে ছন্দ-মিলনের জন্য "যথা" ও "তথা" এই দুইটী শব্দের একটী উহ্যও থাকে। এই শ্লোকেও ছন্দের অনুরোধে "যথা"-শব্দ লিখিত হয় নাই; কিন্তু "যথা" উহ্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শ্লোকের অর্থ-নির্ণয়ের সময়ে উহ্য "যথা"-শব্দটীকে আনিতে হইবে; নচেৎ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইবে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্লোকস্থ কোন্ শব্দের সঙ্গে "যথা"-শব্দের অন্বয় হইবে। "তথা"-শব্দের সহিত যে "পীতঃ"-শব্দের অন্বয়, তাহা শ্লোকে পরিষ্কাররূপেই দেখা যায়—"তথা পীতঃ"।

শ্লোকের প্রথমার্ধে দুইটী অংশ আছে—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" এবং "গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ"। এই দুইটী বাক্যাংশের সহিত "যথা"-শব্দের অন্বয় হইতে পারে কিনা, দেখা যাউক।

"যথা আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ, তথা পীতঃ"-এইরূপ অন্বয়েরই প্রথমে বিচার করা যাউক। "যথা" ও "তথা" যে-শব্দদ্বয়কে বা বাক্যদ্বয়কে অন্বিত করে, তাহাদের মধ্যে কোনও বিষয়ে সমানধর্ম থাকে। যথা (যেমন) চন্দ্র, তথা (তেমন) ইঁহার মুখ। এ-স্থলে সৌন্দর্যাংশে চন্দ্র ও মুখের সমানধর্মত্ব। সমানধর্মত্ব-প্রকাশের উদ্দেশ্যেই "যথা-তথা", বা "যেমন-তেমন" ব্যবহৃত হয়। "যথা আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ, তথা পীতঃ"-এইরূপ অন্বয়ে যথা-তথার সার্থকতা দেখা যায় না। কেননা, "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ"-এই বাক্যের "বর্ণাস্ত্রয়ঃ"-অংশেই "পীতঃ" অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী বর্ণের কথাই "বর্ণাস্ত্রয়ঃ"-বাক্যে বলা হইয়াছে। উল্লিখিত অন্বয়ের নির্গলিতার্থ হইবে—যথা পীতঃ, তথা পীতঃ। ইহার সার্থকতা কিছুই নাই। সুতরাং "যথা আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ, তথা পীতঃ"—এইরূপ অন্বয় আদরণীয় হইতে পারে না।

এক্ষণে "যথা গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ, তথা পীতঃ"—এইরূপ অন্বয় আলোচিত হইতেছে। "যেমন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন তনু গ্রহণ করেন, তেমনি পীত হইয়াছেন"—ইহাই হইতেছে উল্লিখিত অন্বয়ের অর্থ। এ-স্থলেও যথা-তথার সার্থকতা দেখা যায় না; কেননা, সমানধর্মত্বের অভাব। "তনুগ্রহণ-ব্যাপার" এবং "পীতবর্ণ"—এই দুইটী বস্তুর কি সমানধর্মত্ব থাকিতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে দেখা গেল, শ্লোকের প্রথমার্ধে "যথা"-শব্দের অন্বয় করিলে তাহার সার্থকতা কিছু থাকে না।

এক্ষণে দেখা যাউক, শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে কোন্ স্থলে "যথা"-শব্দের অন্বয় সার্থক এবং বিচারসহ হইতে পারে।

"তথা পীতঃ"-বাক্যাংশব্যতীত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে তুইটী বাক্য আছে—"শুক্লোরক্তঃ" এবং "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"। এই তুইটী বাক্যের একটীর সঙ্গে "যথা"-শব্দের অন্বয় করিতেই হইবে; কেননা, তাহা না করিলে "যথা"-শব্দের স্থান কোথাও পাওয়া যাইবে না; অথচ "তথা"-শব্দ যখন আছে, তখন "যথা"-শব্দও রাখিতে হইবে।

দেখা হাউক, "যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ"-এইরূপ অন্বয় বিচারসহ হইতে পারে কি না। যথা-তথা-শব্দদ্বয়দ্বারা অন্বিত শব্দদ্বয় বা বাক্যদ্বয়ের সমানধর্মত্ব যখন স্বীকার করিতেই হইবে, তখন উল্লিখিত অন্বয় স্বীকার করিতে গেলে "শুক্লোরক্তঃ" এবং "পীতঃ"-এই তুইটীরও সমানধর্মত্ব স্বীকার করিতে হইবে। শুক্ল ও রক্ত যখন যুগাবতার, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পীতও যুগাবতার এবং কলির যুগাবতার; কেননা, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—পীতবর্ণেই নন্দতনয়, কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কলির যুগাবতার পীতবর্ণ নহেন। স্থতরাং পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাইতেছে যে, "যথা শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ"-এই অন্বয় স্বীকার করিলে শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্য এইরূপ অন্বয় গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এক্ষণে "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের সহিত "যথা"-শব্দের অন্বয় বিবেচিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই অন্বয় স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা, তাহা না করিলে "যথা"-শব্দকেই বাদ দিতে হয়; অথচ, "তথা"-শব্দ যখন আছে, তখন "যথা"-শব্দকেও রাখিতে হইবে।

"যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ (পীততাং গতঃ)"-এইরূপ অন্বয়ে সমানধর্মত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কি সেই সমানধর্মত্ব? পূর্বেই বলা হইয়াছে, "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে গর্গাচার্য নন্দাত্মজের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়াছেন। "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে যখন স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইয়াছে, তখন স্বয়ংভগবত্তাই হইবে সমানধর্ম। তাৎপর্য এই—"কৃষ্ণ" যেমন স্বয়ংভগবান্, তেমনি "পীত"—পীতবর্ণ ভগবৎ-স্বরূপও—স্বয়ংভগবান্।

এইরূপে "যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ (পীততাং গতঃ)"-বাক্য হইতে জানা গেল, পূর্ববর্তী কোনও কলিতে নন্দাত্মজ যে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পীতবর্ণ-স্বরূপ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্; তিনি যুগাবতারাদি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ ছিলেন না।

স্থতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল—**পীতবর্ণ এক স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপও আছেন এবং তিনি কোনও কলিতেই অবতীর্ণ হয়েন।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক সময় পাদপূরণার্থ চ, বৈ, তু, হি ইত্যাদি শব্দ শ্লোকে ব্যবহৃত হয়; পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত হইলে ইহাদের কোনও অর্থ থাকে না। কিন্তু পাদপূরণার্থ "যথা" বা "তথা"-শব্দ ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এই শ্লোকের "তথা"-শব্দটী নিরর্থক নয়; শ্লোকের অর্থনির্ণয়ে এই "তথা"-শব্দটী উপেক্ষণীয় নহে; "তথা"-শব্দের ব্যঞ্জনা গ্রহণ না করিলে শ্লোকের অভিপ্রেত তাৎপর্য বুঝা যাইবে না। আবার, "তথা" ও "যথা" শব্দদ্বয় এক সঙ্গেই থাকে; যেখানে "তথা" থাকে, সেখানে "যথা"ও আছে, অথবা যেখানে "যথা" থাকে, সেখানে "তথাও" আছে বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও স্থলে ছন্দ-মিলনের জন্য "যথা" ও "তথা" এই দুইটী শব্দের একটী উহ্যও থাকে। এই শ্লোকেও ছন্দের অনুরোধে "যথা"-শব্দ লিখিত হয় নাই; কিন্তু "যথা" উহ্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শ্লোকের অর্থ-নির্ণয়ের সময়ে উহ্য "যথা"-শব্দটীকে আনিতে হইবে; নচেৎ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইবে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্লোকস্থ কোন্ শব্দের সঙ্গে "যথা"-শব্দের অন্বয় হইবে। "তথা"-শব্দের সহিত যে "পীতঃ"-শব্দের অন্বয়, তাহা শ্লোকে পরিষ্কাররূপেই দেখা যায়—"তথা পীতঃ"।

শ্লোকের প্রথমার্ধে দুইটী অংশ আছে—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" এবং "গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ"। এই দুইটী বাক্যাংশের সহিত "যথা"-শব্দের অন্বয় হইতে পারে কিনা, দেখা যাউক।

"যথা আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ, তথা পীতঃ"-এইরূপ অন্বয়েরই প্রথমে বিচার করা যাউক। "যথা" ও "তথা" যে-শব্দদ্বয়কে বা বাক্যদ্বয়কে অন্বিত করে, তাহাদের মধ্যে কোনও বিষয়ে সমানধর্ম থাকে। যথা (যেমন) চন্দ্র, তথা (তেমন) ইঁহার মুখ। এ-স্থলে সৌন্দর্যাংশে চন্দ্র ও মুখের সমানধর্মত্ব। সমানধর্মত্ব-প্রকাশের উদ্দেশ্যেই "যথা-তথা", বা "যেমন-তেমন" ব্যবহৃত হয়। "যথা আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ, তথা পীতঃ"-এইরূপ অন্বয়ে যথা-তথার সার্থকতা দেখা যায় না। কেননা, "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ"-এই বাক্যের "বর্ণাস্ত্রয়ঃ"-অংশেই "পীতঃ" অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী বর্ণের কথাই "বর্ণাস্ত্রয়ঃ"-বাক্যে বলা হইয়াছে। উল্লিখিত অন্বয়ের নির্গলিতার্থ হইবে—যথা পীতঃ, তথা পীতঃ। ইহার সার্থকতা কিছুই নাই। সুতরাং "যথা আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ, তথা পীতঃ"—এইরূপ অন্বয় আদরণীয় হইতে পারে না।

এক্ষণে "যথা গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ, তথা পীতঃ"—এইরূপ অন্বয় আলোচিত হইতেছে। "যেমন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন তনু গ্রহণ করেন, তেমনি পীত হইয়াছেন"—ইহাই হইতেছে উল্লিখিত অন্বয়ের অর্থ। এ-স্থলেও যথা-তথার সার্থকতা দেখা যায় না; কেননা, সমানধর্মত্বের অভাব। "তনুগ্রহণ-ব্যাপার" এবং "পীতবর্ণ"—এই দুইটী বস্তুর কি সমানধর্মত্ব থাকিতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে দেখা গেল, শ্লোকের প্রথমার্ধে "যথা"-শব্দের অন্বয় করিলে তাহার সার্থকতা কিছু থাকে না।

এক্ষণে দেখা যাউক, শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে কোন্ স্থলে "যথা"-শব্দের অন্বয় সার্থক এবং বিচারসহ হইতে পারে।

"তথা পীতঃ"-বাক্যাংশব্যতীত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে দুইটী বাক্য আছে—"শুক্লোরক্তঃ" এবং "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"। এই দুইটী বাক্যের একটীর সঙ্গে "যথা"-শব্দের অন্বয় করিতেই হইবে; কেননা, তাহা না করিলে "যথা"-শব্দের স্থান কোথাও পাওয়া যাইবে না; অথচ "তথা"-শব্দ যখন আছে, তখন "যথা"-শব্দও রাখিতে হইবে।

দেখা যাউক, "যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ"-এইরূপ অন্বয় বিচারসহ হইতে পারে কি না। যথা-তথা-শব্দদ্বয়দ্বারা অন্বিত শব্দদ্বয় বা বাক্যদ্বয়ের সমানধর্মত্ব যখন স্বীকার করিতেই হইবে, তখন উল্লিখিত অন্বয় স্বীকার করিতে গেলে "শুক্লোরক্তঃ" এবং "পীতঃ"-এই দুইটীরও সমানধর্মত্ব স্বীকার করিতে হইবে। শুক্ল ও রক্ত যখন যুগাবতার, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পীতও যুগাবতার এবং কলির যুগাবতার; কেননা, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—পীতবর্ণেই নন্দতনয়, কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কলির যুগাবতার পীতবর্ণ নহেন। সুতরাং পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাইতেছে যে, "যথা শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ"-এই অন্বয় স্বীকার করিলে শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্য এইরূপ অন্বয় গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এক্ষণে "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের সহিত "যথা"-শব্দের অন্বয় বিবেচিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই অন্বয় স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা, তাহা না করিলে "যথা"-শব্দকেই বাদ দিতে হয়; অথচ, "তথা"-শব্দ যখন আছে, তখন "যথা"-শব্দকেও রাখিতে হইবে।

"যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ (পীততাং গতঃ)"-এইরূপ অন্বয়ে সমানধর্মত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কি সেই সমানধর্মত্ব? পূর্বেই বলা হইয়াছে, "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে গর্গাচার্য নন্দাত্মজের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়াছেন। "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে যখন স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইয়াছে, তখন স্বয়ংভগবত্তাই হইবে সমানধর্ম। তাৎপর্য এই—"কৃষ্ণ" যেমন স্বয়ংভগবান্, তেমনি "পীত"—পীতবর্ণ ভগবৎ-স্বরূপও—স্বয়ংভগবান্।

এইরূপে "যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ (পীততাং গতঃ)"-বাক্য হইতে জানা গেল, পূর্ববর্তী কোনও কলিতে নন্দাত্মজ যে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পীতবর্ণ-স্বরূপ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্; তিনি যুগাবতারাদি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ ছিলেন না।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল—**পীতবর্ণ এক স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপও আছেন এবং তিনি কোনও কলিতেই অবতীর্ণ হয়েন।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ। বাসুদেব-নাম-প্রকটন

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্হ্যস্য"-শ্লোকে যশোদানন্দনের কৃষ্ণ-নাম প্রকটিত করিয়া গর্গাচার্য তাঁহার আর একটী নাম—বাসুদেব—প্রকটিত করিয়াছেন। ব্রজরাজের নিকটে তিনি বলিলেন,

"প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ভা. ১০।৮।১৪॥

—হে ব্রজরাজ! তোমার এই সৌভাগ্যশালী পুত্রটী পূর্বে কোনও সময়ে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এ-জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইঁহাকে 'বাসুদেব'-নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"

ব্রজরাজের মনোগত অর্থ

গর্গাচার্যের উক্তি শুনিয়া ব্রজরাজ মনে করিলেন—"এই শিশুটী এইবার আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার পূর্বে, বোধ হয় ইহার এবং বসুদেবেরও পূর্বজন্মে, এই শিশুটী বসুদেবের পুত্র ছিল। সেই জন্মে বসুদেবেরও নাম বোধহয় এই জন্মের ন্যায় বসুদেবই ছিল। (প্রাগিতি প্রকটার্থে তবাত্মজোহ্য়ং ক্বচিদন্যত্র বসুদেবাদপি জাতস্তং কথং তত্রাহ প্রাক্ অস্য তস্য চ পূর্ব্বজন্মনীত্যর্থঃ। এবং শ্রীবসুদেবস্য পূর্ব্বজন্মন্যপি তন্নামাসীদিতি শ্রীনন্দেনাবগতম্॥ বৈষ্ণবতোষণী॥) বসুদেব তো আমার ভ্রাতা এবং পরমসুহৃৎ। তাঁহার পূর্বজন্মের পুত্র এবার আমার পুত্র হইয়াছে, ইহা তো আমার পক্ষে পরমানন্দের বিষয়। পূর্বজন্মেও আমার এই পরমসুহৃৎ ভ্রাতার নাম বসুদেবই ছিল, ইহাও অত্যন্ত আনন্দের কথা। এই শিশুটীর নাম পূর্বজন্মেও বসুদেব হইতে জাত বলিয়া 'বাসুদেব' ছিল, গর্গাচার্য এই জন্মেও সেই 'বাসুদেব'-নাম রাখিলেন। শিশুটির এই 'বাসুদেব'-নাম আমার পরমসুহৃৎ বসুদেবের স্মৃতি সর্বদা আমার চিত্তে জাগ্রত রাখিয়া আমার পরমানন্দ বিধানই করিবে।" এইরূপ ভাবিয়া ব্রজরাজ নন্দ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন।

গর্গাচার্যের অভিপ্রেত অর্থ

গর্গাচার্য কিন্তু এই জন্মেই পূর্বে কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা বলিয়াছেন। গর্গাচার্যের অভিপ্রায় এই যে,—ব্রজরাজ! এই জন্মেই পূর্বে এই শিশুটী কংস-কারাগারে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন; তথাপি এই শিশুটী কিন্তু তোমারই আত্মজ। (অপ্রকটার্থে ইহৈব জন্মনি পূর্ব্বং কংস-কারাগারে বসুদেবাজ্জাতোহপি তবাত্মজ এবেতি পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারেণ অন্যথা তবাত্মজ ইত্যস্যাধিক্যং স্যাৎ॥ বৈষ্ণবতোষণী॥) তাৎপর্য হইতেছে এই। পূর্বে কংস-কারাগারে যে চতুর্ভুজ-রূপের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাকে বসুদেব নিজের পুত্রই মনে করিয়াছিলেন। চতুর্ভুজ যখন দ্বিভুজ হইলেন, তখন সেই দ্বিভুজকেও বসুদেব নিজ পুত্র মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দ্বিভুজ যে বস্তুতঃ যশোদানন্দন—সুতরাং নন্দ-নন্দনও—তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (পূর্ববর্তী ৩খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভঙ্গীতে গর্গাচার্য এই তথ্যই প্রকাশ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ। বহু নাম-রূপের কথা-প্রকটন

কৃষ্ণ ও বাসুদেব—এই দুইটী নাম প্রকাশ করার পরে গর্গাচার্য বলিলেন—"ব্রজরাজ! তোমার এই পুত্রটীর গুণকর্মানুসারে বহু বহু নাম এবং বহু বহু রূপ আছে; সে-সমস্ত রূপ ও নামের কথা আমি জানি না, লোকসকলও জানে না।—বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণ-কর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ভা. ১০৮৮১৫ ॥"

এই শ্লোকের টীকায় "তান্যহং বেদ নো জনাঃ"—এই বাক্যের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তানি সর্ব্বাণি অহমপি নো বেদ, জনা অপি নো বিদুরিতি॥—সে-সমস্ত নাম ও রূপের কথা আমিও সমস্ত জানি না, অন্য লোকও জানে না।" আর বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—"নাহমপি বেদ জনা অপি ন বিদুরিত্যর্থঃ॥—আমিও জানি না, অন্য লোকেও জানে না।"

ব্রজরাজের মনোগত অর্থ

গর্গাচার্যের উক্তি শুনিয়া মহারাজ নন্দ মনে করিলেন—"আমার এই শিশুটীর বহু বহু রূপ ও বহু বহু নাম আছে। সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত বহুবারই তো এই শিশুটী জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম যে ছিল, তাহাই গর্গাচার্য বলিতেছেন। আবার গুণকর্মানুসারেও ইহার বহু নাম ছিল; কাহারও সদ্গুণ এবং সৎকর্ম দেখিলেই লোকে সে-সমস্ত সদ্গুণ ও সৎকর্ম অনুসারে তাহার বহু নাম প্রকাশ করিয়া তাহার খ্যাতি প্রচার করিয়া থাকে। তাই পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে, পূর্ব পূর্ব বহু জন্মেই আমার এই শিশুটী সৎকর্ম ও সদ্গুণের দ্বারা বিশেষরূপে খ্যাতিমান হইয়াছিল। পূর্ব পূর্ব জন্মে যাহার এইরূপ সদ্গুণ ও সৎকর্ম ছিল, এই জন্মেও অবশ্যই সেই আমার এই শিশুটী সদ্গুণ ও সৎকর্ম দ্বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"—এইরূপ ভাবিয়া ব্রজরাজ নন্দ পরমানন্দ অনুভব করিলেন।

তিনি আরও ভাবিলেন—"গর্গাচার্য বলিলেন 'তান্যহং বেদ নো জনাঃ।'—সে সমস্ত নাম ও রূপের কথা সর্বজ্ঞ গর্গাচার্য জানেন, কিন্তু **অন্য** লোকে জানে না। (তান্যহং বেদ জনাস্তু ন বিদুরিত্যর্থঃ। প্রকটার্থসম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণী।) অন্য লোক কিরূপেই বা জানিবে?"

গর্গাচার্যের অভিপ্রেত অর্থ

এই শ্লোকে গর্গাচার্য শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে একটী বিশেষ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইলেন, গুণকর্মানুসারে এই নন্দাত্মজের বহু বহু নাম ও বহু বহু রূপ আছে। কি সে-সমস্ত নাম ও রূপ? টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন "গুণানুরূপাণি ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদীনি কর্ম্মানুরূপাণি গোপতির্গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ইত্যাদীনি॥—গুণানুরূপ নাম হইতেছে ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি; আর কর্মানুরূপ নাম হইতেছে গোপতি, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ইত্যাদি।" বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—"গুণানুরূপাণি শ্রীনারায়ণ-নৃসিংহাদীনি কর্ম্মানুরূপাণি মৎস্যাদীনি, অথ গুণানুরূপাণি নামানি ভক্তবৎসল ইত্যাদীনি, কর্ম্মানুরূপাণি জগৎস্রষ্টা জগৎপালক ইত্যাদীনি॥ —গুণানুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনারায়ণ-নৃসিংহাদি রূপ, কর্মানুসারে মৎস্যাদি রূপ; আবার গুণানুসারে ভক্তবৎসল প্রভৃতি নাম, কর্মানুসারে জগৎস্রষ্টা, জগৎপালক প্রভৃতি নাম।"

এইরূপে গর্গাচার্য জানাইলেন—"শ্রীনারায়ণ-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপসমূহ, মৎস্যকূর্মাদি লীলাবতারসমূহও এই নন্দনন্দনেরই রূপ। ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, গোপতি (গোপাল), গোবর্ধনোদ্ধরণ, ভক্তবৎসল, জগৎস্রষ্টা, জগৎপালকাদিও এই নন্দনন্দনেরই নাম।

"তান্যহং বেদ নো জনাঃ"-এই বাক্যে গর্গাচার্যের অভিপ্রায় এই যে—"সে-সমস্ত নাম এবং রূপের কথা সমস্ত আমিও জানি না, অন্য লোকেও জানে না।" এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে—এই নন্দনন্দনের নাম ও রূপ হইতেছে সংখ্যায় অনন্ত; অনন্ত বলিয়াই কাহারও পক্ষে তৎসমস্ত জানা সম্ভব নয়, সর্বজ্ঞ গর্গাচার্যের পক্ষেও অসম্ভব। কেননা, অনন্ত-শব্দের অর্থই হইতেছে—যাহার অন্ত নাই; একজনও যদি অন্ত পায়েন (সমস্ত জানিলেই অন্ত পাওয়া যায়), তাহা হইলে তাহাকে বস্তুতঃ অনন্ত বলা যায় না। এই শ্লোকে "বহু"-শব্দে গর্গাচার্য ভঙ্গীতে নন্দাত্মজের নামের ও রূপের সংখ্যার আনন্ত্যই খ্যাপন করিলেন।

আবার, এই অনন্ত নাম ও রূপের সম্বন্ধে গর্গাচার্য বর্তমান-কালবাচক "সন্তি—আছে"-ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন। "নন্দাত্মজের অনন্ত নাম ও অনন্ত রূপ আছে"—একথাই তিনি বলিলেন, অতীতকালবাচক "আসন্—ছিল" বলেন নাই। ইহার পূর্বে তিনি নন্দাত্মজের মাত্র দুইটী নাম প্রকাশ করিয়াছেন—কৃষ্ণ ও বাসুদেব। এখন বলিতেছেন—তাঁহার অনন্ত নাম আছে। ইহার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হইতেছে এই—বৈষ্ণবতোষণীকার বলিয়াছেন—"সন্তি-ইত্যনেন সচ্চিদানন্দঘনরূপাণাং রূপাণামিব নাম্নামপি নিত্যতা সূচিতা, সা চ গুণকর্মানুরূপাণীতি সাধিতা, গুণানাং নিত্যভগবৎসমবেতত্বান্নিত্যতা সিদ্ধা, তথা কর্ম্মণাঞ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনধর-কালিয়দমনাদ্যু-পাসনানামনাদিসিদ্ধবেদপ্রসিদ্ধেঃ॥" মর্মার্থ—"সন্তি-এই বর্তমানকালবাচক ক্রিয়াপদে নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে—নাম ও রূপ উভয়েরই নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বা বিগ্রহ নিত্য; নারায়ণ-নৃসিংহ-মৎস্যাদি যে-সকল অনন্তরূপে তিনি আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত, সচ্চিদানন্দের রূপ বলিয়া সে-সমস্তও নিত্য; সে-সমস্ত রূপের ন্যায় তাঁহাদের নামও নিত্য। ভগবানের গুণসমূহ ভগবৎ-সমবেত বলিয়া, অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপভূত বলিয়া, ভগবানের এবং তাঁহার বিভিন্ন রূপের গুণসমূহও নিত্য। ভগবানের কর্মও নিত্য। গোবর্ধন-ধর, কালিয়দমনাদি হইতেছে কর্মানুরূপ নাম; গোবর্ধন-ধরাদি রূপের উপাসনা অনাদিসিদ্ধ-বেদপ্রসিদ্ধ। অনিত্য বস্তুর উপাসনার সার্থকতা কিছু নাই। নিত্যবস্তুর উপাসনাই সার্থক। গোবর্ধনধরাদি কর্মানুযায়ী রূপের উপাসনা যখন অনাদিসিদ্ধ বেদে প্রসিদ্ধ, তখন তাঁহার কর্মও যে নিত্য, তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।" এইরূপে জানা গেল—"সন্তি"-এই বর্তমানকালবাচক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়াপদের দ্বারা গর্গাচার্য নন্দাত্মজের অনন্তরূপের, অনন্ত নামের, অনন্তকর্মের এবং অনন্তগুণের নিত্যত্বই খ্যাপিত করিয়াছেন।

বর্তমান-কালবাচক ক্রিয়াপদে যে নিত্যত্ব বুঝায়, শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"এষো হি এব আনন্দয়াতি—ইনিই আনন্দ দান করেন।" কোনও এক নির্দিষ্ট সময়েই তিনি আনন্দ দান করেন, অপর সময় করেন না, ইহা শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য নহে। তিনি সর্বদাই, নিত্যই আনন্দ দান করেন। এ-স্থলে "আনন্দয়াতি"—এই বর্তমান-কালবাচক ক্রিয়াপদে পরব্রহ্মের আনন্দদাতৃত্বের নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি—তিনি এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজিত।" অনাদিকাল হইতেই তিনি নারায়ণ রাম-নৃসিংহাদি বহুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপের নিত্যত্বসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই; নিত্য বলিয়াই নারায়ণাদি-স্বরূপের উপাসনা বেদপ্রসিদ্ধ। এ-স্থলে "বিভাতি"-এই বর্তমান-কালবাচক ক্রিয়াপদে নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে।

"বহূনি সন্তি নামানি"—ইত্যাদি শ্লোকোক্তির উদ্দেশ্য

গর্গাচার্য "বহূনি সন্তি নামানি"-ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন কেন? এই শ্লোকটীতে গর্গাচার্য যদি নন্দাত্মজের কোনও নাম প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে নামকরণ-প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখের সার্থকতা থাকিত। পূর্ববর্তী "প্রাগয়ং বসুদেবস্য"-ইত্যাদি শ্লোকে একটী নাম প্রকাশ করা হইয়াছে, "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি শ্লোকেও একটী নাম প্রকাশ করা হইয়াছে; এ-জন্য এই শ্লোকদ্বয়ের সার্থকতা আছে। কিন্তু "বহূনি সন্তি নামানি"- শ্লোকে যখন একটী নামও ব্যক্ত করা হয় নাই, তখন এই শ্লোকোক্তির কোনও সার্থকতাই দেখা যায় না। আবার বর্তমানকাল-বাচক "সন্তি" ক্রিয়াপদের ব্যবহার না করিয়া যদি ভবিষ্যৎকালবাচক "ভবিষ্যন্তি"-ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে গুণকর্মানুসারে নন্দাত্মজের বহু নাম প্রকাশ পাইবে—এইরূপ ব্যঞ্জনায় এই শ্লোকোক্তির সার্থকতা থাকিত; কিন্তু গর্গাচার্য ভবিষ্যৎকালবাচক ক্রিয়াপদও ব্যবহার করেন নাই। ভবিষ্যৎকালবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলেও "রূপাণি—গুণকর্মানুসারে বহুরূপ" হইবে, এইরূপ উক্তির কোনও সার্থকতা থাকিত না; কেননা, একজন লোক একই জন্মে গুণকর্মানুসারে বহু নামে হয়ত অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু বহু রূপ ধারণ করে না।

এই অবস্থায় গর্গাচার্য নন্দাত্মজের নামকরণ-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটীর কেন উল্লেখ করিলেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি?

এই শ্লোকোক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে এই। প্রথমোক্ত "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি শ্লোকে "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে তিনি নন্দাত্মজের আকর্ষকতা প্রাপ্তির কথা বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছেন। কাহাকে বা কাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া নন্দাত্মজ "কৃষ্ণতা বা আকর্ষকতা" প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই এই "বহূনি সন্তি নামানি"-ইত্যাদি শ্লোকে ভঙ্গীতে জানাইলেন। নন্দাত্মজ যে অনাদিকাল হইতে নারায়ণ-নৃসিংহ-মৎস্যাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, সেই নারায়ণ-নৃসিংহাদি অনন্ত এবং নিত্য ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার "কৃষ্ণতা বা আকর্ষকত্ব" সিদ্ধ হইয়াছে—ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই গর্গাচার্য "বহূনি সন্তি"-ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—নারায়ণ-নৃসিংহাদিকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়াই নন্দাত্মজসম্বন্ধে পূর্বে "কৃষ্ণতাং গতঃ" বলা হইয়াছে—একথা গর্গাচার্য তো পরিস্ফুটভাবে বলেন নাই। এই অবস্থায় কিরূপে স্বীকার করা যায় যে, উল্লিখিতরূপ উদ্দেশ্যেই গর্গাচার্য "বহূনি সন্তি নামানি"-ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন ?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। গর্গাচার্য যদি সুস্পষ্টভাবে নন্দাত্মজকর্তৃক নারায়ণাদির আকর্ষণের কথা বলিতেন, তাহা হইলে ব্রজরাজ নন্দ মনে করিতেন—"গর্গাচার্য এ-সব কথা কি বলিতেছেন ? অবতীর্ণ হওয়ার সময় স্বয়ংভগবান্‌ই তো অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে আকর্ষণ করিয়া নিজের মধ্যে আনয়ন করেন। গর্গাচার্য আমার শিশুসন্তানটীকে স্বয়ংভগবান্ বলিতেছেন, তাহাতে শিশুটীর অমঙ্গল হইবে"-ইত্যাদি ভাবিয়া ব্রজরাজ মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। স্বীয় পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া যাহাতে ব্রজরাজের মনে কোনও রূপ দুঃখ না জন্মে, সেইরূপ ভাবেই গর্গাচার্য এ-পর্যন্ত সমস্ত কথা বলিয়াছেন। যাহাতে ব্রজরাজ নিজের ভাবে অর্থ বুঝিয়া আনন্দ পায়েন, অথচ নন্দাত্মজের প্রকৃত তথ্যও প্রকাশ করা হয়, এই ভাবেই পূর্ববর্তী-শ্লোকদ্বয়ে গর্গাচার্য যেমন বলিয়াছেন, এই "বহূনি সন্তি নামানি"-শ্লোকেও তেমনি তিনি নিজের অভিপ্রায় ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা স্বীকার না করিলে এই শ্লোকটীর উল্লেখের কোনও সার্থকতাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এই আলোচ্য শ্লোকেও গর্গাচার্য নন্দাত্মজের স্বয়ং-ভগবত্তার কথাই ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে কোনও কলিতে পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবৎস্বরূপ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-শ্লোকের "তথা পীতঃ"-বাক্যে তাহাও গর্গাচার্য ভঙ্গীতে জানাইয়াছেন।

এইরূপে জানা গেল—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীতবর্ণ এক স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপও আছেন এবং তিনি কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-শ্লোক হইতেই তাহা জানা গেল।

৬। মহাভারতে "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"-ইত্যাদি শ্লোক

মহাভারতে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে বলা হইয়াছে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদঃ।

এ-স্থলেও শ্রীবিষ্ণুর (সর্বব্যাপক পরব্রহ্মের) একটী নাম পাওয়া যায়—**হেমাঙ্গ**। হেম অর্থ—স্বর্ণ ; স্বর্ণের বর্ণও পীত। হেমের বা স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গ যাঁহার, তিনি হেমাঙ্গ। হেমাঙ্গ-শব্দে পীতবর্ণ ভগবৎ-স্বরূপই সূচিত হইতেছে। এইরূপে মহাভারত হইতেও জানা গেল—পীতবর্ণ এক ভগবৎ-স্বরূপ আছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে—পীতবর্ণ এক স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ আছেন। পরবর্তী ৮-অনুচ্ছেদের আলোচনায় জানা যাইবে, শ্রুতিও এক পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন। অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের পীতবর্ণের কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায় না। সুতরাং মহাভারতোক্ত "হেমাঙ্গ বা পীতবর্ণ" ভগবৎস্বরূপ যে স্বয়ংভগবান্, তাহাই জানা গেল।

এইরূপে মহাভারত হইতেও পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের কথা জানা গেল।

৭। শ্রুতিপ্রমাণের আবশ্যকতা

অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং ইতিহাস (মহাভারত) বেদের বা শ্রুতির তাৎপর্যই বিবৃত করে। এজন্য এ-সমস্ত বেদানুগত শাস্ত্রকে "স্মৃতি" বলা হয়। স্মৃতিগ্রন্থ-সমূহ বেদানুগত এবং বেদার্থ-প্রকাশক বলিয়া মনে হইতে পারে, কোনও স্থলেই স্মৃতির সহিত বেদের বা শ্রুতির বিরোধ হইতে পারে না। কিন্তু একটী সর্বজনস্বীকৃত ন্যায় আছে ; যথা "শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী—শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই গরীয়সী বলিয়া মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ এতাদৃশ বিরোধস্থলে শ্রুতির বাক্যই গৃহীত হইবে, স্মৃতির বাক্য গৃহীত হইবে না।" ইহা হইতে জানা গেল, কখনও কখনও কোনও কোনও বিষয়ে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইতে পারে।

কিন্তু বেদানুগত শাস্ত্রের সহিত বেদের বা শ্রুতির বিরোধ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিরূপে হয়, শ্রীশুকদেবগোস্বামীর একটী উক্তি হইতে তাহা জানা যায় ; শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন, "এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যত ॥ ভা. ১০।৭৭।৩০ ॥—(মায়াবী শাল্ব বসুদেবের এক মায়ামূর্তি সৃষ্টি করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে খড়্গাঘাতে সেই মায়ামূর্তির শিরশ্ছেদন করিলে স্বজনস্নেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ মুহ্যমান হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন। পরে অবশ্য জানিতে পারিলেন যে, যাহার শিরশ্ছেদন করা হইয়াছে, তাহা বসুদেবের মায়ামূর্তি, বসুদেব নহেন। এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন) হে রাজর্ষে! পূর্বাপর অনুসন্ধানরহিত কোনও কোনও ঋষি এইরূপ কথা (শাল্বকর্তৃক বসুদেব নিহত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা) বলিয়া থাকেন ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে তাঁহাদের নিজেদের বাক্যের সহিতই যে বিরোধ জন্মে, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই স্মরণ করেন না।”

শ্রীশুকদেবের উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা যায়, কোনও কোনও ঋষি কখনও কখনও পূর্বাপর অনুসন্ধান না করিয়াও কোনও কোনও বিবরণ—হয়তো কিম্বদন্তীমূলক বিবরণও—প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঋষিদের এতাদৃশ বিবরণের সহিত শ্রুতির বিরোধ জন্মিতে পারে। এতাদৃশস্থলে শ্রুতির বাক্যই গ্রহণ করিতে হইবে, স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত ঋষিদের তাদৃশ পূর্বাপর-বিচারহীন বাক্য গ্রহণীয় হইবে না। কেননা, “শ্রুতিরেব গরীয়সী”।

সুতরাং কোনও স্মৃতিবাক্যের বাস্তব-সত্যতা নির্ধারণের জন্য শ্রুতিপ্রমাণ অত্যাবশ্যক।

পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারতের প্রমাণবলেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এক পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপও আছেন। এই উক্তির সমর্থক কোনও শ্রুতিবাক্য যদি থাকে, তাহা হইলেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহা স্বীকার করা যায়।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

৮। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ

মুণ্ডক-শ্রুতির একটী বাক্যে এবং মৈত্রায়ণীশ্রুতির একটী বাক্যেও এক রুক্মবর্ণ পুরুষের কথা জানা যায় এবং তিনি যে স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম, তাহাও জানা যায়। “রুক্ম”-শব্দের অর্থ—স্বর্ণ। “রুক্মবর্ণ”-শব্দের অর্থ স্বর্ণবর্ণ, মহাভারতোক্ত “হেমাঙ্গ”। স্বর্ণের বর্ণ হইতেছে পীত। এইরূপে জানা গেল—মুণ্ডক-শ্রুতির এবং মৈত্রায়ণী-শ্রুতির রুক্মবর্ণ-স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন পীত-বর্ণ স্বয়ংভগবান্।

ক। মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্য

এক্ষণে মুণ্ডক-শ্রুতির বাক্যটী আলোচিত হইতেছে। বাক্যটী হইতেছে এই। “যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ ৩।১।৩॥—যখন কেহ কর্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন (তৎক্ষণাৎ) তাঁহার পুণ্য ও পাপ বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন হয়েন এবং বিদ্বান্ হয়েন এবং পরম-সাম্য লাভ করেন।”

শ্রুতিবাক্যের প্রথমার্ধের শব্দাদির তাৎপর্য

এক্ষণে এই শ্রুতিবাক্যের প্রথমার্ধের শব্দাদির তাৎপর্য আলোচিত হইতেছে।

পশ্যঃ-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—“পশ্যতি ইতি পশ্যঃ—যিনি দর্শন করেন, তিনি পশ্য”। সুতরাং এ-স্থলে পশ্যঃ-শব্দের অর্থ হইতেছে দর্শনকর্তা—দর্শনকারী কোনও লোক। এ-স্থলে পশ্যঃ-শব্দের কোনও বিশেষণ দৃষ্ট হয় না ; ইহাতে বুঝা যায়, নির্বিশেষভাবে যে কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টার কথাই বলা হইয়াছে ; পাপী হউক, পুণ্যাত্মা হউক, ধার্মিক হউক, অধার্মিক হউক, সাধক হউক বা সাধক না হউক, যে কোনও দ্রষ্টার কথাই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ।" এস্থলে তিনি "পশ্যঃ"-শব্দের-অর্থ করিয়াছেন—"বিদ্বান্ সাধক"। কিন্তু শ্রুতিবাক্য বলিয়াছেন কেবল "পশ্যঃ—দ্রষ্টা", সেই দ্রষ্টা যে "বিদ্বান্ সাধক"—এ-কথা শ্রুতি বলেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে পরেও লিখিয়াছেন—"স যদা চৈব পশ্যতি, তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্মণী সমূলে বিধূয়-ইত্যাদি।" এ-স্থলেও তিনি "স বিদ্বান্ পশ্যঃ—সেই বিদ্বান্ দ্রষ্টা" লিখিয়াছেন। শ্রুতিবাক্যে "পশ্যঃ"-শব্দের "বিদ্বান্"-বিশেষণ নাই ; কিন্তু তিনি "পশ্যঃ"-শব্দের, একটী বিশেষণ নিজের ইচ্ছামত যোগ করিয়াছেন। "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়"-ইত্যাদি বাক্যস্থিত "বিদ্বান্"-শব্দকেও "পশ্যঃ"-শব্দের বিশেষণ বলা যায় না ; কেননা, "যদা পশ্যঃ পশ্যতে···ব্রহ্মযোনিম্"-বাক্যে রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনের কথা বলা হইয়াছে ; তাহার পরে "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়"-ইত্যাদি বাক্যে সেই দর্শনের ফলের কথা বলা হইয়াছে। যে বাক্যে দর্শনের ফলের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অন্তর্ভুক্ত "বিদ্বান্"-শব্দেও দর্শনের ফলই সূচিত করে। দর্শন হইল কারণ, ফল হইল তাহার কার্য ; কার্যসূচক কোনও শব্দ কারণের বিশেষণ হইতে পারে না। যদি বলা হয়—"যখন কোনও লোক এই ঔষধটী সেবন করে, তখন দুর্বলতা পরিহার করিয়া কর্মক্ষম ও প্রশংসার্হ হয়", তাহা হইলে ঔষধ-সেবন হইবে কারণ, দুর্বলতা-পরিহারাদি হইবে তাহার ফল বা কার্য। এ-স্থলে কার্যবাচক বা ফলবাচক বাক্যের অন্তর্গত "কর্মক্ষম"-শব্দটীকে কারণবাচক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "লোক"-শব্দের বিশেষণ মনে করার সার্থকতা কিছু নাই ; "কর্মক্ষম"-শব্দটীকে "লোক"-শব্দের বিশেষণ মনে করিলে সমগ্র বাক্যটী হইবে—"যখন কোনও কর্মক্ষম লোক এই ঔষধটী সেবন করে, তখন দুর্বলতা পরিহার করিয়া প্রশংসার্হ হয়।" এই বাক্যের কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। যে লোক কর্মক্ষম, তাহার পক্ষে দুর্বলতা পরিহারের প্রশ্নই উঠিতে পারে না ; দুর্বলতা থাকিলে কিরূপে কর্মক্ষম হওয়া যায় ?

এইরূপে দেখা গেল—কারণস্থানীয় "যদা পশ্যঃ"-ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "পশ্যঃ"-শব্দের বিশেষণরূপে, কার্যস্থানীয় "তদা বিদ্বান্"-ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "বিদ্বান্"-শব্দের যোজনা সঙ্গত হয় না।

যদি বলা যায়, "পশ্যঃ—দ্রষ্টা" যদি বিদ্বান্ সাধক না হয়, তাহা হইলে রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রে তাহার পুণ্যপাপ কিরূপে বিধৌত হইবে ? সাধনব্যতীত কেহই পুণ্যপাপরূপ কর্মফল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। এ-সকল কথা বিবেচনা করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য "পশ্যঃ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন "বিদ্বান্ সাধক"।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। যাহা বলা হইল, তাহা হইতেছে যুক্তিমাত্র। যুক্তির সহায়তায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতা থাকে না; মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিলেই শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতা থাকে। প্রশ্নকর্তা যে যুক্তি অবতারিত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে সাধারণ—সাধন ভজনব্যতীত কর্মফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না; সুতরাং সাধনভজন করিতে হইবে; ইহা হইতেছে সাধারণ-বিধি। কিন্তু রুক্মবর্ণ ব্রহ্মযোনির দর্শনের একটা অসাধারণ মাহাত্ম্যের কথা যে শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা মনে করার হেতু কি আছে? তাহাই যে বরং উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়, বিশেষণহীন "পশ্যঃ"-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়। যে কেহ রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি পুণ্যপাপ বিধৌত করিয়া নিরঞ্জন বিদ্বান্ হয়েন; বিশেষণহীন "পশ্যঃ—দ্রষ্টা"-শব্দে তাহাই সূচিত হইতেছে। শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থে এইরূপ অর্থই পাওয়া যায়।

যাহা হউক, এক্ষণে অন্য শব্দাদির তাৎপর্য আলোচিত হইতেছে।

পশ্যতে—অর্থ পশ্যতি, দর্শন করে। দৃশ্ ধাতুর বর্তমানকালে প্রথমপুরুষ একবচনের রূপ। আধুনিক রূপ—"পশ্যতি"; "পশ্যতে" বোধ হয় বৈদিকরূপ।

"দৃশ্"-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "পশ্যতে"-হইতেছে সকর্মক ক্রিয়া; এই ক্রিয়াপদের কর্ম হইতেছে—"পুরুষম্"। কর্মকারক বলিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি।

"পুরুষম্"-শব্দের কয়েকটী বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে—রুক্মবর্ণং, কর্তারম্, ঈশম্ এবং ব্রহ্মযোনিম্। এই বিশেষণগুলির তাৎপর্য বিবেচিত হইতেছে।

ব্রহ্মযোনিম্—"পুরুষম্"-পদের বিশেষণ; দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্ত "পুরুষম্"-শব্দের বিশেষণ বলিয়া দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত। প্রথমাতে হইবে—ব্রহ্মযোনিঃ।

ব্রহ্মযোনি-শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের যোনি, বা মূল, নিদান। ব্রহ্মযোনি-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্ম চ তদ্‌যোনিশ্চ অসৌ ব্রহ্মযোনিস্তং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মণো বা পরস্য যোনিম্। —ব্রহ্ম এবং তাহার যোনি যিনি, তিনি ব্রহ্মযোনি; ব্রহ্মের বা অপরের যোনি।" যোনি-শব্দের অর্থ হইতেছে—মূল, নিদান। যিনি নিজে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের মূল, তিনি ব্রহ্মযোনি। যিনি ব্রহ্মের বা অপরের মূল, নিদান, তিনিই ব্রহ্মযোনি।

ব্রহ্ম এবং আত্মা—এই শব্দদ্বয়ে মুখ্যার্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়; তথাপি রূঢ়ি-অর্থে ব্রহ্ম-শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে এবং আত্মা-শব্দে জীবান্তর্যামী পরমাত্মাকে বুঝায়। "ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। রূঢ়িবৃত্তে নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥ চৈ. চ. ২।২৪।৫৯॥" শব্দটী শুনামাত্র যে-অর্থটী হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তাহাকে বলে রূঢ়ি বৃত্তির অর্থ। যেমন, গো-শব্দের অনেক অর্থ হয়—পৃথিবী, কিরণ, ইন্দ্রিয়, গরু ইত্যাদি। কিন্তু গো-শব্দ শুনামাত্র গরুর কথাই আমাদের মনে পড়ে। এ-স্থলে "গরু" হইতেছে "গো"-শব্দের রূঢ়ি-বৃত্তির অর্থ। "মণ্ডপ"-শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে—মণ্ডপায়ী; কিন্তু মণ্ডপ-শব্দ শুনিলেই আমরা একটী গৃহকে বুঝি। এই গৃহ হইতেছে মণ্ডপ-শব্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূঢ়িবৃত্তির অর্থ। তদ্রূপ, মুখ্য অর্থে ব্রহ্ম-শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝাইলেও ব্রহ্ম-শব্দ শুনামাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথাই আমাদের মনে জাগে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইল ব্রহ্ম-শব্দের রূঢ়িবৃত্তির অর্থ।

ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থে যে-পরব্রহ্মকে বুঝায়, সেই পরব্রহ্মই হইতেছেন সকলের আদি, সকলের মূল, সকলের নিদান। সুতরাং নির্বিশেষ-ব্রহ্মেরও মূল, নিদান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই এক প্রকাশ বলিয়া পরব্রহ্ম হইলেন নির্বিশেষ ব্রহ্মের মূল বা নিদান—যোনি। শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মযোনি-শব্দের একটী অর্থে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মণো বাপরস্য যোনি—ব্রহ্মের বা অপরেরও যোনি যিনি, তিনি ব্রহ্মযোনি।" এ-স্থলে তিনি ব্রহ্মযোনিকে যে ব্রহ্মের যোনি বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম, হইতেছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম নহেন; কেননা, পরব্রহ্ম অনাদি এবং সর্বাদি বলিয়া তাঁহার আদি বা যোনি থাকিতে পারে না। ব্রহ্মযোনি-শব্দের আর একটী অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্ম চ তদ্‌যোনিশ্চ অসৌ ব্রহ্মযোনিস্তম্—যিনি নিজে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের যোনিও, তিনি ব্রহ্মযোনি।" এ-স্থলেও প্রথমোক্ত "ব্রহ্ম চ"-স্থলে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ এই রুক্মবর্ণ পুরুষ হইতেছেন পরব্রহ্ম; আর "তদ্‌যোনিশ্চ" —এ-স্থলে সেই পরব্রহ্মকে যাঁহার যোনি বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—গীতাবাক্য

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ (১৪।২৭)"-বাক্যে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে। "প্রতিষ্ঠা"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—প্রতিতিষ্ঠতি অস্মিন্ ইতি প্রতিষ্ঠা"। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"প্রতিষ্ঠীয়তে অত্র ইতি নিরুক্তেঃ পরমাশ্রয়ঃ"। উভয়ের অর্থের তাৎপর্য একই—যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়, তাহাই প্রতিষ্ঠা—পরম আশ্রয়।

এই গীতাবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা পরম আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ কে? শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম॥ গীতা। ১০।১২॥, ওঙ্কারঃ॥ গীতা। ৯।১৭॥, প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ গীতা॥ ৯।১৮॥" এইরূপে জানা গেল, প্রণবস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা পরম আশ্রয়। যেই ব্রহ্মের পরম আশ্রয় হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, সেই ব্রহ্ম কে? উল্লিখিত ১৪।২৭-গীতাশ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং যদ্‌ব্রহ্ম তস্যাপি অহং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ আম্নায়াদিষু শ্রুতিষু সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠাপদস্য তথার্থত্বাৎ"॥ এই টীকা হইতে জানা গেল—প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেরও শ্রীকৃষ্ণ (পরব্রহ্ম) হইতেছেন প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। রূঢ়িবৃত্তির অর্থে যে ব্রহ্মকে বুঝায়, তিনিই হইতেছেন "প্রসিদ্ধব্রহ্ম"; যে-হেতু, প্রসিদ্ধ অর্থটীই রূঢ়িবৃত্তিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্বাশ্রয়, তাঁহার আশ্রয় কেহ নাই; তিনি যে-ব্রহ্মের আশ্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মা-শব্দের রূঢ়িবৃত্তি-লব্ধ "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই" হইবেন। এইরূপে, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং"-বাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "নির্বিশেষ ব্রহ্মের পরম আশ্রয়", সুতরাং পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, বা পরম আশ্রয়—মূল, যোনি। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মযোনি।

গীতাবাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ব্রহ্মযোনি। তিনি শ্যামবর্ণ। আবার মুণ্ডকশ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল— রুক্মবর্ণ (পীতবর্ণ) পুরুষ হইতেছেন "ব্রহ্মযোনি"। যিনি ব্রহ্মযোনি, তিনি হইবেন স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম। তবে "ব্রহ্মযোনি", বা স্বয়ংভগবান্ কি দুইজন ? একজন শ্যামবর্ণ এবং একজন রুক্মবর্ণ বা পীতবর্ণ— এই দুই জনই কি ব্রহ্মযোনি বা স্বয়ংভগবান্ ?

স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম দুইজন হইতে পারেন না ; তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ; সুতরাং শ্যামবর্ণ স্বয়ংভগবান্ এবং রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্ দুই ভিন্ন তত্ত্ব হইতে পারেন না ; তাঁহারা অভিন্নস্বরূপ।

তাঁহারা যদি অভিন্নই হইবেন, তাহা হইলে একস্বরূপ শ্যামবর্ণ এবং একস্বরূপ রুক্মবর্ণ কেন ?

ইহার উত্তর এই। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি॥ শ্রুতি॥" এ-সমস্ত অনন্তরূপ হইতেছেন—বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিবাদি ভগবৎস্বরূপ এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম। এই সমস্ত স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূনশক্তির বিকাশ বলিয়া এ-সমস্তকে তাঁহার অংশ বলা হয়। ইঁহাদের কেহই ব্রহ্মযোনি নহেন। কিন্তু গীতাবাক্য হইতে জানা যায়, শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মযোনি এবং মুণ্ডকশ্রুতি হইতে জানা যায়, রুক্মবর্ণ (পীতবর্ণ) পুরুষও ব্রহ্মযোনি। উভয়ে ব্রহ্মযোনি বলিয়া রুক্মবর্ণ পুরুষ শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের অংশ হইতে পারেন না ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমান প্রকাশ। এইরূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে রুক্মবর্ণ পুরুষও এক প্রকাশ এবং এই রুক্মবর্ণ পুরুষ, বাসুদেব-নারায়ণাদির ন্যায় অংশস্বরূপ নহেন, পরন্তু পূর্ণস্বরূপ। পূর্ণস্বরূপরূপেও স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মের দুইটী প্রকাশ আছেন —এক প্রকাশ শ্যামবর্ণ এবং এক প্রকাশ রুক্মবর্ণ।

অথবা, "ব্রহ্মযোনিম্"-কে একটী শব্দ ধরিয়াই পূর্বোক্ত অর্থ করা হইয়াছে ; "ব্রহ্মযোনিম্" দুইটী শব্দও হইতে পারে—ব্রহ্ম এবং যোনিম্, উভয়পদেই দ্বিতীয়া বিভক্তি। রুক্মবর্ণ পুরুষ হইতেছেন—ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) এবং যোনি (সর্বযোনি, সকলের মূল)। ইহাতেও রুক্মবর্ণ পুরুষের স্বয়ংভগবত্তা জানা যায় ; এবং শ্রীকৃষ্ণও যখন পরব্রহ্ম এবং সর্বযোনি, তখন ইহাও জানা যায় যে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের রুক্মবর্ণ এক স্বয়ংভগবৎস্বরূপও আছেন।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মযোনি বলিয়া শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছেন স্বয়ংভগবান্। এইরূপে মুণ্ডকশ্রুতি হইতে জানা গেল—**রুক্মবর্ণ (বা পীতবর্ণ) এক স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপও আছেন।**

কর্ত্তারম্—সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ হইতেছেন কর্তা, স্বয়ংভগবান্ বলিয়া সর্বকর্তা।

ঈশম্—সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ হইতেছেন ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্ বলিয়া পরমেশ্বর।

এই রুক্মবর্ণস্বরূপ যে নির্বিশেষ নহেন, "কর্তারম্" এবং "ঈশম্"-এই বিশেষণদ্বয় হইতেই তাহা জানা যায়। নির্বিশেষ স্বরূপের কর্তৃত্ব এবং ঈশত্ব থাকিতে পারে না।

পুরুষম্—পুরুষ-শব্দে রুক্মবর্ণ-স্বরূপের বিগ্রহত্বই সূচিত হইতেছে। তিনি চাক্ষুষ-দর্শনের যোগ্য।

রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন-ফল

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্—যখন কোনও দ্রষ্টা সর্বকর্তা, সর্বেশ্বর এবং ব্রহ্মযোনি (স্বয়ংভগবান্) রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন"—ইহাই শ্রুতিবাক্যের প্রথমার্ধে বলা হইল। এই দর্শনের ফল কি হয়, তাহা শেষার্ধে বলা হইয়াছে—"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

শ্রুতিবাক্যের দ্বিতীয়ার্ধের শব্দাদির তাৎপর্য

এক্ষণে শ্রুতিবাক্যের দ্বিতীয়ার্ধের তাৎপর্য বিবেচিত হইতেছে।

তদা—দর্শনকালে, দর্শনমাত্রে।

পুণ্যপাপে বিধূয়—পুণ্য এবং পাপকে বিধৌত করিয়া। "বিধূয়" হইতেছে অসমাপিকা ক্রিয়া—বিধৌত করিয়া।

এই শ্রুতিভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্য দগ্ধ্বা—পুণ্যপাপ হইতেছে বন্ধনভূত কর্ম; সেই কর্মকে সমূলে দগ্ধ করিয়া"—ইহাই হইতেছে "পুণ্যপাপে বিধূয়"-বাক্যের তাৎপর্য। পাপ যেমন কর্ম, পুণ্যও তেমনি কর্ম; উভয়ই মায়ার কার্য, তাই উভয়ই বন্ধনজনক। অবিদ্যা বা মায়ার কর্মকেও অবিদ্যা বা মায়া বলা হয়। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ বি. পু. ৬।৭।৬১॥—বিষ্ণুর তিনটী শক্তি, পরাশক্তি (চিচ্ছক্তি), ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তি (জীবশক্তি) এবং তৃতীয়া শক্তিটী হইতেছে অবিদ্যা (মায়াশক্তি), যাহার অপর নাম কর্ম।" রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন-মাত্রে দ্রষ্টার বন্ধনজনক পাপপুণ্যাদি সমস্ত কর্ম (মায়া বা অবিদ্যা) সমূলে দূরীভূত হইয়া যায়।

নিরঞ্জনঃ—অঞ্জনশূন্য। অঞ্জন-শব্দের অর্থ হইতেছে রং, বর্ণ, দাগ। রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনের ফলে দ্রষ্টার বন্ধনজনক কর্ম বা মায়া সমূলে এমনভাবে দূরীভূত হয় যে, তাহাতে আর মায়ার কোনওরূপ দাগ বা চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। বন্ধনজনক কর্মের মূল হইতেছে মায়া। শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন—"সমূলে বিধূয়", তাহার তাৎপর্য হইতেছে—বন্ধনজনক কর্মের মূল যে মায়া, সেই মায়া পর্যন্ত বিধৌত হইয়া যায়; তাহাতেই দ্রষ্টা "নিরঞ্জনঃ" হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্বান্—"বিধূয়"-এই অসমাপিকা ক্রিয়ার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, রুক্মবর্ণপুরুষের দর্শনের ফলে দ্রষ্টার বন্ধনজনক সমস্ত কর্ম সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন হয়েন, তাহার পরে তিনি "বিদ্বান্" হয়েন।

বিদ্বান্—বিদ্+ক্বসু, খে। আত্মবিৎ। (শব্দকল্পদ্রুম)। ৩।৪।১ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে "বিদ্বান্"-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—ব্রহ্মানুভবী। ইহাও শব্দকল্পদ্রুমের "আত্মবিৎ"ই।

বিদ্-ধাতুর অর্থ জ্ঞান, জানা। জানিয়াছেন যিনি, তিনিই বিদ্বান্। যাঁহাকে জানিলে অ-জানা কিছু থাকে না, সমস্তই জানা হইয়া যায়, তাঁহাকে যিনি জানিয়াছেন, তাঁহাকেই বাস্তবিক বিদ্বান্ বলা যায়। অক্ষর পরব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জানা হইয়া যায়, একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান। সেই ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র উপায় হইতেছে পরাবিদ্যা। "পরা যয়া অক্ষরমধিগম্যতে॥ মণ্ডুকশ্রুতি॥১।১।৫॥" এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করাচার্য "অধিগম্যতে"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"অধিগম্যতে প্রাপ্যতে। অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ।—অধিপূর্ব্বক গম্-ধাতুর অর্থ প্রায়শঃ প্রাপ্তি হয়; এজন্য অধিগম্যতে-শব্দের অর্থ প্রাপ্যতে।" পরাবিদ্যাদ্বারা পর-ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। প্রাপ্তি না হইলে সম্যক্ জানা যায় না। বরফ যে পর্যন্ত হাতে পাওয়া না যায়, সে পর্যন্ত সম্যক্‌রূপে জানা যায় না—বরফ কত এবং কিরূপ শীতল। পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতেই পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানা যায়। সুতরাং পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানার—প্রাপ্তির পর জানার—উপায় হইল পরাবিদ্যা। এই পরাবিদ্যাই হইতেছে ভক্তি। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি॥১৮।৫৫॥" ভক্তিদ্বারাই পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানা যায়। পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ "একো বশী" হইয়াও কিন্তু ভক্তির বশীভূত। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী॥ মাঠরশ্রুতি॥" এই ভক্তিই হইতেছে প্রেমভক্তি বা প্রেম।

পূর্বে বলা হইয়াছে, যিনি পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানিয়াছেন, তাঁহাকেই বাস্তবিক বিদ্বান্ বলা যায়। পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানিবার উপায় যখন পরাবিদ্যা বা প্রেমভক্তি, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—বিদ্বান্-শব্দের অর্থ হইতেছে প্রেমবান্।

তাহা হইলে মুণ্ডকশ্রুতির পূর্বোদ্ধৃত "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ=(দ্রষ্টা) পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ [সন্] বিদ্বান্ [ভবতি]"-বাক্য হইতে জানা গেল—রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রে দ্রষ্টার বন্ধনজনক সমস্ত কর্ম বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন হয়েন; তাহার পরে তিনি বিদ্বান্ বা প্রেমবান্ হয়েন।

রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রে প্রেমলাভ হয়, ইহাই জানা গেল। আর কি হয়?

পরমং সাম্যমুপৈতি—দ্রষ্টা পরমসাম্য লাভ করেন। কাহার সঙ্গে পরমসাম্য লাভ করেন? নিশ্চয়ই রুক্মবর্ণ পুরুষের সঙ্গে।

তবে কি দ্রষ্টাও আর এক রুক্মবর্ণ পুরুষ হইয়া যায়েন? না, তাহা হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিবাক্যটী হইতে জানা যায়, যিনি দ্রষ্টা, তাঁহার পাপপুণ্যরূপ কর্ম ছিল ; সুতরাং তিনি জীব—সংসারী জীব। স্বয়ংভগবানের কথা দূরে, কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সমান হওয়াও কোন জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ জীবের কথা তো দূরে, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকেও যদি নারায়ণের সমান মনে করা হয়, তাহা হইলেও পাষণ্ডিত্ব সঞ্চারিত হয়। "যস্তুনারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যতে স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ পদ্মপুরাণ ॥" সুতরাং রুক্মবর্ণ পুরুষের দ্রষ্টা আর এক রুক্মবর্ণ পুরুষ হইয়া পরমসাম্য লাভ করিতে পারেন না।

তাহা হইলে "পরমং সাম্যমুপৈতি"-বাক্যের সার্থকতা কি ? সার্থকতা এই। প্রভাবে দ্রষ্টা রুক্মবর্ণ পুরুষের সহিত পরমসাম্য লাভ করেন। ভগবানের গুণ বা প্রভাব ভগবদ্ভক্তে সঞ্চারিত হইতে পারে, এ-কথা শাস্ত্র বলেন। রুক্মবর্ণ পুরুষের যে-প্রভাবে তাঁহার দর্শনমাত্রে লোক বন্ধনজনক কর্ম হইতে সম্যক্রূপে অব্যাহতি লাভ করিয়া প্রেম লাভ করেন, সেই প্রভাবের সহিত তিনি পরম সাম্য লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহার দর্শনেও অন্য লোক ঐভাবে প্রেম লাভ করিতে পারেন। ইহাই হইতেছে "পরমং সাম্যমুপৈতি"-বাক্যের তাৎপর্য।

খ। মৈত্রায়ণীশ্রুতিবাক্য

এক্ষণে মৈত্রায়ণী-শ্রুতিবাক্যটী আলোচিত হইতেছে। বাক্যটী হইতেছে এই ঃ—

যদা পশ্যন্ পশ্যতি রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিহায় পরেঽব্যয়ে সর্বমেকীকরোত্যেবং হ্যাহ ॥ মৈত্রায়ণী ॥ ৫।১৮ ॥

মুণ্ডকশ্রুতি এবং মৈত্রায়ণী-শ্রুতির বাক্যদ্বয়ের পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। মুণ্ডকের "পশ্যঃ"-স্থলে মৈত্রায়ণীতে আছে "পশ্যন্" ; অর্থ একই। মুণ্ডকের "বিধূয় নিরঞ্জনঃ"-স্থলে মৈত্রায়ণীতে আছে "বিহায়—পরিত্যাগ করিয়া" ; তাৎপর্য একই। মুণ্ডকের "পরমং সাম্যমুপৈতি"-স্থলে মৈত্রায়ণীতে আছে "পরেঽব্যয়ে সর্বমেকীকরোত্যেবং হ্যাহ" ; এই বাক্যটীর আলোচনা পরে করা হইবে।

মুণ্ডকের "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ"-এই অংশ এবং মৈত্রায়ণীর "যদা পশ্যন্ পশ্যতি রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিহায়"-এই অংশ—এই দুইটী অংশের তাৎপর্যে কোনও পার্থক্য নাই। মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যটীর আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই তাৎপর্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

এক্ষণে মৈত্রায়ণী-শ্রুতিবাক্যের শেষাংশ আলোচিত হইতেছে—"পরেঽব্যয়ে সর্বমেকীকরোত্যেবং হ্যাহ।" এই বাক্যাংশের অর্থ—"এইরূপে (এবং) অব্যয় পরব্রহ্মে সকলকে একী করেন—ইহাই বলা হইল।" রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনমাত্রে যিনি পুণ্যপাপরূপ কর্মফল পরিত্যাগ করিয়া "বিদ্বান্-প্রেমবান্" হয়েন, তিনি অব্যয় পরব্রহ্মে সকলকে এইভাবে একীকরণ করেন।" শ্রুতিস্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রানুসারে জীব যখন কখনও পরব্রহ্ম হইতে পারে না, মুক্ত-অবস্থাতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে (ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ পাদে ব্যাসদেব তাহাই দেখাইয়াছেন), তখন "সর্বমেকীকরোতি"-বাক্যে সকলের পরব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি বুঝাইতে পারে না ; বিশেষতঃ রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনকর্তার পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে। "একীকরোতি"-ক্রিয়ার কর্তা হইতেছেন— "পশ্যন্—দর্শনকর্ত্তা।" অভূততদ্ভাবে চ্বী-প্রত্যয় ; পূর্বে যাহারা এক ছিল না, তাহাদিগকে এক করা হয়। "এবং"-শব্দের অর্থ—"এইভাবে।" রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনের ফলে দর্শনকর্তা সমস্ত কর্মফল হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া প্রেমলাভ করেন। প্রেমলাভের ফলে তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন—পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটী স্বরূপতঃই পারস্পরিক বলিয়া জীবও পরব্রহ্মের প্রিয়। পরব্রহ্মের প্রিয় বলিয়া সমস্ত জীবই যে পরব্রহ্মের প্রিয়রূপে এক, তখন তিনি তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন তিনি "পরেঽব্যয়ে—পরে অব্যয়ে, অব্যয়-পরব্রহ্মবিষয়ে", "সর্বমেকীকরোতি—সকলের একীকরণ করেন, পরব্রহ্মের প্রিয়রূপে সকল জীবই যে এক, তাহা অনুভব করেন"—"এবং—উল্লিখিতরূপে প্রেম লাভ করিয়া"।

অথবা, তিনি যেমন রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রে প্রেম লাভ করিয়াছেন, "এবং—এইভাবে তাঁহার দর্শনেও, তাঁহার দর্শনদান করিয়াও" তিনি "পরে অব্যয়ে—অব্যয় পরব্রহ্মবিষয়ে" "সর্বমেকীকরোতি—সকলকে (নিজের সহিত) এক করেন" ; তিনি নিজে যেমন অব্যয় পরব্রহ্মে প্রেম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনে অন্য সকলেও পরব্রহ্মে প্রেম লাভ করিয়া তাঁহার সমান হয়েন ; অর্থাৎ যাঁহারা এইরূপে প্রেম লাভ করেন, তাঁহাদের দর্শনেও অন্যান্য লোক প্রেম লাভ করিয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল, মুণ্ডকশ্রুতির এবং মৈত্রায়ণীশ্রুতির বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য একই।

৯। রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের মহিমা ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য

রুক্মবর্ণ বা পীতবর্ণ শব্দে গৌরবর্ণই সূচিত হয় ; রুক্ম-শব্দের অর্থ স্বর্ণ। স্বর্ণের বর্ণ পীত ; স্বর্ণবর্ণ, পীতবর্ণ, গৌরবর্ণ—একার্থক। পূর্বে উদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যে পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের মহিমার কথা এবং কোনও কোনও মহিমার অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথাও বলা হইয়াছে। ক্রমশঃ সে-সমস্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। দর্শনমাত্রে অসুরত্ব-বিনাশ

শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনের ফলে দর্শন-মাত্রেই দ্রষ্টার পাপ-পুণ্যরূপ সমস্ত বন্ধনজনক কর্ম সমূলে বিনষ্ট হয়। অসুরত্ব তীব্র পাপেরই ফল। দর্শনমাত্রে তাহাও সমূলে বিনষ্ট হয়। এইরূপে দেখা গেল—রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনের ফলে দর্শনমাত্রেই দ্রষ্টার অসুরত্ব পর্যন্ত বিনষ্ট হয় ; সুতরাং দর্শনমাত্রে অসুরত্ব-বিনাশও হইতেছে রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের একটী মহিমা।

কিন্তু শ্যামবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্র বন্ধনজনক সমস্ত কর্ম বা কর্মফল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং অসুরত্ব—বিনষ্ট হয় না; কেননা, শাস্ত্র হইতে জানা যায়, তিনি কংসাদি অসুরকে হত্যা করিয়াছেন। হত্যা পর্যন্ত কংসাদির অসুরত্ব ছিল; নচেৎ হত্যা করার প্রয়োজন হইত না। হত্যার পরেই কংসাদির অসুরত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, তখন তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন।

সুতরাং শ্যামবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্রে অসুরত্ব বিনষ্ট হয় না; কিন্তু রুক্মবর্ণ স্বয়ং-ভগবৎ-স্বরূপের দর্শনমাত্রে তাহা হয়। ইহা হইতেছে রুক্মবর্ণ-স্বরূপের **এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।**

খ। অসুরত্ব-বিনাশ, অসুরের প্রাণবিনাশ নহে

রুক্মবর্ণ-স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের দর্শনমাত্রে অসুরত্ব সমূলে বিনষ্ট হয়; কিন্তু অসুর প্রাণে মরে না। অসুরত্ব বিনাশের পরে অসুর বিদ্বান্ হয় এবং পরম সাম্য লাভ করে। ইহাও শ্যামবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা রুক্মবর্ণ-স্বরূপের এক **অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।** কেননা, শ্রীকৃষ্ণ অসুরের প্রাণবিনাশ করেন। প্রাণবিনাশ করিয়াও তিনি অসুরকে সাযুজ্যমুক্তিমাত্র দান করেন; কিন্তু প্রেম দেন না। রুক্মবর্ণ-স্বরূপ কিন্তু অসুরের প্রাণ বিনাশ না করিয়া তাহার অসুরত্বের বিনাশ করেন এবং তাহাকে প্রেম দান করেন।

গ। দর্শনমাত্রেই প্রেমদাতৃত্ব

রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের দর্শনমাত্রেই দ্রষ্টা প্রেমলাভ করেন; কিন্তু শ্যামবর্ণ-স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের দর্শনমাত্রে প্রেমলাভ হয় না; তাঁহার দর্শনমাত্রে যে বন্ধনজনক কর্মও সমূলে বিনষ্ট হয় না, তাহা পূর্বেই (ক-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে; সুতরাং দর্শনমাত্রে কিরূপে প্রেমলাভ হইবে? ইহাও রুক্মবর্ণ-স্বরূপের মহিমার **এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।**

ঘ। পরম-সাম্যত্ব দান

শ্যামবর্ণ-স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে প্রেমদান করেন, তাঁহাদের দর্শনেও যে অপরে প্রেমলাভ করিয়া থাকে, তাহার কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু রুক্মবর্ণ-স্বরূপের দর্শন-মাত্রে যিনি প্রেমলাভ করেন, তাঁহার দর্শনেও অপরে প্রেম লাভ করিয়া থাকেন। ইহাও রুক্মবর্ণ-স্বয়ংভগবানের **এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।**

ঙ। ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ

শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনে দ্রষ্টার পাপ-পুণ্যরূপ বন্ধনজনক কর্ম সমূলে বিনষ্ট হয়। তাহাতে জানা যায়, বন্ধনজনক কর্ম যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও তাঁহার দর্শন পায়েন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বন্ধনজনক কর্ম থাকে, ততদিন পর্যন্ত কোনও লোক মায়াতীত ভগবদ্ধামে যাইতে পারেন না। বন্ধনজনক কর্ম-বিশিষ্ট লোকের স্থান মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। সুতরাং শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই বন্ধনজনক-কর্মফলবিশিষ্ট লোক রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন পাইয়া থাকেন। তিনি যদি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কখনও কখনও **মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ** হইয়া থাকেন।

চ। ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের উদ্দেশ্য

শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন এবং দর্শনদান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডবাসী বন্ধনজনক-কর্মফল-বিশিষ্ট লোকদিগের বন্ধনজনক কর্ম সমূলে দূরীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম দান করেন এবং প্রেমদান-বিষয়ে তাঁহাদিগকে নিজের সহিত পরম-সাম্য দান করিয়া থাকেন। প্রেমদান-বিষয়ে পরম-সাম্য-দানের উদ্দেশ্য হইতেছে—তাঁহার দর্শনে যাঁহারা প্রেম লাভ করেন, তাঁহাদের দর্শনেও যেন অপর লোক প্রেম লাভ করিতে পারেন। ইহাতে বুঝা যায়, জগদ্বাসী লোকদিগকে প্রেম দান করার জন্য রুক্মবর্ণ পুরুষের প্রবল আগ্রহ আছে; এবং ইহাও বুঝা যায়, **মায়াবদ্ধ জীবকে প্রেম দান করার জন্যই তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।**

ছ। নির্বিচারে প্রেম-দাতৃত্ব

পূর্বে, প্রথম অধ্যায়ের ১৭ ক (২)-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, একমাত্র স্বয়ংভগবান্ই প্রেম দানে সমর্থ, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ প্রেম দিতে পারেন না। শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মবর্ণ পুরুষ উভয়ই স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া উভয়েই প্রেমদাতা। কিন্তু উভয়ের প্রেম-দাতৃত্বের স্বরূপ একরকম নহে।

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেমদানের রীতি

যতদিন পর্যন্ত জীবের মধ্যে বন্ধনজনক কর্ম বা কর্মফল থাকে, ততদিন পর্যন্ত প্রেম পাওয়া যায় না। কেননা, বন্ধনজনক কর্ম হইতেছে মায়া বা অবিদ্যা। এই কর্ম বা মায়া জীবের চিত্তবৃত্তিকে বাহিরের দিকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বস্তুর দিকেই চালিত করে, বহিরঙ্গা মায়া কখনও চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের দিকে চালিত করে না। আর, প্রেম হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা; সুতরাং প্রেম হইতেছে কৃষ্ণাভিমুখিনী চিত্তবৃত্তি। যতক্ষণ চিত্ত মায়ার কবলে থাকিবে, ততক্ষণ প্রেম জন্মিতে পারে না। চিত্তকে মায়ার বা বন্ধনজনক কর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করার জন্য সাধন-ভজনের প্রয়োজন। সুতরাং প্রেম লাভ করিতে হইলে সাধন-ভজনের প্রয়োজন—ইহাই সাধারণ বিধি।

আবার, সাধন-ভজন করিলেও যে পর্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-বাসনা বা মুক্তি-বাসনা থাকে, সে পর্যন্ত প্রেম বা ভক্তি পাওয়া যায় না। "ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ পদ্মপুরাণ। পাতাল খণ্ড॥ ৪৬।৬২॥"

প্রেমদানের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এ-সমস্ত বিচার করেন। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেম-ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥ চৈ. ১।৮।১৬॥" যে-সাধক ভুক্তি বা মুক্তি পাইলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃপ্তিলাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আর কিছু চাহেন না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাঁহার আর কোনও প্রয়োজনই আছে বলিয়া মনে করেন না, শ্রীকৃষ্ণ সেই সাধককে প্রেম দেন না। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণ নির্বিচারে প্রেম দেন না।

রুক্মবর্ণ-পুরুষকর্তৃক প্রেমদানের রীতি

মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—রুক্মবর্ণ-পুরুষের দর্শনমাত্রে দ্রষ্টার বন্ধন-জনক পুণ্য-পাপরূপ কর্মসমূহ সমূলে বিধৌত হইয়া যায়। কর্ম-দূরীকরণের জন্য সাধন-ভজনের প্রয়োজন হয় না।

আরও জানা যায়—রুক্মবর্ণ-পুরুষের দর্শনমাত্রে বন্ধনজনক কর্মাদি সমূলে বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রষ্টা বিদ্বান্ হয়েন—প্রেম লাভ করেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই বন্ধনজনক কর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাও দূরীভূত হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ প্রেম লাভ হয়।

এইরূপে দেখা যায়—রুক্মবর্ণ পুরুষ নির্বিচারেই প্রেম দান করিয়া থাকেন—সাধন-ভজন আছে কিনা, সেই বিচারও করেন না এবং ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে কিনা, সেই বিচারও করেন না। তাঁহার দর্শনমাত্রেই যখন সাধন-ভজনের ফলও উদিত হয় এবং ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাও দূরীভূত হইয়া যায়, তখন এ-সব বিষয়ে বিচারেরও কোনও প্রয়োজন থাকে না।

এই বিষয়েও রুক্মবর্ণ পুরুষের **এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য**।

জ। সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদত্ব

ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন জগতের কল্যাণের জন্য তিনি অসুর-সংহারও করিয়া থাকেন। অসুর-সংহারের জন্য অস্ত্রাদির প্রয়োজন হয়। নরলীল ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি কোনওরূপ অস্ত্রের সহিত অবতীর্ণ হয়েন না; তথাপি অসুর-সংহারকালে অস্ত্র ব্যবহার করেন। শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ ব্যবহার করিয়াছেন। কংসবধের পূর্বে কংসের একটী হস্তীকে বধ করিয়া তাহার দন্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াছিলেন; এ-স্থলে হস্তিদন্তই ছিল শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র।

রুক্মবর্ণ পুরুষ অসুর-সংহার না করিলেও অসুরত্বের সংহার করেন; অসুরত্বের বিনাশের জন্য তিনি কোনও অস্ত্র প্রয়োগ করেন না; তাঁহার দর্শনেই অসুরত্ব সমূলে বিনষ্ট হয়। তাঁহার দর্শন বলিতে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দর্শনকেই বুঝায়। এইরূপে দেখা গেল—অসুরত্ব-বিনাশের পক্ষে রুক্মবর্ণ পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তাঁহার অস্ত্রের কাজ করিয়া থাকে; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তাঁহার অস্ত্রতুল্য।

আবার, স্বয়ংভগবান্ তাঁহার পার্ষদবর্গের সহিতই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। জগৎ-সম্বন্ধী যে-কার্যের জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার পার্ষদবর্গও সেই কার্যে তাঁহার সহায়তা করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, রুক্মবর্ণ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন প্রেমদানের জন্য (চ-অনু) এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্বিচারে প্রেমদানের জন্য (ছ-অনু)। সুতরাং জগতের জীবকে নির্বিচারে প্রেমদানের কার্যেও তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার আনুকূল্য অবশ্যই করিবেন ; যে-বস্তু তাঁহার এই প্রেমদানের ব্যাপারে তাঁহার আনুকূল্য করিবে, তাহাকেও তাঁহার পার্ষদস্থানীয় মনে করা যায়। তাঁহার, অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, দর্শনেই যখন যে-কোনও লোক প্রেমলাভ করিয়া থাকে, তখন বুঝা যায়, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহার পার্ষদের কাজই করিয়া থাকে ; তাঁহার পার্ষদও থাকিতে পারেন এবং পার্ষদগণও প্রেমদানের আনুকূল্য করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও যখন প্রেমদানের আনুকূল্য করিয়া থাকে, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও তাঁহার পার্ষদস্থানীয় মনে করা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—রুক্মবর্ণ পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহার অস্ত্র ও পার্ষদের কাজ করিয়া থাকে। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন সর্বদাই তাঁহাতে বর্তমান থাকে, তখন বলা যায়—রুক্মবর্ণ পুরুষ হইতেছেন **সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ**।

১০। উপসংহার

এই অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের এবং পরে মহাভারতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পীতবর্ণ এক স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

তাহার পরে মুণ্ডকশ্রুতির এবং মৈত্রায়ণী-শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতিতেও এক পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্ই যে মহাভারত-কথিত হেমাঙ্গ ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের উক্তি হইতেও জানা যায়। তিনি মহাভারতের বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"-ইত্যাদি মহাভারত-শ্লোকের অন্তর্গত "হেমাঙ্গঃ"-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য মুণ্ডকশ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"-ইত্যাদি বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতেই জানা যায়—মহাভারতোক্ত "হেমাঙ্গ"-স্বরূপ যে মুণ্ডকপ্রোক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষ, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করেরও অভিপ্রায়।

শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—রুক্মবর্ণ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীমদ্-ভাগবতের "আসন্বর্ণাঃ"-শ্লোক হইতে জানা যায়, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ (শ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্) বর্তমান চতুর্যুগের পূর্ববর্তী কোনও কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পূর্বে প্রথম অধ্যায়ের ২১-চ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, ব্রজলীলার অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণের উদ্দেশ্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ-রূপে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ-বলে প্রদর্শিত হইল, এক পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। তাহাতে বুঝা যায়—স্বীয় অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণের জন্য ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিপ্রোক্ত রুক্মবর্ণ (পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ) স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপরূপে অবতীর্ণ হওয়ারই সঙ্কল্প করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য তিনি কখন অবতীর্ণ হইবেন, পরবর্তী অধ্যায়ে তাহা বিবেচিত হইবে।

১১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জন্ম-সময়সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বে (২।৪-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, শ্রীবলরামচন্দ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ। শ্রীকৃষ্ণের কতদিন পূর্বে বলরামের জন্ম হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উভয়ের জন্ম-সময়ই জানা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-তিথি-নক্ষত্রাদি অত্যন্ত সুবিদিত হইলেও, বলরামের জন্মসময়-সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটী বিশেষ তথ্যের সহায়তার প্রয়োজন হইবে বলিয়া, সেই সমস্ত তথ্যের উদ্‌ঘাটনের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সময়সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। এ-স্থলে তাহাই করা হইতেছে।

ক। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সময়

গর্ভের অষ্টমমাসে জন্ম

শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীগর্ভ হইতে কংস-কারাগারে এবং যশোদা-গর্ভ হইতে গোকুলেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়স্থলে ঠিক একই সময়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। জন্মসময়ে গর্ভকাল ছিল অসম্পূর্ণ, অষ্টম মাসেই (অর্থাৎ অষ্টমমাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই) জন্ম হইয়াছিল। "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥ শ্রীহরিবংশ-বচন॥—'স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো'-ইত্যাদি ভা. ১০।৩।১১-শ্লোকের বৃহদ্‌-বৈষ্ণবতোষণী-টীকাধৃত হরিবংশ-বচন।

অবশ্য কংস-কারাগারে চতুর্ভুজরূপে এবং গোকুলে দ্বিভুজরূপে জন্ম হইয়াছিল।

উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানা গেল—গর্ভকাল পূর্ণ না হইতেই, **অষ্টমমাসে অর্থাৎ অষ্টম মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম** হইয়াছিল।

জন্মমাস-তিথি-নক্ষত্রাদি

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূ-নামক গ্রন্থের পূর্বচম্পূর তৃতীয় পুরণে মধুকণ্ঠের মুখে শ্রীবলদেবের জন্মের কথা বলিয়া তাহার পরে বলিয়াছেন,—

"তদেবং দিনকতিপয়ে লব্ধব্যত্যয়ে গর্ভসন্দর্ভাৎ স্পষ্টমষ্টমমাসি তদবরজন্মজন্মনঃ সমারম্ভঃ সম্ভবতি স্ম (৩।৭৫)—এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে গর্ভপ্রদেশ হইতে স্পষ্টরূপে অষ্টমমাসে তদীয় (বলরামের) কনিষ্ঠের (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মপ্রারম্ভের উপক্রম হইল।—শ্রীল রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহোদয়ের অনুবাদ।"

উক্ত চম্পূতে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হইয়াছে, "অষ্টাবিংশচতুর্যুগে কলিশিরঃ সম্মর্দ্য বৈবস্বতে ভাদ্রান্তর্ব্বহুলাষ্টমীমনু বিধোঃ পুত্রে বিধোরুদ্‌গমে। যোগে হর্ষণনাম্নি শুদ্ধবিধিভে পূর্ণঃ পরঃ শ্রীবিধুর্নন্দন্নন্দবধূমুদে স্বয়মুদৈদহ্নায় ধ্রুবং স্তমঃ॥ ৩।৭৬॥—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিশিরঃ সংমর্দ্দন করিয়া…ভাদ্রমাসের অন্তর্গত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে, চন্দ্রের উদয় হইলে, হর্ষণনামক যোগে, দোষস্পর্শরহিত রোহিণীনক্ষত্রে আনন্দদায়ক অথচ পূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীনন্দরাজপত্নী শ্রীযশোদাদেবীর প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য কৃষ্ণপক্ষাষ্টমীর অন্ধকার নাশ করিয়া……স্বয়ং শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন।—ঐ অনুবাদ॥"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে, রোহিণীনক্ষত্রে বুধবারে শ্রীযশোদা হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে।

সৌরভাদ্র ? না কি চান্দ্রভাদ্র ?

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এ-স্থলে যে-ভাদ্রমাসের কথা বলা হইল, তাহা কি সৌরভাদ্র ? না কি চান্দ্রভাদ্র ? জন্মসময়ে রবি যদি সিংহরাশিতে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এই ভাদ্র হইবে সৌরভাদ্র।

"খ-মাণিক্য"-নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহাদির বিবরণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—"উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পুষোশনোরাহবঃ। নৈশীথঃ সময়োহষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥" তাৎপর্য হইতেছে এই :—শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিল। সে-সময়ে বৃষলগ্ন, চন্দ্র বৃষরাশিতে ও **রবি সিংহরাশিতে,** শুক্র তুলারাশিতে ও রাহু বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থিত ছিল। সেইদিন ছিল অষ্টমী তিথি, বুধবার ও রোহিণীনক্ষত্র। এই সমস্ত শুভযোগে নিশীথ-সময়ে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"খ-মাণিক্য"-গ্রন্থের এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে রবি ছিল সিংহ-রাশিতে।

পুরাণ-প্রমাণ হইতেও তাহাই জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে কথিত হইয়াছে, "**সিংহরাশিগতে সূর্য্যে** গগনে জলদাগমে। মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষেঽর্দ্ধরাত্রকে॥ শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তে। বসুদেবেন দেবক্যামহং জাতো জনাঃ স্বয়ম্ ॥—১৫।১৩৭-ধৃত ভবিষ্যোত্তর-বচন ॥—হে জনগণ! সূর্য সিংহরাশিতে গমন করিলে, আকাশে মেঘোদয় হইলে, ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীতিথিতে, অর্ধরাত্রে, রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত বৃষ-রাশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে, বসুদেব হইতে দেবকীতে আমি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

ভবিষ্যোত্তরের এই উক্তি হইতেও জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সময়ে ভাদ্রমাসে সূর্য (রবি) ছিল সিংহরাশিতে।

সৌরভাদ্রমাসেই সূর্য সিংহরাশিতে থাকে; সুতরাং যে-ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়া-ছিল, তাহা ছিল **সৌরভাদ্র, চান্দ্রভাদ্র নহে।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding-by MoE-IKS

কৃষ্ণাষ্টমীর পরিচয়

পূর্বোদ্ধৃত গোপালচম্পূবাক্য এবং উল্লিখিত ভবিষ্যোত্তর-বাক্য হইতেও জানা যায়, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু এই কৃষ্ণাষ্টমীর পরিচয় কি?

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত নিম্নোদ্ধৃত স্কন্দ-পুরাণ-বচন হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। "প্রাজাপত্যর্কসংযুক্তা শ্রাবণস্যাসিতাষ্টমী। বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ॥ ১৫।১৪১॥ —চক্রপাণি শ্রীহরির প্রীত্যর্থে বর্ষে বর্ষে রোহিণীনক্ষত্রান্বিত শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে এই ব্রতের (জন্মাষ্টমী ব্রতের) অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।"

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সৌরভাদ্র মাসে। উল্লিখিত শ্লোকোক্ত "শ্রাবণস্যাসিতাষ্টমী—শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী"-বাক্যে যে "শ্রাবণের" কথা বলা হইয়াছে, তাহা সৌর শ্রাবণ হইতে পারে না; কেননা সৌরশ্রাবণে অবস্থিত কোনও তিথি সৌরভাদ্রে আসিতে পারে না; "মাঘ মাসের ২০শে তারিখ" যেমন ফাল্গুন মাসে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ। সৌর মাসের তারিখ যেমন সেই মাসের অংশবিশেষের পরিচায়ক, তেমনি তিথিও চান্দ্রমাসের অংশবিশেষের পরিচায়ক। চান্দ্রমাস এবং তিথির সহিত রাশিচক্রে অবস্থিত চন্দ্রেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সৌরমাস এবং তারিখের সহিত রাশিচক্রে অবস্থিত সূর্যেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। উল্লিখিত "শ্রাবণস্য অসিতাষ্টমী"-স্থলে "শ্রাবণ" বলিতে চান্দ্রশ্রাবণই বুঝায়; অর্থ—চান্দ্রশ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী। যে কোনও পঞ্জিকাতেই দেখা যায়, সৌরভাদ্র মাসে অথচ চান্দ্রশ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতের উল্লেখ আছে। কোনও চান্দ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ (সেই চান্দ্রমাসের শেষার্ধ) প্রায়শঃ তন্নামক সৌরমাসের পরবর্তী সৌর-মাসে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল, সৌরভাদ্র মাসের যে-কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, তাহা ছিল **চান্দ্রশ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী**, শ্রাবণ-পূর্ণিমার (ঝুলন-পূর্ণিমার) আট দিন পরের কৃষ্ণাষ্টমী।

কৃষ্ণজন্ম-বৎসরে শ্রাবণীপূর্ণিমা হইয়াছিল সৌরশ্রাবণের ২৩শে তারিখের পরে

চান্দ্রশ্রাবণী-পূর্ণিমার পরেই চান্দ্রশ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়। শ্রাবণী-পূর্ণিমার আট দিন পরে শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। এই কৃষ্ণাষ্টমী যখন সৌরভাদ্রে পড়িয়াছে, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, তাহার আট দিন পূর্বের শ্রাবণী-পূর্ণিমা হইয়াছিল সৌর-শ্রাবণের শেষার্ধে, অন্ততঃ ২৩শে শ্রাবণের পরে, পূর্বে নহে।

অষ্টম-মাসসম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীহরিবংশ বলিয়াছেন, গর্ভের অষ্টম মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। সৌরভাদ্র মাসেই যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, তখন তৎপূর্ববর্তী সৌরমাঘ মাসে গর্ভপ্রবেশ হইয়া থাকিলেই সৌরভাদ্র অষ্টম মাস হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে গোপালচম্পূর উক্তির আলোচনা করা যাউক।

পূর্বগোপালচম্পূর তৃতীয় পূরণে ৬৩-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—"মাঘমাসি চাসিত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিপদি কৃতসর্ব্বসুখপ্রসরজন্যাং রজন্যাং সা ব্রজরাজং সেবমানা তন্দ্রাপরতন্দ্রায়মাণা স্বপ্নতুল্যতা-সঞ্চিতং কিঞ্চিদঞ্চিতং দদর্শ। যথা স এব বালঃ সর্ব্বতস্তদাবরণকারিকয়া কয়াচিদ্দিব্যকুমারিকয়াত্মানং পিধায় ব্রজরাজহৃদয়ান্নিজহৃদয়ং প্রবিশ্য দৃশ্যবদেব স্থিত ইতি। ততশ্চ সোঽয়ং স্বীয়ং হৃদয়কমলমধ্যমধ্যাসামাস, সেয়ন্তু জঠরমধ্যমিতি।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—মাঘ মাসে কৃষ্ণাপ্রতিপদে শ্রীকৃষ্ণ যশোদামাতার হৃদয়কমলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লৌকিকী প্রতীতিতে যশোদামাতার হৃদয়কমলে প্রবেশই হইতেছে যশোদামাতার গর্ভসঞ্চার। তাহা হইয়াছিল—মাঘ মাসে। এই মাঘ মাস সৌরমাঘ হইলেই পরবর্তী সৌরভাদ্র অষ্টম মাস হইতে পারে। গর্ভাষ্টমেই যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—সৌরভাদ্রে, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—উল্লিখিত **মাঘ মাসটী ছিল সৌরমাঘ**।

এই মাঘ মাসটী চান্দ্রমাস হইলে অষ্টম মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে পারে কিনা, তাহাও বিবেচনা করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সৌরভাদ্রে হইলেও সেই সময়ে ছিল চান্দ্রশ্রাবণ মাস; কেননা, চান্দ্রশ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। চান্দ্রমাঘকে প্রথম মাস ধরিয়া গণনা করিলে চান্দ্রশ্রাবণ হইবে সপ্তম মাস। চান্দ্রশ্রাবণ-কৃষ্ণাষ্টমীতে সপ্তম মাস পূর্ণও হইবে না, পূর্ণ হইবে চান্দ্রশ্রাবণী অমাবস্যাতে, অষ্টমীর সাত দিন পরে। চান্দ্রমাঘ হইতে চান্দ্রশ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী হইবে, তিথির গণনায়, ছয়মাস তেইশ দিন; ইহাও অবশ্য সপ্তম মাস; কিন্তু অষ্টম মাস নহে।

এইরূপে দেখা গেল, উল্লিখিত মাঘ মাসটীকে চান্দ্রমাস ধরিলে অষ্টম মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধীয় উক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে না। সুতরাং এই মাঘ মাসটী চান্দ্রমাস হইতে পারে না; ইহা হইবে সৌরমাঘ; সৌরমাঘ হইলে যে সৌরভাদ্রে অষ্টম মাস হয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চম্পূর উক্তি হইতে জানা যায়, **মাঘমাসি চাসিতপ্রতিপদি** (মাঘ মাসে কৃষ্ণাপ্রতিপদে) শ্রীকৃষ্ণ যশোদার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে—এই কৃষ্ণাপ্রতিপদের তাৎপর্য কি?

ইহাকে যদি চান্দ্রমাঘের কৃষ্ণাপ্রতিপদ মনে করা যায়, তাহা হইলে চান্দ্রমাঘের কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে চান্দ্রশ্রাবণের অমাবস্যা পর্যন্ত হইবে সাতটী পূর্ণ চান্দ্রমাস; শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কিন্তু শ্রাবণী-অমাবস্যার সাত দিন পূর্বে—চান্দ্রশ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে; সুতরাং জন্মসময়ে সাতটী চান্দ্রমাস হইতে সাত দিন কম হইবে—সপ্তম মাস হইবে, অষ্টম মাস হইবে না।

এই কৃষ্ণাপ্রতিপদকে যদি চান্দ্রপৌষের কৃষ্ণাপ্রতিপদ মনে করা যায়, তাহা হইলে চান্দ্রমাসের গণনাতে চান্দ্রশ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী অষ্টম মাসে হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের যশোদা-হৃদয়ে প্রবেশ-প্রসঙ্গে সৌরমাঘ মাসে যে-কৃষ্ণাপ্রতিপদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইবে চান্দ্রপৌষের কৃষ্ণাপ্রতিপদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোচনার নিষ্কর্ষ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়-বিচার-প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হইল, তাহার সারমর্ম হইতেছে এই ঃ

প্রথমতঃ, সৌরভাদ্র মাসে, কিন্তু চান্দ্র-শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, তৎপূর্ববর্তী সৌরমাঘ মাসে চান্দ্রপৌষের কৃষ্ণাপ্রতিপদে শ্রীকৃষ্ণ যশোদা-মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৎসরে শ্রাবণী-পূর্ণিমা হইয়াছিল সৌরশ্রাবণের শেষার্ধে—অন্ততঃ ২৩শে শ্রাবণের পূর্বে নহে।

খ। শ্রীবলরামচন্দ্রের জন্ম-সময়সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীবলরামের জন্মসময় সম্বন্ধে একাধিক মত প্রচলিত আছে। সমস্ত মতের কথাই এ-স্থলে উল্লিখিত হইবে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিমত

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূ-নামক গ্রন্থের পূর্বখণ্ডে তৃতীয় পুরণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ের কথা যেমন বলিয়াছেন, তেমনি শ্রীবলরামের জন্মসময়ের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীবলরামের জন্মসম্বন্ধে চম্পূতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রকাশ করা হইতেছে।

যেদিন পৌর্ণমাসী দেবী মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া ব্রজে আসিয়া উপনীত হইলেন, সেই দিনই প্রদোষকালে, কংসভয়ে বসুদেব-কর্তৃক প্রেরিতা অন্তঃসত্ত্বা রোহিণীমাতাও গুপ্তভাবে ব্রজে গোপরাজ শ্রীনন্দের আশ্রয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন (৩।৬১)। ব্রজরাজপত্নী যশোদামাতা হিসাব করিয়া দেখিলেন—জ্যৈষ্ঠমাস হইতে আরম্ভ করিয়া রোহিণীমাতা তখন তিনমাসের গর্ভবতী। "ব্রজরাজপত্নী চ তস্যা জ্যৈষ্ঠমবষ্টভ্য মাসত্রয়জাতমন্তর্ব্বত্নীত্বং পর্য্যালোচ্য স্বাভেদ-বেদনেনৈব শাতজাতং প্রাপ ॥ ৩।৬২ ॥"

ইহা হইতে জানা গেল—**জ্যৈষ্ঠমাসই হইতেছে রোহিণীদেবীর গর্ভবতীত্বের প্রথমমাস।**

ইহার পরে, বলা হইয়াছে—"অথ মাঘমাসি চাসিত-প্রতিপদি—মাঘ মাসে কৃষ্ণাপ্রতিপদে" যশোদামাতার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন (৩।৬৩)।

তাহার পরে বলা হইয়াছে—"অথ যোগমায়া রোহিণ্যাঃ সাপ্তমাসিকং গর্ভং স্রস্তং বিধায় দেবক্যাস্তদ্বিধং তং তস্যাং নিয়োজয়ামাস (৩।৭০)—অনন্তর যোগমায়া রোহিণীর সপ্তম মাসের গর্ভ বিনষ্ট করিয়া দেবকীর তাদৃশ সাপ্তমাসিক গর্ভ তাঁহাতে যোজনা করিলেন (অর্থাৎ দেবকীর গর্ভ-স্থিত সন্তানটীকে আনিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। এই সন্তানই সঙ্কর্ষণ বলরাম)।"

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই চম্পূতে বলা হইয়াছে—

"ততশ্চ লব্ধসর্ব্বসময়-সম্পদ্দেশে **চতুর্দ্দশে মাসি শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রবণর্ক্ষে**…রোহিণী… সিতমুষমং সুতং সুষাব (৩।৭০)।" তাৎপর্য—রোহিণীদেবীর গর্ভাবস্থার **চতুর্দ্দশ মাসে** "শ্রাবণতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাক্" শ্রবণানক্ষত্রে রোহিণীদেবী শ্বেতবর্ণ সন্তান প্রসব করিলেন (এই-শ্বেতবর্ণ সন্তানই হইতেছেন শ্রীবলরাম)।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—রোহিণীমাতার এই সন্তানটীকে তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কাল পর্যন্ত জড়ের মতনই দেখাইত। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণকারিণী যশোদামাতার কোলে গেলেই তিনি উল্লসিত হইতেন (৩।৭৪)।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—বলদেবের জন্মের কতিপয় দিবস পরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। "ভাদ্রান্তর্ব্বহুলাষ্টমী।" (৩।৭৬)। যাহা হউক, গোপালচম্পূর উল্লিখিত উক্তি-সমূহের অনুসরণে এক্ষণে শ্রীবলরামের জন্ম-সময়সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

চম্পূ বলেন—"চতুর্দ্দশে মাসি শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রবণর্ক্ষে" বলরামের জন্ম হইয়াছে। "শ্রবণর্ক্ষে"-শব্দ সম্বন্ধে আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই—শ্রবণানক্ষত্রে বলদেবের জন্ম—শ্রবণর্ক্ষে-শব্দে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রবণানক্ষত্র কোন্ মাসে ছিল, তাহাই বিচার্য। "শ্রাবণতঃ প্রাক্"-বাক্যের আলোচনাতেই তাহা জানা যাইতে পারে। তাই এক্ষণে "শ্রাবণতঃ প্রাক্"-বাক্যের আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রাবণতঃ প্রাক্

শ্রাবণ। প্রথম বিবেচ্য হইতেছে শ্রাবণ। এই শ্রাবণ কি সৌরশ্রাবণ? না কি চান্দ্রশ্রাবণ?

পূর্ব্বে গোপালচম্পূর উক্তিসমূহের যে-মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে—বলরামের জন্ম-সময়সম্বন্ধে যে-শ্রাবণ মাসের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কথন-প্রসঙ্গে, তাহার পূর্বে মাঘ-মাসের এবং পরে ভাদ্র-মাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সময়-সম্বন্ধে যে-আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে—এই মাঘ ও ভাদ্র উভয়ই ছিল সৌরমাস—সৌরমাঘ এবং সৌরভাদ্র। লেখকের পক্ষে সর্বত্র একই রীতির অনুসরণই স্বাভাবিক। তাহাতে বুঝা যায়—সৌরমাঘ ও সৌরভাদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে উল্লিখিত শ্রাবণও হইবে সৌরশ্রাবণ। চান্দ্রশ্রাবণই যদি শ্রীজীবের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে শুধু "শ্রাবণ" না লিখিয়া "চান্দ্র-শ্রাবণ"ই লিখিতেন; কেননা, তাহা হইলেই দুই পার্শ্ববর্তী সৌরমাঘ ও সৌরভাদ্র হইতে এই শ্রাবণের পার্থক্য সূচিত হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে চম্পূতে চারিটী মাসের নাম করা হইয়াছে—জ্যৈষ্ঠ, মাঘ, শ্রাবণ এবং ভাদ্র। কোনও মাসের নামের পূর্বেই "চান্দ্র" বা "সৌর" শব্দ উল্লিখিত হয় নাই। এই চারিটী মাসের মধ্যে অন্ততঃ "ভাদ্র"-মাসটী যে সৌরভাদ্র, তাহা হরিভক্তিবিলাসও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায়, অপর কোনও একটী মাসকে "চান্দ্রমাস"-রূপে গ্রহণ করার কোনও হেতু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, পরবর্তী আলোচনায় শ্রাবণ মাসকে চান্দ্রমাস ধরিয়াও আলোচনা করা হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে "শ্রাবণতঃ"-শব্দটী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রাবণতঃ—শ্রাবণ-শব্দের উত্তর "তসিল্"-প্রত্যয় করিয়া শ্রাবণতঃ-শব্দ নিষ্পন্ন। "তসিল্"-প্রত্যয় পঞ্চমীতেও হয় (পঞ্চম্যাস্তসিল্), সপ্তমীতেও হয় (সপ্তম্যাঞ্চ)। এ-স্থলে পঞ্চমী ? না কি সপ্তমী ?

কোনও কোনও মতে সমস্ত বিভক্তিতেই "তসিল্"-প্রত্যয় হয়। "অয়ং সার্ব্ববিভক্তিকস্তসি ইতি বালমনোরমা।" তাহা হইলেও এ-স্থলে "শ্রাবণতঃ"-শব্দের পরে "প্রাক্"-শব্দ আছে বলিয়া প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। ষষ্ঠী বিভক্তির অবকাশ থাকিলেও পরবর্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, ষষ্ঠী বিভক্তির তাৎপর্য পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির তাৎপর্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

যাহা হউক, এ-স্থলে কোন্ বিভক্তি চম্পূর অভিপ্রেত হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক।

সপ্তমী যদি হয়, "শ্রাবণতঃ"-শব্দের অর্থ হইবে—শ্রাবণে, শ্রাবণ মাসের মধ্যে। আর "প্রাক্"-শব্দের অর্থ—পূর্ব, পূর্বভাগ বা প্রথম ভাগ। "শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রবণর্ক্ষে"—শ্রাবণমাসে (অর্থাৎ শ্রাবণমাসের—ষষ্ঠীর অর্থ) প্রথমভাগে যে-শ্রবণানক্ষত্র, সেই শ্রবণানক্ষত্রে (বলরামের জন্ম)। শ্রাবণ মাসকে সৌরশ্রাবণ মনে করিলে, সৌরশ্রাবণের প্রথম ভাগে যে-শ্রবণানক্ষত্র, তাহা চান্দ্র-শ্রাবণের শ্রবণাও হইতে পারে, চান্দ্রআষাঢ়ের শ্রবণাও হইতে পারে। চান্দ্রশ্রাবণের শ্রবণা হইলে সেই দিন শ্রাবণী পূর্ণিমা হইবে ; কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে ; কেননা, শ্রাবণী পূর্ণিমার আট দিন পরে যে-শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে কৃষ্ণের জন্ম, তাহা পড়িয়াছে সৌরভাদ্রে। সৌরভাদ্রের শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীর আট দিন পূর্বে যে-শ্রাবণী পূর্ণিমা, তাহা সৌরশ্রাবণের ২৩শে তারিখের পূর্বে—অর্থাৎ সৌরশ্রাবণের প্রথম ভাগে—যাইতে পারে না। সুতরাং সৌরশ্রাবণের প্রথম ভাগে যে-শ্রবণা, তাহা চান্দ্রশ্রাবণের শ্রবণা হইতে পারে না ; তাহা হইবে চান্দ্রআষাঢ়ের শ্রবণা। আবার চান্দ্র-আষাঢ়ের শ্রবণা যদি সৌরশ্রাবণে হয়, এবং সেই শ্রবণাতেই যদি বলরামের জন্ম হয়, তাহা হইলে চম্পূ-কথিত "চতুর্দ্দশে মাসি"-বাক্যের সঙ্গতি থাকে না। কেননা, রোহিণী দেবীর গর্ভাবস্থার প্রথম মাস হইতেছে জ্যৈষ্ঠ (৩৬২) ; চতুর্দশ মাস হইবে পর বৎসরের আষাঢ় মাস, শ্রাবণ মাস হইতে পারে না ; শ্রাবণ হইবে পঞ্চদশ মাস। জ্যৈষ্ঠকে সৌরমাস ধরিলেও সৌরআষাঢ় হইবে চতুর্দশ মাস এবং সৌরশ্রাবণ হইবে পঞ্চদশ মাস। জ্যৈষ্ঠকে চান্দ্রমাস ধরিলেও চান্দ্রআষাঢ় হইবে চতুর্দশ মাস এবং চান্দ্রশ্রাবণ হইবে পঞ্চদশ মাস। এইরূপে দেখা গেল—সৌরশ্রাবণের প্রথম ভাগে বলরামের জন্ম স্বীকার করিতে গেলে চম্পূ-বাক্যের সঙ্গতি থাকে না।*

* কেহ কেহ বলিতে চাহেন—প্রথম জ্যৈষ্ঠমাসকে বাদ দিয়া আষাঢ় মাস হইতে গণনা করিলে শ্রাবণমাসই চতুর্দশ মাস হইবে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি স্থানগণনায় প্রথমকে বাদ দিয়া দ্বিতীয় হইতে গণনার রীতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯-এই নয়টী সংখ্যার মধ্যে ১-সংখ্যাটী যে প্রথম, তাহাতে সন্দেহ নাই ; ৯-সংখ্যাটীও যে নবম স্থানে, তাহাও সুবিদিত ; প্রথম ১ হইতে গণনা করিলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর, **শ্রাবণ মাসকে** যদি **চান্দ্রমাস** মনে করা যায়, তাহা হইলে চান্দ্রশ্রাবণের প্রথমভাগে অর্থাৎ প্রথমার্ধে যে শ্রবণা, সেই শ্রবণাতেই হইবে শ্রাবণী পূর্ণিমা (চান্দ্রমাস আরম্ভ হয় শুক্লা প্রতিপদে এবং শেষ হয় অমাবস্যায়। পূর্ণিমা পর্যন্ত চান্দ্রমাসের প্রথমার্ধে, পূর্ণিমার পরে অমাবস্যা পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধে)। এই শ্রাবণী পূর্ণিমা যদি সৌরশ্রাবণের ২৩শে তারিখের পরে হয়, তাহা হইলে তাহার আট দিন পরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী সৌরভাদ্রে পড়িতে পারে; কিন্তু সৌরশ্রাবণের ২৩শে তারিখের পরে বলরামের জন্ম স্বীকার করিতে গেলে পূর্বোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে চম্পূ-কথিত "চতুর্দ্দশে মাসি"-বাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকে না। আর, শ্রাবণী পূর্ণিমা যদি সৌরশ্রাবণের প্রথম ভাগে হয়, তাহা হইলে তাহার আট দিন পরের শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীও সৌরভাদ্রে যাইতে পারে না এবং "চতুর্দ্দশে মাসি"-বাক্যের সহিতও সঙ্গতি থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল, শ্রাবণ মাসকে চান্দ্রশ্রাবণ মনে করিলে চম্পূ-বাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—"শ্রাবণতঃ"-শব্দে সপ্তমীতে "তসিল্"-প্রত্যয় নহে। সৌরশ্রাবণই মনে করা হউক, কি চান্দ্রশ্রাবণই মনে করা হউক, "শ্রাবণ"-শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিতে "তসিল্"-প্রত্যয় করিলে চম্পূ-বাক্যের সঙ্গতি থাকে না। সুতরাং ইহা চম্পূর অভিপ্রেত হইতে পারে না।

পঞ্চমী হইলে "শ্রাবণতঃ"-শব্দের অর্থ হইবে—শ্রাবণ হইতে। আর, প্রাক্—পূর্ব। "শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রবণর্ক্ষে"—শ্রাবণ হইতে পূর্বে (অর্থাৎ শ্রাবণের আরম্ভের পূর্বে—ষষ্ঠীর অর্থ) যে-শ্রবণা-নক্ষত্র, সেই শ্রবণাতে (বলরামের জন্ম)।

শ্রাবণমাসকে যদি **সৌরশ্রাবণ** মনে করা হয়, তাহা হইলে, সৌরশ্রাবণের পূর্ববর্তী শ্রবণা-নক্ষত্র হইবে চান্দ্রআষাঢ় মাসের শ্রবণা। সৌরশ্রাবণের পূর্ববর্তী বলিয়া চান্দ্রআষাঢ়ের শ্রবণা পড়িবে সৌরআষাঢ়ে। এই নক্ষত্রে বলরামের জন্ম স্বীকার করিলে "চতুর্দ্দশে মাসি"-বাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকে।

---

৯ নবম স্থানে হইতে পারে, ১ কে বাদ দিয়া ২ হইতে গণনা করিলে ৯ নবম সংখ্যা হইবে না। কোনও পরীক্ষায় যে পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ নম্বর ৮০০ পায়েন এবং অন্য যাঁহারা যথাক্রমে ৭৯৯, ৭৯৮, ৭৯৭ নম্বর পায়েন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি ৭৯৭ নম্বর পায়েন, তাঁহাকে চতুর্থস্থানস্থিত বলিয়াই ধরা হয়; যিনি ৮০০ নম্বর পায়েন, তাঁহাকে প্রথম স্থানীয় ধরা হয়; তাঁহাকে বাদ দিয়া যিনি ৭৯৯ নম্বর পায়েন, তাঁহাকে আরম্ভ করিয়া গণনা করিলে ৭৯৭ নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থী তৃতীয়স্থানীয় হইয়া পড়েন। এইরূপ রীতির প্রচলন কোথাও দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-প্রসঙ্গের আলোচনাতেও দেখা গিয়াছে, মাঘমাসকে প্রথম ধরিয়াই কৃষ্ণের জন্মমাস ভাদ্রকে অষ্টম মাস বলা হইয়াছে; মাঘকে বাদ দিয়া ফাল্গুন হইতে গণনা করিলে ভাদ্র হইবে সপ্তমমাস। গোপালচম্পূ ভাদ্রকে সপ্তম মাস বলেন নাই, অষ্টমমাসই বলিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথম মাঘমাস হইতেই গণনা করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বিবেচ্য। চান্দ্র আষাঢ় মাসের শ্রবণানক্ষত্র কোন্ তিথিতে পড়িতে পারে? আষাঢ়ী পূর্ণিমা পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রেও হইতে পারে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রেও হইতে পারে। পূর্বাষাঢ়ায় হইলে তৎপূর্ববর্তী মূলানক্ষত্রের কিছু অংশও পূর্ণিমায় থাকিতে পারে; আর, উত্তরাষাঢ়ায় হইলে উত্তরাষাঢ়ার পরবর্তী শ্রবণা-নক্ষত্রের কিছু অংশও পূর্ণিমার মধ্যে থাকিতে পারে (অবশ্য পূর্বাষাঢ়ার এবং উত্তরাষাঢ়ার অংশ ব্যাপিয়াও পূর্ণিমা থাকিতে পারে)। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতে বর্তমান ১৩৬৮ সনে (১৯৬১ খৃঃ) ১১ই শ্রাবণে (২৭শে জুলাই) বৃহস্পতিবার চান্দ্রআষাঢ়ী পূর্ণিমার (গুরুপূর্ণিমার) স্থিতি রাত্রি ১।২০ মিনিট পর্যন্ত; উত্তরাষাঢ়ার স্থিতি রাত্রি ১১।২৬ মিনিট পর্যন্ত; তাহার পরে শ্রবণার আরম্ভ। এইরূপে দেখা গেল, এইদিন পূর্ণিমা শেষ হওয়ার ১।৫৪ মিনিট পূর্বেই উত্তরাষাঢ়া শেষ হইয়া গিয়াছে, শ্রবণা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং শ্রবণার ১।৫৪ মিনিট পূর্ণিমার মধ্যে পড়িয়াছে, অবশিষ্টাংশ পরের দিনও প্রতিপদে গিয়াছে। বলরামের জন্মবৎসরে যদি আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রবণার এতাদৃশ যোগ হইয়া থাকে এবং পূর্ণিমার অন্তর্গত শ্রবণাংশেই যদি বলরামের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইবে বলরামের জন্মতিথি—**আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রবণা নক্ষত্রে বলরামের জন্ম হইবে**; আর পূর্ণিমার পরে সেই দিনই, অথবা পরের দিনের শ্রবণার মধ্যে যদি জন্ম হয়, তাহা হইলে জন্ম হইবে—আষাঢ়ী কৃষ্ণাপ্রতিপদে শ্রবণানক্ষত্রে। আর, সেই বৎসর পূর্ণিমার মধ্যে শ্রবণার কিছু অংশ যদি না থাকে, অথবা যদি পূর্বাষাঢ়ায়, কিংবা পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ব্যাপিয়া যদি পূর্ণিমা থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণা প্রতিপদ বা কৃষ্ণাদ্বিতীয়াতেও শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম হইতে পারে। বলরামের জন্মতিথি নির্ণয়ের কোনও উপাদান চম্পূ হইতে পাওয়া যায় না। তবে শ্রবণানক্ষত্রে যে তাঁহার জন্ম, তাহা "শ্রবণর্ক্ষে"-শব্দে চম্পূ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রাবণকে সৌরশ্রাবণ মনে করিলে সৌর আষাঢ় মাসে, চান্দ্রআষাঢ়ী শ্রবণায় বলদেবের জন্ম। জন্ম-সময়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমা থাকাও অসম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তে চম্পূবাক্যেরও সঙ্গতি থাকে।

চান্দ্র আষাঢ় মাসের শ্রবণানক্ষত্রে বলরামের জন্ম হইলে, এই শ্রবণা হইতে চান্দ্রশ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে কৃষ্ণের জন্মনক্ষত্র রোহিণীর ব্যবধান হইবে—৩৬টী নক্ষত্র, মোটামুটি হিসাবে ৩৬ দিন। ইহা হইতে জানা যায়—শ্রাবণকে সৌরমাস মনে করিলে, **শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ৩৬ দিন পূর্বে বলরামের জন্ম।**

আর, শ্রাবণ যদি **চান্দ্রশ্রাবণ** হয়, তাহা হইলে পঞ্চমীতে "তসিল্" হইলে "শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রবণর্ক্ষে"-চান্দ্রশ্রাবণের পূর্ববর্তী শ্রবণানক্ষত্রে (বলরামের জন্ম স্বীকার করিতে হয়)। চান্দ্র-শ্রাবণের পূর্ববর্তী শ্রবণানক্ষত্র হইবে চান্দ্র আষাঢ়ের শ্রবণা। পূর্ব আলোচনা অনুসারে, এই শ্রবণার কিছু অংশ আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও পড়িতে পারে, পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণা প্রতিপদে, বা কৃষ্ণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়াতেও পড়িতে পারে। এই আষাঢ়ী শ্রবণা সৌর আষাঢ়েও পড়িতে পারে, সৌর শ্রাবণেও পড়িতে পারে। সৌর আষাঢ়ে পড়িলে এবং সেই নক্ষত্রে বলরামের জন্ম হইলে "চতুর্দ্দশে মাসি"-বাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকিবে। কিন্তু শ্রবণা যদি সৌরশ্রাবণে গিয়া থাকে এবং সেই নক্ষত্রে যদি বলরামের জন্ম হয়, তাহা হইলে "চতুর্দ্দশে মাসি"-বাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকিবে না।

এইরূপে দেখা গেল—**শ্রাবণকে চান্দ্র মাস বলিয়া মনে করিলেও** আষাঢ়ীশ্রবণা যদি সৌর-আষাঢ়ে পড়ে, তাহা হইলে সেই নক্ষত্রে বলরামের জন্ম হইলে চম্পূবাক্যেব সহিত সঙ্গতি থাকে এবং পূর্ববৎ গণনা অনুসারে, **বলরামের জন্মও হইবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মোটামুটি ৩৬ দিন পূর্বে।**

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূতে এবং শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণেও বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের "কতিপয় দিবস" পূর্বে বলরামের জন্ম হইয়াছিল। তিনি "কতিপয় মাস" বলেন নাই। ৩৬ দিনকেও "কতিপয় দিবস" বলা যায়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ। জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ॥ ১০।৮।২১॥"-শ্লোক হইতে জানা যায়, নামকরণের অল্পকাল পরেই কৃষ্ণ-বলরাম একসঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া বিহার করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ৩৬ দিন, অর্থাৎ একমাস-সোয়ামাস পূর্বে বলরামের জন্ম হইলেও তাঁহাদের একসঙ্গে হামাগুড়ি দেওয়া অসম্ভব নহে। সাধারণতঃ শিশুদের হামাগুড়ি পাঁচ-ছয় মাস বয়সের পূর্বে আরম্ভ হয় না; এই হামাগুড়িও কয়েক-মাস পর্যন্ত চলিতে থাকে। পূর্বোদ্ধৃত শ্রীভা. ১০।৮।২১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকাতে বলা হইয়াছে—"একাব্দে হি শিশোঃ পাদব্রজ্যা দৃশ্যতে"। অর্থাৎ একবৎসর বয়সেই জানুর সহায়তা ব্যতীত কেবল পদদ্বারাই শিশুর গতাগতি দৃষ্ট হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্তই হামাগুড়ি চলিতে থাকে, অর্থাৎ হামাগুড়ি কয়েকমাস চলে। সুতরাং দুইটী শিশুর জন্ম-সময়ের ব্যবধান একমাস-সোয়ামাস হইলেও—সুতরাং একটীর হামাগুড়ি অপরটীর একমাস-সোয়ামাস পূর্বে আরম্ভ হইলেও—কয়েক মাস পর্যন্ত তাঁহাদের একসঙ্গে হামাগুড়ি দেওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু একটু বৈশিষ্ট্য ছিল; নামকরণের অল্পকাল পরেই, অর্থাৎ চতুর্থ মাসের শেষভাগে, কি পঞ্চম মাসের প্রথমেই তিনি হামাগুড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন। নামকরণসময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল তিন মাস দশদিন; গোপালচম্পূর মতে তখন বলরামের বয়স ছিল একশত ছত্রিশ দিন, অর্থাৎ সাড়ে চারিমাস। সুতরাং উভয়ের একসঙ্গে হামাগুড়ির আরম্ভও অসম্ভব নয়।

"অথাহমংসভাগেন"-ইত্যাদি ভা. ১০।২।৯-শ্লোকের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"অথানন্তরমেবেতি দেবকীপুত্রত্বপ্রাপ্তৌ ত্বরাং বোধয়তি। এবং শ্রীবলরামস্যাত্যল্পকাল-মেবাগ্রজত্বং জ্ঞেয়ম্।—শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের অতি অল্পকালের অগ্রজ।" আবার "ভ্রাতর্মম সুতঃ"-ইত্যাদি ভা. ১০।৫।২৭-শ্লোকের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী-টীকাতেও লিখিত হইয়াছে—"তথাচ শ্রীহরি-বংশে 'প্রাগেব বসুদেবস্তু ব্রজে শুশ্রাব রোহিণীম্। প্রজাতাং পুত্রমেবাগ্রে চন্দ্রাৎ কান্ততরাননমিতি'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্যার্থঃ প্রজাতাং জনিতবতীং অগ্রে শ্রীনন্দনন্দনজন্মনঃ পূর্ব্বমিতি তয়োর্জ্জন্ম চ প্রায়ঃ সমকালমেব জ্ঞেয়ম্। তথা চ তত্রৈব তদানীং শ্রীবসুদেবোক্তৌ 'বর্দ্ধমানাবুভাবেতৌ সমানবয়সৌ যথা। শোভেতাং গোব্রজে তস্মিন্নন্দগোপ তথাকুর্ব্বিতি। অতএব তয়োর্যুগপদ্রিঙ্গণাদিলীলা বক্ষ্যত ইতি দিক্।" এই উক্তি হইতে জানা যায় –শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রায় সমকালেই হইয়াছিল; তাঁহারা সমবয়স্কের ন্যায় শোভা পাইতেন; এজন্য তাঁহাদের একসঙ্গে রিঙ্গণাদিলীলার কথা বলা হইয়াছে।

গোপালচম্পূর উক্তির সহিত উল্লিখিত টীকোক্তির কোনও বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, যাহাদের বয়সের পার্থক্য চারি বা পাঁচ সপ্তাহ হয় (এমন কি চারি বা পাঁচমাসও হয়), তাহাদিগকে "প্রায় সমবয়স্ক" বলা হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ৩৬ দিন পুর্বে শ্রীবলরামের জন্ম হইলে তাঁহাদিগকে "প্রায় সমকালজাত", বা "প্রায় সমবয়স্ক" বলা যাইতে পারে।

গোপালচম্পু-টীকাকারের অভিমত

নিতানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামি-মহোদয় শ্রীগোপালচম্পূর এক টীকা লিখিয়াছেন। সেই টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"**শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রাবণপূর্ণিমাপূর্ব্বমর্থান্মাসস্য প্রথমার্দ্ধে শ্রবণনক্ষত্রে।**"—শ্রাবণপূর্ণিমার পূর্বে, অর্থাৎ মাসের প্রথমার্ধে, শ্রবণানক্ষত্রে (বলরামের জন্ম)।

এক্ষণে এই টীকাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

টীকাকার প্রভুপাদ এ-স্থলে "শ্রাবণ"-মাসকে সৌরশ্রাবণই ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, চান্দ্রশ্রাবণ নহে। কেননা, চান্দ্রশ্রাবণের প্রথমার্ধস্থিত শ্রবণানক্ষত্রে শ্রাবণপুর্ণিমা হয়; কিন্তু তিনি যে-শ্রবণানক্ষত্রে বলরামের জন্মের কথা বলিয়াছেন, তাহাকে তিনি শ্রাবণপূর্ণিমার পূর্ববর্তী শ্রবণানক্ষত্র বলিয়াছেন।

শ্রাবণপূর্ণিমার পূর্ববর্তী যে-শ্রবণানক্ষত্র, তাহা হইবে চান্দ্র আষাঢ়ের শ্রবণা। চান্দ্র-আষাঢ়ের শ্রবণা হইতে শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীর রোহিণীনক্ষত্রের ব্যবধান হয় ৩৬টী নক্ষত্র, মোটামুটি ৩৬ দিন। এইরূপে দেখা যায়, কৃষ্ণ-বলরামের জন্মসময়ের ব্যবধান-বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত চম্পূ-বাক্যের সহিত টীকাবাক্যের সঙ্গতি আছে।

কিন্তু চম্পূর "চতুর্দ্দশে মাসি"-বাক্যের সহিত টীকার সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। সৌরশ্রাবণে বলরামের জন্ম হইলে জন্মমাস হইবে পঞ্চদশ মাস, চতুর্দশ মাস হইবে না।

শ্রীশ্রীরাধারমন-মন্দিরে প্রচলিত একটী রীতি

শ্রীপাদ গোপালভট্টগোস্বামীর সেবিত শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণদেবের শ্রীমন্দির হইতে প্রকাশিত এক বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকায় লিখিত হইয়াছে—আষাঢ়ীপুর্ণিমায় শ্রীবলদেব-জয়ন্তী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চম্পূক্তির আলোচনায় দেখা গিয়াছে, কোনও কোনও বৎসরে চান্দ্র আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও শেষ দিক্ দিয়া শ্রবণানক্ষত্র থাকিতে পারে। বলরামের জন্মবৎসরে যদি তদ্রূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চম্পূর উক্তির সহিত শ্রীরাধারমণ মন্দিরে প্রচলিত রীতির সঙ্গতি আছে।

এক্ষণে মতান্তর উল্লিখিত হইতেছে।

মতান্তর

গর্গসংহিতার অভিমত

গর্গসংহিতার "গোলোকখণ্ডম্"-দশম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ করিয়া নন্দগৃহে অবস্থিতা বসুদেব-জায়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করার পাঁচ দিন পরে, ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষীয়া ষষ্ঠীতিথিতে স্বাতীনক্ষত্রে বুধবারে মধ্যাহ্নে বলরামের জন্ম হইয়াছিল।

অথ ব্রজে পঞ্চদিনেষু ভাদ্রে স্বাতৌ চ ষষ্ঠ্যাঞ্চ সিতে বুধে চ।
উচ্চৈগ্রহৈঃ পঞ্চভিরাবৃতে চ লগ্নে তুলাখ্যে দিনমধ্যদেশে॥
সুরেষু বর্ষৎসু সুপুষ্পবর্ষং ঘনেষু মুঞ্চৎসু চ বারিবিন্দূন্।
বভূব দেবো বসুদেবপত্ন্যাং বিভাসয়ন্নন্দগৃহং স্বভাসা॥

—গর্গসংহিতা॥ গোলোকখণ্ড ॥ ১০।২৭-২৮ ॥ গর্গসংহিতার বলভদ্রখণ্ডেও উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়। বলভদ্রখণ্ড॥ ৫।৯-১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধেও গর্গসংহিতা বলেন—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে, বুধবারে, অর্ধরাত্রে, বৃষলগ্নে দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। গোলোকখণ্ড ॥ ১১।২৩-২৪ ॥

পূর্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল সৌরভাদ্র মাসে, অথচ চান্দ্রশ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে। গর্গসংহিতা-মতে বলরামের জন্মও ভাদ্র মাসে, কিন্তু শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে স্বাতী-নক্ষত্রে। ভাদ্র মাসে যখন শ্রীকৃষ্ণের পূর্বে বলরামের জন্ম, তখন এই স্বাতীনক্ষত্রযুক্তা শুক্লাষষ্ঠী তিথিও হইবে চান্দ্রশ্রাবণের শুক্লাষষ্ঠী। চান্দ্রশ্রাবণের শুক্লাষষ্ঠীর স্বাতীনক্ষত্র হইতে কৃষ্ণাষ্টমীর রোহিণীনক্ষত্র পর্যন্ত ব্যবধান হইতেছে (১২ + ৪ = ১৬) ষোলটী নক্ষত্র, মোটামুটি ১৬ দিন। এইরূপে জানা গেল, **গর্গসংহিতার মতে শ্রীকৃষ্ণের ১৬ দিন পূর্বে** বলরামের জন্ম।

গর্গসংহিতার উক্তি হইতে বুঝা যায়—ভাদ্র মাসের শেষ ভাগেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এবং চান্দ্রশ্রাবণী পূর্ণিমাও হইয়াছিল ভাদ্র মাসে। শ্রাবণ মাস মলমাস হইলেই এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা।

যাহাহউক, গোপালচম্পূর উক্তির সহিত গর্গসংহিতার উক্তির কোনও বিষয়েই সঙ্গতি দেখা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্গসংহিতার অনুসরণে প্রচলিত একটী রীতি। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধারমণ-মন্দির হইতে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল নরসিংহদাস গোস্বামী ভাগবতভূষণ মহাশয় তাঁহার ২।৮।৬১ ইং তারিখের কৃপালিপিতে জানাইয়াছেন—"শ্রীবলদেবের জন্মতিথি শ্রীদাওজী গ্রামে ভাদ্রপদ শুক্ল ষষ্ঠী দিনে হয়। তাঁহারা প্রমাণ দিয়াছেন যে, গর্গসংহিতায় বলভদ্রখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে নবম শ্লোকের অনুসারে হয়।"

পদ্মপুরাণের অভিমত

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডের ৯৪-অধ্যায়ে (১৮৬৪ পৃঃ ; শ্রীমৎকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ-সংস্করণ) শ্রীরোহিণীনন্দনের জন্মসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। "কৃষ্ণাষ্টম্যান্তু রোহিণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং শুভোদয়ে। রোহিণী জনয়ামাস পুত্রং সঙ্কর্ষণং প্রভুম্॥ —ভাদ্রীয়া কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীনক্ষত্রে মঙ্গল উদিত হইলে রোহিণীদেবী তাঁহার পুত্র প্রভু সঙ্কর্ষণকে জন্ম দিয়াছিলেন।" প্রৌষ্ঠপদ্যাং —ভাদ্রীয়াং)।

এই উক্তির সহিত চম্পূক্তিরও সঙ্গতি নাই, গর্গসংহিতোক্তিরও সঙ্গতি নাই। চম্পূর মতে শ্রবণানক্ষত্রে, গর্গসংহিতার মতে স্বাতীনক্ষত্রে এবং পদ্মপুরাণের মতে রোহিণীনক্ষত্রে বলরামের জন্ম। চম্পূতে তিথির উল্লেখ নাই ; গর্গসংহিতায় এবং পদ্মপুরাণে তিথির উল্লেখ আছে—গর্গসংহিতার মতে শুক্লাষষ্ঠী এবং পদ্মপুরাণের মতে কৃষ্ণাষ্টমী।

যাহাহউক, উল্লিখিত শ্লোকের পরে পদ্মপুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়। "ততস্তু দেবকীগর্ভমাপেদে ভগবান্ হরিঃ। আপন্নগর্ভাং তাং দৃষ্ট্বা কংসো ভয়নিপীড়িতঃ॥ ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ। তুষ্টুবুর্দ্দেবকীন্তত্র বিমানস্থা নভস্তলে॥ ততস্তু দশমে মাসি কৃষ্ণে নভসি পার্ব্বতি। অষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে চ তস্যাঞ্জাতো জনার্দ্দনঃ॥ (পার্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি) —তাহার (বলদেবের জন্মের) পরে ভগবান্ হরি দেবকীর গর্ভপ্রাপ্ত হইলেন (দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন)। গর্ভবতী দেবকীকে দেখিয়া কংস ভয়নিপীড়িত হইলেন। তাহার পরে দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আকাশে বিমানস্থ হইয়া দেবকীর স্তব করিলেন। তাহার পরে, দশম মাসে, শ্রাবণমাসে (নভসি) কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে অর্ধরাত্রে দেবকীতে জনার্দন জন্ম গ্রহণ করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে এ-স্থলে বলা হইল—বলরামের জন্মের পরে শ্রাবণমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। বলরামের জন্ম যদি ভাদ্র মাসে হয়, তাহা হইলে তৎপরবর্তী যে-শ্রাবণে কৃষ্ণের জন্ম, সেই শ্রাবণ হইবে শ্রীবলরামের জন্মের একবৎসর পরের শ্রাবণ। তাহা হইলে বলরাম হইবেন শ্রীকৃষ্ণের এক বৎসরের জ্যেষ্ঠ। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপাল-চম্পূতে এবং শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণেও লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের "কতিপয় দিবস" পূর্বে বলরামের জন্ম হইয়াছিল। আবার শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, গর্গাচার্য একই দিনে শ্রীকৃষ্ণ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবলরামের নামকরণ করিয়াছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল একশত দিন; সুতরাং পদ্মপুরাণের মত স্বীকার করিলে তখন বলরামের বয়স ছিল পনর মাসের অধিক। পদ্মপুরাণের মত স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পনর মাস বয়স পর্যন্ত শ্রীবলরামের নামকরণ হয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এক সঙ্গে হস্তপদ-সহকারে রিঙ্গণক্রীড়া (হামাগুড়ি) করিয়াছিলেন। শ্রীবলরাম যদি শ্রীকৃষ্ণের এক বৎসরের বড় হন, তাহা হইলে উভয়ের এক সঙ্গে হামাগুড়ি-খেলা সম্ভব হয় না। এক বৎসর বয়সের অনেক পূর্বেই শিশুরা হামাগুড়ি আরম্ভ করে, এক বৎসর বয়সে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে পারে।

যাহাহউক, পদ্মপুরাণের অনুসরণে কোনও স্থলে বলরামের জন্মতিথির উদ্‌যাপনের কথা জানা যায় না।

শ্রীল মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-নামক গ্রন্থের অভিমত

জনৈক ভক্ত জানাইয়াছেন,* শ্রীপাদ মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-নামক গ্রন্থের "শ্রীবলদেব-জন্ম"-অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—"শ্রাবণীপূর্ণিমা তিথি রাখি যার নাম। তাহে অবতীর্ণ হইলা প্রভু বলরাম॥"

এই উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রাবণীপূর্ণিমাতিথিতে শ্রীবলরামের আবির্ভাব হইয়াছিল। কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে শ্রীল মাধবাচার্য একথা বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় না।

শ্রাবণীপূর্ণিমায় শ্রবণানক্ষত্র থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে, রোহিণীনক্ষত্রে। শ্রাবণীপূর্ণিমায় শ্রবণাতে বলরামের জন্ম হইলে কৃষ্ণ-বলরামের জন্ম-সময়ের ব্যবধান হইবে—আটটী তিথি এবং নয়টী নক্ষত্র, প্রায় ৮৯ দিন।

প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামি-মহোদয় তৎসম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।২০ শ্লোকের "শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী" টীকায় (৫৩১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন "রোহিণীনন্দন যশোদা-নন্দন অপেক্ষা আট দিনের জ্যেষ্ঠ"। তিনি কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই, কোনও যুক্তিও দেখান নাই।

পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। (২।১১ক-অনুচ্ছেদ), শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৎসরে শ্রাবণীপূর্ণিমা হইয়াছিল সৌরশ্রাবণের শেষ ভাগে। সুতরাং শ্রাবণীপূর্ণিমায় শ্রবণানক্ষত্রে বলরামের জন্ম স্বীকার করিলে সেই জন্ম হইবে পঞ্চদশ মাসে, গোপালচম্পূ-কথিত চতুর্দশ মাসে হইবে না (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ মাধবাচার্যের উক্তির সহিত গোপালচম্পূর উক্তির, নক্ষত্রের সঙ্গতি থাকিলেও মাসের সঙ্গতি থাকে না।

* তিনি গ্রন্থ দেখাইতে পারেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচলিত রীতি

যাহাহউক, কয়েকটী স্থানে যে শ্রাবণী-পূর্ণিমাতিথিতে বলদেবের জন্মতিথির উদ্‌যাপন হয়, তাহা জানা যায়।

ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীগোবর্ধনবাসী পণ্ডিত শ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজীমহারাজের আদেশে গোবর্ধন-গুম্ফাঘর-বাসী শ্রীল প্রিয়াচরণদাস বাবাজীমহারাজ তাঁহার ২রা আষাঢ়, ১৩৬৮ তারিখের কৃপালিপিতে জানাইয়াছেন—নন্দগ্রামের নৈঋ্‌ত কোণে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে শ্রাবণ-পৌর্ণমাসীতে বলরামের জন্ম-মহোৎসব বিহিত হয়।

পুরীধামের শ্রীরাধাকান্তমঠের মোহান্ত-মহারাজ শ্রীল গৌরগোবিন্দদাস গোস্বামি-মহোদয় তাঁহার ১।৮।১৯৬১ ইং তারিখের কৃপালিপিতে জানাইয়াছেন,—"আমাদের এখানে শ্রীবলদেবের জন্মতিথি শ্রাবণ-পূর্ণিমার দিন পালিত হয়।.........যেখানে যেখানে প্রধান দেবতারূপে দাওজী আছেন, সেই সেই স্থানে বেশ জাঁকালো উৎসব হইয়া থাকে ; অন্যত্র সাধারণভাবে পালিত হয়।"

বাঙ্গালাদেশের গোড়ীয়মঠে এবং তাহার শাখা-মঠ-সমূহেও শ্রাবণী-পূর্ণিমাতে বলদেবের জন্মতিথির উদ্‌যাপন হয়।

বাঙ্গালার প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে শ্রীনিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল নিমাইচাঁদ গোস্বামি-মহোদয় তাঁহার ১২।৯।৬১ ইং তারিখের কৃপালিপিতে জানাইয়াছেন—"শ্রীধাম নবদ্বীপের কোনও মন্দিরেই শ্রীশ্রীবলভদ্রদেবের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয় বলিয়া আমার জানা নাই।"

অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব-সাধারণের মধ্যে বলরামের জন্মতিথির ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপন দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শ্রীবলদেবের জন্ম-তিথিসম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস নীরব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের লিখন আরম্ভ—২২. ৩. ১৯৬১ ইং, শেষ—৩. ৪. ১৯৬১ ইং। "প্রচলিত-রীতি" পরে সংযোজিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

বর্তমান কলিতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতার

১। আলোচনার সূচনা

মুণ্ডকশ্রুতি-বাক্যের আলোচনায় জানা গিয়াছে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন (২।৯ ঙ-অনু)। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-শ্লোকের আলোচনায় জানা গিয়াছে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ পূর্ব্ববর্তী কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (২।৫ ক-অনু)। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই একাদশ স্কন্ধ হইতে জানা যায়, গত ত্রেতাযুগে ঋষি করভাজন নিমিমহারাজের নিকটে এই কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা বলিয়াছেন—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১১।৫।৩২-শ্লোকে।

যে-কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন, সেই কলিযুগ যে বর্তমান কলিযুগ, তাহার প্রমাণ কি?

বর্তমান কলিযুগ হইতেছে বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগ। বর্তমানে প্রচলিত শ্রীমদ্‌ভাগবত যদি বর্তমান চতুর্যুগেরই উপযোগী হয়, অন্য কোনও চতুর্যুগের উপযোগী না হয়,[১] তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত কলিযুগ হইতেছে বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত (অর্থাৎ বর্তমান) কলিযুগ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ও হইতেছেন বর্তমান কলিযুগের অবতার।

শ্রীমদ্‌ভাগবত কেন, বর্তমানে প্রচলিত সমস্ত পুরাণই যে বর্তমান চতুর্যুগের উপযোগিভাবে প্রচারিত হইয়াছে, মৎস্যপুরাণ হইতে তাহা জানা যায়। মৎস্যপুরাণের উক্তি আলোচিত হইতেছে।

২। মৎস্যপুরাণোক্তির আলোচনা

ক। চারিবেদ, উপনিষদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ অপৌরুষেয়

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি॥ ২।৪।১০ ॥—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (নৃত্যগীতাদিশাস্ত্র), উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা), শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান বা অর্থবাদ বাক্য—এ-সমস্ত নিশ্চয়ই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মের নিশ্বাসবৎ অযত্ন-প্রসূত।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়ের অনুবাদের অনুসরণে॥"

১। পরবর্তী ৩-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৈত্রায়ণী শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। "এবং বা অরে এতস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যোপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু-ব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি বিশ্বা ভূতানি ॥ ৬।৩২ ॥"

এ-সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, চারিবেদ, উপনিষৎ-সমূহ, ইতিহাস (মহাভারত), পুরাণাদি শাস্ত্র কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে, পরন্তু পরব্রহ্মকর্তৃক প্রকটিত, তাঁহারই বাক্য—সুতরাং অপৌরুষেয়।

বেদ যে অপৌরুষেয়, সুতরাং নিত্য, ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রেও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ১।৩।২৯-ব্রহ্মসূত্র ॥" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য একটি ঋক্-মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন "যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ (ঋগ্‌বেদ সংহিতা ॥ ১০।৭১।৩ ॥)—পূর্বসুকৃতিবলে যাজ্ঞিকগণ বেদপ্রাপ্তিযোগ্যতা লাভ করিয়া ঋষিদিগের হৃদয়নিহিত বেদবাক্য লাভ করেন। ('যজ্ঞেন' পূর্ব্বসুকৃতেন, 'বাচো' বেদস্য লাভযোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ সন্তো যাজ্ঞিকাঃ তাম্ ঋষিষু স্থিতাং লব্ধবন্তঃ ইতি মন্ত্রার্থঃ। রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যা)।" এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রভাষ্যে মহাভারতের একটী বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "বেদব্যাসশ্চৈবমেব স্মরতি—'যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ শান্তিপর্ব ॥ ২১০।১৯ ॥—যুগান্তে বেদসমূহ অন্তর্হিত হইলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহর্ষিগণ তপস্যাদ্বারা ইতিহাসসহ বেদসমূহকে পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন।" সুতরাং ঋষিগণ বেদের কর্তা নহেন। বেদ অনাদিসিদ্ধ, নিত্য; ঋষিগণ তপস্যাপ্রভাবে যুগান্তে অন্তর্হিত বেদেতিহাসাদিকে প্রাপ্ত হয়েন মাত্র। তাঁহারা বেদের দ্রষ্টা, স্রষ্টা নহেন।

পরবর্তী "সমাননামরূপত্বাচ্চ"-ইত্যাদি ১।৩।৩০-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্কর একটী শ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।১৮ ॥—যিনি পূর্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মাকে বেদসমূহ প্রদান করিয়াছেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি।" এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়—ব্রহ্মার পূর্বেও বেদাদি শাস্ত্র বিদ্যমান্ ছিল। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয়, দেবতাদি কোনও ব্যক্তির রচিত নহে। পূর্বমীমাংসাতেও বলা হইয়াছে—বেদের কোনও কর্তা নাই। বেদ অপৌরুষেয়।

চারিবেদের ন্যায় ইতিহাস-পুরাণও পরব্রহ্মের নিশ্বসিত বলিয়া অপৌরুষেয়।

খ। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ

ছান্দোগ্য-শ্রুতি একাধিক স্থলে ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুবাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া-ছেন। "ঋগ্‌বেদো ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং **চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদানাং বেদম্-ইত্যাদি॥ ছান্দোগ্য॥ ৭।১।২॥" এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন "ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদম্—ইতিহাস ও পুরাণ হইতেছে পঞ্চমবেদ।"

ছান্দোগ্যশ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণশ্চতুর্থ **ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো** বেদানাং বেদঃ ইত্যাদি॥ ৭।১।৩॥"

ছান্দোগ্যশ্রুতির এ-সকল কথাই শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন—"ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদম্॥ ৩।১২।৩৯॥—ইতিহাস ও পুরাণ হইতেছে পঞ্চমবেদ।"

ইতিহাস বলিতে মহাভারতকে বুঝায়

শ্রুতিপ্রোক্ত ইতিহাস যে মহাভারত, ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহা জানা যায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভের ৫ম অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"ভবিষ্যপুরাণে 'কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং মহাভারতং স্মৃতম্'॥—কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহাভারত হইতেছে পঞ্চমবেদ।" ছান্দোগ্যশ্রুতি ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়াছেন; সুতরাং পুরাণের ন্যায় ইতিহাসও পঞ্চম বেদ। ভবিষ্যপুরাণ মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলায় এই মহাভারত যে শ্রুতিপ্রোক্ত ইতিহাস, তাহাই জানা গেল।

পঞ্চমবেদ কেন বলা হয়?

ইতিহাস ও পুরাণকে কেন পঞ্চমবেদ বলা হয়, শাস্ত্র হইতে তাহাও জানা যায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে (শ্রীমৎ পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেনঃ—"পঞ্চমত্বে কারণঞ্চ বায়ুপুরাণে (৬০।১৬-১৮, ২১-২২) সূতবাক্যম্—ইতিহাসপুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি। মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ। চাতুর্হোত্রমভূর্ত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ॥ আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হৌত্রং তথৈব চ। ঔদ্‌গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥ আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ। পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥ যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে ইতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে।—ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ কেন বলা হয়, বায়ুপুরাণে সূতোক্তিতে তাহা জানা যায়। শ্রীসূত বলিয়াছেন—'ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু বেদব্যাস আমাকে ইতিহাস-পুরাণের সম্যক্ বক্তারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্বেদ ছিলেন; ঋষি ঐ একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। ঋত্বিকচতুষ্টয়-নিষ্পন্ন চাতুর্হোত্ররূপ যজ্ঞের সৌকর্যার্থই এই বিভাগ। অগ্রে এক বেদ হইতেই চারিজন ঋত্বিকের কর্মানুসন্ধান করিতে হইত। অতঃপর বেদীনির্মাণ প্রভৃতি যজ্ঞশরীর সম্পাদনরূপ অধ্বর্য্যুর অধ্বরক্রিয়া যজুর্বেদ-বিভাগে, বেদীতে হোমাদি যজ্ঞালঙ্কার সম্পাদনরূপ হোতার হোতৃক্রিয়া ঋগ্‌বেদ-বিভাগে, হোমাদি-সমকালে উদ্‌গাতার শ্রীবিষ্ণুস্মরণাদি উদ্‌গানক্রিয়া সামবেদ-বিভাগে, এবং ত্রুটিসংশোধন ও পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি ব্রহ্মার ব্রহ্মক্রিয়া অথর্ববেদ-বিভাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' ইতিহাস ও পুরাণ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-কার্য নিষ্পন্ন হয়। এই জন্যই প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। অতএব কর্মবাদিকল্পিত বেদচতুষ্টয়ের অন্তর্গত পুরাবৃত্ত ও আখ্যানই যে প্রসিদ্ধ ইতিহাস-পুরাণ নহে, তাহা পূর্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা খণ্ডিত হইলেও পুনশ্চ ইহাতে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর পুরাণার্থবিশারদ মহর্ষি, পঞ্চলক্ষণ আখ্যানদ্বারা পুরাণসকল এবং উপাখ্যান অর্থাৎ পুরাবৃত্ত ও ছন্দোবিশেষের দ্বারা ভারতাদি সংহিতাসকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন।—প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামীর অনুবাদ। (তৎসম্পাদিত তত্ত্বসন্দর্ভের ৩৩ পৃষ্ঠা)।"

তত্ত্বসন্দর্ভের পূর্ববর্তী ৪র্থ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—বেদ দুষ্পার এবং বেদের অর্থ দুরধিগম্য ; বেদার্থনির্ণায়ক মুনিদিগের মধ্যেও পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়। স্থানবিশেষে বেদ সংক্ষেপে ও অস্পষ্টভাবে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস ও পুরাণ তাহা সবিস্তারে বিশদ্‌ভাবে জানাইয়াছেন। বেদের ন্যায় ইতিহাস-পুরাণও যখন অপৌরুষেয়, পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারাই প্রকটিত, তখন বেদে এবং পুরাণেতিহাসে বিরোধ থাকিতে পারে না। ইতিহাস এবং পুরাণ যে বেদের তাৎপর্যই প্রকাশ করিয়া থাকে, মহাভারত এবং মনুস্মৃতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "তথাহি মহাভারতে (আদিপর্বে ১।২।৬৭) মানবীয়ে চ—ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ' ইতি, 'পূরণাৎ পুরাণম্' ইতি চান্যত্র।—'ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদার্থসমূহকে স্পষ্ট করিতে হইবে'—একথা মহাভারতে, ও মনুস্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। অন্যত্রও বলা হইয়াছে —বেদের পূরণ করে বলিয়াই পুরাণ-নাম।"

ইতিহাস ও পুরাণ যে বেদার্থনির্ণায়ক, বিষ্ণুপুরাণের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবপাদ তাহাও দেখাইয়াছেন। "ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।" "বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥ তত্ত্বসন্দর্ভ ॥ ৭॥ পুরীদাস-মহাশয় সংস্করণ॥—মহাভারতব্যপদেশে বেদের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদসকল যে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এ-সমস্ত উক্তিও ইতিহাস-পুরাণের পঞ্চম-বেদত্বের হেতু।

গ। অপৌরুষেয় পুরাণ মাত্র একটী

বেদ, ইতিহাস ও পুরাণের অপৌরুষেয়ত্ব-প্রতিপাদক যে-সকল শ্রুতিবাক্য পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকবাক্যেই বলা হইয়াছে—"ইতিহাসঃ", "পুরাণম্"। ইতিহাস-শব্দও একবচনান্ত, পুরাণ-শব্দও একবচনান্ত। ইতিহাসকে একবচনান্ত বলার হেতু বুঝা যায় ; কেননা, অপৌরুষেয় ইতিহাস মাত্র একখানা—মহাভারত। কিন্তু পুরাণকে একবচনান্ত বলার হেতু কি ? ইহা কি জাতিবাচক একবচন ? না কি সংখ্যাবাচক একবচন ? আমরা অধুনা একাধিক পুরাণ দেখিতে পাই বলিয়াই এই সংশয়।

মৎস্যপুরাণের উক্তি হইতে এই সংশয়ের নিরসন হইতে পারে। মৎস্যপুরাণ হইতে জানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, ভগবান্ মৎস্য মনুর নিকটে বলিয়াছেন,—"পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণাস্মৃতম্। অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ॥ পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ। ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ৫৩।৩-৪ ॥—সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণই প্রথম বলিয়া ব্রহ্মাকর্তৃক স্মৃত হইয়াছে। অনন্তর তাঁহার বক্ত্রবৃন্দ (মুখসমূহ) হইতে বেদসকল নির্গত হয়। হে অনঘ! কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল। ঐ পুরাণ ত্রিবর্গের সাধন, পাবন ও শতকোটি-শ্লোকে পরিপূর্ণ। পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।"

ঘ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের আবির্ভাব

অপৌরুষেয় পুরাণ যদি মাত্র একখানিই হয়, তাহা হইলে বর্তমানে একাধিক পুরাণ দৃষ্ট হয় কেন? এ-সমস্ত পুরাণ কি তবে অপৌরুষেয় নহে?

মৎস্যপুরাণ হইতে এই প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যায়। ভগবান্ মৎস্যদেব মনুর নিকটে বলিয়াছেন,—"কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ॥ ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে। চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা॥ তথাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে। অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥—৫৩।৮।১০ ॥—হে নৃপ! কালক্রমে লোকে পুরাণ-প্রস্তাব গ্রহণ করে না দেখিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা সংহরণ (সঙ্কলন) করিয়া থাকি। প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ-শ্লোকসম্বলিত পুরাণ অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে আমি প্রকাশ করিয়া থাকি। এই দেবলোকে অদ্যাপি শতকোটি-শ্লোক-সংখ্যক পুরাণ বিদ্যমান আছে।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্লোকস্থ "সংহরামি"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"সঙ্কলয়ামি তত্ত্বসন্দর্ভঃ॥ ৬॥"

মৎস্যপুরাণে, উল্লিখিত অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত, অষ্টাদশ পুরাণের নামও লিখিত আছে—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই অষ্টাদশ পুরাণই হইতেছে **ভূর্লোকে বর্তমানে প্রচলিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ।**

ঙ। বর্তমানে প্রচলিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অপৌরুষেয়তা

আদি শতকোটিশ্লোক-সম্বলিত এক পুরাণ হইতে চতুর্লক্ষ শ্লোক সংগ্রহ করিয়াই চতুর্লক্ষ-শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত চতুর্লক্ষ শ্লোক সেই একটী পুরাণ হইতেই সঙ্কলিত। সেই শতকোটিশ্লোকাত্মক পুরাণ যখন অপৌরুষেয়, তখন এই চতুর্লক্ষ-শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ মহাপুরাণও যে অপৌরুষেয়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মৎস্যপুরাণের যে-শ্লোকগুলি পূর্বে ঘ-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের অব্যবহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—"তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্॥ মৎস্যপুরাণ॥ ৫৩।১১॥—এইজন্য ভূর্লোকে প্রচলিত পুরাণে সংক্ষেপতঃ চতুর্লক্ষ সংখ্যক শ্লোক সন্নিবেশিত হয়। পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।" এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্ব-সন্দর্ভের ৬-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"চতুর্লক্ষস্তত্র মর্ত্ত্যলোকে সংক্ষেপেণ সারসংগ্রহেণ নিবেশিতঃ, ন তু রচনান্তরেণেত্যর্থঃ।—মাৎস্যবচনের 'অত্র'-শব্দে 'মর্ত্যলোক' বুঝায়, 'সংক্ষেপেণ'-শব্দে 'সারসংগ্রহ' বুঝায়। রচনান্তর দ্বারা নহে।" অর্থাৎ এই চারিলক্ষ শ্লোক মূল শতকোটি-শ্লোকাত্মক পুরাণেরই সারসংগ্রহ, রচনান্তর নহে। মূল পুরাণ হইতে কতকগুলি শ্লোক লইয়া, আরও কতকগুলি শ্লোক নূতন ভাবে রচনা করিয়াই যে চারিলক্ষ-শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহা নহে; চারিলক্ষ শ্লোকই মূল পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই উক্তির সমর্থনে শ্রীজীবপাদ শিবপুরাণের বায়বীয়-সংহিতা হইতে দুইটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—"সংক্ষিপ্য চতুরো বেদাংশ্চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ। ব্যস্তবেদতয়া খ্যাতো বেদব্যাস ইতি স্মৃতঃ॥ পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রমাণতঃ। অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ ১।৩৩-৩৪॥" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, অষ্টাদশ মহাপুরাণও অপৌরুষেয়। ব্যাসরূপে শ্রীভগবানের দ্বারা প্রকটিত বলিয়াও পুরাণসমূহের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়।

৩। মহাপুরাণসমূহের চতুর্যুগোপযোগিতা

পূর্বোদ্ধৃত মৎস্যপুরাণ-শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায়, ব্যাসরূপে শ্রীভগবান্ "দ্বাপরে দ্বাপরে সদা"—অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রকটিত করেন। সর্বদাই "দ্বাপরে দ্বাপরে" অর্থাৎ প্রতিদ্বাপরেই পুরাণ-গুলি প্রকটিত হয়; কোনও দ্বাপরই বাদ যায় না; ইহাই শ্লোকস্থ "সদা"-শব্দের তাৎপর্য। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, এক দ্বাপরে প্রকটিত পুরাণসমূহ অন্য দ্বাপরের উপযোগী নহে; কেননা, একদ্বাপরে প্রকটিত পুরাণ অন্য দ্বাপরেরও উপযোগী হইলে প্রতিদ্বাপরে পুরাণ-প্রকটনের প্রয়োজন হইত না। আবার, কেবল দ্বাপরেই যখন পুরাণসমূহ প্রকটিত হয়, সত্য-ত্রেতাদিতে যখন হয় না, তখন ইহাও বুঝা যায় যে, যে-দ্বাপরে পুরাণসমূহ প্রকটিত হয়, সেই দ্বাপর যে চতুর্যুগের অন্তর্গত, প্রকটিত পুরাণসমূহও সেই চতুর্যুগেরই উপযোগী। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের বিবরণ হইতেও তাহাই বুঝা যায়। দু'একটী বিবরণের উল্লেখপূর্বক তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গ। পূর্বেই বলা হইয়াছে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫-অনুচ্ছেদের অন্তর্গত "যুগাবতার-প্রসঙ্গ"-দ্রষ্টব্য), স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মার এক দিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হয়েন—কোনও দ্বাপরে। ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে থাকে একহাজার চতুর্যুগ—সুতরাং একহাজার দ্বাপরযুগ। এই একহাজার দ্বাপরের মধ্যে মাত্র এক দ্বাপরেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, বাকী ৯৯৯ দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না।

বর্তমানে প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতরণ ও লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত গত দ্বাপরেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে যে বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরের—এবং তদুপলক্ষণে বর্তমান চতুর্যুগের—উপযোগী বিবরণই কথিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মার বর্তমান দিনের অন্তর্গত অবশিষ্ট ৯৯৯ দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েন নাই, তখন ইহাও বুঝা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণ, সেই ৯৯৯ চতুর্যুগের পক্ষে সর্বতোভাবে উপযোগী নহে।

দ্বিতীয়তঃ যুগাবতার-প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫-অনুচ্ছেদের অন্তর্গত "যুগাবতার-প্রসঙ্গ"-অংশে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যে-চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, সেই চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরে, দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতার শুকপত্রাভই যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন; যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই দ্বাপরে সাধারণ যুগাবতার শুকপত্রাভ আর পৃথক্ রূপে অবতীর্ণ হয়েন না, তিনি স্বয়ংভগবানের মধ্যেই অবস্থিত থাকেন এবং স্বয়ংভগবান্‌ই আনুষঙ্গিকভাবে যুগাবতারের কার্য যুগধর্ম-প্রবর্তন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সে-স্থলে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত গত দ্বাপরে শুকপত্রাভ পৃথগ্‌ভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই, শ্রীকৃষ্ণই যুগাবতারের কার্য যুগধর্ম-প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা হইতেও বুঝা যায়—বর্তমানে প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত যুগাবতার-সম্বন্ধে বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত গত দ্বাপরের বিবরণই দিয়াছেন—এবং এই বিবরণ অবশিষ্ট ৯৯৯ দ্বাপরের উপযোগী নহে। অবশিষ্ট ৯৯৯ দ্বাপরে যুগাবতাররূপে শুকপত্রাভই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং হইবেন। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ যে বর্তমান চতুর্যুগেরই উপযোগী, তাহাই জানা গেল।

বর্তমানে প্রচলিত পুরাণসমূহ যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ অনেক বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে, যে-সমস্ত বিবরণ কেবল বর্তমান চতুর্যুগেরই উপযোগী।

এইরূপে জানা গেল—বর্তমানে প্রচলিত পুরাণসমূহ বর্তমান চতুর্যুগেরই উপযোগী। বর্তমানে প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থ মহাভারতেও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানাদির বিবরণ দৃষ্ট হয়। তাহাতে উল্লিখিত কারণবশতঃ, ইহা জানা যায় যে, এই মহাভারতও বর্তমান চতুর্যুগেরই উপযোগী।

ক। পুরাণসমূহের চতুর্যুগোপযোগিতার তাৎপর্য

সকল চতুর্যুগেরই কতকগুলি সাধারণ ব্যাপার থাকে; যেমন, সত্য ও ত্রেতাযুগের যুগাবতার। স্বয়ংভগবান্ যখন সত্য ও ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হয়েন না, তখন বুঝিতে হইবে—সকল চতুর্যুগেই, সত্যযুগে সত্যের সাধারণ যুগাবতার শুক্ল এবং ত্রেতাযুগে ত্রেতার সাধারণ যুগাবতার রক্ত অবতীর্ণ হয়েন। প্রতিচতুর্যুগের দ্বাপরে প্রকটিত পুরাণাদিতে এ-সকল সাধারণ ব্যাপারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবরণ তো থাকেই, তদতিরিক্ত থাকে সেই চতুর্যুগের বিশেষ ব্যাপারের বিবরণ। এজন্য এক চতুর্যুগে প্রকটিত পুরাণসমূহ সর্বতোভাবে অন্য চতুর্যুগের উপযোগী হইতে পারে না।

৪। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকালোচনার ভূমিকা

এই অধ্যায়ের ১-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দ হইতে জানা যায়, গত ত্রেতাযুগে ঋষি করভাজন "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্॥ ভা. ১১।৫।৩২॥"-শ্লোকে কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সে-স্থলে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ঋষি করভাজন যে-কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা বলিয়াছেন, সেই কলিযুগ যে বর্তমান কলিযুগ, তাহার প্রমাণ কি? ইহাও সে-স্থলে বলা হইয়াছে যে, যে-শ্রীমদ্ভাগবতে কলিতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যদি বর্তমান চতুর্যুগের উপযোগী হয়, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে—বর্তমান কলিযুগেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী ২-৩ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বর্তমানে প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত বর্তমান চতুর্যুগেরই উপযোগী। সুতরাং বর্তমান কলিযুগেই যে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না।

এক্ষণে যে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার আলোচনা আবশ্যক; কিন্তু সেই আলোচনার পূর্বে আরও কতকগুলি বিষয় জানা দরকার। সেই বিষয়গুলি এক্ষণে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরে একসময় দেবর্ষি নারদ দ্বারকাতে বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হইলে, বসুদেব তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া ভাগবতধর্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদ তখন বসুদেবকে বলিলেন—"অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। আর্ষভানাঞ্চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ॥ ভা. ১১।২।১৪॥—বসুদেব! তোমার জিজ্ঞাসিত এই ভাগবতধর্মসম্বন্ধে বিদেহরাজের সহিত ঋষভনন্দনদিগের সম্বাদরূপ ইতিহাস উদাহরণরূপে বর্ণনা করিতেছি।"

বিদেহের সহিত ঋষভতনয়দিগের যে সম্বাদের কথা নারদ বলিলেন, তাহাকে নারদ **ইতিহাস** (সত্যঘটনা) বলিয়াছেন। এ-স্থলে "বিদেহ" হইতেছেন রাজর্ষি জনক। শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—"বিদেহস্য জনকস্য"। পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই বিদেহ বা জনককেই "নিমি" বলা হইয়াছে (ভা. ১১।২।২৪, ২৬ ইত্যাদি)। সুতরাং "নিমি" হইতেছে জনকেরই একটী নাম।

রাজর্ষি জনকের রাজত্বকাল ছিল ত্রেতাযুগে; এই জনকের কন্যা সীতাদেবীই ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের কান্তা ছিলেন। সুতরাং নারদকথিত বিবরণটী হইতেছে ত্রেতাযুগের একটী ঘটনার ইতিহাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বোল্লিখিত শ্লোকে "আর্ষভানাঞ্চ"-শব্দে যে ঋষভ-তনয়দিগের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা হইতেছেন ঋষভদেবের নয়জন পুত্র—কবি, হবি, অন্তরিক্ষ (বা অন্তরীক্ষ), প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন। ইঁহারা ছিলেন মহাভাগ মুনি, আত্ম-বিদ্যাভ্যাসে কৃতশ্রম (শ্রমণ), পরমার্থনিরূপক, আত্মবিদ্যাবিশারদ এবং দিগম্বর (ভা. ১১।২।২০)। তাঁহারা স্থূলসূক্ষ্ম এই বিশ্বকে ভগবদ্রূপই দেখিতেন (অর্থাৎ এই বিশ্বে তাঁহারা ভগবানের স্ফূর্তিই দেখিতেন। "ভগবতঃ রূপংস্ফূর্ত্তির্যত্র তাদৃশং পশ্যন্তঃ ॥ ক্রমসন্দর্ভ।)। এই নয়জন যোগীন্দ্র ছিলেন সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য, সর্বত্র অব্যাহতগতি ; তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, নর, কিন্নর ও নাগলোকে এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গোসমূহের ভুবনে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতেন (ভা. ১১।২।২২-২৩)।

এই নবযোগীন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে একসময়ে নিমিমহারাজের (রাজর্ষি জনকের) যজ্ঞস্থলে গিয়া উপনীত হইলেন। সূর্যসদৃশ তেজস্বী মহাভাগবত এই নবযোগীন্দ্রকে দেখিয়া যজমান নিমি, যজ্ঞীয় অগ্নি ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। বিদেহরাজ নিমি এই নারায়ণপরায়ণ নবযোগীন্দ্রের যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহাদের নিকটে ক্রমে ক্রমে নয়টী প্রশ্ন করিলেন। এক এক জন যোগীন্দ্র এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

নিমিমহারাজের সর্বশেষ প্রশ্নটী ছিল এই ঃ—"কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ। নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥ —ভা. ১১।৫।১৯॥—নিমিমহারাজ বলিলেন, হে ঋষিগণ! (আপনারা বলিয়াছেন, ভগবানের ভজন ব্যতীত জীবের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। ভগবানের অবতার ব্যতীত ভজনেরও সম্ভাবনা নাই, সুতরাং জীবের উদ্ধারেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনারা কৃপা করিয়া) বলুন, সেই ভগবান্ কোন্ কালে (অর্থাৎ কোন্ যুগে) কিরূপ বর্ণে এবং কি আকারে অবতীর্ণ হয়েন এবং মনুষ্যগণই বা কি কি নামে এবং কি কি বিধানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তদেবং ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি স্থিতে তত্র বিশেষং পৃচ্ছতি কস্মিন্ কালে ইতি। কিং বর্ণঃ কীদৃগ্ বর্ণবান্, কীদৃশঃ কীদৃগাকারঃ, কেন বা নাম্না, কেন বা বিধিনা॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—" কস্মিন্নিতি নৃভিঃ সাধারণৈরিত্যর্থঃ। অসাধারণানামন্যাবতারাণাং হ্যপ্যুপাসনায়াঃ সর্ব্বদা শ্রুতত্বাৎ॥ —এ-স্থলে "নৃভিঃ"-শব্দে সাধারণ জনগণের কথাই বলা হইয়াছে। কেননা, অসাধারণ জনগণের অন্য অবতারের উপাসনার কথা সর্ব্বদাই শ্রুত হয়।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী লিখিয়াছেন— "এতাদৃশানামুদ্ধারো ভগবদবতারং বিনা ন সম্ভবেদিতি মনসি কৃত্বা পৃচ্ছতি কস্মিন্নিতি।—এতাদৃশ জনগণের উদ্ধার ভগবানের অবতরণ ব্যতীত সম্ভব হয় না, ইহা মনে করিয়াই নিমিমহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, উল্লিখিত শ্লোকে নিমিমহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ যুগে ভগবান্ কোন্ বর্ণে এবং কিরূপ আকারে অবতীর্ণ হয়েন এবং লোকগণ কোন্ নামে এবং কোন্ বিধিতে তাঁহার উপাসনা করেন। তিনি বিভিন্ন যুগের উপাস্য-স্বরূপের কথা এবং উপাসনা-বিধির কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিমিমহারাজের এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ঋষি করভাজন। তিনি বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের উপাস্য স্বরূপের এবং উপাসনা-বিধির কথা বলিয়া সর্বশেষে বলিয়াছেন—"কলাবপি তথা শৃণু। ভা. ১১।৫।৩১॥—কলিতেও ভগবান্ কোন্ বর্ণে এবং কিরূপ আকারে অবতীর্ণ হয়েন এবং কোন্ বিধানে তাঁহার পূজা করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শুন।"

এ-কথা বলিয়াই ঋষি করভাজন "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকটী বলিলেন। এই শ্লোকেই বর্তমান কলির উপাস্য-স্বরূপের কথা এবং তাঁহার উপাসনা-বিধির কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের আলোচনা করা হইতেছে। এই শ্লোকেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা বলা হইয়াছে।

৫। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের আলোচনা

বর্তমান কলিযুগের উপাস্য-স্বরূপ এবং তাঁহার উপাসনা-বিধিসম্বন্ধে গত ত্রেতাযুগেই ঋষি করভাজন নিমিমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ভা. ১১।৫।৩২॥

—যাঁহারা সুমেধা, তাঁহারা সঙ্কীর্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদের যজন করেন।"

এই শ্লোকের প্রথমার্ধে বর্তমান কলির উপাস্য-স্বরূপের কথা এবং দ্বিতীয়ার্ধে উপাসনা-বিধির কথা বলা হইয়াছে। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"—ইহা হইতেছে উপাস্য-স্বরূপের পরিচয়। "যজন্তি"-ক্রিয়ার কর্ম বলিয়া "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-এই তিনটী শব্দই হইয়াছে দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত। প্রথমাতে হইবে—কৃষ্ণবর্ণঃ, ত্বিষাকৃষ্ণঃ এবং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদঃ। বর্তমান কলির উপাস্য হইতেছেন—কৃষ্ণবর্ণ, ত্বিষাকৃষ্ণ এবং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ। এই শব্দগুলির বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিলে, উপাস্য-স্বরূপ কি রকম, তাহা বুঝা যাইবে না।

বিবেচ্য

কিন্তু এই শব্দগুলির আলোচনার পক্ষে কয়েকটী কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেই কথাগুলি বলা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমতঃ, ধাতুর বা প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়ের যোগেই শব্দ নিষ্পন্ন হয়; ধাতুর অনেক অর্থ হয়; সুতরাং কোনও শব্দেরও অনেক অর্থ হইতে পারে। আবার শব্দসম্বলিত বাক্যেরও অনেক অর্থ হইতে পারে। শব্দের বা বাক্যের সকল রকম অর্থ সকল স্থলে গৃহীত না হইতেও পারে। প্রকরণের সহিত যে অর্থের সঙ্গতি থাকে, এবং আলোচ্য-বিষয়সম্বন্ধে অন্যত্র যদি কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত যে অর্থের সঙ্গতি থাকে, সেই অর্থই গ্রহণীয়। ইহাই সর্বসম্মত রীতি।

বিশেষ লক্ষণেই বস্তুর পরিচয়

দ্বিতীয়তঃ, বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণে; সাধারণ লক্ষণে বস্তুর পরিচয় হয় না। যে লোক কখনও গরু দেখে নাই, সুতরাং গরু চিনেও না, গরু চিনাইবার জন্য তাহাকে যদি বলা যায়—গরু হইতেছে একটী চতুষ্পদ জন্তু, তাহার লেজ আছে, রোম আছে, তাহা হইলে সেই লোক গরু চিনিতে পারিবে না। কেননা, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি বহু চতুষ্পদ জন্তুরই লেজ, রোম আছে; তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী গরু, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? গরুর একটী বিশেষ লক্ষণ আছে, যাহা অন্য কোনও চতুষ্পদ জন্তুর নাই। সেই বিশেষ লক্ষণটী হইতেছে সাস্না; গলার তলদেশে কম্বলের ন্যায় লম্বায়মান চর্মাবৃত মাংসখণ্ডকে সাস্না বলে। এই বিশেষ লক্ষণের কথা জানা থাকিলেই অনায়াসে গরু চিনা যায়।

বর্তমান কলির অবতারের বিশেষ লক্ষণ—ছন্নত্ব

বর্তমান কলির অবতারেরও একটী বিশেষ লক্ষণ আছে; সেই বিশেষ লক্ষণটীদ্বারাই তাঁহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে। বর্তমান কলির এই বিশেষ লক্ষণটী প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানা যায়।

ভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তব করিতে করিতে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব-ঝসাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং **ছন্নঃ কলৌ** যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ ভা. ৭।৯।৩৮॥" এই শ্লোকের মর্মার্থ এই। ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন যুগে নর, তির্যক্, ঋষি, দেব, ঝস (মৎস্য) প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকসকলের পালন করেন এবং জগতের বা জগদ্বাসী লোকদিগের প্রতিকূল অসুরদিগকে সংহার করেন। যুগানুবৃত্ত ধর্মও (যুগধর্মও) রক্ষা বা প্রবর্তন করেন। কিন্তু **কলিযুগে তিনি ছন্ন** ছিলেন।

ছদ্-ধাতু হইতে ছন্ন-শব্দ নিষ্পন্ন; ছদ্-ধাতুর অর্থ আচ্ছাদনে। যিনি অন্যবর্ণের দ্বারা নিজের স্বাভাবিক বর্ণকে আচ্ছাদন করেন, তাঁহাকেই ছন্ন বা আচ্ছাদিত বলা যায়। "ছন্নঃ কলৌ"-বাক্যের তাৎপর্য এই যে, **কলির অবতারের নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণ অন্যবর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত। ইহাই তাঁহার বিশেষ লক্ষণ।**

কেননা, অন্য কোনও যুগে, অর্থাৎ সত্যে, ত্রেতায় এবং দ্বাপরে, ভগবানের উল্লিখিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ ছন্নত্ব বা আচ্ছাদিতত্ব থাকে না; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর-এই তিনযুগে ভগবান্ যে যে রূপে অবতীর্ণ হয়েন, সেই সেই রূপের স্বাভাবিক বর্ণকে অনাচ্ছাদিত রাখিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এজন্য ভগবানের একটী নামও ত্রিযুগ; তিনযুগে স্বাভাবিক বর্ণে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া তাঁহাকে **ত্রিযুগ** বলা হয়।

এই শ্লোকের একটী কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ অভবঃ—তুমি কলিতে ছন্ন হইয়াছিলে"। "অভবঃ"-ক্রিয়াপদটী হইতেছে ভূ-ধাতুর অতীতকালীয় ক্রিয়াপদ—অর্থ, গতকালে হইয়াছিলে। ইহা হইতে জানা যায়—এই ছন্ন অবতার পূর্ব পূর্ব কলিতেও হইয়া গিয়াছে। যে যে কলিতেই তিনি পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ছন্নরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই অতীতকালীয় ক্রিয়াপদ "অভবঃ"-শব্দের ব্যঞ্জনা বলিয়া মনে হয়।

পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাইবে—এই ছন্ন অবতার হইতেছেন স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ—সুতরাং অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, নৃসিংহদেবেরও, অংশী। অংশ ও অংশীর অভেদবিবক্ষাতেই প্রহ্লাদ এ-সকল কথা বলিয়াছেন।

পূর্বোদ্ধৃত "ইত্থং নৃতির্য্যগ্"-ইত্যাদি শ্লোকটী বর্তমানে প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবতেই দৃষ্ট হয়; সুতরাং এই শ্লোকে যে-কলিযুগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বর্তমান কলিযুগসম্বন্ধেও প্রযুজ্য। "ছন্নঃ কলৌ"-বাক্যে বর্তমান কলির অবতারের ছন্নত্বের কথাও বলা হইয়াছে। এই **ছন্নত্ব বা অন্যবর্ণের দ্বারা নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণের আচ্ছাদিতত্ব** হইতেছে বর্তমান কলির অবতারেরও **বিশেষ লক্ষণ**।

আলোচ্য "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে বর্তমান কলিযুগের অবতারের স্বরূপও ব্যক্ত হইয়াছে। শ্লোকের বা শ্লোকান্তর্গত শব্দ ও বাক্যগুলির একাধিক অর্থ হইতে পারে; কিন্তু যে-অর্থে উল্লিখিত বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যাইবে, তাহাই গ্রহণীয় হইবে, অন্য অর্থ গ্রহণীয় হইবে না। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণে।

শ্লোকস্থিত শব্দাদির আলোচনা

ক। প্রথমার্ধের আলোচনা

এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত শব্দাদির তাৎপর্য আলোচিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্লোকের প্রথমার্ধে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।"—এইবাক্যে বর্তমান কলির উপাস্য স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ-স্থলে "যজন্তি"-ক্রিয়াপদের কর্ম বলিয়া "কৃষ্ণবর্ণং" "ত্বিষাকৃষ্ণং" এবং "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-এই শব্দত্রয় দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়া বিভক্তি বাদ দিয়া প্রথমা বিভক্তি করিলে বাক্যটী হইবে "কৃষ্ণবর্ণঃ ত্বিষাকৃষ্ণঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ"। প্রথমাবিভক্তিবিশিষ্ট রূপেই এই শব্দগুলির অর্থ আলোচিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণবর্ণঃ। "কৃষ্ণবর্ণঃ"-শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে ঃ—

(১) কৃষ্ণ বর্ণ যাঁহার, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। যাঁহার বর্ণটী (অর্থাৎ বাহিরে দৃশ্যমান বর্ণটী) কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ।

(২) দ্বিতীয় অর্থ—কৃষ্ণকে (অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদি) বর্ণন করেন যিনি, তিনি কৃষ্ণবর্ণ; শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপলীলাদির বর্ণনকারী। টীকাকারগণও এইরূপ একটী অর্থ লিখিয়াছেন—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্ত-মেবোপদিশতি যস্তম্॥ –যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, অর্থাৎ স্বীয় পরমানন্দবিলাসের স্মরণজনিত উল্লাসবশতঃ যিনি নিজে গান (কৃষ্ণকীর্ত্তন) করেন এবং পরমকারুণিকতাবশতঃ যিনি সকল লোককেও কৃষ্ণবিষয়ে উপদেশ করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণাবতারলীলাদিবর্ণনাৎ কৃষ্ণবর্ণম্।—কৃষ্ণাবতার-লীলাদি বর্ণন করেন বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ।"

কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের এই দুইটী অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থ গ্রহণীয়, না কি উভয় অর্থই গ্রহণীয়, "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দের অর্থের সহিত যোজনা করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

ত্বিষাকৃষ্ণঃ। এই শব্দটী সন্ধিবদ্ধও হইতে পারে, সন্ধিবদ্ধ না হইতেও পারে; যদি সন্ধিবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-স্থলে দুইটী শব্দ হইবে—একটী "ত্বিষা", অপরটী "কৃষ্ণঃ"। আর, যদি সন্ধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে "ত্বিষা" এবং "অকৃষ্ণঃ" এই দুইটী শব্দের সন্ধিতে হইবে "ত্বিষাকৃষ্ণঃ"—"ত্বিষা + অকৃষ্ণঃ"। সন্ধি নাই মনে করিলে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা হইবে কিন্তু সন্ধিবদ্ধ শব্দের অর্থের বিপরীত; এক অর্থে "কৃষ্ণ", অপর অর্থে "অকৃষ্ণ"।

সন্ধিহীন এবং সন্ধিযুক্ত-এই উভয়ভাবে অর্থ করিলে যে দুইটী অর্থ পাওয়া যাইবে, সেই দুই অর্থের সহিত "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থের যোজনা করিয়াই শ্লোকবক্তার অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হইবে।

প্রথমে সন্ধি নাই মনে করিয়াই অর্থ করা যাউক।

ত্বিষা কৃষ্ণঃ (দুই শব্দ)। ত্বিট্-শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনে হয় "ত্বিষা"। ত্বিট্-শব্দের অর্থ—কান্তি, বাহিরে দৃশ্যমান রূপ বা বর্ণ। "ত্বিষা"-শব্দের অর্থ—কান্ত্যা, কান্তিদ্বারা, কান্তিতে। "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-এই বাক্যের অর্থ হইবে—কান্তিতে যিনি কৃষ্ণ, যাঁহার বাহিরের দৃশ্যমান রূপ বা বর্ণটী কৃষ্ণ।

এক্ষণে এই অর্থের সহিত পূর্ব্বকথিত "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থযোজনা করিয়া দেখা যাউক। "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের প্রথম অর্থটী হইতেছে—যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ। আর "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-বাক্যের অর্থ হইতেছে—যাঁহার কান্তি বা বাহিরের দৃশ্যমান বর্ণটী হইতেছে কৃষ্ণ। যাঁহার নিজস্ব বর্ণ কৃষ্ণ, তাঁহার বাহিরের দৃশ্যমান বর্ণটীও যদি কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, তাঁহার নিজস্ব কৃষ্ণবর্ণটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য কোনও বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত নহে ; আচ্ছাদিত হইলে আচ্ছাদক বর্ণটীই কান্তিরূপে বাহিরে দৃশ্যমান হইত। এইরূপে দেখা গেল—"ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-স্থলে সন্ধি যদি না থাকে, এ-স্থলে "ত্বিষা" এবং "কৃষ্ণঃ" যদি দুইটী শব্দই হয়, তাহা হইলে বর্তমান কলির অবতারের বিশেষ লক্ষণ "ছন্নত্ব" পাওয়া যায় না। সুতরাং "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের প্রথম অর্থের সহিত ইহার সঙ্গতি থাকে না।

এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের দ্বিতীয় অর্থটীর সহিত সন্ধিহীন "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-বাক্যের অর্থ যোজনা করিয়া দেখা যাউক।

"কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে—কৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপাদির বর্ণনকারী। আর সন্ধিহীন "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-বাক্যের অর্থ হইতেছে—তাঁহার বাহিরে দৃশ্যমান বর্ণটী কৃষ্ণ। বাহিরের বর্ণটীর কথাই জানা গেল ; ভিতরে অন্য কোনও বর্ণ আছে কিনা, তাহা জানা গেল না। আবার, কৃষ্ণবর্ণনাকারীর বর্ণের কথাও কিছু জানা যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাঁহার কান্তি যদি কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে তিনি কে বা কোন্ ভগবৎস্বরূপ হইতে পারেন। ঋষি করভাজনের উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি কলিতে অবতীর্ণ হয়েন।

সকল ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন না। বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণের স্বীয়রূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের কথা জানা যায় না। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন সাধারণতঃ তিন রূপে—যুগাবতার-রূপে, লীলাবতার-রূপে এবং স্বয়ং-রূপে। কিন্তু কলিতে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের লীলাবতার নাই।

কলিযুগে ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যক্ষরূপধৃক্‌লীলাবতার নাই

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, "কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম ॥ ২।৬।৯৭॥" শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে বিষ্ণুধর্মের নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত করিয়াও তাহাই বলিয়াছেন। "বিষ্ণুধর্ম্মে যথা—প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। কৃতাদিষ্বেব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥ ল. ভা. ১।২৩১॥—বিষ্ণুধর্মগ্রন্থে দৃষ্ট হয়—কলিতে প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেব হরি দৃষ্ট হয়েন না ; কৃতাদিতেই (কৃতযুগ বা সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ এবং দ্বাপরযুগ—এই তিনযুগেই) তিনি প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবরূপে দৃষ্ট হয়েন ; এজন্য তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা হয়।" পূর্বে ৫-অনুচ্ছেদের অন্তর্গত "বিবেচ্য"-স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও বিষ্ণুধর্মের অনুরূপ কথাই দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, বিষ্ণুধর্মকথিত "প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেব"-শব্দের তাৎপর্য কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক। ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন সকলে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সকলেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পায়। "প্রত্যক্ষরূপধৃক্"-শব্দে তাহাই বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে—সকলে যে-রূপটী প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সেইরূপধৃক্, সেই রূপধারী। কিন্তু তাঁহার যেই রূপ সকলে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সেই রূপে ভগবান্ কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েন না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শাস্ত্র হইতেই জানা যায়—বুদ্ধদেব এবং কল্কি হইতেছেন বর্তমান কলিযুগের লীলাবতার। কল্কি অবশ্য এখনও অবতীর্ণ হয়েন নাই; কলিযুগের অন্তে তিনি অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তো পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অন্তর্ধান প্রাপ্তও হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের প্রকটকালে তাঁহাকে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সুতরাং তিনি তো প্রত্যক্ষরূপধৃক্ই ছিলেন। এই অবস্থায় কেন বলা হইল—কলিযুগে ভগবান্ প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ রূপে অবতীর্ণ হয়েন না?

উত্তরে বক্তব্য এই। লঘুভাগবতামৃত বলিয়াছেন—"কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্। অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্॥ ১।২৩২ ॥-ধৃত বিষ্ণুধর্মপ্রমাণ—কলির অন্ত সংপ্রাপ্ত হইলে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মবাদী কল্কিতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন।" আরও বলা হইয়াছে—"পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ হরিঃ। কৃত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ॥ ১।২৩৩ ॥-ধৃত বিষ্ণুধর্ম-প্রমাণ—কলিযুগে শ্রীহরি পূর্বোৎপন্ন জীবসমূহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন।" উল্লিখিত প্রথম শ্লোকে কেবল কল্কির কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকে কলিযুগের সমস্ত লীলাবতারের—সুতরাং বুদ্ধদেবের—কথাও বলা হইয়াছে। কলির লীলাবতার বুদ্ধদেব এবং কল্কি ভগবৎ-স্বরূপ নহেন; তাঁহারা জীবতত্ত্ব, আবেশাবতার। লঘুভাগবতামৃত বলিয়াছেন—"অতোঽমীষ্বতারত্বং পরং স্যাদৌপচারিকম্॥ ১।২৩৪ ॥ —এজন্য ইঁহাদের অবতারত্ব কেবল ঔপচারিক মাত্র।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয়া) সর্বসম্বাদিনীতেও (সাহিত্য পরিষৎ-সংস্করণ, ১৫৭ পৃঃ) বলিয়াছেন—"অয়ং কল্কির্বুদ্ধশ্চ প্রতিকলিযুগ এবেত্যেকে। এতৌ চাবেশাবিতি বিষ্ণুধর্ম্মমতম্। তথাহি—প্রত্যক্ষরূপধৃগ্দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ (ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকত্রয়)।……জীববিশেষাবিষ্ট আবেশরূপঃ॥—কেহ কেহ বলেন, কল্কি ও বুদ্ধ প্রতি কলিযুগেই আবির্ভূত হয়েন। বিষ্ণুধর্মের মতে কল্কি ও বুদ্ধ হইতেছেন আবেশাবতার। বিষ্ণুধর্মে লিখিত আছে—কলিযুগে প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ হরি আবির্ভূত হয়েন না (এ-স্থলে পূর্বোল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের অনুবাদ সংযোজনীয়)।……জীববিশেষে আবিষ্টরূপকে আবেশাবতার বলে।"

স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যে যোগ্য জীবে ভগবান্ তাঁহার কোনও কোনও শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই যোগ্য জীবকে বলে আবেশাবতার। "জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ ল. ভা. ১।১৮॥" এতাদৃশ আবেশাবতারের কথা পদ্মপুরাণেও আছে। "আবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরির্বিভুঃ॥ আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজঃ॥ ল. ভা. ১।২২৬-২৭-ধৃত পাদ্ম-প্রমাণ॥" সনৎকুমারাদি, নারদ এবং পৃথুও আবেশাবতার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধদেব যে ভগবৎ-স্বরূপ নহেন, তাহার একটী চাক্ষুষ প্রমাণও বিদ্যমান আছে। তাঁহার দেহাবশেষ এখনও বিদ্যমান। অন্তর্ধানকালে কোনও ভগবৎস্বরূপের দেহাবশেষ থাকে না। জীবেরই দেহাবশেষ থাকে।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। পূর্বে বলা হইয়াছে, ভগবান্ যুগাবতাররূপে, লীলাবতাররূপে এবং স্বয়ংরূপেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব আলোচনায় দেখা গিয়াছে, কলিযুগে তিনি লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন না। তাহা হইলে কলিযুগে তিনি যদি যুগাবতাররূপে, বা স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাহা হইলে কান্তিতে কৃষ্ণ হইলে বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব পাওয়া যায় কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

যে-যুগের যিনি যুগাবতার, তিনি কেবল সেই যুগেই অবতীর্ণ হয়েন। এক যুগের যুগাবতার কখনও অন্য কোনও যুগে অবতীর্ণ হয়েন না। সুতরাং এ-স্থলে যুগাবতারের অবতরণ-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে কলির যুগাবতারের কথাই বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্বেই (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫-ক অনুচ্ছেদে যুগাবতার-প্রসঙ্গে) বলা হইয়াছে, কলির সাধারণ যুগাবতার হইতেছেন কৃষ্ণ, তাহার বর্ণও কৃষ্ণ। তিনি যদি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণ হইবে কৃষ্ণ; তাঁহার কান্তি বা বাহিরে দৃশ্যমান বর্ণটীও যখন কৃষ্ণ, তখন যে ছন্নত্ব বা আচ্ছাদিতত্ব পাওয়া যায় না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং কলির সাধারণ যুগাবতার কৃষ্ণের অবতরণ স্বীকার করা যায় না।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণও কৃষ্ণ; তাঁহার কান্তিও যদি কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলেও ছন্নত্ব পাওয়া যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—"ত্বিষা কৃষ্ণ"-বাক্যে সন্ধিবিহীন দুইটী শব্দ আছে বলিয়া মনে করিলে কলির অবতারের বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দের সন্ধিবিহীনত্ব শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

এক্ষণে সন্ধিযুক্ত একটী শব্দ মনে করিয়া "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দের তাৎপর্যালোচনা করা হইতেছে।

ত্বিষাকৃষ্ণ (একশব্দ)। ত্বিষা+অকৃষ্ণ=ত্বিষাকৃষ্ণ। কান্তিতে অকৃষ্ণ, যাঁহার কান্তি বা বাহিরে দৃশ্যমান বর্ণটী অকৃষ্ণ—কৃষ্ণ নহে। এই অর্থের সঙ্গে "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থদ্বয়ের যোজনা করিয়া বিচার করা হইতেছে।

"কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের প্রথম অর্থ হইতেছে—যাঁহার বর্ণটী কৃষ্ণ। তাঁহার কান্তি যদি অকৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে ছন্নত্ব পাওয়া যায়। অকৃষ্ণ কোনও বর্ণদ্বারা তাঁহার নিজস্ব কৃষ্ণবর্ণটী আচ্ছাদিত।

"কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে—কৃষ্ণের নামরূপাদির বর্ণনাকারী; তাঁহার কান্তিটী অকৃষ্ণ। তাঁহার নিজস্ব বর্ণসম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে তিনি কোন্ ভগবৎ-স্বরূপ হইতে পারেন ? পূর্বোল্লিখিত বিচার অনুসারে, কলিতে যখন ভগবানের প্রত্যক্ষরূপধৃক্ লীলাবতার নাই, তখন তিনি হইতে পারেন—যুগাবতার, অথবা স্বয়ংভগবান্। কলির সাধারণ যুগাবতারের বর্ণও কৃষ্ণ, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণও কৃষ্ণ। এই দুই স্বরূপের কেহ যদি অকৃষ্ণবর্ণে নিজের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণকে (অকৃষ্ণ কোনও বর্ণদ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন এবং কৃষ্ণনাম-গুণাদি বর্ণন করেন, তাহা হইলেও ছন্নত্ব পাওয়া যায়।

এইরূপে দেখা গেল—"ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দকে সন্ধিযুক্ত একটী শব্দ মনে করিলে "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের দুইটী অর্থের প্রত্যেকটীতেই কলির অবতারের বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাকেই শ্লোকোক্তির অভিপ্রায় বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতেছে—অকৃষ্ণ কোনও বর্ণদ্বারা স্বীয় স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া কোন্ ভগবৎ-স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েন ? কলির সাধারণ যুগাবতার ? না কি স্বয়ংভগবান্ ?

কোনও যুগের যুগাবতার যে কখনও অন্য কোনও বর্ণে নিজস্ব বর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, তাহার কোনও প্রমাণ কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং যুগাবতারের অবতরণ স্বীকার করা যায় না।

যুগাবতারের অবতরণ স্বীকৃত হইতে পারে না বলিয়া স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অন্য কোনও বর্ণে স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, তাহার প্রমাণ আছে কিনা। তাহার প্রমাণ না থাকিলে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণই বা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে ?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। পূর্বে (২।৫-ক অনুচ্ছেদে) "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য"-শ্লোকের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব কোনও কলিতে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সেই পীতবর্ণ-স্বরূপও স্বয়ংভগবান্ই ছিলেন। পীতবর্ণ হইতেছে "অকৃষ্ণবর্ণ", ইহা কৃষ্ণবর্ণ নহে। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অকৃষ্ণ-পীতবর্ণে স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ-রূপেই অবতীর্ণ হয়েন, অর্থাৎ স্বীয় স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণকে অকৃষ্ণ-পীতবর্ণে আচ্ছাদিত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, শাস্ত্র হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পীতবর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও অকৃষ্ণবর্ণে—রক্ত, শ্বেত প্রভৃতি কোনও অকৃষ্ণবর্ণে—স্বীয় স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপরূপে কখনও অবতীর্ণ হয়েন, তাহারও কোনও শাস্ত্র-প্রমাণ দৃষ্ট হয় না ; একমাত্র পীতবর্ণের কথাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সুতরাং আলোচ্য শ্লোকের "অকৃষ্ণ"-বর্ণে একমাত্র "পীতবর্ণ"-কেই বুঝাইতেছে। কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন—"অকৃষ্ণ বরণে কহি পীতবরণ॥ চৈ. ১।৩।৪৫॥" টীকায় শ্রীপাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তম্ সুমেধসো যজন্তি।" শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে "অকৃষ্ণ"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "গৌরঃ"। গৌর এবং পীত ভিন্ন নহে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"ত্বিষা বহিঃস্ফুরন্ত্যা কান্ত্যা অকৃষ্ণং……পীতমন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্।—বাহিরে যাহা স্ফুরিত হয়, সেই কান্তিটী হইতেছে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত; অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। অর্থাৎ এই স্বরূপের ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু বাহিরে গৌর বা পীতবর্ণ।"

স্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"রুক্ষতাং ব্যবর্ত্তয়তি। ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্। যদ্বা ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।" এই টীকায় স্বামিপাদ "ত্বিষাকৃষ্ণং"-শব্দ প্রসঙ্গে দুই রকম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথমোক্তির অভিপ্রায় এই:—ত্বিষা + অকৃষ্ণ = ত্বিষাকৃষ্ণ। এই ত্বিষাকৃষ্ণ-শব্দে প্রস্তাবিত অবতারের বর্ণের রুক্ষতা নিরসিত হইয়াছে; কেননা, তিনি "ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণঃ—কান্তিতে অকৃষ্ণ।" "অকৃষ্ণ"-শব্দে কোন্ বর্ণ বুঝায়, স্বামিপাদ তাহা বলেন নাই। "অকৃষ্ণ"-শব্দের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল"; "ইন্দ্রনীলমণিবর্ণ" বলা হয় নাই, "ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল" বলা হইয়াছে এবং তাহাতেই রুক্ষতাহীনত্ব সূচিত হইতেছে। ইন্দ্রনীলমণির ঔজ্জ্বল্য অতি প্রসিদ্ধ। স্বামিপাদ প্রস্তাবিত অবতারের কান্তির কেবল ঔজ্জ্বল্যের কথাই বলিয়াছেন, কান্তির স্বরূপের কথা বলেন নাই। ইহার পরে "যদ্বা—অথবা" বলিয়া স্বামিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে "ত্বিষাকৃষ্ণ"-কে সন্ধিহীন দুইটী শব্দ মনে করিয়াছেন এবং অর্থ করিয়াছেন—"ত্বিষা কৃষ্ণং—কান্তিতে কৃষ্ণ"। যাঁহাকে কান্তিতে কৃষ্ণ বলা হইয়াছে, তিনি কে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই স্বামিপাদ লিখিয়াছেন "ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারম্—কান্তিতে যিনি কৃষ্ণ, তিনি হইতেছেন কৃষ্ণাবতার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।—ইহা দ্বারা কলিতে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে।" টীকার এই দ্বিতীয়োক্তির ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে, "শ্লোকে কথিত অবতাররূপে যিনি কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই; কলিতে কৃষ্ণাবতারেরই প্রাধান্য।"

স্বামিপাদের উক্তিদ্বয়ের তাৎপর্য একত্র যোজনা করিলে সারার্থ এইরূপ হইতে পারে। "শ্লোকে কথিত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন বস্তুতঃ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই; তবে তাঁহার কান্তিটী হইতেছে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় পরমোজ্জ্বল অকৃষ্ণ।" অকৃষ্ণ-শব্দে কোন্ বর্ণ বুঝায়, তাহা স্বামিপাদ খুলিয়া বলেন নাই। অকৃষ্ণ-শব্দে অবশ্য কৃষ্ণবর্ণ বুঝায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের "দীপিকাদীপন"-টীকা প্রায় সর্বত্রই স্বামিপাদের "ভাবার্থদীপিকা"-টীকারই বিবৃতি। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকের দীপিকাদীপনটীকাতেও স্বামিপাদের অভিপ্রায়ই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। এই টীকায় লিখিত হইয়াছে—"শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বোক্তাভিপ্রায়েণ রুক্ষতাং ব্যবর্ত্তয়তি। ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিতি ইন্দ্রনীলমণেঃ ভাস্বররূপত্বাদ্ গুপ্তাবতারসূচনম্। তথাপি ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমিতি প্রহ্লাদবাক্যানুসারাদ্ গোপনমেব যুক্তম্, অতিরহস্যাদিত্যভিপ্রায়েণ যদ্বেতি"। এই টীকোক্তির তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ। "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ-এইরূপ পূর্বোক্তির অভিপ্রায়ানুসারে রুক্ষতা পরিহৃত হইতেছে। ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় উজ্জ্বল—এই উক্তিতে, ইন্দ্রনীলমণির ভাস্বর (উজ্জ্বল)-রূপত্বহেতু গুপ্তাবতার সূচিত হইয়াছে। ছন্নঃ কলৌ-ইত্যাদি প্রহ্লাদ-বাক্যানুসারে গোপনত্ব যুক্তিযুক্ত। অতিরহস্যাভিপ্রায়ে স্বামি-পাদ 'যদ্বা'-শব্দে অন্যকথা বলিয়াছেন।" প্রহ্লাদ যে "ছন্নঃ কলৌ" বলিয়াছেন, তাহাতেই কলির অবতারের গুপ্তত্ব সূচিত হইয়াছে; কিছু গোপন করার জন্যই আচ্ছাদন দেওয়া হয়। এ-স্থলে যে অবতারের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তিনি নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া গোপন করিয়াছেন। কোন্ বর্ণের দ্বারা নিজস্ব বর্ণকে গোপন করা হইয়াছে, তাহাও গোপনীয়। তাহা যে "অকৃষ্ণ", সে-কথা "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দে বলা হইয়াছে। দীপিকাদীপনের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—গোপনকারীর বর্ণটীও গোপ্য বলিয়াই স্বামিপাদ "অকৃষ্ণ"-শব্দে কোন্ বর্ণ বুঝায়, তাহা বলেন নাই, কেবল তাহার ঔজ্জ্বল্যের কথা বলিয়া রুক্ষতাহীনতা দেখাইয়াছেন।

যাহা হউক, দীপিকাদীপন বলিয়াছেন—"অতিরহস্যাভিপ্রায়েন যদ্বেতি—অথবা, ইত্যাদি বলিয়া স্বামিপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বলা হইয়াছে—অতিরহস্যের অভিপ্রায়ে।" অর্থাৎ কলির অবতারের অতিগোপনীয়ত্ববশতঃ সেই গোপনীয়ত্ব রক্ষার জন্য বলা হইয়াছে—কলির যিনি অবতার, তিনি বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ"-ইত্যাদি বাক্যে যে শ্যাম বা কৃষ্ণের কথা বলা হইয়াছে, তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্যস্বরূপ, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল। "যদ্বেতি। ন কেবলং বর্ণতঃ কৃষ্ণঃ অপিতু কান্ত্যাপি কৃষ্ণাবতারমিত্যর্থঃ। অনেন শ্লোকেন কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যমিত্যুক্ত্যা দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইত্যত্র রুক্ষশ্যামবর্ণঃ কশ্চন শ্রীকৃষ্ণাদন্য এবাবতার ইতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ। গুপ্ততয়াতু তদিষ্টিরপি তত্র প্রথমং সূচিতৈব ব্যক্তগৌরাবতারপক্ষস্তু সন্দর্ভাদৌ দৃশ্য ইতি॥ দীপিকাদীপন॥" [ইষ্টিঃ—অভিলাষঃ। শব্দকল্পদ্রুম॥ তদিষ্টিঃ—তাঁহার (স্বামিপাদের) অভিলাষ বা অভিপ্রায়]। এই টীকোক্তি হইতে মনে হয়—আচ্ছাদক বর্ণটী গোপনীয় বলিয়া স্বামিপাদ তাঁহার টীকায় প্রথমেই তাঁহার অভিপ্রায় (গোপনীয়তার অভিপ্রায়) সূচনা করিয়াছেন—সম্ভবতঃ "অকৃষ্ণ"-শব্দে কোন্ বর্ণ বুঝায়, তাহার উল্লেখ না করিয়া। তাহার উল্লেখ করিলে আর গোপনীয়ত্ব থাকিত না। সেই গোপন-কথাটী ব্যক্ত হইলে গৌরাবতারই স্পষ্টীভূত হইয়া পড়িত। শ্রীজীবপাদের সন্দর্ভাদিতে গৌরাবতার স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

দীপিকাদীপনের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—অকৃষ্ণ-শব্দের অর্থ হইতেছে—গৌর (পীত); ইহা দীপিকাদীপন-কারের অভিপ্রায় এবং তাঁহার মতে স্বামিপাদেরও গুপ্ত অভিপ্রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণবর্ণ-ত্বিষাকৃষ্ণ-শব্দদ্বয়ের আলোচনার উপসংহার

এইরূপে, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শব্দদ্বয়ের তাৎপর্যালোচনা হইতে জানা গেল—বর্তমান কলির উপাস্যরূপে যিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া গত ত্রেতাযুগেই ঋষি করভাজন নিমিমহারাজের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি হইতেছেন—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু তাঁহার স্বকীয় স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণটী আচ্ছাদিত থাকিবে পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ দ্বারা এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ-গুণ-লীলাদিও বর্ণন করিবেন।

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের নিত্যত্ব

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে ঋষি করভাজন পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌কে বর্তমান কলিযুগের উপাস্য বলিয়াছেন। ভগবান্‌কে পাওয়ার জন্যই উপাসনা; কেননা, ভগবান্‌কে না পাইলে জন্মমৃত্যুর অতীতও হওয়া যায় না। ভগবান্‌কে পাওয়ার উপযোগী সাধনব্যতীত অন্য সাধনে স্বর্গলোক, জনলোক, তপোলোক, মহর্লোক এবং ব্রহ্মলোকেও যাওয়া সম্ভব; কিন্তু সে-সকল লোক হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়, পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু ভগবান্‌কে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গীতা॥ ৮।১৬॥" সুতরাং ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য যে উপাসনা, তাহারই সার্থকতা। ভগবান্ হইতেছেন নিত্য বস্তু। নিত্যবস্তুর উপাসনাতেই নিত্যবস্তু ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। এ-কথা, ব্রহ্মতত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে যমরাজ নচিকেতার নিকটে বলিয়াছেন। "নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ॥ কঠোপনিষদ॥১।২।১০॥—অধ্রুব বা অনিত্য (বস্তুর) উপাসনাদ্বারা কখনও সেই ধ্রুব বা নিত্যবস্তুকে (পরব্রহ্ম-ভগবান্‌কে) পাওয়া যায় না।"

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যখন উপাস্যস্বরূপ, তখন তিনি সর্বতোভাবে নিত্যই হইবেন। যদি বলা যায়, তিনি বস্তুতঃ যখন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তখন অন্য বর্ণে আচ্ছাদিত হইলেও তিনি নিত্য; সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসার্থক হইতে পারে না। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও এবং শ্রীকৃষ্ণ অনাদি এবং নিত্য হইলেও, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উপাসনা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উপাসনা নহে। নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদিও বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই; তথাপি, নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি স্বরূপের উপাসনা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা নহে, তাঁহাদের উপাসনায় শ্রীকৃষ্ণোপাসনার ফল পাওয়া যায় না। ঋষি করভাজন পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌কেই কলির উপাস্য বলিয়াছেন। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিতে পীতবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। পীতবর্ণ আচ্ছাদনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই অভিপ্রেত; সুতরাং কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিত্যত্বেই পীতবর্ণাচ্ছাদিত স্বরূপের নিত্যত্ব বুঝাইবে না। তাঁহার আচ্ছাদনেরও নিত্যত্ব থাকা আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছাদক পীতবর্ণ যদি অনিত্য বা আগন্তুক হয়, তাহা হইলে আচ্ছাদনের অন্তরালে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য হইলেও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং পীতবর্ণ স্বয়ং-ভগবানের পীতবর্ণ আচ্ছাদন, অর্থাৎ পীতবর্ণ টাও—নিত্য, অনাদি এবং সেই স্বরূপের স্বরূপভূত হওয়া আবশ্যক। যাহা স্বরূপভূত নয়, তাহা হইবে আগন্তুক। যাহা স্বরূপভূত এবং স্বরূপে অনাদিকাল হইতে অবস্থিত, তাহাকেই নিত্য বলা যায়। এই স্বরূপকে যখন উপাস্য বলা হইয়াছে, তখন এই স্বরূপের আচ্ছাদন পীতবর্ণের নিত্যত্ব এবং স্বরূপভূতত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

পীতত্বের হেতু—পীতবর্ণা শ্রীরাধার সহিত একরূপতা

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক এবং স্বরূপভূত বর্ণ হইতেছে তমাল-শ্যামল, কৃষ্ণ। তাঁহার পীতবর্ণ আবরণ যখন তাঁহার স্বরূপভূত এবং নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে তাঁহাতে অবস্থিত, তখন তাঁহার স্বরূপভূত এবং তাঁহাতে নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিত কোনও বস্তুই হইবে এই পীতবর্ণের হেতু। একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তিই হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত এবং তাহাতে নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহার স্বরূপশক্তিই হইবে তাঁহার পীতবর্ণের হেতু।

দুইরূপে শক্তির বিকাশ—অমূর্ত ও মূর্ত। অমূর্ত-শক্তির কোনও বর্ণ নাই; মূর্তশক্তির বর্ণ আছে। মূর্তবস্তুমাত্রেরই কোনও না কোনওরূপ বর্ণ থাকে। সুতরাং তাঁহার মূর্ত-স্বরূপ-শক্তিই হইবে তাঁহার স্বরূপভূত পীতবর্ণের হেতু।

মূর্ত-স্বরূপশক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী। শ্রীরাধা হইতেছেন হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্ত-বিগ্রহ। তাঁহার বর্ণ আছে—পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ। তিনিই পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণা শক্তি। "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্॥ চৈ. চ. ১।৪।৮৩॥" পূর্ণশক্তি শ্রীরাধা হইতেছেন পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের কান্তাশক্তি, নিত্যসঙ্গিনী। শ্রীরাধা হইতেছেন মূল কান্তাশক্তি, বা স্বয়ংকান্তাশক্তি। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে-ধামে যে-স্বরূপে বিরাজিত, তাঁহার নিত্য-সঙ্গিনী এবং স্বয়ংকান্তাশক্তি শ্রীরাধাও সেই ধামে তাঁহার অনুরূপ কান্তাশক্তি-রূপে বিরাজিত। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিরাজিত, স্বয়ংকান্তাশক্তি শ্রীরাধাও তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী কান্তারূপে ব্রজে বিরাজিত। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশরূপে বিরাজিত, শ্রীরাধাও তাঁহার প্রকাশরূপ মহিষীগণরূপে সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের নিতসঙ্গিনী কান্তাগণরূপে বিরাজিত। বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিলাস-মূর্তি নারায়ণরূপে বিরাজিত; সেই ধামে শ্রীরাধাও তাঁহার বিলাসমূর্তি লক্ষ্মীরূপে বিরাজিত। এইরূপে, প্রত্যেক ধামেই শ্রীরাধা ধামোপযোগী স্বরূপে সেই ধামোপযোগী শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের নিত্যসঙ্গিনী কান্তারূপে বিরাজিত। সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ যশোদামাতা বা নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর হইলেও সকল ধামের নিত্য-পরিকর নহেন; নারায়ণের পিতামাতা-রূপে বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের কোনও প্রকাশ নাই; সুতরাং তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে সকল ধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী বলা যায় না। একমাত্র শ্রীরাধাই সর্বতোভাবে, সকল ধামে তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার, পূর্ণশক্তি বা স্বয়ংকান্তাশক্তি হইতেছেন কেবল শ্রীরাধাই, মহিষীগণ বা লক্ষ্মীগণ পূর্ণশক্তি বা স্বয়ংকান্তাশক্তি নহেন। বাসুদেব-নারায়ণাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাঁহাদের কান্তাশক্তি মহিষী-লক্ষ্মীগণও তদ্রূপ শ্রীরাধার অংশ। শ্রীরাধা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ॥ সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২-অনুচ্ছেদে ধৃত অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতিবাক্য।" সুতরাং স্বয়ংভগবানের নিত্যসঙ্গিনী কান্তাশক্তি হইতেছেন একমাত্র শ্রীরাধা, অপর কেহ নহেন।

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ও যখন স্বয়ংভগবান্‌ই, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের মধ্যে যখন পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন, তখন সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণশক্তি বা স্বয়ংকান্তাশক্তি শ্রীরাধাও তাঁহার নিত্য-সঙ্গিনীরূপে অবশ্যই থাকিবেন। তবে বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিত্য-সঙ্গিনীরূপে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে; কিন্তু পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের নিত্য-সঙ্গিনীরূপে শ্রীরাধার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না; এ-স্থলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার বর্ণরূপেই নিত্যসঙ্গিনী। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-শক্তিমান্ বলিয়া স্বরূপতঃ অভিন্ন; লীলারসের আস্বাদনের জন্য কোনও লীলায় পৃথক্‌রূপে থাকেন, আবার কোনও লীলায় বা অপৃথক্‌রূপে থাকেন। লীলা নিত্য বলিয়া তাঁহাদের পৃথক্‌রূপও নিত্য, অপৃথক্‌রূপও নিত্য। এ-কথাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়া গিয়াছেন—"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥ মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ ১।৪।৮৩-৮৫॥ রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি॥ সেই দুই এক এবে—। রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥ ১।৪।৪৯-৫০॥"

শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি গৌর বা পীতবর্ণ অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রাণবল্লভ এবং নিত্যসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া উভয়ে মিলিয়া একই স্বরূপরূপে বিরাজিত এবং তদ্দারাই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত আছেন, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌কে স্বরূপভূত এবং স্বাভাবিক পীতবর্ণ দিয়াছেন। এই স্বরূপে এই রূপেই তিনি স্বয়ংভগবানের নিত্যসঙ্গিনী।

কিরূপে পীতবর্ণা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত উল্লিখিতরূপে মিলিত হইতে পারেন এবং কেনই বা তিনি এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (১।২১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে দেখা গেল—হেমগৌরাঙ্গিণী শ্রীরাধাই হইতেছেন স্বয়ংভগবানের পীতত্বের হেতু।

ইহাও জানা গেল—কলির উপাস্য পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ। পূর্ববর্তী ১।২১-অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা যায়—রাধাকৃষ্ণমিলিতবিগ্রহ পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপেই ব্রজবিহারী ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের তিনটী অপূর্ণ বাসনার পূর্তি সম্ভব।

মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্

এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপই হইতেছেন মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্। কেননা, পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, শ্রুতি যে রুক্মবর্ণ (পীতবর্ণ) স্বয়ংভগবানের কথা বলিয়াছেন, মহাভারতের "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"-ইত্যাদি বাক্যের "হেমাঙ্গ"-শব্দে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য"-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "পীত"-শব্দেও সেই রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথাই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আলোচ্য "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে যে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা বলা হইয়াছে, তিনি শ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই, অপর কোনও স্বরূপ হইতে পারেন না।

এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের অন্তর্গত "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ"-শব্দের অর্থালোচনা করা হইতেছে।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ। অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত বর্তমান যিনি, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ। তাঁহার অঙ্গ ও উপাঙ্গ (প্রত্যঙ্গ) তো নিত্যই তাঁহাতে বর্তমান। এই নিত্য-বর্তমান অঙ্গোপাঙ্গ তাঁহার অস্ত্র ও পার্ষদের কাজ করিয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আলোচ্য শ্লোকে কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন শ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্। সেই রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির, দর্শনমাত্রেই যে পূর্বসঞ্চিত সমস্ত কর্মফল, এমনকি অসুরত্ব পর্যন্ত, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং দর্শনকর্তা তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ করিয়া থাকেন, তাহাও পূর্বে (২।৯-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। এ-স্থলে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসুরত্বের বিনাশ করিয়া অস্ত্রের কাজই করিয়া থাকে। আবার, রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের জগৎসম্বন্ধিকার্য হইতেছে নির্বিচারে প্রেমদান (২।৯ ছ-অনু)—পার্ষদগণ যাহার আনুকূল্য করেন; সুতরাং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পার্ষদের কাজও করিয়া থাকে। রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্ এবং আলোচ্য-শ্লোকে কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ এক এবং অভিন্ন বলিয়া মুণ্ডকশ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং…ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ"-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, আলোচ্য শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদঃ"-শব্দেও তাহাই বলা হইয়াছে। ২।৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

খ। দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনা

এক্ষণে শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনা করা হইতেছে। দ্বিতীয়ার্ধ হইতেছে "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞসমূহদ্বারা। এই শ্লোকের টীকায় "যজ্ঞৈঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-"যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। যজ্ঞ-শব্দের অর্থ পূজার সম্ভার ; পূজার উপচার।"

সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ। ইহা হইতেছে "যজ্ঞৈঃ"-শব্দের বিশেষণ। "সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানৈঃ। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" সংকীর্ত্তন-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥"—"শ্রীকৃষ্ণগান" বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গান, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তনকে বুঝায়। শ্রীজীবপাদ "কৃষ্ণগান"-শব্দের একটী বিশেষণ দিয়াছেন—"তদ্‌গানসুখ"। তদ্‌গানসুখম্—তস্য (তাঁহার, শ্রীকৃষ্ণের) গানসুখং যত্র ইতি তদ্‌গানসুখম্। গানসুখ—গান-শ্রবণজনিত সুখ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ চৈ. চ. ২।১৭।১৩০-২॥" শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি আনন্দ-স্বরূপ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই চিদানন্দ বলিয়া পরম মধুর। ভগবন্নাম-গুণাদির আস্বাদনের জন্য ভগবান্‌ও লালায়িত। শ্রীভগবান্ নারায়ণ নিজেই বলিয়াছেন—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥—হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদিগের হৃদয়েও থাকি না ; আমার ভক্তগণ যেখানে (আমার নাম-গুণ-লীলাদি) গান করেন, আমি সে-খানেই থাকি।" অর্থাৎ ভক্তগণকর্তৃক ভগবানের নাম-গুণ-লীলাদির কীর্তন শুনিলে ভগবানের যত আনন্দ হয়, বৈকুণ্ঠে বা যোগীদের হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও তিনি তত আনন্দ পায়েন না। ভগবানের সুখের জন্যই ভক্তগণ ভগবানের সাক্ষাতে নাম-গুণাদির কীর্তন করিয়া থাকেন। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ......ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥ ভা. ৭।৫।২৩॥" এজন্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্—শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধক শ্রীকৃষ্ণগান।" শ্রীজীব আরও বলিয়াছেন—বহুলোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখসাধক শ্রীকৃষ্ণগানই হইতেছে সংকীর্তন এবং এতাদৃশ কৃষ্ণকীর্তন-প্রধান উপচারেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের যজন করিতে হইবে। "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ (যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ সুমেধসঃ যজন্তি)।" সুমেধসঃ—সুবুদ্ধিলোকগণ। যাঁহারা কার্যসিদ্ধির কৌশল জানেন এবং কার্যকালে সেই কৌশলের প্রয়োগ করেন, তাঁহাদিগকেই সুবুদ্ধি বলা যায়।

যাহা হউক, পূর্বোদ্ধৃত "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল, ভগবান্‌ও স্বীয় নাম-গুণ-লীলাদির মাধুর্যের আস্বাদনের জন্য অত্যন্ত লালায়িত। তিনি ভক্তকীর্তিত নাম-গুণ-লীলাদির মাধুর্য আস্বাদন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াও থাকেন। ভগবানের নাম-গুণ-লীলাদির মাধুর্য ভগবন্মাধুর্যেরই অন্তর্ভুক্ত কেননা, তাঁহার নাম-গুণাদি তাঁহা হইতে অভিন্ন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ। পূর্ববর্তী ১।২১-অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা যায়—রাধাকৃষ্ণমিলিতবিগ্রহ পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপেই ব্রজবিহারী ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের তিনটী অপূর্ণ বাসনার পূর্তি সম্ভব।

মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌

এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপই হইতেছেন মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্। কেননা, পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, শ্রুতি যে রুক্মবর্ণ (পীতবর্ণ) স্বয়ংভগবানের কথা বলিয়াছেন, মহাভারতের "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"-ইত্যাদি বাক্যের "হেমাঙ্গ"-শব্দে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য"-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "পীত"-শব্দেও সেই রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথাই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আলোচ্য "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে যে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা বলা হইয়াছে, তিনি শ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই, অপর কোনও স্বরূপ হইতে পারেন না।

এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের অন্তর্গত "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ"-শব্দের অর্থালোচনা করা হইতেছে।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ। অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত বর্তমান যিনি, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ। তাঁহার অঙ্গ ও উপাঙ্গ (প্রত্যঙ্গ) তো নিত্যই তাঁহাতে বর্তমান। এই নিত্য-বর্তমান অঙ্গোপাঙ্গ তাঁহার অস্ত্র ও পার্ষদের কাজ করিয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আলোচ্য শ্লোকে কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন শ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্। সেই রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির, দর্শনমাত্রেই যে পূর্বসঞ্চিত সমস্ত কর্মফল, এমনকি অসুরত্ব পর্যন্ত, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং দর্শনকর্তা তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ করিয়া থাকেন, তাহাও পূর্বে (২।৯-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। এ-স্থলে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসুরত্বের বিনাশ করিয়া অস্ত্রের কাজই করিয়া থাকে। আবার, রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের জগৎসম্বন্ধিকার্য হইতেছে নির্বিচারে প্রেমদান (২।৯ ছ-অনু)—পার্ষদগণ যাহার আনুকূল্য করেন; সুতরাং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পার্ষদের কাজও করিয়া থাকে। রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্ এবং আলোচ্য-শ্লোকে কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ এক এবং অভিন্ন বলিয়া মুণ্ডকশ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং⋯ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ"-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, আলোচ্য শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদঃ"-শব্দেও তাহাই বলা হইয়াছে। ২।৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

খ। দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনা

এক্ষণে শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনা করা হইতেছে। দ্বিতীয়ার্ধ হইতেছে "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞসমূহদ্বারা। এই শ্লোকের টীকায় "যজ্ঞৈঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-"যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। যজ্ঞ-শব্দের অর্থ পূজার সম্ভার ; পূজার উপচার।"

সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ। ইহা হইতেছে "যজ্ঞৈঃ"-শব্দের বিশেষণ। "সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানৈঃ। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।" সংকীর্ত্তন-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥"—"শ্রীকৃষ্ণগান" বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গান, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তনকে বুঝায়। শ্রীজীবপাদ "কৃষ্ণগান"-শব্দের একটী বিশেষণ দিয়াছেন—"তদ্‌গানসুখ"। তদ্‌গানসুখম্—তস্য (তাঁহার, শ্রীকৃষ্ণের) গানসুখং যত্র ইতি তদ্‌গানসুখম্। গানসুখ—গান-শ্রবণজনিত সুখ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ চৈ. চ. ২।১৭।১৩০-২॥" শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি আনন্দ-স্বরূপ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই চিদানন্দ বলিয়া পরম মধুর। ভগবন্নাম-গুণাদির আস্বাদনের জন্য ভগবান্‌ও লালায়িত। শ্রীভগবান্ নারায়ণ নিজেই বলিয়াছেন—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥—হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদিগের হৃদয়েও থাকি না ; আমার ভক্তগণ যেখানে (আমার নাম-গুণ-লীলাদি) গান করেন, আমি সে-খানেই থাকি।" অর্থাৎ ভক্তগণকর্তৃক ভগবানের নাম-গুণ-লীলাদির কীর্তন শুনিলে ভগবানের যত আনন্দ হয়, বৈকুণ্ঠে বা যোগীদের হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও তিনি তত আনন্দ পায়েন না। ভগবানের সুখের জন্যই ভক্তগণ ভগবানের সাক্ষাতে নাম-গুণাদির কীর্তন করিয়া থাকেন। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ……ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥ ভা. ৭।৫।২৩॥" এজন্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্—শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধক শ্রীকৃষ্ণগান।" শ্রীজীব আরও বলিয়াছেন—বহুলোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখসাধক শ্রীকৃষ্ণগানই হইতেছে সংকীর্তন এবং এতাদৃশ কৃষ্ণকীর্তন-প্রধান উপচারেই পীতবর্ণ স্বয়ং ভগবানের যজন করিতে হইবে। "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ (যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ সুমেধসঃ যজন্তি)।" সুমেধসঃ—সুবুদ্ধিলোকগণ। যাঁহারা কার্যসিদ্ধির কৌশল জানেন এবং কার্যকালে সেই কৌশলের প্রয়োগ করেন, তাঁহাদিগকেই সুবুদ্ধি বলা যায়।

যাহা হউক, পূর্বোদ্ধৃত "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল, ভগবান্‌ও স্বীয় নাম-গুণ-লীলাদির মাধুর্যের আস্বাদনের জন্য অত্যন্ত লালায়িত। তিনি ভক্তকীর্তিত নাম-গুণ-লীলাদির মাধুর্য আস্বাদন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াও থাকেন। ভগবানের নাম-গুণ-লীলাদির মাধুর্য ভগবন্মাধুর্যেরই অন্তর্ভুক্ত কেননা, তাঁহার নাম-গুণাদি তাঁহা হইতে অভিন্ন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারই স্বরূপভূত। ভগবান্ এই মাধুর্যের আস্বাদন করেন প্রেমের বিষয়রূপে, আশ্রয়রূপে নহে; কেননা, ভগবানে ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু বিষয়রূপে আস্বাদনের যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়রূপে আস্বাদনের আনন্দ কোটিগুণ অধিক (১।১৯-অনু)। আলোচ্যশ্লোকে কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎস্বরূপ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ; তাই তিনি শ্রীরাধার পূর্ণতমবিকাশময় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয় এবং পূর্ণতম প্রেমের আশ্রয়রূপে তিনি স্বীয়ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের মাধুর্য, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য, পূর্ণতমরূপেই আস্বাদন করিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের মধ্যে স্বীয় মাধুর্যের আস্বাদন-বাসনাই মুখ্যতম। এই বাসনা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী। যে-উপচারে তাঁহার এই বাসনাপূরণের আনুকূল্য হইতে পারে, সেই উপচারটীই হইবে তাঁহার প্রীতিবিধানের মুখ্য বা প্রধান উপায়। সাধক বা ভক্তগণ যদি তাঁহার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদি কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম-গুণাদির আস্বাদনে তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। এজন্যই বলা হইয়াছে —"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ যজন্তি হি সুমেধসঃ।—সুবুদ্ধিব্যক্তিগণ সংকীর্তন-প্রধান উপচারের দ্বারাই তাঁহার যজন করেন—প্রীতিবিধান করেন।"

"সংকীর্তন-প্রধান উপচার" বলিবার তাৎপর্য এই যে—তাঁহার প্রীতিবিধানের যত রকম উপচার থাকিতে পারে, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির কীর্তনই হইতেছে প্রধান উপচার; কেননা, ইহাদ্বারা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি-বাসনাত্রয়ের মুখ্যবাসনাটীর পূরণ হইতে পারে। অন্যান্য উপচার থাকিলেও নাম-গুণাদির সংকীর্তন যেন প্রধানরূপে থাকে; অন্যান্য উপচার না থাকিলেও কেবল নামরূপাদির সংকীর্তনেই তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। একটী উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। আমাদের বাঙ্গালীর খাদ্যবস্তুর মধ্যে অন্ন বা ভাত হইতেছে প্রধান। নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি থাকিলেও ভাত না থাকিলে আমরা তৃপ্তি পাই না। আবার, ক্ষুধার সময় ব্যঞ্জনাদি ব্যতীত কেবল নূন-ভাতেই আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। তদ্রূপ তাঁহার নাম-গুণাদির আস্বাদনের জন্য তাঁহার অত্যন্ত লালসা বা ক্ষুধা বলিয়া অন্য উপচার না থাকিলেও কেবল নাম-সংকীর্তনেই—ভক্তের প্রীতিরূপ লবণের সহিত মিশ্রিত সংকীর্তনরূপ ভাতেই—তিনি সমধিক আনন্দ অনুভব করেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শ্লোকের সারমর্ম

আলোচ্য শ্লোকের প্রথমার্ধে বর্তমান কলিযুগের উপাস্যস্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে —তিনি পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্, হেমগৌরাঙ্গিনী শ্রীরাধার প্রতি-গৌর অঙ্গদ্বারা, স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে আচ্ছাদিত শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ। আর শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে—সংকীর্তন-প্রধান উপচারেই তাঁহার উপাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ভক্তভাব

আলোচ্য শ্লোকের "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের একটী অর্থ দেখা গিয়াছে—কৃষ্ণকে, অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদিকে, বর্ণন করেন যিনি। এই অর্থ গ্রহণ করিলে যে বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব পাওয়া যায়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায়—বর্তমান কলির অবতার পীতবর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির বর্ণন করেন।

আবার, মহাভারতোক্ত সহস্রনামস্তোত্রের অন্তর্গত একটী নাম হইতেছে—সুবর্ণবর্ণ। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"। "হেমাঙ্গ"-শব্দে যে পীতবর্ণ-অঙ্গবিশিষ্ট স্বরূপকে বুঝায়, তাহা পূর্বেই (২।৬-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর যে এই "হেমাঙ্গ-স্বরূপ" এবং মুণ্ডকশ্রুতিপ্রোক্ত "রুক্মবর্ণস্বরূপের" অভিন্নতার কথা বলিয়াছেন, তাহাও পূর্বে (২।১০-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে।

"সুবর্ণ"-শব্দের একটী অর্থ হয়—স্বর্ণ, হেম। এই অর্থ গ্রহণ করিলে "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দের একটী অর্থ হইবে—সুবর্ণের (হেমের) ন্যায় বর্ণ যাঁহার, তিনি সুবর্ণবর্ণ। কিন্তু এই অর্থে "সুবর্ণবর্ণ" এবং "হেমাঙ্গ" একার্থক হইয়া পড়ে। একার্থক মনে করিলে "সুবর্ণ" এবং "হেমাঙ্গ" দুইটী পৃথক্ নাম হয় না; অথচ সহস্রনামস্তোত্রে এই দুইটিকে দুইটী পৃথক্ নাম ধরা হইয়াছে; পৃথক্ নাম মনে না করিলে নামসংখ্যার সহস্রসংখ্যা পূর্ণ হয় না। সুতরাং "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দের অন্তর্গত "সুবর্ণ"-শব্দটী স্বর্ণ বা হেম বুঝাইতে পারে না। ইহার অন্য অর্থ হইবে। কিন্তু কি সেই অন্য অর্থ?

এ-স্থলে "বর্ণ"-শব্দে "অক্ষর" বুঝায়; যেমন, ব্যঞ্জনবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি অক্ষর), স্বরবর্ণ (অ, আ ইত্যাদি অক্ষর), কিম্বা সংযুক্তবর্ণ (ষ্ণ, ক্ষ ইত্যাদি অক্ষর)। "সু"-অর্থ—উত্তম। "সুবর্ণ"—উত্তম অক্ষর। উত্তম অক্ষর কি? পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নামের অক্ষরদ্বয়ই উত্তম অক্ষর (কৃ, ষ্ণ)। আবার তাঁহার অনন্তনামের মধ্যে "কৃষ্ণ"-নামটীই হইতেছে মুখ্যতম; এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেও "কৃ" ও "ষ্ণ"-এই দুইটী অক্ষরের উত্তমত্ব পাওয়া যায়। সুতরাং "সুবর্ণ" বা "উত্তম অক্ষর, বা উত্তম অক্ষরদ্বয়" হইতেছে "কৃ" ও "ষ্ণ"। এইরূপে "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থ হইবে —"সুবর্ণৌ (উত্তম অক্ষরদ্বয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ-নাম) বর্ণয়তি যঃ (যিনি বর্ণন করেন), তিনি 'সুবর্ণবর্ণঃ।" যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তিনি হইতেছেন "সুবর্ণবর্ণ।" ইহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা-কৃষ্ণম্"-শ্লোকের অন্তর্গত "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দেরই অর্থ।

এইরূপে দেখা গেল, পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধে মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত একই কথা বলিয়াছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির বর্ণন বা কীর্তন করেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির কীর্তন হইতেছে ভক্তের কার্য। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ও যখন তাহা করেন, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যাইতেছে যে, এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন ভক্তভাবময়। স্বয়ংভগবান্ হইয়াও তিনি ভক্তভাবময়; ইহা তাঁহার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুর্ববর্তী অনুচ্ছেদে "স্বয়ংভগবানের পীতত্বের হেতু"-নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণমিলিত স্বরূপ—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, এই উভয়ের মিলনে একটী স্বরূপ। শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের, বা প্রেমভক্তির আশ্রয়। তাঁহার সহিত সম্মিলিত বলিয়া পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ও হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের, বা প্রেমভক্তির আশ্রয়। এজন্যই তিনি ভক্তভাবময়, তাঁহার মধ্যে পূর্ণতম ভক্তভাব।

৭। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয়-প্রধান স্বরূপ

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিষয়মাত্র, আশ্রয় নহেন। কেননা, তাঁহাতে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম নাই, থাকিতেও পারে না। তাঁহাতে অবশ্য ভক্তবিষয়ক প্রেম আছে, তিনি ভক্তবিষয়ক প্রেমেরই আশ্রয়। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যেমন অবস্থা-বিশেষে রসত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভক্তবিষয়ক প্রেমও অবস্থাবিশেষে রসত্ব প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ববিধ কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের বিষয় বলিয়া সর্ববিধ কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমরসেরও বিষয় এবং সর্ববিধ ভক্তবিষয়ক প্রেমের আশ্রয় বলিয়া সর্ববিধ ভক্তবিষয়ক-প্রেমরসেরও আশ্রয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়—সর্বরসের বিষয় ও আশ্রয়। তথাপি কিন্তু কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের এবং কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমরসের তিনি কেবল বিষয়, আশ্রয় নহেন।

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়েই আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিষয় বলিয়া এই পীতবর্ণ স্বরূপকে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিষয়ও বলা যায়। আবার শ্রীরাধা পরিপূর্ণ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয় বলিয়া এই পীতবর্ণস্বরূপ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয়ও বটেন। এইরূপে দেখা যায়, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয়—উভয়ই। ইহাই হইতেছে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে পীতবর্ণস্বরূপের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় হইলেও এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপে প্রেমের আশ্রয়ত্বেরই প্রাধান্য; কেননা, প্রেমের আশ্রয়রূপেই তিনি ব্রজলীলায় তাঁহার অপূর্ণবাসনাত্রয়ের পূরণ করেন এবং এই অপূর্ণবাসনাত্রয়ের পূরণই হইতেছে তাঁহার এই স্বরূপের প্রধান উদ্দেশ্য। লীলানুরোধে প্রেমের বিষয়ত্ব কখনও কখনও স্ফুরিত হইতে পারে; কিন্তু স্ফুরিত হইলেও তাহা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী বাসনার অনুকূল হইবে না। প্রেমের আশ্রয়ত্বই হইতেছে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী বাসনার—অপূর্ণবাসনাত্রয়ের পূরণ-বাসনার—অনুকূল; এজন্য এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপকে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয়-প্রধানস্বরূপ বলা যায়।

৮। সমগ্র আলোচনার সারমর্ম

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম হইতেছে এই:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক। মুণ্ডকশ্রুতি, মৈত্রায়ণীশ্রুতি, মহাভারত এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত পীতবর্ণ স্বয়ং-ভগবৎ-স্বরূপএক এবং অভিন্ন

মুণ্ডক-মৈত্রায়ণীশ্রুতি-কথিত "রুক্মবর্ণ (বা পীতবর্ণ) স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ" এবং মহাভারত-কথিত "হেমাঙ্গ-স্বরূপ" হইতেছেন একই এবং অভিন্ন স্বরূপ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাহা বলিয়াছেন (২।১০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আবার, শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহহ্যস্য"-শ্লোকে এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে যে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী শ্রুতিকথিত "রুক্মবর্ণ" (বা পীতবর্ণ) স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপই", অপর কেহ নহেন। কেননা, মূলপ্রমাণ শ্রুতিতে অন্য কোনও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

খ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণমিলিত স্বরূপ

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন সর্বাঙ্গে পীতবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার পীতবর্ণত্বের হেতু হইতেছেন শ্রীরাধা (৩।৫-অনুচ্ছেদে "স্বয়ংভগবানের পীতত্বের হেতু"-নামকপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। হেমগৌরাঙ্গিণী শ্রীরাধার প্রতি গৌর-অঙ্গদ্বারা শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যাম-অঙ্গ আচ্ছাদিত হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ বা পীতবর্ণ হইয়াছেন (১।২১-অনুচ্ছেদ এবং ৩।৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ের মিলনে একটী মাত্র স্বরূপ।

গ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ভক্তভাবময়

পীতবর্ণ-স্বরূপ স্বয়ংভগবান্ হইলেও তিনি ভক্তভাবময় (৩।৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ঘ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণবিষয়কপ্রেমের আশ্রয়-প্রধান স্বরূপ

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণবিষয়কপ্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় হইলেও তাঁহাতে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আশ্রয়ত্বেরই প্রাধান্য। লীলানুরোধে কখনও কখনও প্রেমের বিষয়ত্ব স্ফুরিত হইলেও আশ্রয়ত্বই হইতেছে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী বাসনার অনুকূল (৩।৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঙ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনমাত্রে দ্রষ্টার পাপপুণ্যরূপ কর্ম, এমন কি অসুরত্ব পর্যন্ত, সমূলে বিনষ্ট হয়

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনমাত্রে দ্রষ্টার পাপপুণ্যরূপ সমস্ত কর্ম, এমন কি অসুরত্বপর্যন্ত, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, মায়ার কোনও দাগ পর্যন্ত দ্রষ্টাতে থাকে না (২।৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

চ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অসুরের প্রাণ বিনাশ করেন না, অসুরত্বের বিনাশ করেন

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অসুরের প্রাণ বিনাশ করেন না। দর্শনদানদ্বারা অসুরের অসুরত্ব বিনষ্ট করেন (২।৯-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনমাত্রে দ্রষ্টার প্রেমলাভ হয়

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনমাত্রে দ্রষ্টার পাপপুণ্যরূপ সমস্ত কর্মফল সমূলে বিনষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেম লাভ করেন (২১৯-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

জ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনমাত্রে যিনি প্রেম লাভ করেন, তাঁহার দর্শনেও অপরে প্রেম লাভ করে

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনমাত্রে যিনি প্রেম লাভ করেন, সেই ভগবান্ সেই দ্রষ্টাকে প্রেমদাতৃত্বসম্বন্ধে নিজের সহিত পরমসাম্য দিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার দর্শনেও অপর লোক পাপপুণ্যরূপ সমস্ত কর্মফল সমূলে বিধৌত করিয়া প্রেম লাভ করিতে পারেন (২১৯-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঝ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ

মুণ্ডকশ্রুতি হইতে জানা যায়, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কখনও কখনও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (২১৯-ঙ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঞ। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কলিযুগেই অবতীর্ণ হয়েন

মুণ্ডকশ্রুতিতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু কোন্ যুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-শ্লোকের আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, তিনি গত কোনও কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (২১৫-অনুচ্ছেদে "পূর্ববর্তী কোনও কলিতেই অবতার"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আবার, শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে বলা হইয়াছে, তিনি বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিতে (অর্থাৎ বর্তমান কলিযুগে) অবতীর্ণ হইবেন (৩১-৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবতের এ-সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কেবল কলিযুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; অন্য কোনও যুগে তাঁহার অবতরণের কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

ট। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের হেতু

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের হেতুসম্বন্ধীয় আলোচনায় দেখা গিয়াছে—তাঁহার অবতরণের দুইটী হেতু থাকে, একটী জগৎসম্বন্ধীয়, অপরটী নিজসম্বন্ধীয়; নিজসম্বন্ধীয় হেতুটীদ্বারা জগৎসম্বন্ধীয়-হেতুর আনুকূল্য সাধিত হয় (১১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের পক্ষেও উল্লিখিত দুইটী হেতু থাকিবার সম্ভাবনা—জগৎসম্বন্ধীয় হেতু এবং নিজসম্বন্ধীয় হেতু।

জগৎসম্বন্ধীয় হেতু। মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, সাধনভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া নির্বিচারে প্রেমদানই হইতেছে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের হেতু (২১৯-চ, ছ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজসম্বন্ধীয় হেতু। পূর্ববর্তী খ-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, গৌরাঙ্গিণী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়াতেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইয়াছেন। পূর্ববর্তী ১।১৯-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী বাসনা অপূর্ণ থাকে। সেই তিনটী অপূর্ণ বাসনার পূরণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হওয়ার প্রয়োজন (১।২০-২১ অনু)। সুতরাং পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপানুবন্ধী কার্যই হইতেছে অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পূরণ। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহার এই স্বরূপানুবন্ধী কার্য থাকিবে। যতদিন তিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকিবেন, ততদিনই তিনি তাঁহার এই অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পুরণাত্মিকা-লীলার অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-হেতুসম্বন্ধীয় আলোচনায় দেখা গিয়াছে, তাঁহার অবতরণের ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের সুষ্ঠু-সিদ্ধির জন্য, নিজসম্বন্ধীয় হেতুর (অর্থাৎ ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনরূপ হেতুর) পূর্তির উদ্দেশ্যে যে রসাস্বাদিকা লীলার প্রকটন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের সুষ্ঠুসিদ্ধির জন্যও, তদ্রূপ তাঁহার নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে লীলার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সেই লীলা-প্রকটনেরও প্রয়োজন থাকিতে পারে। প্রয়োজন যে আছে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের প্রকটলীলার আলোচনাতেই তাহা দেখা যাইবে। এইরূপে দেখা যায়—অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পুরণাত্মিকা লীলার প্রকটনই হইতেছে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতারের নিজসম্বন্ধীয় হেতু। সেই অপূর্ণ বাসনাত্রয় হইতেছে—স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের মাধুর্যের আস্বাদন-বাসনা, সেই মাধুর্যের আস্বাদনে শ্রীরাধা যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, সেই আনন্দের অনুভবের বাসনা এবং শ্রীরাধার প্রেমমহিমা জানিবার বাসনা।

ঠ। যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণ

পূর্ববর্তী ঞ-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কলিযুগেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত গত দ্বাপরেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে গত ত্রেতাযুগে ঋষি করভাজন বলিয়া গিয়াছেন, বর্তমানকলিযুগে, অর্থাৎ বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে—কোনও চতুর্যুগের অন্তর্গত যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই চতুর্যুগের অন্তর্গত, অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৯। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌কে গৌরকৃষ্ণও বলা যায়

পীতবর্ণ যাহা, গৌরবর্ণও তাহাই। কলিতে যিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন, তিনি পীতবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন। এজন্য তাঁহাকে **গৌরকৃষ্ণও** বলা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের লিখন আরম্ভ—৪. ৪. ১৯৬১, শেষ—১৩. ৪. ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

বর্তমান কলিতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণ-প্রসঙ্গ

১। আলোচনার সূচনা

শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে, বর্তমান কলিতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। পূর্বেই (৩।৯-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, তাঁহাকে গৌরকৃষ্ণও বলা যায়। এক্ষণে এই গৌরকৃষ্ণের অবতরণ-প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। গৌরকৃষ্ণের অবতরণের সূচনাসম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে জীবের অবিচলা স্থিতি, মুক্তি এবং মুক্তিলাভের উপায়—এই তিনটী বিষয়সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। এ-স্থলে এই তিনটী বিষয়সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

২। জীবের অবিচলা স্থিতি

কর্মফল ভোগের জন্য মায়াবদ্ধ জীব ভোগের উপযোগী দেহ ধারণ করিয়া নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দেবতা, গন্ধর্ব প্রভৃতি নানা যোনিতে। জন্ম হইলে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। এজন্য কোনও যোনিতেই মায়াবদ্ধ জীব অবিচলভাবে নিত্য অবস্থান করিতে পারে না। মায়ার প্রভাবেই জীব কর্ম করে, মায়ার প্রভাবেই কর্মফলও ভোগ করে এবং কর্মফলভোগের জন্য নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং যতদিন মায়ার প্রভাব থাকিবে, ততদিন তাহার পক্ষে কোনও স্থানে, বা কোনও যোনিতে অবিচলা স্থিতি সম্ভব নহে। মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেই তাহা সম্ভব। মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভের নামই মুক্তি—মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি।

৩। মুক্তি

মুক্তিতে জীবের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা জানিতে হইলে মুক্তির স্বরূপ জানা দরকার। মুক্তির স্বরূপসম্বন্ধে শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ভা. ২।১০।৬॥—অন্যথারূপ পরিত্যাগপূর্বক স্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলে।"

"অন্যথারূপ"-হইতেছে—অন্যপ্রকার রূপ; জীবের স্ব-রূপ বা স্বরূপগত রূপ যাহা, তাহা হইতে অন্যপ্রকার রূপ। জীব হইতেছে স্বরূপে ভগবানের জীবশক্তির কণারূপ অংশ; এই জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা॥ ৭।৫॥"-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই তাহা অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জীব হইল স্বরূপতঃ চিদ্রূপ; জীবে চিৎ-ব্যতীত অপর কিছু নাই। অচিৎ বলিতে, যাহা চিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়, তাহাকে বুঝায়। অচিৎ হইতেছে চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু। জড়রূপা মায়াই হইতেছে অচিৎ বস্তু। চিদ্রূপ জীবের সহিত যদি অচিৎ জড়মায়ার সংযোগ হয়, তাহা হইলে এই জড়মায়াসংযুক্ত চিদ্রূপ জীবের রূপটী হইবে তাহার স্বরূপগত চিৎ-রূপ হইতে ভিন্ন প্রকারের একটী রূপ।

নানাযোনিতে ভ্রমণকালে মায়বদ্ধ জীব ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে এবং মায়ার প্রভাবে দেহেতে তাহার আত্মবুদ্ধি জন্মে—দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে। দেহ কিন্তু অচিৎ বা জড়বস্তু—মায়া। এই অচিৎ বা জড়-দেহযুক্ত জীবের যে রূপ, তাহাতে জড়রূপা মায়ার সংযোগ আছে বলিয়া তাহা হইবে জীবের স্বরূপগত চিৎ-রূপ হইতে অন্য প্রকার রূপ, অন্যথারূপ।

মহাপ্রলয়ে ভোগায়তন জড় দেহ থাকে না বলিয়া যে জীবের অন্যথারূপ থাকে না, তাহা নহে। তখন জীব থাকে সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে; কিন্তু তাহাতেও কর্মফল সূক্ষ্মরূপে বর্তমান থাকে এবং থাকে বলিয়াই সেই কর্মফল ভোগের জন্য সৃষ্টিকালে আবার জীবকে কর্মফল-ভোগোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই সূক্ষ্ম কর্মফলও মায়া—জড়। মহাপ্রলয়ে জড়রূপ এই সূক্ষ্ম কর্মের বা কর্মফলের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া তখনও জীবের রূপ হয় তাহার স্বরূপগত চিদ্রূপ হইতে ভিন্ন একটী রূপ—অন্যথারূপ। এই "অন্যথারূপ" পরিত্যাগ করিলেই, অর্থাৎ মায়ার সংস্রব হইতে সম্যক্‌রূপে মুক্ত হইলেই, জীব "স্বরূপে অবস্থিত" হইতে পারে। এইরূপ "স্বরূপে—কেবলমাত্র স্বরূপগত চিদ্রূপে—অবস্থিতিকেই" বলে মুক্তি। কিরূপে জীবের "অন্যথারূপ" দূরীভূত হইতে পারে? কিরূপে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে?

৪। মুক্তিলাভের উপায় ভক্তি

মুক্তিলাভের উপায়সম্বন্ধে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—মুক্তি হইতেছে মায়া হইতে অব্যাহতি। কিন্তু জীব নিজের শক্তিতে মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না; ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই, ভগবদ্‌ভজন করিলেই, মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ একথাই বলিয়াছেন। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা॥ ৭।১৪॥ —শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া (জীবের নিজের শক্তিতে) দুর্লঙ্ঘনীয়া। যাঁহারা আমারই শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারাই এই মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন।"

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"-বাক্যের ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে—ভগবানের শরণাপন্ন না হইলে, মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না; "মামেব"-শব্দের অন্তর্গত "এব"-শব্দের তাৎপর্যই হইতেছে এইরূপ। টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছেন—"মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তে তরন্তি, ততো মাং জানন্তীতিভাবঃ॥—মামেব-শব্দের অন্তর্গত 'এব'-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, যাঁহারা অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত আমার শরণাপন্ন হয়েন, অর্থাৎ আমার ভজন করেন, সুদুস্তরা হইলেও তাঁহারা আমার এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহার পরে আমাকে জানিতে পারেন—ইহাই হইতেছে তাৎপর্য"। স্বামিপাদ "প্রপদ্যন্তে"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ভজন্তি—ভজন করেন।"

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) শরণাপন্ন হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। ইহাদ্বারা, তিনি অনাদিকাল হইতে যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত, সে-সকল স্বরূপের যে-কোনও গুণাতীত স্বরূপের শরণাপত্তিও ধ্বনিত হইতেছে। যে-কোনও গুণাতীত ভগবৎ-স্বরূপের ভজনেই গুণাতীতত্ব—গুণময়ী মায়া হইতে অব্যাহতি—পাওয়া যাইতে পারে। ইহা স্বীকার না করিলে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি গুণাতীত ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনাই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অথচ, মুক্তিলাভের জন্য নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদির উপাসনাও শাস্ত্র-বিহিত।

যাহা হউক, এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণভজনব্যতীত যদি মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব হয়, আর মায়ার কবলে থাকিলেই যদি জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে সকলে শ্রীকৃষ্ণভজন করে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিয়াছেন,—"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ গীতা॥ ৭।১৫॥—হে অর্জুন! যাহারা দুষ্কৃতি, মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা অসুর-ভাবাপন্ন, তাহারা আমার ভজন করে না।"

গীতা-ভাষ্যকারগণ শ্লোকোক্ত শব্দগুলির যে অর্থ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে।

দুষ্কৃতি—পাপকারী (শঙ্কর, আনন্দগিরি), পাপকর্মা (রামানুজ, হনুমান), পাপশীল (শ্রীধর), দুষ্ট এবং শাস্ত্রার্থকুশল কুপণ্ডিত (বলদেব, বিশ্বনাথ), পাপের সহিত নিত্যযুক্ত (মধুসূদন), অশুদ্ধচিত্ত (নীলকণ্ঠ)।

মূঢ়—অবিবেকী (আনন্দগিরি), বিপরীত জ্ঞান—ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞানহীন বলিয়া প্রাকৃত বিষয়ে আসক্ত (রামানুজ), বিবেকশূন্য (শ্রীধর, মধুসূদন) কর্মজড়—ভগবান্‌কেও ইন্দ্রাদিবৎ কর্মাঙ্গভূত বা জীববৎ কর্মাধীন মননকারী (বলদেব), পশুতুল্য কর্মী (বিশ্বনাথ)।

নরাধম—ভগবদুন্মুখতার অযোগ্য (রামানুজ), বিপ্রাদিকুলে জন্মগ্রহণ-বশতঃ নরোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াও অসৎকাব্যার্থে আসক্তিবশতঃ পামরতা-ভাজন (বলদেব), ইহলোকে সাধুগণ কর্তৃক নিন্দিত এবং পরলোকেও অনর্থসহস্রভাজন বলিয়া নরমধ্যে অধম (মধুসূদন), কিছুকাল ভক্তিমত্তাবশতঃ নরত্বপ্রাপ্ত হইয়াও শেষকালে ফলপ্রাপ্তিতে সাধনোপযোগ নাই (অর্থাৎ সাধনে কোনও ফল হয় না) মনে করিয়া ভক্তিত্যাগী (বিশ্বনাথ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়াপহৃতজ্ঞান—ভগবদ্বিষয়ক এবং ভগবদৈশ্বর্যবিষয়ক জ্ঞানের কথা শুনিয়াও তৎসমস্তের অসম্ভাবনাপাদিনী কুটযুক্তিদ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারা মায়াপহৃতজ্ঞান (রামানুজ), যাহাদের জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাহারা (হনুমান), শাস্ত্রাচার্যদের উপদেশদ্বারা জাত জ্ঞানও মায়ার প্রভাবে যাহাদের তিরোহিত হইয়াছে, তাহারা (শ্রীধর), সাংখ্যমতাবলম্বী—শ্রুতিসহস্রপ্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞ সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বস্রষ্টা এবং মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ প্রকৃতিকেই সর্বস্রষ্ট্রী এবং মোক্ষদাত্রী বলিয়া কল্পনা করেন ; এবিষয়ে, শত শত কুটিল কুযুক্তির উদ্ভাবনকারিণী মায়াই হইতেছে হেতু (বলদেব), শরীরেন্দ্রিয়সংঘাত-তাদাত্ম্য-ভ্রান্তিরূপে পরিণতা মায়াদ্বারা (অর্থাৎ মায়াপ্রভাবজাতা দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা) যাহাদের বিবেকসামর্থ্য তিরোহিত হইয়াছে, তাহারা (মধুসূদন), শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাদি সত্ত্বেও যাহারা কৃষ্ণ-রামাদিকে মানুষমাত্র মনে করে ; মায়ার প্রভাবেই তাহাদের এতাদৃশী মনোবৃত্তি হয় বলিয়া তাহারা মায়াপহৃতজ্ঞান (বিশ্বনাথ)।

আসুরভাবাপন্ন—যাহারা হিংসা-মিথ্যাচারণাদির আশ্রিত (শঙ্কর), নির্বিশেষ-চিন্মাত্রবাদী—অসুরগণ যেমন নিখিলানন্দকর ভগবদ্বিগ্রহকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করে, তদ্রূপ পরব্রহ্ম অদৃশ্য-ইত্যাদি হেতুর অবতারণা করিয়া নির্বিশেষবাদিগণ শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের খণ্ডন করিয়া থাকেন ; মায়ার প্রভাবেই তাঁহাদের এতাদৃশী বুদ্ধি জন্মে (বলদেব), দম্ভ-দর্প-অভিমান-ক্রোধ-পারুষ্যাদি আসুরভাবের বশীভূত হইয়া যাহারা হিংসা-মিথ্যাচারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, মায়ার প্রভাবেই তাহাদের এতাদৃশী অবস্থা হয় বলিয়া তাহারা আসুরভাবাপন্ন (মধুসূদন), কুশাস্ত্রাদির আলোচনায় যাহারা মায়ার প্রভাবে কুতর্কদ্বারা বৈকুণ্ঠস্থ ভগবদ্বিগ্রহেরও খণ্ডন করে, তাহারা আসুরভাবাপন্ন (বিশ্বনাথ)।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবীসম্পৎ ও আসুরীসম্পৎ-কথনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ॥১৬।৬॥—এই জগতে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি আছে, দৈব ও আসুর।" অন্যত্র শাস্ত্র বলিয়াছেন—"বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্ বিপরীতঃ ॥—যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত (সুতরাং বিষ্ণুতে এবং বিষ্ণুভক্তে প্রীতিমান্), তাঁহারা দৈবীসৃষ্টি ; আর যাঁহারা তাহার বিপরীত (অর্থাৎ যাঁহারা বিষ্ণুর প্রতি এবং বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ), তাঁহারা আসুরী সৃষ্টি। যাহা হউক, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অসুরস্বভাব লোকদের যে বিবরণ দিয়াছেন (গীতা ॥ ১৬।৭-১৯ শ্লোকে), তাহা এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ। প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ। মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ। কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্। ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি। ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া। যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমান-মদান্বিতাঃ। যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্য-জস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥—আসুরভাববিশিষ্ট জনগণ [ধর্মে] প্রবৃত্তি ও [অধর্ম হইতে] নিবৃত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানে না; এই জন্য তাহাদের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্য নাই। সেই [আসুর প্রকৃতির] জনগণ জগৎকে অসত্য (বেদাদিপ্রামাণ্যরহিত), অপ্রতিষ্ঠ (ধর্মাধর্মব্যবস্থা-হীন), অনীশ্বর (ব্যবস্থাপক ঈশ্বরশূন্য) ও অন্যোন্যসম্ভূত (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মিথুনসম্ভূত), [অধিক] আর কি, একমাত্র কামহেতুক—বলিয়া থাকে। এইরূপ [নাস্তিক্য] বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া মলিনচিত্ত, অল্পবুদ্ধি, হিংস্রকর্মা ও অহিতকারী জনগণ জগতের ক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে। [তাহারা] দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয়পূর্বক দম্ভ, মান ও মদান্বিত এবং অশুচিব্রত (মদ্য-মাংসাদি-নিরত) হইয়া মোহবশতঃ অসদ্গ্রাহ (অর্থাৎ এই মন্ত্রের দ্বারা এই দেবতাকে আরাধনা করিয়া মহানিধি প্রাপ্ত হইব—ইত্যাদি দুরাগ্রহ) স্বীকার করিয়া [কর্মে=ক্ষুদ্রদেবতার আরাধনায়] প্রবৃত্ত হয়। [তাহারা] মরণকালপর্যন্ত অপরিমিত চিন্তাপরায়ণ থাকিয়া কামোপভোগই সর্বোত্তম ভাবিয়া এবং ইহাই একমাত্র [পরম পুরুষার্থ] এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কামক্রোধের বশবর্তী হইয়া কামভোগার্থ [চৌর্যাদি] অন্যায্য [আচরণ] দ্বারা অর্থসংগ্রহে যত্ন করিয়া থাকে। আজ আমি ইহা লাভ করিলাম, এই অভীষ্ট বস্তু [পরে] পাইব; এই ধন আছে, পুনরায় এই [ধন] হইবে, আমি এই শত্রুটাকে বধ করিয়াছি, অপর [শত্রু]-গুলিকেও [এইরূপ] বধ করিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগাধিকারী, আমি সিদ্ধ [-কাম], আমি ধনশালী, আমি সুখী, আমি ধনাদিসম্পন্ন, আমি কুলীন, আমার তুল্য অপর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব ও আমোদ (আহ্লাদ) করিব;—এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত জীবগণ (বিবিধ বিষয়ে) বিভ্রান্তচিত্ত হওয়ায় মোহজালে সমাবৃত ও বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি (কষ্টজনক) নরকে পতিত হয়। তাহারা স্বয়ংসম্মানিত, অবিনয়ী, ও ধন (সম্ভূত) মান ও গর্বদ্বারা যুক্ত হইয়া দম্ভের সহিত অবিধিপূর্বক নামেই (যাহা যজ্ঞ, কার্যতঃ নহে এইরূপ) যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হইয়া (গুণী ব্যক্তির) গুণে দোষারোপপূর্বক আত্মদেহে ও পরদেহে (চিদংশরূপে অবস্থিত) আমাকে দ্বেষ করিয়া (যজ্ঞ করিয়া) থাকে (অর্থাৎ উপবাসাদিদ্বারা আত্মক্লেশ ও পশুহিংসাদিদ্বারা পরক্লেশমাত্রই ঈদৃশ যজ্ঞের ফল)। আমি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আমার প্রতি) দ্বেষপরায়ণ, ক্রূরবুদ্ধি, অশুভকারী নরাধমদিগকে সংসারে [অতিক্রূর ব্যাঘ্রসর্পাদি] আসুর-যোনিমধ্যে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি।—ডক্‌টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহোদয়ের অনুবাদ।"

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন, যাহারা দুষ্কৃতি—পাপকর্মা, দুষ্কৃতির তারতম্যানুসারে তাহাদিগকেই চারি প্রকার বলা হইয়াছে—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান এবং আসুরভাবাপন্ন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অভিপ্রায়ও তদ্রূপই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—"যাহারা দুষ্কৃতি, তাহারাই আমার ভজন করে না। কিন্তু অর্জুন! যাঁহারা সুকৃতি, তাঁহারা আমার ভজন করেন; এতাদৃশ সুকৃতি লোকও চারি রকমের—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭।১৬॥"

সুকৃতি—পুণ্যকর্মা (শঙ্কর, রামানুজ), পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃতপুণ্য (শ্রীধর, মধুসূদন), সুপণ্ডিত এবং স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্মদ্বারা একান্তভাবে ভগবদ্‌ভজনকারী (বলদেব), বর্ণাশ্রমাচার-লক্ষণ-ধর্মরত (বিশ্বনাথ)।

আর্ত—তস্কর-ব্যাঘ্র-রোগাদিদ্বারা অভিভূতঃ (শঙ্কর, শ্রীধর), শত্রু-ক্লেশাদিরূপ আপদ্‌গ্রস্ত (বলদেব, মধুসূদন), রোগাদি-আপদ্‌গ্রস্ত (বিশ্বনাথ), পীড়িত (নীলকণ্ঠ), প্রতিষ্ঠাহীন, নষ্টৈশ্চর্যপ্রাপ্তিকাম (রামনুজ)।

জিজ্ঞাসু—ভগবতত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু (শঙ্কর), আত্মজ্ঞানেচ্ছু (শ্রীধর), আত্মজ্ঞনার্থী মুমুক্ষু (মধুসূদন, নীলকণ্ঠ), আত্মজ্ঞানার্থী অথবা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞানার্থী (বিশ্বনাথ), বিবিক্তাত্ম-স্বরূপজ্ঞানেচ্ছু (বলদেব)।

অর্থার্থী—ধনকাম (শঙ্কর, হনুমান, নীলকণ্ঠ), ইহকালে এবং পরকালে ভোগসাধনভূত অর্থকামী (শ্রীধর), রাজ্যাদি-সম্পদিচ্ছু (বলদেব), ইহকালের বা পরকালের ভোগোপকরণ-লিপ্সু (মধুসূদন), ক্ষিতি-গজ-তুরগ-কামিনী-কনকাদি ঐহিক ও পারত্রিক ভোগার্থী (বিশ্বনাথ)।

জ্ঞানী—বিষ্ণুর তত্ত্ববিদ্ (শঙ্কর), মুমুক্ষু (আনন্দগিরি), একমাত্র ভগবান্‌ই পরমপ্রাপ্য-মননকারী (রামানুজ), আত্মবিৎ (হনুমান, শ্রীধর), পরমাত্মা ভগবান্‌কে যিনি জানিয়াছেন, তিনি (বলদেব), বিশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠানকারী (বিশ্বনাথ)।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন—আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী এই তিন হইতেছেন সকাম গৃহস্থ; আর জ্ঞানী হইতেছেন বিশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী, ইনি নিষ্কাম। ইঁহারা সকলেই হইতেছেন প্রধানীভূত-ভক্ত্যধিকারী। তন্মধ্যে প্রথম তিন জনে, অর্থাৎ আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থীতে, কর্মমিশ্রাভক্তি; চতুর্থে, অর্থাৎ জ্ঞানীতে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। পরবর্তী "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য"-ইত্যাদি ৮।১২-গীতা-শ্লোকে যোগমিশ্রাভক্তির কথাও বলা হইবে। যাহা জ্ঞানকর্মাদির সহিত মিশ্রণহীনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবলাভক্তি, তাহার কথা উল্লিখিত (৭।১৬)-শ্লোকে বলা হয় নাই, সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ ॥ ৭।১ ॥"-শ্লোকে বলা হইয়াছে। পুনরায় অষ্টম অধ্যায়ে "অনন্যচেতাঃ সততম্ ॥ ৮।১৪ ॥"-শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ে "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ॥ ৯।১৩॥" শ্লোকে এবং "অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ ॥ ৯।২২ ॥"-শ্লোকেও কেবলাভক্তির কথা বলা হইয়াছে। গীতার মধ্যবর্তী ছয় অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রধানীভূতা এবং কেবলা—এই দ্বিবিধা ভক্তির নিরূপণ করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকারের ভক্তি হইতেছে গুণীভূতা ভক্তি; কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদের ভক্তি হইতেছে গুণীভূতা ভক্তি। গুণীভূতা ভক্তিদ্বারাই কর্মী-প্রভৃতি স্ব স্ব অভীষ্ট ফল পাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে সকামকর্মের ফল স্বর্গ, নিষ্কামকর্মের ফল জ্ঞান-যোগ। জ্ঞান ও যোগের ফল নির্বাণমোক্ষ। গুণীভূতা ভক্তিতে ভক্তির প্রাধান্য নাই বলিয়া ভক্তিত্ব-ব্যপদেশও নাই; তাহাতে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগেরই প্রাধান্য; এজন্য কর্মাদি-মার্গাবলম্বীকে কর্মী, জ্ঞানী, যোগীই বলা হয়, ভক্ত বলা হয় না। আর, প্রধানীভূতা ভক্তি (যাহাতে ভক্তিরই প্রাধান্য, তাহার) মধ্যে আর্তাদি ত্রিবিধ ভক্তের ভক্তি হইতেছে কর্মমিশ্রা, তাহার ফল তত্তৎ-কামপ্রাপ্তি; তাঁহারা সকাম ভক্ত। স্বর্গাদি ফল কিন্তু অনিত্য। এই তিন রকমের ভক্ত পরে যদি ইহকালের কি পরকালের স্বর্গাদির সুখভোগের কামনা ত্যাগ করিয়া ভক্তির সহিত ভজন করেন, তাহা হইলে সুখৈশ্বর্যপ্রধান সালোক্যমোক্ষও পাইতে পারেন। উৎকৃষ্টা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল হইতেছে সনকাদির ন্যায় শান্তিরতি (তাৎপর্য এই। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী সাধক জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। কোনও ভাগ্যে যদি তাঁহার চিত্ত ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যের কামনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভগবদ্-ভজন করেন। তখন তিনি সনকাদির ন্যায় শান্তিরতি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপার্ষদত্ব লাভ করিতে পারেন)।

আলোচ্য শ্লোকে চারি প্রকারের সুকৃতি লোকের কৃষ্ণভজনের কথা বলা হইয়াছে—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীকে সকাম এবং জ্ঞানীকে নিষ্কাম বলিয়াছেন। নিষ্কাম জ্ঞানীকেও তিনি সাযুজ্যমোক্ষকামী বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আর্ত ও অর্থার্থীকে সকাম এবং জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীকে মোক্ষকাম বলিয়াছেন (চৈ. চ. ২।২৪।৬৭)। আর্ত ও অর্থার্থীর যে অর্থ গীতা-ভাষ্যকারগণ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের সকামত্ব জানা যায়।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন, "চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্"-ইত্যাদি শ্লোকে কেবলা-ভক্তির কথা বলা হয় নাই। কেবলাভক্তি হইতেছে ব্রজপ্রেম – স্বসুখ-বাসনাশূন্যা, ঐশ্বর্যজ্ঞান-শূন্যা, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা-বাসনা-মূলা ভক্তি। এই কেবলাভক্তি প্রধানীভূতা ভক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠা। যে-ভক্তিতে ভক্তির প্রাধান্য থাকে, তাহাই প্রধানীভূতা ভক্তি; ভক্তির প্রাধান্য থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেই বুঝা যায়, ইহাতে ভক্তিবাসনা ব্যতীত অন্য কিছুও আছে, তবে ভক্তিরই প্রাধান্য। কেবলাভক্তিতে কিন্তু ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এতাদৃশী কেবলাভক্তি বা ব্রজপ্রেমের কথা আলোচ্য শ্লোকে বলা হয় নাই।

আর্ত এবং অর্থার্থী সকাম ভক্ত সাধুসঙ্গাদির প্রভাবে যদি স্ব-স্ব-ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও মায়াকবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; এজন্যই মুক্তি-প্রসঙ্গে তাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার টীকায় এ-কথাই বলিয়াছেন।

একমাত্র স্বরূপ-শক্তিই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে

মুক্তি হইতেছে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি। মায়া অপসারিত হইলেই মুক্তি। স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ভা. ১।১।১॥—যিনি স্বীয় তেজের বা স্বরূপশক্তির দ্বারা কুহক বা মায়াকে সর্বকালের জন্য দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন, সেই পরমসত্যের ধ্যান করি।" "স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্ত-মায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥ ভা. ১০।৩৭।২২॥—যিনি স্বীয় তেজের বা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা মায়ার গুণপ্রবাহকে (মায়া এবং মায়ার কার্যকে) নিত্য-নিবৃত্ত করিতেছেন, সেই নিরতিশয় ঐশ্বর্যময় ভগবানের শরণাপন্ন হই।" "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ ভা. ১।৭।২৩॥—হে ভগবন্! স্বীয় চিচ্ছক্তি (অর্থাৎ স্বরূপশক্তি) দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া তুমি কৈবল্যস্বরূপ স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত।"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে স্বরূপ-শক্তি দ্বারা মায়ার অভিভবের কথা জানা যায়।

গায়ত্রী হইতেও তাহা জানা যায়। "ভর্গো দেবস্য ধীমহি—সেই পরমদেবতার ভর্গের (তেজের) ধ্যান করি।" গায়ত্রীর অর্থে শ্রীপাদ সায়নাচার্য "ভর্গঃ"-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন —"ভর্গঃ অবিদ্যাতৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ।" ভ্রস্‌জ্-ধাতু হইতে ভর্গঃ-শব্দ নিষ্পন্ন। ভস্‌জ্ + অসুন্ = ভর্গস্। ভ্রস্‌জ্-ধাতুর অর্থ—ভাজা, যেমন ধান ভাজা, ডাইল ভাজা। ভর্গঃ-শব্দের অর্থ তেজঃ বা শক্তি। কিন্তু ব্রহ্মের কোন্ শক্তির ধ্যানের কথা গায়ত্রীতে বলা হইয়াছে? শ্রীপাদ সায়নাচার্যের ভাষ্যে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। যেই তেজঃ বা শক্তি ভাজিয়া দিতে পারে, সেই তেজের বা শক্তির ধ্যান করি। কাহাকে ভাজিবে? অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্যকে ভাজিয়া দিবে। "অবিদ্যা-তৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ।" ধানকে আগুনের উপরে খোলায় ভাজিয়া ফেলিলে যেমন সেই ধানের আর অঙ্কুরোদ্‌গম হইতে পারে না, তদ্রূপ যেই তেজঃ বা শক্তির প্রভাবে অবিদ্যার এবং অবিদ্যা-কার্যের ফল প্রসব করার ক্ষমতা সম্যক্‌রূপে নষ্ট হইয়া যায়, সেই তেজঃ বা শক্তির ধ্যান করি। ইহা কোন্ শক্তি? পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের তিনটী শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। যে-শক্তির ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা মায়াশক্তি হইতে পারে না ; কেননা, মায়াকে ভাজিয়া দেওয়ার উপযোগিনী শক্তির ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। মায়া নিজেকে নিজে নষ্ট করিতে পারে না ; আগুনের দাহিকাশক্তি আগুনকে পুড়াইয়া নষ্ট করিতে পারে না। ইহা জীবশক্তিও নহে ; যেহেতু, জীবশক্তির অংশ জীবাত্মাকে মায়া কবলিত করিতে পারে ; সুতরাং জীবশক্তির পক্ষে মায়াকে নষ্ট করা সম্ভব নহে ; জীবের পক্ষে মায়া যে দুর্লঙ্ঘনীয়া, গীতায় তাহা পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া॥ গীতা॥ ৭।১৪॥" আর বাকী থাকে চিচ্ছক্তি। এই চিচ্ছক্তির ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। যে-শক্তি মায়াকে ভাজিয়া দিতে পারে, তাহা হইতেছে চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি ভগবানের স্বরূপে নিত্য অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে বলিয়া, ভগবানের স্বরূপভূতা বলিয়া, তাহাকেই স্বরূপশক্তি বলা হয়। আলোচ্য ভর্গঃ-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সায়নও বলিয়াছেন—"ভর্গঃ অবিদ্যা-তৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ॥" ইহা হইতে জানা গেল, যে তেজঃ অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যার কার্যকে ভাজিয়া দিতে পারে, তাহা হইতেছে পরব্রহ্মাত্মক তেজঃ—পরব্রহ্মের স্বরূপভূত তেজঃ, স্বরূপভূতা শক্তি, অর্থাৎ চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, একমাত্র চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে। এই স্বরূপশক্তিই সাধকের চিত্তে ভক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া মায়াকে এবং মায়ার কার্যকে অপসারিত করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলেই তাঁহার কৃপায় ভক্তিরূপে চিত্তে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। এ-জন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪॥"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণভজনের ফলে চিত্তে ভক্তির (বা ভক্তিরূপে স্বরূপশক্তির) আবির্ভাব হইলেই মায়া অপসারিত হইতে পারে, জীব মোক্ষ লাভ করিতে পারে।

মোক্ষ পাঁচ রকমের—সাযুজ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য এবং সামীপ্য। "জ্ঞানী"-শব্দে সাযুজ্যমুক্তিকামী জ্ঞানমার্গের সাধকের কথা বলা হইয়াছে ; ভক্তির সাহচর্যব্যতীত জ্ঞানীও সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে পারেন না—ইহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল।

আর, অপর যাঁহারা ভক্তির সহায়তায় মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপার্ষদত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে যখন কেবলাভক্তি বা ব্রজপ্রেমের কথা বলা হয় নাই, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, কেবলাভক্তির ফলে যাঁহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করেন, তাঁহারা এই শ্লোকের অভিপ্রেত নহেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"-বাক্যে প্রস্তাবিত বিষয়ও হইতেছে কেবল মায়ানির্মুক্তি। সাযুজ্যমুক্তিতেও মায়ানির্মুক্তি হয়, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিতেও মায়ানির্মুক্তি হয়।

গুণীভূতা ভক্তিব্যতীত অন্য দুই রকমের ভক্তি আছে—বৈধীভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥" "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥", "তস্মাদ্ ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতর্তব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ ভা. ২।১।১৫॥" "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ চৈ. চ. ২।২২।১৯॥"-এ-সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়, বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীকৃষ্ণভজনব্যতীত কেহ জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারে না, মুক্তি লাভ করিতে পারে না। মুক্তিলাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে হইবে—ইহাই হইতেছে শাস্ত্রের বিধি। কেবলমাত্র এই শাস্ত্র-বিধির অনুসরণেই যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, প্রাণের টানে নহে, শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য লুব্ধ হইয়া নহে, তাঁহাদের ভজনকে বলে বিধিমার্গের ভজন, বা বৈধীভক্তি। আর, মুক্তির আকাংক্ষায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য লোভবশতঃ যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের ভজনকে বলে রাগানুগার ভজন। বিধিমার্গের ভজনে ভগবৎ-সম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে—"তিনিই মুক্তিদাতা"। এই ভাবই ঐশ্বর্যজ্ঞানের দ্যোতক।

"ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধিভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধা মুক্তি পাঞা। সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥ চৈ. চ. ১।৩।১৫-১৬॥" এইরূপে দেখা যায়, বিধিমার্গের ভজনেও সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যায়। সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি, কিম্বা সাযুজ্যমুক্তি লাভের জন্য রাগানুগার ভজনে লভ্যা কেবলাভক্তির বা ব্রজপ্রেমের প্রয়োজন হয় না।

ক। মুক্তিতে জীবের অবিচলা স্থিতি

সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীব সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে ব্রহ্মে প্রবেশ করেন; তখন সেই জীব "অন্যথা রূপ" পরিত্যাগ করিয়া "স্বীয় স্বরূপেই" থাকেন। আর, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিতে জীব বৈকুণ্ঠে পার্ষদদেহ লাভ করেন। পার্ষদদেহও চিন্ময়, মায়িক পঞ্চভূতাত্মক নহে; সুতরাং সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত জীবেরও তাঁহার স্বরূপভূতচিৎ-এর বিরোধী অচিৎ বা জড় মায়ার সহিত কোনও সংশ্রব থাকে না বলিয়া তিনিও "অন্যথা রূপ" পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপেই, স্থিতি লাভ করেন।

মুক্তিলাভে যে স্থিতি লাভ হয়, তাহা অবিচলা। মুক্তিপ্রাপ্ত জীব সর্বদা মুক্ত-অবস্থাতেই থাকেন, তাঁহার আর পুনর্জন্মাদি হয় না; সুতরাং তাঁহার স্থিতি—নিত্যা, অবিচলা।

খ। মুক্তিলাভের জন্য কেবলাভক্তি বা প্রেমভক্তির প্রয়োজন হয় না

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই অবিচলা স্থিতি লাভের জন্য কেবলাভক্তি বা প্রেমভক্তির প্রয়োজন হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের, বা গৌরকৃষ্ণের অবতরণের সূচনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

৫। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের বা গৌরকৃষ্ণের অবতরণের সূচনা (১)

জগৎ-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য

ক। প্রকট ব্রজলীলার অন্তর্ধান

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের সূচনা-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—ব্রহ্মার বর্তমান দিবসের অন্তর্গত "বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারিরস। চারিভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥ দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তাগণ লয়্যা। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান। অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান॥ চৈ. চ. ১।৩।৭-১১॥"

খ। অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণের অনুমান

গত দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরবর্গের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভাবের লীলায় প্রেমাবিষ্ট হইয়া যথেচ্ছ বিহার করিয়া অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্তর্ধানের পরে স্বীয় অপ্রকটধামে বসিয়া তিনি মনে মনে অনুমান —বিবেচনা—করিতেছেন।

তিনি মনে মনে কি বিবেচনা করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথাতেই কবিরাজগোস্বামী তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা, "চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা॥ সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥ যুগধর্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারি-ভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত সিদ্ধান্ত গীতাভাগবতে গায়॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥ চৈ. চ. ১।৩।১২-২১॥"

অপ্রকটধামে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিতেছেন—"বহুকাল যাবৎ প্রেমভক্তি বিতরণ করি নাই। অথচ, ভক্তি (প্রেমভক্তি) ব্যতীত জগতের বা জগদ্বাসী জীবের অবস্থানও নাই। জগতের জীবগণের মধ্যে যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহারা বিধিমার্গেই আমার ভজন করেন; কিন্তু বিধিমার্গের ভজনে ব্রজভাব (ব্রজপ্রেম) পাওয়া যায় না—সালোক্য, সারূপ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্ষ্টি ও সামীপ্য—এই চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যায়। বিধিমার্গের সাধকেরা সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারেন ; কিন্তু ব্রজপ্রেম পায়েন না বলিয়া ব্রজে গমন করিতে পারেন না। বিধিমার্গে ভজনকারীদিগের মধ্যে আমার ঐশ্বর্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রেম—মদ্‌বিষয়া প্রীতি—শিথিল হইয়া যায় ; ঐশ্বর্যদ্বারা শিথিলীকৃত এই প্রেমে আমি প্রীতিলাভ করি না। আমি আবার অবতীর্ণ হইব, অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম-নামসংকীর্তন প্রবর্তিত করিব এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি রকমের ভাবভক্তি (অর্থাৎ প্রেমভক্তি) দিয়া জগদ্‌বাসী লোকদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া নৃত্য করাইব। আর, আমিও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিব এবং নিজে আচরণ করিয়া ব্রজপ্রেম-লাভের অনুরূপ সাধন-ভক্তির আদর্শ স্থাপন করিব, যাহাতে সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া লোক প্রেমভক্তি-লাভের সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা না দিলে কেবল উপদেশে বিশেষ কাজ হয় না। আমার অংশ যে যুগাবতার, তিনি অবতীর্ণ হইলেও যুগধর্ম প্রবর্তন করিতে পারেন ; কিন্তু তিনি তো ব্রজপ্রেম দিতে পারিবেন না ; স্বয়ং আমি ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। সকলকে ব্রজপ্রেম দান করাই আমার অভীষ্ট ; সুতরাং আমাকেই অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাই আমার নিজের ভক্তগণকে (অর্থাৎ নিত্যপার্ষদবর্গকে) সঙ্গে করিয়া আমি নিজেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব এবং নানাবিধ লীলা করিব।”

গ। শ্রীকৃষ্ণের অনুমানসম্বন্ধে আলোচনা

ব্রজলীলার অন্তর্ধানের পরে অপ্রকটধামে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে যে অনুমান বা ভাবনা করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

সর্বপ্রথমে তিনি ভাবিলেন—“চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।” “কোনও সময়েই প্রেমভক্তি দান করি নাই”—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় নহে ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে “কোন কালে নাহি করি প্রেমভক্তি দান”—এ কথাই তিনি বলিতেন। তাহা না বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—“চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।”

(১) চিরকাল-শব্দের তাৎপর্য

শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে “চিরকাল”-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে “চিরকালম্—সুদীর্ঘকালঃ।” চিরকাল-শব্দের অর্থ হইতেছে—সুদীর্ঘকাল, বহুকাল। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় হইতেছে এই—“সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রেমভক্তি দান করি নাই।” ইহা হইতে বুঝা যায়, পূর্বে কোনও সময়ে তিনি প্রেমভক্তি দান করিয়াছিলেন ; তাহার পর সুদীর্ঘকাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আর প্রেমভক্তি দেওয়া হয় নাই।

সুদীর্ঘকালপূর্বে কখন প্রেমভক্তি দিয়াছিলেন ?

মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যের আলোচনায় জানা গিয়াছে, নির্বিচারে প্রেমদানের জন্যই রুক্মবর্ণ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (২।৯-ছ-অনু)। শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-শ্লোকে গর্গাচার্য বলিয়া গিয়াছেন, গত দ্বাপরের পূর্ববর্তী কোনও কলিতেও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (২।৫-ক-অনু)। পূর্ববর্তী ৩।৫-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রহ্লাদবাক্য হইতে ইহাও জানা যায়, প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ অভবঃ—কলিতে তুমি ছন্ন বা আচ্ছাদিতরূপে (অর্থাৎ পীতবর্ণে স্বীয় বর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া) অবতীর্ণ হইয়াছিলে।" "অভবঃ"-শব্দটী হইতেছে অতীতকালীয় ক্রিয়াপদ। প্রহ্লাদের এই উক্তি হইতে জানা যায়, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ পূর্ব পূর্ব কলিতেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্যামকৃষ্ণের ন্যায় গৌরকৃষ্ণ বা পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ও ব্রহ্মার এক দিনে একবার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (১৪।১-অনু দ্রষ্টব্য)। মুণ্ডকশ্রুতি হইতে যখন জানা যায়—প্রেমবিতরণের উদ্দেশ্যেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখন ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মার গত দিবসেও তিনি প্রেমবিতরণের জন্য একবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার এক দিবাভাগের মধ্যে থাকে নরমানের চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর (১।১৪-অনু)। এইরূপে, বহু কোটি বৎসর পূর্বে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শেষবার অবতীর্ণ হইয়া প্রেমদান করিয়াছিলেন; তৎপরবর্তী এই সুদীর্ঘকাল আর প্রেম বিতরণ করা হয় নাই। এজন্যই বলা হইয়াছে—"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।"

প্রশ্ন হইতে পারে—"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান"—ইহা তো পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উক্তি নহে; ইহা হইতেছে ব্রজবিহারী শ্যামকৃষ্ণের উক্তি। এই উক্তিটীকে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উক্তি বলিয়া বলা হইতেছে কেন?

উত্তরে নিবেদন এই। পরবর্তী "আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।"-বাক্য হইতে জানা যায়—ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্যামকৃষ্ণে ভক্তভাব নাই, পীতবর্ণ কৃষ্ণেই ভক্তভাব থাকে (৩।৬-অনু)। ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্যামকৃষ্ণ পীতবর্ণে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্পই করিয়াছেন এবং আটশত চৌষট্টি কোটি বৎসর পূর্বে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াই তিনি প্রেমদান করিয়াছিলেন।[১]

(২) ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান

ভক্তি-শব্দের তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান।" ইহাতে বুঝা যায়, পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে, "ভক্তিবিনা"-শব্দের অন্তর্গত "ভক্তি"-শব্দে পয়ারের প্রথমার্ধে কথিত "প্রেমভক্তিকেই" লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরবর্তী "চারি-ভাবভক্তি দিয়া

১ ব্রহ্মার দিবাভাগ চারি শত বত্রিশ কোটি বৎসর, তাহার পরে রাত্রিও চারি শত বত্রিশ কোটি বৎসর। এই আট শত চৌষট্টি কোটি বৎসর পরে আবার দিবা আরম্ভ এবং তখনই আবার স্বয়ংভগবানের অবতার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাচাইমু ভুবন”-বাক্য হইতেও তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়—চারি ভাবের ভক্তি হইতেছে—দাস্যপ্রেমভক্তি, সখ্যপ্রেমভক্তি, বাৎসল্যপ্রেমভক্তি এবং কান্তাপ্রেমভক্তি। উক্ত পয়ারে “জগতের” শব্দে “জগদ্‌বাসী জীবের” বুঝায়।

অবস্থান-শব্দের তাৎপর্য

বলা হইয়াছে—“ভক্তিবিনা (অর্থাৎ প্রেমভক্তিবিনা) জগতের নাহি অবস্থান।” ইহাতে বুঝা যায়—কেবলমাত্র প্রেমভক্তিতেই জীবের “অবস্থান” সম্ভব, অন্য কিছুতেই নহে। এই অবস্থান-শব্দের তাৎপর্য কি ?

পূর্ববর্তী ৪।৪-ক-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, পঞ্চবিধা মুক্তিতেও জীবের “অচলা স্থিতি” লাভ হইতে পারে এবং এইরূপ মুক্তিজনিতা “অচলা স্থিতি”-লাভের জন্য প্রেমভক্তির প্রয়োজন হয় না (৪।৪-খ-অনু)। অথচ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের “অবস্থান” লাভ হইতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—“অবস্থান”-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতে চাহেন, তাহা মুক্তিজাতা অচলা স্থিতিমাত্র নহে ; তাহা অপেক্ষা কোনও এক বিশেষ অবস্থার কথাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত।

পরবর্তী কতিপয় পয়ারেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ব্রজভাব বা ব্রজপ্রেম (অর্থাৎ প্রেম-ভক্তিই) তাঁহার অভিপ্রেত। বিধিমার্গের ভজনে যে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করা যায়, তাহা এ-স্থলে তাঁহার অভিপ্রেত নহে ; কেননা, বিধিমার্গের ভজনে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইতে পারে ; বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া প্রেম শিথিল হইয়া যায় ; এতাদৃশ শিথিলীকৃত প্রেমে তিনি প্রীতি লাভ করেন না। সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিলেও জীবের “অচলা স্থিতি”-লাভই হয় ; কিন্তু তাহাতে তিনি প্রীতি লাভ করেন না বলিয়া তাদৃশী অচলা-স্থিতিও যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। তাঁহার অভিপ্রেত হইতেছে “জীবের অবস্থান” এবং ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি চতুর্বিধা প্রেমভক্তিতেই সেই “অবস্থান” লাভ হইতে পারে, অন্য কিছুতে নহে।

ইহাতে বুঝা যায়—ব্রজপরিকরত্ব লাভ করিতে পারিলে জীবের যে স্থিতি লাভ হয়, তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ “অবস্থান” বলিয়াছেন। একথা বলার হেতু এই।

পূর্ববর্তী ১।১৭-ক-(১) অনুচ্ছেদে শ্রুতিবাক্যের প্রমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়া পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। এজন্য বৃহদারণ্যকশ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।” প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্যই হইতেছে—কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা ; জীবের একমাত্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া—ভুক্তি-মুক্তি-আদি চাওয়া—প্রিয়ত্বের বিরোধী। ১।১৭-ক-(১) অনুচ্ছেদে ইহাও বলা হইয়াছে যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা অপরিহার্যরূপে আবশ্যক। এই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম বা প্রেমভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধই হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের বাস্তব স্বরূপগত ধর্ম। প্রেমভক্তিব্যতীত তাদৃশী শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্ভব নহে বলিয়া প্রেমভক্তি ব্যতীত জীব কখনও তাহার স্বরূপগত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এতাদৃশ স্বরূপগত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে জীব যে স্থিতি লাভ করিতে পারে, তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ "জীবের অবস্থান" বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে অবস্থিতিই হইতেছে "জীবের অবস্থান"। প্রেমভক্তি ব্যতীত এইরূপ অবস্থান লাভ হইতে পারে না। "ভক্তি (প্রেমভক্তি) বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

এতাদৃশ "অবস্থান" লাভ করিতে পারিলে জীবের "অচলা স্থিতিও" লাভ হয়; কিন্তু তাহা আনুষঙ্গিক। আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিতে মায়া এবং মায়াজনিত সমস্ত ভয় আপনা-আপনি আনুষঙ্গিক ভাবেই দূরীভূত হইয়া যায়, সূর্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়। এ-কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি॥ তৈত্তরীয় শ্রুতি॥ ব্রহ্মবল্লী॥ ৪॥"

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহারা কখনও মুক্তি চাহেন না; কেননা, প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিজের জন্য মুক্তি প্রার্থনা করা প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের প্রতিকূল। যাঁহারা সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা স্বরূপানুবন্ধী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন না। এ-জন্য, পঞ্চবিধা মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা যে "অচলা স্থিতি" লাভ করেন, সেই "অচলা স্থিতি" শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে, প্রেমভক্তির ফলে যে "অবস্থান" লাভ হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত।

প্রিয়ত্ব-বস্তুটীই পারস্পরিক। শ্রীকৃষ্ণ যেমন জীবের প্রিয়, জীবও তেমনি তাঁহার প্রিয়। সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকেই ভুলিয়া রহিয়াছে, তাঁহার সহিত স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধের কথাও ভুলিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তিনি তো ভুলিতে জানেন না; তিনি যে সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ। তাঁহার প্রিয় জীব, তাহার একমাত্র প্রিয় তাঁহাকে ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে; তিনি প্রিয় বলিয়াই তাঁহার প্রিয় জীবকে জীবের স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে স্থাপন করার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা। তাই জীবকে প্রেমভক্তি দানের জন্য তাঁহার ইচ্ছা।

(৩) বিধিভক্তি-সম্বন্ধে

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন—"যাঁহারা ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করেন, তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে 'অচলা স্থিতি' লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহাদের মমতাবুদ্ধিময়ী প্রীতি তো নাই। আমার সহিত তাঁহাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ, তাহাও তাঁহারা জানেন না। সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাও তাঁহারা করেন না। তাঁহারা আমার নিকটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁদের জন্য কেবল মুক্তিই চাহেন। আমার প্রিয় বলিয়া আমিও তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রার্থিত মুক্তি দিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটাইয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে আমি প্রীতি লাভ করি না। আমার সহিত স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন না, অথচ যাঁহাদিগকে স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে স্থাপন করার নিমিত্ত আমারও স্বাভাবিকী বাসনা, তাঁহারা যদি তাহা না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মনোগতভাবে আমি কিরূপেই বা প্রীতি লাভ করিতে পারি ?"

(৪) প্রেমদানের জন্য আগ্রহ

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্‌বাসী জীবগণকে প্রেমদানের নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আগ্রহ। এ-জন্য যুগাবতারের অবতরণ তাঁহার অভিপ্রেত নহে ; কেননা, যুগাবতার অবতীর্ণ হইলে যুগধর্ম প্রচার করিবেন; তিনি প্রেম দিতে পারিবেন না ; যেহেতু, স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। এ-জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমি বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥" তিনি আরও বলিয়াছেন—"চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।" অর্থাৎ তিনি সঙ্কল্প করিলেন—ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি রকমের প্রেমভক্তি দান করিয়া জগদ্‌বাসী লোকদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন। এ সমস্ত হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—জীবদিগকে ব্রজপ্রেম দেওয়ার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আগ্রহ এবং এই আগ্রহের বশবর্তী হইয়াই তিনি অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

(৫) বর্তমান কলিযুগে অবতরণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।" নাম-সংকীর্তন হইতেছে কলিযুগের যুগধর্ম। সুতরাং তিনি যে কলিযুগেই অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু কোন্ কলিযুগে ? গত দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ হইয়া তিনি লীলার অন্তর্ধান করিয়াছেন। পূর্বে (১।১৫-গ-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাঁহার অন্তর্ধানের সময় হইতেই বর্তমান কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে জানা যায়—অপ্রকট ধামে থাকিয়া তিনি যে প্রেম-বিতরণার্থ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও কলিযুগের প্রথম ভাগেই। সুতরাং তিনি যে বর্তমান কলিযুগেই অবতরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোক হইতেও তাহা জানা যায়।

(৬) কোন্ রূপে অবতরণের সঙ্কল্প ?

শ্যামকৃষ্ণ-রূপে, না কি অন্য কোনও রূপে অবতরণের সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায়। যুগাবতার-রূপে যে তিনি অবতীর্ণ হইবেন না, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। যুগাবতার ব্রজপ্রেম দিতে পারিবেন না ; ব্রজপ্রেম দানের জন্যই তাঁহার প্রবল আগ্রহ ; সুতরাং স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ-রূপেই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু শ্যামকৃষ্ণও স্বয়ংভগবৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ এবং পীতবর্ণ কৃষ্ণও স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ। এই দুই রূপের কোন্ রূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন? তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন—"আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।" শ্যামকৃষ্ণ-স্বরূপে ভক্তভাব নাই, শ্যামকৃষ্ণস্বরূপ নির্বিচারে প্রেমদানও করেন না; পীতবর্ণ-কৃষ্ণস্বরূপেই ভক্তভাব আছে, পীতবর্ণ-কৃষ্ণ-স্বরূপই নির্বিচারে প্রেমদান করিয়া থাকেন (২।৯ ছ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যে-স্থলে প্রেমদানের জন্য প্রবল আগ্রহ, সে-স্থলে প্রেমলাভের যোগ্যতাবিচারের অবকাশ থাকিতে পারে না। নির্বিচারে প্রেমদানের জন্য প্রবল আগ্রহবশতঃই তিনি "ভক্তভাব অঙ্গীকারের" সঙ্কল্প করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহার যে স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপে ভক্তভাব বিদ্যমান, সেই স্বরূপে (অর্থাৎ রুক্মবর্ণ বা পীতবর্ণ স্বরূপে) অবতরণের সঙ্কল্পই তিনি করিয়াছেন। পরবর্তী (৭) অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

"আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে"—এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায়—ইহার পূর্বে তিনি আর কখনও "ভক্তভাব অঙ্গীকার" করিয়া—অর্থাৎ ভক্তভাবাপন্ন পীত-বর্ণ-স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপরূপে—অবতীর্ণ হয়েন নাই। কিন্তু পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবৎস্বরূপ-রূপে তিনি যে পূর্ব পূর্ব কলিতেও বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [৪।৫-গ(১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। সুতরাং উল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। "আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে"-বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে—"আমার যে স্বরূপে নিত্যই ভক্তভাব বিদ্যমান, সেই পীতবর্ণ-স্বয়ং-ভগবৎ-স্বরূপ-রূপেই আমি অবতীর্ণ হইব।"

বাস্তব ব্যাপারটী এইরূপ বলিয়া মনে হয়। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরে অবতরণের জগদ্‌বিষয়ক উদ্দেশ্য ছিল রাগমার্গের ভক্তির প্রবর্তন। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি রাগমার্গে ভজনের পদ্ধতির উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তিনি যেন সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; কেননা, তিনি নিজে আচরণ করিয়া সেই পদ্ধতির আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন নাই। তখন তাঁহাতে ভক্তভাব ছিল না বলিয়াই তিনি ভজনের আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে অন্তর্ধানের পরে তিনি বিবেচনা করিলেন—ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি নিজে আচরণ করিয়া ভজনের আদর্শ স্থাপন করিবেন। ইহাও জীবের প্রতি পরমকরুণ ভগবানের করুণার এক অপূর্ব বিকাশ। তাঁহার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া লীলাশক্তিই ভক্তভাবময় পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ-রূপে তাঁহাকে কলিতে অবতারিত করাইয়াছেন।

(৭) ব্রজপ্রেমদানেরই সঙ্কল্প, ব্রজপ্রেম-লাভের উপায়-কথন নহে

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপ্রেম বা প্রেমভক্তি প্রদানেরই সঙ্কল্প করিয়াছেন, প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির উপায় সাধনভক্তি প্রচারের সঙ্কল্প করেন নাই। যুগাবতার-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যঞ্জনাও তদনুরূপ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উক্তির ব্যঞ্জনা এইরূপ বলিয়া মনে হয়। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন—"যুগাবতার যুগধর্ম নামসংকীর্তনের উপদেশ দিবেন; কিরূপে নামসংকীর্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে প্রেমভক্তি পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও হয় তো যুগাবতার বলিতে পারেন। কিন্তু তাহাও হইবে উপদেশই। উপদেশ কয়জন লোকে অনুসরণ করিবে? এই অল্প কিছুদিন পূর্বে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।' সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'-ইত্যাদি বাক্যে আমি নিজেই তো প্রেমভক্তি-লাভের উপায়সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আসিয়াছি; কিন্তু কয়জন লোক তদনুসারে ভজন করিবে? মায়াবদ্ধ সংসারী জীব সংসার-সুখেই মত্ত হইয়া আছে; সংসার-সুখ যে বাস্তব সুখ নয়, সংসারী জীব তাহা জানে না; অথচ রসস্বরূপ সুখস্বরূপ আমার সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবশতঃ বাস্তব-সুখের জন্য তাহার বাসনাও আছে। মনে করে, তার তথাকথিত সংসারসুখের আস্বাদনেই সেই বাসনা পূর্ণ হইবে। সংসার-সুখের অতিরিক্ত কোনও বাস্তবসুখ আছে বলিয়াও সংসারী জীব মনে করে না। সে জন্য বাস্তব সুখের কথা কাহারও মুখে শুনিলেও তাহা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না, বাস্তবসুখ লাভের উপায়ও অবলম্বন করে না।

ক্ষীরের জন্য যাহার লোভ আছে, অথচ যে-ব্যক্তি ক্ষীর কখনও দেখে নাই, কোনও মোহবশতঃ সে যদি পচা নর্দমার পূতিগন্ধময় কর্দমকেই ক্ষীর মনে করিয়া আস্বাদন করে, বহুকাল পর্যন্ত আস্বাদন করিতে করিতে অভ্যাসবশতঃ সেই কর্দমের একটা স্বাদ আছে বলিয়াও মনে করে (acquired taste)। তাহাকে যদি কেহ বলে—'ওহে! তুমি যাহা খাইতেছ, তাহা ক্ষীর নহে, তাহা কর্দম; ক্ষীর অমুক জায়গায় পাওয়া যায়,' তাহা হইলে সেই লোক হয়তো বলিবে—'আমি যাহা খাইতেছি, ইহাই ক্ষীর; তুমি জান না; আমি যাহা খাইতেছি, ইহা নিশ্চিত, ধ্রুব। আমি এমন বোকা নই যে, তোমার কথায় ভুলিয়া ধ্রুবকে ত্যাগ করিয়া তোমার কথিত অধ্রুবের—অনিশ্চিতের—পশ্চাতে ধাবিত হইব।' এইরূপ লোককে ক্ষীরলাভের উপায়ের উপদেশ করিয়া কোনও লাভ নাই; উপদেশের পরিবর্তে, তাহার মুখে যদি ক্ষীর প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে, সে যাহা আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছিল, তাহা ক্ষীর নহে, তৃপ্তিজনকও নহে, পরন্তু ন্যক্কারজনক।

মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবও অনাদিকাল হইতে সুখস্বরূপ আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছে; সুতরাং আমিই যে তাহার আকাংক্ষিত বাস্তব সুখ, তাহাও জানে না। মায়াদ্বারা মুগ্ধ হইয়া সংসার-সুখকেই একমাত্র সুখ বলিয়া বঞ্চিত হইতেছে। আমাকে পাইয়া বাস্তব-সুখের অধিকারী হওয়ার উপদেশ সে ব্যক্তি গ্রাহ্য করিবে না। যদি তাহাকে প্রেমভক্তিই দেওয়া যায়, তাহা হইলেই সে-ব্যক্তি সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা আপনা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং আপনা হইতেই আমার প্রতি অনুরক্ত হইবে। তাই আমি এবার আর উপদেশ দিব না, উপদেশের অনুসরণে যে প্রেমভক্তি পাওয়া যায়, সেই প্রেমভক্তিই দিব।"

এইরূপ বিবেচনা করিয়াই পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ-দানের—ব্রজপ্রেম লাভের উপায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কথা না ভাবিয়া নির্বিচারে সকলকে প্রেমভক্তি দানের কথাই ভাবিয়াছেন এবং পীতবর্ণ স্বরূপেই নির্বিচারে প্রেমভক্তি দেওয়া যায় বলিয়া পীতবর্ণ স্বরূপেই অবতরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

(৮) তাহা হইলে নিজে আচরণ করিয়া সাধন-ভক্তির আদর্শ স্থাপনের সঙ্কল্প কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রেমভক্তি দানের জন্যই যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প এবং প্রেমভক্তি-লাভের উপায় সাধনভক্তি-প্রচারের জন্য যদি তাঁহার সঙ্কল্প না থাকিবে, তাহা হইলে তিনি কেন ভাবিলেন—"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই ঃ—পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকিবেন, ততকাল তাঁহার দর্শনমাত্রেই সকলের পাপপুণ্যরূপ সঞ্চিত কর্ম নিঃশেষে অপসারিত হইবে, তজ্জন্য সাধনভজনের কোনও প্রয়োজন হইবে না এবং এইরূপে সর্ববিধ কর্ম সমূলে বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে প্রেম বা প্রেমভক্তি লাভ করিবে।

কিন্তু তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তাঁহার দর্শনের সুযোগ কাহারও হইবে না। সুতরাং তাঁহার দর্শনমাত্রে পূর্বসঞ্চিত কর্মফলের অবসানের সম্ভাবনাও থাকিবে না। তাঁহার অন্তর্ধানের পরে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও যেন প্রেমভক্তি হইতে বঞ্চিত না হয়েন, ইহাই পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। তাঁহারা যখন তাঁহার দর্শনের সুযোগ পাইবেন না, তখন তাঁহাদের পূর্বসঞ্চিত কর্মফল দূরীকরণের জন্য এবং প্রেমভক্তি লাভের জন্য তাঁহাদিগকে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি পূর্বেই সেই সাধনভক্তির উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু কিরূপে সেই সাধনভক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, নিজে আচরণ করিয়া যদি তাহার আদর্শ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলেই সেই উপদেশ বিশেষরূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ নিজে আচরণ করিয়া সাধনভক্তির আদর্শ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন—তাহাও তাঁহার অন্তর্ধানের পরবর্তী কালের জীবের জন্য, আর তাঁহার প্রকটকালেও তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইবে না, তাঁহাদের জন্যও।

গতদ্বাপরে অর্জুনের নিকটে প্রেমভক্তি লাভের উপায়ের কথা যখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভক্তভাব ছিল না ; এজন্য তিনি নিজে আচরণ করিয়া সাধনভক্তির আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই কলিতে তিনি ভক্তভাবময় পীতবর্ণ স্বরূপে অবতরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া ভজনের আদর্শ স্থাপন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন—"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়।"

(৯) যুগধর্ম-প্রবর্তন

যে-যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার সেই যুগে আর পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না, স্বয়ংভগবানের মধ্যেই তিনি অবস্থান করেন (১।১৬-অনু) ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সেই যুগের যুগধর্মের প্রবর্তন সম্ভবপর হয় না। সেই যুগে স্বয়ংভগবান্‌ই তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক ভাবে যুগধর্মও প্রচার করেন (২।৫ ক-অনুচ্ছেদে "যুগাবতার প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান কলিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যখন পীতবর্ণে অবতরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন কলির যুগাবতার যে আর পৃথক্‌ভাবে অবতীর্ণ হইবেন না, তাহা সহজেই জানা যায়। সুতরাং যুগাবতারের কার্যও আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহাকেই করিতে হইবে। এজন্য তিনি বলিয়াছেন —"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন।" নামসংকীর্তন হইতেছে কলির যুগধর্ম।

নামসংকীর্তন কলির যুগধর্ম হইলেও ইহার একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া অন্য সাধনাঙ্গ হইতে নামের একটী বৈশিষ্ট্য তো আছেই; যেহেতু, অন্য কোনও সাধনাঙ্গ নামী শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন নহে। তদ্ব্যতীতও একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—"নিরপরাধ নাম হৈতে পায় প্রেমধন॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬৬॥" সকলের প্রেমপ্রাপ্তির জন্য যাঁহার প্রবল আগ্রহ, নাম-সংকীর্তনের প্রবর্তনের জন্যও তাঁহার প্রবল আগ্রহ স্বাভাবিক। এ-জন্যও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বর্তমান কলিতে অবতীর্ণ হইয়া নাম-সংকীর্তন প্রবর্তনের কথা বলিয়াছেন। নাম-সংকীর্তনের প্রবর্তন তাঁহার নিকটে কেবল আনুষঙ্গিকমাত্র নহে; সাধারণ ভাবে আনুষঙ্গিক হইলেও সকলের প্রেমপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার বলবতী বাসনার অনুপ্রবেশে আনুষঙ্গিক ভাবে প্রচারিত নামসংকীর্তনও তাঁহার অবতরণের একটী মুখ্য উদ্দেশ্যের রূপ ধারণ করিয়াছে।

"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়"—তাঁহার এই উক্তি হইতে জানা যায়, কিরূপে নামসংকীর্তন করিলে প্রেমলাভ হইতে পারে, তাহাও তিনি নিজে আচরণ করিয়া জানাইয়া দিবেন। প্রেমলাভের উপযোগিনী সাধনভক্তির মধ্যে নামসংকীর্তন হইতেছে মুখ্য অঙ্গ।

(১০) অবতরণের পক্ষে জগদ্‌বিষয়ক উদ্দেশ্য

অপ্রকট ধামে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিবেচনার কথা এ-পর্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ প্রেম বিতরণ করিবেন এবং নামসংকীর্তন প্রচার করিবেন। এই দুইটী কার্যই তিনি করিবেন জগদ্‌বাসী জীবের জন্য; সুতরাং এই দুইটী হইতেছে তাঁহার অবতরণের জগদ্‌বিষয়ক উদ্দেশ্য। উল্লিখিত আলোচনায় অবতরণের পক্ষে তাঁহার নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের কথা কিছু জানা গেল না।

(১১) অবতরণের পক্ষে নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত

উল্লিখিতরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উপসংহারে বলিয়াছেন—"তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥ চৈ. চ. ১।৩।২১॥" "তাহাতে"—উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত, নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি "আপন ভক্তগণকে —স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে" সঙ্গে করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তিনি নিজে অবতীর্ণ হইয়াও তো নাম-প্রেম-প্রচার করিতে পারেন ; তাঁহার পার্ষদ-গণকে লইয়া অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন ?

জীবকে প্রেম দেওয়ার জন্য তাঁহার বলবতী ইচ্ছার কথা মনে করিলে পার্ষদগণের অবতরণেরও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। তিনি নিজেও নাম-প্রেম প্রচার করিবেন, তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারাও করাইবেন। সকলে মিলিয়া নাম-প্রেম-প্রচার করিলেই তাঁহার সংকল্প বিশেষরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ; তিনি একা করিলে হয় তো কেহ কেহ নাম-প্রেম হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। জগতের জীবের মধ্যে নাম-প্রেম-প্রচারের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠাময়ী বাসনার ফলেই তিনি স্বীয় পরিকরগণকে সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল ইহাই নহে। পরিকরবর্গকে সঙ্গে করিয়া অবতরণের আরও একটী উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতও যেন তাঁহার উক্তিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥" "নানা রঙ্গ" হইতেছে—নানাবিধ কৌতুকাবহ ব্যাপার ; যে ব্যাপারের জন্য নিজেরও অত্যন্ত কৌতূহল, সেই ব্যাপার। ভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী যে লীলা, তাহার জন্যই ভগবানের সর্বদা কৌতূহল থাকে ; এই স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা হইতেছে একান্তই তাঁহার নিজসম্বন্ধী ব্যাপার। তাঁহার উক্তির অন্তর্গত "তাহাতে—সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য"-শব্দ হইতে মনে হয়, জগতে নাম-প্রেম-প্রচাররূপ কার্যের সঙ্গে যেন তাঁহার নিজসম্বন্ধিনী স্বরূপানু-বন্ধিনী লীলার কিছু সম্বন্ধ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ গত দ্বাপরে যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন অবতরণের জগৎসম্বন্ধীয় হেতু ছিল—রাগমার্গের ভক্তিপ্রচার ; আর তাঁহার নিজসম্বন্ধীয় হেতু ছিল—ভক্তের প্রেমরসনির্যাসের আস্বাদন (১।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু জগৎ-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের সুষ্ঠু সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিজসম্বন্ধীয়া রসাস্বাদনাত্মিকা লীলার প্রকটনও অত্যাবশ্যক ছিল (১।১৭-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

তদ্রূপ, পীতবর্ণে কলিতে অবতীর্ণ হইয়া জগতে নাম-প্রেম-প্রচারের সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ যখন বলিয়াছেন—"তাহাতে (সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য) আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥", তখন মনে হয়, তাঁহার পার্ষদগণের সঙ্গে তিনি যে লীলা করিবেন, নাম-প্রেম-প্রচাররূপ জগৎ-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের সুষ্ঠুসিদ্ধির জন্য তাহারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পার্ষদগণের সঙ্গে তিনি কি লীলা করিবেন ? ভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা পার্ষদগণের সহিতই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পার্ষদগণ ব্যতীত স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার অনুষ্ঠান হয় না। পীতবর্ণ-স্বরূপের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাও তাঁহার পার্ষদগণ ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। দ্বাপরলীলায় তাঁহার জগদ্‌বিষয়ক উদ্দেশ্যের সুষ্ঠু-সিদ্ধির জন্য যেমন তাঁহার নিজবিষয়িণী স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার প্রকটন আবশ্যক হইয়াছিল, কলির পীতবর্ণ স্বরূপের জগদ্‌বিষয়ক উদ্দেশ্য নাম-প্রেম-প্রচারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষ্ঠুসিদ্ধির জন্যও তাঁহার নিজসম্বন্ধিনী স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার প্রকটনও তেমনি আবশ্যক, ইহাই "করিমু নানা রঙ্গে"-বাক্যে তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। নিজসম্বন্ধিনী সেই লীলাও তিনি প্রকটিত করিবেন। এই লীলা যখন তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা, তখন অপ্রকটে যেমন আছে, প্রকটেও তাহা থাকিবে; ইহাতে বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। কিন্তু সেই লীলার প্রকটনের দ্বারা তাঁহার জগদ্‌বিষয়ক নাম-প্রেম-প্রচার-লীলারও বিশেষ আনুকূল্য হইবে—সুতরাং জগৎ-সম্বন্ধী উদ্দেশ্যের সুষ্ঠুসিদ্ধির জন্য সেই লীলা-প্রকটনেরও প্রয়োজন—ইহাই হইতেছে বৈশিষ্ট্য। তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার প্রকটনে কিরূপে জগৎসম্বন্ধী উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য হইতে পারে, তাঁহার প্রকট-লীলার আলোচনায় পরে তাহা বুঝা যাইবে।

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—"তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে"-এই বাক্যে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের পক্ষে নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যেরও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহার নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের বিষয় এখন আলোচিত হইতেছে।

৬। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের সূচনা (২)—নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য

ক। আলোচনার সূচনা

বর্তমান কলিতে পীতবর্ণ-স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের জগৎ-সম্বন্ধী হেতুর কথা পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বাপরলীলার অন্তর্ধানের পরে অপ্রকটধামে বসিয়াই চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অবতরণের নিজসম্বন্ধী হেতুর কথা দ্বাপরের প্রকটলীলাকালেই তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন।

(১) নাম-প্রেম-প্রচার অবতরণের বহিরঙ্গ হেতু

পূর্ববর্তী ৪।৫ অনুচ্ছেদে জগৎসম্বন্ধী হেতুর কথা বলা হইয়াছে। নাম-প্রেম বিতরণের জন্য তিনি অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন—"প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার॥ সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ। আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥ চৈ. চ. ১।৪।৪-৫॥"—কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—প্রেম-নাম প্রচারের জন্য ভগবান্ পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা যে তাঁহার অবতরণের হেতু—একথা সত্য; কিন্তু ইহা হইতেছে তাঁহার অবতরণের বহিরঙ্গ হেতুমাত্র, অন্তরঙ্গ হেতু নহে। অন্তরঙ্গ হেতুর কথা বলা হইতেছে।

প্রেম-নাম প্রচার করা হইবে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের কল্যাণের জন্য; সুতরাং প্রেম-নাম প্রচার হইতেছে তাঁহার অবতরণের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় বা জগৎ-সম্বন্ধীয় হেতু। এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে তাঁহার নিত্যধাম হইতে বাহিরে অবস্থিত। এই জন্য এই হেতুটীকে "বহিরঙ্গ হেতু"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হইয়াছে। "বহিরঙ্গ হেতু" বলিতে "গৌণ" বা "আনুষঙ্গিক হেতু" বুঝায় ; ইহা মুখ্য হেতু নহে। মুখ্য হেতু হইতেছে ভগবানের নিজসম্বন্ধীয় হেতু, অন্তরঙ্গ হেতু।

প্রেম-নাম প্রচারকে কবিরাজগোস্বামী কেন বহিরঙ্গ হেতু বলিলেন, তাহা জানাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ইহা ছিল তাঁহার অবতরণের বহিরঙ্গ বা আনুষঙ্গিক কারণ। "আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ॥ চৈ. চ. ১।৪।১৩॥" অসুর-সংহারের দ্বারাই পৃথিবীর ভার হরণ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য বা মূল কারণ-সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥ প্রেমরস-নির্য্যাস ভক্তের করিতে আস্বাদন॥ রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম॥ চৈ. চ. ১।৪।১৩-১৫॥ এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ। অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন॥ চৈ. চ. ১।৪।৩২॥"

এ-স্থলে কবিরাজগোস্বামী জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ হইতেছেন রসিক-শেখর এবং পরম করুণ। সুতরাং রস-আস্বাদন এবং করুণা-প্রকাশ হইতেছে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। এই স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার প্রকটনই হইতেছে তাঁহার অবতরণের মূল বা মুখ্য হেতু। অসুর-সংহারপূর্বক পৃথিবীর ভারহরণ তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা নহে ; ইহা হইতেছে—পালনকর্তা বিষ্ণুর স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহার মধ্যেই অবস্থান করেন (চৈ. চ. ১।৪।৯-১২), বিষ্ণুও তাঁহার মধ্যেই অবস্থান করেন, পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না। এজন্য তিনিই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার আনুষঙ্গিকভাবে অসুর-সংহারাদি কার্য করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার মুখ্য কার্য নহে। মুখ্য কার্য হইতেছে স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার আস্বাদন। সেই স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা হইতেছে,—তিনি স্বরূপতঃ রসিকশেখর বলিয়া ভক্তের প্রেমরসনির্যাসের আস্বাদন এবং স্বরূপতঃ পরম করুণ বলিয়া জগতে রাগমার্গের ভক্তির প্রচারণ। "প্রেমরস নির্য্যাস ভক্তের করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥"

তদ্রূপ, পীতবর্ণ-ভগবৎ-স্বরূপও স্বয়ংভগবান্। সুতরাং "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥" কলির যুগধর্ম নামসংকীর্তনের প্রবর্তন পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা নহে, ইহা হইতেছে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার আনুষঙ্গিকী লীলা—বহিরঙ্গা লীলা।

স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার প্রকটনই হইতেছে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের মুখ্য কারণ, অবতরণের নিজসম্বন্ধীয় হেতু।

(২) প্রেম-প্রচারকে বহিরঙ্গ হেতু কেন বলা হইল ?

কিন্তু এ-স্থলে একটী প্রশ্ন মনে জাগিতেছে। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥ চৈ. চ. ১।৪।৩৩॥"—ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু প্রেমবিতরণ তো স্বয়ংভগবানেরই কার্য। অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ প্রেমবিতরণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন না। আবার, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ও হইতেছেন বস্তুতঃ পীতবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ; শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বরূপতঃ "পরম করুণ", তখন পীতবর্ণাচ্ছাদিত শ্রীকৃষ্ণও হইবেন স্বরূপতঃ পরম করুণ। নির্বিচারে প্রেমদানের ইচ্ছাও পরম-কারুণ্যেরই অভিব্যক্তি—সুতরাং ইহাও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী-লীলাই ; সুতরাং প্রেমদান-লীলাকে বহিরঙ্গা লীলা বলা যায় না ; নাম-প্রচারকে বহিরঙ্গা-লীলা বলা যায় ; যেহেতু, ইহা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী কার্য নহে। তথাপি কবিরাজগোস্বামী কেন প্রেম-প্রচারকেও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের বহিরঙ্গ কারণ বলিলেন ? "প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার॥ সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ। চৈ. চ. ১।৪।৪-৫ ॥"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মূলহেতু ছিল—ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন এবং জগতে রাগমার্গের ধর্ম-প্রচারণ। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥ চৈ. চ. ১।৪।২৯-৩০ ॥" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"এই দ্বারে" অর্থাৎ "প্রেমরসনির্যাসের আস্বাদনের দ্বারে—ব্যপদেশে" তিনি "সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ" করিবেন। কিরূপে ? পরিকর-ভক্তগণের সহিত লীলাতে তাঁহাদের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন-কালে ব্রজপরিকরদের যে নির্মল রাগ অভিব্যক্ত হইবে, সেই "ব্রজের নির্মলরাগের কথা শুনিয়া" "রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম।" ইহাতে বুঝা যায়—ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন এবং জগতে রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্তন এতদুভয়ই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য হেতু হইলেও প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবেই যেন তিনি রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্তন করিয়াছেন। তাহা হইলে, এই দুইটী মুখ্য হেতুর মধ্যেও প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনেরই মূল মুখ্যত্ব, রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্তনের যেন কিছু গৌণত্ব—আনুষঙ্গিকত্ব—সূচিত হইতেছে। প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের নিজসম্বন্ধীয় মুখ্য হেতু ; আর রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্তন হইতেছে বাস্তবিক জগদ্‌বিষয়ক হেতু, অবশ্য তাহাও তাঁহার নিজসম্বন্ধীয় হেতুর আনুষঙ্গিক ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে।

তদ্রূপ, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপানুবন্ধী গুণ করুণাবশতঃ জগদ্‌বাসী জীবের জন্য প্রেম প্রচার করা হইলেও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী নিজসম্বন্ধিনী লীলার আনুষঙ্গিক ভাবেই প্রেম-প্রচার করা হইবে। এজন্যই বোধ হয় কবিরাজগোস্বামী প্রেম-প্রচারকেও বহিরঙ্গ বা আনুষঙ্গিক হেতু বলিয়াছেন।

খ। অবতরণের নিজসম্বন্ধীয় বা মুখ্য হেতু

স্বয়ংভগবানের পীতবর্ণে অবতরণের মুখ্য হেতুর কথা কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের মুখেই ব্যক্ত করাইয়াছেন। পূর্ববর্তী ১।১৮-২০-অনুচ্ছেদে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। সেই আলোচনায় দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছে—দ্বাপরের প্রকটলীলা-কালেই শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার তিনটী বাসনা অপূর্ণ রহিয়াছে—স্বীয়মাধুর্যের আস্বাদন-বাসনা, মাদনাখ্য-প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিয়া যে অপরিসীম সুখ অনুভব করেন, সেই সুখের উপলব্ধি-বাসনা এবং শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা অবগত হওয়ার বাসনা। এই তিনটী বাসনার পূরণ দ্বাপরের প্রকটলীলায় সম্ভবপর নহে। পূরণের উপায় চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, রাধিকার ভাব বা প্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে তাঁহার অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পূরণ সম্ভবপর হইবে না। শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হইতে হইলে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে হইবে—শ্রীরাধার প্রতি গৌর বা পীত অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া, শ্রীরাধার প্রেমের দ্বারা স্বীয় দেহমনকে সম্যক্‌রূপে পরিষিঞ্চিত করিয়া, উভয়ে মিলিয়া একস্বরূপ হইতে হইবে (১।২০-২১-অনু)।

সেই অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পূরণ হইতেছে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীতবর্ণে অবতীর্ণ হওয়ার নিজসম্বন্ধীয় মুখ্য হেতু।

তাঁহার শক্তি, শক্তিরূপ অংশ, তাঁহার প্রিয় অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীবের সংসারদুঃখের কথা ভাবিয়াই পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে তাহাদিগকে তাঁহার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদিগকে নির্বিচারে প্রেমদানের জন্য অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন; কিন্তু তখন তাঁহার অপূর্ণবাসনাত্রয়ের পূরণের কথা যে তিনি ভুলিয়া রহিয়াছিলেন, তাহা নহে।

৭। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ

দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে অপ্রকটধামে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, প্রেম-বিতরণের জন্য স্বীয় পরিকরগণকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নানা রঙ্গ করিবেন। "তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ চৈ. চ.১।৩।২১ ॥"

ইহার পরেই কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন, "এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ চৈ. চ. ১।৩।২২ ॥" তিনি এই প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন, "তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ চৈ. চ. ১।৩।৩১ ॥" তথি লাগি—নির্বিচারে প্রেমদানের উদ্দেশ্যে। পীতবর্ণ-স্বরূপেই নির্বিচারে প্রেমদান করা সম্ভব।

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—অপ্রকটধামে বসিয়া অবতরণের সংকল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কলির প্রথম সন্ধ্যায় পীতবর্ণে শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

আবার, দ্বাপরের প্রকটলীলাকালে স্বীয় অপূর্ণবাসনাত্রয়ের কথা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে যাইয়া কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের মুখেই বলাইয়াছেন—"এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ রাধিকার ভাবকান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ রাধাভাব অঙ্গীকরি—ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ চৈ. চ. ১।৪।২২১-২৩॥" ইহার পরে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, "সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥ চৈ. চ. ১।৪।২২৪॥ পিতামাতাগুরুগণ আগে অবতারি। রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি॥ নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥ চৈ. চ. ১।৪।২২৬-২৭॥"

কলির যুগাবতারের অবতরণের সময়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া আগে নিত্যানন্দ-পিতামাতাদি তাঁহার গুরুবর্গরূপ পরিকরগণকে অবতারিত করিয়া, পরে নিজে নবদ্বীপে শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত পীতবর্ণ ভগবৎস্বরূপরূপে কলির প্রথম সন্ধ্যায় **নবদ্বীপে শচীসুত শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।**

ক। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ই যে নবদ্বীপের শচীসুত শ্রীচৈতন্য, তাহার প্রমাণ কি?

কিন্তু প্রকটলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পূরণের জন্য যে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং লীলার অন্তর্ধানের পরে অপ্রকটধামে বসিয়া তিনি যে পীতবর্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প করিয়াছিলেন, সেই পীতবর্ণস্বরূপই যে নবদ্বীপের শচীসুত শ্রীচৈতন্য, তাহার প্রমাণ কি? পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

৮। যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের যৌক্তিকতা

পূর্বে (৩।৮-ঞ-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কলিযুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। গতদ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোক হইতে জানা যায়, বর্তমান কলিতে, অর্থাৎ গতদ্বাপরের অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। পূর্ববর্তী ৪।৫-৭-অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতেও জানা যায়, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্রূপে বর্তমান কলিতেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। একথা বলার হেতু এই।

দ্বাপরের প্রকটলীলাকালেই শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণবাসনাত্রয়ের উদ্ভব হয় এবং সেই বাসনাত্রয় অত্যন্ত তীব্রতাও ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব, সেই বাসনাত্রয়ের পূরণেচ্ছাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বাভাবিক।

আবার, দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে, জগতের জীবকে নির্বিচারে প্রেমভক্তি-দানের জন্য পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের যে তীব্র বাসনা জাগিয়াছিল, যত শীঘ্র সম্ভব, সেই বাসনার পূরণেচ্ছাও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেই যথাসম্ভব শীঘ্র সেই বাসনাদ্বয়ের পূরণ সম্ভবপর হইতে পারে। অন্য কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইলে বিলম্বের আশঙ্কা জন্মে।

এজন্য বলা যাইতে পারে,—যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণ খুবই যুক্তিসঙ্গত।

৯। ব্রহ্মার এক দিনে অর্থাৎ একই কল্পে স্বয়ংভগবানের দুইবার অবতরণ-প্রসঙ্গ

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—"ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥ চৈ. চ. ১।৩।৪ ॥" পূর্ববর্তী ১।১৪, ২২-অনুচ্ছেদে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—গতদ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাহার অব্যবহিত পরবতী বর্তমান কলিযুগে তিনিই আবার পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণ খুবই যুক্তিসঙ্গত। দ্বাপরযুগ এবং দ্বাপরের অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগ ব্রহ্মার একই দিনের মধ্যেই অবস্থিত। এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্মার একই দিনের মধ্যে স্বয়ংভগবান্ দুইবার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—একবার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে, আর একবার পীতবর্ণস্বরূপে। ইহার সমাধান কি?

এ-সম্বন্ধে নিবেদন। ব্রহ্মার একই দিনের মধ্যেই স্বয়ংভগবান্ যে দুইবার অবতীর্ণ হয়েন—একবার শ্যামবর্ণে, আর একবার পীতবর্ণে—শাস্ত্র হইতেই তাহা জানা যায়।

যুক্তির অনুরোধে যদি মনে করা যায়—যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন না, অন্য কোনও কলিতেই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও ব্রহ্মার একই দিনে স্বয়ংভগবানের দুইবার অবতরণ স্বীকার করিতেই হইবে। একথা বলার হেতু এই। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনে, কোনও দ্বাপরে একবার অবতীর্ণ হয়েন। ব্রহ্মার প্রতিদিনেই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, কোনও দিন বাদ যায় না। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যে সময়েই, বা যে কোনও কলিযুগেই, অবতীর্ণ হউন না কেন, সেই সময়, বা সেই কলিযুগও ব্রহ্মার কোনও না কোনও দিনের অন্তর্ভুক্তই হইবে; সুতরাং ব্রহ্মার যে-দিনে শ্যামকৃষ্ণের অবতরণ, সেই দিনেই পীতবর্ণ কৃষ্ণের বা পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানেরও অবতরণ হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

তথাপি যে স্বয়ংভগবানের অবতরণ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো এক বার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকটবিহার", ইহার তাৎপর্য কি?

ইহার তাৎপর্য-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে শ্যামকৃষ্ণের অবতরণের কথাই বিবেচনা করা যাউক। গতদ্বাপরে শ্যামকৃষ্ণ দুইস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন—মথুরায় কংসকারাগারে চতুর্ভুজরূপে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোকুলে নন্দালয়ে দ্বিভুজরূপে। তথাপি কিন্তু এই দুই স্থানের অবতরণকে ভিন্ন ভিন্ন অবতরণরূপে গ্রহণ করা হয় না। তাহার হেতু বোধ হয় এই যে—দুই স্থানে অবতরণ-সত্ত্বেও প্রকটলীলার একত্ব রক্ষিত হইয়াছে। মথুরা-দ্বারকার লীলা হইতেছে মুখ্যতঃ অসুর-সংহার-লীলা; আর গোকুলের বা ব্রজের লীলা হইতেছে মুখ্যতঃ বিশুদ্ধ-রসাস্বাদিকা-লীলা, পরিকরভক্তদের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনাত্মিকালীলা। অসুর-সংহারিণী লীলা হইতেছে আনুষঙ্গিকী লীলা। গোকুলে বা ব্রজেও শুদ্ধ-প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনাত্মিকা লীলার আনুষঙ্গিকভাবে তিনি অসুর-সংহার-লীলা করিয়াছেন। এই রসাস্বাদনাত্মিকা লীলা যেমন প্রকটলীলা, আনুষঙ্গিক অসুর-সংহারও তেমনি প্রকটলীলার অন্তর্ভুক্ত। এই উভয়লীলার মিলনেই সমগ্র-প্রকটলীলা। এই সমগ্র-প্রকটলীলা একই, দুই নহে। এজন্যই বোধ হয়, দুই স্থানে এবং দুইরূপে অবতরণ-সত্ত্বেও শ্যামকৃষ্ণের অবতরণ এক অবতরণরূপেই স্বীকৃত হয়; সামগ্রিকী প্রকটলীলার একত্ব আছে বলিয়াই বোধ হয় এতাদৃশী স্বীকৃতি।

এই সিদ্ধান্ত যদি বিচারসহ হয়, তাহা হইলে মনে হয়, সামগ্রিকী প্রকটলীলার একত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো **একবার**। অবতীর্ণ হঞা **করেন প্রকটবিহার**॥" লীলার প্রকটন তিনি একবারই করেন, একাধিকবার করেন না।

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষণে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণ বিবেচিত হইতেছে।

শ্যামকৃষ্ণের অবতরণের নিজসম্বন্ধী মুখ্য উদ্দেশ্য যেমন প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন, পীতবর্ণস্বরূপের অবতরণের নিজসম্বন্ধী মুখ্য উদ্দেশ্যও হইতেছে তেমনি অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণ (৩।৮-ট-অনু)। এই অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে—ব্রজলীলায়, শ্যামকৃষ্ণের নিজসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের সাধনাত্মিকা লীলায়, প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনাত্মিকা লীলায়। সুতরাং এই অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের উদ্ভবকে ব্রজের রসাস্বাদনাত্মিকা লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু সেই বাসনাত্রয়ের পূরণ ব্রজলীলায় সম্ভব হয় নাই। সেই বাসনাত্রয়ের পূরণের উদ্দেশ্যেই পীতবর্ণ-স্বরূপের প্রয়োজন এবং তাঁহার অবতরণের ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধী উদ্দেশ্যের সুচারু সিদ্ধির জন্য বাসনা-ত্রয়ের পূরণাত্মিকা লীলার প্রকটনেরও প্রয়োজন (৩।৮-ট-অনু)। কোনও গ্রন্থে যে-সকল বিষয় আলোচিত হয়, সে-সকল বিষয়সম্বন্ধে, কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোনও একটী বিষয়সম্বন্ধে, যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়, অথচ গ্রন্থমধ্যে যদি তাহার সমাধান না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রন্থের একটী পরিশিষ্ট যোজনা করিয়া তাহাতে সেই সমস্যার সমাধান করা হয়। এই পরিশিষ্ট মূলগ্রন্থ হইতে পৃথক্ নহে; বিষয়বস্তু একই বলিয়া পরিশিষ্ট এবং মূলগ্রন্থ একই গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। তদ্রূপ, শ্যামকৃষ্ণের প্রকটব্রজলীলায় বাসনাত্রয়ের উদ্ভবরূপ যে-সমস্যার উদয় হইয়াছিল, অথচ সে-স্থলে যাহার সমাধান সম্ভব হয় নাই, পীতবর্ণস্বরূপের প্রকটলীলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সমস্যারই সমাধান। এজন্য পীতবর্ণস্বরূপের প্রকটলীলাকে শ্যামকৃষ্ণ-স্বরূপের প্রকটলীলার পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করা যায়। মূলগ্রন্থ এবং পরিশিষ্ট যেমন বস্তুতঃ একই গ্রন্থ, তদ্রূপ শ্যামকৃষ্ণের প্রকটলীলা এবং পীতবর্ণস্বরূপের প্রকটলীলাও বস্তুতঃ একই লীলা।

আবার, পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকটলীলায় রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিয়াছেন,—জগদ্‌বাসী লোক যেন সেই ভক্তির অনুসরণ করিয়া ব্রজপ্রেম বা প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে। লীলা অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের প্রতি পরম-কারুণ্যবশতঃ তিনি ভাবিলেন, তাঁহার উপদিষ্ট উপায়ের অনুসরণ করিলেই লোক প্রেমভক্তি লাভ করিবে; কিন্তু সংসার-সুখসর্বস্ব লোক কি তাহার অনুসরণ করিবে? সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কি তাঁহার ভজন করিবে? জীবকে তাহার স্বরূপানুবন্ধী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁহার এতই উৎকণ্ঠা জন্মিল যে, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তিনি তাঁহার পীতবর্ণস্বরূপে সপরিকরে অবতীর্ণ হইয়া, সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়াই, সকলকে প্রেমভক্তি দান করিবেন। এই প্রেমভক্তি-দানের সঙ্কল্পও তাঁহার সেই পরম-করুণত্ব—যে-পরমকরুণত্বের বশীভূত হইয়া তিনি দ্বাপরের প্রকটলীলায় রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। রাগমার্গের ভক্তিপ্রচার এবং প্রেমদান—এই উভয়ের হেতুই এক এবং অভিন্ন—তাঁহার পরম-করুণত্ব। পীতবর্ণস্বরূপের প্রেমদানকে শ্যামবর্ণস্বরূপের প্রেমভক্তি-প্রবর্তনের পরম পরিণতি বলা যায়; এইরূপে, প্রেমদানকে রাগমার্গ-ভক্তি-প্রবর্তনের পরিশিষ্টও বলা যায়; সুতরাং এই উভয়ও বস্তুতঃ একই। মূলগ্রন্থ লেখার পরে, সেই গ্রন্থে আলোচিত কোনও ব্যাপারের অধিকতর হার্দ কোনও সমাধানের কথা মনে পড়িলে পরিশিষ্টে যেমন তাহা প্রকাশ করা হয়, তদ্রূপ।

এই প্রসঙ্গে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ আরও একটী কথা বিবেচনা করিয়াছেন। দ্বাপরের প্রকটলীলায় তিনি প্রেমভক্তি-লাভের উপায়ের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু নিজে আচরণ করিয়া ভজনের কোনও আদর্শ দেখাইয়া আসেন নাই। পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যতদিন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকিবেন, ততদিন তিনি সাধন-ভজনের অপেক্ষা না করিয়া সকলকেই প্রেমদান করিবেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর্ধানের পরে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও যেন প্রেমভক্তি হইতে বঞ্চিত না হয়, এজন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াই, অর্থাৎ পীতবর্ণ-স্বরূপেই, তিনি অবতীর্ণ হইবেন এবং নিজে আচরণ করিয়া, ভজনের আদর্শ স্থাপন করিবেন, যেন তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালের লোকও প্রেমভক্তি পাইতে পারে। পরমকরুণ ভগবানের এই সঙ্কল্পও, পূর্বোক্ত কারণে, তাঁহার দ্বাপরের প্রকটলীলায় রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্তনের পরিশিষ্টমাত্র।

আরও বক্তব্য আছে। দ্বাপরের প্রকটলীলায় তিনি আনুষঙ্গিকভাবে অসুর-সংহার করিয়াছেন, অসুর-সংহার করিয়া অসুরদিগকে সাযুজ্যমুক্তিমাত্র দিয়াছেন। কিন্তু লীলা অন্তর্ধানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে পরম-কারুণ্যবশতঃ তিনি ভাবিলেন, পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি দর্শনদানমাত্রই অসুরের অসুরত্ব বিনাশ করিবেন, অসুরকে প্রাণে মারিবেন না; তাঁহার অসুরত্ব সমূলে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে প্রেমভক্তিই দান করিবেন, সাযুজ্যমুক্তি নহে। ইহাও তাঁহার পরম-কারুণ্যেরই সর্বাতিশায়ী বিকাশ এবং ইহাও তাঁহার প্রকট দ্বাপরলীলায় রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের চরমতম পরিণতি; সুতরাং ইহাকেও রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের পরিশিষ্ট মনে করা যায়।

এ-সমস্ত কারণে বুঝা যায়, শ্যামকৃষ্ণস্বরূপের প্রকটলীলা এবং পীতবর্ণস্বরূপের প্রকটলীলা হইতেছে একই লীলাপ্রবাহের দুইটী অংশ—শ্যামকৃষ্ণের লীলা পূর্বাংশ এবং পীতবর্ণ-স্বরূপের লীলা উত্তরাংশ। প্রকটলীলার এই দুইটী অংশ একই প্রকটলীলা-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই শ্যামকৃষ্ণস্বরূপের এবং পীতবর্ণস্বরূপের অবতরণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের অবতরণ হইলেও, শ্যামকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতরণের ন্যায়, তাঁহাদের অবতরণ-স্থানের এবং রূপের ভিন্নতায় লীলার ভিন্নতা স্বীকৃত হইতে পারে না।

ব্রহ্মার বর্তমান দিনের অন্তর্গত গতদ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে বর্তমান কলিতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা—অর্থাৎ একই দিনের মধ্যে স্বয়ংভগবানের দুইবার অবতরণের কথা—শ্রীমদ্‌ভাগবতই বলিয়া গিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী অবশ্যই তাহা জানিতেন। তিনি নিজেও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গতদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা এবং অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। অথচ, "ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকটবিহার॥"—এই বাক্যটীও কবিরাজগোস্বামীই বলিয়া গিয়াছেন। এই দুইবার অবতরণকে একই অবতরণ মনে না করিলে তাঁহার উক্তির কোনও সমাধান পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না।

যদি কেহ বলেন, কবিরাজগোস্বামী পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন—"পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকটবিহার॥ চৈ. চ. ১।৩।৩-৪॥" এই উক্তিতে স্পষ্টভাবে পূর্ণভগবান্ ব্রজেন্দ্র-কুমারের কথাই বলা হইয়াছে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা তো বলা হয় নাই, তাহা হইলে নিবেদন এই যে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ও "পূর্ণভগবান্ ব্রজেন্দ্রকুমারই", অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন। অনাচ্ছাদিতরূপে তিনি বিচারপূর্বক প্রেমদান করেন, আচ্ছাদিত পীতবর্ণস্বরূপে তিনি নির্বিচারে প্রেমদান করেন। বিচারপূর্বক হউক, কি নির্বিচারেই হউক, প্রেমদান একমাত্র "পূর্ণভগবান্ ব্রজেন্দ্রকুমারেরই" কার্য, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ প্রেমদান করিতে পারেন না। এইরূপে দেখা যায়, কবিরাজগোস্বামী উল্লিখিত বাক্যে আচ্ছাদিত এবং অনাচ্ছাদিত উভয়স্বরূপের অবতরণের কথাই বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। কলিতে পীতবর্ণে অবতরণের সঙ্কল্প-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনার কথা কবিরাজগোস্বামী কিরূপে জানিলেন?

ক। মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশ করিয়াছেন

প্রশ্ন হইতে পারে, স্বীয় অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণের জন্য পীতবর্ণে অবতরণের কথা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকট-দ্বাপরলীলায় মনে মনেই চিন্তা করিয়াছেন। আবার, প্রকট-দ্বাপরলীলার অন্তর্ধানের পরে অপ্রকট ধামে বসিয়া জগতের জীবকে প্রেমভক্তি দানের জন্য পীতবর্ণে অবতরণের কথাও তিনি মনে মনেই চিন্তা করিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের এই চিন্তার কথা কিরূপে জানিলেন?

স্বয়ং কবিরাজগোস্বামীর উক্তি হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলা শুনিবার জন্য বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের ইচ্ছা হওয়ায় কবিরাজ-গোস্বামীকেই তাঁহারা একখানা গ্রন্থ লেখার জন্য আদেশ করেন। এ-বিষয়ে শ্রীমদনমোহনের আদেশ প্রার্থনা করিবার জন্য ভক্তবৃন্দের সহিত তিনি শ্রীমদনগোপালের (মদনমোহনের) মন্দিরে যাইয়া আদেশ প্রার্থনা করিলেন। তৎক্ষণাৎ মদনগোপালের কণ্ঠ হইতে এক ছড়া মালা খসিয়া পড়িল এবং পূজারী সেই মালা আনিয়া কবিরাজগোস্বামীর গলায় দিলেন। এই মালাকেই মদনগোপালের আজ্ঞা মনে করিয়া সে-স্থলে উপস্থিত ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিলেন এবং কবিরাজগোস্বামীও সেই স্থানেই গ্রন্থের লিখন আরম্ভ করিলেন (চৈ. চ. ১।৮।৪৫-৭২)। এই গ্রন্থেরই নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। এই গ্রন্থসম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥ সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখায়। কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়॥ চৈ. চ. ১।৮।৭৩-৭৪॥"

গ্রন্থসমাপ্তির পরেও উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি লিখি, এহো মিথ্যা করি অভিমান। আমার শরীর কাষ্ঠপুতলি সমান॥ চৈ. চ. ৩।২০।৮৩॥ শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি। কহিতে না জুয়ায়, তভু রহিতে না পারি॥ না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ। চৈ. চ. ৩।২০।৯০-৯১॥"

এই গ্রন্থ লেখার সময়ে তাঁহার দেহাদির যে অবস্থা ছিল, তাহাও তিনি জানাইয়া গিয়াছেন। গ্রন্থলিখনের প্রথমাবস্থায় তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর, মনে কিছু স্মরণ না হয়। না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে, তভু লিখি এ-বড় বিস্ময়॥ চৈ. চ. ২।২।৭৯॥" আর, গ্রন্থসমাপ্তির পরে লিখিয়াছেন,—"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল—রাত্রিদিনে মরি॥ চৈ. চ. ৩।২০।৮৪-৮৫॥"

যাঁহার শরীরের, চক্ষু-কর্ণ-হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের, মনের এবং বুদ্ধির এতাদৃশী অবস্থা, কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের সামর্থ্যে চিন্তা-ভাবনা-গ্রন্থালোচনাদি করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় সমস্ত দার্শনিক মতবাদের সমালোচনাপূর্ণ এবং ভগবল্লীলা-কথাদিসমন্বিত একখানা বিরাটকায় গ্রন্থের প্রণয়ন তাঁহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কবিরাজগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—শ্রীমদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইয়াছেন,—"কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।" **শ্রীমদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় অবতরণের সঙ্কল্পের কথা তাঁহার দ্বারা প্রকাশ করাইয়াছেন,** মদনগোপাল **শ্রীকৃষ্ণই** তাঁহাকে জানাইয়াছেন—**তিনিই পীতবর্ণে নবদ্বীপে শচীসুত শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।**

খ। মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণের এত আগ্রহ কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে, কবিরাজগোস্বামিদ্বারা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখাইবার জন্য মদন-গোপাল শ্রীকৃষ্ণের এত আগ্রহ কেন ?

এই আগ্রহের হেতু হইতেছে—মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণের পরম-কারুণ্য এবং পরম-কারুণ্য-বশতঃ তাঁহার প্রিয় অথচ সংসার-সুখসর্বস্ব, অনাদি-বহির্মুখ জীবকে স্বীয় স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রবল আগ্রহ।

পুর্বেই বলা হইয়াছে—বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়রূপে পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার উপদেশও সেই শ্রুতি দিয়া গিয়াছেন। নিজের জন্য কিছু না চাহিয়া কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, তাহাই শ্রুতি জানাইয়া গিয়াছেন। এতাদৃশী সেবাতেই জীব স্বীয় স্বরূপগত ধর্মে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে, প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

প্রিয়ত্ব-বস্তুটীই স্বরূপতঃ পারস্পরিক। তিনি জীবের প্রিয়, জীবও তাঁহার প্রিয়; কিন্তু দুর্দৈবশতঃ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে, সুতরাং তিনিই যে জীবের একমাত্র প্রিয়, তাহাও ভুলিয়া রহিয়াছে। ভুলিয়া রহিয়াছে মায়ার প্রভাবে; মায়া তো পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে ভুলাইতেও পারে না; বিশেষতঃ, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ। অনাদিকাল হইতেই তিনি জানেন, তিনিই জীবের এক মাত্র প্রিয় এবং জীবও তাঁহার প্রিয়।

তাঁহার প্রিয় জীব দুর্দৈববশতঃ অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। সেই জীবের সংসার-দুঃখ বিমোচনের জন্য এবং তাহাকে তাহার স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবের একমাত্র প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ নিতান্ত স্বাভাবিক; নচেৎ তাঁহাকে জীবের একমাত্র প্রিয় কেন বলা হইবে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ। জীবকে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহের পরিচয়

তাঁহার প্রিয়-জীবকে তাহার স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁহার আগ্রহের পরিচয় তিনি সর্বদাই দিয়া আসিতেছেন। অনাদিকাল হইতেই তিনি বেদ-পুরাণ-ইতিহাস অবলীলাক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যো ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আঙ্গিরসাথর্ব্বণিক ইতিহাসঃ পুরাণম্"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। অনাদিবহির্মুখ ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণের জন্যই ব্রহ্মাণ্ডে বেদাদির প্রকটন। যেন জীব বেদাদির অনুশীলন করিয়া তাঁহার সহিত তাহার প্রিয়ত্বের সম্বন্ধের কথা জানিয়া সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে—ইহাই বেদাদির প্রকটনে তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু মায়ামুগ্ধ সংসার-সুখসর্বস্ব জীব বেদাদির মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে না, তাঁহার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাও করে না। এজন্য তিনি যুগে যুগে যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সেই বেদাদির কথাই জীবকে জানাইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত কারণে তাহাও জীব গ্রাহ্য করে না। জীব-নিস্তারের জন্য তাঁহার স্বাভাবিক আগ্রহবশতঃ তিনি ব্রহ্মার এক দিনে স্বয়ং একবার অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহাকে আপন করিয়া প্রিয়রূপে পাওয়ার কথা জানাইয়া থাকেন; যেমন গত দ্বাপরে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ"-ইত্যাদি বাক্যে জানাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে সংসার-সুখসর্বস্ব জীব তাহা যেন গ্রাহ্য করিল না। তাঁহার আগ্রহও উদগ্র হইয়া উঠিল।

তিনি ভাবিলেন—"এত করিয়াও আমার প্রিয় জীবকে আমার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উন্মুখ করিতে পারিলাম না! আমার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে মদ্‌বিষয়ক প্রেম—প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি-লাভের উপায়ের কথা বলিলাম; কিন্তু জীব তো তাহা গ্রহণ করিল না! না, আর উপায়ের কথা নহে, এবার অবতীর্ণ হইয়া নির্বিচারে সকলকেই প্রেমভক্তিই দিব, যেন সকলেই আমার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অনাদি-বহির্মুখ জীব অনাদিকাল হইতেই সুখের জন্য ব্যাকুল; তাহার এই ব্যাকুলতা যে সুখস্বরূপ আমারই জন্য, তাহা সে জানে না, জানাইলেও যেন জানিতে চাহে না। মায়ামুগ্ধ হইয়া মনে করে—তাহার দেহকে সুখ দিতে পারিলেই তাহার সুখবাসনা তৃপ্তি লাভ করিবে। তাহাদের জন্য পরকালে স্বর্গাদিসুখ লাভের উপায়ের কথাও আমি বলিয়াছি; তাহারা যে আমারই প্রিয়। তাই স্বর্গাদিসুখের জন্য তাহাদের অত্যাগ্রহ দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে তাহা দিয়া থাকি; কিন্তু একথাও জানাইয়া থাকি—স্বর্গাদিসুখ অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। উদ্দেশ্য—তাহারা যেন নিত্য স্থায়ী সুখের জন্য ইচ্ছুক হয়। কিন্তু তাহাদের সেই ইচ্ছা জন্মে না। তাহারা কেবল নিজেদের সুখের জন্য ব্যস্ত বলিয়া দুঃখ চাহে না, দুঃখের নিবৃত্তিও আকাংক্ষা করে। তাহাদের মধ্যে যাহারা আত্যন্তিক-দুঃখ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তি কামনা করে, পূর্বোক্ত কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে তাহা দিয়া থাকি। তাহারই নাম মুক্তি। মুক্তি পাইয়া জীব সংসারদুঃখ হইতে অব্যাহতিলাভ করে বটে; কিন্তু আমি তাহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না; কেননা, মুক্তিতে তো আমার প্রিয় জীব আমার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অনাদিকাল হইতেই নিজের সুখ এবং নিজের দুঃখনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিতে করিতে সংসারী জীবের যে একটা অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে, সেই অভ্যাসই যেন তাহার স্বভাবের আকার ধারণ করিয়াছে; তাহারই ফলে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিরূপা মুক্তিলাভ করিয়াই জীব তৃপ্ত হইয়া থাকে; আমার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাহার আর চেষ্টা থাকে না। আমার ইচ্ছা, সকলেই আমার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রেমভক্তিব্যতীত তো তাহা হইতে পারে না; অথচ প্রেমভক্তিলাভের উপায়ের অনুসরণও জীব করে না। তাই আমি এবার অবতীর্ণ হইয়া সকলকেই নির্বিচারে, সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রেমভক্তি দিব। পীতবর্ণে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেই—আমি যতদিন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকিব, ততদিন—সকলেরই কেবল আমার দর্শনমাত্রেই পূর্বসঞ্চিত পাপপুণ্যরূপ কর্মফল সমূলে বিনষ্ট হইবে, তৎক্ষণাৎই জীব প্রেমভক্তি লাভ করিবে। কিন্তু আমার অন্তর্ধানের পরে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও যেন এই প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে, ইহাই আমার ইচ্ছা। কিন্তু তখন তো তাহারা আমার দর্শন পাইবে না, সুতরাং দর্শনমাত্র পূর্বসঞ্চিত কর্মফল দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকিবে না; কর্মফল দূরীভূত না হইলেও প্রেমভক্তি লাভ হইবে না। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানব্যতীত কর্মফলরূপ চিত্তমালিন্যও দূরীভূত হইবে না। তাই আমি তাদের জন্য সাধনভক্তির প্রবর্তনও করিব এবং নিজে আচরণ করিয়া তাহার আদর্শও স্থাপন করিব, যেন আমার আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাহারা অনায়াসে প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে।"

পরমকরুণ এবং জীবের একমাত্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিতরূপ ভাবনা হইতেই জানা যায়—জীবকে তাহার স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁহার কিরূপ ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতার ফলেই তিনি এই কলিতে পীতবর্ণে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন নির্বিচারে সকলকেই প্রেমভক্তি দিয়াছেন। পরবর্তী কালে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাদের প্রেমভক্তি লাভের উপায়ের কথাও জানাইয়া গিয়াছেন। আবার, পীতবর্ণে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণাত্মিকা যে সকল লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, যে-সমস্ত লীলায় ব্রজপ্রেমের অপূর্ব মহিমাও প্রকটিত করিয়াছেন। সে-সমস্ত লীলাকথার অনুশীলন করিলে পরবর্তী কালের জীবের সাধনে আগ্রহ বর্ধিত হইবে এবং পরমানন্দও অনুভূত হইবে। সুতরাং সে-সমস্ত লীলাকথার প্রচারও পরবর্তী কালের জীবের কল্যাণের জন্য আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে-সমস্ত লীলা করিয়াছেন, জীবের প্রতি করুণাবশতঃ সে-সমস্ত লীলাকথার প্রচারের জন্য তাঁহার আগ্রহও স্বাভাবিক। এতাদৃশ আগ্রহবশতঃই পরমকরুণ মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজগোস্বামিদ্বারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখাইয়াছেন।

যাহাহউক, নবদ্বীপের শচীসুত শ্রীচৈতন্যই যে শ্রুতিস্মৃতিকথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বা গৌরকৃষ্ণ, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ১৩. ৪. ১৯৬১, শেষ ২১. ৪. ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবত্তা-বিচার

১। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ দ্বিভুজ, নরবপু, নরলীল

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ দ্বিভুজ, নরাকৃতি। "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্॥ বি. পু. ৪।১১।২ ॥—যে-স্থলে কৃষ্ণ-নামক নরাকৃতি পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥—গোপাল-পূর্বতাপনী শ্রুতি ॥ ২।১ ॥—তিনি কমলনয়ন, নবজলধরবর্ণ, পীতবসন, দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, বনমালাধারী ও ঈশ্বর।" "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৩ ॥"

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজত্ব, নরবপুত্ব এবং নরলীলত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত। অনাদিকাল হইতেই তাঁহার দ্বিভুজত্ব ও নরবপুত্ব। সেই দ্বিভুজ নরবপু লইয়াই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নূতন নরদেহ ধারণ করিয়া তিনি অবতীর্ণ হয়েন না, স্বীয় নিত্যসিদ্ধ নরদেহেই তিনি অবতীর্ণ বা লোকনয়নের গোচরীভুত হইয়া থাকেন। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত জন্মলীলার অনুকরণ করিয়াই, তাঁহার অবতরণের পূর্বে অবতারিত তাঁহার পিতামাতা-রূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকরের যোগেই, তিনি অবতীর্ণ হয়েন। "অনুকরণ" বলা হইল এইজন্য যে, স্বরূপতঃ তাঁহার জন্ম নাই, থাকিতেও পারে না। কেননা, তিনি নিত্য, অজ, অনাদি। কিরূপে তিনি জন্মলীলার অনুকরণ করেন, তাহা পূর্বে (১।২২-অনুচ্ছেদে) বিবৃত হইয়াছে।

২। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ও দ্বিভুজ, নরবপু, নরলীল

দ্বিভুজ, নরবপু, নরলীল স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণে স্বীয় স্বরূপগত শ্যামবর্ণকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ও যে দ্বিভুজ, নরবপু এবং নরলীল হইবেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

৩। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ নরবপু ভগবান্‌কে চিনিয়া লওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়

দ্বিভুজ নরতনু স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকেই মনে করে—অন্য দশজন যে রকম, ইনিও দেখিতে সেই রকমই ; সুতরাং অন্য দশ জনের মতন ইনিও মানুষই। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা॥ ৯।১১॥ —আমি হইতেছি ভূতসমূহের মহেশ্বর; আমার এই পরমতত্ত্ব যাহারা অবগত নহে, সেই মূঢ়গণ আমাকে মনুষ্যশরীরধারী বলিয়া (মানুষমাত্র মনে করিয়া) অবজ্ঞা করে।"

এই অবস্থায়, মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ নরাকৃতি ভগবান্‌কে চিনিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। অলৌকিকী শক্তিদ্বারাও ভগবৎস্বরূপের নির্ণয় হয় না; কেননা, কোনও কোনও জীবতত্ত্ব সাধক মহাপুরুষের মধ্যেও ভগবৎ-কৃপায় কিছু কিছু অলৌকিকী শক্তির বিকাশ হইতে পারে।

ক। জন্মলীলার অলৌকিকত্বদ্বারাও ভগবান্‌কে জানা যায় না

পূর্বে (১।১২-অনুচ্ছেদে) শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-কথন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মানুষের ন্যায় পিতামাতার শুক্রশোণিতে ভগবানের জন্ম হয় না। আনন্দস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ প্রথমে পিতার হৃদয়ে, পরে পিতার হৃদয় হইতে মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। মাতার হৃদয় হইতেই তিনি আবির্ভূত হয়েন, গর্ভ হইতে নহে। কিন্তু লোক এ-সকল বিবরণ অবগত নহে; তাই লোকের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে মনে করে, মাতার গর্ভ হইতেই জন্ম হইয়া থাকে। সুতরাং জন্মলীলার এই অলৌকিকত্বদ্বারা নরাকৃতি ভগবান্‌কে জানা যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মলীলাতেও ঐরূপ অলৌকিকত্ব ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেবের আদি-চরিতকার শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার রচিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্" (সাধারণতঃ "মুরারিগুপ্তের কড়চা"-নামে খ্যাত) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"শৃণুষ্বাবহিতং ব্রহ্মন্ চৈতন্যস্যাবতারকম্। নবীনং জগদীশস্য করুণাবারিধের্বিভোঃ॥ গতে দেবর্ষিবর্য্যে তু স্বাশ্রমে ভগবান্ পরঃ। জগন্নাথস্য বিপ্রর্ষের্মনস্যাবিশদচ্যুতঃ॥ তেনাহিতং মহত্তেজো দধার সময়ে সতী। এতস্মিন্নন্তরে সাধ্বী শচী পতিপরায়ণা॥ লেভে গর্ভং হরেরংশং গঙ্গেব শাম্ভবং শুভা। তস্যাস্তেজোঽতিববৃধে শুক্লপক্ষে যথা শশী॥ তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং তপ্তচামীকরপ্রভাম্। শ্রিয়া যুক্তো জগন্নাথো মুমুদে হৃষ্টমানসঃ॥ ৫।১-৫॥" জগন্নাথ—জগন্নাথ মিশ্র; শচী—শচীদেবী, মিশ্রপত্নী। মুরারিগুপ্তের এই উক্তির মর্ম কবিরাজগোস্বামী নিম্নোদ্ধৃত পয়ারসমূহে ব্যক্ত করিয়াছেন। "চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে। জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥ মিশ্র কহে শচী স্থানে—দেখি আন রীত। জ্যোতির্ম্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত॥ যাঁহা তাঁহা সব লোক করয়ে সম্মান। ঘরেতে পাঠায়্যা দেন বস্ত্র ধন ধান॥·· ······জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল। জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥ আমার হৃদয় হৈতে গেল তোমার হৃদয়ে। হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥ চৈ. চ. ১।১৩।৭৭-৮৫॥"

উল্লিখিত ব্যাপার যদি লোকের প্রত্যক্ষীভূত হইত, তাহা হইলে হয়তো মনে করিতে পারিত, শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যকে মানুষের মত দেখাইলেও মানুষের জন্মের মতন তো তাঁহার জন্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়; এই অবস্থায় তাঁহাকে অন্য দশ জনের মত মানুষই বা বলা যায় কি রূপে? কিন্তু জন্মলীলার ঐরূপ অলৌকিকত্ব লোকের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; লোক মনে করে, অন্য দশজন লোকের যে ভাবে জন্ম হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যদেবেরও সেই ভাবেই জন্ম হইয়াছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, জন্মলীলার অলৌকিকত্বদ্বারাও ভগবান্‌কে জানিবার উপায় নাই।

৪। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ নরবপু ভগবান্‌কে জানা যায় তাঁহার বিশেষ লক্ষণের দ্বারা

বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের উপাস্যস্বরূপের এবং উপাসনা-প্রণালীর কথা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বর্তমান কলির উপাস্য ও উপাসনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগের ধর্ম্ম॥ পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন। প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন। প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন॥—চৈ. চ. ২।২০।২৮৪-৮৬॥" এ-কথা শুনিয়া শ্রীপাদ সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি—নীচ নীচাচার। কেমনে জানিব—কলিতে কোন্ অবতার॥—চৈ. চ. ২।২০।২৯১॥" শ্রীপাদ সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, "—অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি। কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥ সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ। আমা সভা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান॥ অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'। মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥ স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ। আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই—তটস্থ লক্ষণ॥—চৈ. চ. ২।২০।২৯২-৯৬॥"

এই উক্তির তাৎপর্য এই। কলিযুগের পীতবর্ণ অবতার নিজে কখনও বলেন না—"আমি অবতার"। তাহার হেতু এই যে, তিনি নিজে ভক্তভাবময়; ভক্ত কখনও বলেন না—"আমি ভক্ত"। যাঁহার চিত্তে ভক্তির, বা প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, ভক্তির স্বরূপগত ধর্মবশতঃই তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করেন। অন্যের কথা দূরে, প্রেমভক্তির পূর্ণতম ভাণ্ডারের অধিকারিণী স্বয়ং শ্রীরাধাই বলিয়াছেন—"দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপটপ্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণপায়॥ চৈ. চ. ২।২।৪০॥" রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ভক্তভাবময় বলিয়া ভক্তরূপে পরিচয় দেওয়াই যখন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন তিনি যে নিজেকে ভগবান্ বা ভগবানের অবতার বলিয়া পরিচয় দিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ, স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন স্বরূপতঃ নরলীল, নর-অভিমান; তিনি নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করেন না, নর বা মানুষ, অর্থাৎ জীব বলিয়াই মনে করেন (১।১২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপগতভাবও তাহাই। সুতরাং নিজেকে ভগবানের অবতার বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য সময় সময় তাঁহার মধ্যে ভগবত্তা বা ঈশ্বরভাবও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইতেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার লীলাশক্তির বা ঐশ্বর্যশক্তির কার্য (১১।১ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাহাতেও তাঁহার স্বরূপগত নর-অভিমান অক্ষুণ্ণই থাকে। এইরূপে দেখা গেল, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার নিজের নিকট হইতে তাঁহার বাস্তব স্বরূপের পরিচয় পাওয়া লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহার শাস্ত্রকথিত লক্ষণাদির বিচার করিয়াই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন। তাহাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। "মুনিসব জানি করে লক্ষণবিচার।" কেবলমাত্র মুনিগণই ভগবানের লক্ষণবিচার করিতে সমর্থ। "মুনি" বলিতে "মননশীল, ভগবদ্‌বিষয়ে মননশীল—সুতরাং ভক্তিকৃপাপ্রাপ্ত পরমভাগবতকে" বুঝায়। কোন্ ভাগবৎ-স্বরূপ, কোন্ বর্ণে, কোন্ সময়ে, কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ কি, তৎসমস্তই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। মুনিগণ তাঁহাদের চিত্তস্থিতা ভক্তির প্রভাবে শাস্ত্রকথিত লক্ষণাদির সহিত মিলাইয়া অবতীর্ণ ভগবৎ-স্বরূপের পরিচয় পাইয়া থাকেন। লক্ষণ দুই প্রকারের—স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ। আকৃতি এবং প্রকৃতি হইতেছে স্বরূপলক্ষণ; আর যে লক্ষণ কার্যদ্বারা জানা যায়, তাহা হইতেছে তটস্থলক্ষণ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদ্"-ইত্যাদি ১।১।১-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন,—"এই শ্লোকে 'পর'-শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ। 'সত্য'-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপলক্ষণ॥ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পঢ়াইল। অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥ এইসব কার্য্য তাঁর তটস্থলক্ষণ। অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ॥ চৈ. চ. ২।২০।২৯৮-৩০০ ॥"

প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ অন্য বস্তু হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য জানাইয়া থাকে। নরবপু পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের এই লক্ষণদ্বয়ও মানুষ হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য জানাইয়া থাকে। এই লক্ষণদ্বয় হইতেছে তাঁহার বিশেষ লক্ষণ। সুতরাং বিশেষ লক্ষণের দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ পীতবর্ণ স্বয়ংভবান্‌কে যোগ্য ব্যক্তিগণ জানিতে পারেন।

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের যে-সমস্ত লক্ষণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত লক্ষণ শচীতনয় শ্রীচৈতন্যদেবের আছে কিনা, তাহাই এখন বিবেচনা করিতে হইবে। সে-সমস্ত লক্ষণ যদি শ্রীচৈতন্যদেবে দেখা যায়, তাহা হইলেই তাঁহাকে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, অন্যথা নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্রকথিত লক্ষণগুলি শ্রীচৈতন্যদেবে আছে কিনা।

৫। শ্রীচৈতন্যদেবের পীতবর্ণ- স্বয়ংভগবত্তা-বিচার

শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক নাম আছে; যথা, নিমাই বা নিমাই পণ্ডিত, গৌরাঙ্গ, বিশ্বম্ভর, গৌরহরি, গৌরসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শব্দের সংক্ষিপ্তরূপই হইতেছে "শ্রীচৈতন্য"। তাঁহাকে সাধারণতঃ প্রভু, মহাপ্রভু ইত্যাদিও বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক। বর্ণ—পীত বা গৌর

শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার চরিতকারগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

আদি চরিতকার শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চার বহু স্থলে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বর্ণবর্ণ-কান্তিবিশিষ্ট বলিয়াছেন। যথা, "দ্রুতসুবর্ণরুচি (গলিত-সুবর্ণ-কান্তি)", ২।৭।৩, "সন্তপ্ত-চামীরকররোচিষা রবির্যথা (গলিত-কাঞ্চনবর্ণ), ২।৯।১৮, "তপ্তকাঞ্চনবপু", ২।১৬।৭, "বরহেম-গৌর", ৩।১।৪ ইত্যাদি। কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে ঐরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। যথা, "ভাস্বচ্চামীকরজলময়", ১।২, "গৌরদেহ", ৩।৫-ইত্যাদি। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যভাগবত"-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যদেবকে "কনকাবদাত—হেমাঙ্গ" বলিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার "বিদগ্ধমাধব-নাটকের" মঙ্গলাচরণে শ্রীশচীনন্দনকে "পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ—স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর দ্যুতিপুঞ্জদ্বারা সন্দীপিত" বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"তপ্তহেম সমকান্তি ॥ ১।৩।৩২ ॥" এইরূপ আরও শত শত উক্তি বিভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল, শ্রীচৈতন্যদেবের দেহ ছিল স্বর্ণবর্ণ। মহাভারত-কথিত "হেমাঙ্গ"-শব্দ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ-কথিত "রুক্মবর্ণ"-শব্দও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌কে স্বর্ণবর্ণই বলিয়া গিয়াছে। স্বর্ণের বর্ণই হইতেছে পীতবর্ণ; এজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত সেই "রুক্মবর্ণ" এবং "হেমাঙ্গ"-স্বরূপকে "পীতবর্ণ" বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণও তদ্রূপই ছিল—পীতবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ। পীত বা স্বর্ণবর্ণই গৌরবর্ণ। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেবকে "গৌর", "গৌরাঙ্গ", "গৌরসুন্দর" ইত্যাদি বলা হয়।

এইরূপে দেখা গেল—বর্ণবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতিকথিত রুক্মবর্ণ বা পীতবর্ণ, অথবা হেমাঙ্গ স্বয়ংভগবানের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সমত্ব বিদ্যমান।

এক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেবের দৈহিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইতেছে।

খ। দৈহিক লক্ষণ

(১) ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু

শ্রীভগবান্ মানুষের ন্যায় দ্বিভুজ দেহে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেও কতকগুলি শারীরিক লক্ষণে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিল।

মানুষের দেহ দৈর্ঘ্যে—মস্তকের অগ্রভাগ হইতে পদতল পর্যন্ত—হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত, সাত বিঘত। বিস্তারেও—দুই হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত—হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত, বা সাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিঘত। বর্তমান কল্পের ব্রহ্মা হইতেছেন জীবতত্ত্ব; তিনিও নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত, সাত বিঘত। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতিতে তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন—"সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ॥ ভা. ১০।১৪।১১ ॥" প্রাকৃত জগতে কোনও কোনও লোককে চারিহাত (ছয় ফিট্) লম্বাও দেখা যায়; কিন্তু প্রমাণমাপে চারিহাত হইলেও নিজের হাতে তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার হয় সাড়ে তিন হাত।

ভগবৎ-স্বরূপ কিন্তু এইরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে, ভগবানের বিগ্রহ হয় নিজের হাতে সাড়ে চারিহাত। কোনও কোনও স্থলে চারিহাতের কথাও পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১৮শ বিলাসে অর্চাবিগ্রহের পরিমাণাদি সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও ভগবদ্-বিগ্রহের উল্লিখিত পরিমাণের কথাই জানা যায়। এইরূপে জানা গেল—যে ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েন, মানুষের মতন দ্বিভুজ হইলেও তাঁহার দেহ মানুষের দেহের ন্যায় নিজ হাতের সাড়ে তিন হাত হয় না, হয় চারিহাত, বা সাড়ে চারিহাত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দেহও ছিল দৈর্ঘ্যবিস্তারে নিজের হাতের চারি হাত। এতাদৃশ তনু যাঁহার, তাঁহাকে বলা হয়—**ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু**। "দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য-গুণধাম॥ চৈ. চ. ১।৩।৩৩-৪ ॥"

পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের যে পদচিহ্ন এখনও বিদ্যমান, তাহার দৈর্ঘ্য হইতেই তাঁহার দেহের অসাধারণ দৈর্ঘ্য অনুমিত হইতে পারে। চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি নীলাচলে (পুরীতে) গমন করেন, সন্ন্যাসের পরে তিনি চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন। দক্ষিণভারত, বাংলাদেশ এবং বৃন্দাবনাদি স্থানে গমনাগমন উপলক্ষ্যে তিনি প্রায় তিন বৎসর নীলাচলে ছিলেন না; * অবশিষ্ট একুশ বৎসরের প্রতিদিনই তিনি শ্রীজগন্নাথমন্দিরের জগমোহনে গরুড়স্তম্ভের উপরে বাম হাত রাখিয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন। দীর্ঘকাল যাবৎ এই ভাবে প্রতিদিন একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকার ফলে গরুড়স্তম্ভের নিম্নস্থ ভিত্তি-প্রস্তরে তাঁহার পদদ্বয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করেন, পাদুকাতে যেমন তাঁহাদের পায়ের দাগ পড়ে, তদ্রূপ। মহাপ্রভুর পদদ্বয়ের চিহ্নযুক্ত প্রস্তরখণ্ড মন্দিরপ্রাঙ্গণমধ্যেই একস্থানে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। সেই পদচিহ্ন প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা। ফুটের মাপে যে লোক সাড়ে তিন হাত বা ৬৩ ইঞ্চি হয়, তাহার পদতল হয়,—এক ফুট বা বার ইঞ্চি। পদতলের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে দেহের দীর্ঘতা ধরিলে, পদচিহ্নের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহের দৈর্ঘ্য হইবে সাড়ে তিন

* ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়ত্তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ ॥ মহাকাব্য ॥ ২০।৪০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত মানুষের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রায় ২১ ইঞ্চি অধিক। ইহাতে মনে হয়, বহুলোকের মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান থাকিলে সকলের মাথার উপরেও মহাপ্রভুর দেহের ঊর্ধ্বভাগ কিঞ্চিদধিক এক হাত দৃষ্ট হইত। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নগর-সংকীর্তন-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, অসংখ্য লোক সংকীর্তনে যোগদান করিয়াছেন; প্রভুর কলেবর তাঁহাদের "সবা হইতে সুদীর্ঘ"। আর, লোক সকল এত ঘেষাঘেষি হইয়া অবস্থান করিতেছেন যে, তাঁহাদের উপরে সরিষা ফেলিয়া দিলেও সরিষা মাটিতে পড়িবে না; তথাপি সকলেই প্রভুর বদন দেখিতে পাইয়াছিলেন। "চতুর্দ্দিকে আপন-বিগ্রহ-ভক্তগণ। বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥...উন্নত নাসিকা, সিংহগ্রীব মনোহর। সভা হইতে সুপীন সুদীর্ঘ কলেবর॥...এতেক লোকের যে হইল সমুচ্চয়। সরিষা পড়িলেও তল নাহি হয়॥ তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন। সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥—মধ্য ২৩ অঃ॥ ৩২৬ পৃঃ॥" এজন্যই বোধ হয় বলা হইয়াছে "প্রকাণ্ড শরীর"। "তপ্তহেমসম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর॥ চৈ. চ. ১।৩।৩২॥" গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দ যখন সর্বপ্রথম প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন, "সুবলিত **প্রকাণ্ড দেহ**—কমললোচন। দেখিয়া তাঁহার মনে হইল চমৎকার। আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥ চৈ. চ. ২।৮।১৬-৭॥" নানা গ্রন্থে বহুস্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের "প্রকাণ্ড শরীরের" উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২) মহাপুরুষ-লক্ষণ

"চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত॥ চৈ. চ. ১।৩।৩৩।"—এই পূর্বোদ্ধৃত পয়ারার্ধে "মহাপুরুষ"-শব্দে পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪০।৪-শ্লোকে অক্রূরোক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে "মহাপুরুষ" বলা হইয়াছে—"মহাপুরুষমীশ্বরম্"। আবার "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমিত্যাদি" ভা. ১১।৫।৩৩-শ্লোকেও এবং অন্যান্য স্থলেও ভগবান্‌কে "মহাপুরুষ" বলা হইয়াছে।

সামুদ্রিক-গ্রন্থে মহাপুরুষের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে:—"পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ। ত্রিহ্রস্বঃ পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥—চৈ. চ. ১।১৪।৩-শ্লোকধৃত প্রমাণ॥ —মহাপুরুষের বত্রিশটী লক্ষণ; যথা—(নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র এবং জানু এই) পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ; (ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব, দন্ত এবং রোম এই) পাঁচটী সূক্ষ্ম; (নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা এবং নখ এই) সাত স্থল রক্তবর্ণ; (বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ এই) ছয়টী অঙ্গ উন্নত; (গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন এই) তিনটী অঙ্গ হ্রস্ব; (কটিদেশ, ললাট এবং বক্ষঃস্থল এই) তিনটী অঙ্গ বিস্তীর্ণ; এবং (নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই) তিনটী গম্ভীর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যদেবের মাতামহ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—

"বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥ চৈ. চ. ১।১৪।১২॥"

(৩) কর-চরণ-চিহ্ন

কর-চরণের চিহ্নাদিতেও মানুষ অপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য থাকে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের শৈশবের একটী কাহিনী। তিনি তখন অতি শিশু, চলাফেরা করিতে পারেন না, কথাও বলিতে পারেন না। মাতা বিছানায় শোয়াইয়া রাখিলে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকেন (উত্তান শয়ন)। এ-পাশ ও-পাশ হইতেও পারেন না। একদিন শচীমাতা তাঁহাকে বিছানায় চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন; তিনি নিদ্রিত। এই অবস্থায় শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র, শয়ন-গৃহে লঘু পদচিহ্ন দেখিলেন। "বাল্য লীলায় আগে প্রভুর উত্তান শয়ন। পিতামাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ॥ গৃহে দুইজন দেখে লঘু-পদচিহ্ন। তাহে শোভে ধ্বজ-বজ্র শঙ্খ-চক্র মীন॥ দেখিয়া দোঁহার চিত্তে হইল বিস্ময়। কার পদচিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয়॥ মিশ্র কহে—বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে। তেঁহো মূর্তি হঞা ঘরে খেলে জানি রঙ্গে॥ সেই ক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন। অঙ্কে লৈয়া শচী তারে পিয়াইল স্তন॥ স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল। সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল॥ দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি। গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥ চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বোলেন হাসিয়া। লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া॥ বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ। এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে-সব লক্ষণ॥ **নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ**। এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ॥ এই ত করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার। ইহা হইতে হবে দুই কুলের উদ্ধার॥ মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ। আজি দিন ভাল, করিব নামকরণ॥ সর্ব্বলোকের করিবে ইঁহো ধারণ-পোষণ। 'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহার এইত কারণ॥—চৈ. চ. ১।১৪।৪-১৬॥"

"নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ" কোনও মানুষের থাকে না।

(৪) কৈশোর। গুম্ফশ্মশ্রুহীনতা

পরব্রহ্মসম্বন্ধে ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষ **আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো** বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ॥ ৮।১।৫॥"

"য **আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো** বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ ৮।৭।১১৩॥"

উল্লিখিত ছান্দোগ্যবাক্য হইতে জানা গেল, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন, বিজরঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরাবর্জিত, বার্ধক্যবর্জিত। অন্যান্য শ্রুতিও পরব্রহ্মকে "অজরম্—জরাহীন" বলিয়াছেন। যথা, বৃহদারণ্যক॥ ৪।৪।২৫ ; প্রশ্নোপনিষদ ৫।৭, শ্বেতাশ্বতর॥ ৩।২১, গোপালোত্তরতাপনী ॥ ১৭ ॥ এইরূপে শ্রুতি হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মের বার্ধক্য নাই। তবে কি প্রৌঢ়ত্বাদি আছে? না; তাহাও নাই; তিনি নিত্যকিশোর। গোপালপূর্বতাপনীশ্রুতি বলিয়াছেন—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-তরুণ। "গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্॥ ১।২॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ কিশোর। "কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ—স্বয়ং অবতারী॥ ১।২।৮২॥"

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন নূতন কোনও দেহ ধারণ করিয়া তিনি অবতীর্ণ হয়েন না; তাঁহার অনাদিসিদ্ধ দেহেই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ দেহ হইতেছে নিত্যকিশোর। তাঁহার অনাদিসিদ্ধ দেহেই যদি তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইল ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ দেহও হইবে নিত্যকিশোর। কিন্তু প্রকটলীলায় তাঁহার বাল্য ও পৌগণ্ড দৃষ্ট হয় কেন? তিনি শিশুরূপেই অবতীর্ণ হয়েন; ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম বৎসর পর্যন্ত বাল্য, তাহার পরে দশম বর্ষ পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং তাহার পরে কৈশোর দেখা দেয়। ইহার সমাধান কি?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। অপ্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর বলিয়া সে-স্থলে তাঁহার বাল্যও নাই, পৌগণ্ডও নাই; সুতরাং বাল্য ও পৌগণ্ডের রসবৈচিত্রী-বিশেষের আস্বাদন অপ্রকটে তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। বাল্যে বাৎসল্যরসের বৈচিত্রী-বিশেষ এবং পৌগণ্ডে সখ্যাদি রসের বৈচিত্রী-বিশেষের আস্বাদন অপ্রকটে হইতে পারে না। অথচ এ-সকল রস-বৈচিত্রীর আস্বাদন না করিলেও তাঁহার রসস্বরূপত্ব অপূর্ণ থাকিয়া যায়। এই সকল রস-বৈচিত্রীর আস্বাদনের উদ্দেশ্যে প্রকটলীলায় তিনি তাঁহার বিগ্রহের ধর্মরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন। জন্মলীলার ব্যপদেশে তিনি অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করা সম্ভবপর হয়। "বাল্য পৌগণ্ড হয়, বিগ্রহের ধর্ম্ম॥ চৈ. চ. ২।২০।২১৫॥—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি॥" বাল্য ও পৌগণ্ড তাঁহার বিগ্রহের ধর্ম; তিনি কিন্তু ধর্মী। "কিশোরশেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ চৈ. চ. ২।২০।৩১৬ ॥ মহাপ্রভুর উক্তি॥"; "ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্॥ ভ. র. সি.॥ বিভাবলহরী॥ ১।২৭॥" মানুষের দেহে যেমন বাল্য আসে, আবার চলিয়া যায়; বাল্যের পরে আসে পৌগণ্ড, যথাসময়ে চলিয়া যায়, আসে কৈশোর। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের ধর্ম বাল্যও তেমনি আসে, আবার চলিয়া যায়; তাহার পরে আসে পৌগণ্ড; তাহাও চলিয়া যায়, আসে কৈশোর। মানুষের দেহে কৈশোরও চলিয়া যায়, পরে আসে যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্যাদি। কিন্তু প্রকটলীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ডের অবসানে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈশোর আসে, সেই কৈশোরেই তাঁহার নিত্যস্থিতি। "ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতাপ্রাপ্তি। রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥ চৈ. চ. ২।২০।৩১৮॥ মহাপ্রভুর উক্তি॥"

গত দ্বাপরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সোয়াশত বৎসর প্রকট ছিলেন; সোয়া শত বৎসর বয়সেও তিনি ছিলেন কৈশোরোচিত তারুণ্যলাবণ্যমণ্ডিত। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়, তাঁহাতে কখনও গুম্ফ-শ্মশ্রুর উদ্‌গম হয় নাই। "বয়শ্চ তচ্ছৈশবশোভয়াশ্রিতং সদা তথা যৌবনলীলয়াদৃতম্। মনোজ্ঞকৈশোরদশাবলম্বিতং প্রতিক্ষণং নূতন-নূতনং গুণৈঃ॥—বৃহদ্‌-ভাগবতামৃতম্॥ ২।৫।১২২॥"—টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"বয়শ্চেতি। তৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-পরমাশ্চর্য্যমিতি বা, সদা শৈশবশোভয়া পরম-সৌকুমার্য্যচাপল্য-শ্মশ্রুনুদ্‌গমাদিরূপয়া বাল্যলক্ষ্ম্যা আশ্রিতম্। তথা সদা যৌবনলীলয়া বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিরূপয়া তদুদ্ভেদকভঙ্গ্যা বা আদৃতঞ্চ। অতএব মনোজ্ঞয়া জগচ্চিত্তহারিণ্যা কৈশোরদশয়া পঞ্চদশবর্ত্ত্যবস্থয়া অবলম্বিতম্। অতএব গুণৈঃ কান্ত্যাদিভিঃ প্রতিক্ষণং নূতনাদপি নূতনম্, কদাচিদপি পরিণামাপ্রাপ্তেঃ তদ্দৃষ্টৄণা-মতৃপ্তিকরত্বাচ্চ, তথাবিধাশ্চর্য্যকরত্বাদপি ইতি দিক্।"

এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত "বয়শ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ:— "শ্রীকৃষ্ণের বয়স সর্বদাই পরমাশ্চর্য-শৈশব-শোভা-বিশিষ্ট, অর্থাৎ পরম-সৌকুমার্য, চাপল্য, **শ্মশ্রুর অনুদ্‌গমাদিরূপ** বাল্যশ্রীদ্বারা আশ্রিত। তদ্রূপ বিবিধ-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ যৌবনলীলাদ্বারা আদৃত। এজন্য মনোজ্ঞা বা জগচ্চিত্তহারিণী **পঞ্চদশবর্ষবর্তিনী কৈশোরদশাদ্বারা** অবলম্বিত। অতএব কান্ত্যাদিগুণে প্রতিক্ষণেই নূতন হইতেও নূতনরূপে প্রতিভাত, কোনও গুণই কখনই পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। এজন্য যাঁহারা তাঁহার দর্শন করেন, তাঁহাদের দর্শনাকাংক্ষা কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করে না; এতাদৃশ আশ্চর্যজনকই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বয়স।"

বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের শ্রীকৃষ্ণবন্দনাত্মক "জয়তি নিজপদাব্জ-প্রেমদাবতীর্ণো বিবিধমধুরি-মাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধিঃ"-ইত্যাদি সর্বপ্রথম শ্লোকের অন্তর্গত "কৈশোরগন্ধিঃ"-শব্দের টীকায়ও শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"তত্র রূপমধুরিমাণমাহ—কৈশোরেতি, কৈশোরস্য গন্ধঃ সতত-সম্বন্ধবিশেষো যস্মিন্ সঃ—বাল্যেঽপি তারুণ্যেঽপি পরমমহাসুন্দরকৈশোরশোভানপগমাৎ সর্বদৈব কৈশোরভূষিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৩।২৮।১৭) শ্রীকপিলদেবেনাপি স্বমাতরং প্রত্যুপদিষ্টম্;—'সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্' ইতি।—এস্থলে 'কৈশোর-গন্ধিঃ'-শব্দে (শ্রীকৃষ্ণের) রূপমধুরিমার কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাতে কৈশোরের গন্ধ—সম্পর্কবিশেষ—সতত বিদ্যমান; বাল্যেও এবং তারুণ্যেও পরম-মহাসুন্দর কৈশোরশোভা তাঁহাকে ত্যাগ করে না বলিয়া তিনি সর্বদাই কৈশোর-শোভাদ্বারা বিভূষিত। এজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীকপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতির নিকটে বলিয়াছেন—'ভৃত্যানুগ্রহকাতর ভগবান্ সর্বদা কৈশোরে অবস্থিত'।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—অপ্রকটধামের নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন লীলারস-বৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকৃত বাল্য ও পৌগণ্ডের পরে সর্বদাই তিনি পঞ্চদশবর্ষবর্তিনী কৈশোরদশায় অবস্থিত থাকেন, সর্বদাই তিনি পরম-সৌকুমার্য, শৈশবোচিত চাপল্য এবং বাল্যশ্রীদ্বারা আশ্রিত; তাহাতে কখনও **শ্মশ্রু-গুম্ফাদির উদ্গম হয় না।**

কেবল স্বয়ংভগবান্ নহেন, নারায়ণাদি যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে তিনি আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত আছেন, তাঁহারাও নিত্যকিশোর, তাঁহাদেরও শ্মশ্রু-গুম্ফাদির উদ্গম হয় না। পূর্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যের "বিজরঃ"-শব্দের তাৎপর্যও তাহাই।

ছান্দোগ্যশ্রুতিপ্রোক্ত "হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশঃ"-শব্দের আলোচনা

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে নিম্নলিখিত বাক্যটী দৃষ্ট হয়ঃ—"অথ যদেবৈতদাদিতস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সা, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমঃ—তৎ সাম; অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে **হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ** আ প্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥ ১।৬।৬ ॥—প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে—এই যে আদিত্যের শুক্ল আভা, তাহাই 'সা', আর যাহা অতিশয় নীল কৃষ্ণবর্ণ, তাহা 'অম', তাহাই সাম; অপিচ, এই যে আদিত্যমণ্ডলমধ্যে হিরণ্ময়, **হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ** পুরুষ দৃষ্ট হয়, যাঁহার নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণ অর্থাৎ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল।—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

এই শ্রুতিবাক্যটী দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—এই শ্রুতিবাক্যে ভগবৎ-স্বরূপের হিরণ্যশ্মশ্রুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভগবৎ-স্বরূপের যে শ্মশ্রু-আদি নাই, তাহা কিরূপে বলা যায়?

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। শ্রুতিবাক্যে যাঁহার হিরণ্যশ্মশ্রুর (স্বর্ণবর্ণ শ্মশ্রুর) কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন—আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী হিরণ্ময় পুরুষ—"অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ"। এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে আদিত্যস্য অন্তর্ম্মধ্যে হিরণ্ময়ো হিরণ্ময় ইব হিরণ্ময়ঃ, ন হি সুবর্ণবিকারত্বং **দেবস্য** সম্ভবতি।" এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—"অন্তরাদিত্য"-শব্দের অর্থ হইতেছে—আদিত্যের মধ্যে অবস্থিত, সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী। তাঁহাকে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য "দেব" বলিয়াছেন। ইনি হইতেছেন—আদিত্যের (সূর্যের) অধিদেবতা। ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড হইতেই অধিদেবতার বিষয় বলা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম বাক্যেই অধিদেবতারূপে সূর্যের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। "অথাধিদৈবতম্—য এবাসৌ তপতি, তমুদ্গীথমুপাসীত; উদ্যন্ বা এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি।—অনন্তর অধিদৈবত [উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে]—এই যিনি তাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতেছেন, তাঁহাকে উদ্‌গীথ বলিয়া উপাসনা করিবে; ইনি (সূর্য) উদয়কালে যেন প্রজাগণের জন্য উদ্‌গীথ গানই করিয়া থাকেন।—সাংখ্যবেদান্ততীর্থমহাশয়ের অনুবাদ।”

প্রকরণ হইতেই জানা যায়, এই হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ পুরুষ হইতেছেন সূর্যের অধিদেবতা। তাঁহার বর্ণ হিরণ্যের বা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তাঁহার কেশ এবং শ্মশ্রুও তদ্রূপ। ইনি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ নহেন, তাঁহার বিভূতিমাত্র।

ব্রহ্মার উক্তি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীগোবিন্দ তাঁহার নিজস্ব ধাম গোলোকেই বাস করেন, অন্যত্র বাস করেন না। ব্রহ্মসংহিতার “আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫।৩৭ ॥” এই শ্লোকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—“যিনি অখিলাত্মভূত এবং যিনি স্বীয় হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপা স্বকীয়াকান্তা গোপীগণের সহিত গোলোকেই নিত্য বাস করেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।” এই শ্লোকের “গোলোক এব—গোলোকে এব-নিবসতি”-বাক্যের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“গোলোক এব ইত্যেবকারেণ সেয়ং লীলা তস্যাপি নান্যত্র বিদ্যত ইতি প্রকাশ্যতে॥—‘গোলোক এব’-এস্থলে ‘এব’-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, তাঁহার (শ্রীগোবিন্দের) এই লীলা অন্যত্র নাই।” এস্থলে “এব”-শব্দ নির্ধারণে প্রযুক্ত হইয়াছে। যে-স্থানে গোবিন্দ, সে-স্থানেই তাঁহার লীলা; যে-স্থানে গোবিন্দ নাই, সে-স্থানে তাঁহার লীলাও থাকিতে পারে না। “গোলোকব্যতীত অন্যত্র গোবিন্দের লীলা নাই”—এ-কথার তাৎপর্য হইতেছে—গোলোকব্যতীত অন্যত্র শ্রীগোবিন্দও থাকেন না। সুতরাং সূর্যমণ্ডলেও আদিপুরুষ পরব্রহ্ম গোবিন্দ থাকেন না।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৬-অনুচ্ছেদে ধ্যানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—উপাস্যস্বরূপের যে ধাম, সেই ধামেই তাঁহার চিন্তা করিবে। “অথ মুখ্যং ধ্যানং শ্রীভগবদ্ধামগতমেব।” শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বৃন্দাবনেই করিতে হইবে, কেননা শাস্ত্র বলিয়াছেন—“স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে” অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণের গায়ত্রীর নাম হইতেছে—কামগায়ত্রী। কোনও কোনও শাস্ত্রে সূর্যমণ্ডলে কামগায়ত্রীর ধ্যানের কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, কামগায়ত্রীর ধ্যানেও বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিবে; কেননা, ব্রহ্মসংহিতা বলিয়া গিয়াছেন—“গোলোকেই তিনি নিত্য বিরাজিত। “কামগায়ত্রীধ্যানঞ্চ যৎ সূর্য্যমণ্ডলে শ্রূয়তে, তৎ তত্রৈব চিন্ত্যম্—‘গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ’-ইত্যত্র এব-কারাৎ॥”—অর্থাৎ ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকে “গোলোক এব”-স্থলে যে “এব”-শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোলোকে বা বৃন্দাবনেই থাকেন, অন্যত্র নহে; সুতরাং কামগায়ত্রীর ধ্যানেও বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে—তাহা হইলে কোনও কোনও স্থলে সূর্যমণ্ডলে কামগায়ত্রীর ধ্যানের উপদেশ দৃষ্ট হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন ? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তত্র শ্রীবৃন্দাবননাথঃ সাক্ষান্ন তিষ্ঠতি, কিন্তু তেজোময় প্রতিমাকারেণৈবেতি।—সে-স্থলে (সূর্যমণ্ডলে) শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবে অবস্থিত থাকেন না, তেজোময় প্রতিমাকারেই সে-স্থলে তিনি অবস্থান করেন, ইহাই হইতেছে তাৎপর্য।"

এ-সকল উক্তি হইতে জানা গেল—সূর্যমণ্ডলে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপে অবস্থান করেন না; সুতরাং সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ হিরণ্ময় পুরুষ যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নহেন, তাহাই জানা গেল।

যদি বলা যায়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে বলিয়াছেন, বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ তেজোময়-প্রতিমাকারে সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত, তাহাতে ইহাও বুঝা যাইতে পারে যে, সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ হিরণ্ময় পুরুষই বৃন্দাবননাথের সেই প্রতিমা, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে,—যাঁহার প্রতিমা, তাঁহার সহিত প্রতিমার বিসদৃশতা থাকে না। বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ হিরণ্ময় অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ নহেন, তিনি হইতেছেন নবনীরদশ্যাম; কিন্তু সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষ হইতেছেন হিরণ্ময়। বৃন্দাবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণের কেশও স্বর্ণবর্ণ নহে; কিন্তু আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষ হইতেছেন হিরণ্যকেশ। শ্রীকৃষ্ণের গুম্ফ-শ্মশ্রু নাই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষের হিরণ্যবর্ণ শ্মশ্রু আছে। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষের কোনও সাদৃশ্যই নাই। সুতরাং সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের তেজোময় প্রতিমা বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ পুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কোনও ভগবৎ-স্বরূপও নহেন। তিনি হইতেছেন সূর্যের অধিদেবতা, শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিবিশেষ। তাঁহার শ্মশ্রু আছে বলিয়া কোনও ভগবৎস্বরূপের শ্মশ্রুর অস্তিত্বের অনুমান বিচার-সহ নহে; অধিকন্তু তাহাতে ছান্দোগ্যশ্রুতির অন্য স্থলের উক্তির (পূর্বোদ্ধৃত ৮।১।৫, ৮।৭।১) সহিত এবং পূর্বোদ্ধৃত গোপালতাপনী (১।২)-বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—স্বয়ংভগবানের এবং অনাদিকাল হইতে তিনি যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদেরও গুম্ফ-শ্মশ্রু নাই, তাঁহারা সকলেই নিত্যকিশোর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও গুম্ফ-শ্মশ্রুর উল্লেখ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। নানা স্থলে তাঁহার যে-সকল বিগ্রহ বহুকাল ধরিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কোনও-টীতেই গুম্ফ-শ্মশ্রু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়সে সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া যে বিগ্রহ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, অদ্যাপিও তাহা কালনায় সেবিত হইতেছেন; সেই বিগ্রহেও গুম্ফ-শ্মশ্রু দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন পদে এবং স্তোত্রেও শ্রীচৈতন্যদেবকে "কিশোর" বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। যথা 'গৌরকিশোর, প্রেমে গর গর", "নবকিশোর গা-খানি তাঁর", "শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র, হা শ্রীবিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র। হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥"-ইত্যাদি। কবি কর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা, "নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্রিমাঃ ॥ ৩।৮৭ ॥", "গৌরকিশোর-সুধাকরঃ ॥ ৪।৫৬ ॥", ইত্যাদি।

(৫) অপহতপাপ্মত্ব, নীরোগতা

পূর্ববর্তী (৪)-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যে (৮।১।৫, ৮।৭।১-বাক্যে) পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের একটী লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে—তিনি অপহতপাপ্মা—পাপশূন্য। তাঁহাতে কোনও পাপ নাই, কোনও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না; সুতরাং পাপজাত কোনও রোগ-ব্যাধিও তাঁহার থাকিতে পারে না। শ্রুতি পরিষ্কার ভাবেই তাঁহাকে "অনাময়—নীরোগ" বলিয়াছেন—"ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিবন্তি ॥ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ॥ ৩।১০ ॥"

পাপের ফলেই রোগ হয়; যাঁহার কোনও পাপ নাই, পাপ যাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, তাঁহার আবার রোগ-ব্যাধি কিরূপে হইতে পারে?

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালের বহু লীলা পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কোনও স্থলেই তাঁহার কোনও ব্যাধির কথা দৃষ্ট হয় না। যদি কখনও তাঁহার কোনও রোগ জন্মিত, তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে তাহার উল্লেখও থাকিত।

শ্রীচৈতন্যদেবেরও কোনও সময়ে কোনও রোগ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও গ্রন্থে বলা হয় নাই।

গয়াগমনের পথে জ্বর

অবশ্য শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন গয়ায় যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একস্থানে তাঁহার দেহে জ্বর প্রকাশ পাইল। তাঁহার সঙ্গিগণ প্রতিকারের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই হইল না। তখন তিনি নিজেই বলিয়া দিলেন—"সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে।" বিপ্রপাদোদক আনিয়া দেওয়া হইল, তিনি তাহা পান করিলেন এবং পান করা মাত্রই জ্বর ছাড়িয়া গেল। "এই মত কথোপথ আসিতে আসিতে। আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে॥ প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। লোকশিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥ মধ্যপথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে। শিষ্যগণ * হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥ পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার। তথাপি না ছাড়ে জ্বর, হেন ইচ্ছা তাঁর॥ তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে। 'সর্ব্বদুঃখ

* প্রভুর নিকটে শিক্ষার্থী ছাত্রগণকেই এ-স্থলে প্রভুর শিষ্য বলা হইয়াছে। ইঁহারা প্রভুর মন্ত্রশিষ্য নহেন। প্রভু নিজেই তখন পর্যন্ত মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে॥' বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে। পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥ বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর। সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর॥ চৈ. ভা. আদি, ১২ অধ্যায়।"

আদি চরিতকার শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্"-নামক গ্রন্থে এই জ্বরের প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, গয়াগমনকালে শ্রীচৈতন্যদেব "চোরান্ধয়ক"-নামক হ্রদে যথাবিধি পিতৃতর্পণাদি করিয়া প্রিয় সঙ্গিগণের সহিত মন্দার পর্বতে আরোহণ করিলেন; তৎপর, "ততোঽবতীর্য্যাবজগাম সত্বরং ধরাধরাধো ভবনং দ্বিজস্য সঃ। মনুষ্য-শিক্ষামনুদর্শয়ন্ প্রভুর্জ্জ্বরেণ সন্তপ্ততনুর্বভূব॥ বভূব মে বর্ত্মনি দৈবযোগাচ্ছরীরবৈবশ্যমতঃ কথং স্যাৎ। গয়াসু মে পৈতৃকর্ম্ম বিঘ্নঃ শ্রেয়স্যভূদিত্যতিচিন্তয়াকুলঃ॥ ততোঽপ্যুপায়ং পরিচিন্তয়ন্ স্বয়ং জ্বরস্য শান্ত্যৈ দ্বিজপাদসেবনম্। বরং স বিজ্ঞায় তথোপপাদয়ন্ তদম্বুপানং ভগবাংশ্চকার॥ যে সর্ব্ববিপ্রা মধুসূদনাশ্রয়াঃ নিরন্তরং কৃষ্ণপদাভিচিন্তকাঃ। ততঃ স্বয়ং কৃষ্ণজনাভিমানী তেষাং পরং পাদজলং পপৌ প্রভুঃ। ততো জ্বরস্যোপশমো বভূব তান্ দর্শয়িত্বা দ্বিজপাদভক্তিম্। জগাম তীর্থং স পুনঃপুনাখ্যং চকার তত্র দ্বিজদেবতার্চ্চনম্;—১।১৫।৯-১৩॥—তৎপরে সত্বর মন্দার-পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া পর্বতের তলদেশে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি জ্বরে সন্তপ্তদেহ হইলেন। 'অহো! পথিমধ্যে দৈবযোগে আমার শরীর অবশ হইয়া পড়িল; সুতরাং কিরূপে গয়াতে পিতৃকর্ম সমাধা হইবে? মঙ্গলকার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইল।'—এইরূপ ভাবিয়া প্রভু আকুল হইয়া পড়িলেন। তারপরে, তিনি নিজেই চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, জ্বরের শান্তির জন্য দ্বিজপদসেবাই হইতেছে উপায়। ইহা অবগত হইয়া ভগবান্ দ্বিজপাদ-সেবা করিয়া দ্বিজ-চরণজল পান করিলেন। যে-সমস্ত বিপ্র মধুসূদনকেই আশ্রয় করিয়াছেন এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণই চিন্তা করেন, কৃষ্ণভক্তাভিমানী প্রভু তাঁহাদের চরণজলই পান করিয়াছিলেন। তাহাতেই জ্বরের উপশম হইল। সঙ্গের লোকগণকে দ্বিজপদে ভক্তি দেখাইয়া তিনি পুনঃপুনা-নামক তীর্থে গমন করিয়া সে-স্থানে দ্বিজ-দেবতার অর্চ্চন করিলেন।"

কবিকর্ণপূরও তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্"-নামক গ্রন্থের ৪।৫০-৫৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জ্বরের বিবরণ দিয়াছেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের এই জ্বর, সাধারণ লোকের জ্বরের ন্যায় নহে। কৃষ্ণাশ্রয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের চরণজলের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করার জন্যই তাঁহার এই ভঙ্গী। ইহা বস্তুতঃ তাঁহার কোনও রোগ নহে!

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রেমবিকার

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর দেহে কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত বিকার প্রকাশ পাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল; তিনি প্রেমাবেশে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন, কখনও চীৎকার করেন, কখনও বা দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটি করেন, আবার কখনও বা ঘন ঘন হুঙ্কার করেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব যাঁহাদের অবগত নহে, তাঁহারা মনে করিলেন, নিমাই পণ্ডিত বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন। এক দিন তুই দিন নয়, দীর্ঘকাল এই অবস্থা চলিল। কখনও বা কিছুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন, আবার প্রেমাবেশে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়েন। অবশেষে প্রভুর এমন অবস্থা হইল যে, বাৎসল্যবতী শচীমাতা তাহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। "এই মত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে। শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষে॥ স্নেহ ভিন্ন শচী কিছু নাহি জানে আর। সভয়ে কহয়ে বিশ্বম্ভর-ব্যবহার॥ 'বিধাতায়ে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ। অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥ তাহারো কিরূপ মতি বুঝনে না যায়। ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥ আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা। ক্ষণে বোলে 'ছিণ্ডো ছিণ্ডো পাষণ্ডীর মাথা॥' ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে। না মেলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥ দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে। গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥' নাহি শুনে দেখে লোক কৃষ্ণের বিকারে। বায়ুজ্ঞান করি লোক বোলে বান্ধিবারে॥ শচীমুখে শুনি যে যে যায় দেখিবারে। বায়ুজ্ঞান করি সভে বোলে বান্ধিবারে॥—চৈ. ভা. মধ্য খণ্ড, ২য় অধ্যায়॥"

বায়ুরোগের চিকিৎসার জন্য নানা লোক শচীমাতাকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। মাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। অবশেষে একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুকে দেখিতে আসিলেন। "একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত। উঠি প্রভু নমস্কার কৈলা সাবহিত॥ ভক্ত দেখি প্রভুর বাড়িল ভক্তিভাব। লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ॥ তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে। ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইল তখনে॥ বাহ্য পাই কথোক্ষণে লাগিলা কান্দিতে। মহাকম্পে প্রভু স্থির না পারে হইতে॥ অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে। 'মহাভক্তিযোগ, বায়ু বোলে কোন্ জনে॥' বাহ্য পাই প্রভু বোলে পণ্ডিতের স্থানে। 'কি বুঝ পণ্ডিত, তুমি মোহর বিধানে॥ কেহো বোলে মহাবায়ু, বান্ধিবার তরে। পণ্ডিত, তোমার চিত্তে কি লয়ে আমারে॥' হাসি বোলে শ্রীবাসপণ্ডিত 'ভাল বাই। তোমার যে মত বাই তাহা আমি চাই॥ মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥' এতেক শুনিল যবে শ্রীবাসের মুখে॥ শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈল মহাসুখে॥ 'সভে বোলে বায়ু, সবে আশংসিলা তুমি। আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাম আমি॥ যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে। প্রবেশিতোঁ আজি আমি গঙ্গার ভিতরে॥—চৈ. ভা.॥ মধ্য খণ্ড, ২য় অধ্যায়॥"

শ্রীবাসপণ্ডিত তখন শচীমাতার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। "শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন। 'চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥ 'বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিল তোমারে। ইহা কভু অন্য জন বুঝিবারে নারে॥......এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর। বায়ুজ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য খণ্ড, ২য় অধ্যায়॥"

প্রভুর যে আচরণকে সাধারণ লোক বায়ুরোগের ফল বলিয়া মনে করিত, তাহা যে বাস্তবিক বায়ুরোগ ছিল না, বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ, উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা গেল।

গয়াগমনের পূর্বেও প্রভু একবার নিজের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকটিত করিয়াছিলেন (চৈ. ভা. আদিখণ্ড, ৮ম অধ্যায়)। কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"বায়ুব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম-পরকাশ। ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।৫॥"

প্রভুর দেহে কখনও বাস্তবিক কোনও রোগ প্রকাশ পায় নাই। তিনি ছিলেন শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি কথিত—"নিরাময়।"

গ। বিমৃত্যুতা, মৃত্যুহীনতা

পূর্বোল্লিখিত ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তিনি হইতেছেন—বিমৃত্যু। তাঁহার মৃত্যু নাই। অন্য শ্রুতিও পরব্রহ্মকে "অমরম্—অমর, মৃত্যুহীন" বলিয়াছেন। যথা, বৃহদারণ্যক॥ ৪।৪।২৫, গোপালোত্তরতাপনী॥ ১৭॥

কোন্ ব্যাপারকে আমরা মৃত্যু বলি? জীবের দেহ হইতে জীবাত্মা চলিয়া গেলে তাহার অচেতন দেহটী পড়িয়া থাকে; এই ব্যাপারটীকেই আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের এবং তাঁহার কোনও স্বরূপের এতাদৃশ মৃত্যু নাই; অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ ভগবৎ-স্বরূপের অন্তর্ধানের পরে, জীবের দেহের ন্যায়, তাঁহার কোনও অবশেষ পড়িয়া থাকে না। ইহাই হইতেছে শ্রুতিকথিত "বিমৃত্যু"-শব্দের তাৎপর্য।

ইহার হেতুও আছে। জীবস্বরূপ বা জীবাত্মা হইতেছে চিদ্‌বস্তু, জড়বিরোধী। মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের দেহ হইতেছে জড়—পঞ্চভূতাত্মক, মায়িক। জড়ের ধর্মই বিকার; তাই জীবের দেহে কর্মফল অনুসারে রোগাদি দেখা দেয়। মায়াবদ্ধ জীব কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে সেই দেহের আর প্রয়োজন থাকে না; তখন সেই দেহ ত্যাগ করিয়া জীবাত্মা তৎকালে উদ্বুদ্ধ কর্মের ভোগোপযোগী অন্য দেহে যথাকালে প্রবেশ করিয়া থাকে; পূর্বদেহটী পড়িয়া থাকে। জীবাত্মা চিদ্‌বস্তু বলিয়া এবং জীবের ভোগায়তন দেহ চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু বলিয়া জীবে দেহ ও দেহীর ভেদ আছে।

ঈশ্বরে কিন্তু দেহ-দেহিভেদ নাই। ঈশ্বর হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহার দেহই তিনি, তিনিই দেহ। জীবের দেহের মধ্যে যেমন জীবাত্মা বলিয়া একটী বস্তু থাকে, ভগবানের দেহের মধ্যে ঈশ্বরাত্মা বলিয়া কোনও বস্তু থাকে না। তিনি আনন্দস্বরূপ—চেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ ; তাঁহার দেহও চেতন আনন্দ ; এজন্য শ্রুতি তাঁহাকে আনন্দঘন, জ্ঞানঘন, চিদ্‌ঘন বলিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জীবের ন্যায়, তাঁহার জন্মও নাই ; তাই শ্রুতি তাঁহাকে অজ বলিয়াছেন। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ স্বীয় শক্তিতে যখন লোকনয়নের গোচরীভূত হয়েন, তখনই বলা হয়—তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন এবং লোকের জন্মের অনুকরণ করিয়া আবির্ভূত হয়েন বলিয়া লোকে মনে করে—তাঁহার জন্ম হইয়াছে। আবার, যে উদ্দেশ্যে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরে তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ লোকনয়নের অগোচরীভূত হয়েন মাত্র। তাঁহা হইতে পৃথক্ তাঁহার কোনও দেহ নাই বলিয়া, দেহই তিনি এবং তিনিই দেহ বলিয়া, তাঁহার অন্তর্ধান বলিতে তাঁহার দেহের অন্তর্ধানকেই বুঝায়। সুতরাং তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তাঁহার দেহ এই জগতে পড়িয়া থাকে না। (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রথম খণ্ডের ১৬৭-৭৮ পৃষ্ঠায় ৬৯-৭০-অনুচ্ছেদ স্মৃতিশ্রুতিপ্রমাণ দ্রষ্টব্য)।

গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মৌষললীলার ব্যপদেশে তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে তাঁহার অন্তর্ধান-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এ-সমস্ত গ্রন্থোক্তির আলোচনায় জানা যায়, অন্তর্ধানের পর তাঁহার কোনও দেহাবশেষ ছিল না (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রথমখণ্ডে ৪২৫-৩৮ পৃষ্ঠায় ১৪৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান, লোচনদাস ও উড়িয়া কবিদের অভিমত

এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানসম্বন্ধে মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। বঙ্গদেশীয় চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাস ঠাকুরই ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। এই লোচনদাস ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকারঠাকুরের প্রিয় শিষ্য। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর "শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। শেষখণ্ডের সর্বশেষভাগে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান বর্ণন করিয়াছেন। *

তিনি লিখিয়াছেন—আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গুঞ্জাবাড়ীতে (গুণ্ডিচা মন্দিরে) জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং তখনই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীগোবিন্দ, কাশীমিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণও তখন সে-স্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুকে

* শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষভক্তিভূষণ সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫৪, ২১০-১১ পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিতে তাঁহারা দেখিয়াছেন ; কিন্তু প্রবেশ করা মাত্রেই মন্দিরের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রভু বাহিরে আসিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন গুঞ্জাবাড়ীর ব্রাহ্মণ পাণ্ডা সে-স্থানে উপস্থিত হইলে কপাট খুলিবার জন্য তাঁহারা আর্তির সহিত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তখন সেই পাণ্ডা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন। সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন॥ নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল॥"

উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্রও তখন নীলাচলে ছিলেন। প্রভুর ভক্তবৃন্দ হাহাকার করিতে লাগিলেন। আর, "শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে। পরিবারসহ রাজা হরিল চেতনে॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল॥"

গুণ্ডিচামন্দিরকেই এ-স্থলে গুঞ্জাবাড়ী বলা হইয়াছে। রথযাত্রার সময়ে শ্রীজগন্নাথ কয়েকদিন গুণ্ডিচামন্দিরে থাকেন। শ্রীবাসাদি গৌড়ীয় ভক্তগণও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভুর তিরোভাব। ইহাতে বুঝা যায়, ১৪৫৫ শকের রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্তী সপ্তমী তিথিতেই মহাপ্রভু অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা।

উড়িয়া-সাহিত্যেও মহাপ্রভুর তিরোভাব-প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং প্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ উড়িয়াভাষায় "শূন্যসংহিতা"-নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "এমন্তে কেতেহে দিন বহি গেলা শুনিমা অপূর্ব্বরস। প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারাত্রটর পাশ॥ এমন্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি। দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি॥ মহাপ্রতাপদেব রাজা ঘেণিন পাত্র মন্ত্রী মান সঙ্গে। হরিধ্বনিয়ে দেউল উছুলই শ্রীমুখদর্শন রঙ্গে॥ চৈতন্যঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে। জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিশি গলে॥—শূন্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়। *

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীগৌরচন্দ্র সখাগণের সঙ্গে বেড়া প্রদক্ষিণ করিয়া জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং মহানৃত্য করিতে করিতে রাধা-রাধা ধ্বনি করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় জগন্নাথের অঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

শ্রীঅচ্যুতানন্দের পরবর্তী কালে শ্রীদিবাকর দাস-নামক এক উড়িয়া লেখকও লিখিয়াছেন, "এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন। গোপন হইলে স্বদেহে দেখি কাহার দৃষ্টি মোহে॥ না দেখি শ্রীচৈতন্যরূপ সর্বমনরে দুখ তাপ। রাজা হোইলে মনে ছন্ন হে প্রভু

* উড়িয়া গ্রন্থকারদের বিবরণ ডক্টর শ্রীল বিমানবিহারী মজুমদার মহোদয়ের "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৯ খৃঃ। ২৭৬-৭৯ পৃঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেলে অন্তর্দ্ধান॥ পূর্ব্বে যহিরুঁ আসিথিলে লেওটি তহিঁ প্রবেশিলে॥" এই বিবরণ হইতেও জানা গেল, প্রভু শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহে বিলীন হইয়াই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ডক্‌টর শ্রীল বিমানবিহারী মজুমদার মহোদয় তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থে (২৭৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"দিবাকর দাসের পরের যুগের লেখক ঈশ্বরদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-অঙ্গে চন্দন লেপন করিতে করিতে প্রতাপরুদ্রের সমক্ষে বৈশাখের তৃতীয় দিবসে জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হয়েন (ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত)।" এ-স্থলেও জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হইয়া মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথাই জানা যায়। তবে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সময় সম্বন্ধে শ্রীঈশ্বরদাস যাহা বলিয়াছেন,—বৈশাখের তৃতীয় দিবসে—তাহা বিচার-সহ বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের সময়

১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে নীলাচলে গমন করেন এবং ১৪৩২ শকের বৈশাখের প্রথম ভাগে (অর্থাৎ রথযাত্রার পূর্বেই) দক্ষিণদেশে গমন করেন। দক্ষিণদেশে পূর্ণ দুই বৎসর থাকিয়া ১৪৩৪ শকের বৈশাখে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁহার দর্শনের জন্য, রথযাত্রার পূর্বেই, নীলাচলে আসেন। সেই বৎসর তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়ার সময়ে প্রভু বলিয়াছিলেন, "প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥ চৈ. চ. ২।১।৪৩॥" "প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥ বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি॥ চৈ. চ. ২।১।৪৪-৫॥" সন্ন্যাসের পরে প্রভু চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন। এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে গৌড়ের ভক্তগণ বিশ বৎসর মাত্র নীলাচলে আসিয়াছিলেন, চারি বৎসর আসেন নাই। যে চারি বৎসর তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সেই চারিবৎসরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যে দুই বৎসর প্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন, সেই দুই বৎসর—১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে—ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই। ১৪৩৬ শকে প্রভু গৌড়ে আসিয়াছিলেন; ১৪৩৭ শকের রথযাত্রা সম্পর্কে প্রভু নিজেই গৌড়ীয় ভক্তদের বলিয়াছিলেন—"এ-বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥ চৈ. চ. ২।১৬।২৪৫॥" সেবারও তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই। আর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৬-৪২ পয়ার হইতে জানা যায়, সেন শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেনের দ্বারা প্রভু একবার রথযাত্রার পূর্বেই গৌড়ীয় ভক্তদের বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন সে-বৎসর কেহ নীলাচলে না আসেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর অন্ত্যলীলার আঠার বৎসরের মধ্যেও এক বৎসর তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই। এইরূপে দেখা গেল, মোট চারি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই; প্রভুর প্রকটকালে সন্ন্যাসের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে বিশ বৎসর তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলাচলে গিয়াছিলেন। বিশবৎসর গিয়া থাকিলেও সন্ন্যাসের চব্বিশ বৎসরে চব্বিশটী রথযাত্রাই হইয়াছিল ; নচেৎ বিশ বৎসর ভক্তদের নীলাচল গমন সম্ভব হয় না। প্রভুর সন্ন্যাসের পরে প্রথম রথযাত্রা হয় ১৪৩২ শকে ; সুতরাং ২৪শ রথযাত্রা হইবে ১৪৫৫ শকে। ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাতেও গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গিয়াছিলেন ; নচেৎ বিশ বৎসর যাওয়া হয় না। ১৪৫৫ শকেই প্রভুর তিরোভাব। রথযাত্রা হয় আষাঢ় মাসে ; তৎপূর্বে বৈশাখ মাসে প্রভুর তিরোভাব হইয়াছিল মনে করিলে, তিরোভাবের পরে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল গমন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না ; তাঁহারা প্রভুর দর্শনের জন্যই যাইতেন, রথযাত্রা দর্শন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য প্রভু যে দুই বৎসর দক্ষিণদেশে ছিলেন, সেই দুই বৎসরের রথযাত্রায় তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই। ১৪৫৫ শকে আষাঢ় মাসে প্রভুর সহিত রথযাত্রা-দর্শনই ছিল তাঁহাদের শেষ দর্শন। এই আলোচনা হইতে জানা গেল, ১৪৫৫ শকের রথযাত্রার সময়েও প্রভু প্রকট ছিলেন। পরবর্তী ১৪৫৬ শকের বৈশাখে প্রভুর তিরোভাবও সম্ভব নহে ; কেননা, পরবর্তী বৈশাখে প্রভুর বয়স হইত ৪৮ বৎসরেরও বেশী। কিন্তু ৪৮তম বর্ষেই প্রভুর তিরোভাবের কথা চরিতকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রভু প্রকট ছিলেন ৪৭ বৎসর এবং তাহার পরে মাস চারি। কবিরাজগোস্বামী পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন—"চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান॥ চৈ. চ. ১।১৩।৮॥" কেবল শকের গণনাতেই প্রকটকাল হয় আটচল্লিশ বৎসর। সন্ন্যাসের পরে প্রভু বস্তুতঃ ২৩ বৎসর কয়েক মাসই প্রকট ছিলেন। কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যও ইহার সমর্থক।

কর্ণপূর লিখিয়াছেন, মহাপ্রভু চতুর্বিংশ বর্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসেন এবং শ্রীক্ষেত্র হইতে ইতস্ততঃ ভ্রমণে শ্রীক্ষেত্রের বাহিরে তিন বৎসর এবং অখিল বিংশতি বৎসর শ্রীক্ষেত্রের যাত্রা (রথযাত্রা) সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। "চতুর্ব্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপতলতঃ। ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়ত্তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ॥ মহাকাব্য॥ ২০।৪০॥" মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন পূর্ণ দুই বৎসর, গৌড়গমনোপলক্ষ্যে মাস ছয়েক এবং বৃন্দাবন-গমনোপলক্ষ্যে মাস ছয়েক শ্রীক্ষেত্রের বাহিরে ছিলেন। এজন্যই কর্ণপূর বলিয়াছেন—ইতস্ততঃ ভ্রমণে প্রভু তিন বৎসর শ্রীক্ষেত্রের বাহিরে ছিলেন। বিশ বৎসরের রথযাত্রা প্রভু দর্শন করিয়াছেন। ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাও প্রভু দর্শন না করিয়া থাকিলে বিশ বৎসরের রথযাত্রা দর্শন হয় না।

কর্ণপূর আরও লিখিয়াছেন, প্রভু সেই স্থানে (নীলাচলের বাহিরে) কতিপয় দিবস থাকিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন এবং তত্রত্য ভক্তবৃন্দকে আনন্দিত করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ভক্তের সহিত, বিশ বৎসর মধ্যে যে সকল যাত্রা (রথযাত্রা) হইয়াছিল, তৎসমস্ত দর্শন করিয়া (অথবা, সে-সমস্ত ভক্তের মধ্যে কতিপয় ভক্তের সহিত) স্বীয় ধামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমন করিয়াছিলেন। "স্থিত্বা তত্র দিনানি হন্ত কতিচিদ্‌ভূয়োঽসিতাদ্রৌ প্রভুঃ শ্রীমানেত্য **ননন্দ নন্দয়তি চ** স্মৈতানজস্রং জনান্। এবং বিংশতিহায়নান্তরভবাং যাত্রাং বিলোক্যাখিলাং **স্বংধামাথ জগাম** কৈশ্চিদপি তৈঃ সার্দ্ধং কৃপাসাগরঃ ॥ মহাকাব্য ॥ ২০।৩৭ ॥" তিনি আরও লিখিয়াছেন—শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাতচল্লিশ বৎসর ভূমণ্ডলে নানাবিধ লীলানৃত্যক্রীড়া করিয়া তাহার পরে স্বধামে গমন করিলেন। "ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ। নানা-লীলালাস্যমাসাদ্য ভূমৌ ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোঽসৌ জগাম ॥ মহাকাব্য ॥ ২০।৪১ ॥"

কর্ণপূরের এ-সকল উক্তি হইতে জানা যায়, নীলাচলে মহাপ্রভু বিশ বৎসরের বিশটী রথযাত্রা দর্শন করিয়াছিলেন। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাই ছিল প্রভুর দৃষ্ট শেষ, অর্থাৎ গৌড়ীয় ভক্তদের দৃষ্ট বিংশতিতম, রথযাত্রা। অথচ কর্ণপূর বলিয়াছেন, প্রভু ৪৭ বৎসর প্রকট ছিলেন। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রভুর আবির্ভাব; সুতরাং ১৪৫৫ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হইবে তাঁহার পূর্ণ ৪৮ বৎসর বয়স। কর্ণপূরের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৪৫৫ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্বেই এবং ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পরেই প্রভু স্বধামে গমন করিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল, উড়িয়া কবি শ্রীঈশ্বরদাস যে বৈশাখ মাসে প্রভুর অন্তর্ধানের কথা লিখিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। শ্রীলোচনদাস প্রভুর অন্তর্ধানের যে-সময়ের কথা লিখিয়াছেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং মহাকাব্যের উক্তির সহিত তাহারই সঙ্গতি দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাহাই গ্রহণীয় হইতে পারে। কর্ণপূর তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের সঙ্গে বাল্যকালে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইয়া প্রভুর দর্শন করিতেন; তিনি মহাকাব্যের লিখনও শেষ করিয়াছেন ১৪৬৪ শকে, প্রভুর অন্তর্ধানের নয় বৎসর পরে। লোচনদাসও ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য; তিনি সরকার ঠাকুরের নিকটে মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক কথা সাক্ষাদ্‌ভাবে শুনিয়াছেন। সুতরাং প্রভুর অন্তর্ধান-সম্বন্ধে এই দুইজনের কথিত বিবরণ অবিশ্বাস করার কোনও হেতু দেখা যায় না।

অন্তর্ধান-সম্বন্ধে কর্ণপূরের অভিমত

যাহা হউক, শ্রীলোচনদাস এবং উড়িয়া কবি শ্রীঅচ্যুতানন্দ এবং শ্রীঈশ্বরদাসের উক্তি হইতে জানা গেল, মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহে লীন হইয়াই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কবি কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন—প্রভু স্বধামে গমন করিলেন। কি ভাবে প্রভু স্বধামে গমন করিলেন, কর্ণপূর তাহা বলেন নাই। কিন্তু কর্ণপূর মহাপ্রভুকে জীব বলিয়া মনে করিতেন না, ভগবান্ বলিয়াই মনে করিতেন। প্রভুর স্বধাম-গমনের কথায়, তিনি প্রভুর নিজস্ব একটী ধামের অস্তিত্বও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভগবৎ-স্বরূপ যে "বিমৃত্যু"—শ্রুতির এই উক্তি যে পরম পণ্ডিত কর্ণপূর জানিতেন না, তাহাও মনে করা যায় না। সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর স্বধাম-গমনের কথা বলিয়া কর্ণপূর যে প্রভুর সশরীরে স্বধাম-গমনের কথাই বলিয়াছেন, মৃত্যুর পর মানুষের দেহ যেমন পড়িয়া থাকে, অন্তর্ধানের পরে প্রভুর যে তদ্রূপ কোনও দেহ পড়িয়া ছিল না, ইহাই কর্ণপূরের অভিপ্রায় বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কোনও লোকের মৃত্যুকে কেহ স্বধামগমন বলে না; সাধারণ লোকের মৃত্যুকে বরং সাধনোচিত ধামে বা লোকে গমনই বলা হয়।

বিরুদ্ধ মতের আলোচনা

লৌকিক জগতে যাহা দেখা যায়, বা শুনা যায়, তাহার অতিরিক্ত কিছু আছে, বা থাকিতে পারে, বলিয়া যাঁহারা মনে করেন না, জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হইয়া মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। এইরূপ ব্যাপারকে তাঁহারা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন; এতাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না বলিয়া তাঁহারা ইহার সত্যতা স্বীকার করিতেও ইচ্ছুক নহেন। জগতের অধিকাংশ সংসারী লোকই এইরূপ। ইঁহাদিগকে জড়বাদী বলা যায়।

যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, ভগবান্ কোনও লৌকিক বস্তু নহেন, তাঁহার কোনও কর্মও লৌকিক কার্য নহে। ভগবান্ এবং তাঁহার কার্য হইতেছে অলৌকিক। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে জানা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্।" দিব্য—অলৌকিক। ভগবান্ প্রকৃতির অতীত; তাঁহার কার্যও প্রকৃতির অতীত—অপ্রাকৃত। প্রাকৃত জগতের কোনও অভিজ্ঞতা দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে কোনও সমাধানে উপনীত হওয়া যায় না। এজন্য শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে একাধিকস্থলে এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে এবং জড়াতীত বা অপ্রাকৃত বস্তুতে বিশ্বাসবান্ লোকের সংখ্যা খুব বেশী নহে। অধিকাংশ লোকই অপ্রাকৃত বা অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করেন না এবং সেজন্য জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হইয়া প্রভুর অন্তর্ধান-প্রাপ্তির কথাও বিশ্বাস করেন না। তাই আধুনিক কোনও কোনও সাহিত্য-সমালোচক মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-সম্বন্ধে উল্লিখিত জড়বাদীদের মতের অনুকূল অভিমতই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সকল সমালোচকই যে জড়বাদী, তাহা হয়তো সত্য নহে; তথাপি বোধ হয়, কেহ কেহ লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, কেহ কেহ বা হয়তো সাহিত্যিক-সমাজে অপাংক্তেয় হওয়ার ভয়ে, সাধারণ লোকের গ্রহণযোগ্যভাবে অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, এই জাতীয় দু-একটী অভিমত সম্বন্ধে এ-স্থলে-কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার-মহোদয় তাঁহার প্রণীত "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থে (২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—"গুঞ্জাবাড়ীতে বা জগন্নাথের দেহে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-কাহিনীর মধ্যে যেন একটা গুপ্তহত্যার ইঙ্গিত আছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসায় প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন ; বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় ও গৌড়ের হুসেন শাহের আক্রমণের ফলে উৎকলরাষ্ট্রের সীমা সঙ্কুচিত হইল। শ্রীচৈতন্যের ও উড়িয়া ভক্ত অচ্যুত, যশোবন্ত প্রভৃতির প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্য্যাদা হ্রাস পাইল। এমন কি "মহাপ্রভু" বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে, তাহা লইয়া, অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহার সম্বন্ধে উড়িয়াদের সহিত গৌড়ীয়াদের বিবাদ বাধিত।[২] এইজন্য এরূপ ঘটা আশ্চর্য্য নহে যে, শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অসুস্থ শরীরে একা জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন ও তথায় ভাবাবেশে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন ; সেই সুযোগে তাঁহার প্রতি আক্রোশবশতঃ জগন্নাথের পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ লুকাইয়া ফেলেন। শেষে রাজার কাছে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তাঁহারা প্রচার করেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেহে বিলীন হইয়াছেন। এরূপ অনুমানের সমর্থক কোনও প্রমাণ নাই। তবে উড়িষ্যায় আমি কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট এরূপ অনুমানের কথা শুনিয়াছিলাম। (ডক্টর মজুমদার এ-সকল পণ্ডিতের নাম প্রকাশ করেন নাই)।"

এক্ষণে ডক্টর মজুমদার-মহোদয়ের উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

মজুমদার-মহোদয় নিজেই লিখিয়াছেন, "জগন্নাথের পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যকে হত্যা করিয়াছেন", ইহা তাঁহার **অনুমানমাত্র** এবং "**এরূপ অনুমানের সমর্থক কোনও প্রমাণ নাই।**" মজুমদার মহাশয় "উড়িষ্যার কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট এরূপ অনুমানের কথা" শুনিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন,

---

২ কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের দশম অঙ্কের প্রথমে এক উড়িয়া অমাত্য শিবানন্দ সেনকে বলিতেছেন—"ত্বং চৈতন্যস্য, অহং জগন্নাথস্য জগন্নাথচৈতন্যয়োঃ কো মহান্?" অনেনোক্তম্। "মম তু কৃষ্ণচৈতন্য এব মহান্।"—১০।৩, নির্ণয়সাগর সং।

ডক্টর মজুমদার তাঁহার উক্তির সমর্থনে ২৭৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা পরে আলোচিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাও **অনুমানমাত্র**। তথাপি সুপণ্ডিত মজুমদারমহাশয় কোনও প্রমাণের দ্বারা অসমর্থিত তাঁহার অনুমান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ডক্টর মজুমদার লিখিয়াছেন—"উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ তিনি দেখান নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতকারদের গ্রন্থ হইতে যাহা জানা যায়, তাহা কিন্তু মজুমদারমহাশয়ের উক্তির প্রতিকূল। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশীমিশ্র, সুবিখ্যাত মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভৃতি তৎকালীন উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই ছিলেন মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত। ইঁহারাই ছিলেন তত্রত্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে অগ্রণী। অপর কোনও ব্রাহ্মণ যে শ্রীচৈতন্যের প্রতি "অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন", তাহার কোনও প্রমাণ চরিতকারদের উক্তিতে পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত ঈর্ষার হেতুরূপেই বোধ হয় মজুমদারমহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যের ও উড়িয়া ভক্ত অচ্যুত, যশোবন্ত প্রভৃতির প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্য্যাদা হ্রাস পাইল।" কিন্তু চরিতকারদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ তো দূরে, অপর কাহারও মর্যাদালঙ্ঘন কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। গয়া যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণের মর্যাদা-প্রদর্শনের জন্য তিনি স্বীয় দেহে জ্বরের ভাণ করিয়া বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়া গিয়াছেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান", তিনি যে, যাহাতে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্যাদার হানি হইতে পারে, এমন কোনও কথা প্রচার করিবেন, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? তাঁহার পদাবনতভক্ত অচ্যুতানন্দাদিও যে তাঁহার অনভিপ্রেত মতের প্রচার করিবেন, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

মজুমদার-মহোদয় লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসায় প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন।" সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের দুই বৎসর পরেই রামানন্দরায় রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং রামানন্দরায়ের "রাজকার্য্যে অবহেলার" প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রতাপরুদ্রের রাজকার্য্যে অবহেলার ফলেই যে তিনি কৃষ্ণদেবরায় ও হুসেন সাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে উৎকল রাষ্ট্রের সীমা সঙ্কুচিত হইল, তাহাই কি নিঃসন্দেহে বলা যায়? প্রতাপরুদ্র যে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন নাই, তাহার প্রমাণ কোথায়? যুদ্ধে সর্বত্রই জয়-পরাজয় হইয়া থাকে। কোনও যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের পরাজয় হইয়া থাকিলে, সেই পরাজয় যে একমাত্র তাঁহার শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসার ফল, তাহাই বা কিরূপে বলা যায়?

মজুমদারমহাশয়, আরও লিখিয়াছেন—"এমন কি 'মহাপ্রভু' বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে তাহা লইয়া, অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহার সম্বন্ধে উড়িয়াদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত গৌড়ীয়াদের বিবাদ বাধিত।” তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি কবিকর্ণপূরের “শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক” হইতে একটী উক্তি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকের যে উক্তিটী তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত করিলে কর্ণপূরের উক্তিটী মজুমদারমহাশয়ের উক্তির সমর্থক হইত বলিয়া মনে হয় না। বিবরণটী প্রদত্ত হইতেছে।

কর্ণপূর তাঁহার নাটকের দশম অঙ্কে অদ্বৈতাচার্যের অনুগত এক গন্ধর্ব ও জনৈক বৈদেশিকের মধ্যে কথোপকথন-প্রসঙ্গে সেন-শিবানন্দ কিরূপ যত্ন ও প্রীতির সহিত গৌড়ীয় ভক্তগণকে, এমন কি কুক্কুরকে পর্যন্ত, নীলাচলে লইয়া যাইতেন, তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, সকলের পথকরও শিবানন্দই দিতেন। প্রভুর মহিমায় দানঘাটীর কর্মচারীরা সাধারণতঃ কোনও গোলযোগ করিত না। তবে একবার সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। এক বৎসর রাজা প্রতাপরুদ্র দক্ষিণদেশে গমন করিলে ঘট্টপালদের অধিকারী প্রতাপরুদ্রের একজন অমাত্য স্বতন্ত্র হইয়া, নীলাচলের পথে গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন রেমুণায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তখন রেমুণায় গিয়া উপনীত হইলেন। সেই অমাত্য প্রচলিত রীতির পরিবর্তে পথকরের হার অত্যন্ত বর্ধিত করিয়া দিলেন এবং এই বর্ধিত হারে প্রত্যেকের কর দাবী করিলেন এবং এই বর্ধিত হারে পূর্ব-পূর্ব বৎসরেরও কর ধার্য করিয়া অনেক টাকা দাবী করিলেন। দাবীর টাকা দিতে না পারায় শিবানন্দকে কাষ্ঠনিগড়ে আবদ্ধ করা হইল। পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে সেই অমাত্য যষ্ঠিধারী এক অনুচরের দ্বারা শিবানন্দকে ডাকাইলেন। শিবানন্দও উদ্বিগ্নচিত্তে চৈতন্যচরণ স্মরণ করিতে করিতে সেই অমাত্যের নিকটে আসিলেন। সেই অমাত্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“অয়ে ত্বং সপরিকরঃ সমায়াতোঽসি ?—ওহে, তুমি কি সপরিকরে আসিয়াছ ?” শিবানন্দ বলিলেন—“অথ কিম্ ?” তখন সেই অমাত্য আবার বলিলেন—“ত্বং কস্য লোকঃ ?—তুমি কাহার লোক ?” শিবানন্দ বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য—আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোক।” তখন অমাত্য বলিলেন—“ত্বং চৈতন্যস্য, অহং জগন্নাথস্য, জগন্নাথচৈতন্যয়োঃ কো মহান্ ? অনেনোক্তম্—‘মম তু কৃষ্ণচৈতন্য এব মহান্।’—তুমি চৈতন্যের লোক, আমি জগন্নাথের লোক। জগন্নাথ ও চৈতন্যের মধ্যে কে বড় ? তখন শিবানন্দ বলিলেন—আমার নিকটে কিন্তু কৃষ্ণচৈতন্যই বড়।” (মজুমদারমহাশয় কেবলমাত্র এই উক্তি-প্রত্যুক্তিই উদ্ধৃত করিয়াছেন)। শিবানন্দের কথা শুনিয়া “প্রীতিসুমুখ” হইয়া অপরাধীর ন্যায় সেই অমাত্য (ইত্যাকর্ণ্য প্রীতিসুমুখো ভূত্বা সাপরাধ ইব) বলিলেন—“অয়ে ময়া স্বপ্নো দৃষ্টঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো মামুক্তবান্—‘মদীয়ো লোকস্ত্বয়া বদ্ধোঽস্তি ত্বরিতমেব মুচ্যতাম্’ ইতি। তদয়মপরাধো মে ক্ষন্তব্যঃ। তব কিঞ্চিদপি দাতব্যং নাস্তি, সুখেন প্রাতরুত্থায় সর্বৈঃ সহ গম্যতাম্” ইত্যুক্ত্বা দীপিকাধারিণৌ দ্বৌ উক্তবান্—‘অস্য পরিকরো যত্র বর্ত্ততে, তত্রায়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপ্যতাম্' ইতি ॥—ওহে! 'আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাকে বলিয়াছেন—'আমার লোক তোমাকর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছে, শীঘ্র তাহাকে বন্ধনমুক্ত কর।' সুতরাং আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। তোমাকে কিছুই দিতে হইবে না। প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলের সহিত সুখে গমন কর।' শিবানন্দকে একথা বলিয়া সেই অমাত্য তাঁহার দুইজন দীপিকাধারীকে বলিলেন—'ইহার (শিবানন্দের) পরিকরগণ যে-খানে আছেন, ইঁহাকে সে-খানে নিয়া রাখিয়া আইস।"

ইহাই হইল শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে কবিকর্ণপূর-কথিত সমস্ত বিবরণ। এই বিবরণের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া মজুমদারমহাশয় পাঠকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—"এমন কি 'মহাপ্রভু' বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে তাহা লইয়া, অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহার সম্বন্ধে উড়িয়াদের সহিত গৌড়ীয়াদের বিবাদ বাধিত।" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বিবরণ হইতে মজুমদার-মহাশয়ের উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় কিনা, সুধীবৃন্দ তাহা বিবেচনা করিবেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বিবরণে আমরা কিন্তু "'মহাপ্রভু' বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে তাহা লইয়া, অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহার সম্বন্ধে উড়িয়াদের সহিত গৌড়ীয়াদের বিবাদ" বাধা সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাইতেছি না। ব্যাপারটী ঘটিয়াছিল রাজ-অমাত্য এবং শিবানন্দের মধ্যে, উড়িয়াদের এবং গৌড়ীয়াদের মধ্যে ঘটে নাই। অমাত্যটী খুব সজ্জন ছিলেন বলিয়াও উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তাঁহাকে "দুরাত্মা", "পামর" এবং "রাজধানী হইতে প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণদেশ-গমনের সুযোগে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী" বলা হইয়াছে। যে কারণেই হউক, কর-বাবতে কিছু বেশী টাকা আদায় করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শিবানন্দ যদি টাকা দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তিনি "কাষ্ঠনিগড়ে নিবন্ধ" করিতেন না। সমস্ত গৌড়ীয়াদের উপর উৎপীড়নই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি সকলকেই "কাষ্ঠনিগড়ে নিবদ্ধ" করিতেন; কেননা, করের জন্য সকলেই দায়ী। কিন্তু অমাত্য তাহা করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, গৌড়ীয়াদের প্রতি অত্যাচার তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। টাকার প্রতিই তাঁহার লালসা ছিল। শিবানন্দকে নিগড়াবদ্ধ করিয়া অমাত্য ঘুমাইয়াছেন; অর্ধরাত্রিতে তিনি স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শন এবং তাঁহার আদেশ পাওয়া মাত্রই নিদ্রোত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শিবানন্দকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"ত্বং কস্য লোকঃ—তুমি কাহার লোক?" স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অমাত্যকে বলিয়াছিলেন—"মদীয়ো লোকস্ত্বয়া বদ্ধোঽস্তি—আমার লোক তোমাকর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছে"—ইহার সত্যতা যাচাই করার জন্যই বোধ হয় অমাত্য শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি কাহার লোক?" শিবানন্দ যখন বলিলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোক", তখন সেই অমাত্য বলিলেন—"তুমি চৈতন্যের, আমি জগন্নাথের; এই দুই জনের মধ্যে বড় কে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবানন্দ বলিলেন—"আমার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই বড়।" শিবানন্দের কথা শুনিয়া সেই অমাত্য কোনওরূপ প্রতিবাদ করেন নাই; তিনি বরং "প্রীতিসুমুখ" হইয়াছেন এবং নিজেকে "সাপরাধ" মনে করিয়া শিবানন্দের নিকটে নিজের দুষ্ট স্বপ্নের কথা বলিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, শিবানন্দকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বলিলেন—"তোমার আর কিছুই দিতে হইবে না; তোমার সঙ্গীদের লইয়া কল্য প্রাতঃকালেই 'সুখে' এ-স্থান হইতে গমন কর।" কেবল ইহাই নহে; অমাত্য নিজের লোকের দ্বারা দীপের আলোকে শিবানন্দকে, তাঁহার সঙ্গীরা যে-স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এই বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, শিবানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই বড় বলিয়াছেন, অমাত্য তাহা প্রীতির সহিত মানিয়া লইয়াছেন, তাহাতে তিনি "প্রীতিসুমুখ" হইয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোক শিবানন্দকে বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া নিজেকে তিনি অপরাধী মনে করিয়া শিবানন্দের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং পরে শিবানন্দের প্রতি অপ্রত্যাশিত সদ্‌ব্যবহারই করিয়াছেন। জগন্নাথ ও কৃষ্ণচৈতন্যের মধ্যে কে বড়, এই বিষয় লইয়াও অমাত্য ও শিবানন্দের মধ্যে কোনও তর্কবিতর্ক হয় নাই। আর "মহাপ্রভু" বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে, এইরূপ কোনও প্রসঙ্গও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে দৃষ্ট হয় না।

যাহা হউক, পাণ্ডাগণকর্তৃক মহাপ্রভুর হত্যা-সম্বন্ধে মজুমদারমহাশয় যাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাউক।

মজুমদারমহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অসুস্থ শরীরে একা জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন ও তথায় ভাবাবেশে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; সেই সুযোগে তাঁহার প্রতি আক্রোশবশতঃ জগন্নাথের পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ লুকাইয়া ফেলেন। শেষে রাজার কাছে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তাঁহারা প্রচার করেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেহে বিলীন হইয়াছেন।"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই :—

প্রথমতঃ, শ্রীচৈতন্য যে অসুস্থ শরীরে একা জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন, ডক্টর মজুমদার কিরূপে ইহা অনুমান করিলেন, বুঝা যায় না। আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে প্রভুর জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশের কথা যে-সমস্ত চরিতকার লিখিয়াছেন, তাঁহারা কেহই প্রভুর কোনওরূপ অসুস্থতার উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার একা জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশের কথাও লেখেন নাই। শ্রীলোচনদাস লিখিয়াছেন, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু জগন্নাথমন্দিরে গিয়াছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দও লিখিয়াছেন, গৌরচন্দ্র 'বেড়া প্রদক্ষিণ' করিয়া "সখাগণ সঙ্গে দেউলে পশিলে" এবং "মহাপ্রতাপ দেব রাজা ঘেণিল পাত্রমন্ত্রীমান সঙ্গে।" প্রভুর একাকী জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশের কথা ইঁহারা কেহই লিখেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর প্রতি জগন্নাথের পাণ্ডাগণের আক্রোশের কথা। চরিতকারদের উক্তি হইতে প্রভুর প্রতি জগন্নাথের পাণ্ডাদের আক্রোশের কথা কিছু জানা যায় না। বরং ইহাই জানা যায় যে, জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণ সকলেই প্রভুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহাদের আক্রোশের হেতুও কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাদের প্রতি প্রভু সর্বদাই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন; তাঁহাদের সহিত প্রভুর ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত প্রীতিময়। তাঁহারাও সর্বদা প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি দেখাইতেন; যখনই প্রভু মন্দিরে যাইতেন, তখনই তাঁহারা প্রভুকে প্রসাদ ও মাল্যাদি দিতেন। প্রভুর দ্বারা যাত্রীদের নিকট হইতে পাণ্ডাদের অর্থাগমের পথও সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং প্রভুদর্শনার্থ অসংখ্য লোক নীলাচলে আসিত বলিয়া তাহা প্রশস্ততরই হইয়াছিল। এই অবস্থায় প্রভুর প্রতি পাণ্ডাদের আক্রোশের কথা কিরূপে কল্পনা করা যায়?

পাণ্ডাগণকর্তৃক প্রভুর হত্যা। যুক্তির অনুরোধে প্রভুর প্রতি পাণ্ডাদের আক্রোশের কথা স্বীকার করিলেও জগন্নাথের মন্দিরে তাঁহাদের দ্বারা প্রভুর হত্যা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। একথা বলার হেতু এই।

ঘটনাটী ঘটিয়াছে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে, রথযাত্রার পরে পঞ্চম দিনে। জগন্নাথ তখন গুণ্ডিচা-মন্দিরে। ঘটনাও ঘটিয়াছে দিনের বেলায়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নানাস্থান হইতে বহু লোক নীলাচলে গিয়া থাকেন। গুণ্ডিচামন্দিরেও জগন্নাথের দর্শনের জন্য সর্বদা বহু লোকের ভিড় হইয়া থাকে। ঘটনার সময়ে সাধারণ লোকের পক্ষেও দর্শনের বাধা ছিল না; মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল; খোলা ছিল বলিয়াই প্রভু গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময়ে জগমোহনেও যে বহু দর্শনার্থী সমবেত ছিলেন, তাহাও অনুমিত হয়। প্রভুও একাকী যায়েন নাই; চরিতকারদের উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভু নিজের সঙ্গী-ভক্তবৃন্দের সহিতই মন্দিরে গিয়াছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতে পাত্রমিত্রদের সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রও তখন সে-স্থানে ছিলেন। দর্শনার্থী যাত্রীগণ, প্রভুর সঙ্গিগণ এবং সপাত্র-মিত্র প্রতাপরুদ্র ছিলেন জগমোহনে। প্রভু গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলে, জগমোহনে এতসব লোকের, বিশেষতঃ গৌরগতপ্রাণ রাজা প্রতাপরুদ্রের, উপস্থিতিকালে, গর্ভমন্দিরে প্রভুকে পাইয়া তাঁহাকে হত্যা করার জন্য কোন্ পাণ্ডার সাহস হইতে পারে?

যদি মনে করা যায়, প্রতাপরুদ্র তখন গুণ্ডিচাবাড়ীতে ছিলেন না, তাহা হইলেও হত্যার ব্যাপার সম্ভবপর হইতে পারে না। রথযাত্রার সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রতি বৎসরই নীলাচলে উপস্থিত থাকিতেন; রথযাত্রাকালে তাঁহার অবশ্যকর্তব্য কিছু কৃত্য থাকিত। ঘটনার সময়ে তিনি গুণ্ডিচাবাড়ীতে না থাকিলেও নীলাচলেই ছিলেন। গৌরগতপ্রাণ প্রতাপরুদ্রের নীলাচলে উপস্থিতিকালে এবং গুঞ্জাবাড়ীর জগমোহনে বহু লোকের উপস্থিতিকালে গর্ভমন্দিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবিষ্ট প্রভুকে হত্যা করিবার সাহস কোনও পাণ্ডারই হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। পাণ্ডাদেরও ধরা পড়িবার ভয় এবং প্রাণের ভয় ছিল।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। তৎকালে নীলাচলের কেহই প্রভুকে একজন সাধক ভক্তমাত্র মনে করিতেন না, পাণ্ডাগণও তাহা মনে করিতেন না। প্রভুর দেহে সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং রাজা প্রতাপরুদ্র ষড়্‌ভুজরূপ দর্শন করিয়াছেন; প্রভু আরও অনেক ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়াছিলেন। ইহা তখন সকলেই জানিতেন, পাণ্ডাগণও জানিতেন। সে-স্থানে প্রভুকে সকলে ভগবান্ বলিয়াই মনে করিতেন। জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণও নৃশংস-প্রকৃতির লোক ছিলেন না, নাস্তিকও ছিলেন না। এই অবস্থায় জগন্নাথের সাক্ষাতে প্রভুকে হত্যা করার ইচ্ছা পাণ্ডাদের মনে জাগ্রত হইতে পারে কিনা, তাহা সুধীবৃন্দ বিবেচনা করিবেন।

তারপর প্রভুর নিহত দেহটী লুকাইবার কথা। কোথায়, কি ভাবে এবং কোন্ সময়ে মৃতদেহটীকে লুকাইতে পারা গিয়াছিল? স্থানকালের কথা বিবেচনা করিলে ইহাও এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, প্রভুর তিরোভাব-সম্বন্ধে অন্য এক অভিমতও কেহ কেহ ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রভু দু-একবার প্রেমাবেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া কোনও কোনও চরিতকার লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, অপরের অলক্ষিতে শ্রীচৈতন্য-দেব একবার সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই। এই প্রসঙ্গে ডক্টর মজুমদার-মহাশয় তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-গ্রন্থে (২৭৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য যে সমুদ্রে তিরোহিত হন নাই, তাহা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৫, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান"-প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন। —ডক্টর মজুমদারের গ্রন্থের পাদটীকা")।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

ডক্টর মজুমদার-মহোদয় "জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল"-নামক একখানা গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া প্রভুর তিরোভাবের অপর একটী বিবরণও জানাইয়াছেন। এই বিবরণসম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা হইতেছে।

জয়ানন্দ এবং তাঁহার রচিত চৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণবজগতে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। অন্যত্রও তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। বাঙ্গালা ১৩১২ সালে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের এবং কালিদাস নাথ মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পরেই এই গ্রন্থখানি এক শ্রেণীর সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডক্‌টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থে (২২৩-৪৯ পৃষ্ঠায়) এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে অন্য চরিতকারদের প্রদত্ত বিবরণের সহিত জয়ানন্দের প্রদত্ত বিবরণের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। মজুমদার-মহাশয় "জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ভুলখবর"-শিরোনাম দিয়া অনেক ভ্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২৩২-৪২ পৃঃ)। তিনি লিখিয়াছেন—"মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের যে অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন আভাসও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায় না (২৪৭-৪৮ পৃঃ)।" আলোচনার উপসংহারে মজুমদার-মহাশয় লিখিয়াছেন—"জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল লিখিতে যাইয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অপেক্ষা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন। তিনি নিজের ধারণা অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া পৌরাণিক কাহিনীর বিকৃত উপাখ্যান ও বৈরাগ্যের উপদেশ বলাইয়াছেন। এই জন্য আমার মনে হয় যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ তাঁহার বই-এ পাওয়া গেলেও, শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনা বা মর্ম্মোদ্‌ঘাটন সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে (২৪৯ পৃঃ)।" তথাপি কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব-প্রসঙ্গের আলোচনায়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত, অথচ অন্য চরিতকারদের উক্তির প্রতিকূল একটী বিবরণের প্রতি মজুমদার-মহাশয় বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বিবরণ"-প্রসঙ্গে মজুমদার-মহাশয়, লিখিয়াছেন (২৭৬ পৃষ্ঠায়) :—"লোচন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে—'তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥—শেষখণ্ড, পৃঃ ১১৬-১৭॥'

জয়ানন্দ বলেন—'নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে। বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥ আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥** আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে। ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥** চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটায় শরণ অবশেষে॥ পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥ জয়ানন্দ পৃঃ ১৫০॥' (তারকা চিহ্নগুলি মজুমদার-মহাশয়ের উদ্ধৃতিরই অন্তর্ভুক্ত)।"

উল্লিখিত উদ্ধৃতির পরেই মজুমদার-মহাশয় লিখিয়াছেন—"নির্দ্দিষ্ট সময়ের সামান্য বিরোধ থাকিলেও জয়ানন্দ ও লোচনের মধ্যে তিথি ও তারিখের মিল আছে। কিন্তু তিরোভাব-স্থানের মিল নাই। লোচনের মতে গুঞ্জাবাড়ীতে তিরোভাব, জয়ানন্দের মতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে। শ্রীচৈতন্য যে সমুদ্রে তিরোহিত হন নাই, তাহা ডাঃ দীনেশচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেন মহাশয় সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন[১]। শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ গদাধরের নিকট গোপীনাথে তিনি শেষ সময়ে ছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভব (২৭৭ পৃঃ)।" ইহার পর মজুমদার-মহাশয় জগন্নাথের পাণ্ডাগণকর্তৃক প্রভুর গুপ্তহত্যার কথা বলিয়া লিখিয়াছেন—"আমার নিজের ধারণা যে জয়ানন্দপ্রদত্ত বিবরণই সত্য। প্রভু ইটে আহত হইয়া জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হন ও তাঁহার প্রিয় বন্ধু গদাধরপণ্ডিতের আশ্রমে দেহরক্ষা করেন (২৭৮ পৃঃ)।"

এক্ষণে, মহাপ্রভুর তিরোভাব-সম্বন্ধে কবি জয়ানন্দের অভিপ্রায় কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক। তাহা বিবেচনা করিতে হইলে এই প্রসঙ্গে তিনি কি লিখিয়াছেন, তাহা জানা দরকার। এজন্য তাঁহার "চৈতন্যমঙ্গল"-গ্রন্থের বিবরণ আদ্যোপান্ত এ-স্থলে কথিত হইতেছে।

প্রথমে তাঁহার গ্রন্থের ১৪৯ পৃষ্ঠায় কবি জয়ানন্দ বলিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সমস্ত পাপী উদ্ধার লাভ করিল। যমালয় শূন্য হইল দেখিয়া যম মন্ত্রণা করার নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকটে গেলেন এবং ব্রহ্মাকে বলিলেন—"যমালয় শূন্য হৈল আর পাপী নাই। শমনের কথায় ব্রহ্মা হাসেন সে ঠাঞি॥ ইন্দ্র শঙ্কর সঙ্গে চলিলা আপনি। সকল দেবতা মেলি করিয়া ধরণী॥ নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে। বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥* আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥* নিত্যানন্দ গেলা রথযাত্রার নিকটে। অদ্বৈতচন্দ্রেরে সব কহিলা নিষ্কপটে॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ একরূপ। না বুঝিয়া বলে লোক কলহ স্বরূপ॥ নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে সমর্পণ করি। সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সব তোমার অধিকারী॥ আটাইশ বৎসর আমি নীলাচলে রহি। স্থানান্তরে যাব আমি নিষ্কপটে কহি॥ অনেক বৈষ্ণব হয় অনেক বৈষ্ণবী। সেবাকানুসেবকে ব্যাপিয়া পৃথিবী॥ এ বাড়ীর অধিকার পণ্ডিত গোসাঞি। তাহার বড় প্রিয় মোর অধিক নাই॥ শ্রীহরিদাস ঠাকুর রহিলা নীলাচলে। ঠোটা নির্ম্মাইঞা দিল সমুদ্রের কুলে॥ অনেক সেবক সঙ্গে রঙ্গে নিত্যানন্দ। গৌড়দেশে পাঠাইয়া দিল গৌরচন্দ্র॥ আষাঢ়ে প্রতাপরুদ্র নিজঘরে বসি। কৃষ্ণকথা অদ্বৈত বলেন হাসি হাসি॥ নয়নের জলে প্রভুর তিতে কৌপীন ডোর। অগ্নি দেহ অন্য কথায় কৃষ্ণ প্রাণ মোর॥ হরিতকী কাষ্ঠে মৈলা মহেন্দ্র ভারতী। মুখে অগ্নি দেন তার তিন শত যতি॥ হরিদাস ঠাকুর আগে করিল বিজয়। কাঞ্চনের শুক্ল চতুর্দ্দশী রসময়॥ আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে। ইটান বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥* অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশ। নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষ॥ নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥ চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥*

---

১ ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৫, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান" প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন (ডাঃ মজুমদারের গ্রন্থের ২৭৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥ ** নানা বর্ণে দিব্য মাল্য আইলা কোথা হৈতে। কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥ রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ। গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ॥ মায়াশরীর তথা রহিল যে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥ অনেক সেবক সর্প দংশাইঞা মৈল। উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈল॥—১৫০ পৃঃ॥"

মহাপ্রভুর তিরোভাব-প্রসঙ্গে ইহাই হইল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের আদ্যোপান্ত বিবরণ। মজুমদার-মহাশয় এই বিবরণ হইতে কেবলমাত্র তারকাচিহ্নিত পাঁচটী পয়ার উদ্ধৃত করিয়া তদবলম্বনে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সমস্ত পাপী উদ্ধার পাওয়ায় যমালয় শূন্য হইয়া পড়িল। তাহাতে যমরাজ চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে আসিলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্র ও শঙ্করকে এবং সকল দেবতাকে লইয়া (সম্ভবতঃ যমরাজকেও সঙ্গে লইয়া) নিশাকালে নীলাচলে টোটাগ্রামে শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহারা সকলে ক্রমে ক্রমে, বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন। শ্রীচৈতন্যও সম্মত হইয়া বলিলেন—"আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তোমরা রথ পাঠাইয়া দিও, আমি বৈকুণ্ঠে যাইব।" তাহার পরে মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতচার্যের নিকটে নিষ্কপটে সমস্ত কথা (তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্কল্পের কথাও) বলিলেন এবং তাঁহার অবর্তমানে কিরূপে সংকীর্তন-যজ্ঞের প্রচার হইবে, তাহার ব্যবস্থাও করিলেন। ইহার পরে রথযাত্রার সময়ে নৃত্যকালে প্রভুর বাম চরণে "ইটাল বাজিল।" তথাপি তিনি সমস্ত পারিষদ্‌কে লইয়া নরেন্দ্রসরোবরে জলক্রীড়া করিলেন (তখন চরণ-বেদনা বোধ হয় বেশী ছিল না)। তারপর ষষ্ঠীতিথির দিনে প্রভুর "চরণে বেদনা বড়" হইল; সেই "লক্ষ্যে—সেই ছলে?" প্রভু টোটায় যাইয়া শয়ন করিলেন এবং গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর নিকটে সমস্ত কথা বলিয়া অবশেষে বলিলেন—"কালি দশদণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা।" পরের দিন (অর্থাৎ শুক্লাসপ্তমীতে) প্রভুর পূর্বকথা অনুসারে দেবতাগণ "রথ আন রথ আন" বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন এবং গরুড়ধ্বজ রথ আসিয়া উপস্থিত হইল; প্রভু তাহাতে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন।

এই বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল—রথদ্বিতীয়ার পূর্বেই—সুতরাং বামচরণে ইষ্টকাঘাতের পূর্বেই—দেবতাদের প্রার্থনায় কোনও এক রাত্রিতে, মহাপ্রভু আষাঢ়ী শুক্লা-সপ্তমীতে তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্কল্প দেবতাদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন এবং অদ্বৈতাচার্যের নিকটেও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পরে, শুক্লা ষষ্ঠীর দিন চরণের বেদনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি যখন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গৃহে গেলেন, তখনও তাঁহার নিকটে, তাঁহার পূর্ব সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, আগামী দিন অর্থাৎ শুক্লাসপ্তমীতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় যে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবেন, তাহা বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রভুর অন্তর্ধান তাঁহার পূর্বসঙ্কল্পিত ; ইহা আকস্মিক ব্যাপার নহে, কোনও ব্যাধির ফলও নহে।

মজুমদার-মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রভু ইটে আহত হইয়া জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হন ও তাঁহার প্রিয় বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে দেহ রক্ষা করেন (২৭৮ পৃঃ)।" কিন্তু কবি জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে "জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত" হওয়ার কথা কিছুই লিখেন নাই এবং "জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত" হইয়া যে প্রভু "দেহ রক্ষা করেন", তাহাও লিখেন নাই। তিনি কেবল ইষ্টকের আঘাতের কথা লিখিয়াছেন এবং আঘাতের চারিদিন পরে, ষষ্ঠী তিথিতে বেদনা-বৃদ্ধির কথা মাত্র লিখিয়াছেন। পায়ে ইষ্টকের আঘাত লাগিলেই যে ক্ষত হয়, তাহা নহে। আঘাতের ফলে পা কাটিয়া গেলে কাটাস্থানে ক্ষত হইতে পারে এবং সেই ক্ষতে কোনও বিষাক্ত দ্রব্যের সংযোগ হইলে তাহা দূষিত ক্ষতে পরিণত হইতে পারে, তখন জ্বরও হইতে পারে। কিন্তু যদি কাটা না যায়, তাহা হইলে দূষিত ক্ষতের সম্ভাবনাও থাকে না। অনেক সময়ে দেখা যায়, পায়ে ইষ্টক বা তদ্রূপ কোনও কঠিন জিনিসের আঘাত লাগিলে পা কাটিয়া যায় না ; তবে কিছু বেদনা অনুভূত হয়। অতিরিক্ত চলা-ফেরা করিলে সেই বেদনা বৃদ্ধি পাইতেও পারে। কিন্তু সেই বেদনা মারাত্মক হয় না, তাহার প্রতিকারও দুঃসাধ্য নহে। প্রভুরও তদ্রূপ হইয়াছিল। শুক্লা দ্বিতীয়ার রথযাত্রার দিনে তিনি চরণে ইষ্টকের আঘাত পায়েন ; তাহা লইয়াই জলক্রীড়া করিয়াছেন এবং পরে অবশ্য চলা-ফেরাও করিয়াছেন। চারি দিন পরে শুক্লা ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে প্রাণত্যাগের মত অবস্থা হইতে পারে না।

যাহা হউক, কবি জয়ানন্দের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে এবং স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইলে বুঝা যাইবে, তাঁহার সমস্ত বিবরণই কল্পনাপ্রসূত। বাহুল্যবোধে সেই আলোচনা করা হইল না। মজুমদার-মহাশয় জয়ানন্দের উক্তিকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। যুক্তির অনুরোধে আমরাও তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জয়ানন্দ এ-কথা বলেন নাই যে, প্রভু "জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হইয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন।" তিনি বলিয়াছেন—দেবতাদের প্রার্থনায় প্রভু নিজের ইচ্ছাতেই এবং রথযাত্রার পূর্বেই কোনও এক রজনীতে, সঙ্কল্প করিয়াছেন, শুক্লাসপ্তমীতে বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন এবং বস্তুতঃ তাঁহার এই সঙ্কল্প অনুসারে শুক্লাসপ্তমীতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময়ে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—প্রভুর "মায়াশরীর এথা রহিল যে পড়ি।" গতদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রাক্‌কালে তিনি তাঁহার দ্বারকাপরিকরদিগকে অন্তর্ধাপিত করিয়া তাঁহাদের শরীরের অনুরূপ "মায়াশরীর" রাখিয়াছিলেন। এই "মায়াশরীর"-সমূহই এরকাতৃণ লইয়া পরস্পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মারামারি করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন; অর্জুন সেই সমস্ত মায়াশরীরের সৎকার করিয়া ছিলেন (গৌ. বৈ. দ. প্রথম খণ্ড ১৪৪ খ, অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রভুর বৈকুণ্ঠগমনের পরে যে "মায়াশরীর এথা রহিল পড়ি", তাহাও কি এই জাতীয় "মায়াশরীর ?"

"প্রভু এক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন, তাঁহার যথাবস্থিত দেহটী পড়িয়া রহিল"—জয়ানন্দ একথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"গরুড়ধ্বজরথে প্রভু করি আরোহণ" বৈকুণ্ঠে গেলেন। "প্রভুই বৈকুণ্ঠে গেলেন"—একথাই জয়ানন্দ লিখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভু যে সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, ইহাই জয়ানন্দের অভিপ্রায়। তথাপি যে তিনি লিখিয়াছেন—"মায়াশরীর তথা রহিল যে পড়ি", তাহাতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপরিকরদের ন্যায় "মায়াশরীর"ই জয়ানন্দের অভিপ্রেত। যিনি নিজের ইচ্ছায় রথারোহণে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারেন, তাঁহার যে মায়িক পাঞ্চভৌতিক দেহ থাকিতে পারে না, ইহা জয়ানন্দ অবশ্যই জানিতেন।

যাহা হউক, প্রভু যদি "মায়াশরীর" রাখিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে সেই "মায়াশরীর"টীর কি অবস্থা হইল ? তাহা কি কেহ সৎকার করিলেন না ? করিয়া থাকিলে সেই সৎকার-স্থান কোথায় ? উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র যাঁহার পদানত ছিলেন, তাঁহার সৎকার-স্থানের কোনও চিহ্ন কি প্রতাপরুদ্র এবং তাঁহার ভক্তগণ সযত্নে রক্ষা করিতেন না ? বস্তুতঃ, এই "মায়াশরীরও" জয়ানন্দের কল্পনামাত্র। প্রভুর দেহাবশেষ কিছু ছিল না।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনাসমূহ হইতে জানা গেল, প্রভুর অন্তর্ধানের পরে তাঁহার কোনও দেহাবশেষ ছিল না। প্রাকৃত জীবের ন্যায়, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ইহাই শ্রুতিকথিত বিমৃত্যুত্ব।

ঘ। উল্লিখিত দৈহিক লক্ষণাদি হইতেছে ভগবৎ-স্বরূপের সাধারণ লক্ষণ

উপরে কথিত দৈহিক লক্ষণাদি হইতে জানা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জীব-তত্ত্ব ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঈশ্বর-তত্ত্ব, ভগবৎস্বরূপ। কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেই যে তিনি স্বয়ংভগবান্ হইবেন, তাহা নহে; উল্লিখিত শারীরিক লক্ষণাদি যে-কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই থাকিতে পারে। স্বয়ংভগবানের এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, যাহা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই থাকে না। এই সকল বিশেষ লক্ষণের কোনও একটী লক্ষণ কোনও ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে—তিনি স্বয়ংভগবান্। শ্রীচৈতন্যদেবেও স্বয়ংভগবানের কোনও বিশেষ লক্ষণ ছিল কিনা, তাহাই এক্ষণে দেখিতে হইবে।

সমস্ত বিশেষ লক্ষণ সকল সময়ে হয়তো প্রকটিত হয় না; লক্ষ্য করাও যায় না। দুই একটী বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও স্বয়ংভগবানের পরিচয় হইতে পারে; যেহেতু, দুই একটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ লক্ষণও স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে থাকে না। মনে রাখিতে হইবে, বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণের দ্বারা, সামান্য লক্ষণের দ্বারা নহে।

৬। শ্রীচৈতন্যদেবের স্বয়ংভগবত্তা-বিচার

ক। অন্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপের স্বান্তর্ভুক্তি

স্বয়ংভগবানের একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে এই যে, তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত থাকেন (১।১৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবে যে এই বিশেষ লক্ষণটী বিদ্যমান ছিল, তাহা বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটী ব্যাপারের উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) তৈর্থিক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ

শ্রীলমুরারিগুপ্ত তাঁহার "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতের" প্রথম প্রক্রমের ষষ্ঠ সর্গে এবং শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১৪শ পরিচ্ছেদে তৈর্থিক-ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভগবতে আদি-খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তদনুসারেই এ-স্থলে এই প্রসঙ্গ কথিত হইতেছে।

নিমাই (শ্রীচৈতন্যদেব) যখন দিগম্বর শিশু, তখন একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ছিলেন ষড়ক্ষর-গোপালমন্ত্রের উপাসক; তিনি সর্বদা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম জপ করিতেন, তাঁহার "অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুই চক্ষু ঢুলে।", তিনি কখনও "গোপাল-নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন।" তাঁহার কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহার "কণ্ঠে বাল-গোপালভূষণ শালগ্রাম। পরম ব্রহ্মণ্যতেজ অতি অনুপাম।" তাঁহাকে স্বগৃহে উপস্থিত দেখিয়া নিমাইয়ের পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং সেই রাত্রিতে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া রন্ধন করার জন্য অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইলেন; বিপ্র সম্মত হইলে মিশ্রঠাকুর অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সহিত তৈর্থিক বিপ্রের বালগোপালের ভোগের জন্য রন্ধনের নানাবিধ উপচার যোগাড় করিয়া দিলেন।

বিপ্র রন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ নিবেদন করিলেন এবং ধ্যান করিতে লাগিলেন। "ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর। সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥ ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর। অরুণ-নয়ন-কর-চরণ সুন্দর॥ হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে। একগ্রাস খাইলেন, দেখে বিপ্রবরে॥ চৈ. ভা. আদি ৩য়॥ ৩৪ পৃঃ॥"

বালগোপালের ভোগ নষ্ট হইল মনে করিয়া বিপ্র "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। শুনিয়া মিশ্রঠাকুর ছুটিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন—"ভাত খায়, হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।" মিশ্রঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুকে মারিতে উদ্যত হইলে তৈর্থিক বিপ্র তাঁহার হাত ধরিয়া বারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"মিশ্র! তুমি বড় দেখি আর্য্য। কোন্ জ্ঞান বালকের, মারিয়া কি কার্য্য॥ ভালমন্দ জ্ঞান যার থাকে মারি তারে। আমার শপথ যদি মারহ উহারে॥ ঐ. ৩৫ পৃঃ॥" মিশ্রঠাকুর ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু দুঃখভরে মাথায় হাত দিয়া অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কোনও কথা ফুটিতেছে না। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া,—"বিপ্র বোলে—মিশ্র! দুঃখ না ভাবিহ মনে। যে দিনে সে হৈব, তাহা ঈশ্বর যে জানে॥ ফলমূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার। আনি দেহ আজি সেই করিব আহার॥ ঐ. ৩৫ পৃঃ॥" মিশ্রঠাকুর অত্যন্ত কাতরভাবে, আর একবার রন্ধন করার জন্য বিপ্রের চরণে নিবেদন জানাইলেন; এইসব অদ্ভুতকাণ্ড দেখিবার জন্য যে-সমস্ত লোক সে-স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তদ্রূপ আবেদন জানাইলেন। বিপ্র সম্মত হইলেন। আনন্দের সহিত মিশ্রবর পুনরায় রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিলেন।

পাছে চঞ্চল শিশু আবার গোপালের ভোগ নষ্ট করিয়া দেয়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সকলে স্থির করিলেন—"রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবত। আর বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবত॥" শচীমাতা পুত্রকে কোলে করিয়া অন্য বাড়ীতে গেলেন।

সেই বিপ্র পুনরায় রান্না করিয়া ভোগ নিবেদন করিলেন এবং "ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।" তখন সেই চঞ্চল শিশু,—"মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে। আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে॥ অলক্ষিতে একমুষ্টি অন্ন লই করে। খাইয়া চলিলা প্রভু—দেখে বিপ্রবরে॥ 'হায় হায়' করিয়া উঠিল বিপ্রবর। ঠাকুর খাইয়া ভাত দিলা এক রড়॥ ঐ. ৩৬ পৃঃ॥" বিপ্রের "হায় হায়"-শব্দ শুনিয়া মিশ্রঠাকুর তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া লাঠি লইয়া নিমাইয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, আর তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত ভীত হইয়া নিমাই একটী ঘরে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। মিশ্রও লাঠি লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সমবেত লোকগণ এবং তৈর্থিক ব্রাহ্মণও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন।

চঞ্চল শিশু শ্রীকৃষ্ণের ভোগ নষ্ট করিল, কৃষ্ণভক্ত অতিথি ব্রাহ্মণকেও উপবাসী রাখিল। এ-সমস্ত ভাবিয়া মিশ্রঠাকুর মহাদুঃখে মাথায় হাত দিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। আর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সেই স্থানে এক পরমসুন্দর কিশোর বালক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি "মহাজ্যোতির্ধাম।" তাঁহার "সর্ব্ব অঙ্গে নিরূপম লাবণ্যের সীমা। স্কন্ধে যজ্ঞসূত, ব্রহ্ম-তেজ মূর্ত্তিমন্ত।" এই "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি" দেখিয়া "তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। মুগ্ধ হই একদৃষ্টে চাহে ঘন ঘন॥" বিপ্র তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সমবেত লোকগণ বলিলেন—"এই মিশ্রের তনয়।" বস্তুতঃ ইনি শ্রীনিমাইয়ের বড়ভাই বিশ্বরূপ; তিনি এতক্ষণ বাড়ীতে ছিলেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈর্থিক বিপ্রের আগমনের কথাও তিনি জানিতেন না। যাহা হউক, কিশোর বালকের পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন —"ধন্য পিতামাতা যার এহেন তনয়।" বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বিপ্রকে বলিলেন, "শুভ দিন তাঁর মহাভাগ্যের উদয়। তোমা হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়॥ জগত শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন। আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ। ভাগ্য বড়, তুমি-হেন অতিথি আমার। অভাগ্য বা কি কহিব, উপাস তোমার॥ তুমি উপবাস বা করিবা যার ঘরে। সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল-ফল ধরে॥ হরিষ পাইলুঁ বড় তোমার দর্শনে। বিষাদ পাইলুঁ বড় এ-সব শ্রবণে॥ ঐ ৩৭ পৃঃ॥"

বিশ্বরূপের কথা শুনিয়া তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বলিলেন, "—কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে। ফলমূল কিছু আমি করিব ভোজনে॥ বনবাসী আমি, অন্ন কোথাই বা পাই। প্রায় আমি বনে ফলমূলমাত্র খাই। কদাচিৎ কোন দিবসে বা খাই অন্ন। সেহো যদি অবিরোধে হয় উপসন্ন॥ যে সন্তোষ পাইলাম তোমা দরশনে। তাহাতেই কোটি কোটি করিলুঁ ভোজনে॥ ফলমূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে। তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে॥ ঐ ৩৭ পৃঃ॥"

জগন্নাথ মিশ্র মনোদুঃখে পূর্ববৎই অধোবদনে বসিয়া আছেন। বিপ্রের কথা শুনিয়াও কোনও কথা বলিলেন না। কিন্তু বিশ্বরূপ পুনরায় রন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য করার জন্য ব্রাহ্মণকে কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। তখন, "বিপ্র বোলে—রন্ধন করিলুঁ দুইবার। তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার। তেঞি বুঝিলাঙ আজি নাহিক লিখন। কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি, কেনে করহ যতন॥ কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে। কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥ যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়। কোটি যত্ন করি, তথাপিহ সিদ্ধ নয়॥ নিশাও প্রহর ডেড় দুইও বা যায়। ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়॥ অতএব আজি যত্ন না করিহ আর। এইমত কিছুমাত্র করিব আহার॥ ঐ-৩৭ পৃঃ॥

বিপ্রের চরণে পতিত হইয়া বিশ্বরূপ কাতরভাবে সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপকে দেখিয়া বিপ্র পূর্বেই মুগ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পুনরায় রন্ধন করিতে বিপ্র সম্মত হইলেন। পুনরায় রন্ধনের যোগাড় করিয়া দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণও রন্ধন করিতে গেলেন।

কিন্তু সেই চঞ্চল শিশু? কোথায় সেই চঞ্চল-শিরোমণি? পূর্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় বার কৃষ্ণের নৈবেদ্য খাওয়ার পরে যষ্ঠিহস্ত পিতাকে দেখিয়া শিশু এক ঘরে গিয়া লুকাইয়া ছিলেন। তিনি তখনও সেই ঘরে, ভয়ে বাহির হয়েন নাই। সেই ঘরে কয়েকজন রমণীও ছিলেন। নিমাই সে-স্থানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। "মিশ্র বসিলেন তার (সেই ঘরের) মাঝের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুয়ারে।" অন্যান্য লোকেরা বলিলেন—"বান্ধ বাহির দুয়ার। বাহির হইতে যেন নাহি পায় আর॥" বাহির দুয়ারও বান্ধিয়া সকলে বাহিরে রহিলেন, যেন নিমাই ঘর হইতে বাহির হইতে না পারেন। ভিতর হইতে নারীগণ বলিলেন—"চিন্তা নাঞি। নিদ্রা গেল, কিছু আর না জানে নিমাঞি॥" এইভাবে সেই চঞ্চল শিশুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

এ-দিকে কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের রন্ধনও শেষ হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা নিমাইকে পাহারা দিতেছিলেন, আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহারা সকলেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। ব্রাহ্মণ যে-স্থানে বসিয়া অন্ন নিবেদন করিতেছিলেন, নিমাই সে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালককে দেখিয়া বিপ্র "হায় হায়" করিতে লাগিলেন, কিন্তু "সভে নিদ্রা যায়, কেহো শুনিতে না পায়।" দিগম্বর নিমাই বলিলেন,—"অয়ে বিপ্র! তুমি ত উদার। তুমি আমা ডাকি আন, কি দোষ আমার॥ মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান। রহিতে না পারি আমি, আসি তোমাস্থান॥ আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি। অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি॥ ঐ—৩৮ পৃঃ॥"

বালকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বোধ হয় বিস্মিত হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিস্ময়ের আর এক অপূর্ব ঝলক ব্রাহ্মণের উপরে আসিয়া পতিত হইল। বালকের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণ দেখেন, সে-স্থানে সেই সর্বাঙ্গে ধূলিমাখা দিগম্বর শিশু আর নাই, আছে এক ঐশ্বর্যাত্মক রূপ। "সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অষ্টভুজ রূপ॥[১] এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়। আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার। সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥ নবগুঞ্জাবেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে। চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে॥ হাসিয়া দোলায় দুই নয়নকমল। বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকরকুণ্ডল॥ চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ননূপুর। নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥ অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেই স্থানে। বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষিগণে॥ গোপগোপীগাবীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে। যত ধ্যান করে, তাই দেখে পরতেকে॥ ঐ ৩৮ পৃঃ॥

অপূর্ব ঐশ্বর্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ আনন্দের আতিশয্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অঙ্গে স্বীয় হস্ত স্পর্শ করাইলে ব্রাহ্মণের চেতনা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু "আনন্দে হইলা জড়, না স্ফুরে বচন।" তখনও—"পুনঃ পুন মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে। পুন উঠে পুন পড়ে মহা কুতূহলে॥ কম্প-স্বেদ-পুলকে শরীর স্থির নহে। নয়নের জল যেন মহানদী বহে॥ ঐ-৩৯ পৃঃ॥"

প্রভুর চরণ ধরিয়া বিপ্র উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্তি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রভু বিপ্রকে বলিলেন, "—শুন শুন অয়ে বিপ্রবর। অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর॥ নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে। অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে॥

১ পরবর্তী ৭।২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর জন্মে এইরূপে নন্দগৃহে আমি। দেখা দিলাম তোমারে, না স্মর' তাহা তুমি॥ যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে। সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে॥ দৈবে তুমি অতিথি হইলে নন্দঘরে। এই মতে তুমি অন্ন নিবেদ' আমারে॥ তাহাতেও এই মত করিয়া কৌতুক। খাই তোর অন্ন দেখাইলোঁ এই রূপ॥ এতেকে আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস। দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥ কহিলাঙ তোমারে সকল গোপ্য কথা। কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবে সর্ব্বথা॥ যাবত আছয়ে মোর এই অবতার। তাবত কহিলে কা'রে করিব সংহার॥ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার॥ ব্রহ্মাদি যে প্রেম-ভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে। তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি ঘরে ঘরে॥ কথোদিন থাকি তুমি অনেক দেখিব। এ-সব আখ্যান এবে কারো না কহিবা॥ ঐ. ৩৯ পৃঃ॥" এ-সব কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া বালক চলিয়া গেলেন এবং পূর্ব্ববৎ সেই ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলেন। যোগনিদ্রা-প্রভাবে সকলেই নিদ্রিত, এ-সব ব্যাপার কেহ জানিতে পারিলেন না।

আর, সেই ব্রাহ্মণ কি করিতেছেন? "অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর। আনন্দে পূর্ণিত হৈল সব কলেবর॥ সর্ব্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন। কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন॥ নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে হুঙ্কার। 'জয় বালগোপাল'—বোলয়ে বারবার॥ বিপ্রের হুঙ্কারে সভে পাইল চেতন। আপনা সম্বরি বিপ্র কৈল আচমন॥ নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করিলেন বিপ্রবর। দেখি সভে সন্তোষ হইলা বহুতর॥ ঐ-৩৯ পৃঃ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শৈশবেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা হইতেছে —বৃন্দাবনস্থ কদম্বমূলবিহারী গোপ-গোপী-গাভীপরিবেষ্টিত, শিখিপিঞ্ছচূড়, শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-মকরকুণ্ডল-বৈজয়ন্তীমালা-শোভিত, মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। "যত ধ্যান করে, তাই দেখে পরতেকে"-বাক্য হইতে বুঝা যায়, সেই বিপ্র সময় সময় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যাত্মক অষ্টভুজরূপেরও ধ্যান করিতেন, অথবা বালগোপালের ধ্যান-সময়ে এতাদৃশ রূপও কখনও কখনও তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইত। এজন্য তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকটে এই ঐশ্বর্যাত্মক রূপ প্রকটিত করা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবই যে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, অথবা ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে অবস্থিত, উল্লিখিত ব্যাপার হইতে তাহাই জানা গেল।

ভগবত্তার লক্ষণ

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথাও উল্লেখযোগ্য। তৈর্থিক বিপ্র যখন দ্বিতীয়বারে রন্ধন করিতেছিলেন, তখন নিমাইকে অন্য বাড়ীতে নিয়া রাখা হইয়াছিল। শচীমাতা প্রভৃতি অনেকেই সে-স্থানে ছিলেন। নিমাই যাহাতে সেই স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে না পারেন, সেই বিষয়ে সকলেই খুব সতর্ক ছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলের অলক্ষিতে নিমাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৃতীয় বারেও ব্রাহ্মণ যখন রন্ধন করিতেছিলেন, তখন নিমাইকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, নারী-পুরুষ বহুলোক তাঁহার প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, নিমাই ব্রাহ্মণের ভোগনিবেদন-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে, দুই বারেই নিমাইয়ের ঐশীশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা স্বয়ংভগবত্তার বিশেষ লক্ষণ না হইলেও ভগবত্তার লক্ষণ।

আবার, তৈর্থিক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়বার রন্ধনকালে নিমাইকে যখন অন্য বাড়ীতে নেওয়া হইয়াছিল, তখন সে-স্থানে রমণীগণ পরিহাসপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি। কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি॥ কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে। তার ভাত খাই জাতি রাখিব কেমনে॥" তখন হাসিতে হাসিতে নিমাই বলিয়াছিলেন—"আমি যে গোয়াল। ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্বকাল॥ ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়॥ ঐ ৩৫ পৃঃ॥" এ-স্থলেও তিনি ভঙ্গীক্রমে নিজের স্বরূপতত্ত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি কিন্তু কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ-স্থলেও তাঁহার ঐশীশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার ঐশীশক্তির প্রভাবেই তিনি প্রকাশ করিয়া বলা সত্ত্বেও কেহ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

(২) শচীমাতার শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শন

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়) লিখিয়াছেন, একদিন শচীমাতা রাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখিয়া পর দিন স্বীয় পুত্র বিশ্বম্ভরের নিকটে নিভৃতে বলিলেন,—"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলুঁ স্বপন। তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুইজন॥ বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হইয়া॥ মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥ দুইজনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে॥[১] রামকৃষ্ণ লই দুই হইলা বাহিরে; তাঁর হাথে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম। চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান। রাম-কৃষ্ণ বোলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া। 'কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥ এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার। এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥' নিত্যানন্দ বোলয়ে—'সে কাল গেল বয়্যা। যে কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়া॥ ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার। আপনা চিনিঞা ছাড় সব উপহার॥... এই মত কলহ করহ চারিজন। কাড়াকাড়ি করি সব করহ ভোজন॥ কাহারো হাতের কেহো কাড়ি লই যায়। কাহারো মুখের কেহো মুখ দিয়া খায়॥ 'জননি' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে। 'অন্ন দেহ' মাতা! মোরে ক্ষুধা বড় করে॥ এতেক বলিতে মুঞি চৈতন্য পাইলুঁ। কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি তোমারে কহিলুঁ॥ চৈ. ভা. মধ্য ৮ম॥ ২০৬ পৃঃ॥" মাতার মুখে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশ্বম্ভর একটু হাসিলেন এবং বলিলেন—"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।...

(১) গোসাঞির ঘর—ঠাকুর ঘর, শ্রীমন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়। মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ় ॥” পরে তিনি মাতাকে বলিলেন—“নিত্যানন্দে আনি ঝাট করাহ ভোজন।” শুনিয়া শচীমাতাও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং নিত্যানন্দের আহারের যোগাড় করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভরও গিয়া নিত্যানন্দকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের সঙ্গেই শচীমাতার গৃহে আসিলেন। পরে তুইজনই একসঙ্গে ভোজনে বসিলেন; পরমানন্দে শচীমাতা তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করিতেছেন। একবার পরিবেষণ করিয়া মাতা অন্য উপচার আনিতে গিয়াছেন; ফিরিয়া আসিয়া তিনি আর নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভরকে দেখিলেন না, তাঁহাদের স্থলে তিনি দেখিলেন—পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক কৃষ্ণ-বলরাম। “আর বার আসি আই তুইজন দেখে। বৎসর পাঁচের শিশু যেন পরতেখে॥ কৃষ্ণ-শুক্লবর্ণ দেখে তুই মনোহর।...আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে। সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পারে॥ পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া পৃথিবীর তলে। তিতিল বসন সব নয়নের জলে। ঐ-২০৭ পৃঃ॥”

মাতার এই অবস্থা দেখিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া মাতাকে ধরিয়া উঠাইয়া স্থির করিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। “তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ তুই ভাই। চৈ. চ. ১।১৭।১৫॥”

(৩) শ্রীধরের শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন

“খোলাবেচা” শ্রীধর। নবদ্বীপেই তাঁহার বাস। নিতান্ত দরিদ্র; কিন্তু পরম ভাগবত; সর্বদা কৃষ্ণভক্তিরসে নিমগ্ন; সমস্ত রাত্রি উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন। থোড়, কলা, মোচা, কলার খোলা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রতিদিন যাহা লাভ হয়, তাহার অর্ধেক গঙ্গাপূজায় ব্যয় করেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক নিজের জন্য রাখেন। নিমাই পণ্ডিত প্রত্যহ তাঁহার দোকান হইতেই থোড়-কলা প্রভৃতি খরিদ করিতেন এবং মূল্যাদি লইয়া তাঁহার সহিত কোন্দলও করিতেন। শ্রীধরকে অন্যান্য সকল লোক একজন অতি দরিদ্র লোক বলিয়াই জানিতেন, তাঁহার ভক্তি-সম্পদের কথা কেহ জানিতেন না, নিমাই-পণ্ডিত অবশ্য তাহা জানিতেন।

শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রভু বিশ্বম্ভর “সাত-প্রহরিয়া-ভাবে”[১] আবিষ্ট। তিনি আদেশ করিলেন—“শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।”

কোন্ শ্রীধরকে আনার জন্য প্রভু আদেশ করিলেন, ইহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

১। এক সময়ে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে প্রভু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সাতপ্রহর পর্যন্ত ভাবাবিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক ঐশ্বর্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এজন্য এই ব্যাপারকে “মহাপ্রকাশ”ও বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুই সংশয় দূর করিলেন ; বলিলেন—“নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া। যে মোরে ডাকয়ে, তারে আনিহ ধরিয়া॥ চৈ. ভা. মধ্য. ৯ম অধ্যায়। ২২৩ পৃঃ॥”

কয়েকজন ভক্ত ছুটিয়া গেলেন। অর্ধপথ যাওয়ার পরেই তাঁহারা উচ্চস্বরে হরিনাম-কীর্তন শুনিতে পাইলেন ; কীর্তনের স্বর লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা ধাবিত হইলেন এবং শ্রীধরের গৃহে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা শ্রীধরকে বলিলেন—“চল চল মহাশয় প্রভু দেখসিয়া। আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া॥ ঐ ২২৪ পৃঃ॥”

শুনিয়া আনন্দবিহ্বল শ্রীধর মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ; তাঁহার বাহ্যস্মৃতি নাই। ভক্তগণ তাঁহাকে হাতাহাতি করিয়া তুলিয়া লইলেন এবং বহন করিয়া বিশ্বম্ভরের সম্মুখে রাখিলেন। শ্রীধরকে দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন—“আইস, আইস শ্রীধর॥ বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন। বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন॥ এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর। তোমার খোলায় অন্ন খাইলুঁ নিরন্তর॥ তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলুঁ বিস্তর। পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥ ঐ. ২২৪ পৃঃ॥” তখন, “প্রভু বোলে ‘শ্রীধর! দেখ মোর রূপ।” প্রভুর কথা শুনিয়া,—“মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর। তমাল-শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥ হাথে বংশী মোহন, দক্ষিণে বলরাম। মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥ কমলা তাম্বূল কেই হস্তের উপরে। চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে॥ মহা ফণাছত্র দেখে শিরের উপরে। সনক, নারদ, শুক দেখে জোড় করে॥ প্রকৃতিস্বরূপা সব জোড় হস্ত করি। স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরমসুন্দরী॥ ঐ ২২৫ পৃঃ॥”

শ্রীধর দেখিলেন—শ্রীবিশ্বম্ভরই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দক্ষিণ দিকে শ্রীবলরাম। দেখিয়া শ্রীধর মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“উঠ উঠ শ্রীধর।” শ্রীধর চেতনা লাভ করিয়া প্রভুর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। (শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৯ম অধ্যায় হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইল)। ১৭।৪৪-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৪) বনমালী-নামক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায়, একদিন বনমালী-নামক এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নিজ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর গৃহে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভু তাঁহার সহিত হরিকীর্তন করিতে লাগিলেন ; সেই ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার পুত্র পরমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণ দেখিলেন—একটী শ্যামবর্ণ বালক পীতবসন পরিধান করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। “একদা কীর্ত্তনপরে হরৌ নৃত্যতি স দ্বিজঃ। দদর্শ বালকং কঞ্চিৎ শ্যামং পীতাম্বরাবৃতম॥—কড়চা॥ ২।১১।৩॥”

“আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি”—বলিয়া ব্রাহ্মণ আনন্দ অনুভব করিলেন ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতেই তিনি নিজের জন্মকে সার্থক মনে করিলেন। কবি-কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যেও (৭।৭৬-৭৮) এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল লোচনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—একদিন প্রভু যখন ভক্তবৃন্দের সহিত নিজগৃহে আছেন, "হেনকালে আইল তথা এক যে ভিক্ষুকে॥ বনমালী নাম তার পুত্র এক সঙ্গে। বিপ্রকুলে জন্ম, বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে॥" প্রভু যখন নৃত্য করিতেছিলেন, "হেনকালে সেই দুই দ্বিজ আচম্বিত। দেখিল বালক এক চিত চমকিত। গৌর শরীরে প্রভু ভেল শ্যামতনু। ইন্দ্রনীলমণিকান্তি, করে বর বেণু॥ ময়ূর পাখের চূড়া ঘন উড়ে বায়। সেই রূপ দেখি যত অনুগত গায়॥ রাধা-সঙ্গে বৃন্দাবন বিপিনের মাঝে। দেখিলেন শ্যামকলেবর নটরাজে॥ যমুনা তথাই দেখি গোবর্দ্ধনগিরি। বহুলা ভাণ্ডীর মধুবন আদি করি॥ গো গোপী গোপাল দেখি আর বন তাল। নবদ্বীপে দেখিলেন মদনগোপাল॥ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ব্রাহ্মণ। পুলকিত সব অঙ্গ সজল লোচন॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কার মারে মালসাট। এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাতাইল হাট॥ —আদিখণ্ড॥ ১২৫ পৃঃ॥

(৫) ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন

একদিন ভক্তগণ প্রভুর গৃহে উপনীত হইয়াছেন; গোপী-স্বভাবাপ্ত নিখিলভক্তিভরে তাঁহারা যখন প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহারা প্রভুকেই বনমালী শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিলেন। "গোপীস্বভাবাপ্ত সমস্তভক্ত্যা পশ্যংশ্চ কৃষ্ণং বনমালিনং প্রভুম্।—কড়চা॥ ২।১০।১৪॥"

(৬) শ্রীল মুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্র-রূপদর্শন

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, দশম অধ্যায় হইতে জানা যায়, শ্রীবাসের অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-কালে প্রভু শ্রীল মুরারিগুপ্তকে ডাকিয়া বলিলেন—"মোর রূপ দেখ।" তখন, "মুরারি দেখয়ে—রঘুনাথ পরতেখ॥ দুর্ব্বাদল-শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর। বীরাসনে বসি আছে, মহাধনুর্দ্ধর॥ জানকী লক্ষ্মণ দেখে—বামেতে দক্ষিণে। চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥ আপন প্রকৃতি বাসে' যে হেন বানর। সকৃত দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর॥ চৈ. ভা. মধ্য ১০ম॥ ২২৮ পৃঃ॥" শ্রীবিশ্বম্ভরের বাক্যে মুরারির মূর্ছাভঙ্গ হইল। শ্রীল মুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক।

(৭) শ্রীল মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহরূপ-প্রকটন

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনিয়া গর্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। মুরারি তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন; কিন্তু শ্রীবিশ্বম্ভরের যেন সেদিকে অনুসন্ধান নাই; তিনি "শূকর, শূকর" বলিতে বলিতে, "বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর। সম্মুখে দেখিলা জলভাজন সুন্দর॥ বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে। স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥ গর্জ্জে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞবরাহ,—প্রকাশে খুর চারি। প্রভু বোলে 'মোর স্তুতি বোলহ মুরারি॥'—চৈ. ভা. মধ্য ৩য়॥ ১৭২ পৃঃ॥"

কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন (৫।১৫-১৮)। কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে। চৈ. চ. ১।১৭।১৭॥" ১৭।৪৪ গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৮) নৃসিংহরূপ-প্রকটন

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ে) লিখিয়াছেন—একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর গঙ্গাতীরে গিয়া দেখিলেন, এক পাল গরু গঙ্গার পুলিনে বিচরণ করিতেছে, কতকগুলি গরু হম্বারব করিয়া জল খাইতে আসিতেছে, অপর কতকগুলি উর্দ্ধপুচ্ছে চারিদিকে ধাবিত হইতেছে, কতকগুলি পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, কতকগুলি বা শুইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর হুঙ্কার-গর্জন করিতে লাগিলেন এবং "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলিতে বলিতে ধাবিত হইয়া শ্রীবাসের গৃহে যাইয়া উপনীত হইলেন। শ্রীবাস তখন মন্দিরে বসিয়া শ্রীনৃসিংহের পূজা করিতেছিলেন। "কি করিস্ শ্রীবাসিয়া" বলিতে বলিতে প্রভু মন্দিরদ্বারে পুনঃ পুনঃ লাথি মারিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"কাহারে বা পূজিস্, করিস্ কার ধ্যান। যাহারে পূজিস্, তারে দেখ বিদ্যমান॥" শ্রীবাসের সমাধিভঙ্গ হইল; তিনি চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। "দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর। চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥ গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্তসিংহ সার। বামকক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥" শ্রীবাস স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। প্রভু বলিলেন—"তোর কিছু চিন্তা নাই, পঢ় মোর স্তব।" তখন "প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস। ঘুচিল অন্তর-ভয়, পাইয়া আশ্বাস॥ হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর। দণ্ডাইয়া স্তুতি করে জুড়ি দুই কর॥ চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬৭-৬৮ পৃঃ॥"

শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় শ্রীবাসের গৃহে প্রভুর বরাহ-রূপের কথা লিখিয়াছেন। একদিন শ্রীবাস পিতৃকার্য সমাধা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃহৎ-সহস্রনামস্তোত্র শুনিতেছিলেন, এমন সময় হরিনাম শ্রবণ করিয়া প্রভু সে-স্থানে উপনীত হইলেন। অনন্তর নৃসিংহের আকার ও বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক গদা হাতে লইয়া ধাবিত হইলেন; তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভয়ে লোকসকল পলায়ন করিতে লাগিল; লোকসকলকে পলাইতে দেখিয়া তিনি গদা ফেলিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন—লোকসব আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, আমার অপরাধ হইয়াছে। কড়চা॥ ২।১১।৭-১০॥

কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে (৭।৭৯-৮৫) কড়চার অনুরূপ ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিরাজগোস্বামীও এই ঘটনার কথা তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. ১।১৭।৮৪—৮৯)।

(৯) **বলরাম-রূপ-প্রকটন**

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বলরামরূপ প্রকটনের কথা সমস্ত চরিতকারগণই লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চার ২।১৪ সর্গে, কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যের অষ্টমসর্গে (১৯-৪৯ শ্লোকে), শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে (৩য়, ৫ম ও ২৫শ অধ্যায়ে), শ্রীল লোচনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডে এবং শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১।১৭।১০৯-১৩ পয়ারে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া। 'মধু আন, মধু আন' বোলেন ডাকিয়া॥ নিত্যানন্দ গোসাঞির আবেশ জানিল। গঙ্গাজল-পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥ জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল। যমুনাকর্ষণ লীলা দেখায় সকল॥ মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার। আচার্য্যশেখর তাঁর দেখে রামাকার॥ বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল। সভে মিলি নৃত্য করে—আবেশে বিহ্বল॥ এই মত নৃত্য হইল চারিপ্রহর। সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সভে গেলা ঘর॥—চৈ. চ. ১।১৭।১০৯-১৪॥"

কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন—বলরামাকার গৌরের অঙ্গ তখন রৌপ্য-পর্বতের ন্যায় ধবলবর্ণ হইয়াছিল (৮।২০), তাঁহার রজতশ্বেত কান্তিতে সমস্ত গৃহ ধবলিত হইয়াছিল (৯।২৫), তিনি তখন নীলাম্বরধারী এবং লাঙ্গলপাণি হইয়াছিলেন (৮।৩৩-৪), তাঁহার অঙ্গগন্ধে তখন বায়ুমণ্ডল কস্তূরীগন্ধযুক্ত হইয়াছিল (৮।৪০)।

(১০) **শিবরূপ-প্রকটন**

মুরারিগুপ্তের কড়চায় (২।১১শ সর্গে), কর্ণপূরের মহাকাব্যে (৭ম সর্গে), বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে, (মধ্য, ৮ম অধ্যায়ে) এবং কবিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১৭ পরিচ্ছেদে) মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিবরূপ-প্রকটন বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নিজের গৃহে হরিকথারসে নিমগ্ন আছেন। এমন সময় এক শিবভক্ত ভিক্ষুক ডমরু বাজাইয়া শিবমহিমা কীর্তন করিতে করিতে সে-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং নৃত্য করিতে করিতে শিবের গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। "শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। হইলা শঙ্করমূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥ এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর। হুঙ্কার করিয়া বোলে 'মুঞি সে শঙ্কর।' কেহো দেখে শিঙ্গা, জটা, ডমরু বাজায়। 'বোল, বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥ সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল। পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥ বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥—চৈ. ভা. মধ্য, ৮ম অধ্যায়। ২০৮-৯ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুরারিগুপ্তের কড়চায় লিখিত হইয়াছে, তখন শিবরূপে প্রভুকে প্রকাণ্ড বৃষস্কন্ধে আরূঢ় দেখা গিয়াছিল, তাঁহার মুখে রামনাম গান হইতেছিল (২।১১।১৬)। শ্রীমুকুন্দ মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন (২।১১।১৭)। কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন —শ্রীবাসপণ্ডিত গিরিশ-স্তোত্র এবং শ্রীমুকুন্দ মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন (৭।৮৯)।

(১১) চতুর্ভুজরূপ-প্রকটন

জগাইর চতুর্ভুজরূপ-দর্শন

শ্রীচৈতন্যভাগবত, (মধ্যখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়) হইতে জানা যায়, জগাই-মাধাই-উদ্ধারকালে, প্রভু যখন জগাইকে বলিলেন—"তোমার প্রেমভক্তি" হউক, তখন জগাই প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন—"প্রভু বোলে—'জগাই! উঠিয়া দেখ মোরে। সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে।" জগাই উঠিয়া দেখেন, "চতুর্ভুজ—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর। জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥ দেখিয়া মূর্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই। বক্ষে শ্রীচরণ দিল চৈতন্যগোসাঞি॥ পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন। ধরিল জগাই যেন অমূল্যরতন॥—চৈ. ভা. মধ্য, ১৩শ অধ্যায়॥ ২৫৫ পৃঃ॥"

শ্রীবাসমন্দিরে চতুর্ভুজরূপ-প্রকটন

"একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরে। হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজমূর্ত্তি ধরে॥ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি কর। 'গরুড় গরুড়' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর॥ হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।[১] শ্রীবাসমন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া॥ গুপ্তদেহে হৈল মহা-বৈনতেয় ভাব।[২] গুপ্ত বোলে—'মুঞি সেই গরুড় মহাভাগ।' 'গরুড় গরুড়'—বলি ডাকে বিশ্বম্ভর। গুপ্ত বোলে—"মুঞি সেই তোমার কিঙ্কর।' প্রভু বোলে—'বেটা! তুঞি মোহার বাহন।' 'হয় হয় হয়' গুপ্ত বোলয়ে বচন॥···গুপ্তস্কন্ধে চড়ে মিশ্রচন্দ্রের নন্দন। জয় জয় ধ্বনি হৈল শ্রীবাসভবন॥ স্কন্ধে কমলার নাথ বৈদ্যের নন্দন। রড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন॥—চৈ. ভা. মধ্য, ২০শ অধ্যায়॥ ৩০৩ পৃঃ॥"

মহাপ্রভুর চতুর্ভুজরূপ-প্রকটনের কথা কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে বলিয়া গিয়াছেন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের চতুর্ভুজরূপ-দর্শন

সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন এক সময়ে সার্বভৌমভট্টাচার্য বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া, যখন পরাজিত হইলেন, তখন তিনি স্থির করিলেন—"ইনি নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণই হইবেন, অপর কেহ নহেন।" ইহা ভাবিয়া সার্বভৌম পুলকাঞ্চিত কলেবরে প্রভুকে নমস্কার করিলেন। "তদেব কৃষ্ণঃ খলু নান্যথৈব

(১) গুপ্ত—মুরারিগুপ্ত। (২) বৈনতেয়—গরুড়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরিত্রমেতদ্‌গমকং হি তত্র। ইত্থং বিচিন্ত্যৈব হৃদা হৃদীশং ননাম রোমাঞ্চ সমঞ্চিতাঙ্গঃ॥ মহাকাব্য॥১২।৩১॥”

সার্বভৌম অশ্রুবিগলিতনেত্রে এবং রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রভুর স্তুতি-নতি করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহাকে শতকোটি-দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিশীল চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইলেন; সার্বভৌমও ততোঽধিক আনন্দিত হইয়া সমধিক স্তব করিতে লাগিলেন। “প্রদর্শয়ামাস চতুর্ভুজত্বং দিবাকরাণাং শতকোটিভাস্বৎ। ততোঽধিকং সোঽপি ননন্দ বিপ্রস্ততোঽধিকঞ্চ স্তবমপ্যকার্ষীৎ॥ —মহাকাব্য॥ ১২।৩৩॥”

কাশীমিশ্রের চতুর্ভুজরূপ-দর্শন

সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন কাশীমিশ্র একদিন প্রভুকে চতুর্ভুজ-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। মহাকাব্য॥ ১৩।৬৩॥

কাশীমিশ্রের চতুর্ভুজরূপদর্শনের কথা কবিরাজগোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণদেশ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে জগন্নাথদর্শনে গিয়াছেন। “দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে। ভট্টাচার্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্রঘরে॥ কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে। গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥ প্রভু চতুর্ভুজমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল। আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥ চৈ. চ. ২।১০।২৯-৩১॥”

উল্লিখিত চতুর্ভুজরূপসমূহ বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের রূপ বলিয়াই মনে হয়।

(১২) চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে লক্ষ্মী-কাচে নৃত্য-প্রসঙ্গ

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর মেশোমহাশয়। তাঁহার গৃহে প্রভু এক দিন নৃত্য করিয়াছিলেন। এই নৃত্যের বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্যখণ্ড, ১৮শ অধ্যায়ে), মুরারিগুপ্তের কড়চায় (দ্বিতীয় প্রক্রম, ১৫শ, ১৬শ সর্গে), কর্ণপূরের মহাকাব্যে (১১শ সর্গে), লোচনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (মধ্যখণ্ড, ১৩৬-৪০ পৃঃ) এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১৭।২৩৪-৩৫) দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসের পূর্বে প্রভু যখন নবদ্বীপে, তখন একদিন তিনি ভক্তবৃন্দকে বলিলেন, “আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে॥ চৈ. ভা.॥” তিনি সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত খানকে ডাকিয়া বলিলেন— “কাচসজ্জ কর গিয়া॥ শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার। যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার॥ চৈ. ভা.”; তিনি আরও বলিলেন—“গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ। ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী—সখী সুপ্রভাত॥ নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার। কোতোয়াল হরিদাস—জাগাইতে ভার॥ শ্রীবাস নারদকাচ, স্নাতক শ্রীরাম। ‘দিয়ড়িয়া হাড়ি মুঞি’ বোলয়ে শ্রীমান্॥ চৈ. ভা.॥” শ্রীরাম ও শ্রীমান্ হইতেছেন শ্রীবাসপণ্ডিতের সহোদর। তখন—“অদ্বৈত বোলয়ে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কে করিব পাত্র-কাচ'। প্রভু বোল 'পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ।' অর্থাৎ সিংহাসনে যে গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন, তিনিই হইবেন—পাত্র বা নায়ক। (চৈ. ভা. মধ্য ১৮॥২৮২-৮৩ পৃঃ)॥"

প্রভুর আদেশ-অনুসারে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে নৃত্যের আসর সজ্জিত হইল দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন প্রভু ভক্তদের প্রতি বলিলেন,—"প্রকৃতিস্বরূপে নৃত্য হইব আমার। দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়—তার অধিকার॥ সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে। যেইজন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥ চৈ. ভা. ॥ ২৮৩ পৃঃ॥"

প্রভু "লক্ষ্মীবেশে অঙ্কনৃত্য" করিবেন ; তাহাই জানাইলেন। কিন্তু প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ "হইলা সভে বিষাদিত বড়॥ সর্ব্বাদ্য ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য। 'আজি নৃত্যদরশনে মোর নাহি কার্য্য॥ আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।' শ্রীবাসপণ্ডিত কহে—'মোর ওই কথা।' শুনিঞা ঠাকুর বোলে ঈষত হাসিয়া। 'তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া॥' সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি চৈতন্যগোসাঞি। পুন আজ্ঞা করিলেন—'কারো চিন্তা নাঞি॥ মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমারে কেহো মোহ না পাইবা॥' শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন। (ঐ. ২৮৩ পৃঃ)"

ভক্তদের সহিত প্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে যাত্রা করিলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীরূপে নৃত্য করিবেন শুনিয়া বধূকে সঙ্গে লইয়া শচীমাতাও নৃত্য দেখিতে চলিলেন। ভক্তদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গও চলিলেন।

সকলে নিজ নিজ কাচ কাচিলেন। প্রভু রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইয়া রুক্মিণীর কাচ কাচিলেন। নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-শৌর্য-বীর্যাদির কথা শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রুক্মিণী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, রুক্মিণীভাবের আবেশে প্রভু সেই পত্রের মর্ম প্রকাশ করিতে লাগিলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণকেই সব কথা বলিতেছেন। অন্যান্যেরা নিজ নিজ ভাবের অনুরূপ কার্য করিলেন। "রমা-বেশে গদাধর নাচে মনোহর। সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥" আর, " 'হরি হরি' বলি কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল। সর্ব্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল॥ হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশধর॥ আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে। অঙ্ক-বঙ্ক করি হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে॥ চৈ. ভা. ২৮৭ পৃঃ॥"

প্রভুর বেশে এবং ভাবে এমনই এক অদ্ভুত রূপ প্রকটিত হইয়াছিল যে, ইনিই যে প্রভু, তাহা কেহই চিনিতে পারিলেন না। "বেশে কেহো লখিতে না পারে 'প্রভু' সেই॥ সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা। রঘুসিংহগৃহিণী কি জানকী আইলা॥ কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্ব্বতী। কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী॥ কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া। কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া॥ এইমত অন্যোন্যে সর্ব্ব জনে জনে। না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥ আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখিল যাহারা। তথাপি লখিতে নারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলার্দ্ধেক তারা॥ অন্যের কি দায়, আই না পারে চিনিতে।* মূর্ত্তিভেদে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে॥ ** জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর। সময়-উচিত গান গায় অনুচর। চৈ. ভা. মধ্য ১৮শ॥ ২৮৭-৮৮ পৃঃ॥ ** ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি। মহালক্ষ্মীভাবে উঠে খট্টার উপরি॥ সম্মুখে রহিলা সভে জোড়হস্ত করি। 'মোর স্তব পঢ়' বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ 'জননী আবেশ' বুঝিলেন সর্ব্বজনে। সেইরূপে সভে স্তুতি পঢ়ে, প্রভু শুনে॥ ঐ-২৮৯ পৃঃ॥"

প্রেমাবেশে নারীপুরুষ সকলে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন, "চৌদিগে দেখিয়া সব বৈষ্ণব-ক্রন্দন। অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন॥ মাতাপুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ। এইমত সভারে দিলেন পুত্রভাব॥ মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া। স্তনপান করায় পরমস্নিগ্ধ হৈয়া॥ আনন্দে বৈষ্ণবসব করে স্তনপান। কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্॥ স্তনপানে সভার বিরহ গেল দূর। প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর॥ ঐ ২৯০-৯১ পৃঃ॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—প্রভু রুক্মিণী, মহালক্ষ্মী এবং জগজ্জননী ভগবতী-রূপে নৃত্য করিয়াছিলেন। যখন তিনি জগজ্জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন সকলের চিত্তেই তাঁহার সম্বন্ধে মাতৃভাব এবং নিজেদের সম্বন্ধে পুত্রভাবের উদয় হইয়াছিল; মাতৃ-ভাবে প্রভুও তাঁহাদের সকলকে স্তনপান করাইলেন এবং সকলেও স্তনপান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

কেহ হয়তো জগজ্জননী-কাচে সাজিতে পারেন, সেই কাচে স্তন রচনাও করিতে পারেন; কিন্তু সেই সাজা-স্তন হইতে স্তন্য ক্ষরিত হয় না। কিন্তু প্রভুর জগজ্জননী-রূপ হইতে স্তন্য ক্ষরিত হইয়াছিল, সেই স্তন্যপান করিয়া ভক্তগণ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—প্রভু সেই সময়ে বাস্তবিক ভগবতীই হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে ভগবতীও আছেন, তাহাই তিনি দেখাইলেন।

মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—প্রভু প্রথমে গোপীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন (২।১৬-৭-৮), তাহার পর লক্ষ্মীরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন (২।১৬।১১), পরে সর্বশক্তিসমন্বিতা ভগবতী হইয়াছিলেন (২।১৬।১৫)।

কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন, "তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা। রুক্মিণী-স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা॥ কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি। খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি॥—চৈ. চ. ১।১৭।২৩৩-৩৫॥"

অদ্ভুত তেজ

চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে যেদিন প্রভুর উল্লিখিতরূপ নৃত্য হইয়াছিল, সেই দিনের পরে সাত-দিন পর্যন্ত সেই গৃহ অদ্ভুত তেজোমণ্ডলে উদ্দীপ্ত হইয়া ছিল। "সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে।

* আই—শচীমাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥ চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জ্বলে। দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতূহলে॥ যতেক আইসে লোক আচার্য্যমন্দিরে। চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহো নাহি ধরে॥ লোকে বোলে—'কি কারণে আচার্য্যের ঘরে। দুই চক্ষু মেলিতে—ফুটিয়া যেন পড়ে॥' শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে। কেহো আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে॥ ঐ—২৯১-৯২ পৃঃ॥"

শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছেন। "শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নবাট্যাং মহাপ্রভুঃ। ননর্ত্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তত্ত্ববদদ্ভুতম্॥ সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসা সদৃশং হরেঃ। চঞ্চলেব সুদুষ্প্রেক্ষ্যং চিত্তাহ্লাদকরং শুচি॥ যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্র কথং দৃশোঃ। উন্মীলনে ন শক্তা স্ম বিদ্যুদ্বৎ প্রেক্ষ্য ভূতলে॥ তৎ শ্রুত্বা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে হর্ষাদূচুর্ন কিঞ্চন। জানন্তোঽপি মহাভাগা বহির্মুখজনান্ প্রতি॥—কড়চা॥ ২।১৭।১-৪॥—আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের বাটীতে মহাপ্রভু যে-স্থলে নৃত্য করিয়াছিলেন, সে-স্থলে সপ্তাহকাল পর্যন্ত তত্ত্ববৎ (জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্যোতির ন্যায়) অদ্ভুত তেজ বিদ্যমান ছিল। শ্রীহরির সেই তেজ চন্দ্রকিরণের ন্যায় সুশীতল, অথচ বিদ্যুতের ন্যায় সুদুষ্প্রেক্ষ্য, কিন্তু উহা চিত্তের আহ্লাদজনক এবং পরম পবিত্র। যে-সকল লোক সে-স্থানে আসিতেন, ভূতলে বিদ্যুতের ন্যায় দ্যুতি দেখিয়া তাঁহারা বলিতেন—'আমরা নয়ন উন্মীলন করিতে পারিতেছিনা কেন ?' তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দ অনুভব করিতেন, কিন্তু কিছু বলিতেন না। সেই মহাভাগ্যবান্‌গণ সকল তত্ত্ব অবগত হইলেও বহির্মুখ জনগণের প্রতি কিছু প্রকাশ করিতেন না।"

ভাগ্যবান্ চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যের প্রকাশ সাতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

(১৩) মৎস্য-কূর্ম-বামনাদি-রূপ-প্রকটন

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্যখণ্ড, ২৫শ অধ্যায়ে) লিখিয়াছেন,—"হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর। সর্ব্ববেদবন্দ্য লীলা করে নিরন্তর॥ * * নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল। 'ভাব' নামে যত তাহা প্রকাশে সকল॥ মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন। রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন॥ এই মত যত অবতার সে সকল। সেই রূপ হয় প্রভু স্বভাববৎসল॥ ঐ ৩৫২ পৃঃ॥"

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চাতেও উল্লিখিত উক্তির অনুকূল বাক্য দৃষ্ট হয়। "গৃহে বসন্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যং রুদত্যলং রৌতি মুহুর্মুহুঃ স্বনৈঃ। সবেপথুর্গদ্‌গদয়া গিরা লপত্যলং হরে কৃষ্ণ হরে মুদা ক্বচিৎ॥ শ্রীবাসবিপ্রাদিগণৈঃ ক্বচিন্নবং গায়ত্যলং নৃত্যতি ভাবপূর্ণঃ। নানাবতারানুকৃতিং বিতন্বন্ রেমে নৃলোকাননুশিক্ষয়ংশ্চ॥—কড়চা॥ ১।১৬।১২-১৩॥—গৃহে থাকিয়া প্রভু প্রেমভরে ধৈর্যহারা হইয়া কখনও বা অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেন, কখনও বা মুহুর্মুহু উচ্চস্বরে চীৎকার করিতেন, আবার কখনও বা কম্পান্বিত হইয়া গদ্‌গদ বাক্যে আনন্দের সহিত 'হরে কৃষ্ণ হরে' নাম কীর্তন করিতেন। কখনও বা শ্রীবাসাদি বিপ্রগণের সহিত নূতন নূতন কীর্তন করিতেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবপূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেন। লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া এবং **নানাবিধ অবতারের অনুকার** করিয়া করিয়া প্রভু বিহার করিয়াছিলেন।”

উপসংহার

উল্লিখিত বিবরণসমূহ হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় দেহেই রাম, নৃসিংহ, বলরাম, চতুর্ভুজ নারায়ণ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, বুদ্ধ, কল্কি, লক্ষ্মী, রুক্মিণী, মহাদেব, ভগবতী প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা গেল—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে বলা হইয়াছে, অবতারকালে একমাত্র স্বয়ংভগবানের মধ্যেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত থাকেন, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে থাকেন না; ইহা স্বয়ংভগবানেরই একটী বিশেষ লক্ষণ। সেই বিশেষ লক্ষণটী যখন শ্রীগৌরসুন্দরে দৃষ্ট হয়, তখন তিনি যে স্বয়ংভগবান্, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আবার, পূর্বোল্লিখিত বিবরণে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, শ্রীশ্রীগৌরহরি অনেক স্থলে নিজদেহে শ্রীকৃষ্ণরূপও প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাদ্বারা জানা যায়, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, অথবা শ্রীকৃষ্ণও তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধীয় আলোচনায় জানা গিয়াছে, স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ-স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত, পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন পীত বা গৌরবর্ণে আচ্ছাদিত শ্রীকৃষ্ণ। স্বীয়দেহে শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকটনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন, তাঁহার পীত বা গৌরবর্ণের অন্তরালে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত; তিনি হইতেছেন “অন্তঃকৃষ্ণর্বহির্গৌরঃ।”

খ। প্রেমদাতৃত্ব

স্বয়ংভগবত্তার আর একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে প্রেমদাতৃত্ব। পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই ব্রজপ্রেম (অকৈতব কেবল-প্রেম) দিতে পারেন না [১।১৭ (২) অনু]।

সাধারণ বিবরণ

স্বয়ংভগবত্তার এই লক্ষণটীও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গে অতি সমুজ্জ্বল ভাবে বর্তমান ছিল। প্রেমদাতা বলিয়াই তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। তিনি যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই পদকর্তা বলিয়া গিয়াছেন—“শান্তিপুর ডুবু ডুবু, ন’দে ভেসে যায়।” এই প্রেমের বন্যাকে তিনি নবদ্বীপ হইতে সমগ্র ভারতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীপাদ রূপ-সনাতন-গোস্বামী নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়া তাঁহার প্রেমদাতৃত্বই খ্যাপন করিয়াছেন। “নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥—চৈ. চ. ২।১৯।৩ শ্লোক॥—কৃষ্ণপ্রেমদাতা বলিয়া যিনি মহা বদান্য, সেই কৃষ্ণচৈতন্য-নামক গৌরকান্তি কৃষ্ণকে নমস্কার, নমস্কার।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, গৌরসুন্দর আপামর সাধারণকে, এমন কি মহাপাপীকে পর্যন্ত প্রেমদান করিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ গুণটীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহাকে ভক্তিকল্পতরুরূপে এবং ভক্তি-কল্পতরুর রক্ষক এবং পোষক মালাকাররূপেও বর্ণন করিয়াছেন; তাঁহার কৃপাবারি-সিঞ্চনে এই কল্পতরুর সর্ব্বাঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল জন্মিত, তিনি সেই ফল বিতরণ করিতেন। "শ্রীচৈতন্য-মালাকার পৃথিবীতে আনি। ভক্তিকল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥** উড়ুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে। এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥** পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর। বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥ ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্নমণি। এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥ মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র॥ অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে। দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥—চৈ. চ. ১।৯।৭, ২৩, ২৫-২৮॥"

কল্পতরুর নিকটে যাহা চাওয়া যায়, কেবলমাত্র তাহাই পাওয়া যায়; যাহা চাওয়া হয় না, তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এক অদ্ভুত কল্পতরু। "মাগে বা না মাগে"—সকলকেই তিনি প্রেম দিয়াছেন—যে প্রেম ব্রহ্মাদির পক্ষেও দুর্ল্লভ, যে প্রেমের জন্য লুব্ধ হইয়া প্রেম-প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ গোকুলবাসীদিগের চরণ-রজের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মাও সত্যলোক ত্যাগ করিয়া গোকুলের অরণ্যে তৃণ-গুল্মাদি কোনও এক যোনিতে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্। ইত্যাদি। ভা. ১০।১৪।৩৪॥"

বিশেষ বিবরণ

এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্তৃক প্রেমদানের কয়েকটী বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

(১) নারায়ণী দেবীর প্রেমপ্রাপ্তি

শ্রীনারায়ণী দেবী ছিলেন শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী; ইনিই শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু যখন সর্বত্র সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন, শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতিরাত্রিতে কীর্তন হইতে লাগিল, তখন কতকগুলি পাষণ্ড তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে—"কেহো বোলে—'এ-গুলার কি হইল বাই।'[১] কেহো বোলে—'রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই।' কেহো বোলে—'গোসাঞি রুষিব ঘন ডাকে।[২] এ-গুলার সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে॥' কেহো বোলে—'জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। পরম উদ্ধত হেন সভার ব্যভার॥' কেহো বোলে—'কিসের কীর্ত্তন কেবা

(১) বাই—বায়ু, বায়ুরোগ। (২) গোসাঞি—ভগবান্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানে। এত পাক করে এই শ্রীবাস-বামনে॥ মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।[১] 'হরি' বলি ডাক ছাড়ে যেন মহাবাই॥ মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়। রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়॥' কেহো বোলে—'আরে ভাই পড়িল প্রমাদ। শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ॥ আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা। রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥[২] শুনিলেক নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ। ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥ * * এইমত কথা হৈল নগরে নগরে। রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥'—চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬৬ পৃঃ॥"

বস্তুতঃ রাজনৌকা আসার কথা হইতেছে পাষণ্ডীদের প্রচারিত একটা গুজবমাত্র। তথাপি তাহাকে সত্য মনে করিয়া সকলে অত্যন্ত ভীত হইলেন—শ্রীবাসপণ্ডিতও। প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—"সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব। তোর কিছু চিন্তা নাই, পঢ় মোর স্তব॥ ঐ ১৬৭ পৃঃ॥" * * "অয়ে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও? শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ-নাও॥' ঐ ১৬৯ পৃঃ॥"

প্রভু শ্রীবাসকে আরও বলিলেন—সকলের চিত্তের প্রেরয়িতা হইতেছি আমি। আমি যদি রাজার চিত্তে প্রেরণা দেই, তাহা হইলেই তো রাজা নৌকা পাঠাইবেন। স্বতন্ত্র হইয়া যদি রাজা নৌকা পাঠাইয়া দেন, সর্বাগ্রে আমি গিয়া নৌকায় উঠিব। রাজার নিকটে যাইয়া, রাজাকে, তাঁহার সমস্ত লোকজনকে, সমস্ত মোল্লা-কাজীকে, রাজার হাতী-ঘোড়া প্রভৃতিকে —'সেইখানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।' শ্রীবাস! আমার এতাদৃশী শক্তিতে তোমার যদি সংশয় জন্মে, তাহা হইলে, সাক্ষাতেই দেখ, আমার কি শক্তি। (ঐ-১৭০ পৃঃ)।" এই কথা বলিয়া প্রভু, "সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি। শ্রীবাসের ভ্রাতৃস্সুতা—নাম 'নারায়ণী।' অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি। 'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥' সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী—প্রভু গৌরচান্দ। আজ্ঞা কৈলা—'নারায়ণী! কৃষ্ণ বলি কান্দ॥' চারি বৎসরের সেই উন্মত্তচরিত। 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত॥ অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥ (তখন, শ্রীবাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া,) হাসিয়া হাসিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। 'এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর॥'—ঐ ১৭০ পৃঃ॥"

চারি বৎসরের বালিকা নারায়ণী। বালস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্যে "উন্মত্তচরিত্র"। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞানই নাই। প্রভুর আদেশমাত্রই তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কান্না শিশুদের সাধারণ কান্না নহে, কান্নার অভিনয়ও নহে। ইহা হইতেছে কৃষ্ণপ্রেমের কান্না। তিনি সম্বিতহারা—অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে প্রবলবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, অশ্রুজলে ভূমি সিক্ত হইয়াছিল। নারায়ণীর

(১) শ্রীবাসপণ্ডিতেরা চারি সহোদর ছিলেন।

(২) দেয়ানে—রাজদরবারে। নাও—নৌকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহে প্রেমোদ্ভূত সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইয়াছিল। কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিবার আদেশ-ছলে প্রভু তাঁহার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রেমের আবেশেই নারায়ণী কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। নারায়ণীর এই প্রেম স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল; তাই বৈষ্ণবজগতে এখনও তাঁহার খ্যাতি।

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর অন্যত্রও নারায়ণী দেবীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—শ্রীবাসের অঙ্গনে একদিন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহিত বিহার করিতেছিলেন; তিনি—"আপন গলার মালা দিলা সভাকারে। চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সভারে॥ মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈয়া। কোটিচান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা॥ ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥ শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান॥ পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ। সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ॥ 'ধন্য ধন্য এই সে সেবিলা নারায়ণ। বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥' খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়ে—'নারায়ণি! কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥' হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব। 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে অতি বালিকাস্বভাব॥ অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি। 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥' —চৈ. ভা.॥ মধ্য ১০ম॥ ২৩৯-৪০ পৃঃ॥"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামীও উল্লিখিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। "উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান॥ চৈ. চ. ১।১৭।২২৩॥"

(২) শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রেমপ্রাপ্তি

শ্রীল লোচনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায়,—"শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড়ই পবিত্র। তীর্থপূত কলেবর মধুর চরিত্র॥ প্রভু আগে কহে কথা নাহি করে ভয়। প্রেমলোভে কহে কথা যত মনে লয়॥ শুন শুন ওহে প্রভু গৌর ভগবান্। এতদিনে হৈল মোর প্রসন্ন নয়ান॥ নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি। অনেক যন্ত্রণা দুঃখ কিছুই না জানি॥ মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলুঁ পর্য্যটন। দুঃখিত হইয়াছি আমি, দেহ প্রেমধন॥ এ-বোল শুনিয়া প্রভু করিল উত্তর। আমার বচন তুমি শুন শুক্লাম্বর॥ সে বনে কতেক আছে শৃগাল কুক্কুর। আমাতে কি হৈল তাথে—কহিল ঠাকুর॥ হৃদয়ে যাবৎ কৃষ্ণ উদয় না করে। তাবৎ তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে॥ কৃষ্ণপ্রেম বিনু ধর্ম্ম কেহ কিছু নহে। পঢ়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে॥ এ-বোল শুনিয়া বিপ্র ভূমিতে পড়িল। কাতর হইয়া কান্দে আরতি বাঢ়িল॥[১] অনুগত-আর্ত্তি প্রভু সহিতে না পারে। করুণ অরুণ ভেল গৌর কলেবরে॥ 'প্রেম দিল প্রেম দিল' ডাকে উচ্চ নাদে। শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম-পরমাদে॥ তৎকাল হইল প্রেম কম্প কলেবর।

(১) আরতি—আর্ত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুলকিত ভেল অঙ্গ গলে নয়নের জল॥ হরষিত হৈয়া প্রভু কৃষ্ণনাম লয়। সকল রজনী ভেল কৃষ্ণরসময়॥—চৈ. ম.॥ মধ্যখণ্ড, ১০০-১ পৃঃ॥

"তোমাকে প্রেম দিলাম"—প্রভুর মুখের এই কথা শ্রবণমাত্রেই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর চিত্তে প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল। কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন (৬।৮-১১)। ১৭।৪৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৩) শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রেমপ্রাপ্তি

"পণ্ডিত শ্রীগদাধর সর্ব্বগুণধাম। প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম॥ রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি॥ পরিতোষে কৈল প্রভু দেখিয়া আরতি॥ পাইবে দুর্লভ প্রেম রজনী প্রভাতে। মনোরথ সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে॥ ইহা বলি অঙ্গমালী দিলা তার গলে। প্রভাতে আইলা সভে প্রভু দেখিবারে॥ সভারে কহিল প্রভু রজনী চরিত। কথাছলে প্রেম পাইল উদার পণ্ডিত॥—চৈ. ম.॥ মধ্যখণ্ড, ১০১ পৃঃ॥"

গদাধরপণ্ডিত রাত্রিতে প্রভুর সঙ্গেই শুইয়াছিলেন। নামকীর্ত্তনে তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"প্রভাতে তুমি প্রেম পাইবে।" কথাচ্ছলে প্রেম লাভ করিয়া পণ্ডিত গদাধর ধন্য হইলেন।

(৪) জগাই-মাধাইয়ের প্রেমপ্রাপ্তি

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে জগাই-মাধাইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীলোচনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্য খণ্ড (১২০ পৃঃ) একটু বিস্তৃত-ভাবে এই প্রসঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্যখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়ে) বিস্তৃত ভাবেই ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা হইতে জানা যায়, জগাই-মাধাইয়ের প্রকৃত নাম ছিল জগন্নাথ ও মাধব।

নবদ্বীপে সদ্‌ব্রাহ্মণবংশে জগাই-মাধাইয়ের জন্ম; ইঁহাদের বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সদাচারসম্পন্ন এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন; ইঁহাদের পিতা-মাতাও অত্যন্ত সজ্জন ছিলেন। "—ব্রাহ্মণ দুইজন। দিব্য পিতামাতা, মহাকুলে উতপন্ন॥ সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে। তিলার্দ্ধেকেও দোষ নাহি এ-দোঁহার বংশে॥ চৈ. ভা. মধ্য ১৩॥ ২৪৯-৫০ পৃঃ॥" কিন্তু দুর্দৈববশতঃ এই দুইজন শৈশব হইতেই দুষ্কর্মরত ছিলেন। "এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম। জন্ম হৈতে এমত করয়ে অপকর্ম॥ ঐ-২৫০ পৃঃ॥" তাঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের ধর্ম-পরায়ণ স্বজনগণ তাঁহা-দিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন; তদবধি তাঁহারা দুর্জ্জন-মদ্যপাদির সঙ্গেই থাকিতেন। "ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জ্জন দেখিয়া। মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥ ঐ—১৫০ পৃঃ॥" ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও জগাই-মাধাই মদ্যপান, গোমাংস-ভক্ষণ, চুরি-ডাকাতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরগৃহ-দাহ প্রভৃতি দুষ্কার্যেই সর্বদা রত থাকিতেন। এমন কোনও পাপ ছিল না, যাহা এই দুইজন করেন নাই। "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ। ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥ * * হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন। ডাকা, চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভক্ষণ॥ * * ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার অন্ত নাই॥ চৈ. ভা.॥ মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুইভাই। নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই-মাধাই। ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বাঙ্গনা নাহি এড়ে। সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে॥ দেব গুরু ব্রাহ্মণ হিংসায় নিরন্তর। বাহির হইলে বিনি বধে না যায় ঘর॥ গোবধ স্ত্রীবধ ব্রহ্মবধ শত শত। লিখিতে না পারি নরবধ কৈল কত॥ গঙ্গাকূলে বাস গঙ্গাস্নান নাহি করে। দেবতা-পূজয়ে নাহি আজন্ম ভিতরে॥ নিরন্তর স্বজন-বান্ধবে করে দণ্ড। কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে পরম পাষণ্ড॥ চৈ. ম.॥ মধ্য॥ ১২০ পৃঃ॥"

ইঁহারা সর্বদা মদ্যপাদি দুর্জ্জনের সঙ্গেই থাকিতেন, কখনও ভক্তসঙ্গ হইত না। তাই সৌভাগ্যক্রমে ইঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-নিন্দাজনিত অপরাধ ছিল না। "সর্ব্বপাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল। বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল॥ অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য ১৩শ॥ ২৪৯ পৃঃ॥"

এই দুই ভাইয়ের অত্যাচারের ভয়ে লোক সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। "এ-দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়। পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়॥ * * সে-দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে। হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে॥ চৈ. ভা.॥ * * নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গাস্নানে। যদি যায়, তবে দশ-বিশের গমনে॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য ২৩শ॥ ২৫০ পৃঃ॥"

যদিও রাজসরকারের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধই ছিল না, তথাপি তাঁহারা নিজে-দিগকে "কোটাল—কোতোয়াল" বলিয়া পরিচয় দিতেন। "দেয়ানে নাহিক দেখা, বোলায় কোটাল॥ চৈ. ভা.॥ ২৪৯ পৃঃ॥" তাঁহাদের থাকিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না; মদের ঝোঁকে যখন যেখানে যাইতেন, তখন সেখানেই থাকিতেন এবং সে-খানেই তাঁহাদের "থানা" (কোতোয়ালের থানা) বসাইতেন। "সেই দুই মদ্যপ বেড়ায়, স্থানে স্থানে। আইল—যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে॥ দৈবযোগে সেইখানে করিলেক থানা। বেড়াইয়া বুলে সর্ব্বঠাঞি দেই হানা॥ চৈ. ভা.॥ ২৫৪ পৃঃ॥"

মদ্যপানে বিভোর হইয়া দুইভাই কখনও কখনও রাস্তায় গড়াগড়ি দিতেন, পরস্পর পরস্পরকে কিল-চড়-লাথি মারিতেন, পরস্পরের প্রতি অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতেন। এই অবস্থাতেই একদিন শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিলেন। সেই প্রসঙ্গ কথিত হইতেছে।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসঠাকুরের প্রতি আদেশ করিলেন,—"শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস! সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। 'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥' ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা। দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥ চৈ. ভা. ॥ মধ্য ১৩শ॥ ২৪৮ পৃঃ॥"

প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া দুই জন পরমোল্লাসে বাহির হইলেন। "আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে। 'বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥ কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন। হেন কৃষ্ণ বোল ভাই! হই এক মন॥' ঐ—২৪৮ পৃঃ॥"

লোকে মনে করিত, ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া এই দুইজন সাধু কৃষ্ণনাম গাহিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা ভিক্ষার সামগ্রী লইয়া দ্বারদেশে উপনীত হইলে নিত্যানন্দ ও হরিদাস বলিতেন,— "এই ভিক্ষা। কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥ চৈ. ভা. ॥ ২৪৮ পৃঃ॥"

এইভাবে নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রতিদিন নবদ্বীপ-নগরের সর্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রতিদিনই তাঁহাদের দিনের কার্যকলাপের বিবরণ প্রভুর নিকটে জানাইতেছেন।

এক দিন তাঁহারা কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে করিতে একস্থানে আসিয়া দূর হইতে দেখিলেন, দুইজন লোক রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, পরস্পরকে কিল-চড় দিতেছে, কখনও বা দুই-জনের মধ্যে প্রীতির ব্যবহার, কখনও বা পরস্পরের চুল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, আর "চকার-বকার শব্দ উচ্চ করি বোলে।" তাঁহাদের এই রঙ্গ দেখিবার জন্য কিছু দূরে অনেক লোকও জড় হইয়াছে। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঐ দুইটী লোকের পরিচয় পাইলেন—তাঁহারা জগাই-মাধাই।

তখন করুণ-হৃদয় নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার। এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥ * * এ-দুইরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে। তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥ * * এখনে যে মদে মত্ত আপনা না জানে। এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥ 'মোর প্রভু' বলি যদি কান্দে দুইজন। তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥ চৈ. ভা. ॥ ২৫০ পৃঃ॥" এইরূপ ভাবিয়া পতিত-পাবন নিত্যানন্দ তাঁহার প্রচার-সঙ্গী হরিদাসকে বলিলেন—"হরিদাস! যে-সকল যবন তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তুমি তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলে; এখন, তুমি যদি এই দুই জনের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলেই ইহাদের উদ্ধার হইতে পারে; তোমার ইচ্ছা প্রভু পূর্ণ করিবেনই।" হরিদাস বলিলেন—"তোমার ইচ্ছাই প্রভুর ইচ্ছা; আমাকে ভাণ্ডাইতেছ কেন?" তখন নিতাই হরিদাসকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া জগাই-মাধাইর দিকে অগ্রসর হইলেন। সে-স্থানে উপস্থিত লোকগণ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন, বলিলেন—"নিকটে না যাও। নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥ আমরা অন্তরে থাকি পরম সন্ত্রাসে। তোমরা নিকটে যাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন সাহসে॥ কিসের সন্ন্যাসি-জ্ঞান ও দুইর ঠাঞ্চি। ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার অন্ত নাই ॥ চৈ. ভা.॥ ২৫১ পৃঃ॥"

শ্রীনিতাই এবং শ্রীহরিদাস লোকদের নিষেধ মানিলেন না; মহা-কুতূহলী হইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। "শুনিবারে পায়' হেন নিকটে থাকিয়া। কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥ 'বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥ তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥' ঐ—২৫০ পৃঃ॥"

তাঁহাদের ডাক শুনিয়া জগাই-মাধাই মাথা তুলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন—দুই সন্ন্যাসী; অমনি মহাক্রোধের উদয়ে জগাই-মাধাইর নয়ন অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল; "ধর, ধর" বলিয়া নিত্যানন্দ-হরিদাসকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন। দেখিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস "রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ, গোবিন্দ" বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। "রহ, রহ" বলিতে বলিতে "দুই দস্যু" তাঁহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। এই অবস্থা দেখিয়া শিষ্ট লোকগণ বলিতে লাগিলেন—"তখনেই নিষেধ করিল। এই দুই সন্নাসী আজি সঙ্কটে পড়িল॥ চৈ. ভা.॥" মহাত্রাসে উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছেন; কিন্তু "দোঁহার শরীর স্থূল—না পারে ধাইতে। তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ দেখিতে॥ চৈ. ভা.॥" জগাই-মাধাই তর্জন-গর্জন করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতেছেন, আর বলিতেছেন—"ভাই! কোথাকে যাইবা। জগা-মাধার ঠাঞি আজ কেমতে এড়াইবা॥ তোমরা না জান এথা জগা-মাধা আছে। খানি রহ উলটিয়া হের-দেখ আছে॥ চৈ. ভা.।" প্রাণভয়ে তাঁহারা পথিপার্শ্বস্থ এক ঠাকুর-বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। মদ্যের বিক্ষেপেই জগাই-মাধাই তাঁহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদিগকে না দেখিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন এবং "শেষে হুড়াহুড়ি দুই জনেই বাজিল॥ চৈ. ভা.॥" পরে তাঁহারা সে-স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। "কতোক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চাহে। কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়ে॥ স্থির হই দুই জন কোলাকোলি করে। হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু-বিশ্বম্ভরে॥ চৈ. ভা..॥ ২৫২ পৃঃ॥"

নিত্যানন্দ-হরিদাস প্রভুর নিকট উপনীত হইয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন। প্রভু তখন নিজ গৃহে ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপন করিতেছিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর নিকটে জগাই-মাধাইয়ের বংশের এবং দুষ্কর্ম্মের পরিচয় দিলেন। শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা। খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর এথা॥ চৈ. ভা.॥" নিত্যানন্দ বলিলেন—"—'খণ্ড খণ্ড' কর তুমি। সে দুই থাকিতে কতি না যাইব আমি॥ কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই। আগে সেই দুইরে যে 'গোবিন্দ' বোলাই॥ স্বভাবেই ধার্ম্মিক বোলয়ে কৃষ্ণনাম। এ-দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন॥ এ-দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তিদান। তবে জানি 'পাতকিপাবন' হেন নাম॥ ঐ—২৫৩ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"শ্রীপাদ! ইহারা যখন তোমার দর্শন পাইয়াছে, বিশেষতঃ তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মঙ্গল করিবেন।" হরিদাসের নিকটে সমস্ত শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য বলিলেন—"চিন্তা নাই। দুই তিন দিনের মধ্যেই জগাই-মাধাই ভক্তগোষ্ঠীতে আসিবে।"

এইদিকে জগাই-মাধাই কি করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত তাহাও বলিয়াছেন। "সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে। আইল—যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে॥ দৈবযোগে সেইখানে করিলেক থানা॥ বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা। সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক। কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহা রঙ্ক॥ নিশা হৈলে কেহো নাহি যায় গঙ্গাস্নানে। যদি যায়, তবে দশ-বিশের গমনে॥ প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে। সর্ব্বরাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে। মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে॥ দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়। শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায়॥ যখন কীর্ত্তন রহে, সেই দুই রহে। শুনিঞা কীর্ত্তন পুন উঠিয়া নাচয়ে॥ মদ্যপানে বিহ্বল কিছুই না জানে। আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে॥ ঐ—২৫৪ পৃঃ॥"

ইহার পরে একদিন শ্রীনিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিয়া রাত্রিকালে আসিতেছেন, এমন সময়ে জগাই-মাধাই তাঁহাকে দেখিয়াই "কে রে, কে রে" বলিয়া ডাক দিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন—"আমি প্রভুর বাড়ী যাইতেছি।" তাঁহারা বলিলেন—"কি বা নাম তোর।" শ্রীনিতাই বলিলেন—"অবধূত নাম মোর।" অমনিই মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া একটা মুটকী তুলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মাথায় মারিলেন। মুটকীর আঘাতে শ্রীনিত্যানন্দের মস্তক হইতে রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল; তিনি "গোবিন্দ" স্মরণ করিলেন। মাধাই আর একবার মারিতে উদ্যত হইলে, নিত্যানন্দের মাথায় রক্ত দেখিয়া জগাই মাধাইয়ের হাত ধরিলেন এবং বলিলেন—"কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়। দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥ এড় এড়, অবধূত না মারিহ আর। সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥ ঐ—২৫৪-৫৫ পৃঃ॥"

রাস্তার লোক তাড়াতাড়ি গিয়া প্রভুকে এই সংবাদ জানাইলে পার্ষদবৃন্দের সহিত প্রভু ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন—"নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে। হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইয়ের ভিতরে॥ চৈ. ভা.।" কপাল কাটিয়া অজস্র রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে; কিন্তু নিতাই তাহাতে মাধাইর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন নাই; তিনি কোন কষ্টও অনুভব করেন নাই; তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন—তাঁহার এক পাশে জগাই, আর এক পাশে মাধাই। পদকর্তা মহাজন ঠিক কথাই বলিয়াছেন—"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥"

প্রাণাধিক নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্ত দেখিয়া প্রভু ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইলেন; প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের অঙ্গে যদি মাধাই রক্তধারা বহাইতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি এত ক্রুদ্ধ হইতেন না। ক্রোধে প্রভু "চক্র চক্র" বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতে লাগিলেন; দুরাচার জগাই-মাধাইকে যেন তখনই সংহার করিবেন। তৎক্ষণাৎ চক্র আসিয়া উপনীত হইল, সকলে তাহা দেখিলেন। "প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণে॥ চৈ. ভা.॥" জগাই-মাধাইও চক্র দেখিলেন। ভয়ে তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন। "সুদর্শন অগ্নিপ্রলয় হইয়া। জগাই-মাধাই প্রতি চলিলা ধাইয়া। জগাই-মাধাই দেখিলেন সুদর্শন। কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরসিত মন॥ চৈ. ম.॥ ১২২ পৃঃ॥" তাঁহারা বোধ হয় ভাবিলেন, জন্মাবধি যত পাপ করা হইয়াছে, সুদর্শন-চক্রের প্রলয়াগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

করুণা সকলকেই কৃতার্থ করিতে চাহে। পাপ-পুণ্যের, যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করুণা করে না; এইরূপ বিচার হইতেছে ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম। এতাদৃশী করুণার মূর্তবিগ্রহই হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ। পূর্বেই জগাই-মাধাইয়ের কথা শুনিয়া তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন—এই দুইজন প্রাকৃত-মদিরা পান করিয়া এখন যেমন মত্ত হইয়া আছে, যাহাতে প্রেমমদিরা পান করিয়া তেমন মত্ত হইতে পারে, তিনি তাহাই করিবেন। মাধাই তাঁহার রক্তপাত করিলেও সেই সঙ্কল্প হইতে তিনি বিচলিত হয়েন নাই। প্রভু যখন ক্রোধাবেশে চক্রকে আহ্বান করিলেন, দেদীপ্যমান চক্রও যখন উপনীত হইল, তখন নিতাই বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন—"প্রভু চক্রকে ডাকিলেন কেন? এ-ত চক্রের যুগ নহে। নির্বিচারে সকলকে প্রেমদান করার জন্যই তো প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অবতারে প্রভুর তো কাহারও প্রাণ-বিনাশ করার কথা নয়। যদি জগাই-মাধাই চক্রের অগ্নিতে প্রাণ হারায়, আমার অভীষ্ট প্রেম তাহারা কিরূপে পাইবে? কিন্তু প্রভুর মনকে চক্র হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে তো চক্র তাহার প্রভাব বিস্তার করিবেই। কিরূপে প্রভুর মনকে চক্র হইতে সরাইয়া নেওয়া যায়? আমার অঙ্গে রক্তপাত দেখিয়াইতো প্রভু চক্রকে আহ্বান করিয়াছেন; প্রভুর মন আমার প্রতিও আছে, চক্রের প্রতিও আছে। প্রভুর মনকে সম্পূর্ণরূপে আমার দিকে আকর্ষণ করিতে পারিলেই চক্র হইতে অপসারিত হইবে, চক্রও তার প্রভাব বিস্তার করিবে না।" এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয় পরমকরুণ নিতাই প্রভুকে বলিলেন—"প্রভু এই দুইটি লোক মাতাল; সর্ব্বদাই মদ খাইয়া বিভোর হইয়া থাকে। বিচার-বিবেচনা করিয়া ইহারা কোনও কাজ করে না, করিবার সামর্থ্যও ইহাদের নাই। যাহা কিছু করে, মদের বিক্ষেপেই করিয়া থাকে। এইরূপ মদের বিক্ষেপেই মাধাই একটী মুট্‌কী ছুড়িয়া মারিয়াছে, আমাকে লক্ষ্য করিয়া মারে নাই। সেই মুট্‌কী আসিয়া দৈবাৎ আমার কপালে পড়িয়াছে; তাহাতে আমি কিন্তু কোনও দুঃখ পাই নাই। প্রভু, আমি তোমার নিকটে এই দুইটি শরীর ভিক্ষা চাই; তুমি স্থির হও প্রভু। মাধাই আর একবার মুট্‌কী ছুড়িতেছিল। আমার অঙ্গে রক্ত দেখিয়া জগাই তাহাকে নিষেধ করায় আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুট্‌কী ছোড়ে নাই। "আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥ মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই। দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই॥ মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর। কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥ চৈ. ভা.॥ ২৫৫ পৃঃ॥"

অক্রোধ-পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দের করুণার প্রবল স্রোতঃ প্রভুর মনের গতিকে ফিরাইয়া দিল; শ্রীনিতাইয়ের মুখে প্রভু "জগাই রাখিল—এই বচন শুনিয়া। জগাইরে আলিঙ্গন কৈল সুখী হৈয়া॥ চৈ. ভা.॥" "—কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে। নিত্যানন্দে রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে॥ যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ, তাহা তুমি মাগ। **আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ॥** ঐ—২২৫ পৃঃ॥"

তৎক্ষণাৎ ভাগ্যবান্ জগাই প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন প্রভু বলিলেন—"জগাই উঠিয়া দেখ মোরে। **সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥** ঐ ২৫৫ পৃঃ॥" জগাই উঠিয়া প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—"চতুর্ভুর্জ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥ চৈ. ভা.॥" জগাই আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন, "বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য গোসাঞি। পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন। ধরিল জগাই যেন অমূল্যরতন॥ চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই। চৈ. ভা. ২৫৫ পৃঃ॥"

এইরূপে ভাগ্যবান্ জগাই প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এক্ষণে মাধাইয়ের কথা বলা হইতেছে।

জগাইয়ের প্রতি দুই প্রভুর কৃপা দেখিয়া মাধাইয়ের চিত্তও পরিবর্তিত হইল। তিনি প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—"দুইজনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ। অনুগ্রহ কেনে প্রভু হয় দুই ভাগ? মোরে অনুগ্রহ কর, লঙ তোর নাম। আমার উদ্ধার করিবারে নারে আন॥ চৈ. ভা.॥ ২৫৫ পৃঃ॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"না, তোর উদ্ধার নাই; তুই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিস্; আমা হইতেও নিত্যানন্দের দেহ বড়।" শুনিয়া মাধাই বলিলেন—"তাহা হইলে কি উপায় হইবে প্রভু; আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ কর।"

পরমকরুণ নিত্যানন্দের তো ইচ্ছা—মাধাইও যেন প্রাণে না মরে, মাধাইও যেন প্রেম পায়। নিত্যানন্দের এই ইচ্ছার প্রভাবকে উপেক্ষা করার সামর্থ্য সর্বশক্তিমান্ ভগবানের নাই; কেননা, ভগবান্ ভক্তবৎসল, ভক্তবাঞ্ছাপূর্তিব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কৃত্য নাই। তিনি ভক্ত-পরাধীন। নিতাইয়ের এই ইচ্ছা জগাই-সম্বন্ধেও প্রভুর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মাধাই-সম্বন্ধেও করিল। "মাধাই যখন উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, নিতাইয়ের ইচ্ছার প্রভাবেই প্রভুর মন কোমল হইল; তিনি বলিলেন—"অপরাধ করিলে তুমি বড়। নিত্যানন্দ-চরণ ধরিয়া তুমি পড়॥ চৈ. ভা.॥ "মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের চরণে পতিত হইয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। তখন রঙ্গীয়া প্রভু বলিলেন—"শুন নিত্যানন্দ রায়। পড়িলে চরণে কৃপা করিতে জুয়ায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত। তুমি যে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমাত॥ ঐ—২৫৬ পৃঃ॥" নিতাই তো পূর্ব্বেই প্রভুর নিকটে জগাই এবং মাধাই—উভয়ের শরীর ভিক্ষা চাহিয়াছেন, উভয়কেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। তথাপি প্রভুর কথা শুনিয়া নিতাই বলিলেন—"—প্রভু কি বলিব মুঞি। বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর, সেহ শক্তি তুঞি॥ কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত। সব দিলুঁ মাধাইরে—শুনহ নিশ্চিত॥ মোর যত অপরাধ—নাহি তার দায়। মায়া ছাড়, কৃপা কর, তোমার মাধাই॥ ঐ ২৫৬ পৃঃ॥" "তোমার মাধাই" বলিয়া শ্রীনিতাই মাধাইকে যেন প্রভুর চরণেই সমর্পণ করিয়া প্রভু যেন তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন—এই অভিপ্রায়ই জানাইলেন। প্রভু বিশ্বম্ভর বলিলেন—"যদি ক্ষমিলা সকল। মাধাইরে কোল দেহ, হউক সফল॥ চৈ. ভা.॥"

নিতাইয়ের গৌর-প্রীতি এবং গৌরের নিতাই-প্রীতি—কেবল ভক্তদেরই অনুভববেদ্য। আর ভাগ্যবান্ মাধাই উভয়ের পরস্পর প্রীতির হিল্লোলে বাহিত হইয়া যেন একবার প্রভুর চরণে, একবার নিতাইর চরণে যাইতেছেন। প্রভুর "মাধাইরে কোল দেহ"-বাক্যে প্রভু বোধ হয় জানাইলেন—"নিতাই, তুমি যাহাকে কৃপা করিয়া অঙ্গীকার কর, একমাত্র সেই ভাগ্যবান্ই আমার কৃপার পাত্র। তুমি কোল দিয়া মাধাইকে আত্মসাৎ কর, তাহা হইলেই মাধাইর সর্বার্থলাভ হইবে।" শ্রীনিতাই মাধাইকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন; তখন—"মাধাইর হইল সর্ব্ববন্ধন মোচন॥ মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মাধাই হইলা॥ চৈ. ভা. ২৫৬ পৃঃ॥"

জগাই-মাধাই নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "—শুন শুন তুমি দুই জন। সত্য এই তোরে আমি বলিল বচন॥ কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর। আর যদি না করিস, সব দায় মোর॥ তোসভার মুখে মুঞি করিব আহার। তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥ চৈ. ভা.॥ ২৫৬ পৃঃ॥"

প্রভুর বাক্য শুনিয়া জগাই-মাধাই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু ভক্তদের বলিলেন—"দুই জনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে। কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ আজি এ-দোহারে দিব। এ-দুইরে জগতের উত্তম করিব॥ চৈ. ভা.॥" জগাই-মাধাইকে লইয়া ভক্তগণ প্রভুর অঙ্গনে গেলেন; দ্বারে কবাট পড়িল। প্রভুর কৃপায় দুই ভাই প্রভুর স্তব করিলেন; শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—"এ দুই মদ্যপ নহে আর। আজি হইতে এই দুই সেবক আমার॥ সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে। জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥ যেরূপে যাঁহার ঠাই আছে অপরাধ। ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥ ঐ—২৫৯ পৃঃ॥" "অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া। আনন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া॥ লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব গায়। জগাই-মাধাই দুই গড়াগড়ি যায়॥ চৈ. ভা.॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ্যবান্ জগাই-মাধাই ব্রহ্মার দুর্ল্লভ বস্তু প্রেম লাভ করিয়াছেন; তাই তাঁহাদের দেহে, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। ১৭।৪৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৫) দরজী যবনের প্রেমলাভ

এক মুসলমান দরজী শ্রীবাসপণ্ডিতের বস্ত্র সেলাই করিতেন। প্রভুর দর্শনমাত্র তিনিও প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। "শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন॥ প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দর্শন॥ দেখিনু দেখিনু বলি হৈল পাগল। প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল॥ চৈ. চ. ১।১৭।২২৪-২৫॥"

কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকেও এই ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। কর্ণপূর বলেন, এই দরজী পূর্বে মদ্যপায়ী ছিলেন, প্রভুর দর্শনে প্রেমমদিরায় মত্ত হইয়াছেন। কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"তথাহি কস্মিন্নপি দিবসে শ্রীবাসবাসে ক্রিয়মাণদেবগেহ-প্রদক্ষিণো দক্ষিণাঙ্গনগতেন কেনাপি ভাগধেয়-সুচিবৃত্তিনা সূচিবৃত্তিনা মহামদ্যপেনামলেচ্ছেন ম্লেচ্ছেন বসনং সীব্যতা দীব্যতা দীর্ঘতর-মদেন ভগবান্ বিশ্বম্ভরো দৃষ্টঃ, দৃষ্ট্বা তৎক্ষণতো মদিরামদতোঽপি মাদকতমেন তস্য দর্শন-মদেন বিহ্বলো ভূত্বা বিকসিতনেত্রো হী হী ময়া দৃষ্টং দৃষ্টং কিমপীতি সর্ব্বাঙ্গপুলকিতো নিরন্তর-নিঃসরৎপ্রবাহবাহ-সলিলস্তিমিত-বক্ষঃস্থলো বসনাদিকং বিক্ষিপ্য ঊর্দ্ধবাহুর্নর্ত্তিতুং প্রবৃত্তঃ সঃ। —শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ॥ ২।১৮ ॥ পুরীদাসমহোদয়-সংস্করণম্॥" মহাপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে দেবগৃহ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে এক মহামদ্যপ ম্লেচ্ছ কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। তিনি প্রদক্ষিণরত শ্রীবিশ্বম্ভরকে দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্রেই মদিরামদ হইতেও দিব্য মহামাদকতম বিশ্বম্ভর-দর্শনমদে বিহ্বল হইয়া বিকসিতনেত্রে 'হী হী আমি দেখিয়াছি, আমি কি দেখিলাম' এইরূপ বলিতে বলিতে সেই ম্লেচ্ছের সর্বাঙ্গে পুলকের উদ্গম হইল। নিরন্তর নিঃসরণশীল অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, বসনাদি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি উর্ধ্ববাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

(৬) সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রেমপ্রাপ্তি

সন্ন্যাসের পরে প্রভু নীলাচলে গিয়াছিলেন। নীলাচলে তখন সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এক অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন—নাম বাসুদেব সার্বভৌম। কিন্তু তিনি ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী, ভক্তি মানিতেন না। প্রভুর কৃপায় তিনিও মায়াবাদ পরিত্যাগ পূর্বক প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সার্বভৌমের প্রসঙ্গ পরে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (১৫।৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(৭) দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে প্রেমবিতরণ

নীলাচল হইতে মহাপ্রভু দক্ষিণভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন কৃষ্ণ-দাসনামে এক ব্রাহ্মণ। দুই বৎসর পর্যন্ত প্রভু দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। দক্ষিণদেশ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমণকালে প্রেম-বিতরণের ব্যাপারে মহাপ্রভু এক অদ্ভুত শক্তি প্রকটিত করিয়াছেন। কাহাকেও কৃষ্ণনাম উপদেশদ্বারা, কাহাকেও কেবল দৃষ্টিদ্বারা, কাহাকেও বা আলিঙ্গন দ্বারা এবং কাহাকেও বা কেবল দর্শনদানদ্বারা—এইভাবে প্রভু সকলের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দর্শনাদিতেও অন্যান্য লোক প্রেমলাভ করিয়াছিলেন এবং সেই অন্যান্য লোকের দর্শনাদিতেও অপর লোক প্রেমলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে মুণ্ডকশ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ং-ভগবানের প্রভাবই মহাপ্রভু প্রকটিত করিয়াছিলেন।

আলালনাথে

দক্ষিণদেশে গমনের উদ্দেশ্যে প্রভু যখন নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ ও অপর কয়েকজন ভক্ত প্রভুর সঙ্গে আলালনাথ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। প্রভু আলালনাথকে নমস্কার করিয়া বহুস্তুতি করিলেন। তাহার পরে, "প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কথোক্ষণ। দেখিতে আইলা তাহাঁ বৈসে যতজন॥ চতুর্দ্দিকে লোকসব বোলে 'হরি হরি'। প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥ কাঞ্চনসদৃশদেহ—অরুণ বসন। পুলকাশ্রু কম্পস্বেদ তাহাতে ভূষণ॥ দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার। যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর॥ কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল। **প্রেমেতে ভাসিল লোক**—স্ত্রীবৃদ্ধযুবাবাল॥ —চৈ. চ. ২।৭।৭৫-৭৯॥"

দক্ষিণের পথে

পরদিন প্রাতঃকালে স্নান করিয়া প্রভু আলালনাথ হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। নীলাচল হইতে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু বিদায় দিলেন। প্রভুর বিচ্ছেদে তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন; প্রভু তাঁহাদের প্রতি আর ফিরিয়াও চাহিলেন না, দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। "মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন। প্রেমাবেশে যায় করি নামসঙ্কীর্ত্তন॥ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥ রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্। কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব পাহি মাম্॥' এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি। লোক দেখি পথে কহে—বোল 'হরি হরি'॥ **সেই লোক প্রেমে মত্ত—বোলে 'হরিকৃষ্ণ'**। প্রভুর পাছে সঙ্গে যায়—দর্শনে সতৃষ্ণ॥ কথোদূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া। বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥ সেইজন নিজ গ্রামে করিয়া গমন। **'কৃষ্ণ' বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥** যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম। এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥ **গ্রামান্তর হৈতে দেখে আইসে যতজন। তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তার সম॥** সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়। অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥ সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ। এইমত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ ॥ এইমত পথে যাইতে শত শত জন। বৈষ্ণব করেন—তারে করি আলিঙ্গন ॥ যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে। সেই গ্রামের যতলোক আইসে দেখিবারে ॥ প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। সে-সব আচার্য্য হইয়া তারিলা জগত ॥ এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে ॥ নবদ্বীপে যে শক্তি না কৈল প্রকাশে। সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥—চৈ. চ. ২।৭।৯২-১০৬ ॥

শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। "কঞ্চিৎ পথি জনং দৃষ্টমালিঙ্গৎ শক্তিসঞ্চরৈঃ। স তত্র প্রেমবিবশো নৃত্যন্ গায়ন্ মুদৈব চ ॥ নিজগেহং জগাম স প্রেমধারাশতপ্লুতঃ। অন্যগ্রামজনান্ দৃষ্ট্বা প্রেমালিঙ্গমকারয়ৎ ॥ তে পুনঃ প্রেমবিশ্রান্তং গায়ন্তি চ রমন্তিচ। এবং পরম্পরা যেষু তান্ সর্ব্বান্ সমকারয়ৎ ॥—কড়চা ॥ ৩।১৪।৫-৭ ॥"

কূর্মক্ষেত্রে

চলিতে চলিতে প্রভু কূর্মক্ষেত্রে গিয়া উপনীত হইলেন ; সে-স্থানে শ্রীকূর্মদেবের বিগ্রহ বিরাজিত। কূর্মক্ষেত্রে প্রভুর যে প্রভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত পয়ারসমূহে তাহা বিবৃত হইয়াছে। "এই মত যাইতে যাইতে কূর্ম্মস্থানে। কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈলা স্তবন প্রণামে ॥ প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈলা। দেখি সর্ব্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা ॥ আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইলা দেখিবারে। প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে ॥ **দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা—বোলে 'কৃষ্ণহরি'। প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহু করি ॥** কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম। **সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥** এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল। কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥—চৈ. চ. ২।৭।১১০-১৫ ॥"

গোদাবরী-তীরে

চলিতে চলিতে প্রভু গোদাবরী-তীরে গিয়াছেন। "গোদাবরী দেখি হইল যমুনা-স্মরণ। তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য গান। গোদাবরী পার হৈয়া কৈল তাহাঁ স্নান ॥ ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জল-সন্নিধানে। বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়। স্নান করিবারে আইলা—বাজনা বাজায় ॥ তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ। বিধিমত কৈল তেঁহো স্নান তর্পণ ॥ চৈ. চ. ২।৮।৯-১৩ ॥"

এই রামানন্দ রায় ছিলেন উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী-প্রদেশের শাসনকর্তা, মহাপণ্ডিত, মহাভাগবত। গোদাবরীর ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া তিনি দেখিলেন, একটু দূরে জল-সন্নিধানে এক "অপূর্ব সন্ন্যাসী" বসিয়া বসিয়া নামকীর্তন করিতেছেন। তিনি দেখিলেন—সেই সন্ন্যাসীর "শতসূর্য্যসমকান্তি—অরুণবসন। সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমললোচন ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৬ ॥" রামানন্দ বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। প্রভুও গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"উঠ, কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'।" প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিচয় পাইয়া—"প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে প্রভুভৃত্য দোঁহে অচেতন॥ স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা। দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥ স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য। দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ্ কৃষ্ণবর্ণ॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার। বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার—॥ এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম। শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥ এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর। সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥—চৈ. চ. ২।৮।২০-২৫॥"

রায়রামানন্দ মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা উপলব্ধি করিয়া প্রভুকে বলিলেন—"আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন। **তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন॥** 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম শুনি সভার বদনে। সভার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥ আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ। জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥ চৈ. চ. ২।৮।৩৮-৪০॥"

রামানন্দরায়ের সঙ্গের লোকগণ গোদাবরীর ঘাটেই ছিলেন, প্রভু হইতে কিছু দূরে। দূর হইতেই তাঁহারা প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন এবং এই দর্শনের ফলেই তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত হইয়াছিল; তাঁহাদের অঙ্গের অশ্রু-পুলক এবং মুখের "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম তাহার পরিচায়ক।

রায়রামানন্দের প্রধান কর্মস্থল ছিল গোদাবরীতীরস্থ বিদ্যানগর। এই বিদ্যানগরে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভু কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে রায়-রামানন্দ আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইতেন। প্রেমাবেশে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উভয়ে কৃষ্ণকথার আলোচনা করিতেন। রামানন্দের প্রেমে প্রভু এবং প্রভুর কৃপায় রামানন্দ এতই মুগ্ধ হইলেন যে, উভয়ের চিত্তেই একসঙ্গে নীলাচলে বাস করিবার জন্য বলবতী ইচ্ছা জাগিল। রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি লইয়া রাজকার্য পরিত্যাগপূর্বক রায়রামানন্দ, প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলেই চলিয়া আসিলেন এবং প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

কয়েকদিন বিদ্যানগরে অবস্থানের পরে প্রভু দক্ষিণদেশে চলিয়া গেলেন। ১২।৪-গ অনুচ্ছেদে রামানন্দ-প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৮) প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে

দুই বৎসরকাল উল্লিখিতরূপে দক্ষিণ-ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রায়রামানন্দও আসিয়া প্রভুর চরণসান্নিধ্যে উপনীত হইলেন।

প্রভুর কৃপায় সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিস্ময়কর পরিবর্তনের কথা শুনিয়া রাজা প্রতাপ-রুদ্র প্রভুর দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী কটক হইতে নীলাচলে আসিয়া সার্বভৌমকে ডাকাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন দক্ষিণদেশে। সার্বভৌম বলিলেন—"মহাপ্রভু বিরক্ত সন্ন্যাসী; তিনি স্বপ্নেও রাজ-দর্শন করিবেন না।" রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; সার্বভৌমকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, প্রভু যখন নীলাচলে ফিরিয়া আসিবেন, তখন যেন তিনি তাঁহার প্রার্থনা প্রভুর চরণে নিবেদন করেন।

প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে সার্বভৌম রাজার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। কিন্তু প্রভু বলিলেন—সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-দর্শন ও স্ত্রীলোকের দর্শন বিষভক্ষণের তুল্য; আবার যদি সার্বভৌম রাজাকে দর্শন দেওয়ার কথা বলেন, তিনি নীলাচল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। সার্বভৌমের মুখ বন্ধ হইল। তিনি পত্রদ্বারা রাজাকে সমস্ত জানাইলেন।

সার্বভৌমের পত্র পাইয়া রাজা লিখিলেন—"আমি রাজা বলিয়া যদি প্রভুর চরণ-দর্শনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে আমি রাজত্ব ছাড়িয়া ভিখারী হইব। পূর্বে রাজা ছিলাম বলিয়া ভিখারী হইয়াও যদি তাঁহার চরণ দর্শন না পাই, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। প্রভুর চরণ-দর্শনই যদি না পাই, তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ ?"

রাজার পত্র পাইয়া সার্বভৌম অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও স্বরূপদামোদরাদির নিকট রাজার কথা জানাইয়া রাজার পত্র দেখাইলেন। সকলে গিয়া প্রভুর সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন; শ্রীনিত্যানন্দ রাজার সঙ্কল্পের কথা প্রভুকে জানাইলেন; কিন্তু প্রভুর মনোভাব পূর্ববৎই রহিয়া গেল। শ্রীনিত্যানন্দ কৌশলে প্রভুর ব্যবহৃত একখানা পুরাতন বহির্বাস আদায় করিয়া সার্বভৌমকে দিলেন; সার্বভৌম তাহা রাজার নিকটে পাঠাইলেন। বহির্বাস পাইয়া রাজা প্রেমাবিষ্ট হইলেন; বহির্বাসরূপেই প্রভুর কৃপা পাইলেন বলিয়া মনে করিলেন। ভক্তিভরে তিনি প্রভুর বহির্বাসের পূজা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর চরণ-দর্শনের লালসা তাঁহার তিরোহিত হয় নাই।

রায়রামানন্দ রাজার অনুমতি লইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে রাজকার্য ত্যাগ করার জন্য যখন কটকে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকটেও রাজা প্রভুর চরণ-দর্শনের জন্য নিজের আর্তি জানাইলেন এবং প্রভুর চরণে তাঁহার প্রার্থনা নিবেদন করিবার জন্য রায়রামানন্দকে কাতর ভাবে অনুনয় বিনয় করিলেন। রামানন্দের চেষ্টায় প্রভুর চরণ-দর্শনের সৌভাগ্য হইবে মনে করিয়া রাজা রামানন্দের সঙ্গেই নীলাচলে আসিলেন।

রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রথম দিন রাজার আর্তির কথা জানাইয়া প্রভুর মন একটু গলাইয়া দিলেন। পরে একদিন বলিলেন—প্রভুর চরণ-দর্শন না পাইলে রাজা প্রাণ-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তথাপি কিন্তু প্রভু রাজাকে দর্শন দিতে সম্মত হইলেন না। রামানন্দ বলিলেন, প্রভু তুমি, "—কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি। ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥ চৈ. চ. ২।১২।৪৯॥"—"রাজা-প্রতাপরুদ্র রাজা হইলেও অন্য রাজার মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়াসক্ত নহেন, তিনি জগন্নাথের সেবক; প্রভু, তোমার প্রতিও রাজার অত্যন্ত প্রীতি।” রামানন্দের মিনতি শুনিয়া, “প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস। সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥ যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্। তাহারে মলিন কৈল এক ‘রাজা’ নাম॥ চৈ. চ. ২।১২।৫০-৫১॥

প্রভু জানেন, প্রতাপরুদ্রের ন্যায় পরমভাগবত রাজার দর্শনে পরমার্থ-বিষয়ে কোনও সন্ন্যাসীর কোনওরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তথাপি সন্ন্যাসের ধর্ম-শিক্ষণার্থ প্রভু বলিলেন—“সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন যখন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন মহাভাগবত হইলেও ‘রাজা’ প্রতাপরুদ্রের সহিত আমি মিলিত হইতে পারি না। তাঁহার ‘রাজা’-নামই সন্ন্যাসীর পক্ষে তাঁহার সহিত মিলন অসঙ্গত করিয়া ফেলিয়াছে।”

সন্ন্যাসের ধর্ম প্রভু লঙ্ঘন করিবেন না বলিয়া রাজাকে দর্শন দিতে অসম্মত; কিন্তু প্রতাপরুদ্রের প্রতি তাঁহার করুণার অভাব ছিল না। তাই, তিনি রায়রামানন্দকে বলিলেন—“তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়। তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয়॥ ‘আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ’ এই শাস্ত্রবাণী। পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥ —চৈ. চ. ২।১২।৫২-৫৩॥”

রাজপুত্রের প্রেমপ্রাপ্তি

প্রভুর আদেশ পাইয়া রায়রামানন্দ রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে যাইয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন এবং একজন রাজপুত্রকে লইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন। রাজপুত্রের রূপটী ছিল শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক। “সুন্দর রাজার পুত্র—শ্যামল বরণ। কৈশোর বয়স—দীর্ঘ চপল নয়ন॥ পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে রত্ন আভরণ। কৃষ্ণ-স্মরণের তেঁহো হৈলা উদ্দীপন॥ তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা। প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা॥ এই মহাভাগবত—যাহার দর্শনে। ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥ কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে। এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে॥ **প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ। স্বেদ কম্প অশ্রুস্তম্ভ যতেক বিশেষ॥ ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহে, নাচে, করয়ে রোদন।** তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥—চৈ. চ. ২।১২।৫৫-৬১॥”

প্রেমাবেশে রাজপুত্র অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে স্থির করিয়া বলিলেন—“নিত্য আসি আমায় মিলিহ।”

প্রভুর স্পর্শমাত্রে ভাগ্যবান্ রাজপুত্রের প্রেমলাভ হইল। আরও সৌভাগ্যের কথা এই যে, “সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন। প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন॥ চৈ. চ. ২।১২।৬৫ ॥”

রাজা-প্রতাপরুদ্রের প্রেমাবেশ

প্রেমাবিষ্ট রাজপুত্রকে লইয়া রায়রামানন্দ রাজা-প্রতাপরুদ্রের নিকটে আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনও রাজপুত্রের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই; পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থির হইলেও তখনও রাজপুত্র—" 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন।"; "রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া॥ **পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।** সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥ চৈ. চ. ২।১২।৬৩-৪॥" আলিঙ্গনদ্বারা স্পর্শ করিয়া মহাপ্রভু রাজপুত্রের মধ্যে যে প্রেম সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, আলিঙ্গনদ্বারা স্বীয় পুত্রকে স্পর্শ করামাত্র রাজার চিত্তেও সেই প্রেম সঞ্চারিত হইল, রাজা প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

(৯) গৌড়-গমনকালে কটকে

নীলাচল হইতে প্রভু একবার গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বিজয়াদশমীর দিন নিজ ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। রামানন্দরায়ও সঙ্গে চলিলেন। প্রভু কটকে আসিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া "বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈলা।" আহার করিয়া বকুলতলায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। রামানন্দরায় গিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে প্রভুর আগমন-বার্তা জানাইলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রভু কিছুতেই রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিতে সম্মত হয়েন নাই। কিন্তু পরে তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্র রাজা হইলেও বস্তুতঃ যে মহাভাগবত, তাহা সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইয়া প্রভু রাজার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন—অবশ্য রাজবেশধারী প্রতাপরুদ্রের সহিত নহে, বৈষ্ণব-বেশধারী প্রতাপরুদ্রের সহিত। এক্ষণে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার রাজধানী কটকে পদার্পণ করিয়াছেন, রামানন্দের মুখে একথা—"শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা। প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥ পুন উঠে, পুন পড়ে, প্রণয়ে বিহ্বল। স্তুতি করে, পুলকাঙ্গ, পড়ে অশ্রুজল॥ তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন। উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ পুন স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম। প্রভু কৃপাশ্রুতে তাঁর দেহ হইল স্নান॥ সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা। কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা॥—চৈ. চ. ২।১৬।১০২-৬॥"

রাজা শুনিলেন, প্রভু গৌড়দেশে যাইতেছেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে-যে স্থান দিয়া প্রভু যাইবেন, সে-সে স্থানে প্রভু যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, রাজা তদনুরূপ সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। কটক হইতে প্রভুকে চিত্রোৎপলানদী পার হইয়া যাইতে হইবে। রাজা প্রতাপরুদ্র হরিচন্দন ও মর্দরাজ নামক তাঁহার দুই মহাপাত্রকে আদেশ করিলেন,—"এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদীতীরে। তাহাঁ স্নান করি প্রভু যাবেন নদীপারে॥ তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি। নিত্যস্নান করিব তাহাঁ, তাহাঁ যেন মরি॥ চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস। রামানন্দ! যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥—চৈ. চ. ২।১৬।১১৩-১৫॥"

রাজা শুনিলেন, প্রভু সন্ধ্যাসময়ে কটক ছাড়িয়া যাত্রা করিবেন। রাজমহিষীগণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর চরণ-দর্শন করাইবার জন্য রাজা উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কিরূপে দর্শন করাইবেন? প্রভু সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর সাক্ষাতে মহিষীগণের উপস্থিতি সম্ভব নহে; সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শন নিষিদ্ধ। মহিষীগণ প্রভুকে দেখিতে পায়েন, অথচ প্রভু তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায়েন, এমন ভাবে যাহাতে মহিষীগণ দূর হইতে প্রভুর দর্শন করিতে পারেন, রাজা সেই বন্দোবস্ত করিলেন। "সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু—নৃপতি শুনিল। হস্তি-উপর তাম্বুগৃহে—স্ত্রীগণচড়াইল। প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া। সন্ধ্যাতে চলিল প্রভু নিজগণ লৈয়া॥ চিত্রোৎপলানদী আসি ঘাটে কৈল স্নান। মহিষীসকল দেখি করয়ে প্রণাম॥ **প্রভুর দর্শনে সভে হৈলা প্রেমময়। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥**—চৈ. চ. ২।১৬।১১৬-১৯॥"

দূর হইতে দর্শন করিয়াও মহিষীগণ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিলেন। "এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে। কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূর দরশনে॥ চৈ. চ. ২।১৬।১২০॥"

(১০) বৃন্দাবন-গমনকালে ঝারিখণ্ডে

মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেন। শরৎকালে তিনি বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য-নামক একজন "প্রভুতে স্নিগ্ধ বড়—পণ্ডিত সাধু আর্য্য" ব্রাহ্মণ এবং ভট্টাচার্যের এক বিপ্র ভৃত্য। "প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা। কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥ নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া। হস্তীব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥ পালে পালে ব্যাঘ্রহস্তী গণ্ডার শূকরগণ। তারমধ্যে আবেশে প্রভু করয়ে গমন॥ দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়। প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয়॥—চৈ. চ. ॥ ১।১৭।২৩-২৬॥"

প্রেমাবেশে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে প্রভু ঝারিখণ্ডের নির্জন বনে প্রবেশ করিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই বনে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, শূকরগণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু প্রভুর অদ্ভুত প্রভাবে তাহারা প্রভুকে আক্রমণ করিল না। বরং প্রভুকে দর্শন করিয়াই পশুগণ প্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিয়া একপাশে গেল। প্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য কিন্তু মহাভীত হইলেন। এইভাবে প্রভু ঝারিখণ্ডের পথে চলিতেছেন।

একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। প্রভু পূর্ববৎ প্রেমাবেশে নামকীর্তন করিতে করিতে চলিতেছেন; তাঁহার বাহ্যস্মৃতি নাই। বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রভুর পেছনে পেছনে চলিতেছেন। তিনি দেখিলেন, যে দিকে প্রভু চলিয়াছেন, সেই দিকেই প্রভুর অগ্রভাগে কিঞ্চিদ্দূরে একটী বাঘ শুইয়া আছে। ভট্টাচার্য চিন্তিত হইলেন—"প্রভুর তো বাহ্যস্মৃতি নাই, তিনি তো বাঘটিকে দেখিতেছেন না; কিন্তু প্রভু এইভাবে চলিতে থাকিলে এক্ষণেই তো বাঘের গায়ে প্রভুর পায়ের হোঁচট লাগিবে; তখন কি অবস্থা হইবে!" ভট্টাচার্যের চিন্তাধারা হয়তো শেষ হয় নাই, এমন সময়ে প্রভু ভাবাবেশে বাঘের নিকটে গিয়া উপনীত হইলেন এবং বাঘের গায়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর চরণ লাগিল। তাহার ফলে প্রভুর একটু বাহ্যজ্ঞান হইল, তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া উঠিলেন। অমনি বাঘটী উঠিয়া পড়িল এবং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দ-উচ্চারণ করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিল। "একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন। আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥ প্রভু কহে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥—চৈ. চ.॥ ১।১৭।২৭-৮॥"

প্রভুর চরণ-স্পর্শ পাইয়া এবং প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া ব্যাঘ্রের সমস্ত কর্মবন্ধন ঘুচিয়া গিয়াছে, প্রেমলাভ হইয়াছে। যে জীবাত্মা কর্মফল ভোগের নিমিত্ত ব্যাঘ্রদেহ লাভ করিয়াছিল, সেই জীবাত্মা এখন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, জীবন্মুক্ত-অবস্থাতেই এখন ব্যাঘ্রদেহে অবস্থিত। স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত জীবাত্মার পক্ষে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তখনও ব্যাঘ্রদেহেই যখন জীবাত্মা অবস্থিত, তখন ব্যঘ্রদেহের ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা, কি প্রেমাবেশে নৃত্য করাও, অলৌকিক হইলেও, অস্বাভাবিক নহে। জীবন্মুক্ত লোকগণও যথাবস্থিত দেহের সহায়তায় কার্য করিয়া থাকেন।

ঝারিখণ্ডের পথে অপর একদিনের ব্যাপার কথিত হইতেছে। "আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান। মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান॥ প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা॥ 'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা॥ সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়। সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে গায়॥ কেহো ভূমে পড়ে, কেহো করয়ে চীৎকার। দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥—চৈ. চ.॥ ১।১৭।২৯-৩২॥" প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম উপদেশ পাইয়া এবং প্রভুর উৎ-সৃষ্ট জলকণার স্পর্শ পাইয়া হস্তিগণের কর্মবন্ধন সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। এই প্রেমের আবেশেই তাহাদের নৃত্য-কীর্তন, চীৎকার এবং ভূমিতে গড়াগড়ি।

আরও একটী অদ্ভুত ব্যাপার। "পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥ ডাহিনে বামে, ধ্বনি শুনি, যায় প্রভু সঙ্গে। প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥ হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ সাত। ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥ দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্মৃতি হৈল। বৃন্দাবন-গুণবর্ণন শ্লোক পড়িল॥ "যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।[১] মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকম্ ॥ ভা. ১০।১৩।১৬০॥" 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে কৈল। 'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল॥ নাচে কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে॥ ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন। মুখে মুখ দিয়া

১। অজিত শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল বলিয়া যে-স্থান হইতে ক্রোধ-লোভাদি (দূরে) পলায়ন করিয়াছে এবং যে-স্থানে স্বভাববশতঃই শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুগণ একই সঙ্গে বাস করে, (ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন দর্শন করিলেন)।—এই শ্লোকে বৃন্দাবনের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে অন্যোন্য চুম্বন ॥ কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা। তা-সভাকে তাহাঁ ছাড়ি আগে চলি গেলা ॥—চৈ. চ. ॥ ২।১৭।৩৩-৪০ ॥”

প্রভুর দর্শন পাইয়া এবং প্রভুর মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ” উপদেশ পাইয়া ব্যাঘ্র-মৃগগণের কর্মবন্ধন সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়াছে। তাহারা তাহাদের একমাত্র প্রিয় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের স্বরূপগত-প্রীতিময় সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার ফলেই তাহাদের বাস্তব অনুভব জন্মিয়াছে যে, তাহাদের একমাত্র প্রিয় পরব্রহ্মের প্রিয়ও সমস্ত জীব—তাহারাও। তখনই তাহাদের বাস্তব-জীবপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহারই ফলে ব্যাঘ্র-মৃগ—লৌকিক জগতে পরস্পরের শত্রু, খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধবিশিষ্ট, হইলেও এক্ষণে প্রিয়ত্ববুদ্ধির প্রভাবে সেই শত্রুভাব অপগত হওয়ায় তাহারা—পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, পরস্পরের মুখচুম্বন করিতেছে।

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—“ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া। সঙ্গে চলে, ‘কৃষ্ণ’ বোলে নাচে মত্ত হঞা ॥ ‘হরিবোল’ বলি প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি। বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥ **ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত। কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত** ॥ যেই গ্রাম দিয়া যান, যাহাঁ করেন স্থিতি। **সে-সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি** ॥ কেহো যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম। তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥ সভে ‘কৃষ্ণ হরি’ বলি নাচে কান্দে হাসে। পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে। যদ্যপি প্রভু লোকসংঘট্টের ত্রাসে। প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ॥ তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে। সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥ গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণদেশে গিয়া। লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥ মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড। **ভিল্ল প্রায় লোক তাহাঁ পরম পাষণ্ড ॥ নাম প্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার।** চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥—চৈ. চ. ॥ ২।১৭।৪১-৫১ ॥”

(১১) মথুরার পথে এবং মথুরায়

ঝারিখণ্ডের পথে প্রভু কাশীতে আসিয়া অল্প কয়েক দিন ছিলেন। কাশীতে এক মহারাষ্ট্রী বিপ্র প্রভুর দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন [১৫।৮খ (১) অনু]। কাশী হইতে প্রভু প্রয়াগে আসিলেন। প্রয়াগে তিনি তিন দিন মাত্র ছিলেন। “এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা। কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ মথুরা যাইতে প্রেমে যাঁহা রহি যায়। কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল। পশ্চিম দেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা ॥—চৈ. চ. ॥ ২।১৭।১৪২-৪৪ ॥”

প্রয়াগ হইতে প্রভু মথুরায় আসিলেন। মথুরার বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান করিলেন এবং মথুরায় কৃষ্ণজন্ম-স্থানে কেশবের দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন ; সে-স্থানে প্রভু “প্রেমানন্দে নাচে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায় সঘন হুঙ্কার। প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥ চৈ. চ. ॥ ২।১৭।১৪৮॥” সে-স্থানে সমবেত লোকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন এক মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি প্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং “প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকোলি। ‘হরে কৃষ্ণ কহ’ দোঁহে বোলে বাহু তুলি॥ লোক ‘হরি হরি’ বোলে কোলাহল হৈল॥ চৈ. চ. ॥ ২।১৭।১৪৯-৫১ ॥”

প্রভুর অপূর্ব রূপ এবং অপূর্ব প্রেম দেখিয়া সমস্ত লোক বিস্মিত হইল। “প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়।— এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥ **যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া। হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া॥** সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার। মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥—চৈ. চ. ॥ ২।১৭।১৫২-৫৪ ॥”

সেই মাথুর-ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে নিয়া ভিক্ষা করাইলেন। সে-স্থানে তখন—“লক্ষসঙ্খ্য লোক আইসে নাহিক গণন। বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন। বাহু তুলি বোলে প্রভু ‘বোল হরি হরি’॥ **প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥** —চৈ. চ. ২।১৭।১৭৭-৭৮॥”

সেই ব্রাহ্মণ প্রভুকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করাইলেন। বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গমাদিও প্রভুর দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিল। ১৭।৬৮ঘ-অনু-দ্রষ্টব্য।

(১২) **প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে**

বৃন্দাবন হইতে প্রভু প্রয়াগ হইয়া কাশীতে আসেন। কাশীতে তখন প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-নামে একজন মহাপণ্ডিত প্রবল-প্রতাপান্বিত মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার দণ্ডীসন্ন্যাসী শিষ্যই ছিল দশ হাজার। নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায়, শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীও প্রভুর কৃপায় শুদ্ধাভক্তির কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীতে সকল শ্রেণীর লোকই প্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রভুর দর্শনাদির ফলে “**সব কাশীবাসী** করে নামসঙ্কীর্ত্তন। **প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥** সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার। বারাণসী দেশ প্রভু করিলা নিস্তার॥ * * বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়ানগর॥—চৈ. চ.॥ ২।২৫।১১৮-২০ ॥” ১৫।৮খ-অনু-দ্রষ্টব্য।

(১৩) **বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে**

কাশী হইতে প্রভু ঝারিখণ্ডের পথে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসর পূর্ণ হইল। ইহার পরে প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া আর কোথাও যায়েন নাই; অন্তর্ধান পর্যন্ত আঠার বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে নীলাচলেই ছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য লোক নীলাচলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া প্রভুর দর্শন করিয়া এবং প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম উপদেশ পাইয়া প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

গ। উপসংহার

স্বয়ংভগবত্তার দুইটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে—অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের স্বান্তর্ভুক্তি এবং প্রেমদাতৃত্ব। এই দুইটী বিশেষ লক্ষণের কোনও একটীও যদি কোনও ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা প্রমাণিত হইতে পারে। পূর্বোল্লিখিত বিবরণসমূহ হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গে উল্লিখিত দুইটী বিশেষ লক্ষণই বিদ্যমান ছিল; সুতরাং তিনি যে স্বয়ংভগবান্ ছিলেন, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ ছিলেন, এক্ষণে পরবর্তী অধ্যায়ে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ২২. ৪. ১৯৬১, শেষ ৯. ৫. ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

১। আলোচনার সূচনা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যে স্বয়ংভগবত্তার বিশেষ লক্ষণ বিরাজিত ছিল, তাহা পূর্ব্ববর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যে রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ, তাহা পূর্বে ৩৮ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবে এই লক্ষণটী ছিল কিনা, অর্থাৎ তিনি রাধা-কৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ ছিলেন কিনা।

রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপত্ব তিন প্রকারে প্রতিপাদিত হইতে পারে; যথা, প্রথমতঃ, রাধা-ভাবে বা গোপীভাবে বিভাবিতত্বদ্বারা। গোপীভাব রাধাভাবেরই অন্তর্ভুক্ত; কেননা, শ্রীরাধার ভাব হইতেছে মাদনাখ্য-মহাভাব; এই মাদন হইতেছে "সর্ব্বভাবোদ্-গমোল্লাসী", ইহার মধ্যে প্রেমের সমস্ত বৈচিত্রী—সুতরাং অন্য গোপীদের ভাবও—বিরাজিত। কখনও মাদন বিকশিত হয়, কখনও বা অন্য গোপীদের ভাবও বিকশিত হয়। পূর্বে (১।২১-খ-অনু) বলা হইয়াছে, শ্রীরাধার সহিত মিলিত না হইলে শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ সম্ভব নহে। সুতরাং রাধাভাবে বা গোপীভাবে বিভাবিতত্বদ্বারা রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্ব সূচিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, রাধাকান্তিতে সুবলিতত্বদ্বারা। শ্রীরাধার সহিত মিলিত না হইলে শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা আচ্ছাদিতত্ব সম্ভব হয় না (১।২১-খ অনু); সুতরাং রাধাকান্তি-সুবলিতত্বদ্বারাও রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্ব সূচিত হয়।

তৃতীয়তঃ, রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্বের প্রকটনের দ্বারা।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত এবং রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ, কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে, বিশেতঃ ১।৪-পরিচ্ছেদে, বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্তী চরিতকার শ্রীল মুরারিগুপ্ত এবং শ্রীল কবিকর্ণপূরও তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। শ্রীগৌরের রাধাভাবে বা গোপীভাবে বিভাবিতত্ব

শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে গোপীভাববিভাবিত বা রাধাভাববিভাবিত ছিলেন, মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় বহুস্থানে তাহা জানাইয়া গিয়াছেন; যথা, "গোপাঙ্গনাভাব-বিভাবিতোঽসৌ (৩।১।১৮)", "রোদিতি ব্রজতি ক্বাপি পততি স্বপিতি ক্ষিতৌ গোপীভাবৈঃ (৩।৩।১৭)", "রাধারস-বিলাসী (৩।৫।১৪)", "রাধিকারসবিনোদ-গদগদ-প্রেমবারিপরিপূরিতদেহঃ (৩।১৫।১৮)", "শ্রীরাধাভাবমাপন্নঃ (৩।১৫।২৩)", "রাধারসাবেশঃ (৪।৫।১৫)", "শ্রীরাধিকাপ্রেমভরাতিমত্তঃ (৪।২০।১৪)", "শ্রীরাধাভাবমাধুর্য্যপূর্ণঃ (৪।২৪।১)", "গোপীভাবেন সর্ব্বতঃ (৪।২৪।৬)", "সচ্চিদানন্দসান্দ্রাত্মা রাধাকান্তোঽপি সর্ব্বদা। তদ্ভাবভাবিতানন্দরসময়ো বভূব হ॥ (৪।২৪।১১)" ইত্যাদি।

শ্রীল কর্ণপূরের উক্তি

মহাকাব্যে, "প্রিয়াবেশাবেশস্ফূরিতরুচিরুচ্চৎ (১১।২৪)", "হসন্ নৃত্যন্ গায়ন্ ক্বচিদপি রুদংস্তৎ সমগমৎ। ক্ষণং গোপীভাবৈঃ * * শ্রীমান্নটনকলয়া কৌতুকপরঃ॥ ১১।৬১॥" "প্রভুরপি স শচীসুতোঽথ দুঃখী * * প্রকটয়তি চ তচ্ছলেন বৃন্দাবনরমণীজনবিপ্রয়োগদুঃখম্॥ (১৫।৪)", "নিরবধি হৃদয়স্থিতানি বৃন্দাবনরমণীবিরহস্য দুঃখিতানি (১৫।৫)", ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণ), "ভগবতঃ কস্যাপি শ্রীবিশ্বম্ভর-দেবস্য বিহিত-সর্ব্বাবতারলীলস্য সংপ্রতি বৃন্দাবনেশ্বরী-ভাবমনুচিকীর্ষোরনুজ্ঞয়া (৩।৮)", ইত্যাদি।

৩। শ্রীরাধার কান্তিতে সুবলিতত্ব

শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি

কড়চায়, "শ্রীরাধারসমাধুরীধূরিততনু র্গৌরাঙ্গমূর্ত্তিঃ স্বয়ং শ্রীনন্দাত্মজ এব (৪।২০।১৯)"।

শ্রীল কর্ণপূরের উক্তি

মহাকাব্যে "যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত। তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্ব-মানঃ॥ ১১॥" (বৃন্দাবনের গৌরাঙ্গী গোপীদের দ্বারা সুদৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত হওয়াতে শ্যামসুন্দরই কি গৌরাঙ্গ হইয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন?)

৪। রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্ব

শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি

কড়চায়, "রাধামাধবয়োরৈক্যাত্তত্তদ্ভাববিভাবিতঃ (৪।৮।১০)—রাধা এবং মাধবের (কৃষ্ণের) ঐক্যবশতঃ সেই সেই ভাববিভাবিত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীল কর্ণপূরের উক্তি

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে, "রাধাকৃষ্ণাখ্য-লীলাময়খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্‌ ॥ ১।৭ ॥" —শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন, ভিন্ন ভাবহীন রাধাকৃষ্ণ, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের মিলনে একটীমাত্র স্বরূপ।

৫। বাস্তবতা

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গোপীভাব-বিভাবিতত্বাদির কথা যাহা বলা হইল, তাহার বাস্তবত্বের প্রমাণ কি?

উত্তরে বলা যায়, বাস্তবত্বের প্রমাণ বাস্তবত্ব, অপর কিছু নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের গোপীভাব-বিভাবিতত্বাদি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদত্রয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বাস্তব ভিত্তি আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গোপীভাব-বিভাবিতত্ব বা রাধাভাব-বিভাবিতত্ব তাঁহার লীলায় বহুস্থলে অতি সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে। (পরবর্তী ১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আর, তিনি যদি রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্ব কখনও প্রকটিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকটিত মিলিত-স্বরূপেই তাঁহার রাধাকান্তি-সুবলিতত্বও সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হইয়া থাকিবে। তিনি যে তাঁহার রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপও প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

৬। রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপের প্রকটন

ক। রায়রামানন্দের নিকটে

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজের দেহে যে কৃষ্ণ-রাম-নৃসিংহাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্রূপ, তিনি নিজের দেহে রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"ও প্রকটিত করিয়াছিলেন। কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। এ-স্থলে তাঁহার উক্তির মর্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

প্রভু যখন দক্ষিণ-ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে রায়রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ ছিলেন তৎকালীন উড়িষ্যার স্বাধীন হিন্দু নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী অঞ্চলের শাসনকর্তা; কিন্তু বিষয়ী হইলেও তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত, মহা-প্রেমিক, মহা-পণ্ডিত, কৃষ্ণভক্তি-রসজ্ঞ। মহাপ্রভু সেই স্থানে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতেন, সন্ধ্যাকালে রামানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। কয়েক রাত্রি প্রভু তাঁহার সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা করেন। এই আলোচনায় প্রভু ছিলেন প্রশ্নকর্ত্তা এবং শ্রোতা, আর রামানন্দ ছিলেন বক্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর একটী স্বভাব ছিল এই যে, সম্ভবতঃ ভক্তভাবময় বলিয়া, তিনি প্রায় সকল সময়েই আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন। "ছন্নঃ কলৌ" কিনা! আত্মগোপনের একটী সুবিধাও তাঁহার ছিল—ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেশ; মুখেও অনেক সময় কৌতুকবশতঃ বলিতেন—"আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।" কিন্তু প্রেমিক ভক্তের নিকটে ভগবানের আত্ম-গোপন-প্রয়াস প্রায়শঃই সফল হয় না। প্রেমিক ভক্ত প্রেম-বলে আত্ম-গোপন-চেষ্টিত ভগবান্‌কে চিনিয়া ফেলেন। "লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥ চৈ. চ. ১।৩।৭১॥" শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥ মাঠরশ্রুতি॥" যাঁহার চিত্তে ভক্তি বা প্রেম আছে, সেই ভক্তিই তাঁহার নিকটে ভগবানের ভিতর পর্যন্ত সমস্তই প্রকাশ করেন—আবরণ থাকা সত্ত্বেও, রঞ্জনরশ্মির ন্যায়। রামানন্দের সঙ্গে আলোচনার সময়েও প্রভু আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন। তথাপি স্বীয় অসাধারণ প্রেমের প্রভাবে রামানন্দ যেন সময়ে সময়ে প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি পাইতেন। প্রভুর স্বরূপ যেন সময় সময় রামানন্দের প্রেমাঞ্জন-বিচ্ছুরিত নয়নের সাক্ষাতে স্ফুরিত হইত; কিন্তু তাহা অতি অল্পসময়ের জন্য—স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াই যেন তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইত। রামানন্দ যেন আলেয়ার মতনই প্রভুর স্বরূপের দর্শন পাইতেন। তাহার কারণ এই যে, প্রভুর ইচ্ছা নয়—আলোচনার মধ্যেই রামানন্দ তাঁহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভব পায়েন; তাহা হইলে আর আলোচনা চলিবে না। "যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। রায়ের মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥ তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতেহো রায়ের মন করে টলমল॥ চৈ. চ. ২।৮।১০২-৩॥"

যাহা হউক, আলোচনা শেষ হইয়াছে; মহাপ্রভু সে-স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে যাইবেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রামানন্দকে নিজের স্বরূপ দেখাইবেন।

একদিন রামানন্দ গিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিলেন—সন্ন্যাসীকে; কিন্তু উঠিয়া দেখেন—প্রভুর সন্ন্যাসরূপ নাই। তৎস্থানে আছে আর একটী অপূর্বরূপ। তাহাতে রামানন্দের মনে এক "সংশয়" জাগিল। আমরা কোনও স্থানে যদি কখনও কোনও লোককে দেখিয়া থাকি, তাহার পরে বহুকাল যদি তাহাকে আর না দেখি, বহু বৎসর পরে তাহাকে হঠাৎ রাস্তায় দেখিলে মনে একটী জিজ্ঞাসা জাগে এই যে—এই কি সেই লোক, যাহাকে বহুকালপূর্বে অমুক স্থানে দেখিয়াছিলাম? এইরূপ জিজ্ঞাসাকেই বলে "সংশয়"। প্রভুর সন্ন্যাসিরূপের স্থলে একটী অপূর্ব রূপ দেখিয়া রামানন্দেরও "সংশয়" জাগিল—"এই কি সেই রূপ, যাহা পূর্বে ক্ষণকালের জন্য, আলেয়ার মতন, মাঝে মাঝে দেখিয়াছি?" রামানন্দ প্রভুর নিকটে খুলিয়া বলিলেন, "এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥ চৈ. চ. ২।৮।২২০॥"

"কি সংশয় তোমার রামানন্দ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানন্দরায় বলিলেন, "পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ। চৈ. চ. ২।৮।২২১॥"

"রামানন্দ! আমি তো সন্ন্যাসীই, তোমার সংশয় কোথায়?"

"কিন্তু প্রভু এখন তো তোমায় সন্ন্যাসী দেখিতেছি না?"

"সন্ন্যাসী দেখিতেছ না, তবে কি দেখিতেছ?"

তখন রামানন্দ বলিলেন, "এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥ এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার॥ চৈ. চ. ২।৮।২২১-২৪॥"

"প্রভু, এখন তো তোমার সন্ন্যাসিরূপ দেখিতেছি না। সন্ন্যাসিরূপের স্থলে এখন তোমাকে দেখিতেছি শ্যামগোপরূপ; এই শ্যামগোপরূপের সম্মুখে একটী কাঞ্চন-পঞ্চালিকা—সোনার প্রতিমাও—দেখিতেছি। কিন্তু প্রভু, ইহাকে তো প্রতিমা বলিয়া মনে হয় না; প্রতিমা যতই উজ্জ্বল হউক, তাহার অঙ্গকান্তি সম্মুখস্থ বস্তুকে স্বীয় বর্ণে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না; পারিলেও সম্মুখস্থ বস্তুটীর যে অংশ প্রতিমার সম্মুখে থাকে, মাত্র সেই অংশটীকেই হয়তো ঢাকিতে পারে, সমস্ত বস্তুটীকে ঢাকিতে পারে না। কিন্তু দেখিতেছি, এই কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি শ্যামগোপরূপ তোমার সর্ব্ব অঙ্গকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! আরও দেখিতেছি—তোমার সেই শ্যামগোপরূপটী সবংশীবদন—শ্যামগোপরূপের মুখে বাঁশীও আছে। শ্যামগোপ-রূপের অতিসুন্দর কমল-নয়ন-দুইটীও দেখিতেছি; কিন্তু সেই নয়ন দুইটী স্থির নহে, সতত চঞ্চল, মনে হইতেছে যেন নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ কমল-নয়নদ্বয়ে খেলা করিতেছে। প্রভু, তোমার এই রূপ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। প্রভু, ইহার কারণ কি, খুলিয়া বল।"

রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু আবার আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেন। সম্ভবতঃ ইহা আত্মগোপনের চেষ্টা নয়। রামানন্দের কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যেই প্রভু আত্ম-গোপনের ভাণ করিলেন। অথবা, রসপুষ্টির উদ্দেশ্যও প্রভুর মনে থাকিতে পারে; উলঙ্গ সৌন্দর্য অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্যেরই মাধুর্য অধিক। রামানন্দের কথা শুনিয়া—"প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়। প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥ মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম। তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়। যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥ —চৈ. চ. ২।৮।২২৫-২৮॥"—"রামানন্দ! তুমি মহাভাগবত, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ে তোমার গাঢ়প্রেম। প্রেমের স্বভাবই হইতেছে এই যে, কোনও মহাভাগবত প্রেমীভক্ত যদি স্থাবর-জঙ্গমের—তরু-গুল্ম-লতাদি স্থাবরের, বা ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি জঙ্গমের—প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহার চিত্তস্থিত কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাবে তিনি স্থাবর-জঙ্গমের—তরু-গুল্ম-লতাদির, বা ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না। তত্তৎ-স্থলে তিনি তাঁহার হৃদয়ের ধন শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন; নিজের ইষ্টদেবকেই দেখেন। তুমি মহাভাগবত, রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম। তাই সর্বত্রই তোমার নিকটে রাধাকৃষ্ণের স্ফূর্তি হয়। স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি—বৃক্ষ-লতাদির বা ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির প্রতি—যদি তোমার নয়ন পতিত হইত, তাহা হইলে তুমি যেমন বৃক্ষ-লতাদি, বা ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদিকে দেখিতে না, দেখিতে তোমার হৃদয়ের ধন রাধাকৃষ্ণকে, বৃক্ষ-লতাদি বা ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির প্রতি তোমার দৃষ্টি পতিত না হইয়া এই সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়াতেও তুমি তদ্রূপ সন্ন্যাসীকে দেখিতেছ না, দেখিতেছ তোমার হৃদয়ের ধন রাধাকৃষ্ণকে। রামানন্দ! আমি সন্ন্যাসীই, অপর কিছু নহি।"

রামানন্দ রায় ছিলেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। উল্লিখিত কাঞ্চন-পঞ্চালিকা যে শ্রীরাধা, তাহা রামানন্দ বলেন নাই, প্রভুই তাহা বলিয়া দিলেন। রামানন্দ দেখিয়াছেন—শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে শ্যামগোপরূপের সর্ব অঙ্গ ঢাকা—আচ্ছাদিত।

যাহা হউক, রামানন্দ কিন্তু এবার প্রভুর চাতুরীতে ভুলিলেন না। প্রভুর কৃপায় রামানন্দের চিত্তে প্রভুর স্বরূপের অনুভব জন্মিয়াছে। প্রভুর চাতুরালীপূর্ণ কথা শুনিয়া রামানন্দ বলিলেন,—"তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি॥ রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥ আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর, তোমার কোন ব্যবহার॥—চৈ. চ. ২।৮।২২৯-৩২।"

রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন; হাসিয়া রামানন্দকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। "তবে হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥—চৈ. চ. ২।৮।২৩৩॥

প্রভুর হাসির তাৎপর্য বোধ হয় এইরূপ। "রামানন্দ মনে করিতেছেন, শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তিমাত্র লইয়াই আমি গৌর হইয়াছি। আমি যে শ্রীকৃষ্ণ, রামানন্দ তাহা ঠিকই বুঝিয়াছেন; কিন্তু শ্রীরাধার সহিত মিলিত না হইলে যে কৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার কান্তিগ্রহণ সম্ভব নয়, ইহা রামানন্দ এখনও বুঝিতে পারেন নাই।" এইরূপ ভাবেই বোধ হয় প্রভু একটু হাসিলেন এবং নিজের স্বরূপ দেখাইলেন।

প্রভু রামানন্দরায়কে নিজের স্বরূপ যাহা দেখাইলেন, তাহা হইতেছে—রসরাজ ও মহাভাব, এই দুইয়ের মিলিত একটী রূপ। রসরাজ হইতেছেন—অখিল-রসামৃত-বারিধি শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। আর মহাভাব হইতেছেন—মহাভাব-স্বরূপা, মহাভাবের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধিকা। সুতরাং, "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" হইলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ। ইহাই প্রভুর স্বরূপ।

রায়রামানন্দ প্রভুর এই স্বরূপ দেখিয়া আনন্দের আধিক্যে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেন। "দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে। ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে॥ —চৈ. চ. ২।৮।২৩৪॥"

প্রভুর হস্তস্পর্শে রামানন্দের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল; তখন তিনি দেখিলেন—যেই সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী! "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" আর নাই। রামানন্দ ইহাতে বিস্মিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং যে-রূপটী তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, নিজ-মুখে তাঁহার পরিচয়ও দিলেন। "গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ চৈ. চ. ২।৮।২৩৮॥"—"রামানন্দ! আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌরবর্ণ নহে। তবে যে আমাকে গৌরবর্ণ দেখাইতেছে, তাহার কারণ—রাধাঙ্গ-স্পর্শন। শ্রীরাধাও গোপেন্দ্রসুতব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না।"

ভঙ্গীতে প্রভু বলিলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং তাঁহার নিজস্ব বর্ণ হইতেছে —নবজলধর-শ্যাম, গৌর নহে। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা প্রেমে গলিয়া স্বীয় প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রতি শ্যাম অঙ্গকে স্পর্শ (আলিঙ্গন) করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি (শ্যামসুন্দর) গৌরসুন্দর হইয়াছেন। "তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥—চৈ. চ. ২।৮।২৩৯॥"—"শ্রীরাধার ভাবদ্বারা (মাদনাখ্য মহাভাবদ্বারা) স্বীয় আত্মাকে (দেহকে) এবং মনকে (মনের উপলক্ষণে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে) ভাবিত (পরিষিঞ্চিত) করিয়া আমি (ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় মাধুর্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি।"

কি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া—একত্বপ্রাপ্ত হইয়া—গৌর হইয়াছেন, প্রভু তাহাও বলিলেন—স্বীয় (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের) মাধুর্যরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—স্বীয় মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হইতে না পারিলে তাহা সম্ভব হয় না এবং শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত না হইলেও শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হওয়া যায় না। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার শ্যাম অঙ্গ শ্রীরাধার গৌর অঙ্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ-শ্রীকৃষ্ণ কান্তিতে অকৃষ্ণ (ত্বিষাকৃষ্ণ) হইয়াছেন, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়াছেন। আর ভিতরেও, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হইয়াছে, আর এই প্রেমরসের দ্বারা তাঁহার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ—সমস্তই সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে; তাহাতেই তিনি শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারিতেছেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত স্বরূপ, রায়রামানন্দ তাহা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অনুভব

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর একটী বাক্য হইতে মনে হয়, তিনিও গৌরের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।—স্তবমালা, দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টক ॥ ৩॥—যিনি কৌতূহল-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রণয়িজনবৃন্দের (ব্রজবনিতাগণের) মধ্যে কোনও এক জনের (শ্রীরাধার) অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয় রস-সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার (শ্রীরাধার) কান্তি প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আবৃত করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে কৃপা করুন।"

গ। শ্রীল স্বরূপদামোদরের অনুভব

শ্রীল স্বরূপদামোদরগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপের অনুভব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কড়চার একটী শ্লোক কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই শ্লোকটী হইতেই তাঁহার অনুভবের কথা জানা যায়। শ্লোকটী এ-স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে। "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ —শ্রীরাধিকা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিকার-(গাঢ়তম অবস্থা-) স্বরূপা; সুতরাং শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ) তাঁহারা (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন একাত্মা; কিন্তু একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে তাঁহারা পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়া বিরাজিত। অধুনা (এই কলিযুগে) প্রকটিত, সেই দুই (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) একত্বপ্রাপ্ত চৈতন্যনামক রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে আমি নমস্কার করি।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করিতে যাইয়া কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, "রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার। স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥ চৈ. চ. ১।৪।৫২॥"

শ্রীকৃষ্ণের তিনটী প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি (বা পরাশক্তি, বা স্বরূপশক্তি), জীবশক্তি (বা ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি) এবং অবিদ্যা (বা মায়াশক্তি)। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ বি. পু. ৬।৭।৬১॥" চিচ্ছক্তির আবার তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ॥ বি. পু. ১।১২।৬৯॥"

"হ্লাদিনীর সার—'প্রেম', প্রেমসার—'ভাব'। ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম 'মহাভাব'। মহাভাবস্বরূপা—শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥ চৈ. চ. ১।৪।৫৯-৬০॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রণয়বিকার"—প্রেমের বিকার, প্রেমের গাঢ়তম-অবস্থা, মহাভাব। শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপা বলিয়া "কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি।" আবার, প্রেম—সুতরাং প্রেমের চরম পরিণতি মহাভাবও—হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া শ্রীরাধাও হইতেছেন স্বরূপতঃ—শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, হ্লাদিনী শক্তির মূর্তরূপ।

ঘ। মাথুর-ব্রাহ্মণের অনুভব

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণদাস-নামক এক মথুরাবাসী ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। এই মাথুর-ব্রাহ্মণই প্রভুকে শ্রীবৃন্দাবনের নানা তীর্থস্থল দর্শন করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলীতে নিয়া রাসলীলার বর্ণনা করিলেন। এই রাসবিলাস-বৈভব-রসের কথা শুনিয়া গৌরহরি প্রেমোন্মাদবশতঃ ধৈর্যহারা হইলেন এবং মাধুর্যরসোজ্জ্বল-মূর্তি ধারণ করিলেন এবং "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রজবধূগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়াছেন"—ইহা চিন্তা করিতে করিতে প্রভু নিজের দেহেই তাঁহাদের উভয়ের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) প্রাকট্য দেখাইয়া সম্যক্‌রূপে বিরাজমান হইলেন। "শ্রুত্বা রাসবিলাসবৈভবরসং শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিঃ প্রেমোন্মাদবিভিন্নধৈর্য্যনিবহো মাধুর্য্য-সারোজ্জ্বলঃ। রাধাকৃষ্ণং ব্রজবধূগণৈর্বেষ্টিতং সংবিভাব্য প্রাকট্যং তৎ স্বাত্মনি তয়োর্দর্শয়ন্ সংবভৌ স্ম॥—কড়চা॥ ৪।৭।২০॥"

মহাপ্রভুর দেহে ভাগ্যবান্ মাথুর-ব্রাহ্মণ যে রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ দেখিয়াছিলেন, মুরারি-গুপ্তের কড়চা হইতে তাহা জানা গেল।

ঙ। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর অনুভব

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার "শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সিংহস্কন্ধং মধুরমধুরস্মেরগণ্ডস্থলান্তং দুর্ব্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারম্॥ বিভ্রৎ কান্তিং বিকচকনকাম্ভোজগর্ভাভিরামামেকীভূতং বপুরবতু বঃ রাধয়া মাধবস্য॥ ১৩॥—যাঁহার গ্রীবা সিংহের গ্রীবার ন্যায় পরম সুন্দর, যাঁহার গণ্ডস্থলের প্রান্তে (অধরোষ্ঠে) মধু হইতেও সুমধুর মন্দহাসি বিরাজিত, (ব্রহ্মাদিরও) দুর্ব্বিজ্ঞেয় উজ্জ্বল-রসময় নানাবিধ অদ্ভুত প্রেমবিকার যাঁহার শ্রীঅঙ্গে শোভমান, যাঁহার অঙ্গকান্তি হেমকমলের কিঞ্জল্কের ন্যায় অতি মনোরম, শ্রীরাধার সহিত মাধবের (শ্রীকৃষ্ণের) একীভূত-তনু সেই শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদিগকে রক্ষা করুন্। (আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ)।"

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত-স্বরূপ, এই শ্লোকে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাহাই জানাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, তিনিও এই স্বরূপের অনুভব লাভ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী ছিলেন শ্রীপাদ গোপালভট্টগোস্বামীর দীক্ষাগুরু এবং পিতৃব্য—সুতরাং মহাপ্রভুর সম-সাময়িক।

চ। বৃন্দাবনবাসীদের অনুভব

শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় অন্যত্রও বলিয়াছেন,—"এবং দৃষ্ট্বা পরমরসিকাঃ শ্রীলবৃন্দাবনস্থাঃ সর্ব্বে পক্ষিমৃগপশুগবা বালবৃদ্ধাশ্চ হর্ষাৎ। পশ্যন্তঃ স্বং নিজনিজরসৈর্হৃদয়ন্তঃ পরীতাঃ রাধাকৃষ্ণাত্মকমপি নিজং মেনিরে প্রাণনাথম্॥—কড়চা॥ ৪।১২।২০॥—এইরূপে শ্রীগৌর-হরিকে দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকলেই, এমন কি পশু-পক্ষি-মৃগ-গবাদি, বালক-বৃদ্ধগণও পরমানন্দে নিজ নিজ রসানুসারে নিজেদিগকে দেখিয়া শব্দ করিতে করিতে প্রভুকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং নিজেদের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে রাধাকৃষ্ণাত্মক বলিয়া মনে করিলেন।" অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর যে রাধাকৃষ্ণাত্মক—রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ—তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইলেন।

৭। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতা

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণেও স্বরূপতঃ অভেদ। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন,—"রাধিকা পরদেবতা। * * সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণোনারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥ ৫০।৫৩—৫৫॥—শ্রীরাধা পরদেবতা। * * শ্রীরাধা সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী এবং শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ। ইঁহাদের মধ্যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই (ইঁহারা একাত্মা)।"

উক্ত পুরাণে আরও দেখা যায়, শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন—"অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥ অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্য-কামকলাত্মকঃ। সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী॥ অহঞ্চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা। আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্য সত্যং হি নারদ ॥ ৪৪।৪৪-৪৬॥—যাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতা দেবী। নিত্যকাম-কলাত্মক বাসুদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীস্বরূপ; আমিই সনাতনী নারী এবং আমিই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ, শ্রীকৃষ্ণে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।"

পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডে দেখা যায়, পার্বতীর নিকটে শ্রীশিব শ্রীরাধিকাকে "কৃষ্ণাত্মা"—শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপিণী—বলিয়াছেন (পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড॥ ৪৬।৩৫)।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ যে একাত্মা, একই স্বরূপ, উল্লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়।

একাত্মা হইয়াও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যে অনাদিকাল হইতেই দুইরূপে বিরাজিত, নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে তাহা জানা যায়। "দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥ না. প. রা. ২।৩।২১॥ এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥ স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥ না. প. রা. ২।২।২৪-২৫—সেই তরুণ গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একমাত্র ঈশ্বর প্রথমে (অনাদিকালে) দ্বিধা বিভক্ত হইলেন—তাঁহার একভাগ স্ত্রীরূপ হইল; ইহাকে বিষ্ণুমায়া (বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি) বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষ-রূপে রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ (অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট) এবং নির্গুণ (প্রাকৃত-গুণহীন); তিনি সেই সুন্দরী চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত লীলা করিতে উদ্যত হইলেন।"

আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, শ্রীরাধাও তেমনি ব্রহ্মস্বরূপা এবং প্রকৃতির অতীত। "যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥ না. প. রা. ২।৩।৫১॥"

পূর্বোদ্ধৃত স্বরূপদামোদরের কড়চা-শ্লোকের তাৎপর্য কথন-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন,—"রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি॥ সেই দুই এক এবে—চৈতন্যগোসাঞি। রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঞি॥ চৈ. চ. ১।৪।৪৯-৫০॥"

ক। দুই দেহে ও এক দেহে অবস্থিতির আবশ্যকতা

এ-স্থলে বলা হইল—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ একাত্মা হইলেও রস-আস্বাদনের জন্য দুই দেহ ধারণ করিয়া বিরাজিত; আবার, রস-আস্বাদনের জন্য সেই দুই একরূপে চৈতন্য-গোসাঞিরূপে বিরাজিত। ইহার তাৎপর্য কি?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। রস আস্বাদন করেন মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণ; তিনিই "রসো বৈ সঃ", রসস্বরূপ, রস-আস্বাদক। তিনি আস্বাদন করেন ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস। এই আস্বাদন দুই ভাবে হইতে পারে—প্রেমের বিষয়রূপে এবং প্রেমের আশ্রয়রূপে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই রূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়রূপে রসাস্বাদন করেন —ব্রজলীলায়। ব্রজলীলায় প্রেমের আশ্রয় হইতেছেন শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কেবল বিষয়। প্রেম থাকে আশ্রয়ে; তাই প্রেমের আশ্রয়ের প্রয়োজন। এজন্য শ্রীরাধার পৃথক্ অস্তিত্বের প্রয়োজন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বিষয়রূপে রসাস্বাদনের জন্য দুইরূপে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণরূপে—আত্মপ্রকটনের প্রয়োজন।

আবার আশ্রয়রূপে রসাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের আশ্রয় হইতে হইবে; আশ্রয় হইতে হইলে প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইবে। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রেমের আশ্রয়রূপে রসাস্বাদন করিতে হইলে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত এই একরূপই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপের মাধুর্য-বৈশিষ্ট্য

পূর্ববর্তী ক-অনুচ্ছেদে রায়রামানন্দ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" দর্শন করিয়া রামানন্দ রায় আনন্দাধিক্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই রূপের মাধুর্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা রায়রামানন্দ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" দেখিবার পূর্বেই রায়রামানন্দ শ্যামসুন্দর বংশী-বদনের সম্মুখে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাসদৃশী শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধার সান্নিধ্যে তখন শ্যামসুন্দর-শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপই প্রকটিত হইয়াছিল; যেহেতু, "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" এই মদনমোহন-রূপের দর্শনেও রামানন্দ নিশ্চয়ই অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা কেবল মদনমোহনরূপও নহে। ইহা ছিল মাধুর্যঘনবিগ্রহ মদনমোহন-রূপের উপরে সর্বত্র শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিরূপ তরল মাধুর্যের প্রলেপবিশিষ্ট একটী অপূর্ব মাধুর্যময়-রূপ। কিন্তু এই অপূর্ব মাধুর্যময় রূপের দর্শনেও রামানন্দ মূর্ছিত হয়েন নাই। তিনি তখনও সহজ ভাবে প্রভুর সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—এই অপূর্ব মদনমোহন-রূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিল। কিন্তু তিনি যখন প্রভুর স্বরূপ—"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ"—দেখিলেন, তখন আনন্দের আধিক্যে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতেই বুঝা যায়—এই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিল না। সুতরাং "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" যে মদনমোহন-রূপ অপেক্ষাও অধিকতর এক অনির্বচনীয় মাধুর্যের বিকাশ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের স্বরূপগত মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ এই "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপেই।"

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যঘন-বিগ্রহ হইলেও তাঁহার মাধুর্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত—তরঙ্গায়িত—করিতে পারে একমাত্র পরিকর-ভক্তের প্রেম। যাঁহার মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যে মাধুর্যেরও ততটুকু বিকাশ সম্ভব। শ্রীরাধিকাতে প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়া একমাত্র শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যেরও সর্বাতিশায়ী বিকাশ—মদনমোহন-রূপের বিকাশ—সম্ভব। আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত ঘনিষ্ঠ হইবে, মাধুর্যের বিকাশও তত বেশীই হইবে। কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তাঁহাদের দুই ভিন্ন দেহই থাকে। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" সান্নিধ্য এত ঘনিষ্ঠ, এত নিবিড় যে, তাঁহাদের ভেদ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এইরূপে যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য পূর্ণতমরূপে—মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও অধিকরূপে—বিকশিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য যেমন বর্ধিত হয়, এই বর্ধিত মাধুর্য দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধার প্রেমও তেমনি বর্ধিত—উচ্ছ্বসিত—হইতে থাকে, আবার শ্রীরাধার এই উচ্ছ্বসিত প্রেম এবং তজ্জনিত শ্রীরাধার অঙ্গে তরঙ্গায়িত আনন্দ-লহরী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ধিত মাধুর্য আরও বর্ধিত হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য এবং শ্রীরাধার প্রেম এবং আনন্দ-লহরী পরস্পর যেন জেদাজেদি করিয়া বর্ধিত হইতে থাকে। একথা শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই কবিরাজগোস্বামী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "মন্মাধুর্য্য রাধা-প্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥—চৈ. চ. ১।৪।১২৪॥"

সুতরাং "রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপ"-শ্রীগৌরসুন্দরে আছে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ, আর আত্মপর্যন্ত-সর্বচিত্তহর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-পর্যন্ত যাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন, সেই শ্রীরাধার মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্যহেতু পরস্পর হুড়াহুড়ি করিয়া বর্ধনশীল উভয়ের মাধুর্যের বিকাশ। তাই এই অপূর্ব রূপের মাধুর্য অনির্বচনীয়, অতুলনীয়, বুঝিবা স্বয়ং মদনমোহনেরও মনোমোহন।

ক। পরতত্ত্বসীমা

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে বলিয়াছেন—যুগলিত রাধাকৃষ্ণ পরস্বমরূপ। এই "রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপেই" তাঁহাদের যুগলিততত্ত্বের চরমতম বিকাশ। এই জন্যই ধোধ হয়, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"[১]

শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই স্বরূপ। যে-স্বরূপে শক্তির বিকাশ যত বেশী, সেই স্বরূপের মহিমাও তত বেশী। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে সর্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপে কেবলমাত্র অমূর্ত শক্তিরই পূর্ণতম বিকাশ। পূর্বে বলা হইয়াছে—শক্তির অবস্থিতি তুই রকম—মূর্ত এবং অমূর্ত। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মূর্তশক্তি নাই, মূর্তশক্তি আছেন শ্রীরাধারূপে শ্রীকৃষ্ণের বাহিরে। আর "রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপে" শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত শক্তির এবং অমূর্ত-শক্তির একই রূপে সম্মিলন। তাই এই রূপে স্বরূপ-মহিমার পূর্ণতম বিকাশ, এই রূপেই পরম-স্বরূপত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। স্বরূপদামোদর তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"—শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের এই উক্তিটার তাৎপর্য অন্যভাবেও বিবেচিত হইতে পারে। শ্রুতি পরব্রহ্মকে "আনন্দস্বরূপ—আনন্দং ব্রহ্ম" এবং "রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ, সর্ব্বরসঃ" বলিয়াছেন। আনন্দ-শব্দে এবং রস-শব্দেও মাধুর্যই সূচিত হইয়া থাকে; সুতরাং মাধুর্য্যই যে পরব্রহ্মের সার বা প্রাণবস্তু, তাহাও সহজে বুঝা যায়। সর্বশক্তিসমন্বিত পরব্রহ্ম যে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ংভগবান্, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

১ যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপস্য তনুভা, য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতিসোঽস্যাংশবিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং, ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥ চৈ. চ. ১।১।৩ মঙ্গলাচরণ-শ্লোক—স্বরূপদামোদরকৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ওঁ পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে এবং "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" ইত্যাদি গীতাবাক্যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" সুতরাং মাধুর্য যে ভগবত্তার এবং পরব্রহ্মত্বের এবং পরতত্ত্বেরও সার, তাহাও জানা যায়। সুতরাং যে-স্থলে মাধুর্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ, সে-স্থলে যে স্বয়ংভগবত্তার এবং পরতত্ত্বেরও সর্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণে—"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে"—মাধুর্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়াই বলা হইয়াছে—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

অন্যত্রও শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥ চৈ. চ. ২।৬।৭৭ ॥"

ষষ্ঠ অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ১৮. ৫. ১৯৬১, শেষ ১৯. ৫. ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য

১। ঐশ্বর্য-সম্বন্ধে সাধারণ কথা

ঈশ্বর-স্বরূপমাত্রেরই ঐশ্বর্য থাকে এবং সেই ঐশ্বর্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। স্বয়ংভগবান্‌ও যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার ঐশ্বর্যও নানাভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। স্বয়ংভগবানের প্রকটিত কতকগুলি ঐশ্বর্য তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা-জ্ঞাপক; লীলানুরোধে অন্যরূপ ঐশ্বর্যও তিনি প্রকটিত করেন।

পূর্ববর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা-কথন-প্রসঙ্গে তৎকর্তৃক বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের স্বীয় বিগ্রহে অন্তর্ভুক্তি-জ্ঞাপক যে-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার ঐশ্বর্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তিনি যে আরও অনেক ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়াছেন, এই অধ্যায়ে দিগ্‌দর্শনরূপে, তৎসমস্তেরই কয়েকটীর কথা বলা হইবে।

২। ঐশ্বর্যের অদ্ভুতত্ব এবং অদ্ভুতত্বের মধ্যেও কখনও কখনও অপূর্ব অদ্ভুতত্ব

ঐশ্বর্যবস্তুটীই স্বরূপতঃ অলৌকিক এবং অদ্ভুত। কখনও কখনও এই অদ্ভুতের মধ্যেও আবার অপূর্ব অদ্ভুতত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের সমস্ত বৎস ও বৎসপালগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, তখন লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণই সেই সমস্ত বৎস এবং বৎসপালরূপে আত্মপ্রকট করিলেন; অবশ্য তাঁহার নিজের রূপটীও অক্ষুণ্ণ রহিল। ইহা এক অদ্ভুত ঐশ্বর্য। এই সমস্ত বৎস এবং বৎসপালদের লইয়া তিনি ব্রজে ফিরিয়া গেলেন; এ-সমস্ত বৎস এবং বৎসপালগণ যে বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই, পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাঁহারা গিয়াছিলেন, এ-সমস্ত বৎস এবং বৎসপালগণ যে তাঁহারা নহেন, ব্রজবাসীদের মধ্যে কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। ইহাও এক ঐশ্বর্যের অদ্ভুত বিকাশ। নরমানে একবৎসর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ এই অভিনব বৎস এবং বৎসপালগণকে লইয়াই পূর্ববৎ বৎসচারণে গিয়াছিলেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা ফিরিয়া আসিয়া হংসবাহনে আকাশে থাকিয়াই দেখিলেন—তিনি যে-স্থানে তাঁহার অপহৃত বৎস ও বৎসপালগণকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে সে-স্থানেই আছেন, আবার কৃষ্ণের সঙ্গেও আছেন। ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন।

তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মা ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর আর একটী ব্যাপার দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস ও বৎসপাল, তাঁহাদের প্রত্যেকেই এবং বৎসপালগণের বেত্র-শৃঙ্গাদিও এক এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুর্ভুর্জ নারায়ণরূপে দৃষ্ট হইলেন ; প্রত্যেকেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পীতকৌশেয়-বসন-পরিহিত, কিরীট-কুণ্ডল-হার-বনমালায় বিভূষিত, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, নানারত্নালঙ্কারভূষিত। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন, ব্রহ্মাণ্ডস্থ আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্ত চরাচর সকলেই নৃত্য-গীতাদি বহু অর্হণের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে ; তাঁহারা প্রত্যেকেই অণিমাদি ঐশ্বর্য, অবিদ্যাদি শক্তি এবং মহত্তত্ত্বাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে বেষ্টিত। কাল-স্বভাবাদিও মূর্তিমান হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে। তাঁহারা মিথ্যা বস্তু ছিলেন না, ছিলেন "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ॥ ভা. ১০।১৩.৫৪॥"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৎস ও বৎসপাল ছিলেন অসংখ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকে এবং তাঁহাদের বেত্র-শৃঙ্গাদির প্রত্যেকেও এক এক নারায়ণ হওয়াতে অসংখ্য নারায়ণের আবির্ভাবই ব্রহ্মা দেখিয়াছেন। এই ব্যাপারে অদ্ভুতের মধ্যেও এক অপূর্ব অদ্ভুতত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা, আমরা একজন চতুর্ভুর্জ নারায়ণের কথাই শুনিয়া থাকি ; একাধিক নারায়ণের কথা শুনি না। এ-স্থলে অসংখ্য নারায়ণরূপ প্রকটিত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া থাকি, এক নারায়ণের অধীনেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। এ-স্থলে অসংখ্য নারায়ণের প্রত্যেকের অধীনেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্ত সকল চরাচর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অসংখ্য নারায়ণের উপাসনা করিতেছেন। ইহাতেও অদ্ভুতের মধ্যে অপূর্ব অদ্ভুতত্ব প্রকটিত হইয়াছে।

আরও এক অপূর্ব অদ্ভুতত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণের অধীনস্থ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্ত সকলেরই উপাস্য যে নারায়ণ, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য ; কিন্তু আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্ত সকল চরাচর মূর্ত হইয়া যে একই সঙ্গে নারায়ণের সেবা করিয়াছেন, এরূপ কথা শুনা যায় না। এ-স্থলে ব্রহ্মা তাহাই দর্শন করিয়াছেন। ইহাও অদ্ভুতের মধ্যে এক অপূর্ব অদ্ভুতত্ব।

অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ এ-সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার যে সংঘটিত করাইতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা তাঁহার মঞ্জুমহিমা দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এ-সমস্ত অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহাকে দেখাইয়াছেন।

মহাপ্রভুর কোনও কোনও লীলাতেও অদ্ভুতের মধ্যেও অদ্ভুতত্ব প্রকটিত হইয়াছে। পূর্বে (৫।৬ক-অনুচ্ছেদে) তৈর্থিক বিপ্রের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, তৈর্থিক ব্রাহ্মণ শিশু নিমাইয়ের দেহেই বৃন্দাবনের কদম্ববৃক্ষমূলে গো-গোপ-গোপী-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন। ইহা অবশ্যই অলৌকিক, সুতরাং অদ্ভুত। কিন্তু এই অদ্ভুতের মধ্যে আবার অদ্ভুত এই যে, তৈর্থিক ব্রাহ্মণের দৃষ্ট কদম্বমূলস্থিত গো-গোপ-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অষ্টভুজ ; তাঁহার উপরের চারি হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, নিম্নের দুই হস্তে নবনীত এবং অপর দুই হস্তে বেণু। বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অষ্টভুজত্বের কথা শুনা যায় না। সুতরাং ইহা অদ্ভুতের মধ্যেও অদ্ভুত ব্যাপার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন, তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ধ্যানে যাহা ভাবিতেন, তাহাই দেখিয়াছেন। বালগোপালের উপাসক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বোধ হয় সাধারণতঃ নবনীতভোজী বালগোপালের কথাই ধ্যানে ভাবিতেন; মহাপ্রভু তাঁহাকে তাহা দেখাইয়াছেন—নবনীতধারী দুই হস্ত প্রকটিত করিয়া। ব্রাহ্মণ বোধ হয় মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনের কথাও ভাবিতেন; তাহাও তিনি দেখিয়াছেন। আবার সময় সময় তিনি হয়তো নারায়ণের কথাও ভাবিতেন। প্রভু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ প্রকটিত করিয়া দেখাইয়াছেন—বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে যিনি বিরাজিত, তিনিও শ্রীকৃষ্ণই, শ্রীকৃষ্ণেরই এক আবির্ভাব। একই রূপের মধ্যে বিভিন্ন স্বরূপের সমাবেশ হইতেছে অদ্ভুতের মধ্যেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। তৈর্থিক ব্রাহ্মণের দৃষ্ট অষ্টভুজ রূপটী বোধ হয় সামগ্রিকভাবে তাঁহার ধ্যেয় ছিলেন না; কেননা, সামগ্রিকভাবে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী অষ্টভুজ রূপের ধ্যান হইত বালগোপালের উপাসক ব্রাহ্মণের ভজনীয় ভাবের প্রতিকূল। মাঝে মাঝে যাহা ব্রাহ্মণের মনে জাগিত, প্রভু তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া জানাইলেন—"ব্রাহ্মণ! তোমার প্রাণারাম বস্ত্র যশোদাপ্রদত্ত-নবনীতভোজী যে বালগোপাল, আমি তাহাই; আমিই গো-গোপ-বেষ্টিত হইয়া বৃন্দাবনের কদম্বমূলে বেণুবাদন করিয়া থাকি; আবার আমিই একরূপে বৈকুণ্ঠে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে বিরাজিত।"

মহাপ্রভুর লীলায় এইরূপ অদ্ভুতের মধ্যেও অদ্ভুতত্ব আরও অনেক স্থলে প্রকটিত হইয়াছে। ১১।১ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এক্ষণে মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যদ্যোতক কয়েকটি ব্যাপার প্রদর্শিত হইতেছে।

৩। ষড়্ভুজরূপ-প্রকটন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ষড়্ভুজরূপ-প্রকটনের কথা মুরারিগুপ্তের কড়চায় (২।৮।২৬-২৯), কর্ণপূরের মহাকাব্যে (৬।১২১-২৩, ৭।১৫-২০), বৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য, পঞ্চম অধ্যায়), কবিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১৭।১০-১৩) এবং শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (মধ্যখণ্ড, ১১৪ পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে।

ক। শ্রীনিত্যানন্দের ষড়্ভুজরূপ দর্শন

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—গুরু-পূর্ণিমার দিন অবধূত নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার প্রয়োজন। মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিলেন, তিনিই যেন আচার্য হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা নির্বাহ করেন। শ্রীবাস ব্যাসপূজা করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন—"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর। বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥" নিত্যানন্দ কিন্তু অন্যমনস্ক, মালা হাতে করিয়া এ-দিক ও-দিক চাহিতেছেন, আর মুখে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিতেছেন। শ্রীবাস তখন মহাপ্রভুকে বলিলেন—"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার।" তখন প্রভু বলিলেন—"নিত্যানন্দ! শুনহ বচন! মালা দিয়া ঝাট কর ব্যাসের পূজন।" তখন নিত্যানন্দ প্রভু-বিশ্বম্ভরের মস্তকেই মালা তুলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন, তাঁহার চাঁচর চিকুরে মালা অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। অকস্মাৎ দেখা গেল, "ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল! দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥ ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইল নিতাই। পড়িলা পৃথিবীতলে—ধাতুমাত্র নাই॥ চৈ. ভা. মধ্য ৫ম॥ ১৮৬ পৃঃ॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, "তবে নিত্যানন্দস্বরূপের আগমন। প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্ভুজদর্শন॥ প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর॥ তবে চতুর্ভুজ হৈল তিন অঙ্গ বক্র। দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুইয়ে শঙ্খ-চক্র॥ তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন। শ্যাম অঙ্গ, পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ১।১৭।১০-১৩॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা কড়চা, মহাকাব্য এবং শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনার অনুরূপই।

খ। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ষড়্ভুজ-রূপ দর্শন

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন নীলাচলবাসী মায়াবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে প্রভু যখন শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারাম"-শ্লোকের অনেক অর্থ প্রকাশ করিলেন, তখন সার্বভৌম বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—"এই কিবা ঈশ্বর বিদিত।" তখনও "শ্লোকব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। আত্মভাবে হইলা ষড়্ভুজ অবতার॥ —চৈ. ভা. অন্ত্য, তৃতীয়॥ ৪০৫ পৃঃ॥"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন মায়াবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। প্রভু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের দোষ দেখাইয়া ব্রহ্মসূত্রের শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত অর্থ প্রকাশ করিলেন। সার্বভৌম অনেক তর্ক-বিতর্ক করিলেন, প্রভু সমস্ত খণ্ডন করিলেন। এই আলোচনা-প্রসঙ্গেই প্রভু যখন শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারাম"-শ্লোকের বহু প্রকার অর্থ প্রকাশ করিলেন, তখন সার্বভৌম বিস্মিত হইয়া "প্রভুকে 'কৃষ্ণ' জানি করে আপনা ধিক্কার॥ চৈ. চ. ২।৬।১৮০॥" এবং প্রভুর শরণ গ্রহণ করিলেন। "আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ। কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥ দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ॥ দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। পুন উঠি স্তুতি করে দুইকর যুড়ি॥—চৈ. চ. ২।৬।১৮২-৮৪॥"

শ্রীল লোচনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেও লিখিয়াছেন—প্রভুর মুখে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রভুকে "সরস্বতীকান্ত" জানিয়া সার্বভৌম করযোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলেন। "হেনই সময়ে প্রভু ষড়্ভুজ শরীর। দেখিয়া ত সার্বভৌম আনন্দে অস্থির॥ ঊর্দ্ধ দুই করে ধরে ধনু আর শর। মধ্য দুই হাথে ধরে মুরলী অধর॥ নম্র দুই করে ধরে দণ্ড কমুণ্ডল। দেখি সার্বভৌম হৈলা প্রেমায় বিহ্বল॥—চৈ. ম.॥ মধ্য খণ্ড ১৮০ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ। রাজা প্রতাপরুদ্রের ষড়্‌ভুজরূপ-দর্শন

উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রও প্রভুর ষড়্‌ভুজরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন। শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চার চতুর্থ প্রক্রমের ষোড়শ সর্গ হইতে জানা যায়—রাজা প্রতাপরুদ্র ক্রমাগত তিনবার মহাপ্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সাক্ষাতে দর্শনের জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হইলেন যে, তৃতীয়বার স্বপ্নদর্শনের পরেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বর প্রভুর সমীপে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর চরণকমল স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ষড়্‌ভুজরূপ দেখাইলেন। "এবং স্তুবন্তং নৃপতিং জগৎপতিঃ শৃঙ্গারপোষং নিজবৈভবং প্রভুঃ। শ্রীবিগ্রহং ষড়্‌ভুজমদ্ভুতং মহৎ প্রদর্শয়ামাস মহাবিভূতিঃ॥ কড়চা॥ ৪।১৬।১৩॥"

এই ষড়্‌ভুজরূপের ঊর্দ্ধ্ব দুই বাহুতে ধনুর্ব্বাণ, মধ্যের দুই বাহু বক্ষঃস্থলে বংশীবাদনে নিযুক্ত এবং শেষ বাহুদ্বয় নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল। "ঊর্দ্ধং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্ব্বাণযুক্তং চ মধ্যং বংশীবক্ষঃস্থলবিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ। শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং নৃত্যবেশং স বিভ্রৎ এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ॥—কড়চা॥ ৪।১৬।১৫॥"

৪। শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে বিশ্বরূপ-প্রকটন

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড ২৪শ অধ্যায় হইতে জানা যায়, একদিন শ্রীবাসের অঙ্গনে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া আর্ত্তির সহিত নৃত্য করিতেছিলেন। দুই প্রহরেও তাঁহার নৃত্য-সম্বরণ হইল না দেখিয়া তত্রত্য ভক্তগণ অনেক যত্নে তাঁহাকে স্থির করিলেন। কিন্তু "আর্ত্তিযোগ আচার্য্যের পুনঃপুন বাঢ়ে। একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে॥" তখন "কার্য্যান্তরে নিজগৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর॥" প্রভু সে-স্থানে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া নিয়া বিষ্ণুমন্দিরে গিয়া রাখিলেন এবং মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। হাসিতে হাসিতে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার কি ইচ্ছা বল।" অদ্বৈত বলিলেন—"তুমি সর্ব্ববেদসার। তোমারেই চাহোঁ প্রভু! কি চাহিব আর॥" তখন হাসিতে হাসিতে প্রভু বলিলেন—"আমি এই ত সাক্ষাত। আর কি আমারে চাহ বোলহ আমা'ত॥" তখন অদ্বৈত বলিলেন—"তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।" প্রভু বলিলেন—"কি ইচ্ছা বোলহ মোর ঠাঁই॥" শুনিয়া অদ্বৈত বলিলেন—"প্রভু, পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে। যাহা দেখাইলা তাই ইচ্ছা বড় ধরে॥" কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, সেই রূপ দেখিবার নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, ইচ্ছাপ্রকাশ মাত্রই অদ্বৈতের বাসনা পূর্ণ হইল। "বলিতে অদ্বৈতমাত্র দেখে এক রথ। চতুর্দ্দিকে সৈন্য দেখে মহাযুদ্ধ পথ॥ রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধর॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখে সেই ক্ষণে। চন্দ্রসূর্য্য সিন্ধুগিরি নদী উপবনে॥ কোটি চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃপুন। সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥ মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন। পোড়ে যত পতঙ্গ-পাষণ্ড দুষ্টগণ॥ * * প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য গোসাঞি॥ প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে। দন্তে তৃণ করি পুনঃপুন দাস্য মাগে॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৪শ ॥ ৩৪৪ পৃঃ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন, শ্রীনিত্যানন্দও উল্লিখিত প্রকাশের দর্শন পাইয়াছেন—"পরম আনন্দ প্রভু নিত্যানন্দ রায়। পর্য্যটনসুখে ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায়॥ প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ। জানিলেন প্রভু হইয়াছে বিশ্ব-অঙ্গ॥ সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর। বিষ্ণুগৃহে দ্বার দিয়া গর্জ্জনে প্রচুর॥ নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর। দ্বার ঘুচাইলা, প্রভু হইলা ভিতর॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ নিত্যানন্দ দেখি। দণ্ডবত হইয়া পড়িলা বুজি আখি॥ প্রভু বোলে—উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ। তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান॥ * * নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়। আনন্দে কান্দিয়া বিষ্ণুগৃহে গড়ি যায়॥ হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচীনন্দন। 'দেখ দেখ' করি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন॥ 'প্রভু প্রভু' বলি স্তুতি করে দুই জন। বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময় মন॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৪শ॥ ৩৪৪ পৃঃ॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন, "এসব কৌতুক হয় শ্রীবাসমন্দিরে। তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে॥ অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ-সকল কথা। ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা॥—চৈ. ভা. মধ্য, ২৪শ॥ ৩৪৪ পৃঃ॥"

৫। শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে অপর এক ঐশ্বর্য্যাত্মকরূপ-প্রকটন

শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য তখন শান্তিপুরে। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে শ্রীবাসপণ্ডিতের সহোদর শ্রীরামপণ্ডিতকে বলিলেন, "চলহ রামাঞি তুমি অদ্বৈতের বাস। তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥ যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন। যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন॥ যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস। সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥ ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন। আপনি আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন॥ নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন। যে-কিছু দেখিলে তাঁরে কহিও কথন॥ আমার পূজার সজ্জ উপহার লৈয়া। ঝাট আসিবারে বোল' সস্ত্রীক হইয়া॥—চৈ. ভা. মধ্য, ষষ্ঠ॥ ১৯১ পৃঃ॥"

জগতের জীবের বহির্মুখতারূপ দুর্দশা দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য তাহাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন, প্রেমহুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। আবির্ভূত হইয়াও প্রভু কয়েক বৎসর আত্মপ্রকাশ করেন নাই। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে নিত্যানন্দও নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে সাতপ্রহরীয়া ভাবের আবেশে প্রভু অনেক ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পরে একদিন ঈশ্বরভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীরামাইপণ্ডিতকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। "রামাই, তুমি শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতাচার্যকে বলিবে, যাঁহার অবতরণের জন্য তিনি উৎকট আরাধনা করিয়াছিলেন, ভক্তিযোগ বিতরণের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি অদ্বৈতের সেই আরাধনার ধন। রামাই, এখানে তুমি আমার ঐশ্বর্যাদি যাহা দেখিয়াছ, তাহাও অদ্বৈতের নিকটে বলিবে, আর নিত্যানন্দের আগমনের কথাও বলিবে। অদ্বৈতাচার্য যেন আমার পূজার উপকরণ লইয়া অবিলম্বে সস্ত্রীক এখানে আসেন।"

প্রভুর আদেশ পাইয়া শ্রীরামাইপণ্ডিত নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন, আনন্দবিহ্বল-চিত্তে যেন দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞানহারা হইয়াই ছুটিলেন। শান্তিপুরে উপনীত হইয়া তিনি অদ্বৈতাচার্যকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু আনন্দবিহ্বলতাবশতঃ কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

কিন্তু রামাই কিছু না বলিলেও তাঁহার আগমনের হেতু অদ্বৈতাচার্য জানিতে পারিয়াছেন। ভক্তের নিকটে ভগবানের কোনও অভিপ্রায়ই অজ্ঞাত থাকে না। "সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে॥ রামাই দেখিয়া হাসি বোলেন বচন। 'বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ?' (তখন) করজোড় করি বোলে রামাঞি পণ্ডিত। 'সকল জানিয়াছ, চলহ ত্বরিত'॥ চৈ. ভা. ১৯১ পৃঃ॥"

রামাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া,—"আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য-গোসাঞি। হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্ ঠাঞি॥ চৈ. ভা.॥ ১৯১ পৃঃ॥"

ভক্তের চরিত্র অদ্ভুত, সাধারণ লোকের পক্ষে তুর্বোধ্য। প্রেমী ভক্ত কখনও কখনও ভগবানের চরণে কাকুতি-মিনতিও জানান, আবার কখনও প্রীতিভরে ভগবানের সহিত প্রীতিময় পরিহাস-বাক্যও প্রয়োগ করেন; সেই ভাবেই যেন অদ্বৈতাচার্য প্রভুর উদ্দেশ্যে রামাইয়ের নিকটে বলিলেন,—"কোথায় গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে। কোন্ শাস্ত্রে বোলে নদীয়ায় অবতারে॥ মোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর। সকল জানয়ে শ্রীনিবাস—ভাই তোর॥ চৈ. ভা. ১৯১ পৃঃ॥"

কিন্তু "অদ্বৈতের চরিত্র রামাঞি ভাল জানে। উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে॥" অদ্বৈতাচার্য যে পরিহাসচ্ছলে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন, রামাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন; তাই তিনিও কৌতুক অনুভব করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বাহিরে আচার্যকে কিছু বলিলেন না।

যাহা হউক, প্রেমহ্বিলতা একটু স্তিমিত হইলে অদ্বৈতাচার্য রামাই পণ্ডিতকে পুনরায় বলিলেন—"কহ রামাঞি পণ্ডিত। কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত॥ চৈ. ভা.॥" রামাই বুঝিতে পারিলেন, অদ্বৈতাচার্যের চিত্ত একটু স্থির হইয়াছে। তখন তিনি প্রেমভরে কাঁদিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁদিতে বলিলেন,—"যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন। যাঁর লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥ যাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপবাস। সে-প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥ ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন। তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন॥ ষড়ঙ্গ পূজার বিধিযোগ্য সজ্জ লৈয়া। প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া॥ নিত্যানন্দ-স্বরূপের হৈল আগমন। প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন॥ তুমি সে জানহ তাঁকে, মুঞি কি কহিমু। ভাগ্যে থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু॥—চৈ. ভা. মধ্য ৬ষ্ঠ॥ ১৯১-৯২ পৃঃ॥"

রামাই-পণ্ডিতের কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রেমাবেশে,—"তখনি তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা॥ কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ সহিত। দেখিয়া সকল গণ হইলা বিস্মিত॥ ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার। 'আনিলুঁ আনিলুঁ' বোলে 'প্রভু আপনার।' 'মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।' এতবলি কান্দে পুন ভূমিতে পড়িয়া ঐ—১৯২ পৃঃ॥"

এদিকে এ-সকল কথা শুনিয়া এবং অদ্বৈতাচার্যের আচরণ দেখিয়া, "অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা। প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা॥ অদ্বৈত-তনয়—'অচ্যুতানন্দ' নাম। পরম বালক তেঁহো কান্দে অবিরাম। কান্দেন অদ্বৈতপত্নী পুত্রের সহিতে। অনুচর সব বেঢ়ি কান্দে চারিভিতে॥ কেবা কোন দিকে কান্দে নাহি পরাপর। কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর॥ ঐ—১৯২ পৃঃ॥"

প্রেমাবেশে অদ্বৈতাচার্য অস্থির; স্থির হওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু স্থির হইতে পারিতেছেন না; প্রেমাবেশে তাঁহার দেহ কেবল দুলিতেছে। "স্থির হয়, অদ্বৈত—হইতে নারে স্থির। ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর॥ চৈ. ভা. ॥ ১৯২ পৃঃ॥"

প্রভুর কৃপার কথা স্মরণ করিয়া প্রেমাবেশে শ্রীঅদ্বৈত যেন জ্ঞানহারা হইয়া গিয়াছেন। রামাইকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু কি বলিলা মোরে?" "রামাঞি বোলেন—ঝাট চলিবার তরে॥"

রামাই-পণ্ডিতের কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য কি করিলেন? তিনি রামাই-পণ্ডিতকে বলিলেন, "অদ্বৈত বোলয়ে—'শুন রামাঞি পণ্ডিত। মোর প্রভু হেন তবে আমার প্রতীত॥ আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়। শ্রীচরণ তুলি দেই আমার মাথায়॥ তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ। সত্য সত্য সত্য এই কহিলুঁ তোমাত'॥ ঐ—১৯২ পৃঃ॥"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ইহা এক অদ্ভুত উক্তি। শ্রীরামপণ্ডিতের মুখে প্রভুর আদেশ শুনিয়াই তো শ্রীঅদ্বৈত বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার প্রার্থনা পূরণের জন্য তাঁহার আরাধনার ধন অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা বুঝিয়াই তিনি প্রেমাবেশে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, চেষ্টা করিয়াও ধৈর্য আনয়ন করিতে পারেন নাই। আচার্যের এইরূপ ব্যবহারে বুঝা যায় যে, প্রভু সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনও রূপ সন্দেহ ছিল না। তথাপি তিনি প্রভুকে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। শ্রীরামপণ্ডিতের নিকটে তিনি বলিলেন—"প্রভু যদি আমাকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখান এবং যদি আমার মাথায় তাঁহার শ্রীচরণ তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে,—তিনি সত্যই আমার প্রাণনাথ, আমার আরাধনার ধন, যাঁহার অবতরণের জন্য আমি আরাধনা করিয়াছি, প্রভু বাস্তবিকই তিনি।"

প্রভুর পরীক্ষার জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের এই সঙ্কল্প বোধ হয় তাঁহার নিজের প্রতীতির জন্য নয়, জীবের প্রতীতির জন্য। স্বর্ণ-বিক্রেতা যখন সোনা কিনিয়া আনেন, তখন তিনি সকল রকমের সোনা পরীক্ষা করিয়াই কিনিয়া থাকেন; কোন্ রকমের সোনার কি মূল্য, তাহা তিনি জানেন। তথাপি গ্রাহক যখন সোনা কিনিবার জন্য তাঁহার নিকটে যায়, তখন তিনি পুনরায় কষ্টিপাথরে ঘষিয়া গ্রাহককে সোনার মূল্য বা অকৃত্রিমতা জানাইয়া দেন। খরিদদারের নিকটে স্বর্ণ-বিক্রেতার স্বর্ণ-পরীক্ষা তাঁহার নিজের জন্য নয়, গ্রাহকের জন্য।

যাহা হউক, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কথা শুনিয়া "রামাই বোলেন—'প্রভু! মুঞি কি বলিমু। যদি মোর ভাগ্যে থাকে নয়নে দেখিমু॥ যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই সে তাঁহার। তোমার নিমিত্ত প্রভু! এই অবতার॥' চৈ. ভা. ১৯২ পৃঃ॥"

শ্রীঅদ্বৈত সন্তুষ্টচিত্তে "পত্নীকে বলিলা—'ঝাট হও সাবধান। লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান॥' চৈ. ভা. ১৯২ পৃঃ॥" পতির আদেশ পাইয়া অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী প্রভুর পূজার সজ্জ লইয়া পতির সঙ্গে যাত্রা করিলেন। "পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে। গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র অশেষ বিধানে॥ ক্ষীর, দধি, সু-নবনী, কর্পূর, তাম্বুল। লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল॥ সপত্নীক চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু। চৈ. ভা. ১৯২ পৃঃ॥"

আবার শ্রীঅদ্বৈতের এক অদ্ভুত ব্যাপার। প্রভুর আদেশ অনুসারে সন্তুষ্টচিত্তে প্রভুর পূজার সজ্জ লইয়া সপত্নীক চলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পূর্বকথিত সঙ্কল্পের কথা ভাবিয়াই বোধ হয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য "রামেরে নিষেধে—ইহা না কহিবা কভু॥ 'না আইলা আচার্য্য' তুমি বলিবা বচন। দেখি প্রভু মোরে তবে কি বোলে তখন॥ গুপ্ত থাকোঁ মুঞি নন্দন-আচার্য্যের ঘরে। 'না আইলা' বলি তুমি করিবা গোচরে॥ ঐ—১৯২ পৃঃ॥"

শান্তিপুর হইতে সপত্নীক যাত্রা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তখন তিনি রামাইপণ্ডিতকে বলিলেন,—"রামাই! আমি যে আসিয়াছি, এ-কথা প্রভুর নিকটে বলিও না; তুমি বলিবে—'প্রভু! তোমার আদেশ আমি অদ্বৈতাচার্য্যকে জানাইয়াছি; কিন্তু আচার্য্য আসিলেন না।' আমি নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব। তোমার মুখে এই বিবরণ শুনিয়া প্রভু কি বলেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার সঙ্কল্পিত পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। নন্দনাচার্যের গৃহে তাঁহার লুকাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবার কথা যদি প্রভু বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীঅদ্বৈত বুঝিতে পারিবেন—প্রভু সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, তাঁহার আরাধনার বস্তু।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তখন নিজের গৃহে। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্কল্পের কথা আপনা হইতেই জানিতে পারিয়াছেন; নবদ্বীপে আসিয়াও আচার্য যে নন্দনাচার্যের গৃহে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের গৃহ হইতে বাহির হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হইলেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শ্রীবাস-অঙ্গনে আসিয়া সমবেত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, প্রভুর তখন সহজ অবস্থা নহে, প্রভু "আবেশিতচিত্ত"।

সশঙ্ক হইয়া ভক্তগণ নীরবে রহিলেন। "সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥ আচার্য্যের আগমন জানিঞা আপনে। ঠাকুর-পণ্ডিত গৃহে চলিলা তখনে॥ প্রায় যত চৈতন্যের নিজ-ভক্তগণ। প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন॥ 'আবেশিত-চিত্ত প্রভু' সভেই বুঝিয়া। সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া। চৈ. ভা. ১৯২-৯৩ পৃঃ॥"

তখন প্রভু কি করিলেন? "হুঙ্কার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়। উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥ 'নাঢ়া আইসে', নাঢ়া আইসে, বোলে বারে বারে।* 'নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে'॥ ঐ—১৯৩ পৃঃ॥"

মহাপ্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই সময়োচিত সেবা করিতে লাগিলেন। "নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত। বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত॥ গদাধর বুঝি দেই কর্পূর তাম্বূল। সর্ব্বজনে করে সেবা—যেন অনুকূল॥ কেহ পঢ়ে স্তুতি, কেহ কোন সেবা করে। হেনই সময়ে আসি রামাঞি গোচরে॥ চৈ. ভা. ১৯৩ পৃঃ॥"

ভক্তগণ যখন নানাভাবে প্রভুর সেবা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই শ্রীরামপণ্ডিত সে-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইল না। তাঁহার মুখব্যাদনের পূর্বেই রামাইকে দেখা মাত্রেই প্রভু সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিলেন। "নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাঞিরে। 'মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে?' 'নাঢ়া আইসে' বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়। 'জানিঞাও নাঢ়া মোরে চালায় সদায়॥ এথাই রহিল নন্দনাচার্য্যের ঘরে। মোরে পরীক্ষিতে' নাঢ়া পাঠাইল তোরে॥ আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে। প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥ চৈ. ভা. ১৯৩ পৃঃ॥"

নবদ্বীপে উপনীত হইয়া শ্রীঅদ্বৈত রামাইপণ্ডিতকে যখন উপদেশ দিতেছিলেন, তখনই প্রভু তাঁহার সঙ্কল্পের কথা সমস্ত জানিয়াছেন। রামাই ব্যতীত অপর কেহই তাহা জানিত না, যে-সমস্ত ভক্ত শ্রীবাসের গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কেহ জানিতেন না যে, শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপে

* মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে "নাঢ়া" বলিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া নন্দনাচার্যের গৃহে লুকাইয়া রহিয়াছেন। প্রভুর মুখেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা সে-কথা শুনিলেন। অদ্বৈতাচার্যের পরীক্ষায় প্রভু উত্তীর্ণ হইলেন।

প্রভুর উক্তি শুনিয়া শ্রীরামপণ্ডিতও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং প্রভুর উল্লিখিতরূপ আদেশ পাইয়া সানন্দচিত্তে নন্দনাচার্যের গৃহে উপনীত হইয়া প্রভুর সমস্ত কথা শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে ব্যক্ত করিলেন। রামাইয়ের মুখে সমস্ত—"শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত-আচার্য্য। আইলা প্রভুর স্থানে, সিদ্ধ হৈল কার্য্য॥ দূরে থাকি দণ্ডবত করিতে করিতে। সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে॥ আইলা নির্ভয়-পদ, হইলা সম্মুখে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে॥ চৈ. ভা. ১৯৩ পৃঃ॥"

প্রভুর ঐশ্বর্য দেখিবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছা হইয়াছিল। প্রভু যখন আপনা হইতেই শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্কল্পের কথা, নন্দনাচার্যের গৃহে তাঁহার আত্মগোপনের কথা, জানিয়া তাঁহাকে নেওয়ার জন্য রামাইপণ্ডিতকে নন্দনাচার্যের গৃহে পাঠাইলেন, তখনই শ্রীঅদ্বৈত এক ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়াছেন—প্রভুর সর্বজ্ঞত্বের পরিচয়। প্রভুর ঐশ্বর্যাত্মক কোনও রূপ দর্শনের জন্য শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছা হইয়াছিল কিনা, জানা যায় না। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে "নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ" দেখাইলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে অদ্ভুত ঐশ্বর্যাত্মক রূপের প্রকটন

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য যে অদ্ভুত ঐশ্বর্যাত্মক রূপ দেখিলেন, তাহা ছিল বোধ হয় শ্রীঅদ্বৈতের ধারণার অতীত। তিনি প্রভুকে দেখিলেন—"জিনিঞা কন্দর্প-কোটি লাবণ্য সুন্দর। জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর॥ প্রসন্নবদন কোটিচন্দ্রের ঠাকুর। অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥ দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ যিনি। তহিঁ দিব্য অলঙ্কার—রত্নের খেঁচনি॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে। মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে। কোটি মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত। পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥ কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে। ত্রিভঙ্গে বাঁজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥ কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার। জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর॥ দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ শত মুখ। মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক॥ মকর-বাহন রথ এক বরাঙ্গনা। দণ্ড-পরণামে আছে যেন গঙ্গাসমা॥ তবে দেখে—স্তুতি করে সহস্রবদন। চারিদিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ॥ উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে। সহস্র সহস্র দেব পড়ি 'কৃষ্ণ' বোলে॥ যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে। তাহা দেখে চারিদিকে চরণের তলে॥ দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড-পরণাম ছাড়ি। উঠিল অদ্বৈত—অদ্ভুত দেখি বড়ি॥ দেখে সপ্ত ফণাধর মহানাগগণ। উর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥ অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দিব্য রথ। গজ হংস অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ॥ কোটি কোটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাগবধূ সজল নয়নে। 'কৃষ্ণ' বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥ ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে। দেখে পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে॥ ঐ—১৯৩-৯৪ পৃঃ॥"

এই অপরূপ ঐশ্বর্য দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত এবং শ্রীসীতাঠাকুরাণী উভয়েই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহাদের বাক্‌শক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রভু বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলিলেন—"আমার অবতরণের জন্য তুমি বিস্তর আরাধনা করিয়াছ। জগতের জীবের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তুমি প্রেমহুঙ্কারে আমায় আহ্বান করিয়াছ। তোমার আহ্বানেই সর্বজীবের উদ্ধারের জন্য আমার আগমন।"

প্রভুর বাক্য শুনিয়া সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রেমাবেশে উর্ধ্ববাহু হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; আর প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"আজি সে সফল মোর দিন-পরকাশ। আজি সে সকল কৈলুঁ যত অভিলাষ॥ আজি মোর জন্মদেহ সকল সফল। সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণ-যুগল॥ ঘোষে' মাত্র চারিবেদে যারে নাহি দেখে। হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে॥ মোর কিছু শক্তি নাহি, তোমার করুণা। তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন জনা—চৈ. ভা. ১৯৪ পৃঃ॥"

প্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূজার উপচার লইয়াই আসিয়াছেন॥ এক্ষণে প্রভুও বলিলেন—"আমার পূজার কর কার্য্য।" তখন শ্রীঅদ্বৈত অশেষ-বিশেষে ষোড়শোপচারে প্রভুর চরণ পূজা করিলেন এবং "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"—এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া প্রভুর নমস্কার করিলেন; শেষে অশেষ-বিশেষে প্রভুর স্তব-স্তুতি করিলেন। "কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি। ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥ বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে। পড়িল দীঘল হই চরণের তলে॥ সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত-মাথায়॥ ঐ—১৯৫-৯৬ পৃঃ॥" সর্বান্তর্যামী প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের মস্তকে চরণ দিয়া তাঁহার শেষ বাসনাটীও পূর্ণ করিলেন।

এ-স্থলে যে ঐশ্বর্যের কথা বর্ণিত হইল, তাহাতেও অদ্ভুত সমাবেশ লক্ষিত হয়।

৬। অদ্ভুত আম্রবৃক্ষ-প্রসঙ্গে ঐশ্বর্য-প্রকটন

মুরারিগুপ্তের কড়চায়, কর্ণপূরের মহাকাব্যে, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে এবং কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আম্রবৃক্ষের প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে।

মুরারিগুপ্তের উক্তি

শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—"অথাপরদিনে ভূমাবুপবিশ্যানুনাদয়ন্। করতালৈর্দিশঃ প্রোচে পশ্য শৈলূষচেষ্টিতম্॥ পশ্য পশ্যাদ্ভুতং বীজং ভূমৌ সংরোপিতং ময়া। পশ্য পশ্যাঙ্কুরো জাতো নিমিষেণ তরুঃ পুনঃ॥ জাতং পশ্যাস্য পুষ্পৌঘং পশ্য পশ্য ফলং পুনঃ। জাতং পশ্য ফলং পক্বং তস্য সংগ্রহণং পুনঃ॥ ফলং বৃক্ষোঽপি নাস্ত্যেব ক্ষণান্মায়াকৃতং যতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রান্তরে তু কৃতং হ্যেবং ন কিঞ্চিদপি লভ্যতে॥ ঈশ্বরস্যাগ্রতং কৃত্বা ধনং বিপুলমশ্নুতে। এবং মায়াকৃতং কর্ম্ম সর্ব্বঞ্চেদমনর্থকম্॥ ঈশ্বরার্থং কৃতং হ্যেতৎ সর্ব্বং সার্থকতামিয়াৎ। তস্মাদীশ্বর-সেবার্থং সর্ব্বং কর্ম্মাচরেৎ সুধীঃ॥—কড়চা॥ ২।৪।৬-১১॥"

মর্মানুবাদ। (প্রভু) অন্য একদিন ভূমিতে উপবেশন করিয়া করতালি দ্বারা সকলদিক্‌কে অনুনাদিত করিয়া (ভক্তবৃন্দকে) বলিলেন—তোমরা আমার নট-চেষ্টিত (অথবা ইন্দ্রজাল-চেষ্টিত) দেখ। এই দেখ, আমি একটী অদ্ভুত বীজ ভূমিতে রোপণ করিতেছি। এই দেখ, নিমিষমধ্যেই ইহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইল, আবার এই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল। এই দেখ, এই বৃক্ষে বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল; আবার দেখ, পুষ্প হইতে ফল হইল। দেখ, ফল পাকিল, ফল সংগ্রহ করা হইল। ক্ষণমধ্যে ফলও নাই, বৃক্ষও নাই; যেহেতু, এ-সমস্ত মায়াকৃত। এইরূপে প্রান্তরে যাহা করা হয়, তাহাতে কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের অগ্রে করিলে প্রচুর ধন (প্রেমধন ?) লাভ হয়। এইরূপে, মায়াকৃত সমস্ত কর্মই অনর্থক। ঈশ্বরের জন্য যাহা কিছু করা হয়, তৎসমস্তই সার্থক হয়; সে-জন্য সুধীব্যক্তি ঈশ্বর-সেবার্থেই সমস্ত কার্য করিবেন।

কোন্ ফলের বীজ রোপিত হইল, কড়চায় তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু মহাকাব্যে কর্ণপূর বলিয়াছেন—ইহা ছিল আম্রবীজ।

কর্ণপূরের উক্তি

কবি কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন, "অন্যেদ্যুরুদ্যদহিমাংশুসহস্রভাস্বান্ ভূমৌ বসন্ করতলদ্বয়তালপূরৈঃ। সর্ব্বা দিশঃ প্রতিরবোন্মুখরাঃ সমন্তাৎ কুর্ব্বন্নুবাচ নিজপাদপয়োজ-ভক্তান্॥ ভোঃ পশ্য পশ্য ভুবি রোপিতমাম্রবীজং চূতস্য পশ্য পুনরঙ্কুর এষ জাতঃ। পশ্যৈষ সম্প্রতি বভূব বিতস্তিমাত্রো ভূয়োঽপি পশ্য বিটপোঽস্য বভূব শীঘ্রম্॥ শাখা বভূবুরিহ পশ্য নিমেষমাত্রাৎ পশ্যাস্য পল্লবচয়ঃ পরিতো বভূব। পশ্যৈতদেব পরিপক্কমভূদথাস্য পশ্যাভবদ্‌গ্রহণম-প্যতিচিত্রমেতৎ॥ বৃক্ষশ্চ সর্ব্ববিটপশ্চ ফলঞ্চ সর্ব্বং মায়াকৃতং সকলমেব কুতোঽপি নাস্তি। শৈলূষচেষ্টিতমিদং বিতথং যদেতত্তৎ প্রাপ্তবৈকৃতমনর্থকতাং প্রয়াতি॥ এতত্তদপ্যমৃতমেব যদীশ্বরস্য কৌতূহলায় পুরতঃ কুরুতে জনৌঘঃ। প্রাপ্নোতি সদ্বসনমৃক্‌থমতিপ্রকামং মায়াকৃতেন চ ফলং লভতে বিচিত্রম্॥ এবং হি বিশ্বমখিলং বিতথং যদেতন্নিষ্পাদ্যতে সততমীশ্বরসেবনায়। তৎ সার্থকং ভবতি সম্যগসত্যমেতৎ সত্যং ভবেদশুচি যত্তদিদং শুচি স্যাৎ॥ তস্মাজ্জনৈঃ সকলমেব পরমেশ্বরস্য সেবার্থমপ্যনৃতমেতদিহাবচেয়ং সংসার এষ ন হি তস্য ভবেদ্‌বিরোধী সেবাপরস্য ন হি বাধ্যত এব কৈশ্চিৎ॥"—মহাকাব্য॥ ৬।২৮-৩৪॥" এই সমস্ত উক্তির মর্মার্থ কড়চার উক্তির অনুরূপই। তবে কর্ণপূর বলিয়াছেন, প্রভু যে বীজটী রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল আম্রবীজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোচনদাসের উক্তি

শ্রীল লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন, শচীসুত—"কেবল নিগূঢ় প্রকাশয়ে ঠাকুরাল। নিজ জনে কহে শুন মিথ্যা এ-সংসার॥ ইহা বলি আপন প্রসঙ্গে করে আন। পাসরিল সর্ব্বজন লয় হরিনাম॥ নিজ নাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতল অন্তর। ভূমিতে লোটাঞা কান্দে প্রেম পরবল॥ আচম্বিতে কহে প্রভু দিয়া করতালি। নিজজনে প্রকাশ করয়ে ঠাকুরালি॥ হের দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি। আমার অর্জ্জিত তরু হইল আপনি॥ তখন কহিল সর্ব্বলোক আচম্বিত। এখনি রুইল বীজ ভেল অঙ্কুরিত॥ দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মুঞ্জরিত। হইল উত্তম শাখা অতি সুললিত॥ দেখ দেখ সর্ব্বলোক অপরূপ আর। মুকুলিত হৈল দেখ তরুটী আমার॥ তখনি হৈল ফল পাকিল সকালে। অঙ্গুলি লোলাঞা প্রভু দেখায় সভারে॥ পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সর্ব্বলোকে। নিবেদন কৈল আসি ঈশ্বর-সম্মুখে॥ তিলেকে তখনি লোক না দেখিয়ে কিছু। ফলমাত্র আছে বৃক্ষ মিথ্যা সব পাছু॥ ঐছে মায়া ঈশ্বরের কহে সর্ব্বলোকে। এত জানি না করিহ এ-সংসার শোকে॥—চৈ. ম. মধ্য॥ ১০৪ পৃঃ॥"

কবিরাজগোস্বামীর উক্তি

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—"এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া। সঙ্কীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া॥ এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল। তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥ দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত। পাকিল অনেক ফল—সভেই বিস্মিত॥ শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল। প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥ রক্ত পীতবর্ণ, নাহি অষ্ট্যংশ-বল্কল। একজনের উদর পূরে খাইলে এক ফল॥ দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন। সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ॥ অষ্টাংশ-বল্কল নাহি অমৃত রসময়। এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয়॥ এই মত প্রতিদিন ফলে, বারমাস। বৈষ্ণবে খায়েন ফল—প্রভুর উল্লাস॥ এই সব লীলা করে শচীর নন্দন। অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ॥ এই মত বারমাস কীর্ত্তন-অবসানে। আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে॥—চৈ. চ. ১।১৭।৭৩-৮২॥"

আলোচনা

অদ্ভুত আম্রবৃক্ষটী সম্বন্ধে মুরারিগুপ্ত, কবি-কর্ণপূর, লোচনদাস এবং কবিরাজগোস্বামী—এই চারিজন চরিতকারের উক্তি উদ্ধৃত হইল। ইহাদের মধ্যে শ্রীল মুরারিগুপ্তই আদি চরিতকার এবং তিনিই বর্ণিতলীলা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছেন, অপর তিনজন তাহা দর্শন করেন নাই।

এই চারিজনের উক্তিতে একটী বিষয় সাধারণ—বিশ্বাসের অযোগ্য অত্যল্প সময়ের মধ্যে বীজের রোপণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষের উৎপত্তি, পুষ্পভরে ভূষিতত্ব, ফল-ধারণ, ফলের পক্কতা এবং ফল-সংগ্রহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কড়চার এবং মহাকাব্যের উক্তি প্রায় একরকমই। কড়চা-অবলম্বনেই মহাকাব্যে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কড়চার উক্তি হইতে জানা যায়, বর্ণিত ব্যাপারটী সমস্তই মায়া, ইন্দ্রজাল। প্রভু নিজেও তাহা বলিয়াছেন। প্রভু কি ভক্তগণকে ইন্দ্রজাল দেখাইয়াছেন? ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় প্রভুর পারদর্শিতার কথা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই লীলার প্রকটনে প্রভুর উদ্দেশ্য কি? এবং এই লীলাটীকে প্রভু ইন্দ্রজালই বা বলিলেন কেন? শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের মতেই তো এই জগৎ মায়াময়, ইন্দ্রজালবিশেষ; কিন্তু প্রভু তো শঙ্কর-মতের অনুমোদন করিতেন না। ইহার সমাধান কি?

অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকসমূহ হইতে সমাধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। অদ্ভুত বৃক্ষ-সম্বন্ধীয় কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু বৈদ্য মুকুন্দকে একটী কথা বলিয়াছেন—"ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ মুকুন্দাম্বষ্ঠমগ্রতঃ। স্থিতং প্রেক্ষ্য ত্বয়া কিং স্থু ব্রহ্মবিদ্যা নিজোচ্যতে॥ ইত্যুক্ত্বা স পপাঠেদং শ্লোকং স্বয়মরিন্দমঃ। শ্রীরামনাম-মাহাত্ম্যং গূঢ়বেদার্থসংগ্রহম্॥ রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দচিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥—কড়চা॥ ২।৪।১২-১৪॥—তাহার পরে বৈদ্য-মুকুন্দকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন—'তুমি নাকি তোমার নিজ ব্রহ্মবিদ্যার কথা বল?' একথা বলিয়াই সেই অরিন্দম (প্রভু) শ্রীরামনামের মাহাত্ম্যবাচক এবং গূঢ় বেদার্থ-পূর্ণ একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—(শ্লোকটীর অর্থ হইতেছে) যোগিগণ যে অনন্ত, সত্য, আনন্দ ও চিদাত্মায় রমণ—আনন্দ অনুভব—করেন, তিনিই রাম। এইরূপে 'রাম'-পদে পরব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন।"

এ-স্থলে প্রভু মুকুন্দকে যে "ব্রহ্মবিদ্যার" কথা বলিলেন, তাহা হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের ব্রহ্মবিদ্যা; শ্রীপাদ শঙ্করের ব্রহ্ম হইতেছেন নিরাকার নির্বিশেষ সত্তামাত্র। তাঁহার মতে এই জগৎ মায়াময়, ইন্দ্রজালতুল্য। মুকুন্দ প্রথমে এই ব্রহ্মবিদ্যাই প্রচার করিতেন। এজন্যই প্রভু মুকুন্দকে বলিলেন—"তুমি নাকি তোমার ব্রহ্মবিদ্যার কথা বল?" এ-কথা বলিয়াই প্রভু যে রামনামের মাহাত্ম্যসূচক এবং শ্রীরামচন্দ্রের পরব্রহ্মত্ব-সূচক একটী শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই—"মুকুন্দ! তোমার ব্রহ্মবিদ্যা বিচারসহ নয়; ব্রহ্ম সাকার, সচ্চিদানন্দ, সত্য, অনন্ত।"

ইহা হইতে মনে হয়, আম্রবৃক্ষকে মায়াময়, ইন্দ্রজাল, বলিয়া প্রভু শঙ্করানুগত ব্রহ্মবিদ্যাবাদী বৈদ্য মুকুন্দের প্রতিই কটাক্ষ করিয়াছেন। অদ্ভুত আম্রবৃক্ষ-প্রসঙ্গে প্রভু অপর যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে—এই জগৎ আম্রবৃক্ষটীর ন্যায় মিথ্যা নহে, ইন্দ্রজালবৎ নহে; জগৎ সত্য, কিন্তু অনিত্য, প্রাকৃত। অনিত্য প্রাকৃত বস্তুর উপভোগে কোনও লাভ নাই, তবে অনিত্য প্রাকৃত বস্তু যদি ভগবৎ-প্রীতির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলেই তাহার সার্থকতা, অন্যথা নিরর্থক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ, আম্রবৃক্ষের প্রকটন প্রভুর ইন্দ্রজাল-চেষ্টিত নহে ; ইহা হইতেছে প্রভুর যোগমায়া-শক্তির কার্য। যোগমায়া হইতেছে ভগবানের লীলার সহায়কারিণী শক্তি, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিচ্ছক্তি। বস্তুতঃ ভগবদ্ধামে সকল বস্তুই সকল সময়ে বিরাজিত ; ভগবানের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া যোগমায়া লীলানুরোধে কোনও বস্তুকে কখনও প্রকটিত করেন, কখনও বা তিরোহিত করেন। ভগবান্ সকল সময়ে স্বীয় ধামেই অবস্থান করেন। প্রভু যে-স্থানে আমবৃক্ষ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার ধাম। আম্রবৃক্ষটী এই ধামে নিত্যই বিরাজিত—তবে এ-পর্যন্ত অপ্রকট ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় যোগমায়া তাহাকে প্রকটিত করিয়াছেন এবং প্রকটলীলায় ব্রহ্মাণ্ড-লীলার অনুকরণে আম্রবৃক্ষেরও জন্মাদি সমস্ত লীলা যথাক্রমে—অবশ্য বিশ্বাসের অযোগ্য অত্যল্প সময়ের মধ্যে—যোগমায়া প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। যাঁহারা ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি মানেন না, লীলার নিত্যত্ব এবং ব্রহ্মাণ্ড-লীলার প্রাকট্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য এ-সকল কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন ; কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে, ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের অবতরণে, এবং ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিত্বে বিশ্বাসবান্ লোকের নিকটে এ-সমস্ত অসম্ভব নহে।

বৈদ্য মুকুন্দকে কটাক্ষ বা পরিহাস করিয়া প্রভু জানাইলেন—মুকুন্দ-কথিত ব্রহ্মবিদ্যামতে শ্রীরামচন্দ্রও মায়াময়, ঐন্দ্রজালিকসৃষ্ট দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের তুল্য ; কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র হইতেছেন বস্তুতঃ সত্য, অনন্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তদ্রূপ, আম্রবৃক্ষটীও ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ মুকুন্দের মতে মায়াময়, ইন্দ্রজালবৎ-মিথ্যা। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা মিথ্যা নহে, সত্য। ফলগুলিও মিথ্যা নহে।

প্রভুর পরিহাসময় বাক্যের অন্তরালে যে-সত্য নিহিত রহিয়াছে, কবিরাজগোস্বামী তাহা পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীমদনগোপালের কৃপাতেই কবিরাজগোস্বামী প্রকৃত সত্য জানিতে পারিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥ চৈ. চ. ১৮।৭৩॥"

৭। মুরারিগুপ্তের অন্নভোজন

প্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরের একটী ঘটনা। নিত্যানন্দও তখন নবদ্বীপে আসিয়াছেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু একদিন নিজগৃহে বসিয়া আছেন। এমন সময় মুরারিগুপ্ত সে-স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। তিনি প্রভুর কৃপায় আগেই জানিয়াছিলেন—নিত্যানন্দ হইতেছেন প্রভুর বড়ভাই। তাই তিনি যাইয়া প্রথমে নিত্যানন্দকে, তাহার পরে প্রভুকে নমস্কার করিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরূপ করিলে কেন ?" মুরারি বলিলেন—"প্রভু ! লওয়াইলে যেন।" প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মুরারিকে বিশেষরূপে কৃপা করিলেন, তাঁহাকে চর্বিত তাম্বূল দিলেন। "ভাই" বলিয়া মুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন। গৌর-নিত্যানন্দের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট মুরারি ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে আসার পরেও মুরারি গৌর-প্রেমবিহ্বল। "অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত গেলা নিজবাসে। এক বোলে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে খল-খলী হাসে॥ পরম উল্লাসে বোলে 'করিব ভোজন'। পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল নিবেদন॥ বিহ্বল মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের রসে। 'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে॥ ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে। 'খাও খাও খাও কৃষ্ণ' এই বোল বোলে॥ হাসে পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যভার। পুনঃপুন অন্ন আনি দেই বার বার॥ 'মহাভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে। 'কৃষ্ণ' বলি গুপ্তেরে করয়ে সাবধানে॥ মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন। কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥ যত অন্ন দেয় গুপ্ত প্রভু তাহা খায়।—চৈ. ভা. মধ্য, ২০শ॥ ৩০৫ পৃঃ॥"

গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াই মুরারিগুপ্ত গৃহে ফিরিয়াছেন। তাঁহার বাহ্যস্মৃতি নাই। অভ্যাসবশতঃই বোধ হয় বলিলেন "করিব ভোজন"। অথবা, গৌরপ্রেমের আবেশে গৌরকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার অভিপ্রায়ই তিনি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পতিব্রতা গৃহিণী অন্ন-ব্যঞ্জন ও ঘৃত আনিয়া দিলেন। গুপ্ত অন্ন-ব্যঞ্জনের সহিত ঘৃত মাখিয়া "খাও খাও খাও কৃষ্ণ" বলিয়া গ্রাসে গ্রাসে অন্ন গৌরকৃষ্ণের মুখে দিতেছেন। সমস্ত গ্রাসের অন্ন যে মাটীতে পড়িয়া যাইতেছে, মুরারিগুপ্ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার মন নিবিষ্ট গৌরকৃষ্ণে, অন্য অনুসন্ধান তাঁহার নাই; অন্ন যে মাটীতে পড়িতেছে, তাহা তিনি কিরূপে জানিবেন? স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া পতিব্রতা পত্নী হাসিতে লাগিলেন। "মহাসতী মুরারিগুপ্তের পতিব্রতা। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে হই সচকিতা॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২০শ॥" তিনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, মুরারিগুপ্ত গৌরকৃষ্ণের মুখেই অন্ন দিতেছেন। প্রথমে যে অন্ন দিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়া গেল; তিনি পুনরায় অন্ন আনিয়া দিলেন। মুরারি তাহাও গৌরকৃষ্ণকে খাওয়াইলেন। তাঁহার পত্নী আবার অন্ন আনিয়া দিলেন; তাহাও শেষ হইয়া গেল। গুপ্তপত্নী এইভাবে পুনঃপুনঃ অন্ন দিতেছেন, গুপ্তও পুনঃপুনঃ গৌরকে খাওয়াইতেছেন; তাঁহার আনন্দের সীমা নাই—"গৌরকৃষ্ণ তৎপ্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেছেন।" তাঁহার পত্নী জানেন—"মহাভাগবত গুপ্ত।", তিনি জানিতে পারিয়াছেন, গুপ্তের ভক্তির প্রভাবে গৌরকৃষ্ণ মুরারির দেওয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেমবতী গুপ্তপত্নী বোধ হয় মনে করিলেন, গৌরকৃষ্ণের অতিরিক্ত ভোজন হইতেছে; শুদ্ধপ্রেমের প্রভাবে তিনি বোধ হয় মনে করিলেন, অতিভোজনে প্রাণপ্রিয় গৌরকৃষ্ণের অসুখ হইতে পারে। ভক্ত-দত্ত-দ্রব্য-লোলুপ ভক্ত-বৎসল গৌরকৃষ্ণ মুরারির ভক্তির বশীভূত হইয়া মুরারি যত দিবেন, ততই খাইবেন। তাই তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া পতিকে সাবধান করাইলেন —"গৌরকে আর যেন না খাওয়ান।" গৌরকৃষ্ণ যে মুরারিপ্রদত্ত সমস্ত অন্নই ভোজন করিয়াছেন, তাহা তিনিই পরের দিন ভাগ্যবান্ মুরারিকে জানাইয়াছেন। "বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জানায়।"

পরের দিন প্রাতঃকালে মুরারিগুপ্ত নিজগৃহে বসিয়া আছেন; তখনও তিনি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডগমগ। হঠাৎ প্রভু আসিয়া সে-স্থানে উপস্থিত। তাঁহার দর্শনমাত্রেই মুরারি উঠিয়া পরমানন্দে প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন এবং প্রভুকে আসনে বসাইলেন। তখন তুইজনের মধ্যে কথাবার্তা চলিল।

গুপ্ত—প্রভু, কি জন্য শুভাগমন?

প্রভু—চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি; আমার বিষ্টম্ভ (অজীর্ণরোগ) হইয়াছে।

গুপ্ত—প্রভু, অজীর্ণরোগ কেন হইল? গতকাল কি কি জিনিস খাইয়াছ?

প্রভু—আরে বেটা, কি জন্য আমার অজীর্ণ হইয়াছে, তাহা তুই কিরূপে জানিবি? তুই তো সব ভুলিয়া গিয়াছিস্। তোর পত্নী সব জানে। "খাও খাও" বলিয়া তুই আমার মুখে পুনঃপুনঃ অন্ন দিলি; তুই দিলে, আমি তাহা না খাইয়া কিরূপে থাকিতে পারি? তোর দরুণই আমার অতিভোজন হইয়াছে, তাহাতেই আমার অজীর্ণ। ঔষধও তোরই জল।

এইরূপ বলিয়া প্রভু মুরারির জলপাত্র ধরিয়া জল পান করিলেন, জল তো নয়, যেন ভক্তিরস। প্রভুর এতাদৃশী কৃপা দেখিয়া মুরারিগুপ্ত প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন এবং প্রেমাবেশে মুরারির পরিজনবর্গও কান্দিতে লাগিলেন। "যত অন্ন দেই গুপ্ত, তাহা প্রভু খায়। বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তকে জানায়॥ বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণপ্রেমানন্দে। হেনকালে প্রভু আইলা, দেখি গুপ্ত বন্দে॥ পরম আনন্দে গুপ্ত দিলেন আসন। বসিলেন জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥ গুপ্ত বোলে 'প্রভু কেনে বিজয়াগমন?' প্রভু বোলে 'বিষ্টম্ভের চিকিৎসা-কারণ॥' গুপ্ত বোলে 'কহ দেখি অজীর্ণ-কারণ। কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন॥' প্রভু বোলে 'আরে বেটা! জানিবি কেমনে। 'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥ তুঞি পাসরিলি যবে তোর পত্নী জানে। তুঞি দিলি, মুঞি বা না খাইমু কেমনে॥ কি লাগি চিকিৎসা কর অন্য বা পাচন। বিষ্টম্ভ মোহার তোর অন্নের কারণ॥ জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল। তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল॥' এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র। জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র॥ কৃপা দেখি মুরারি হইল অচেতন। মহাপ্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন॥—চৈ. চ. মধ্য, ২০শ॥ ৩০৫ পৃঃ॥"

মুরারিগুপ্ত যখন "খাও খাও" বলিয়া অন্ন দিতেছিলেন, তখন প্রভু ছিলেন প্রভুর গৃহে, মুরারি মুরারির গৃহে। তথাপি প্রভু মুরারির অন্ন ভোজন করিয়াছেন—সম্ভবতঃ সকলের অদৃশ্য আবির্ভাবে। এ-স্থলে প্রভুর অদ্ভুত ঐশ্বর্যের প্রকাশ। এই লীলায় প্রভুর ভক্তবাৎসল্য, ভক্তদ্রব্য-লোলুপতাদিও প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে তিনি অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন,—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গীতা॥ ৯।২৬॥—যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, বা জলমাত্রও প্রদান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্বক অর্পিত তাহা (পত্র-পুষ্পাদিও) ভোজন করিয়া থাকি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। মুরারিগুপ্তের আত্মহত্যা-প্রয়াস-প্রসঙ্গ

মুরারিগুপ্তের আত্মহত্যার প্রয়াসও মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী ঘটনা। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

মুরারিগুপ্ত গৌরগত-প্রাণ। ক্ষণকালের জন্য গৌরবিরহও তাঁহার অসহ্য। একদিন তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—"জীবের প্রতি করুণাবশতঃ ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন; আবার অন্তর্ধান প্রাপ্তও হয়েন। কখন তিনি লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহা তিনিই জানেন, অপর কেহ জানে না। আবার প্রকটকালেও তাঁহার লীলার ভঙ্গী বুঝা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে সবংশে সংহার করিলেন; আবার সেই সীতা-দেবীকেই পরে বর্জন করিলেন। আবার যে-যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের তুল্য, তাঁহাদের নিধনও শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুও জগতের কল্যাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন; আবার কখন তিনি লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। আমার জীবিতকালে যদি তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার বিরহদুঃখ আমার পক্ষে অসহ্য হইবে। আবার, এখন তিনি আমার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার এই কৃপা কোনও সময়ে আমার প্রতি নিগ্রহের ভঙ্গীও ধারণ করিতে পারে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলেও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ হইবে আমার পক্ষে অসহনীয়। সুতরাং "সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবত অবতার। তাবত চিন্তিয়ে আমি নিজ প্রতিকার॥" আমার পক্ষে এক্ষণেই দেহত্যাগ করা কর্ত্তব্য। "দেহ এড়িবার মোর এই সে-সময়। পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয়'।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া মুরারিগুপ্ত নিজের হাতে নিজের গলায় ছুরি দিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু নিজের হাতে নিজের গলায় ছুরির আঘাতের যন্ত্রণা তো উপেক্ষণীয় নয়? গৌরের চরণ চিন্তা করিতে করিতে ছুরির আঘাত করিলে মুরারির নিকটে সেই যন্ত্রণাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে।

মুরারিগুপ্ত গোপনে একখানা তীক্ষ্ণধার কাতি (কাটারি) আনিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন—রাত্রিকালে তিনি তাঁহার সঙ্কল্পের অনুরূপ ভাবে দেহত্যাগ করিবেন। "এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে মনে। খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥ আনিঞা থুইল কাতি ঘরের ভিতরে। 'নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে'॥ চৈ. ভা. মধ্য খণ্ড, ২০শ॥ ৩০৭ পৃঃ॥" এ-সকল কথা মুরারি কাহারও নিকটেই প্রকাশ করেন নাই।

কিন্তু সর্বজ্ঞ প্রভু সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন—মুরারির সঙ্কল্পের কথা, কাতি আনার কথা, কোন্ স্থানে তাহা লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাও প্রভু জানিতে পারিলেন। প্রভু তাড়াতাড়ি মুরারির গৃহে আসিলেন। "সত্বরে আইলা প্রভু মুরারি-ভবন। সম্ভ্রমে করিলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুপ্ত চরণ-বন্দন॥ আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা কহে। মুরারিগুপ্তেরে হই বড়ই সদয়ে॥—চৈ. ভা. মধ্য, ২০শ॥ ৩০৭ পৃঃ॥"

কতক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন—"গুপ্ত! বাক্য রাখিবা আমার?" গুপ্ত বলিলেন—"প্রভু তোমার বাক্য রাখিব না কেন? আমার এই দেহই তো তোমার প্রভু!" তখন প্রভু বলিলেন—"যাহা বলিলে, তাহা সত্য তো?" গুপ্ত বলিলেন—"হাঁ প্রভু, সত্য।"

তখন প্রভু মুরারির কানের নিকটে মুখ নিয়া মুরারিকে বলিলেন—"কাতি খানি দেহ মোরে। যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে। তাহা আনি দেহ—আছে ঘরের ভিতরে॥ চৈ. ভা.॥ ৩০৭ পৃঃ॥" প্রভুর কথা শুনিয়া, " 'হায় হায়' করি গুপ্ত মহা দুঃখ মানে। মিছা কথা কহিল তোমারে কোন্ জনে॥—চৈ. ভা. মধ্য, ২০শ॥ ৩০৭ পৃঃ॥"

মুরারি বুঝিলেন, তাঁহার সঙ্কল্প বান্চাল হইয়া যাইতেছে। তখনও তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্পে স্থির। বলিলেন—"প্রভু, কে তোমার নিকটে মিথ্যা কথা বলিল? আমি তো দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্পও করি নাই, কাতিও আনি নাই।"

মুরারির কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"মুরারি! খুব তো চাতুরী দেখাইতেছ! অপরে আমার নিকটে কি বলিবে? আমি নিজেই সমস্ত জানিয়াছি। কে তোমাকে কাতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাহাও আমি জানি এবং তুমি কোথায় কাতি লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহাও আমি জানি।" একথা বলিয়া সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী প্রভু নিজেই মুরারির ঘরের মধ্যে যাইয়া কাটারি বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "—গুপ্ত! এই তোমার ব্যভার। কোন্ দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার॥ তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা। হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥ এখনে মুরারি মোরে দেহ' এই ভিক্ষা। আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবে শিক্ষা॥ কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর। হস্ত তুলি দিলা নিজ শিরের উপর॥ 'মোর মাথা খাও গুপ্ত! মোর মাথা খাও। যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও॥' আথেব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমিতলে। পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে॥ সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ। গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২০শ॥ ৩০৭-৮ পৃঃ॥"

ভগবদ্‌বিরহ-দুঃখ-ভয়ে ভক্ত প্রাণত্যাগ করিতে চাহেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করেন, প্রাণত্যাগ করিতে দেন না। "প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহো না পারে মরিতে॥ গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন। তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥ চৈ. চ. ৩৷৪৷৫৯-৬০॥"

উল্লিখিত ঘটনায় প্রভুর সর্বজ্ঞত্বরূপ ঐশ্বর্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্বচিত্তাকর্ষকত্ব এবং ভক্তবাৎসল্যও প্রকটিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। সপ্ততালবৃক্ষ-বিমোচন

শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি

সন্ন্যাসের পরে নীলাচল হইতে মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া একসময়ে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। দণ্ডকারণ্যে অতিবৃদ্ধ, অতিউচ্চ এবং অতিস্থূল সাতটী তালবৃক্ষ ছিল; প্রভু তাহাদিগকে আলিঙ্গন করামাত্র তাহারা সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল, তাহাদের পূর্ব অবস্থান-স্থানটী শূন্য পড়িয়া রহিল। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, মহাপ্রভু—"ধনুতীর্থ দেখি কৈল নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে। ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে॥ সপ্ত তালবৃক্ষ তাহাঁ কানন-ভিতর। অতিবৃদ্ধ অতিস্থূল অতি উচ্চতর॥ সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল। সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥ শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার। লোকে কহে—এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার॥ সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম। ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥—চৈ. চ.॥ ২।৯।২৮৩-৮৭॥"

শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি

শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় সপ্ততালবৃক্ষ-বিমোচনের কথা বলিয়া গিয়াছেন।—"এবং ব্রহ্মন্ বিপ্র পথি প্রবীণান্ তমালবৃক্ষান্ জগদেকবন্ধুঃ। দৃষ্ট্বা হসন্ ধারণমেব কৃত্বা সংস্পর্শেননাপি সমুদ্দধার॥ তদৈব তে সপ্তগন্ধর্ব্বরূপাস্তদ্দর্শনানন্দসমুদ্রমগ্নাঃ। হিত্বা স্বপাপং মুনিশাপজং প্রভুং নত্বা যযুস্তে নিজশাসনং শুভম্॥—কড়চা॥ ৩।১৬।১-২॥—হে বিপ্রবর! জগদেকবন্ধু প্রভু পথে যাইতে যাইতে প্রবীণ সাতটী তমালবৃক্ষ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে ধারণ করিলেন এবং স্পর্শমাত্রই তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তৎক্ষণাৎই তাহারা সাতটী গন্ধর্ব্বের রূপ ধারণ করিয়া প্রভুর দর্শনজাত আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইল এবং মুনি-শাপজ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া স্বীয় মঙ্গলময় স্থানে গমন করিল।"

কড়চায় "তালবৃক্ষ"-স্থলে "তমালবৃক্ষ" লিখিত হইয়াছে।

কবি-কর্ণপূরের উক্তি

কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে সপ্ততাল-বিমোচনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

"গচ্ছন পথি প্রেমবিভিন্নচেতা হসত্যলং রোদিতি নির্ভরার্ত্তঃ। বিভিন্নধৈর্য্যশ্চলিতস্ততোঽসৌ দদর্শ সপ্তোচ্ছ্রিততালবৃক্ষান্॥ বিলোক্য তাংস্তালতরূন্ কৃপালুঃ প্রত্যেকমাশ্লিষদাত্তহর্ষঃ। অত্রান্তরে তে দিবমীযিবাং সঃ শূন্যা স্থলী সা সহসৈব যাতা॥ ক এষ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভোস্তৎ বিচিত্রনানানুভবস্তু লোকে। অতর্কনীয়ো মহিমা কৃপালোশ্চিত্রং কৃপায়াঃ কিমশক্যমাস্তে॥—মহাকাব্য॥ ১৩।১৭-১৯॥—প্রেমবিহ্বলচিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পথে চলিতে চলিতে কখনও খুব হাস্য করিতেছেন, কখনও বা অত্যন্ত আর্তির সহিত রোদন করিতেছেন। এইরূপে ধৈর্য্যহারা হইয়া চলিতে চলিতে তিনি অত্যুন্নত সাতটী তালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। কৃপালু প্রভু তালবৃক্ষগুলিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষের সহিত তাহাদের প্রত্যেকটীকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনের পরে সহসাই সেই বৃক্ষগণ দিব্য-ধামে গমন করিলে ঐ স্থানটী শূন্য হইয়া পড়িল। বিচিত্র-নানানুভব মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ইহা কি এক অতর্ক্য মহিমা! কৃপালু মহাপ্রভুর কৃপার পক্ষে কি-ই বা অসম্ভব।”

কর্ণপূরের উক্তির সহিত কবিরাজগোস্বামীর উক্তির পার্থক্য কিছু নাই। সপ্ততাল-বৃক্ষ-বিমোচনে মহাপ্রভুর এক অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকটিত হইয়াছে।

বাল্মিকী-রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে (১১শ-১২শ সর্গে) সপ্ততালের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বালিবধের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র সপ্ততালবৃক্ষকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

১০। রথযাত্রাকালে বহু রূপে আত্মপ্রকটন (প্রকাশরূপের প্রকটন)

নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। প্রভুর দর্শনের জন্য গৌড়ের ভক্তগণও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে উপস্থিত। জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা নিজ নিজ রথে আরোহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণের দ্বারা সাতটী সংকীর্তন-সম্প্রদায় গঠন করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন প্রধান গায়ক, তাঁহার সঙ্গে পাঁচজন পালিগান এবং দুইজন মার্দ্দঙ্গিক, একজন নর্তক। প্রভু নিজেই প্রতি সম্প্রদায়ের লোক নির্বাচন করিয়া দিলেন এবং স্বহস্তে সকলকে মাল্যচন্দন পরাইয়া দিলেন। জগন্নাথের অগ্রভাগে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায় কীর্তন আরম্ভ করিলেন। দুই হস্ত উর্ধ্বে তুলিয়া এবং মুখে “হরি হরি” এবং “জয় জগন্নাথ” বলিতে বলিতে প্রভু সাত সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। “জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়। দুই পাশে দুই—পাছে এক সম্প্রদায়। সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল। যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥ শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল। সঙ্কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥ ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি। অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥ সাতঠাঞি বুলে প্রভু “হরি হরি” বলি। “জয় জয় জগন্নাথ” কহে হস্ত তুলি॥—চৈ. চ. ২।১৩।৪৬-৫০॥”

এমন সময়ে প্রভুর এক অদ্ভুত প্রভাব প্রকটিত হইল। তিনি এখন আর এক সম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন না; একই সময়ে সাত সম্প্রদায়ে সাতটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রভু বিরাজিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই মনে করিতেছেন—আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া প্রভু আমাদের সম্প্রদায়েই রহিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায়ে যাইতেছেন না। অন্য লোকদের মধ্যে সকলে অবশ্য প্রভুর এই অদ্ভুত প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, ভক্তির প্রভাবে তিনিই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন। ভাগ্যবান্ রাজা প্রতাপরুদ্রও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং স্বীয় গুরু কাশীমিশ্রের নিকটে তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যও লক্ষ্য করিয়াছেন; রাজা প্রতাপরুদ্র এই ব্যাপার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া সার্ব্বভৌমের সহিত "ঠারাঠারি" করিয়াছেন। "আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ। এককালে সাতঠাঞি করেন বিলাস॥ সভে কহে—প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়। অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥ কেহো লখিতে নারে, অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি। অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে—যার শুদ্ধভক্তি॥ কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত। কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥ প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়। দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥ কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা। কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা॥ সার্ব্বভৌমসহ রাজা করে ঠারাঠারি। আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥ যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে জানিতে পারে। কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥ চৈ. চ. ২।১৩।৫১-৫৮॥"

কতক্ষণ এইরূপ অদ্ভুত লীলা করিয়া প্রভু নিজেই গান করিতে লাগিলেন এবং ভক্তগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ-স্থলেও প্রভু কখনও এক মূর্তিতে, কখনও বা বহুমূর্তিতে গান করিতে লাগিলেন। "এই মত লীলা প্রভু করি কথোক্ষণ। আপনে গায়েন, নাচে নিজ ভক্তগণ॥ কভু এক মূর্ত্তি হয়—কভু বহু মূর্ত্তি। কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥ চৈ. চ. ২।১৩।৬২-৬৩॥"

কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে? একই ব্যক্তি কিরূপে একই সময়ে বহু মূর্তিতে অবস্থিত থাকিতে পারেন? "লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলা-শক্তি করে সমাধান॥ পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈল বৃন্দাবনে। অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে॥ ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন। শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥ —চৈ. চ. ২।১৩।৬৪-৬৬॥"

জীবের পক্ষে এইরূপ প্রভাব-প্রকটন অসম্ভব। শৌভরি ঋষির ন্যায় কোনও কোনও যোগ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কায়ব্যূহ প্রকাশ করিয়া একই সময়ে বহু স্থানে অবস্থিতি করিতে পারেন; কিন্তু কায়ব্যূহে ক্রিয়াসাম্য থাকে। প্রভু যে বহুমূর্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা কায়ব্যূহ নহে; ইহাতে ক্রিয়াসাম্য নাই। ইহা হইতেছে ভগবানের প্রকাশরূপ। সর্বব্যাপক বিভুতত্ত্ব ভগবানের পক্ষেই প্রকাশরূপের প্রকটন সম্ভব; জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণেরও এই প্রকার প্রকাশরূপ প্রকটিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত শারদীয় মহারাসে শতকোটি গোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাস চলিতেছে। প্রত্যেক গোপীরই মনে হইল—"যদি শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে নিজের নিকটে পাইতাম, তাহা হইলে প্রাণঢালা সেবা দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের চেষ্টা করিতে পারিতাম।" তাঁহাদের এই প্রেমোত্থা ইচ্ছার প্রভাবে প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণের মনেও অনুরূপ বাসনা জাগিল—"একই সময়ে যদি প্রত্যেক গোপীর নিকটে থাকিয়া গোপীদের সকলের প্রীতিবিধান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হইত।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নরলীল, তাঁহার নর-অভিমান। তিনি যে পরমেশ্বর, তাঁহার যে ঐশ্বর্য আছে, সুতরাং তিনি যে একই সময়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুস্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, ব্রজলীলায় তাহা তিনি মনে করেন না। তাঁহার ঐশ্বর্য আছে বলিয়া তিনি মনে না করিলেও বস্তুতঃ তাঁহার ঐশ্বর্য তো আছেই; কেননা, তিনি স্বয়ংভগবান্। তাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য তাঁহার সেবা করিয়া থাকে—অবশ্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে। রাসলীলাকালে প্রতি গোপীর নিকটে একই সময়ে অবস্থিতির জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। এই ইচ্ছার কথা জানিয়া তাঁহার লীলাশক্তি—ঐশ্বর্যশক্তি—এক এক গোপীর নিকটে তাঁহার এক এক রূপ প্রকটিত করিলেন। ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলাশক্তি যে এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক শ্রীকৃষ্ণরূপ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন, তাহা নহে। বিভুতত্ত্ব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই সর্বত্র বিদ্যমান; প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেও বর্তমান; তবে লোকনয়নের, গোপীদের নয়নেরও, অগোচরে। লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যেক গোপীর নয়নের গোচরীভূত করিলেন মাত্র। লীলাশক্তির এই অদ্ভুত প্রভাবের কথা অবশ্য তিনি জানিতে পারেন নাই, লীলা-রসাস্বাদনেই তিনি তন্ময়; অন্য বিষয়ে তাঁহার অনুসন্ধান নাই। প্রত্যেক গোপীর নিকটে থাকিয়াই তিনি প্রত্যেক গোপীর চিত্তবিনোদন করিতেছেন এবং তাঁহার চিত্তবিনোদনে তাঁহার এমনি তন্ময়তা যে, তিনি মনে করিতেছেন, তিনি কেবল সেই গোপীর নিকটেই আছেন, অন্য কাহারও নিকটে নাই। আবার প্রত্যেক গোপীও তাঁহার প্রাণবল্লভকে নিজের নিকটে পাইয়া তাঁহার সেবায় এমনই তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন যে, তিনি মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহারই নিকটে, অপর কাহারও নিকটেই নাই। সুতরাং এই অদ্ভুত ঐশ্বর্য-বিকাশের কথা শ্রীকৃষ্ণও জানিতে পারেন নাই, কোনও গোপীও জানিতে পারেন নাই। জানিতে পারিলে তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াই পড়িতেন, তাঁহাদের কাহারও পক্ষেই রাসলীলা-রসের অনুভব সম্ভবপর হইত না। নরলীল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য এই ভাবেই আত্মপ্রকট করিয়া থাকে, কেবল রসপুষ্টির জন্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই, শ্রীগৌরসুন্দররূপেও তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য বিরাজিত; অবশ্য যখন তাঁহার নর-অভিমান জাগ্রত থাকে, তখন তাঁহার ঐশ্বর্য আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না; তাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য তাঁহার অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন—তাঁহার অজ্ঞাতসারে। একই সময়ে বহু স্থানে অবস্থানের জন্য যখন তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখন লীলাশক্তিই তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ ভাবে তাঁহার বহুমূর্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। অবশ্য এইরূপ বহুমূর্তি-প্রকটন-বিষয়ে মহাপ্রভুর কোনও অনুসন্ধান থাকে না, কিরূপে বহুরূপ প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি জানেন না, বহুরূপ যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও হয়তো তিনি জানেন না।

একই সময়ে বহুস্থানে সর্বতোভাবে এক রকম বহুরূপের প্রকটনকে "প্রকাশ" বলে। "প্রকাশ" হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ। ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই:—"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥ ল. ভা. ১।২১॥—একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ (বা মূর্ত্তি) যদি একই সময়ে বহুস্থানে প্রকটিত হয় এবং বহুস্থানে প্রকটিত রূপসমূহ যদি মূলরূপের সহিত সর্ব্বতোভাবে একই রকম হয়, তাহা হইলে সে-সকল রূপকে মূলরূপের প্রকাশ বলা হয়।”

এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত লীলাতে প্রভুর “প্রকাশ-রূপই” প্রকটিত হইয়াছে।

১১। বেঢ়াকীর্তনে বহুরূপে আত্মপ্রকটন

মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার, অর্থাৎ অন্তর্ধানের পূর্ববর্তী শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলার, মধ্যে সংঘটিত একটী ঘটনা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গিয়াছেন। ভক্তগণকে লইয়া প্রভু বেঢ়াকীর্তন—জগন্নাথের মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন—আরম্ভ করিয়াছেন। এই কীর্তনকলেও প্রভু সাত সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়েই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। “আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা। জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে গিয়া॥ বেঢ়াকীর্ত্তনের তাহাঁ আরম্ভ করিল। সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল॥ সাতসম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন।— অদ্বৈত আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ॥ বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীনিবাস। সত্যরাজ খান, আর নরহরি দাস॥ সাতসম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ। ‘মোর সম্প্রদায় প্রভু’ ঐছে সভার মন॥—চৈ. চ. ৩।১০।৫৫-৫৯॥”

১২। একদেহেই সর্বদিকে মুখের প্রকটন

দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার দর্শনের জন্য গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে উপনীত হইয়াছেন। একদিন প্রভু সন্ধ্যাসময়ে ভক্তগণকে লইয়া জগন্নাথ-মন্দিরে উপনীত হইলেন এবং সন্ধ্যাধূপ দেখিয়া সে-স্থানে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। জগন্নাথের পড়িছা সকলকে মাল্যচন্দন দিলেন। চারিসম্প্রদায়ে কতক্ষণ কীর্তন করিয়া প্রভু সেই চারিসম্প্রদায় লইয়াই জগন্নাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বেঢ়াকীর্তন আরম্ভ করিলেন। আগে-পাছে চারি সম্প্রদায় কীর্তন করিতেছেন, আর প্রভু মধ্যস্থলে নৃত্য করিতেছেন। “বেঢ়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ। মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥ চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়। মধ্যে তাণ্ডবনৃত্য করে গৌররায়॥ বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা। চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥ অদ্বৈত আচার্য নাচে এক সম্প্রদায়। আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দরায়॥ আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায়-ভিতর॥ মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন। তাহাঁ এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন॥ চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন। সভে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥ চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ। সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥ দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে। কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে॥ পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে। চৌদিকের সখা কহে—চাহে আমাপানে॥ চৈ. চ. ২।১১।২০৭-১৬॥”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বীয় লীলাসঙ্গী গোপবালকগণকে লইয়া পুলিন-ভোজন করিয়াছেন। এই পুলিন-ভোজনে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছিলেন মধ্যস্থলে, তাঁহার চারিদিকে মণ্ডলীবন্ধনে তাঁহার সখা গোপবালকগণ বসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সখা অসংখ্য, অসংখ্যমণ্ডলে তাঁহারা উপবিষ্ট; মণ্ডলস্থ সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেও আছেন, পার্শ্বেও আছেন এবং পশ্চাতেও আছেন। সকল সখার মুখদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তাঁহার লীলাশক্তি—ঐশ্বর্যশক্তি—সকলদিকেই শ্রীকৃষ্ণের মুখ প্রকটিত করিয়া দিলেন; একই সময়ে একই দেহেই শ্রীকৃষ্ণ সকল সখাকে দেখিতে লাগিলেন এবং সখাদের প্রত্যেকেও দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন।

এ-স্থলেও, গৌরকৃষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চতুর্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যাঁহারা নৃত্যগীত করিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলকে একসঙ্গে দেখার জন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইয়াছিল; তাঁহার এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়া লীলাশক্তি প্রভুর একই দেহে সকলদিকে মুখ প্রকটিত করিয়া দিলেন, প্রভুও সকলকে একসঙ্গে দেখিতে লাগিলেন এবং গায়ক ও নর্তকগণের প্রত্যেকেই দেখিতে পাইলেন—প্রভু তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন। দ্বাপরের পুলিন-ভোজনকালে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, প্রভুও দর্শনেই আবিষ্ট, কিরূপে তিনি একই সময়ে সকলকে দেখিতেছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, "দেখিতেছি"—ইহাই মাত্র জানিতেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই লীলাশক্তি এই প্রভাব প্রকটিত করিয়াছেন।

দেহ-দেহি-ভেদহীন বলিয়াই ভগবানের পক্ষে এতাদৃশ প্রভাব বিস্তার সম্ভবপর হয় (১।৫-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৩। আবির্ভাব

যানাদির সাহায্যে, অথবা পদব্রজে চলিয়া, অথবা অন্য কোনও লৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়া, একস্থান হইতে অন্যস্থানে না যাইয়া, হঠাৎ কোনও স্থানে যে আত্মপ্রকাশ, তাহাকে আবির্ভাব বলে।

কখনও যদি এমন হয় যে, মহাপ্রভু নীলাচলে আছেন, নীলাচলে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন, ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপাদি করিতেছেন, অথচ ঠিক সেই সময়েই দূরবর্তী গৌড়দেশে সেন শিবানন্দের গৃহে যদি কেহ তাঁহার দর্শন পায়েন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শিবানন্দের গৃহে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে।

সর্বব্যাপী বিভু বস্তুর পক্ষেই এইরূপ আবির্ভাব সম্ভব, কোনও জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। ভগবান্ হইতেছেন সর্বব্যাপক তত্ত্ব; তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান। "সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস। ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ॥ চৈ. চ. ৩।৬।১২৪॥" তিনি স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান (১।৫-খ অনু)। একস্থানে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহে বর্তমান থাকিলেও তিনি বস্তুতঃ সর্বব্যাপক। কিন্তু সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও তিনি অব্যক্তরূপেই থাকেন, অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কেননা, শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, তিনি হইতেছেন স্বপ্রকাশতত্ত্ব; যখন যে-স্থানে তিনি কাহারও নয়নের গোচরীভূত হইতে ইচ্ছা করেন, তখন সে-স্থানে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, তাঁহার সঙ্গে আরও বহুলোক থাকিলেও তাঁহারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়েন না। ভগবানের নিজের শক্তিতেই ভগবান্ দৃষ্ট হয়েন, দ্রষ্টার শক্তিতে নহে। তাঁহার শক্তিব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না—যদিও তিনি অমিত অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সদা সর্বত্র বিদ্যমান। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ নারায়ণাধ্যাত্ম-বচন॥"

এইরূপে, সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান অথচ লোকনয়নের অগোচরীভূত ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার নিজেরই শক্তিতে, যদি কখনও কোনও ব্যক্তির নয়নের গোচরীভূত হয়েন, তাহা হইলেই বলা হয়, সেই ব্যক্তির নিকটে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে।

ক। চারিস্থানে প্রভুর নিত্য আবির্ভাব ছিল

সন্ন্যাসের পরে প্রভু নীলাচলেই থাকিতেন। সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরবর্তী ছয় বৎসর তিনি মধ্যে মধ্যে অন্যত্র যাইতেন; কিন্তু বাকী আঠার বৎসর নীলাচল ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও যায়েন নাই। কিন্তু তখনও গৌড়দেশে চারিস্থানে তাঁহার সতত আবির্ভাব হইত—শচীমাতার গৃহে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীবাসের কীর্ত্তনে এবং পানিহাটীতে রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে। "শচীর-মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে। শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥ এই চারি ঠাঞি প্রভুর সতত আবির্ভাব। 'প্রেমাকৃষ্ট হয়ে' প্রভুর সহজ স্বভাব॥ চৈ. চ. ৩।২।৩৩-৩৪॥"

(১) শচীর মন্দিরে আবির্ভাব

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শচীর দুলাল নিমাই নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। যদিও শচীমাতাই নীলাচলে থাকিবার জন্য তাঁহার প্রাণ-নিমাইকে আদেশ দিয়াছেন, তথাপি মাতার প্রাণে সোয়াস্তি নাই; নিমাইয়ের জন্য সর্বদাই তাঁহার প্রাণে হাহাকার। নানাবিধ উপচারে মাতা নিত্যই বালগোপালের ভোগ দিতেন; ভোগের পরে প্রসাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মাতার নয়ন ঝরিতে থাকিত। "এ-সব ব্যঞ্জন, এ-সব পিঠা-পানা নিমাইয়ের কত প্রিয়; থাকিত যদি নিমাই আজ ঘরে, এ-সমস্ত ভোজন করিয়া কত সুখী হইত"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মা অঝোর নয়নে কাঁদিতেন। তাঁহার স্নেহের আকর্ষণে নিমাই আসিয়া প্রসাদী দ্রব্য আহার করিতেন; মা তাহা দেখিতেন; কিন্তু বাস্তবিক নিমাই খাইতেছেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তিনি মনে করিতেন—"আমি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছি, অথবা চিন্তার আবেশে আমি বুঝি আমার নিমাইয়ের স্ফূর্তি দেখিতেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার হেতু হইতেছে এই ঃ—শচীমাতা ছিলেন শুদ্ধবাৎসল্যঘন-বিগ্রহ, নিমাই যে ঈশ্বর, ভগবান্, তাহা তিনি মনে করিতেন না ; তিনি মনে করিতেন—নিমাই তাঁহার ছেলে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যশোদামাতার যেরূপ ভাব ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধে শচীমাতারও ঠিক তদ্রূপ ভাব। প্রভুসম্বন্ধে শচীমাতার যদি ঈশ্বরবুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তিনি মনে করিতে পারিতেন—"নিমাই যখন ঈশ্বর, তখন তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে নীলাচলে থাকিয়াও এক প্রকাশে আমার এখানে আসিয়া ভোজন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়।" কিন্তু নিমাই-সম্বন্ধে শচীমাতার ঈশ্বরবুদ্ধি ছিল না বলিয়া, নিমাইকে তিনি তাঁহার পুত্রমাত্র মনে করিতেন বলিয়া তিনি মনে করিতেন—"নিমাই তো এখন নীলাচলে ; প্রতিদিন এখানে আসিয়া ভোজন করা তো নিমাইয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য আমি দেখিতেছি—নিমাই ভোজন করিতেছে, নিমাইকে আমি দেখিতেছি ; কিন্তু ইহা তো বাস্তবিক সম্ভব নয়। আমি বোধ হয় স্বপ্নই দেখিলাম, অথবা নিমাইয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিমাইকে দেখিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা আমার নিমাইয়ের স্ফূর্তিমাত্র।"

কিন্তু শচীমাতার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া প্রভু যে নিত্যই মায়ের নিকটে আবির্ভূত হইতেন, তাহা সত্য। প্রভু যে প্রতিদিন মায়ের গৃহে আসিয়া ভোজন করিতেন, তাহা প্রভুও জানিতেন ; কেবলমাত্র শচীমাতার পক্ষে স্বপ্ন বা স্ফূর্তি হইলে প্রভুর তাহা জানিবার সম্ভাবনা থাকিত না। প্রভু যে নিত্য আসিয়া ভোজন করিতেন, কোনও বিশেষ দিনের ব্যঞ্জনাদির উল্লেখ করিয়া লোকমুখে তিনি তাহা শচীমাতাকে জানাইতেন। এই রকমের দুয়েকটী ঘটনা এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

এক সময়ে প্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ দামোদর পণ্ডিতকে শচীমাতার নিকটে নদীয়ায় পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,—"মাতাকে কহিয় মোর কোটি নমস্কারে। মোর সুখ-কথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥ 'নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে। এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাঁতে॥' এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ। আর এক গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইহ॥ 'বার বার আসি আমি তোমার ভবনে। মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥ ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান। বাহ্য-বিরহে তাহা স্বপ্ন করি মান॥ এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা। নানা পিঠা-ব্যঞ্জন-ক্ষীর-পায়স রান্ধিলা॥ কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলা ধ্যান। আমা স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান॥ আস্তে ব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল। আমি খাইএ দেখি তোমার বড় সুখ হৈল॥ ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখ পাত। স্বপন দেখিল যেন নিমাঞি খাইল ভাত॥ বাহ্য-বিরহ-দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল। ভোগ না লাগাইল—এই জ্ঞান হৈল॥ পাকপাত্র দেখ—সব অন্ন আছে ভরি। পুনঃ ভোগ লাগাইলে স্থান সংস্কার করি॥ এই মত বার বার করিয়ে ভোজন। তব শুদ্ধ প্রেমে আমা করে আকর্ষণ॥ তোমার আজ্ঞাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আছি নীলাচলে। তোমার নিকটে নেওয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে॥ এই মত বার বার করাইহ স্মরণ। আমার নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ॥' চৈ. চ. ৩।৩।২৬-৩৯॥"

শূন্য পাকপাত্র আবার অন্ন-ব্যঞ্জনে পূর্ণ হওয়ার রহস্যটী এইরূপ বলিয়া মনে হয়। ইহা যে অলৌকিক, তাহা সত্য; কিন্তু লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে ইহা অসম্ভব নহে। শচীমাতার শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম অক্ষুন্ন রাখার জন্যই বোধ হয় লীলাশক্তির এই ভঙ্গী। পাকপাত্র অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে পূর্ণ দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার প্রাণপ্রিয় নিমাই-সম্বন্ধে শচীমাতার পুত্রবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

আর একদিনের কথা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্য গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ প্রতি বৎসরেই নীলাচলে আসেন; চাতুর্মাস্যের পরে প্রভু তাঁহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেন। বিজয়াদশমীর মাসখানেক পরে যে একাদশী হয়, সেই একাদশীতেই চাতুর্মাস্য পূর্ণ হয়। একবার চাতুর্মাস্যের পরে গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায়দানকালে শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকটে শচীমাতার জন্য একখানি জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র এবং জগন্নাথের কিছু প্রসাদ দিয়া প্রভু তাঁহাকে বলিলেন —"এই বস্ত্র মাতাকে দিহ, এসব প্রসাদ। দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥—চৈ. চ. ২।১৫।৪৮॥"

প্রভু আরও বলিলেন,—"নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে। মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে॥ নিত্য যাই দেখি মুই তাঁহার চরণে। স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥ একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত। শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত॥ লেবু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার। শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার॥ প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন। নিমাঞির প্রিয় মোর এ-সব ব্যঞ্জন॥ নিমাঞি নাহিক ঘরে, কে করে ভোজন। মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥ শীঘ্র যাই মুঞি সব করিলুঁ ভোজন। শূন্যপাত্র দেখি অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥ কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত। হেন বুঝি বালগোপাল খাইল সব ভাত॥ কিবা মোর মনঃকথায় ভ্রম হৈয়া গেল। কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল॥ কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাড়িল। এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল॥ অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজন। দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন॥ ঈশানদ্বারায় পুন স্থান লেপাইল।* পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল। এই মত যবে করে উত্তম রন্ধন। মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা ক্রন্দন॥ তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায়ে ভোজনে। অন্তরে মানয়ে সুখ, বাহে নাহি মানে॥ এই বিজয়াদশমীতে হৈল এই রীতি। তাঁহাকে পুছিয়া তাঁরে করাইহ প্রতীতি॥ চৈ. চ. ২।১৫।৫৩-৬৭॥"

অপর একদিনের কথা। প্রভুর আদেশ লইয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত জগদানন্দপণ্ডিত

* ঈশান—শচীমাতার গৃহভৃত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শচীমাতার দর্শনের জন্য নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহার সঙ্গে মায়ের জন্য জগন্নাথের প্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার চরণ বন্দনা করিয়া প্রসাদ-বস্ত্র দিলেন এবং প্রভুর নামেও মাতাকে দণ্ডবৎ জানাইলেন এবং প্রভুর কথা মাতার নিকটে বলিলেন। "জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে। তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রিদিনে॥ জগদানন্দ কহে—'মাতা কোন কোন দিনে। তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে॥ ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা—। মাতা আজি খাওয়াইলেক আকণ্ঠ পুরিয়া॥ আমি যাই ভোজন করি, মাতা নাহি জানে। সাক্ষাত আমি খাই, তেঁহো 'স্বপ্ন' করি মানে॥' মাতা কহে—'কভু রান্ধো উত্তম ব্যঞ্জন। 'নিমাঞি ইহা খায়' ইচ্ছা হয় মোর মন॥ পাছে জ্ঞান হয়—মুঞি দেখিলুঁ স্বপন। পুন না দেখিয়া মোর ঝরয়ে নয়ন॥" চৈ. চ. ৩।১২।৮৮-৯৩॥"

সকল দিনই যে শচীমাতা পুনরায় পাকপাত্র দেখিতেন এবং পাকপাত্র পূর্ণ দেখিয়া পুনরায় বালগোপালের ভোগ লাগাইতেন, তাহা মনে হয় না। যে-দিন ভোগের অন্তে প্রভুকে ভোজন করিতে দেখিতেন এবং প্রসাদপাত্রও শূন্য দেখিতেন, সেই দিনই বোধ হয় পুত্র-স্নেহ-বৈবশ্যবশতঃ রন্ধনশালায় গিয়া পাকপাত্র দেখিতেন এবং পুনরায় ভোগ লাগাইতেন। অন্যান্য দিনও দেখিতেন, যেন নিমাঞি ভোজন করিতেছেন; নিমাঞি সমস্ত ভোজন করিলেও লীলাশক্তির প্রভাবে প্রসাদ-পাত্রের দ্রব্যাদি পূর্ববৎ দৃষ্ট হইত। স্বপ্ন দেখিয়াছেন মনে করিয়া মাতা অঝোর নয়নে কাঁদিতেন। প্রসাদ-পাত্র পূর্ণ দেখিতেন বলিয়া আর পাকপাত্রও দেখিতেন না, পুনরায় ভোগ লাগাইবার প্রশ্নও উঠিত না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শচীমাতার বাৎসল্য-প্রেমকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই লীলাশক্তি প্রসাদপাত্র দ্রব্যপূর্ণ করিয়া রাখিতেন।

(২) নিত্যানন্দের নর্তনে আবির্ভাব

সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে মহপ্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দও তখন প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুকে নীলাচলে রাখিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিবেন, বা অন্যত্র যাইবেন—এইরূপ সঙ্কল্প তাঁহার ছিল না; প্রভুর সঙ্গে থাকাই ছিল সঙ্কল্প। প্রভু যখন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য শ্রীনিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হয়েন নাই বলিয়া শ্রীনিতাই নীলাচলেই রহিলেন। দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে গেলেন; চাতুর্মাস্য-অন্তে প্রভু তাঁহাদিগকে দেশে যাইবার আদেশ দিলেন এবং তখন প্রভু,—"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥ রামদাস গদাধর আদি কথো জনে। তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে॥ মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব। অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥ চৈ. চ. ২।১৫।৪৩-৪৫॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুকে ছাড়িয়া গৌড়ে যাওয়ার ইচ্ছা শ্রীনিতাইয়ের ছিল না; তথাপি প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া তিনি গেলেন; কিন্তু পরের বৎসরেই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আবার নীলাচলে আসিলেন। চাতুর্মাস্যের অন্তে গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায়দান-কালে শ্রীনিত্যানন্দকেও গৌড়ে যাওয়ার আদেশ করিয়া,—"নিত্যানন্দে কহে প্রভু—শুনহ শ্রীপাদ। এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ॥ প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা। গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সকল করিবা॥ তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে। আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে॥ নিত্যানন্দ কহে—আমি দেহ তুমি প্রাণ। দেহ-প্রাণ ভিন্ন নহে—এই ত প্রমাণ॥ অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন। যে করাহ, সেই করি, নাহিক নিয়ম॥ তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন। এই মত বিদায় দিল সব ভক্তগণ॥ চৈ. চ. ২।১৬।৬২-৬৭॥"

প্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও প্রভুর প্রতি অনুরাগের আতিশয্যবশতঃ শ্রীনিতাই প্রতিবর্ষেই নীলাচলে আসিতেন। পরেও প্রভু শ্রীনিতাইকে বলিয়াছিলেন, তিনি যেন বার বার নীলাচলে না আসেন। "নিত্যানন্দে কহেন—তুমি না আইস বার বার। তথাই আমার সঙ্গ হইব তোমার॥ চৈ. চ. ৩।১২।৮০॥"

প্রথম বর্ষেই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন—"নিতাই! তুমি গৌড়ে থাকিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রকাশ করিবে।" আর "মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব। অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥ চৈ. চ. ২।১৫।৪৫॥" তথাপি প্রতিবর্ষেই নিতাই আসেন বলিয়া শেষকালে প্রভু বলিলেন—"তুমি না আইস বার বার। তথাই আমার সঙ্গ হইব তোমার॥ চৈ. চ. ৩।১২।৮০॥" এবার প্রভু বলিলেন—"সেখানেই আমার সহিত তোমার সঙ্গ হইবে।" পূর্বে বলিয়াছেন—প্রভু অলক্ষিতে শ্রীনিতাইয়ের নৃত্য দেখিবেন—"অলক্ষিতে"—বোধ হয় শ্রীনিত্যানন্দের অলক্ষিতে। কিন্তু তাতে তো নিতাইয়ের তৃপ্তি হইতে পারে না। তাই শেষ কালে বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গ অনুভব করিবে, অর্থাৎ তোমার নৃত্যকালে আমি উপস্থিত থাকিব, তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।" এইরূপে জানা গেল, শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমাবেশে যখন নৃত্য করিবেন, তখন প্রভুও আবির্ভাবে তাঁহার নৃত্য দর্শন করিবেন এবং শ্রীনিতাইও প্রভুকে তখন দেখিতে পাইবেন।

এক সময় শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দের সহিত পানিহাটীতে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে আসিয়াছিলেন। দিনশেষে তিনি রাঘব-মন্দিরে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ভক্তবৃন্দকে নৃত্য করাইয়া পরে তিনি নিজে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের এই নৃত্য দেখিবার জন্য মহাপ্রভু সে-স্থানে আবির্ভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "প্রভু বিশ্রাম কৈল, যদি দিনশেষ হইল। রাঘব-মন্দিরে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল॥* ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়। শেষে

* প্রভুপ্রভু—নিত্যানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্য করে—প্রেমে জগত ভাসায়॥ মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন। সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্যজন॥ নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন। উপমা দিবার নাহি এ-তিন ভুবন॥ নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে। মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥ চৈ. চ. ৩।৬।১০০-১০৪॥"

(৩) শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে আবির্ভাব

সন্ন্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু একবৎসর-কাল অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তন করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখনও শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন-কালে প্রভু নিত্যই আবির্ভাবে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতেন। প্রভু নিজেই শ্রীবাসের নিকটে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিদায়ের কালে, "শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন। কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন—॥ তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব॥ তুমি দেখা পাবে, আর কেহো না দেখিব॥ চৈ. চ. ২।১৫।৪৬-৪৭॥"

মুরারিগুপ্তের কড়চায় দেখা যায়, মহাপ্রভু স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে শ্রীবাসপণ্ডিত বলিয়াছিলেন "হে প্রভু, তোমার বিরহে কি প্রকারে জীবিত থাকিব?", তখন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার দেবালয়ে আমি নিত্য স্বয়ং অবস্থান করিব, ইহাতে তুমি বিস্মিত হইও না। (২।১৮।২২)।" শুনিয়া শ্রীবাস ভাবিলেন—"ইনি সর্বব্যাপী, কাহারও বশীভূত নহেন। (২।১৮।২৩)।"

(৪) রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে আবির্ভাব

শ্রীল রাঘবপণ্ডিত ছিলেন গৌর-গোবিন্দগত-প্রাণ। পানিহাটীতে তাঁহার শ্রীপাট ছিল। মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবা-পরিপাটীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কৃষ্ণসেবাতে তাঁহার যেমন প্রীতি, তেমনি শুচিতা ও শুদ্ধতা ছিল। প্রতিদিন তিনি নানাবিধ উপাদেয় বস্তুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইতেন। তিনি প্রতিদিন মহাপ্রভুর জন্যও ভোগ লাগাইতেন এবং প্রভু তাহা ভোজনও করিতেন। রাঘবপণ্ডিত মধ্যে মধ্যে প্রভুর দর্শন পাইতেন। "নানা প্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন। অমৃত-নিন্দয়ে, ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥ রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ—অমৃতের সার। মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বারবার॥ পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়। মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক বাড়ায়॥ প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন। মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥ চৈ. চ. ৩।৬।১০৯—১২॥"

খ। স্থানবিশেষে সাময়িক আবির্ভাব

মহাপ্রভু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সাময়িক ভাবেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ-স্থানে কয়েকটী সাময়িক আবির্ভাবের কথা বলা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) কূর্মক্ষেত্রে গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবের সম্মুখে আবির্ভাব

দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু এক সময়ে কূর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত; এজন্য স্থানটীর নাম কূর্ম্মক্ষেত্র। কুর্ম্মদেবের দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। "প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈলা। দেখি সর্ব্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥ আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইলা দেখিবারে। প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হইল চমৎকারে॥ দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা—বোলে 'কৃষ্ণ হরি'। প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি॥ চৈ. চ. ২।৭।১১১-১৩॥"

সেই গ্রামে কূর্ম-নামে এক পরমভাগবত বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তিনি প্রভুকে নিজ গৃহে নিয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভুর ভিক্ষা করাইলেন। "কূর্ম্ম-নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ। বহু শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন। সেই জল বংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥ অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল। গোসাঞির শেষান্ন সবংশে খাইল॥ 'যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে। সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥ আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন। আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্মকুল ধন॥ কৃপা কর মোরে প্রভু! যাই তোমার সঙ্গে। সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে॥' প্রভু কহে—ঐছে বাত কভু না কহিবা। গৃহে বসি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥ যারে দেখ, তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥ চৈ. চ. ২।৭।১১৮-২৬॥"

প্রভু সেই রাত্রিতে কূর্মবিপ্রের গৃহেই রহিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে স্নান করিয়া চলিয়া গেলেন। কূর্মবিপ্র তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বহুদূর পর্যন্ত গেলেন; প্রভুকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, যেন প্রাণ ফাটিয়া যায়। অনেক যত্ন করিয়া প্রভু তাঁহাকে ঘরে পাঠাইলেন।

সেই গ্রামে বাসুদেব নামে এক মহাশয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার "সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ —সেহো কীড়াময়; অঙ্গ হৈতে সেই কীড়া খসিয়া পড়য়। উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠায়॥ চৈ. চ. ২।৭।১৩৩-৩৪॥" তিনি রাত্রিকালে শুনিলেন, কূর্মবিপ্রের গৃহে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, অপূর্ব তাঁহার রূপ, অদ্ভুত তাঁহার প্রেমবিকার। তাঁহার দর্শনের জন্য বাসুদেবের ইচ্ছা হইল; কিন্তু সম্ভবতঃ প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া রাত্রিতে আসিলেন না, পরের দিন প্রাতঃকালে প্রভুর দর্শনের জন্য তিনি কূর্মবিপ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কূর্মবিপ্রের মুখে যখন শুনিলেন, প্রভু পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন, তখন বাসুদেবের দুঃখের অবধি রহিল না। "প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া। ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা। সেই ক্ষণে প্রভু আসি তাঁরে আলিঙ্গিলা॥ চৈ. চ. ২।৭।১৩৬-৩৭॥"

মূর্ছাভঙ্গের পরে বাসুদেব প্রভুর চরণদর্শন পাইলেন না বলিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরণ করিয়া আর্তির সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন, নানাভাবে দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অন্তর্যামী প্রভু সে-স্থানে না থাকিলেও তাঁহার দৈন্য, আর্তি ও বিলাপের কথা জানিয়া হঠাৎ বাসুদেবের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। "প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল। আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥ প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন। শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন॥ বহু স্তুতি করি কহে—শুন দয়াময়। জীবে এই গুণ নাহি—তোমাতেই হয়॥ মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া। এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥ চৈ. চ. ২।৭।১৩৮-৪২॥"

"প্রভু, আমার সমস্ত অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, কীড়াময় কুষ্ঠ। ইহা ছোঁয়াচে রোগ; তাই কোনও লোকই আমার নিকটে আসে না। আমার এই বীভৎস দেহ দেখিয়া, দেহের দুর্গন্ধ দেখিয়া পামর লোকগণও দূরে পলায়ন করে। এতাদৃশ আমাকে যে তুমি নিজের ইচ্ছায় আলিঙ্গনদ্বারা স্পর্শ করিলে, ইহাতেই জানা যাইতেছে—তুমি জীব নহ, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। স্বতন্ত্র ঈশ্বর ব্যতীত কোনও জীবই—তিনি হউন না কেন পরদুঃখ-কাতর, হউন না কেন জীবের প্রতি পরম দয়ালু, তথাপি কোনও লোকই—গলিত-কুষ্ঠরোগী আমাকে আলিঙ্গনের কথা তো দূরে, স্পর্শও করিবেন না। প্রভু, আমি নিতান্ত অধম, পামর; তাহাতে সন্দেহ নাই; নচেৎ আমার গলিতকুষ্ঠরোগই বা হইবে কেন? কিন্তু প্রভু, সেই অবস্থাতেই আমি ভাল ছিলাম বলিয়া মনে হয়। সুন্দর দেহ থাকিলে লোকের যে অভিমান জন্মে, গলিতকুষ্ঠী আমার সেই-রূপ অভিমানের অবকাশ ছিল না। বরং নিজের প্রতি ধিক্কারই জন্মিত। কিন্তু প্রভু, তোমার স্পর্শের অচিন্ত্যশক্তিতে আমার কুষ্ঠরোগ তো গেলই, দেহখানিও অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। এখন তো প্রভু আমার অভিমান জন্মিবে—সুন্দর দেহের অভিমান এবং তোমার এতাদৃশী কৃপাপ্রাপ্তির অভিমান। অভিমান জন্মিলে তোমার চরণস্মৃতি তো প্রভু আমা হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইবে।" ভাগ্যবান্ বাসুদেবের চিত্তে বোধ হয় আরও একটী ভাব ছিল, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। সেই ভাবটী বোধ হয় এইরূপ—"প্রভু, ছিলাম ভাল; কেহ আমার নিকটে আসিত না; নির্বিঘ্নে তোমার নাম-গুণাদি স্মরণ-কীর্তন করিতে পারিতাম। এক্ষণে তোমার কৃপায় আমার ঘৃণিত রোগ দূরীভূত হওয়ায় এবং সুন্দর দেহ হওয়ায় বহু লোক আমাকে দেখিতে আসিবে, আমার প্রতিষ্ঠাও সর্বত্র ঘোষিত হইবে। তখন তো প্রভু তোমার চরণে মন স্থির করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তুমি প্রভু স্বতন্ত্র ভগবান্, পরম-কৃপালু। আমার ঘৃণিত ব্যাধি দেখিয়া তোমার কৃপালুতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমার রোগ দূর করার জন্য তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছ। রোগ দূর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছ, সুন্দর দেহ দিয়াছ। প্রভু, তুমি আমার ভাল করিলে, কি মন্দ করিলে, বুঝিতে পারিতেছি না।”

বাসুদেবের কথা শুনিয়া, “প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান। নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥ কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥ এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধানে। দুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥ চৈ. চ. ২।৭।১৪৩-৪৫॥”

বাসুদেবকে আশ্বাস দিয়া প্রভু অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া বাসুদেব ও কূর্মবিপ্র প্রভুর বিরহ-দুঃখে বিহ্বল হইয়া পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—প্রভুর আবির্ভাব বাসুদেব যেমন দেখিয়াছেন, কূর্ম-বিপ্রও তেমনি দেখিয়াছেন। প্রভু কি ভাবে তাঁহাদের নিকটে আসিয়াছেন, তাহা যেমন তাঁহারা দেখেন নাই, কি ভাবে চলিয়া গেলেন, তাহাও তেমনি তাঁহারা দেখেন নাই। হঠাৎ তিনি তাঁহাদের নয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন—ইহাই আবির্ভাব। আবার হঠাৎ প্রভু তাঁহাদের নয়নের অগোচর হইলেন—ইহাই অন্তর্ধান।

এই ব্যাপারে প্রভুর ঐশ্বর্য দুই রকমে অভিব্যক্ত হইয়াছে—আবির্ভাবে (এবং অন্তর্ধানেও) এবং স্পর্শমাত্রে বাসুদেবের গলিতকুষ্ঠ-দূরীকরণে (এবং তাঁহার সুন্দরদেহদানে)।

(২) পানিহাটীতে সাময়িক আবির্ভাব

সপ্তগ্রামের শ্রীল রঘুনাথদাস নীলাচলে গৌর-চরণ-সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। বারবার পলাইয়া যায়েন; কিন্তু পিতার লোককর্তৃক ধৃত হইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে এবং প্রহরীবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। অবশেষে তিনি মনে করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত তাঁহার পক্ষে গৌরচরণ-প্রাপ্তি সম্ভব হইবে না। যখন শুনিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটীতে আসিয়াছেন, তখন পিতার আদেশ লইয়া বহু লোকজনের সঙ্গে রঘুনাথ পানিহাটীতে উপনীত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন—“আমার সঙ্গের ভক্তগণকে দধিচিড়া খাওয়াইতে হইবে।” পরমানন্দে রঘুনাথ দধিচিড়া-মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন নীলাচলে; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ধ্যানের প্রভাবে মহাপ্রভু আবির্ভাবে পানিহাটীতে উপস্থিত হইয়া দধিচিড়া ভোজন করিয়াছিলেন এবং চিড়ামহোৎসবের দিন রাত্রিতে আবির্ভাবে রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্যও দর্শন করিয়াছেন এবং তাহার পরে রাঘব-পণ্ডিতের পরিবেশিত প্রসাদও ভোজন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী ১৫।১৮ জ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(৩) সেন শিবানন্দের গৃহে আবির্ভাব

শ্রীকান্ত সেন নামে শিবানন্দ সেনের এক ভাগিনেয় মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপাপাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিও গৌরগত-প্রাণ। তিনি মামার সঙ্গে প্রতিবৎসরেই প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে গমন করিতেন; আবার প্রভুর আদেশে মামার সঙ্গে চাতুর্মাস্যের পরে দেশে ফিরিয়া আসিতেন। একবার এমন হইল যে, দেশে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরেই আবার গৌর-চরণ দর্শনের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পরবর্তী রথযাত্রার পূর্বে মামার সঙ্গে যাইতে পারেন; কিন্তু গৌড়ীয় ভক্তগণকে লইয়া তাঁহার মামা শিবানন্দ সেন নীলাচলে যাত্রা করিবেন বৈশাখ মাসে। তাঁহার উৎকণ্ঠা এত বেশী হইল যে, বৈশাখ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তিনি তাহার আগেই একাকী নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন, মহাপ্রভুও তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপা করিলেন। ভাগ্যবান্ শ্রীকান্ত পরমানন্দে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যখন দুইমাস অবস্থান করিলেন, তখন একদিন প্রভু তাঁহাকে গৌড়দেশে আসার জন্য আদেশ করিয়া বলিলেন,—"ভক্তগণে নিষেধিহ এখানে আসিতে॥ এ-বৎসর তাহাঁ আমি যাইব আপনে। তাহাঁই মিলিব সব অদ্বৈতাদি-সনে॥ শিবানন্দে কহিয়—আমি এই পৌষ মাসে। আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁহার আবাসে॥ জগদানন্দ হয় তাহাঁ, তেহোঁ ভিক্ষা দিবে। সভাকে কহিয়—এ-বর্ষ কেহো না আসিবে॥ চৈ. চ. ৩।২।৩৯-৪২॥"

প্রভুর আদেশে শ্রীকান্ত গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, অদ্বৈতাচার্যাদি রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাত্রার আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীকান্তের মুখে প্রভুর আদেশ পাইয়া তাঁহারা আর যাত্রা করিলেন না।

শ্রীকান্তের নিকটে প্রভু বলিয়াছিলেন, আগামী পৌষমাসে প্রভু হঠাৎ শিবানন্দের গৃহে উপনীত হইবেন, জগদানন্দ রান্না করিয়া প্রভুর ভিক্ষা করাইবেন। শ্রীকান্ত শিবানন্দকে এবং জগদানন্দকেও এই সংবাদ জানাইলেন। তাঁহারা প্রভুর চরণ-দর্শনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ হইতেছেন প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। মধ্যে মধ্যে শচীমাতার সংবাদ লইবার নিমিত্ত এবং নিজের সংবাদ শচীমাতাকে জানাইবার নিমিত্ত প্রভু তাঁহাকে গৌড়দেশে পাঠাইতেন।

পৌষ মাস আসিয়া পড়িল; জগদানন্দও শিবানন্দের গৃহে আসিয়াছেন। প্রভু বলিয়াছেন, পৌষ মাসে তিনি শিবানন্দের গৃহে আসিবেন; কিন্তু পৌষ মাসের কোন্ তারিখে আসিবেন, তাহা বলেন নাই। তাই পৌষ মাসের প্রথম তারিখ হইতেই শিবানন্দ ও জগদানন্দ প্রভুর ভিক্ষার (আহারের) সামগ্রী যোগাড় করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। "পৌষ মাস আইলে দোঁহে সামগ্রী করিয়া। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥ এই মত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা। জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হৈলা॥ চৈ. চ. ৩।২।৪৫-৪৬॥"

মাস প্রায় শেষ হইয়া যাইতেছে, তথাপি প্রভু আসিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ নৃসিংহানন্দ আসিয়া শিবানন্দের গৃহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনীত হইলেন ; আসিয়া—"দোঁহে দুঃখী দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ—। তোমা দোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ? চৈ. চ. ৩।২।৪৮॥" তখন সেন শিবানন্দ তাঁহাকে সমস্ত জানাইলেন—"'আসিব' আজ্ঞা দিলা প্রভু কেনে না আইলা॥"

এই নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রকৃত নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। তিনি ছিলেন নৃসিংহ-দেবের উপাসক। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেও তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। নৃসিংহদেবে তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ। "প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম। 'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥ চৈ. চ. ৩।২।৫২॥" যাহা হউক, শিবানন্দ সেনের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী বোধ হয় ভাবিলেন—"আসিবেন বলিয়াও প্রভু কেন আসিলেন না ? প্রভু তো সত্যস্বরূপ, সত্যবাক্য ; তাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তিনি আবার অত্যন্ত ভক্তবৎসলও ; শিবানন্দও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত। তিনি সেন শিবানন্দের মনে কষ্ট দিতে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। তবে শিবানন্দের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্যই বোধ হয় প্রভু আসিতে বিলম্ব করিতেছেন।" এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয়, প্রভুর সত্যস্বরূপত্ব, সত্যবাক্যত্ব এবং ভক্তবাৎসল্যের ভরসায়, নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সেন শিবানন্দকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"করহ সন্তোষে। আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥ চৈ. চ. ৩।২।৫০ ॥" ব্রহ্মচারীর প্রভাব এবং গৌরপ্রেমের কথা সেন শিবানন্দ এবং জগদানন্দ-পণ্ডিত—উভয়েই বিশেষরূপে জানিতেন। তাঁহার কথায় তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন।

নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী গৌরের ধ্যান করিতে লাগিলেন, প্রীতিভক্তিপূত ধ্যানে তিনি গৌরকে আকর্ষণ করিলেন। তিনি—"দুইদিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল—। পানিহাটী গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥ কালি মধ্যাহ্নে তিনি আসিবেন মোর ঘরে। পাকসামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥ চৈ. চ. ২৩।২।৫৩-৫৪॥"

ব্রহ্মচারী যে-যে দ্রব্য চাহিলেন, সেন শিবানন্দ অত্যন্ত প্রীতি ও আগ্রহের সহিত তৎসমস্ত আনিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী পরের দিন—"প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার। নানা ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর নানা উপহার॥ চৈ. চ. ৩।২।৫৮॥"

নানাবিধ উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মচারী ভোগ বাড়িলেন। যদিও শ্রীগৌরের জন্যই ভোগ রান্না করিয়াছেন, তথাপি তিনি তিনটী ভোগ বাড়িলেন—জগন্নাথের জন্য এক ভোগ, শ্রীচৈতন্যের জন্য এক ভোগ এবং তাঁহার ইষ্টদেব নৃসিংহের জন্য এক ভোগ। তিন জনের নামে তিন জনকে ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া ভোগসম্বন্ধে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়া একাই তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ভোগের দ্রব্য ভোজন করিয়া ফেলিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। "তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥ দেখি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসি শীঘ্র বসিলা চৈতন্য গোসাঞি। তিন ভোগ খাইল, কিছু অবশিষ্ট নাই॥ আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার॥ চৈ. চ. ৩।২।৬০-৬২॥"

একা শ্রীচৈতন্যগোসাঞিই তিন ভোগের দ্রব্য নিঃশেষে ভোজন করিয়াছেন দেখিয়া ব্রহ্মচারী প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে. যেন একটু ওলাহনের ভঙ্গীতে, তিনি চীৎকার করিয়া প্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—"হা হা কি কর কি কর"—বলি করয়ে ফুৎকার॥ জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ। নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ?॥ নৃসিংহের হৈল জানি, আজি উপবাস। ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস॥ চৈ. চ. ৩।২।৬২-৬৪॥"

"একি করিলে প্রভু তুমি! জগন্নাথে এবং তোমাতে কোনও ভেদ নাই, ইহা সত্য; সুতরাং জগন্নাথে নিবেদিত ভোগ তুমি খাইতে পার। কিন্তু প্রভু, তুমি আমার ইষ্টদেব নৃসিংহে নিবেদিত ভোগ কেন খাইয়া ফেলিলে? আমার ইষ্টদেব নৃসিংহ আজ উপবাসীই রহিলেন, দেখিতেছি। তাঁহার দাস আমি কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারি?"

ভক্তবৎসল গৌরসুন্দর যে নিজের ভোগের দ্রব্যও ভোজন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথে এবং নৃসিংহে অর্পিত ভোগের দ্রব্যও ভোজন করিলেন, এই ব্যাপারেও প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য এবং ভক্তবাসনা-পূর্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। নৃসিংহানন্দ জানিতেন, শ্রীচৈতন্য হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—যিনি অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত; সুতরাং জগন্নাথ এবং নৃসিংহও স্বরূপতঃ তিনিই। তথাপি প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার মনে একটা গোপন বাসনা ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তিনটী পৃথক্ ভোগ বাড়িয়াছিলেন। সর্বান্তর্যামী প্রভু তিনটী ভোগের দ্রব্যই নিজে ভোজন করিয়া দেখাইলেন, জগন্নাথ ও নৃসিংহদেবের সহিত তাঁহার কোনও ভেদ নাই। এইরূপেই ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাসনা-পূর্তির জন্য কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃসিংহানন্দের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। তাহাতেই নৃসিংহানন্দেরও আনন্দোচ্ছ্বাস। "ভোজন দেখিয়া যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস। নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস॥ 'স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—চৈতন্যগোসাঞি। জগন্নাথ নৃসিংহসহ কিছু ভেদ নাই॥' ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন। তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন॥ চৈ. চ. ৩।২।৬৫-৬৭॥"

ভোজন করিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন। নৃসিংহানন্দ তাহাও দেখিলেন। কিন্তু সেন শিবানন্দ প্রভুকে মোটেই দেখেন নাই। ব্রহ্মচারী কেন চীৎকার দিয়া এ-সকল কথা বলিতেছিলেন, শিবানন্দ তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। তাই শিবানন্দ ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেনে করহ ফুৎকার?" তখন ব্রহ্মচারী শিবানন্দকে বলিলেন, "—দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার॥ তিন জনার ভোগ তেঁহো একলা খাইল। জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল। চৈ. চ. ৩।২।৬৯-৭০॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবানন্দ নিজে তো কিছুই দেখেন নাই। তাই ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া তাঁহার মনে সংশয় জন্মিল। "ব্রহ্মচারী কি প্রেমাবেশেই এ-সকল কথা বলিতেছেন, না কি সত্য সত্যই মহাপ্রভু একা তিন ভোগের দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন?"—"শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয়। 'কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয়॥' চৈ. চ. ৩৷২৷৭১॥"

শ্রীকান্ত সেনের নিকটে প্রভু বলিয়াছিলেন, পৌষমাসে প্রভু আচম্বিতে শিবানন্দের গৃহে আসিবেন। শিবানন্দ সেনকে প্রভু দেখা দিবেন—একথা বলা হয় নাই। "আচম্বিতে আসার" মর্ম হইতেছে আবির্ভাবে উপস্থিতি, হাটিয়া বা অন্য উপায়ে আসা নয়। আবির্ভাবেই প্রভু ব্রহ্মচারীকে দর্শন দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পরে,—"তবে শিবানন্দে পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী—। সামগ্রী আন, নৃসিংহ লাগি পুনঃ পাক করি॥ তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিল। পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল॥ চৈ. চ. ৩৷২৷৭২-৭৩॥"

যদিও শিবানন্দের নিকটে ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—"তিন জনার ভোগ তেঁহো একলা খাইল। জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল॥ চৈ. চ. ৩৷২৷৭০॥", তথাপি তিনি জানেন, বস্তুতঃ জগন্নাথ ও নৃসিংহের উপবাস হয় নাই। প্রভুর প্রতি প্রীতির উচ্ছ্বাসেই তিনি ওলাহনের ভঙ্গীতে এ-সকল কথা বলিয়াছেন। জগন্নাথ ও নৃসিংহ বাস্তবিক উপবাসী রহিয়াছেন মনে করিলে তিনি পুনরায় রান্না করিয়া উভয়েরই ভোগ দিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; তিনি কেবল নৃসিংহদেবেরই পুনরায় ভোগ দিয়াছেন। তবে কি নৃসিংহদেবের বাস্তবিকই উপবাস হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মচারী মনে করিয়াছেন? না, তাহাও নয়। নৃসিংহদেব হইতেছেন ব্রহ্মচারীর উপাস্য; প্রতিদিন পৃথক্ ভাবে ভোগ দিয়া নৃসিংহদেবকে ভোজন করানো ছিল তাঁহার ব্রত, নৃসিংহদেবের প্রতি প্রীতির আধিক্যবশতঃই তাঁহার এই ব্রত। ভক্ত কখনও তাঁহার ব্রতভঙ্গ করেন না। এজন্য ব্রহ্মচারী পুনরায় নৃসিংহদেবের ভোগ দিয়াছেন। নৃসিংহদেবের পুনরায় ভোগ লাগাইয়া ব্রহ্মচারী ইহাও জানাইলেন যে, মহাপ্রভু একাই বস্তুতঃ তিন ভোগের দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন।

যাহা হউক, পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া সেন শিবানন্দের মনে সংশয় জন্মিয়াছিল—"মহাপ্রভু কি সত্য সত্যই আসিয়াছেন এবং তিন ভোগই একা ভোজন করিয়াছেন? না কি প্রেমাবেশে ব্রহ্মচারী এ-সকল কথা বলিয়াছেন?" এই সংশয় শিবানন্দের মনে রহিয়াই গেল। পরবর্তী রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যখন তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার এই সংশয় দূরীভূত হইয়াছিল এবং তখনই তিনি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রভু বাস্তবিকই পৌষ মাসে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন এবং ভোজন করিয়াছিলেন।

পরের বৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শিবানন্দ নীলাচলে গিয়াছেন। "বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ। নীলাচলে গিয়া দেখিল প্রভুর চরণ॥ এক দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভাতে প্রভু বাত চালাইলা। নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা—॥ গত বর্ষে পৌষে আমা করাইল ভোজন। কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥ শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল। শিবানন্দের মনে তবে প্রতীতি জন্মিল॥ চৈ. চ. ৩।২।৭৪-৭৭॥"

গ। অন্যত্র সাময়িক আবির্ভাব

(১) লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব

পরব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" পরব্রহ্ম হইতেছেন—"সত্যং"—সত্য-স্বরূপ, তাঁহাতে অসত্য কিছু নাই। তিনি "শিবং"—শিব—মঙ্গল, মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহাতে অশিব বা অমঙ্গল কিছু নাই। তিনি "সুন্দরম্"—সুন্দর, সুন্দর-স্বরূপ, তাঁহাতে অসুন্দর কিছু নাই। সত্যত্ব, মঙ্গলত্ব এবং সুন্দরত্ব হইতেছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের স্বরূপগত ধর্ম, তাঁহার স্বভাব।

আবার পূর্বে ইহাও বলা হইয়াছে—পরব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ [১।১৭-ক (১) অনু]; তিনিই জীবের একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটী স্বরূপতঃ পারস্পরিক বলিয়া জীবও তাঁহার প্রিয়। দুর্দৈববশতঃ তাঁহার প্রিয় জীব তাঁহাকে ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা তিনি যদি না করেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে জীবের একমাত্র প্রিয় হইতে পারেন?

(২) জীবনিস্তারের জন্য স্বয়ংভগবানের ব্যাকুলতা

বস্তুতঃ, অনাদি কাল হইতেই সংসারী জীবের উদ্ধারের জন্য স্বয়ংভগবানের ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয়। তাহার প্রমাণ এই। তিনি অনাদিকাল হইতেই তাঁহার নিশ্বাসরূপে অবলীলাক্রমে বেদ-পুরাণ-ইতিহাস প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যো ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতি॥ ২।৪।১০॥" মৈত্রায়ণীশ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন (৬।৩২)। ব্রহ্মাণ্ডবাসী মায়াবদ্ধ জীবের জন্যই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ-সকল বেদ-পুরাণাদিতে তিনি জানাইয়া গিয়াছেন—"জীব! আমার সঙ্গেই তোমার বাস্তব সম্বন্ধ, অপর কাহারও সঙ্গে নয় এবং সেই সম্বন্ধটী হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ; আমিই তোমার একমাত্র প্রিয়, অপর কেহ তোমার বাস্তবিক প্রিয় নহে। দুর্দ্দৈব বশতঃ অনাদিকাল হইতে তুমি আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছ, মায়ার কবলে পতিত হইয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতেছ। আমার দিকে ফিরিয়া চাহ, আমার সঙ্গে তোমার স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা কর, প্রিয়রূপে আমার উপাসনা কর।" কিন্তু মায়ার প্রভাবে দেহসুখ-সর্বস্ব সংসারী জীব বেদ-পুরাণাদি আলোচনা করিলেও, কিম্বা কাহারও মুখে বেদ-পুরাণাদির কথা শুনিলেও, বেদ-পুরাণাদির কথার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না। তাই বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়াও পরমকরুণ ভগবানের চিত্তেও যেন সোয়াস্তি জন্মে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই তিনি যুগে যুগে যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই বেদ-পুরাণাদির কথাই জীবকে জানাইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত কারণে জীব তাহাও গ্রাহ্য করে না। তাই তিনি ব্রহ্মার এক দিনে একবার স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে আপন করিয়া, প্রিয়রূপে, পাওয়ার উপায় যে প্রেম, সেই প্রেমপ্রাপ্তির উপায়ের কথা জানাইয়া থাকেন; যেমন গত দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।" এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"-ইত্যাদি বাক্যে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহাতেও লোকের আগ্রহ জন্মিল না। তাই গত দ্বাপরলীলার অন্তর্ধানের পরে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন—"না, আর উপদেশ নয়। উপদেশে তো সার্ব্বজনীনভাবে কোনও ফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমি এবার কলিতে অবতীর্ণ হইয়া নির্ব্বিচারে সকলকে প্রেমই দিব। 'চারিভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।' " এ-সমস্ত বিবরণ হইতেই জানা যায়, জীবনিস্তারের জন্য জীবের একমাত্র প্রিয় পরমকরুণ ভগবানের কত আগ্রহ, কত ব্যাকুলতা। স্বরূপতঃ তাঁহার সহিতই জীবের বাস্তব সম্বন্ধ বলিয়া, তিনিই জীবের একমাত্র প্রিয় বলিয়াই জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহার এত ব্যাকুলতা।

পরমকরুণ ভগবানের এতাদৃশী ব্যাকুলতা হইতেছে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, স্বরূপগত,—তাঁহার স্বভাব। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ চৈ. চ. ৩।২।৫॥" কেননা, স্বরূপতঃ তাঁহার সহিতই জীবের সম্বন্ধ, অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং তিনিই স্বরূপতঃ জীবের এক মাত্র প্রিয়। তাঁহার এতাদৃশ স্বভাবই হইতেছে তাঁহার সত্যত্বের, শিবত্বের এবং সুন্দরত্বের পরিচায়ক।

শ্রীমন্মাহাপ্রভুও সেই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ই; সুতরাং জীবের উদ্ধার, তাঁহারও স্বভাব। বস্তুতঃ, সর্বলোকের নিস্তারের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। "সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার॥ চৈ. চ. ৩।২।২॥"

(৩) মহাপ্রভুর লোকনিস্তারের উপায় ত্রিবিধ

"সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর অবতার। নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার—॥ সাক্ষাদ্দর্শন, আর যোগ্য ভক্তজীবে। আবেশ করয়ে কাহাঁ, কাহাঁ আবির্ভাবে॥ চৈ. চ. ৩।২।২-৩॥" পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু তিন প্রকারে জীবের উদ্ধার করিয়াছেন—সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন দান করিয়া, যোগ্য ভক্তজীবে আবেশ করিয়া এবং আবির্ভাবে আত্মপ্রকটন-পূর্ব্বক দর্শন দিয়া।

সাক্ষাদ্দর্শনদ্বারা উদ্ধার। প্রভু যখন নীলাচলে ছিলেন, তখন নানা দেশ হইতে নীলাচলে আসিয়া অসংখ্য লোক তাঁহার দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। দক্ষিণ-দেশে, পশ্চিম-দেশে এবং গৌড়-দেশে প্রভুর ভ্রমণকালেও অসংখ্য লোক তাঁহার দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছে।

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন, সপ্তদ্বীপ-নবখণ্ডবাসী লোকগণও এবং দেব-গন্ধর্ব-কিন্নর-গণও মনুষ্যবেশে নীলাচলে আসিয়া সাক্ষাদ্ভাবে প্রভুর দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগত তারিল। একবার যে দেখিল, সে কৃতার্থ হৈল॥ গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। পুন গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া॥ আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ। চৈতন্যচরণ দেখি হইল কৃতার্থ॥ সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।* দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি॥ প্রভুকে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হইয়া। 'কৃষ্ণ' কহি নাচে সভে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ চৈ. চ. ৩।২।৬-১০॥"

আবির্ভাব ও আবেশদ্বারা উদ্ধার। সংসারী লোক সকলে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতে পারে নাই। তাহাদের উদ্ধারের জন্যও প্রভুর ব্যাকুলতা। তাহাদের উদ্ধারের জন্য প্রভু নানা স্থানে নানা সময়ে আবির্ভাবরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন এবং যোগ্য ভক্ত জীবে আবিষ্টও হইয়াছেন।

অন্যত্র সাময়িক আবির্ভাব

পূর্ববর্তী ক ও খ অনুচ্ছেদে যে আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে, জীবনিস্তার তাহার উদ্দেশ্য নহে। জীবনিস্তারই যদি তত্তৎস্থলে উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সকলেই তাঁহার আবির্ভাব-রূপের দর্শন পাইত। কিন্তু পূর্ববর্তী ক ও খ অনুচ্ছেদে—নিত্য-আবির্ভাব-স্থলে, কি সাময়িক আবির্ভাব-স্থলে—যে সমস্ত আবির্ভাবের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সে-সমস্ত আবির্ভাবে ব্যক্তি-বিশেষই প্রভুর আবির্ভাবরূপের দর্শন পাইয়াছেন, সকলে পায়েন নাই। সকলে যাহাতে তাঁহার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেও পরমকরুণ মহাপ্রভু নানা সময়ে নানা স্থানে সাময়িকভাবে তাঁহার আবির্ভাবরূপ প্রকটিত করিয়াছেন।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে আবেশের কথা বলা হইতেছে।

১৪। আবেশ

লৌকিক জগতে আমরা ভূতাবিষ্ট লোকের কথা কখনও কখনও শুনিয়া থাকি। যাঁহার উপরে ভূতের আবেশ হয়, তিনি নিজের নাম, ধাম, এমন কি নিজের অস্তিত্বের কথাও ভুলিয়া যায়েন। তিনি যাহা বলেন, তাহা ভূতের কথা, যাহা করেন, তাহাও সেই ভূতের আচরণ। মহাপ্রভুর আবেশ যাঁহার উপরে হয়, তাঁহারও তদ্রূপ অবস্থা হয়। তাঁহার নিজের নাম-ধাম-অস্তিত্বাদির কথা তিনি ভুলিয়া যায়েন; তাঁহার মুখে যে কথা বাহির হয়, তাহা মহাপ্রভুরই কথা এবং তিনি যাহা করেন, তাহা মহাপ্রভুরই আচরণ। তবে পার্থক্য এই যে, ভূতাবিষ্ট লোকের চেহারার পরিবর্তন হয় না, তাঁহার নিজস্ব চেহারাই থাকে; কিন্তু যাঁহাতে মহাপ্রভুর আবেশ হয়, তাঁহার চেহারাও ঠিক মহাপ্রভুর চেহারার মতন হইয়া যায়—সেই রকম উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সেই রকম ভাবাদি।

---

* সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শালমূল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। নবখণ্ড—জম্বুদ্বীপের নয়টী ভাগ; ইহাদিগকে বর্ষও বলে। তাহাদের নাম—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, কুরু, হিরণ্ময়, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কোনও লোকের উপরেই মহাপ্রভুর আবেশ হয় না। আবেশ-কালে প্রভু যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তি ধারণ করিবার যোগ্যতা যাঁহার আছে, তাঁহাতেই আবেশ হয়। যাঁহার চিত্তে ভক্তির বিশেষ বিকাশ নাই, তিনি প্রভুর সেই শক্তিও ধারণ করিতে পারেন না। এতাদৃশ "যোগ্য ভক্তজীবেই" আবেশ সম্ভব।

শক্ত্যাবেশ-অবতারও "মহত্তম জীব।" শক্ত্যাবেশ-অবতারে ভগবানের কোনও কোনও শক্তির অংশমাত্র সঞ্চারিত হয়, শক্তির পূর্ণতম বিকাশ হয় না। "জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ ল. ভা. ১।১৮॥—জনার্দন ভগবান্ জ্ঞান-শক্ত্যাদির কলা (অংশ) দ্বারা যে সকল জীবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগকে আবেশ (আবেশ-অবতার) বলে। তাঁহারা মহত্তম জীবই।" আবেশাবতারে আংশিকভাবে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার স্থায়িত্ব আছে, তাহা সাময়িক নহে; যতদিন তিনি প্রকট থাকেন, ততদিনই সেই শক্তি তাঁহাতে থাকে। তাঁহার চেহারাও, যাঁহার শক্তিতে তিনি আবিষ্ট হয়েন, তাঁহার চেহারার মতন হয় না।

যাঁহাতে মহাপ্রভুর আবেশ হয়, তাঁহাকে আবেশাবতার বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। যেহেতু, প্রথমতঃ, এই আবেশ হইতেছে সাময়িক, আবেশাবতারের ন্যায় স্থায়ী নহে। দ্বিতীয়তঃ, এই আবেশে আবিষ্ট "যোগ্য ভক্ত জীবের" বর্ণাদি মহাপ্রভুর বর্ণাদির মতন হইয়া যায় এবং তাঁহার দর্শনাদিতেও মহাপ্রভুর দর্শনাদির ন্যায় অন্য জীব প্রেমলাভ করিয়া থাকে; আবেশাবতারে এতাদৃশ প্রভাব থাকে না। তৃতীয়তঃ, এই আবেশে মহাপ্রভুর শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয় বলিয়াই মনে হয়; তাহাতেই আবিষ্ট ভক্তের বর্ণাদি মহাপ্রভুর বর্ণাদির মতন হইয়া যায়; আবেশাবতারে শক্তির বিকাশ আংশিকমাত্র এবং তাঁহার বর্ণাদিও ভগবৎস্বরূপের মতন হইয়া যায় না।

যাহা হউক, লোকনিস্তারের জন্য মহাপ্রভু যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার আবির্ভাব-রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তদ্রূপ বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি যোগ্য ভক্ত জীবে আবিষ্টও হইয়াছেন। "এই মত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি। যে কেহো আসিতে নারে অনেক সংসারী॥ তা-সভা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে। যোগ্য ভক্ত জীবদেহে করেন আবেশে॥ সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে। তাঁহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্ব্বদেশে॥ এই মত আবেশে তারিল ত্রিভুবন। গৌড়ে ঐছে আবেশ, করি দিগ্‌দরশন॥ চৈ. চ. ৩।২।১১-১৪॥" গৌড়দেশেও এক স্থানে প্রভুর আবেশ হইয়াছিল, দিগ্‌দর্শনরূপে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ

আম্বুয়া মুলুকে (বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নিকটবর্তী অম্বিকা-নামক স্থানে) নকুল ব্রহ্মচারী নামে একজন অতি উচ্চ অধিকারী পরম বৈষ্ণব বাস করিতেন। মহাপ্রভু যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলাচলে, তখন এক সময়ে নকুল ব্রহ্মচারীতে প্রভুর আবেশ হইয়াছিল। "আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী। পরম বৈষ্ণব তেঁহো—বড় অধিকারী॥ গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল। নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥ গ্রহগ্রস্ত প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা। হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥ অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ—সাত্ত্বিক বিকার। নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার॥ তৈছে গৌর কান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ। তাহা দেখিবারে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ॥ যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম। তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥ চৈ. চ. ৩।২।১৫-২০॥"

গৌড়দেশের নানাস্থান হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া ব্রহ্মচারীর দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখে "কৃষ্ণনাম" উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন; সাক্ষাদ্ভাবে প্রভুর দর্শন পাইলে লোকের যে অবস্থা হয়, আবিষ্ট ব্রহ্মচারীর দর্শনেও সকলের সেই অবস্থা হইল। সেন শিবানন্দ যখন শুনিলেন, "চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে", তখন তিনিও ব্রহ্মচারীকে দেখিবার জন্য অম্বিকায় আসিলেন। কিন্তু শিবানন্দ মনে একটা সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন—"নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে সত্যই কি মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে?" ব্রহ্মচারীকে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিলেন—"মহাপ্রভু তো সর্বান্তর্যামী, সর্ববিৎ। ব্রহ্মচারীর দেহে যদি বাস্তবিকই মহাপ্রভুর আবেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মচারীও সর্বান্তর্যামী এবং সর্ববিৎ হইবেন। বাস্তবিক ব্রহ্মচারীতে তদ্রূপ শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে কিনা, আমি পরীক্ষা করিব।" এইরূপ ভাবিয়া শিবানন্দ সেন অম্বিকায় আসিয়াও ব্রহ্মচারীর নিকটে গেলেন না, দূরদেশে রহিলেন। "পরীক্ষা করিতে তার যবে ইচ্ছা হৈল। বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল—॥ আপনে আমাকে বোলায় 'ইহাঁ আমি' জানি। আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহয়ে আপনি॥ তবে জানি ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশ। এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ॥ চৈ. চ. ৩।২।২২-২৪॥"

ব্রহ্মচারীর সর্বজ্ঞত্বাদি জানিবার উদ্দেশ্যে শিবানন্দ দুইটী বিষয়ে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমতঃ, "শিবানন্দ যে দূরদেশে অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মচারী যদি তাঁহাকে ডাকিয়া নেওয়ান, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, তাঁহাতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে।" দ্বিতীয়তঃ, "শিবানন্দের ইষ্টমন্ত্র (দীক্ষামন্ত্র) কি, তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মচারী আপনা হইতেই যদি তাহা তাঁহাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, তাঁহাতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে।"

প্রথম পরীক্ষাটী বোধ হয় তত নির্ভরযোগ্য নহে; কেননা, বহুলোক যাওয়া-আসা করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যে শিবানন্দের পরিচিতও কেহ থাকিতে পারেন। পরিচিত কেহ তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মচারীর নিকটে জানাইয়া দিতেও পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষাটী সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য; কেননা, শিবানন্দের ইষ্টমন্ত্র কি, তাহা শিবানন্দ এবং তাঁহার দীক্ষাগুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যতীত অপর কোনও লোকই জানেন না; সর্বজ্ঞ প্রভু অবশ্য জানেন। "অসংখ্য লোকের ঘটা—কেহো আইসে যায়। লোকের সংঘট্টে কেহো দর্শন না পায়॥ আবেশে ব্রহ্মচারী কহে—শিবানন্দ আছে দূরে। জন দুই চারি যাহ—বোলাহ তাহারে॥ চারিদিকে যায় লোক 'শিবানন্দ!' বলি। 'শিবানন্দ কোন্?' তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী॥ চৈ. চ. ৩।২।২৫-২৭॥"

প্রথম পরীক্ষায় ব্রহ্মচারী উত্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মচারীর দর্শনের জন্য অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছেন। ব্রহ্মচারীর দর্শনের জন্যই সকলে ব্যাকুল; অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মোটেই অনুসন্ধান নাই; শিবানন্দকে কেহ লক্ষ্য করেন নাই। তথাপি ব্রহ্মচারী জানিতে পারিয়াছেন—শিবানন্দ দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি শিবানন্দকে ডাকিয়া আনার জন্য কয়েকজন লোক পাঠাইলেন। যাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারী পাঠাইলেন, তাঁহারাও জানেন না, শিবানন্দ কোথায় আছেন। তাই তাঁহারা "শিবানন্দ, শিবানন্দ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—"শিবানন্দ কে? কোথায় আছ? শীঘ্র আইস, ব্রহ্মচারী তোমাকে ডাকিতেছেন।"

শুনিয়া শিবানন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, শীঘ্রগমনে আসিয়া ব্রহ্মচারীকে নমস্কার করিয়া নিকটে বসিলেন। তখন আপনা হইতেই, "ব্রহ্মচারী বোলে—'তুমি যে কৈলা সংশয়। একমন হঞা শুন তাহার নিশ্চয়॥ গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি-অক্ষর। অবিশ্বাস ছাড় যেই করিয়াছ অন্তর॥' চৈ. চ. ৩।২।২৯-৩০॥"

দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও ব্রহ্মচারী অতি সন্তোষজনকভাবে উত্তীর্ণ হইলেন। শিবানন্দের জিজ্ঞাসাব্যতীতই আপনা হইতেই ব্রহ্মচারী বলিলেন—"শিবানন্দ! তোমার ইষ্টমন্ত্র হইতেছে চতুরক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্র।"—"তবে শিবানন্দ সেন প্রতীত হইল। অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল॥ চৈ. চ. ৩।২।৩১॥" শিবানন্দ এতক্ষণে নিঃসংশয় হইলেন—নকুল ব্রহ্মচারীতে সত্যসত্যই মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে। এতাদৃশ আবেশও মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যজ্ঞাপক।

১৫। কুক্কুরের মুখে কৃষ্ণনাম-প্রকটন ও তাহার উদ্ধার

কবিরাজগোস্বামীর উক্তি

শিবানন্দ সেন প্রতিবৎসরই গৌড়ীয় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর চরণ-দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইতেন। তিনিই পথে সকলের বাস-স্থানের এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন এবং সকলের দেয় পথকরও দিতেন।

এক বৎসর ভক্তগণকে লইয়া শিবানন্দ নীলাচলে চলিয়াছেন, পথে একটী কুক্কুর আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; কুক্কুরটী তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়ে না। শিবানন্দ বোধ হয় মনে করিলেন—"প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য এই কুক্কুরটীর ইচ্ছা হইয়াছে; তাই সে ভক্তদের সঙ্গ ছাড়ে না।" শিবানন্দ এই কুক্কুরটীকেও অত্যন্ত আদর-যত্নের সহিত সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেয়াঘাটে খেয়ার মাঝি কুক্কুরকে নৌকায় উঠাইতে চাহে না; অতিরিক্ত পয়সা দিয়াও শিবানন্দ কুক্কুরটীকে খেয়া পার করাইয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। "একটী কুক্কুর চলে শিবানন্দসনে। ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥ একদিন তবে এক নদী পার হৈতে। উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে॥ কুক্কুর রহিল, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা। দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা॥ চৈ. চ. ৩।১।১২-১৪॥"

গৌরচরণ-দর্শনার্থীদের প্রতি শিবানন্দ সেনের যে কত প্রীতি ছিল, এই ব্যাপার হইতেই তাহা জানা যায়।

যাহা হউক, পথে এক দিন এক ঘটনা ঘটিল। সকলের বাসাস্থান এবং আহারের বন্দোবস্ত করিয়া যাত্রী ভক্তদের নিয়া শিবানন্দ দানঘাটীতে (পথকর আদায়ের কার্যালয়ে) গেলেন; শিবানন্দই সকলের দেয় কর দিবেন বলায় ঘাটীয়াল (পথকর আদায়ের রাজকর্মচারী) শিবানন্দকে রাখিয়া দিলেন, অন্য সকলে বাসাস্থানে আসিলেন। সকলের দেয় কর চুকাইয়া দিতে শিবানন্দের কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন, সকলেরই আহার হইয়া গিয়াছে, বাকী কেবল শিবানন্দ। শিবানন্দকে যখন আহারের জন্য ডাকা হইল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুক্কুরটী ভাত পাইয়াছে কিনা। জানিতে পারিলেন, কুক্কুর ভাত পায় নাই; তাহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কুক্কুরটীও বাসায় নাই। তখন শিবানন্দ কুক্কুরের অনুসন্ধানের জন্য দশ জন লোককে পাঠাইলেন। তাঁহারা কোথাও কুক্কুরকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শিবানন্দও অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়া সেই রাত্রি উপবাসী রহিলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সকলে নীলাচলে যাত্রা করার প্রাক্কালেও কুক্কুরটীর অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না। সকলেই বিস্মিত হইলেন; কুক্কুরটী গেল কোথায়? প্রভুর চরণ-দর্শনের জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত; সকলে রওনা হইয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। প্রভুও গৌড়দেশবাসী ভক্তদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, সকলকে নিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন এবং গম্ভীরায় ফিরিয়া আসিয়া সকলের সঙ্গে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। আহারের পরে পূর্ব-পূর্ব বৎসরের ন্যায় সকলে বিশ্রামের জন্য নিজ নিজ বাসায় গেলেন।

পরের দিন প্রাতঃকালে সকলে আবার প্রভুর চরণ-দর্শনের জন্য গম্ভীরায় আসিয়া মিলিত হইলেন। প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহারা সকলে দেখিলেন, "—সেই ত কুক্কুর। প্রভু-কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূর॥ প্রসাদ নারিকেল শস্য দেন পেলাইয়া। 'কৃষ্ণ রাম হরি কহ' বোলেন হাসিয়া॥ শস্য খায় কুক্কুর—'কৃষ্ণ' কহে বার বার। দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥ চৈ. চ. ৩।১।২৩-২৫॥"

কুক্কুরটী প্রভুর নিকটে একটু দূরে বসিয়া আছে। প্রভু হাসিতে হাসিতে তাহাকে প্রসাদী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারিকেল দিতেছেন, আর তাহাকে বলিতেছেন—"কৃষ্ণ রাম হরি" বল। কুক্কুরটী প্রসাদী নারিকেল ভোজন করিতেছে, আর আশ্চর্যের বিষয়—বার বার "কৃষ্ণ"-নাম উচ্চারণ করিতেছে। শিক্ষা পাইলে কোনও কোনও পক্ষীকে "কৃষ্ণ, হরি" বলিতে দেখা যায়; কিন্তু কুক্কুরের দ্বারা কেহ যে কখনও "কৃষ্ণ"-নাম বলাইতে পারিয়াছে, ইহা কোথাও দেখা যায় না, শোনাও যায় না। কিন্তু প্রভুর আদেশ-মাত্রে ভাগ্যবান্ কুক্কুরটী পুনঃ পুনঃ "কৃষ্ণ"-নাম উচ্চারণ করিল !! ইহা প্রভুর ঐশ্বর্যের এক অদ্ভুত বিকাশ।

যাহা হউক, সেন শিবানন্দ কুক্কুরটীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন—এই সেই কুক্কুর, যে কখনও নীলাচল-গামী ভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করে নাই এবং পথে এক রাত্রিতে যে ভাত পায় নাই। শিবানন্দ মনে করিলেন—তাঁহার সেবকদের অবহেলাতেই সেই রাত্রিতে কুক্কুর উপবাসী রহিয়াছে এবং সেজন্য কুক্কুরের নিকটে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে। তিনি কুক্কুরের সাক্ষাতে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করার জন্য দৈন্যবিনয়ের সহিত কুক্কুরের চরণে প্রার্থনা করিলেন। "শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ হৈলা। দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥ চৈ. চ. ৩।১।২৬॥"

এই গেল এইদিনের কথা। পরের দিন প্রাতঃকালে ভক্তগণ যখন প্রভুর নিকটে আসিলেন, তখন কুক্কুরটীকে কেহ দেখিতে পাইলেন না, সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া কুক্কুরটি বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে। "আরদিন কেহ তাহার দেখা না পাইল। সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠে গেল॥ ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন। কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাই করিলা মোচন॥ চৈ. চ. ৩।১।২৭-৮॥"

সেন শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপূরও তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক"-নামক গ্রন্থে এই কুক্কুরের প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

কবিকর্ণপূরের উক্তি

কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের দশম অঙ্কে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের অনুগত এক গন্ধর্বের মুখে প্রকাশ করাইয়াছেন,—

"ভগবতো মথুরাগমনাৎ পূর্ব্বমেকস্মিন্নব্দে সর্ব্বেষু পরঃসহস্রেষু লোকেষু চলিতবৎসু কশ্চিৎ কুক্কুরোঽপি রোপিত-যাদৃচ্ছিকেচ্ছঃ শিবানন্দ-নিকটে চলিতঃ। শিবানন্দোঽপি সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত-মালোক্য সশ্রদ্ধমেবানুসন্ধত্তে, প্রতিবসতি, সময়েঽনুচ্ছিষ্টমেবান্নং তস্মৈ প্রযচ্ছতি, যত্র নদ্যাদি-পারং তত্র তদর্থং পৃথক্ যথেষ্টমাতরং দত্ত্বা নাবমারোহয়তি, সোঽপি তদনুপদমেব প্রত্যহং চলতি। এবং বর্ত্মনস্ত্রিভাগপর্য্যন্তং গতে কুত্রাপি দিবসে তদ্ভক্ষ্যমন্নং বিস্মৃত্য ভৃত্যেন ন দত্তম্; পশ্চাৎ তমনবলোক্য 'অহো অদ্য শুনে ভক্ষ্যং ন দত্তম্' ইত্যনুতপতা স্বয়মিতস্ততো নামগ্রাহমাহ্বয়তাপি ন তস্য দর্শনং লব্ধম্। তদবধি পুরুষোত্তম-পর্য্যন্তমেব ন দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ মনঃ কষ্টতরমেবাস্য জাতম্॥ তদন্ন দৈবগত্যা পুরুষোত্তমে সমুত্তীর্ণং তমেব শ্বানং জলধিতীরোপকণ্ঠমেকাকিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবিষ্টস্য ভগবচ্চৈতন্যদেবস্য সমীপে দৃষ্ট্বা শিবানন্দঃ সাপরাধমিব প্রণম্য দূরে স্থিতো বিলোকয়তি। ভগবান্ জগন্নাথপ্রসাদ-নারিকেলশস্যং খণ্ডশঃ প্রক্ষিপ্য দদাতি, কৃষ্ণং ব্রূহীতি চ বদতি, স চ একৈকং ভক্ষয়তি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যপি বদতি। তদপূর্ব্বমালোক্য শিবানন্দঃ পুনস্তং প্রণম্য স্বাপরাধং ক্ষমাপয়তি স্ম। পুনস্তদবধি সোঽতঃপরঃ ন কেনাপ্যদৃশ্যত। মন্যে তেনৈব শরীরেণ রূপান্তরং লব্ধ্বা লোকান্তরং প্রাপ্তঃ॥ ১০।১॥"

মর্মানুবাদ। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মথুরাগমনের পূর্বে কোনও এক বৎসর পর-সহস্র লোক (নীলাচলের পথে) চলিতে থাকিলে যদৃচ্ছাক্রমে একটী কুক্কুরও শিবানন্দের নিকটে নিকটে থাকিয়া চলিতে লাগিল। কুক্কুরটী সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে দেখিয়া শিবানন্দও শ্রদ্ধার সহিত তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, বাসস্থান দিতে লাগিলেন, সময়মত তাহাকে অনুচ্ছিষ্ট অন্নও দিতে লাগিলেন; যেখানে নদী পার হইতে হয়, সেখানে তাহার জন্য পৃথক্ ভাবে যথেষ্ট পয়সা দিয়া নৌকায় আরোহণ করাইতেন। কুক্কুরটীও প্রত্যহ শিবানন্দের পদানুসরণ করিয়াই চলিত। এইভাবে চলিতে চলিতে নীলাচল-পথের তিন ভাগ (তিনচতুর্থাংশ) পর্যন্ত যাওয়া হইলে কোনও এক দিন শিবানন্দের ভৃত্য কুক্কুরকে অন্ন দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে কুক্কুরটীকে সেখানে না দেখিয়া, "অহো! আজ কুক্কুরকে ভক্ষ্য দেওয়া হইল না" ভাবিয়া শিবানন্দ অনুতপ্ত হইলেন এবং তিনি নিজেই কুক্কুরটীকে নাম ধরিয়া ডাকিয়াও তাহার দর্শন পাইলেন না। তদবধি পুরুষোত্তম (নীলাচল) পর্যন্তও পথে কোনও স্থলে কুক্কুরটীকে দেখা গেল না। তাহাতে শিবানন্দের মনে অধিকতর কষ্ট জন্মিল। তাহার পরে, সমুদ্রতীরোপ-কণ্ঠে একাকী উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে দৈবগতিতে পুরুষোত্তমে উপনীত সেই কুক্কুরটীকে দেখিয়া, শিবানন্দ অপরাধীর ন্যায় তাহাকে প্রণাম করিয়া দূরে থাকিয়া তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব খণ্ড খণ্ড করিয়া জগন্নাথের প্রসাদী নারিকেল-শস্য সেই কুক্কুরটীকে ফেলিয়া দিতেছেন এবং "কৃষ্ণ" বল বলিতেছেন। সেই কুক্কুরও এক একটী খণ্ড খাইতেছে, আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপও বলিতেছে। এই অপূর্ব ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তাহাকে প্রণাম করিয়া শিবানন্দ নিজের অপরাধ ক্ষমাপণ করাইলেন। তদবধি তাহার পরে সেই কুক্কুরটীকে কেহই দেখিতে পায় নাই। মনে হইতেছে, সেই শরীরেই রূপান্তর লাভ করিয়া কুক্কুরটী লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। (সেই শরীরেই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তর প্রাপ্তিতে বুঝা যায়—কুক্কুরটীর স্বীয় দেহই সিদ্ধদেহরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং সেই সিদ্ধদেহেই কুক্কুর লোকান্তরে, বৈকুণ্ঠে গিয়াছিল)।

শিবানন্দ সেনের সঙ্গে সঙ্গে গমনকারী কুক্কুর-সম্বন্ধীয় এই বিবরণ শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপূরই নিজে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ২০.৫.১৯৬১, শেষ ৫.৬.১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

ঐশ্বর্যগর্ভ আচরণ

১। ঐশ্বর্যগর্ভ আচরণ

যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব, তাঁহার আচরণে ঐশ্বর্যের বিকাশ স্বাভাবিকই। নরলীল ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার আচরণেও ঐশ্বর্য-বিকাশ স্বাভাবিক। তবে তাঁহার আচরণে কখনও কখনও ঐশ্বর্যের বিকাশ দেদীপ্যমান হইয়া থাকে, কখনও কখনও বা তাঁহার নরবৎ আচরণের অন্তরালে তাহা লুক্কায়িত থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অন্তর্ভুক্তি প্রদর্শন-প্রসঙ্গে এবং তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে যে-সকল ঘটনার কথা বলা হইয়াছে, সে-সকল ঘটনার অনেকগুলির মধ্যেই তাঁহার ঐশ্বর্য দেদীপ্যমানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। নরবৎ-লীলায় তিনি যে-সমস্ত চেষ্টা প্রকটিত করিয়াছেন, সে-সকল চেষ্টাতে নরচেষ্টাই বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এ-সকল নর-চেষ্টার মধ্যেও সময় সময় তাঁহার ঐশ্বর্য প্রচ্ছন্নভাবে (নরচেষ্টার আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে) বিদ্যমান ছিল; চেষ্টার আনুষঙ্গিকভাবে সেই ঐশ্বর্য অনুভূত হওয়ায় অনেকেরই বিস্ময় জন্মিয়াছে। মহাপ্রভুর বাল্যকালেও এতাদৃশ ঐশ্বর্যগর্ভ আচরণ পরিলক্ষিত হইয়াছে। এজন্য প্রভুর বাল্যলীলা-বর্ণনের উপক্রমে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—“বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্। লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্॥ চৈ. চ. ১।১৪।২-শ্লোক॥—যাহা লৌকিকী লীলা হইলেও ঈশ্বর-চেষ্টাগর্ভা, আমি চৈতন্যকৃষ্ণের সেই মনোহারিণী বাল্যলীলার বন্দনা করি।”

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, দামবন্ধনাদি বাল্যলীলাতেও নরশিশুবৎ আচরণের মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে মহাপ্রভুর বাল্যকালের কয়েকটী ঈশ্বর-চেষ্টাগর্ভ আচরণের কথা বলা হইতেছে।

২। উত্তান-শয়নাবস্থায় গৃহে চরণ-চিহ্নের প্রদর্শন

প্রভুর শৈশবে, যখন তিনি কেবল চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে মাত্র পারিতেন, এ-পাশ ও-পাশও হইতে পারিতেন না, চলাফেরা করা তো দূরে, তখন যে তিনি পিতা-মাতাকে গৃহভিত্তিতে শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নবিশিষ্ট স্বীয় চরণ-চিহ্ন দেখাইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে [৫।৫ খ (৩) অনু]।

এ-স্থলে উত্তান-শয়ন (চিৎ হইয়া শুইয়া থাকা) হইতেছে লৌকিকী চেষ্টা; আর গৃহভিত্তিতে চরণ-চিহ্ন-প্রকটন হইতেছে ঈশ-চেষ্টা। দৃশ্যমান ভাবে তিনি গৃহে চলিয়া বেড়ান নাই, শুইয়াই ছিলেন; তথাপি গৃহভিত্তিতে তাঁহার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। **ক্রন্দনের ছলে হরিনাম-প্রচার**

শ্রীনিমাই তখনও শিশু, হামাগুড়িও দিতে পারেন না, কেবল শুইয়াই থাকেন। এই বয়সে অন্য শিশুরা যেমন কাঁদিয়া থাকে, নিমাইও তদ্রূপ কাঁদিতেন। কিন্তু আদর-যত্নাদি করিলে অন্য শিশুদের কান্না থামিয়া যায়, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আদর-যত্নাদিতে নিমাইয়ের কান্না থামে না। প্রতিবেশিনীগণও কোনও প্রকারেই নিমাইয়ের কান্না থামাইতে পারেন না। ইহা দেখিয়া কোনও প্রতিবেশিনী হয়তো বলিলেন—"ও হরি, কিছুতেই যে শিশুর কান্না থামে না।" তাঁহার মুখে "হরি"-শব্দটী শুনা মাত্র নিমাইয়ের কান্না থামিয়া গেল, মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন—হরিনাম উচ্চারণ করিলেই নিমাইয়ের কান্না থামে, আর কিছুতে নহে। তদবধি রমণীরা হাতে তালি দিয়া নিমাইয়ের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতুকভরে হরিনাম করিতেন; শুনিয়া নিমাইও খুব আনন্দ পাইতেন। "তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন। হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥ পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন। কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন॥ চৈ. ভা. আদি ৩য় অধ্যায়॥ করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন। এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন॥ যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ। প্রভু পুনঃ পুন করি করয়ে রোদন॥ 'হরি হরি' বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে। তবে প্রভু হাসি চা'ন শ্রীচন্দ্রবদনে॥ জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজনে মেলি। সদাই বোলেন 'হরি' দিয়া করতালি॥ আনন্দে করেন সভে হরিসঙ্কীর্ত্তন। হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন॥—চৈ. ভা. আদি, ৩য়॥ ২৯ পৃঃ॥" "ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম। নারী সব 'হরি' বোলে, হাসে গৌরধাম॥ চৈ. চ. ১।১৪।১৯॥ বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন। কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন॥ অতএব 'হরি হরি' বোলে নারীগণ। দেখিতে আইসে যেবা সব বন্ধুগণ॥ 'গৌরহরি' বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী। অতএব হৈল তাঁর নাম 'গৌরহরি'। চৈ. চ. ১।১৩।২১-২৩॥"

প্রভুর বর্ণ ছিল গৌর; আর হরিনামে তিনি আনন্দ পাইতেন। তাই নারীগণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে "গৌরহরি" বলিয়া পরিহাস করিতেন। এইভাবে বাল্যকালেই প্রভু ক্রন্দনের ছলে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

এ-স্থলে ক্রন্দন হইতেছে নরশিশুর ক্রিয়া; তন্মধ্যে হরিনাম-প্রচার হইতেছে ঈশ্বর-চেষ্টা।

৪। **গৃহের দ্রব্যাদি ছড়াইয়া ফেলা**

প্রভুর বয়স তখন চারিমাস; ঘরে শুইয়াই থাকেন। যখন ঘরে অপর কেহ থাকেন না, তখন ঘরের সমস্ত জিনিস ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলেন; কিন্তু যখন বুঝিতে পারেন যে, মা ঘরে আসিতেছেন, তখন আবার বিছানায় আসিয়া শুইয়া থাকেন। "এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে। গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥ যে সময়ে যখন না থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ ঘরে। যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিচারে॥[১] বিচারিয়া সকল ফেলায় চারিভিতে। সর্ব্বঘর ভরে তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃতে॥ জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে। শয়নে আছেন প্রভু করয়ে রোদনে॥ 'হরি হরি' বলিয়া সান্ত্বনা করেন মায়। ঘরে দেখে সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥ কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য, চালু, মুদ্গ। ভাণ্ডের সহিতে দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥ সবে চারিমাসের বালক আছে ঘরে। কে ফেলিল হেন কেহ বুঝিতে না পারে॥ সব পরিজন আসি মিলিল তথায়। মানুষের চিহ্নমাত্র কেহো নাহি পায়॥ কেহো বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে। রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে॥[২] শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধমনে। অপচয় করিয়া পলাইল নিজ স্থানে। —চৈ. ভা. আদি, ৩য়॥ ২৯ পৃঃ॥"

এ-স্থলে, বিছানায় শুইয়া থাকা হইতেছে শিশু-চেষ্টা, লৌকিকীলীলা। উঠিয়া গিয়া দ্রব্যসামগ্রী ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করা হইতেছে ঈশ্বর-চেষ্টা এবং অপরের পক্ষে ইহাকে দানবের কার্য বলিয়া মনে করা হইতেছে প্রভুর ঈশ্বর-প্রভাব।

৫। সর্পসঙ্গে খেলা

প্রভু হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন (জানুচংক্রমণ)। সমস্ত অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ভয়ের লেশমাত্রও নাই। সম্মুখে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই ধরিতেছেন। এক-দিন একটী সাপকেই ধরিয়া ফেলিলেন; সাপটিও কুণ্ডলী পাকাইয়া প্রভুকে জড়াইয়া রহিল; প্রভু তাহার উপরেই শয়ন করিলেন। সাপ তাঁহার কোনওরূপ অনিষ্ট করিল না। "জানুগতি চলে প্রভু পরমসুন্দর। কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥ পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে। কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাহি ধরে॥ একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়। ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়॥ কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া। ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া॥ আথেব্যথে সভে দেখি 'হায় হায়' করে। শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥ 'গরুড় গরুড়' করি ডাকে সর্ব্বজন। পিতা-মাতা-আদি ভয়ে করেন ক্রন্দন॥ প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন। পুন ধরিবারে যায় শ্রীশচীনন্দন॥ ধরিয়া আনিয়া সভে করিলেন কোলে। 'চিরজীবী হও' করি নারীগণ বোলে॥—চৈ. ভা. আদি, ৩য়॥ ৩০ পৃঃ॥"

এ-স্থলে অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়ানো হইতেছে শিশু-চেষ্টা; সর্পের উপরে শুইয়া থাকাকেও শিশু-চেষ্টা বলা যায়। কিন্তু প্রভু যখন সাপটীকে ধরিলেন, তখন, বিশেষতঃ প্রভু যখন সর্পের উপরে শয়ন করিলেন, তখন প্রভুর দেহের চাপে রুষ্ট হইয়া সর্পটী যে প্রভুকে দংশন করে নাই, তাহাতে প্রভুর ঈশ্বর-প্রভাব জানা যাইতেছে। সর্পের উপরে শয়ন করিয়া প্রভু কি শেষশায়ী-লীলাই দেখাইলেন? তাহা হইলে তাহাও ঈশচেষ্টাই।

(১) বিচারে—বিথারে, ছড়াইয়া ফেলে।

(২) রক্ষা লাগি—শিশুর গায়ে রক্ষাকবচাদি ছিল বলিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। মাতার নিকটে জ্ঞানযোগ-কথন

প্রভু হাটিতে শিখিয়াছেন (পদচঙ্ক্রমণ)। সমবয়স্ক শিশুদের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ খেলা খেলেন। "একদিন শচী খৈ সন্দেশ আনিয়া। বাটাভরি দিয়া বৈল—'খাও ত বসিয়া।' এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে। লুকাইয়া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥ দেখি শচী ধাঞা আইলা করি 'হায় হায়।' মাটী কাড়ি লঞা কহে—'মাটী কেনে খায়?' কান্দিয়া বোলেন শিশু—'কেনে কর রোষ। তুমি মাটী খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥ খৈ সন্দেশ অন্ন যত—মাটীর বিকার। এহো মাটী সেহো মাটী—কি ভেদ বিচার॥ মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য—দেখহ বিচারি। অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি?॥' অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে—। 'মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে॥ মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়। মাটী খাইলে রোগ হয়—দেহ যায় ক্ষয়। মাটীর বিকার ঘটে পানী ভরি আনি। মাটীপিণ্ডে ধরি যবে—শোষি যায় পানী॥' আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে—। 'আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলা মোরে॥ এবে ত জানিনু, আর মাটী না খাইব। ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব॥' এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া। স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥ এইমত নানাভাবে ঐশ্বর্য্য দেখায়। বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥" চৈ. চ. ১।১৪।২১-৩৩॥"

মাতৃদত্ত খৈ-সন্দেশ না খাইয়া প্রভু মাটী খাইতেছিলেন। ইহা প্রভুর শিশু-চেষ্টা, বাল্যলীলা; শৈশবে একসময়ে শিশুরা মাটী খাইতে ভালবাসে। কিন্তু মাতার প্রশ্নের উত্তরে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা শিশুর কথা নহে—তাহা ঈশ্বর-চেষ্টামাত্র। মাতা রুষ্ট হইতেছেন দেখিয়া নিমাই কাঁদিয়া ফেলিলেন—ইহাও শিশু-চেষ্টা। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা, তুমি কেন রাগ করিতেছ? তুমিই তো আমাকে মাটী খাইতে দিয়াছ, আমার কি দোষ? খৈ বল, সন্দেশ বল, অন্ন বল—সমস্তই তো মাটী হইতে উৎপন্ন, সুতরাং সমস্তই মাটীর বিকার, সমস্তই স্বরূপতঃ মাটী। তুমি যে খৈ-সন্দেশ দিয়াছ, তাহাও যেমন মাটী, আর আমি যাহা খাইতেছিলাম, তাহাও তেমনি মাটী; ইহাতে আর প্রভেদ কোথায়? মা, বিচার করিয়া দেখ—দেহও মাটী, আমাদের ভক্ষ্য অন্নাদিও মাটী; সুতরাং আমার মাটী খাওয়ায় কি দোষ হইল? তুমি যদি অবিচারে আমাকে দোষ দাও, তাহা হইলে আমি আর কি করিব?"

প্রভু এই যে তত্ত্ব-কথা বলিলেন, তাহাতেই তাঁহার ঈশ্বরত্বের প্রকাশ। ঈশ্বরের শক্তি-ব্যতীত কোনও দুগ্ধপোষ্য মনুষ্য-শিশু এরূপ তত্ত্ববিচার-মূলক কথা বলিতে পারে না।

শিশু নিমাইয়ের মুখে এরূপ তত্ত্ববিচারের কথা শুনিয়া শচীমাতা অন্তরে অন্তরে বিস্মিত হইলেন; বিস্মিত হইলেও তাঁহার বাৎসল্যই প্রাধান্য লাভ করিল। মনের বিস্ময় চাপিয়া রাখিয়া তিনি স্নেহের সহিত নিমাইকে বলিলেন—"বাছা! এইসব তত্ত্বজ্ঞান তোকে কে শিখাইল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুন বাছা! মাটী ও মাটীর বিকার এক নহে (তত্ত্বতঃ এক হইলেও গুণের পার্থক্য আছে)। দেখ, অন্ন মাটীর বিকার; কিন্তু অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়; মাটী খাইলে রোগ হয়, দেহ ক্ষয় হয়। আরও দেখ, ঘট হইল মাটীর বিকার; সেই ঘটে করিয়া জল আনা যায়; কিন্তু মাটীর পিণ্ডে যদি জল ধরিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সমস্ত জল শুকাইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় মাটী ও মাটীর বিকার খৈ-সন্দেশ কিরূপে সমান হইতে পারে, বল তো বাবা?”

মাতার কথা শুনিয়া প্রভু আত্মগোপন করিতে (নিজের ঈশ্বরত্ব লুকাইতে) চেষ্টা করিয়া প্রাকৃত শিশুর ন্যায় বলিলেন—“মা, আগে তো তুমি আমাকে এ-সব কথা বল নাই। তোমার কথা শুনিয়া এখন আমি সমস্তই বুঝিলাম, আর আমি মাটী খাইব না, মা। যখন ক্ষুধা পাইবে, তখন তোমার স্তনপান করিব।” ইহা প্রভুর শিশু-চেষ্টা।

৭। দুই চোরের কাহিনী

শিশু নিমাই এখন বাড়ীর বাহিরেও যায়েন। অঙ্গে কিছু অলঙ্কারও থাকে। এই অবস্থায় এক দিন নিমাই বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার দেহের অলঙ্কারের লোভে দুই চোর মিষ্টবাক্য বলিয়া নিমাইকে ভুলাইয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া নিজেদের বাড়ীর দিকে রওনা হইল। কিন্তু প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পথ ভুলিয়া, অনেকক্ষণ ঘুরিয়া তাহারা জগন্নাথ-মিশ্রের বাড়ীর সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মিশ্রের বাড়ীকেই নিজেদের বাড়ী মনে করিয়া নিমাইকে বলিল—“বাপ! এবার নাম, বাড়ী আসিয়াছি।” এখন অলংকার খুলিয়া লইবে—ইহা ভাবিয়া দুই চোর মহা সন্তুষ্ট। চোরদের কথায় প্রভু কোল হইতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে জগন্নাথমিশ্রের কোলে গিয়া উঠিলেন। তখন চোরদ্বয়ের ভ্রম দূর হইল; এক পা দুই পা করিয়া তাহারা পলায়ন করিল। “একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে। যুক্তি করে—‘কার শিশু বেড়ায় নগরে।’ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার। হরিবার দুই চোরে চিন্তে পরকার। ‘বাপ বাপ’ বলি এক চোরে লৈল কোলে। ‘এতক্ষণ কোথা ছিলে?’ আর চোর বোলে॥ ‘ঝাট ঘরে আইস বাপ!’ বোলে দুই চোরে। হাসি বোলে প্রভু—‘চল চল যাই ঘরে।’ আথেব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়। লোকে বোলে—‘যার শিশু সেই লই যায়॥’ অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে। মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে॥ কেহো মনে ভাবে—‘মুঞি নিমু তার-বালা।’ এই মতে দুই চোর খায় মনকলা॥ দুই চোর চলি যায় নিজ মর্ম্মস্থানে। স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে॥ একজন প্রভুরে সন্দেশ দেই করে। আর জনে বোলে—‘এই আইলাঙ ঘরে॥’ এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূর যায়। হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়॥ কেহো বোলে ‘আইস আইস বিশ্বম্ভর।’ কেহো ডাকে ‘নিমাঞি’ করিয়া উচ্চস্বর॥ পরম ব্যাকুল হইলা সর্ব্বজন। জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন॥ সভে সর্ব্বভাবে গেলা গোবিন্দ শরণ। প্রভু লৈয়া যায় চোর আপন ভবন॥ বৈষ্ণবী-মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে। জগন্নাথ-ঘর আইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ-ঘর জ্ঞানে॥ চোর দেখে আইলাঙ নিজ মর্ম্মস্থানে। অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥ চোর বোলে 'নাম বাপ! আইলাঙ ঘর।' প্রভু বোলে 'হয় হয় নামাও সত্বর॥' যেখানে সকলগণে মিশ্র জগন্নাথ। বিষাদ ভাবেন সভে মাথে দিয়া হাথ॥ মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে। স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে॥ নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে। মহানন্দ করি সভে 'হরি হরি' বোলে॥ সভার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ। প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ॥ আপনার ঘর নহে, দেখি দুই চোরে। কোথা আসিয়াছি চিনিতে না পারে॥ গণ্ডগোলে কে কাহারে অবধান করে। চারিদিগে চাহি চোর পলাইল ডরে॥—চৈ. ভা. আদি, ৩য়॥ ৩২-৩৩ পৃঃ॥"

কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন,—"চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া। তার স্কন্ধে চঢ়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥ চৈ. চ. ১।১৪।৩৫॥"

এ-স্থলে বাড়ীর বাহিরে যাওয়া এবং চোরদিগের মিষ্টবাক্যে ভুলিয়া তাহাদের কোলে চঢ়িয়া যাওয়া হইতেছে প্রভুর বাল্য-চেষ্টা। আর, চোরদ্বয়কে ভুলাইয়া নানা স্থান ঘুরাইয়া জগন্নাথমিশ্রের গৃহে আনয়ন, এবং মিশ্রের গৃহকেই চোরদ্বয়ের নিজের গৃহ মনে করানো হইতেছে প্রভুর ঈশ্বর-চেষ্টা। চোরদ্বয়ের পলায়নের সুযোগ-দানও তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টাই। ভঙ্গীতে প্রভু চোরদ্বয়ের কোলে চঢ়িয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

৮। শূন্যপায়ে নূপুরের ধ্বনি

শ্রীবিশ্বম্ভরের শৈশবে একদিন শূন্যপায়ে নূপুরের ধ্বনি প্রকটিত হইয়াছিল। বিভিন্ন চরিতকার তাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি

এক সময়ে শচীমাতা শ্রীবিশ্বম্ভরকে মিশ্র-পুরন্দরের নিকটে যাইতে বলিলে—"পথি প্রয়াতস্য সুতস্য পাদয়োঃ সুরিক্তয়োর্নূপুরনিঃস্বনং মুহুঃ। শ্রুত্বা সশঙ্কঃ কিমিদং কুতঃ স্বনং বাৎস্যঃ শচীং প্রাহ শচী চ বাৎস্যম্। গতে সমীপং তনয়েঽতিবিস্মিতো দৃষ্ট্বা সুরিক্তং সুতপাদপঙ্কজম্। কুতঃ শ্রুতং নূপুরমঞ্জুলস্বনং সুতং সমালিঙ্গ্য মুদং যযৌ দ্বিজঃ॥ কড়চা॥ ১।৬।৩৪-৩৫॥—পুত্র যখন পথে চলিতেছিলেন, তখন তাঁহার রিক্ত (শূন্য) চরণযুগলে পুনঃ পুনঃ নূপুরধ্বনি শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র সশঙ্ক হইয়া শচীদেবীকে এবং শচীদেবীও মিশ্রবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহা কি? কোথা হইতে নূপুরধ্বনি আসিল?' বিশ্বম্ভর নিকটে গেলে মিশ্রপুরন্দর পুত্রের পাদপদ্ম রিক্ত দেখিয়া এবং কোথা হইতে নূপুরের মধুর ধ্বনি শুনা গেল—ইহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন।"

কবিকর্ণপূরের উক্তি

"প্রযাহি তাত স্বপিতুর্গৃহং দ্রুতং তথেতি যাতস্য সবিপ্রকর্ষতঃ। মনোরমঃ সুন্দর-পাদপদ্ময়োঃ ধ্বনিস্তুলাকোটিভবো ব্যবর্দ্ধত॥ পিতা চ মাতা চ সুনূপুরস্বনং পদাব্জয়োঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবলয়োর্ম্মানোরমম্। অকালসংফুল্ল-পয়োরুহোল্লসল্লঙ্ঘব্রতস্যেব রবং তদাশৃণোৎ ॥ পরস্পরং তৌ সভয়ং সমুচতুঃ কুতস্তুলাকোটিরবো মহানিতি। অথৈব মিশ্রো নিকটাগতং সুতং সমাশ্লিষন্নূপুরশব্দহর্ষিতঃ ॥ মহাকাব্য ॥ ২।৮৭-৮৯ ॥

এই উক্তির তাৎপর্য কড়চার উক্তির অনুরূপই।

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তি

"এক দিন ডাকি বোলে মিশ্রপুরন্দর। 'আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর ॥' বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে। রুণুঝুনো করিয়ে নূপুর বাজে পায়ে॥ মিশ্র বোলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।' চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী॥ আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর। কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর॥ 'কি অদ্ভুত!' দুইজন মনে মনে গণে। বচন না স্ফুরে দুই জনের বদনে॥ চৈ. ভা. আদি, ৩য়॥ ৩৩ পৃঃ॥"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি

"শচী বোলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে। মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে॥ চলিতে নূপুর ধ্বনি বাজে ঝন্ঝন্। শুনি চমকিত হৈল পিতামাতার মন॥ মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী। শিশুর শূন্য পায়ে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥ চৈ. চ. ১।১৪।৭৩-৭৫॥"

মুরারিগুপ্ত, কর্ণপূর এবং কবিরাজগোস্বামীর উক্তিতে জানা যায়—শচীমাতাই বিশ্বম্ভরকে মিশ্রপুরন্দরের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাসঠাকুর বলেন, মিশ্রঠাকুরই বিশ্বম্ভরকে পুথি আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। যিনিই পাঠাইয়া থাকুন না কেন, প্রভুর শূন্য পদে নূপুর ধ্বনির কথা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। ইহা অবশ্যই প্রভুর এক ঐশ্বর্যের প্রকাশ। মাতা বা পিতার আদেশ পালনের জন্য চলিয়া যাওয়া হইতেছে প্রভুর বাল্য-চেষ্টা।

৯। আর্দ্রবৃন্ত নারিকেল আনয়ন

শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় (১।৬।২২-২৯-শ্লোকে) লিখিয়াছেন, মাতার প্রতি রুষ্ট হইয়া শ্রীবিশ্বম্ভর শিশুকালে একদিন মাতার মুখে আঘাত করিয়াছিলেন; তাহাতে মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে, সে-স্থানে সমবেত রমণীগণ তাঁহার মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তখন শিশু নিমাই "মা মা" বলিয়া আর্তস্বরে রোদন করিতে করিতে মায়ের মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং তাহাতেই শচীমাতা প্রবুদ্ধ হইয়া পুত্রকে কোলে করিয়া আনন্দ-বিহ্বলা হইলেন। তখন একজন পরিহাস-পরায়ণা নারী নিমাইকে বলিলেন—"তুমি এক্ষণেই যদি দুইটী নারিকেল আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলেই তোমার মাতা সুস্থ হইবেন; নচেৎ তিনি মরিয়া যাইবেন। তোমার মা মরিয়া গেলে তোমার কি উপায় হইবে?" এই কথা শুনিয়াই নিমাই তাড়াতাড়ি মায়ের কোল হইতে নামিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন এবং অবিলম্বে দুইটী নারিকেল আনিয়া মাকে দিলেন। গাছ হইতে সদ্য পাড়িয়া আনা নারিকেলের মতনই এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারিকেল দুইটীর বোঁটা আর্দ্র ছিল। "নারিকেলফলদ্বয়ম্॥ তৎকালপাতনাদম্বুযুক্তবৃন্তযুগম্॥ কড়চা॥ ১।৬।২৮-২৯॥" ইহা দেখিয়া নারীগণ বিস্মিত হইলেন।

শ্রীল কর্ণপূরের উক্তি

কবি কর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে (২।৭৯-৮৪) ঠিক কড়চার অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি

প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, প্রভু—"কভু মৃত্যুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন। মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন। নারীগণ কহে—নারিকেল দেহ আনি। তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী॥ বাহির হইয়া আনিল প্রভু দুই নারিকেল। দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈল বিস্মিত সকল॥ চৈ. চ. ১।১৪।৪২-৪৪॥"

নিমাই তখন শিশু, নারিকেল গাছে উঠিবার সামর্থ্যহীন। এত অল্প সময়ের মধ্যে অপর কাহারও দ্বারা নারিকেল পাড়াইয়া আনাও সম্ভব নয়। অথচ নারিকেল দুইটী আর্দ্রবৃন্ত, সদ্য পাড়া। ইহাই নারীগণের বিস্ময়ের হেতু। এ-স্থলেও শিশু নিমাইয়ের এক ঐশ্বর্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়।

১০। জগদীশ-হিরণ্যের বিষ্ণু-নৈবেদ্য-ভোজন

প্রভুর বাল্যকালে যখন তিনি ক্রন্দন করিতেন, তখন কেহ তাঁহার নিকটে হরিনাম করিলেই তাঁহার ক্রন্দন থামিত। একদিন অসুখের ভাণ করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। সকলে কত হরিনাম করিল, কিন্তু কিছুতেই ক্রন্দন থামে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর প্রভু বলিলেন—"যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যের নিকটে যাও। আজ একাদশী; তাঁহারা উপবাসী থাকিয়া বিষ্ণুর নৈবেদ্যের যোগাড় করিয়াছেন। সেই নৈবেদ্যের জিনিস আমাকে খাইতে দিলে আমি সুস্থ হইব।" ইহা শুনিয়া সকলে প্রমাদ গণিল। জগদীশ ও হিরণ্য একথা শুনিয়া ভাবিলেন, "আজি যে হরিবাসর (একাদশী), শিশু-নিমাই তাহা কিরূপে জানিল? আর আমাদের বিষ্ণু-নৈবেদ্যের কথাই বা জানিল কিরূপে? নিশ্চয়ই এই শিশুর দেহে বালগোপাল আছেন।" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা বিষ্ণুনৈবেদ্য আনিয়া নিমাইকে খাওয়াইলেন, নিমাইয়ের কান্নাও থামিয়া গেল। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন, "একদিন সভে 'হরি' বোলে অনুক্ষণ। তথাপিহ প্রভু পুন করেন ক্রন্দন॥ সভেই বোলিল 'শুন বাপরে নিমাঞি। ভাল করি নাচ এই হরিনাম গাই॥' না শুনে বচন কারো, করয়ে ক্রন্দন। সভেই বোলেন—'বাপ! কান্দ কি কারণ॥' সভে বোলে 'বোল বাপ! কি ইচ্ছা তোমার। সেই দ্রব্য আনি দিব, না কান্দহ আর॥' প্রভু বোলে 'যদি মোর প্রাণরক্ষা চাহ। তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ॥ জগদীশপণ্ডিত, হিরণ্য ভাগবত। এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত॥ একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার। বিষ্ণু-লাগি করিয়াছে যত উপহার॥ সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঙ। তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥' অসম্ভাব্য শুনিয়া জননী করে খেদ। হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ॥ সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন। সভে বোলে 'দিব বাপ! সম্বর ক্রন্দন॥' পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন। জগন্নাথমিশ্র-সঙ্গে অভেদ জীবন॥ শুনিয়া শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর। সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর॥ দুই বিপ্র বোলে 'মহা অদ্ভুত কাহিনী। শিশুর এমত বুদ্ধি কভো নাহি শুনি॥ কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর। কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর॥ বুঝিলাঙ এই শিশু পরম-রূপবান্। অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান॥ এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ। হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥ মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার। আনিঞা দিলেন করি হরিষ অপার॥ দুই বিপ্র বোলে 'বাপ! খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের সাৎ হইল আমার॥' * * সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার। অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সভার॥ হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়। ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥ 'হরি হরি' হরিষে বোলয়ে সর্ব্বজনে। খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্ত্তনে॥ কথো ফেলি ভূমিতে কথো বা কারো গায়। এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়॥ চৈ. ভা. আদি, ৪র্থ॥ ৪১-৪২ পৃঃ॥"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন,—"ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্যসদনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশীদিনে॥ চৈ. চ. ১।১৪।৩৬॥"

এ-স্থলে অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রন্দন হইতেছে প্রভুর নরশিশু-চেষ্টা। আর জগদীশ-হিরণ্যের একাদশীব্রতের কথা এবং তাঁহাদের বিষ্ণুনৈবেদ্য-সজ্জার কথা জানা হইতেছে ঈশ-চেষ্টা।

১১। মুরারিগুপ্তের সহিত প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ

শ্রীল লোচনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (আদি খণ্ড, ৫১-৫৪ পৃষ্ঠায়) মুরারিগুপ্তের সহিত শিশু-নিমাইয়ের এক অদ্ভুত রঙ্গের কথা লিখিয়াছেন।

মুরারিগুপ্ত ছিলেন মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে কয়েক বৎসরের বড়। তিনি প্রথম জীবনে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত জ্ঞানযোগের চর্চা করিতেন এবং অন্যান্য লোকের নিকটেও সেই জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করিতেন।

নিমাই তখন দিগম্বর শিশু। সমবয়স্ক শিশুদের সহিত খেলা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন।—"শিশু শিশু খেলাখেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি, ধূলা-রণে অঙ্গ দিগ্‌বাস। সমান সে বয়ঃক্রম, সভে মেলি এক মর্ম্ম, ঘর্ম্মবিন্দু খেলার আয়াস॥"

একদিন শ্রীনিমাই শিশুদের সঙ্গে এই ভাবে খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে মুরারিগুপ্ত সেই পথে উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন লোকও ছিলেন। হাত ও মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া তিনি সঙ্গী লোকদের নিকটে জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। শ্রীবিশ্বম্ভর তাহা দেখিলেন। দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভরও মুরারিগুপ্তের অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে করিতে তাঁহার পাছে পাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিলেন।—"দেখি বিশ্বম্ভর রায়, তার পাছে পাছে ধায়, অনুগত কৃপার কারণ॥ দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি, পুন করে যোগের বাখান। সেই মতে বিশ্বম্ভরে, যোগের বাখান করে, যেন হাত তেন মুখখান॥"

এইভাবে শ্রীনিমাই শিশুদের সহিত বার বার মুরারিগুপ্তকে পরিহাস করিতেছিলেন। হঠাৎ মুরারি তাহা দেখিয়া ফেলিলেন; রুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন,—"এচ্ছারে কে বোলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল, মিশ্রপুরন্দর-সুত এই। সর্ব্বত্র শুনিএ কথা, ইহারি সে গুণগাথা, ভালে নাম ইহার নিমাই॥"

মুরারিগুপ্তের এ-সকল কথা শুনিয়া শ্রীনিমাই কি করিলেন? "শুনিঞা মুরারিবাণী, হাসি কৈল গুণমণি, অনুগত-কৃপার কারণে। ভ্রূকুটি বদন করি, বোলে বাক্‌চাতুরী, জানাইব ভোজনের ক্ষণে॥"

শ্রীনিমাইয়ের কথা শুনিয়া মুরারি বিস্মিত হইলেন। তিনি তখন নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন এবং গৃহকার্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্যে রত থাকায় নিমাইয়ের কথা ভুলিয়া গেলেন॥ তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় আসিয়া উপনীত হইল।

এদিকে বিশ্বম্ভর কি করিলেন?—"এথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি, কটিতে আটিয়া পিন্ধে ধড়া। শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায়ে যে রসকাঠি, কণ্ঠে লগ্ন মুকুতা ছবেঢ়া॥ নয়ানে অঞ্জনরেখা, পাঁচথুপী বান্ধে শিখা, ঝলমল হেম অলঙ্কার। চরণে মগরা খাড়ু, হাথে লঞা ক্ষীর লাড়ু, চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর॥ মুরারিগুপ্তের ঘর, গেলা নিজ অভ্যন্তর, ভোজন করয়ে বৈদ্যরাজ। মেঘগম্ভীর নাদে, নিজজন-পরসাদে, মুরারি বলিয়া দিলা ডাক॥"

মুরারিগুপ্ত মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছেন; এমন সময় মনোহর সাজে সাজিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর সে-স্থানে উপনীত হইয়া মেঘগম্ভীর-স্বরে "মুরারি" বলিয়া ডাক দিলেন। কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুরারি চিনিলেন—সেই চঞ্চল বালক। তখন তাঁহার মনে পড়িল—এই বালক তো বলিয়াছিল, "জানাইব ভোজনের বেলা।" মুরারি চমকিত হইলেন। "স্বর শুনি স্মঙরিল, বিশ্বম্ভর যে বলিল, গুপ্তবেজা চমকিত চিত। হেনকালে গৌরহরি, কি কর কি কর বলি, সেইখানে হৈল উপনীত॥"

"কি করিতেছ, কি করিতেছ" বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভর মুরারির ভোজন-স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মুরারি ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"তরস্ত না হয়্য তুমি, এইখানে আছি আমি, ভোজন করহ।" মুরারি একটু আশ্বস্ত হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্দ্ধেক ভোজন হইয়াছে, এমন সময় শ্রীবিশ্বম্ভর এক অদ্ভুত কাণ্ড করিলেন, মুরারির ভোজন-পাত্রে প্রস্রাব করিয়া দিলেন। "মধ্য-ভোজন-বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা, থাল ভরি এমুত মুতিল॥" মুরারি "কি কি বলি, ছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছি করি” উঠিলেন। তখন “করতালি দিয়া বোলে গোরা। কর শির নাড়িয়া, ভক্তিযোগ ছাড়িয়া, যোগ বোল এই অভিপারা॥ জ্ঞান-কর্ম্ম উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া, রসিকবিদগ্ধ চিদানন্দ। ভৌতিকে তাঁহার দৃষ্টি, এ নহে ভজনপুষ্টি, নাহি বুঝ, বুদ্ধি অতি মন্দ॥ পরম দয়ালু হরি, তিঁহো সর্ব্বশক্তিধারী, জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা। তেঁহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবন-ধন, না জানিয়া কেনে দেহ ব্যথা॥”

একথা বলিয়া শ্রীগৌরহরি হঠাৎ অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইলেন। মুরারি তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না, কোন্ দিকে কিভাবে গেলেন, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। “ইহা বলি গৌরহরি, কতি গেলা নাহি জানি, মুরারি দেখিতে নাহি পায়।” তখন মুরারিগুপ্ত বিস্মিত হইয়া,—“মনে মনে অনুমান, এহ কভু নহে আন, সত্য পহুঁ শচীর তনয়॥ এত অনুমান করি, তবে সেই মুরারি, আস্তেব্যস্তে চলিলা সত্বর। চলিতে না পারে পথে, অতি আনন্দিত চিত্তে, গেলা যথা শচী পুরন্দর॥” মুরারিগুপ্ত পরমানন্দিতচিত্তে ত্বরিতগতিতে মিশ্রপুরন্দরের গৃহের দিকে ছুটিলেন। “(এথা) শচীজগন্নাথ মেলি, পুত্রেরে দুলাল করি, তুমি মোর সরবস ধন। যেখানে সেখানে যাই, যথা যে বা দুঃখ পাই, দেখি পাসরিয়ে চান্দবদন॥ ইহা বলি দোঁহে মেলি, দুই গালে চুম্ব করি, কোলে করিবারে টানাটানি। হেনকালে মুরারি, সেইখানে বরাবরি, আনন্দে না নিঃসরয়ে বাণী॥”

মুরারিগুপ্তকে দেখিয়া শচী-জগন্নাথ “বৈদ্যেরে করিলা অভ্যুত্থান॥” কিন্তু শচী-জগন্নাথের অভ্যর্থনার দিকে মুরারির লক্ষ্য নাই। তিনি তাঁহাদিগকে কিছু বলিলেন না। মুরারি,—“কারে কিছু না বলিলা, আর সব পাসরিলা, দেখি গোরাচান্দের বয়ান॥ পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা, ধারা বহে নয়ানের জলে। অরুণ কমল আঁখি, ঐ সে প্রেমের সাখী, গদ গদ আধ আধ বোলে॥ থির দাণ্ডাইতে নারে, পড়িয়া চরণতলে, পুনঃ পুনঃ করে পরণাম। দেখিয়া সে বিশ্বম্ভর, মায়ের কোলের ভিতর, সান্ধাইল যেনক অজান॥”

মুরারিগুপ্ত প্রেমাপ্লুতচিত্তে বিশ্বম্ভরের চরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। রঙ্গীয়া নিমাই তাড়াতাড়ি গিয়া মায়ের কোলে প্রবেশ করিলেন, যেন কিছুই জানেন না।

মুরারিগুপ্ত শিশু নিমাইয়ের চরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া শচী-জগন্নাথ নিমাইয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা মুরারিগুপ্তের হাতে ধরিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিলেন—“হায় হায়! মুরারি, তুমি একি করিলে? নিমাই অতি শিশু, তোমার আশীর্ব্বাদের যোগ্য। তুমি তাকে প্রণাম করিতেছ! ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এই বালক তোমার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছে? আমাদের যাহা হওয়ার হউক; তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের বালক চিরজীবী হয়।” শচী-জগন্নাথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাকুতি-মিনতি শুনিয়া,—"হাসি কৈল মুরারি, এ না পুত্র তোহারি, দেবদেবদেব বিশ্বম্ভর॥ বালক লালিছ কাছে, ইহাত জানিবে পাছে, তোর সম নাহি ভাগ্যবান্। সম্বরি রাখিহ মনে, এই মোর বচনে, বিশ্বম্ভর প্রভু ভগবান্॥ ইহা বলি গুপ্তবেজা, না করিল জ্ঞানচর্চ্চা, চলি গেলা হৃদয় সত্বর। পুলকিত সব গা, আপাদমস্তক যা, গেলা যথা অদ্বৈত ঈশ্বর॥" মুরারিগুপ্ত অদ্বৈতাচার্যের নিকটে গিয়া তাঁহার অনুভূতির কথা জ্ঞাপন করিলেন।

এই ব্যাপারে হাত-মুখ নাড়িয়া মুরারিগুপ্তের অনুকরণ, মধ্যাহ্নভোজন-কালে তাঁহার ভোজনপাত্রে প্রস্রাব-ত্যাগ হইতেছে প্রভুর নর-শিশু-চেষ্টা। তাহারই মধ্যে "মধ্যাহ্নভোজন-কালে জানাইব"-এই বাক্য, ভোজন-পাত্রে প্রস্রাব করার পরে জ্ঞানযোগের অসারতা এবং ভক্তিযোগের ও শ্রীকৃষ্ণভজনের সার্থকতা-কথন, মুরারিগুপ্তের চিত্তের পরিবর্তন এবং মুরারি-গুপ্তকর্তৃক প্রভুর স্বরূপের অনুভবাদি হইতেছে প্রভুর ঈশ্বর-প্রভাবের ফল।

১২। গঙ্গাঘাটে চাপল্য

নিমাইয়ের হাতে খড়ি হইয়াছে। এখন তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাঠশালায় যায়েন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে সমবয়স্ক সহপাঠীদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে আসেন।

নবদ্বীপে অসংখ্য লোকের বাস। সকলেই গঙ্গাস্নান করেন। গঙ্গার প্রতিঘাটেই অসংখ্য স্নানার্থী—পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা। তাঁহাদের মধ্যে শান্ত, দান্ত গৃহস্থও আছেন, সন্ন্যাসীও আছেন। যাঁহারা স্নানের জন্য জলে নামেন, স্নানের পরে পরিধানের জন্য শুষ্ক বস্ত্র তাঁহারা তীরে রাখিয়া যায়েন; অনেকে নিত্যকর্মের দ্রব্যাদিও আনেন, সে-সমস্তও তাঁহারা তীরে রাখিয়া জলে নামেন।

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নিমাই সমবয়স্ক বালকদের লইয়া জলে নামেন, পরস্পরের গায়ে "জল-ফেলাফেলি" করেন, আবার গঙ্গায় সাঁতার দিতে থাকেন, "ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে, নানা ক্রীড়া করে। চৈ. ভা. আদি, ৪র্থ অধ্যায়॥" কখনও বা হাতে-পায়ে জল ছিটাইতে ছিটাইতে সাঁতার দিতে থাকেন। তাহাতে স্নানার্থী লোকদের গায়ে নিমাইয়ের পায়ের জল লাগে। ঐভাবে জল ছিটাইবার জন্য সকলে নিষেধ করেন; কিন্তু নিমাই নিষেধ মানেন না। কেহ কেহ তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ধরিতেও পারেন না, হঠাৎ ডুব দিয়া নিমাই অন্যস্থানে চলিয়া যায়েন। কাহারও বা গায়ে মুখ হইতে কুল্লোলের জল দেন। কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারেন না। পায়ের জল, বা কুল্লোলের জল গায়ে পড়াতে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় স্নান করেন, পুনরায় নিমাই তদ্রূপ করেন। এইভাবে অনেককে পুনঃপুনঃ স্নান করিতে হয়। আবার কখনও বা তীরে উঠিয়া কাহারও ধ্যান ভঙ্গ করেন, আর বলেন—"কারে ধ্যান কর, এই দেখ। কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেখ॥ চৈ. ভা. আদি, ৪র্থ॥" কাহারও বা শিবলিঙ্গ লইয়া, কাহারও বা উত্তরীয় লইয়া পলায়ন করেন। যাঁহারা পূজার সজ্জ তীরে রাখিয়া স্নান করিতে জলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামিয়াছেন, তাঁহাদের "পুষ্প, দুর্ব্বা, চন্দন। বিষ্ণুপূজার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন" দেখিয়া সেই আসনে গিয়া বসেন এবং সমস্ত দ্রব্য খাইয়া নিমাই পলায়ন করেন। যাঁহার বিষ্ণুপূজার দ্রব্য নিমাই এইভাবে খাইয়া ফেলেন, তিনি তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিলে নিমাই বলেন—"কেন দুঃখ ভাব মনে। যার লাগি কৈলে, সেই খাইল আপনে॥ চৈ. ভা.॥" কাহারও "সাজি, ধূতি", কাহারও "গীতা পুঁথি" লইয়া পলায়ন করেন। কেহ স্নান করিয়া মহেশের পূজা করিতেছেন, তাঁহার "পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে। 'মুঞিরে মহেশ' বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥ চৈ. ভা.॥" কাহারও অতি শিশুপুত্রের কানে জল দিয়া তাহাকে কাঁদায়েন। কেহ বা স্নান করিয়া উঠিলে তাঁহার গায়ে বালু ছড়াইয়া দেন। আবার গঙ্গাতীরে স্থিত পুরুষের কাপড়ে ও স্ত্রীলোকের কাপড়ে বদল করিয়া রাখেন, "পহ্রিবার বেলে সভে লজ্জায় বিকল।" চৈ. ভা.॥ আদি, ৪র্থ॥ ৪২-৪৩ পৃঃ॥

স্নান করিয়া কুমারী কন্যাগণ যে-স্থানে দেবতা-পূজায় বসিয়াছেন, সেখানে আসিয়া নিমাই তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া বলেন—"আমা পূজ, আমি দিব বর। লক্ষ্মী, দুর্গা দাসী মোর—মহেশ কিঙ্কর॥ আপনি চন্দন পরি, পরেন ফুলমালা; নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥ ক্রোধে কন্যাগণ বোলে—শুনহে নিমাই। গ্রামসম্বন্ধে তুমি আমাসভাকার ভাই॥ আমা সভার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়। না লহ দেবতা সজ্জ, না কর অন্যায়॥ প্রভু কহে—তোমা-সভাকে দিল এই বর। তোমাসভার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর॥ পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্। সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্॥ বর শুনি কন্যাগণের পরম সন্তোষ। বাহিরে ভৎর্সনা করে করি মিথ্যা রোষ॥ চৈ. চ. ১।১৪।৪৭-৫৩॥"

কোনও কোনও কুমারীর সঙ্গে নিমাই উল্লিখিতরূপ আচরণ করিতেছেন দেখিয়া অপর কোনও কোনও কুমারী কন্যা নিজেদের নৈবেদ্য লইয়া দূরে পলায়ন করেন। নিমাই তাঁহা-দিগকে ডাকিয়া ক্রোধভরে বলেন—"যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী। বুড়া ভর্ত্তা হবে, আর চারি চারি সতিনী॥ চৈ. চ. ১।১৪।৫৫॥" শুনিয়া কন্যাগণের মনে ভয় হয়; তাঁহারা ভাবেন—"জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়॥" তাঁহারা নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইর সম্মুখে রাখেন; নৈবেদ্য খাইয়া নিমাই তাঁহাদিগকে ইষ্টবর দেন। আবার কোনও কোনও বালিকার পূজোপকরণ ফল-ফুল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলেন, কাহারও চুলের ভিতরে ওকড়ার ফল ঢুকাইয়া দেন, কাহারও গায়ে বালি ছড়াইয়া দেন বা কুল্লোলের জল দেন।

যাঁহাদের দেবতা-পূজায় বিঘ্ন জন্মিয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেহ জগন্নাথমিশ্রের নিকটে আসিয়া নিমাইর নামে নালিশের ছলে ওলাহন দেন। যে-সকল বালিকার দেবতা-সজ্জ নিমাই ছড়াইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আসিয়া শচীমাতার নিকটে জানান। শচীমাতা তাঁহাদিগকে আদর-যত্ন করিয়া, কোলে করিয়া, খুসী করেন, আর বলেন—"নিমাঞি আইলে আজি এড়িমু বান্ধিয়া। আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৪র্থ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনের পর দিন এইভাবে নিমাইয়ের চাপল্য চলিতে লাগিল ; তাঁহার নামে অভিযোগও চলিতে লাগিল। কিন্তু "যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে। পরমার্থে সভার সন্তোষ বড় মনে॥ কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্রস্থানে। শুনি মিশ্র তর্জ্জেগর্জ্জে সদম্ভ বচনে॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৪র্থ॥ ৪৪ পৃঃ॥"

একদিন বিপ্রগণ মিশ্রঠাকুরের নিকটে এবং কন্যাগণ শচীমাতার নিকটে নালিশ করিয়া পুনরায় গঙ্গাঘাটে গিয়াছেন। জগন্নাথমিশ্র অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া নিমাইকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লাঠি হাতে করিয়া গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন। তাহা "জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥ গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর। সর্ব্ববালকের মধ্যে অতি মনোহর। কুমারিকা সভে বোলে 'শুন বিশ্বম্ভর। মিশ্র আইলেন এই, পলাহ সত্বর॥' চৈ. ভা.॥ আদি, ৪র্থ॥ ৪৪ পৃঃ॥" শিশুগণকে সঙ্গে করিয়া নিমাই কুমারীগণকে ধরিবার নিমিত্ত ছুটিলেন, তাঁহারা পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পিতা আসিতেছেন জানিয়া নিমাই তাঁহার সঙ্গী-দিগকে বলিলেন—"শুন ভাইসব! বাবা যদি তোমাদের নিকটে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা বাবাকে বলিও—"স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার॥ সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিঞা। আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া॥ চৈ. ভা.॥ ৪৪ পৃঃ॥" বালকদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া নিমাই অন্যপথে নিজের গৃহের দিকে চলিলেন।

বেত্রহস্তে মিশ্রবর গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নিমাইকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। নিমাই সেখানে নাই। নিমাইয়ের সঙ্গীদের তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নিমাইয়ের শিক্ষা অনুসারে তাঁহারা উত্তর দিলেন। মিশ্রবর তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন, কৌতুকে যাঁহারা নিমাইয়ের নামে মিশ্রের নিকটে নালিশ করিয়া পুনরায় গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মিশ্রবরকে বলিলেন—"ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে। ঘরে চল তুমি, কিছু বোল পাছে তারে॥ আরবার যদি আসি চপলতা করে। আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে॥ কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমাস্থানে। তোমা বহি ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥ এ হেন নন্দন যার গৃহমাঝে থাকে। কি করিবে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ রোগ শোকে॥ তুমি যে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ। তার মহাভাগ্য, যার এহেন নন্দন॥ কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে। তবু তারে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে॥ চৈ. ভা.॥ ৪৪ পৃঃ॥" তাঁহাদের কথায় প্রীতিলাভ করিয়া মিশ্র-ঠাকুর বলিলেন—"সেহো পুত্র তোমরা সভার। যদি অপরাধ লহ—শপথ আমার॥ তাসভার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকোলি। গৃহে চলিলেন মিশ্র হই কুতূহলী॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৪র্থ॥ ৪৫ পৃঃ॥"

কিন্তু নিমাই কোথায়? "আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর। হাথেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর॥ লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে। চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৃঙ্গে॥ 'জননি' বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে। 'তৈল দেহ' মোরে যাঙ সিনান করিতে॥ চৈ. ভা. ॥ ৪৫ পৃঃ॥" শচীমাতা বিস্মিত এবং হর্ষিত। "বালিকারা কি বলিল, কিবা বিপ্রগণে॥ লিখন-কালির বিন্দু আছে সর্ব্ব অঙ্গে। সেই বস্ত্র পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে॥ চৈ. ভা. ৪৫ পৃঃ॥" স্নানের কোনও লক্ষণই তো নিমাইয়ের দেহে দেখা যায় না! বালিকাগণই বা কি বলিল? বিপ্রগণই বা কি বলিল? শচীমাতা মনে মনে এ-সকল কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় মিশ্র-ঠাকুরও ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখামাত্র বিশ্বম্ভর তাঁহার কোলে উঠিলেন। "সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে। আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্রদরশনে॥ চৈ. ভা.॥ ৪৫ পৃঃ॥"

পরম আনন্দের সহিত মিশ্রবরেরও পরম বিস্ময়।

তৈল মাখিয়া বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নানে গেলেন। পুনরায় সেই শিশুগণের সহিত মিলিত হইলেন। "বিশ্বম্ভরে দেখি সভে আলিঙ্গন করি। হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরী॥ সভেই প্রশংসে—'ভাল নিমাঞি চতুর। ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর॥ চৈ. ভা.॥ ৪৫ পৃঃ॥" প্রভু শিশুদের সঙ্গে জলকেলি আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে গৃহে শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র ভাবিতেছেন—একি অদ্ভুত ব্যাপার! বিপ্রগণ এবং বালিকাগণ—"যে যে কহিলেন কথা, সেহো মিথ্যা নহে। তবে কেন স্নান-চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥ সেই মত অঙ্গে ধূলা, সেই মত বেশ। সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেই মত কেশ॥ এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর। মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর॥ কোন মহাপুরুষ বা কিছুই না জানি॥ চৈ. ভা.॥" পিতা-মাতা এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় স্নান শেষ করিয়া বিশ্বম্ভর গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন "পুত্রদরশনানন্দে ঘুচিল বিচার। স্নেহপূর্ণ হৈল দোঁহে, কিছু নাহি আর॥ চৈ. ভা.॥ আদি ৪র্থ॥ ৪৬ পৃঃ॥"

ইহাই হইতেছে গঙ্গাঘাটে প্রভুর বাল্য-চাপল্যের বিবরণ। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ে এবং শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদে প্রভুর এই বাল্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রভুর এই বাল্যচাপল্য-লীলায় লৌকিকী বাল্যচেষ্টার সহিত ঈশচেষ্টাও বিজড়িত। গঙ্গায় সন্তরণাদি, তীরে নানারকম উপদ্রব, মিশ্রঠাকুরের আগমন-সংবাদ জানিয়া শিশুদের শিক্ষাদান, অন্যপথে গৃহ-গমনাদি, স্নানের উদ্দেশ্যে মাতার নিকটে তৈল-যাচ্ঞাদি হইতেছে তাঁহার লৌকিকী বাল্যচেষ্টা। আর, বিষ্ণুপূজার সজ্জ-ভোজনাদি, কুমারীগণের নিকটে "গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর—মহেশ কিঙ্কর"-ইত্যাদি কথন, কন্যাদের প্রতি বরদানাদি হইতেছে লৌকিক-বাল্য-চাপল্যের অন্তরালে ঈশ-চেষ্টা। প্রভু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার পূজাতেই সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা হইয়া যায়, তিনি ভোজন করিলেই অন্যান্য দেবতার ভোজন হইয়া যায়। তাঁহারই অংশ বলিয়া গঙ্গা-দুর্গা-মহেশাদি স্বরূপতঃ তাঁহারই সেবক-সেবিকা; অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য। বাল্য-লীলাচ্ছলে ভক্তবৎসল প্রভু সকলকেই কৃতার্থ করিয়াছেন। এজন্য বাহ্যিক উপদ্রবাদিতেও প্রভুর প্রতি সকলেই প্রীতি পোষণ করিয়াছেন।

১৩। বর্জ্যহাণ্ডীর উপর উপবেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান-কথন

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড পঞ্চম অধ্যায় হইতে জানা যায়, প্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রভুর বাল্যচাপল্য অনেকটা দূরীভূত হইয়াছিল। অধ্যয়নে তাঁহার চিত্ত সম্যক্‌রূপে নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, পঠনমাত্রে গ্রন্থার্থের উপলব্ধি-বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ সামর্থ্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দিত হইতেন। সকলেই শচী-জগন্নাথের নিকটে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া শচীমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; কিন্তু মিশ্রঠাকুর অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন —“শাস্ত্রাদি পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়াই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। নিমাইও যদি লেখাপড়া শিখে, সেও শাস্ত্রাদি দেখিয়া হয়তো বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। আমাদের তো আর কোনও সন্তান নাই; নিমাইও যদি চলিয়া যায়, আমরা কিরূপে জীবন-ধারণ করিব?” বাৎসল্যবশতঃ, মিশ্রঠাকুর এইরূপ চিন্তা করিয়া নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। শচীমাতা তাহাতে অনেক আপত্তি করিলেন; মিশ্রঠাকুর তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া নিজের সঙ্কল্পে স্থির রহিলেন। তিনি নিমাইকে বলিলেন—“নিমাই, এখন হইতে তুমি আর পাঠ করিতে পারিবে না; আমার শপথ, পাঠ বন্ধ কর।” অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিমাই পিতার আদেশ মান্য করিলেন। অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইয়া নিমাই বাল্যচাপল্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন বন্ধ হওয়ায় পুনরায় উদ্ধত হইয়া উঠিলেন, পুনরায় চঞ্চলতা আরম্ভ করিলেন। সমবয়স্ক শিশুদের সহিত কখনও বা নিজের ঘরের, কখনও বা পরের ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করিতে লাগিলেন। কখনও অন্য শিশুর সঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ সাজিয়া রাত্রিকালে প্রতিবেশীদের কলাবন নষ্ট করিতেন। কখনও বা রাত্রিতে কাহারও ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিতেন। আরও অনেক রকমে নিমাই চাপল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপের বিরহে কাতর-হৃদয় মিশ্রঠাকুর এ-সমস্ত ঔদ্ধত্য দেখিয়াও একমাত্র পুত্র নিমাইকে কিছু বলিতেন না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১।১৪ পরিচ্ছেদে একদিনকার ঔদ্ধত্য বর্ণিত হইয়াছে। সেইদিন মিশ্রঠাকুর গৃহে ছিলেন না। ঔদ্ধত্যের জন্য মাতা নিমাইকে তিরস্কার করিলে নিমাই উচ্ছিষ্টগর্তে পরিত্যক্ত হাঁড়ীর উপরে গিয়া বসিলেন। এই মৃণ্ময় হাঁড়ীগুলিতে পূর্বে শচীমাতা বিষ্ণুনৈবেদ্যের অন্নব্যঞ্জনাদি রান্না করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালো হাঁড়ীর কালি নিমাইয়ের অঙ্গের স্থানে স্থানে লাগিল; তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়া গেল। সঙ্গের শিশুগণ গিয়া মাতার নিকটে সমস্ত বলিয়া দিল; শুনিয়া মা দৌড়াইয়া আসিলেন এবং দেখিলেন—"নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ীর উপরে॥ চৈ. ভা.॥", আর হাসিতেছেন। শচীমাতা ছিলেন শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণগৃহিণী; নিমাইয়ের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তিনি বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলেন। তিনি নিমাইকে বলিলেন—"হায় হায়॥ এ-স্থানেতে বাপ! বসিবারে না জুয়ায়॥ বর্জ্য হাঁড়ী ইহা সব পরশিলে স্নান। এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান॥ চৈ. ভা.॥" মায়ের কথা শুনিয়া নিমাই বলিলেন—"তোরা মোরে না দিস্ পঢ়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমতে॥ মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান। সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান॥ চৈ. ভা.॥"—"তোমরা আমাকে পড়াশুনা করিতে দাও না; আমি মূর্খ মানুষ—ভালমন্দ, শুচি-অশুচি, কিরূপে আমি জানিব? আমার তো মনে হয় সবই এক; ইহাতে শুচি-অশুচি, ভালমন্দ পার্থক্য কোথায়?" এসকল কথা বলিয়া নিমাই বর্জ্যহাঁড়ীর উপর বসিয়া হাসিতে লাগিলেন। ইহার পরে মাতাপুত্রে বেশ কথা-কাটাকাটি চলিল; তদুপলক্ষ্যে নিমাই বাল্যভাবে দত্তাত্রেয়-কথিত গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"মা, তুমি বড় শিশুমতি। আমি কখনও অপবিত্র স্থানে বসি না। আমি যে-স্থানে বসি, সে-স্থান পরম-পবিত্র—"সর্ব্বপুণ্যস্থান। গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তহি অধিষ্ঠান॥ আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি। স্রষ্টার কি দোষ আছে মনে ভাব দেখি॥ লোকবেদমতে যদি অশুচি বা হয়। আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়॥ এ-সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ। তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলে রন্ধন॥ বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়। সেই হাঁড়ী পরশে আরও স্থান শুদ্ধ হয়॥ এতেকে আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে। সভার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে॥ চৈ. ভা. আদি, ৫ম॥ ৫৩ পৃঃ॥"—এসকল কথা বলিয়া নিমাই হাসিতে লাগিলেন। এই কৌতুকাবহ ব্যাপার উপলক্ষ্যে সে-স্থানে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিলেন। শিশু নিমাইয়ের মুখে এ-সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই হাসিতে লাগিলেন। গঙ্গাস্নান করার জন্য মা নিমাইকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। পড়াশুনা করিতে না দিলে নিমাইও কিছুতেই আসিবেন না বলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। নিমাইকে পড়াশুনা করিতে দেওয়া হইতেছে না বলিয়া সে-স্থানে সমবেত লোকগণও শচীমাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শচীকে বলিলেন—"কেনে নাহি দেহ পঢ়িবারে॥ যত্ন করি কেহো নিজ বালক পঢ়ায়। কত ভাগ্য আপনে পঢ়িতে শিশু চায়॥ কোন্ শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে। ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে॥ ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেক নাই। চৈ. ভা.॥" নিমাইকেও তাঁহারা বলিলেন—"বাপ! আইস নিমাঞি॥ আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পঢ়িতে। তবে অপচয় তুমি করিহ ভালমতে॥ চৈ. ভা.॥" কিন্তু নিমাই আসেন না, বর্জ্যহাঁড়ীর উপর বসিয়াই হাসিতে লাগিলেন। মা তাঁহাকে স্নান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাইয়া ঘরে আনিলেন। এমন সময়ে মিশ্রঠাকুরও গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শচীমাতা তাঁহার নিকটে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। অন্য লোকগণও মিশ্রবরকে বলিতে লাগিলেন—"মিশ্র! তুমি তো দেখিতেছি পরম উদার। কাহার পরামর্শে তুমি ছেলেকে পড়িতে দাও না? শিশুরা তো প্রায়ই নিজেরা পড়িতে চায় না; আদর-যত্নাদি করিয়া তাহাদের পড়াইতে হয়। আর তোমার ছেলে আপনা হইতেই পড়া-শুনা করার জন্য ব্যাকুল; ইহা কি ভাগ্যের কথা নয়, বল দেখি? তুমি যে আশঙ্কা করিয়া নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর। শ্রীকৃষ্ণ যাহা করেন, তাহাই হইবে। একে পড়াশুনা করিতে দাও, আর ভাল দিন দেখিয়া নিমাইয়ের উপনয়নের ব্যবস্থা কর।" মিশ্রঠাকুর বলিলেন—"তোমরা পরম বন্ধুগণ। তোমরা যে বোল, সেই আমার বচন॥ চৈ. ভা.॥ আদি ৫ম॥ ৫৪ পৃঃ॥" আবার নিমাইয়ের পড়াশুনা আরম্ভ হইল।

কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যেও বর্জ্যহাঁড়ী-সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন (২।৬৭-৭৮)। মহাকাব্য হইতে জানা যায়, সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে খেলার সময়ে নিমাই কখনও বা তাহাদের অঙ্গে নবপল্লবের আঘাত করিতেন, কখনও বা তাহাদের নিক্ষিপ্ত পত্রাদির আঘাত নিজের অঙ্গেও গ্রহণ করিতেন। শচীমাতা একদিন তাহা দেখিয়া রোষভরে তাঁহাকে ধরিতে গেলে নিমাই বিরক্ত হইয়া খেলার ভাণ্ডবাসন ভাঙ্গিতে লাগিলেন। তখন মাতা, যাহাতে নিমাই আর খেলার ভাণ্ডবাসন ভাঙ্গিতে না পারেন, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার হাত দু'খানি বান্ধিয়া রাখিলেন। তাহাতে রুষ্ট হইয়া নিমাই উচ্ছিষ্ট বর্জ্যহাঁড়ীর উপর গিয়া বসিলেন। তখন শচীমাতা বলিলেন—"কেন বাবা এই অশুচি যায়গায় গেলে? এস বাবা, স্নান করিয়া আমার কোলে এস।" তখন শিশু নিমাই মাতাকে জ্ঞানযোগের কথা বলিলেন—"মা, পবিত্র আর অপবিত্র আবার কি? পরমেশ্বর ব্যতীত চরাচরে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়—সমস্তই মিথ্যা। আত্মা এক—নানা নহে। সুতরাং তুমি, আমি, তিনি, ইহা, উহা, আমার, তোমার ইত্যাদি কথার কোনও সার্থকতাই নাই। এক আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই; অন্য কিছু আছে বলিয়া মনে করা ভ্রম মাত্র। আরও দেখা যায়—দেবতাই হউক, মানুষই হউক, কি পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদিই হউক, সকলের শরীরেই পঞ্চভূত অবস্থিত; সুতরাং এ-সমস্তই অভিন্ন পদার্থ—এক পঞ্চভূতেরই বিকার। পঞ্চভূতাত্মক দেব-মনুষ্যাদি যদি অপবিত্র না হয়, তাহা হইলে পঞ্চভূতাত্মক বর্জ্যহাঁড়ীই বা অপবিত্র হইবে কেন?" এ-সকল কথা শুনিয়া শচীমাতা নিমাইয়ের হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে মনে হয়, পৌগণ্ড-বয়সেই নিমাই বর্জ্যহাড়ীর উপরে বসিয়াছিলেন; তখন নিমাইয়ের উপনয়নের সময় হইয়াছিল। কিন্তু মহাকাব্যের উক্তির যে মর্ম উপরে প্রকাশ করা হইল, তাহাতে মনে হয়, তখন নিমাই শিশু ছিলেন। তাহাতে মনে হয়, নিমাই দুইবার বর্জ্যহাড়ীর উপরে বসিয়াছিলেন—একবার শৈশবে (পঞ্চম বর্ষের মধ্যে) এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার পৌগণ্ডে (পঞ্চম হইতে দশম বৎসরের মধ্যে)। শ্রীচৈতন্যভাগবতে পৌগণ্ডের ঘটনা এবং মহাকাব্যে শৈশবের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। নিমাই যে একাধিক বার বর্জ্যহাঁড়ীর উপর বসিয়াছিলেন, মহাকাব্যের উক্তি হইতেও তাহা বুঝা যায়। মহাকাব্যের যে বর্ণনা উপরে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার পরে ২।৭৭-৭৯-শ্লোকে মহাকাব্য বলিয়াছেন,—

—"শচীমাতা একদিন তাঁহার পুত্রকে পূর্ববৎ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'অরে মন্দমতি বালক! তুমি কেন বার বার অশুচি স্থানে যাইতেছ? তোমার কি ভালমন্দ জ্ঞান নাই?' মাতার এই কথা শুনিয়া ক্রোধরক্ত-লোচনে প্রভু বলিলেন—'মা, আমি পূর্বেই পুনঃ পুনঃ তোমাকে বলিয়াছি, এই জগতে অপবিত্র কিছু নাই, সকলই চিন্ময় (সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও সত্য বস্তু নাই বলিয়া অপবিত্র কোনও বস্তুও থাকিতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মই যখন আছেন এবং তিনি যখন চিন্ময়, তাঁহাতেই জগতের ভ্রম হইতেছে বলিয়া জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাই চিন্ময় হইবে)। তথাপি তুমি আমাকে বার বার তিরস্কার করিতেছ কেন?"

মুরারিগুপ্তও এইরূপেই এই লীলার বর্ণন করিয়াছেন (কড়চা॥ ১।৬।১৩-২১)।

যাহা হউক, বর্জ্যহাড়ী-সম্বন্ধীয় ঘটনায়, মাতার উপর রাগ করিয়া অপবিত্র স্থানে উপবেশন এবং অধ্যয়নের অনুমতি না দিলে সে-স্থানেই থাকার জন্য জেদ-প্রকাশাদি হইতেছে প্রভুর নরশিশু-চেষ্টা, লৌকিকী লীলা। তাহার মধ্যে মাতার নিকটে জ্ঞানযোগ-কথনাদি হইতেছে তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টা। কোনও নর-শিশুর পক্ষে এইরূপ জ্ঞানযোগ-কথন সম্ভব নহে। আবার "আমি যে-স্থানে থাকি, সে-স্থানই পবিত্র, আমার স্পর্শে সকলই পবিত্র হয়"—ইত্যাদি বাক্যে স্বীয় ঈশ্বরত্বই নিমাই প্রকাশ করিয়াছেন।

একমাত্র পরমেশ্বরই (ব্রহ্মই) সত্য, জগৎ মিথ্যা—ব্রহ্মে মিথ্যা ভ্রম মাত্র—ইত্যাদি জ্ঞানযোগের কথা প্রভু যাহা বলিয়াছেন তাহা শঙ্করাচার্য-প্রমুখ জ্ঞানবাদীদের প্রতি উপহাস বলিয়াই মনে হয়; কেননা তিনি বস্তুতঃ "ব্রহ্মসত্য-জগৎ মিথ্যা"-বাদের বিরোধী ছিলেন। ভঙ্গীতে বোধ হয় তিনি ইহাই জানাইলেন যে, "মা, তোমরা আমাকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে দাও না; শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন না করাতে আমি মূর্খ হইয়াই থাকিব, ভালমন্দ বুঝিতে পারিব না। শ্রুতি-স্মৃতির গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জ্ঞানবাদীরা যেমন জগৎকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, শাস্ত্র-জ্ঞানহীন আমিও তদ্রূপ জগৎকে মিথ্যা বলিয়াই মনে করিতেছি, বা করিব।"

শুচি-অশুচি, পবিত্র-অপবিত্র-ইত্যাদি বিচারের অনাবশ্যকতার কথা প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তদ্রূপই। জ্ঞানবাদীরাও ব্যবহারিকভাবে আচারাদির পালন করিয়া থাকেন শাস্ত্রবিহিত আচারের পালন সকলের পক্ষেই কর্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুচি-অশুচি, পবিত্র-অপবিত্র-ইত্যাদি বিচারের অনাবশ্যকতার কথা যাহা প্রভু বলিয়াছেন, তাহাও প্রাকৃত নর-শিশুর চেষ্টাই। প্রাকৃত নরশিশুরা শুচি-অশুচি-প্রভৃতির ধারণা করিতে পারে না। অথবা, সমস্তই পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া সমস্ত বস্তুই এক, তাহাদের মধ্যে কোনওটী পবিত্র, কোনওটী অপবিত্র—এইরূপ ধারণা নিরর্থক, প্রভুর উল্লিখিত মন্তব্য জ্ঞানবাদীদের প্রতি কটাক্ষও হইতে পারে। কেননা, দেশের, সমাজের এবং ব্যক্তিগত মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রবিহিত আচারের পালন সকলেরই কর্তব্য। "গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্। নহ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্রপরত্র চ॥ যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥ —গৃহীব্যক্তি সর্বদা আচার পালন করিবে। ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও আচারহীন ব্যক্তির সুখ নাই। যে-ব্যক্তি সদাচার লঙ্ঘনপূর্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহলোকে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা তাহার মঙ্গলপ্রদ হয় না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস॥ ৩।৪॥" নিজের বিদ্যাশিক্ষার অনুকূলে পিতামাতার ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই প্রভু বর্জ্যহাড়ীর উপরে বসিয়াছিলেন, আচার-পালনের অনাবশ্যকতা-প্রদর্শনের জন্য নহে।

১৪। দিব্য দিব্য লোককতৃক স্তবস্তুতি

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন, একদিন নিমাইকে লইয়া শচীমাতা শুইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখেন, দিব্য দিব্য লোক আসিয়া তাঁহার অঙ্গন পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন কাহারও স্তবস্তুতি করিতেছেন। শচীমাতা তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের স্তবস্তুতি তাঁহার নিকট কোলাহলের মতই মনে হইতেছে। "কভু পুত্র-সঙ্গে শচী করিলা শয়ন। দেখি দিব্য লোক আসি ভরিলা ভবন॥ শচী বোলে—যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে। মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে॥ চৈ. চ. ১।১৪।৭২-৭৩॥"

মিশ্রবর আসিলে, "শচী বোলে—আর এক অদ্ভুত দেখিল। দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥ কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি। কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥ মিশ্র কহে—কিছু হউক, চিন্তা কিছু নাই। বিশ্বম্ভরের কুশল হউক, এইমাত্র চাই॥ চৈ. চ. ১।১৪।৭৬-৭৮॥"

দিব্যদেহধারী দেবতাগণই সর্বেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তবস্তুতি করার জন্য শচীমাতার অঙ্গনে আসিতেন। প্রভু নরশিশুর ন্যায় মায়ের কোলে শুইয়া ছিলেন, মায়ের আদেশে বাবার নিকটে চলিলেন। এ-সমস্ত হইতেছে তাঁহার নরশিশু-চেষ্টা। স্বীয় সর্বাকর্ষকত্বদ্বারা দেবতাগণের আকর্ষণ হইতেছে ঈশ্বর-চেষ্টা।

শ্রীল মুরারিগুপ্তও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন (কড়চা॥ ১।৬।৩২) এবং কবি কর্ণপূরও উল্লেখ করিয়াছেন (মহাকাব্য॥ ২।৮৬-৮৭)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫। মিশ্রপুরন্দরের স্বপ্নদর্শন

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া। ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া॥ রাত্রে স্বপ্নে দেখে—এক আসিয়া ব্রাহ্মণ। মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন—॥ মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান। ভর্ৎসনা তাড়ন কর, 'পুত্র' করি মান॥ মিশ্র কহে—দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়। যে সে বড় হউক—মাত্র আমার তনয়॥ পুত্রের লালন শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম। আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম॥ বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥ মিশ্র কহে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ। তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রের শিক্ষণ॥ এই মতে দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার। বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র—নাহি জানে আর॥ এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত। মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥ বন্ধুবান্ধব-স্থানে স্বপন কহিল। শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥ চৈ. চ. ১।১৪।৭৯-৮৮॥"

শ্রীজগন্নাথমিশ্র হইতেছেন শুদ্ধবাৎসল্যের মূর্ত্তি; স্বীয় পুত্রের ঐশ্বর্য দেখিলেও তাহাকে পুত্রের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করেন না, নিমাইকে তিনি তাঁহার কেবল পুত্রমাত্রই মনে করেন। তাই নিমাইয়ের চাঞ্চল্য দেখিলে তিনি তাঁহাকে শাসন করেন—নিমাইয়ের মঙ্গলের জন্য। যেদিন তিনি নিমাইকে ধর্মোপদেশ দিলেন, সেইদিন রাত্রিতে, বোধ হয় মিশ্রবরের শুদ্ধবাৎসল্য-রসের আস্বাদনের জন্য নিমাইই ব্রাহ্মণের বেশে স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছেন। নানা যুক্তিতর্কেও যখন দেখিলেন, মিশ্রঠাকুর নিমাই-সম্বন্ধে তাঁহার পুত্রমাত্র-বুদ্ধিতে অবিচল, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

এ-স্থলে বাল্যচাঞ্চল্য হইতেছে লৌকিকী লীলা। আর ব্রাহ্মণবেশে স্বপ্নযোগে মিশ্র-ঠাকুরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হইতেছে ঈশ্বর-চেষ্টা।

মুরারিগুপ্তও এই লীলা বর্ণন করিয়াছেন (কড়চা॥ ১।৭।১৩-১৭), কবিকর্ণপূরও বর্ণন করিয়াছেন (মহাকাব্য॥ ২।১০৩-৭॥)।

মহাপ্রভুর চরিত-কাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে-সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহাদের বহু লীলাতেই তাঁহার মনুষ্যবৎ আচরণের সঙ্গে ঈশ্বর-প্রভাব বিজড়িত ছিল।

এক্ষণে বাল্যের পরবর্তীকালের প্রভুর কয়েকটী লীলার কথা বলা হইতেছে।

১৬। পূর্ববঙ্গে তপনমিশ্রের প্রসঙ্গ

মিশ্রপুরন্দর অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রভুর কিশোর বয়স। প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ হইয়াছে। প্রভু অধ্যাপন আরম্ভ করিয়াছেন। "শত শত শিষ্যসঙ্গে সদা অধ্যাপন। ব্যাখ্যাশুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন॥ সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায় পরাজয়। বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয়॥ বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণসঙ্গে। জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানারঙ্গে॥ চৈ. চ. ১।১৬।৩-৫ ॥"

কিছুকাল পরে বঙ্গদেশ দেখিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল। জননীর আজ্ঞা লইয়া এবং নিরন্তর জননীর সেবা করার জন্য লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে আদেশ করিয়া "তবে প্রভু কথো আপ্ত শিষ্যবর্গ লয়্যা। চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হয়্যা॥ চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৩ পৃষ্ঠা॥"

"বঙ্গদেশ" বলিতে এ-স্থলে "পূর্ব্ববঙ্গ" বুঝাইতেছে। শিষ্যবর্গের সহিত প্রভু পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন, পূর্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু শ্রীহট্টদেশীয় ভাষার অনুকরণ করিয়া নবদ্বীপস্থ শ্রীহট্টবাসীদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন (চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৯ পৃঃ)। ইহাতে মনে হয় পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ-কালে প্রভু শ্রীহট্টেও গিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট তখন পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পূর্ববঙ্গে যাওয়ার পূর্বেই প্রভুর অধ্যাপন-খ্যাতির কথা সেই দেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। যে-স্থানেই প্রভু গমন করেন, সে-স্থানের লোকগণই নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। "নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি। আসিয়া আছেন—সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি॥ ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ। উপায়ন-হস্তে আইলেন সেই-ক্ষণ॥ সভে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার। বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার॥ 'আমা-সভাকার বহু ভাগ্যোদয় হৈতে। তোমার বিজয় আসি হৈল এ-দেশেতে॥ অর্থবিত্ত লই সর্ব্বগোষ্ঠীর সহিতে। যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পঢ়িতে॥ হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে। আনিঞা দিলেন, আমা সভার দুয়ারে॥ * * সবে এক নিবেদন কহিয়ে তোমারে। বিদ্যাদান কর কিছু আমাসভাকারে॥ উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী। লই পঢ়ি, পঢ়াই, শুনহ দ্বিজমণি॥ সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমাসভাকারে। থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল সংসারে॥' চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৪ পৃঃ॥"

প্রভু যে-যে স্থানে গিয়াছিলেন, সেই-সেই স্থানেই এইরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। প্রভুও সানন্দচিত্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাময়িক ভাবে টোল স্থাপন করিয়া বহু লোককে পঢ়াইয়াছিলেন। যে-স্থানে প্রভু সাময়িক ভাবে টোল করিয়াছিলেন, "সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই। হেন নাহি জানি, কে পঢ়য়ে কোন্ ঠাঞি॥ শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া। নিমাঞি-পণ্ডিত-স্থানে পঢ়িবাঙ গিয়া॥ হেন কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। দুই মাসে সভাই হইলা বিদ্যাবান্॥ কত শত শত জন পদবী লভিয়া। ঘরে যায়, আর সব আইসে শুনিয়া॥ চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৫ পৃঃ॥"

পূর্ববঙ্গে প্রভু যে কেবল বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই নহে; নবদ্বীপে তখন পর্যন্ত প্রভু যাহা করেন নাই, পূর্ববঙ্গে তাহা করিয়াছেন—নামসঙ্কীর্তন-প্রচার। "এই মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গের কৈলা মহা হিত। নাম দিয়া ভক্ত কৈল—পঢ়াঞা পণ্ডিত॥ চৈ. চ. ১।১৬।১৭॥ সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ববঙ্গদেশে। শ্রীচৈতন্যসঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥ চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৪ পৃঃ॥"

নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রভু এক সময়ে পদ্মানদীর তীরবর্তী এক গ্রামে গিয়াছিলেন। সেই গ্রামে তপনমিশ্র নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য তাঁহার অত্যন্ত ব্যাকুলতা। তিনি নিজেও বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, অন্য পণ্ডিতদের সঙ্গেও আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু জীবের বাস্তব সাধ্য বস্তু কি, তাহার সাধনই বা কি, তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। যতই আলোচনা করেন, ততই যেন তাঁহার গোলমাল পাকাইয়া যায়। "নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন॥ বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়। সাধ্যসাধন-শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়॥—চৈ. চ. ১।১৬।৮-৯॥" এজন্য তাঁহার মনে সর্বদা অশান্তি। "নিজ ইষ্টমন্ত্র সদা জপে রাত্রিদিনে। সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে। চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৬ পৃঃ॥"

তিনি দিবারাত্রি কেবল ইষ্টমন্ত্রই জপ করেন। শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু কি, তাহার সাধনই বা কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না; এজন্য সর্বদা তাঁহার চিত্তে অশ্বস্তি। এই অবস্থাতেই তপনমিশ্র দিন কাটাইতেছিলেন। এমন সময় প্রভু তাঁহার গ্রামে গিয়া অন্য এক বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মিশ্র এক স্বপ্ন দর্শন করিলেন। "ভাবিতে ভাবিতে একদিন রাত্রিশেষে। সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥ সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্। ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥ 'শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর। চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির॥ নিমাই-পণ্ডিত পাশে করহ গমন। তিহোঁ কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥ মনুষ্য নহেন তিহোঁ—নর-নারায়ণ। নররূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ॥ বেদগোপ্য এ-সকল না কহিবে কারে। কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥" অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা। সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা॥ অহো ভাগ্য মানি পুনঃ চেতন পাইয়া। সেই ক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥ বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর। শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর॥ আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে। যোড়হস্তে দাণ্ডাইল সভার সদনে॥ বিপ্র বোলে—'আমি অতি দীন হীন জন। কৃপা দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার-মোচন॥ সাধ্য-সাধনতত্ত্ব কিছুই না জানি। কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥ বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়। কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়"॥—চৈ. ভা. আদি ১০ম অঃ॥ ১০৬ পৃঃ॥"

ভাগ্যবান্ তপনমিশ্রের দৈন্যোক্তি শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। "প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল। 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর' উপদেশ দিল॥ চৈ. চ.-১।১৬।১৩ ॥"

প্রভু তপনমিশ্রকে বলিয়াছিলেন,—"বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা। কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা॥ ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার। যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥ * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিযুগধর্ম্ম হয় নামসঙ্কীর্ত্তন। চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥ * * অতএব কহিলেন নাম-যজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥ রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥ শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহাভাগ্য॥ অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥ চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৬-৭ পৃঃ॥"

এই সকল বাক্যে প্রভু তপনমিশ্রকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বই জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু, আর নামসংকীর্তন হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

প্রভুর মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কথা শুনিয়া তপনমিশ্রও সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহার সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। প্রভু তাঁহাকে আরও বলিলেন,—"সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৭ পৃঃ॥"

হরিনাম-সংকীর্তনে সাধ্যতত্ত্বও পাওয়া যাইবে, সাধন-তত্ত্বও পাওয়া যাইবে। নাম-সংকীর্তনে সাধ্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে—এই উক্তির মর্ম পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। কিন্তু হরিনাম-সংকীর্তনে "সাধন-তত্ত্ব" পাওয়া যাইবে—একথার তাৎপর্য কি? সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন যে নামসংকীর্তন, তাহা তো প্রভু বলিয়াই দিলেন; তাহার পরে আবার "সাধন-তত্ত্ব"-প্রাপ্তির তাৎপর্য্য কি?

তাৎপর্য বোধ হয় এই :—সাধনের তাৎপর্য যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা-প্রাপ্তি, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার প্রাপ্তিই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির তাৎপর্য, নামসংকীর্তনের ফলে তাহা জানা যাইবে। অথবা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাইতে হইলে নামসংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে নাম-সংকীর্তনের ফলেই তাহা জানা যাইবে। "সঙ্কীর্ত্তন হৈতে—পাপ সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্‌গম ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১০ ॥"

প্রভু তপনমিশ্রকে বলিয়াছেন—"রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥" কিন্তু সেই নামটী কি, তাহাও প্রভু তপনমিশ্রকে বলিয়া দিলেন। প্রভু বলিলেন,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৭ পৃঃ॥"

ইহার পরে প্রভু আবার বলিলেন, "সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥ চৈ. ভা. আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৭ পৃঃ॥"

চিত্তে ভক্তির প্রথম আবির্ভাবকে প্রেমাঙ্কুর বলে। প্রভু বলিলেন, "ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর"-মহামন্ত্রের সাধন করিতে করিতে, অর্থাৎ এই মহামন্ত্ররূপ নামের কীর্তন করিতে করিতে যখন চিত্তে প্রেমাঙ্কুর, বা ভক্তির আবির্ভাব হইবে, তখন তুমি সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একথা বলার তাৎপর্য কি? পূর্বেই তো প্রভু তপনমিশ্রকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন এবং তপনমিশ্রও তাহা জানিয়াছেন। আবার একথা কেন?

ইহার তাৎপর্য বোধ হয় এই। জানা দুই রকম—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। যে লোক কখনও বরফ দেখে নাই, পুঁথি-পুস্তক পড়িয়া, অথবা অন্য লোকের মুখে শুনিয়া, বরফ-সম্বন্ধে এবং বরফের শীতলত্ব-সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতে পারেন, তাহা হইতেছে—জ্ঞান। ইহা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান। আর, কেহ যদি তাঁহার হাতে একখণ্ড বরফ আনিয়া দেয়, তাহা হইলে বরফের স্বরূপ-সম্বন্ধে এবং বরফের শীতলত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার যাহা জানা হয়, তাহা হইতেছে—বিজ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান। ইহা হইতেছে অপরোক্ষ অনুভূতি।

প্রভু পূর্বে সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে তপনমিশ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, মিশ্র তাহা জানিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা ছিল তাঁহার জ্ঞানমাত্র, অপরোক্ষ অনুভব নহে। নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইলে সেই ভক্তির প্রভাবে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভব জন্মিবে। ইহাই প্রভুর উক্তির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি॥ মাঠর-শ্রুতি॥"

যাহাহউক, প্রভুর উপদেশ পাইয়া মিশ্র নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট দেববরের মুখে তিনি প্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন; প্রভুর কৃপায় এখন মিশ্র প্রভুর স্বরূপের অনুভব লাভ করিলেন। নবদ্বীপে যাইয়া প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে বাস করার জন্য তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তিনি প্রভুর নিকটে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশও করিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে বারাণসী-গমনের আদেশ দিলেন।—"মিশ্র কহে—'আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।' প্রভু কহে 'তুমি শীঘ্র যাহ বারাণসী॥ তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন। কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য-সাধন॥' এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ১০ম অঃ॥ ১০৭ পৃঃ॥"

প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া তপনমিশ্র সপরিবারে বারাণসীতে গেলেন এবং প্রভুর আগমনের প্রত্যাশায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। সে-স্থানে প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল—কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাসের পরে, প্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়ার এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে। প্রভুর উক্তি হইতে বুঝা যায়, তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা তখনই প্রভুর চিত্তে বিদ্যমান ছিল।

এই প্রসঙ্গে, তপনমিশ্রের নিকটে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-কথন হইতেছে প্রভুর নর-চেষ্টা। তাহার মধ্যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে তপনমিশ্রের সংশয়-নিরসন, তপনমিশ্রের চিত্তে প্রভুর স্বরূপের অনুভূতি-উৎপাদনাদি এবং প্রভুর আলিঙ্গনলাভমাত্র তপনমিশ্রের প্রেমপ্রাপ্তি এবং তজ্জন্য তাঁহার অঙ্গ প্রেম-পুলকিত হওয়া হইতেছে প্রভুর ঈশ্বর-প্রভাবের পরিচায়ক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণের কথা কিছু কিছু মুরারিগুপ্তও বর্ণন করিয়াছেন (কড়চা॥ ১।১১।৫-১৬), কর্ণপূরও বর্ণন করিয়াছেন (মহাকাব্য॥ ৩।৯১-৯৫)।

১৭। দিগ্‌বিজয়ি-জয়

প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান-কালেই লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। * তখন প্রভুর— "শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস। বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্যপ্রকাশ॥ চৈ. চ. ১।১৬।২২॥ হেন মতে বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ। বৈসেন সভার করি বিদ্যাগর্ব্ব-নাশ॥ যদ্যপিহ নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ। কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানা-শাস্ত্র-রাজ॥ ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র বা আচার্য্য। অধ্যাপনা বিনা কারো নাহি কোন কার্য্য॥ যদ্যপিহ সভেই স্বতন্ত্র, সভে জয়ী। শাস্ত্রচর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেও নাহি সহি॥ * * তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু-প্রতি। দ্বিরুক্তি করিতে কারো কভো নহে মতি॥ * * প্রভুর পাণ্ডিত্যবুদ্ধি শিশুকাল হৈতে। সভেই জানেন গঙ্গাতীরে ভালমতে॥ কোনরূপে কেহো প্রবোধিতে নারে। ইহাও সভার সদা জাগয়ে অন্তরে॥ চৈ. ভা. ॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৩ পৃঃ॥"

এইভাবেই প্রভু নবদ্বীপে বিদ্যারসে বিহার করিতেছেন। অসংখ্য তাঁহার ছাত্র-শিষ্য। ছাত্রদের সহিত তাঁহার খুব সৌহার্দ ছিল। শিষ্যগণকে তিনি "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহাদের সহিতই তিনি গঙ্গায় জলকেলি করিতেন, অধ্যাপনের অবকাশে তাঁহাদের সহিতই তিনি ভ্রমণ করিতেন, সন্ধ্যায় তাঁহাদের সহিতই তিনি গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিতেন। সর্বদাই ছাত্র-শিষ্যদের সহিত তাঁহার শাস্ত্রালোচনাই হইত, অন্য কোনও প্রসঙ্গ হইত না। তিনি পূর্বপক্ষ করিতেন, শিষ্যেরা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেন; কখনও শিষ্যেরাই পূর্বপক্ষ করিতেন, তিনি খণ্ডন করিতেন। সাধারণতঃ তিনি ব্যাকরণ পড়াইতেন; তাহার মধ্যে আবার কলাপ-ব্যাকরণই পড়াইতেন। কলাপ-ব্যাকরণ অতি সহজবোধ্য। তথাপি তিনি বাগ্মিতায় বৃহস্পতির, কাব্য-রচনায় কাব্যের, প্রতিভা হরণ করিতেন। "বাচস্পতের্বাগ্মিতয়া জহার কাব্যস্য কাব্যেন ইত্যাদি॥ কড়চা॥ ১।১৫।২॥"

যাহা হউক, প্রভু এই ভাবে নবদ্বীপে বিহার করিতেছেন; এমন সময়ে এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন—"হেনকালে তথা এক মহা দিগ্বিজয়ী। আইল পরম-অহঙ্কারযুক্ত হই॥ সরস্বতী-মন্ত্রের একান্ত উপাসক। মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেক বশ॥ বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণুবক্ষ-স্থিতা। মূর্ত্তিভেদে রমা-সরস্বতী জগন্মাতা॥ ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা। 'ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী' করি বর দিলা॥ * *

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের পরেই দিগ্বিজয়ি-জয়। "তবে বিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর পরিণয়। তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-জয়॥ চৈ. চ. ১।১৬।২৩॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান। সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে-স্থান॥ সর্ব্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর। হেন নাহি জগতে, যে দিবেক উত্তর॥ যার কক্ষা মাত্র নাহি বুঝে কোন জনে। দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানে স্থানে॥ শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা। পণ্ডিতসমাজ যত তার নাহি সীমা॥ পরম সমৃদ্ধ অশ্ব-গজযুক্ত হই। সভা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥ চৈ. ভা. আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৩-৯৪ পৃঃ॥"

এই দিগ্বিজয়ীর কি নাম, তাঁহার বাসস্থানই বা কোথায়, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বা কবিরাজগোস্বামী তাহা বলেন নাই। সরস্বতীর বরে বলীয়ান্ হইয়া তিনি পণ্ডিতগণকে শাস্ত্র-যুদ্ধে বা তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া করিয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। তিনি শুনিয়াছেন, নবদ্বীপ একটি প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র; সে-স্থানে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের বাস। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে, অন্যত্র বিজয়-লব্ধ উপঢৌকন—অশ্ব-গজ-ধনসম্পত্তি—লইয়া তিনি নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনে নবদ্বীপের প্রাচীন পণ্ডিতগণও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন—এবার না জানি নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত হইয়া যায়। "প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত-সভায়। মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায়॥ 'সর্ব্বরাজ্য দেশ জিনি জয়পত্র লই। নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥ 'সরস্বতীর বরপুত্র' শুনি সর্ব্বজনে। পণ্ডিত সভায় বড় চিন্তা হৈল মনে॥ জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থানে। সভা' জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখানে॥ হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিঞা। সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুনিঞা॥ সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে। সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে॥ মনুষ্যে কি বাদে কভো পারে তার সনে? সহস্র সহস্র মহা-মহা ভট্টাচার্য্য। সভেই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৪ পৃঃ॥"

প্রভুর ছাত্র-শিষ্যগণ এ-সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন প্রভুর নিকটে তাহা বিবৃত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি। সর্ব্বত্র জিনিঞা বুলে জয়-পত্র ধরি॥ হস্তী ঘোঁড়া দোলা লোক অনেক সংহতি। সম্প্রতি আসিয়া হৈল নবদ্বীপে স্থিতি॥ নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়। নহে জয়পত্র মাগে সকল-সভায়॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৪ পৃঃ॥"

শিষ্যদের কথা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"শুন ভাইসব! এই কহি তত্ত্বকথা। অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥ যে যে-গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার। অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার। ফলবন্ত বৃক্ষ, আর গুণবন্ত জন। নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥ হৈহয়, নহুষ, বেণ, নরক, রাবণ। মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিঞাছ যে যে জন॥ বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়ে। সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সহে॥ এতেকে তাঁহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার। দেখিবা এথাই সব হইবে সংহার॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৪ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যাসময়ে শিষ্যগণের সহিত প্রভু গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন; গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া প্রভু গঙ্গাতীরে বসিলেন। সঙ্গে বহু শিষ্য। তাঁহারা সকলে মণ্ডলীবন্ধনে প্রভুর চতুর্দিকে বসিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, নির্মল আকাশ। ধর্ম-কথা, শাস্ত্র-কথা চলিতে লাগিল। কোনও কোনও শিষ্য পরস্পরকে ব্যাকরণের ফাঁকিও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

প্রভু নিজের মনে ভাবিতেছেন—"দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে? এ বিপ্রের হইয়াছে মহা অহঙ্কার। 'জগতে মোহর প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর॥' সভামধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে। মৃত্যুতুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে॥ লাঘবো বিপ্রেরে করিবেক সর্ব্বলোকে। লুঠিবেক সর্ব্বস্ব, মরিবে বিপ্র শোকে॥ দুঃখ না পাইব বিপ্র, গর্ব্ব হৈব ক্ষয়। বিরলে করিবাঙ দিগ্বিজয়ি-জয়॥ চৈ. ভা॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৫ পৃঃ॥"

সম্মানী লোকের সম্মান রক্ষার জন্য, সকলের যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষার জন্য, প্রভুর কত ব্যাকুলতা। অন্যত্র সকল পণ্ডিতকে পরাজিত করায় দিগ্বিজয়ীর মনে একটা ভয়ানক অহঙ্কার জন্মিয়াছে—"জগতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই।" তাঁহার এই অহঙ্কার দূর করিতে হইবে। দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিতে পারিলেই তাঁহার এই অহঙ্কার দূরীভূত হইতে পারে। তাই প্রভু সঙ্কল্প করিলেন—দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিতে হইবে। কিরূপে তাহা করিবেন? প্রকাশ্য ভাবে বহুলোকের সাক্ষাতে যদি তাঁহাকে পরাজিত করা হয়, তাহাহইলে দিগ্বিজয়ী নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিবেন; অন্য লোকেরাও তাঁহার অবমাননা করিবে। তাহা করা সঙ্গত হইবে না। নিভৃতেই তাঁহাকে পরাজিত করিতে হইবে। প্রভু নিজ মনে এইরূপ ভাবিতেছেন।

এমন সময়ে দিগ্বিজয়ীও গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। দেখিলেন—"শিষ্যসঙ্গে এক অপূর্বদর্শন কিশোর বালক গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন। কিশোর বালকের সহাস্যবদন, দিব্যদৃষ্টি, মুক্তাজিনি দশন, অরুণ অধর, সর্বকলেবর সুকোমল, সুবলিত মস্তকে চাঁচর চিকুর, সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, সুপ্রকাণ্ড শরীর, বেশভূষাও বিলক্ষণ, ললাটে ঊর্ধ্ব তিলক, আজানুলম্বিত ভুজ, সুন্দর যজ্ঞসূত্র।" দিগ্বিজয়ী দেখিলেন এই কিশোর বালক,—"যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। বাম-উরু-মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ॥ করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান। 'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ॥ অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ। চতুর্দ্দিগে বসিয়া আছেন সুশোভন॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত। মনে ভাবে—'এই বুঝি নিমাঞি পণ্ডিত?' চৈ. ভা.॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৫ পৃঃ॥"

দিগ্বিজয়ী সকলের অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকিয়া একদৃষ্টিতে প্রভুর সৌন্দর্য দেখিলেন। পরে প্রভুর এক শিষ্যের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি নাম ইহার?" শিষ্য বলিলেন—"নিমাঞি পণ্ডিত-খ্যাতি যাঁর।" তখন দিগ্বিজয়ী গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া প্রভুর নিকটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলেন। প্রভুও তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া আদরের সহিত তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। এই কথাবার্তা-প্রসঙ্গে—"দিগ্বিজয়ী কহে মনে করিয়া অবজ্ঞা—॥ ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম। বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম॥ ব্যাকরণ মধ্যে জানি পঢ়াহ কলাপ। শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৬।২৮-৩০ ॥"

দিগ্বিজয়ীর মুখে নিজের অবজ্ঞাসূচক বাক্য শুনিয়াও দৈন্যবিনয়ের খনি প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "—ব্যাকরণ পঢ়াই অভিমান করি। শিষ্যেহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি। কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ। কাঁহা আমি-সব শিশু পঢ়ুয়া নবীন॥ তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন। কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৬।৩১-৩৩ ॥"

বৃন্দাবনদাসঠাকুরও লিখিয়াছেন,—"প্রভু কহে—তোমার কবিত্বের নাহি সীমা। হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা॥ গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন। শুনিঞা সভার হউ পাপবিমোচন। চৈ. ভা. আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৬ পৃঃ॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎই গঙ্গার মহিমা বর্ণন আরম্ভ করিলেন। "শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা। ঘটি-একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥ চৈ. চ. ১।১৬।৩৪ ॥"

দিগ্বিজয়ী যে-শ্লোকগুলি বলিলেন, সেগুলি তাঁহার পূর্বরচিত ছিল না। সে-স্থানেই মুখে মুখে শ্লোকগুলি রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ীর মুখে গঙ্গার বর্ণনা শুনিয়া প্রভুর শিষ্যগণ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন।—"সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ। অবাক্য হইলা সভে শুনিয়া বর্ণন॥ 'রাম রাম অদ্ভুত' স্মরেন শিষ্যগণ। মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন? জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার। সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর॥ সর্ব্বশাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে যে জন। হেন শব্দ তানা বুঝিবারেও বিষম॥ চৈ. ভা. আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৬ পৃঃ॥"

দিগ্বিজয়ীর গঙ্গার মহিমা-বর্ণন শুনিয়া প্রভু তাঁহার খুব প্রশংসা করিলেন। প্রভু দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন,—"তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥ তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি। তুমি ভাল জান অর্থ, কিবা সরস্বতী॥ এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে। শুনি সব লোক তবে পাইবে বড় সুখে॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৬।৩৫-৩৭ ॥"

দিগ্বিজয়ী বলিলেন—"কোন্ শ্লোকের অর্থ করিব, বল।"—"তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল। শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পঢ়িল॥ 'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা। দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥' * এই শ্লোকের অর্থ কর—প্রভু যদি বৈল। বিস্মিত হৈয়া

* শ্লোকানুবাদ। শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া যিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, সুর-নরগণ-কর্তৃক দ্বিতীয়লক্ষ্মীর চরণের ন্যায় যাঁহার চরণ পূজিত হয় এবং যিনি ভবানী-ভর্তার (মহাদেবের) মস্তকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল—॥ ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পঢ়িল। তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল॥ প্রভু কহে—দেববরে তুমি কবিবর। ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।৩৫-৪১॥”

প্রভুর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া দিগ্বিজয়ী উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন। ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিলেন—“কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ।” তখন দিগ্‌বিজয়ী—“বিপ্র কহে—শ্লোকে নাহি দোষের আভাস। উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।৪৩॥”

বিপ্র বলিলেন—“আমার শ্লোকে কোনও দোষ তো নাই-ই, দোষের আভাসও নাই। বরং অনেক গুণ আছে—উপমালঙ্কার, অনুপ্রাস-ইত্যাদি।” তখন প্রভু আবার বলিলেন, “—কহি যদি না করহ রোষ। কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ॥ প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা-সন্তোষে। ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে॥ তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার। চৈ. চ.॥ ১।১৬।৪৪-৪৬॥”

প্রভুর কথা শুনিয়া গর্বিত দিগ্বিজয়ী বোধ হয় খুব রুষ্ট হইলেন। প্রভুর প্রতি অবজ্ঞার সহিত তিনি বলিলেন,—“যে কহিল সে-ই বেদ-সার॥ ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পঢ় অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।৪৬-৪৭॥”

দিগ্বিজয়ী ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া গিয়াছেন। প্রভু কিন্তু ধীর ভাবে বলিলেন—“আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া তোমার কবিত্বের সার বুঝিতে অসমর্থ; কৃপা করিয়া তুমিই বিচার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও—তোমার শ্লোকে দোষ-গুণ কি আছে। আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র নিজে পড়ি নাই বটে; কিন্তু যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মুখে আমি কিছু কিছু শুনিয়াছি; তাহাতে আমার মনে হইতেছে—তোমার শ্লোকে বহু গুণ যেমন আছে, তেমনি বহু দোষও আছে। আমার এই ধারণা ভ্রান্ত কিনা, তুমি নিজে বিচার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমি বুঝিতে পারিব।”—“প্রভু কহেন—অতএব পুছিয়ে তোমারে। বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে॥ নাহি পঢ়ি অলঙ্কার—করিয়াছি শ্রবণ। তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।৪৮-৪৯॥”

প্রভুর কথা শুনিয়া—“কবি কহে—কহ দেখি কোন্ গুণ-দোষ। প্রভু কহেন—কহি শুন, না করিহ রোষ॥ পঞ্চদোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার। ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।৫০-৫১॥”

প্রভু বলিলেন—“তোমার শ্লোকে পাঁচটী দোষ আছে; কিন্তু পাঁচটী অলঙ্কারে পাঁচটী

বিরাজিত আছেন বলিয়া অদ্ভুত গুণশালিনী হইয়াছেন, সেই গঙ্গার এই মহিমা নিরন্তর নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণও আছে। আমি ক্রমশঃ দেখাইয়া দিতেছি; তুমি নিজে বিচার করিয়া দেখ, আমার কথা যথার্থ কিনা।"

প্রভু দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের পাঁচটী দোষ এবং পাঁচটী গুণ সুন্দর ভাবে দেখাইয়া দিলেন। * তখন, "শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত। মুখে না নিঃসরে বাণী, প্রতিভা স্তম্ভিত॥ কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর। তবে মনে বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর—॥ 'পঢ়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ। জানি, সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ॥ যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি। নিমাইর মুখে রহি বোলে আপনে সরস্বতী॥' এত ভাবি কহে—'শুন নিমাই পণ্ডিত। তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত॥ অলঙ্কার নাহি পঢ়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস। কেমনে এ-সব অর্থ করিলে প্রকাশ?' ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী। তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী—॥ 'শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি। সরস্বতী যে বোলায় বলি সেই বাণী॥' ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়—। শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয়॥ আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপধ্যান। শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥' চৈ. চ.॥ ১।১৬।৮১-৯০॥"

দিগ্বিজয়ীর চিত্তে তখনও সুমেরুসদৃশ অহঙ্কার বিরাজিত, প্রভুর সম্বন্ধে তখনও তাঁহার চিত্তে অবজ্ঞার ভাব।

দিগ্বিজয়ীর অবস্থা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাসিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন, তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রভু বুঝিলেন, দিগ্বিজয়ী নিজেকে অপমানিত মনে করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিয়াছে। আবার শিষ্যদের হাসি দেখিয়া প্রভু মনে করিলেন—দিগ্বিজয়ীর যে কোনও যোগ্যতাই নাই, তাহার অহঙ্কার যে একান্তই ভিত্তিহীন—শিষ্যগণেরও এইরূপ মনোভাব জন্মিয়াছে। এজন্য দিগ্বিজয়ীর মনোদুঃখ এবং শিষ্যগণের দিগ্বিজয়িসম্বন্ধে হেয়তার ভাব দূরীকরণের জন্য প্রভু বিনীতভাবে দিগ্‌বিজয়ীকে বলিলেন,—"তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি। যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী॥ তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার। তোমাসম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥ ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস। তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥ দোষ-গুণ-বিচার এই 'অল্প' করি মানি। কবিত্ব-করণে শক্তি—তাহা যে বাখানি॥ শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার। শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥ আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার। শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥ চৈ. চ. ১।১৬।৯৩-৯৮॥"

প্রভু দিগ্বিজয়ীর কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন "তোমাসম কবি কোথা

* বাহুল্যবোধে এ-স্থলে দোষ-গুণগুলির উল্লেখ করা হইল না। লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণে ১।১৬-অধ্যায়ের গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকাতে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাহি দেখি আর।" প্রভু যে দোষ দেখাইয়াছেন, প্রভু বলিলেন, তাহা উপেক্ষণীয়। কেন না, বিচার করিয়া দেখিলে ভবভূতি, জয়দেব, কালিদাস-প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবিদের রচনাতেও কিছু কিছু দোষ পাওয়া যায়। এ-জাতীয় দোষ খুব বড় কথা নয়, কবিত্ব-করণে শক্তিই বড় কথা। সেই শক্তি দিগ্বিজয়ীর আছে। আবার নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়াও প্রভু বলিলেন—"কবি! আমি শিশু—বয়সেও শিশুতুল্য, জ্ঞানেও শিশুতুল্য। আমি তোমার শিষ্যের তুল্যও নহি। শৈশব-সুলভ চাঞ্চল্যবশতঃই আমি তোমার ন্যায় কবির বাক্যের দোষ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি; তুমি দয়া করিয়া আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবে। এখন রাত্রিও অধিক হইয়াছে, বহুশ্লোক আবৃত্তি করিয়া তুমিও শ্রান্ত হইয়াছ; এখন ঘরে যাইয়া বিশ্রাম কর। 'তুমিও হইলে শ্রান্ত অনেক পড়িয়া। নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া॥ চৈ. ভা. আদি, ৯ম অঃ ॥ ৯৭ পৃঃ॥' আগামীকল্য আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার মুখে শাস্ত্রবিচার শুনিয়া কৃতার্থ হইব।"

ইহার পরে দিগ্বিজয়ী নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন, শিষ্যদের সহিত প্রভুও গৃহে গেলেন।

প্রভুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহার শিষ্যগণের চিত্ত হইতে দিগ্বিজয়ি-সম্বন্ধে হেয়তার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। অন্যলোকের সাক্ষাতে দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া সকলের নিকটে তাঁহাকে অবমানিত করিবেন না বলিয়া প্রভু যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সঙ্কল্প রক্ষিত হইল। "দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইয়াছেন"—এইরূপ বুদ্ধি প্রভুর শিষ্যদের চিত্তে আর রহিল না।

প্রভুর কথায় দিগ্বিজয়ী কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনের গ্লানি দূরীভূত হয় নাই। তাঁহার অহঙ্কারও পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥ ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসাদর্শন। বৈশেষিক, বেদান্তে নিপুণ যতজন॥ হেন জন না দেখিল সংসার-ভিতরে। জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে॥ শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ। সে মোরে জিনিল, যেন বিধির ঘটন॥ সরস্বতীর বরো ত অন্যথা দেখি হয়। এহো মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয়॥ দেবী-স্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ। অতএব হৈল মোর প্রতিভা সঙ্কোচ॥ অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ। চৈ. ভা. আদি, ৯ম অধ্যায় ॥ ৯৭ পৃঃ॥"

দিগ্বিজয়ী ঘরে আসিয়া সরস্বতীর চরণে স্বীয় দুঃখ নিবেদনের উদ্দেশ্যে সরস্বতীর আরাধনা করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সরস্বতীর মন্ত্র জপ করিয়া তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে শয়ন করিলেন। স্বপ্নে সরস্বতী তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—"যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ তিঁহো সুনিশ্চয়॥ আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী। সম্মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি॥ আমি বলিয়ে বিপ্র তোমার জিহ্বায়। তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়॥ আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্। সহস্র জিহ্বায় বেদ যে করে ব্যাখ্যান॥ অজ-ভব-আদি যাঁর উপসনা করে। হেন 'শেষ' মোহ মানে যাঁহার গোচরে॥ পরব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়। পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সভার হৃদয়॥ ভক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা, শুভ, অশুভাদি যত। দৃশ্যাদৃশ্য তোমারে বা কহিবাঙ কত॥ সকল প্রলয় হয় শুন যাঁহা হৈতে। সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলে সাক্ষাতে॥ আব্রহ্মাদি যত দেব সুখ-দুঃখ পায়। সকল জানিহ বিপ্র উহান আজ্ঞায়॥ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি যত শুন অবতার। ওই প্রভু সর্ব্ব বিপ্র! দুই নাহি আর॥ উহি সে বরাহরূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা। উহি সে নৃসিংহরূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা॥ উহি সে বামনরূপে বলির জীবন। যাঁর পাদ-নখ হৈতে গঙ্গার জনম॥ উহি সে হইয়া অবতীর্ণ অযোধ্যায়। বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষলীলায়॥ উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি। এবে বিপ্রপুত্র বিদ্যারসে কুতূহলী॥ বেদেও কি জানেন উহান অবতার। জানাইলে জানেন, অন্যথা শক্তি কার॥ যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার। দিগ্বিজয়ি-পদ ফল না হয় তাহার॥ মন্ত্রের যে ফল তাহা এবে সে পাইলা। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা। যাহ শীঘ্র বিপ্র! তুমি উহান চরণে। দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥ স্বপ্নহেন না মানিহ এ-সব বচন। মন্ত্রবশে কহিলাঙ বেদ-সঙ্গোপন॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৭-৯৯ পৃঃ॥ সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল। সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল॥ চৈ. চ. ১।১৬।১০০॥"

সরস্বতী অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন, দিগ্‌জয়ীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—এই নিমাই-পণ্ডিত মনুষ্য নহেন, পরন্তু স্বয়ংভগবান্। তাঁহার সমস্ত অহঙ্কার সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইল। প্রভুর চরণ-দর্শনের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে যে-টুকু রাত্রি ছিল, উৎকণ্ঠার সহিত তাহা কোনও রকমে কাটাইলেন। অতি প্রত্যূষে তিনি প্রভুর নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন।—"প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা। প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা॥ প্রভু বোলে—'কেনে ভাই একি ব্যবহার।' বিপ্র বোলে—'কৃপাদৃষ্টি যে-হেন তোমার।' প্রভু বোলে—'দিগ্‌বিজয়ী হইয়া আপনে। তবে তুমি আমারে এমত কর কেনে॥' দিগ্‌বিজয়ী বোলেন—'শুনহ বিপ্ররাজ। তোমা ভজিলেই সিদ্ধ হয় সর্ব্বকাজ॥' কলিযুগে বিপ্র-রূপে তুমি নারায়ণ। তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন॥ এখনেই মোর চিত্তে হইল সংশয়। তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয়॥ তুমি যে অগর্ব্ব সর্ব্ব-ঈশ বেদে কহে। তাহা সত্য দেখিল, অন্যথা কভু নহে॥ তিনবার আমারে করিলা পরাভব। * তথাপি আমার তুমি রাখিলা গৌরব॥ এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্য হয়? অতএব তুমি নারায়ণ সুনিশ্চয়॥

* কবিরাজগোস্বামী বলেন, প্রভু দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে পাঁচটী দোষ দেখাইয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাসঠাকুর বলেন, তিনটী দোষ। প্রভুর বিচার অনুসারে উদ্ধৃত শ্লোকটীতে পাঁচটি দোষই দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়, তিরোত, ডিল্লী, কাশী আদি করি। গুজ্জরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চী-পুরী॥ হেলঙ্গ, তেলঙ্গ, ওড্র, দেশ আর কত। পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥ দূষিব আমার বাক্য সে থাকুক দূরে। বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে॥ হেন আমি তোমা সনে সিদ্ধান্ত করিতে। না পারিল, সর্ব্ববুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে॥ এহো কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে। 'সরস্বতী-পতি' তুমি সেই দেবী কহে॥ বড় শুভ লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে। তোমা দেখিলাঙ ডুবিয়াও ভবকূপে॥ অবিদ্যা-বাসন-বন্ধে মোহিত হইয়া। বেড়াঙ পাশরি তত্ত্ব আপনা বঞ্চিয়া॥ দৈবভাগ্যে পাইলুঁ তোমার দরশন। এবে শুভদৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচন॥ পর-উপকার-ধর্ম্ম স্বভাব তোমার॥ তোমা বই শরণ্য দয়ালু নাহি আর॥ হেন উপদেশ মোরে কহ মহাশয়। আর যেন দুর্ব্বাসনা মোর চিত্তে নয়॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ৯৯ পৃঃ॥"

দিগ্বিজয়ীর স্তুতি-কাকুতি শুনিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।—"শুন বিপ্রবর তুমি মহাভাগ্যবান্। সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥ 'দিগ্‌বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে। ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিদ্যায় সভে কহে॥ মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে। ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কেহ নাহি চলে॥ এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি। করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়চিত্ত করি॥ এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল। শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥ যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়। তাবত ভজহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥ সে-ই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। 'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়॥ মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে। সভে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে॥' এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া। আলিঙ্গন করিলেন বিপ্রেরে চাপিয়া॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠনাথের আলিঙ্গন। বিপ্রের হইল সর্ব্ববন্ধ বিমোচন॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ১০০ পৃঃ॥"

প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন; প্রভুর চরণে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ-প্রণিপাত করিয়া দিগ্বিজয়ী সে-স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। "পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর। প্রভুরে করিয়া দণ্ড-প্রণাম বিস্তর॥ পুনঃপুন পাদপদ্ম করিয়া বন্দন। মহাকৃতকৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ॥ প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান। সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥ কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়িদম্ভ। তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র॥ হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার। পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার॥ চলিলেন দিগ্‌বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ। হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ॥ চৈ. ভা.॥ আদি, ৯ম অঃ॥ ১০০ পৃঃ॥"

এ-স্থলেই দিগ্‌বিজয়ীর বাস্তব পরাভব। প্রভুর কৃপায় তিনি নিজের হেয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অহঙ্কার সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়াছে, তিনি নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হীন মনে করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার দিগ্‌বিজয়ের চিহ্ন অশ্ব-গজ-দোলা-ধন-দৌলতাদি তিনি পাত্রসাৎ করিয়া প্রভুর উপদেশানুসারে নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য বাহির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া পড়িলেন। প্রভু কৃপা করিয়া বিপ্রের এই বাস্তব পরাভব সাধন করিয়াছেন,—প্রভুর নিজের গৃহে; তখন সে-স্থানে প্রভুর শিষ্যাদি কেহই উপস্থিত ছিলেন না।

এই ব্যাপারে, দিগ্ বিজয়ীর মুখে গঙ্গার মাহাত্ম্য-শ্রবণেচ্ছা-প্রকাশ, দিগ্ বিজয়ীর মুখে তাঁহার শ্লোকের ব্যাখ্যা-শ্রবণেচ্ছা-প্রকাশ, শ্লোকের দোষ-গুণ-বিচার এবং পরে স্বীয় স্বভাব-সুলভদৈন্য-বিনয়ের সহিত নিজের ধৃষ্টতা-ক্ষমাপনের ইচ্ছা-প্রকাশ এবং দিগ্ বিজয়ীর কবিত্বের ভূয়সী-প্রশংসা—এ-সমস্ত হইতেছে প্রভুর নর-চেষ্টা। সরস্বতীদ্বারা দিগ্ বিজয়ীর নিকটে স্বীয় স্বরূপের তত্ত্ব-প্রকাশ-করণ, দিগ্ বিজয়ীর চিত্তে প্রভুর স্বরূপের অনুভব-সঞ্চারণ, দিগ্ বিজয়ীর চিত্তের সম্যক্ পরিবর্ত্তন এবং পাণ্ডিত্য-গর্ব পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে ভক্তি-পথে আনয়নাদি হইতেছে প্রভুর ঈশ্বর-প্রভাবের পরিচায়ক।

১৮। সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর কাহিনী

গয়া হইতে প্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের এবং মহাপ্রকাশাদিরও পরে এক সময়ে এক সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আছিলাঙ আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি ॥ চৈ. চ. ১।১৭।৯৮॥" প্রভুর কথা শুনিয়া সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী গণনা আরম্ভ করিলেন; গণনায় যাহা পাইলেন তৎসম্বন্ধে ধ্যান করিতে লাগিলেন। "গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ—'মহাজ্যোতির্ম্ময়। অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সভার আশ্রয়॥ পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম ঈশ্বর।' দেখি প্রভুমূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁপর ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।৯৯-১০০ ॥"

প্রভুর এতাদৃশ রূপ দেখিয়া সর্বজ্ঞ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; তিনি কোনও কথাই বলিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। প্রভু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছিলেন; শেষে সর্বজ্ঞ বলিলেন,—"পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি জগত-আশ্রয়। পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥ পূর্ব্বে যৈছে ছিলা, তুমি এবে সেইরূপ। দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।১০২-৩॥"

প্রভুর কৃপায় সর্বজ্ঞের ধ্যানে প্রভুর ঐশ্বর্যাত্মক রূপ স্ফুরিত হইয়াছে। কিন্তু যে মাধুর্যাত্মক রূপের অন্তরালে সেই ঐশ্বর্যাত্মক রূপ লুক্কায়িত, সেই মাধুর্যাত্মক রূপেই যে প্রভু পূর্বজন্মে, অর্থাৎ গত দ্বাপরের প্রকটলীলায়, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ভঙ্গীতে সর্বজ্ঞের চিত্তে তাহা স্ফুরিত করাইবার উদ্দেশ্যে, সর্বজ্ঞের বাক্য শুনিয়া,—"প্রভু হাসি বোলে—'তুমি কিছু না জানিলা। পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ জাতিতে গোয়ালা॥ গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল। সেই পুণ্যে এবে হৈলাঙ ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল॥' চৈ. চ. ॥ ১।১৭।১০৪-৫ ॥"

ভঙ্গীতে প্রভু তাঁহার গত দ্বাপরের প্রকট-লীলার কথা বলিলেন। তখন তিনি, নন্দ-গোপের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং লৌকিকী দৃষ্টিতে জাতিতে গোয়ালা ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপ-সন্তানরূপে তিনি গাভীর রাখাল ছিলেন। গোপালনরূপ পুণ্যের প্রভাবে তিনি এবার ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াছেন।

প্রভুর এই ভঙ্গীময় বাক্য শুনিয়া সর্বজ্ঞ বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে, আমার ধ্যানে তাহাও আমি দেখিয়াছি; তোমার গোপরূপেও ঐশ্বর্য দেখিয়া আমি ফাঁপর হইয়াছি। আবার, তোমার সেই গোপরূপে এবং এই ব্রাহ্মণ-সন্তানরূপে আমি কোনও ভেদই দেখিতেছি না, একই দেখিতেছি। কখনও কখনও কিছু ভেদ দেখি বটে; কিন্তু তাহা তোমার মায়ার—আত্ম-গোপনেচ্ছার ফলে। তোমাকে নমস্কার।"—"সর্ব্বজ্ঞ কহে,—'তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাঙ। তাহাতেও ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁপর হৈলাঙ॥ সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার। কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায়ে তোমার॥ যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।' চৈ. চ.॥ ১।১৭।১০৬-৮॥"

সর্বজ্ঞের কথায় প্রভু পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। "প্রভু তাঁরে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।১০৮॥"

এই ব্যাপারে, সর্বজ্ঞের নিকটে নিজের পূর্বজন্মের বিবরণ জানিবার অভিপ্রায় হইতেছে প্রভুর নর-চেষ্টা। তাহার মধ্যে সর্বজ্ঞের নিকটে স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্বের প্রকটন এবং সর্বজ্ঞকে প্রেমদান হইতেছে ঈশ্বর-চেষ্টা।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও এক সর্বজ্ঞের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে (আদি, ৮ম, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা); কিন্তু তাহা হইতেছে প্রভুর গয়া-গমনের পূর্বের লীলা। প্রভু যখন অধ্যাপক, তখন একদিন এক "সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান॥ দেখিয়া প্রভুর তেজ সেহ সর্ব্বজান। বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম॥ প্রভু বোলে—'তুমি সর্ব্বজান ভাল শুনি। বোল দেখি অন্যজন্মে কি আছিলাঙ আমি॥' শুনিয়া "সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে। জপিতে গোপালমন্ত্র দেখে সেই ক্ষণে॥ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম। শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে মহাজ্যোতির্দ্ধাম॥ নিশাকালে প্রভুরে দেখে বন্দিঘরে। পিতা-মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে॥ সেই ক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লই কোলে। সেই রাত্রে থুইলেন আনিঞা গোকুলে॥ পুন দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে। কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই করে॥ নিজ ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ। সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥ পুন দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন। চতুর্দ্দিকে যন্ত্রগীত গায় গোপীগণ॥ দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলে সর্ব্বজান। গৌরাঙ্গ চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান॥ সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে 'শুন শ্রীবালগোপাল। কে আছিলা দ্বিজ এই, দেখাহ সকাল॥" সর্বজ্ঞ প্রভু সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীবালগোপালের নিকটে প্রার্থনা করিলেন—"এই দ্বিজ (নিমাই-পণ্ডিত পূর্ব্বজন্মে) কে ছিলেন, কৃপা করিয়া তাহা দেখাও।" তখন শ্রীবালগোপাল সর্বজ্ঞকে সমস্ত দেখাইলেন—দূর্বাদল-শ্যাম রামচন্দ্র, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, মৎস্য, হলধর, সুভদ্রা-বলরামের সহিত জগন্নাথ—এ সমস্ত দেখাইলেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ "তথাপি না বুঝে কিছু, হেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া তান॥ চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত। হেন বুঝি এ ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রবিত॥ অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে। পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে' বিপ্ররূপে॥ অমানুষি-তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে। 'সর্ব্বজ্ঞ' করিয়া কিবা কদর্থে আমারে॥" সর্বজ্ঞ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন; তখন প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কে আমি, কি দেখ, কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া॥" তখন সর্বজ্ঞ বলিলেন—"তুমি চলহ এখনে। বিকালে বলিব, মন্ত্র জপি ভাল মনে॥" তখন প্রভুও "ভাল ভাল" বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

দুই বারে দুইজন সর্বজ্ঞের সহিত প্রভু এই অপূর্বভঙ্গীময়ী লীলা করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। উভয়স্থলেই ঈশচেষ্টাগর্ভা নর-লীলা।

১৯। কাজীর প্রসঙ্গ। নগরসঙ্কীর্তন

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু নবদ্বীপে নাম-সংকীর্তন প্রচার করিয়াছেন। অসংখ্য লোক প্রভুর অনুগত হইয়াছেন, প্রভুর কৃপায় সংকীর্তন-রসে নিমগ্ন হইয়াছেন। প্রভু সকলকে আদেশ দিলেন,—"দশ-পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া। কীর্ত্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥ 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥' কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে। স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥ * * সন্ধ্যা হৈলে আপন দুয়ারে সভে মিলি। কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া করতালি॥ এই মত নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন। করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩২২ পৃঃ॥"

এতাদৃশ কীর্তনের কালে প্রভু কোনও স্থানে উপনীত হইলে আনন্দিত হইয়া প্রভু সকলকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের গলার মালা তাঁহাদের গলায় দিতেন এবং অত্যন্ত আর্তির সহিত বলিতেন,—"'অহর্নিশ ভাই সব বোলহ কৃষ্ণেরে॥' প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্বজন। কায়মনোবাক্যে লইলেন সঙ্কীর্ত্তন॥ পরম আনন্দে সব নগরিয়াগণ। হাথে তালি দিয়া বোলে 'রাম নারায়ণ॥' মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে। দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥ সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে। গায়েন বায়েন সভে আনন্দ-হৃদয়ে॥ 'হরি ও রামরাম হরি ও রামরাম।' এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩২৩ পৃঃ॥"

নবদ্বীপের সর্বত্র এইরূপ সংকীর্তন চলিতেছে। তাহাতে নবদ্বীপের যবনগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নবদ্বীপের কাজীর নিকটে গিয়া নালিশ করিলেন। শুনিয়া কাজীও ক্রুদ্ধ হইলেন।—"ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল। মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল—॥ 'এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানী। এবে যে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি? কেহো কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে। আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥ আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু। সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥' চৈ. চ.॥ ১।১৭।১১৯-২২॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ ভয় দেখাইয়া কাজী চলিয়া গেলেন। নগরিয়া লোকগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। কীর্তন-রসে তাঁহাদের চিত্ত এতই আকৃষ্ট হইয়াছে যে, কীর্তন বন্ধ করিতেও ইচ্ছা হয় না; অথচ কাজীর উৎপীড়নের ভয়ে কীর্তন করিতেও সাহস হয় না।

এদিকে আবার হিন্দুদের মধ্যেও কীর্তনবিরোধী অনেকে ছিলেন। কাজীর শাসনের কথা শুনিয়া তাঁহারাও সাহস পাইয়া নিজেদের আক্রোশ মিটাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে —"কেহো বোলে—'হরিনাম লৈব মনে মনে। হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কেমন পুরাণে॥ লজ্মিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়। 'জাতি' করিয়াও এ-গুলার নাহি ভয়॥ নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে। সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥ নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ। দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ॥ উচিত বলিতে হই আমরা 'পাষণ্ড।' ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩২৩-২৪ পৃঃ॥"

যাঁহারা ঘরে বসিয়া কীর্তন করিতেন এবং কাজী যাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মুখের উপরেই বিরুদ্ধবাদীরা এ-সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কিন্তু "ভয়ে কেহো কিছু না করে প্রত্যুত্তর॥" তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রভুর নিকটে যাইয়া সমস্ত জানাইলেন। বলিলেন—"কাজীর ভয়ে আমরা আর কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু প্রভু, কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিতেও পারিতেছি না। প্রভু! তুমি আদেশ কর, আমরা নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাই, যে-খানে কেহ আমাদের কীর্ত্তনে বিঘ্ন জন্মাইবে না। চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩২৪ পৃঃ॥"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া,—"প্রভু আজ্ঞা দিল—'যাহ, করহ কীর্ত্তন। আমি সংহারিব আজি সকল যবন॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১২৪॥"

প্রভুর অভয়-বাক্য পাইয়া—"ঘরে গিয়া সব লোক করে সঙ্কীর্ত্তন। কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১২৫॥"

কাজীর ভয়ে ভীত হইয়া ভক্তগণ খোল-করতাল-যোগে উচ্চ কীর্তন বন্ধ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে মনে কীর্তন করিতেন। এক্ষণে প্রভুর মুখে অভয়বাণী শুনিয়া আবার উচ্চ কীর্তন আরম্ভ করিলেন; কিন্তু পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দভাবে কীর্তন করিতে পারিতেছেন না; সর্বদাই ভয়—কখন না জানি কাজী আসিয়া উপস্থিত হয়েন। প্রভু তাঁহাদের এতাদৃশী অবস্থা জানিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎই ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া আনিয়া প্রভু বলিলেন,—"নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন। সন্ধ্যাকালে কর সভে নগর-মণ্ডন॥ সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে। দেখোঁ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১২৭-২৮॥"

সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌরাঙ্গ নগরকীর্তন বাহির করিবেন; ঘরে ঘরে দেউটী জ্বালার জন্য তিনি আদেশ করিয়াছেন; এ-সকল কথা সমস্ত নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সমস্ত নবদ্বীপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া চলিল। গৃহসমূহ সুসজ্জিত হইল। সদরদ্বারে পত্র-পুষ্পের তোরণ, কদলীবৃক্ষ, তার তলে পূর্ণকুম্ভ, কুম্ভের উপরে আম্রপল্লব ও নারিকেল-ফল। রমণীকণ্ঠে তারাবলী হারের ন্যায়, সারিবদ্ধ প্রজ্বলিত দীপশ্রেণী প্রতিগৃহে শোভা পাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বৃহৎ তৈলভাণ্ডে প্রকাণ্ড মশাল। কোনও কোনও গৃহে ঘৃত-প্রদীপ। "কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে। পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর। দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥ এই মত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে। চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩২৬-২৭ পৃঃ॥"

অপরাহ্ন আসিয়া উপস্থিত। ভক্তগণ আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইলেন। "অপরাহ্ন আসিয়া হইল পরকাশ॥ ভকতগণের চিত্তে হইল আনন্দ। সুখসিন্ধুমাঝে ভাসে সব ভক্তবৃন্দ॥ নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত। দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত॥ ঐ॥ ৩২৫ পৃঃ॥"

গোধূলি-সময়ে অসংখ্য ভক্ত আসিয়া প্রভুর গৃহদ্বারে সমবেত হইলেন। তাঁহারা বহু মশালও সঙ্গে আনিয়াছেন। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত শ্রীহরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীশচীনন্দনও তাহা শুনিয়া প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাহাতে—"সুখে পরিপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ॥ হুঙ্কারের সুখে সভে হইলা বিহ্বল। 'হরি' বলি সভে দীপ জ্বালিল তখন॥ লক্ষ কোটি দীপ সব চারিদিকে জ্বলে। লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে 'হরি' বোলে॥ কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার। কি সুখের না জানি হইল অবতার॥ কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমণি। কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি॥ সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি সকল আকাশ। জ্যোতিরূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ॥—ঐ॥ ৩২৫-২৬ পৃঃ॥"

প্রভুর রূপ স্বভাবতঃই পরম-মনোহর। সেই পরম-মনোহর রূপকেও প্রভু সেদিন এক অপূর্ব সাজে সজ্জিত করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসঠাকুর বলিয়াছেন,—"জিনিঞা কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা। হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা॥ তথাপিও বলি তান কৃপা অনুসারে। অন্যথা সে রূপ কহিবারে কেবা পারে॥ জ্যোতির্ম্ময় কনকবিগ্রহ বেদসার। চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥ চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা। মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্বকলা॥ ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দুসনে। বাহুতুলি 'হরি হরি' বোলে শ্রীবদনে॥ আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে। সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥ দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ। পুলকের শোভা যেন কনক-কদম্ব॥ সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন। শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূভঙ্গ-পত্তন॥ গজেন্দ্র জিনিঞা স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন। তহিঁ শোভে শুক্লসূত্র অতিক্ষীণ॥ চরণারবিন্দ—রমা-তুলসীর স্থান। পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥ উন্নত নাসিকা, সিংহগ্রীব মনোহর। সভা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥ ঐ॥ ৩২৬ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্তনের তিনটী সম্প্রদায় করা হইল। "কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥ আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস। মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস॥ পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১২৯-৩১॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্য রকমের কথা বলিয়াছেন। "আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কথো লৈয়া। নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হৈয়া॥ তবে হরিদাস কৃষ্ণসুখের সাগর। আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর॥ তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস। কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাঁহার বিলাস॥ এই মত ভক্তগণ আগে নাচি যায়। সভারে বেঢ়িয়া এক সম্প্রদায় গায়॥ সকল পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর॥ * * নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে। প্রেমসুধাসিন্ধু-মাঝে দুই জন ভাসে॥ ঐ॥ ৩২৭ পৃঃ॥"

এইরূপে কীর্তনের সম্প্রদায় গঠন করিয়া প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত বাহির হইলেন।—"চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। লক্ষ কোটি লোক যায় প্রভুর সহিতে॥ কোটি কোটি মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল। চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীরে হইল॥ চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে। কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে 'হরি' বোলে॥ দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার। আনন্দে বিহ্বল লোক সব নদীয়ার॥ ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধূলাময়। নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥ সে কম্প, সে ঘর্ম্ম, সে বা পুলক দেখিতে। পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি করয়ে নাচিতে॥ নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ-কোলাহল। 'হরি' বলি ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল॥ 'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।' 'হরি' বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্॥ ঠাঞি ঠাঞি এই মত মেলি দশ-পাঁচে। কেহো গায়, কেহো বা'য়, কেহো মাঝে নাচে॥ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়। আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে গায়॥ 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥' চৈ. ভা.॥ ৩২৭-২৮ পৃঃ॥"

এই ভাবে সংকীর্তন অগ্রসর হইতেছে। সংকীর্তন-দর্শনের জন্য এবং সংকীর্তন-নাটুয়া গৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য পথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে—স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা; শিশু-সন্তানকে কোলে করিয়াও অনেক রমণী। দর্শনে সকলেই আনন্দ-বিহ্বল, সকলের কণ্ঠেই উচ্চ-হরিধ্বনি। রমণীগণ আনন্দাবেশে হুলুধ্বনি দিতেছেন, আর "হরি হরি" বলিতেছেন; প্রভুর গমনপথে লাজ (খৈ) ও পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। পূর্বে যাঁহারা কীর্তন-বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের মুখেও "হরিনাম" স্ফুরিত হইতেছে, তাঁহারাও প্রেমাবেশে কীর্তন করিতেছেন। দর্শকদিগের মধ্য হইতেও বহু লোক প্রভুর কীর্তনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। এইরূপে প্রভু যতই অগ্রসর হয়েন, সংকীর্তনের লোক-সংখ্যা এবং সম্প্রদায়-সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সংকীর্তনের শব্দের সহিত মৃদঙ্গ-করতাল-মন্দিরাদির শব্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া পড়িল। প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অশ্রু-কম্প-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত। ভক্তগণ কীর্তন করিতেছেন। আর—" 'বাল' 'বোল' বলি নাচে গৌরাঙ্গ-সুন্দর। সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে মালা অতি মনোহর॥ যজ্ঞসূত্র, ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান। ধূলায় ধূসর প্রভু কমল-নয়ান॥ মন্দাকিনী হেন প্রেমধারের গমন। চান্দেরে না লয় মন দেখি সে বদন॥ সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার। অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥ সুন্দর চাঁচর-কেশ—বিচিত্র বন্ধন। তহিঁ মালতীর মালা অতি সুশোভন॥ চৈ. ভা.॥ ৩২৯ পৃঃ॥"

যাঁহারা কীর্তনে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থাও অদ্ভুত। "এই মত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক। পাসরিল দেহধর্ম্ম—যত দুঃখ শোক॥ গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট পূরে। কাহারো জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে॥ কেহো বোলে—'এবে কাজী বেটা গেল কোথা। লাগি পাও এখনে ছিঁড়িয়া ফেলোঁ মাথা॥' রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী মারিতে। কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটীতে॥ না জানিবা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়। না জানি মহানন্দে কতজনে গায়॥ হেন প্রেমবৃষ্টি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়। বৈকুণ্ঠসেবকও যাহা চায় সর্ব্বথায়॥ ঐ॥ ৩২৮ পৃঃ॥"

সংকীর্তন লইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রভু চলিতেছেন; প্রেমাবেশে তাঁহার বাহ্যস্মৃতি নাই।—"বাহ্য নাহি প্রভুর পরম ভক্তিরসে। বাহু তুলি 'হরি বোল হরি বোল' ঘোষে॥ শ্রীমুখের বচন শুনিঞা একবারে। সর্ব্বলোকে হরিধ্বনি বোলে উচ্চস্বরে॥ গৌরাঙ্গসুন্দর যায় যেদিগে নাচিয়া। সেই দিগে সর্ব্বলোক চলয়ে ধাইয়া॥ কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর। বাদ্য কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর॥ কাজী বোলে 'জান ভাই! কি গীত বাজন। কিবা কারো বিভা, কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥' চৈ. ভা. মধ্য, ২৩ অঃ॥ ৩৩৪ পৃঃ॥"

কাজীর আদেশ পাইয়া তাঁহার অনুচরগণ, কি ব্যাপার হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহা—"রড় দিয়া কাজীরে কহিলা ঝাট গিয়া। 'কি কর' চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥ কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাঞি আচার্য্য। সাজিয়া আইসে, আজি কিবা করে কার্য্য॥ লাখ লাখ মহাতাপ দেউটী সব জ্বলে। লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানী বোলে॥ দুয়ারে দুয়ারে কলা ঘট আম্রসার। পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥ না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে। বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উফড়ে॥ হেনমত নদীয়ার নগরে নগরে। রাজা আসিতেও কেহ এমত না করে॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩৩৫ পৃঃ॥"

এদিকে প্রভুও নৃত্য করিতে করিতে কাজীর নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। "সর্ব্বলোক-চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর। আইলা নাচিতে, যথা কাজীর নগর॥ কোটি কোটি হরিধ্বনি মহাকোলাহল। স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালাদি পূরিল সকল॥ শুনিঞা কম্পিত কাজী গণসহ ধায়। সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥ পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে। ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ নাহি জানে॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩৩৫ পৃঃ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সগণে প্রভু কাজীর দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন প্রভুর মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল। সংকীর্তন-প্রেমাবেশ যেন সংকীর্তন-বিঘ্নকারীর প্রতি ক্রোধাবেশের রূপ ধারণ করিল। সন্তানের প্রতি অত্যাচার করিয়া কোনও লোক পলাইয়া গেলে পুত্রস্নেহপরবশ পিতার সন্তান-বাৎসল্য যেমন পলাতক অত্যাচারকারীর সম্বন্ধে ক্রোধের রূপ ধারণ করে, অত্যাচারকারীর উপর অত্যাচারের কথা পিতার মুখ দিয়া প্রকাশ করায়, কীর্তনের অঙ্গ মৃদঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া কাজী এক্ষণে পলায়ন করিয়াছেন দেখিয়া সংকীর্তনৈক-পিতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তন-রতিও পলাতক কাজীর সম্বন্ধে ক্রোধরতির রূপ ধারণ করিয়া কাজীর গৃহদ্বারাদি ভাঙ্গিবার কথা প্রভুর মুখে প্রকাশ করাইল।—"আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥ ক্রোধে বোলে প্রভু—'আরে কাজি বেটা কোথা। ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥ নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন। পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কাল-যবন। প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার। 'ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ' প্রভু বোলে বার বার॥ * * সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার। কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥ চৈ. ভা. ॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩৩৫-৩৬ পৃঃ॥

প্রভুর ভক্তগণ কিন্তু উত্তেজিত হয়েন নাই; তাঁহারা ধীর স্থির। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা বোধ হয় ভাবিলেন—"করুণা-প্রীতির মূর্তবিগ্রহ গৌর সর্বজীবের প্রতি নির্বিচারে প্রেম বিতরণের জন্যই তো অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার মধ্যে আজ এমন ক্রোধ কেন দেখা যাইতেছে? তবে কি প্রভুতে রুদ্রের আবেশ হইয়াছে? স্বয়ংভগবান্ প্রভুর মধ্যে তো সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই বিদ্যমান,—রুদ্রও। সেই রুদ্রই কি প্রভুর দ্বারে এরূপ আচরণ করিতেছেন?" ভক্তগণ প্রভুর ক্রোধ সম্বরণের জন্য কাকুতি-মিনতি জানাইতে লাগিলেন।—"দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্তগণ। গলায় বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন॥ ঊর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্তগণ। প্রভুর চরণারবিন্দে করে নিবেদন॥ 'তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ। তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন॥ যে-কালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার। সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র অবতার॥ যে-রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে। শেষে তেঁহো আসি মিলে তোমার শরীরে॥ অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহরে। সে-তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জন তরে॥ 'অক্রোধ পরমানন্দ' তুমি, বেদে গায়। বেদবাক্য প্রভু ঘুচাইতে না যুয়ায়॥ ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলামাত্র॥ করিলা ত কাজির অনেক অপমান। আর যদি ঘটে, তবে সংহারিও প্রাণ॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩ শ অঃ॥ ৩৩৬ পৃঃ॥"

ভক্তগণ প্রভুর জয়গান করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। "জয় বিশ্বম্ভর মহারাজ-রাজেশ্বর। জয় সর্ব্বলোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দর॥ জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমাকান্ত। বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত॥ হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে। চৈ. চ.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩৩৭ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল, প্রসন্ন-বদনে প্রভু হাসিতে লাগিলেন।

পূর্বে ক্রোধাবেশে প্রভু যখন কাজীকে লক্ষ্য করিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছিলেন, কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্গার কথা বলিয়াছিলেন, তখন কয়েকজন "উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১৩৬॥" পথিমধ্যে যাঁহারা কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনই এই কাণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে,—"কেহো ঘর ভাঙ্গে, কেহো ভাঙ্গয়ে দুয়ার। কেহো লাথি মারে, কেহো করয়ে হুঙ্কার॥ আম্র-পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহো ফেলে। কেহো কদলক-বন ভাঙ্গি 'হরি' বোলে॥ পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া। উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩৩৬ পৃঃ॥"

প্রভু বোধ হয় ইঁহাদের এ-সকল ঔদ্ধত্যের কথা জানিতে পারেন নাই। ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় প্রভু যখন স্থির হইলেন, তাঁহারাও তাঁহাদের কার্য হইতে নিরস্ত হইলেন।

প্রভু স্থির হইয়া প্রসন্ন-হাস্যমুখে বসিয়াছেন। ভক্তবৃন্দও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। তখন কয়েক জন ভব্য লোক পাঠাইয়া প্রভু কাজীকে আহ্বান করিলেন। ভব্যলোকদের মুখে, প্রভু শান্ত হইয়াছেন শুনিয়া, কাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—নতমস্তকে। —"তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা। ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা॥ দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া। কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥—চৈ. চ.॥ ১।১৭।১৩৭-৩৮॥"

যথোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্বক প্রভু কাজীকে নিজের নিকটে বসাইয়া আত্মীয়তার ভাবে সহাস্য-বদনে বলিলেন, "—আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত। আমা দেখি লুকাইলা, এ-ধর্ম্ম কেমত॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১৩৯॥"

প্রভুর এই ওলাহন-বাক্য শুনিয়া—"কাজী কহে—তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া। তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥ এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি মিলিলাম। ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥ গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা। দেহ-সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাচা॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥ ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়। মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥ চৈ. চ.॥১।১৭।১৪০-৪৪॥"

প্রভুর অদৃশ্য প্রভাবে এবং দৃশ্যমান্ আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারে কাজীর চিত্তের পরিবর্তন হইল। তিনিও প্রভুর সঙ্গে আত্মীয়তাময় একটা সম্বন্ধ পাতাইলেন। প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রামসম্বন্ধে কাজীর "চাচা—খুড়া" হইতেন। সেই সম্বন্ধে কাজী হইলেন প্রভুর মামা এবং প্রভু হইলেন কাজীর ভাগিনা। কাজী বলিলেন—ইহা দেহসম্বন্ধ না হইলেও এবং গ্রাম-সম্বন্ধ হইলেও দেহসম্বন্ধ অপেক্ষাও "সাচা—সত্য।" কেননা, গ্রামসম্বন্ধের ভিত্তি হইতেছে প্রীতি। এইরূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া কাজী বলিলেন—"কোনও কারণে ভাগিনা যদি মামার প্রতি ক্রুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েন, তাহা হইলেও মামা ভাগিনার সেই ক্রোধ অবশ্য সহ্য করেন। আর মামার অপরাধও ভাগিনা গ্রহণ করেন না।" ভঙ্গীতে বোধ হয় কাজী জানাইলেন—"আমি তোমার প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছি বলিয়া তুমি যে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ, আমি তোমার সেই ক্রোধ সহ্য করিব; তজ্জন্য তোমার কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করিব না। আর, তোমার মাতুল আমি তোমার কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাও তুমি গ্রহণ করিবে না; তজ্জন্য তুমিও আমার জন্য কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করিও না।"

এইরূপ আত্মীয়তাময় বাক্যে উভয়ের মনই পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্তা চলিতে লাগিল।—"প্রভু কহে—'প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।' কাজী কহে—'আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥' প্রভু কহে—'গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা। বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা। পিতা-মাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম? কোন্ বলে কর তুমি এতেক বিকর্ম্ম?' কাজী কহে—'তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ। তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব-কোরাণ॥ সেই শাস্ত্রে কহে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ। নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ॥ প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়। শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয়॥ তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী। অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি॥' প্রভু কহে—'বেদে কহে গোবধ-নিষেধে। অতএব হিন্দুমাত্রে না করে গোবধে॥ জীয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী। বেদ-পুরাণে ঐছে আছে আজ্ঞাবাণী॥ অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ। বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥ জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার। তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার॥ কলিকালে ঐছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে। অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥ তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে—'অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥' * তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার। নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥ গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর। গোবধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥ তোমা সভার শাস্ত্র-কর্ত্তা—সেহো ভ্রান্ত হৈল। না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম—ঐছে আজ্ঞা দিল॥' শুনি স্তব্ধ হৈলা কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী। বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি॥ 'তুমি যে কহিলে পণ্ডিত, সেই সত্য হয়। আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচার-সহ নয়॥ কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি। জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১৪৬-৬৩॥"

কাজীর কথা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন এবং তাঁহাকে আর একটী প্রশ্ন করিলেন।—"আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা। যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবা আমা॥ 'তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন। বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥ তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।

* শ্লোকানুবাদ। অশ্বমেধযজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপাদন—কলিকালে এই পাঁচটী বর্জন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি॥' কাজী বোলে—'সভে তোমা বলে গৌরহরি। সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি॥ শুন গৌরহরি! এই প্রশ্নের কারণ। নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন॥' প্রভু বোলে—'এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়। স্ফুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়॥' কাজী কহে—'যবে আমি হিন্দুঘর গিয়া। কীর্ত্তন করিলুঁ মানা, মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥ সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর। নরদেহ, সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥ শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া পড়ি। অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি॥ মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বোলে—। 'ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥ মোর কীর্ত্তন মানা করিস, করিমু তোর ক্ষয়।' আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥ ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়—। 'তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥ সেদিন বহুত নাহি কৈলে উৎপাত। তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণাঘাত॥ ঐছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু। সবংশে তোমারে মারি, যবন নাশিমু॥' এত কহি সিংহ গেল, মোর হৈল ভয়। এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥ এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল। শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল। কাজী কহে—ইহা আমি কারে না কহিল॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১৬৫-৮১॥"

কাজী আরও বলিলেন—"পরের দিন আমার পেয়াদা আসিয়া বলিল—'আমি কীর্তন নিষেধ করিতে গেলাম; হঠাৎ এক উল্কা আসিয়া আমার মুখে পড়িল, আমার দাড়ি পুড়িয়া গেল, মুখে ক্ষত হইল। অন্যান্য পেয়াদারও এই অবস্থা।' তাহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম—'আর কীর্তন নিষেধ করিও না, ঘরে বসিয়া থাক।' ইহার পরে, স্বচ্ছন্দে কীর্তন চলিতে লাগিল। মুসলমানগণ আসিয়া আমাকে জানাইলেন—'নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার। হরি হরি ধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর॥' আরও অনেকে অনেক কথা বলিয়া আমাকে বলিল—'হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল। পাৎসা শুনিলে তোমার করিবেক ফল।' যাঁহারা এই অভিযোগ করিলেন, তাঁহাদের মুখেও 'হরি কৃষ্ণ' নাম! আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম—'হিন্দু তাহার দেবতার নাম করে; ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু তোমরা মুসলমান হইয়া কেন সর্বদা হরি-কৃষ্ণ বলিতেছ?' তাঁহারা বলিলেন—'আমাদের জিহ্বা, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরিনাম উচ্চারণ করিতেছে, আমরা কি করিব।' আমি তাঁহাদিগকে ঘরে পাঠাইলাম। এদিকে আবার পাঁচ-সাতজন পাষণ্ডী হিন্দু আসিয়াও আমাকে জানাইল— '—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥ মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ। তাতে বাদ্য নৃত্যগীত যোগ্য আচরণ॥ পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত। গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥ উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি। মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥ না জানি কি খাঞা মত্ত হৈয়া নাচে গায়। হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥ নগরিয়াকে পাগল করিল সদা সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি জাগরণ ॥ 'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি।' হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড-সঞ্চারি ॥ কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড়বাড়! এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি। সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥ গ্রামের ঠাকুর তুমি, সভে তোমার জন। নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥' তবে আমি প্রীতবাক্যে কহিল সভারে—। সভে ঘর যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥" এ-সকল কথা বলিয়া কাজী প্রভুকে বলিলেন, "'হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥' এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া—॥ 'তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র। পাপ ক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র।' 'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ'—লৈলে তিন নাম। বড় ভাগ্যবান্ তুমি, বড় পুণ্যবান্ ॥' এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি। প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী—॥ 'তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি। এই কৃপা কর যে—তোমাতে রহু ভক্তি ॥' চৈ. চ. ॥ ১।১৭।১৮১-২১৩ ॥"

ইহার পরে প্রভু কাজীকে বলিলেন—"এক দান মাগিহে তোমায়। সঙ্কীর্ত্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায় ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।২১৪ ॥" তখন "কাজী কহে—'মোর বংশে যত উপজিবে। তাহাকে তালাক দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে ॥' ঐ ॥ ২১৫ ॥"

কাজী বলিলেন—"আমি তো আর কখনও কীর্ত্তনে বাধা দিবই না; আমার অবর্ত্তমানে আমার বংশে যাহারা কাজী হইবে, তাহাদেরও আমি শপথ দিয়া যাইব, কেহ যেন কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।" কাজীর বাক্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া—"প্রভু 'হরি' বলি উঠিলা আপনি। উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি ॥ কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন। সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিত মন। কাজীরে বিদায় দিয়া শচীর নন্দন। নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।২১৬-১৮ ॥"

কাজীর গৃহ হইতে ভক্তগণ পরমানন্দে কীর্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন; প্রভুও প্রেমাবেশে পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন—"সঙ্কীর্ত্তনরসে সর্ব্বগণে নাচি যায় ॥ মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল। 'রাম কৃষ্ণ জয়ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল ॥' * * জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে। ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥ কে বা কোন্ দিগে নাচে, কে বা গায় বা'য়। হেন নাহি জানি কোন্ দিগে কেবা ধায় ॥ আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ। শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ * * অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিলা শঙ্খ-বণিক-নগর ॥ শঙ্খ-বণিকের পুরে উঠিল আনন্দ। 'হরি' বলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ ॥ পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর। চতুর্দ্দিগে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর ॥ * * প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার। নারীগণে 'হরি' বলি দেয় জয়কার ॥ এই মত সকল নগরে শোভা করে। আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে। উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় কোলাহল। তন্তুবায় সব হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥ ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার। উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাঁহার দুয়ার॥ সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে। কত ঠাঞি তালি, তাহা চোরেও না হরে॥ নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে। জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥ ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন। লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥ জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার। * * 'মইলুঁ মইলুঁ' বলি ডাকয়ে শ্রীধর। 'মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥' বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর। প্রভু বোলে—'শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥ আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে। শ্রীধরের জল পান করিলো যখনে॥ এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল আমার।' কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সুধার॥ বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়। সভারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩৩৭-৩৮॥"

শ্রীধরের গৃহ হইতে বাহির হইয়া কীর্তনরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে—"সর্ব্ব নদীয়ায় নাচে ত্রিভুবন রায়। গাদিগাছা-পারডাঙ্গা-আদি দিয়া যায়॥ * * প্রভু দেখি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ হৈয়া পড়য়ে পুরুষ-স্ত্রীয়ে বালক লইয়া॥ শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি সভাকারে। স্বানুভবানন্দে প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥ চৈ. ভা.॥ মধ্য, ২৩শ অঃ॥ ৩৩৭-৩৮ পৃঃ॥"

এই ভাবে নৃত্য-কীর্তন করিতে করিতে সমস্ত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া প্রভু নিজ গৃহে গেলেন, ভক্তগণও নিজ নিজ গৃহে গেলেন।

সেই দিন হইতে নবদ্বীপে নির্বিঘ্নে সংকীর্তন চলিতে লাগিল। কাজী বা কাজীর বংশধর-গণও আর কখনও কীর্তনে বাধা দেন নাই।

ভাগ্যবান্ কাজীর সমাধি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত নগর-কীর্তনের এবং প্রভুর অদ্ভুত প্রভাবের সাক্ষ্য দান করিতেছে। বৈষ্ণবভক্তগণ এখন পর্যন্ত কাজীর পবিত্র সমাধিতে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত পুষ্পাদি উৎসর্গ করিতেছেন।

প্রভুর এই লীলাতে সংকীর্তন লইয়া বহির্গমন হইতেছে প্রভুর নরচেষ্টা। তাহার মধ্যে কাজীর চিত্তের অদ্ভুত পরিবর্তন, কাজীর চিত্তে প্রভুর স্বরূপের অনুভব-উৎপাদনাদি হইতেছে তাঁহার ঈশ্বর-প্রভাবের পরিচায়ক।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, মহাপ্রভুর এই নগরসংকীর্তনটী হইতেছে "অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।" রাজশক্তির অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদেই এই নগর-কীর্তনরূপ আন্দোলনের উৎপত্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুই বোধহয় এতাদৃশ "অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের" সর্বপ্রথম প্রবর্তক। মাত্র একদিনেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই দিনের মধ্যেই ইহা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। ভক্তিভাবপুষ্ট নৈতিক বলই ছিল ইহার ভিত্তি।

অষ্টম অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ৭. ৬. ১৯৬১, শেষ ১১. ৬. ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

মহাপ্রভুতে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের শাস্ত্র-কথিত অন্যান্য লক্ষণ এবং প্রভুর সন্ন্যাস

১। মহাভারতোক্ত লক্ষণ

মহাভারতের অন্তর্গত অনুশাসনপর্বে, দানধর্ম-প্রকরণে, বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে নিম্নলিখিত নামগুলি দৃষ্ট হয়।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ১২৭।৯২ ॥
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ১২৭।৭৫ ॥

এ-স্থলে শ্রীবিষ্ণুর কয়েকটী লক্ষণাত্মক নাম উল্লিখিত হইয়াছে; এইগুলি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। **সুবর্ণবর্ণঃ**—সুবর্ণবর্ণ ও হেমাঙ্গ-এই দুইটী শব্দ আছে। "সুবর্ণ"-অর্থ স্বর্ণ এবং "হেম"-অর্থও স্বর্ণ। সুবর্ণবর্ণ-শব্দের এক অর্থ হইতে পারে—সুবর্ণের (স্বর্ণের) ন্যায় বর্ণ যাঁহার, তিনি সুবর্ণবর্ণ। হেমাঙ্গ-শব্দের অর্থও—হেমের (স্বর্ণের) ন্যায় অঙ্গ যাঁহার, তিনি হেমাঙ্গ। "হেমের (স্বর্ণের) ন্যায় অঙ্গ" বলিতে "স্বর্ণবর্ণ অঙ্গই" বুঝায়। "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দের যদি উল্লিখিত অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে "সুবর্ণবর্ণ" এবং "হেমাঙ্গ" একার্থক হইয়া পড়ে; তাহাতে "সুবর্ণবর্ণ" ও "হেমাঙ্গ" দুইটী নাম হয় না; অথচ এই দুই শব্দে দুইটী নামই সূচিত হইয়াছে। কেননা, এ-স্থলে দুইটী নাম স্বীকার না করিলে সহস্রনাম পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ, একই স্থলে একার্থক দুইটী শব্দ প্রয়োগের সার্থকতাও নাই; অনর্থক দ্বিরুক্তিও অভিপ্রেত হইতে পারে না। সুতরাং "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দের উল্লিখিত অর্থ গ্রহণীয় নহে; ইহার অন্য অর্থ হইতে পারে কিনা, দেখিতে হইবে।

সুবর্ণ—সু (উত্তম) বর্ণ। বর্ণ-শব্দের অর্থ অক্ষরও হয়। "ক, খ, গ, ঘ"-ইত্যাদি অক্ষরসমূহকে "বর্ণমালা—অক্ষরসমূহ" বলা হয়। এইরূপে "সুবর্ণ"-শব্দে "উত্তম অক্ষর" বুঝায়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের "কৃষ্ণ" নামের অক্ষরগুলিই হইতেছে—উত্তম বর্ণ বা উত্তম অক্ষর; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের বহু নামের মধ্যে "কৃষ্ণ"-নামই শ্রেষ্ঠ—সর্বোত্তম। "নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।—ভা. ১০।৮।৯ (আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য-ইত্যাদি)-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকাধৃত প্রভাসপুরাণ-বচন। শ্রীকৃষ্ণোক্তি।" তোষণী বলিয়াছেন—"যস্যাস্য যশ্চ প্রথমপ্যক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসিদ্ধম্।—এই নামের প্রথম অক্ষরটীও মহামন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ।" "কৃষ্ণ"-এই উত্তম বর্ণদ্বয় বর্ণন করেন যিনি, তিনি "সুবর্ণবর্ণ"। সুবর্ণে বর্ণয়তি যঃ সঃ সুবর্ণবর্ণঃ।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের অন্তর্গত "কৃষ্ণবর্ণঃ"-শব্দেরও এইরূপই অর্থ (৩৫-ক অনু দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের অন্তর্গত "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের যেই অর্থ, মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দেরও সেই অর্থ।

এইরূপে দেখা গেল—মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দে—শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপাদি বর্ণন বা কীর্তন করেন যিনি, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের তাৎপর্য-কথন-প্রসঙ্গে "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের তাৎপর্য কবিরাজ-গোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন:—'কৃষ্ণ' এই দুইবর্ণ সদা যাঁর মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥ কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ। কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥ চৈ. চ. ১।৩।৪২-৪৩॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বদাই কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদিও কীর্তন করিতেন; সুতরাং মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণ" এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দদ্বয়ে যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, সেই লক্ষণ মহাপ্রভুতে বিশেষভাবেই বিদ্যমান ছিল।

খ। **হেমাঙ্গঃ**—স্বর্ণবর্ণ অঙ্গ যাঁহার, তিনি হেমাঙ্গ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর্ণ যে স্বর্ণের ন্যায় ছিল, তাহা সর্বজনবিদিত (৫।৫-ক অনু দ্রষ্টব্য)। "প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞানতমস্ততি॥ চৈ. চ. ১।৩।৪৬॥" এই হেমাঙ্গত্বই হইতেছে মুণ্ডক ও মৈত্রায়ণী শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণত্ব। "হেমাঙ্গ"-শব্দে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতত্ব—সুতরাং রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বও—সূচিত হইতেছে।

গ। **বরাঙ্গঃ**—বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ যাঁহার, তিনি বরাঙ্গ। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বরাঙ্গ ছিলেন। অঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব দুই রকমের—অঙ্গসৌষ্ঠবাদিতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভাবে শ্রেষ্ঠত্ব।

সৌষ্ঠবাদিতে মহাপ্রভুর বরাঙ্গত্ব :—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি :—"তপ্তহেম সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর। নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥ দৈর্ঘ্যবিস্তারে যেই আপনার হাথে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥ আজানুলম্বিত ভুজ—কমললোচন। তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশু-বদন॥ চৈ. চ. ১।৩।৩২-৩৫॥ চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥ চৈ. চ. ১।৩।২৩॥"

মুরারিগুপ্তের কড়চার উক্তি :—"স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ। বরজানুবিলম্বিসদ্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥ কড়চা॥ ১।১।১॥—অতিশুদ্ধ-বিক্রম (শৌর্য্যাতিশয়যুক্ত), স্বর্ণবর্ণ, কমলপত্রের ন্যায় আয়ত-লোচন-বিশিষ্ট, জানু পর্যন্ত লম্বিত অতি সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুজ এবং ভক্তিরসাভিব্যঞ্জক বহু প্রকার নর্ত্তনে পরায়ণ শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।”; “সুতপ্তকাঞ্চনাভাসং মেরুশৃঙ্গমিবাপরম্। রাকাসুধাকরাকারমুখং জলজলোচনম্॥ সুনসং কম্বুকণ্ঠাঢ্যং মহোরস্কং মহাভুজম্। বন্ধূকমুকুরারক্তদন্তচ্ছদমনোহরম্॥ কুন্দাভদন্তমত্যন্তচন্দ্ররশ্মিজিতস্মিতম্। আজানুলম্বিতভুজং বিলসৎপাদপঙ্কজম্॥ কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বলং শশ্বৎ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্। কূর্ম্মোন্নতপদদ্বন্দ্বং দৃষ্ট্বাদৌ বিস্মিতোঽভবৎ॥ কিমসৌ পুরুষব্যাঘ্রো মহাপুরুষলক্ষণঃ। অবতীর্ণ ইবাভাতি বৈকুণ্ঠাদ্দেবরূপধৃক॥ কিংবাসৌ সচ্চিদানন্দরূপবান্ রসমূর্ত্তিমান্। কিংবাসৌ সর্ব্বজীবানাং হিতকৃদীশ্বরঃ স্বয়ম্॥—কড়চা॥ ৩।১১।৭-১২॥—(মহাপ্রভু নীলাচলে উপনীত হইলে সার্বভৌমভট্টাচার্য প্রভুর কিরূপ রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, সার্বভৌম-বাক্যে তাহা ব্যক্ত করা হইতেছে) দ্বিতীয় সুমেরুশৃঙ্গবৎ, সুতপ্ত সুবর্ণের কান্তি, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মুখ, পদ্মপলাসলোচন, অতি সুন্দর নাসিকা, শঙ্খবৎ রেখাত্রয় সম্বলিত কণ্ঠ, বিশাল বক্ষঃ, বিশাল ভুজ, বন্ধূকপুষ্পের কোরক হইতেও সুন্দর রক্তবর্ণ ও মনোহর ওষ্ঠ, দন্তপংক্তি কুন্দকুসুমের ন্যায়, মৃদুমধুর হাস্য পূর্ণিমার চন্দ্রজ্যোৎস্নাকেও পরাজিত করে, ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, পাদপদ্ম মহা শোভাবিশিষ্ট, নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বল ও পুলকিত-বিগ্রহ, চরণযুগল কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত,—সার্বভৌম এই মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—‘এই মহাপুরুষ-লক্ষণ পুরুষব্যাঘ্র কি বৈকুণ্ঠ হইতেই দেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন? অথবা ইনি কি সচ্চিদানন্দরূপবান্ সাক্ষাৎ রসবিগ্রহ? অথবা ইনি কি সর্ব্বজীবের হিতকারী স্বয়ং ঈশ্বরই?”

কর্ণপূরের মহাকাব্যের উক্তি :—“যস্যাঙ্গশ্রীমধুরিম-পরীণা হৃপীযূষসেকৈ র্ভাস্বচ্চামীকরজলময়ৈঃ শান্তনিঃশেষতাপৈঃ। যস্য শ্রীমৎপদজলরুহান্মকরন্দপ্রবাহৈঃ সাক্ষাৎ প্রক্ষালিতমিব জগচ্ছশ্বদানম্যতাং সঃ॥ জানুপ্রান্ত-প্রসৃমরভুজাদণ্ডমুচ্চণ্ডচণ্ড-দ্যোতশ্রেণীপটুতরমহোমণ্ডলীমণ্ডিতাঙ্গম্। আকর্ণান্তঃস্খলিত-ললিতাপাঙ্গমত্যন্তরজ্যদ্‌গণ্ডাভোগং মৃগপতিশতাক্রীড়মানং ভজামঃ॥ যস্য শ্রীমন্নখমণিসুধারশ্মি-রম্যপ্রকাশৈ স্ত্রৈলোক্যান্তর্জটিতজড়িমক্ষালনায়োন্মিষদ্ভিঃ। স্বীয়প্রেমাম্বুধিলহরিকাপূরপুরেণ ভূয়ো জাড্যং চক্রে তমিহ তদহো সেবতাং জীবলোকঃ॥ * * যত্র শ্রীমন্মধুরিমময়ী কান্তিরেষা জগাম ব্যাহারান্তং গুরুকরুণতা পূর্ণতামাগতাসীৎ। বৈদগ্ধীয়ং নিখিলসুভগা হন্ত নির্বাহমাপ্তা গৌরাঙ্গস্য প্রণম তদিদং পাদপাথোজযুগ্মম্॥ চিত্রং তাবদ্‌গুণজলনিধেস্তস্য লাবণ্যধাম্নো বৈদগ্ধ্যাদের্লবমপি সুধীর্ভাষিতুং কঃ সমর্থঃ। স্বীয়াং শক্তিং দ্বিগুণগুণিতাং চেদ্‌বিধায়ৈষ বক্তুং শক্তঃ শক্তঃ স্বয়মপি ন হি শ্রীল গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ॥ মহাকাব্য॥ ১২-৭॥—মর্মানুবাদ। যাঁহার অঙ্গ-সৌন্দর্যের মধুরিমাসমূহরূপ পীযুষ-সেকদ্বারা, শান্ত এবং নিঃশেষ-তাপ দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তিদ্বারা এবং যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত মকরন্দ-প্রবাহদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সাক্ষাদ্‌ভাবে নিত্য প্রক্ষালিত হইতেছে, আমি সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি। যাঁহার ভুজদ্বয় জানুপর্যন্ত বিলম্বিত, যাঁহার অঙ্গ প্রচণ্ড সূর্যের তেজোমণ্ডলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা মণ্ডিত, যাঁহার ললিত অপাঙ্গ কর্ণপর্যন্ত বিস্তৃত, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সমধিক রক্তবর্ণ এবং যিনি শত শত মৃগপতি-সিংহের ন্যায় ক্রীড়াপরায়ণ, আমি সেই গৌরাঙ্গদেবের ভজন করি। ত্রিলোকান্তর্গত বিষয়জড়তা (অজ্ঞান) ক্ষালনের জন্য উন্মীলিত যাহার নখমণির অমৃতরশ্মির রম্য প্রকাশ ত্রিজগতের জড়িমা দূরীভূত করিয়া পুনরায় যিনি স্বীয় প্রেমসমুদ্রের লহরী সমূহদ্বারা ত্রিলোকের জড়তা বিধান করিয়াছেন, হে জীবগণ, তোমরা সেই শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন কর।

যাঁহার কান্তির মধুরিমার বর্ণনা অসম্ভব, যাঁহার মহতী করুণা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং নিখিল-সুভগা বৈদগ্ধী চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম-যুগলকে প্রণাম কর।

লাবণ্যের আকর এবং গুণের সাগর শ্রীগৌরাঙ্গের বৈদগ্ধ্যাদির লবমাত্র বর্ণন করার সামর্থ্য কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তির আছে?"

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—"জিনিঞা কন্দর্পকোটি লাবণ্যের সীমা। হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা॥ * * জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদসার। চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥ চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা। মধুর-মধুর হাসে জিনি সর্ব্বকলা॥ * * দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ। পুলকের শোভা যেন কনক-কদম্ব॥ সুরঙ্গ অধর, অতি সুন্দর দশন। শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূভঙ্গ-পত্তন॥ গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন। তহিঁ শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥ * * উন্নত নাসিকা, সিংহগ্রীব মনোহর। সভা' হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥—চৈ. ভা. মধ্য, ২৩ অঃ॥ ৩২৬ পৃঃ॥"

প্রভাবে মহাপ্রভুর বরাঙ্গত্ব

"প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞানতমস্ততি॥ জীবের কল্মষতমো নাশ করিবারে। অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥ ভক্তির বিরোধী—কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার কল্মষ নাম—সেই মহাতম॥ বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেম দৃষ্টে চায়। করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥ শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥ চৈ. চ. ১।৩।৪৬-৫০॥";

"স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি। পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ শ্রীরূপগোস্বামীর স্তবমালা॥ ২।৮॥—যাঁহার মন্দহাস্যযুক্ত কটাক্ষ সর্বজগতের (জগদ্‌বাসী জীবসমূহের) সমস্ত শোক সর্বতোভাবে হরণ করে, যাঁহার বাক্যের প্রারম্ভ (সম্ভাষণের উপক্রম) জগতের কল্যাণ-সমূহকে বিস্তার করে, যাঁহার চরণাশ্রয়ে কোন্ জনই বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারে না (অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারে), সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বোদ্ধৃত মহাকাব্যের বাক্যসমূহেও অঙ্গ-শোভাদির সঙ্গে প্রভাবে বরাঙ্গত্ব কথিত হইয়াছে।

ঘ। চন্দনাঙ্গদী

নৃত্যকালে মহাপ্রভু (ঘৃষ্ট) চন্দনের অঙ্গদাদি ধারণ করিতেন। "চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দনভূষণ। নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥ চৈ. চ. ১।৩।৩৭॥"

ঙ। সন্ন্যাসকৃৎ

যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি সন্ন্যাসকৃৎ। মহাপ্রভুও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাধক জীবও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ-স্থলে সাধক জীবের কথা বলা হয় নাই। এ-স্থলে "সন্ন্যাসকৃৎ" হইতেছে বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্তর্ভুক্ত একটী নাম; সুতরাং ভগবৎ-স্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের কথাই মহাভারত বলিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া এক মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ তাহা করেন নাই।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে (পরবর্তী ৩-৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

চ। শমঃ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে "শম"-শব্দের একটী অর্থ লিখিত হইয়াছে—"শময়ত্যালোচয়তি রহস্যং হরেঃ—শ্রীহরির রহস্য পর্যালোচক।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বৈদগ্ধ্যাদির, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রহস্যাদির বিশেষ রূপে পর্যালোচনা করিয়াছেন।

সহস্রনাম-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"সর্ব্বভূতানাং শময়িতেতি বা শমঃ—সর্ব্বভূতের শময়িতা যিনি, তাঁহাকে শম বলে।" শময়িতা—শান্তিবিধান-কর্তা।

অশান্তির সমুদ্রে নিমগ্ন সংসারী জীবদিগকে নির্বিচারে প্রেমদান করিয়া মহাপ্রভু তাহাদিগকে পরমা শান্তি দান করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই বাস্তবিক "সর্ব্বভূতের শান্তি-বিধায়ক" শম।

ছ। শান্তঃ—স্থির চিত্ত, অচঞ্চল-চিত্ত। বিশেষ কারণে বাল্যকালে সময় সময় মহাপ্রভু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকিলেও তাঁহার "রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ"-স্বরূপের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাতে, কিম্বা অপরের সহিত বিচারাদি-কালেও মহাপ্রভু সর্বদাই তাঁহার স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

শম-শব্দের একটী অর্থ হইতেছে—বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ। ভা. ১১।১৯।৩৬॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি।" এতাদৃশ শম যাঁহার আছে, তিনি হইতেছেন "শান্ত"। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাব-বিভাবিত-স্বরূপ বলিয়া—শ্রীরাধার বুদ্ধি সর্বদা যেমন শ্রীকৃষ্ণেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, তদ্রূপ—মহাপ্রভুর বুদ্ধিও সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তিনি অপর কিছুই জানিতেন না। এজন্য "শান্ত"-শব্দের আস্পদ হইতেছেন মহাপ্রভু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"বিষয়সুখেষ্বসঙ্গতয়া শান্তঃ—বিষয়সুখে আসক্তিহীন বলিয়া শান্ত।" স্বয়ংভগবান্ সর্বদাই স্বসুখ-বাসনাশূন্য। তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই তাঁহার ভক্ত-চিত্তবিনোদনের জন্যই করেন, নিজের সুখের জন্য কিছু করেন না। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণে ভগবদুক্তি।" শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই; স্বসুখবাসনা তাঁহার মধ্যেও ছিল না। রাধাভাবাবেশে তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই লালায়িত ছিলেন এবং প্রকটলীলায় জীবসম্বন্ধীয় ব্যাপারে তিনি সকলকে নির্বিচারে প্রেমদানের জন্যই ব্যাকুল ছিলেন। সুতরাং এই অর্থেও "শান্ত"-শব্দের আস্পদ তিনিই।

জ। নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ ঃ

কবিরাজগোস্বামী "নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ"-শব্দের তাৎপর্যে লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তিনিষ্ঠা-পরায়ণ॥ চৈ. চ. ১।৩।৩৬॥" শ্রীরাধা হইতেছেন অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারিণী; তাঁহার সহিত একীভূততা-প্রাপ্তিবশতঃ গৌরকৃষ্ণও অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের, অর্থাৎ পূর্ণতম ভক্তত্বের, অধিকারী হইয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণতা। কৃষ্ণভক্তিতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই হইতেছে পর বা শ্রেষ্ঠ অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, তিনি কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁহার সহস্রনামস্তোত্র-ভাষ্যে "নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ"-শব্দটীকে দুইটী শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—নিষ্ঠা এবং শান্তিপরায়ণ। "নিষ্ঠা"-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"প্রলয়কালে নিতরাং তত্রৈব তিষ্ঠন্তি ভূতানীতি নিষ্ঠা—প্রলয়কালে সমস্ত জীব তাঁহাতেই অবস্থান করে বলিয়া তাঁহাকে (বিষ্ণুকে) নিষ্ঠা বলা হয়।" মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্ম কর্ম্মফলের সহিত সমস্ত জীব কারণার্ণবশায়ী পুরুষেই অবস্থান করে। এই কারণার্ণবশায়ীও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করেন—প্রলয়কালে জীবসমূহের সহিত। সুতরাং প্রলয়কালে জীবসমূহের মূল অবস্থান হইল শ্রীকৃষ্ণে—শ্যামকৃষ্ণে এবং গৌরকৃষ্ণে। এইরূপে দেখা গেল এ-স্থলে "নিষ্ঠা"-শব্দেও স্বয়ংভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। গৌরকৃষ্ণ মহাপ্রভুও এই "নিষ্ঠা" শব্দের বাচ্য।

"শান্তিপরায়ণ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সমস্তাবিদ্যানিবৃত্তিঃ শান্তিঃ সা ব্রহ্মৈব। পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুনরাবৃত্তিশঙ্কারহিতং ইতি পরায়ণং পুংলিঙ্গপক্ষে বহুব্রীহিঃ। —সমস্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতেছে শান্তি। এই (অবিদ্যানিবৃত্তি-লক্ষণা) শান্তি হইতেছে ব্রহ্মই (কেননা, অবিদ্যা ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না)। পরায়ণ-শব্দের অর্থ হইতেছে—উৎকৃষ্ট অয়ন বা স্থান, যে-স্থান হইতে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকে না (যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ গীতা॥ ১৫।৬)। বহুব্রীহি-সমাসে, অবিদ্যানিবৃত্তি-লক্ষণা শান্তির স্থান ও পুনরাবৃত্তি-শঙ্কারহিত স্থান যিনি, তিনি হইতেছেন শান্তিপরায়ণ। এইরূপ অর্থেও স্বয়ংভগবানকেই বুঝায়। গৌরকৃষ্ণ মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া এই নামের আস্পদও তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিরাজগোস্বামী মহাভারতোক্ত বাক্যে আটটী নাম গণনা করিয়াছেন—সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। শ্রীপাদ শঙ্কর "নিষ্ঠা" ও "শান্তিপরায়ণ" এই দুইটী নাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মতে নাম হইবে নয়টী।

২। মহাপ্রভুই মহাভারতোক্ত নামসমূহের আস্পদ

মায়াবাদী ব্রহ্মানন্দ ভারতী যখন প্রভুর কৃপায় ভক্তিভাবে আপ্লুত হইলেন এবং প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন, [পরবর্তী ৪-খ (৭) অনু দ্রষ্টব্য], তখন মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো"-ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"এই সব নামের ইহোঁ হয় নিজাস্পদ। চন্দনাক্ত প্রসাদডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ॥ চৈ. চ. ২।১০।১৬৫॥"

মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীবিষ্ণুর যে-সকল নামের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই সে-সমস্ত নামের আস্পদ, এ-সমস্ত নামের সম্যক্ সার্থকতা মহাপ্রভুতেই, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপে নহে। একথার যাথার্থ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণকর্মানুসারে বহু রূপ এবং বহু নাম অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান। এ-সকল রূপ ও নাম অনন্ত বলিয়া কেহই সমস্ত অবগত নহে। একথা শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-প্রসঙ্গে গর্গাচার্যই বলিয়া গিয়াছেন। "বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ভা. ১০।৮।১৫॥" (২।১৫-গ অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই যে অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, সেই অনন্তরূপ এবং অনন্তরূপের অনন্ত নামের কথাই গর্গাচার্য বলিয়াছেন। এই অনন্তরূপের এবং অনন্ত নামের মধ্যে এক সহস্র রূপের এক সহস্র নামই মহাভারতের বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সহস্র নামের মধ্যে যে প্রধান প্রধান নামগুলিই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা মনে করাই স্বাভাবিক। মুণ্ডক-শ্রুতি এবং মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে যে রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ) স্বয়ংভগবানের কথা বলা হইয়াছে, সেই রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন সর্বব্যাপক পরব্রহ্ম বিষ্ণুর একটী অসাধারণ বিশিষ্ট রূপ ; কেননা, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এই রুক্মবর্ণ পুরুষও হইতেছেন—ব্রহ্মযোনি, স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ (২।৮-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও স্বরূপ স্বয়ংভগবান্ নহেন। সুতরাং এই রুক্মবর্ণ-স্বরূপের নাম সহস্র নাম-স্তোত্রে যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা মনে করাও স্বাভাবিক।

সহস্রনামস্তোত্রে "হেমাঙ্গ"-শব্দে এই রুক্মবর্ণ-স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ"-ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যে তিনি মুণ্ডকশ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্"-ইত্যাদি বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্বেই (৩।৫-ক অনু) বলা হইয়াছে, গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি-গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি-শ্যাম অঙ্গে আচ্ছাদিত হইয়াই শ্যামকৃষ্ণ গৌরকৃষ্ণ—রুক্মবর্ণ বা পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্—হইয়াছেন। তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেমাঙ্গত্বের হেতু হইতেছে শ্রীরাধার সহিত একীভূততা। অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই শ্রীরাধার সহিত্ একীভূত হইয়া, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" হইয়া হেমাঙ্গ হয়েন নাই। গৌরসুন্দর যে রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬১৬ অনু)। সুতরাং মহাভারতোক্ত "হেমাঙ্গ"-শব্দের আস্পদ একমাত্র মহাপ্রভু গৌরকৃষ্ণই, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন।

শ্রীরাধা হইতেছেন অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের আশ্রয় বা অধিকারিণী। শ্রীরাধার সহিত একীভূত বলিয়া হেমাঙ্গ স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দরও অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের আশ্রয় বা অধিকারী হইয়াছেন; সুতরাং তিনি পূর্ণতম-ভক্তভাবময়। ভক্তভাবময় বলিয়া ভক্তের প্রায় সমস্ত আচরণই তাঁহাতে দৃষ্ট হয়; শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সাক্ষাতে নৃত্যগীত, স্তবস্তুতি, প্রণামাদিতে মহাপ্রভু তাঁহার এই ভক্তভাব প্রকটিত করিয়াছেন। অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে ইহা দৃষ্ট হয় না। ভক্তভাবময় বলিয়াই সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি কীর্তন করিয়া মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণত্ব" এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণবর্ণত্ব" প্রকটিত করিয়াছেন। অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে ইহা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দের আস্পদও তিনিই, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন।

মহাভারতোক্ত "বরাঙ্গ"-শব্দের আস্পদও মহাপ্রভুই, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন; কেননা, পূর্ব অনুচ্ছেদে প্রভাবে বরাঙ্গত্বসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই দৃষ্ট হয় না, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দর্শনমাত্রেই প্রেমলাভ হয় না।

"চন্দনাঙ্গদী"-শব্দের আস্পদও একমাত্র মহাপ্রভুই, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন। কেননা, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই সংকীর্তনে নৃত্য করেন না এবং নৃত্যকালে চন্দনের অঙ্গদাদি পরিধানও করেন না, চন্দনাক্ত প্রসাদীবস্ত্রও অঙ্গদাদি রূপে ধারণ করেন না।

"সন্ন্যাসকৃৎ"-শব্দের আস্পদও একমাত্র মহাপ্রভু, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন; কেননা, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, একমাত্র মহাপ্রভুই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

"শম"-শব্দের যে অর্থ পূর্ব অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অর্থে শম-শব্দের বাচ্যও একমাত্র মহাপ্রভু, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন। কেননা, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা-বৈদগ্ধ্যাদির রহস্য পর্যালোচনা করেন নাই, নির্বিচারে প্রেম দান করিয়া জীবের পরমা শান্তিরও বিধান করেন নাই।

"শান্ত"-শব্দের আস্পদও মহাপ্রভুই, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন। কেননা, শ্রীরাধার ন্যায় কৃষ্ণনিষ্ঠ-বুদ্ধি রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ গৌরসুন্দর ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের থাকিতে পারে না।

"নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ"-শব্দের আস্পদও প্রভুই, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন। কেননা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ বলিয়া গৌরসুন্দরই "কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ" হইতে পারেন, রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ নহেন বলিয়া অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই এইরূপ "কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ" ভক্ত-ভাবময় আচরণশীল, হইতে পারেন না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অর্থেও "নিষ্ঠা" এবং "শান্তিপরায়ণ" শব্দদ্বয়ে স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত হয়; শ্যামকৃষ্ণ এবং গৌরকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই স্বয়ংভগবান্ নহেন—সুতরাং "নিষ্ঠা" এবং "শান্তিপরায়ণ"-শব্দদ্বয়ের আস্পদ হইতে পারেন না।

এইরূপে দেখা গেল, মহাভারতোক্ত নামগুলির আস্পদ একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই।

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস

ক। সন্ন্যাসের সূচনা

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু সর্বদাই কৃষ্ণরসে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণনাম-কীর্তন, কৃষ্ণকথার আলাপন, নবদ্বীপ-নগরের সর্বত্র কৃষ্ণকীর্তন-প্রচারাদি কার্যেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন।

সময় সময় ঐশ্বর্যাদি প্রকটিত হইলেও তাহা ছিল সাময়িক। অধিকাংশ সময়েই তিনি গোপীভাবে (শ্রীরাধার ভাবে) আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন এবং সেই ভাবের অনুরূপ আচরণ প্রকটিত করিতেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"যেই ক্রীড়া করে প্রভু সে মহা অদ্ভুত। নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সুত॥ কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়ে। অকথ্য অদ্ভুত প্রেমসিন্ধু যেন বহে॥ হেন সে ডাকিয়া প্রভু করয়ে রোদন। শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন॥ আপনার রসে প্রভু আপনি বিহ্বল। আপনা পাশরি যেন কহয়ে সকল॥ পূর্ব্বে যেন গোপীসব কৃষ্ণের বিরহে। পায়েন মরণভয় চন্দ্রের উদয়ে॥ সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার। কান্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৫শ অঃ॥ ৩৫৩ পৃঃ॥

প্রভুর গোপী-ভাবাবেশের সময়ে একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। মহাপ্রভু—"একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া। 'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥ এক পঢ়ুয়া আইলা প্রভুকে দেখিতে। 'গাপী গোপী' নাম শুনি লাগিলা কহিতে—॥ 'কৃষ্ণনাম' কেনে না লও, কৃষ্ণনাম ধন্য। 'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য॥ শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার। ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার॥ ভয়ে পলায় পঢ়ুয়া, পাছে পাছে প্রভু যায়। আস্তে-ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৪০-৪৪॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতেও এই ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে (৩৫৩ পৃঃ)।

সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতিও স্বভাবতঃ কুটিল; এজন্য কোনও হেতু থাকিলে এবং হেতু না থাকিলেও নায়ক-নায়িকাদের মানের উদয় হয়, প্রেমই প্রীতির পাত্রের প্রীতি-বিধানেচ্ছার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবর্তে তদ্‌বিপরীত ইচ্ছার রূপ ধারণ করে। "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্ম্মান উদঞ্চতি॥ উ. নী. শৃঙ্গারভেদ ॥ ৪২ ॥"

গতদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন একদিন কোনও কারণে শ্রীরাধা তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্জয়মানে মানবতী হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এমনই এক উদ্ভট ক্রোধের আকার ধারণ করিল যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত শুনিলেও তাঁহার রোষ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, তিনি যেন ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেন। কেহ তাঁহার নিকটে প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলেও শ্রীরাধা তাহাকে তাড়না করিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার প্রাণপ্রিয় সখী গোপীগণকেই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, গোপীনামেই তিনি আনন্দ পাইতেন এবং প্রীতিভরে "গোপী গোপী"ই বলিতেন। তাঁহার প্রিয় সহচরী গোপীদের প্রতি সর্বদাই তাঁহার প্রীতি; কিন্তু তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল ততোঽধিক। এই দুর্জয়-মান-কালে তাঁহার স্বাভাবিকী গোপীপ্রীতিই যেন তাঁহার সর্বাতিশায়িনী কৃষ্ণপ্রীতির রূপ ধারণ করিল।

মহাপ্রভু শ্রীরাধার উল্লিখিত ভাবে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় গৃহে বসিয়া "গোপী গোপী" বলিতেছিলেন। এমন সময়ে দৈবাৎ এক পড়ুয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর মনের ভাব তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি এইটুকুমাত্র জানিতেন যে, ভক্তেরা "কৃষ্ণ"-নামই বলিয়া থাকেন, "গোপী"-নাম তো কেহ বলেন না। তাই তিনি প্রভুকে বলিলেন —"নিমাইপণ্ডিত! 'গোপী গোপী' বলিতেছ কেন? 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল। 'কৃষ্ণ'-নামের ফলের কথাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; গোপীনামে কি ফল হইবে?"—"কোনো যোগে তহিঁ এক পড়ুয়া আসিল। ভাবমর্ম্ম না জানিঞা সে উত্তর দিল॥ 'গোপী গোপী' কেনে বোল নিমাঞিপণ্ডিত। 'গোপী গোপী' ছাড়ি 'কৃষ্ণ' বোলহ ত্বরিত॥ কি পুণ্য জন্মিব 'গোপী গোপী' নাম লৈলে। কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৫শ ॥ ৩৫৩ পৃঃ॥"

প্রভু তো তখন শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট, তিনি যে নিমাইপণ্ডিত, সেই জ্ঞানও তাঁহার নাই। পড়ুয়ার কথা শুনিয়াই তিনি বোধ হয় মনে করিলেন—কৃষ্ণের কোনও লোকই আসিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনাম করার উপদেশ দিতেছে। দুর্জয়মানবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভু তখন ঠেঙ্গা লইয়া পড়ুয়াকে প্রহার করিবার জন্য উঠিলেন। ভয়ে পড়ুয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন॥ প্রভুও ঠেঙ্গা লইয়া পড়ুয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন; মনের ভাব বোধ হয় এই যে, কৃষ্ণের লোকটিকে এমনভাবে শিক্ষা দিবেন, যেন ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহার নিকটে না আসে। এই ব্যাপার দেখিয়া প্রভুর ভক্তগণ তাড়াতাড়ি যাইয়া প্রভুকে ধরিয়া আনিয়া স্থির করাইলেন। "মহাভয়ে পড়ুয়া পলাঞা গেল দূরে॥ সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার গণ। সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম, শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৫শ ॥ ৩৫৪ পৃঃ॥" পড়ুয়া প্রাণ লয়ই৷ কোনও মতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সহিত সমভাবাপন্ন অন্য পঢ়ুয়াগণের নিকটে গিয়া উপনীত হইলেন ; তাঁহার সর্বাঙ্গে ঘর্ম, নাসিকায় ঘন ঘন শ্বাস। পঢ়ুয়াগণ তাঁহার ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"কি জিজ্ঞাস ? আজি ভাগ্যে রহিল জীবন॥ সভে বোলে—'বড় সাধু নিমাঞি পণ্ডিত।' দেখিতে গেলাঙ আমি তাঁহার বাড়ীত॥ দেখিলাঙ, বসি মাত্র জপে এই নাম। অহর্নিশি 'গোপী গোপী' না বোলয়ে আন॥ তাহে আমি বলিলাম—'কি কর' পণ্ডিত। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোল বেদশাস্ত্রের বিহিত॥ এই বাক্য শুনি মহা ক্রোধে অগ্নি হৈয়া। ঠেঙ্গা হাতে আমারে আনিল খেদাড়িয়া॥ কৃষ্ণেরেহ হইল যতেক গালাগালি। তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি॥ রক্ষা পাইলাঙ আজি পরমায়ু-গুণে। কহিলাঙ এই আজিকার বিবরণে॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৫শ অধ্যায়॥ ৩৫৪ পৃঃ॥"

ঘর্মাক্ত-কলেবর ঘনশ্বাস পঢ়ুয়ার কথিত বিবরণ শুনিয়া অন্য পঢ়ুয়াগণ হাসিতে হাসিতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভরে প্রভুর সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।—"শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খগণ। বলিতে লাগিল যার যেন লয় মন॥ কেহো বোলে—'ভাল ত বৈষ্ণব' বোলে লোকে। ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহাকোপে॥' কেহো বোলে—'বৈষ্ণব' বা বলিব কেমনে। 'কৃষ্ণ' হেন নাম ত না বোলেন বদনে॥ কেহো বোলে—'শুনিলাঙ অদ্ভুত আখ্যান। বৈষ্ণবে জপিব মাত্র 'গোপী গোপী' নাম॥ কেহো বোলে—'এত বা সম্ভ্রম কেনে করি। আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥ তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি। তেঁহো মারিতে বা আমরা কেনে সহি॥ রাজা ত নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে। আমরাও সমবায় হও সর্ব্বজনে॥ যদি তেঁহো মারিতে যায়েন পুনর্ব্বার। আমরা সকল তবে না সহিব আর॥ তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্র-পুত্র। আমরাও নহি অল্প মানুষের সূত্র॥ * হের সভে পঢ়িলাম কালি তাঁর সনে। আজি তেঁহো গোসাঞি বা হইলা কেমনে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৫শ॥ ৩৫৪ পৃঃ॥"

বহির্মুখ পঢ়ুয়াগণ এই ভাবে দল পাকাইলেন। তাঁহারা প্রভুর অপমান করিবেন, প্রভুকে মারিবেন। তাঁহারা মনে করিলেন—"নিমাই পণ্ডিত বাস্তবিক বৈষ্ণব নহেন, বৈষ্ণবতার ভাণ করেন ; আসলে কিন্তু ভণ্ড।" তখন হইতে তাঁহারা সর্বত্র প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।—"সভে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন—॥ 'সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই। ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই॥ পুন যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে। কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে॥' প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ। সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ॥ তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়। যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি যে করয়॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৪৭-৫১॥"

সর্বান্তর্যামী প্রভু তাঁহাদের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।—"সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি

* সূত্র=সুত, পুত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা সভার দুর্গতি। ঘরে বসি চিন্তে তা সভার অব্যাহতি—॥ যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ। ধর্ম্মী, কর্ম্মী, তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥ এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥ নিস্তারিতে আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীত। এ-সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥ আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়। তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥ মোরে নিন্দা করে—যে না করে নমস্কার। এ-সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥ অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥ এ-সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার। আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৫২-৬০॥”

প্রভু ভাবিলেন—“সকল জীবের উদ্ধারের জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। উদ্ধারের উপায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনও প্রবর্তিত করিলাম। কিন্তু কয়েকজন অধ্যাপক ও তাঁহাদের শিষ্যগণের সম্বন্ধে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন-প্রবর্তন দেখিতেছি বিপরীত ফল প্রসব করিতেছে; তাঁহারা সঙ্কীর্তন তো করিতেছেনই না, বরং সঙ্কীর্তনের এবং সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক আমার নিন্দাই করিতেছেন। আর কয়েকজন ধর্মী, কর্মী তপস্যাচারীও তাঁহাদের নিজেদের অনুষ্ঠিত ধর্মকেই পরমার্থ-সাধক বলিয়া মনে করিতেছেন, সঙ্কীর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, নিন্দা করিতেছেন। এই নিন্দাজনিত অপরাধ যতক্ষণ চিত্তে থাকিবে, ততক্ষণ তো তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইবে না। সুতরাং তাঁহাদের অপরাধ দূর করার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রতি আমি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না; কেননা, সকলের উদ্ধারের জন্যই আমার অবতার। তাঁহাদিগকেও উদ্ধার করিতে হইবে। তাঁহারা আমারই নিন্দা করিতেছেন; আমার সম্বন্ধে তাঁহাদের চিত্তে যে নিন্দার ভাব আছে, কায়মনোবাক্যে আমার নিকটে নতি স্বীকার করিলেই তাঁহাদের চিত্ত হইতে সেই ভাব দূরীভূত হইবে এবং আমার নিকটে অপরাধও দূরীভূত হইবে। তাঁহারা আমাকে ভণ্ড বলিয়াও মনে করেন। আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তাহা হইলে তাঁহাদের চিত্তের পরিবর্তন হইতে পারে। সন্ন্যাসীকে সকলেই প্রাণিপাত করে; সন্ন্যাসিবুদ্ধিতে তাঁহারাও আমার নিকটে প্রণত হইবেন। ভণ্ড হইলে সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইতাম না—ইহা মনে করিয়াও তাঁহাদের মনোভাবের পরিবর্তন হইতে পারে। তখন তাঁহাদের চিত্ত হইতে অপরাধ দূরীভূত হইবে, চিত্ত নির্মল হইবে। সেই নির্মল চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে। সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণ করাই আমার একমাত্র কর্তব্য। ইঁহাদের উদ্ধারের অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না।”

এই প্রসঙ্গে একটী কথা বিবেচ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহাপ্রভু হইতেছেন শ্রুতি-কথিত “রুক্মবর্ণ পুরুষ”, যাঁহার দর্শন মাত্রেই জীবের পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কর্মফল—অপরাধাদিও—তৎক্ষণাৎ নির্মূলভাবে দূরীভূত হয় এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ হয়। পাপ-পুণ্য অপরাধাদির বিচার তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন না, নির্বিচারে সকলকেই প্রেমদান করেন। কিন্তু পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির সম্বন্ধে তিনি অপরাধাদির বিচার করিতেছেন কেন ?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। যত দিন তিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকিবেন, তত দিন পর্যন্ত তাঁহার দর্শনেই সকলে কৃতার্থ হইতে পারিবেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য কাহারও হইবে না, সুতরাং তাঁহার দর্শনমাত্রে অপরাধাদির ক্ষালনের সম্ভাবনাও কাহারও পক্ষে থাকিবে না। তখন অপরাধাদি দূরীকরণের জন্য, যাঁহার নিকটে অপরাধ, তাঁহার শরণাগত হওয়া অত্যাবশ্যক। ভাবী কালের জীবগণকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পঢ়ুয়া প্রভৃতি নিন্দকগণের সম্বন্ধে প্রভুর এই কৃপাভঙ্গী।

যাহা হউক, পঢ়ুয়া-পাষণ্ডীদের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া প্রভু নিজ গৃহে আছেন, এমন সময়ে কেশবভারতী নবদ্বীপে আসিলেন। "এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে। কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে॥ প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ। ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন—॥ তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।[১] কৃপা করি কর মোর সংসার-মোচন॥ ভারতী কহেন—তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী। যেই করাহ, সেই করিব, স্বতন্ত্র নহি আমি॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৬১-৬৪॥"

কেশবভারতী ছিলেন শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কণ্টকনগরে (কাটোয়াতে) তাঁহার আশ্রম। প্রভু যখন সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন, তখন দৈবাৎ কেশব ভারতী নবদ্বীপে আসিলেন ; প্রভু তাঁহাকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেন এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন। প্রভুর কৃপায় ভারতী প্রভুর ভগবত্তা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই প্রভুর প্রার্থনার উত্তরে তিনি বলিলেন—"তুমি ঈশ্বর, তুমি সকলের অন্তর্যামী, নিয়ন্তা, চিত্তের প্রেরয়িতা। আমার চিত্তে প্রেরণা দিয়া তুমি যাহা করাইবে, আমাকে তাহাই করিতে হইবে, অন্যথা করার সামর্থ্য আমার নাই।" ভঙ্গীতে কেশব ভারতী সম্মতি জানাইলেন।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন, পঢ়ুয়াদের অভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়া সর্বান্তর্যামী প্রভু একদিন ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিলেন—"করিল পিপ্পল খণ্ড কফ নিবারিতে।[২] উলটিয়া আরও কফ বাঢ়িল দেহেতে॥" একথা বলিয়া, "অট্ট অট্ট হাসে সর্ব্বলোকনাথ। কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সভাত॥ নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর। জানিলেন—প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৫শ॥ ৩৫৫ পৃঃ।"

১। ঈশ্বর বট—জীবের সংসার-মোচনের পক্ষে ঈশ্বরের তুল্য শক্তি ধারণ কর। সাক্ষাৎ নারায়ণ—স্বয়ং নারায়ণের ন্যায় (জীবের সংসার-মোচনের) শক্তি ধারণ কর।

২। পিপ্পলখণ্ড—কফ-নিবারক ঔষধ-বিশেষের নাম। ইহা কফ-নিবারক পিপ্পলের দ্বারা প্রস্তুত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণকাল পরেই শ্রীনিত্যানন্দের হাতে ধরিয়া নিভৃতস্থানে গিয়া বসিয়া, "প্রভু বোলে —'শুন নিত্যানন্দ মহাশয়। তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়॥ ভাল যে আইলাঙ আমি জগত তারিতে। তরণ নহিল, আইলাঙ সংহারিতে॥ আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধনাশ। এক গুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি পাশ॥ আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে। তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে॥ ভাল, লোক রাখিতে করিলুঁ অবতার। আপনে করিলুঁ সর্ব্বজীবের সংহার॥ দেখ কালি শিখাসূত্র সব মুণ্ডাইয়া। ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥ যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে। ভিক্ষুক হইমু কালি তাঁহার দুয়ারে॥ তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ। এইমতে উদ্ধারিমু সকল ভুবন॥ সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার। সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার॥ সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে। ভিক্ষা করি বুলোঁ—দেখোঁ কে মোহরে মারে॥ তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়॥ গারিহস্ত বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥ ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিও মনে। বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস করণে॥ যেরূপ করাহ তুমি, সেই হই আমি। এতেকে বিধান দেহ, অবতার জানি॥ জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে। ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥ ইথে মনে দুঃখ না ভাবিও কোনক্ষণ। তুমিত জানহ অবতারের কারণ॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৫শ॥ ৩৫৫ পৃঃ॥"

প্রভু যখন পিপ্পলখণ্ডের কথা বলিয়াছিলেন, তখনই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মনের ভাব সম্বন্ধে একটা অনুমান করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভু নিজমুখে যখন স্পষ্ট করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা বলিলেন, তখন "শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান। অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ॥" তখন নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়; তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি করিবে; কে তোমাকে বাধা দিতে সমর্থ? তুমি কিরূপে সর্বজগতের উদ্ধার করিবে, তাহা তুমিই জান। তুমি স্বতন্ত্র, পরমানন্দ। তুমি যাহা করিবে, তাহাই নিশ্চিত হইবে। 'তথাপিহ কহ সর্ব্ব সেবকের স্থানে। কে বা কি বোলেন, তাহা শুনহ আপনে॥ তবে যে তোমার ইচ্ছা, করিব তাহারে। কে তোমার ইচ্ছা প্রভু বিরোধিতে পারে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৫শ॥ ৩৫৬ পৃঃ॥" নিত্যানন্দের বাক্যে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে প্রভু একে একে সকল ভক্তের নিকটে যাইয়া নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন, তাঁহাদের মাথায় যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল; তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"যদি প্রভু এমত সে করিবা নিশ্চয়। দিন কথো এইরূপে করহ কীর্ত্তনে। তবে প্রভু, করিহ সে যে তোমার মনে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৫শ॥ ৩৫৬ পৃঃ॥"

প্রভু কিছুকাল থাকিয়া গেলেন। আবার পূর্বের ন্যায় নৃত্য-কীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণও আনন্দে আত্মহারা হইলেন। পূর্বে প্রভু যে সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বলিয়াছিলেন, প্রভুরই মায়ায় তাঁহারা তাহা ভুলিয়া গেলেন।

প্রভু তাঁহার সঙ্কল্পের কথা মায়ের নিকটে প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু শচীমাতা লোকপরম্পরা সমস্তই শুনিয়াছেন।—"পরম্পরা এ-সকল যতেক আখ্যান। শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ॥ প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ জন্মিল—না জানে আছে কোথা॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে। নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৬শ অধ্যায়॥ ৩৫৮ পৃঃ॥"

এক দিন প্রভু নিজ ঘরে বসিয়া আছেন। শচীমাতা তাঁহার নিকটে যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"না যাইয় না যাইয় বাপ! আমারে ছাড়িয়া। পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥ কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্রবদন। অধর সুরঙ্গ কুন্দ-মুকুতা-দশন॥ অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন। কেমনে বঞ্চিব না দেখি গজেন্দ্র-গমন॥ অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥ পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি কীর্ত্তন করহ তুমি রঙ্গে॥ ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার। জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥ তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬ অঃ॥ ৩৫৮-৫৯ পৃঃ॥"

মায়ের প্রেমার্তিসূচক বাক্য শুনিয়া প্রেমাবেশে প্রভুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। মাতা আবার বলিলেন,—"তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা। বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥ তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ। তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৫৯ পৃঃ॥"

শচীমাতা এইরূপে বিলাপ করিয়া স্বীয় মর্মবেদনা জানাইলেন। কিন্তু "মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা॥" কিরূপে তিনি কথা বলিবেন? মায়ের দুঃখে তাঁহার হৃদয়ও দুঃখে ভরপূর; তাঁহার মুখে কথা ফুটিতেছে না।

প্রাণকোটিপ্রিয় সন্তানের মনোদুঃখ অনুভব করিয়া সে দিন শচীমাতা আর কিছু বলিলেন না; বলিলেই তাঁহার প্রাণ-নিমাইয়ের আরও দুঃখ হইবে। তিনি তখন চলিয়া গেলেন। কিন্তু যে হৃদয়বিদারক সংবাদ তিনি লোকপরম্পরা শুনিয়াছেন, তাহার তীব্র যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ক্রমে ক্রমে—"বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থি-চর্ম্মসার। শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥ প্রভু দেখি, জননীর জীবন না রহে। নিভৃতে বসিয়া তানে গোপ্য-কথা কহে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৫৯ পৃঃ॥"

সর্বজ্ঞতা-শক্তি প্রভুর চিত্তে সমস্ত কথা জাগাইয়া দিলেন। প্রভু শচীমাতাকে বলিলেন —"মা আমি যত বার যতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, তুমিও তত বারই এবং ততরূপেই আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জননী ছিলে। ভবিষ্যতেও আমি যখন অবতীর্ণ হইব, তখনও তুমি আমার জননী হইবে।” সর্বশেষে প্রভু বলিলেন,—“এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে। তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥ অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা। আর তুমি মনে দুঃখ না ভাব সর্ব্বথা॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৫৯-৬০ পৃঃ॥”

প্রভুর এই আশ্বাসবাণী “শুনিঞা শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥” শচীমাতার করুণ-আর্তিতেও প্রভু তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না।

ইহাই হইল প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সূচনার বিবরণ।

খ। গৃহত্যাগের দিনে

প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত সংকীর্তনানন্দে বিহার করিতেছেন; তাঁহাদের নিকটে এক সময়ে যে তিনি তাঁহার সন্ন্যাসের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা ভুলিয়াই গিয়াছেন।

একদিন প্রভু নিভৃতে শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন—“নিত্যানন্দ! শুন। সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি আজই গৃহত্যাগ করিব। কাটোয়াতে যে কেশবভারতী আছেন, আমি তাঁহার নিকটেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। তুমি এখন কেবল এই পাঁচ জনের নিকটে বলিবে—আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং মুকুন্দ। অপর কাহারও নিকটে এখন প্রকাশ করিবে না।” শ্রীনিত্যানন্দ এই পাঁচ জনের নিকটেই প্রভুর সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন; অপর কেহই ইহা তখন জানিতে পারিল না (চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬০ পৃঃ)।

শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে এ-কথা বলিয়া প্রভু বৈষ্ণবদের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সংকীর্তনানন্দেই প্রায় সমস্ত দিন কাটাইলেন। তাহার পর গৃহে আসিয়া বেশ বিলম্বেই মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। সন্ধ্যাসময়ে গঙ্গাদর্শনের জন্য গেলেন, গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া গঙ্গাতীরে বসিলেন। ক্ষণকাল পরেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তবৃন্দও আসিয়া প্রভুর চতুর্দিকে প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন।—“আসিয়া বসিলা গৃহে গৌরাঙ্গসুন্দর। চতুর্দ্দিকে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর॥ সে দিনে চলিবে প্রভু কেহ নাহি জানে। কৌতুকে আছেন সভে ঠাকুরের সনে॥ বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন। সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি-চন্দন॥ যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে। সভেই চন্দন মালা লই দুই করে॥ হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনে। কেবা কোন্ দিগ হৈতে আসে, নাহি জানে॥ কতেক বা নাগরিয়া আইসে দেখিতে। ব্রহ্মাদিরো শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে॥ দণ্ড-পরণাম হঞা পড়ে সর্ব্বজন। এক দৃষ্ট্যে সভাই চাহেন শ্রীবদন॥ আপন গলার মালা সভাকারে দিয়া। আজ্ঞা করে সভে—‘কৃষ্ণ গাও গিয়া॥ বোল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভজ, গাও কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন॥ যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার। তবে কৃষ্ণব্যতিরিক্ত না গাইব আর॥ কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে॥' এই মত শুভদৃষ্টি প্রভু সভাকারে। উপদেশ কহিয়া কহেন—'যাও ঘরে॥' এই মত কত যায়, কত বা আইসে। কেহো কারে নাহি চিনে, আনন্দেতে ভাসে॥ পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন-মালায়। চন্দ্রের কিরণ শোভা কহন না যায়॥ প্রসাদ পাইয়া সভে হরষিত হৈয়া।* উচ্চ হরিধ্বনি সভে যায়েন করিয়া॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬০-৬১ পৃঃ॥"

এমন সময় প্রভুগতপ্রাণ খোলা-বেচা শ্রীধর একটা লাউ হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া প্রভু আনন্দে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীধর! এই লাউ কোথায় পাইলে ?"

ভক্তদত্ত বস্তুর আস্বাদনের জন্য ভক্তবৎসল প্রভুর বড়ই লালসা। শ্রীধরের প্রীতিরস-পরিষিঞ্চিত লাউয়ের আস্বাদনের জন্য প্রভুর তীব্র লালসা। কিন্তু রাত্রিও অনেক হইয়াছে; এই লাউ রান্না করার সময় কি আজ আছে? আজ যদি রান্না করা না হয়, তাহা হইলে ত শ্রীধরের লাউ খাওয়া হইবে না! কেননা, অপর কেহ না জানিলেও প্রভু জানেন—আজ রাত্রিতেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি ভাবিলেন—আজই শ্রীধরের লাউ রান্না করাইতে হইবে। অমনি তিনি শচীমাতাকে ডাকিয়া লাউ রান্না করিতে বলিলেন। প্রাণপ্রতিম পুত্রের অভিপ্রায় জানিয়া মাতাও আনন্দের সহিত লাউ লইয়া রান্না করিতে গেলেন।

এমন সময় আর এক ভক্ত প্রভুর জন্য কিছু দুধ লইয়া আসিলেন। দেখিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ—দুধ দিয়া লাউ পাক করা হইবে। মাকে জানাইলেন। মাতা দুগ্ধতুম্বী রান্না করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণকে বিদায় দিয়া প্রভু ভোজনে বসিলেন।—"ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি। চলিলা শয়নগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর। নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬১ পৃঃ॥

রাত্রির চারিদণ্ডমাত্র অবশেষ আছে, এমন সময় প্রভু উঠিয়া যাত্রা করিলেন। গদাধর এবং হরিদাসও উঠিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে গদাধর জানিয়াছেন—এই রাত্রিতেই প্রভু সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিবেন। প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া গদাধরও তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। প্রভু গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে শচীমাতাও শুনিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ নিমাই এই রাত্রিতেই সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিবেন। তিনি সেই রাত্রিতে মোটেই ঘুমান নাই। তিনি তাঁহার

* প্রসাদ—কৃপা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরের দুয়ারে বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। প্রভু বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তিনি মাকে বলিলেন,—" 'বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন। পঢ়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ॥ আপনার তিলার্দ্ধেকো না লইলা সুখ। আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলা ভোগ॥ দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার। আমি কোটিকল্পে নারিব শুধিবার॥ তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার। আমি পুন জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥ শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার। স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥ সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ। তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥ দশদিন অন্তরে কি এখনে বা আমি। চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥ ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার। সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥' বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার। 'তোমার সকল ভার আমার আমার॥' চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬২ পৃঃ॥"

প্রভু যত কিছু বলেন, শচীমাতা তাহা শুনেন; কিন্তু তাঁহার মুখে একটি কথাও স্ফুরিত হইল না। তিনি বসিয়া বসিয়া অঝোর-নয়নে কাঁদিতেছেন। তখন—"জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে। প্রদক্ষিণ করি তাঁরে চলিলা সত্বরে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬২ পৃঃ॥" গঙ্গা পার হইয়া প্রভু কাটোয়ার পথে চলিতে লাগিলেন।

গ। গৃহত্যাগের পরের দিনে

"প্রভু চলিলেন মাত্র, শচী জগন্মাতা। জড় হইলেন, কিছু নাহি স্ফুরে কথা॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬২ পৃঃ॥"

প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহাদের নিকটে প্রভুর গৃহত্যাগ-সঙ্কল্পের কথা জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহই প্রভুর গৃহত্যাগের কথা জানিতে পারেন নাই। পরের দিন প্রাতঃকালে ভক্তগণ ঊষাস্নান করিয়া প্রভুকে নমস্কার করার জন্য প্রভুর গৃহে আসিয়া প্রথমেই দেখিলেন, শচীমাতা "বাহির দুয়ারে" পড়িয়া রহিয়াছেন। তিনি জড়প্রায়; তাঁহার মুখে কোনও কথা স্ফুরিত হইতেছে না; নিরন্তর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীবাসপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আই (মাতা) কেনে রহিয়াছ বাহির দুয়ারে?" ক্ষণকাল পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শচীমাতা বলিলেন, "—শুন বাপ সব। বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব॥ এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহান। তোমরা-সভের হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥ এতেকে তোমরা সভে আপনে মিলিয়া। যেন ইচ্ছা তেন কর, মো যাঙ চলিয়া॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৬শ অঃ॥ ৩৬৩ পৃঃ॥"

প্রভুর গৃহত্যাগের কথা শ্রবণমাত্র ভক্তগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। তাঁহারা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; পরস্পরের গলা ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রভুর গৃহত্যাগের কথা সমস্ত নবদ্বীপে ছড়াইয়া পড়িল। শুনিয়া সমস্ত নদীয়াবাসী বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুর বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিলেন।—"আসি সর্ব্বলোক দেখে প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীতে। শূন্য বাড়ী, সভে লাগিয়াছেন কান্দিতে॥ তখনে সে 'হায় হায়' করে সর্ব্বলোক। পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥ 'পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।' অনুতাপ ভাবি সভে করেন ক্রন্দন॥ ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ। 'আর না দেখিব বাপ! সে চন্দ্র-বদন॥' কেহো বোলে 'চল ঘরদ্বারে অগ্নি দিয়া। কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হৈয়া॥ হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন। আর কেনে আছে আমা সভার জীবন॥' কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার। সভেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬৪ পৃঃ॥"

কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ কিছু শান্ত হইয়া শচীমাতাকে ঘিরিয়া বসিলেন। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ যাঁহাদের নিকটে সংবাদ জানাইয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে আসিয়া মিলিত হইলেন। সকলের চিত্তই শোকাকুল। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে (৩৬৪ পৃঃ) শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দদত্ত, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং ব্রহ্মানন্দ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে শ্রীনিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দ—প্রভুর সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে কাটোয়ার দিকে রওনা হইলেন।

এই দিগে প্রভু গঙ্গা পার হইয়া চলিতে চলিতে কাটোয়ায় কেশবভারতীর আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন—"অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান। উঠিলেন কেশব-ভারতী পুণ্যবান্॥ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া প্রভু তানে। করজোড় করি স্তুতি করিলা আপনে॥ 'অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়। পতিত-পাবন তুমি মহা কৃপাময়॥ তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ। নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত॥ কৃষ্ণ-দাস্য বই যেন মোর নহে আন। হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥' চৈ. ভা. মধ্য ২৬শ অঃ॥ ৩৬৪ পৃঃ॥"

প্রেমজলে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু এ-সকল কথা বলিলেন। নবদ্বীপ হইতে মুকুন্দাদিও আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। "প্রেমজলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে। হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে॥ গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ। নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥" নানা-দিক হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া সে-স্থানে সমবেত হইয়াছে। প্রভুর অপূর্বসুন্দর রূপ দেখিয়া তাহারা অপলকনেত্রে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এদিকে—"অকথ্য অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে। * * পাক দিয়া নৃত্য করিতে ছুটে জল। তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥ সর্ব্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেমজলে। স্ত্রী-পুরুষে বালবৃদ্ধে 'হরি হরি' বোলে॥ ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়। আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ভয়॥ অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ দাস্য-ভাবে। দন্তে তৃণ ধরিয়া সভাস্থানে ভক্তিমাগে॥ সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্ব লোক। সন্ন্যাস শুনিয়া সভে ভাবে মহাশোক॥ * * ক্ষণেকে সম্বরি নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর। বসিলেন চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব অনুচর॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬৪-৬৫ পৃঃ॥"

কেশবভারতীর নিকটে নিজের আকুতি জানাইয়াই প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন, দৈন্য-বিনয়ের সহিত সকলের নিকটে কৃষ্ণভক্তি ভিক্ষা করিতেছিলেন। তাই এতক্ষণ পর্যন্ত কেশবভারতী প্রভুর প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার সুযোগ পায়েন নাই। এখন নৃত্য সম্বরণ করিয়া প্রভু যখন বসিলেন, তখন—"দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশবভারতী। আনন্দ-সাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি॥ 'যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে। এ-শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥ তুমি সে জগতগুরু জানিল নিশ্চয়। তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভু নয়॥ তভু তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে। করিবা আমাকে গুরু হেন লয় মনে॥' প্রভু বোলে—'মায়া মোরে না কর প্রকাশ। হেন দীক্ষা দেহ, যেন হঙ কৃষ্ণদাস॥' এই মত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে। বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভাসঙ্গে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬৪-৬৫ পৃঃ॥"

এই গেল প্রভুর গৃহত্যাগের পরের দিনের বিবরণ।

ঘ। সন্ন্যাসগ্রহণের দিনে

যেদিন প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পরবর্তী তৃতীয় দিনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

সেইদিন প্রাতঃকালে প্রভু চন্দ্রশেখর আচার্যকে বলিলেন,—সন্ন্যাস-গ্রহণ-প্রসঙ্গে আমার যে সকল শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান কর্তব্য, আমার প্রতিনিধিরূপে তুমিই সে-সমস্ত করিবে। "বিধি-যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥" চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভুর আদেশানুযায়ী সমস্ত কার্য করিলেন। শিখাসূত্র-ত্যাগ সন্ন্যাসের বিধি।

(১) ক্ষৌরকর্ম্ম

"তবে মহাপ্রভু সর্ব্বজগতের প্রাণ। বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥ নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে। ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে॥ ক্ষুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে। হাথ নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দনমাত্র করে॥ নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ। ভূমিতে পড়িয়া সভে করয়ে ক্রন্দন॥ ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক। তাহারাও কান্দিতে লাগিল করি শোক॥ ** প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রুকম্প॥ 'বোল বোল' করি প্রভু উঠি বিশ্বম্ভর। গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে মনোহর॥ বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে। প্রেমরসে মহাকম্প, বহে অশ্রুধারে॥ 'বোল বোল' করি প্রভু করয়ে হুঙ্কার। ক্ষৌরকর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥ কথং কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে। ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬৫-৬৬ পৃঃ॥"

প্রভু প্রেমাবেশে অস্থির—অশ্রু, কম্প, পুলক, প্রেমহুঙ্কার, নৃত্য। নাপিত প্রভুর মস্তকে ক্ষুর স্পর্শ করাইবার সুযোগ পায় না। কোনও রকমে ক্ষৌরকর্ম্ম নির্বাহ হইল—তখন দিন শেষ হইয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) সন্ন্যাসগ্রহণ

ক্ষৌরকর্মের পরে প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ন্যাসের স্থানে আসিয়া বসিলেন।

(৩) সন্ন্যাসের মন্ত্র-প্রসঙ্গ

মহাপ্রভুর আদি চরিতকার শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে একদিন প্রভু বলিলেন—"আমি স্বপ্নে দেখিলাম, একজন ব্রাহ্মণোত্তম আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমার কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র বলিলেন। তাহা শুনিয়া ব্যথিতচিত্তে আমি দিবানিশি রোদন করিতেছি। প্রাণনাথ প্রিয় হরিকে ত্যাগ করিয়া অন্যকিছু করা আমার পক্ষে কিরূপে উচিত হয়?"—"ততঃ কিয়দ্দিনে প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ। স্বপ্নে দৃষ্টো ময়া কশ্চিদাগত্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥ সন্ন্যাসমন্ত্রং মৎকর্ণে কথয়ামাস সুস্মিতঃ। তৎ শ্রুত্বা ব্যথিতো রাত্রৌ দিবা চাহং বিরোদিমি॥ কথং প্রিয়ং হরিং নাথং ত্যক্ত্বান্যদুচিতং মম॥ কড়চা॥ ২।১৮।১-৩॥"

সন্ন্যাসের মন্ত্র হইতেছে "তত্ত্বমসি।" নির্বিশেষবাদী মায়াবাদাচার্য শ্রীপাদ শঙ্কর এই মন্ত্রের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপর অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্বতোভাবে নির্বিশেষ এবং এই নির্বিশেষ ব্রহ্মই মায়ার প্রভাবে জীবরূপে প্রতিভাত। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদ কিছু নাই; জীব-ব্রহ্মে কোনওরূপ ভেদ নাই বলিয়া, স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্ম বলিয়া, শঙ্করমতে সেব্য-সেবক-ভাব থাকিতে পারে না। কেননা, সেব্য-সেবক-ভাবে সেব্য ও সেবকের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকা দরকার। বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে জীবের নিত্য পৃথক্ অস্তিত্বই শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত এবং ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। মুক্তজীবেরও যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, ব্যাসদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর আবার হরির বা শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সত্তাও স্বীকার করেন না—যদিও শ্রুতিস্মৃতি শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম পরতত্ত্ব বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণভজনই জীবের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধকে পারমার্থিক প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ বলিয়া এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের পরম-পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য তিনি সর্বদাই কৃষ্ণনাম-কীর্তন, কৃষ্ণলীলারসের আস্বাদন করিতেন এবং অপরকেও তদনুরূপ উপদেশ দিতেন। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন, পরব্রহ্ম পরমাত্মাই জীবের একমাত্র প্রিয়, সুতরাং প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনাই কর্তব্য। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজলীলায় নিজের সম্বন্ধে জীব-অভিমান পোষণ করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইলেও তদ্রূপ জীব-অভিমানে শ্রীকৃষ্ণকেই নিজের একমাত্র প্রিয় মনে করেন। আবার রাধাভাবাবিষ্ট বলিয়া শ্রীরাধার ন্যায় তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যকথিত অর্থে "তত্ত্বমসি"-বাক্য জীবব্রহ্মের ঐক্যবাচক বলিয়া এবং শঙ্করমতে শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিকতা—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজনের কোনও সার্থকতা—নাই বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণের মুখে সন্ন্যাসের মন্ত্র "তত্ত্বমসি" শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যথিত হইলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে হইলেও "তত্ত্বমসি"-মন্ত্রেই সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। "তত্ত্বমসি"-বাক্যের শঙ্কর-কথিত অর্থ খুব ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। তাই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের ভক্তিবিরোধী জীব-ব্রহ্মৈক্যপর অর্থের কথা মনে করিয়া তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইল; ব্যথার কারণ এই যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাচক অর্থে "তত্ত্বমসি"-মন্ত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিতে হয়। তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহার প্রিয়রূপে, প্রাণনাথরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; প্রিয়রূপে, প্রাণনাথরূপে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বিরাজিত।

যাহা হউক, প্রভুর কথা শুনিয়া মুরারিগুপ্ত বুঝিতে পারিলেন, সন্ন্যাস-মন্ত্র "তত্ত্বমসির" জীব-ব্রহ্মৈক্যপর অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রভুর চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে। তাই তিনি প্রভুকে বলিলেন —"ভগবন্! সেই মন্ত্রে ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস মনে চিন্তা করিয়া তুমি সুখী হও।"—"মুরারিঃ প্রাহ তৎশ্রুত্বা তন্মন্ত্রে ভগবন্ স্বয়ম্। ষষ্ঠীসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব॥ কড়চা॥ ২।১৮।৩-৪॥"

"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অন্তর্গত "তত্ত্বম্"-শব্দটীকে শ্রীপাদ শঙ্কর সমাসবদ্ধ শব্দরূপে গ্রহণ করেন নাই, সন্ধিবদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তৎ+ত্বম্=তত্ত্বম্। তত্ত্বমসি=তৎ (সেই ব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি—জীব) অসি (হও)—ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ। এই অর্থেই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বুঝায়; এই অর্থের কথা ভাবিয়াই প্রভুর চিত্ত-ব্যথা। মুরারিগুপ্ত বলিলেন—"প্রভু, তত্ত্বমসি-বাক্যের 'তত্ত্বম্'-শব্দটীকে সন্ধিবদ্ধ পদ মনে না করিয়া যষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ মনে কর। ষষ্ঠী-তৎপুরুষে 'তত্ত্বম্'-শব্দের ব্যাসবাক্য হইবে—তস্য (তাঁহার, সেই ব্রহ্মের) ত্বম্ (তুমি—জীব)। জীব হইতেছে ব্রহ্মের। জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া জীব ব্রহ্মেরই, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাস। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য [১।১৭-ক (১) অনু]। এই অর্থ চিন্তা করিলে প্রাণস্বরূপ প্রিয় হরি-শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করার প্রশ্ন উঠিতে পারে না; বরং শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য চিত্তের আকুলতাই জন্মিবে; তাহাতেই প্রভু তোমার চিত্তে সুখ জন্মিবে।"

মুরারিগুপ্তের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—"তত্রোবাচ প্রভুর্বাচং তথাপি খিদ্যতে মনঃ। শব্দশক্ত্যা করিষ্যামি কিমিত্যুক্ত্বা রুরোদ সঃ॥ কড়চা॥ ২।১৮।৫॥—তথাপি শব্দশক্তি বশতঃ মনের খেদ থাকিয়া যায়; আমি কি করিব? ইহা বলিয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন।"

প্রভুর উক্তির তাৎপর্য এই। "মুরারি, 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের অন্তর্গত 'তত্ত্বম্'-শব্দটী যে সন্ধিবদ্ধ পদ নহে, পরন্তু ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ, তাহা সত্য এবং এই ষষ্ঠী-তৎপুরুষাত্মক অর্থই যে শাস্ত্রসম্মত, জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতির অন্যান্য উক্তির সহিত সঙ্গতিযুক্ত, তাহাতে কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্দেহ নাই। তথাপি কিন্তু মুরারি, 'তৎত্বম্'-শব্দ দুইটীর যে শক্তি—অর্থ, তাহার কথা ভাবিলেই মনে খেদ জন্মে। শ্রুতির সমস্ত উক্তির সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া অর্থ করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা যাহাদের নাই, তাহারা এই বাক্যে যে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস আছে, তাহা বুঝিতে পারিবে না। যথাদৃষ্ট ভাবে মনে করিবে—পরিষ্কারভাবেই যখন দেখা যাইতেছে 'তৎ ত্বম্ অসি', তখন অন্য অর্থ চিন্তা করার কি প্রয়োজন? 'তাহাই (সেই ব্রহ্মই) তুমি হও'-এই অর্থই সঙ্গত। তাহাদের কল্পিত এই শ্রুতি-বিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহারা নিজেদিগকে ব্রহ্ম মনে করিয়া অপরাধ-গ্রস্ত হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা হইতে—পরমপুরুষার্থ হইতে—বঞ্চিত হইবে। এ-কথা ভাবিয়াই মুরারি, আমার মনে খেদ জন্মিতেছে। আমি কি করিব মুরারি!" প্রভুর খেদ বাস্তবিক জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদীদের জন্য। পরমার্থভূত বস্তু হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে বলিয়াই প্রভুর খেদ এবং তাহাদের জন্যই সকলের পরিত্রাণকামী প্রভুর রোদন।

মুরারিগুপ্তের কথা শুনিয়া প্রভু যে বাস্তবিক আনন্দিত হইয়াছিলেন, কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে তাহা পরিষ্কারভাবেই বলিয়া গিয়াছেন।—"ততোঽন্যেদ্যুঃ শ্রীমান্নয়নজলধৌতঃ সমবদৎ দ্বিজৈকঃ স্বপ্নে মে শ্রুতিমভিমহাবাক্যমবদৎ। অতো হেতোর্হিত্বা প্রভুচরণমন্যৎ কিমুচিতং মমেতি ক্রন্দামি ক্ষণমপি ন মে নির্বৃতিরিহ॥ ইতি শ্রুত্বা গুপ্তঃ সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ প্রভো তৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষবচনং তত্র কুরু ভোঃ। তথা শ্রুত্বা নাথঃ সমুদিতমনাঃ সাম্প্রতমভূত্তথা তে চ শ্রুত্বা ব্যথিতমনসো গাঢ়মভবন্॥ মহাকাব্য॥ ১১।৪১-৪২॥—তাহার পরে অন্য একদিন শ্রীমান্ গৌরসুন্দর সজল-নয়নে বলিলেন—'একজন ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আমার কর্ণমূলে মহাবাক্য (তত্ত্বমসিবাক্য) বলিয়াছেন। অতএব (মহাবাক্যানুসারে) প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) চরণ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কিছু করা কি আমার উচিত হয়? এ-জন্যই আমি কাঁদিতেছি; আমার চিত্তে ক্ষণকালের জন্যও সুখ নাই।' এ-কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মুরারিগুপ্ত বলিলেন—'প্রভো! তুমি সেই মহাবাক্যটীকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ-বচন কর।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু সম্যক্‌রূপে আনন্দিতচিত্ত হইয়া বলিলেন—'সাম্প্রত,—অর্থাৎ ঠিক কথাই বলা হইয়াছে।' ভক্তগণ প্রভুর এই কথা শুনিয়া (প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া) অত্যন্ত ব্যথিতমনা হইলেন।"

এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা গেল, সন্ন্যাসের মন্ত্র "তত্ত্বমসি"-বাক্যের ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসাত্মক (অর্থাৎ সেব্য-সেবক-অর্থ-প্রতিপাদক) অর্থই প্রভুর অভিপ্রেত। এই অর্থ চিন্তা করিয়াই প্রভু সম্যক্‌রূপে আনন্দিতচিত্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এক্ষণে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা বলা হইতেছে।

(৪) গুরুর নিকটে সন্ন্যাস-মন্ত্রপ্রাপ্তি

ক্ষৌরকর্মের পরে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু সন্ন্যাস-স্থানে আসিয়া বসিলেন এবং কেশব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীকে বলিলেন, "—'স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥ বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।' এত বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে॥ ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল। ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥৩৬৬ পৃঃ॥"

মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় একথা লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কেশবভারতীর কর্ণমূলে প্রভু **তিনবার বিশুদ্ধ সন্ন্যাস-মন্ত্র** বলিয়াছিলেন।—"ততঃ সমীপং স গুরোর্হিতার্থী গত্বাবদৎ কর্ণসমীপ ঈশঃ। স্বপ্নে মহামন্ত্রবরো হি লব্ধঃ শৃণুষ্ব তৎ কিং তব সম্মতং স্যাৎ॥ বারত্রয়ং তৎশ্রবণান্তিকং স্বয়ং প্রোবাচ ন্যাসোক্তমনুং বিশুদ্ধম্। শ্রুত্বাবদৎ সোঽপি হরেরিদং স্যাৎ সন্ন্যাসমন্ত্রং পরমং পবিত্রম্॥ ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দত্ত্বা লোকৈকনাথো গুরুরব্যয়াত্মা। গুরো দদস্বাত্ত মনীষিতং মে সন্ন্যাসমিত্যাহ পুটাঞ্জলিঃ প্রভুঃ॥ কড়চা॥ ৩।২।৭-৯॥—অনন্তর গুরুর হিতার্থী ঈশ্বর (গৌরচন্দ্র) তাঁহার (কেশবভারতীর) নিকটে গিয়া তাঁহার কর্ণসমীপে বলিলেন—'আমি স্বপ্নে মন্ত্রবর পাইয়াছি; তুমি তাহা শুন এবং বল, তাহা তোমার সম্মত কিনা?' ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার কর্ণতটে তিনবার সেই বিশুদ্ধ সন্ন্যাসমন্ত্র বলিলেন। শুনিয়া কেশব-ভারতীও বলিলেন—'ইহাই শ্রীহরির পরম পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র।' সেই লোকৈকনাথ গুরু অব্যয়াত্মা প্রভু (গৌরচন্দ্র) ছলে গুরুকে দীক্ষা দিয়া পুটাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—'হে গুরুদেব! এক্ষণে আমার অভিপ্রেত সন্ন্যাস দান করুন'।"

"তত্ত্বমসি" যে সন্ন্যাসের মন্ত্র, তাহা সন্ন্যাসী কেশবভারতী অবশ্যই জানেন। তথাপি প্রভু কেন তাঁহার কর্ণমূলে স্বপ্নপ্রাপ্ত সেই মন্ত্রটী বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা তোমার সম্মত কিনা?" ইহার হেতু এই। কেশবভারতী সন্ন্যাসের মন্ত্র জানিলেও তাহার বিশুদ্ধ অর্থ জানিতেন না, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপর অর্থই তিনি জানিতেন; কেননা, তিনি ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপর অর্থ শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিশুদ্ধ নহে। প্রভু তাঁহার কর্ণমূলে তত্ত্বমসি-বাক্যের ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসাত্মক ব্রহ্ম ও জীবের সেব্য-সেবক-ভাবপর শ্রুতিসম্মত বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করিলেন। এই বিশুদ্ধ অর্থ ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু ভারতীর মধ্যে এমন এক কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিলেন যে, তিনি সন্ন্যাসমন্ত্রের যথার্থ বিশুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"ইহাই শ্রীহরির পরম পবিত্র সন্ন্যাস-মন্ত্র।" তাঁহার বিস্ময়ের হেতু এই যে, এতকাল পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসমন্ত্রের এই বিশুদ্ধ পরম পবিত্র অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, প্রভুর কৃপাতেই আজ তাহা বুঝিলেন। প্রভুর অপূর্ব-কৃপাশক্তিই তাঁহার বিস্ময়ের হেতু।

প্রভু ভঙ্গীক্রমে কেশবভারতীর মায়াবাদ-শিষ্যত্ব ঘুচাইয়া তাঁহাকে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইলেন। সন্ন্যাসমন্ত্রের শ্রুতিসম্মত বিশুদ্ধ অর্থ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মায়াবাদের আনুগত্য ঘুচিয়া গেল, ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া তিনি বৈষ্ণব হইয়া গেলেন। লোচনদাস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর লিখিয়াছেন—"মন্ত্র শুনি ন্যাসিবর হৈলা প্রেমময়। কম্প পুলকিত অশ্রু রাধাকৃষ্ণ কয়॥ বৃন্দাবন যমুনা ফুকারে ঘনেঘন। বুঝিল এজন কৃষ্ণ শচীর নন্দন॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল॥ মধ্য, ১৫৬ পৃঃ।" মহাপ্রভু কৃপা করিয়া কেশবভারতীর পারমার্থিক পরম উপকার সাধন করিলেন। এজন্যই মুরারিগুপ্ত প্রভুকে "গুরুর হিতার্থী" বলিয়াছেন। ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণভক্তি-রসে পরিপ্লুত-চিত্তেই ভাগ্যবান্ ভারতীগোস্বামী প্রভুর প্রার্থিত সন্ন্যাস প্রভুকে দিলেন।—"প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশবভারতী। সেই মন্ত্র প্রভুকে কহিলা মহামতি॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬ অঃ॥ ৩৬৬ পৃঃ॥"

ভারতীর কর্ণমূলে মহাপ্রভু সন্ন্যাসমন্ত্রের বিশুদ্ধ অর্থ ব্যক্ত করিয়া দিলেন, সেই বিশুদ্ধ অর্থাত্মক মন্ত্রেই ভারতীও প্রভুকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসের সময়

মুরারিগুপ্ত বলেন, "ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতে মকরান্মনীষী। সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥ কড়চা॥ ৩।২।১০॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য শ্রীল লোচনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (মধ্যখণ্ড, ১৫৯ পৃঃ) এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ—"মকর লেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে॥"

সূর্য মাঘমাসে মকর-রাশিতে থাকে, ফাল্গুনে কুম্ভরাশিতে। সূর্য মকর হইতে কুম্ভরাশিতে যাইতেছে, এই সংক্রমণ-সময়েই কেশবভারতী প্রভুকে সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়াছিলেন। অর্থাৎ মাঘমাসের শেষ তারিখে ঠিক সংক্রমণ-সময়ে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। সূর্যের এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গমনকে সংক্রমণ বলে। জ্যোতিষের গণনাতেও ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানা যায়। সেদিন পূর্ণিমা ছিল। *

সন্ন্যাস-মন্ত্র পাইয়া প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল; সেই ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। এই অবস্থায় প্রভু গদ্‌গদ্-বাক্যে বলিলেন—"আমার সন্ন্যাস হইল।"—"ততঃ সরোমাঞ্চিতদেহযষ্টিরানন্দ-নেত্রাম্বুভিরার্দ্রবক্ষাঃ। সংন্যস্ত এবাহমিতি স্বয়ং হরিঃ সগদ্‌গদং বাক্যমুবাচ দেবঃ॥ কড়চা॥ ২।২।১১॥"

লোচনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"মন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর পুলকিত অঙ্গ। শতগুণ বাঢ়ে কৃষ্ণ-প্রেমের তরঙ্গ॥ অরুণ-নয়নে জল ঝরে অনিবার। ক্ষণে মালসাট মারে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥ সন্ন্যাস

---

* লেখকসম্পাদিত গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ৪১৪ পৃষ্ঠায় জ্যোতিষের গণনা দ্রষ্টব্য। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (পরিশিষ্টে) ৫০২-২৪ পৃষ্ঠায় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ"-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল—ইহা বলিয়া উল্লাস। পুনঃ পুনঃ প্রেমানন্দে অট্ট অট্ট হাস॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল॥ মধ্য॥ ১৫৯ পৃঃ॥”

ভারতীগোস্বামী প্রভুকে অরুণ-বসন এবং দণ্ড-কমণ্ডলু দিলেন।—“চতুর্দ্দিগে হরিনাম সুমঙ্গল শুনি। সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥ পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর। তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্প-সুন্দর॥ সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত। মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥ দণ্ড-কমণ্ডলু তুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল। নিরবধি নিজ প্রেমে আনন্দে বিহ্বল॥ কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন। প্রেমধারে পূর্ণ তুই কমল-লোচন॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অঃ॥ ৩৬৬ পৃঃ॥”

(৫) প্রভুর সন্ন্যাসের নাম

“তবে নাম থুইবারে কেশবভারতী। মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥ ‘চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব। আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥ এতেকে কোথাও যে না থাকে হেন নাম। থুইলে সে ইহান, আমার পূর্ণ কাম॥ মূলে ভারতীর শিষ্য ‘ভারতী’ সে হয়ে। ইহানে ত তাহা থুইবারে যোগ্য নহে।’ ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে। শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে॥ পাইয়া উচিত নাম কেশবভারতী। প্রভু বক্ষে হস্ত দিয়া বোলে শুদ্ধমতি॥—‘যত জগতের তুমি ‘কৃষ্ণ’ বোলাইয়া। করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥ এতেকে তোমার নাম ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।’ সর্ব্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥’ চৈ. ভা. মধ্য ২৬শ॥ ৩৬৭ পৃঃ॥”

সন্ন্যাসের উপযোগী প্রভুর কি নাম রাখিবেন, তাহা চিন্তা করিতে করিতে কেশবভারতী ভাবিলেন—“এরূপ বৈষ্ণব—এমন কৃষ্ণ-প্রেমোদ্দামতা, এরূপ প্রেমাবেশজনিত অশ্রু-কম্প-পুলকাদি, হুঙ্কার-গর্জন, অট্ট অট্ট হাস, উদ্দণ্ড নৃত্য—কোথাও তো দেখি নাই, এইরূপ আচরণের কথা কখনও শুনিও নাই। যে নাম অন্য কোথাও নাই, ইঁহার এমন একটী নাম রাখিলেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে। আর, আমার উপাধি ভারতী; আমার শিষ্য বলিয়া ইঁহার উপাধিও ভারতীই হওয়ার কথা। কিন্তু না, আমি ইঁহাকে ‘ভারতী’ উপাধি দিব না, ‘ভারতী’ ইঁহার যোগ্য উপাধি হইতে পারে না।”

কেশবভারতীর মনোভাব বোধ হয় এই। “ভারতী” হইতেছে কৃষ্ণভজন-বিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উপাধি। এই বিশ্বম্ভর হইতেছেন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, তাঁহার সমস্ত চিত্তকে ভরিয়া রহিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণভক্তি-বিরোধিত্ব-সূচক “ভারতী” উপাধি ইঁহার যোগ্য উপাধি হইতে পারে না। আমি ইঁহাকে “ভারতী” উপাধি দিব না। ইনি নিজেই যে কেবল কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত, তাহাও নহে; কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন প্রবর্তিত করিয়া সমস্ত জীবের পক্ষে ইনি কৃষ্ণভক্তি-লাভের উপায় করিয়া দিয়াছেন। কি নাম ইঁহার উপযোগী হইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবভারতী এইরূপ ভাবিতেছেন। অকস্মাৎ শুদ্ধা স্বরস্বতীর প্রেরণায়, অথবা শুদ্ধা-সরস্বতীরূপে শ্রীগৌরসুন্দরেরই প্রেরণায়, কেশবভারতী বুঝিতে পারিলেন—"কৃষ্ণ-কীর্তন প্রকাশ করিয়া ইনি যখন অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিষয়ে অচেতন জীবসকলের কৃষ্ণ-বিষয়ে চেতনা সম্পাদন করিয়াছেন, তখন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'ই হইতেছে ইঁহার উপযুক্ত এবং সার্থক নাম।" তখন তিনি প্রভুর বুকে হাত দিয়া বলিলেন—'তোমার নাম রাখা হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।"

কেশবভারতী **প্রভুর নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী" রাখিলেন না, শুধু "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই" রাখিলেন**। বস্তুতঃ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নামের সহিত "ভারতী"-উপাধির সঙ্গতিও থাকিতে পারে না। প্রভুর কৃপায় কেশবভারতী মায়াবাদের ভাব পরিত্যাগ করিয়া "শুদ্ধমতি" হইয়াছেন বলিয়াই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নামকেই প্রভুর সার্থক নাম বলিয়া এবং "ভারতী" উপাধি প্রভুর অযোগ্য বলিয়া, বুঝিতে পারিয়াছেন।

(৬) সন্ন্যাসের পরে প্রেমাবেশে গুরুর সহিত প্রভুর নৃত্য

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন,—"করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টকনগর॥ করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ। মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥ 'বোল বোল' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য। চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥ শ্বাস, হাস, স্বেদ, কম্প, পুলক, হুঙ্কার। না জানি কতেক হয়, অনন্ত বিকার॥ কোটিসিংহপ্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন। আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন॥ কোন্ দিকে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িল। নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈল॥ নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া। আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া॥ পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন। ভারতীর বিষ্ণুভক্তি হইল তখন॥ পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি। সুকৃতি ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি॥ বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে। গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥ * * এইমত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি। নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥ চৈ. ভা. অন্ত্য, ১ম অঃ॥ ৩৬৯-৭০ পৃঃ॥"

মুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন,—"গুরোর্নির্দেশং বহুমন্যমানস্তত্রাবসত্তদ্দিবসং জিতারিঃ। রাত্রৌ বসন্ কীর্ত্তনমাশু চক্রে নৃত্যঞ্চ তস্মিন্ গুরুণা সমং প্রভুঃ॥ ননর্ত্ত তস্মিন্ জগতাং গুরোর্গুরুঃ কৃষ্ণেন সার্দ্ধং মহতা সুখেন। আনন্দপূর্ণস্তু পুনঃ স মেনে ব্রাহ্মং সুখং তুচ্ছতরং মহাত্মা॥ নৃত্যাবসানে হরিমব্রবীৎ স কোঽপীহ মে দণ্ডমিমং করাগ্রাৎ। আকৃষ্য মাং প্রাহ ভুজদ্বয়েন স্পৃষ্ট্বা স্বয়ং ত্বং নটনং কুরুষ্ব॥ ততোঽহমানন্দপরিপ্লুতো মুদা প্রবিশ্য নৃত্যং কৃতবান্ সুবিহ্বলঃ। শ্রুত্বা বচস্তস্য সুবিস্মিতাস্তে স্ম বৈষ্ণবাঃ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যাঃ॥ শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যমনল্পমর্থবন্ ননর্ত্ত তস্মিন্ স্বজনৈরনুবৃতঃ। হর্ষেণ যুক্তো মহতা মহাত্মা স্বয়ংহরিঃ স্বাত্মরতো গুণাশ্রয়ঃ॥ স ভারতী প্রেমপরিপ্লুতাত্মা কমণ্ডলুং দণ্ডমপীহ দূরে। ক্ষিপ্ত্বা ননর্ত্ত প্রভুণা সমং বৈ সন্ন্যাসধর্ম্মস্য পবিত্রহেতুনা॥ —কড়চা॥ ৩।২।১৩-১৮॥—গুরুর নির্দ্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রভু সেইদিন সে-স্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিলেন। রাত্রিকালে প্রভু সেখানে গুরুর সহিত নৃত্যকীর্তন করিলেন। জগদ্‌গুরুর গুরু (কেশবভারতী) পরমানন্দে কৃষ্ণের (প্রভুর) সহিত একত্র নাচিতে লাগিলেন। তখন নিজে আনন্দপূর্ণ হইয়া সেই মহাত্মা কেশবভারতী ব্রহ্মসুখকেও তুচ্ছতর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। নৃত্যশেষে তিনি প্রভুকে বলিলেন—'এ-স্থানে কোনও একজন আমার হস্ত হইতে দণ্ড আকর্ষণ করিয়া ভুজদ্বয়ে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমাকে বলিলেন—তুমি নিজে নৃত্য কর। তখন আমি আনন্দপরিপ্লুত হইয়া আনন্দের সহিত নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিয়াছি।' ভারতীর বাক্য শুনিয়া বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রেমভরে ধৈর্য্যহারা হইলেন। গুরুর এই মহাসার্থক বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বাত্মারাম কল্যাণগুণাশ্রয়-মহাত্মা স্বয়ং হরি (শ্রীগৌরাঙ্গ) মহা-হর্ষান্বিত ও স্বজনগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই কেশবভারতীও স্বীয় দণ্ড ও কমণ্ডলু দূরে নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসধর্মের পবিত্রতার জন্য প্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

প্রভুর কৃপায় কেশবভারতীর চিত্তে শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। তাই মায়াবাদী গুরুপ্রদত্ত দণ্ডকমণ্ডলুর স্পর্শও যেন তাঁহার নিকটে ঘৃণ্য বলিয়া মনে হইয়াছে; তিনি তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন, যেন আর স্পর্শ করিতে না হয়। তিনি প্রেমাপ্লুতচিত্তে পরমানন্দে সারারাত্রি প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিলেন।

ঙ। সন্ন্যাসগ্রহণ-দিনের পরে

সন্ন্যাসের দিন প্রভু প্রেমাবেশে সারারাত্রি গুরুর সহিত নৃত্য করিয়াছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। পরের দিন প্রভাতে প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান হইল; তখন তিনি তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অরণ্যে প্রবেশের উদ্দেশ্যে কণ্টক-নগর ত্যাগ করার জন্য গুরুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন। কেশবভারতী বলিলেন—"আমিও তোমার সঙ্গে যাইব; তোমার সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে কাল কাটাইব।" প্রভু তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন।—"প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। চলিলেন গুরুস্থানে বিদায় করিয়া। 'অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥' গুরু বোলে—'আমিহ চলিমু তোমা সঙ্গে। থাকিব তোমার সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥' কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে। চৈ. ভা. অন্ত্য, ১ম অঃ॥ ৩৭০ পৃঃ॥"

ইহার পরে কেশবভারতী কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, সে-সম্বন্ধে কোনও চরিতকারই কিছু লিখেন নাই। প্রভুর সঙ্গে কেশবভারতীর গমনের কথা অন্য কোনও চরিতকার লেখেন নাই।

কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে) লিখিয়াছেন, সন্ন্যাসের পরের দিন প্রভু কণ্টকনগর হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকুল প্রাণে ছুটিয়াছিলেন। "সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন। রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥ চৈ. চ. ২।৩।৩॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে প্রভু চলিয়াছেন। "এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব॥ ১১।২৩।৫৭॥—(অবন্তীনগরের এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুব্রত অবলম্বনের পরে বলিয়াছিলেন) সেই আমি প্রাচীন মহাপুরুষগণকর্ত্তৃক পরিষেবিত পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া শ্রীমুকুন্দচরণ-সেবাদ্বারাই দুস্তরণীয় সংসার উত্তীর্ণ হইব।" —"প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন। মুকুন্দসেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥ পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ। মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ॥ সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া। কৃষ্ণনিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া॥ চৈ. চ. ২।৩।৫-৭॥"

ভিক্ষু-কথিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া প্রভু বলিলেন—"এই ভিক্ষু অতি উত্তম কথাই বলিয়াছেন; কেননা, তিনি ব্রতরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবনই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসের বেশ ধারণ কেবল পরাত্মনিষ্ঠামাত্র—দেহ-দৈহিক বস্তু হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকভাবে স্থাপন করা মাত্র। (উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—মুকুন্দ-চরণ-সেবা দ্বারাই এতাদৃশী নিষ্ঠা জন্মিতে পারে। 'নন্বু ইয়ং নিষ্ঠা কথং ভবেৎ, তদাহ মুকুন্দেতি॥ স্বামী॥' ভিক্ষুর বা সন্ন্যাসীর বেশ ইহা সর্বদা স্মরণ করাইয়া মাত্র দেয় যে, মুকুন্দ-সেবা দ্বারাই পরাত্মনিষ্ঠা জন্মিতে পারে)। কেবল বেশ গ্রহণ করিলেই সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না, মুকুন্দচরণ-সেবা দ্বারাই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আমি তো সেই সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করিয়াছি; এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবারূপ ব্রত পালন করিব।"—"এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন। দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি—কিবা রাত্রিদিন॥ চৈ. চ. ২।৩।৮॥"

বৃন্দাবনে গিয়া নিভৃতে কৃষ্ণভজনের কথা ভাবামাত্রই কৃষ্ণপ্রেমের উচ্ছ্বাসে প্রভু উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাহ্যস্মৃতি লোপ পাইয়াছে। প্রেমোন্মত্ত হইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাই; কোন্ দিকে চলিতেছেন, ইহাই বৃন্দাবনের পথ কিনা, তাহাও তিনি জানেন না, কেবল চলিতেছেনই। দিবারাত্রির জ্ঞানও তাঁহার নাই। প্রভু কখনও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছেন, কখনও বা মন্থর গতিতে। মুরারিগুপ্ত বলেন—"সগদ্‌গদং স চ প্রাহ শ্রীকৃষ্ণনাম-মঙ্গলম্॥ হসতি স্খলতি ক্বাপি কম্পতি গায়তি ক্বচিৎ। রোদিতি ব্রজতি ক্বাপি পততি স্বপিতি ক্ষিতৌ॥ কড়চা॥ ৩।৩।১৫-১৬॥—তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণনামমঙ্গল গ্রহণ করিতেছেন; কখনও হাসিতেছেন, কখনও বা স্খলিত হইয়া পড়িতেছেন, কখনও বা কম্পিত হইতেছেন, কখনও বা গান করিতেছেন। কখনও রোদন, কখনও গমন, কখনও পতন; আবার কখনও বা মৃত্তিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরে শয়ন করিতেছেন॥" তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে শ্রীনিত্যানন্দ, আচার্যরত্ন এবং মুকুন্দ—এই তিনজনও চলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, এই অনুসন্ধান তাঁহার নাই। প্রেমাবেশে তিনি মনে করিতেছেন—তিনি একাই বৃন্দাবনের দিকে চলিয়াছেন। দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানহারা বলিয়া প্রভু তিন দিন তিন রাত্রি রাঢ়দেশেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। তাঁহার মন ভরিয়া রাখিয়াছে শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। আহার-নিদ্রা-বিশ্রামাদির কথা তাঁহার মনে পড়িবে কিরূপে? মুরারিগুপ্ত বলেন—তৃতীয় দিন পর্যন্ত প্রভু নিজ দেহ পর্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন নাই। "তৃতীয় দিবসং যাবন্নসস্মার স্ববিগ্রহম্॥ কড়চা ॥ ৩।৩।১৮॥—"যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সেই লোক। প্রেমাবেশে 'হরি' বোলে, খণ্ডে দুঃখশোক॥ গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া। 'হরি হরি' বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥ চৈ. চ. ২।৩।১০-১১॥"

প্রভুর গমন-পথে কতকগুলি বালক গরু চরাইতেছিল। প্রভুর দর্শনে তাহাদের মুখে "উচ্চ হরি হরি"-ধ্বনি স্ফুরিত হইল। তাহাদের মুখে হরিনাম শুনিয়া প্রভু তাহাদের নিকটে গিয়া "বোল বোল—বলে সভার শিরে হস্ত দিয়া॥ তা সভারে স্তুতি করে, তোমরা ভাগ্যবান্। কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম॥ চৈ. চ. ২।৩।১২-১৩॥" তখন,—"গুপ্তে তা সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ। শিখাইলা সভাকারে করিয়া প্রবন্ধ—॥ 'বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে। গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে॥ চৈ. চ. ২।৩।১৫॥"

মহাপ্রভুও বাস্তবিক সেই বালকগণের নিকটে বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। "তবে প্রভু পুছিলেন—শুন শিশুগণ। কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন॥ চৈ. চ. ২।৩।১৬॥"

শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষা অনুসারে তাহারাও গঙ্গাতীরে উপনীত হওয়ার পথ দেখাইয়া দিল; প্রভু নিজ ভাবের আবেশে সেই পথে চলিতে লাগিলেন। তখন,—"আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দগোসাঞি। শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞি॥ প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে। সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥ তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন। শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥ চৈ. চ. ২।৩।১৮-২০॥"

অদ্বৈত আচার্যকে সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তদিগকে প্রভুর দর্শনের জন্য অদ্বৈত আচার্যের গৃহে লইয়া আসিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ আচার্যরত্নকে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে প্রভুও চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন শ্রীনিতাই মহাপ্রভুর সম্মুখভাগে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন। কণ্টকনগর পরিত্যাগের পরে গত তিন দিন পর্যন্ত শ্রীনিতাই প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিলেও ভাবাবেশজনিত তন্ময়তাবশতঃ প্রভু তাঁহাকে এবং তাহার সঙ্গীদিগকেও দেখিতে পায়েন নাই। এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন প্রভুর সম্মুখে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, তখন যেন বিস্মিত হইয়াই—"প্রভু কহে—শ্রীপাদ! তোমার কোথাকে আগমন? শ্রীপাদ কহে—তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন॥ চৈ. চ. ২।৩।২২॥"

শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া—"প্রভু কহে—কতদূরে আছে বৃন্দাবন। তেঁহো কহে—কর এই যমুনাদর্শন॥ এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে। আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে॥ 'অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।' এত বলি যমুনারে করয়ে স্তবন॥ চৈ. চ. ২।৩।২৩-২৫॥"

তিনি বৃন্দাবন যাইতেছেন—একথা বলিয়াই প্রভু কণ্টকনগর হইতে বাহির হইয়াছেন। বৃন্দাবনের ভাবের আবেশে প্রভু তিন দিন তিন রাত্রি রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন; তখন তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া গঙ্গাতীরে লইয়া আসিলেন, গঙ্গাকেই যমুনা বলিয়া পরিচয় দিলেন। বৃন্দাবনের ভাবে আবেশ-তন্ময় প্রভুও তাহা বিশ্বাস করিলেন; তিনি মনে করিলেন, যে যমুনা তাঁহার মনোভিরাম বৃন্দাবনের শোভা বর্ধন করিতেছে, এই সেই যমুনা। অথচ, শ্রীনিতাই তাঁহাকে যে-স্থানে লইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্বপরিচিত, অদ্বৈতাচার্যের গৃহনিকটের গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত, অদ্বৈতাচার্যের গৃহ পূর্বতীরে। প্রভু একাধিকবার এই স্থলে আসিয়াছেন। তথাপি তাঁহার আবেশবশতঃ বহুপরিচিত গঙ্গাকেই প্রভু নিত্যানন্দের কথায় যমুনা বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। যমুনার স্তবস্তুতি করিয়া প্রভু গঙ্গাতে স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। প্রভুর তখন "এক কৌপীন—নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥ চৈ. চ. ২।৩।২৬॥" স্নান করিয়া উঠিয়া প্রভু আর্দ্র কৌপীনেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রেমাপ্লুতকণ্ঠে যমুনার স্তব করিতে লাগিলেন।

এমন সময়, আচার্যরত্নের মুখে প্রভুর আগমনের সংবাদ পাইয়া, অদ্বৈতাচার্য নৌকায় চড়িয়া সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে তিনি প্রভুর জন্য নূতন কৌপীন এবং বহির্বাসও লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি প্রভুকে নমস্কার করিয়া প্রভুর সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর তখনও বৃন্দাবনের আবেশ; তিনি তখনও মনে করিতেছেন—তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া যমুনায় স্নান করিয়াছেন। তাই অদ্বৈতাচার্যকে দেখিয়া প্রভু সংশয়ের সহিত বলিলেন,—"তুমি ত অদ্বৈত-গোসাঞি, হেথা কেনে আইলা। আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা॥ চৈ. চ. ২।৩।২৯॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য বলিলেন—প্রভু, "—তুমি যাহাঁ, সেই বৃন্দাবন। মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥ চৈ. চ. ২।৩।৩০॥"

অদ্বৈতাচার্যের কথা শুনিয়া প্রভুর আবেশ ছুটিয়া গেল, বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তখন, "প্রভু কহে—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা। গঙ্গায় আনিয়া মোরে 'যমুনা' কহিলা॥ চৈ. চ. ২।৩।৩১॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন দিন তিন রাত্রি প্রভুর অনাহার, অনিদ্রা, বিশ্রামাভাব। গৌরপ্রেম-সর্বস্ব নিতাই প্রভুর আহারের এবং বিশ্রামের জন্যই কৌশলে প্রভুকে এস্থানে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রভুর কথার কোনও উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অদ্বৈতাচার্যই প্রভুর কথার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রভু, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে। তুমি এখন বাস্তবিক যমুনাতেই স্নান করিয়াছ। বিচার করিয়া দেখ, প্রয়াগ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা ও যমুনা একসঙ্গে মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে—পশ্চিমে যমুনার ধারা এবং পূর্বদিকে গঙ্গার ধারা। তুমি তো পশ্চিমাংশেই স্নান করিয়াছ; সুতরাং যমুনাতেই তোমার স্নান হইয়াছে। এক্ষণে প্রভু, আর্দ্র কৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরিধান কর।"—"আচার্য্য কহে—মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন। যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন। গঙ্গায় যমুনা বহে—হঞা একধার। পশ্চিমে যমুনা বহে—পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥ পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাহাঁ কৈলে স্নান। আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি কর শুষ্ক পরিধান॥ চৈ. চ. ২।৩।৩২-৩৪॥"

অদ্বৈতাচার্য আরও নিবেদন করিলেন,—"প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস। আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস॥ এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছো পাক। শুকারুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক॥ চৈ. চ. ২।৩।৩৫-৩৬॥"

প্রভুকে নৌকায় চড়াইয়া আচার্য নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। তিন দিন উপবাসের পরে প্রভু ও নিত্যানন্দাদি আচার্যের গৃহে ভোজন করিলেন। সন্ন্যাসের পরে ইহাই প্রভুর প্রথম ভোজন। আহারের পরে প্রভু বিশ্রাম করিলেন।

প্রভুর আগমনের কথা শুনিয়া শান্তিপুরের লোকগণ আসিয়া অদ্বৈতাচার্যের গৃহে উপনীত হইলেন।—"'হরি হরি' বোলে লোক আনন্দিত হঞা। চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥ গৌরদেহকান্তি—সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল। অরুণ বস্ত্রকান্তি তাতে করে ঝলমল॥ চৈ. চ. ২।৩।১০৬-৭॥'

কেহ আসে, কেহ যায়। এইভাবে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে অদ্বৈতাচার্য সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন॥ প্রভু তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন।—"কি কহব রে সখি! (আজুক) আনন্দ-ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥" অদ্বৈতাচার্য প্রেমাবেশে এই পদ গাহিতেছেন, আর হর্ষভরে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ; মুখে হুঙ্কার-গর্জন। প্রভুকে নিজ ঘরে পাইয়াছেন, আচার্যের আনন্দের সীমা নাই। প্রভুর চরণে ধরিয়া আচার্য বলিতেছেন,—"অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া। ঘরে পাইয়াছোঁ—এবে রাখিব বান্ধিয়া॥ চৈ. চ. ২।৩।১১৪॥" এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত আচার্য এইভাবে কীর্তন করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণপ্রিয় প্রভুকে ঘরে পাইয়া আনন্দাতিশয্যে নৃত্য করিতেছেন; কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু তো তাঁহার প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেছেন না। কৃষ্ণবিরহের আবেশে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। "প্রেমের ঔৎকণ্ঠ্য প্রভুর—নাহি কৃষ্ণসঙ্গ। বিরহে বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ॥ ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা। গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা॥ প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে। ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥ আচার্য্য উঠাইলা প্রভুকে করিতে নর্ত্তন। পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥ অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্‌গদ বচন। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥ 'হা হা প্রাণপ্রিয়সখি কিনা হৈল মোরে। কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জরে॥ রাত্রিদিন পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাঙ। যাহাঁ গেলে কানু পাঙ, তাহাঁ চলি যাঙ॥' এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে। শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে॥ নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।[১] প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য॥ জর্জ্জর হইল প্রভু ভাবের প্রহারে। ভূমিতে পড়িলা—শ্বাস নাহিক শরীরে॥ দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ। আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন॥ 'বোল বোল' বলি নাচে, আনন্দে বিহ্বল। বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল॥ চৈ. চ. ২।৩।১১৬-২৭॥"

শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার মধ্যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবের আবেশে প্রভু অধীর হইয়া পড়িলেন। মুকুন্দ প্রভুর ভাবের অনুকূল পদ কীর্তন করিতে লাগিলেন। এই পদে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য শ্রীরাধার বলবতী উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। পদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণায় রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, নানাবিধ সঞ্চারিভাবের উদয়ে প্রভুর দেহ জর্জরিত হইয়া পড়িল; প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তিতে প্রভু গর্জন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং আনন্দবিহ্বলচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু এক প্রহর পর্যন্ত এই ভাবে নৃত্য করিলেন।

"তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন। উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম॥ তবু ত না জানে প্রেমে ভাবাবিষ্ট হইয়া। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিলা ধরিয়া॥ আচার্য্য গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন। নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন॥ চৈ. চ. ২।৩।১৩০-৩২॥"

পরের দিন প্রাতঃকালে শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দকে লইয়া আচার্যরত্ন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে উপনীত হইলেন। তখন—"শচী-আগে পড়ে প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া। কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া॥ দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল। কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥ অঙ্গ মোছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ। দেখিতে না পায়—অশ্রু ভরিল নয়ন॥ কান্দিয়া বোলেন শচী—'বাছারে নিমাই। বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥ সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন। তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥' প্রভুও কান্দিয়া বোলে—'শুন মোর আই। তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই॥ তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।

১ নির্বেদ-বিষাদাদি হইতেছে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। পরবর্তী ১০।৮-১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥ জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস। তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥ তুমি যাহাঁ কহ, আমি তাহাঁই রহিব। তুমি যেই আজ্ঞা দেহ, সে-ই ত করিব॥' এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার। তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার॥ চৈ. চ. ২।৩।১৩৭-৪৬॥"

অদ্বৈতাচার্য শচীমাতাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। প্রভু একে একে সমস্ত ভক্তের সহিত মিলিত হইলেন, প্রত্যেককেই আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

ভক্তবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া শচীমাতা স্থির করিলেন—নিমাই নীলাচলে থাকিলেই তাঁহার আনন্দ। প্রভু মাতার এই আদেশ শিরোধার্য করিলেন।

পরের দিনই প্রভু নীলাচলে যাত্রা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ভক্তবৃন্দের, বিশেষতঃ শচীমাতার, আগ্রহাতিশয্যে প্রভু কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন। প্রভু এই যাত্রায় দশ দিন শান্তিপুরে ছিলেন। এই দশ দিনই শচীমাতা নিজে রান্না করিয়া প্রভুকে এবং ভক্তবৃন্দকে ভোজন করাইতেন। প্রতিদিনই রাত্রিতে প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত কীর্তনে পূর্বোল্লিখিতবৎ প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্যাদি করিতেন।

দশ দিন অন্তে মাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া, মাতার আদেশ লইয়া, মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলেন। অদ্বৈতাচার্যের ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রভুর বিরহে ভক্তগণ অধীর হইয়া পড়িলেন। সকলকে প্রবোধ দিয়া প্রভু যাত্রা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দদত্ত—এই চারিজনও প্রভুর সঙ্গে চলিলেন (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ॥৬।১৩॥)। গঙ্গাতীর-পথে প্রভু রেমুণা, কটকাদি হইয়া ফাল্গুন মাসের শেষভাগে নীলাচলে গিয়া উপনীত হইলেন।

শান্তিপুর পরিত্যাগের প্রাক্কালে প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব। এই ভিক্ষা মাগোঁ—মোরে দেহ তুমি সব॥ ঘর যাঞা কর সভে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥ আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন। মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন॥ চৈ. চ. ২।৩।১৮৬-৮৮॥"

৪। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের স্বরূপ

ক। বেদবিহিত চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস নহে

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটী আশ্রমের কথা বৈদিক শাস্ত্র হইতে জানা যায়। সন্ন্যাস হইতেছে চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস। অন্য কোনওরূপ সন্ন্যাসের কথা বৈদিক শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

বেদবিরোধী বুদ্ধদেব এক অভিনব সন্ন্যাসের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুকরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও * একরকম সন্ন্যাস প্রবর্তিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজের সন্ন্যাসও বেদবিহিত চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস বলিয়া মনে হয় না। কথিত আছে, তিনি অষ্টমবর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টমবর্ষে সন্ন্যাস বেদবিহিত চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস হইতে পারে না। শঙ্করের দেখাদেখি, তৎপরবর্তী কোনও কোনও আচার্যও স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসের প্রবর্তন করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে আছে,—"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৫।১৮০ ॥—অশ্বমেধযজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন—কলিযুগে এই পাঁচটী বর্জ্জন করিবে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ হইতেছে বেদানুগত শাস্ত্র। এই গ্রন্থে যে সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বেদবিহিত সন্ন্যাস—চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস। উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে কলিযুগে চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসও নিষিদ্ধ। নবদ্বীপের কাজীর সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের উল্লিখিত বাক্যটীর উল্লেখ করিয়া অশ্বমেধাদি—সুতরাং চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসও—যে কলিতে নিষিদ্ধ, তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভু কখনও শাস্ত্রবাক্যের অমর্যাদা করেন নাই। শাস্ত্রবহির্ভূত কোনও আচরণও কখনও তাঁহাতে দৃষ্ট হয় নাই। তিনি সর্বদাই শাস্ত্রের আনুগত্যের অত্যাবশ্যকতার কথাই সকলকে বলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায়, শাস্ত্রবাক্যের প্রতি—বিশেষতঃ তিনি নিজে যে শাস্ত্র-বাক্যের মর্ম অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন, সেই শাস্ত্রবাক্যের প্রতি—উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক প্রভু যে চতুর্থাশ্রমের সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। বেদমতে বানপ্রস্থের পরে সন্ন্যাস; প্রভু বানপ্রস্থও অবলম্বন করেন নাই।

সুতরাং প্রভুর সন্ন্যাস যে বেদবিহিত চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

খ। মায়াবাদীদের সন্ন্যাসও নহে

মায়াবাদী কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও প্রভুর সন্ন্যাস মায়া-বাদীদের মধ্যে প্রচলিত সন্ন্যাস নহে। একথা বলার হেতু এই :—

(১) প্রথমতঃ, সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই মায়াবাদীরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সন্ন্যাস নহে। তাঁহারা

---

* শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের" তৃতীয় পর্বের ৪র্থ অধ্যায়ে তাহার আলোচনা দ্রষ্টব্য (তৃতীয় খণ্ডে ১৬৪৭-৮৭ পৃষ্ঠা)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সত্তাই স্বীকার করেন না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি তাঁহাদের লক্ষ্যই হইতে পারে না।

লৌকিকভাবে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা-প্রাপ্তির, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ভক্তগণ যখন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন, তখন প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকটে বলিয়াছিলেন,—"ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্॥ সাধুর্ভির্নাবমারুহ্য যথা গত্বা দিগন্তরম্। অর্থমানীয় বন্ধুভ্যো দীয়তে তদহং পুনঃ॥ দিগন্তরাৎ সমানীয় দাস্যামি প্রেমসন্ততিম্। যয়া সর্ব্বসুরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং পরিপশ্যসি॥ কড়চা॥ ২।১৮।১৯-২১॥—তোমাদের প্রেমার্থে আমি দেশান্তরে যাইব। সাধু বণিকগণ যেমন নৌকাযোগে দেশান্তরে গিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া আনিয়া বন্ধুদিগকে দিয়া থাকেন, আমিও তদ্রূপ দেশান্তর হইতে প্রেমরাশি আনিয়া তোমাদিগকে দিব, যাহাতে তোমরা সর্বদেবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন লাভ করিতে পার।" ভক্তভাবেই প্রভু এ-স্থলে কথা বলিয়াছেন।

মুরারিগুপ্তের এই উক্তি হইতেই জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

গৃহত্যাগের রাত্রিতে প্রভু ভক্তদিগকেও বলিয়াছিলেন, "—কৃষ্ণ গাও গিয়া॥ বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণবিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন॥ যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার। তবে কৃষ্ণব্যতিরিক্ত—না গাইব আর॥ কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ॥ ৩৬১ পৃঃ॥"

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে পরমার্থ সত্য বলিয়া জানিতেন এবং কৃষ্ণপ্রেমকে পঞ্চম এবং পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি ভক্তবৃন্দ:ক কৃষ্ণভজনের উপদেশ করিয়াছেন এবং নর-অভিমানে নিজেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ কণ্টকনগরে আসিয়া কেশবভারতীকেও প্রভু বলিয়াছিলেন,—"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়। পতিতপাবন তুমি মহাকৃপাময়॥ তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ। নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বৈসয়ে তোমাত॥ কৃষ্ণদাস্য বই যেন মোর নহে আন। হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ॥ ৩৬৫ পৃঃ॥" কেশবভারতীকে প্রভু আরও বলিয়াছিলেন,—"হেন দীক্ষা দেহ, যেন হঙ কৃষ্ণদাস॥ ঐ-৩৬৫ পৃঃ॥"

এ-সমস্ত উক্তি হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল মায়াবাদীদের সন্ন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণভজন-পূর্বক প্রেমোপার্জন এবং ভক্তদিগকে সেই প্রেম বিতরণের উদ্দেশ্যেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ে বলিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসিবুদ্ধিতে নিন্দক পঢ়ুয়াদি তাঁহার চরণে প্রণত হইবে, তখন তাহাদের অপরাধ দূরীভূত হইবে, তখন তিনি তাহাদিগকে প্রেমদান করিবেন। এ-জন্য তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ কর্তব্য। ইহা হইতেছে সন্ন্যাস-গ্রহণের পক্ষে প্রভুর একটি ছলমাত্র। অথবা, ইহার উদ্দেশ্যও নিন্দকদিগকে প্রেমদান—যে প্রেম তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণভজনের দ্বারা উপার্জন করিবেন। নিন্দকদের অবস্থা প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল মাত্র। সন্ন্যাসের ইচ্ছা পূর্বেই ছিল।

(২) দ্বিতীয়তঃ, সন্ন্যাস-মন্ত্র

সন্ন্যাসের মন্ত্র হইতেছে "তত্ত্বমসি"। মায়াবাদীরা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপর অর্থে এই মন্ত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রভু কিন্তু ষষ্ঠী-তৎপুরুষাত্মক অর্থে এই মন্ত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ষষ্ঠী-তৎপুরুষাত্মক অর্থে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ সূচিত হয়। মায়াবাদীরা সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ স্বীকারই করেন না। এইরূপে জানা গেল, যে-অর্থজ্ঞাপক "তত্ত্বমসি"-বাক্যে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও মায়াবাদীদের রীতির বিপরীত। সুতরাং প্রভুর সন্ন্যাসকে মায়াবাদীদের সন্ন্যাস বলা সঙ্গত হয় না।

(৩) তৃতীয়তঃ, সন্ন্যাসের গুরু

প্রভুর সন্ন্যাস-গুরু কেশবভারতী পূর্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসীই ছিলেন; কিন্তু যখন তিনি প্রভুকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মায়াবাদিত্ব ছিল না। প্রভুর নিকটে তত্ত্বমসি-বাক্যের ষষ্ঠীতৎপুরুষাত্মক অর্থ শ্রবণমাত্র তাঁহার চিত্ত হইতে মায়াবাদের ভাব যে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, তিনি যে পরমভাগবতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [পূর্ববর্তী ৩-ঘ (চ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

কবিকর্ণপূরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক" হইতে একটী সংবাদ জানা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহাপ্রভুর গৃহস্থাশ্রমে থাকা-কালে নবদ্বীপে আগত কেশবভারতীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা স্মরণ করিয়া শচীমাতা অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "পুত্রক! সন্ন্যাসিনং প্রতি কথং তে এতাদৃশ আদরঃ? যত্তস্মিন্ দিবসে কেশবভারতীং প্রতি তাদৃশী ভক্তিঃ কৃতা ত্বয়া? ॥ নাটক, ৪র্থ অঙ্ক ॥—পুত্র! সন্ন্যাসীর প্রতি তোমার এতাদৃশ আদর কেন? সেই দিন কেশবভারতীর প্রতি তুমি আদরময়ী ভক্তি প্রদর্শন করিলে কেন?" মাতার কথা শুনিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন—"অম্ব! তে খলু পরমভাগবতা ভবন্তি॥ নাটক, ৪র্থ অঙ্ক॥—মাতঃ, তিনি নিশ্চয়ই পরমভাগবত হয়েন (গৌরবে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে)।" এই উক্তি হইতে মনে হয়, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতির ন্যায়, মায়াবাদী সন্ন্যাসীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া থাকিলেও কেশবভারতী পরে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন; অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু যে ভবিষ্যতে মায়াবাদী কেশবভারতীকে পরমভাগবতে পরিণত করিবেন, শচীমাতার কথার উত্তরে, ভঙ্গীতে প্রভু তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে —"ভক্তিকল্পতরু"র বর্ণনা-প্রসঙ্গে পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয় জনকে ভক্তিকল্পতরুর মূল বা শিকড় রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই নয়জনের মধ্যে কেশবভারতীর নামও দৃষ্ট হয়। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে। এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥ চৈ. চ. ১৷৯৷১৩॥" কেশবভারতী যদি ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্তিকল্পতরুর শিকড়রূপে বর্ণনা করা হইত না। ইহাতেও জানা যায়, প্রভুর কৃপায় কেশবভারতী মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া পরমভাগবত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পরমভাগবত-রূপেই কেশবভারতী ষষ্ঠী-তৎপুরুষাত্মক সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞাপক "তত্ত্বমসি"-বাক্যে প্রভুকে সন্ন্যাস দিয়াছেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও ষষ্ঠীতৎপুরুষাত্মক সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞাপক অর্থে "তত্ত্বমসি"-বাক্যে সন্ন্যাস দান করেন না। ইহাতে জানা যায়, প্রভুকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দান-কালে কেশবভারতী মায়াবাদী ছিলেন না। সুতরাং প্রভুর সন্ন্যাসকে মায়াবাদীদের সন্ন্যাসও বলা যায় না।

কেশবভারতী যে তখন মায়াবাদী ছিলেন না, তখন তাঁহার মায়াবাদিত্ব যে সমূলে তিরোহিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন কেশবভারতীও তাঁহার দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া প্রেমাবেশে প্রভুর সহিত সারারাত্রি নৃত্য করিয়াছিলেন এবং পরের দিন প্রাতঃকালে প্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া নিভৃতে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে কাটোয়া পরিত্যাগের জন্য গুরুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন, তখন কেশবভারতীও সংকীর্তনরঙ্গের লোভে প্রভুর সঙ্গে গমন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেনও। প্রভু যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পারমার্থিক পরমসত্য বলিয়া এবং কৃষ্ণপ্রেমকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন, কেশবভারতীও তখন তাহাই মনে করিতেন। এজন্যই তাঁহার প্রভুর সঙ্গের জন্য লোভ। এ-সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীর লক্ষণ নহে, বরং তাহার বিপরীত। সন্ন্যাস-মন্ত্রদান-কালে প্রভুর সন্ন্যাস-গুরু মায়াবাদী ছিলেন না বলিয়াও প্রভুর সন্ন্যাসকে মায়াবাদীদের সন্ন্যাস বলা যায় না।

(৪) চতুর্থতঃ, সন্ন্যাসের পরের অবস্থা

পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৩-ঘ অনু), সন্ন্যাস-প্রাপ্তিমাত্র প্রভু সংকীর্তনানন্দে প্রেমাবেশে সমস্ত রাত্রি নৃত্য করিয়াছিলেন; সাত্ত্বিক বিকারে প্রভুর অঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পরের দিন প্রাতঃকালে, শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া নিভৃতে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে তিনি কাটোয়া হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, কৃষ্ণপ্রেমাবেশে দিগ্‌বিদিগ্‌-দিবারাত্রি জ্ঞানহারা হইয়া এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া রাঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশে তিন দিন তিন রাত্রি ভ্রমণ করিলেন,—আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না। বৃন্দাবনের ভাবে তিনি এতই তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া গঙ্গাতীরে আনিয়া গঙ্গাকেই যখন যমুনা বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন প্রভু তাঁহার বহুপরিচিত-স্থানস্থিতা গঙ্গাকেই যমুনা বলিয়া মনে করিলেন এবং যমুনার স্তবস্তুতি করিয়া গঙ্গাতেই স্নান করিলেন। তিনি অদ্বৈতাচার্যের গৃহে যে কয়দিন ছিলেন, সে কয়দিন প্রতি রাত্রিতেই সংকীর্তন-কালে শ্রীকৃষ্ণবিয়োগার্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণদর্শন-প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা ও আর্তি প্রকাশ করিতেন। শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাত্রার সময়েও তিনি ভক্তবৃন্দকে অহর্নিশ কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ-সমস্ত আচরণ মায়াবাদী সন্ন্যাসীর আচরণ নহে, বরং মায়াবাদীদের আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রভুর সন্ন্যাস যে মায়াবাদীদের সন্ন্যাস ছিল না, ইহা হইতেও তাহা জানা যায়।

(৫) পঞ্চমতঃ, সন্ন্যাসের উপাধিহীন নাম

সন্ন্যাসের পূর্বে এবং পরেও প্রভুর মধ্যে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব দেখিয়া কেশবভারতী তাঁহার প্রতি রুষ্ট হয়েন নাই, বরং অত্যন্ত সন্তুষ্টই হইয়াছেন। তিনি মনে করিলেন, এতাদৃশ বৈষ্ণব-লক্ষণ চতুর্দশ ভুবনে দুর্লভ; প্রভুর ভাবের অনুরূপ একটী নাম রাখিবার জন্যই কেশবভারতী সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময়ে প্রভুর একটী মহিমার কথা তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইল—"কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়া ইনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অচেতন জীবসমূহের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চেতনা সম্পাদিত করিয়াছেন।" তখন তিনি ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ইহার উপযুক্ত নাম। তিনি প্রভুর নাম রাখিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

মায়াবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সত্যতাই স্বীকার করেন না; শ্রীকৃষ্ণভজনে যে শঙ্কর-কথিত মোক্ষ লাভ হয়, তাহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না (ছান্দোগ্যশ্রুতির অষ্টম প্রপাঠকের ভাষ্যোপক্রমে শঙ্করের উক্তি দ্রষ্টব্য; * সুতরাং তাঁহাদের বিবেচনায়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চেতন এবং অচেতন—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। কেশবভারতীর চিত্তে কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জীবের চেতনত্বের মহিমা তিনি অনুভব করিয়াছেন। এজন্য পরমানন্দের সহিত উল্লিখিত অর্থসূচক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামই তিনি প্রভুকে দিলেন। ইহাও মায়াবাদীদের রীতির বিপরীত।

কেশবভারতী প্রভুর নামটীমাত্র প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তিনি কোনও উপাধি দিলেন না। তিনি মনে করিলেন, তিনি যখন "ভারতী", তখন তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও "ভারতী", উপাধি হওয়ার কথা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পক্ষে "ভারতী" উপাধি যোগ্য নহে। কেননা, "ভারতী"-উপাধির সহিত মায়াবাদের ভাব জড়িত; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তো মায়াবাদী নহেন।

* গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, ১।২।৬৮-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য (২য় খণ্ড, ১০৯৮-১১০৪ পৃঃ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভারতী উপাধি দেওয়া সঙ্গত নহে। প্রভুর নাম তিনি রাখিলেন—শুধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী নহে। ইহাও মায়াবাদীদের রীতির বিপরীত।

মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাসঠাকুর, লোচনদাসঠাকুর এবং কবিরাজগোস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন গৌর-চরিতকারগণের প্রত্যেকেই প্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কোনও স্থলেই প্রভুকে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভারতী" বলেন নাই। তাঁহাদের পরবর্তী বৈষ্ণব-গ্রন্থকারদের কেহও, এমন কি আধুনিক বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণের কেহও, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভারতী"-নামের উল্লেখ করেন নাই, সকলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই" বলিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দয়া কর মোরে" বলিয়াছেন, "কৃষ্ণচৈতন্য ভারতী দয়া কর মোরে" বলেন নাই। শ্রীপাদ রূপ-সনাতনাদি ষড়গোস্বামিগণের কেহও প্রভুকে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী" বলেন নাই, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই" বলিয়াছেন।

(৬) প্রভুর সঙ্গী সন্ন্যাসিগণের প্রসঙ্গ

নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে কয়েকজন সন্ন্যাসী থাকিতেন—পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, সুখানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দভারতী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ প্রভৃতি। ইঁহাদের উপাধি হইতে জানা যায়—শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থ ছিলেন মাধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং পুরী ও ভারতী উপাধিধারী সন্ন্যাসিগণ ছিলেন মায়াবাদী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। এতজন মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রভুর সঙ্গিরূপে নীলাচলে বাস করিতেন বলিয়া কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, প্রভুও মায়াবাদী সন্ন্যাসীই ছিলেন এবং মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গই তিনি ভালবাসিতেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রভু কখনও মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ভালবাসিতেন না। ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমনের পথে মায়াবাদী সন্ন্যাসি-প্রধান স্থান বারাণসীতে যখন প্রভু অল্পকয় দিন অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গভয়ে তিনি অন্যত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, তাঁহার পরমভক্ত তপনমিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা করিতেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও তিনি বারাণসীতে দুই মাসের অধিককাল অবস্থান করিয়াছিলেন; তখনও তপনমিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা করিতেন, উল্লিখিত কারণে অন্যত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। কাশীবাসী ভক্তগণের এবং এক মহারাষ্ট্রী বিপ্রের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি একদিন মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসিগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন—তাহাও কেবল প্রকাশানন্দাদির উদ্ধারের জন্য। প্রভু কোনও সময়েই শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদভাষ্য স্বীকার করেন নাই। নীলাচলে মায়াবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে এবং বারাণসীতে মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির নিকটে প্রভু শঙ্করের মায়াবাদভাষ্যের অসারতা এবং অশাস্ত্রীয়তা এমন ভাবে প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রভুর উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া মায়াবাদ পরিত্যাগপূর্বক প্রভুর পদানত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নবদ্বীপেও প্রভু এক দিন কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তভু নাহি জানে॥ সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র। অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র॥ পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে। তাহা 'মিথ্যা' বোলে বেটা কেমন সাহসে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ৩য় অঃ॥ ১৭৩ পৃঃ॥" বারাণসীতে মহারাষ্ট্রী বিপ্রের নিকটেও প্রভু বলিয়াছেন—"মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী॥ চৈ. চ. ২।১৭।১২৫॥" মহাপ্রভু যে এতাদৃশ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ভালবাসিতেন, ইহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে পুরী-ভারতী প্রভৃতি উপাধিধারী যে সকল সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা পূর্বে শ্রীপাদ শঙ্করের প্রবর্তিত মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের নিকটেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাই প্রভুর সঙ্গে তাঁহারা এবং তাঁহাদের সঙ্গেও প্রভু আনন্দ পাইতেন। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রও পূর্বে মায়াবাদ-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনে নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নিকটে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসনার মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দভারতীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেই ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

(৭) ব্রহ্মানন্দভারতীর প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দভারতী ছিলেন মায়াবাদী সন্ন্যাসী, শ্রীপাদ কেশবভারতীর গুরুভাই। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে একদিন ব্রহ্মানন্দভারতী প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে গিয়াছিলেন। মুকুন্দদত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মুকুন্দ প্রভুর নিকটে গিয়া জানাইলেন—"ব্রহ্মানন্দভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥ আজ্ঞা দেহ যদি, তাঁকে আনিয়ে এথাই। প্রভু কহে—'গুরু তেঁহো, যাব তাঁর ঠাঞি॥' এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত-সঙ্গে। চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে॥ ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগ-চর্ম্মাম্বর। তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হইল অন্তর॥ দেখিয়াও ছদ্ম কৈল—যেন দেখি নাই। মুকুন্দেরে পুছে—'কোথায় ভারতী গোসাঞি॥' মুকুন্দ কহে—'এই আগে দেখ বিদ্যমান।' প্রভু কহে—'তেঁহো নহে, তুমি অগেয়ান॥ অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান। ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥' শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে। 'মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইঁহারে॥ ভাল কহে—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি। চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি॥ আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।' প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর॥ চর্ম্ম ছাড়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন। প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ-বন্দন॥ ভারতী কহে—'তোমার আচার লোক শিখাইতে। পুন না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিতে॥ সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল—। জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম—তুমি ত সচল॥ তুমি গৌর ব্রহ্ম—তেঁহো শ্যামল-বরণ। দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগত-তারণ॥' চৈ. চ. ২।১০।১৪৬-৫৯॥"

প্রভুর কৃপায় ব্রহ্মানন্দভারতীর আশ্চর্য পরিবর্তন হইল। তিনি মহাপ্রভুকে পরব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিতে পারিলেন। ব্রহ্মানন্দভারতীর উক্তির পরে তাঁহার সহিত প্রভুর কথা-কাটাকাটি চলিতে লাগিল। প্রভুকে ভারতীগোঁসাই "ব্রহ্ম" বলিয়াছেন; ভক্তভাবাপন্ন প্রভু তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তখন ব্রহ্মানন্দভারতী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উপরে মীমাংসার ভার দিলেন।—"ভারতী কহে—'সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইয়া। ইহার সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া॥ বাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি। জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি॥ চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন। দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ॥' চৈ. চ. ২।১০।১৬২-৬৪॥"

ইহার পরে ভারতী মহাভারতের "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"-শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—"এই সব নামের ইহো হয় নিজাস্পদ। চন্দনাক্ত প্রসাদডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ॥ চৈ. চ. ২।১০।১৬৫॥"

মধ্যস্থ সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন—"ভারতী! দেখি তোমার জয়॥" তখন,—"প্রভু কহে—যেই কহ, সেই সত্য হয়॥ গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্য-পরাজয়॥" প্রভুর সন্ন্যাস-গুরু কেশবভারতীর গুরুভাই বলিয়া প্রভু ব্রহ্মানন্দভারতীকে গুরুতুল্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর কথার উত্তরে ব্রহ্মানন্দভারতী বলিলেন,—"ভারতী কহে, 'এহো নহে, অন্য হেতু হয়॥ ভক্তঠাঁই তুমি হার এ-তোমার স্বভাব। আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥ আজন্ম করিল আমি নিরাকার-ধ্যান। তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান॥ কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ। তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥ বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার। ইহাঁ দেখি, সেই দশা হইল আমার॥ (বিল্বমঙ্গলবাক্য) 'অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দ-সিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবীটেন॥"

প্রভুর কৃপায় ভারতীগোঁসাই প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন; তাঁহার মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়াছে; তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইতেছে, তিনি সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন। বিল্বমঙ্গলের ন্যায় তিনিও গোপবধূবীট শ্রীকৃষ্ণের চরণে দাস-অভিমান পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পরমভাগবত হইলেন। তাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে; তাই তাঁহার "মনে নেত্রে কৃষ্ণ" স্ফুরিত হইতেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—"প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার। ইহার কৃপাতে হয় দর্শন ইহার॥ চৈ. চ. ২।১০।১৭৪॥" এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাবার্তার পরে প্রভু—"ভারতী লঞা নিজবাসা আইলা। ভারতী-গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥ চৈ. চ. ২।১০।১৭৬॥"

প্রভুর সঙ্গে যে-সকল সন্ন্যাসী নীলাচলে ছিলেন, তাঁহারা কেহই তখন মায়াবাদী ছিলেন না, সকলেই ছিলেন পরমভাগবত।

(৮) প্রভুর দীক্ষাগুরু-প্রসঙ্গ

প্রভু যখন গয়ায় গমন করিয়াছিলেন, তখন গয়াতেই তিনি লৌকিকী লীলায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "পুরী" হইতেছে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের একটী উপাধি। এজন্য কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার দীক্ষাশিষ্য মহাপ্রভুও মায়াবাদীই হইবেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর মন্ত্রশিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরী পূর্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্যান-সময়েও তিনি "কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি না পাইলুঁ মথুরা" বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর ন্যায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও পূর্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন; পরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নিকটে রাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভুকে দীক্ষা দেওয়ার সময়ে তিনি মায়াবাদী ছিলেন না।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে মায়াবাদী ছিলেন না, পরন্তু পরম বৈষ্ণব ছিলেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত (আদি, ৭ম অঃ॥ ৭৯-৮১ পৃঃ) হইতে তাহা জানা যায়। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, প্রভুর গয়া-গমনের পূর্বে ঈশ্বরপুরীপাদ একবার নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈতাচার্যের গৃহে গিয়াছিলেন। সে-স্থানে তখন মুকুন্দদত্তও ছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের সহিত ঈশ্বরপুরীর কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মুকুন্দ কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধীয় একটী গান গাহিলেন। "যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে। পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে॥ নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান। পুনঃপুন বাঢ়ে প্রেমধারার পয়ান॥ আথেব্যথে অদ্বৈত তুলিলা নিজ কোলে। সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে॥ সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃপুন বাঢ়ে। সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পঢ়ে॥ চৈ. ভা.॥ ৭৯-৮০ পৃঃ॥" এ-সমস্ত প্রেমবিকার মায়াবাদীর লক্ষণ নহে, পরম-ভাগবতেরই লক্ষণ। পুরীগোস্বামী "কৃষ্ণলীলামৃত"-নামক একখানা গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থান-কালে তিনি তাঁহার এই গ্রন্থ গদাধরপণ্ডিত গোস্বামীকে এবং নিমাই-পণ্ডিতকেও দেখাইয়াছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও কৃষ্ণলীলাত্মক গ্রন্থ লেখেন না।

উল্লিখিত ঘটনার কিছু কাল পরে মহাপ্রভু গয়ায় গিয়াছিলেন এবং গয়াতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পুরীপাদ মহাপ্রভুকে "দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে" দীক্ষা দিয়াছিলেন (কড়চা॥ ১।১৭।১৮॥)। এই দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র হইতেছে রাধাকৃষ্ণ-যুগলোপাসনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্র, সেব্য-সেবকভাবময় মন্ত্র, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞাপক মন্ত্র নহে। সুতরাং মহাপ্রভুর দীক্ষা মায়াবাদীদের দীক্ষা নহে।

যাহা হউক, এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁহার পোষাকটীমাত্র ছিল মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পোষাক; এতদ্ব্যতীত মায়াবাদীর কোনও লক্ষণই কোনও সময়ে তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হয় নাই। সন্ন্যাস-সময়ে কেশব-ভারতী প্রভুকে যে দণ্ড দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের পরে নীলাচল-গমনের পথে শ্রীনিত্যানন্দ তাহাও ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য মহাপ্রভু প্রথমে বাহিরে একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেও পরে শ্রীনিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন—"শ্রীজগন্নাথে গিয়া পুরুষোত্তম দর্শনের পর কয়েকমাস অবস্থান করিয়া শ্রীচক্রধরের পার্শ্বে আমি আমার দণ্ড ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়া ছিলাম। তুমি উন্মত্ত হইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ; আমি আর কি করিব?" একথা বলিয়া প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর স্বরে বলিলেন—"তুমি সর্ব্বদা আমার অভিপ্রেত কার্য্যই করিও।—মুরারিগুপ্তের কড়চা॥ ২।৫।১৯-২১॥" তিনি আর কখনও দণ্ড গ্রহণ করেন নাই।

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পোষাকটীও তিনি রাখিয়াছিলেন বোধ হয় আত্মগোপনের নিমিত্ত। তিনি আত্মগোপন-তৎপর ছিলেন। তাহার হেতুর কথা বলা হইতেছে।

গ। ভগবানের আত্মগোপন-তৎপরতা

শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত নারায়ণোপাসক পরমভাগবত শ্রীল যমুনাচার্যপাদ তাঁহার "শ্রীআলবন্দার-স্তোত্র"-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবম্। মায়াবলেন ভবতাপি নিগূহ্যমানং পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥ ১৬॥"

বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে। এই শ্লোকটীর তাৎপর্য হইতেছে এই:—

দেশ, কাল এবং পরিমাণ—এই তিন রকমের সীমা আছে। দেশের সীমা—যিনি কোনও স্থানবিশেষে মাত্র অবস্থান করেন, সেই স্থানের বাহিরে যাঁহার অস্তিত্ব থাকে না, তিনি সেই স্থানের বা দেশের সীমাতে আবদ্ধ। কালের সীমা—কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যাঁহার অস্তিত্ব, সেই সময়ের পূর্বে বা পরে যাঁহার অস্তিত্ব থাকে না, তিনি কালের সীমায় আবদ্ধ। আর পরিমাণের সীমা—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতাদিই হইতেছে পরিমাণ। যাঁহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতাদি আছে, তিনি পরিমাণের সীমায় আবদ্ধ।

ভগবান্ শ্রীনারায়ণ উল্লিখিত ত্রিবিধ সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন; অর্থাৎ দেশ, কাল ও পরিমাণের কোন সীমাই তাঁহার নাই। তিনি কোনও দেশে বা স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন, পরন্তু সর্বত্রই বিরাজিত। তিনি কালের সীমারও অতীত, অর্থাৎ তিনি ত্রিকালসত্য, সর্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বত্র বিরাজিত। তিনি পরিমাণের সীমারও অতীত; অর্থাৎ তাঁহার কোনও পরিমাণ নাই, তিনি অপরিমিত, অসীম, অপরিচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপক। তিনি "উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম।"

তিনি আবার "উল্লঙ্ঘিতসমাতিশায়িসম্ভাবনং।" তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" তাঁহার সমান কিছু থাকার সম্ভাবনাও নাই, অধিক থাকার সম্ভাবনাও নাই।

"পরিব্রঢ়িমস্বভাব"—প্রভুত্বাদিরূপ স্বভাব ও ধর্ম, মহিমা। ভগবান্ এবং তাঁহার স্বভাব বা মহিমা অভিন্ন বলিয়া তিনি যেমন উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম এবং সমানরহিত ও অধিকরহিত, তাঁহার স্বভাব বা মহিমাও তদ্রূপ।

তাৎপর্য হইতেছে এই যে, ভগবান্ যেমন সর্বব্যাপক, সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, তাঁহার স্বভাব বা মহিমাও সর্বব্যাপক, সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান।

কিন্তু ভগবান্ এবং তাঁহার মহিমা যদি এতাদৃশই হয়েন, তাহা হইলে যে কোনও স্থানেই এবং যে কোনও সময়েই সকলে কেন তাঁহার দর্শন পায় না? কেনই বা সকলে তাঁহার মহিমা অনুভব করে না?

এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—"মায়াবলেন ভবতাপি নিগূহ্যমানং।" ভগবান্ নিজেই তাঁহার মায়ার প্রভাবে নিজেকে এবং নিজের মহিমাকে গোপন করিয়া রাখেন। এজন্য সকলে তাঁহার দর্শন, বা তাঁহার মহিমার অনুভব পায় না।

এ-স্থলে "মায়া" হইতেছে "যোগমায়া", ভগবানের স্বপ্রকাশিকাশক্তি। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫॥—আমি যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকটে প্রকাশ পাই না। মোহাবৃত লোক অজ ও অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না।"

কিন্তু যোগমায়াপ্রভাবে ভগবান্ নিজেকে এবং নিজের মহিমাকে গোপন করিয়া রাখিলেও "পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ"—যাঁহারা ভগবদনন্যভাব, যাঁহাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তি একমাত্র ভগবানেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত অন্য কোনও বিষয়ের প্রতিই ক্ষণকালের জন্যও ধাবিত হয় না, সে-সমস্ত অনন্যভক্তিপরায়ণ মহাত্মাগণ অহর্নিশি তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, তাঁহার মহিমাও উপলব্ধি করিতে পারেন।

এই শ্লোকে শ্রীনারায়ণসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সকল ভগবৎ-স্বরূপসম্বন্ধেই তাহা প্রযোজ্য; কেননা, প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—সর্বব্যাপক, সর্বগ, অনন্ত, বিভু।

যাহা হউক, এই শ্লোকের মূল বক্তব্য বিষয় এইরূপ বলিয়া মনে হয়। যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই ভগবান্‌কে দেখিতে পায়েন। ভক্তিই দেখাইয়া থাকেন। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি॥ মাঠর-শ্রুতি॥" ভক্তিও চিচ্ছক্তির বৃত্তি, যোগমায়াও চিচ্ছক্তি। যোগমায়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদৃশ ভক্তদের নিকটে ভগবান্‌কে প্রকাশ করেন। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহাদের নিকটে যোগমায়া ভগবান্‌কে প্রকাশ করেন না। এই প্রকাশ না করাই হইতেছে গোপন করা। এইভাবে প্রকাশ-না-করারূপ যে গোপন, ইহা যোগমায়ারই কার্য; চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া ভগবানের শক্তি বলিয়া শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় এই গোপনকে ভগবৎকৃত বলা হইয়াছে—"মায়াবলেন ভবতাপি নিগূহ্যমানম্।" ইহাদ্বারা ভগবানের আত্ম-গোপন-তৎপরতা বুঝা যায় বলিয়া মনে হয় না।

যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, অপ্রকটকালেও তাঁহারা ভগবান্‌কে দেখিতে পায়েন, তাঁহার স্বরূপের ও মহিমার উপলব্ধিও তাঁহাদের হইয়া থাকে। শ্রীনারায়ণ তো কখনও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন না; তথাপি নারায়ণের উপাসকগণ ভক্তিপ্রভাবে যথাবস্থিত সাধক-দেহে এই ব্রহ্মাণ্ডেই তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন।

ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন সাধারণভাবে সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও তাঁহার স্বরূপাদির উপলব্ধি হয় কেবল ভক্তগণের, অপরের হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সকলেই তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্বরূপের অনুভব সকলের হয় নাই; কেহ কেহ তাঁহাকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন। এ-কথা শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্॥ গীতা॥ ৯।১১॥" এ-স্থলেও ভক্তির অভাবেই তাঁহার তত্ত্বের অনুভব হয় না, যোগমায়া তাঁহাকে প্রকাশ করেন না। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ॥ গীতা॥ ৭।২৫॥" এ-স্থলেও ভগবানের আত্মগোপন-তৎপরতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ভক্তের নিকটেও যদি ভগবান্ আত্মগোপনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার নিজের আত্মগোপন-তৎপরতা প্রকাশ পায়। কিন্তু শ্রীনারায়ণ, বা শ্রীকৃষ্ণাদির এতাদৃশী আত্মগোপন-তৎপরতা লক্ষিত হয় না; তাঁহারা ভক্তের নিকটে আত্ম-প্রকাশ করেন।

মহাপ্রভুর আত্মগোপন-তৎপরতা

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহার অন্যরূপ। ভক্তের নিকটেও তিনি আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন। তাহার হেতু আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ বলিয়া ভক্তভাবময়। অখণ্ড-ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুও অখণ্ড-ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারী, তাঁহাতে ভক্তভাব পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। ভক্ত কখনও ভক্ত বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না; "সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

পূর্বে বলা হইয়াছে, স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন নর-অভিমান-বিশিষ্ট; তিনি যে ভগবান্, এই জ্ঞান থাকে তাঁহাতে প্রচ্ছন্ন; তিনি নিজেকে নর বলিয়াই মনে করেন। মহাপ্রভুও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ; তাঁহারও স্বরূপতঃ নর-অভিমান। এই নর-অভিমান বশতঃই পূর্ণতম-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধাভক্তি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। নিজেকে সংসারী-জীব বলিয়াও মনে করিয়াছিলেন।—"শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥ * * ধনজন নাহি মাগোঁ—কবিতাসুন্দরী। শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥ অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্য ভক্তিদান। আপনাকে করে সংসার-জীব অভিমান॥ তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়ামুগ্ধ হঞা॥ কৃপা করি কর মোরে পদধূলি-সম। তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ চৈ. চ. ৩।২০।২২-২৭॥"

"প্রেমের স্বভাব এই—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সে-ই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম-গন্ধ॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৩॥" তাই অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন,—"দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপটপ্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণপায়॥ চৈ. চ. ২।২।৪০॥" এতাদৃশী শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত গৌরসুন্দরেরও তাদৃশ ভাব। এ-জন্যই তিনি ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ নিজেকে সংসারী জীব বলিয়াও মনে করিতেন।

প্রভুর কৃপায় কাশীবাসী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং তাঁহার উপলব্ধির কথা প্রভুর নিকটে প্রকাশ করিলেন, তখন—"প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্র জীব হীন। জীবে 'বিষ্ণু' মানি—অপরাধ চিহ্ন॥ চৈ. চ. ২।২৫।৬৬॥"

অন্যত্রও প্রভু এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

নীলাচলে বল্লভ-ভট্ট যখন প্রভুর স্বয়ংভগবত্তার কথা বলিয়াছিলেন, তখন "মহাপ্রভু কহে—শুন ভট্ট মহামতি। মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি বিষ্ণুভক্তি॥ চৈ. চ. ৩।৭।১৩॥"

পরমভাগবত রায় রামানন্দের নিকটেও প্রভু বলিয়াছিলেন, "—মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি॥ চৈ. চ. ২।৮।৯৬॥"

ভক্তের নিকটেও এইরূপ আত্মগোপন-তৎপরতা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই দৃষ্ট হয় না; কেননা, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রহাপ্রভুর ন্যায় ভক্তভাবময় নহেন। রাধাকৃষ্ণ-মলিত-স্বরূপ বলিয়া মহাপ্রভুই ভক্তভাবময় এবং ভক্তভাবময় বলিয়াই তিনি সর্বদা আত্মগোপন-তৎপর। প্রভুর এই আত্মগোপন-তৎপরতা হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত; কেননা, স্বরূপতঃই তিনি ভক্তভাবময়।

মহাপ্রভুর মায়াবাদীর পোষাক তাঁহার আত্মগোপন-চেষ্টার বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। ভক্তভাব-গোপনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। মায়াবাদীরা ভক্তি-বিরোধী; তাঁহাদের পোষাক হইতেছে ভক্তির বিরোধিতা-সূচক। এজন্য এই পোষাকেই আত্ম-গোপনের বিশেষ সুবিধা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) কপট সন্ন্যাসী

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস সাধক-লোকের সন্ন্যাস নহে বলিয়া, ইহা তাঁহার আত্মগোপন-চেষ্টার একটা কৌশল বলিয়া শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্"-গ্রন্থে মহাপ্রভুকে "কপট সন্ন্যাসী" বলিয়াও বন্দনা করিয়াছেন। "প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটী-প্রহসনম্। বসন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটীরিব তনুচ্ছটাভি স্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটম্ ॥ ১২॥—প্রেমাশ্রুপ্রবাহে যাঁহার নয়নদ্বয় কোটি নবজলধরের শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রেমসম্পত্তিদ্বারা যিনি কোটি কোটি বৈকুণ্ঠকেও উপহাসাস্পদ করিয়াছেন এবং স্বীয় অঙ্গকান্তি (দেহের লাবণ্য)-দ্বারা এবং স্বীয় মাধুর্যদ্বারা যিনি অমৃতের সমুদ্রসমূহকে উদ্গীরণ করিতেছেন, অহো! আমি সেই কপট-সন্ন্যাসী গৌরহরির বন্দনা করি॥" টীকায় শ্রীপাদ ঈশ্বরী "সন্ন্যাসকপটম্"-শব্দ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"সন্ন্যাসঃ কপটো ব্যাজো যস্য তং—সন্ন্যাস হইতেছে যাঁহার একটী ব্যাজ (ছল) মাত্র, তিনি সন্ন্যাসকপট ; তাঁহাকে বন্দনা করি।" শ্লোক-কথিত প্রবল-অশ্রুপ্রবাহাদিদ্বারাই সন্ন্যাসের কপটত্ব সূচিত হইতেছে ; মায়াবাদী সন্ন্যাসীর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকারাদি সম্ভব নহে।

কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের মুখে প্রভুর সন্ন্যাসকে "সর্ব্বমিদং প্রতারণমেব" বলাইয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে মহাপ্রভু যখন বলিলেন—"সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত ভজন হয় না বলিয়া আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, প্রবলতর মানসপশুকে দণ্ড করার জন্যই আমার এই দণ্ড", তখন অদ্বৈতাচার্য বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বমিদং প্রতারণমেব। কিন্তু 'সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ'-ইত্যাদি নাম্নাং নিরুক্ত্যর্থমেবৈতম্॥ চৈ. চ. না. ৫।২২॥ —প্রভু, তোমার এই সমস্তই প্রতারণামাত্র। কিন্তু তোমার এই সন্ন্যাস হইতেছে মহাভারতোক্ত সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত-ইত্যাদি নামসমূহের নিরুক্তিজাত অর্থমাত্র।"

শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের উক্তি হইতে বুঝা গেল, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস হইতেছে প্রভুর স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। এক্ষণে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ঘ। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লৌকিক সন্ন্যাস নহে। জগতিস্থ লোক মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্, মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, মায়াবন্ধনজনিত কোনও কষ্টও তাঁহার নাই ; তিনি অপহতপাপ্মা ; সুতরাং তাঁহার সাধন-ভজনের কোনও প্রয়োজন নাই, সাধন-ভজনার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণেরও কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে অবস্থান-কালে প্রভু নিজেই এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন॥ চৈ. চ. ২।১৫।৫২॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লৌকিক সন্ন্যাস নহে; ইহা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্বে ৯।১-অনুচ্ছেদে মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনা করা হইয়াছে এবং ৯।২-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাপ্রভুই মহাভারতোক্ত শ্লোকে কথিত নামসমূহের আস্পদ। এই শ্লোকে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি যে শ্রুতিকথিত "রুক্মবর্ণ পুরুষ", শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের উক্তির উল্লেখপূর্বক, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়্যছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ পুরুষ, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারত এই রুক্মবর্ণ পুরুষের একটী লক্ষণ বলিয়াছেন **সন্ন্যাসকৃৎ**,—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই "হেমাঙ্গ" বা "রুক্মবর্ণ পুরুষ", বা পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। সুতরাং সন্ন্যাস-গ্রহণ যে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেরই একটী বিশেষ লক্ষণ, তাহাই জানা গেল।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপপুরাণ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥" ইহা হইতেছে ব্যাসদেবের নিকটে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেনঃ—ব্রহ্মন্ (হে ব্যাসদেব)! অহমেব (আমিই—যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি, সেই আমিই, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন) ক্বচিৎ কলৌ (কোনও কোনও কলিতে, সকল কলিতে নহে। ইহাই "চিৎ"-প্রত্যয়ের তাৎপর্য। চিৎ-প্রত্যয় হয় অসাকল্যে। "চিচ্চনৌ অসাকল্যে") (ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া) সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ (সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকি এবং) পাপহতান্ নরান্ (পাপহত লোকদিগকেও, অর্থাৎ নির্বিচারে) হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি (হরিভক্তি বা প্রেমভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি, আমি প্রেমভক্তি দিয়া থাকি, তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে)।

এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতে জানা গেল—নির্বিচারে প্রেমভক্তি বিতরণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কোনও কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং অবতীর্ণ হইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণও করিয়া থাকেন।

স্বয়ংভগবান্ই যে একমাত্র প্রেমদাতা, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে [১।১৭-ক(২)অনু]; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপে, অর্থাৎ শ্যামকৃষ্ণরূপে, তিনি নির্বিচারে প্রেমদান করেন না; যাঁহার চিত্তে ভুক্তিবাসনা, বা মুক্তিবাসনা আছে, তাঁহাকে শ্যামকৃষ্ণ প্রেম দান করেন না। মুণ্ডকশ্রুতি হইতে জানা যায়, রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্, অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণরূপেই তিনি, নির্বিচারে প্রেমদান করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে উল্লিখিত উপপুরাণের প্রমাণ হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ যে কোনও কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়া নির্বিচারে প্রেমদান করিয়া থাকেন, তাহা করেন তিনি গৌরকৃষ্ণরূপে। এই গৌরকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও উপপুরাণের প্রমাণ হইতে জানা গেল। এই গৌরকৃষ্ণই যে শ্রীমন্মহাপ্রভু, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উপপুরাণে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতেও জানা যায়, মহাপ্রভু গৌরকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাস-গ্রহণ তাঁহার একটী বিশেষ লক্ষণ।

স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন পরম-স্বতন্ত্র তত্ত্ব, পরম ঈশ্বর, ইচ্ছাময়। যখন যে-কার্য করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি সেই কার্য করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। তাঁহার কার্যের উদ্দেশ্য তিনিই জানেন, তিনি না জানাইলে অপর কেহ তাহা জানিতে পারে না। ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে স্বয়ং ব্রহ্মাই একথা বলিয়া গিয়াছেন। "কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্। ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ভা. ১০।১৪।২১॥—(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে ভূমন্ (অপরিচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপক)! হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবন্! হে সর্বান্তর্যামিন্! হে যোগেশ্বর! কি আশ্চর্য! তুমি যখন তোমার স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতে থাক, তখন তোমার লীলা—কোথায়, কি প্রকারে, কত সংখ্যায় এবং কোন সময়ে যে সম্পাদিত হয়, তাহা ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ জনই বা জানিতে পারে? (অর্থাৎ কেহই জানিতে পারে না)।"

স্বয়ংভগবান্ গৌরকৃষ্ণ কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও কাহারও জানিবার উপায় নাই। তথাপি তাঁহার স্বরূপের কথা বিবেচনা করিলে সন্ন্যাস-গ্রহণ-বিষয়ে তাঁহার উদ্দেশ্যের একটু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

গৌরকৃষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেছেন স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া তিনি "রাধিকাস্বরূপ" হইয়াছেন, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইলেও তিনি নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করিতেন এবং শ্রীরাধা যেমন ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বীয় প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতেন, তিনিও ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতেন। "গোপীভাব যাতে প্রভু করিয়াছেন একান্ত। ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥ চৈ. চ. ১।১৪।২৭০॥"

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে শ্রীরাধা যেমন পরমানন্দ অনুভব করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধা যেমন অসহ্য দুঃখ অনুভব করিতেন, রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুরও তদ্রূপ অবস্থা হইত। "রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেইভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥ চৈ. চ. ১।৪।৯৩॥"

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার বিরহে শ্রীরাধা দিব্যোন্মাদগ্রস্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য তীব্র উৎকণ্ঠাবশতঃ এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমি যোগিনী হইয়া বাহির হইব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বত্র আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইব।” “যোগিনী” হওয়া অর্থ—“সন্ন্যাসিনী” হওয়া। শ্রীরাধা দিব্যোন্মাদের আবেশে যে ভাবটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুতে তাহাই মূর্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসরূপ হইতেছে শ্রীরাধার সেই ভাবেরই মূর্তরূপ। এজন্য শ্রীপাদ কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-প্রার্থনা-কালেও প্রভু কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিয়াছেন; সন্ন্যাসের পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, “কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ”-এ সকল বাক্য সর্বদা আর্তি ও উৎকণ্ঠার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এ-সমস্ত হইতেই বুঝা যায়, “রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ” মহাপ্রভুর সন্ন্যাস হইতেছে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। এজন্যই মহাভারতাদি শাস্ত্র সন্ন্যাসকে তাঁহার একটী বিশেষ লক্ষণরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

সন্ন্যাস প্রভুর স্বরূপগত ভাব

সন্ন্যাস যে মহাপ্রভুর স্বরূপগত ভাব, তাহা তাঁহার কতকগুলি আচরণ হইতেও জানা যায়। স্বরূপগত ভাব কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না। সূর্যের কিরণ যেমন সর্বদাই সূর্যে অবস্থান করে, বিশেষ বিশেষ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে, সন্ন্যাসের ভাবও সর্বদাই প্রভুর মধ্যে বিরাজিত ছিল, বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে তাহা আত্মপ্রকট করিয়াছিল। সূর্যের কিরণ যেমন প্রথমে পূর্বগগনকে অরুণাভ করে, তাহার পরে জগতে ছড়াইয়া পড়ে এবং পৃথিবীর অন্ধকার অনেকটা দূর করে এবং সর্বশেষে সূর্যকে লোকনয়নের গোচরীভূত করে, প্রভুর সন্ন্যাসের ভাবও তদ্রূপ বিভিন্ন প্রসঙ্গে আত্মবিকাশ করিয়াছে, এমন কি অতি বাল্যকাল হইতেই। তাহা এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

সন্ন্যাসভাবের বিকাশভঙ্গী

(১) বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে

প্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে পিতামাতা—শচী-জগন্নাথ—অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। বালক নিমাই পিতামাতাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন—“ভাল হৈল—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥ আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন। শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন॥ চৈ. চ. ১।১৫।১২-১৩॥”

এই বিবরণ হইতে বুঝা যায়, বালক নিমাই বিশ্বরূপের অল্প বয়সের সন্ন্যাসের অনুমোদন করিয়াছেন, সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া বিশ্বরূপ যে অতি উত্তম কার্য করিয়াছেন, তাহাই তিনি বলিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, বাল্যকালেও নিমাই সন্ন্যাসকে হার্দ বলিয়া মনে করিতেন। ইহাদ্বারাও বুঝা যায়, সন্ন্যাস ছিল তাঁহার স্বরূপগত একটী ভাব; তাই বাল্যকালেও সন্ন্যাসকে তিনি হার্দ মনে করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) প্রসাদী তাম্বূল-ভোজন-প্রসঙ্গে

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কিছুকাল পরে,—"একদিন নৈবেদ্য-তাম্বূল খাইয়া। ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া॥ আস্তেব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিলা পানী। সুস্থ হৈয়া কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী॥—এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা। 'সন্ন্যাস করহ তুমি'—আমারে কহিলা॥ আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা। আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥ গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন। ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥ তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে। 'মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে॥' চৈ. চ. ১।১৫।১৪-১৯॥"

এই ঘটনাতেও বাল্যকালেই প্রভু ভঙ্গীতে তাঁহার সন্ন্যাসের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য গৃহস্থ হইয়া পিতামাতার সেবা করার কথা বলিয়া তাঁহার স্বরূপগত ভাবকে একটু প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

(৩) তপনমিশ্রের-প্রসঙ্গে

প্রভু তখন খ্যাতনামা অধ্যাপক, নিমাই-পণ্ডিত নামে বিখ্যাত। তিনি তখন একবার পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন এবং পদ্মাতীরে তপনমিশ্র-নামক এক পণ্ডিতকে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিয়া তপনমিশ্র নবদ্বীপ গিয়া প্রভুর সান্নিধ্যে অবস্থানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "মিশ্র! তুমি বারাণসীতে গিয়া থাক; সে-স্থানেই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হইবে।" মিশ্র প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছেন (৮।১৬-অনু দ্রষ্টব্য)।

তপনমিশ্রের সহিত বারাণসীতে প্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাসের পরে। প্রভু যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন যাওয়ার ও আসার পথে তিনি তপনমিশ্রের ঘরেই ভিক্ষা করিতেন।

এ-স্থলেও প্রভু অতি প্রচ্ছন্নভাবে জানাইলেন, তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন। তপনমিশ্র তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ইহা হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত ভাবের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ, মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য-কিরণের প্রকাশের ন্যায়।

(৪) ব্রাহ্মণ-শাপ-প্রসঙ্গে

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহিত প্রতি রাত্রিতে শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে কীর্তন করিতেন। বাহিরের কোনও লোককে কীর্তন-স্থলে প্রবেশ করিতে দিতেন না। প্রভুর অভিপ্রায় জানিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতও তাঁহার সদরদ্বারে অর্গল দিয়া রাখিতেন; কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না।

একদিন এক ব্রাহ্মণ কীর্তন-দর্শনের অভিপ্রায়ে শ্রীবাসের গৃহে যাইয়া দেখেন দ্বারবন্ধ। প্রবেশ করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল; দ্বারবন্ধ করিয়া কীর্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন বলিয়া প্রভুর প্রতিও তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তাঁহার দুঃখ এবং ক্রোধ দূর হইল না; তুষের-আগুনের ন্যায় ধিকি-ধিকি জ্বলিতে লাগিল।

ইহার পরে এক দিন সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। প্রভুও তখন গঙ্গার ঘাটে উপনীত হইয়াছেন। প্রভুকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণের রোষানল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি রুষ্ট হইয়া নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া প্রভুকে অভিশাপ দিলেন—"তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক।" —"আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে। দ্বারে কবাট, না পাইল ভিতরে যাইতে॥ ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা। আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা॥ 'শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ।' পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ—॥ 'সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।' শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস॥ চৈ. চ. ১।১৭।৫৬-৫৯॥"

সাংঘাতিক অভিশাপ; সংসারী লোকের ইহাতে অত্যন্ত দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রাহ্মণের শাপ শুনিয়া প্রভু দুঃখিত হয়েন নাই, বরং অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছেন। কেননা, এই অভিসম্পাত প্রভুর স্বরূপগত ভাব সন্ন্যাসের অনুকূল। এ-স্থলেও প্রভুর স্বরূপগত সন্ন্যাস-ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(৫) শ্রীবাসপুত্রের দেহত্যাগ-প্রসঙ্গে

শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য, ২৫অঃ ॥ ৩৪৭—৪৯ পৃঃ॥) হইতে জানা যায়, একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে কীর্ত্তন হইতেছে, শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রেমাবেশে প্রভু সে-স্থানে নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর বাহ্যস্মৃতি নাই। এমন সময়ে অন্তঃপুরে শ্রীবাসপুত্রের পরলোকগমন হইল; নারীগণ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস তাহা শুনিয়াছেন, বাহ্যজ্ঞান নাই বলিয়া প্রভু শুনেন নাই। গৃহমধ্যে ক্রন্দন শুনিয়া, শ্রীবাসপণ্ডিত তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে যাইয়া দেখেন, তাঁহার পুত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মহাগম্ভীর শ্রীবাসপণ্ডিত রমণীগণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন—কেহ কাঁদিও না, ক্রন্দনের হেতুই বা কি থাকিতে পারে?—"অন্তকালে সকৃত শুনিলে যার নাম। অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম॥ হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য। গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মা-আদি ভৃত্য॥ এ-সময়ে যাঁহার হইল পরলোক। ইহাতে কি যুয়ায়, করিতে আর শোক॥ কোনকালে এ-শিশুর ভাগ্য পাই যবে। 'কৃতার্থ' করিয়া আপনাকে মানি তবে॥"

পণ্ডিত নারীগণকে আরও বলিলেন—"যদি বা সংসার-ধর্ম্মে নার' সম্বরিতে। বিলম্বে কান্দিহ যার যেন লয় চিত্তে॥ অন্য যেন কেহ এই আখ্যান না শুনয়ে। পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখ-ভঙ্গ হয়ে॥ কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়। তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥"

কি অদ্ভুত শ্রীবাসের গৌর-প্রীতি! আর কি অদ্ভুত তাঁহার সংকীর্তন-মহিমায় বিশ্বাস!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবাসের কথায় নারীগণ ক্রন্দন বন্ধ করিয়া স্থির হইলেন। তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া "চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥ পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস। পুনঃ পুন বাঢ়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥" স্বানুভবানন্দে কতক্ষণ নৃত্য করিয়া ভক্তবৃন্দকে লইয়া প্রভু বসিলেন। তখন "পরম্পরা শুনিলেন সর্ব্বভক্তগণ। পণ্ডিতের পুত্র হৈলা বৈকুণ্ঠ-গমন॥ তথাপিহ কেহো কিছু ব্যক্ত নাহি করে। দুঃখ বড় পাইলেন সভেই অন্তরে॥"

সর্বজ্ঞ-চূড়ামণি প্রভু ভক্তদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ আমার চিত্ত যেন কেমন কেমন করিতেছে। শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে কি কোনও দুঃখের কারণ হইয়াছে?" শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন—"প্রভু! মোর কোন্ দুঃখ। যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥"

ভক্তগণ প্রভুকে সমস্ত জানাইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতক্ষণ হইল—শ্রীবাসের পুত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে?" ভক্তগণ বলিলেন—"—চারিদণ্ড রজনী যখন॥ তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস। কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥ পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর। এবে আজ্ঞা দেহ কার্য্য করিতে সত্বর॥"

শ্রীবাসের এই অদ্ভুত আচরণের কথা শুনিয়া প্রভু "গোবিন্দ গোবিন্দ" স্মরণ করিলেন, পরে বলিলেন, "——'হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।' এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে॥ 'পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে। হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িমু কেমনে॥' এতবলি মহাপ্রভু কান্দয়ে নির্ভর।"

এতাদৃশ প্রীতিমান্ ভক্তদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া মহাদুঃখে প্রভু অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। এ-স্থলে প্রভু তাঁহার ভাবী সন্ন্যাসেরই ইঙ্গিত দিলেন; সন্ন্যাসের জন্য এ-সকল ভক্তকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এ-স্থলেও প্রভুর স্বরূপগত সন্ন্যাসের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে—অবশ্য সুস্পষ্টভাবে নহে।

আনুষঙ্গিকভাবে এ-স্থলে এই প্রসঙ্গের অবশিষ্ট কথাগুলির উল্লেখ করা হইতেছে। "সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে"—প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তগণও চিন্তিত হইলেন। "না জানি কি পরমাদ পড়য়ে কখন। অন্যোহন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ॥ গারস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিব সন্ন্যাস। তার-ধ্বনি করি কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস॥"

যাহা হউক, প্রভু কেবলই কাঁদিতেছেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ স্থির হইলেন এবং সৎকারের জন্য শিশুকে লইয়া চলিলেন।

তখন মৃতশিশুকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাহ কি কারণে?"

লৌকিকী দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব, ইচ্ছাময় ভগবানের ইচ্ছার অচিন্ত্য প্রভাবে, তাহাও সম্ভব হইতে পারে। যে আত্মা শ্রীবাসপুত্রের দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই আত্মাই প্রভুর ইচ্ছায় আবার দেহে প্রবেশ করিয়া প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। মৃত শিশু বলিলেন—"যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বন্ধ তোমার। অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥ এ-দেহেতে যতেক দিবস। নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই রস॥ নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি। এবে চলিলাঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরী॥ কে বা কার বাপ প্রভু! কে কার নন্দন। সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥ যতদিন ভাগ্য ছিল পণ্ডিতের ঘরে। আছিলাঙ, এবে চলিলাঙ অন্য পুরে॥ সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার। অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার॥" এ-সকল কথা বলিয়া শিশু-দেহ নীরব হইল। আত্মা পুনরায় দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

প্রারব্ধ কর্মফল ভোগের অনুকূল দেহ ধারণ করিয়া জীব কর্মফল ভোগের অনুকূল পিতামাতার গৃহে, অনুকূল পরিবেশে, জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই দেহ ত্যাগ করিয়া, তখন আবার যে কর্মফল উদ্বুদ্ধ হয়, সেই কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহে প্রবেশ করার জন্য, চলিয়া যাইতে হয়; ইহার অন্যথা হওয়ার উপায় নাই। জগতের জীবের অবগতির জন্য শ্রীবাস-পুত্রের মুখে মহাপ্রভু এই তথ্যই প্রকাশ করাইলেন।

"মৃতপুত্র-মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন। আনন্দ-সাগরে ভাসে সর্ব্বভক্তগণ॥ পুত্র-শোক দূরে গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সভে হইলা অস্থির॥ কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে। প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে॥" কাঁদিতে কাদিতে শ্রীবাস বলিলেন—"জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু। তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু॥ যেখানে সেখানে প্রভু! কেনে জন্ম নহে। তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে॥"

যেমন ভক্ত, তেমনই প্রভু। শ্রীবাসের উক্তি শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত। তুমিত সকল জান সংসার-চরিত॥ এ-সব সংসার-দুঃখ তোমার কি দায়। যে তোমারে দেখে, সেহো কভু নাহি পায়॥ আমি নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার। চিত্তে কিছু তুমি ব্যথা না ভাবিহ আর॥" তখন "শ্রীমুখের পরম কারুণ্য বাক্য শুনি। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে জয়ধ্বনি॥ সর্ব্বগণ সহ প্রভু বালক লইয়া। চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিয়া॥ যথোচিত ক্রিয়া করি, করি গঙ্গাস্নান। 'কৃষ্ণ' বলি সভে গৃহে করিলা পয়ান॥ প্রভু ভক্তগণে সভে গেলা নিজঘর। শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল॥" চৈ. ভা. মধ্য ২৫শ॥ ৩৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা॥

প্রভুর এই লীলাতে শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রসঙ্গে জগতের জীব জানিতে পারিল—শ্রীশ্রীগৌরের চরণে, ভগবচ্চরণে, যাঁহাদের আত্যন্তিকী প্রীতি, সেই প্রীতিতেই তাঁহাদের হৃদয় ভরপূর হইয়া থাকে, সেই হৃদয়ে পুত্র-শোকাদির ছায়াও প্রবেশ করিতে পারে না; তাঁহাদের কৃপা যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহাদিগকেও পুত্র-শোকাদি সংসার-দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। সংসারী লোকের পিতা, মাতা, পুত্র, পতি, পত্নী প্রভৃতিতে যে রকম আসক্তি, গৌর-চরণ-সর্বস্ব ভক্তগণের গৌরের প্রতিই তদ্রূপ আসক্তি থাকে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তি থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। সংসারী লোক আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে-আনন্দ লাভ করেন, তাদৃশ ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌর হইতে তাদৃশ এবং তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দ লাভ করেন, ভক্তবৎসল এবং ভক্তসর্বস্ব গৌর নিজেই তাঁহাদিগকে এই আনন্দ দান করিয়া নিজে আনন্দ অনুভব করেন।

(৬) স্বপ্নে প্রভুর সন্ন্যাস-মন্ত্র-প্রাপ্তি-প্রসঙ্গে

পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু একদিন ভক্তবৃন্দের নিকটে জানাইয়াছিলেন যে, স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এ-স্থলে প্রভুর সন্ন্যাসের স্বরূপগত ভাব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।

পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির উদ্ধারের সঙ্কল্পে প্রভুর স্বরূপগত সন্ন্যাস-সঙ্কল্প স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে এবং সন্ন্যাস-গ্রহণে তাহা মূর্তরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—প্রভুর সন্ন্যাস হইতেছে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী একটী লীলা।

পূর্বে গ-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, প্রভু স্বরূপতঃ ভক্তভাবময় বলিয়া তাঁহার আত্মগোপন-তৎপরতা। এই আত্মগোপন-তৎপরতাও তাঁহার একটী স্বরূপানুবন্ধী ব্যাপার। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পোষাক ধারণ করিয়াছেন; তাহাতে তাঁহার আত্মগোপনের বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছে। এই আত্মগোপন-তৎপরতার দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেও বুঝা যায়, সন্ন্যাস হইতেছে প্রভুর একটী স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। তাঁহার সন্ন্যাস লৌকিক সন্ন্যাস নহে; সুতরাং লৌকিক সন্ন্যাসের দৃষ্টিতে তাঁহার সন্ন্যাসের রহস্য বুঝা যাইবে না।

নবম অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ১৩. ৬. ১৯৬১ শেষ ২৪. ৬, ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাব ও গোপীভাব

১। সূচনা

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ। তিনি যে তাঁহার রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্বে (৬।৬-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, তাহাও পূর্বে (১।২১, ৪।৭ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরাধার ভাব যে তাঁহাতে বিদ্যমান, রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপের প্রকটনে তাহা বিশেষরূপে জানা যায় না। লীলাতে তাঁহার মধ্যে যে শ্রীরাধার ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইতে পারিলেই তাঁহাতে রাধাভাবের অস্তিত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

ভাব-শব্দে সাধারণ ভাবে প্রেম—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম—বুঝায়; যেমন, দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব, কান্তাভাব। শ্রীরাধার ভাব হইতেছে শ্রীরাধার কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেম; ইহার পারিভাষিক নাম হইতেছে মাদন। এই মাদনের মধ্যে প্রেমের সর্ববিধ বৈচিত্র্য—অন্যগোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও—বিরাজিত। গোপীভাবও রাধাভাবের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবেও আবিষ্ট হইতেন, অন্য গোপীদের ভাবেও আবিষ্ট হইতেন।

প্রেম বা ভাব হইতেছে হৃদয়ের বস্তু; তাহা দেখিবার জিনিস নহে; তবে প্রেম যখন হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন বাহিরে তাহার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ-সমস্ত লক্ষণের দ্বারাই চিত্তে ভাবের বা প্রেমের অস্তিত্ব জানা যায়; যেমন, শরীরের উত্তাপাদিদ্বারা অদৃশ্য জ্বরের অস্তিত্বাদি জানা যায়, তদ্রূপ। চিত্তস্থ ভাবের বা প্রেমের অববোধক এই বহির্লক্ষণগুলিকে অনুভাব বলে। "অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ॥ ভ. র. সি.॥ ২।২।১॥"

গোপীভাবের বা রাধাভাবের পরিচায়ক বহির্লক্ষণরূপ অনুভাবগুলি যদি শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, তাঁহাতে গোপীভাব বা রাধাভাব বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু মহাপ্রভুতে যে এই লক্ষণগুলি বিদ্যমান ছিল, তাহা দেখাইতে হইলে এই লক্ষণগুলির পরিচয়ও জানা দরকার। এজন্য, প্রভুতে এই লক্ষণগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে এই অধ্যায়ে এই লক্ষণগুলির পরিচয় অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। মহাভাব যে-সমস্ত প্রেমস্তরের চরমা পরিণতি, সে-সমস্ত প্রেমস্তরের কথাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইবে। যাঁহারা এ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মূলগ্রন্থ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"উজ্জ্বলনীলমণি", অথবা লেখকের "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন"-গ্রন্থের চতুর্থ (প্রেমতত্ত্ব) এবং পঞ্চম (রসতত্ত্ব) খণ্ড দেখিতে পারেন।

২। চিত্তস্থিত কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম চিত্তে আবির্ভূত হইলে বাহিরে যে-লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইগুলি হইতেছে এই ঃ—নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, ক্রন্দন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, গাত্রমোটন, লালাস্রাব, অট্টহাস্য—ইত্যাদি এবং অশ্রু, কম্প, পুলকাদি।

কিন্তু চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাবব্যতীতও কোনও কোনও সময়ে কাহারও কাহারও মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণের অনেকগুলি দৃষ্ট হয়। ব্যবহারিক কোনও সুখের উচ্ছ্বাসেও লোক নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে, শোক-দুঃখেও ক্রন্দন করে, চীৎকার করে, ভূমিতে গড়াগড়ি দেয়। ভয়বশতঃও লোকের কম্পাদি প্রকাশ পায়; ইত্যাদি। এ-সমস্ত কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ নহে।

চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিত্তের একটা সম্বন্ধ জন্মিবে। কৃষ্ণের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট চিত্ত হইতে যদি নৃত্য-গীত-রোদনাদি, বা অশ্রুকম্পাদির উদয় হয়, তাহা হইলেই সেগুলিকে প্রেমের বহির্লক্ষণ বলা যাইবে। কৃষ্ণের সহিত এতাদৃশ সম্বন্ধবিশিষ্ট চিত্তকে পারিভাষিক ভাবে **সত্ত্ব** বলা হয়।

৩। সত্ত্ব

সত্ত্বের লক্ষণ কি, তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। "কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্ বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৩।১ ॥—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাব-সমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ সত্ত্ব বলেন। কৃষ্ণের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ সাক্ষাদ্‌ভাবেও হইতে পারে, কিঞ্চিৎ ব্যবধান বশতঃও হইতে পারে।"

এইরূপে দেখা গেল, সত্ত্ব-শব্দে একটা বিশেষ অবস্থাপন্ন চিত্তকেই বুঝায়। ইহা প্রাকৃত সত্ত্ব-গুণ নহে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্বোক্তরূপ সম্বন্ধবশতঃ ভক্তের চিত্তে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়, সেই সমস্ত ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলেই চিত্তের ঐরূপ বিশেষ অবস্থা জন্মে এবং এইরূপ বিশেষ অবস্থাবিশিষ্ট চিত্তকেই বলে সত্ত্ব। এই সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত যে-সমস্ত বহির্লক্ষণ, সেগুলিকেই কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ বলা হয়।

৪। কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ দ্বিবিধ—উদ্ভাস্বর অনুভাব এবং সাত্ত্বিক অনুভাব

কৃষ্ণপ্রেমের এই সমস্ত বহির্লক্ষণ আবার দুই জাতীয়। কতকগুলি লক্ষণ আছে, ভক্ত ইচ্ছা করিলে যেগুলিকে বাহিরে প্রকাশ না করিতেও পারেন; যেমন—নৃত্য, গীত, ভূমিতে বিলুণ্ঠন, উচ্চরব, হুঙ্কারাদি। নৃত্যগীতাদির ইচ্ছা ভিতরে জাগিতে পারে; কিন্তু ভক্ত ইচ্ছা করিলে নৃত্যগীতাদি না করিতেও পারেন। এজন্য এইগুলিকে বুদ্ধিমূলক অনুভাব বলে। আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহারা স্বতঃস্ফূর্ত; এইগুলির বিকাশ ভক্তের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; ইহারা আপনা-আপনিই বিকশিত হয়; ইহাদের বিকাশ হইতেছে স্বাভাবিক। যেমন, অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি। স্বাভাবিক বলিয়া ভক্ত ইচ্ছা করিলেও এইগুলিকে সহজে দমন করিতে পারেন না; লুকাইবার চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাদের প্রভাব অনেকটা থাকিয়া যায়। পরবর্তী ১০১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল—সমস্ত বাহ্যবিকারই একই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাদের কতকগুলি হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি হইতে জাত, আর কতকগুলি স্বাভাবিক। "নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, স্তম্ভাদীনাং তু স্বত এব প্রবৃত্তিরিত্যস্য নৃত্যাদিষু ন ব্যাপ্তিঃ॥—ইতি ভ. র. সি. ২।৩।২-শ্লোকটীকায় শ্রীজীব।"

এইরূপে দেখা গেল, বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি হইতে জাত বাহ্যবিকার এবং স্বাভাবিক বাহ্যবিকার—এই উভয়ই চিত্তস্থিত ভাবের পরিচায়ক বলিয়া উভয়েরই অনুভাবত্ব আছে। তথাপি দুই শ্রেণীর পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি হইতে জাত নৃত্য-গীত-বিলুণ্ঠনাদিকে বলা হয় উদ্‌ভাস্বর অনুভাব, কখনও কখনও বা **কেবল অনুভাব**। আর, অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি স্বাভাবিক বাহ্যবিকার-সমূহকে বলা হয় **সাত্ত্বিক ভাব**।

৫। সাত্ত্বিকভাব-সমূহের উদ্ভবের হেতু

সাত্ত্বিক ভাবসমূহের উদ্ভব-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"চিত্তং সত্ত্বীভবৎপ্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্। তদা স্তম্ভাদয়োভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী। তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ। চত্বারি ক্ষ্মাদিভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে। কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্ব্বতঃ॥ স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুজলাশ্রয়ঃ। তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ। স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দমধ্যতীব্রত্বভেদভাক্। রোমাঞ্চকম্পবৈস্বর্য্যাণ্যত্র ত্রীণি তনোত্যসৌ॥ ভ. র. সি. ২।৩।৭-৮॥"—চিত্ত যখন সত্ত্বত্ব-(কৃষ্ণসম্বন্ধিভাবসমূহদ্বারা আক্রান্তত্ব) প্রাপ্ত হইয়া চঞ্চল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে এবং প্রাণ বিকারাপন্ন হইয়া দেহকে অত্যধিকরূপে ক্ষুভিত করে, তখনই ভক্তদেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের উদয় হয়।

সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

কখনও কখনও প্রাণ—ক্ষিতি (পৃথিবী বা ভূমি), জল, তেজঃ এবং মরুৎ (আকাশ)—দেহস্থিত এই চারিটী মহাভূতকে অবলম্বন করে, আবার কখনও স্বপ্রধান হইয়া (অর্থাৎ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া) সর্বতোভাবে দেহে বিচরণ করে।

প্রাণ যখন ক্ষিতিস্থিত হয়, তখন স্তম্ভ, যখন জলস্থিত হয়, তখন অশ্রু, যখন তেজঃস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তখন স্বেদ (ঘর্ম) এবং বৈবর্ণ্য, যখন মরুৎ (আকাশ)-স্থিত হয়, তখন প্রলয় (মূর্ছা) বিস্তার করে ; আর, প্রাণ যখন বায়ুতেই স্থিত হয়, তখন যথাক্রমে মন্দ, মধ্য এবং তীব্রত্বাদি ভেদ প্রাপ্ত হইয়া রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ—এই তিনটীকে প্রকাশ করে।”

এই সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব স্পষ্টরূপেই বাহ্যদেহের এবং অন্তরের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ অন্তরের ক্ষোভের বহির্বিকাশই হইল বাহ্যিক দেহের ক্ষোভ। অন্তরকে বিশেষরূপে বিক্ষুব্ধ করে বলিয়াই সাত্ত্বিক ভাব সাধারণতঃ অসম্বরণীয় হয়।

বলা বাহুল্য, অন্যান্য কারণেও লোকের মধ্যে অশ্রু-কম্পাদি দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ বা অভ্যাসের দ্বারাও অশ্রু-কম্পাদি প্রকাশ করাইয়া থাকে—যেমন অভিনেতারা। কিন্তু কেবল কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের প্রভাবে উদ্ভূত অশ্রু-কম্পাদিই সাত্ত্বিক ভাব, অন্যগুলি নহে।

৬। সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার

উল্লিখিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-প্রমাণ হইতে জানা গেল, সাত্ত্বিক ভাব হইতেছে আট প্রকার —স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য অশ্রু ও প্রলয়।

স্তম্ভ—জাড্য (জড়তা, হস্ত-পদাদি-চালনে অসামর্থ্য)। স্তম্ভে চক্ষুর পলকাদিও থাকে না ; কিন্তু মনের ব্যাপার থাকে। **স্বেদ**—ঘর্ম। **রোমাঞ্চ**—পুলক, গাত্র-রোমসমূহের উদ্গম। **স্বরভেদ**—কণ্ঠের স্বরভঙ্গ। স্বরভেদে স্পষ্ট ভাবে কোনও কথা বলিতে পারা যায় না। কোনও শব্দের আংশিক উচ্চারণমাত্র হইয়া থাকে। **কম্প**—কাঁপা। গাত্রের চাঞ্চল্য। **বৈবর্ণ্য**—দেহের স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্তে অন্য বর্ণ ধারণ করা। **অশ্রু**—চক্ষুঃ হইতে জল ঝরা। **প্রলয়**—মূর্ছা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির চেষ্টা-শূন্যতা এবং মনের জ্ঞানশূন্যতা। লক্ষণ—ভূমিতে নিপাতনাদি। প্রলয়ে ভক্তের মন শ্রীকৃষ্ণে সম্যক্ রূপে লীন হইয়া যায়, সুতরাং সমস্ত মনোবৃত্তিও ক্রিয়াহীনা হইয়া পড়ে ; এজন্য কোনওরূপ জ্ঞান থাকে না। চেষ্টাহীনতাও ইহারই ফল। স্তম্ভে মনের ব্যাপার থাকে ; কিন্তু প্রলয়ে তাহা থাকে না।

৭। সাত্ত্বিকভাব-সমূহের বিকাশ-বৈচিত্রী

চিত্তস্থিত প্রেমের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে চিত্তের উপরে কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহের প্রভাবের তারতম্য হইয়া থাকে। তাহারই ফলে সাত্ত্বিক ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত এবং সুদ্দীপ্ত—এই পাঁচটী বৈচিত্রী ধারণ করে।

ক। **ধূমায়িত সাত্ত্বিক**। যে সাত্ত্বিক স্বয়ং বা অপর কোনও সাত্ত্বিক ভাবের সহিত মিলিত হইয়া অল্পমাত্র অভিব্যক্ত হয় এবং যাহার বিকাশ গোপন করিতে পারা যায়, তাহার নাম ধূমায়িত।

খ। **জ্বলিত সাত্ত্বিক**। দুইটী বা তিনটী সাত্ত্বিক ভাব যদি একই সময়ে উদিত হয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদিগকে গোপন করিতে হইলে যদি অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে জ্বলিত সাত্ত্বিক।

গ। **দীপ্ত সাত্ত্বিক**। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিনটী, চারিটী বা পাঁচটী সাত্ত্বিক ভাব যদি একই সময়ে উদিত হয় এবং তাহাদিগকে যদি কিছুতেই সম্বরণ করা না যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে দীপ্ত সাত্ত্বিক।

ঘ। **উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক**। একই সময়ে যদি পাঁচটী, বা ছয়টী, বা সমুদয় সাত্ত্বিক ভাব উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলা হয়।

ঙ। **সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক**। সু+উদ্দীপ্ত=সূদ্দীপ্ত। সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত। মহাভাবে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ততার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে তাহাদিগকে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলে। "উদ্দীপ্তা এব সূদীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী। সর্ব্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥ ভ. র. সি. ২।৩।৪৭॥" শ্লোকস্থ "মহাভাবে"-শব্দ হইতে জানা যাইতেছে, একমাত্র মহাভাবেই (মহাভাবের অন্তর্গত "মোদনের" "মোহন"-অবস্থাতেই) সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে (পরবর্তী ১০।১৪-অনু দ্রষ্টব্য)।

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের প্রকার

সাত্ত্বিকভাবসমূহের সূদ্দীপ্ততা এইরূপ :—**স্তম্ভে** দেহ কাষ্ঠ-পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়া যায়। **স্বেদে** এত প্রচুর ভাবে এবং এত তীব্র বেগে ঘর্ম নির্গত হয় যে, ঘর্মের সঙ্গে রক্ত পর্যন্ত বাহির হইয়া আসে। **রোমাঞ্চে** রোমমূলস্থিত মাংস ব্রণের ন্যায়, বা শিমুল-কাঁটার মূলদেশের ন্যায় হইয়া যায়। **স্বরভেদে** কোনও শব্দই উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, কেবল গোঁ-গোঁ শব্দমাত্র উচ্চারিত হয়। **কম্পে** প্রত্যেকটি দাঁত যেন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নড়িতে থাকে, যেন পড়িয়া যাইবে—এইরূপ মনে হয়। **বৈবর্ণ্যে** গাত্রবর্ণ সম্যক্‌রূপে পরিবর্তিত হয়, গৌরবর্ণ দেহ কখনও বা মল্লিকাফুলের মতন সাদা হইয়া যায়, কখনও বা রক্তবর্ণ হইয়া যায়। **অশ্রুতে,** ফোঁটা-ফোঁটায় জল পড়ে না, পিচকারী-ধারার ন্যায় নয়ন হইতে জল বহির্গত হয়; সেই জল কাহারও গায়ে পড়িলে তাহাকে একেবারে স্নান করাইয়া দেয়। **প্রলয়ে** শ্বাস-প্রশ্বাস এত ক্ষীণ হইয়া যায় যে, শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, উদর-স্পন্দন পর্যন্ত থাকে না।

৮। **ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব**

যাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণরতি (কৃষ্ণপ্রেম) বিরাজিত, অবস্থাবিশেষে তাঁহাদের মধ্যে অন্য কতকগুলি ভাবের উদয় হইয়া থাকে,—ভক্তের বাক্যভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব বুঝা যায়। এই ভাবগুলিকে ব্যভিচারী ভাব, বা সঞ্চারী ভাব বলা হয়। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,—"অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি॥ বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। সঞ্চারয়ন্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥ উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ॥ উর্ম্মিবদ্ বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে॥ ২।৪।১-৩॥—অতঃপর ব্যভিচারী ভাবের কথা বলা হইতেছে। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। বিশেষ আভিমুখ্যের সহিত স্থায়ী ভাবের (কৃষ্ণরতির) প্রতি বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। বাক্য, ভ্রূ-নেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বের (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাবের) দ্বারা ইহারা সূচিত হয় (ইহাদের অস্তিত্ব বা আবির্ভাব জানা যায়)। এই সকল ব্যভিচারী ভাব ভাবের (কৃষ্ণরতির) গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়। স্থায়িভাবরূপ (কৃষ্ণরতিরূপ) অমৃতসমুদ্রে ইহারা উন্মজ্জিত ও নিমর্জ্জিত হয়—ইহারা তরঙ্গের ন্যায় স্থায়ী ভাবকে বর্ধিত করে এবং স্থায়িভাবরূপতাও প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রকেই বর্ধিত করে, তদ্রূপ ব্যভিচারী ভাবসকলও স্থায়ী ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়ী ভাবকে বর্ধিত করে (ইহাই শ্লোকস্থ "উন্মজ্জন্তি"-শব্দের তাৎপর্য)। আবার সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গ যেমন পরে সমুদ্রেই লীন হয়—সমুদ্ররূপতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্থায়ী ভাব হইতে উত্থিত ব্যভিচারী ভাবও পরে স্থায়ী ভাবেই লীন হইয়া যায়—স্থায়িভাবরূপতা প্রাপ্ত হয় (ইহাই শ্লোকস্থ "নিমজ্জন্তি"-শব্দের তাৎপর্য্য)।"

ব্যভিচার-শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হইতেছে—কদাচার, ভ্রষ্টাচার। তদনুসারে কদাচার-পরায়ণ বা ভ্রষ্টাচারী লোককেই সাধারণতঃ ব্যভিচারী বলা হয়। কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে যে "ব্যভিচারী ভাব" কথিত হইয়াছে, তাহাতে "ব্যভিচারী"-শব্দটী সাধারণ আভিধানিক অর্থে (অর্থাৎ ভ্রষ্টাচারী—এই অর্থে) ব্যবহৃত হয় নাই। এ-স্থলে "ব্যভিচারী"-শব্দের একটী বিশেষ বা পারিভাষিক অর্থ আছে; উল্লিখিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর শ্লোকে এই পারিভাষিক অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে—"বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।—বিশেষ আভিমুখ্যের সহিত স্থায়িভাবের (কৃষ্ণরতির) প্রতি চরণ বা বিচরণ করে—গমন করে (বলিয়া এই ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়)।" বি (বিশেষরূপে) + অভি (অভিমুখে, স্থায়িভাবের অভিমুখে) + চারী (চরণকারী,—গমনকারী) = ব্যভিচারী। স্থায়িভাব হইতে ইহার উদ্ভব, ইহা বর্ধিত করে স্থায়ী ভাবকে (উন্মজ্জন্তি) এবং শেষকালে লীনও হয় স্থায়ী ভাবে (নিমজ্জন্তি)। স্থায়ী ভাবব্যতীত অন্য কিছুর সহিতই ইহার সম্বন্ধ নাই। উচ্ছ্বসিত অবস্থায়ও ইহার গতি স্থায়ী ভাবের (স্থায়ী ভাবের বৃদ্ধির বা পুষ্টির) দিকে; আবার যখন লয় প্রাপ্ত হয়, তখনও ইহার গতি স্থায়ী ভাবের দিকে, স্থায়ী ভাবেই ইহা লীন হয়।

এই ব্যভিচারী ভাবের অপর একটী নাম হইতেছে **সঞ্চারী ভাব**। "সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে।—ব্যভিচারী ভাব আবার ভাবের (স্থায়ী ভাবের বা কৃষ্ণরতির) গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ইহাকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়।" এ-স্থলেও দেখা যায়—সঞ্চারণ-ব্যাপারেও ব্যভিচারী ভাবের গতি স্থায়ী ভাবের প্রতিই, ইহা স্থায়ী ভাবকেই সঞ্চারিত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। **তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের নাম ও লক্ষণ**

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—ব্যভিচারী ভাব হইতেছে তেত্রিশটী। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে তাহাদের নাম এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

(১) নির্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মৃতি, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃতি (মৃত্যু), (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) উৎসুকতা, (২৭) উগ্রতা, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চপলতা, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি, ও (৩৩) বোধ। (ভ. র. সি. ২।৪।৩)। বলাবাহুল্য, কৃষ্ণসম্বন্ধী ব্যাপার হইতে উদ্ভূত হইলেই এ-সমস্তকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়।

এক্ষণে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত ব্যভিচারী ভাবসমূহের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

(১) **নির্বেদ**। মহাদুঃখ, বিপ্রয়োগ (বিচ্ছেদ), ঈর্ষ্যা এবং সদ্বিবেকাদি (অর্থাৎ কর্তব্যের অকরণ এবং অকর্তব্যের করণবশতঃ শোচনাদি) হইতে কল্পিত নিজের অবমাননকে নির্বেদ বলে। এই নির্বেদে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য এবং দীর্ঘনিশ্বাসাদি প্রকাশ পায় (ভ. র. সি. ২।৪।৪)।*

(২) **বিষাদ**। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ, তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৮)।

(৩) **দৈন্য**। দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে নিজের নিকৃষ্টতা-মনন, তাহাকে দৈন্য বলে। এই দৈন্যে চাটু (নিজের দৈন্যবোধক চাটুবাক্য), মান্দ্য (চিত্তের অপটুতা), মালিন্য, চিন্তা (নানাবিধ ভাবনা) এবং অঙ্গের জড়িমাদি প্রকাশ পায় (২।৪।১৩)।

(৪) **গ্লানি**। যাহা দেহের বলবর্ধক ও পুষ্টিকারী এবং যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন চন্দ্র, শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট এতাদৃশ ধাতুবিশেষকে বলে ওজঃ। শ্রম, মনঃপীড়া এবং রত্যাদিদ্বারা ওজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যে নিষ্প্রাণতা (দুর্বলতা) জন্মে, তাহাকে বলে গ্লানি। এই গ্লানি হইতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃশতা এবং নয়নের চাপল্যাদি জন্মিয়া থাকে (২।৪।১৬)।

(৫) **শ্রম**। পথভ্রমণ, নৃত্য ও রমণাদিজনিত খেদকে শ্রম বলে। ইহাতে নিদ্রা, ঘর্ম, অঙ্গ-সম্মর্দ, জৃম্ভা ও দীর্ঘ-শ্বাসাদি হইয়া থাকে (২।৪।১৯)।

* ব্যভিচারিভাবের পরিচয়ে ইহার পরে আর "ভ. র. সি." উল্লিখিত হইবে না, কেবল ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকাঙ্কমাত্র উদ্ধৃত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) **মদ**। জ্ঞান-নাশক আহ্লাদের নাম মদ। ইহাতে গতির, অঙ্গের ও বাক্যের স্খলন এবং নেত্রঘূর্ণা ও নেত্র-রক্তিমাদি প্রকাশ পায় (২।৪।১৯)।

(৭) **গর্ব**। সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্টবস্তু-লাভাদিবশতঃ অপরের অবহেলনকে গর্ব বলে (২।৪।২০)। ইহাতে সোল্লুণ্ঠ বচন, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ-দর্শন, নিজের অভিপ্রায়াদির গোপন এবং অন্যের বাক্য শ্রবণ না করা প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।২১)।

(৮) **শঙ্কা**। স্বীয় চৌর্যের অপবাদ, অপরাধ এবং পরের ক্রূরতাদি হইতে নিজের অনিষ্ট-বিতর্কণকে শঙ্কা বলে। ইহাতে মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্-নিরীক্ষণাদি এবং লুক্কায়িত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় (২।৪।২৪)।

(৯) **ত্রাস**। বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। ইহাতে পার্শ্বস্থ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় (২।৪।২৬)।

ত্রাস ও ভয়ের পার্থক্য। কোনও কারণে হঠাৎ (পূর্বাপর-বিচার ব্যতীতই) যদি মনঃকম্প (চিত্তের ক্ষোভ) জন্মে এবং সেই মনঃকম্প যদি হঠাৎ গাত্রোৎকম্পী হইয়া উঠে (মনঃকম্পবশতঃ যদি গাত্রেরও কম্পন উপস্থিত হয়), তাহা হইলে সেই গাত্রোৎকম্পী মনঃকম্পকে বলে ত্রাস (ভ. র. সি)।

ত্রাস ও ভয়-এই উভয়েই মনঃকম্প বা চিত্তের ক্ষোভ এবং তাহার ফলে দেহেরও কম্প জন্মে! যে-স্থলে পূর্বাপর বিচার-পূর্বক চিত্তক্ষোভ জন্মে, সে-স্থলে ভয়। আর যে-স্থলে পূর্বাপর-বিচার নাই, অতর্কিতেই সহসা মনঃকম্প এবং গাত্রকম্প জন্মে, সে-স্থলে ত্রাস।

(১০) **আবেগ**। চিত্তের সম্ভ্রমকে (সংবেগকে) আবেগ বলে। এই আবেগ—প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাৎ, গজ ও শত্রু-এই আট রকমের হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট রকমের হইয়া থাকে। (২।৪।২৮)

(১১) **উন্মাদ**। অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত চিত্তভ্রমকে উন্মাদ বলে। ইহাতে অট্টহাস্য, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি প্রকাশ পায় (২।৪।৩৯)।

(১২) **অপস্মার** (অপস্মৃতি)। দুঃখোৎপন্ন ধাতুবৈষম্যাদি জনিত চিত্তের বিপ্লবকে অপস্মার (অপস্মৃতি) বলে। ইহাতে ভূমিতে পতন, ধাবন, আস্ফোটন, ভ্রম, কম্প, ফেণস্রাব, বাহুক্ষেপণ এবং চীৎকারাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৪৩)।

(১৩) **ব্যাধি**। দোষোদ্রেক ও বিয়োগাদি হইতে জ্বরাদি যে-সমস্ত ব্যাধি জন্মে, এ-স্থলে তৎসমস্ত হইতে উৎপন্ন ভাবই ব্যাধি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে, স্তম্ভ, অঙ্গের শিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ এবং ক্লান্তি প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।৪৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ব্যাধি বাস্তবিক কোনও রোগ নহে। জ্বরাদিরোগে রোগীর দেহে যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভাববিশেষের উদয়ে ভক্তের মধ্যে সে-সমস্ত লক্ষণ যখন প্রকাশ পায়, তখন সে-সকল লক্ষণকেই ব্যভিচারিভাব-রূপ ব্যাধির বা অপস্মারের লক্ষণ বলা হয়।

(১৪) মোহ। হর্ষ, বিরহ, ভয় এবং বিষাদাদি হইতে চিত্তের মূঢ়তাকে (বোধশূন্যতাকে) মোহ বলে। ইহাতে দেহের ভূমিতে পতন, শূন্যেন্দ্রিয়ত্ব, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টতাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৪৫)।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—কৃষ্ণভক্ত মোহ প্রাপ্ত হইলে দেহপর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মূঢ়তা (বিস্মৃতি) জন্মে ; কিন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি-বিশেষ লয় প্রাপ্ত হয় না (২।৪।৪৮)।

(১৫) মৃতি। বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্লানি প্রভৃতি দ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহাকে মৃতি বলে। ইহাতে অস্পষ্ট বাক্য, দেহের বৈবর্ণ্য, মন্দশ্বাস এবং হিক্কাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায় (২।৪।৪৮)।

মৃতি (মরণ)-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—প্রায়শঃ মরণের পূর্ববর্তিনী অবস্থাকেই মৃতি বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, এ-স্থলে মৃতি হইতেছে অনুভাব। কিন্তু নায়কের পরাক্রম-নিমিত্ত শত্রুতে মরণ উক্ত হইয়াছে (২।৪।৫০)।

তাৎপর্য হইতেছে এই যে, মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব বাস্তব মৃত্যু বা প্রাণত্যাগ নহে। মরণের পূর্বে যে চিত্তবৃত্তি বা লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকেই মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। কেহ কেহ এই মৃতিকে অনুভাব বলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শত্রুর সম্বন্ধে বাস্তব মরণই কথিত হয় ; তাহাতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(১৬) আলস্য। তৃপ্তি ও শ্রমাদিবশতঃ সামর্থ্য সত্ত্বেও যে কার্যে অনুন্মুখতা (কার্যকরণের প্রবৃত্তিহীনতা), তাহার নাম আলস্য। এই আলস্যে অঙ্গমোটন, জৃম্ভা, কার্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুমর্দন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।৫১)।

ব্রজগোপীগণের আলস্য-নামক ব্যভিচারিভাব-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—ব্রজদেবীগণের পক্ষে আলস্য ব্যভিচারিভাবের সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে। টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—শক্তি থাকা সত্ত্বেও অশক্তির ব্যঞ্জনাই হইতেছে আলস্য ; কিন্তু ব্রজদেবীগণের পক্ষে কৃষ্ণ-সেবাদিতে কখনও তাহা সম্ভব নহে, অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবাদির শক্তি থাকা সত্ত্বে তাঁহারা কখনও অশক্তি প্রকাশ করেন না। তাঁহাদের আলস্য-নামক ব্যভিচারী ভাব হইতেছে কৃত্রিম আলস্য—স্থায়িভাবের পোষণ-পারিপাট্য মাত্র।

(১৭) জাড্য। ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ-দর্শন-জনিত এবং বিরহাদিজনিত বিচারশূন্যতাকে জাড্য বলে। ইহা হইতেছে মোহের পূর্বাবস্থা ও পরের অবস্থা। ইহাতে নয়নের নিমিষশূন্যতা, তূষ্ণীম্ভাব এবং বিস্মরণাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৫৩)। এ-স্থলে অনিষ্ট = ন + ইষ্ট, অনভিপ্রেত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৮) **ব্রীড়া**। নবসঙ্গম, অকার্য (নিন্দিত কার্য), স্তব ও অবজ্ঞাদির ফলে যে অধৃষ্টতা (ধৃষ্টতা-বিরোধী ভাব) জন্মে, তাহার নাম ব্রীড়া (লজ্জা)। ইহাতে মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমিলিখন এবং অধোমুখতাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৫৬)।

(১৯) **অবহিত্থা**। কোনও ভাবের পারবশ্যহেতু আকারের (সেই ভাবের অনুভাব বা লক্ষণ-সমূহের) গুপ্তিকে (কৃত্রিম ভাবান্তরের দ্বারা গোপন করাকে, অর্থাৎ গোপনের ইচ্ছারূপ ভাবকে) অবহিত্থা বলে। ইহাতে ভাব-প্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্য দিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা এবং বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।৫৯)।

(স্থায়িভাব হইতে উত্থিত অশ্রু-কম্পাদিরূপ) অনুভাবের গোপনই অর্থ বা প্রয়োজন যাহার, সেই (কৃত্রিম) ভাবকেই অবহিত্থা বলে (২।৪।৬০ ও তট্টীকা)।

(২০) **স্মৃতি**। সদৃশবস্তুর দর্শনে, অথবা দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ পূর্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি বা জ্ঞান, তাহার নাম স্মৃতি। ইহাতে শিরঃকম্পন এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৬৫)।

(২১) **বিতর্ক**। বিমর্শ (হেতু-পরামর্শ) এবং সংশয়াদি হইতে যে ঊহ (বস্তুর তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য বিচার) জন্মে, তাহাকে বিতর্ক বলে। ইহাতে ভ্রূক্ষেপ এবং মস্তকের ও অঙ্গুলির সঞ্চালনাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৬৭)।

বিমর্শ—হেতু-পরামর্শ। কোনও ব্যাপারের হেতু-নির্ণয়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা। **সংশয়**—কোনও একটী বস্তুকে অপর কোনও বস্তুর মতন বলিয়া মনে হইলে, তাহা বাস্তবিক কি বস্তু, তাহা নির্ণয়ের অসামর্থ্যকে সংশয় বলে।

(২২) **চিন্তা**। অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি হইতে যে ধ্যান (বিচার) জন্মে, তাহাকে চিন্তা বলে। চিন্তায় নিশ্বাস, আধোবদনতা, ভূমিতে লিখন, বিবর্ণতা, নিদ্রাহীনতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প (অশ্রু) এবং দৈন্য প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।৭০)।

(২৩) **মতি**। শাস্ত্রাদির বিচার হইতে উৎপন্ন অর্থ নির্ধারণকে মতি বলে। মতিতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদন-হেতু কর্তব্য-করণ, শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ এবং ঊহাদি (তর্ক-বিতর্কাদি) প্রকাশ পায় (২।৪।৭২)।

(২৪) **ধৃতি**। জ্ঞান (ভগবদনুভব), (ভগবৎ-সম্বন্ধবশতঃ) দুঃখাভাব এবং উত্তমবস্তুর প্রাপ্তি (ভগবৎ-সম্বন্ধীয় পরম-পুরুষার্থ প্রেমের প্রাপ্তি) হইতে মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহাকে বলে ধৃতি। ধৃতিতে অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য, বা পূর্বে যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কোনও বস্তুর জন্য কোনওরূপ অভিসংশোচন (দুঃখ) জন্মে না (২।৪।৭৫ ও তট্টীকা)।

(২৫) **হর্ষ**। অভীষ্টের দর্শন ও অভীষ্টের লাভাদি হইতে জাত চিত্তের প্রসন্নতাকে হর্ষ বলে। ইহাতে রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ (ত্বরা), উন্মাদ, জড়তা এবং মোহ প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।৭৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২৬) ঔৎসুক্য। অভীষ্টবস্তুর দর্শন-স্পৃহাবশতঃ যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা, তাহাকে বলে ঔৎসুক্য। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থিরতাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৭৯)।

(২৭) ঔগ্র্য (উগ্রতা)। অপরাধ ও দুরুক্তি-প্রভৃতি হইতে চণ্ডত্বকে (ক্রোধকে) উগ্রতা বলে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসনা, তাড়নাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৭৯)।

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—(মধুরা রতিতে) ঔগ্র্য (চণ্ডতা) সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে বলিয়া বৃদ্ধাদিতে তাহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

তাৎপর্য হইতেছে এই যে, মধুর-রতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে ঔগ্র্যনামক ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয় না। এজন্য ঔগ্র্যের উদাহরণে কোনও ব্রজসুন্দরীর কথা বলা হয় নাই, ব্রজসুন্দরীদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা বৃদ্ধাদের কথাই বলা হইয়াছে।

(২৮) অমর্ষ। অধিক্ষেপ (নিন্দা, তিরস্কার) ও অপমানাদি হইতে যে অসহিষ্ণুতা জন্মে, তাহার নাম অমর্ষ। অমর্ষে ঘর্ম, শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ের অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।৮০)।

(২৯) অসূয়া। সৌভাগ্য ও গুণাদিতে অপরের উন্নতি দেখিলে যে দ্বেষ জন্মে, তাহাকে অসূয়া বলে। ইহাতে ঈর্ষ্যা, অনাদর, আক্ষেপ (ভর্ৎসন, নিন্দন, দোষোদ্‌ঘাটন), গুণেও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি এবং ভ্রূভঙ্গ প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।৮১)।

(৩০) চাপল। রাগ (অনুরাগ) ও দ্বেষাদি হইতে চিত্তের যে লঘুতা, তাহার নাম চাপল। ইহাতে অবিচার, পারুষ্য (নিষ্ঠুর বাক্য) ও স্বচ্ছন্দাচরণাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৮১)।

(৩১) নিদ্রা। চিন্তা, আলস্য, নিসর্গ (স্বভাব) ও ক্লান্তি প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের যে মিলন (বাহ্যবৃত্তির অভাব), তাহাকে বলে নিদ্রা। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিশ্বাস ও নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায় (২।৭।৮২)।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৪।৮৩) বলেন—শ্রীকৃষ্ণের কোনও নির্বিশেষ স্ফূর্তিমাত্রের সহিত (কোনও বিশেষ লীলার স্ফূর্তির সহিত নহে, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের স্ফুর্তিমাত্রের সহিত)—সংযুক্তা, হৃন্মীলনের (চিত্তবৃত্তি-শূন্যতার) পূর্ববর্তী যে অবস্থা, ভক্তদের সম্বন্ধে তাহাকেই (সেই অবস্থাকেই) নিদ্রা বলা হয়। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম হইতেছে এই যে, ব্যভিচারিভাব-রূপা নিদ্রা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের উত্তমভক্তদিগের ভগবৎ-সমাধিরূপা; (ভগবানে তন্ময়তারূপা); কেননা, তাঁহাদের ভাব হইতেছে গুণাতীত; তাঁহাদের এই নিদ্রা প্রাকৃতী নিদ্রা নহে; প্রাকৃত জীবের নিদ্রা হইতেছে তমোগুণের প্রভাবে জাত চিত্তের একটী বৃত্তি-বিশেষ। গুণাতীত ভক্তদিগের পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিমাত্রত্বহেতু হৃন্মীলনের পূর্বাবস্থাকেই নিদ্রা বলা হয়, কেবল হৃন্মীলনমাত্রকে নিদ্রা বলা হয় না। "অতএব শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফূর্তিময়ত্বাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃন্মীলনাৎ পুরোঽবস্থৈব নিদ্রোচ্যতে ন তু হৃন্মীলনমাত্রম্।” তবে যে পূর্বে চিত্তমীলনকে নিদ্রা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল আপাততঃ বোধের নিমিত্ত। “যত্তু পূর্ব্বং চিত্তমীলনং নিদ্রেত্যুক্তং তৎ খল্বাপাতত এব নিবোধায়েতি ভাবঃ॥”

(৩২) সুপ্তি। যে নিদ্রাতে নানাপ্রকার ভাবনা থাকে এবং যাহাতে নানা অর্থের (নানাবিধ লীলাদির) স্ফূর্তি হয়, সেই নিদ্রাকে বলে সুপ্তি। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের উপরতি (অবসন্নতা), নিশ্বাস, নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৮৪)।

সুপ্তি হইতেছে পূর্বোল্লিখিত নিদ্রারই অবস্থাবিশেষ (টীকায় শ্রীজীব)। নিদ্রাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমাত্রের স্ফূর্তি হয়, কোনওরূপ লীলার স্ফূর্তি হয় না; কিন্তু সুপ্তিতে লীলাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের স্ফূর্তি হয়। ইহাই হইতেছে নিদ্রা ও সুপ্তির ভেদ (টীকায় চক্রবর্তিপাদ)।

(৩৩) বোধ। অবিদ্যা (অজ্ঞান), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংসজনিত যে প্রবুদ্ধতা (জ্ঞানের আবির্ভাব), তাহাকে বলে বোধ (২।৪।৮৬)।

এ-স্থলে “অবিদ্যাধ্বংস-জনিত বোধ”-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“অবিদ্যাধ্বংসতো বোধো বিদ্যোদয়পুরসরঃ। অশেষক্লেশবিশ্রান্তি-স্বরূপাবগমাদিকৃৎ॥ ২।৪।৮৭॥—অবিদ্যা ধ্বংস হইলে বিদ্যোদয়পূর্ব্ব বোধের উদয় হয়। এই বোধে অশেষ ক্লেশের বিশ্রান্তি (অপগম) হয় এবং স্বরূপের জ্ঞান জন্মে।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এ-স্থলে “বোধ”-শব্দে জীবস্বরূপের এবং ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানকে বুঝায়; আর “স্বরূপাবগম”-শব্দে জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানকে বুঝায়; এই অভেদ-জ্ঞানই এ-স্থলে “বিদ্যা”। তন্মধ্যে নিদিধ্যাসনরূপ সাধন,—প্রথমে নিদিধ্যাসন, তাহা হইতে অবিদ্যার ধ্বংস, তাহার পরে ক্রমশঃ জীবস্বরূপের এবং ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান, তাহার পরে তদুভয়ের ঐক্যজ্ঞান। অবিদ্যা ধ্বংস হইতে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতেছে বিদ্যোদয়-পুরঃসর। এই বোধ হইতেই স্বরূপাবগমাদি হইয়া থাকে; স্বরূপাবগমে অশেষ ক্লেশের বিশ্রান্তি হয়। “স্বরূপাবগমাদি”-শব্দের অন্তর্গত “আদি”-শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে—উল্লিখিত বোধে ভক্তির অববোধও জন্মিয়া থাকে। এতাদৃশ বোধ কাহারও কাহারও ভক্তির সহায় হয় বলিয়া সঞ্চারী ভাব হয়। যেমন “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা”-ইত্যাদি গীতাবাক্য (১৮।৫৪) হইতে জানা যায়।

শ্রীজীবপাদের এই উক্তি হইতে বুঝা গেল, অবিদ্যা-ধ্বংসজনিত বোধ শুদ্ধভক্তের ব্যভিচারী ভাব নহে।

উল্লিখিত (২।৪।৮৭)-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন;—যাঁহারা মুক্তি-বাসনা ত্যাগ করেন না, অথচ ভক্তিব্যতীত মুক্তিলাভ হইতে পারে না বলিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, সেই তাপস-নামক শান্ত ভক্তদের স্বভাবের অনুসরণেই এ-স্থলে বিদ্যোদয়-পুরঃসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধোদয়ের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে বোধকে যে ব্যভিচারী ভাব বলা হইয়াছে, তাহা কেবল তাদৃশ শান্তভক্ত-বিশেষের পক্ষেই ব্যভিচারী ভাব।

চক্রবর্তিপাদের এই উক্তি হইতেও বুঝা যায়, অবিদ্যাধ্বংসজনিত বোধ অন্যান্য ভক্তের ব্যভিচারী ভাব নহে।

মোহধ্বংসজনিত বোধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"শ্রীহরির শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও রসের দ্বারা মোহ বিনষ্ট হইলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে মোহধ্বংস-জনিত বোধ বলে। ইহাতে চক্ষুর উন্মীলন, রোমাঞ্চ, ধরা হইতে উত্থানাদি প্রকাশ পায় (২।৪।৮৭)।"

নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"স্বপ্ন, নিদ্রার পূর্তি ও শব্দাদিদ্বারা নিদ্রার ক্ষয় হইলে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতেছে নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ। ইহাতে চক্ষুর্মর্দন, শয্যাত্যাগ, অঙ্গবলন (গাত্রমোটন) প্রভৃতি প্রকাশ পায় (২।৪।৯১)।"

১০। মাৎসর্য, উদ্বেগ ও দম্ভাদি ভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—মাৎসর্য, উদ্বেগ, দম্ভ, ঈর্ষ্যা, বিবেক, নির্ণয়, ক্লৈব্য (বিক্লবতা), ক্ষমা, কৌতুক, উৎকণ্ঠা, বিনয়, সংশয় ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি যে-সকল অতিরিক্ত ভাব আছে, সে-সকলও পূর্বকথিত তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের অন্তর্ভুক্ত (২।৪।৯১)। যেমন,

ক। **মাৎসর্য**—ইহা অসূয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, পরের উৎকর্ষ দর্শনে যে দ্বেষ জন্মে, তাহাকে বলে মাৎসর্য; এই দ্বেষবশতঃই গুণেও দোষারোপ করা হয়; গুণে দোষারোপই হইতেছে অসূয়া। সুতরাং মাৎসর্য বা দ্বেষ হইতেছে অসূয়ার অন্তর্ভুক্ত, মাৎসর্য হইতে অসূয়ার উদ্রেক।

খ। **উদ্বেগ**—ত্রাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ত্রাসে যে অসহিষ্ণুতা জন্মে, তাহাকেই উদ্বেগ বলে।

গ। **দম্ভ**—অবহিত্থার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আকার-গোপনের নাম অবহিত্থা; ইহা কপটতাময়। আবার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনের নামই দম্ভ; ইহাও কপটতাময়। উভয়ই কপটতাময় বলিয়া দম্ভ হইতেছে অবহিত্থার অন্তর্ভুক্ত। দম্ভ=কপটতা।

ঘ। **ঈর্ষ্যা**—অমর্ষের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, অপরাধ-সহনে অসামর্থ্য হইতেছে অমর্ষ। পরের উৎকর্ষ-সহনে অসামর্থ্য হইতেছে ঈর্ষ্যা। উভয়ই অসহনাত্মক। এজন্য ঈর্ষ্যা হইতেছে অমর্ষের অন্তর্ভুক্ত।

ঙ। **বিবেক ও নির্ণয়**—উভয়ই মতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, অর্থ-নির্ধারণের নাম মতি, তাহাই নির্ণয়; নির্ণয়ের কারণ হইতেছে বিচার এবং বিচারই হইতেছে বিবেক। এই বিবেক কারণ বলিয়া মতিতে অনুস্মৃত হয়। সুতরাং বিবেক ও নির্ণয় উভয়ই মতির অন্তর্ভুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চ। ক্লৈব্য—দৈন্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নিজের নিকৃষ্টতা-মননের নাম দৈন্য ; অনুৎসাহের নাম ক্লৈব্য। এই ক্লৈব্য হইতেছে দৈন্যেরই অঙ্গ। এজন্য ক্লৈব্যকে দৈন্যের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

ছ। ক্ষমা—ধৃতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মনের অচাঞ্চল্য হইতেছে ধৃতি। আর ক্ষমা হইতেছে সহিষ্ণুতা ; ইহা অচাঞ্চল্যেরই অঙ্গ। সুতরাং ক্ষমা হইতেছে ধৃতির অন্তর্ভুক্ত।

জ। কৌতুক এবং উৎকণ্ঠা—ঔৎসুক্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কালযাপনের অসমর্থতা হইতেছে ঔৎসুক্য ; আর আশ্চর্যবস্তুর দর্শনেচ্ছাকে বলে কুতুক। কুতুকও কোনও কোনও সময়ে ঔৎসুক্যের কারণ হইয়া থাকে বলিয়া ঔৎসুক্যে কুতুক অন্তর্ভুক্ত আছে। ঔৎসুক্যের সূক্ষ্মাবস্থার নামই উৎকণ্ঠা ; সুতরাং উৎকণ্ঠাও ঔৎসুক্যের অন্তর্ভুক্ত।

ঝ। বিনয়—লজ্জার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, লজ্জাতে বিনয়ের আবশ্যকতা আছে।

ঞ। সংশয়—তর্কের (বিতর্কের) অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সংশয় না থাকিলে বিতর্ক সম্ভব হয় না।

ট। ধার্ষ্ট্য—চাপলের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ধৃষ্টতার পরেই চপলতা দেখা দেয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।৪।৯২ অনুচ্ছেদ ও শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার অনুসরণে এই অন্তর্ভুক্তগুলি প্রদর্শিত হইল।

১১। ব্যভিচারিভাব-সমূহের চারিটী দশা (অবস্থা)

কখনও কখনও ব্যভিচারিভাব-সমূহের চারিটী দশা বা অবস্থা হইয়া থাকে—উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য এবং শান্তি (২।৪।১০৯)।

ক। উৎপত্তি

ভাবসমূহের প্রাকট্যকে বলে উৎপত্তি। কোনও কারণে কোনও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব যখন প্রকটিত হয়, তখন এই প্রকটনকে বলা হয় উৎপত্তি (২।৪।১০৯)।

খ। ভাবসন্ধি

সমানরূপ বা ভিন্নরূপ দুইটী ভাবের পরস্পর মিলনকে বলে ভাবসন্ধি (২।৪।১১০)।

"সমানরূপ ভাব" বলিতে সজাতীয় ভাব বুঝায় (চক্রবর্তী)। ভিন্ন হেতু হইতে যদি দুইটী সমানরূপ বা সজাতীয় ভাবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাদের মিলনকে সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি বলে। যেমন, ইষ্টদর্শনজনিত জাড্য এবং অনিষ্ট-দর্শনজনিত জাড্য। এ-স্থলে জাড্যের কারণ হইতেছে ভিন্ন—ইষ্টদর্শন এবং অনিষ্ট-দর্শন ; কিন্তু কারণ ভিন্ন হইলেও জাড্য ভিন্ন নহে। কোনও ব্যাপারে যদি ইষ্টদর্শন-জনিত জাড্যের সহিত অনিষ্ট-দর্শনজনিত জাড্যের মিলন হয়, তাহা হইলে সেই মিলনকে বলা হইবে সমানরূপ-ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি। "সন্ধিঃ সরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতূত্থয়োর্মতঃ॥ ২।৪।১১০॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর, ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের সন্ধি হইতেছে এইরূপ। "একটী হেতু হইতে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতেও, যদি দুইটী ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই দুইটী ভাবের মিলনকেও সন্ধি বলে (২।৪।১১১)।"

ভিন্নরূপ ভাবদ্বয় বলিতে দুইটী ভিন্ন ভাব বুঝায়; যেমন, হর্ষ ও শঙ্কা। এই দুইটী ভিন্নভাব একই হেতু হইতেও জন্মিতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতেও জন্মিতে পারে।

শিশু-কৃষ্ণের চাঞ্চল্য দেখিয়া যশোদামাতার হর্ষও জন্মে, আবার চাঞ্চল্য হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া শঙ্কাও জন্মে। এ-স্থলে একই হেতু (চাঞ্চল্যদর্শনরূপ হেতু) হইতে দুইটী ভিন্ন ভাবের উদ্ভব।

আবার, দেবকীমাতা সম্মুখে প্রফুল্লবদন পুত্রকে দেখিয়া হর্ষ লাভ করিলেন; কিন্তু পুত্রের সম্মুখে বলবান্ মল্লদিগকে দেখিয়া পুত্রের অনিষ্টের আশঙ্কায় তাঁহার শঙ্কাও জন্মিল। এ-স্থলে হর্ষ ও শঙ্কার হেতু ভিন্ন।

বহুভাবের মিলনজনিত সন্ধি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, কেবল যে দুইটীমাত্র ভাবের মিলনেই ভাবসন্ধি হয়, তাহা নহে; বহুভাবের মিলনেও ভাবসন্ধি হইতে পারে এবং এই বহুভাব একই কারণ হইতেও জন্মিতে পারে, অথবা অনেক কারণ হইতেও জন্মিতে পারে (২।৪।১১২)।

এইরূপে দেখা গেল, ভাবসন্ধির ব্যাপক সংজ্ঞা হইতেছে এই যে—দুই বা বহু ভাবের মিলনকেই ভাবসন্ধি বলে। যে-সমস্ত ভাবের মিলনকে ভাবসন্ধি বলা হয়, তাহাদের উৎপত্তি-হেতু একও হইতে পারে, একাধিকও হইতে পারে।

গ। ভাবশাবল্য

সঞ্চারিভাব-সমূহের পরস্পর সংমর্দ্দের নাম শাবল্য (২।৪।১১৫)।

সন্ধি ও শাবল্যের পার্থক্য। শাবল্যে ভাবসমূহের উত্তরোত্তর সংমর্দন; আর সন্ধিতে ভাবসমূহের কেবল একত্রাবস্থিতি। কতকগুলি সঞ্চারী ভাব উদিত হইয়া যদি পরস্পরকে সংমর্দিত করে, প্রত্যেকটী ভাবই যদি অন্য ভাবসমূহকে উপমর্দিত বা পরাজিত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে-স্থলে হয় ভাব-শাবল্য। আর, দুই বা ততোঽধিক ভাব একই সময়ে উদিত হইয়া যদি কেবল একত্রে অবস্থান করে, কোনও ভাবই যদি অপর কোনও ভাবকে উপমর্দিত করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সে-স্থলে হয় ভাবসন্ধি।

ঘ। ভাবশান্তি

যে সঞ্চারিভাব অত্যন্ত উৎকট হয়, তাহার বিলয়কে বলে ভাবশান্তি (২।৪।১১৫)।

এ-পর্যন্ত ব্যভিচারী, বা সঞ্চারী ভাবসমূহের লক্ষণাদি অতি সংক্ষেপে কথিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২। কৃষ্ণপ্রেমের বিভিন্ন স্তর

ক। প্রেম-শব্দের সামান্য অর্থ ও চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব

প্রেম-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা। বস্তুতঃ ইহা হইতেছে একটী ইচ্ছা বা বাসনা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা, অর্থাৎ নিজের কোনওরূপ সুখের, বা নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির, এমন কি নিজের মুক্তির জন্য বাসনা পর্যন্তকেও পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানার্থ সেবার বাসনা। সুতরাং এতাদৃশী বাসনার গতি থাকিবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে, অন্য কোনও দিকেই ইহার গতি থাকিতে পারে না।

আবার, ইচ্ছা বা বাসনা হইতেছে চিত্তের একটী বৃত্তি। প্রাকৃত জীবের চিত্তবৃত্তির গতি থাকে একমাত্র নিজের সুখের বা দুঃখ-নিবৃত্তির দিকে ; সুতরাং প্রাকৃত-চিত্তের বাসনার গতি কখনও শ্রীকৃষ্ণের দিকে হইতে পারে না। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা-বাসনার গতি যখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে, তখন সহজেই বুঝা যায়, তাহা কখনও প্রাকৃত চিত্তের বাসনা হইতে পারে না। তাহা হইবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; কেননা, একমাত্র স্বরূপ-শক্তির গতিই হয় শ্রীকৃষ্ণের দিকে।

এইরূপে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতেছে স্বরূপ-শক্তির (চিচ্ছক্তির) বৃত্তিবিশেষ, ইহা মায়াশক্তির বৃত্তি নহে। বস্তুতঃ প্রেম হইতেছে হ্লাদিনী-সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি; কিন্তু হ্লাদিনী-সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইলেও ইহাতে হ্লাদিনীরই প্রাধান্য। এজন্য প্রেমকে সাধারণতঃ হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বলা হয়।

স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এই প্রেম হইতেছে নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; ইহা জন্য পদার্থ নহে। জীব-শক্তির মধ্যে স্বরূপ-শক্তি নাই বলিয়া জীব-শক্তির অংশ জীবেও স্বরূপতঃ প্রেম নাই, থাকিতেও পারে না।[১] শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে এই নিত্যসিদ্ধ প্রেম চিত্তে আবির্ভূত হয়। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ চৈ. চ. ২।২২।৫৭॥"

১। স্বরূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। "সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের-স্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ—॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥ চৈ. চ. ১।৪।৫৪-৫৫॥" ইহাতেই বুঝা যায়, সচ্চিদানন্দপূর্ণ বলিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই (এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ মায়াতীত ভগবৎস্বরূপগণেই) হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই ত্রিবিধ-বৃত্তি এবং এই ত্রিবিধ-বৃত্তি-বিশিষ্টা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি বিরাজিত, জীবে তাহা নাই। বিষ্ণুপুরাণের "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১।২২।৬৯ ॥"-শ্লোকেও তাহাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটী স্বরূপভূতা বৃত্তি কেবলমাত্র ভগবানেই আছে, জীবে নাই। "হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্তা সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন হইতে পারে—নিত্যসিদ্ধ প্রেম কোথা হইতে সাধকের শুদ্ধচিত্তে আবির্ভূত হয়? প্রীতিসন্দর্ভে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে ॥ ৬৫ ॥ —সেই হ্লাদিনীরই কোন সর্ব্বাতিশায়িনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্তা হইয়া ভগবৎ-প্রীতি নাম ধারণ পূর্ব্বক বিরাজ করেন।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল-গোস্বামি সংস্করণের অনুবাদ।" এই উক্তি হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীর বৃত্তি ভক্তের বিশুদ্ধচিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজ করেন। এইরূপেই শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। ১৫।১০ ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

খ। প্রেমের বিভিন্ন স্তর

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শুদ্ধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হয়। চিত্তে সর্বপ্রথমে যে প্রেম আবির্ভূত হয়, তাহা থাকে কিছু তরল—সূর্যোদয়ের পূর্বে যে কিরণজাল প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায়। তাহা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া যায়।

প্রেমের বা কৃষ্ণপ্রীতির এই প্রথম আবির্ভাবকে "প্রীত্যঙ্কুর" বলা হয়। এই প্রীত্যঙ্কুরের দুইটি নাম আছে—রতি ও ভাব। "প্রীত্যঙ্কুরের—'রতি' 'ভাব' হয় দুই নাম॥ চৈ. চ.

মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব ন তু জীবেষু।" উল্লিখিত শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন। "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদ্রূপা শক্তিঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয়ি এব ন তু জীবেষু ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ ॥ ১৮১ ॥" জীবে যখন হ্লাদিনী-আদি নাই, তখন হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষ প্রেমও স্বরূপতঃ জীবে থাকিতে পারে না। জীবে যদি হ্লাদিনী-প্রভৃতি বৃত্তি-বিশিষ্টা স্বরূপশক্তি থাকিত, তাহা হইলে জীবের বহির্মুখতা এবং মায়া-কবলিতত্বই সম্ভব হইত না। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ বি. পু. ৬।৭।৬১ ॥" —এই শ্লোকের উল্লেখপূর্বক শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে বলিয়াছেন—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটী হইতেছে পৃথক্ শক্তি, এই তিনটীর কোনও একটীর মধ্যেই অপর দুইটীর বা অপর দুইটীর মধ্যে কোনও একটীর অনুপ্রবেশ নাই। অধুনা কেহ কেহ বলিতে চাহেন—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটী যেমন চিচ্ছক্তির বৃত্তি, তেমনি জীবশক্তি এবং মায়াশক্তিরও বৃত্তি। ইহা পূর্বোল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তিরও সম্পূর্ণ বিরোধী। মায়াশক্তিতে যদি সম্বিৎ-শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মায়া জড়রূপা (অচেতনা) হইবে কেন? জীবশক্তিতে উল্লিখিত তিনটী বৃত্তি-বিশিষ্টা চিচ্ছক্তি থাকিলে জীবের বহির্মুখতা এবং মায়াকবলিতত্বই বা কিরূপে সম্ভব হয়? মায়া চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিকে স্পর্শও করিতে পারে না। চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তির একমাত্র গতিও শ্রীকৃষ্ণের দিকে, অন্য কোনও দিকেই তাহার গতি হইতে পারে না। হ্লাদিনী প্রভৃতি হইতেছে অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। মায়াতে তাহা থাকিলে মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হইত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২।২২।৯৪ ॥” এই রতি বা ভাব ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিয়া যায়—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে)। “সাধনভক্তি হৈতে হয় ‘রতির’ উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার ‘প্রেম’ নাম কয়॥ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—‘স্নেহ’, ‘মান’, ‘প্রণয়’। ‘রাগ’, ‘অনুরাগ’, ‘ভাব’, ‘মহাভাব’ হয়॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৫১-৫২ ॥”

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, ‘রতি’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘মহাভাব’ পর্যন্ত মোট নয়টী প্রেমস্তরের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে (স্থায়িভাব-প্রকরণ ॥ ৪৪-৪৫) মাত্র আটটী স্তরের কথা বলিয়াছেন—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব। তিনি ‘ভাব’ ও ‘মহাভাব’কে এক পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন; যে-স্তরকে তিনি ‘ভাব’ বলিয়াছেন, সেই স্তরকেই ‘মহাভাব’ও বলিয়াছেন (স্থায়ি ১০৯)।

মহাভাবেরও দুইটী স্তর আছে—রূঢ় মহাভাব এবং অধিরূঢ় মহাভাব। আবার, অধিরূঢ় মহাভাবেরও দুইটী স্তর—মোদন এবং মাদন। মাদনই হইতেছে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম স্তর—গাঢ়তম স্তর, সর্বশেষ স্তর। মাদনের পরে প্রেমের আর কোনও স্তর নাই।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ-কালে মোদন যে রূপ ধারণ করে, তাহাকে বলে মোহন।

এইরূপে দেখা গেল, গাঢ়তার বৃদ্ধিক্রমে মোট প্রেমস্তর হইতেছে—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, রূঢ় মহাভাব, অধিরূঢ় মহাভাব, মোদন (বিরহে মোহন) এবং মাদন।

গ। সাধকভক্তের এবং নিত্যসিদ্ধ পরিকরের প্রেম

পূর্ব আলোচনায় যে প্রেমের আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল সাধক ভক্তদের সম্বন্ধে, নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সম্বন্ধে নহে। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের চিত্তে অনাদিকাল হইতেই প্রেম স্বতঃবিরাজিত; তাঁহাদের প্রেম সাধনলব্ধ নহে, পরন্তু স্বাভাবিক।

সাধকভক্তের যথাবস্থিত দেহে দ্বিতীয় স্তর ‘প্রেম’ পর্যন্তই আবির্ভূত হইতে পারে; পরবর্তী স্নেহ-মানাদির আবির্ভাব সাধকের যথাবস্থিত দেহে হয় না। জাতপ্রেম ভক্তের দেহ-ভঙ্গের পরে, দেহভঙ্গ-সময়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা চলিতে থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলাস্থলে, যোগমায়া আহিরীগোপীর গর্ভে তাঁহার জন্মগ্রহণ করায়েন; তখন তাঁহার চিন্ময়দেহ লাভ হয়। সেই দেহে স্বীয়-ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে এবং তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণের প্রভাবে প্রেমের পরবর্তী স্নেহ-মানাদি প্রেমস্তর তাঁহার চিত্তে আবির্ভূত হয়; প্রেম তাঁহার ভাবানুকূল প্রেমস্তরে উন্নীত হইলে তিনি পরিকরত্ব লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টব্য। রতি-প্রেম-ভাব-সম্বন্ধে

রতি, প্রেম ও ভাব—এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটীই বিভিন্ন তাৎপর্যে বিভিন্ন স্থলে ব্যবহৃত হয়। এই বিভিন্ন তাৎপর্য জানা থাকিলেই গ্রন্থাদি আলোচনার সুবিধা হইতে পারে।

রতি—রতি-শব্দ সাধারণ ভাবে কৃষ্ণবিষয়া প্রীতিকেও বুঝায়; যেমন, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি, কান্তারতি, কৃষ্ণরতি। আবার, পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রীত্যঙ্কুরকেও "রতি" বলে; এ-স্থলে "রতি" হইতেছে একটি পারিভাষিক শব্দ; কৃষ্ণপ্রেমের একটি স্তরের (প্রথম স্তরের) পরিচায়ক।

প্রেম—প্রেম-শব্দও সাধারণ-ভাবে কৃষ্ণবিষয়া প্রীতিকেও বুঝায়; যেমন, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম-ইত্যাদি। আবার, কৃষ্ণপ্রেম-বিকাশের দ্বিতীয় স্তরকেও (রতির পরবর্তী স্তরকেও) বুঝায়; এ-স্থলে "প্রেম" হইতেছে একটি পারিভাষিক, বা বিশেষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ, কৃষ্ণপ্রেমের দ্বিতীয় স্তরের পরিচায়ক।

ভাব—ভাব-শব্দও সাধারণ-ভাবে কৃষ্ণবিষয়া প্রীতিকে বুঝায়; যেমন, দাস্যভাব, সখ্যভাব, ইত্যাদি। আবার, পারিভাষিক বা বিশেষ অর্থে প্রেমের প্রথম স্তরকেও (প্রীত্যঙ্কুর বা রতিকেও) বুঝায় এবং প্রেমবিকাশের পথে "অনুরাগের" পরবর্তী স্তরকেও বুঝায়।

কোন্ অর্থে এই তিনটি শব্দের কোনও একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রকরণ অনুসারে তাহা স্থির করিতে হইবে।

এক্ষণে অতিসংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন প্রেমস্তরের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

১৩। ভিন্ন ভিন্ন প্রেমস্তরের লক্ষণ

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যখন হ্লাদিনী-সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি, তখন তাহার বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেক স্তরই হইবে হ্লাদিনী-সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। প্রেমস্তর-সমূহের পরস্পর হইতে পার্থক্য হইতেছে কেবল গাঢ়তায়; গাঢ়তার পার্থক্যবশতঃ প্রভাবের বা কার্যেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। পরবর্তী আলোচনায় বিভিন্ন স্তরের প্রভাবের বা কার্যের পার্থক্য অনুসারেই পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ক। রতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে, চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের প্রথম আবির্ভাবকে রতি বা প্রীত্যঙ্কুর বলে। রতির আবির্ভাবে রুচিদ্বারা চিত্তের মাসৃণ্য জন্মে (ভ. র. সি., ১।৩।১)।

এ-স্থলে রুচি-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে—ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, তজ্জন্য তদীয় আনুকূল্যের অভিলাষ এবং সৌহার্দ্যের অভিলাষ (শ্রীজীব)। মাসৃণ্য হইতেছে আর্দ্রীভূততা। রতি উল্লিখিত অভিলাষ-সমূহ জন্মাইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপা (হ্লাদিনী-সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা) রতি সাধকের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা (মনোবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য) প্রাপ্ত হয়। স্বপ্রকাশরূপা হইলেও এই রতি মনোবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া, মনোবৃত্তিদ্বারা প্রকাশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই রতি স্বয়ং আস্বাদরূপা হইলেও কৃষ্ণমাধুর্যাদির অনুভবের (বা আস্বাদনের) হেতুরূপে প্রতিপন্ন হয় (ভ. র. সি., ১।৩।৪)।

(১) **রতির আবির্ভাব দুই রকমে হইতে পারে**—সাধনে অভিনিবেশ হইতে এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা হইতে। তন্মধ্যে প্রায়শঃ সাধনাভিনিবেশ হইতেই সকলের রতি জন্মে; কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণভক্তের কৃপা হইতে রতির আবির্ভাব অতি বিরল (ভ. র. সি., ১।৩।৫)।

শ্রীজীবপাদের টীকা হইতে বুঝা যায়—"সাধনে অভিনিবেশ বশতঃই হউক, কিম্বা কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কৃপা হইতেই হউক, যে কোনও প্রকারেই হউক না কেন, প্রাথমিক মহৎ-সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, একমাত্র তিনিই ভাব বা রতি লাভ করিতে পারেন; অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব॥" "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ॥ চৈ. চ. ২।২২।৪৮॥"

(২) **জাতরতি-ভক্তের লক্ষণ**। যাঁহার চিত্তে রতির আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে জাতরতি ভক্ত। জাতরতি ভক্তের মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা, ক্ষান্তি (ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তের ক্ষোভশূন্যতা), অব্যর্থকালত্ব (শ্রীকৃষ্ণভজনের কাজ ব্যতীত অন্য কোনও কাজে অতি অল্পমাত্র-সময়ও ব্যয় না করা), বিরক্তি (ইহকালের বা পরকালের ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তুতে বাসনাশূন্যতা), মানশূন্যতা (সর্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন বলিয়া মনে করা), আশাবদ্ধ (ভগবৎ-প্রাপ্তির দৃঢ় সম্ভাবনা। "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥ চৈ. চ. ২।২৩।১৫॥"), সমুৎকণ্ঠা (অভীষ্টপ্রাপ্তির জন্য গুরুতর লোভ), নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি, ভগবদ্‌বসতি স্থলে প্রীতি, ইত্যাদি।

(৩) **রতির অন্তর্ধানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে**। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তদিগের নিকটে গুরুতর অপরাধ জন্মিলে রতি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া যায়। মধ্যম রকমের অপরাধ হইলে রতি রত্যাভাসে পরিণত হয় এবং অল্পপরিমাণ অপরাধে ন্যূন জাতীয়তা প্রাপ্ত হয় (ভ. র. সি, ১।৩।২৪ ও তট্টীকা)। আবার সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষু ব্যক্তিতে গাঢ় আসক্তি জন্মিলেও রতি রত্যাভাসে পরিণত হয়, অথবা ভজনীয়েশভাবতা (অহংগ্রহোপাসনা, আপনাতে ভজনীয় ঈশ্বরের অভিমান) প্রাপ্ত হয় (ভ. র. সি., ১।৩।২৬)।

খ। প্রেম

ভাব বা রতি যখন গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে সাধকের চিত্ত যখন সম্যক্‌-রূপে মসৃণ (বা দ্রবীভূত) হয় এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অতিশয় মমতা জন্মে, তখন তাহাকে প্রেম বলা হয় (ভ. র. সি., ১।৪।১)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের আবির্ভাবে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মসৃণ বা দ্রবীভূত হয়, কৃষ্ণসম্বন্ধী অভিলাষ বর্ধিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিও অত্যন্ত বর্ধিত হয়।

(১) সাধনভেদে প্রেমের ভেদ

সাধনভক্তি দুই রকমের—বিধিমার্গের সাধন এবং রাগমার্গের সাধন। উভয় প্রকারের সাধনেই প্রেম লাভ হইতে পারে। কিন্তু বিধিমার্গের সাধকের চিত্তে ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া বিধিমার্গের সাধনজাত প্রেম হয় **মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত**। আর রাগ-মার্গের ভজনজাত প্রেমে ভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞান, বা ঐশ্বর্যের জ্ঞান থাকে না বলিয়া তাহাকে বলে **কেবল প্রেম** বা বিশুদ্ধ প্রেম।" মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা ॥ ভ. র. সি., ১।৪।৭ ॥"

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেমে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কেবল-প্রেমে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা-প্রাপ্তি হইতে পারে।

গ। স্নেহ

উল্লিখিত প্রেম পরমকাষ্ঠায় আরোহণ করিয়া (অত্যন্ত গাঢ়ত্ববশতঃ পরমোৎকর্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়া) যখন চিদ্দীপ-দীপন হয় (প্রেম-বিষয়ের উপলব্ধির প্রকাশক হয়) এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহ উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিতে কখনও তৃপ্তি জন্মে না (অর্থাৎ দর্শনেচ্ছা প্রশমিত হয় না) (উ. নী. ম. স্থায়ি। ৫৭)।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহে ক্ষণকালের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না (৩।২।৪৩)।

প্রেমের বিষয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম-বিষয়ের উপলব্ধি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি; স্নেহ সেই উপলব্ধিকেও উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। প্রেমেও শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি জন্মিতে পারে; স্নেহেতে সেই উপলব্ধির আরও আধিক্য, ঔজ্জ্বল্য। চিত্তের দ্রবতাও প্রেম অপেক্ষা স্নেহে অধিক।

(১) স্নেহ দুই রকমের—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, স্বরূপতঃ স্নেহ দুই রকমের—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ (স্থায়ি ॥ ৬২)।

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন—স্নেহের জাতিভেদ আছে, জাতিভেদে আস্বাদ-বিশেষও আছে। আস্বাদের ভেদেই ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ—এই দুই রকমের ভেদ। স্নেহ চিত্তকে দ্রব করে; কাহারও চিত্ত ঘৃততুল্য দ্রব হয়, কাহারও চিত্ত মধুতুল্য দ্রব হয়। চিত্তের ধর্ম্মবশতঃই এইরূপ ভেদ। চিত্তের জাতিভেদে স্নেহের জাতিভেদ। তথাপি, দুই রকম চিত্তে আবির্ভূত স্নেহের স্বাদুতাও দুই রকমেরই হইয়া থাকে। স্নেহ স্বরূপতঃ স্বাদু হইলেও একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাদুবস্তু বিভিন্ন লোককর্তৃক পাচিত হইলে যেমন স্বাদের উৎকর্ষও বিভিন্ন হয়, তদ্রূপ একই স্নেহ বিভিন্ন চিত্তে আবির্ভূত হইলেও তাহার স্বাদুত্ব বিভিন্ন হইয়া থাকে।

ঘৃতস্নেহ। যে স্নেহ অত্যন্ত আদরময়, তাহাকে ঘৃতস্নেহ বলে। ভাবান্তরের সহিত মিলিত হইলেই ঘৃতস্নেহ স্বাদুতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বয়ং স্বাদু নহে। এই স্নেহ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আদররূপ স্বাভাবিক শীতলত্ব-প্রযুক্ত ঘনীভূত হইয়া থাকে। ইহা ঘৃতের ন্যায় গাঢ় আদরময়; এজন্য ইহাকে ঘৃতস্নেহ বলে (উ. নী. ম. স্থায়ি॥ ৬৩-৬৪)।

তাৎপর্য। ঘৃতেরও নিজস্ব একটা স্বাদ আছে; কিন্তু আপনা-আপনি সেই স্বাদ অভিব্যক্ত হয় না, শর্করাদির যোগেই তাহা উদ্রিক্ত হয়। তদ্রূপ, হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া স্নেহেরও নিজস্ব একটা স্বাদ আছে। কিন্তু যে স্নেহ স্বভাবতঃ মধুর হইলেও আপনা-আপনি যাহার মধুরতা উদ্রিক্ত হয় না, পরন্তু ভাবান্তরের যোগেই যাহার স্বাদুতা উদ্রিক্ত হয়, তাহাকেই ঘৃতস্নেহ বলে। এই ভাবান্তর হইতেছে "কাদাচিৎক মধুস্নেহাভাস (শ্রীজীব)", অথবা "মদরূপ উষ্ণতার কিঞ্চিন্মাত্র আবির্ভূত হইলে যে মধুস্নেহাভাস জন্মে, তাহা (চক্রবর্তী)।" ঘৃতস্নেহ আপনা-আপনি তাহার স্বাদুতা উদ্রিক্ত করিতে পারে না; তাহা যখন মদরূপ উষ্ণতা বা মধুস্নেহাভাসের সহিত মিলিত হয়, তখনই তাহার স্বাদুতা উদ্রিক্ত হয়।

আবার শীতলত্বের যোগে ঘৃত যেমন ঘনীভূত হয়, তদ্রূপ ঘৃতস্নেহও স্নেহের বিষয় এবং আশ্রয় এতদুভয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে আদর, তদ্দারাই গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উ. নী. ম. স্থায়ি॥ ৬৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ এবং চক্রবর্তিপাদ উভয়েই বলিয়াছেন—"ঘৃতস্নেহ হইতেছে তদীয়তা-ভাবময়; আর মধুস্নেহ হইতেছে মদীয়তা-ভাবময়। ঘৃতস্নেহে যৎকিঞ্চিৎ মদীয়তাময়-ভাব থাকিলেও তাহা তদীয়তাময় ভাবের দ্বারা আবৃত থাকে; সুতরাং তাহার প্রাধান্য নাই।" কৃষ্ণকান্তা চন্দ্রাবলীর ঘৃতস্নেহ।

মধুস্নেহ। প্রিয়বিষয়ে মদীয়ত্বাতিশয়যুক্ত স্নেহকে মধুস্নেহ বলে (অর্থাৎ তুমি আমারই—এইরূপ ভাবের আতিশয্য যে স্নেহে, তাহার নাম মধুস্নেহ)। মধুস্নেহের মাধুর্য (স্বাদুতা) আপনা-আপনিই প্রকটিত হয়; ইহাতে নানাবিধ রসের সমাবেশ আছে; ইহা (আনন্দ-) মত্ততা জন্মায় এবং উষ্মা (গর্ব) ধারণ করে। গুণে মধুর সহিত সাম্য আছে বলিয়া ইহাকে মধুস্নেহ বলে (উ. নী. ম. স্থায়ি॥ ৬৮-৬৯)।

মধুর সহিত এই স্নেহের সাম্য এইরূপ। অন্য বস্তুর সংযোগ ব্যতীতই মধুর স্বাদুতার উপলব্ধি হয়; তদ্রূপ, ভাবান্তরের সংযোগ ব্যতীতই মধুস্নেহের মাধুর্য প্রকটিত হয়। মধুর মধ্যে সূক্ষ্মরূপে নানাবিধ ফুলের মধু থাকে; মধুস্নেহেও সূক্ষ্মরূপে নানাবিধ রস (স্বাদুবস্তু) বিদ্যমান থাকে। মধু মত্ততা জন্মায়; মধুস্নেহও আনন্দাধিক্যে মত্ততা জন্মায়। মধু উষ্মা জন্মায়; মধুস্নেহও গর্বাদিরূপ উষ্মা জন্মায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার লোচনরোচনী টীকায় লিখিয়াছেন—দুই রকমে রতির উদ্ভব হয়—"আমি তোমার" এবং "তুমি আমার।" ঘৃতস্নেহে "আমি তোমার"—এইরূপ তদীয়তাময় ভাব। আর মধুস্নেহে "তুমি আমার"—এইরূপ মদীয়তাময় ভাব। মধুস্নেহে মদীয়তাময় ভাবের আতিশয্য বিদ্যমান। ঘৃতস্নেহে যৎকিঞ্চিৎ মদীয়তাময় ভাব থাকিলেও তাহা তদীয়তাময় ভাবের দ্বারা আবৃত থাকে; এজন্য তাহা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না বলিয়া গণনীয় নহে।—শ্রীরাধাতে মধুস্নেহ বিরাজিত।

ঘ। মান

যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা-প্রাপ্তি হেতু নূতন নূতন মাধুর্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য (কৌটিল্য) ধারণ করে, তাহাকে বলে মান (উ. নী. ম. স্থায়ি॥ ৭১)।

পূর্বকথিত স্নেহ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়; তখন পূর্বানুভূত মাধুর্যও (প্রিয়ের মাধুর্য) নূতন বলিয়া অনুভূত হয়। তথাপি কিন্তু বাহিরে কৌটিল্য প্রকাশ করে। গাঢ়ত্ব-প্রাপ্ত স্নেহে যখন এ-সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তখন তাহাকে বলে মান।

সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল। এজন্য প্রেমই সময় সময় কৌটিল্য (বাম্য, বক্র-ব্যবহারের আকার) ধারণ করে; অবশ্য ইহা দ্বারা রসপুষ্টিই সাধিত হয়। এই জাতীয় কৌটিল্যের একটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

এক সময়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বিহার করিতেছিলেন। গাঢ় স্নেহবশতঃ শ্রীরাধার চিত্ত অতিশয়রূপে দ্রবীভূত হওয়ায় তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল। কিন্তু শ্রীরাধা তাঁহার চিত্তদ্রবতা গোপন করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "তোমার গো-সমূহের পদদ্বারা উত্থিত ধূলি আমার নয়নে পতিত হইয়াছে বলিয়াই আমার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতেছে।" (এ-স্থলে শ্রীরাধার গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত স্নেহ একটু কৌটিল্য ধারণ করিল—গাঢ় স্নেহের প্রভাবেই যে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাহা গোপন করার ইচ্ছা শ্রীরাধার চিত্তে জাগাইয়া দিল)। শ্রীরাধার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি ফুৎকার দ্বারা তোমার নয়নদ্বয় শীতল করিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চক্ষুতে ফুৎকার দিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন—"এক্ষণে তোমার মুখবায়ুতে কি হইবে? তুমি ক্ষান্ত হও। তুমি আমার প্রতি যে প্রীতি দেখাইতেছ, তাহা কপটতামাত্র।" ইহা বলিয়া শ্রীরাধা ভ্রূকুটি ধারণ করিলেন। (এ-স্থলেও গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত স্নেহ কৌটিল্য প্রকটিত করিয়া, "শ্রীকৃষ্ণের রাধাপ্রেম কপটতাময়"-এইরূপ ভাব প্রকাশ করাইয়া শ্রীরাধাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যেন একটু তিরস্কার করাইল এবং শ্রীরাধার ভ্রূকুটি জন্মাইল)। গাঢ় স্নেহের এতাদৃশ আচরণই হইতেছে মানের লক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতরে প্রচুর আনন্দসত্ত্বেও যে বাহিরে অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য—বাম্য, বক্রব্যবহার, ইহাই হইতেছে মানের প্রধান লক্ষণ।

(১) **মান দ্বিবিধ—উদাত্তমান এবং ললিতমান**

পূর্বে বলা হইয়াছে, স্নেহ দুই রকমের—ঘৃতস্নেহ এবং মধুস্নেহ। স্নেহ যখন গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া মানে পরিণত হয়, তখন মানও দুই রকমের হইবে—গাঢ়তাপ্রাপ্ত ঘৃতস্নেহজাত মান এবং গাঢ়তাপ্রাপ্ত মধুস্নেহজাত মান।

ঘৃতস্নেহজাত মানকে বলে **উদাত্তমান** এবং মধুস্নেহজাত মানকে বলে **ললিতমান**।

উদাত্তমানও আবার দুই রকমের—দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান এবং বাম্যগন্ধোদাত্ত মান। ললিত মানও দুই রকমের—কৌটিল্যললিত এবং নর্মললিত। উদাত্তমান চন্দ্রাবলীর এবং ললিতমান শ্রীরাধার।

৬। **প্রণয়**

মান গাঢ়তা লাভ করিয়া যখন বিস্রম্ভ ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে প্রণয় (উ. নী. ম. স্থায়ি॥ ৭৮)।

বিস্রম্ভ। এ-স্থলে বিস্রম্ভ-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"বিস্রম্ভঃ প্রিয়জনেন সহ স্বস্যাভেদমননম্—প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদ-মননই হইতেছে বিস্রম্ভ।" এই অভেদ-মনন কিন্তু সাযুজ্যমুক্তিকামীদের জীব-ব্রহ্মের অভেদ-মননের ন্যায় নহে; অর্থাৎ প্রিয় ও নিজেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন মনে করা নহে। তাহা হইতেও পারে না; কৃষ্ণপ্রেমের স্তর-বিশেষের নামই হইতেছে "প্রণয়"; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমের যে তাৎপর্য, তাহা প্রণয়েও থাকিবে। কৃষ্ণপ্রেমের তাৎপর্য হইতেছে—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান; সুতরাং তাহাতে প্রেমের আশ্রয় (ভক্ত) এবং প্রেমের বিষয় (শ্রীকৃষ্ণ)-এই উভয়ের পার্থক্যের জ্ঞান থাকিবেই; নচেৎ প্রীতিবিধানাত্মিকা সেবাই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। উভয়ের ঐক্যজ্ঞানে কে কাহার প্রীতিবিধান করিবে?

শ্রীপাদজীব-কথিত "অভেদ-মননের" তাৎপর্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বিস্রম্ভ-শব্দের অর্থ হইতেছে বিশ্বাস, অর্থাৎ সম্ভ্রমরাহিত্য। স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ, ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়ের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির ঐক্যভাবনা হইতেই এইরূপ সম্ভ্রমরাহিত্য জন্মে। প্রাণ-মন-আদির ঐক্যভাবনা সত্ত্বেও যে সময় সময় রোষাদি দৃষ্ট হয়, রসের স্বভাব বশতঃই তাহা সম্ভবপর হয়।"

প্রাণ-মন-আদির ঐক্যভাবনা এইরূপ। নিজের প্রাণরক্ষার জন্য যেরূপ ব্যস্ততা, প্রিয়ের প্রাণ রক্ষার জন্যও তদ্রূপ ব্যস্ততা। নিজের নিকটে যাহা সুখ বা দুঃখ বলিয়া মনে হয়, প্রিয়ের নিকটেও তাহা সুখ বা দুঃখ বলিয়া মনে হয়—এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের বুদ্ধিতে যাহা যেরূপ বলিয়া মনে হয়, প্রিয়ের বুদ্ধিতেও তাহা তদ্রূপ বলিয়া মনে হয়—এইরূপ ভাবনা। যাহাতে নিজের দেহে সুখ বা দুঃখ জন্মে, তাহাতে প্রিয়ের দেহেতেও সুখ বা দুঃখ জন্মে—এইরূপ ভাবনা; অথবা নিজের দেহের কোনও স্থলে নিজের পদস্পর্শ হইলে যেমন সঙ্কোচ জন্মে না, তদ্রূপ প্রিয়ের দেহে নিজের পদস্পর্শ হইলেও কোনওরূপ সঙ্কোচ জন্মে না। নিজের বস্ত্রাদিদ্বারা নিজের মুখ মুছিতে যেমন সঙ্কোচ জন্মে না, প্রিয়ের বস্ত্রাদিদ্বারা নিজের মুখ মুছিতেও তদ্রূপ সঙ্কোচ জন্মে না। ইত্যাদিই হইতেছে প্রাণমনো-দেহাদির ঐক্যভাবনা বা অভেদ-মনন। সঙ্কোচের অভাবই হইতেছে প্রণয়ের প্রাণ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"স্পষ্টভাবে সম্ভ্রমাদির যোগ্যতা থাকিলেও যে রতিতে তাহার গন্ধমাত্রও থাকে না, সেই রতিকেই বলে প্রণয় (৩৩৪৭)।"

প্রণয়েরও অনেক ভেদ আছে—মৈত্র প্রণয়, সখ্য প্রণয়। মানের প্রকারভেদে—সুমৈত্র প্রণয়, সুসখ্য প্রণয়।

চ। রাগ

পূর্বোল্লিখিত প্রণয়ই গাঢ়ত্ব লাভ করিয়া উৎকর্ষ ধারণ করিলে তাহাকে রাগ বলা হয়। তখন কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে অতিশয় দুঃখও সুখ বলিয়া অনুভূত হয়।

"প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ অতিশয় দুঃখকেও যদি সুখ বলিয়া চিত্তে অনুভূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাগ বলে (উ. নী. ম. স্থায়ি॥ ৮৪)।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন,—যে দুঃখ বরণ করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, সেই দুঃখও যে-স্থলে পরম সুখ বলিয়া মনে হয় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে যে-স্থলে সুখকেও দুঃখ বলিয়া মনে হয়, সে-স্থলেই বুঝিতে হইবে রাগের উদয় হইয়াছে।

(১) রাগ দ্বিবিধ—নীলিমা ও রক্তিমা

রাগ দুই রকমের—নীলিমা ও রক্তিমা (উ. নী. ম. স্থায়ি॥ ৮৬)।

রাগ-শব্দের একটি অর্থ হয়—বর্ণ, রং। নীলিমা ও রক্তিমা শব্দদ্বয়ে নীলবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূচিত করে। এই বর্ণদ্বয়ের স্বরূপের যেমন ভেদ আছে, প্রেমস্তর রাগেরও তদ্রূপ ভেদ আছে। এই ভেদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

নীলিমা রাগ। নীলীলতা ও শ্যামালতা হইতে যে রাগ (রং বা বর্ণ) জন্মে, তাহাকে নীলিমা বলে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ৮৭)।

নীলীলতা ও শ্যামালতা হইতেছে দুই রকমের লতার নাম। উভয় রকমের লতা হইতেই নীলবর্ণ রং জন্মে; তথাপি তাহাদের (দুই রকম নীলবর্ণের) ধর্মের পার্থক্য আছে। নীলীলতা হইতে জাত রংকে বলা হয় নীলীরাগ এবং শ্যামালতা হইতে জাত রংকে বলা হয় শ্যামারাগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলীরাগ। নীলীলতা হইতে জাত নীলীরাগের (নীলী রং-এর) ধর্ম ব্যয়সম্ভাবনা-হীন, অর্থাৎ অন্য রাগের (রং-এর) সহিত মিলিত হইলেও নীলীরাগ নষ্ট হয় না। নীলীরাগের (রং-এর) এই ধর্মের সাদৃশ্যে, কৃষ্ণরতির গাঢ় অবস্থারূপ যে রাগ সঞ্চারি ভাবের সহিত মিলিত হইলেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বলা হয় **নীলিমারাগ।** আবার, নীলীরাগ (রং) বাহিরে বিশেষ প্রকাশবান্ হয় না, উজ্জ্বল হয় না। ইহার সাদৃশ্যে, ঘৃতস্নেহের বিশেষ স্বাদুতা নাই বলিয়া ঘৃতস্নেহজাত যে রাগ বাহিরে বিশেষ প্রকাশবান্ হয় না, তাহাকে বলে **নীলিমারাগ।**

নীলীলতা হইতে জাত রাগ (রং) স্বলগ্ন রাগকে (নিজের সহিত মিলিত অন্য রংকে) আবৃত করিয়া রাখে, প্রকাশ পাইতে দেয় না। ইহার সাদৃশ্যে, রাগনামক যে প্রণয়োৎকর্ষ ঈর্ষ্যাদিকে বা মানাদিকে আবৃত করে, প্রকাশ পাইতে দেয় না, তাহাকে বলা হয় **নীলিমারাগ।**

এইরূপে জানা গেল—নীলীলতা হইতে জাত রং যেমন অন্য রংএর সহিত মিলিত হইলেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহা যেমন বাহিরে বিশেষ প্রকাশবান্ বা উজ্জ্বল হয় না এবং তাহা যেমন নিজের সহিত মিলিত অন্য রংকে আবৃত করিয়া রাখে, প্রকাশ পাইতে দেয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-রতির যে স্তরে, সঞ্চারিভাবের সহিত মিলিত হইলেও রতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, যে-স্তরে রতি বাহিরে বিশেষ প্রকাশ পায় না এবং যে স্তরে রতি ঈর্ষ্যাদিকে বা মানাদিকে আবৃত করিয়া রাখে, প্রকাশ পাইতে দেয় না, প্রেমের সেই স্তরকে বলে **নীলিমারাগ।**

ঘৃতস্নেহ হইতেই নীলিমা রাগ উদ্ভূত হয়। চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ—এতদুভয়ের মধ্যে যে রাগ দৃষ্ট হয়, তাহা নীলিমা রাগ (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ৮৯)।

শ্যামারাগ। শ্যামারাগ (শ্যামালতা হইতে জাত রং) ওষধিবিশেষের সেকের (পুটভাবনার) অপেক্ষা রাখে; ইহা নীলীরাগ হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশশীল এবং ইহা বহুকালে সাধ্য। তদ্রূপ যে রাগ-নামক প্রেমস্তর কৃত্রিম ভীরুতার অপেক্ষা রাখে এবং মানের দীর্ঘকাল পরে যাহা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের ইচ্ছা জাগাইয়া সেই ইচ্ছাকে উৎকণ্ঠায় পরিণত করে, তাহাকে বলে শ্যামারাগ; শ্যামারাগও (রং ও) নীলবর্ণ বলিয়া তাহার সহিত সাদৃশ্যে উল্লিখিত প্রেমস্তরকে বলা হয় নীলিমা রাগ।

রক্তিমারাগ। রক্তিমারাগ—লালবর্ণের রং। কুসুম্ভ হইতেও লাল রং হয়, মঞ্জিষ্ঠা হইতেও লাল রং হয়। এই দুই রকমের রক্তবর্ণ রং-এর সহিত সাদৃশ্যবশতঃ প্রণয়োৎকর্ষরূপ রাগও দুই রকমের হইতে পারে—কুসুম্ভরাগ ও মঞ্জিষ্ঠারাগ।

কুসুম্ভরং বস্ত্রের সহিত যুক্ত হইলেই অতিশীঘ্র তাহাতে লাগিয়া থাকে। কুসুম্ভ রং-এর সহিত অন্য রং মিলিত হইলেও কুসুম্ভ রং সেই আগন্তুক রং-এর শোভা প্রকাশ করিয়া নিজেও যথোচিত শোভা ধারণ করে। কুসুম্ভরং-এর সহিত সাদৃশ্যবশতঃ, প্রণয়োৎকর্ষরূপ যে রাগ শ্রীকৃষ্ণের নামাদি শ্রবণমাত্রেই চিত্তকে কৃষ্ণে নিবদ্ধ করে এবং অন্য ভাবের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলিত হইলেও সেই ভাবের শোভা প্রকাশ করিয়া নিজেও যথোচিত শোভা ধারণ করে, তাহাকে **কুসুম্ভ রাগ** বলে।

মঞ্জিষ্ঠা হইতে জাত রং কোনও প্রকারেই নষ্ট হয় না; ইহা অন্য কোনও দ্রব্যের (পুটভাবনাদির) অপেক্ষা রাখে না এবং স্বীয় কান্তিতেই সর্বদা বৃদ্ধিশীল থাকে। ইহার সহিত সাদৃশ্যে প্রণয়োৎকর্ষরূপ যে রাগ—কোনও প্রকারেই নষ্ট হয় না (যাহা অহার্য—অনপহরণীয়; স্বরূপতঃই অবিনাশী), যে রাগ স্বতঃসিদ্ধ (অনন্যসাপেক্ষ), যে রাগ সর্বদাই উজ্জ্বল থাকে, কখনও মলিন হয় না, বরং যাহার ঔজ্জ্বল্য সর্বদা বর্ধিত হইতে থাকে, তাহাকে বলে মঞ্জিষ্ঠা রাগ।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়ের পরস্পর-বিষয়ে যে রাগ, তাহা হইতেছে **মঞ্জিষ্ঠা রাগ** (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ৯৭)।

ছ। অনুরাগ

গাঢ়ত্ববশতঃ যে রাগ নিজে নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া সর্বদা অনুভূত প্রিয়কে (প্রীতির বিষয়কে) নূতন নূতন ভাবে অনুভব করায়, তাহাকে বলে অনুরাগ (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১০২)।

পূর্বকথিত প্রণয়োৎকর্ষরূপ রাগের গাঢ় অবস্থাই অনুরাগ। গাঢ়তা প্রাপ্তির ফলে রাগ যখন অনুরাগে পরিণত হয়, তখন তাহা নিজেও নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে এবং প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধুর্যাদি—যাহা পূর্বেও বহুবার অনুভূত বা আস্বাদিত হইয়াছে, সে-সমস্তকেও—নূতন নূতন ভাবে অনুভব বা আস্বাদন করাইয়া থাকে, যেন পূর্বে কখনও এ-সমস্তের আস্বাদন করা হয় নাই, এইরূপ ভাব জন্মাইয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যাদির আস্বাদনের জন্য অনুরাগাভিভূত-চিত্ত-ভক্তের বলবতী লালসাকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করিতে থাকে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যাদির আস্বাদনের তৃষ্ণা কখনও উপশান্ত হয় না, বরং ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর॥ চৈ. চ. ১।৪।১৩০॥"

(১) অনুরাগের ক্রিয়া

অনুরাগের ক্রিয়াসম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—পরস্পরের বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণিমধ্যেও জন্মলাভের নিমিত্ত বলবতী লালসা এবং বিপ্রলম্ভেও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি প্রভৃতি হইতেছে অনুরাগের ক্রিয়া (স্থায়ি॥ ১০৫)।

পরস্পরবশীভাব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্ত—এতদুভয়ের পরস্পরবশীভাব, পরস্পরের নিকটে পরস্পরের প্রেমবশ্যতা। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলেন, প্রেমাদিতেও পরস্পর-বশীভাব আছে; কিন্তু অনুরাগের বশীভাবের বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান; এই বশীভাব হইতেছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্পরের নবনবায়মান বশীভাবত্ব। অনুরাগে পরস্পরের বশীভাবও প্রতি মুহূর্তে নবনবায়মান হইয়া থাকে।

চক্রবর্তিপাদ বলেন, প্রেমাদিতে নায়কের (শ্রীকৃষ্ণের) বশীভাব স্পষ্ট; লজ্জা, অবহিত্থা (স্বীয় মনোভাব-গোপনের চেষ্টা) প্রভৃতিবশতঃ নায়িকার অবশীভাবই প্রকাশ পায়। অনুরাগে কিন্তু তৃষ্ণাধিক্যহেতু অবহিত্থাদির অবকাশ থাকে না বলিয়া নায়িকার বশীভাবও স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহাই হইতেছে প্রেমাদি হইতে অনুরাগের বশীভাবের বৈলক্ষণ্য।

প্রেমবৈচিত্ত্য-শব্দের অর্থ হইতেছে—প্রেমজনিত বিচিত্ততা, চিত্তের অন্যথাভাব। প্রিয় শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও একটী বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই বিষয়েই চিত্তের—সমস্ত চিত্তবৃত্তির—গাঢ় তন্ময়তা জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও অন্য বিষয়ের কথা মনে জাগে না; তখন শ্রীকৃষ্ণ অতি নিকটে উপস্থিত থাকিলেও তাহা জানিতে পারা যায় না; তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণবিরহের আর্তিতেও অভিভূত হইয়া পড়া যায়। প্রেমের উৎকর্ষ যে-স্থলে, সেই-স্থলেই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে প্রেমবৈচিত্ত্য।

উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—"প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত থাকিয়াও প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদের ভয়ে যে আর্তি (পীড়া), তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য (প্রেমবৈচিত্ত্য ॥ ৫৭)।"

অপ্রাণীতে জন্মলালসা—প্রাণহীন বস্তুতেও জন্মলাভের জন্য বলবতী বাসনা। অনুরাগের উৎকর্ষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য বাসনা এতই বলবতী হয় যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে প্রাণহীন-বস্তুরূপে জন্মগ্রহণের জন্যও বাসনা জাগ্রত হয়।

বিপ্রলম্ভেও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি। অনুরাগের উৎকর্ষের ফলে বিপ্রলম্ভকালেও (শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ-সময়েও) সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি হইয়া থাকে (শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র থাকাকালেও সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্ট হয়েন)।

জ। ভাব বা মহাভাব

অনুরাগই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া যখন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ ধারণ করে, তখন তাহাকে ভাব বা মহাভাব বলে। ভাবের লক্ষণ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—"অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥ স্থায়ি ॥ ১০৯ ॥—পূর্ব্বকথিত অনুরাগ স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া যদি প্রকাশিত হয় এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভাব বলা হয়।"

ইহা হইতে জানা গেল—অনুরাগোৎকর্ষের একটী বিশেষ অবস্থার নামই ভাব বা মহাভাব। এই বিশেষ অবস্থায় অনুরাগ—(১) স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হয়, (২) প্রকাশিত হয় এবং (৩) যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয়। এক্ষণে স্বসম্বেদ্যদশা, প্রকাশিত এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তি—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনটী শব্দের তাৎপর্য কি, শ্রীপাদজীবগোস্বামীর লোচনরোচনী টীকা এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আনন্দচন্দ্রিকা টীকার আনুগত্যে তাহা বিবেচনা করা যাউক।

স্বসম্বেদ্যদশা। সম্বেদ্য—সম্বেদনের যোগ্য। সম্বেদন-শব্দের অর্থ—সম্যক্‌রূপে জানা (বিদ্‌-ধাতুর অর্থ—জানা), বা সম্যক্‌রূপে অনুভব করা। সম্বেদ্য-শব্দের অর্থ—সম্যক্‌রূপে অনুভবের যোগ্য। স্ব-অর্থ—নিজ। স্ব-সম্বেদ্য—নিজের দ্বারা নিজের যে অনুভব, সেই অনুভবের যোগ্য। স্ব-সম্বেদ্যদশা—অনুরাগের যে অবস্থাটী (দশাটী) অনুরাগের নিজের অনুভবযোগ্য, তাহাই তাহার স্ব-সম্বেদ্যদশা।

অনুরাগ-দশার তিনটী স্বরূপ—ভাব, করণ ও কর্ম। ভাব-স্বরূপে—এই অনুরাগোৎকর্ষ হইতেছে আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ; অনুরাগের উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদি অনুভূত হয়, তখন মাধুর্যাদির আস্বাদনাধিক্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তাঁহার নিজের স্মৃতিও থাকে না, আস্বাদ্য মাধুর্যাদির স্মৃতিও থাকে না; থাকে কেবল আস্বাদনের বা অনুভবের জ্ঞান। এই অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষই যেন একমাত্র অনুভবে বা একমাত্র অনুভবের আনন্দে, পর্যবসিত হয়। ইহাই অনুরাগোৎকর্ষের ভাবস্বরূপ।

তারপর করণ-স্বরূপ। করণ-অর্থ—উপায়; যদ্দ্বারা বা যাহার সহায়তায় কোনও কাজ করা হয়, তাহাই তাহার করণ। যেমন, লাঠিদ্বারা কাহাকেও আঘাত করা হইলে লাঠিই হইবে আঘাতের করণ। সংবিদংশে অনুরাগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদি আস্বাদন করা হয়। "প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের কারণ॥ চৈ. চ., ১।৪।৪৪॥" সুতরাং অনুরাগ হইল শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদি আস্বাদনের করণ। এই অনুরাগ যখন সর্বোৎকর্ষ-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাদিও সর্বোৎকর্ষে আস্বাদিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যাদি সর্বোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হয় করণ।

সর্বশেষে কর্ম-স্বরূপ। যাহা করা যায়, তাহা কর্ম। যাহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহা আস্বাদনের কর্ম। অনুরাগোৎকর্ষ দ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদি আস্বাদন করা যায়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদির আস্বাদনের দ্বারাও অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। "গোপী-গণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥ গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥ চৈ. চ. ১।৪।১৫৭-৫৮॥" গোপীদিগের এই যে আনন্দ, তাহাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য-আস্বাদনের প্রভাবে স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ আনন্দ। অনুরাগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যা-স্বাদনের প্রভাবে অনুরাগোৎকর্ষও অসমোর্দ্ধ্বরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধা-প্রেম দোঁহে হোড় করি। অন্যোন্যে বাড়য়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥ চৈ. চ. ১।৪।১২৪॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অবস্থায়—ভাব, করণ ও কর্ম স্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং তাহাদের অনুভবে পূর্ণতম আনন্দ জন্মে, অনুরাগের সেই অবস্থাকেই স্ব-সম্বেদ্যদশা বলে।

রতির পরমোৎকর্ষাবস্থাই হইতেছে অনুরাগ। রতি হ্লাদিনী সংবিৎপ্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া অনুরাগেও হ্লাদিনী ও সংবিৎ আছে। হ্লাদিনী আনন্দ জন্মায়, সংবিৎ তাহার জ্ঞান বা অনুভব জন্মায়। তাহার ফলে অনুরাগের উল্লিখিত স্বরূপত্রয় হইতেছে এইরূপ:— প্রথমে হ্লাদাংশে স্ব-সম্বেদ্যরূপত্ব; তাহার পরে, সংবিদংশে কৃষ্ণাদিকর্মক-সংবেদনরূপত্ব; তাহার পরে, তদুভয়াংশে সংবেদ্যরূপত্ব। বস্তুতঃ রতি নিজেই আস্বাদ-স্বরূপা; তাহাই আবার কৃষ্ণাদি-কর্মকাস্বাদের হেতু হইয়া থাকে।

হ্লাদিনী-সংবিতের বৃত্তি বলিয়া রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্যন্ত সমস্ত প্রেমস্তরই স্বসম্বেদ্য। অনুরাগেরও সকল দশাই স্বসম্বেদ্য। অনুরাগ যখন স্বীয় উৎকর্ষদশা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা মহাভাবে পরিণত হয়; অর্থাৎ অনুরাগের স্বসম্বেদ্যত্বের চরমোৎ-কর্ষদশাই হইতেছে মহাভাব।

প্রকাশিত—প্রকাশপ্রাপ্ত। উদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবদ্বারা বাহিরে অভিব্যক্ত। অনুরাগের চরমোৎকর্ষাবস্থায় যদি অশ্রু-কম্প-স্বেদাদি সাত্ত্বিকভাব-সমূহের পাঁচ, ছয়, অথবা সকলভাবই যুগপৎ উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই অনুরাগকে প্রকাশমান বা প্রকাশিত বলা হয়।

যাবদাশ্রয়বৃত্তি। যাবৎ-অর্থ—যে পর্যন্ত, বা যে পরিমাণ, যত যত। আশ্রয়—অনুরাগের আশ্রয়; সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত—ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণানুরাগের আশ্রয়। আর, বৃত্তি-অর্থ —ব্যাপার, বা ক্রিয়া। সুতরাং "যাবদাশ্রয়বৃত্তি"-শব্দের অর্থ হইল—যে পর্যন্ত আশ্রয় আছে অর্থাৎ যত যত সাধক-ভক্ত ও সিদ্ধভক্ত আছেন, তাঁহাদের সকলের উপরেই ক্রিয়া বা প্রভাব যাহার, তাহাই যাবদাশ্রয়বৃত্তি। অনুরাগ পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া যখন এইরূপ হয় যে, ঐ অনুরাগ বিকাশের সময়ে সাধক-ভক্ত বা সিদ্ধভক্ত যে কেহ নিকটে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তেই যথাযথ ভাবে ঐ অনুরাগোৎকর্ষ তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তখনই বলা যায় যে, ঐ অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্র-মিলনে ব্রজদেবীদিগের অনুরাগোৎকর্ষের প্রভাবে নিকটবর্তী সকলের চিত্তই বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এই বিক্ষোভ অবশ্য সকলের চিত্তে সমান নহে; যাঁহার চিত্ত যতটুকু অনুরাগোৎকর্ষ গ্রহণ করার যোগ্য, তাঁহার চিত্তে ততটুকু ক্রিয়াই প্রকাশ পায়।

অথবা, আশ্রয়-অর্থ—অনুরাগের আশ্রয়, অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনুরাগ উৎকর্ষ লাভ করে। রাগই হইল অনুরাগের ভিত্তি বা আশ্রয়; প্রেমবিকাশে রাগের পরবর্তী স্তরই অনুরাগ। যাবৎ—ইয়ত্তা বা সীমা। "যাবৎ পাত্র থাকে, তাবৎ ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর”-এই বাক্যে যাবৎ-শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাবদাশ্রয়েও সেই অর্থই হইবে। আর, বৃত্তি-শব্দের অর্থ—বর্তমানতা, সত্তা। অনুরাগ বর্ধিত হইয়া যখন রাগ-বিকাশের চরমসীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়, তখনই অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যখন এমন অবস্থায় আসে যে, সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাদির জন্য অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া চিত্তে অনুভূত হয়, তখন প্রেমের সেই অবস্থাকে বলে রাগ। তাহা হইলে দুঃখের পরম-কাষ্ঠাকেও যে অবস্থায় সুখের পরমকাষ্ঠা বলিয়া চিত্তে অনুভূত হয়, সেই অবস্থাটীই হইবে রাগের চরম-ইয়ত্তা। অনুরাগ যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে যাবদাশ্রয়বৃত্তি বলা যায়।

কুলবতীদিগের পক্ষে আর্যপথ-ত্যাগের তুল্য দুঃখজনক আর কিছুই নাই। আর্যপথ রক্ষা করার জন্য তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগের দুঃখকেও অম্লান-বদনে অঙ্গীকার করিতে পারেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য স্বজন-আর্যপথাদিও অম্লান-বদনে ত্যাগ করিয়াছেন, আর্যপথ-ত্যাগের পরম দুঃখকেও পরমসুখ বলিয়া, তাঁহারা চিত্তে অনুভব করিয়াছেন। কুলবতী ব্রজসুন্দরীগণের এই অবস্থাটীই তাঁহাদের অনুরাগের যাবদাশ্রয়-বৃত্তিত্ব সূচিত করিতেছে।

“যাবদাশ্রয়-বৃত্তি”-শব্দের উল্লিখিত উভয় অর্থই গ্রহণীয়। পরের অর্থটী পূর্ব অর্থের অনুভাব।

আলোচনার নিষ্কর্ষ—ভাব

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ভাব (বা মহাভাব) হইতেছে অনুরাগোৎকর্ষের সেই অবস্থাটী—যেই অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের আনন্দ পূর্ণতমরূপে অনুভব করা যায়, যেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যানুভবদ্বারা অনুরাগের পরমোৎকর্ষজনিত সুখও পূর্ণতমরূপে অনুভব করা যায়, এবং যেই অবস্থায় এই আস্বাদনদ্বয়ের মিলনে, আস্বাদনের চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া আস্বাদক নিজের ও আস্বাদ্যবস্তুর কথা ভুলিয়া কেবল আস্বাদন-মাধুর্যই অনুভব করিতে পারেন; আর অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাবনিচয়ের পাঁচ, ছয়, বা সমুদয়ই একই কালে দেহে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কুলবতীগণ অম্লানবদনে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বজনার্য-পথাদি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, এবং অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় নিকটবর্তী সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্তাদি সকলের চিত্তেই যথাযথভাবে অনুরাগোৎকর্ষ আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

স্বয়ংভগবানে যেমন পুরুষাদি সমস্ত অবতারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ভাবে (বা মহাভাবেও) রতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রীতিস্তরের লক্ষণ বিরাজিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) একমাত্র-ব্রজদেবীগণই মহাভাবের আশ্রয়। মহিষীদিগের পক্ষে ইহা অতি দুর্লভ

মহাভাব-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,—"মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥ স্থায়ি॥ ১১১॥—পূর্বকথিত ভাব মুকুন্দমহিষীগণের পক্ষেও অতি দুর্লভ। ইহা কেবলমাত্র ব্রজদেবীদিগেরই সংবেদ্য (ব্রজদেবীদিগের মধ্যেই ইহা সম্ভব)। ইহা (এই ভাব) মহাভাব-নামে কথিত হয়।"

চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—ব্রজের প্রেম-স্নেহাদিও মহিষীগণের পক্ষে দুর্লভ। দ্বারকা-মহিষীদিগের প্রেম-স্নেহাদি ব্রজের প্রেম-স্নেহাদি হইতে জাতিতেও ন্যূন এবং পরিমাণেও ন্যূন। এজন্য ব্রজের প্রেম-স্নেহাদিও তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ; সুতরাং মহাভাব হইতেছে তাঁহাদের পক্ষে অতি দুর্লভ।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মতে ভাব এবং মহাভাব যে একই পর্যায়ভুক্ত—একার্থক, উজ্জ্বলনীলমণির পূর্বোল্লিখিত শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, ভাবই মহাভাব-নামে কথিত হয়।

(২) মহাভাবের স্বরূপগত মহিমা

মহাভাবের মহিমাসম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন,—"বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ॥ স্থায়ি॥ ১১২॥—মহাভাব হইতেছে বরামৃতস্বরূপশ্রী এবং ইহা মনকে নিজের স্বরূপতা প্রাপ্ত করায়।"

এই শ্লোকে মহাভাবের মহিমার দুইটী বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে—"বরামৃতস্বরূপশ্রী"-শব্দে মহাভাবের মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য এবং "স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ"-বাক্যে মহাভাবের প্রভাবের বৈশিষ্ট্য। "বরামৃতস্বরূপশ্রী"-শব্দে মাধুর্যের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্যটী এই। লৌকিক বস্তুসমূহের মধ্যে যেমন অমৃত অপেক্ষা আস্বাদ্য বস্তু আর কিছু নাই, তদ্রূপ প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও মহাভাব অপেক্ষা আস্বাদ্য বা মধুর আর নাই। মহাভাবের স্বরূপগত সম্পত্তিই হইতেছে বরামৃত। বর (শ্রেষ্ঠ, বরণীয়—স্বর্গের অমৃতের পক্ষেও বরণীয়) অমৃতই হইতেছে স্বরূপগত-শ্রী (সম্পত্তি) যাহার, তাহাই হইতেছে বরামৃতস্বরূপশ্রী। মহাভাব হইতেছে এতাদৃশ অতুলনীয় অনির্বচনীয় মাধুর্যময়; মহাভাবের মাধুর্যের নিকটে স্বর্গের অমৃতের মাধুর্যও তুচ্ছ।

হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া রতি হইতেছে স্বরূপতঃই আস্বাদ্য (রতিরানন্দরূপৈব—ভ. র. সি.)। রতির গাঢ়তাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আস্বাদ্যত্ব বা মাধুর্যও বর্ধিত হইতে থাকে। মহাভাব গাঢ়তম বলিয়া মহাভাবের মাধুর্যও হইবে সর্বাতিশায়ী—অসমোর্ধ্ব। তাহার এই সর্বাতিশায়ী মাধুর্য অপর কোনও বস্তুর সংযোগে উদ্ভূত নহে; ইহা মহাভাবের স্বরূপগত মাধুর্য, চিনির বা মিছরীর মিষ্টত্বের ন্যায় বস্তুগত মাধুর্য। এতাদৃশ অতুলনীয়, অনির্বচনীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাধুর্যই হইতেছে মহাভাবের নিজস্ব বা স্বরূপগত সম্পত্তি। ইহা হইতেছে মহাভাবের একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তারপর প্রভাবগত বৈশিষ্ট্যের কথা। "স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ"-বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে। এই মহাভাব মনকে নিজের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায়, স্বরূপগত-মাধুর্যবিশিষ্ট করে। যাঁহাদের মধ্যে মহাভাব বিরাজিত, তাঁহাদের মন মহাভাবাত্মক হইয়া যায়, মহাভাবের ন্যায় "বরামৃতস্বরূপশ্রী" হইয়া যায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও—মনের বৃত্তি বলিয়া এবং মনের দ্বারাই চালিত হয় বলিয়া, মনের ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও—মহাভাবাত্মক হইয়া যায়, মহাভাবের অপূর্ব মাধুর্য প্রাপ্ত হয়। এজন্যই মহাভাববতীদিগের সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সুখদায়ক হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই—এমন কি তাঁহাদের কৃত তিরস্কারাদিতেও—শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-চমৎকারিতা অনুভব করিয়া তাঁহাদের বশীভূত হইয়া পড়েন। "প্রিয়া যদি মনে করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।—শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥ চৈ. চ. ১।৪।২৩॥"

(৩) মহাভাব দ্বিবিধ—রূঢ় এবং অধিরূঢ়

অভিব্যক্তির ক্রম-অনুসারে মহাভাব দুই রকমের—রূঢ় মহাভাব এবং অধিরূঢ় মহাভাব (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১১৩)।

ঝ। রূঢ় মহাভাব

মহাভাবের প্রথম অবস্থাকে রূঢ় মহাভাব বলে। "তত্র প্রথমাবস্থারূপং রূঢ়ভাবমাহ॥ টীকায় শ্রীজীব॥"

মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিক ভাবসকল (অশ্রু-কম্প-পুলকাদি) উদ্দীপ্ত হয় (১০।৭-ঘ-অনু), তাহাকে রূঢ়ভাব (রূঢ় মহাভাব) বলা হয় (উ. নী. স্থায়ি॥ ১১৪)।

অশ্রু-কম্পাদি আটটী সাত্ত্বিক ভাবের পাঁচটী, বা ছয়টী, বা সমুদয় সাত্ত্বিক ভাব যদি একই সময়ে উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলা হয় (১০।৭ ঘ-অনু)।

তাহা হইলে বুঝা গেল, মহাভাবের যে অবস্থায় পাঁচটী, ছয়টী, বা সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব একই সময়ে উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাকে রূঢ় মহাভাব বলে। মহাভাবের প্রথম উদয়েই এইরূপ হইয়া থাকে।

(১) রূঢ় মহাভাবের লক্ষণ

মহাভাববতীদিগের মধ্যে রূঢ় ভাব উদিত হইলে কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা তাহা জানা যায়। এই লক্ষণ দুই রকমের—শরীরগত এবং চিত্তগত। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকবশতঃ যে লক্ষণগুলি দেহে প্রকাশ পায়, সেগুলি হইতেছে **শরীরগত লক্ষণ**।

আর, মহাভাবের প্রথম উদয়ে চিত্তে যে-সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেগুলি হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তগত লক্ষণ ; যথা—**নিমিষের অসহিষ্ণুতা** (শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সময়ে চক্ষুর নিমিষও সহ্য হয় না—এই সময়টুকুতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হয় না বলিয়া), **আসন্ন-জনসমূহের হৃদয়-বিলোড়ন** (যে-স্থলে রূঢ় মহাভাব বিকশিত হয়, সে-স্থলের নিকটে অবস্থিত লোকসমূহের চিত্তেও রূঢ় ভাব স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া যথাযথভাবে সকলের চিত্তে ক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে), **কল্পক্ষণত্ব** (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়ে পরমানন্দের আবেশে কল্পপরিমিত সময়কেও নিমিষতুল্য মনে হইয়া থাকে), **শ্রীকৃষ্ণের সৌখ্যেও আর্তির আশঙ্কায় খিন্নত্ব** (শ্রীকৃষ্ণ সুখে থাকিলেও তাঁহার আর্তির বা দুঃখের আশঙ্কায় খেদের উদয় হয়), **মোহাদির অভাবেও আত্মাদি সর্ব-বিস্মরণ** (লোক যখন মোহাদি প্রাপ্ত হয়, তখন অহন্তাস্পদ এবং ইদন্তাস্পদ সমস্ত বস্তুর কথা ভুলিয়া যায়; কিন্তু মহাভাবের একটী অপূর্ব লক্ষণ এই যে, ইহার প্রথম অবস্থাতেই মোহাদির—মোহ, আবেগ, বিষাদাদির—অভাবেও মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণ, শ্রীকৃষ্ণগুণাদির অতিশয় স্মৃতি-বশতঃ, অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়েন) এবং **ক্ষণকল্পতাদি** (শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিয়োগ-কালে দুঃখের আতিশয্যবশতঃ অতি-অল্পপরিমিত সময়কেও কল্পপরিমিত সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হওয়া)। এ-স্থলে **আদি-শব্দে কৃষ্ণাবির্ভাবকারিতা** বুঝায় (উ. নী. ম. স্থায়ি॥ ১২২); অর্থাৎ রূঢ় মহাভাবের এমনি প্রভাব যে, ইহা শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভাবিত—সম্মুখে দর্শনের বিষয়ীভূত—করাইতে পারে।

ঞ। অধিরূঢ় মহাভাব

যাহাতে (অর্থাৎ মহাভাবের যে অবস্থায়) অনুভাব-সকল রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব-সকল হইতেও এক অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বলে অধিরূঢ় ভাব (বা অধিরূঢ় মহাভাব)। (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১২৩॥)

রূঢ় মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয়, অর্থাৎ পাঁচটী, ছয়টী, বা সকল সাত্ত্বিক-ভাব একই সময়ে উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অধিরূঢ় মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবগুলি তাহা অপেক্ষাও এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তাহাদের পরমোৎকর্ষ আরও বেশী রকমে বর্ধিত হয়। কিন্তু অধিরূঢ় মহাভাবেও সাত্ত্বিক ভাবসকল সুদ্দীপ্ত হয় না, মোহনেই সুদ্দীপ্ত হয় (চক্রবর্তিপাদ)। মোহনের লক্ষণ পরে কথিত হইবে (১০।১৪-অনু)।

রূঢ়-মহাভাবের চিত্তগত লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, অধিরূঢ় মহাভাবে সেই লক্ষণগুলিও এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

শ্রীরাধার অধিরূঢ় মহাভাবের অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পার্বতীর নিকটে মহাদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম হইতেছে এই যে—"বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ভগবদ্ধামে অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যত সুখ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তৎসমস্তকে যদি একই স্থানে একই সঙ্গে স্তূপীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভূত সুখসিন্ধুর এক বিন্দুর আভাসতুল্যও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে না। আবার, বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামে অতীতকালে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে, ভক্তগণের প্রেমোৎকণ্ঠাজনিত দুঃখ যত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে এবং অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে নরক-যন্ত্রণাদি যত দুঃখ ঐ তিনকালে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তৎসমস্তকে যদি একই স্থানে একই সঙ্গে স্তূপীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও শ্রীরাধিকা-প্রেমোদ্ভূত দুঃখসমুদ্রের এক কণিকার আভাসতুল্যও হইবে না। এইরূপ অত্যধিকই হইতেছে অধিরূঢ়-ভাবোত্থ সুখ-দুঃখের অনির্বচনীয়তা (উ. নী. স্থায়ি॥ ১২৪)।”

(১) অধিরূঢ় মহাভাব দ্বিবিধ—মোদন ও মাদন

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, অধিরূঢ় মহাভাব দুই রকমের—মোদন ও মাদন (স্থায়ি॥ ১২৫)।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—নিরুক্তিবলে জানা যায়, মোদন ও মাদন সম্ভোগ-কালেই উদিত হয়। মুদ্-ধাতু হইতে মোদন-শব্দ নিষ্পন্ন। মুদ্-ধাতুর অর্থ—হর্ষ; সুতরাং মোদনে হর্ষ—মিলনজনিত বা সম্ভোগজনিত আনন্দ সূচিত হইতেছে। আর, মদ্-ধাতু হইতে মাদন-শব্দ নিষ্পন্ন; মদ্-ধাতুর অর্থ—মত্ততা। সুতরাং মাদন-শব্দে দিব্যমধুবিশেষবৎ মত্ততাজনকত্ব—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনানন্দজনিত মত্ততা বুঝায়।

এক্ষণে প্রথমে মোদন এবং পরে মাদন-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ট। মোদন

অধিরূঢ় মহাভাবে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা—উভয়ের মধ্যেই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল সৌষ্ঠব ধারণ করে, তখন তাহাকে বলা হয় মোদন (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১২৫)।

রূঢ় মহাভাবেও সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয় (১০।৭ঘ-অনু); অধিরূঢ় মহাভাবে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। অধিরূঢ় ভাবের উদয়ে যদি শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ের মধ্যেই সেই বৈশিষ্ট্য সৌষ্ঠব ধারণ করে—সেই বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হয়—তাহা হইলে তখন সেই অধিরূঢ় মহাভাবকে বলা হয় মোদন। এইরূপে বুঝা যাইতেছে—অধিরূঢ় মহাভাব গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াই মোদন-নামে অভিহিত হয়।

উজ্জ্বলনীলমণিতে ললিতমাধব-নাটকের একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতে মোদনে উদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক-ভাবসমূহের বৈশিষ্ট্য-সৌষ্ঠব প্রদর্শিত হইয়াছে। ললিতমাধব-নাটকের শ্লোকটীর অনুবাদ এ-স্থলে প্রদত্ত হইতেছে :—“(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-বর্ণন-প্রসঙ্গে নববৃন্দা বলিয়াছেন) যাহাতে কল (মধুর এবং অস্ফুট) কণ্ঠনাদ প্রকাশ পাইতেছে, যাহাতে স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাবের অতুলনীয় শোভা প্রকাশ পাইতেছে, যাহাতে ভূরিপরিমাণে রোমোদ্গম উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, যাহা স্বেদাম্বুরূপ মুক্তাফলের দ্বারা ফলিত হইয়াছে, যাহা উদ্গত বাষ্প-(অশ্রু-) রূপ মকরন্দযুক্ত এবং নিশ্চল হইয়াও যাহা বিলাসবশতঃ কম্পিত হইতেছে, শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেই উল্লাসরূপ কল্পবৃক্ষ চিরকালাবধি বিরাজ করিতেছে। উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১২৬॥”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-স্থলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধার মধ্যে আবির্ভূত মোদনের প্রভাবে শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধ্যে যে উল্লাস-প্রাচুর্য জন্মিয়াছে, তাহাকে কল্পবৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কল্পবৃক্ষ যেমন সকলের অভীষ্ট পূরণ করে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের উল্লাসও তদ্রূপ পরস্পরের এবং তাঁহাদের পরিকরবর্গের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকে। কল্পবৃক্ষে অবস্থিত কলকণ্ঠ (কোকিল) যেমন মধুর শব্দ বিস্তার করে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের উল্লাস-প্রাচুর্যের ফলেও তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে মধুর এবং অস্ফুট শব্দ নির্গত হইতেছে, উল্লাসের আধিক্যে তাঁহারা স্পষ্টরূপে কোনও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না (ইহা দ্বারা স্বরভেদ-নামক সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ সূচিত হইতেছে)। কল্পবৃক্ষের মূলের উপরিতন অংশ হইতেছে স্তম্ভাকৃতি। উল্লাসের প্রাচুর্যবশতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধ্যে স্তম্ভ-নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে তাঁহারা কল্পবৃক্ষের ন্যায় অতুলনীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন। কল্পবৃক্ষে যেমন প্রচুর পরিমাণে কড়ম্ব থাকে, উল্লাসাধিক্যে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অঙ্গেও প্রচুর পরিমাণে রোমাঞ্চ উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছে। কল্পবৃক্ষে যেমন ফল জন্মে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের উল্লাসরূপ কল্পবৃক্ষেও ফল জন্মিয়াছে—মুক্তা ফল, মুক্তার ন্যায় অতি সুন্দর ফল; তাঁহাদের অঙ্গের স্বেদবিন্দুই মুক্তার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে এবং তাঁহাদের অঙ্গের শোভাকেও বর্ধিত করিয়াছে। কল্পবৃক্ষ হইতে যেমন মধু ক্ষরিত হয়, উল্লাসাধিক্যে তাঁহাদের নয়ন হইতেও তদ্রূপ অশ্রুধারারূপ মধু ক্ষরিত হইতেছে। কল্পবৃক্ষ স্বভাবতঃ স্থির—নিশ্চল—থাকে; কিন্তু পক্ষিগণের ভ্রমণের ফলে তাহা বা তাহার শাখাদি বিচলিত হয়। তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবও স্বভাবতঃ স্থির, অচঞ্চল; কিন্তু মোদনের আবির্ভাবে বিলাসের প্রভাবে তাঁহারাও কম্পবান্ হইয়া পড়িয়াছেন (ইহা দ্বারা কম্প-নামক সাত্ত্বিক ভাবের অদ্ভুত বিকাশ সূচিত হইতেছে)।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের মিলন-সময়ে শ্রীরাধার মধ্যে মোদনের আবির্ভাব হইলে উভয়ের মধ্যেই যে উল্লাস-প্রাচুর্য জন্মে, তাহার ফলে যে স্বরভেদ, স্তম্ভ, পুলক, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব উদ্দীপ্ত-সৌষ্ঠব ধারণ করে, তাহাই এই উদাহরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। "কল্পবৃক্ষ"-শব্দেই সূচিত হইতেছে যে, এ-সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের উল্লাস এক অসাধারণ সৌষ্ঠব ধারণ করিয়াছে; সাধারণ বৃক্ষ হইতে কল্পবৃক্ষের যেমন একটা অসাধারণ সৌষ্ঠব আছে, তদ্রূপ। উদাহরণে স্বরভেদ, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, অশ্রু ও কম্প—এই ছয়টী সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ের কথা বলা হইয়াছে; ইহাতে সাত্ত্বিক ভাবের উদ্দীপ্ততা সূচিত হইয়াছে। উদ্দীপ্ততা লাভ করিয়াও তাহারা এক অপূর্ব সৌষ্ঠব ধারণ করিয়াছে বলিয়াই মোদনের আবির্ভাব সূচিত করিতেছে।

(১) মোদনের প্রভাব

মোদনের এক রকম প্রভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—ইহা প্রেমের আশ্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধার মধ্যে তো উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব-সমূহের এক অপূর্ব সৌষ্ঠব প্রকাশ করেই, অধিকন্তু প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও তাদৃশ সৌষ্ঠব ব্যক্ত করিয়া থাকে।

মোদনের অন্য কয়েকটী প্রভাবের কথাও উজ্জ্বলনীলমণিতে কথিত হইয়াছে। যথা,

সকান্ত-কৃষ্ণের ক্ষোভকারিতা। শ্রীকৃষ্ণের এবং অন্য কৃষ্ণকান্তাদেরও বিক্ষোভ-কারিতা। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যখন শ্রীরাধা মিলিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীরাধার মধ্যে আবির্ভূত মোদনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং নিকটবর্তী পট্টগৃহে অবরুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণমহিষী সত্যভামা, রুক্মিণী, ভদ্রা, কালিন্দী প্রভৃতিও ক্ষোভিতা হইয়াছিলেন (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১২৯)।

প্রেমোরুসম্পদ্বতীগণ হইতেও প্রেমাধিক্য। শ্রীরাধার মোদনরূপ অনুরাগ-সমুদ্র তাহার লহরী বিস্তার করিলে—অদ্বয়ভাবহেতু মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গস্বরূপা গিরিনন্দিনীকে, সখ্যহেতু নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবীকে, সৌভাগ্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের মনোভৃঙ্গের নলিনীতুল্যা সত্যভামাকে এবং মাধুর্যহেতু মধুরেশের (শ্রীকৃষ্ণের) প্রাণসখী চন্দ্রাবলীকেও ক্ষেপণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ রূপে রুদ্ধ করিয়া থাকে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩০)।

ইহা হইতে জানা গেল—প্রেম-প্রাচুর্যই যাঁহাদের সম্পত্তি, সে-সমস্ত কান্তাশক্তিগণ হইতেও মোদনভাববতী শ্রীরাধার প্রেমের সর্বাতিশায়ী আধিক্য।

(২) মোদনের আশ্রয়

মোদনের যেমন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাহার আশ্রয়েরও তদ্রূপ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণের সকলেই মহাভাববতী হইলেও মোদন কিন্তু সকলের মধ্যে বিরাজিত নহে। একমাত্র শ্রীরাধার যূথেই মোদন বিরাজিত। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,—“এই পরম-মহিমাময় মোদন একমাত্র শ্রীরাধিকার যূথেই সম্ভব হয়, সর্ব্বত্র সম্ভব হয় না। ইহা হইতেছে হ্লাদিনীশক্তির সুবিলাস (পরমবৃত্তিরূপ) এবং এই সুবিলাস হইতেছে প্রিয় (মধুরাখ্য) এবং বরণীয় (শ্রেষ্ঠ)। (স্থায়ি॥ ১২৮)।”

এ-স্থলে “রাধিকাযূথ” বলিতে শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার সখীদিগকে বুঝায়। মোদন কেবল তাঁহাদের মধ্যেই বিরাজিত, অন্য কাহারও মধ্যেই—চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মধ্যেও—নাই। শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার যূথস্থ গোপীগণই মধুস্নেহবতী; মধুস্নেহের পরম পরিণামই হইতেছে মোদন; সুতরাং কেবলমাত্র মধুস্নেহবতী শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার যূথস্থিত ব্রজদেবীগণের মধ্যেই মোদন সম্ভব, ঘৃতস্নেহবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মধ্যে তাহা সম্ভব নহে।

শ্রীরাধা এবং তাঁহার যূথস্থ গোপীগণেরই প্রেমোৎকর্ষ

ইহা দ্বারা সমস্ত কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার যূথস্থ গোপীগণের উৎকর্ষ সূচিত হইল। মহাভাবেরই এক পরম-উৎকর্ষ হইতেছে মোদন। মহাভাব মুকুন্দমহিষীগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষেও অতিদুর্লভ, কেবলমাত্র ব্রজদেবীগণের মধ্যেই বিরাজিত; সুতরাং মহিষীগণ অপেক্ষা প্রেমে ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ। আবার, ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধা এবং তাঁহার যূথের গোপীগণের উৎকর্ষ; কেননা, তাঁহাদের মধ্যেই মোদন বিরাজিত, অন্য কোনও ব্রজদেবীতে মোদন নাই। এইরূপে জানা গেল, নিখিল-কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধার যূথের গোপীগণেরই প্রেমোৎকর্ষ।

ঠ। মাদন

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,—"সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ স্থায়ি ॥ ১৫৫ ॥—হ্লাদিনীর সারভূত প্রেম যদি সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাদন বলে। ইহা পরাৎপর। ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই সর্বদা বিরাজিত—কখনও বা বাহিরে প্রকাশ পায়, কখনও বা অন্তঃকরণে প্রচ্ছন্ন থাকে (শ্রীজীব পাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

এক্ষণে শ্লোকস্থ শব্দগুলি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

হ্লাদিনীসারঃ। প্রেমাবির্ভাবের প্রথম স্তর রতি হইতেছে হ্লাদিনীর বৃত্তি। তাহাই গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে প্রেম-স্নেহাদিতে পরিণত হইয়া মহাভাবে পরিণত হয় এবং মহাভাবও গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে সর্বশেষে মাদনে পরিণত হয়। মাদনে হ্লাদিনী পূর্ণতম গাঢ়ত্ব লাভ করে বলিয়া মাদনকে "হ্লাদিনীর সার" বলা হইয়াছে।

সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী। মাদন হইতেছে সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী। সর্বভাব বলিতে—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব এবং মহাভাবের বৈচিত্রী রূঢ়, অধিরূঢ় মহাভাব, মোদন—এই সমস্ত প্রেমস্তরকে এবং অন্য ব্রজদেবীগণের মধ্যে যে-সকল প্রেমবৈচিত্রী বিরাজিত, তৎসমস্তকেও বুঝায়। মাদনের অভিব্যক্তিতে এই সমস্ত প্রেমস্তরই উদিত হয় এবং উল্লাসশীল হয়। এজন্য মাদনকে সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী বলা হইয়াছে।

মাদন স্বয়ংপ্রেম। মাদনের অভ্যুদয়ে সমস্ত প্রেমস্তরই উল্লাসশীল হয়; ইহাতে জানা গেল—সমস্ত প্রেমস্তরই মাদনের অন্তর্ভুক্ত, মাদনের মধ্যে বিরাজিত; অন্যান্য প্রেমস্তর হইতেছে মাদনেরই প্রকাশ-বিশেষ। স্বয়ংভগবানের মধ্যে যেমন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ বিরাজিত, অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ যেমন স্বয়ংভগবানেরই প্রকাশ-বৈচিত্রী, তদ্রূপ। আবার স্বয়ংভগবান্ যখন আবির্ভূত হয়েন, তখন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার মধ্যে আবির্ভূত হয়েন, বা স্ব-স্ব-মহিমায় দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন; তদ্রূপ মাদন যখন প্রকাশিত হয়, তখন অন্য সমস্ত প্রেমস্তরও তাহার সঙ্গে উল্লাসময় হইয়া উঠে। এ-সমস্ত কারণে মাদনকে **স্বয়ংপ্রেমও** বলা যায়।

পরাৎপরঃ। মাদন হইতেছে পর হইতেও পর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। রতি হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ করিয়া অনুরাগ পর্যন্ত প্রেমস্তরগুলির প্রত্যেকেরই পূর্বস্তর অপেক্ষা উৎকর্ষ আছে; সুতরাং রতি হইতে আরম্ভ করিয়া অনুরাগ পর্যন্ত প্রেমস্তরগুলির মধ্যে অনুরাগই হইতেছে সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষময়—শ্রেষ্ঠ—পর। ভাব বা মহাভাব আবার অনুরাগ অপেক্ষাও উৎকর্ষময়—শ্রেষ্ঠ—পর। এই মহাভাব হইতেছে মহিষীদিগের পক্ষেও অতি দুর্লভ; সুতরাং মহাভাব হইতেছে তৎপূর্ববর্তী ব্রজের সমস্ত প্রেমস্তর হইতে এবং দ্বারকাদিধামের পরিকরবৃন্দের প্রেম হইতেও শ্রেষ্ঠ বা পর। মাদন হইতেছে মহাভাবেরই গাঢ়তম স্তর—সুতরাং মাদন হইতেছে মহাভাব হইতেও শ্রেষ্ঠ—পর। পর (শ্রেষ্ঠ যে) মহাভাব, তাহা হইতেও পর বা শ্রেষ্ঠ—পরাৎপর—মাদন। মাদনের সমান মহিমাও অন্য কোনও প্রেমস্তরে নাই, অধিক তো দূরের কথা। মহিমায় মাদন হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাই "পরাৎপর"-শব্দের তাৎপর্য।

(১) মাদনের আশ্রয়

শ্লোকস্থ "রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা"-বাক্য হইতে জানা যায়, একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই এই মাদন সর্বদা বিরাজিত, অপর কোনও গোপীর মধ্যে, এমন কি শ্রীরাধিকার যূথের ললিতাদি সখীগণের মধ্যেও এই মাদন-ভাব নাই। ইহাতে জানা গেল, প্রেমোৎকর্ষ-বিষয়ে শ্রীরাধা হইতেছেন—অদ্বিতীয়া, তাঁহার সমান অপর কেহই নাই।

"রাজতে রাধায়ামেব যঃ সদা"—এই বাক্যের অন্তর্গত সদা-শব্দের তাৎপর্য এই যে, অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধার মধ্যে এই মাদন সর্বদা বিরাজিত। নিত্য বিরাজিত থাকিলেও কখনও হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, আবার কখনও বা বাহিরে প্রকাশিত হয়। "যঃ খলু শ্রীরাধায়ামেব রাজতে, কদাচিদন্তঃ কদাচিদ্বহিঃ প্রকাশতে ইত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব॥" এই মাদন কোনও সময়েই শ্রীরাধার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হয় না। ইহা হইতে জানা গেল, মাদনই হইতেছে শ্রীরাধার স্বরূপগত ভাব। সুতরাং প্রকট-লীলায় এবং অপ্রকট-লীলায়—সর্বত্রই এবং সর্বদাই শ্রীরাধার মধ্যে মাদন বিরাজিত।

(২) মাদন-শব্দের অর্থ

মাদন-শব্দের নিরুক্তি হইতেও ইহার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মদ্-ধাতু—(ণিজন্ত মদ্-ধাতু) হইতে মাদন-শব্দ নিষ্পন্ন। মদ্-ধাতুর অর্থ হর্ষ হইলেও ণিজন্ত মদ্-ধাতু মত্ততা-সম্পাদন-অর্থেই ব্যবহৃত হয়। "মাদয়তি হর্ষেণ উন্মাদয়তি-ইতি মাদনঃ।" দিব্য-মধুবিশেষের ন্যায় হর্ষোন্মত্ততা জন্মায় বলিয়া এই প্রেমস্তরকে মাদন বলে। এই মাদনের উন্মেষে চিত্তে এতই হর্ষাধিক্য জন্মে যে, দিব্য-মধুবিশেষ পান করিলে যেরূপ মত্ততা জন্মে, তাহাতেও তদ্রূপ মত্ততা জন্মিয়া থাকে।

মুদ্-ধাতুর অর্থও হর্ষ। এই মুদ্-ধাতু হইতেই মোদন-শব্দ নিষ্পন্ন; সুতরাং মোদন-শব্দও হর্ষবাচক। তথাপি মোদনের ও মাদনের পার্থক্য এই যে, মোদনের আবির্ভাবে অত্যন্ত হর্ষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয় হয় বটে ; কিন্তু তাহাতে আনন্দ-মত্ততা জন্মে না ; মাদনের আনন্দ কিন্তু মত্ততা জন্মায়। ইহাই মোদন অপেক্ষা মাদনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। "জ্ঞেয়ং হর্ষবাচিত্বং মোদন ইত্যনেনৈব পর্য্যাপ্তিঃ স্যাৎ তস্মাৎ মাদনোঽত্র দিব্যমধুবিশেষবন্মত্ততাকর ইত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব॥"

(৩) মাদনের অনুভাব

এই মাদনে ঈর্ষ্যার অযোগ্য বস্তুতেও প্রবল-ঈর্ষ্যার উদয় হয় এবং সর্বদা সম্ভোগ-সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের গন্ধমাত্র-বহনকারী পাত্রেরও স্তবাদি করা হয় (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৫৭)।

এ-স্থলে মাদনের দুইটী অনুভাবের কথা জানা গেল—অযোগ্য বস্তুর প্রতিও ঈর্ষ্যা এবং সতত-সম্ভোগেও কৃষ্ণগন্ধধারী বস্তুর স্তুতি।

অযোগ্য বস্তুতেও ঈর্ষ্যা

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বনমালা। মাদনভাববতী শ্রীরাধা তাহা দেখিয়া মনে করিলেন—"অহো! বনমালার কি সৌভাগ্য! শ্রীকৃষ্ণ গোপতনয়, আমরাও গোপকন্যা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই তমাল-শ্যামল স্নিগ্ধ সুবিশাল বক্ষঃস্থলের কর্পূর-চন্দনচর্চিত সুশীতল স্পর্শ আমাদেরই লভ্য। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য আমাদের, এক নিমিষের জন্যও সেই স্পর্শলাভের সৌভাগ্য আমাদের হইল না ; অথচ এই বনমালা তাহা যেন লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে, শ্যামনাগরের কণ্ঠস্থলকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বক্ষঃসংলগ্ন হইয়া কণ্ঠস্থল হইতে চরণ পর্যন্ত সর্বাঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া যেন শ্যামরস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আছে। এই পরম-সৌভাগ্যের অধিকারিণী তো আমরাই ; কিন্তু এই লজ্জাহীনা বনমালা আমাদেরই সর্বস্ব আমাদেরই সাক্ষাতে লুণ্ঠন করিতেছে!"—এ-সমস্ত ভাবিয়া শ্রীরাধা বনমালার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হইলেন।

বনমালা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিলম্বিত হয় নাই ; তাঁহার সেই সামর্থ্যও নাই। কোনও নায়িকা প্রীতিভরে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিজেকে বিলম্বিত করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন, বনমালার পক্ষে সেই আনন্দের উপভোগও সম্ভব নহে। সুতরাং বনমালা কোনও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীরই ঈর্ষ্যার যোগ্য নহে। কিন্তু মাদনের প্রভাবে শ্রীরাধা বনমালার প্রতিও ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া থাকেন।

সতত-সম্ভোগেও কৃষ্ণগন্ধধারী বস্তুর স্তুতি

কোনও এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে দিবাভাগে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারাদি হইয়াছিল ; তদুপলক্ষ্যে শ্রীরাধার স্তনযুগললিপ্ত কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে সংলগ্ন হইয়াছিল। বিহারান্তে শ্রীকৃষ্ণ যখন বনের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার চরণতলস্থিত সেই কুঙ্কুম পথিস্থিত তৃণাদিতে সংলগ্ন হইয়াছিল। কতক্ষণ পরে, শ্রীকৃষ্ণ সে-স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে, কতকগুলি পুলিন্দ-কন্যা কাষ্ঠাদি-আহরণোপলক্ষ্যে সেই স্থানে আসিয়া কুঙ্কুমের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সেই কুঙ্কুম লইয়া সৌরভ ও সৌন্দর্যবর্ধনার্থ নিজেদের বদনে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্ষঃস্থলে লেপন করিল। পরে সখীগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরাধা তাহাদের নিকটে আসিলেন এবং তাহাদের অঙ্গস্থিত কুঙ্কুমের গন্ধেই বুঝিতে পারিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পদসংলগ্ন কুঙ্কুমই পুলিন্দ-কন্যাগণ অঙ্গে ধারণ করিয়াছে। মাদন-ভাববতী শ্রীরাধা তখন মনে করিলেন—"হায়! আমরা শ্রীকৃষ্ণের স্বজাতীয়; সকলে আমাদের সৌন্দর্যেরও প্রশংসা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ আমরা সর্বদা কামনাও করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে একবারও তাহা হইল না। সঙ্গলাভ তো দূরে, তাঁহার পদসংলগ্ন কান্তাকুচ-কুঙ্কুমের স্পর্শও আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না (অনুরাগের প্রভাবে শ্রীরাধা এ-কথা বলিয়াছেন। পূর্ববর্তী ছ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ সর্ববিষয়েই আমরা অপূর্ণকাম।" এইরূপ ভাবিয়া শ্রীরাধা তাঁহার সখীগণের নিকটে বলিলেন—"সখি! এই পুলিন্দ-কন্যাগণই পূর্ণ—ধন্য, কৃতার্থ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সংলগ্ন কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কুচযুগলে অনুলিপ্ত কুঙ্কুমের দর্শনেই তাহাদের মধ্যে কন্দর্প-ব্যাধির উদয় হইয়াছিল; সেই কুঙ্কুমই তাহারা স্ব-স্ব কুচে ও বদনে লিপ্ত করিয়া তাহাদের সেই কন্দর্প-পীড়া দূরীভূত করিয়াছে।" এইভাবে শ্রীরাধা কৃষ্ণগন্ধ-বহনকারিণী পুলিন্দ-কন্যাদের ভূয়সী প্রশংসা (স্তুতি) করিলেন (ভা. ১০।২১।১৭)।

উল্লিখিত পুলিন্দ-কন্যাদের উদাহরণে সাক্ষাদ্-বিলাসের পরিচায়ক শ্রীকৃষ্ণপদ-সংলগ্ন কুঙ্কুম দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যে-স্থলে সাক্ষাদ্-বিলাসের পরিচায়ক কোনও বস্তু দৃষ্ট হয় না, বিলাস-সাদৃশ্যের আভাসমাত্র দৃষ্ট হয়, সে-স্থলেও মাদন-ভাববতী শ্রীরাধার চিত্তে প্রশংসার ভাব উদিত হয়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

একদা মালতী-লতা-বিজড়িত একটী তরুণ-তমালকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়সখী ললিতাকে বলিয়াছিলেন—"সখি! এই কোমলা মালতী পূর্বজন্মে না জানি কতই দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়াছিল। অহো! নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ যে তমাল-তরু, এই মালতী তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৫)।"

(৪) মাদনের অসাধারণ এবং অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,—"যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ। যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা॥ মাদনস্য গতিঃ সুষ্ঠু মদনস্যেব দুর্গমা। ন নির্ব্বক্তুং ভবেচ্ছক্যা তেনাসৌ মুনিনাপ্যলম্॥—স্থায়ি॥ ১৬০-৬১॥—যোগেই (অর্থাৎ সম্ভোগকালেই) কোনও এক (অর্থাৎ অনির্বচনীয়) বিচিত্র-প্রভাব মাদনের উদয় হয়। এই মাদনের নিত্যলীলারূপ বিলাস-সকল সহস্রপ্রকারে বিরাজ করিয়া থাকে। (কামবীজে এবং কামগায়ত্রীতে উপাস্য বৃন্দাবন-বিহারী অপ্রাকৃত) মদনের (শ্রীকৃষ্ণের) ন্যায় এই মাদনের গতিও সুষ্ঠুরূপে দুর্বোধ্য। এজন্য ভরতমুনিও (বা শুকদেব-গোস্বামীও) মাদনের ধর্মসকলের স্পষ্ট লক্ষণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আনন্দচন্দ্রিকা টীকার আনুগত্যে উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য এ-স্থলে বিবৃত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-কালেই মাদনের উদয়, বিরহে নহে

শ্লোকস্থ "যোগ এব—যোগে + এব।" যোগে অর্থাৎ সম্ভোগ-কালেই (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়েই) মাদনের উদয় হয়, বিপ্রলম্ভে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ-কালে) মাদনের উদয় হয় না।

পূর্বে বলা হইয়াছে, মাদন সর্বদাই শ্রীরাধাতে বিরাজিত—কখনও বা প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও বা বাহিরে প্রকাশিত ভাবে। যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয়, তখন মাদন প্রকাশ পায়; যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয় না, যখন বিরহ, তখন মাদন থাকে প্রচ্ছন্ন।

মাদনে চুম্বনালিঙ্গনাদি অসংখ্যপ্রকার সম্ভোগের প্রতিক্ষণে যুগপৎ এবং সাক্ষাৎ অনুভব হয়

শ্লোকস্থ "যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা"-বাক্যে "সহস্র"-শব্দ অসংখ্যত্ব-বাচক। "সহস্রধা"—অসংখ্য প্রকার। "নিত্যলীলাঃ"—নিত্যাঃ (প্রতিক্ষণভবাঃ) লীলাঃ (আলিঙ্গন-চুম্বনাদি)। * "যদ্‌বিলাসাঃ"—যস্য মাদনস্য (যে মাদনের) বিলাসাঃ (কার্য বা অনুভাব)। "বিরাজন্তে"—বিশেষেণ (বিশেষরূপে) রাজন্তে প্রত্যক্ষতয়া প্রকটীভবন্তীতি স্ফূর্তিতো বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্ (প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হয়; ইহা দ্বারা স্ফূর্তি হইতে বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইল)। এইরূপে সমস্ত বাক্যটীর তাৎপর্য হইল এই যে—মাদন যখন উদিত হয়, তখন প্রতিক্ষণেই আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অসংখ্য প্রকারের সম্ভোগ প্রতিক্ষণে একই সঙ্গে প্রকটীভূত হয়, অনুভূত হয়; এই অনুভব হইতেছে প্রত্যক্ষ অনুভব, সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভব, স্ফূর্তিজাত অনুভব নহে। স্ফূর্তিজাত অনুভব হইতেছে মানসিক। মাদনের অনুভব কায়িক ও মানসিক—বাহিরে দেহে চুম্বনালিঙ্গনাদির যুগপৎ অনুভব; আর অন্তরে তজ্জাত সুখের যুগপৎ অনুভব। বিপ্রলম্ভেই স্ফূর্তি হয়। বিপ্রলম্ভে প্রথমে বিরহের অনুভব; তাহার পরে পুনঃ পুনঃ কান্তের স্মরণবশতঃ হয় কান্তের স্ফূর্তি; স্ফূর্তিপ্রাপ্ত-শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গন-কালেও মাদনের ন্যায় অতিতৃষ্ণাময়ী সোৎকণ্ঠোক্তি প্রকাশ পায় না।

এই প্রসঙ্গে চক্রবর্তিপাদ আরও লিখিয়াছেন—শ্রীরাধা যখন পুলিন্দ-কন্যাদের এবং মালতীলতার স্তুতি করিয়াছেন, তখনও চুম্বনালিঙ্গনাদি অসংখ্য প্রকার সম্ভোগ-লীলা তিনি অনুভব করিয়াছেন। ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্ত অনুসারে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের যুগপৎ অনুভবের কথা জানা যায়, বটে; কিন্তু সেই অনুভব এক প্রকাশে নহে। ভাগবতামৃতে প্রকাশ-ভেদে এই

* শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে "নিত্যলীলা" হইতেছে দশাক্ষর-মন্ত্রাদিতে ধ্যেয় প্রসিদ্ধ লীলাসমূহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগপৎ অনুভবের কথা বলা হইয়াছে; অর্থাৎ একই সময়ে এক প্রকাশে সম্ভোগের এবং অন্য প্রকাশে বিপ্রলম্ভের অনুভব হয়—দুইটি ভিন্ন প্রকাশে, কিন্তু একই সময়ে। মাদনের অনুভব কিন্তু এইরূপ নহে; মাদনে একই প্রকাশে (বহু প্রকাশে নহে) একই সময়ে চুম্বনালিঙ্গনাদি সমস্ত বিলাসের অনুভব হয়। ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রকাশ-ভেদে অভিমান-ভেদও জন্মিয়া থাকে; বিরহে যে প্রকাশে সম্ভোগের অনুভব হয়, সেই প্রকাশে শ্রীরাধার অভিমান জন্মে যে—"আমি কৃষ্ণের সহিত সংযোগিনী, মিলিতা"; আর যে প্রকাশে বিপ্রলম্ভের অনুভব হয়, সেই প্রকাশে তাঁহার এইরূপ অভিমান জন্মে যে—"আমি শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী", কিন্তু স্বয়ং মাদন যখন উদিত হয়, তখন একই প্রকাশে চুম্বনালিঙ্গনাদির যুগপৎ অনুভব জন্মে এবং সেই অনুভবের মধ্যেই বিবিধ বিয়োগ-বৈচিত্রীরও অনুভব হয়। এইরূপে একই প্রকাশেই প্রকাশদ্বয়ের ধর্ম অনুভূত হয়। ইহা হইতেছে মাদনের এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, সম্ভোগেই মাদনের উদয়; মাদনে যদি চুম্বনালিঙ্গনাদির যুগপৎ অনুভবই হয়, তাহা হইলে সম্ভোগ-কালে অতি-তৃষ্ণাময়ী উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। ইহাই বিচিত্র। শ্লোকস্থ "বিচিত্র"-শব্দে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। "যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা"-বাক্যে বলা হইয়াছে যে—সম্ভোগ-কালে সহস্র প্রকার উৎকণ্ঠার উদয় হয়—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। অনুরাগের একটী লক্ষণও এই যে, বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তি হয়। মাদনে যে বিপ্রলম্ভের প্রকাশ, তাহা অনুরাগোত্থ নহে। অনুরাগে প্রথমে বিপ্রলম্ভের (বিরহের) অনুভব হয়; তাহার পরে পুনঃ পুনঃ কান্তের স্মরণবশতঃ কান্তের (শ্রীকৃষ্ণের) স্ফূর্তি হয়। স্ফূর্তিপ্রাপ্ত-শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গন-কালে এতাদৃশী (মাদনের উদয়ে যেমন হয়, তেমন) উৎকণ্ঠোক্তি থাকে না। এইরূপে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

মাদনে মিলনেও বিপ্রলম্ভভাব

পূর্ব্ব-আলোচনায় জানা গিয়াছে, মাদনের অভ্যুদয়ে চুম্বনাদি অনন্ত প্রকার সম্ভোগের অনুভব-কালেও বিপ্রলম্ভের (বিরহের) ভাব প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য সম্ভোগ-কালেও সহস্র-প্রকার উৎকণ্ঠার উদয় হয়, উৎকণ্ঠোক্তি প্রকাশ পায়। ইহা অনুরাগের ক্রিয়া নহে; পরন্তু মাদনেরই এক অদ্ভুত ধর্ম্ম। ইহা হয়; কিন্তু কিরূপে হয়, তাহা বলা যায় না। ইহাই মাদনের অদ্ভুতত্ব। এজন্যই বলা হইয়াছে—"মাদনস্য গতিঃ সুষ্ঠু মদনস্যেব দুর্গমা।" চক্রবর্ত্তিপাদের মতে "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী"-পদে বিপ্রলম্ভ-ভাবের উল্লাসও সূচিত হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "যোগ এব ভবেদেষ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বিভিন্ন শব্দের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই।

পুলিন্দ-কন্যাদির প্রসঙ্গ

"যোগ এব ভবেদেষ"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধার মধ্যে মাদনের উদয় হয়। কিন্তু মাদনের অনুভাব প্রদর্শনের জন্য পূর্বে যে পুলিন্দ-কন্যার এবং মালতীলতাজড়িত তরুণ-তমালের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও মাদনেরই উদাহরণ; কিন্তু সেই উদাহরণদ্বয়ের কোনটীতেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ বা মিলন দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীরাধার সান্নিধ্যেও ছিলেন না। সম্ভোগ-কালে, বা মিলন-সময়েই যদি মাদনের উদয় হয়, তাহা হইলে পুলিন্দ-কন্যার বা মালতী-জড়িত তরুণ-তমালের উদাহরণ কিরূপে মাদনের উদাহরণ হইতে পারে ?

চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। পুলিন্দ-কন্যাদের প্রসঙ্গ শ্রীমদ্‌ভাগবতে "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়-পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন"-ইত্যাদি ১০।২১।১৭-শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"সর্ব্বে সম্ভোগাঃ সর্ব্বে বিহারাশ্চ মাদনে বর্ত্তন্ত এব। অত্র বিহারেঽপি সম্ভোগস্তদানীং সহসৈব কৃষ্ণস্যাবির্ভাবাৎ তেন সহ জ্ঞেয়ঃ॥" এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে—শ্রীরাধা যখন পুলিন্দ-কন্যাদেব ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি-আদি জাগ্রত হইয়াছিল। তদবস্থায় মাদনেরই প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ সহসা শ্রীরাধিকার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং এই আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণই আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দ্বারা শ্রীরাধাকে আনন্দাভিভূত করিয়াছিলেন। এইরূপ সম্ভোগ-কালেও বিয়োগের অনুভবেই শ্রীরাধার অতিতৃষ্ণাময়ী উক্তি (পুলিন্দ-কন্যাগণ যে সৌভাগ্য লাভ করিল, আমাদের ভাগ্যে তাহা হইল না—ইত্যাদিরূপ উক্তি) এবং পুলিন্দ-কন্যাদের প্রশংসা সম্ভব হইয়াছে। মালতীলতা-প্রসঙ্গেও এইরূপই সমাধান।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীরাধা যখন পুলিন্দ-কন্যাদের, বা মালতীলতা-বিজড়িত তমালের দর্শন পাইয়াছিলেন, তখন সাধারণের দৃষ্টিতে, তাঁহার সঙ্গিনী সখীগণের দৃষ্টিতেও, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে না থাকিলেও, আবির্ভাবে তিনি শ্রীরাধার সহিত সম্ভোগাদিতে লিপ্ত ছিলেন; সুতরাং তখন মিলনই ছিল, মিলনের অভাব ছিল না। মিলনের অভাব ছিল না বলিয়াই পুলিন্দ-কন্যাদির দৃষ্টান্ত মাদনের অনুভাবের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই (৪)-অনুচ্ছেদে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল, তৎসমস্তও মাদনেরই অনুভাব।

১৪। মোহন

পূর্বে ১৩-ট-অনুচ্ছেদে মোদন-নামক যে প্রেমস্তরের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ-কালে সেই মোদন যে রূপ ধারণ করে, তাহাকে মোহন বলে—"মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সূদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥—উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩০॥ —এই মোদনই প্রবিশ্লেষ-দশায়, (শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায়) মোহন হয় (অর্থাৎ বিরহ-অবস্থায় মোদন যে রূপ ধারণ করে, তাহাকে মোহন বলে)। এই মোহনে বিরহজনিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈবশ্যবশতঃ সাত্ত্বিক ভাবসকল সূদ্দীপ্ত হয়।” (সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ পূর্ববর্তী ৭-৬-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

মোহনেই সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সূদ্দীপ্ত হয়, অন্যত্র নহে

উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা গেল—কেবলমাত্র মোহনেই সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সূদ্দীপ্ত হয়, অন্যত্র নহে। অধিরূঢ়-মহাভাবের স্বরূপ-কথন-প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন, অধিরূঢ় মহাভাবে অনুভাবসমূহ রূঢ়-মহাভাবোক্ত অনুভাব হইতেও এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে (স্থায়ি॥ ১২৩)। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ কামপ্যনির্ব্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ, ন তু সূদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং মোহন এব বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥—অধিরূঢ়ে সাত্ত্বিকভাবসমূহ কোনও এক অনির্ব্বচনীয়া বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সূদ্দীপ্ত হয় না। মোহনেই যে সাত্ত্বিকভাবসমূহ সূদ্দীপ্ত হয়, তাহা পরে বলা হইয়াছে।”

ক। মোহনের আশ্রয়

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,—“প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি। সম্যগ্ বিলক্ষণং যস্য কার্য্যং সঞ্চারিমোহতঃ॥ স্থায়ি॥ ১৩২॥—বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই এই মোহন-ভাব উদিত হয় এবং তাঁহার মধ্যে প্রায়শঃই (মুহুর্মুহু) মোহন উদিত হয়। সঞ্চারি-মোহ হইতেও ইহার কার্য্য সম্যক্‌রূপে বিলক্ষণ।”

“মোহ” হইতেছে একটী সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব [১০।৯ (১৪)-অনু] মোহে ভূমিতে পতন, শূন্যেন্দ্রিয়তা, ভ্রমণ, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মোহন কিন্তু এই মোহ অপেক্ষা বিলক্ষণ। পরবর্তী গ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মোহনের প্রভাবগুলি সঞ্চারিভাব মোহের পক্ষে অসম্ভব।

একমাত্র শ্রীরাধাতেই মোহনের প্রকাশ

উল্লিখিত উজ্জ্বলনীলমণি-বাক্য হইতে জানা গেল—শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই মোহন-ভাব প্রকাশ পায় না। ইহা হইতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণবিরহ শ্রীরাধার উপরে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কোনও কৃষ্ণকান্তার উপরেই—মহিষীগণের কথা তো দূরে, শ্রীরাধার যূথব্যতীত অন্য যূথের গোপীদের কথাও দূরে, শ্রীরাধার যূথের অন্য গোপীদের উপরেও তদ্রূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। শ্রীরাধাপ্রেমের ইহা একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

খ। মোহনের একটী উদাহরণ

“উদ্যদ্বেপথুবাধ্যমানদশনা কণ্ঠস্থলান্তর্লুঠৎ জল্পা গোকুলমণ্ডলং বিদধতী বাষ্পৈর্নদীমাতৃকম্। রাধা কণ্টকিতেন কণ্টকফলং গাত্রেণ ধিক্‌কুর্ব্বতী চিত্রং যদ্‌ঘনরাগরাশিভিরপি শ্বেতীকৃতা বর্ত্ততে॥—উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩১॥—(ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দূতরূপে উদ্ধবকে মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধব যখন ব্রজ হইতে মথুরায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধব শ্রীরাধাসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিয়াছিলেন) কম্পোদয়ে শ্রীরাধার দন্তসকল বাদ্য করিতেছে (খট্ খট্ শব্দ করিতেছে), তাঁহার বাক্যগুলি কণ্ঠমধ্যেই লুণ্ঠিত হইতেছে (স্বরভেদ এমনই পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছে যে, কোনও কথাই তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছে না), বাষ্প (অশ্রু) দ্বারা তিনি গোকুলমণ্ডলকে নদীমাতৃক করিয়াছেন (নদীর তীরবর্তী স্থানসকল যেমন নদীর জলে প্লাবিত হয়, শ্রীরাধার অশ্রুধারাতেও তেমনই গোকুলমণ্ডল প্লাবিত হইতেছে), তাঁহার গাত্রে এতাদৃশ রোমোদ্গম হইতেছে যে, তাঁহার কণ্টকিত দেহ কণ্টকি (কাঁঠাল) ফলকেও ধিক্কৃত করিতেছে; আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে তোমাবিষয়ক অনুরাগরাশিদ্বারাও তিনি শ্বেতীকৃতা হইয়া বিরাজিত (বৈবর্ণ্যে শ্রীরাধার নব-গোরোচনা-গৌর দেহও শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

মোহনের উদয়ে সাত্ত্বিকভাবগুলি কিরূপ সুদ্দীপ্ত হয়, তাহা এই উদাহরণে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ। মোহনের অনুভাব

মোহনের উদয়ে এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়ঃ—কান্তাকর্তৃক আলিঙ্গিত অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসুখের কামনা, ব্রহ্মাণ্ডে-ক্ষোভকারিতা, পক্ষি-প্রভৃতি তির্যগ্‌জাতিরও রোদন; মৃত্যুস্বীকার করিয়া স্বীয়দেহস্থ ভূতসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের তৃষ্ণা এবং দিব্যোন্মাদাদি।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এ-সমস্ত লক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

কান্তাকর্তৃক আলিঙ্গিত অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা

মোহনের একটী অনুভাব এই যে, ব্রজস্থিতা শ্রীরাধার মধ্যে যখন মোহন ভাবের উদয় হয়, তখন দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহার কোনও কান্তাকর্তৃক (মহিষীকর্তৃক) আলিঙ্গিত অবস্থাতেও থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাতে মূর্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে। "ব্রজস্থায়াং শ্রীরাধিকায়াং যদা মোহনভাব উদেতি, তদা দ্বারকাস্থস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কান্তাশ্লিষ্টস্যাপি মূর্চ্ছা স্যাৎ॥ আনন্দচন্দ্রিকা॥"

এক সময়ে দ্বারকাস্থিত রত্নমন্দিরে রুক্মিণীকর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রবলভাবে পুলকোদ্গম হইতেছিল; এমন সময়ে যমুনাতীরস্থিত কুঞ্জে অনুষ্ঠিত শ্রীরাধার সহিত কেলিবিলাসের পরিমল (মাধুর্য) ধ্যান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩৩)।

অসহ্য দুঃখস্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সুখকামনা

শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে আগত উদ্ধব ব্রজ হইতে মথুরায় গমন-কালে শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন—"রাধে! শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তোমার কি সংবাদ উপহার দিব?" তখন শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—উদ্ধব! তাঁহার নিকটে আমার এই কথাকয়টী বলিও—"তিনি যদি বৃন্দাবনে আসেন, তাহা হইলে আমাদের অত্যন্ত সুখ হইবে বটে; কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তিনি যেন কখনও না আসেন। আর, মথুরা হইতে তিনি এখানে না আসিলে যদিও আমাদের অসহ্য দুঃখ হয়, তথাপি সেখানে থাকিলেই যদি তাঁহার চিত্তে সুখোদয় হয়, তাহা হইলে তিনি যেন সে-স্থানেই থাকেন (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩৪)।"

মোহনভাববতী শ্রীরাধাই এ-সকল কথা বলিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিতা

শ্রীকৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার মধ্যে যখন মোহন-ভাবের উদয় হইয়াছিল, তখন প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকসমূহের ক্ষোভ যোগদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া এবং নিজেও তাহা অনুভব করিয়া নান্দীমুখী সত্বর দ্বারকায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিয়াছিলেন—"হে ঈশ! শ্রীরাধার প্রেমনিশ্বাসরূপ ধূম সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিলে যে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিতেছি। নরসমূহ উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়াছিল, ফণিকুল (উপলক্ষণে সপ্তপাতালস্থিত জন্তুসমূহ) ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, (সপ্তস্বর্গস্থিত) দেবসমূহ স্বেদ (ঘর্ম) বহন করিতে লাগিলেন এবং বৈকুণ্ঠস্থিত লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর (চতুর্দ্দশভুবন) এবং বাহির (চিন্ময় বৈকুণ্ঠাদি) পূর্ণানন্দে অবস্থান করিয়াও অত্যন্ত আর্ত হইয়াছিল (শ্রীরাধার প্রেমনিশ্বাসরূপ ধূমও প্রেমেরই একটী বৈচিত্রী—সুতরাং প্রেমই। প্রেম স্বভাবতঃই আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ প্রেমনিশ্বাস-ধূমের দ্বারা যখন ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বাহির সমস্তই ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার বহিঃস্থিত বৈকুণ্ঠাদিও বাস্তবিক পূর্ণানন্দময়ই হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার তাদৃশ প্রেমই তাপকরূপ উপাধি ধারণ করিয়া থাকে; তাহার ফলেই ব্রহ্মাণ্ডাদি পূর্ণানন্দে অবস্থিত থাকিয়াও ক্ষুব্ধ—আর্ত—হইয়া পড়িয়াছিল)। (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩৫)।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বলেন—মোহনের এই ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিতারূপ অনুভাবটী কোনও কোনও সময়েই প্রকাশ পায়, সর্ব্বদা প্রকাশ পায় না।

তির্য্যগ জাতির রোদন

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই পীতবসনের দ্বারা স্বীয় গাত্র আচ্ছাদন করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত কালিন্দী-কূলস্থ কুঞ্জের মনোহর-লতা অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে গদ্‌গদ্ তারস্বরে এতাদৃশ উচ্চধ্বনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহার শ্রবণে কালিন্দীর জলমধ্যে বিচরণকারী মৎস্যাদি জলজন্তুগণও উচ্চস্বরে কূজন (রোদন) করিয়াছিল (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩৬)।

মোহন-ভাবের উদয়ে শ্রীরাধা যখন রোদন করিতে থাকেন, তখন মৎস্যাদি তির্যক্ প্রাণিগণও যে রোদন করে, এই উদাহরণে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

মৃত্যু-স্বীকার করিয়াও স্বীয় দেহস্থ ভূতসমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-তৃষ্ণা

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্তা শ্রীরাধা মোহন-ভাবের আবেশে তাঁহার প্রিয়সখী ললিতার নিকটে বলিয়াছিলেন—"সখি! আমার এই দেহ পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হউক, দেহের ভূতসমূহ স্ব-স্ব অংশে স্পষ্টরূপে প্রবেশ করুক। অহো! বিধাতার চরণে মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিয়া তাঁহার নিকটে আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন—আমার দেহাবশেষ জল শ্রীকৃষ্ণের বিহার-দীর্ঘিকাতে, জ্যোতিঃ (তেজঃ) তাঁহার দর্পণে, আকাশ (ব্যোম) তাঁহার অঙ্গনস্থিত আকাশে, ক্ষিতি তাঁহার গমনাগমনের পথে এবং অনিল (মরুৎ) তাঁহার তালবৃন্তে প্রবেশ করে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩৭)।"

যথাবস্থিত দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভের সৌভাগ্য হইতেছে না বলিয়া দেহাবশেষ ভূত-সমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য বলবতী লালসা বশতঃ মোহন-ভাববতী শ্রীরাধা যে মৃত্যু-স্বীকার করিতেও প্রস্তুত, এই উদাহরণে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণি-কথিত মোহনের পরবর্তী অনুভাবটী হইতেছে দিব্যোন্মাদ। ইহা একটী পৃথক্ অনুচ্ছেদে বিবৃত হইতেছে।

১৫। দিব্যোন্মাদ

দিব্যোন্মাদ হইতেছে মোহন-ভাবের একটী অনুভাব। এই দিব্যোন্মাদের লক্ষণসম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,—"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে॥ স্থায়ি॥ ১৩৭॥—কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত এই মোহনাখ্য ভাবের ভ্রমাভা (ভ্রমসদৃশী) কোনও বৈচিত্রীকে দিব্যোন্মাদ বলে।"

ইহা হইতে বুঝা গেল—দিব্যোন্মাদ হইতেছে মোহনেরই একটী বৈচিত্রী। মোহন প্রথমতঃ এমন একটী বৃত্তি (অবস্থা) প্রাপ্ত হয়, যাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—এক অনির্বচনীয় বৃত্তি। এই অনির্বচনীয় বৃত্তি লাভ করিয়া মোহন যখন ভ্রমসদৃশী একটী বৈচিত্রী ধারণ করে, তখন তাহাকে বলা হয় দিব্যোন্মাদ।

প্রেম-বৈবশ্যের ফলেই দিব্যোন্মাদ জন্মে। প্রেম-বৈবশ্য বশতঃ কোনও এক বিষয়ে সমস্ত চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা বা কেন্দ্রীভূততা এবং অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানহীনতা জন্মে। অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানহীনতা হইতেই সেই বিষয়ে ভ্রমাভা বৈচিত্রীর উদ্ভব হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক। দিব্যোন্মাদের স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা

মোহনের এক বিশেষ বৈচিত্রীকে "দিব্যোন্মাদ" বলা হইয়াছে। ইহাকে "উন্মাদ" বলা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য কি ? "দিব্য"-শব্দেই তাৎপর্য সূচিত হইয়াছে। "দিব্য"-শব্দে অপ্রাকৃতত্ব সূচিত হয়। মোহনের এই বৈচিত্রীটী হইতেছে "দিব্যোন্মাদ—দিব্য উন্মাদ, অপ্রাকৃত উন্মাদ।" ইহা প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত উন্মাদ-রোগ নহে। দিব্যোন্মাদ প্রাকৃত উন্মাদ রোগ না হইলেও ইহার উদয়ে বাহিরে যে-সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের সহিত প্রাকৃত উন্মাদ-রোগের কয়েকটী লক্ষণের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে "উন্মাদ" বলা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা উন্মাদ-রোগ নহে। দিব্যোন্মাদ ও প্রাকৃত উন্মাদ-রোগের মূল কারণের পার্থক্য বশতঃই এই উভয়ের পার্থক্য।

প্রাকৃত উন্মাদ-রোগের হেতু হইতেছে মস্তিষ্ক-বিকৃতি, দিব্যোন্মাদের হেতু মস্তিষ্ক-বিকৃতি নহে। প্রাকৃত উন্মাদ-রোগ জন্মে প্রাকৃত লোকের মধ্যে। প্রাকৃত লোকের মস্তিষ্ক, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি সমস্তই প্রাকৃত—জড়রূপা প্রকৃতি হইতে জাত। প্রকৃতি বিকারশীলা বলিয়া তাহা হইতে জাত মস্তিষ্কাদিও বিকারধর্মী। কিন্তু শ্রীরাধার দেহ প্রাকৃত পঞ্চভূতে গঠিত নহে, তাহা হইতেছে হ্লাদিনী-শক্তিরই মূর্তরূপ (শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারও জীব-অভিমান বলিয়া তিনি দেহাবশেষ পঞ্চভূতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ কামনা করিয়াছেন)। সুতরাং শ্রীরাধার দেহেন্দ্রিয়াদি, মস্তিষ্কাদি, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি এবং তাঁহার প্রেম এবং মোহন-ভাবও অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু; তৎসমস্ত প্রাকৃত নহে বলিয়া বিকারধর্মী নহে। এজন্য শ্রীরাধার মস্তিষ্ক-বিকৃতি কল্পনাতীত। তাঁহার মধ্যে উন্মাদের লক্ষণের ন্যায় যে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে-সমস্ত হইতেছে তাঁহার প্রেমোৎকর্ষেরই স্বরূপগত ধর্ম, মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল নহে।

"ভ্রমাভা"-শব্দটীর তাৎপর্যও তদ্রূপ। মোহনের এই বৈচিত্রীটীকে "ভ্রমাভা—ভ্রমসদৃশী" বলা হইয়াছে, কিন্তু "ভ্রম" বলা হয় নাই। ভ্রমের এবং এই মোহন-বৈচিত্রীটীর মূলগত পার্থক্যই হইতেছে ইহার হেতু। কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়বৃত্তির বৈকল্যবশতঃই প্রাকৃত লোকের "ভ্রম" জন্মে। বৈকল্যও বিকার। প্রাকৃত লোকের ইন্দ্রিয়বিশেষের বৈকল্যরূপ বিকার সম্ভব। কিন্তু শ্রীরাধার এইরূপ ইন্দ্রিয়বৈকল্য অসম্ভব। পূর্ববর্তী আলোচনাতেই তাহা বলা হইয়াছে। তাঁহার যে আচরণকে ভ্রমসদৃশ বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে—তাঁহার চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা বা কেন্দ্রীভূততা হইতে উদ্ভূত, চিত্তবৃত্তির বিকলতা হইতে উদ্ভূত নহে। কোনও একটী বিষয়ে যদি সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুব্যতীত অন্যবস্তু-বিষয়ে কোনও অনুসন্ধানই থাকে না। যে সাধক সমাধি প্রাপ্ত হয়েন, ধ্যেয়বস্তু-মাত্রেই তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে; সুতরাং অন্যবস্তু-সম্বন্ধে তাঁহার কোনও অনুসন্ধান থাকে না, অন্যবস্তুর কথা তাঁহার মনেও জাগে না। অন্যবস্তু-সম্বন্ধে সাধকের এতাদৃশ ভাব কিন্তু "ভ্রম" নহে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অননুসন্ধানমাত্র। "ভ্রম" এবং "অননুসন্ধান" এক জিনিস নহে, অথচ তাহাদের বাহিরের লক্ষণ একরূপ। "ভ্রম" জন্মে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশেষের বিকলতা হইতে; "অননুসন্ধান" জন্মে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির একই বস্তুতে কেন্দ্রীভূততা হইতে। এইরূপ কেন্দ্রীভূত অবস্থায় কোনও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই বিকলতা প্রাপ্ত হয় না। ভ্রান্তব্যক্তির যে বিষয়ে ভ্রম জন্মে, সে-বিষয়সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেও তাহার কথা সে ব্যক্তি মনে আনিতে পারে না। কেন্দ্রীভূততাবশতঃ "অননুসন্ধানে" এইরূপ হয় না। ইন্দ্রিয়বৃত্তির কেন্দ্রীভূততা দূর হইয়া গেলে সমস্ত ইন্দ্রয়িবৃত্তিই স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিয়া থাকে।

মোহনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও একটী বিষয়ে শ্রীরাধার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয় বলিয়া এবং এই কেন্দ্রীভূততার ফলে অন্যবস্তুসম্বন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধান থাকে না বলিয়াই অন্য বস্তুসম্বন্ধে তাঁহার ভাব হয় "ভ্রমসদৃশ—ভ্রমাভা"; কিন্তু ইহা "ভ্রম" নহে। কেননা, ভ্রমের মূল যে ইন্দ্রিয়বিশেষের বিকলতা, তাহা শ্রীরাধার থাকে না, থাকিতেও পারে না। একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় বা দ্বারকায়, শ্রীরাধা ব্রজে। প্রেমোৎকর্ষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য, তিনি উৎকণ্ঠিত। এই অবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণের সেবার বা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত পূর্বসঙ্গের কথা এবং তখন কি ভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই কথাও শ্রীরাধার চিন্তাধারার মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং তাহাতেই তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে, তন্ময়তা লাভ করে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অনুপস্থিতি-বিষয়ে তখন তাঁহার কোনও অনুসন্ধানই থাকে না এবং অনুসন্ধান থাকে না বলিয়া এবং একাগ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্বসঙ্গাদির চিন্তনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অবস্থিতির কথাই তাঁহার চিত্তে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া তিনি মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই আছেন (এই ব্যাপারের সহিত 'ভ্রমের' সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ইহা 'ভ্রম' নহে; ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতি-সম্বন্ধে অননুসন্ধান)। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে উপস্থিতির কথা মনে করিয়া শ্রীরাধা পূর্বের ন্যায় তাঁহার সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে অভিসারেও বহির্গত হয়েন, মিলন-কুঞ্জেও যায়েন, কুঞ্জাদি সজ্জিতও করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় সারা নিশি কুঞ্জে বসিয়াও থাকেন; আবার প্রাতঃকালে আকাশে নবীন-মেঘ দেখিয়া, তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া ক্রোধাবেশে মেঘের প্রতি তর্জন-গর্জনও করেন। এ-সমস্ত হইতেছে ভ্রমের সদৃশ—ভ্রমাভা, কিন্তু ভ্রম নহে, অননুসন্ধানের ফলমাত্র।

খ। দিব্যোন্মাদ একমাত্র শ্রীরাধাতেই সম্ভব

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, দিব্যোন্মাদ প্রাকৃত উন্মাদ-রোগ নহে। ইহা উন্মাদ-নামক সঞ্চারী ভাবও নহে; সঞ্চারী উন্মাদ অন্য গোপীদের মধ্যেও অবস্থাবিশেষে উদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে ; কিন্তু দিব্যোন্মাদ অন্য কাহারও মধ্যে সম্ভব নহে। কেননা, দিব্যোন্মাদ হইতেছে মোহনের একটী অনুভাব ; মোহন যখন শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কোনও গোপীতেই সম্ভব নহে, তখন মোহনের অনুভাব দিব্যোন্মাদও শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কোনও গোপীতে সম্ভব নহে। উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত সংবাদ শ্রীরাধিকাদি সমস্ত গোপীর নিকটে জ্ঞাপন করিতেছিলেন, তখন একমাত্র শ্রীরাধাই দিব্যোন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন, অন্য কোনও গোপীর দিব্যোন্মাদ দৃষ্ট হয় নাই।

মোহন যেমন সঞ্চারি-ভাব মোহ হইতেও বিলক্ষণ (১০।১৪ ক), তদ্রূপ মোহনের অনুভাব দিব্যোন্মাদও সঞ্চারী উন্মাদ হইতে বিলক্ষণ।

১৬। দিব্যোন্মাদের ভেদ

উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি নামে দিব্যোন্মাদের বহু ভেদ বা বৈচিত্রী আছে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩৭)।

ক। উদ্‌ঘূর্ণা

প্রেম-বৈবশ্যজনিত নানা প্রকার বিলক্ষণ চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩৭)।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালেও তাঁহার ব্রজে অনুপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া (অনুসন্ধান না করিয়া) সখীগণের সহিত শ্রীরাধার নিবিড় অন্ধকারে কুঞ্জাভিসার, কুঞ্জগৃহে বাসকসজ্জায়িতার ন্যায় শয্যারচনা, খণ্ডিতা-ভাব অবলম্বনে অতিশয় কোপন-স্বভাব-প্রদর্শন প্রভৃতি হইতেছে উদ্‌ঘূর্ণার কার্য।

(১) **বাসকসজ্জায়িতা।** "প্রিয়ে! অল্প কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই আসিতেছি" —এইরূপ কথা বলিয়া কোনও নায়ক যদি তাঁহার প্রিয়া নায়িকার নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়েন, তাহা হইলে যে নায়িকা প্রিয় নায়কের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য কুঞ্জগৃহকে এবং নিজেকেও সুসজ্জিত করেন, তাঁহাকে বলে বাসকসজ্জিকা বা বাসকসজ্জায়িতা নায়িকা (উ. নী. ম., নায়িকা॥ ৪২)।

(২) **খণ্ডিতা।** যে-সময়ে আসিবেন বলিয়া সঙ্কেত করিয়াছিলেন, কান্ত সেই সময়ে না আসিয়া অন্য প্রেয়সীর নিকটে নিশা যাপন করিয়া যদি অন্য নায়িকার সহিত সম্ভোগের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রাতঃকালে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন কান্তা-নায়িকা খণ্ডিতা-ভাব প্রাপ্ত হয়েন (উ. নী. ম., নায়িকা॥ ৪৫)। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস, তূষ্ণীম্ভাব প্রভৃতি হইতেছে খণ্ডিতার লক্ষণ।

খ। চিত্রজল্প

জল্প-শব্দের অর্থ—কথন। আর, চিত্র—বিচিত্র, অদ্ভুত। দিব্যোন্মাদের যে বৈচিত্রীতে অদ্ভুত বিচিত্র কথন প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে চিত্রজল্প।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"প্রিয়তম ব্যক্তির (শ্রীকৃষ্ণের)—(দূতাদি) সুহৃদের সহিত দেখা হইলে গূঢ় রোষ হইতে স্ফূরিত যে (অসূয়া, ঈর্ষ্যা, গর্ব, দৈন্য, চাপল্য, ঔৎসুক্যাদি) ভূরি-ভাবময় জল্প (কথন—কথা)—যে জল্পের অন্তিমে (সর্বান্তে—শ্রীজীব) তীব্র উৎকণ্ঠা বিদ্যমান থাকে—তাহাকে বলে চিত্রজল্প (স্থায়ি ॥ ১৪০)।"

(১) চিত্রজল্পের ভেদ

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৭শ অধ্যায়ে ভ্রমরগীতাতে এই দশটী অঙ্গ প্রকটিত হইয়াছে (উ. নী. ম., স্থায়ি ॥ ১৪০)।

(২) চিত্রজল্প-সম্বন্ধে আলোচনার ভূমিকা

অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজ হইতে মথুরায় যাইতেছিলেন, তখন ব্রজগোপীদের আর্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন—তিনি শীঘ্রই মথুরা হইতে ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন। এই আশ্বাস-বাণী পাইয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্যকালে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শীঘ্র ব্রজে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় নাই। তাঁহার দীর্ঘ অদর্শনে, ব্রজবাসীদের, বিশেষতঃ তাঁহার প্রেয়সী ব্রজগোপীদের, অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে তাঁহার সংবাদ লইয়া উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। এই উদ্ধব ছিলেন যদুরাজদের প্রধান মন্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম সুহৃৎ। উদ্ধব ব্রজে আসিয়া রাত্রিকালে নন্দমহারাজের গৃহে অবস্থান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানাইয়া নন্দ-যশোদাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। সেই রাত্রিশেষে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ শয্যাত্যাগ করিয়া নিজেদের নিয়মিত কর্মাদি করিয়া দধিমন্থন করিতে লাগিলেন এবং তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বাচরিত লীলাদি কীর্তন করিতে লাগিলেন। সূর্যোদয় হইলে তাঁহারা দেখিলেন—নন্দমহারাজের দ্বারদেশে একখানা দিব্যরথ দণ্ডায়মান। ইহাতে তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। "আবার কেন রথ? অক্রূর তো একবার রথ লইয়া আসিয়া ব্রজের যাহা একমাত্র সম্পত্তি, সেই কৃষ্ণকে লইয়াই গিয়াছেন। আবার কি নিতে এই রথ আসিয়াছে? নেওয়ার আর আছেই বা কি? তবে কি আমাদের মাংসপিণ্ডদ্বারা মৃত কংসের আত্মার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত আমাদের দেহমাংস নেওয়ার জন্যই পুনরায় এই রথ আসিয়াছে?" রথ দেখিয়া ব্রজসুন্দরীগণ এই ভাবে তাঁহাদের আর্তি প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া গোপীদের জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত সংবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে উদ্ধব সে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপীগণ তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া নির্জন স্থানে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। মহা-প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পূর্বাচরণের কথা—এমন কি তাঁহাদের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের বিহারাদির এবং রাসাদিলীলার কথাও—প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কিন্তু কোনও কথাই বলেন নাই। উদ্ধবকে দেখিয়াই এবং তাঁহার পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়াই তিনি এক অপূর্ব ভাবে আবিষ্ট হইলেন। সেই ভাবের আবেশে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূত, এই দুইটী বস্তু ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়েই তিনি অনুসন্ধান-হীনা হইয়া পড়িলেন ; এমন কি শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব যে সে-স্থলে উপস্থিত, সেই বিষয়েও তাঁহার কোনও অনুসন্ধান ছিল না।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই গোপীর নাম উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু বৈষ্ণবতোষণী টীকাকার বলেন, বাসনাভাষ্য হইতে জানা যায়, ইনি ছিলেন শ্রীরাধা। বাসনাভাষ্যে উদ্ধৃত অগ্নিপুরাণের প্রমাণটী হইতেছে এইরূপ :—"গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবম্। হরিলীলাবিহারাংশ্চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা॥ রাধা তদ্ভাবসংলীনা বাসনায়া বিরমিতা। ইত্যাদি॥—রাধিকাব্যতীত অন্যান্য গোপীগণ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের অনুচর উদ্ধবকে হরিলীলা-বিহার-সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণভাবে সংলীনা হইয়া বাসনা হইতে বিরতা হইলেন (পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের কোনও সম্ভাবনা নাই—ইহা মনে করিয়া মিলনের বাসনা তিরোহিত হইয়া গেল)।"

বৈষ্ণবতোষণী বলেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধবকে দেখিয়া প্রথমে শ্রীরাধার নির্বেদাখ্য ভাবান্তর জন্মিয়াছিল ; তাহার ফলে প্রণয়রোষময় ভাববিশেষ জন্মিয়াছিল।

শ্রীরাধার চিত্তবৃত্তি মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিল। তিনি মনে করিলেন —শ্রীকৃষ্ণ সে-স্থানেই মথুরানাগরীদের সহিত বিহার করিতেছেন, আর ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন না। ইহা মনে করিয়া তিনি মানবতী হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার চরণ-সৌরভে লুব্ধ হইয়া একটী ভ্রমর আসিয়া তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূত—এই দুইটী বস্তুতেই তাঁহার চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত ছিল বলিয়া তিনি মনে করিলেন —এই ভ্রমরটী হইতেছে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূত, শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ ; তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য কৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া শ্রীরাধা ভ্রমরটীকে লক্ষ্য করিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, ভা. ১০।৪৭।১২-২১ শ্লোকে সে-সমস্ত বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই দশটী শ্লোককে 'ভ্রমরগীতা' বলে। এই দশটী শ্লোকে চিত্রজল্পের প্রজল্পাদি দশটী অঙ্গ বিবৃত হইয়াছে।

এক্ষণে অতি সংক্ষেপে প্রজল্পাদি দশটী অঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। *

* যাঁহারা বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা লেখকের "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন, চতুর্থখণ্ড (প্রেমতত্ত্ব)" দেখিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। চিত্রজল্পের প্রজল্পাদি বিবিধ ভেদ

ক। প্রজল্প

প্রজল্পের লক্ষণ

অসূয়া, ঈর্ষ্যা এবং মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক প্রিয়ব্যক্তির (শ্রীকৃষ্ণের) অকৌশল (পটুতার অভাব) উদ্গীরণ করাকে বলে প্রজল্প (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৪১)।

অসূয়া, ঈর্ষ্যা এবং মদ হইতেছে সঞ্চারী ভাব।

প্রজল্পের উদাহরণ

"মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ। বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥ ভা. ১০।৪৭।১২॥—(স্বীয় চরণকমলের সৌরভের লোভে ভ্রমণরত ভ্রমরকে দর্শন করিয়া দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা বলিয়াছেন—) হে মধুপ! হে কিতববন্ধো (প্রবঞ্চকের বন্ধো)! তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না; কেননা, তোমার শ্মশ্রুতে আমাদের সপত্নীর (মথুরা-নাগরীদের) কুচবিমর্দিত মালার কুঙ্কুম বিরাজিত। এতাদৃশ তুমি যাঁহার দূত, সেই মধুপতি (মথুরাপতি, শ্লেষে মদ্যপতি—শ্রীকৃষ্ণ) সেই সকল মানিনীদিগের (মথুরা-নাগরীদিগের) প্রসাদ (প্রসন্নতা) বহন করুন—যাহা যদুসভায় বিড়ম্বনীয় (নিন্দিত)।"

এই উদাহরণে—"কিতব"-শব্দে "অসূয়া", "সপত্নী অর্থাৎ মথুরানাগরী"-শব্দে "ঈর্ষ্যা", "চরণ-স্পর্শ করিও না"-বাক্যে "মদ", "মথুরা-নাগরীদেরই প্রসন্নতা বহন করুন"-এই বাক্যে "অবজ্ঞা" এবং "মথুরা-নাগরীদের কুচকুঙ্কুমলিপ্ত শ্মশ্রু-বিশিষ্ট ভ্রমরকে দূতরূপে প্রেরণ" এবং "যদুসভায় বিড়ম্বনা-প্রাপ্তি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অপটুতা ব্যক্ত হইয়াছে।

খ। পরিজল্প

পরিজল্পের লক্ষণ

(দূতের) প্রভুর (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) নির্দয়তা, শাঠ্য এবং চাপল্যাদি দোষের প্রতিপাদন-পূর্বক ভঙ্গীক্রমে যাহাতে নিজের বিচক্ষণতা প্রকাশ করা হয়, তাহাকে পরিজল্প (বা পরিজল্পিত) বলা হয় (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৪২)।

পরিজল্পের উদাহরণ

"সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্। পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ॥ ভা. ১০।৪৭।১৩॥—(শ্রীরাধা সেই ভ্রমরটীকে বলিলেন, অহে মধুপ!) তুমি যেমন কুসুমের মধু পান করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ কর, (তিনিও—সেই মধুপতিও) বলে-ছলে একবার মাত্র স্বীয় মোহিনী (বুদ্ধি-ভ্রংশকারিণী) অধরসুধা পান করাইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। (যদি বল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মীদেবী তো নিরন্তর তাঁহার পরিচর্যা করিতেছেন ; শ্রীকৃষ্ণ তো লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করেন নাই ? তাহার উত্তরে বলিতেছি, শুন) লক্ষ্মীদেবী কেন যে তাঁহার পাদপদ্মের সেবা করিতেছেন, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শ্রীরাধা আবার বলিলেন—হাঁ হাঁ, বুঝিয়াছি) বোধ হয়, তাঁহার (কৃষ্ণের) স্তাবকদের মুখে—'ইনি উত্তমঃশ্লোক'—এইরূপ প্রলোভনময় স্তুতিবাক্য শুনিয়া তাহাতে হৃতচিত্তা হইয়াই লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পরিচর্যা করিয়া থাকেন।"

এ-স্থলে "মোহিনী ও পান করাইয়া"—এই দুই পদে শ্রীকৃষ্ণের "শঠতা", "তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন"—এই বাক্যে তাঁহার "নির্দ্দয়তা", "ভবাদৃক্—তোমার ন্যায়-"শব্দে তাঁহার "চপলতা" এবং লক্ষ্মীর বিচারবুদ্ধিহীনতা দ্বারা ভঙ্গীক্রমে নিজের বিচক্ষণতা সূচিত হইয়াছে।

গ। বিজল্প

বিজল্পের লক্ষণ

গূঢ়মানমুদ্রার অন্তরালে অবস্থিত অসূয়াকে ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে কটাক্ষোক্তি, তাহার নাম বিজল্প (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৪৩)।

বিজল্পের উদাহরণ

"কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্। বিজয়সখ-সখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ ক্ষয়িতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ॥ ভা. ১০।৪৭।১৪॥—হে ষড়ঙ্ঘ্রে (ভ্রমর)! এই পরমদুঃখিত ব্রজধামে গৃহহীনা (বনচারিণী) আমাদিগের সাক্ষাতে রাজবংশীয় যদুদিগের অধিপতির পুরাতন কাহিনী কেন বহুবার (পুনঃপুনঃ) কীর্তন করিতেছ ? বিজয়সখ শ্রীকৃষ্ণের সখীদের সাক্ষাতে যাইয়া তাঁহার প্রসঙ্গ কীর্তন কর ; তাহা হইলে ক্ষয়িত-কুচরুজ (মধুপতির করস্পর্শে যাঁহাদের স্তনপীড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সেই) সখীগণ এবং যাঁহারা তাঁহার ইষ্টা (অভীষ্টা, প্রিয়া), তাঁহার সেই সখীগণ তোমাকে তোমার অভিলষিত বস্তু দান করিবেন।"

উল্লিখিত শ্লোকের প্রথমার্ধে মানগর্ভ অসূয়া এবং দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপহাসাত্মক কটাক্ষ ব্যক্ত হইয়াছে।

ঘ। উজ্জল্প

উজ্জল্পের লক্ষণ। যাহাতে গর্বযুক্ত ঈর্ষ্যার দ্বারা শ্রীহরির কুহকতা (কপটতা) খ্যাপিত হয় এবং অসূয়ার সহিত কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপও থাকে, তাহাকে বলে উজ্জল্প (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৪৪)।

উজ্জল্পের উদাহরণ

"দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ। চরণরজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ভা. ১০।৪৭।১৫ ॥—স্বর্গে, পৃথিবীতে ও রসাতলে—এই লোকত্রয়ে কোন্ রমণী তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্যা? (অর্থাৎ সমস্ত রমণীই তাঁহার পক্ষে সুলভ)। কপটতাদ্বারা মনোরম-হাস্যযুক্ত এবং ভ্রূ-বিজৃম্ভনযুক্ত যাঁহার (যে শ্রীকৃষ্ণের) চরণরেণু লক্ষ্মীও সেবা করেন, তাঁহার পক্ষে আমরা কে? (অর্থাৎ আমরা তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অতি তুচ্ছ)। (যদিও আমরা তাঁহার পক্ষে অতিতুচ্ছ) তথাপি তিনি তো দীনদিগের পক্ষে উত্তমঃশ্লোকবাচ্য (অর্থাৎ তিনি দীনজনের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং উত্তমঃশ্লোক-শব্দটী তাঁহার সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে)।"

এই শ্লোকে—"দিবি ভুবি"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কুহকতা (কপটহাস্য ও কপট ভ্রূভঙ্গী দ্বারা মনোহারিতায় কুহকতা) খ্যাপিত হইয়াছে। "চরণরজ উপাস্তে ভূতিঃ"-বাক্যে গর্বগর্ভিত ঈর্ষ্যা (লক্ষ্মীর নিকটে "বয়ং কাঃ—আমরা কে?"—এই বাক্যটী আপাতঃদৃষ্টিতে দৈন্যসূচক হইলেও এই বাক্যটী বলার সময়ে শ্রীরাধা এমন ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়াছিলেন যে এবং এমন স্বর প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে বুঝা যায়—অঙ্গভঙ্গীতে এবং স্বরভঙ্গীতে তিনি লক্ষ্মী অপেক্ষাও নিজেদের প্রেমাধিক্য এবং রূপ-লাবণ্যাধিক্য ব্যঞ্জিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার চিত্তে তখন যে প্রেমাধিক্য এবং রূপ-লাবণ্যাধিক্যের গর্ব প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত ছিল এবং ঐ সকল বাক্যে যে তিনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং "চরণরজ উপাস্তে"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীরাধার গর্বগর্ভিত ঈর্ষ্যাই) সূচিত হইতেছে। এই আক্ষেপের সহিত আবার অসূয়াও মিশ্রিত রহিয়াছে (শ্রীকৃষ্ণ আমাদের দুঃখ দূর করিলেন না; কিন্তু মথুরানাগরীদের দুঃখ দূর করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিতেছেন। মথুরানাগরীদের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া ইহা অসূয়া)। এজন্য "অপি চ কৃপণ-পক্ষে"-ইত্যাদিবাক্যে অসূয়ার সহিত আক্ষেপ প্রকাশ পাইতেছে।

ঙ। সংজল্প

সংজল্পের লক্ষণ

কোনও অনির্বাচ্যা দুর্গম-সোল্লুণ্ঠ আক্ষেপভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতাদির (অকৃতজ্ঞতা, কাঠিন্য, শাঠ্য প্রভৃতির) উক্তিকে সংজল্প বলে (উ. নী. ম., স্থায়ি ॥ ১৪৫)।

সংজল্পের উদাহরণ

"বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ। স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিংনু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ভা. ১০।৪৭।১৬ ॥—(শ্রীরাধা বলিলেন—অহে ভ্রমর!) তোমার মস্তকে ধৃত আমার চরণ পরিত্যাগ কর। আমি তোমাকেও জানি, তোমার প্রভু মুকুন্দকেও জানি। চাটুবাক্যে তিনি নিপুণ, অনুনয় করার রীতিতেও তিনি পণ্ডিত; তাঁহার নিকটে চাটুবাক্য এবং অনুনয়ের রীতি শিক্ষা করিয়াই যে তুমি এই দৌত্যকার্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছ, তাহাও আমি জানি। তিনি অকৃতজ্ঞ। কেননা, তাঁহার নিমিত্তই আমরা পতি, পুত্র (দেবরাদির পুত্র) এবং অন্য সকলকে (মাতা-পিতা ভ্রাতাদিগকে) পরিত্যাগ করিয়াছি। (তিনি কিন্তু এতাদৃশ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। যদি বল—'তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর, তাঁহার সহিত সন্ধি কর', তাহা হইলে বলি শুন) অহো! এতাদৃশ কঠিন-চিত্ত অকৃতজ্ঞ শঠের সহিত আবার সন্ধি কি?"

এই উদাহরণ-শ্লোকের পূর্বার্ধে সোল্লুণ্ঠ আক্ষেপমুদ্রা এবং শেষার্ধে অকৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরত্বাদি খ্যাপিত হইয়াছে।

চ। অবজল্প

অবজল্পের লক্ষণ

শ্রীকৃষ্ণে কাঠিন্য, কামিত্ব ও ধূর্ততা আছে বলিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তি-স্থাপন অযোগ্য —যাহাতে এই ভাবের বাক্য, ঈর্ষ্যা ও ভয়ের সহিত উক্ত হয়, তাহাকে বলে অবজল্প (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৪৭)।

অবজল্পের উদাহরণ

"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্। বলিমপি বলিমত্ত্বাঽবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ যস্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ॥ ভা. ১০।৪৭।১৭॥—(নবদূর্বাদল-শ্যাম, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ, রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় হইয়াও) লুব্ধধর্মা (ব্যাধধর্মা—অনর্থক—ক্রূর ও কঠিন-হৃদয়) হইয়া ব্যাধের ন্যায় কপীন্দ্র বালীকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কামযানা শূর্পনখার (নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া) তাহাকে বিরূপা করিয়াছিলেন। আবার, ব্রাহ্মণ-তনয় কৃষ্ণবর্ণ বামন পরম-ধার্মিক বলিরাজের প্রদত্ত সমস্ত পূজোপহার ভোজন করিয়া কাকের ন্যায় ছলপূর্বক সেই বলিরাজকেই বন্ধন করিয়াছিলেন। (এইরূপই তো কৃষ্ণবর্ণ লোকের স্বভাব। ভ্রমর! তোমার প্রভুটীও তো কৃষ্ণবর্ণ; সুতরাং) কৃষ্ণবর্ণ তোমার প্রভুর সখ্যে আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি আমরা কিন্তু তাঁহার কথারূপ অর্থ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।"

এই উদাহরণে—বালীবধের উল্লেখে "কাঠিন্য", "স্ত্রীজিত"-শব্দে কামিত্ব, বলিমহারাজের ব্যাপারে ধূর্ততা এবং "অসিতসখ্যৈঃ"-ইত্যাদি বাক্যে আসক্তির অযোগ্যতা, ভয় ও ঈর্ষ্যা সূচিত হইয়াছে।

ছ। অভিজল্প

অভিজল্পের লক্ষণ

শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষিগণকেও (তাঁহার নিমিত্ত যাঁহারা পক্ষীর ন্যায় আচরণ অবলম্বন-পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও) খেদান্বিত করিয়া থাকেন (দুঃখ দান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন), তখন তাঁহাকে ত্যাগ করাই উচিত—ভঙ্গীপূর্বক এইরূপ সানুতাপ বাক্যকে অভিজল্প (অভিজল্পিত) বলে। (উ. নী. ম., স্থায়ি ॥ ১৪৯)।

অভিজল্পের উদাহরণ

"যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্‌-সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ। সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥ ভা. ১০।৪৭।১৮ ॥—কর্ণ-পীযূষতুল্য (শ্রবণমাত্রেই যাহা সুধার ন্যায় সুখদ, তাদৃশ) যাঁহার প্রতিক্ষণ-চেষ্টিত-লীলার এক কণিকার একবার মাত্র আস্বাদনেই সমস্ত দ্বন্দ্বধর্ম (রাগাদি, বা শীতোষ্ণাদি, বা স্ত্রী-পুরুষাদির পরস্পর ধর্ম) বিধৌত হইয়া যায়, তাঁহার সেই লীলাকথা শ্রবণ করিয়া যাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ (তাঁহাদের অভাবে) দীন গৃহ-কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেরাও দীন হইয়াছেন, এতাদৃশ বহু বিহঙ্গ এ-স্থলে (আমাদের বসতিস্থল এই বৃন্দাবনে) ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন।"

এ-সকল কথাতে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা ভঙ্গীতে জানাইলেন—যাঁহার চরিত-কথারই এতাদৃশ সর্বনাশা প্রভাব, তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু শ্রীরাধা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার অনুতাপ।

জ। আজল্প

আজল্পের লক্ষণ

নির্বেদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা (জৈহ্ম্য) এবং দুঃখদায়কত্ব এবং ভঙ্গীক্রমে, অপরের সুখদায়কত্ব যে-স্থলে প্রকটিত হয়, তাহাকে বলে আজল্প (উ. নী. ম., স্থায়ি ॥ ১৫১)।

আজল্পের উদাহরণ

"বয়মমৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ। দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্রস্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা ॥ ভা. ১০।৪৭।১৯ ॥ —হে উপমন্ত্রিন্ (হে দূত)! অবোধ কৃষ্ণসার-মৃগপত্নীগণ যেমন ব্যাধের গীতধ্বনিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শরাঘাতে জর্জরিত হইয়া ব্যথা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরাও বার বার তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নখস্পর্শজনিত তীক্ষ্ণ মদন-ব্যথা সহ্য করিয়া এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি (পরন্তু কখনও কন্দর্প-সুখ প্রাপ্ত হই নাই)। অতএব হে দূত! (দুঃখদায়ক কথা পরিত্যাগ করিয়া) অন্য কথা বল।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কৌটিল্য, কৃষ্ণবার্তার দুঃখদায়কত্ব এবং অন্য বার্তার সুখদত্ব কীর্তিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝ। প্রতিজল্প

প্রতিজল্পের লক্ষণ

শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দ্বন্দ্ব-(মিথুনী-) ভাব দুস্ত্যজ ; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তি (তাঁহার নিকটে গমন) অনুচিত—এই ভাবের উক্তি যাহাতে থাকে এবং যাহাতে দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও করা হয়, তাহাকে প্রতিজল্প বলে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৫২)।

প্রতিজল্পের উদাহরণ

"প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে॥ ভা. ১০।৪৭।২০॥

—হে প্রিয়ের সখা! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পুনরায় প্রেরিত হইয়া আসিয়াছ কি? হে দূত! তুমি আমার মাননীয়; অতএব, কি ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রার্থনা কর। হে অঙ্গ! যিনি পুরস্ত্রীগণের মিথুনীভাব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে, এই ব্রজে অবস্থিত আমাদিগকে, তুমি কোন্ যুক্তিবলে মথুরায় লইয়া যাইতে চাহিতেছ? হে সৌম্য! প্রিয়তমারূপে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মী পরমসুখে নিরন্তর তাঁহার বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন।"

এই উদাহরণে দূত-ভ্রমরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। অথচ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাব-শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অনৌচিত্যও খ্যাপিত হইয়াছে।

ঞ। সুজল্প

সুজল্পের লক্ষণ

যাহাতে সরলতানিবন্ধন গাম্ভীর্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহাকে সুজল্প বলা হয় (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৫৩)।

সুজল্পের উদাহরণ

"অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥ ভা. ১০।৪৭।২১॥

—হে সৌম্য। (গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া) আর্যপুত্র (শ্রীকৃষ্ণ) এখন মধুপুরীতে বাস করিতেছেন কি? তিনি এখন তাঁহার পিতৃগৃহসমূহকে, বন্ধুগণকে এবং গোপগণকে স্মরণ করেন কি? কখনও কি তিনি তাঁহার কিঙ্করী আমাদিগের কথা বলেন? অহো! কখন তিনি তাঁহার অগুরু-সুগন্ধি-বাহু আমাদিগের মস্তকে ধারণ করিবেন?"

এই শ্লোকের প্রথম পাদে আর্জব (সরলতা), দ্বিতীয় পাদে নিজেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করায় গাম্ভীর্য, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

১৮। দিব্যোন্মাদের অন্যান্য বৈচিত্রী

পূর্বে (১০।১৬-১৭ অনুচ্ছেদে) দিব্যোন্মাদের দুইটী ভেদ বর্ণিত হইয়াছে—উদ্ঘূর্ণা এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রজল্প। চিত্রজল্পেরও আবার প্রজল্পাদি দশটী অঙ্গের বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু দিব্যোন্মাদ যে কেবল পূর্ব্বকথিত উদ্‌ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্পেই সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। দিব্যোন্মাদের আরও বহু ভেদ আছে। "উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যা স্তদ্‌ভেদা বহবো মতাঃ"-ইত্যাদি (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ১৩৭) বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

মোহন যখন কোনও অনির্ব্বচনীয় ভ্রমাভা বৈচিত্রী ধারণ করে, তখনই তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই ভ্রমাভা বৈচিত্রী বহুরূপে প্রকাশ পাইতে পারে বলিয়া দিব্যোন্মাদেরও বহু বৈচিত্রী থাকিতে পারে।

প্রেম-বৈবশ্য হইতেই ভ্রমাভা বৈচিত্রী জন্মে। চিত্তস্থিত প্রেম-বৈবশ্যের ক্রিয়া কায়িকী চেষ্টাতেও অভিব্যক্ত হইতে পারে, বাচনিকী চেষ্টাতেও অভিব্যক্ত হইতে পারে। কায়িকী চেষ্টাতেই অভিব্যক্ত হউক, কিম্বা বাচনিকী চেষ্টাতেই অভিব্যক্ত হউক, কিম্বা কায়িকী এবং বাচনিকী এই উভয়বিধ চেষ্টাতেই অভিব্যক্ত হউক—যে ভাবেই অভিব্যক্ত হউক না কেন, প্রেম-বৈবশ্যজনিত ভ্রমাভা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদেরই পরিচায়ক হইবে।

উদ্‌ঘূর্ণার উদাহরণে (১০।১৬-অনু) অভিসারাদি এবং বাসকসজ্জাদি কায়িকী চেষ্টার কথা যেমন আছে, তেমনি আবার খণ্ডিতাভাবে নীলমেঘের প্রতি তর্জনাদি বাচনিকী চেষ্টার কথাও আছে।

দশাঙ্গ চিত্রজল্পের লক্ষণে এবং উদাহরণে কেবল বাচনিকী চেষ্টারই প্রাধান্য। এই বাচনিকী চেষ্টা অবশ্য অসূয়া, ঈর্ষ্যা, দৈন্য, চাপল্যাদি ভাবের বিভিন্ন বৈচিত্রীর সমাবেশ হইতে উদ্ভূত।

দৈন্য, চাপল্য, ঈর্ষ্যাদি ভাবের নানারূপ সমাবেশের ফলে, কায়িকী চেষ্টাদির এবং বাচনিকী চেষ্টাদিরও নানারূপ বৈচিত্রীতে, কিম্বা উভয়ের বৈচিত্রীময় সমাবেশের ফলেও, অনন্ত রকমের ভ্রমাভা বৈচিত্রীর উদ্ভব হইতে পারে। এই ভাবেই দিব্যোন্মাদের অনন্ত বৈচিত্রী। সমস্তের বর্ণনা সম্ভবপর নহে বলিয়াই উজ্জ্বলনীলমণিতে দিগ্‌দর্শনরূপে কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটী বৈচিত্রীর বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্‌ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প ব্যতীতও অনেক দিব্যোন্মাদ-বৈচিত্রী বর্ণিত হইয়াছে।

১৯। প্রত্যেক প্রেম-স্তরেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী-স্তরগুলি বিদ্যমান থাকে

যে পরিকর কৃষ্ণবিষয়কপ্রেমের সর্ব্বোচ্চ যে-স্তরের অধিকারী, সেই স্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরগুলি এবং তাহাদের ভেদসমূহও যথাযথ ভাবে তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে ; অবস্থাবিশেষে তাহাদের কোনও ভেদ আত্মপ্রকট করিয়া থাকে। এজন্য মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেও মহাভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী স্নেহ-মান-প্রণয়াদির বিকাশ দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। পরিকরভেদে প্রেমস্তরের সীমাভেদ

রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্যন্ত যে-সমস্ত প্রেমস্তরের কথা বলা হইল, ভগবৎ-পরিকরদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে সে-সকল সমস্ত স্তর বিরাজিত, তাহা নহে। পরিকরদের ভাবভেদে প্রেমস্তরের সীমারও ভেদ হইয়া থাকে।

ভগবৎ-পরিকরদের মধ্যে, পাঁচ রকম ভাবের পরিকর আছেন—শান্তভাব, দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব এবং মধুরভাব বা কান্তাভাব।

শান্তভাবের পরিকরদের ভাগবতী প্রীতিকে বলে শান্তরতি, দাস্যভাবের দাস্যরতি, ইত্যাদিক্রমে পাঁচ রকমের কৃষ্ণরতি আছে—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুরারতি বা কান্তারতি।

ইহাদের মধ্যে শান্তরতির স্থান পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ।

শান্তভক্তদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাধান্য থাকে; শান্তরতিতেও তাহাই। এজন্য শান্তভক্তের এবং শান্তরতির স্থান হইতেছে ঐশ্বর্যপ্রধান ধাম পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। ব্রজে শান্তরতি বা শান্তভক্ত নাই; তবে শান্তরতির গুণ—কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণা ত্যাগ—আছে।

ব্রজপরিকরগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞানের একান্ত অভাব; তাঁহাদের নর-অভিমান; শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহারা নর বলিয়াই এবং নিজেদের একজন বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের ভাব বা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতেছে সমক্‌রূপে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিময়—বিশুদ্ধ, কেবল প্রেম।

ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্তাভাব হইতেছে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, মমতাবুদ্ধিময় কেবল প্রেম। শান্তের গুণ দাস্যে আছে, দাস্যের গুণ (প্রাণঢালা মমতাবুদ্ধিময়ী সেবা) সখ্যে আছে, সখ্যের গুণ (সম্ভ্রমহীনতা) বাৎসল্যে আছে, বাৎসল্যের গুণ (লালন-পালনাদি) মধুরে আছে। মধুরা রতিতে অতিরিক্ত আছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকারের সেবা, এমন কি নিজাঙ্গদ্বারা সেবাও।

যাহা হউক, পরব্যোমের শান্তরতি এবং ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি রতি প্রেমের কোন্ কোন্ স্তর পর্যন্ত বর্ধিত হয়, এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—"শান্তভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেম পর্য্যন্ত। দাসভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত॥ সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ-অন্ত॥ কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা। ২।২৪।২৫-২৭॥"

এ-স্থলে বলা হইল, শান্তরতি প্রেমপর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার তাৎপর্য কি? প্রেমের শেষ সীমা পর্যন্ত? না কি প্রেমের পূর্বসীমা পর্যন্ত? প্রেমের একটী লক্ষণ হইতেছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মমত্বাতিশয়াঙ্কিত—শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতা।" কিন্তু "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৭৭॥" সুতরাং শান্তভক্তে "প্রেম" থাকিতে পারে না। এইরূপে বুঝা যায়, প্রেমের পূর্বসীমা পর্যন্তই শান্তভক্তের রতি বর্ধিত হয়। প্রেমের পূর্বসীমা হইতেছে—রতি। সুতরাং শান্তরতি প্রেমের পূর্বসীমা পর্যন্ত, অর্থাৎ রতির শেষ সীমা পর্যন্তই বর্ধিত হয়। শান্তরতিও ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধানা।

দাস্যরতি "রাগদশা অন্ত" পর্যন্ত অর্থাৎ রাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয়। সুতরাং দাস্য রতিতে রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ—এই কয়টী প্রেমস্তর বিদ্যমান। রাগের পরবর্তী-কোনও প্রেমস্তর দাস্যভক্তে থাকে না।

সখ্যরতি "অনুরাগ পর্যন্ত" বর্ধিত হয়। কিন্তু অনুরাগের পূর্বসীমা, না কি শেষসীমা পর্যন্ত? উল্লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাক্যে বলা হইয়াছে—"সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি-অনুরাগ অন্ত॥" "অনুরাগ-অন্ত" হইতেছে "অনুরাগের শেষ সীমা।" "পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ" হইতেছে বাৎসল্য-রতি। বাৎসল্য রতি অনুরাগের শেষসীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয়; সখ্যরতিও যদি "অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত" বর্ধিত হয়, তাহা হইলে সখ্যরতি ও বাৎসল্য রতির কোনও ভেদ থাকে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, সখ্যরতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয় না, পূর্বসীমা পর্যন্তই বর্ধিত হয়।

এ-স্থলে আবার "অনুরাগের পূর্বসীমা" বলিতে "রাগের শেষ সীমা" বুঝাইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে দাস্যরতির সহিত সখ্যরতির ভেদ থাকে না। দাস্যরতিও "রাগের শেষ সীমা পর্যন্ত" বর্ধিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, সখ্য রতিতে অনুরাগও আছে; তবে অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত নাই। অনুরাগের পরবর্তী কোনও স্তরও নাই।

বাৎসল্যরতি যে অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয়, তাহা পরিষ্কার ভাবেই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যায়, বাৎসল্যে রতি হইতে আরম্ভ করিয়া অনুরাগ পর্যন্ত সমস্ত প্রেমস্তরই আছে, অনুরাগের পরবর্তী কোনও স্তরই নাই।

মধুরারতি বা কান্তারতি "মহাভাব-সীমা" পর্যন্ত বর্ধিত হয়। এ-স্থলে "কান্তারতি"-শব্দের অন্তর্গত "কান্তা"-শব্দে কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণই সূচিত হইতেছে, দ্বারাকামহিষীগণ নহে; কেন না, পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহিষীগণের পক্ষে মহাভাব হইতেছে "অতি দুর্লভ।"

ব্রজের গোপীগণের মধ্যেই মহাভাব বিরাজিত। মহাভাবেরও কয়েকটী স্তর আছে—রূঢ় মহাভাব, অধিরূঢ় মহাভাব, মোদন এবং মাদন। সমস্ত ব্রজগোপীর মধ্যেই কিন্তু মহাভাবের এ-সকল স্তরের সমস্ত স্তর নাই। মাদন একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যে, অন্য কোনও গোপীতে নাই। মোদন কেবল শ্রীরাধার যূথের গোপীগণের মধ্যে, অন্যযূথের গোপীগণের মধ্যে নাই। অন্য গোপীদের প্রেম মোদনের পূর্ব পর্যন্তই বর্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে মোদন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহনের রূপ ধারণ করে, সেই মোহনও কেবল শ্রীরাধার মধ্যেই প্রকটিত হয়, অন্য কোনও গোপীতে নহে।

২১। **সম্বন্ধানুগা এবং কামানুগা রতি**

সম্বন্ধানুগা রতি

ব্রজের দাস্যাদি রতির আশ্রয় দাস্যভক্ত, সখ্যভক্ত, বাৎসল্যভক্ত ও কান্তাভাবের ভক্তদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে—দাস্যভাবে প্রভু-ভৃত্যসম্বন্ধ, সখ্যভাবে সখা-সখা-সম্বন্ধ, বাৎসল্যভাবে পিতাপুত্র বা মাতাপুত্র সম্বন্ধ এবং কান্তাভাবে কান্তাকান্ত সম্বন্ধ। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের পরিকরদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধের ভাবই প্রাধান্য লাভ করে; এইরূপ সম্বন্ধের উপযোগী ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাই তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হয় এবং তদনুরূপ সেবাই তাঁহারা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধই হইতেছে তাঁহাদের সেবাবাসনার প্রবর্তক; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা, বা রতি, হইতেছে তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুগতা; এজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণরতিকে (অর্থাৎ দাস্যরতি, সখ্যরতি এবং বাৎসল্যরতিকে) বলা হয় **সম্বন্ধানুগা রতি**। সম্বন্ধের প্রতিকূল কোনও সেবার বাসনা তাঁহাদের চিত্তে কখনও উদিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের উচ্ছিষ্ট দেওয়ার, বা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করার বাসনা কখনও দাস্যভাবের পরিকরদের চিত্তে উদিত হয় না; কিন্তু সখ্যভাবের পরিকর শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট দিতে, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে কোনওরূপ সঙ্কোচ অনুভব করেন না। ইত্যাদি।

কামানুগা (প্রেমানুগা) রতি

কিন্তু কান্তাভাবের পরিকর ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই (সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনাই) হইতেছে তাঁহাদের কৃষ্ণসেবাবাসনার প্রবর্তক। যে-প্রকারেই হউক, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই হইতেছে তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। তাঁহাদের সেবাবাসনা, বা কৃষ্ণরতি, হইতেছে তাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেরই অনুগতা। এজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণরতিকে বলে **প্রেমানুগা**। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।—গোপরামাদিগের প্রেমকেই কাম বলার প্রথা আছে"—এই নীতি অনুসারে তাঁহাদের কৃষ্ণরতিকে **কামানুগাও** বলা হয়। বাস্তবিক তাঁহাদের একমাত্র কামনাই হইল কৃষ্ণপ্রীতি; অন্য কোনও কামনা কখনও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না; এজন্য তাঁহাদের কামই হইতেছে প্রেম। যে-কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য বলিয়া তাঁহারা নিজেদের অঙ্গদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার বলবতী বাসনাবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য স্বজন-আর্যপথ, বেদধর্ম-কুলধর্মাদিও অম্লানবদনে বিসর্জন দিতে পারেন।

সম্বন্ধানুগাতে সেবাবাসনা, বিকাশের পথে, সম্বন্ধের গণ্ডীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়; তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধানুগায় অবাধ-সেবা সম্ভব নহে। কিন্তু কামানুগায় বা প্রেমানুগায় কোনও বাধাই নাই; এ-স্থলে কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা ব্রজগোপীদের কৃষ্ণসেবার বাসনার প্রতিকূল নহে, বরং অনুকূল। প্রেমানুগাতেই সর্বতোভাবে অবাধ-সেবা সম্ভব।

২২। ত্রিবিধা কান্তারতি

কান্তারতি বা মধুরারতি তিন রকমের—সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী রতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা এবং ব্রজগোপীগণে সমর্থা। এই তিনটী হইতেছে যথাক্রমে মণির তুল্য, চিন্তামণির তুল্য এবং কৌস্তুভমণির তুল্য। মণি যেমন অতি সুলভ নয়, সাধারণী রতিও কুব্জা ব্যতীত অন্যের পক্ষে অতি সুলভ নয়। চিন্তামণি যেমন সর্বত্র সুদুর্লভ, সমঞ্জসা রতিও মহিষীগণব্যতীত অন্যত্র সুদুর্লভ। আর, কৌস্তুভমণি যেমন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ, তেমনি সমর্থা রতিও ব্রজ-দেবীগণ ব্যতীত অন্যত্র অলভ্যা। মণি হইতে যেমন চিন্তামণির এবং চিন্তামণি হইতে যেমন কৌস্তুভমণির উৎকর্ষ, তেমনি সাধারণী হইতে সমঞ্জসার এবং সমঞ্জসা হইতে সমর্থার উৎকর্ষ (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ২৯)।

সাধারণী রতি। যে রতি অতিশয় গাঢ় নয়, প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনেই যাহার উদ্ভব হয় এবং যাহার নিদান বা মূল কারণ হইতেছে সম্ভোগেচ্ছা, তাহাকে সাধারণী রতি বলে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ৩০)।

কৃষ্ণসুখের ইচ্ছাকেই বলে রতি। আত্মসুখ-হেতু সম্ভোগেচ্ছাকে রতি বলা সঙ্গত হয় না। তথাপি কুব্জাদির স্বসুখার্থ সম্ভোগেচ্ছাকে রতি বলার হেতু হইতেছে এই যে, সাধারণী রতিতে প্রথমে আত্মসুখার্থ সম্ভোগেচ্ছা থাকিলেও পরে নিজের সুখহেতু শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা জন্মে। সাক্ষাদ্দর্শনের পরে পরম্পরাক্রমেই রতির উৎপত্তি।

কুব্জার স্বরূপ

সাধারণী রতিমতী সৈরিন্ধ্রী কুব্জা হইতেছেন তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা শক্তি, নিত্যকান্তা; তিনি জীবতত্ত্ব নহেন (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, ৬।১০০-গ অনুচ্ছেদে, বাঁধান ৪র্থ খণ্ডে ২৬৫৫-৫৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু নিত্যকান্তা হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা নহেন; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তাও নহেন; কেননা, অপর কাহারও সহিত কুব্জার বিবাহ হয় নাই। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, সৈরিন্ধ্রী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তার তুল্যা—"পরকীয়ৈব সম্মতা = পরকীয়া এব সম্মতা (নায়িকা, ৭)।" টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—এ-স্থলে "সাদৃশ্যে বা তুল্যার্থে" এব-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। (বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, ৭।৩৬৮ অনুচ্ছেদে বাঁধান ৫ম খণ্ডের ৩৩৯৪-৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

সমঞ্জসা রতি। যে রতি শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির শ্রবণাদি হইতে আবির্ভূত হয়, যাহা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীত্বের অভিমান-বুদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে, সেই সান্দ্রা (গাঢ়) রতিকে সমঞ্জসা বলে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ৩৩)।

রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ নিত্য-স্বকান্তা। তাঁহাদের মধ্যেও কৃষ্ণরতি নিত্য বিরাজিত। তবে প্রকটলীলাকালে তাঁহারা যখন জন্মলীলার ব্যপদেশে ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত হয়েন, তখন তাঁহাদের কৃষ্ণরতি থাকে প্রচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথার শ্রবণাদিতে তাহা উদ্বুদ্ধ বা আবির্ভূত হয়।

এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্রেই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদনের জন্য বলবতী বাসনা জাগে। পত্নীব্যতীত অন্য কোনও রূপে সেবার বাসনা জাগে না। তাঁহাদের মধ্যে যে কৃষ্ণরতি নিত্য বিরাজিত এবং শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদির শ্রবণে যে তাহা উদ্বুদ্ধ হয়, তাহার তাৎপর্যও হইতেছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ। তথাপি কখনও কখনও সেই কৃষ্ণরতিই কৃষ্ণসুখ-বাসনার আনুগত্যে স্ব-সুখ-বাসনার রূপ ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন এইরূপ হয়, তখন ষোলহাজার মহিষীর সমবেত হাব-ভাব-কটাক্ষাদিও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারে না।

সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীদিগের লোকধর্মাদির অপেক্ষা আছে; এজন্য কেবল বিবাহিতা পত্নীরূপেই তাঁহারা কৃষ্ণসেবা করিতে অভিলাষবতী, অন্য কোনও রূপে নহে।

সমর্থা রতি।

সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ রকমের সম্ভোগেচ্ছা যে রতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বলে সমর্থা রতি। স্বরূপ (ললনানিষ্ঠ স্বরূপ) হইতে, কিম্বা কৃষ্ণসম্বন্ধী শব্দাদির যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন এই সমর্থা রতি তাহার গন্ধমাত্র (বেদধর্ম-কুলধর্মাদি) সমস্তকে ভুলাইয়া দেয়। এই সমর্থা রতি হইতেছে সান্দ্রতমা (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ৩৭-৩৮)।

কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীদের কৃষ্ণরতিই হইতেছে সমর্থা রতি। সম্ভোগ দুই রকমের— প্রিয়জনের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুখের জন্য সম্ভোগ এবং নিজের দ্বারা প্রিয়জনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সুখের জন্য সম্ভোগ। তন্মধ্যে পূর্বেরটী হইতেছে বস্তুতঃ কাম; দ্বিতীয়টী হইতেছে বাস্তবিক রতি বা প্রেম। দ্বিতীয় রকমের, অর্থাৎ প্রেমাত্মক সম্ভোগেও প্রিয়জনের স্পর্শসুখ হইয়া থাকেই। যদিও এই স্পর্শসুখের স্পৃহা দুর্বারা, তথাপি ইহা কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লাভ করিয়া যে রতির সহিত মিলিত হইয়া তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, সর্বাতিক্রমী সামর্থ্যবশতঃ তাহাকে সমর্থা রতি বলে। অর্থাৎ স্পর্শসুখের যে ইচ্ছা, তাহা বলবতী হইলেও তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, তাহাও কৃষ্ণসুখ-বাসনাতেই পর্যবসিত হয়। রতির সহিত সর্বতোভাবে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া এই স্পর্শসুখরূপ সম্ভোগেচ্ছা-বিশেষ কখনও সমর্থা রতি হইতে ভেদ প্রাপ্ত হয় না, পৃথক্ ভাবে প্রতীতিগোচর হয় না। সমর্থা রতি হইতেছে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত, শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্ব-হেতু-স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্ময়াবহ লীলা-বৈচিত্র্যদ্বারা চমৎকারকারিণী শোভা-সম্পত্তিবিশিষ্টা। এজন্য এই সমর্থা রতিতে কায়মনোবাক্যের যে কিছু ব্যাপার, তৎসমস্তই একমাত্র কৃষ্ণসুখার্থই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্বসুখবাসনার গন্ধলেশও নাই (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ৪০)। সমঞ্জসা রতিতে পত্নীভাবাত্মক অভিমান সর্বদা বর্তমান থাকে বলিয়া কখনও কখনও স্বসুখার্থ সম্ভোগের উদ্যম হয়; কিন্তু সমর্থাতে কখনও তাহা দৃষ্ট হয় না (ঐ, স্থায়ি॥ ৪১)।

সাধারণী ও সমঞ্জসা রতি হইতে **সমর্থা রতির কয়েকটী অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য** আছে।

প্রথমতঃ **প্রকটন-বিষয়ে বিশিষ্টতা**। সাধারণী রতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন হইতে জাত; ইহা আত্মসুখ-বাসনা হইতে উদ্ভূত, অথবা কৃষ্ণকর্তৃক নিজের সুখ হইলে, তাহার পরে তৎপ্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতে জাত; সুতরাং ইহা নির্হেতুক নহে। সমঞ্জসা রতি স্বাভাবিকী হইলেও প্রথমে ইহা থাকে প্রচ্ছন্ন; ইহার উন্মেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি-শ্রবণের অপেক্ষা আছে। কিন্তু সমর্থা রতির উন্মেষের জন্য (কুব্জার রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের, বা (মহিষীদের রতির ন্যায়) কৃষ্ণগুণাদি-শ্রবণের কোনও অপেক্ষাই নাই। স্বরূপগত-ধর্মবশতঃ ইহা আপনা-আপনিই উন্মেষিত হয় এবং দ্রুতগতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। ব্রজসুন্দরীদিগের রতি স্বরূপতঃই **ললনানিষ্ঠা**—অর্থাৎ প্রকটলীলাতেও জন্মাবধিই তাঁহাদের মধ্যে অপ্রচ্ছন্ন ভাবেই বিরাজিত। শিশুকাল হইতেই কাহার জন্য যেন ব্রজগোপীদের চিত্তের আকুলি-বিকুলি। কাহার জন্য এই আকুলি-বিকুলি, তাহা তাঁহারা তখন জানেন না। শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলেও, তাঁহার কথা কিছু না শুনিলেও, তাঁহাদের এই রতি, আকুলি-বিকুলি, দ্রুতবেগে বর্ধিত হইতে থাকে (উ. নী. ম., স্থায়ি॥ ২৬)। অদৃষ্ট এবং অশ্রুত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও বস্তুর—তাঁহার বংশীধ্বনি, তাঁহার ব্যবহৃত ময়ূরপুচ্ছাদির সহিত সম্বন্ধ হইলেই তাঁহাদের কৃষ্ণরতি উচ্ছুসিত হইয়া উঠে। এতাদৃশই হইতেছে ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতির স্বরূপগত ধর্ম।

দ্বিতীয়তঃ, **স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছার অভাব**। সাধারণী রতিতে স্বসুখার্থ সম্ভোগেচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করে। সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীদেরও সময় সময় স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে। কিন্তু সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীদের কখনও স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে না। একমাত্র কৃষ্ণসুখের জন্যই তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত হইলে তাঁহারা নিজাঙ্গ দ্বারা তাঁহার সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখের জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহারা নিজাঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ করেন না।

তৃতীয়তঃ, **ধর্মত্যাগ-সামর্থ্য**। সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লালসাবতী হইলেও ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার বাসনা ধর্মের অপেক্ষা দূর করিতে পারে না। তাই যজ্ঞাদি-সম্পাদনপূর্বক বিধিমত বিবাহ-বন্ধনে পত্নীত্ব লাভ করিয়াই কৃষ্ণসেবার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা। কিন্তু সমর্থারতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতী ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণসেবার জন্য এতই লালসাবতী যে, লোকধর্ম-বেদধর্ম-বিধিধর্ম-স্বজন-আর্যপথাদির কথা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যায়েন। সর্ববিধ ধর্মকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে জলাঞ্জলি দিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসুখব্যতীত অপর কিছুই তাঁহারা জানেন না, অপর কিছুতে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন। এই রতি, গোপীদিগকে স্বজন-আর্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করাইবার সামর্থ্য ধারণ করে বলিয়াই এবং স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে সমর্থ বলিয়াই ইহাকে সমর্থা রতি বলে।

চতুর্থতঃ, সান্দ্রতমত্ব। সাধারণী রতি সর্বদাই স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়; সমঞ্জসা রতিও সময় সময় তদ্রূপ বাসনা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সমর্থা রতি কোনও সময়েই স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা বা অন্য ইচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় না। কঠিন প্রস্তরে যেমন সূচ্যগ্রভাগও প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ সমর্থা রতিতেও কৃষ্ণসুখ-বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনাই প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য সমর্থা রতিকে সান্দ্রতমা (গাঢ়তমা) বলে।

২৩। **গোপীভাব**

গোপীভাব=গোপীদিগের ভাব। এস্থলে "গোপী"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীদিগকেই বুঝায়, অপর কাহাকেও বুঝায় না। তাঁহাদিগকে "ব্রজদেবী"ও বলা হয়। আর, "ভাব" বলিতে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম বুঝায়। "গোপীভাব" বলিতে কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকেই বুঝায়। তাঁহাদের এই প্রেমের নাম মহাভাব। এই মহাভাব, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথা তো দূরে, দ্বারকার মহিষীগণের পক্ষেও "অতি দুর্লভ"; ইহা একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেই বিরাজিত [১৹১৩-জ (১) অনু]।

এই মহাভাবেরও কয়েকটি বৈচিত্রী আছে—রূঢ় মহাভাব, অধিরূঢ় মহাভাব, মোদন এবং মাদন; শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে মোদনই মোহনের রূপ ধারণ করে। সকল স্তরই যে সকল ব্রজদেবীতে বিরাজিত, তাহা নহে।

মাদন কেবল শ্রীরাধিকাতে, অপর কোনও গোপীতে নাই। মোদন কেবল শ্রীরাধার যূথের গোপীগণের মধ্যে, অপর কোনও গোপীতে নাই। মোহনও কেবল শ্রীরাধিকাতে, অপর কোনও গোপীতে নাই, এমন কি শ্রীরাধার যূথের অপর কোনও গোপীতেও নাই।

বিভিন্ন গোপীতে মহাভাবের বিভিন্ন বৈচিত্রী বিরাজিত; তদনুসারে গোপীদের নানা রকম ভেদ আছে।

ক। পক্ষভেদ

সকল গোপীতে মহাভাব, বা মহাভাবের বৈচিত্রী থাকিলেও রসবৈচিত্রী সম্পাদনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য এবং রসপুষ্টির জন্য লীলাশক্তির প্রভাবে গোপীদিগের মধ্যে আবার পক্ষভেদও আছে—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং বিপক্ষ।

স্বপক্ষ। একই যূথেশ্বরীর যূথে যে সমস্ত ব্রজসুন্দরী থাকেন, তাঁহাদিগকে সেই যূথেশ্বরীর স্বপক্ষ বলা হয়। যূথেশ্বরীর ভাবের সহিত তাঁহাদের ভাব সর্বদা সমজাতীয়।

সুহৃৎ পক্ষ। ভাবের সর্বথা সাজাত্য থাকিলে হয় স্বপক্ষ। কিন্তু যদি সর্বথা সাজাত্য না থাকে, যদি বহুতর সাজাত্য এবং তাহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বৈজাত্য মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে হয় সুহৃৎপক্ষ।

বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষ। যাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাঁহাদিগকে পরস্পরের বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষ বলা হয়। বিপক্ষগণ পরস্পরের ইষ্টহানি করেন এবং পরস্পরের অনিষ্ট সাধন করেন। ভাবের সর্বথা বৈজাত্য হইলেই বিপক্ষতা, বা প্রতিপক্ষতা। চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা পরস্পরের বিপক্ষা।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগকালেই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে থাকেন, তখনই) শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে পরস্পর বিপক্ষ ভাব; কিন্তু বিয়োগকালে (অর্থাৎ যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে থাকেন না, তখন) তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের পরিবর্তে স্নেহই জন্মে। ইহাতেই জানা যায়—সংযোগ-কালের ঈর্ষ্যা-দ্বেষাদি কেবল বাহ্যবৃত্তিতেই উদিত হয়, অন্তর্বৃত্তিতে উদিত হয় না, অন্তঃস্থিত কৃষ্ণরতিকে ভেদ করিতে পারে না।

তটস্থ পক্ষ। বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে তটস্থপক্ষ বলে। যিনি বিপক্ষের সুহৃৎ, বিপক্ষের প্রতি তাঁহার সৌহৃদ্য মাত্রই গ্রহণ করা হয়; বিপক্ষের মর্মস্পর্শ নাই বলিয়া বিপক্ষের ন্যায় ঈর্ষ্যাদি তিনি পোষণ করেন না; এজন্য তাঁহাকে তটস্থপক্ষ বলা হয়।

ভিন্ন ভিন্ন পক্ষস্থিতা গোপীদের ভিন্ন ভিন্ন যূথ আছে। প্রতি যূথে যিনি প্রধানা, তাঁহাকে সেই যূথের যূথেশ্বরী বলে।

খ। সখী ও মঞ্জরী

স্বীয়যূথে প্রত্যেক যূথেশ্বরীরই সখী আছেন এবং সেবাপরা কিঙ্করী আছেন। সেবাপরা কিঙ্করীদিগকে মঞ্জরী বলা হয়। যেমন, শ্রীরাধার যূথে ললিতা-বিশাখাদি হইতেছেন তাঁহার সখী এবং শ্রীরূপমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী প্রভৃতি হইতেছেন শ্রীরাধার কিঙ্করী।

প্রত্যেক যূথেই সখী-মঞ্জরী-আদিরূপে অসংখ্য গোপী; তাঁহাদের সকলের ভাবই সমজাতীয়।

শ্রীরাধা সর্বগোপী-শ্রেষ্ঠা

সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীই হইতেছেন শ্রেষ্ঠা। এই দুইজনের মধ্যে আবার শ্রীরাধাই চন্দ্রাবলী অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধা হইতেছেন মহাভাবস্বরূপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং গুণে অত্যন্ত বরীয়সী। "তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ উ. নী. ম., রাধা॥ ২॥" বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রও শ্রীরাধার উৎকর্ষের কথা বলিয়াছেন। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥" এইরূপে দেখা গেল, সমস্ত ব্রজগোপীর মধ্যে শ্রীরাধাই হইতেছেন সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা।

২৪। গোপীভাব

গোপীভাব বলিতে যূথেশ্বরী গোপী, তাঁহার সখীরূপা গোপীগণ এবং তাঁহার সেবাপরা মঞ্জরীগণ—ইঁহাদের সকলের ভাবকেই বুঝায়; ইঁহাদের সকলের মধ্যেই মহাভাব বিরাজিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে গোপীভাবের বিকাশ ছিল কিনা, পরবর্তী একাদশ অধ্যায়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এই দশম অধ্যায়টীকে পরবর্তী একাদশ অধ্যায়ের ভূমিকাস্বরূপও মনে করা যায়।

দশম অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ৫. ৭. ১৯৬১, শেষ ১৮. ৭. ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

মহাপ্রভুতে গোপীভাব

১। মহাপ্রভুর তিনটী ভাব

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে তিনটী ভাব প্রকাশ পাইত—কখনও ঈশ্বরভাব, কখনও দাসভাব এবং কখনও গোপীভাব। "গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। আত্মতন্ত্রঃ স্বাত্মরতঃ শিক্ষয়ন্ স্বজনানয়ম্ ॥ কড়চা ॥ ৩৩।১৭ ॥-এই স্বাধীন স্বাত্মারাম প্রভু নিজ-জনগণকে শিক্ষাদানের জন্য কখনও গোপীভাবে, কখনও দাসভাবে, আবার কখনও বা ঈশ্বরভাবে বিরাজ করিতেছেন।"

ক। ঈশ্বরভাব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঈশ্বর-ভাবের, বা ঐশ্বর্যের, কয়েকটী উদাহরণ পূর্ববর্তী সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাপ্রভুর ঈশ্বর-ভাবের রহস্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঈশ্বর-ভাব বা ঐশ্বর্য-প্রকাশ সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন মনে জাগিতে পারে; এ-স্থলে সেই প্রশ্নটী উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রশ্নটী এই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—অশেষ-রসামৃত-বারিধি শৃঙ্গাররসরাজমূর্তিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এই উভয়ের মিলনে একটী স্বরূপ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট; তিনি যে ঈশ্বর, ব্রজলীলায় তাঁহার এই জ্ঞান থাকে প্রচ্ছন্ন; তিনি যে ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্, ব্রজেন্দ্র-নন্দন—ব্রজে তিনি তাহা মনে করেন না। আর শ্রীরাধাও নর-অভিমানবিশিষ্টা। এজন্য, শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে উৎকট বিরহার্তিতে শ্রীরাধা যখন ধৈর্যহারা হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহার সখীগণ যখন তাঁহাকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলিয়াছিলেন—"রাধে! তুমি ধৈর্য ধারণ কর; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—তিনি মথুরা হইতে ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন; বিশেষতঃ, তিনি পরম-কৃপালু; তিনি অবশ্যই ফিরিয়া আসিবেন," তখন শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিতে পারেন; কিন্তু যখন তিনি ফিরিয়া আসিবেন, তখন কি আমি জীবিত থাকিব? জীবিত থাকিলেও তখন কি তাঁহার প্রীতিবিধানের যোগ্যতা আমার থাকিবে?"—"কৃষ্ণ কৃপাপারবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার, সখি তোর এ ব্যর্থ বচন। জীবের জীবন চঞ্চল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন পদ্মপত্রের জল, ততদিন জীবে কোন্ জন॥ শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন-অন্ত, এই বাক্য কহ না বিচারি। নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন, সে যৌবন দিন দুই চারি॥ চৈ. চ. ২।২।২২-২৩॥"

এ-স্থলে দেখা যায়, শ্রীরাধা নিজেকে জীব বলিয়া মনে করিয়াছেন—যদিও তিনি স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু নিত্যসিদ্ধ পরিকর, স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, নিত্যকিশোরী।

নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং নর-অভিমানবতী শ্রীরাধা—এতদুভয়ের মিলিত স্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্টই হইবেন। তাঁহার মধ্যে কিরূপে ঈশ্বর-ভাব প্রকটিত হইতে পারে? কিরূপে তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্যের বিকাশ দৃষ্ট হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ বলিয়া মনে হয়।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃই নরবপু, নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট। তাঁহার ঐশ্বর্য আছে বলিয়া তিনি মনে না করিলেও, তিনি যখন পরমেশ্বর স্বয়ংভগবান্, তখন তাঁহার ঐশ্বর্য সকল সময়ে তাঁহাতে থাকিবেই এবং সেই ঐশ্বর্য তাঁহারই স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া সুযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহার সেবাও করিবে। লীলারস-পুষ্টির জন্য, কিম্বা ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা জন্মিলে, সেই ইচ্ছাপূরণের জন্য যদি তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রকটনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য-শক্তি বা লীলাশক্তি তখন তাঁহার ঐশ্বর্যকেও প্রকটিত করিবেন। রাসাদিলীলায় এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকটিতও হইয়াছে। কিন্তু বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, ঐশ্বর্য-প্রকটন-কালেও তাঁহার নরলীলত্ব এবং নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ থাকে (গৌ. বৈ. দ. ১৩শ অধ্যায়ে, প্রথমখণ্ডের ৩৫৩-৮৪ পৃষ্ঠায়, বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের সর্বজ্ঞত্বও তাঁহার ঐশ্বর্যেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার মধ্যে এই সর্বজ্ঞত্বও প্রয়োজন-বোধে প্রকটিত হইত, অবশ্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে। গোপশিশুদিগকে সঙ্গে করিয়া তিনি যখন বৎস-চারণে যাইতেন, তখন একদিন তাঁহাকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে কংস-প্রেরিত অঘাসুর বিরাট সর্পের আকার ধারণ করিয়া মুখব্যাদন করিয়া অবস্থান করিতেছিল; গোপশিশুগণ মনে করিয়াছিলেন—ইহা পর্বতেরই সর্পাকার এক গঠনভঙ্গী; সর্বজ্ঞত্ব-শক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু জানিতে পারিয়াছিলেন—ইহা পর্বতের সর্পাকার গঠনভঙ্গী নহে, অঘাসুরই সর্পাকার ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ব্রহ্মা যখন তাঁহার মঞ্জুমহিমা জানিবার উদ্দেশ্যে গোবৎস এবং বৎসপালদিগকে হরণ করিলেন, তখনও সর্বজ্ঞত্ব-শক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিলেন। এ-সকলস্থলেও তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণই ছিল; কিরূপে তিনি এ-সমস্ত জানিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই; কিন্তু জানিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই; তিনিও নরলীল ও নর-অভিমানবিশিষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নর-অভিমানবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য আছে বলিয়া তিনি মনে না করিলেও ঐশ্বর্য তাঁহার মধ্যে থাকিবেই এবং লীলারস-পুষ্টির জন্য, অথবা তাঁহার কোনও ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁহার ঐশ্বর্য আত্মপ্রকটও করিবে।

শ্রীল মুরারিগুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন "কখনও বা ঈশ্বরাবেশে ভৃত্যগণকে বিবিধ বর প্রদান করেন—এইরূপে নানাবিধ আকার-প্রকটনপূর্বক নৃত্য করিয়া ইনি লোকশিক্ষা দিয়াছেন। 'ক্বচিদীশ্বরভাবেন ভৃত্যেভ্যঃ প্রদদৌ বরান্।—এবং নানাবিধাকারৈ র্নৃত্যন্ লোকানশিক্ষয়ৎ॥ কড়চা ॥ ২।৪।৪॥", "নানাবতারানুকৃতিং বিতন্বন্ রেমে নৃলোকাননুশিক্ষয়ংশ্চ ॥ কড়চা ॥ ১।১৬।১৩ ॥—কখনও বা লোকশিক্ষার জন্য নানাবিধ অবতারের অনুকরণ করিয়া বিহার করেন।"

স্বীয় ভৃত্য (সেবক)-গণের প্রতি বর-প্রদান, কিম্বা রাম-নৃসিংহাদি বিবিধ ভগবৎ-স্বরূপের প্রকটনের দ্বারা লোকশিক্ষা—ঐশ্বর্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলেও, কৃপারই কার্য। মহাপ্রভুর কৃপার একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, কাহাকেও কৃপা করার জন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে তাঁহার কৃপাশক্তি সেই লোককে তো কৃতার্থ করেনই, প্রভুর ইচ্ছা প্রকটিত না হইলেও কৃপাশক্তি জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন॥ "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল ॥ চৈ. চ. ২।১৪।১৪ ॥ (পরবর্তী ১৫।৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভুর কৃপা পরম-স্বতন্ত্রা।

কাহারও প্রতি কৃপা প্রকাশ করার জন্য যখন প্রভুর ইচ্ছা হইত এবং কোনওরূপ ঐশ্বর্যের প্রকটনেই যদি সেই কৃপা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার এই ইচ্ছা জানিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তি সেই ঐশ্বর্যের প্রকটন করিবেনই। মুরারিগুপ্ত-শ্রীবাসপণ্ডিতাদিকে তাঁহাদের উপাস্য-স্বরূপ দেখাইয়া তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশের ইচ্ছা যখন প্রভুর হইল, কিম্বা অদ্বৈতাচার্য যখন বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য ইচ্ছা করিলেন, তখন প্রভু যখন তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তিই প্রভুর দেহে মুরারিগুপ্তকে তাঁহার উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবাসপণ্ডিতকে তাঁহার উপাস্য শ্রীনারায়ণ এবং অদ্বৈতাচার্যকে তাঁহার অভীষ্ট বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। নীলাচলে নৃত্যকালে, কিম্বা ভক্তদের কীর্তন-দর্শন-কালে প্রভুর যে প্রকাশরূপের প্রকটন হইয়াছিল, তাহাতেও তাঁহার ইচ্ছা জানিয়াই ঐশ্বর্য-শক্তি ঐসকল প্রকাশরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। কিরূপে এ-সকল প্রকাশরূপ প্রকটিত হইয়াছিল, লীলাবেশে প্রভু তাহা জানিতে পারেন নাই। "লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥ চৈ. চ. ২।১৩।৬৪ ॥"

শিবানন্দ সেনের গৃহে আবির্ভাবে প্রভুর ভোজন, শ্রীনিত্যানন্দের নর্তনে প্রভুর আবির্ভাবে নৃত্যদর্শন, শ্রীবাসের কীর্তনে আবির্ভাবে প্রভুর উপস্থিতি, শচীমাতার গৃহে প্রভুর আবির্ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোজন—প্রভৃতি স্থলেও তাঁহার আবির্ভাব তাঁহার ইচ্ছাতেই লীলাশক্তি বা ঐশ্বর্যশক্তি দ্বারাই প্রকটিত হইয়াছিল। শচীমাতার গৃহে, বা শিবানন্দের গৃহে ভোজনের কথা তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব-শক্তিই প্রভুকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

রথযাত্রাকালে বলগণ্ডী-স্থানের নিকটবর্তী উদ্যানে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা প্রভুর অনুসন্ধান ব্যতীত কেবল তাঁহার স্বতন্ত্রা কৃপারই কার্য (পরবর্তী ১৫।৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শিবানন্দসেনের কুক্কুরের এবং দণ্ডকারণ্যে সপ্ততালবৃক্ষের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিও হয় তো প্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার কৃপা-শক্তিরই কার্য।

প্রভুর অজ্ঞাতসারেই যে ঐশ্বর্য প্রকটিত হয়, শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেও তাহা বুঝা যায়। একদিন প্রভু কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং "খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব সভাকার স্থানে। অসর্ব্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥ 'কিছু-নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ। বলিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ॥ কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম। তোমরা আমার ভাই! বন্ধু জন্ম জন্ম। কৃষ্ণ-দাস্য বই মোর আর নাহি গতি। বলিহ আমারে পাছে হয় অন্য মতি॥ চৈ. ভা. মধ্য, ১৬শ॥ ২৭২ পৃঃ॥"

দূর হইতে প্রভুর দর্শনমাত্রেই যে দর্শকের পূর্বসঞ্চিত পাপ-পুণ্যরূপ সমস্ত কর্মফল বিধৌত হইয়া যাইত এবং দর্শক তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতেন, ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমন-কালে ব্যাঘ্র-হস্তী প্রভৃতিও যে প্রভুর দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিল—তাহাও প্রভুর ঐশ্বর্যেরই প্রকাশ। কিন্তু এ-সকল স্থলে প্রভুর ইচ্ছার উদয় সর্বত্র হয়তো ছিল না, তাঁহার স্বতন্ত্রা কৃপাই সকলকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নরলীল ও নর-অভিমানবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ অসম্ভব নহে।

খ। দাসভাব

দাসভাব হইতেছে ভক্তভাব। ভক্ত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়াই মনে করেন। সময় সময় মহাপ্রভুর মধ্যেও এই দাসভাব, বা ভক্তভাব প্রকাশ পাইত। শ্রীশ্রীগৌরের এই দাসভাব, বা ভক্তভাব হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত ভাব। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণ নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের "অশুল্কদাসিকা (ভা. ১০।৩১।২)" বলিয়া মনে করিতেন। রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুও যে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করিবেন, ইহা অস্বাভাবিকও নহে, তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-বিরোধীও নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের (প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের) অধিকারিণী শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও হইয়াছেন অখণ্ড-প্রেমভক্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাণ্ডারের অধিকারী; এজন্য তাঁহাতে ভক্তভাব বিদ্যমান। এই ভক্তভাব তাঁহার স্বরূপগত ভাব।

ভক্তির স্বরূপগত ধর্মই এই যে, যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তি তাঁহার মধ্যে নিজবিষয়ে হেয়তাবুদ্ধি জন্মায়; ভক্ত "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে॥ চৈ. চ. ২।২৩।১৪॥"; "প্রেমের স্বভাব এই—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সে-ই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৬॥" অন্যের কথা দূরে, অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধাই বলিয়াছেন,—"দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপটপ্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণ পায়॥ চৈ. চ. ২।২।৪০॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একে তো নর-অভিমান; তাতে আবার অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী বলিয়া তাঁহাতে দৈন্যের পূর্ণতম বিকাশ। এজন্য বস্তুতঃ তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও, কেহ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ, বা ভগবান্ বলিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন, রুষ্ট হইতেন, জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি অপরাধজনক বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। প্রভু যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন প্রভুর দর্শন পাইয়া এক দিন কয়েকজন বৃন্দাবনবাসী "লোক কহে—সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥ বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার। তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥ চৈ. চ. ২।১৮।১০২-৩॥"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া—"প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' ইহা না কহিয়। জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয়॥ সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণ-কণ সম। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥ জীব আর ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম। জ্বলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম। সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥ চৈ. চ. ২।১৮।১০৪-৭॥" এ-স্থলে দেখা গেল, প্রভু নিজেকে জীব বলিয়া মনে করিয়াছেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার জন্য রায়রামানন্দ যখন প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইলেন, তখন "প্রভু কহে—রামানন্দ কহ বিচারিয়া। রাজারে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া?" তখন "রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র॥ প্রভু কহে—আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥ চৈ. চ. ২।১২।৪৪-৪৭॥"

এ-স্থলেও প্রভু নিজেকে মনুষ্য বলিয়া পবিচয় দিয়াছেন।

প্রভু যখন বারাণসীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি কৃপা করিলেন, তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুর ভগবত্তা-খ্যাপন করিলে—"প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' আমি ক্ষুদ্র জীব হীন। জীবে বিষ্ণু মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥ জীবে বিষ্ণু-বুদ্ধি দূরে, যেই ব্রহ্মারুদ্রসম—। নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডীতে গণন॥ চৈ. চ. ২।২৫।৬৬-৭॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ মহাপ্রভু কখনও কখনও নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব বলিয়াও মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণনামে তাঁহার অনুরাগ নাই বলিয়াও মনে করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্যভক্তিও প্রার্থনা করিতেন।—(শ্রীকৃষ্ণ)—"সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। (প্রভু বলিয়াছেন—) আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৫" প্রভু বলিয়াছেন, —"ধনজন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৪॥" প্রভু আবার, "অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্যভক্তিদান। আপনাকে করে সংসার-জীব-অভিমান॥—তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥ কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম। তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৫-৭॥ প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দান করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৯॥"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—স্বয়ংভগবান্ হইয়াও যে প্রভুর জীব-অভিমান, অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও প্রভুর যে মায়াবদ্ধ সংসারি-জীব-অভিমান, ভক্তিহীনতা-জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্যভক্তি-প্রার্থনা—এই সমস্তই হইতেছে "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপানুবন্ধী ভাব। আনুষঙ্গিকভাবে ইহা দ্বারা সংসারী জীবের প্রতি শিক্ষাও প্রকাশ পাইয়াছে।

গ। গোপীভাব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গোপীভাব বলিতে শ্রীরাধার ভাবকেও বুঝায়, শ্রীরাধার কিঙ্করী (মঞ্জুরী)-দিগের ভাবকেও বুঝায় এবং অন্য গোপীদের ভাবকেও বুঝায় (১০।২৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এ-স্থলে ভাব বলিতে প্রেমকে বুঝায়—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। গোপীভাব—গোপীদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে গোপীভাব প্রকটিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কয়েক অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

ঘ। তুলনামূলক আলোচনা

এক্ষণে ঈশ্বরভাব, দাসভাব এবং গোপীভাব—এই ভাবত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা হইতেছে।

"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"-মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন স্বরূপতঃ রাধা-কৃষ্ণমিলিতস্বরূপ। মুখ্যতঃ স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের মাধুর্য্যের—তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যের—আস্বাদনই হইতেছে এই স্বরূপের স্বরূপানুবন্ধী কার্য্য। শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদন—আশ্রয়রূপে আস্বাদন—সম্ভব নহে বলিয়াই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইয়া গৌররূপে বিরাজিত। সুতরাং যে ভাবের লীলাতে তাঁহার স্বমাধুর্য আস্বাদনের সম্ভাবনা থাকে, সেই ভাবের লীলাকেই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা বলা যাইতে পারে; কিন্তু যে ভাবের লীলাতে সেই সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না, তাহাকে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না।

মহাপ্রভুর ঈশ্বরভাবময়ী লীলাতে জীবের প্রতি, কিম্বা ভক্তদের প্রতি, তাঁহার অনুগ্রহ-মাত্রই প্রকাশ পাইয়াছে; তাহাতে তাঁহার স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের মাধুর্যের আস্বাদন দৃষ্ট হয় না। গোপীভাবে, বা রাধাভাবের আবেশেই স্বীয় অভীষ্ট কৃষ্ণ-মাধুর্যের আস্বাদন সম্ভব। ঈশ্বরভাবের আবেশে গোপীভাবের বা রাধাভাবের আবেশ সম্ভব নয়। অবশ্য ভক্তদের প্রতি, বা জীবসাধারণের প্রতি কৃপা প্রদর্শনও ভগবত্তার পরিচায়ক সত্য; কিন্তু তাহা স্ব-মাধুর্যের আস্বাদন-লোলুপ "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"-স্বরূপের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না।

দাসভাব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে, গোপীভাব বা রাধাভাবই হইতেছে ইহার ভিত্তি। গোপীভাবের, বা রাধাভাবের আবেশেই মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করিয়াছেন। সুতরাং দাসভাবময়ী লীলাকেও গোপীভাবময়ী, বা রাধাভাবময়ী লীলা মনে করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে অবস্থিত ছিলেন, তখন সর্বদা কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করা সত্ত্বেও অনুরাগের প্রভাবে কখনও কখনও শ্রীরাধা মনে করিতেন—যেন কখনও তাঁহার কৃষ্ণসঙ্গের সৌভাগ্য হয় নাই। দাসভাবের প্রকটনে মহাপ্রভুর মধ্যেও তদ্রূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। তিনি নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব বলিয়া মনে করিতেন। মায়াবদ্ধ সংসারী জীব যেমন কখনও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিতে পারে না, মহাপ্রভুও মনে করিতেন—মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় তিনিও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ হইতে বঞ্চিত।

অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারিণী হইয়াও শ্রীরাধা যেমন মনে করিতেন—"শুদ্ধ প্রেম তো বহু বহু দূরে, শুদ্ধ প্রেমের গন্ধও আমা হইতে বহু দূরে, এমন কি শ্রীকৃষ্ণচরণের সহিত কপট-প্রেমের বন্ধনও আমার নাই"; দৈন্যবশতঃ মহাপ্রভুও তাহা মনে করিতেন এবং এজন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেন—"দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।" এই জাতীয় দৈন্যের মধ্যেও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন করিতেন; শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের স্বরূপগত ধর্মবশতঃ এবং স্বীয় প্রেমের স্বরূপগত ধর্মবশতঃ আস্বাদন-বাসনা তৃপ্তি লাভ করিত না, বরং তাহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইত। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।" এজন্য কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার সর্বদা উৎকণ্ঠাময়ী লালসা। সেই লালসা পরিতৃপ্ত হয় না বলিয়াই তাঁহার দৈন্য। মহাপ্রভুরও তদ্রূপ অবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে দেখা গেল, প্রভুর দাসভাবেও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী কার্য শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন বিরাজমান। দাসভাবময়ী লীলাও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা।

আর, গোপীভাবময়ী লীলা যে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীরাধা, শ্রীরাধার কিঙ্করীগণ এবং অন্য গোপীগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীগৌরও সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন।

২। মহাপ্রভুতে গোপীভাবের প্রকটন

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে গোপীভাব প্রকটিত হইত, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এ-স্থলে "গোপীভাব" বলিতে শ্রীরাধাব্যতীত অন্য গোপীদের ভাব বুঝিতে হইবে।

ক। শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী-শ্রবণে গোপীদের চিত্তে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, সেই ভাব

শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বনে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন পরিহাসপটু রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ রসপুষ্টির অভিপ্রায়ে পরিহাস সহকারে "স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ"-ইত্যাদি বাক্যে গোপীদিগের প্রতি কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাগুলি শ্লোকাকারে লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় গোস্বামিপাদগণ এই শ্লোকগুলির দুই রকম অর্থ করিয়াছেন—এক রকম অর্থে গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা, তাঁহাদের প্রতি গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশ, ইত্যাদি এবং অন্য এক রকমের অর্থে বিলাসাদির নিমিত্ত গোপীদিগের অঙ্গীকার প্রকাশ পাইয়াছে। গোপীগণ কিন্তু উপেক্ষা-অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন—"গোপীগণ! তোমরা কুলবধূ, গৃহে ফিরিয়া যাও, যাইয়া পতিসেবাদি কর; ইহাই কুলবতীদিগের ধর্ম।" ইহার উত্তরে গোপীগণ রোষভরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে "কাস্ত্র্যঙ্গ তে"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি বেণুধ্বনি করিয়া আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলে কেন? কোথায় এমন কোন্ রমণী আছে, যে নাকি তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া কুলধর্মে থাকিতে পারে?"

নীলাচলে মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে গদ্‌গদ্‌স্বরে স্বরূপ-দামোদরকে বলিয়াছিলেন—"কর্ণ তৃষায় মরে, পড় রসায়ন শুনি॥ চৈ. চ. ৩।১৭।২৮॥" প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বরূপদামোদর মধুরস্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের সেই "কাস্ত্র্যঙ্গ তে"-শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন।—"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ভা. ১০।২৯।৪০॥—হে অঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণ)! ত্রিভুবনে এমন স্ত্রীলোক কে আছে, যে তোমার মধুর পদামৃতযুক্ত-বেণুগানে মোহিত হইয়া আর্যচরিত হইতে বিচলিত না হয়? (স্ত্রীলোকের কথা তো দূরে, পুরুষজাতি) গো, পক্ষী, বৃক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বন্য জন্তুগণ পর্যন্ত (তোমার বেণুগান-শ্রবণে নিজ ধর্ম হইতে বিচলিত হয় এবং) ত্রিভুবন-সৌভাগ্যস্বরূপ তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া থাকে।"

যে গোপীগণ উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, এই শ্লোকটী শুনিয়া প্রভু সেই গোপীগণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া, নিজেও সেই গোপীদিগের মধ্যে একজন—এইরূপ মনে করিয়া, প্রলাপ-বাক্যে এই শ্লোকটীর যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। "হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ, কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন। কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি, রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৩১ ॥"

প্রভু মনে করিলেন,—তিনিও একজন গোপী; শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অন্য গোপীদের ন্যায় তিনিও রাসস্থলীতে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে মধুর বাক্যে যাহা বলিতেছিলেন, গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু তাহাকে উপেক্ষাসূচক বাক্য (যাহার উদ্দেশ্য গোপীদিগকে ত্যাগ করা—এইরূপ বাক্য) মনে করিয়া রুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ওলাহন দিতে লাগিলেন। ওলাহন-বাক্যগুলি এই :—"নাগর! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়। এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী, তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়? কৈলা যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী, দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন। মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া, আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে, লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায়। এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ, ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখায় ॥ অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ, এই সব শঠ-পরিপাটী। তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ, ছাড় এইসব কুটিনাটী ॥ বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে, অমৃত সমান ভূষণ-সিঞ্জিত। তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ, কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥[১] চৈ. চ. ৩।১৭।৩৩-৩৬ ॥"

খ। কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীদিগের ভাব

"একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে। পুষ্পের উদ্যান তাহাঁ দেখি আচম্বিতে। বৃন্দাবন ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া। প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা। পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা ॥ সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা। শ্লোক পঢ়ি-পঢ়ি চাহি বুলে যথা তথা ॥ চৈ. চ. ৩।১৫।২৬-২৯ ॥"

১। বেণুনাদ অমৃত ঘোলে—দুগ্ধের পরিবর্তে অমৃতের দ্বারা প্রস্তুত দধি হইতে যদি ঘোল প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সেই ঘোল যেমন অপূর্ব আস্বাদময় হয়, শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিও তদ্রূপ, বা তদপেক্ষাও আস্বাদ্য, মিষ্ট। মিঠাবোলে—অমৃতের ন্যায় মিষ্টবাক্য। ভূষণসিঞ্জিত—ভূষণের ধ্বনি, অমৃতের ন্যায় মধুর। তিন অমৃতে—বেণুনাদের, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের এবং শ্রীকৃষ্ণের ভূষণধ্বনির মাধুর্য। এই প্রলাপোক্তির বিবৃতি গৌ. কৃ. টীকাতে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলাচলে এক জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে ব্রজভাবের আবেশে প্রভু সমুদ্রতীরে যাইবার সময় হঠাৎ সমুদ্রতীরবর্তী এক পুষ্পোদ্যান দেখিয়া মনে করিলেন—ইহাই বৃন্দাবন। তৎক্ষণাৎ তিনি দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে স্বরূপ-দামোদরাদি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণও ছিলেন; কিন্তু প্রভু দৌড়াইয়া গিয়া বনে প্রবেশ করায় তাঁহারা পেছনে পড়িয়া রহিলেন। সেই উদ্যানে (প্রভুর বিবেচনায় বৃন্দাবনে) প্রবেশ করা মাত্রই প্রভুর মনে হইল—ইহা হইতেছে সেই বৃন্দাবন, যেই বৃন্দাবনে, শারদীয়-রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহার্তা গোপীগণ প্রতি বৃক্ষলতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এইরূপ মনে হওয়া মাত্রই—প্রভু মনে করিলেন, তিনিও সেই শ্রীকৃষ্ণবিরহার্তা কৃষ্ণান্বেষণ-রতা গোপীদিগের মধ্যে একজন গোপী। এইরূপে গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া প্রভুও, কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীগণ যে-সকল কথা বলিয়া বৃক্ষলতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সে-সমস্ত কথাময় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে এবং প্রলাপ-বাক্যে সে-সমস্ত শ্লোকের স্বীয় ভাবানুকূল মর্ম প্রকাশ করিতে করিতে, প্রতি বৃক্ষলতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।—"চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ। যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥ মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে। প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ভা. ১০।৩০।৯, ৭-৮॥ [—রাস-রজনীতে কৃষ্ণবিরহকাতরা গোপীগণ বলিয়াছিলেন—হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে আসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে নীপ! হে কদম্ব! হে যমুনাতীরবাসী অন্যান্য তরুগণ! পরোপকারের জন্যই তোমাদের জন্ম। আমরা কৃষ্ণবিরহে শূন্যচিত্ত (হতজ্ঞান) হইয়াছি; আমাদিগকে কৃষ্ণের পথ (কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা) বলিয়া দাও। হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দ-চরণপ্রিয়ে! যিনি অলিকুলের সহিত বর্তমান তোমাকে (বৈজয়ন্তীমালার অঙ্গরূপে এবং কেবলমাত্র তুলসীপত্রের মালারূপেও) ধারণ করিয়াছেন, তোমার অতি প্রিয় সেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে কি তুমি দেখিয়াছ? হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! মাধব করস্পর্শদ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া এই পথেই গমন করিয়াছেন কি? তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?] *

* চূত—লতাজাতীয় আম্রবৃক্ষ। আম্র—বৃক্ষজাতীয় আম্রবৃক্ষ। পনস—কাঁঠাল। প্রিয়াল—পিয়াল-বৃক্ষ; ইহার ফলকে "চার-বীজ" বলে। কোবিদার—যুগপত্রক; কোম্বিলাব। নীপ ও কদম্ব—দুইটীই কদম্ব। নীপ—ধূলিকদম্ব; ইহার পুষ্পসমূহে পরাগ অত্যন্ত বেশী, পুষ্পও বেশ বড় হয়। কদম্ব—ইহার পুষ্পগুলি ছোট; কিন্তু ইহাতে সুগন্ধ অনেক বেশী; ইহা বৃন্দাবনে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত শ্লোকগুলি উচ্চারণ করিয়া ভাবাবেশে প্রভু নিজের চিত্তগত ভাবের অনুরূপ ভাবে প্রলাপ-বাক্যে তাহাদের তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন।—"আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার। তীর্থবাসী সভে কর পর উপকার॥ কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা—পাইলে দর্শন। কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৩০-৩১॥"

প্রভুর কথায় বৃক্ষগণ কোনও উত্তর দিল না। বৃক্ষ উত্তর দিবেই বা কিরূপে? কিন্তু প্রেমাবেশজনিত বিহ্বলতায় প্রভু তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বৃক্ষসমূহ পুংলিঙ্গ-শব্দবাচ্য বলিয়া প্রভু মনে করিলেন,—"এ-সব পুরুষজাতি—কৃষ্ণের সখার সমান॥ এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়? চৈ. চ. ৩।১৫।৩২-৩৩॥" "কৃষ্ণ পুরুষ; এই বৃক্ষগণও পুরুষজাতি—সুতরাং কৃষ্ণের সখার তুল্য। ইহারা তো কৃষ্ণের আনুকূল্যই করিবে, আমাদের আনুকূল্য তো করিবে না। আমাদিগকে দুঃখ দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন; আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকাই কৃষ্ণের অভিপ্রায়। আমরা যাহাতে কৃষ্ণের দর্শন না পাই, কৃষ্ণের সখা বৃক্ষগণ তাহাই করিবে। এজন্য ইহারা আমাদের কথার উত্তর দিতেছে না।"

এইরূপ মনে করিয়া গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু দেখিলেন, সম্মুখে কতকগুলি লতা। লতা স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া তিনি মনে করিলেন—ইহারা স্ত্রীজাতি—সুতরাং আমার সখীর তুল্য। ইহারা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে; আমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানও দিবে। "এ স্ত্রীজাতি লতা, আমার সখীর প্রায়॥ অবশ্য কহিবে 'কৃষ্ণের পাঞাছে দর্শনে'।" এইরূপ মনে করিয়া তিনি তুলস্যাদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুলসি মালতি যুথি মাধবি মল্লিকে। তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে? তুমি সব হও আমার সখীর সমান। কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৩৫-৩৬॥" কিন্তু লতাগণও কোনও উত্তর দিল না। প্রভু ভাবিলেন—ইহারা তো কৃষ্ণের দাসী; কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিলে কৃষ্ণ রুষ্ট হইবেন মনে করিয়া ইহারা ভয়ে কিছু বলিতেছে না।

শারদীয়-রাসরজনীতে কৃষ্ণান্বেষণরত গোপীগণ তুলসী-মালতী প্রভৃতি লতাগণের নিকটে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে না পারিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি হরিণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হরিণীর চক্ষু স্বভাবতঃই প্রসন্ন ও উজ্জ্বল; তাঁহারা মনে করিলেন—হরিণীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, দর্শনানন্দেই তাহাদের চক্ষু প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই এখানে আসিয়াছিলেন। সে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের আর একটী সুস্পষ্ট প্রমাণও তাঁহারা পাইয়াছিলেন। সে-স্থানে গিয়াই তাঁহারা একটী অতি অপূর্ব মনোরম গন্ধ অনুভব করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধের সহিত মিশ্রিত শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমের গন্ধ। ইহা তাঁহাদের অতি সুপরিচিত। এই গন্ধ পাইয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সে-স্থানে আসিয়াছিলেন (তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন ; ইহার পূর্বে তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন নাই)। এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা হরিণীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুও কৃষ্ণান্বেষণরতা গোপীদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া তুলসী-মালতী প্রভৃতি লতা-সমূহের নিকট হইতে অগ্রসর হইতে হইতে সম্মুখে কতকগুলি মৃগীকে দেখিলেন এবং সে-স্থলে এক অপূর্ব গন্ধেরও অনুভব পাইলেন। ইহা হয়তো উদ্যানস্থ পুষ্প-সমূহেরই গন্ধ ; কিন্তু গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু তাহাকেই হয়তো শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমের গন্ধের সহিত মিলিত কৃষ্ণকণ্ঠস্থ কুন্দমালার গন্ধ বলিয়া মনে করিলেন। তৎক্ষণাৎ হরিণীগণকে গোপীগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উচ্চারণ করিয়া প্রভু নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ। কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ ভা. ১০।৩০।১১॥ [—হে সখি মৃগপত্নি! প্রিয়ার (শ্রীরাধার) সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় মনোহর অঙ্গসমূহ দ্বারা তোমাদের নয়নের পরমানন্দ বিধান পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ কি এই স্থানে আসিয়াছিলেন? (শ্রীকৃষ্ণের এই স্থানে আসার অনুমানের হেতু এই যে) এই স্থানে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাঙ্গসঙ্গ-নিমিত্ত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে।]"

এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"কহ মৃগি! রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা। তোমায় সুখ দিতে আইলা, নাহিক অন্যথা॥ রাধার প্রিয় সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ। দূর হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গগন্ধ॥ রাধা-অঙ্গ সঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত। কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৩৯-৪১॥"

মৃগীগণ কোনও কথা বলে না। তখন প্রভু মনে করিলেন,—"কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেলা, ইঁহো বিরহিণী। কিবা উত্তর দিবে, এই না শুনে কাহিনী॥ ঐ॥ ৪২॥"

আরও অগ্রসর হইয়া প্রভু—"আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প-ফল-ভরে। শাখা সব পড়ি আছে পৃথিবী উপরে॥ ঐ॥ ৪৩॥"

তাহা দেখিয়া প্রভু মনে করিলেন, "কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার॥ ঐ॥ ৪৫॥" তখন কৃষ্ণান্বেষণরতা গোপীদের ন্যায় গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভুও বৃক্ষদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ। অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ভা. ১০।৩০।১২॥ [—হে তরুগণ! তুলসীবনস্থিত মদান্ধ ভ্রমরগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়া রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ যখন বামহস্ত প্রেয়সীর (শ্রীরাধার) স্কন্ধে স্থাপনপূর্বক এবং দক্ষিণহস্তে পদ্মধারণপূর্বক এই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তোমাদের প্রণামকে কি তিনি প্রণয়াবলোকন দ্বারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন?]"

এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু স্বীয় মনের ভাবও প্রলাপোক্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্ত করিয়াছেন।—"প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে। লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিত্তে॥ তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান? কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ॥ ঐ॥ ৪৫-৪৬॥"

কিন্তু ফল-পুষ্প-ভারাবনত বৃক্ষ কোনও উত্তর দিল না। তখন প্রভু মনে করিলেন,—"কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত। কিবা উত্তর দিবে—ইহার নাহিক সংবিত॥ ঐ॥ ৪৭॥"

শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রভুর উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। তিনি আরও অগ্রসর হইলেন; চলিতে চলিতে দেখিলেন—সম্মুখে সমুদ্র। ভাবাবিষ্ট প্রভু সমুদ্রকেই যমুনা বলিয়া মনে করিলেন এবং দেখিলেন যমুনার কূলে এক কদম্ববৃক্ষের তলদেশে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান।—"এত বলি আগে প্রভু যমুনার কূলে। দেখে—তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে॥ কোটি-মন্মথমোহন মুরলীবদন। অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্রমন॥ সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা। হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল। অন্তরে আনন্দ আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল॥ পূর্ব্ববৎ সভে মিলি করাইল চেতন। উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করে দরশন॥ কাহাঁ গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইনুঁ দর্শন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরিল নেত্র-মন॥ পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন। তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন॥ ঐ॥ ৪৮-৫৪॥"

এ-সকল পয়ারোক্তি হইতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রভুর গোপীভাব অপসৃত হইয়াছে, তৎস্থানে রাধাভাবের উদয় হইয়াছে। কবিরাজগোস্বামী এ-স্থলে লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠায় "বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা। সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥ ঐ॥ ৫৫॥" এই প্রসঙ্গ পরে কথিত হইবে (১১।১১, ১২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। পরবর্তী ১১।৩-গ অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার স্তবমালায়, প্রথম শ্রীচৈতন্যাষ্টকে মহাপ্রভুর উল্লিখিত লীলার কথা বলিয়া গিয়াছেন। "পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ। ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬॥—কোনও সময়ে সমুদ্রতীরে উপবনশ্রেণী দেখিয়া যিনি বৃন্দাবন-স্মরণজনিত প্রেমে বারম্বার বিবশ হইয়াছিলেন, পুনঃপুনঃ কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?"

৩। মহাপ্রভুতে মঞ্জরীভাবের প্রকটন

ক। শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি-লীলাদর্শনে

বৃন্দাবনে রাসলীলান্তে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির ভাবে মহাপ্রভু একদিন আবিষ্ট হইয়া অজ্ঞান হইয়া নীলাচলে সমুদ্রতীরে পড়িয়াছিলেন। স্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণ তাঁহার কর্ণমূলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে কতক্ষণ পরে প্রভু অর্ধবাহ্য-দশা প্রাপ্ত হইলেন[১]। তখন, "অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ-বচন। আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণ ॥ চৈ. চ. ৩।১৮।৭৬ ॥"

এই অর্ধ-বাহ্যদশায় প্রভু বলিলেন,—"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি—জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি। যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥ তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে। এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥ পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে, সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান। কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন, জলকেলি রচিল সুঠাম ॥ সখি হে! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে। কৃষ্ণ মত্ত-করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর, গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥ আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল-ফেলা-ফেলি, হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাসার। সভে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়, জলযুদ্ধ বাঢ়িল অপার ॥ বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন, ঘন বর্ষে তড়িত উপরে।[২] সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ, সে অমৃতসুখে পান করে ॥[৩] * * যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন, নেত্রকর্ণযুগ জুড়াইল ॥ ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি, সঙ্গে লঞা সবকান্তাগণ। গন্ধতৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তণ, সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান, রত্নমন্দির কৈল আগমন। বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ-পুষ্প-অলঙ্কার, বন্য বেশ করিল রচন ॥[৪] বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা, বারমাস ধরে ফুল-ফল। বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যতজন, ফল পাড়ি আনিয়া সকল ॥ উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি, রত্নমন্দির-পিণ্ডার উপরে। ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি, আগে আসন বসিবার তরে ॥ * * ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী, বসি কৈল বন্যভোজন। সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন, দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥[৫] কেহো করে বীজন, কেহো পাদ-সংবাহন, কেহো করায় তাম্বূল-ভক্ষণ। রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা, দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥[৬] হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি, তুমি সব ইহাঁ লঞা আইলা। কাহাঁ যমুনা বৃন্দাবন, কাহাঁ কৃষ্ণ গোপীগণ, সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥ চৈ. চ. ৩।১৮।৭৭-১০৬ ॥"

---

(১) "তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল—। অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর ॥ অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান। সেই দশা কহে ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম ॥ চৈ. চ. ৩।১৮।৭৪-৭৫ ॥" বাহ্যদশা হইতেছে স্বাভাবিক অবস্থা। অন্তর্দ্দশা—ভাবের নিবিড় অবস্থা; এই অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান মোটেই থাকে না; মন এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তি ভাবেই কেন্দ্রীভূত হইয়া তন্ময়তা লাভ করে। অর্দ্ধবাহ্য-দশায় অন্তর্দ্দশার আবেশও কিছু থাকে, বাহ্যজ্ঞানও কিছু থাকে। অর্দ্ধবাহ্যদশায় কথাও বলা হয়; কিন্তু নিকটবর্তী কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া নয়; যেন আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কথা বলা হয়।

(২) তড়িদ্গণ—তড়িদ্বর্ণা গোপীগণ। ঘন—নবঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ।

(৩) সখীগণের—তীরে অবস্থিতা সখীগণের (মঞ্জরীগণের)।

(৪) বৃন্দাকৃত—বৃন্দাদেবীকৃত। (৫) এবং (৬) সখীগণ—শ্রীরাধার সঙ্গিনী সখীগণ—যাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত প্রলাপ-বাক্যসমূহ হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির সময়ে কয়েকজন গোপী তীরে অবস্থান করিতেছিলেন ; গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহাদের সঙ্গেই ছিলেন, তিনি বা তাঁহার সঙ্গিনী গোপীগণ জলকেলিতে যোগদান করেন নাই। তীরবর্তিনী এই গোপীদের হস্তে "পট্টবস্ত্র অলঙ্কার" রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাগণ জলকেলির জন্য জলে নামিয়াছিলেন। তীরবর্তিনী গোপীগণের মধ্যে একজন অপর সকলকে জলকেলি-রঙ্গ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গিনী বলিয়া, ভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহাদিগকে নিজের 'সখী' বলিয়াছেন। জলকেলির অন্তে যখন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাগণ তীরে উঠিলেন, তখন তীরস্থিতা এই গোপীগণই "গন্ধতৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন"-দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট প্রভু ইঁহাদের সঙ্গেই তীরে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গ দর্শন করিয়া এবং পরে ভোজন-শয়নাদি দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন।

এ-স্থলে মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়েন নাই ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে তিনি নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতেছিলেন বলিয়াই মনে করিতেন ; তিনি দেখিয়াছেন—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিয়াছেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের পরে শ্রীরাধা স্বীয় সখীগণের সহিত আহার করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভু শ্রীরাধার সখী গোপীগণের ভাবেও আবিষ্ট হয়েন নাই। যে-সমস্ত গোপী তীরে ছিলেন, তাঁহাদের যে ভাব, প্রভুরও ছিল সেই ভাব। তীরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন সেবাপরা কিঙ্করী—মঞ্জরী। শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধার সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে বিহারাদি করেন, সে-রকম বিহার মঞ্জরীদিগের অভীষ্ট নহে। শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী তাঁহার "বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ" নামক গ্রন্থে শ্রীরাধার নিকটে দাসীত্বই (মঞ্জরীত্বই) প্রার্থনা করিয়াছেন, সখীত্ব প্রার্থনা করেন নাই। "পাদাব্জয়োস্তব বিনা বর দাস্যমেব নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে। সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥ বিলাপকুসুমাঞ্জলি ॥ ১৬॥ —হে দেবি (শ্রীরাধে)! তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কোনও সময়ে অন্য কিছু যাচ্ঞা করি না। তোমার সখীত্বের প্রতি নিত্য আমার নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। আমি সত্য (শপথ) করিয়া বলিতেছি—তোমার দাসীত্বের প্রতি আমার রস (অনুরাগ) থাকুক, অনুরাগ থাকুক।" পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড (৫২।৮) হইতেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রার্থিতা হইলেও মঞ্জরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ-পরাঙ্মুখী থাকেন।—

"প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্। (প. পু. পা. ৫২।৮)" ইহাই হইতেছে

মঞ্জরীভাবের তাৎপর্য।

জলকেলিও এক রকমের সম্ভোগ। পূর্বোল্লিখিত শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর উক্তি হইতে বুঝা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, সখীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার অপেক্ষাও মঞ্জরীরূপে শ্রীরাধার আনুগত্যে সেবার একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে দেখা গেল—উল্লিখিত প্রলাপ-বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে মঞ্জরীভাবই প্রকটিত হইয়াছিল।

খ। চটকপর্বত-দর্শনে

নীলাচলে মহাপ্রভু একদিন সমুদ্রের দিকে যাইতেছিলেন। জলপাত্র লইয়া তাঁহার অঙ্গ-সেবক গোবিন্দ প্রভুর পাছে পাছে চলিতেছেন। হঠাৎ চটক পর্বতের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি পতিত হইল। প্রভু এই চটক পর্বতকেই বৃন্দাবনস্থ গোবর্ধন পর্বত মনে করিয়া ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং ব্রজগোপীগণ "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ"-ইত্যাদি যে শ্লোকে গোবর্ধনের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকটী (ভা. ১০।২১।১৮) আবৃত্তি করিতে করিতে বায়ুবেগে চটকপর্বতের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহা দেখিয়া গোবিন্দও প্রভুর পশ্চাতে ধাবিত হইলেন ; কিন্তু তিনি প্রভুর লাগ পাইলেন না। গোবিন্দ উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন ; গোবিন্দের চীৎকার শুনিয়া যিনি যেখানে ছিলেন, তিনিই ছুটিয়া আসিলেন ; মহা কোলাহল হইতে লাগিল। কোলাহল শুনিয়া স্বরূপ-দামোদর, জগদানন্দপণ্ডিত, গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুর সঙ্গী ভক্তগণও ছুটিয়া আসিলেন। "প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি। স্তম্ভভাব পথে হৈল—চলিতে নাহি শক্তি॥ প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার। তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব-প্রকার॥ প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার। কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার॥ দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার। সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার॥ বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ। তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ॥ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা। তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৮৫-৯০॥"

এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল, প্রভুর দেহে সাত্ত্বিকভাব সকল সুদ্দীপ্ততা প্রাপ্ত হইয়াছিল (১০।৭ ঙ-অনু)। গোবিন্দ প্রভুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি—"করোয়ার জলে করে সর্বাঙ্গ সেবন। বহির্বাস লঞা করে অঙ্গ-সংবীজন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৯১॥"

কিন্তু প্রভুর চেতনা ফিরিয়া আসিল না। ইতিমধ্যে—"স্বরূপাদিগণ তাহাঁ আসিয়া মিলিলা। প্রভুর অবস্থা দেখি কাঁদিতে লাগিলা॥ প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে। শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ-সম্মার্জ্জনে॥ এই মত বহুবেরি করিতে করিতে। 'হরিবোল' বলি প্রভু উঠিলা আচম্বিতে॥ আনন্দে সকল বৈষ্ণব বোলে 'হরি হরি।' উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি চৌদিগ্ ভরি॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৯২-৯৬॥"

প্রভুর চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে বটে ; কিন্তু তখনও তাঁহার আবেশ ছুটে নাই। "উঠি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি-উতি চায়। যে দেখিতে চাহে, তাহা দেখিতে না পায়॥ বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল। স্বরূপগোসাঞিকে কিছু পুছিতে লাগিল॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৯৭-৯৮॥"

অর্ধবাহ্যাবস্থায় প্রভু স্বরূপদামোদরকে বলিলেন,—"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল। পাইয়া কৃষ্ণের লীলা, দেখিতে না পাইল॥ ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেলুঁ গোবর্দ্ধন। দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণ॥ গোবর্দ্ধনে চঢ়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু। গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥ বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী। তাঁর রূপ ভাব সখি! বর্ণিতে না জানি॥ রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে। সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে॥ হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা। তাহাঁ হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা॥ কেনে বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে। পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে॥ এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন। তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥ হেনকালে আইলা পুরীভারতী দুই জন। দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম॥ নিপট্ট বাহ্য হৈল, প্রভু দুঁহাকে বন্দিলা। মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৯৯-১০৮॥"

উল্লিখিত প্রলাপোক্তির শেষ কয় পয়ার হইতে জানা যায়, ভাবাবিষ্ট প্রভু দেখিলেন—গোবর্ধনের উপরে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি করিলেন; সেই ধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধা সে-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনের কন্দরে প্রবেশ করিলেন; শ্রীরাধার সঙ্গিনী সখীগণ তাঁহাকে (প্রভুকে) "ফুল উঠাইতে" বলিলেন। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, এ-স্থলে মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজেকে শ্রীরাধা মনে করেন নাই। তিনি তখন মঞ্জরীর ভাবেই আবিষ্ট ছিলেন; শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার জন্য পুষ্পাদির সংগ্রহ সাধারণতঃ মঞ্জরীদেরই কাজ। এইরূপে দেখা গেল—এ-স্থলে মহাপ্রভুর মধ্যে মঞ্জরীভাব প্রকটিত হইয়াছিল।

কিন্তু চটকপর্বতকে গোবর্ধন মনে করিয়া প্রভু যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে বায়ুবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং স্তম্ভোদয়ে তিনি যখন হতচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার দেহে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বে (১০।১৪ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকালে যে মোহন-ভাবের উদয় হয়, সেই মোহনেই সাত্ত্বিক ভাবসকল সূদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, অন্য কোনও সময়ে নহে এবং একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই এই মোহন-ভাবের উদয় হয়, অন্য কোনও গোপীতে নহে (১০।১৪ ক-অনু)। এ-স্থলে যখন ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুতে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব দৃষ্ট হইয়াছে, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু যখন চটকপর্বতকে গোবর্ধন বলিয়া মনে করিলেন, তখন সে-স্থানে গেলে হয়তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন—এই আশায় তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পর্বতের দিকে ধাবিত হইলেন। "ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেলুঁ গোবর্ধন। দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ ॥"—"গোবর্ধনে শ্রীকৃষ্ণ যদি গোচারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সে-স্থানে দেখিতে পাইব, দেখিয়া তাঁহার বিরহজনিত জ্বালা জুড়াইতে পারিব।" শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের বুদ্ধিতেই প্রভুর মধ্যে মোহন-ভাবের উদয় এবং মোহন-ভাবের উদয়েই সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তখন মহাপ্রভু রাধাভাবেই আবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী মঞ্জরীভাব এই রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে মহাপ্রভুর মঞ্জরীভাবের রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

গ। মহাপ্রভুতে মঞ্জরীভাবের বা গোপীভাবের প্রকটন-রহস্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে শ্রীরাধার মধ্যে মোহন-ভাবের উদয় হয়। এই মোহনেই "ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী"-রূপ দিব্যোন্মাদের উদয় হয় (১০।১৫-অনু)। এই দিব্যোন্মাদের দুইটী ভেদ আছে—উদ্‌ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্পাদি (১০।১৬ ক-অনু)। উদ্‌ঘূর্ণাতে প্রেমবৈবশ্যজনিত নানাপ্রকার বিলক্ষণ চেষ্টা প্রকাশ পায় (১০।১৬ ক-অনু)। উদ্‌ঘূর্ণাভাবময়ী শ্রীরাধা কখনও কখনও নিজেকে অন্য গোপী বলিয়াও মনে করেন এবং অন্য গোপীকেও শ্রীরাধা বলিয়া মনে করেন। ললিতমাধব-নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এতাদৃশ একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

অক্রূর ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় চলিয়াছেন। সর্বদিকে খেদের কোলাহল উপস্থিত হইল। শ্রীরাধা হরিণীর ন্যায় চঞ্চলনয়নে বাহিরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন—"হা কষ্টম্! দিব্যোন্মাদময়ীমুদ্‌ঘূর্ণামাপদ্যতে রাধিকা। যদিয়মসম্বদ্ধভূয়িষ্ঠামনেকভাষাময়ীং ভারতীমুদ্‌গীরতি ॥ ললিতমাধব ॥ ৩।১৪ ॥—হা কষ্ট! শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণাদশা উপস্থিত হইল; যেহেতু, দেখিতেছি, শ্রীরাধা এখন বহু বহু অসম্বদ্ধ বহু-ভাষাময় (সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষাময়) বাক্য প্রকাশ করিতেছেন।" শ্রীরাধা অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন, অদ্ভুত চেষ্টা ও বাক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বেদনাকে কিঞ্চিৎ শিথিল করার উদ্দেশ্যে ললিতাদেবী শ্রীরাধাকে বলিলেন—"রাধে! আমাদের মনে হয়, কুতুকী শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরাদিময়ী মায়া বিস্তার করিয়া আমাদের সহিত পরিহাস করিতেছেন; তিনি কখনও এই বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে পারেন? অতএব হে সখি! মনে হয়, তিনি কি কোনও কুঞ্জে লুকাইয়া রহিয়াছেন। তুমি কুঞ্জান্তরে তাঁহার অনুসন্ধান কর, অবশ্য পাইবে (৩।৩৪)।" শ্রীরাধার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। সখীদিগকে লইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। নানাস্থানে ঘুরিয়া তিনি গোবর্ধনে আসিয়া উপনীত হইলেন, গোবর্ধনের স্তবস্তুতি করিয়া গোবর্ধনের নিকটে কৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কৃষ্ণকে পাইলেন না। তখন শ্রীরাধা অত্যন্ত খেদান্বিত হইলে ললিতা তাঁহাকে বলিলেন—"সখি! হতাশ হইও না; অনেক সময়েই তো দেখা গিয়াছে, কৃষ্ণ কুঞ্জে লুক্কায়িত থাকেন, তুমিই তো তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছ।" তখন শ্রীরাধা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া পর্বতশৃঙ্গ দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া ললিতাকে বলিলেন—"সখি! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। ঐ দেখ, ঐ দূরে—আমাদের সম্মুখেই নন্দনন্দন অক্রূরের সহিত রথে আরূঢ়। আর কেন? চল, তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া রথ হইতে নামাইয়া লইয়া আসি।" এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা অগ্রসর হইলেন; ভালরূপে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত বলিলেন—"হায়! হায়! সখি! এ যে স্বর্ণস্তবকভূষিত পর্বতশৃঙ্গ, এ তো রথ নয়; আর উহা যে নীলবর্ণ তমাল-তরু, এ-তো শ্রীকৃষ্ণ নহেন। আর এটা যে বলবান্ শার্দূল, রাজদূত অক্রুর তো নহেন। সখি! বিধাতা প্রতিকূল হওয়ায় সকলই কি বিপরীত হইয়া গেল।" এইরূপ বলিয়া শ্রীরাধা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পরে শ্রীরাধার চেতনা ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা মনে করিয়া বলিলেন—"হলা রাহে! মুঞ্চ অলিঅমাণ-দুল্ললিত্তনং (সখি রাধে! মুঞ্চ অলীকমান-দুর্ল্ললিতত্বম্)—সখি রাধে! অলীকমান-দুর্ল্ললিতত্ব পরিত্যাগ কর।" শুনিয়া ললিতা নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক দুঃখে বদন অবনত করিয়া রহিলেন। তখন শ্রীরাধা আবার তাঁহাকে বলিলেন—"হলা রাহে! এসো দে পঅসন্ধ দিন্ন কণ্ণো কেলিকুড়ুঙ্গে প্পবিসদি কহ্নো (সখি রাধে! এষ তে পদশব্দে দত্তকর্ণঃ কেলিনিকুঞ্জে প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)—সখি রাধে! তোমার পদশব্দে কর্ণসমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেলিনিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন।" একথা বলিয়া শ্রীরাধা ললিতার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন—"মুকুন্দোঽয়ং কুন্দোজ্জ্বলপরিসরং কুঞ্জময়তে লতালী চ স্মেরা মধুপবিরুতৈস্ত্বাং ত্বরয়তি। তদুত্তিষ্ঠোন্মত্তে ন তুদ পদলগ্নাং সহচরীং দুরাপস্তে মৌগ্ধ্যাদ্বিরমতি বরীয়ানবসরঃ॥ ৩।৪৮॥—সখি রাধে! মুকুন্দ কুন্দপুষ্পদ্বারা সমুজ্জ্বল প্রসস্ত কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; লতাসকল হাস্যবদনে মধুকর-ঝঙ্কারদ্বারা তোমাকে ত্বরান্বিত (তাড়াতাড়ি কুঞ্জমধ্যে গমনের জন্য আহ্বান) করিতেছে। অতএব হে উন্মত্তে! গাত্রোত্থান কর, তোমার পাদলগ্না এই সহচরীকে আর ব্যথা দিও না; তোমার মুগ্ধতাবশতঃ এই দুর্লভ উৎকৃষ্ট অবসর বৃথা যাইতেছে।"

এ-কথা শুনিয়া ললিতা ফুৎকারপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিশাখা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন—"ললিতে। এ কি? ধৈর্য্য ধারণ কর।" তখন শ্রীরাধা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"সখি! তুমিই কি ললিতা?" ললিতা গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ, তাই বটি।" তখন শ্রীরাধা বলিলেন—"অহো! সত্যই বলিতেছ; তবে আমিই শ্রীরাধা।" তখন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"নিশ্চয়ই আমরা বনমালারচনার নিমিত্ত পুষ্পসকল চয়ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য এ-স্থলে আসিয়াছি; তবে চল, শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণ প্রস্তুত করিবার জন্য মল্লিকা-গুচ্ছ সংগ্রহ করি।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণা-দশার উদয়ে শ্রীরাধা নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ-স্থলে শ্রীরাধার চিত্তে যে অন্যগোপীর (ললিতার) ভাব, তাহা তাঁহার নিজস্ব মোহনভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মোহনেরই একটী অনুভাব। তদ্রূপ ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর মঞ্জরীভাব, বা পূর্ববর্তী ১১।২-অনুচ্ছেদে কথিত গোপীভাবও, তাঁহার রাধাভাবাবেশের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; শ্রীরাধার মোহনাখ্যভাবের আবেশে যে দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণার উদয় হইয়াছিল, সেই উদ্‌ঘূর্ণার ফলেই মহাপ্রভু নিজেকে মঞ্জরী বা অন্য গোপী মনে করিয়াছেন।

ললিতমাধবের বিবরণ এবং মহাপ্রভুর প্রলাপোক্তি মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, ললিত-মাধবের বিবরণে শ্রীরাধার মধ্যে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, চটক-পর্বত দর্শনে মহাপ্রভুর মধ্যেও সেই ভাবেরই উদয় হইয়াছিল। উভয়স্থলে শেষভাগে পুষ্পচয়নের কথাও দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমদ্দাসগোস্বামী তাঁহার "গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ"-নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর চটকগিরি-গমন-লীলার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনাদয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ। ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৮॥—নীলাচলের নিকটে চটক নামক পর্বত-প্রধানকে দেখিতে পাইয়া—'হে বান্ধবগণ! ব্রজে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি এ-স্থল (শ্রীক্ষেত্র) হইতে গমন করিতেছি'-এইরূপ বলিয়া যিনি প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন, এবং (তদবস্থায় যিনি) নিজ-জনগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।"

শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় এই লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। "গোবর্দ্ধনভ্রমেণৈব চটকগিরিদর্শনম্॥ ৪।২৪।৬॥—গোবর্দ্ধনভ্রমে চটকপর্ব্বতদর্শন।"

৪। মহাপ্রভুতে রাধাভাবের প্রকটন

মহাপ্রভুতে গোপীভাবের, বা রাধাভাবের প্রকটনের কথা যে মুরারিগুপ্ত এবং কবি-কর্ণপূরও বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বে (৬।২-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবিরাজগোস্বামীও তদ্রূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন; যথা,—"গোপীভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৭০॥"

গোপীগণ যেমন ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে নিজেদের কান্ত (প্রাণকান্ত, প্রাণবল্লভ) মনে করেন, গোপীভাব একান্তভাবে অঙ্গীকার করাতে মহাপ্রভুও তদ্রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে নিজের কান্ত (প্রাণবল্লভ) বলিয়া মনে করেন। "রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। সেইভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাকে হয় 'রাধা' জ্ঞান॥ চৈ. চ. ৩।১৪।১৩॥ রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেই ভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর॥ শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ॥ রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥ চৈ. চ. ১।৪।৯৩-৯৫ ॥"

রাধাভাব। যদিও শ্রীরাধার ভাবে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমে) সমস্ত প্রেমস্তরই বিরাজিত, তথাপি এমন কয়েকটী প্রেমস্তর আছে, যেগুলি অন্য কোনও গোপীতে নাই, আছে কেবল একমাত্র শ্রীরাধিকাতে। যেমন কৃষ্ণপ্রেমের সর্বোচ্চতমস্তর মাদন এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে মোহন। মাদন ও মোহন অন্য কোনও গোপীতে নাই, আছে একমাত্র শ্রীরাধিকাতে।

অন্য গোপীর ভাব এবং মঞ্জরীদের ভাবও যে প্রভুর মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ববর্তী দুই অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এ-সমস্ত ভাব যে রাধাভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে (১১।৩-গ অনু)। তথাপি, অন্য গোপীর, বা মঞ্জরীর ভাব মহাপ্রভুতে প্রকটিত হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহার মধ্যে রাধাভাবের প্রকটন নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝা যায় না; কেননা, গোপীভাব বা মঞ্জরীভাব রাধাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সে-স্থলে রাধাভাব পরিস্ফুটরূপে দৃশ্যমান নহে। মহাপ্রভুতে যদি মোহনের এবং মাদনের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই অবিসংবাদিতভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, তাঁহার মধ্যে রাধাভাবের প্রকটন হইয়াছে। এই দুয়ের মধ্যে আবার মাদন-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মাদনের অভিব্যক্তি হয় মিলনে ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়ে মাদনের অভ্যুদয়ে শ্রীরাধার মধ্যে, সম্ভোগ-পরম্পরাজনিত যে অনির্বচনীয় ও অতুলনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহার অনুভাবসমূহ সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকাদির ন্যায়, কিম্বা ভ্রমময় চেষ্টা এবং প্রলাপময় বাক্যের ন্যায় সর্বসাধারণের উপলব্ধির বিষয় হয় না। কিন্তু মোহনের আবির্ভাবে সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকাদি এবং দিব্যোন্মাদের ফলে ভ্রমময়-চেষ্টা ও প্রলাপবাক্যাদি অতি পরিষ্কারভাবে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে। আবার, এ-সমস্ত রাধাভাবাবেশেরই অবিসংবাদিত প্রমাণ।

এইরূপে দেখা গেল—মহাপ্রভুতে যে শ্রীরাধার মোহন-ভাবের উদয় হইয়াছিল, এবং তাহার পরিচায়ক সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এবং দিব্যোন্মাদের উদয় হইয়াছিল, তাহা যদি প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলেই নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানা যাইতে পারে যে, মহাপ্রভুতে রাধাভাব প্রকটিত হইয়াছিল।

এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমে সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকের উদয়, তাহার পরে দিব্যোন্মাদের উদয় প্রদর্শিত হইবে।

দিব্যোন্মাদেরও দুইটী ভেদ আছে—উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি (১০।১৬ অনু) ; চিত্রজল্পের প্রজল্প-পরিজল্পাদি দশটী ভেদ আছে (১০।১৭-অনু) ; চিত্রজল্পব্যতীতও দিব্যোন্মাদের অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈচিত্রী আছে (১০১১৪-অনু)। মহাপ্রভুতে নানাবিধ দিব্যোন্মাদের প্রকটন বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

৫। মহাপ্রভুতে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক

সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ পূর্ববর্তী ১০১৭ ঙ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ক। সর্ব্বপ্রথম জগন্নাথ-দর্শনে

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, মুকুন্দদত্ত, জগদানন্দ পণ্ডিত ও দামোদর পণ্ডিত্। পুরীর তিনক্রোশ দূরে কমলপুরে আসিয়া প্রভু নিত্যানন্দের হাতে নিজের দণ্ড রাখিয়া ভার্গীনদীতে স্নান করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে কপোতেশ্বর-শিব দর্শন করিতে গেলেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ডটীকে ভাঙ্গিয়া তিনখণ্ড করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। সে-স্থান হইতে শ্রীজগন্নাথের মন্দির-চূড়া দৃষ্ট হয়। কপোতেশ্বর-দর্শনের পরে জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া দেখিয়াই প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞানহারা হইলেন। সঙ্গের ভক্তগণও প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্যকীর্তন করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইলেন। "হাসে কান্দে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন। তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন॥ চৈ. চ. ২৷৫৷১৪৫॥" চলিতে চলিতে যখন পুরীর নিকটবর্তী "আঠার নালায়" আসিলেন, তখন প্রভুর বাহ্যজ্ঞান কিছু প্রকাশ পাইল। তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে নিজের দণ্ড চাহিলেন। শ্রীনিতাই বলিলেন—"তোমার দণ্ড ভাঙ্গিয়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, বলিতে পারি না।" নিত্যানন্দের কথা "শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা। ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সভারে কহিলা—॥ নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা। সবে দণ্ড ধন ছিল—তাহা না রাখিলা॥ চৈ. চ. ২৷৫৷১৫১-৫২॥" প্রভু সঙ্গীদের বলিলেন—"আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাইব না, পৃথক্ ভাবে যাইব। হয় তোমরা আগে যাও, আর না হয় আমি আগে যাই। তোমরা যাহা বলিবে, তাহাই করিব।" তখন "মুকুন্দদত্ত কহে—প্রভু! তুমি চল আগে। আমি সব পাছে যাব, নাহি যাব সঙ্গে॥ ঐ॥ ৫৷১৫৪॥" প্রভু একাকী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। "আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে। জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥ জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া। মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥ দৈবে সার্ব্বভৌম তাহাঁ করেন দর্শন। পড়িছা মারিতে তেহোঁ কৈল নিবারণ॥ প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার। দেখি সার্ব্বভৌমের হৈল বিস্ময় অপার॥ বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল। সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥ শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া। ঘরে আনি পবিত্রস্থানে রাখিল শোয়াইয়া॥ শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন। দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন॥ সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা—দেখি ধৈর্য্য হৈল॥ বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার—। এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই—নাম যে 'প্রলয়'।* নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত ভাব হয়॥ অধিরূঢ় ভাব যার তার এ-বিকার। মনুষ্যের দেহে দেখি, বড় চমৎকার॥ চৈ. চ. ২।৬।২-১২॥"

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখনও শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী হইলেও তিনি সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের বিকারাদির কথা তিনি জানিতেন। এজন্য মহাপ্রভুর দেহে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার দেখিয়া তিনি বিচার করিয়া বুঝিলেন—প্রভুর দেহে প্রলয়-নামক সাত্ত্বিকভাব সূদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রভুর মধ্যে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কেননা, তিনি শাস্ত্রে দেখিয়াছেন—যাঁহার মধ্যে অধিরূঢ় মহাভাব বিদ্যমান, সেই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরেই সাত্ত্বিক-ভাবসকল সূদ্দীপ্ত হয় (বস্তুতঃ একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের উদয় হয়। ১০।১৪-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মানুষের মধ্যে ইহা কখনও সম্ভব নয়। সার্বভৌম তখন মহাপ্রভুকে মানুষ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। পরে তাঁহার এই ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল। সার্বভৌমকে কৃপা করাই প্রভুর অভিপ্রায়। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সেবার সৌভাগ্য দানের উদ্দেশ্যেই প্রভু আঠারনালায় আসিয়া দণ্ডভঙ্গ-প্রসঙ্গে সঙ্গীদের প্রতি রোষের ছল করিয়া একাকী জগন্নাথ-মন্দিরে আসিয়াছেন। কিন্তু তখনও প্রভু সার্বভৌমের প্রতি এমন কৃপা প্রকাশ করেন নাই, যাহাতে তিনি প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাহা হউক, প্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দাদি পরে আসিয়া যখন সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন, তখন লোকমুখে শুনিলেন, এক অপূর্বদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী আসিয়া জগন্নাথ-দর্শনমাত্রে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিলেন, এই তরুণ সন্ন্যাসী প্রভুই, অপর কেহ নহেন। কিন্তু তাঁহারা সার্বভৌমের গৃহ চিনিতেন না; দৈবাৎ সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথাচার্য তখন সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী; প্রভুর মহাপ্রকাশাদি দর্শন করিয়া প্রভুর স্বরূপের অনুভব লাভ করিয়াছিলেন। মুকুন্দদত্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনিই সকলকে সার্বভৌমের গৃহে লইয়া গেলেন; গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌমের গৃহেই থাকিতেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রভুর কর্ণমূলে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে বেলা তৃতীয় প্রহরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রভু উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর এই সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বহু সময়ব্যাপী ছিল।

খ। জগন্নাথের রথাগ্রে

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রাকালে প্রভু যখন প্রেমাবেশে রথের অগ্রভাগে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দেহে সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হইয়াছিল।—"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।

* প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ ১০।৬ অনুচ্ছেদে এবং সূদ্দীপ্ত প্রলয়ের লক্ষণ ১০।৭-ঙ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল॥ মাংসব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥ একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥ সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম। 'জজ গগ জজ গগ' গদ্গদ বচন॥ জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল। আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥ দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম॥ কভু স্তব্ধ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুষ্ক-কাষ্ঠসম হস্ত-পদ না চলয়॥ কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন। যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥ কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন॥ চৈ. চ. ২।১৩।৯৬-১০৪॥"

গ। চটক-পর্বত-দর্শনে

চটকপর্বত-দর্শনকালেও যে প্রভুর দেহে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা পূববর্তী ১১।৩ খ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঘ। শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর উক্তি

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পূর্ববর্তী ষোল বৎসরকাল শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। শ্রীমদ্দাসগোস্বামী এই সময়ের সমস্ত লীলাই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার—"গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু"তে এ-সমস্ত লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। মহাপ্রভুতে যে সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার "গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুতে" লিখিয়া গিয়াছেন। "অলংকৃত্যাত্মানং নববিবিধরত্নৈরিব বলদ্বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুটবচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ। হসন্ স্বিদ্যন্নৃত্যন্ শিতিগিরিপতের্নির্ভরমদে পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ রসোল্লাসৈস্তির্য্যগ্ গতিভিরভিতো বারিভিরলং দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকানরুণ-জলযন্ত্রত্ব-মিতয়োঃ। মুদা দন্তৈঃ দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্পচলিতৈর্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ ২-৩॥—কোনও লোক যেমন নানাবিধ নূতন রত্নসমূহদ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, তদ্রূপ যিনি অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অস্ফুটবচন (স্বরভঙ্গ), কম্প, অশ্রু ও পুলকের দ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রভাগে (শ্রীজগন্নাথদেবের) অতিশয় আনন্দের নিমিত্ত হাস্য করিতে করিতে স্বেদাম্বুলিপ্ত কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দোন্মত্ত করিতেছেন।

রসোল্লাসবশতঃ যিনি ইতস্ততঃ চরণ-সঞ্চালন করিতে করিতে অরুণবর্ণ জলযন্ত্র-সদৃশ নয়নদ্বয়-সলিলে (অশ্রুধারায়) লোকদিগকে সিঞ্চিত করিয়াছিলেন, কম্পকম্পিত দন্তসমূহ দ্বারা সুমধুর অধরকে দংশন করিয়া যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দোন্মত্ত করিতেছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার—। এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই—নাম যে 'প্রলয়'।* নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত ভাব হয়॥ অধিরূঢ় ভাব যার তার এ-বিকার। মনুষ্যের দেহে দেখি, বড় চমৎকার॥ চৈ. চ. ২।৬।২-১২॥"

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখনও শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী হইলেও তিনি সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের বিকারাদির কথা তিনি জানিতেন। এজন্য মহাপ্রভুর দেহে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার দেখিয়া তিনি বিচার করিয়া বুঝিলেন—প্রভুর দেহে প্রলয়-নামক সাত্ত্বিকভাব সূদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রভুর মধ্যে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কেননা, তিনি শাস্ত্রে দেখিয়াছেন—যাঁহার মধ্যে অধিরূঢ় মহাভাব বিদ্যমান, সেই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরেই সাত্ত্বিক-ভাবসকল সূদ্দীপ্ত হয় (বস্তুতঃ একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের উদয় হয়। ১০।১৪-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মানুষের মধ্যে ইহা কখনও সম্ভব নয়। সার্বভৌম তখন মহাপ্রভুকে মানুষ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। পরে তাঁহার এই ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল। সার্বভৌমকে কৃপা করাই প্রভুর অভিপ্রায়। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সেবার সৌভাগ্য দানের উদ্দেশ্যেই প্রভু আঠারনালায় আসিয়া দণ্ডভঙ্গ-প্রসঙ্গে সঙ্গীদের প্রতি রোষের ছল করিয়া একাকী জগন্নাথ-মন্দিরে আসিয়াছেন। কিন্তু তখনও প্রভু সার্বভৌমের প্রতি এমন কৃপা প্রকাশ করেন নাই, যাহাতে তিনি প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাহা হউক, প্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দাদি পরে আসিয়া যখন সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন, তখন লোকমুখে শুনিলেন, এক অপূর্বদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী আসিয়া জগন্নাথ-দর্শনমাত্রে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিলেন, এই তরুণ সন্ন্যাসী প্রভুই, অপর কেহ নহেন। কিন্তু তাঁহারা সার্বভৌমের গৃহ চিনিতেন না; দৈবাৎ সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথাচার্য তখন সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী; প্রভুর মহাপ্রকাশাদি দর্শন করিয়া প্রভুর স্বরূপের অনুভব লাভ করিয়াছিলেন। মুকুন্দদত্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনিই সকলকে সার্বভৌমের গৃহে লইয়া গেলেন; গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌমের গৃহেই থাকিতেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রভুর কর্ণমূলে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে বেলা তৃতীয় প্রহরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রভু উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর এই সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বহু সময়ব্যাপী ছিল।

খ। জগন্নাথের রথাগ্রে

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রাকালে প্রভু যখন প্রেমাবেশে রথের অগ্রভাগে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দেহে সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হইয়াছিল।—"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।

* প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ ১০।৬ অনুচ্ছেদে এবং সূদ্দীপ্ত প্রলয়ের লক্ষণ ১০।৭-ঙ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল॥ মাংসব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥ এককে দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥ সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম। 'জজ গগ জজ গগ' গদ্গদ বচন॥ জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল। আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥ দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম॥ কভু স্তব্ধ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুষ্ক-কাষ্ঠসম হস্ত-পদ না চলয়॥ কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন। যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥ কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন॥ চৈ. চ. ২।১৩।৯৬-১০৪॥"

গ। চটক-পর্বত-দর্শনে

চটকপর্বত-দর্শনকালেও যে প্রভুর দেহে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা পূববর্তী ১১।৩ খ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঘ। শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর উক্তি

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পূর্ববর্তী ষোল বৎসরকাল শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। শ্রীমদ্দাসগোস্বামী এই সময়ের সমস্ত লীলাই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার—"গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু"তে এ-সমস্ত লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। মহাপ্রভুতে যে সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার "গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুতে" লিখিয়া গিয়াছেন। "অলংকৃত্যাত্মানং নববিবিধরত্নৈরিব বলদ্বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুটবচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ। হসন্ স্বিদ্যন্নৃত্যন্ শিতিগিরিপতের্নির্ভরমদে পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ রসোল্লাসৈস্তির্য্যগ্ গতিভিরভিতো বারিভিরলং দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকানরুণ-জলযন্ত্রত্ব-মিতয়োঃ। মুদা দন্তৈঃ দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্পচলিতৈর্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ ২-৩॥—কোনও লোক যেমন নানাবিধ নূতন রত্নসমূহদ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, তদ্রূপ যিনি অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অস্ফুটবচন (স্বরভঙ্গ), কম্প, অশ্রু ও পুলকের দ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রভাগে (শ্রীজগন্নাথদেবের) অতিশয় আনন্দের নিমিত্ত হাস্য করিতে করিতে স্বেদাম্বুলিপ্ত কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দোন্মত্ত করিতেছেন।

রসোল্লাসবশতঃ যিনি ইতস্ততঃ চরণ-সঞ্চালন করিতে করিতে অরুণবর্ণ জলযন্ত্র-সদৃশ নয়নদ্বয়-সলিলে (অশ্রুধারায়) লোকদিগকে সিঞ্চিত করিয়াছিলেন, কম্পকম্পিত দন্তসমূহ দ্বারা সুমধুর অধরকে দংশন করিয়া যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দোন্মত্ত করিতেছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণা

পূর্ববর্তী ১১।৩-অনুচ্ছেদে মহাপ্রভুর মঞ্জরীভাব সম্বন্ধে যে-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই যে উদ্‌ঘূর্ণামরী লীলা, তাহা ১১।৩-গ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৭। দিব্যোন্মাদের চিত্রজল্পাদি

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে দিব্যোন্মাদের চিত্রজল্পাদি প্রকটিত হইয়াছিল, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাহার কয়েকটী উদাহরণ পরবর্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বরূপদামোদর এবং রঘুনাথদাসগোস্বামী ছিলেন মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদময়ী লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চাতে এবং রঘুনাথদাসগোস্বামী তাঁহার "গৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু"তে তাঁহাদের দৃষ্ট লীলার কথা বলিয়া গিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী যখন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লিখিতেছিলেন, তখন তিনি ও দাসগোস্বামী একসঙ্গেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। এ-সমস্ত লীলার অনেক বিস্তৃত বিবরণ তখন কবিরাজগোস্বামী দাসগোস্বামীর মুখেও শুনিয়াছেন।

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা-বর্ণনের উপক্রমে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ-বিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া। যদ্ যদ্ ব্যাধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।১ শ্লোক ॥—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত বিভ্রমবশতঃ মন, দেহ ও বুদ্ধিদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বলা হইতেছে।"

কোথা হইতে কবিরাজগোস্বামী এই দিব্যোন্মাদময়ী লীলা বর্ণনের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।—"প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর। বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥ বুঝিতে না পারে যাহা, বর্ণিতে কে পারে? সে-ই বুঝে বর্ণে— চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥ স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথদাস। এই দুই কড়চাতে এ-লীলা প্রকাশ॥ সে-কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে। আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূর দেশে॥ ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন। সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চাগ্রন্থন॥ স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার। তার বাহুল্য বর্ণে পাঁজিটীকা ব্যবহার॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৪-৯॥

৮। চিত্রজল্প

চিত্রজল্পের প্রজল্প-পরিজল্পাদি দশটী ভেদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (১০।১৭-অনু)। শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়া গোপসুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীরাধার মধ্যে চিত্রজল্পের দশটী বৈচিত্রী আবির্ভূত হইয়াছিল; পূর্ব্বে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে (১০।১৭-অনু)।

উদ্ধবের দর্শনে শ্রীরাধার মধ্যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মধ্যেও যে চিত্রজল্পের দশটী বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছিল, কবিরাজগোস্বামী তাহা বলিয়া গিয়াছেন।—"কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল। কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপজিল ॥ উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ। ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥ রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান ॥ চৈ. চ. ৩।১৪।১১-১৩ ॥ শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥ শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥ নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা—প্রলাপময় বাদ ॥ চৈ. চ. ২।২।২-৪ ॥"

এক্ষণে মহাপ্রভুর কয়েকটী দিব্যোন্মাদময়ী লীলার কথা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বলা হইতেছে।

৯। কৃষ্ণাধর-সুধাপানের জন্য উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার ভাব

ক। সিংহদ্বারের দলইর প্রসঙ্গে

শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠাবতী বিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছেন। যখন সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন, তখন সিংহদ্বারের দলই (দ্বারপাল) প্রভুর চরণ বন্দনা করিলে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—"কাহাঁ কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 'মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধরে তার হাথ ॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৭৫ ॥"

শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু দলইকে বলিলেন—"দলই! আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ কোথায়?" প্রভু অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত দলইর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে কৃষ্ণ দেখাও।" (এ-স্থলে প্রভুর মধ্যে দিব্যোন্মাদের ভ্রমময়-চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে)। প্রভুর কথা শুনিয়া দলই বলিলেন—"ইহাঁ হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দর্শন ॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি মোর সখা, দেখাও কাহাঁ প্রাণনাথ। এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাথ ॥ সেই বোলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম। নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৭৭-৮ ॥"

গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রভু শ্রীজগন্নাথদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভু—"দেখেন—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৭৯ ॥"

শ্রীমদ্দাসগোস্বামী তাঁহার "গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু"-নামক গ্রন্থেও এই লীলার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব। দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥ —'হে সখে! আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? এই স্থানে তুমিই শীঘ্র আমাকে তাঁহার দর্শন করাও'—উন্মত্তবৎ যিনি দ্বারপালাধিপতিকে একথা বলিয়াছিলেন, এবং একথা শুনিয়া দ্বারপাল যাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'প্রিয় শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত তুমি শীঘ্র গমন কর' এবং একথা শুনিয়া যিনি দ্বারপালের হস্তধারণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃতদ্বারপালকর শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দোন্মত্ত করিতেছেন ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ। গোপালবল্লভ-ভোগের প্রসাদ-প্রসঙ্গে

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু তুই নয়ন ভরিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুখমাধুর্য-সুধা-পানে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে শ্রীজগন্নাথের গোপালবল্লভ-নামক ভোগ লাগিল, "শঙ্খ-ঘণ্টা-আদিসহ আরতি বাজিল॥ ৩।১৬।৮১॥" ভোগের পরে জগন্নাথের সেবকগণ প্রসাদ লইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং প্রভুর গলায় জগন্নাথের প্রসাদী মালা পরাইয়া প্রভুর হস্তে গোপালবল্লভ-ভোগের প্রসাদ দিলেন। সেই প্রসাদের "আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে॥"

প্রভুর দৃষ্ট ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুখমাধুর্য-সুধা-পানকালেই বোধ হয় ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অধর-দর্শনে সেই অধরসুধা-পানের জন্য রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মন লুব্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে সেই অধরসুধামিশ্রিত প্রসাদ হাতে পাইয়া প্রভু বোধ হয় আনন্দাবেশে এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন যে, সেই প্রসাদ মুখে দেওয়ার কথাও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। জগন্নাথের সেবকগণ "বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম। তার অল্প খাওয়াইতে করিল যতন॥ তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে যদি দিল। আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৮৪-৮৫॥" তখন,—"কোটি অমৃত স্বাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ 'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাহাঁ হৈতে আইল? কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল॥' এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল। জগন্নাথের সেবক দেখি সংবরণ কৈল॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৮৬-৮৮॥"

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—"সুকৃতিলভ্য ফেলালব।" জগন্নাথের সেবকগণ "সুকৃতিলভ্য ফেলালব"-বাক্যের তাৎপর্য জানিতে চাহিলে,—"প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত। ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ এই—নিন্দয়ে অমৃত॥ কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ, তার 'ফেলা' নাম। তার এক লব পায়, সে-ই ভাগ্যবান্॥ সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়। কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সে-ই ইহা পায়॥ সুকৃতি-শব্দে কহে—কৃষ্ণ-কৃপাহেতু পুণ্য। সেই যার হয়, 'ফেলা' পায় সেই ধন্য॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৯০-৯৩॥"

জগন্নাথের সেবকগণকে বিদায় দিয়া উপলভোগ-দর্শনের পরে প্রভু গম্ভীরায় আসিলেন; মধ্যাহ্নকৃত্য করিয়া ভিক্ষানির্বাহণ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণধরামৃতলাভ-জনিত প্রেমাবেশ প্রভুর দূর হয় নাই। "কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ॥ বাহ্যে কৃত্য করে, প্রেমে গরগর মন। কষ্টে সংবরণ করে আবেশ সঘন॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৯৫-৯৬॥" প্রভুর প্রেমাবেশ নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া স্বীয় ভক্তগণের সঙ্গে নিভৃতে বসিয়া প্রভু নানাবিধ কৃষ্ণকথারঙ্গে নিমগ্ন হইলেন।

গোবিন্দের আঁচলে প্রভু যে গোপালবল্লভ-ভোগের প্রসাদ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ তাহা আনিলেন। প্রভু শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী এবং শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দভারতীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পরে, সে-স্থানে উপস্থিত রামানন্দরায়, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং স্বরূপ-দামোদরাদিকে সেই প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন। প্রসাদের সৌরভ, মাধুর্য এবং অলৌকিক-স্বাদে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন।

গোপালবল্লভ-ভোগে যে বস্তু দেওয়া হয়, তাহাতে ইক্ষুগুড়, কর্পূর, গোলমরিচ, এলাচি, ছানা-মাখনাদি গব্যদ্রব্য, কাবাবচিনি (রসবাস), দারুচিনি (গুড়ত্বক), লবঙ্গ প্রভৃতি বস্তুই থাকে। এ-সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর স্বাদাদি সকলেই জানে; এ-সমস্ত দ্বারা প্রস্তুত যে বস্তু, তাহার স্বাদাদিও সকলে জানে। কিন্তু গোপালবল্লভ-ভোগের প্রসাদের যেরূপ সুগন্ধ এবং সুস্বাদ, তাহা অতি অপূর্ব; প্রাকৃত-জগতে এইরূপ গন্ধ এবং স্বাদ দুর্লভ।

রায়রামানন্দাদি ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া,—"প্রভু কহে—এই সব প্রাকৃত দ্রব্য। ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য॥ রসবাস গুড়ত্বক আদি যত সব। প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সভার অনুভব॥ সেই দ্রব্যের এই স্বাদু, গন্ধ লোকাতীত। আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত॥ আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন। আপনাবিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥ তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল। অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥ অলৌকিক গন্ধ স্বাদু—অন্য বিস্মরণ। মহামাদক এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥ অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি। সভেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি॥ হরিধ্বনি করি সভে করে আস্বাদন। আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সভার মন॥ চৈ. চ. ৩৷১৬৷১০১-৮॥"

গ। কৃষ্ণাধরামৃতের জন্য গোপীদের লালসাসূচক শ্লোক-প্রসঙ্গ

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদনের ভাবে প্রেমাবিষ্ট। সেই অবস্থায় তিনি রামানন্দরায়কে বলিলেন—"শ্লোক পড়।" প্রভুর মনের ভাব জানিয়া রামানন্দরায় শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

শারদীয় রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে ব্রজগোপীগণ যখন শোকবিহ্বল-চিত্তে বনে বনে অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাইলেন না, তখন যমুনা-পুলিনে আসিয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০৷৩১ অধ্যায়ে তাহা শ্লোকাকারে গ্রথিত হইয়াছে। একটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের জন্য গোপীদের লালসা ব্যক্ত হইয়াছে। রামানন্দরায় সেই শ্লোকটীরই আবৃত্তি করিলেন।—"সুরত-বর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ ভা. ১০৷৩১৷১৪॥—(গোপীগণ বলিয়াছিলেন) হে বীর! তোমার যে অধরামৃত সুরত-বর্ধন (অর্থাৎ প্রেমবিশেষময়-সম্ভোগেচ্ছার বর্ধনকারী), যে অধরামৃত তোমার অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখকেও বিনষ্ট করিয়া দেয়, যে অধরামৃত অন্যবস্তুতে লোকের আসক্তিকে বিস্মারিত করিয়া (ভুলাইয়া) দেয় এবং তোমার যে অধরামৃত বাদিত-বেণুকর্তৃক সুষ্ঠুরূপে চুম্বিত (তুমি যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেণুবাদন কর, তখন সেই বাদিতবেণু তোমার যে অধরামৃত সুষ্ঠুরূপে পান করিয়া থাকে), তোমার সেই অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর।"—"শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা। রাধার উৎকণ্ঠাশ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৬।১১০॥"

ঘ। রাধাভাবের আবেশ

রায়রামানন্দ-কথিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে কৃষ্ণাধরামৃতের জন্য গোপীদের উৎকণ্ঠার কথা শুনিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তেও তাদৃশী উৎকণ্ঠা জাগ্রত হইল। তখন প্রভু—কৃষ্ণাধরামৃত আস্বাদনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়সখী বিশাখার নিকটে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল-কথা-জ্ঞাপক একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। "ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ। সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥ গোবিন্দলীলামৃত॥ ৮।৮॥—(বিশাখার নিকটে শ্রীরাধা বলিতেছেন) স্বীয় অধরামৃতদ্বারা যিনি অতুলনীয়া ব্রজকুলাঙ্গনাদের অন্যরসসম্বন্ধীয়-তৃষ্ণাকে হরণ করেন, যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিশীল, যাঁহার ফেলালব কেবল সুকৃতিলভ্য, যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল-বীটিকা সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু—হে সখি! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার লালসাকে বিস্তার করিতেছেন।"

এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রলাপ-বাক্যে দুইটী শ্লোকেরই (রামানন্দ-কথিত শ্রীভাগবত-শ্লোক এবং প্রভুর নিজের কথিত শ্রীরাধাবাক্যাত্মক শ্লোক, এই দুইটী শ্লোকেরই) স্বীয় মনের ভাবের অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"তনু-মন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরতলোভ, হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়। পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ, লজ্জাধর্ম্মধৈর্য্য করে ক্ষয়॥ নাগর! শুন তোমার অধর-চরিত। মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ, বিচারিতে সব বিপরীত॥ আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়। পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন, অন্যরস সব পাসরায়॥ সচেতন বহু দূরে, অচেতন সচেতন করে, তোমার অধর বড় বাজিকর। তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন, তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥ বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা, গোপীগণে জানায় নিজ পান—। অহো শুন গোপীগণ, বলে পিঙ তোমার ধন, তোমার যদি থাকে অভিমান॥ তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি, ছাড়ি দিমু করসিঞা পান। নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর, অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান॥ অধরামৃত নিজস্বরে সঞ্চারিয়া সেই বলে, আকর্ষয়ে ত্রিজগতের মন। আমরা ধর্ম্মভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি, তবে আমার করে বিড়ম্বন॥ নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জাধর্ম্ম করায় ত্যাগে, কেশে ধরি যেন লঞা ধায়। আনি করে তোমার দাসী, শুনি লোকে করে হাসি, এই মত-নারীরে নাচায়॥ শুষ্কবাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান, এই দশা করিল গোসাঞি। না সহি কি করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি, তাহে রহি মৌন ধরি, চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাই॥ অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি, সে অধর সনে যার মেলা। সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃতসমান, নাম তার হয় 'কৃষ্ণফেলা'। সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতাসব, এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়। বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে, সে সুকৃতি তার লব পায়॥ কৃষ্ণ যে খায় তাম্বুল, কহে তার নাহি মূল, তাহে আর দম্ভ পরিপাটী। তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃতসার, গোপীর মুখ করে আলবাটী॥ এসব তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী, বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ? আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী, দেহ নিজাধরামৃত-পান॥ চৈ. চ. ৩।১৬।১১২-২৪॥"

এই প্রলাপ-বাক্যে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর কৃষ্ণাধরামৃত-পানের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা এবং সেই উৎকণ্ঠার ফলে বেণুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে। ক্রোধের কারণ এই যে, বেণু অযোগ্য হইয়াও সর্বদা কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে এবং যোগ্য হইয়াও শ্রীরাধা তাহা পান করিতে পারিতেছেন না। বেণু একে তো শুষ্ককাষ্ঠ; সুতরাং পান করার সামর্থ্য তাহার নাই; তাতে আবার সে পুরুষ (বেণু পুংলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া দিব্যোন্মাদের আবেশে তাহাকে পুরুষ বলা হইয়াছে)। শ্রীকৃষ্ণও পুরুষ। পুরুষের পক্ষে পুরুষের অধর-পান এক অদ্ভুত ব্যাপার—অযোগ্য। এ-সমস্ত কারণে কৃষ্ণাধরামৃত পান করার যোগ্যতা বেণুর থাকিতে পারে না। আবার, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ হইতেছেন নারী, শ্রীকৃষ্ণের স্বজাতীয়া। পুরুষ-শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-পানের যোগ্যতা তাঁহাদেরই আছে; তথাপি তাঁহারা তাহা পান করিতে পারিতেছেন না; অযোগ্য বেণুই তাহা পান করিতেছে। কেবল পান করা নয়, আবার ঔদ্ধত্য এবং দম্ভও প্রকাশ করিতেছে। ন্যায্যভাবে গোপীগণেরই আস্বাদ্য কৃষ্ণাধর-সুধা এই অযোগ্য ধৃষ্ট বেণু পান তো করিতেছেই, আবার ডাকিয়া ডাকিয়া (বেণুধ্বনিকেই এ-স্থলে বেণুর ডাক বলা হইয়াছে) তাঁহাদিগকে জানাইতেছে—"ওহে গোপীগণ! দেখ, তোমাদের ধন কৃষ্ণাধরসুধা আমিই পান করিতেছি; তোমাদের যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ধৈর্যধর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া পান কর; নতুবা আমিই পান করিব; তোমাদিগকে আমি ভয় করি না।" অযোগ্য বেণু এইরূপ ধৃষ্টতা এবং দম্ভও প্রকাশ করিতেছে। এজন্যই বেণুর প্রতি ক্রোধ। দৌত্যকার্যে অযোগ্য ভ্রমরকে শ্রীকৃষ্ণের দূত মনে করিয়া দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা যেমন প্রলাপময় (অর্থাৎ অর্থহীন) বাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশে মহাপ্রভুও কৃষ্ণাধরামৃত-পানের অযোগ্য (সামর্থ্যহীন) বেণু কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে মনে করিয়া তাহার সম্বন্ধে প্রলাপময়-বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এ-সমস্ত কথা বলিতে বলিতে এবং অযোগ্য বেণুর কৃষ্ণাধরামৃত-পানের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর ভাবের একটু পরিবর্তন হইল, কৃষ্ণাধরামৃত-পানের জন্য উৎকণ্ঠা আরও বর্ধিত হইল, তাহার ফলে বেণুর প্রতি ক্রোধের ভাবটা অন্তর্হিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। তিনি তখন ভাবিলেন—"বেণু বোধ হয় পূর্বজন্মে কোনও তপস্থা করিয়াছিল; সেই তপস্থার ফলেই বোধ হয় অযোগ্য হইয়াও কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে।"—"কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব ফিরি গেল। ক্রোধ-অংশ শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাঢ়িল॥ পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত। তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥ যোগ্য হঞা তাহা কেহো করিতে না পারে পান। তথাপি নির্ল্লজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ॥ অযোগ্য হঞা তাহা কেহো সদা পান করে। যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥ তাহে জানি কোন তপস্থার আছে ফল। অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল॥ চৈ. চ. ৩।১৬।১২৫-২৯॥"

এইরূপ ভাবিয়া প্রভু রামানন্দরায়কে বলিলেন,—"কহ রাম রায়! কিছু শুনিতে হয় মন। ভাব জানি পঢ়ে রায় গোপিকার বচন॥ ঐ॥ ১৩০॥"

রামানন্দরায় শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন।

ঙ। কৃষ্ণাধরসুধা-পানের জন্য লালসাবতী গোপীদের উক্তি

"গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দ্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্। ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচু স্তরবো যথার্য্যাঃ॥ ১০।২১।৯ ॥ —(শরৎকালে রম্য বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন করিতেছিলেন। গোপীগণ বেণুধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য ও কৃষ্ণাধরামৃত-পানের জন্য তাঁহাদের বলবতী বাসনা জাগিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের অধরে সংলগ্ন হইয়া বেণু সর্বদা তাঁহার অধরসুধা পান করিতেছে। এ-সমস্ত ভাবিয়া একজন গোপী অন্য গোপীদিগের নিকটে বলিলেন) হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্বচনীয় পুণ্যাচরণ করিয়াছে জানি না। যেহেতু, এই বেণু গোপীদিগেরই ভোগযোগ্য কৃষ্ণাধরসুধা স্বয়ং যথেষ্টভাবে নিঃশেষরূপে পান করিতেছে; তাহাতে কিছুমাত্র রসও অবশিষ্ট রাখিতেছে না। (এই বেণুর আরও সৌভাগ্য দেখ) আর্য কুলবৃদ্ধগণ (স্ববংশে ভগবদ্‌ভক্তের জয় দেখিয়া) যেমন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন এবং রোমাঞ্চিত হয়েন, তদ্রূপ (যাহাদের জলে এই বেণু পুষ্ট হইয়াছে, সেই মাতৃতুল্যা) হ্রদিনী সকল (ইহার সৌভাগ্য দেখিয়া বিকশিত কমলচ্ছলে) রোমাঞ্চ প্রকাশ করিতেছে এবং (যাহাদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই) তরুগণও (মধুধারাচ্ছলে) আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। (বেণু হইতেছে তরুজাতীয় বাঁশ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং সমস্ত তরুই বেণুর কুলবৃদ্ধতুল্য। হ্রদতীরবর্ত্তী তরুগণ—সুতরাং তাহাদের মধ্যে কোনও এক তরুর অংশ এই বেণুও—হ্রদের জলেই পুষ্ট হইয়াছে। এজন্য হ্রদিনী হইতেছে বেণুর মাতৃস্থানীয়া। হ্রদে প্রস্ফুটিত কমলকে হ্রদিনীর পুলক এবং তরুগণের মধুধারাকে তাহাদের অশ্রু বলা হইয়াছে)।"

রায়রামানন্দের কথিত শ্লোকটী শুনিয়া প্রভু পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন; কৃষ্ণাধরামৃত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পানের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত তিনি প্রলাপ-বাক্যে উল্লিখিত শ্লোকের স্বীয় মনোভাবানুযায়ী অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ, অবশ্য করিবে পরিণয়। সে-সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন, সে সুধা অন্যের লভ্য নয়॥ গোপীগণ! কহ সভে করিয়া বিচারে। কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্রজপ, এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥ হেন কৃষ্ণাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুধা (বৃথা), যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ। এ-বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষজাতি, সেই সুধা সদা করে পান॥ যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে, পিতে তারে ডাকিয়া জানায়। তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল, ইহার উচ্ছিষ্ট' মহাজনে খায়॥ মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী, কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান। বেণুর ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ, সেই কালে হর্ষে করে পান॥ এ ত নারী রহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে, তপ করে পর উপকারী। নদীর শেষ রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া, কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি॥ নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকশিত, মধুমিষে বহে অশ্রুধার। বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি, বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার॥ বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে, ও ত অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী। যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি, তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥ এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি, সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ-রামরায়। কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়, এইরূপে রাত্রিদিন যায়॥ চৈ. চ. ৩।১৬।১৩২-৪০॥"

দৌত্যকার্যে অযোগ্য ভ্রমরকে শ্রীকৃষ্ণদূত মনে করিয়া দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা যেমন প্রলাপবাক্য প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণাধরামৃত-পানে অযোগ্য বেণু কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে মনে করিয়া বেণুর ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া প্রলাপময় বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়—রায়রামানন্দ-কথিত শ্লোকটী গোপীদের উক্তি হইলেও মহাপ্রভু যে ভাবে তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাধরসুধা-পানের জন্য উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণবিরহার্ত্তা শ্রীরাধার ভাবই তখন প্রকটিত হইয়াছিল।

চ। গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোকসম্বন্ধে-আলোচনা

এই অনুচ্ছেদে পূর্বে কৃষ্ণাধরামৃত পানের জন্য উৎকণ্ঠাবতী দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার উক্তিরূপে "ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালিতৃষ্ণাহরঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটী উল্লিখিত হইয়াছে। যে ভাবের উদয়ে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা এই শ্লোকটী তাঁহার প্রিয়সখী বিশখার নিকটে বলিয়াছিলেন, সেই ভাবের আবেশেই মহাপ্রভু এই শ্লোকটীর আবৃত্তি করিয়াছেন। এই শ্লোকটী শ্রীরাধারই উক্তি, তাহাও কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন। রায়রামানন্দ-কথিত 'সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং'-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি (ভা. ১০।৩১।১৪)-"শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা। রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৬।১১০॥"

উল্লিখিত "ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে"-ইতাদি শ্লোকটী হইতেছে "শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্"-নামক গ্রন্থের একটী শ্লোক। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের অনেক পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয়-লীলাগ্রন্থ "শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতম্" লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু কিরূপে গোবিন্দলীলামৃতের এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন? মহাপ্রভুর প্রকটকালে তো এই শ্লোক লিখিতই হয় নাই।

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। কবিরাজগোস্বামীই লিখিয়াছেন—এই শ্লোকটী হইতেছে শ্রীরাধা-কথিত "উৎকণ্ঠা-শ্লোক"। মহাপ্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ-লীলামৃত দেখিয়া নহে। দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মুখে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার এই উক্তিটী স্ফুরিত হইয়াছিল। মনে হয়, স্বরূপদামোদরের কড়চায় তাহা দেখিয়া, অথবা শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর মুখে শুনিয়া কবিরাজগোস্বামী প্রসঙ্গক্রমে তাহা তাঁহার শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রভুর উক্তিই কবিরাজগোস্বামী গ্রহণ করিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি প্রভু গ্রহণ করেন নাই।

এক্ষণে আবার আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রভু-কথিত শ্লোকটী হইতেছে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার উক্তি; কিন্তু গোবিন্দলীলামৃতে সন্নিবিষ্ট সেই শ্লোকটী শ্রীরাধার উক্তি হইলেও দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার উক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্নলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার গোবিন্দলীলামৃতে এই শ্লোকটী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলা (নিশান্তলীলা, প্রাতর্লীলা, পূর্বাহ্নলীলা, মধ্যাহ্নলীলা-ইত্যাদিক্রমে নক্তলীলা পর্যন্ত অষ্টকালের লীলা) বর্ণন করিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামীর বর্ণিত লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই অবস্থিত, দ্বারকায় বা মথুরায় অবস্থিত নহেন; সুতরাং তখন শ্রীকৃষ্ণের সুদূর-প্রবাসজনিত বিরহের অবকাশ নাই, তজ্জন্য শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদেরও অবকাশ নাই। তথাপি কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার মুখোদ্গীর্ণ উল্লিখিত শ্লোকটী সন্নিবিষ্ট করিলেন কেন?

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্নলীলা-বর্ণনের সূচনায় আলোচ্য শ্লোকটী এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক আরও পাঁচটী শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণচ্ছলে বৃন্দাবনে গিয়াছেন; শ্রীরাধাও তাঁহার সহিত মিলনের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইবেন; কিন্তু নানা কারণে বহির্গমনে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইতেছে। এই বিলম্বই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছে। কিন্তু এই উৎকণ্ঠা অল্পকালস্থায়ী। কিছুকাল পরেই সূর্যপূজার ছলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তখন তাঁহার উৎকণ্ঠাও তিরোহিত হইয়াছে। অল্প সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেও যে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা জাগে, গোবিন্দলীলামৃতের উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে কবিরাজ-গোস্বামী তাহাই দেখাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের সুদূর-প্রবাস-কালে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার যে উৎকণ্ঠা জাগিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দীর্ঘবিরহ-কালের উৎকণ্ঠা অল্পকাল-স্থায়ী নহে, তাহা কখনও তিরোহিতও হয় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতি-বাহিত হইয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং পুঞ্জীভূত হইতে থাকে এবং শেষে এমন এক অপূর্ব এবং অনির্বচনীয় তীব্র যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে যে, শ্রীরাধা দিব্যোন্মাদগ্রস্তা হইয়া পড়েন। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মুখে স্ফুরিত শ্লোক শ্রীরাধার এইরূপ তীব্রযন্ত্রণাময়ী উৎকণ্ঠাই সূচিত করিয়াছে।

অল্পকাল-স্থায়ীই হউক, বা সুদীর্ঘকাল-স্থায়ীই হউক, উৎকণ্ঠার স্বরূপ এক রকমই; পার্থক্য কেবল যন্ত্রণার তারতম্যে। একই প্রকার বাক্যের তাৎপর্যও দেশ-কাল-পাত্রাদিভেদে ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। কোনও লোক দৈবাৎ কোনও দ্রুতগামী অতিভারী যানবাহনের নীচে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে থাকিলে তাহা দেখিয়া পথিকও "হায় হায়" করিয়া উঠেন, নিষ্পেষিত ব্যক্তির পত্নী যদি তাহা দেখেন, তিনিও "হায় হায়" করিয়া উঠেন। কিন্তু এই "হায় হায়" বাক্যে যে মনোবেদনা প্রকাশ পায়, তাহার তীব্রতা উভয়স্থলে সমান নহে। পত্নীর মনোবেদনা তাঁহাকে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত করাইয়াও থাকে; পথিক সাধারণতঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়েন না। তদ্রূপ "ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে"-ইত্যাদি শ্লোকটী দিব্যোন্মাদ-গ্রস্তা শ্রীরাধার মুখে উচ্চারিত হইলে যেরূপ তীব্র যন্ত্রণা ব্যঞ্জিত হয়, গোষ্ঠগত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের বিলম্ব দেখিয়া সেই শ্রীরাধা সেই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলে তদ্রূপ অসহ্য তীব্র যন্ত্রণা ব্যঞ্জিত হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার স্বরূপটী দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্নলীলা-বর্ণনের উপক্রমে দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মুখে উদ্গীরিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন, দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার অসহ্য যন্ত্রণা প্রদর্শনের জন্য নহে।

যাহা হউক, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলার বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী আরও কয়েকটি স্থলে গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। সে-সকল স্থলেও উল্লিখিতরূপ তাৎপর্যই অভিপ্রেত।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন,—দিব্যোন্মাদগ্রস্ত মহাপ্রভুর মুখে বাস্তবিক উল্লিখিত শ্লোকগুলি উচ্চারিত হয় নাই; প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা-বর্ণন-কালে কবিরাজগোস্বামী তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোকগুলি প্রভুর মুখে উচ্চারিত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দলীলামৃতের যে-স্থলে এই শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়, সে-স্থলে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদাবস্থার তীব্রযন্ত্রণাময়ী-উৎকণ্ঠা যদি প্রকাশ পাইত, তাহা হইলেই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত মহাপ্রভুর মুখে সেগুলির প্রকাশ করার সার্থকতা এবং সঙ্গতি থাকিত। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার তাহা নহে।

১০। **শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে পঞ্চেন্দ্রিয়াকৃষ্টা দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাব**

"একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন। জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ। পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥ একমন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে। টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৬-৮॥"

প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন; কিন্তু অন্য লোক শ্রীজগন্নাথের যে রূপ দেখেন, মহাপ্রভু তাহা দেখিতেছেন না; তিনি শ্রীজগন্নাথকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে দেখিতেছেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটী গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ-এই পাঁচটী গুণ—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তে স্ফূরিত হইল এবং প্রভুর পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে—প্রবলবেগে আকর্ষণ করিল (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আস্বাদনের নিমিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চক্ষু-কর্ণাদির বলবতী লালসা জাগিল)। মনের সহিত যোগ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই কাজ করিতে পারে না। প্রভুর চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটীই যেন প্রবলবেগে মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। একটীমাত্র মন; তাহাকে পাঁচটী ইন্দ্রিয় পাঁচদিকে আকর্ষণ করিতেছে। মন কোন্ দিকে যাইবে? একটী প্রাণীকে পাঁচজনে পাঁচটী রজ্জুদ্বারা যদি পাঁচদিকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে পাঁচজনের আকর্ষণে প্রাণীটী যেমন হতচেতন হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষণে প্রভুর মনের অবস্থাও যেন তদ্রূপ হইয়া গেল। মনের যেন বিচার-শক্তি লোপ পাইল। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির প্রত্যেকটীর আস্বাদনের জন্যই সমভাবে বলবতী বাসনা প্রভুর চিত্তে বর্তমান। সুতরাং কোনটীকে আস্বাদন করিবেন, তাহা কিছুই প্রভু স্থির করিতে পারিতেছেন না, অথচ কোনওটীকে ছাড়িবার ইচ্ছাও হয় না। তাই প্রভুর চিত্ত যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। প্রভু এই অবস্থায় অবস্থিত। "হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা॥ স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনে লঞা। বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥ কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন। বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ॥ সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ। শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ। চৈ. চ. ৩।১৫।৯-১২॥"

শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখকাতরা শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, শ্রীরাধার তৎকালীন ভাবে আবিষ্ট প্রভুও সেই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন। সেই শ্লোকটী এই:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ। সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥ গোবিন্দলীলামৃত ॥ ৮।৩ ॥ * —হে সখি! যিনি সৌন্দর্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা (ব্রজ-) ললনাগণের চিত্তরূপ পর্বতকে সংপ্লাবিত করেন (এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যরূপ গুণের কথা বলা হইয়াছে), যাঁহার রম্যবচন পরিহাসময় এবং কর্ণসুখদ (এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের শব্দের কথা বলা হইয়াছে), যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল—স্নিগ্ধ (এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শের কথা ব্যক্ত হইয়াছে), যিনি স্বীয় সৌরভ্যামৃতদ্বারা সমস্ত জগৎকে সংপ্লাবিত করেন (এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-গন্ধের কথা) এবং যাঁহার অধর, অমৃত হইতেও রমণীয় (এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসের কথা), সেই গোপেন্দ্র-নন্দন বলপূর্বক আমার (শ্রীরাধার) পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন (শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি আস্বাদনের জন্য আমার চক্ষু-কর্ণাদি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে)।"

মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া এবং শ্রীজগন্নাথকে ব্রজেন্দ্রনন্দন মনে করিয়া উপল-ভোগের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিতেছিলেন। হঠাৎ উৎপল-ভোগকালে দর্শনের বিঘ্ন জন্মিল; শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধাপানেও বিঘ্ন জন্মিল; অথচ তখনও নয়নের আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। হঠাৎ দর্শনের বিঘ্ন জন্মায় রূপসুধাপানের আকাঙ্ক্ষা আরও বলবতী হইতে হইতে উৎকণ্ঠাময়ী হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গন্ধ-রস-শব্দ-স্পর্শাদির জন্যও উৎকণ্ঠাময়ী লালসা জন্মিল। তখন তিনি উল্লিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ন্যায় প্রলাপ-বাক্যে স্বীয় মনোগতভাব প্রকাশ করিয়া ঐ শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রলাপ-বাক্যগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য অধর-রস, যার মাধুর্য কহন না যায়। দেখি লোভী পঞ্চজন,[১] এক অশ্ব মোর মন, চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায়॥ সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ। মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুপণ, সভে করে হরে পরধন॥ এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচদিগে টানে, একমন কোন্ দিগে যায়। এককালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, এই দুঃখ সহন না যায়॥ ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সভার কাহাঁ দোষ, কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ। রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে, মোর দেহে না রহে জীবন॥ কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু, একবিন্দু জগত ডুবায়। ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি, তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥ কৃষ্ণের বচনমাধুরী, নানারস-নর্ম্মধারী, তার অন্যায় কহন না যায়। জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে, টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥ কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল, ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন। সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে

* পূর্ববর্তী ১১।৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ১। পঞ্চ জন—চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষ, আকর্ষয়ে নারীগণ-মন॥ কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর, নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন। জগত-নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা, নারীগণের করে আকর্ষণ॥ কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত, স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন। ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ, ব্রজ-নারীগণের মূলধন॥ এত কহি গৌরহরি, দু'জনের কণ্ঠ ধরি, কহে—শুন স্বরূপ রামরায়। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ, দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥ "চৈ. চ. ৩।১৫।১৩-২২॥" *

মহাপ্রভুর এই লীলার কথা শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "কৃষ্ণপঞ্চগুণেনৈব পঞ্চেন্দ্রিয়বিকর্ষণম্॥ ৪।২৪।৪॥"

অপর একটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদভাবগ্রস্ত মহাপ্রভু একদিন বিষাদ-ভাবের আবেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন। "শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্। পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥—চৈ. চ. ধৃত গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক॥ —শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি নিষেবণব্যতীত আমার (চক্ষু-কর্ণাদি) সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিতান্ত ব্যর্থ। অহো! পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠের ভারতুল্য ইন্দ্রিয়বর্গকেই বা আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে বহন করি, আর দিনগুলিই বা কিরূপে যাপন করি?"

শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্তিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকে বলিতেছেন—"যদি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবাই করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে এ-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কি-ই বা প্রয়োজন আছে?" দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু উল্লিখিত শ্লোকটী-পাঠ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত ত্রিপদীসমূহে স্বীয় চিত্তের অনুরূপভাবে প্রভু এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রলাপবাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। "বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান, যে না দেখে সে চাঁদ-বয়ান। সে নয়নে কি বা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ॥ সখি হে! শুন মোর হতবিধি-বল। মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ, কৃষ্ণবিনু সকল বিফল॥ কৃষ্ণের মধুরবাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। কাণাকড়ি-ছিদ্রসম, জানহ সেই শ্রবণ, তার জন্ম হৈল অকারণে॥ মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল, যেই হরে তার গর্ব্বমান। হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে-সম্বন্ধ, সেই নানা ভস্ত্রার সমান॥ কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণচরিত, সুধাসার-স্বাদবিনিন্দন। তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে, সে বসনা ভেকজিহ্বাসম॥ কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি। তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার, সেই বপু লৌহসম জানি॥ চৈ. চ. ২।২।২৬-৪১॥"

* এই প্রলাপোক্তির এবং অন্যত্র উদ্ধৃত প্রলাপোক্তিরও বিবৃতি গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকাতে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল প্রলাপ-বাক্যেও শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আস্বাদনের নিমিত্ত চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

উল্লিখিত প্রলাপোক্তিসমূহে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি পাঁচটী বস্তুর যুগপৎ আস্বাদনের জন্য নয়নাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ লালসাই ব্যক্ত হইয়াছে। রূপাদি পাঁচটী বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটীর আস্বাদনের জন্য নয়নাদি প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎকণ্ঠাময়ী লালসাও পরবর্তী কয়েকটী অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণাধরামৃত-পানের জন্য জিহ্বার উৎকণ্ঠা পূর্ববর্তী ১১।৯-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১। শ্রীকৃষ্ণ-রূপসৌন্দর্য দ্বারা আকৃষ্টনেত্রা দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাব

পূর্ববর্তী ১১।২-খ অনুচ্ছেদে কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীদের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর যে-লীলার কথা বলা হইয়াছে, তাহার শেষভাগে বলা হইয়াছে—সমুদ্রতীরবর্তী উদ্যানের মধ্যে অগ্রসর হইতে হইতে প্রভু হঠাৎ সমুদ্রকে দেখিয়া তাহাকেই যমুনা বলিয়া মনে করিলেন এবং সে-স্থলে যমুনাতীরে কদম্বতরুর তলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। "কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন। অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগতের মন॥ সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা। হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৪৯-৫০॥" প্রভুর অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার। স্বরূপদামোদরাদি প্রভুর কর্ণমূলে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে কতক্ষণ পরে প্রভু উঠিয়া চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"কাহাঁ গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরিল নয়ন॥ পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন। তাঁহার দর্শন-লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥ বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা। সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৫৩-৫৫॥"

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পানের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া যে-শ্লোকে প্রিয় সখী বিশাখার নিকটে স্বীয় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুও সেই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন।—"নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ সুচিত্র-মুরলীস্ফুরদমন্দচন্দ্রাননঃ। ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারাহারপ্রভঃ স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥ গোবিন্দলীলামৃত॥ ৮।৪॥ * —নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি, নববিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন, যাঁহার সুন্দর-দর্শন-মুরলীশোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদশশীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন, যাঁহার কেশকলাপ ময়ূরপুচ্ছভূষিত এবং তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি, হে সখি! সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আপন সৌন্দর্য দ্বারা আমার নয়নের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন।"

* পূর্ববর্তী ১১।৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্যে প্রভু এই শ্লোকের স্বীয় মনোভাবের অনুরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

"নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ, ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।[১] জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্রমন, কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥ কহ সখি! কি করি উপায়। কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥[২] সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল। ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তীমাল॥ মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি, বৃন্দাবনে নাচে মৌরচয়।[৩] অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্যজ্যোৎস্না ঝলমল, চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়॥ লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে, হেন মেঘ যবে দেখা দিল। দুর্দ্দৈব ঝঞ্জাপবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে, মরে চাতক পীতে না পাইল॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৫৬-৬০॥"

এই প্রলাপোক্তি করিয়া,—"পুন কহে—হায় হায়, পঢ় পঢ় রামরায়, কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে। রামানন্দ পঢ়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক, আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৬১॥"

রায়রামানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। "বীক্ষ্যালকাবৃত-মুখং তব কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্। দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১০।২৯।৩৯॥—(শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপসুন্দরীগণ যখন বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা-বাণী শুনিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে সুন্দর! তোমার যে মুখকমলে কুণ্ডলের শোভাবর্ধক গণ্ডস্থল, সুধাময় অধর এবং ঈষদ্ধাস্যযুক্ত দৃষ্টি শোভা পাইতেছে, তোমার সেই মুখকমল দর্শন করিয়া এবং তোমার অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল ও অপূর্ব শোভাসম্পদে পরমরমণীয় তোমার বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যেই ছিল প্রভুর চিত্ত আবিষ্ট। উল্লিখিত শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া প্রভু নিম্নলিখিত প্রলাপবাক্যসমূহে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। —"কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখ ফান্দ, তাতে অধর মধুস্মিত চার।[৪] ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী, ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার॥ বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার। নাহি গণে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী মৃগীমর্ম্ম, করে নানা উপায় তাহার॥ গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল, সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। সস্মিত কটাক্ষবাণে, তা-সভার হৃদয়ে হানে, নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥ অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। ব্রজদেবী লক্ষ

১। দলিতাঞ্জন চিক্কণ—সর্ম্মর্দ্দিত অঞ্জনের ন্যায় চাকচিক্য-বিশিষ্ট।

২। বলাহক—মেঘ। ৩। মৌরচয়—ময়ূরসমূহ। ৪। চার—ফাঁদে রক্ষিত লোভনীয় বস্তু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ, তা-সভার মনোবক্ষ, হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণ-ভুজযুগল, ভুজ নহে কৃষ্ণসর্প-কায়। দুই শৈল ছিদ্রে(১) পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে, মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥ কৃষ্ণ-করপদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, জিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন। এক বার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা বিষ নাশে, যার স্পর্শে লুব্ধ নারীর মন ॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৬২-৬৭ ॥”

অপর একটী উদাহরণ

একদিন প্রভু শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথকে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপেই দর্শন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় তনু-মন-নেত্রাদি সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন। জগন্নাথ-মন্দির হইতে গম্ভীরায় আসিয়া প্রভু কি করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে।—“তাহাঁ হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি, নখে করে পৃথিবী লিখন। হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্র-নন্দন, কাহাঁ সেই বংশীবদন ॥ কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান, কাহাঁ সেই যমুনাপুলিন। কাহাঁ রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্য-গীত হাস, কাহাঁ প্রভু মদনমোহন ॥ চৈ. চ. ২।২।৪৮-৪৯ ॥”

এইরূপ আর্তি প্রকাশ করিতে করিতে প্রভুর—“উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ, ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে। প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে, নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ চৈ. চ. ২।২।৫০ ॥”

শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন।—“অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ। অনাথবন্ধো করুণৈক-সিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৪১ ॥—হায় হায়! হায় হায়! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে হরে! তোমার দর্শন ব্যতীত দিনান্তর্গত ক্ষণমুহূর্ত্তাদি অধন্য সময় আমি কিরূপে অতিবাহিত করিব?”

এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া প্রভু প্রলাপবাক্যে তাহার মর্ম প্রকাশ করিতেছেন।—“তোমার দর্শনবিনে, অধন্য এই রাত্রিদিনে, এই কাল না যায় কাটন। তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, কৃপা করি দেহ দরশন ॥ চৈ. চ. ২।২।৫১ ॥”

এ-সকল কথা বলিতে বলিতেই প্রভুর—“উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল, ভাবের গতি বুঝন না যায়।(২) অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন, কৃষ্ণঠাঞি পুছেন উপায় ॥ চৈ. চ. ২।২।৫২ ॥”

প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে কথিত নিম্নলিখিত শ্রীরাধাবাক্যটী পাঠ করিলেন।—“ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্। তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলী-বিলাসি মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৩২ ॥ —(দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা

(১) দুই শৈল ছিদ্রে—দুই নয়নে। (২) ভাব চাপল—চাপল-নাম সঞ্চারী ভাব। লক্ষণ ১০।৯-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন) হে নাথ! তোমার শৈশব (কৈশোর—মাধুর্যাদি এবং মাদকত্বাদিবশতঃ) এবং আমার চাপল্য-এই দুইটী বস্তু ত্রিভুবন-মধ্যে অদ্ভুত বলিয়া জানিবে। এই দুইটী কেবল তোমার, বা আমারই অধিগম্য (জানিবার যোগ্য। অথবা, আমার চাপল্য তোমা কর্তৃক উৎপাদিত বলিয়া তোমার অধিগম্য এবং সেই চাপল্য আমারই বলিয়া আমারই অধিগম্য। 'অন্য লোক অন্যের দুঃখ জানে না'—এই ন্যায়ানুসারে আমার সখীগণও তাহা সম্যক্‌রূপে জানেন না)। (একথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধার উদ্বেগ-নামক সঞ্চারিভাব প্রোচ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং দৈন্যের সহিত তিনি পুনরায় বলিলেন) এখন তোমার সেই সমতারহিত বংশীবিলাসসম্পন্ন মনোহর মুখকমল, আমার দুইটী নয়ন ভরিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহা তুমি বল।"

এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া প্রভু বলিলেন,—"তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল, এই দুই তুমি আমি জানি। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ, তাহা মোরে কহ ত আপনি॥ চৈ. চ. ২।২।৫৩॥"

এই কথা কয়টী বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর মধ্যে উদিত হইল,—"নানাভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি শাবল্য, ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।[১] ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য, প্রেমোন্মাদ সভার কারণ॥[২] মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন। প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু মনের অবসাদ, ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥ চৈ. চ. ২।২।৫৪-৫৫॥"

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু, যে শ্লোকে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় শ্রীকৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সেই শ্লোকটী পাঠ করিলেন। "হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো। হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ৪০॥—হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হায়! হায়! কবে তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে।"[৩]

উল্লিখিত শ্লোকের সম্বোধনাত্মক শব্দগুলিতে নানাবিধ ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। দিব্যোন্মাদের ফলে কখনও কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়, কখনও বা মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন। কখনও সোল্লুণ্ঠ (পরিহাসময়) বাক্য বলা হয়, কখনও মান-গর্বাদির উদয় হয়, কখনও বা

(১) সঞ্চারিভাব-সমূহের সন্ধি ও শাবল্যের লক্ষণ পূর্ববর্তী ১০।১১ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোষ, অমর্ষ প্রভৃতি হইতেছে সঞ্চারী ভাব। তাহাদের লক্ষণ ১০।৭ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(৩) এই শ্লোকের কবিরাজগোস্বামিকৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা-টীকার অনুসরণে প্রভুর প্রলাপ-বাক্য-সমূহের তাৎপর্য বিবৃত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাজস্তুতি (নিন্দাচ্ছলে স্তুতি) করা হয়, আবার কখনও বা নিন্দা করা হয়, কখনও বা সম্মান প্রদর্শন করা হয়। "উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণস্ফূরণ, ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান। সোল্লুণ্ঠ বচনরীতি, মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি, কভু নিন্দা কভু ত সম্মান॥ চৈ. চ. ২।২।৫৬॥"

এ-সমস্ত ভাবের আবেশে প্রভু উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ প্রলাপ-বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ "দেব"-শব্দ-প্রসঙ্গে প্রভু বলিলেন,—"তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত, তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন। চৈ. চ. ২।২।৫৭॥" দিব্-ধাতু হইতে "দেব"-শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্-ধাতুর অর্থ "ক্রীড়া।" তাহা হইলে "দেব"-শব্দের অর্থ হইল—যিনি ক্রীড়া করেন; ক্রীড়ারত। শ্রীকৃষ্ণকে "দেব" বলিয়া সম্বোধন করার ধ্বনি হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীতে ক্রীড়া-পরায়ণ, অন্য রমণীতে আসক্ত।

রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু মনে করিলেন, তিনি কোনও কুঞ্জের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মূর্ছিতপ্রায় হইয়া আছেন। হঠাৎ চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া নূপুরের শব্দ শুনিতেছেন বলিয়া মনে হওয়ায় সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অয়ি সখি! কুঞ্জের মধ্যে নূপুরের শব্দ শুনা যাইতেছে, অথচ তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তো দেখিতেছি না। হাঁ বুঝিয়াছি, সেই শঠচূড়ামণি লম্পট অন্য রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।" এইরূপ ভাবিতেই আবার উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মনে করিতেছেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাক্ষাতেই দণ্ডায়মান; অন্য নারীর সহিত সম্ভোগের চিহ্ন তাঁহার সর্বাঙ্গে বিরাজিত। ইহাতে প্রভুর মধ্যে অমর্ষ-ভাবের উদয় হইল; তখনই তিনি যেন সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি তো দেব—ক্রীড়ারত। অন্য নারীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক; অন্য নারীতেই তুমি আসক্ত। তবে আর এখানে আগমন কেন? এখানে তো তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি যাও, জগতে যত রমণী আছেন, তাঁহাদের নিকটে যাইয়া তোমার ক্রীড়ারঙ্গের অনুষ্ঠান কর গিয়া।"

উল্লিখিত কথাগুলি বলার পরেই রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিলেন, তাঁহার বক্রোক্তিরূপ তিরস্কারাদি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন; তখন আবার তাঁহার দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া বলিলেন,—"তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত, মোর ভাগ্যে কর আগমন॥ চৈ. চ. ২।২।৫৭॥—তুমি আমার দয়িত—প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। আমাতেই তোমার চিত্ত বাস করে। তবে কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? দয়া করিয়া একবার আমার নিকটে আইস, একবার আমাকে দর্শন দিয়া আমার ভাগ্য প্রসন্ন কর।"

এ-স্থলে ঔৎসুক্য-নামক সঞ্চারিভাবের উদয় হইয়াছে; পূর্বে অমর্ষ-ভাবের উদয়ের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে অমর্ষ ও ঔৎসুক্যের সন্ধি হইল।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু আবার যখন মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিয়া অন্য রমণীর সঙ্গজনিত অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন, তখন আবার তাঁহার মধ্যে অসূয়ার উদয় হইল। তখন তিনি বক্রোক্তিময় পরিহাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ, তাহা কর সব সমাধান। চৈ. চ. ২।২।৫৮॥—তুমি অন্য নারীর সঙ্গ করিয়াছ, তাতে তোমার কি দোষ? তুমি কি কেবল আমার বন্ধু? তা তো নয়! তুমি যে 'ভুবনৈকবন্ধু'—ত্রিভুবনের সকল নারীরই বন্ধু। অন্য নারীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছ বলিয়া লজ্জিত হইতেছ কেন? আবার যাও; তাহাদের সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া কর গিয়া। তারা যে তোমার আশায় অপেক্ষা করিতেছে! যাও যাও, শীঘ্র তাহাদের নিকটে যাও।"

আবার যখন প্রভু মনে করিলেন, তাঁহার বক্রোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ! "তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর, তোমারে বা কোন্ করে মান। চৈ. চ. ২।২।৫৮॥—তুমি তো 'কৃষ্ণ', স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি দ্বারা সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া হরণ কর। হে কৃষ্ণ। তুমি আমার চিত্তকেও হরণ করিয়াছ, আমার চিত্ত আর আমাতে নাই। তোমার উপরে কোন্ নারী মান করিতে পারে? আমার আর মানবতী হওয়ার প্রয়োজন নাই; তুমি একবার আসিয়া দেখা দাও।"

তৎক্ষণাৎ রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিলেন, তাঁহার আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন—"প্রিয়ে! আমি তো অন্য কোথাও যাই নাই; আমি তো কুঞ্জের বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলাম। কেন তুমি বৃথা রাগ করিতেছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" ইহা শুনিয়া ঔগ্র-নামক সঞ্চারিভাবের উদয়ে ক্রোধভরে শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ! তোমার মন যে এক যায়গায় থাকে না, তাতে তোমার তো কোনও দোষই নাই; কেননা, তুমি যে 'চপল'। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তোমার গতি তো হইবেই। চাপল্য-হেতু ভিন্ন ভিন্ন ফুলের স্বাদ তুমি তো গ্রহণ করিবেই। তোমার স্বভাবই যে ঐরূপ; তাতে তোমার কি দোষ?—'তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি, তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ॥ চৈ. চ. ২।২।৫৯॥' অতএব হে চঞ্চল! এখানে এক জায়গায় কেন দাঁড়াইয়া রহিলে? যাও, অন্যত্র যাও; অন্য এক রমণীর নিকটে গিয়া কতক্ষণ থাক; তার পর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য এক রমণীর নিকটে যাইও। এইরূপে এক রমণীকে ত্যাগ করিয়া আর একজনের নিকটে যাইও। যাও, শীঘ্র যাও, এখানে আর থাকিও না। এখানে অনেকক্ষণ থাকিলে তোমার 'চপল'-নামই অসার্থক হইয়া যাইবে।"

তৎক্ষণাৎ আবার প্রভু মনে করিলেন—"হায়! হায়! আমার কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ তো চলিয়া গেলেন! আর তো বুঝি আসিবেন না?" তাই অত্যন্ত দৈন্যের সহিত বলিলেন,—"তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু, তোমায় মোর নাহি কোন রোষ॥ ২।২।৫৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে আমার প্রাণের বন্ধো ? তুমি তো **করুণার সিন্ধু** ; করুণাধারায় গলিয়া তোমার অন্তঃকরণ তো অত্যন্ত কোমল হইয়া গিয়াছে। যদিও আমি তোমার চরণে অপরাধিনী, তথাপি তুমি আমার প্রতি করুণা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও। তোমার প্রতি আমার কোনও রোষই নাই।"

তৎক্ষণাৎ আবার রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিলেন—তাঁহার দৈন্যোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আর তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনুনয়-বিনয়ের সহিত বলিতেছেন—"প্রিয়ে! কথা বল না কেন? বৃথা মান করিয়া কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ? প্রসন্না হও!" ইহা শুনিয়া, অমর্ষের অনুগত অবহিত্থা-ভাবের উদয় হওয়ায় প্রভু যেন ঔদাসীন্যের ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ, বহু কার্যে নাহি অবসর॥ ২।২।৬০ ॥ —হে নাথ! এমন কথা বলিও না। তুমি হইলে ব্রজের **নাথ**, ব্রজবাসী-দিগের প্রাণ—ব্রজবাসীদের রক্ষার জন্য তোমাকে সর্বদা বহু কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। সুতরাং আমার এখানে আসার সময়ই বা তোমার কোথায়? তুমি আমার নিকটে আস নাই বলিয়া আমি মান করিব কেন? মান করি নাই। আমি কথা বলি নাই বলিয়া মান করিয়াছি বলিয়া মনে করিতেছ? তা নয়। তুমি হইলে আমাদের রক্ষক; তোমার সঙ্গে কথা বলিব না? তবে কি জান? ব্রাহ্মণী আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলেন; তাই তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারি নাই। আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর।"

প্রভু আবার মনে করিলেন—"কৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গেলেন।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিলেন—"বুঝিবা শ্রীকৃষ্ণ আর আসিবেন না।" ইহা ভাবা মাত্রই চাপল্য-ভাবের উদয় হওয়ায় মনে ভাবিলেন—"যদি তিনি কৃপা করিয়া আবার দর্শন দেন, তবে আমি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ করিব, আর ছাড়িয়া দিব না।" এইরূপ ভাবিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ দৈন্যের সহিত বলিলেন, "তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন, এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস॥ চৈ. চ. ২।২।৬০ ॥—হে আমার **রমণ**! তুমি তো সর্বদাই আমার চিত্তবিনোদন করিয়া থাক। আমাকে সুখী করার জন্যই তুমি আমার নিকট আসিয়া থাক। ইহা তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাসমাত্র।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। তখন প্রভু মনে করিলেন—"আমি তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়াছি, তৎসমস্তকে তাঁহার নিন্দা মনে করিয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।" এইরূপ ভাবিয়া আবার প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া স্তুতিবাক্য বলিতে লাগিলেন—"নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ, হা হা পুন দেহ দরশন॥ চৈ. চ. ২।২।৬১ ॥—হে **নয়নাভিরাম** (নয়নের পরমানন্দপ্রদ)! তুমিই আমার একমাত্র ধন, তুমিই আমার প্রাণ। হায়! হায়! তোমার দর্শন না পাইয়া, আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। কৃপা করিয়া একবার দর্শন দাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপ দর্শনোৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু ভাবিলেন—"না, আমার ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন আর হইবে না।" এ-কথা ভাবিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত বিহ্বল হইলেন। তখন প্রভুর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন।—"স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ, দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়, ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥ চৈ. চ. ২।২।৬২॥" প্রভু মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। মূর্ছিত অবস্থায় কৃষ্ণস্ফূর্তি হইল। "মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার, কহে—'এই আইলা মহাশয়।' কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানাভ্রম হয় মনে, শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥ চৈ. চ. ২।২।৬৩॥"

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া প্রভু দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের কি অপূর্ব বৈচিত্রী। এই অপূর্ব-মাধুর্য-বৈচিত্রী দর্শন করিয়া প্রভুর মনে নানাবিধ ভ্রমের উদয় হইল। মাধুর্যের এক একটী বৈচিত্রী প্রকটিত হয়, আর প্রভুর মনে এক এক রকম ভ্রমের উদয় হয়। ক্রমে সমস্ত ভ্রমের নিরসন করিয়া প্রভু নিজেই কিরূপে নিশ্চিত তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের "মারঃ স্বয়ং নু"-ইত্যাদি শ্লোকেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন বৈচিত্রী দেখিয়া দেখিয়া প্রভুও সেই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। "মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৬৮॥ দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার উক্তি॥—(দূর হইতে ভাবাবেশে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন) হে সখি! ইনি কি স্বয়ং মার? (কন্দর্প? জগৎকে মারিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন কি?)। (আবার মাধুর্য অনুভব করিয়া বলিতেছেন—'না কন্দর্পের মূর্তি এত মধুর নহে। তবে) ইনি কি মধুর-জ্যোতীরাশি? (না, জ্যোতীরাশির এত চমৎকারিতা থাকে না; তবে) ইনি কি মূর্তিমান্ মাধুর্য? (না, কেবল মাধুর্যদ্বারা মন ও নয়নের এত তৃপ্তি জন্মিতে পারে না। তবে) কি মন ও নয়নের আনন্দবিধান করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ অমৃতই আসিয়াছেন? (না, ঐ যে হস্তপদ দৃষ্ট হইতেছে; অমৃতের তো হস্তপদ থাকে না। তবে) ইনি কি বেণীমৃজ? (প্রবাস হইতে প্রত্যাগত কান্ত? যিনি আমার বেণী উন্মোচিত করেন); (আবার সম্যক্‌রূপে দৃষ্টি করিয়া আনন্দের সহিত বলিতেছেন) কি আশ্চর্য! এ-যে আমার জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, আমার নয়নের আনন্দ-বিধানার্থ সমাগত হইয়াছেন (সখীগণ! তোমরা দর্শন কর)।"

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্যে উল্লিখিত শ্লোকের নিজ মনোভাবের অনুযায়ী তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন।—"কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্তিমান, কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত। কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ, সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥ চৈ. চ. ২।২।৬৪॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্তী ১১।১৩-ক অনুচ্ছেদেও দর্শনোৎকণ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১২। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের জন্য উৎকণ্ঠাবতী দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাব

(পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের প্রথম উদাহরণের অনুবৃত্তি)

"এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি, এই অর্থে পড়ি এক শ্লোক। যেই শ্লোক পড়ি রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা, উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক॥[১] চৈ. চ. ৩।১৫।৬৮॥"

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের প্রথম উদাহরণের প্রলাপবাক্যে সর্বশেষ ভাগে প্রভু বলিয়াছেন—কর্পূর, বেণামূল এবং চন্দনের স্নিগ্ধতাকেও পরাজিত করিতে পারে, এতাদৃশ কোটিচন্দ্র সুশীতল কৃষ্ণ-কর-পদতলের স্পর্শের জন্য নারীর মন লুব্ধ হয়। এই কথা বলিতে বলিতেই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত মহাপ্রভুর বলবতী উৎকণ্ঠা জাগিল—শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত। তখন, দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত উৎকণ্ঠায় তাঁহার প্রিয় সখী বিশাখার নিকটে যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, প্রভুও (নিম্নলিখিত) সেই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন—"হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ। সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্॥ গোবিন্দলীলামৃত ॥ ৮।৭ ॥[২] —শ্রীরাধা বিশাখাকে কহিলেন—হে সখি! যাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ ইন্দ্রনীলমণি-কবাটিকার ন্যায় মনোহর, যাঁহার অর্গল-সদৃশ বাহুদ্বয় কন্দর্প-পীড়িত তরুণীগণের মনস্তাপ বিনাশে সমর্থ এবং চন্দ্র, চন্দন, নীলোৎপল ও কর্পূর অপেক্ষাও সুশীতল যাঁহার অঙ্গ, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা বর্ধিত করিতেছেন (স্বীয় বক্ষঃস্থলের দ্বারা তাঁহার স্পর্শের জন্য আমার বলবতী লালসা জন্মিতেছে)।"

১৩। শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ-শিঞ্জিত-নর্মবাক্যাদি শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠিতা দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাব.

শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী শুনিয়া গোপীদের মধ্যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধাবেশে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ববর্তী ১১।২-ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই কথাগুলি বলার পরেই শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ-শিঞ্জিতাদি শ্রবণের জন্য দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর বলবতী উৎকণ্ঠা জাগিল। তখন প্রভু দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন।—"এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে, উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন। রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী, পড়ি আপনে বাখানি, কৃষ্ণ-মাধুর্য্য করে আস্বাদন॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৩৭॥"

শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাবাণী হইতেছে এই :—"নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণাকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ সনর্ম্মরস-সূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ। রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি

১। বাধা—দুঃখ

২। পূর্ববর্তী ১১।৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ণস্পৃহাম্॥ গোবিন্দলীলামৃত॥ ৮।৫॥ * —শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়সখী বিশাখাকে বলিলেন—হে সখি! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি জলদগম্ভীর, যাঁহার শ্রুতিমধুর ভূষণধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার বাক্য সপরিহাস মধুরাক্ষরযুক্ত এবং পদার্থ (পদের অর্থ)-ভঙ্গীময়; যাঁহার বংশীধ্বনি রমা প্রভৃতি বরাঙ্গনাগণেরও হৃদয়হারী, সেই মদনমোহন আমার কর্ণস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।"

নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্যসমূহে প্রভু স্বীয় মনোভাবের অনুরূপ ভাবে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন।—"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি জিনি, যার গুণে কোকিল লাজায়। তার এক শ্রুতিকণে, ডুবে জগতের কাণে, পুন কাণ বাহুড়ি না আয়॥ কহ সখি! কি করি উপায়। কৃষ্ণের যে শব্দগুণে, হরিলে আমার মনে, এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥ নূপুর-কিঙ্কিণী ধ্বনি, হংস-সারস জিনি, কঙ্কণ-ধ্বনি চটক লাজায়। একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে, অন্য শব্দ সে-কাণে না যায়॥ সে শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত, স্মিতকর্পূর তাহাতে মিশ্রিত। শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি, প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥ সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোরের জীবন, কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে। ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥ যে বা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি, জগন্নারী চিত্ত আউলায়। নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনিমূলে হয় দাসী, বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥ যেবা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি, কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়। না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ, তপ করে তভু নাহি পায়॥ এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি, সেই কর্ণ ইহা করে পান। ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে, কাণাকড়িসম সেই কাণ॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৩৮-৪৫॥"

ক। দর্শনোৎকণ্ঠা

উল্লিখিতরূপে বিলাপ করিতে করিতে প্রভুর চিত্তে উদ্বেগাদি বিবিধ সঞ্চারিভাবের উদয় হইল। এ-সমস্ত ভাবের উদয়ে শ্রীরাধার যে উক্তি লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল, শ্রীরাধার সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু সেই উক্তিটী আবৃত্তি করিয়া প্রলাপ-বাক্যে তাহার অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।—"করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব, মনে কাহোঁ নাহি আলম্বন।[১] উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি, নানাভাবের হইল

* পূর্ববর্তী ১১।৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১) মনে কাঁহো নাহি আলম্বন—ইহা দ্বারা আলম্বনশূন্যতা সূচিত হইতেছে। "অনবস্থিতিরাখ্যাতা চিত্তস্যালম্ব-শূন্যতা॥ ভা. র. সি॥ ২।২।৫৭॥—চিত্তের অনবস্থিতিকে আলম্বনশূন্যতা বলে।" শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিয়োগে এই অবস্থা হয়। এই অবস্থায় মন এতই অস্থির হয় যে, কোনও একটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চিন্তাধারা স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলন ॥[১] ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি, সেই ভাবে পঢ়ে সেই শ্লোক।[২] উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে, যেই অর্থ না জানে সব লোক॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৪৬-৪৭ ॥"

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু, লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের "শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত"-গ্রন্থে গ্রথিত শ্রীরাধার নিম্নলিখিত উক্তিটী আবৃত্তি করিলেন। "কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ। মধুরমধুরস্মেরাকারে মনো-নয়নোৎসবে কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৪২ ॥—(দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা বলিতেছেন) আমি এখন কি করিব ? কাহাকেই বা বলিব ? শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার আশায় যাহা করিয়াছি, তাহা তো করিয়াছিই (অর্থাৎ অন্য কিছু কর্ত্তব্যই নাই ; তাঁহাকে পাইবার আশা করাও বৃথা)। কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া অন্য ধন্য (ভাল) কথা বল। হায় ! হায় ! যাঁহাকে পরিত্যাগ করিব বলিয়া মনে করিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ! মধুর-মধুর-ঈষদ্ধাস্যযুক্ত যাঁহার আকার, যিনি মন ও নয়নের অপরিমিত আনন্দদায়ক, সেই শ্রীকৃষ্ণে উৎকণ্ঠা নিমিত্ত আমার অতিদীনা তৃষ্ণা চিরকাল বর্দ্ধিত হইতেছে।"

এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া প্রভু "উন্মাদের সামর্থ্যে (দিব্যোন্মাদের প্রভাবে)" নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্যসমূহে তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

"এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে, প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়। যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন, কারে পুছোঁ কে কহে উপায়॥ হা হা সখি ! কি করি উপায়। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ, কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৪৮-৪৯ ॥

এ-কথা বলিতে বলিতে ক্ষণকালের জন্য প্রভুর মন স্থির হইল ; তখন পিঙ্গলার কথা মনে পড়িল ; পিঙ্গলার কথা মনে পড়ায় প্রভু তদনুসারে বিচার করিতে লাগিলেন। "ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়, বলিতে হইল মতি ভাবোদ্গম। পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব মতি, তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৫০ ॥" পিঙ্গলার বিবরণটী এই। শ্রীমদ্-ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে পিঙ্গলার বিবরণ দৃষ্ট হয়। পিঙ্গলা ছিলেন বিদেহ-নগরবাসিনী এক বারবণিতা। কামাসক্ত পুরুষকে আকর্ষণ করার অভিপ্রায়ে তিনি উত্তম বেশভূষা করিয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন ; একদিন এমন হইল, তাঁহার নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া বহু

(১) উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি—এ সমস্ত হইতেছে সঞ্চারিভাব। পূর্ববর্তী ১০।৯-অনুচ্ছেদে ইহাদের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

(২) ভাবশাবল্য—সঞ্চারিভাব-সমূহের পরস্পর-সম্মর্দ্দ (১০।১১-গ-অনু)। লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল। তাঁহার গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক যাতায়াত করিলেও কেহই তাঁহার ফাঁদে পড়িল না। একজন চলিয়া যায়, পিঙ্গলা মনে করেন, আর একজন আসিবে; কিন্তু কেহই তাঁহার নিকটে আসিল না। এইরূপে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন তিনি কোনও পুরুষকে পাইলেন না, তখন তাঁহার মনে নির্বেদ উপস্থিত হইল; তিনি মনে ভাবিলেন—"কেন আমি পুরুষের আশায় আশায় এত কষ্ট ভোগ করিতেছি? পুরুষ আমাকে কি সুখই বা দিতে পারে? এই অস্থি-চর্ম্ম-মল-মূত্রপূর্ণ দেহের সুখই তো সুখ নহে। তুচ্ছ সুখের জন্য পুরুষের ভজনা না করিয়া অন্তরে নিত্য-রমমান শ্রীভগবানের ভজনা করাই তো আমার শ্রেয়ঃ। না, আজ হইতে আমার অভীষ্ট পুরুষ-প্রাপ্তির দুরাশা ত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবাই করিব। 'ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্॥" ইহা স্থির করিয়া পিঙ্গলা নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রাভিভূত হইলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাংশ্যপরমং সুখম্। যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সস্বাপ পিঙ্গলা॥ ১১।৮।৪৪—আশাই পরম দুঃখ; নৈরাশ্যই (আশাত্যাগই) পরম সুখ; কেননা, কান্ত-প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।"

উদ্বেগভাব দূর হইলে প্রভুর মন যখন ক্ষণকালের জন্য একটু স্থির হইল, তখন পিঙ্গলার উল্লিখিত কথাগুলি প্রভুর মনে পড়াতে তিনি তদনুসারে মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন (এ-স্থলে মতি-ভাবের উদয়) এবং শ্লোকস্থ "কৃতং কৃতমাশয়া কথয়ত কথামন্যাং ধন্যাম্"-বাক্যের অর্থ-নির্ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্যে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।—"দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে, আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন। ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য, যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥[১] চৈ. চ. ৩।১৭।৫১॥"

"ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য"-ইত্যাদি কথা বলা মাত্রই রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল—কৃষ্ণকে যেন তিনি চিত্তের মধ্যেই দেখিতে পাইলেন; তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন—"কহিতেই হৈল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে॥ চৈ. চ. ৩।১৭৫২।" প্রভু শ্লোকস্থ 'অহো হৃদয়েশয়ঃ'-বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিয়া সখীদিগকে বলিলেন,—"যারে চাহি ছাড়িতে, সে-ই শুঞা আছে চিত্তে, কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৫২॥"

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করার কামজ্ঞান, কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৫৩॥" রাধাভাবের স্বভাবই অদ্ভুত। শ্রীরাধা যখনই কোটি-মন্মথমথন, অপ্রাকৃত-নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পায়েন, এমন কি স্ফূর্ত্তিতেও

---

(১) কৃষ্ণকথা অধন্য—কৃষ্ণকথা শুনিলেই কৃষ্ণের স্মৃতি চিত্তে জাগ্রত হইবে, তখনই আবার কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশাও জাগিয়া উঠিবে; অথচ কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে না, কেবল দুঃখই ভোগ করিতে হইবে। দুঃখের হেতু বলিয়া কৃষ্ণকথা অধন্য। অন্য কথা ধন্য—অন্য কথা কৃষ্ণস্মৃতি ভুলাইয়া রাখিবে বলিয়া ধন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি দর্শন পায়েন, তখনই মনে হয়, তিনি যেন কামদেবের দর্শন পাইয়াছেন। কামদেবের একটী নাম 'মার'—কন্দর্প শর নিক্ষিপ্ত করিয়া লোককে মারিয়া ফেলে বলিয়া কামদেবের নাম "মার"। এতাদৃশ কামদেবরূপ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে শায়িত দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তে ত্রাস-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হইল; তখন প্রভু—"কহে—যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে, এই বৈরী না দেয় পাসরিতে। চৈ. চ. ৩।১৭।৫৩॥"

একথা বলিতে বলিতেই ত্রাসাদি অন্য ভাবসমূহ অন্তর্হিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য তাঁহার চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা জাগিল। মনকে তিনি কিছুতেই ফিরাইতে পারেন না; অতি দুঃখের সহিত মনকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। "ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্য ভাব-সৈন্যে, উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে। মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ, দুঃখে মনে করয়ে ভর্ৎসন॥ ৩।১৭।৫৪॥" প্রভু মনকে ভর্ৎসনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য নিজের বলবতী উৎকণ্ঠাই প্রকাশ করিলেন।—"মন মোর বাম দীন, জলবিনু যেন মীন, কৃষ্ণবিনু ক্ষণে মরি যায়। মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র-রসায়নে, কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায়॥ হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন, হা হা দিব্যসদ্‌গুণসাগর। হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর, হা হা রাসবিলাস-নাগর॥ কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহাঁ যাই, এত কহি চলিল ধাইয়া। চৈ. চ. ৩।১৭।৫৫-৫৭॥"

শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রভু ধাইয়া চলিলেন। তখন, "স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি, নিজস্থানে বসাইল লৈয়া॥ ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল, স্বরূপ কিছু কর মধুর গান। স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি, শুনি প্রভুর জুড়াইল কান॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৫৭-৫৮॥"

এই ১১।১৩-ক অনুচ্ছেদটী বস্তুতঃ ১১।১১-অনুচ্ছেদেরই অন্তর্ভুক্ত।

১৪। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধাস্বাদনের জন্য উৎকণ্ঠাবতী দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাব

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানের শেষ কয়েক বৎসর কি ভাবে কাটিয়াছিল, কবিরাজগোস্বামী তাহার দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন—"এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। আত্মস্ফূর্ত্তি নহে, রহে কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে॥ কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ বাহ্যস্ফূর্ত্তি। কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি—তিনরীতে প্রভুর স্থিতি॥ স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়। কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৩-৫॥"

মহাপ্রভুর এক দিনকার লীলা বর্ণন করিতে যাইয়া কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে। রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥ জগন্নাথবল্লভ-নাম উদ্যান-প্রধানে। প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥ প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—যেন বৃন্দাবন। শুক সারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥ পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন। গুরু হঞা তরুলতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখায় নর্ত্তন॥ পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল। তরুলতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥ ছয় ঋতুগণ যাহাঁ বসন্ত-প্রধান। দেখি আনন্দিত হৈল গৌর-ভগবান্॥ 'ললিত-লবঙ্গলতা'-পদ গাওয়াইয়া।[১] নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লৈয়া॥ প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥ কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা। আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥ আগে পাইলা কৃষ্ণ, তারে পুন হারাইয়া। ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥ কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান। সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন॥ নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল। গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥ কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা। সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৭৩-৮৫॥"

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধলুব্ধা শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়সখী বিশাখার নিকটে যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নিম্নলিখিত সেই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন।—"কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মি-কৃষ্টাঙ্গনঃ স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ। মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্॥ গোবিন্দলীলামৃত॥ ৮।৬॥[২] —(শ্রীরাধা বিশাখাকে কহিলেন) হে সখি! মৃগমদবিজয়ী শ্রীঅঙ্গের পরিমলোর্ম্মি দ্বারা যিনি ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি আপনার অঙ্গরূপ অষ্টপদ্মে (দুই নেত্র, দুই কর, দুই চরণ, নাভি ও মুখ—এই আটটী অঙ্গরূপ পদ্মে) কর্পূরযুক্ত পদ্মের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন, এবং যিনি মৃগমদ, কর্পূর, বরচন্দন ও কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা স্বীয় অঙ্গ চর্চিত করিয়াছেন, সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।"

এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু তাঁহার মনোগত ভাব নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।—"কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ। ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব-আকর্ষণে, নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥ সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়। নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাহাঁ বৈসে, কৃষ্ণপাশে ধরি লঞা যায়॥ নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ, এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে। কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে॥ হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী।[৩] কর্পূরসনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধসঙ্গে,

১। ললিত-লবঙ্গলতা-পদ—ইহা শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রথম সর্গের একটি গীতের প্রথম পদ। পদটী বসন্তরাস-সম্বন্ধে। এই গীতটীর ধ্রুয়া হইতেছে এই :—"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে। মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে॥ বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে। নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥—যে-স্থানে ললিত-লবঙ্গলতার আলিঙ্গনলব্ধ কোমলত্ব লইয়া মলয়-সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, যে-স্থানে মধুকর-সমূহ মধুর গুঞ্জন করিতেছে এবং কোকিলসমূহ কূজন করিতেছে, সেই কুঞ্জকুটীরে —বিরহিজনের দুঃখপ্রদ সরস-বসন্তসময়ে—শ্রীহরি যুবতীজনের সহিত নৃত্য ও বিহার করিতেছেন।"

২। পূর্ববর্তী ১১।৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ৩। হেমকীলিত—সোনার হাতলযুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি॥ হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন, খসায় নীবি ছুটায় কেশবন্ধ। করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী, হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥[১] সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, কভু পায় কভু নাহি পায়। পাইলে পিয়া পেট ভরে, 'পিঙো পিঙো' তভু করে, না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥ মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভায়। বিনিমূলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৮৬-৯২॥"

কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধলুব্ধা দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া,—"এই মত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি, ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়। যায় বৃক্ষলতা পাশে, কৃষ্ণস্ফুরে সেই আশে, কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায়॥ স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়, এই মতে প্রাতঃ-কাল হৈল। স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়, মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৯৩-৯৪॥"

১৫। গৃহভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ

মাতাকে এবং অদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তবৃন্দকে নিজের সংবাদ জানাইবার জন্য, সকলের জন্য শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ দিয়া মহাপ্রভু একসময়ে তাঁহার প্রিয় পার্ষদ জগদানন্দপণ্ডিতকে গৌড়-দেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সময়ে অদ্বৈতাচার্য জগদানন্দকে বলিলেন—"প্রভুকে কহিয় মোর কোটি নমস্কার। এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার—॥ বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল। বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥[২] বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল। বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল॥[৩] চৈ. চ. ৩।১৯।১৮-২০॥

ইহা একটী তর্জা—প্রহেলিকাময় বাক্য। এই বাক্যে অদ্বৈতাচার্য ইঙ্গিতে জানাইলেন—"প্রভু! তুমি অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের হাট পাতিয়াছ। 'সেই হাটে কৃষ্ণপ্রেমরূপ চাউল বিক্রয় করার জন্য আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছ; কিন্তু এখন আর হাটে চাউল বিক্রয় হয় না।" তাৎপর্য এই যে—"সকলের ঘরেই যদি যথেষ্ট পরিমাণে চাউল থাকে, তাহা হইলে যেমন কেহই চাউল কিনিবার জন্য হাটে আসে না, হাটেও চাউল বিক্রয় হয় না, তদ্রূপ তোমার প্রেমের হাট হইতে সকলেই যথেষ্ট পরিমাণ প্রেমলাভ করিয়াছে, এখন আর প্রেম নেওয়ার লোক কেহ বাকী নাই। এজন্য আমাদেরও আর প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের কাজে আকুলতা (আগ্রহ) নাই।" ভঙ্গীতে অদ্বৈতাচার্য জানাইলেন—"প্রভু! যে উদ্দেশ্যে তুমি অবতীর্ণ হইয়া-ছিলে, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে; এখন ইচ্ছা করিলে তুমি অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইতে পার।"

জগদানন্দ নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর নিকটে অদ্বৈতাচার্য-প্রেরিত তর্জাটী

(১) বাউরী—পাগলিনী।
(২) বাউল—বাতুল, পাগল; কৃষ্ণপ্রেম-মত্ত। চাউল—প্রেমরূপ চাউল। (৩) আউল—আকুল, আকুলতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন। "সেইদিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল॥ উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে। রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে॥ আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন। উদ্‌ঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥[১] রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন। স্বরূপেরে পুছয়ে মানি নিজ-সখীজন॥[২] পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা। সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৯।২৯-৩৩॥"

বিশাখার নিকটে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, তাহা এ-স্থলে উদ্ধৃত হইল—"ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ। ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধির্নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত বা ধিগ্‌বিধিম্॥ ললিত-মাধব॥ ৩।২৫॥—(শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন) হে সখি! নন্দকুলচন্দ্রমা (শ্রীকৃষ্ণ) কোথায়? শিখিপিঞ্ছভূষণ (শ্রীকৃষ্ণ) কোথায়? যিনি গম্ভীর মুরলী-ধ্বনি করেন, তিনি কোথায়? ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় কান্তি যাঁহার, তিনি কোথায়? রাসরস-তাণ্ডবী কোথায়? হে সখি! আমার জীবন-রক্ষার ঔষধিস্বরূপ নিধি কোথায়? হায়! হায়! আমার সেই সুহৃত্তম কোথায়? (এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে বিধি আমার বিয়োগ উৎপাদন করিল) হায়! সেই বিধিকে ধিক্।"

অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে কৃষ্ণবিরহ-জ্বালা-বিহ্বলা শ্রীরাধা এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার এইভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্য-সমূহে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।—"ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু, জন্মি কৈল জগত উজোর॥ কান্ত্যমৃত যে বা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে, ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর॥ সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন। ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক, শীঘ্র দেখাহ না রহে জীবন॥ এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী, নিজকরামৃত দিয়া দান। প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই, দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ॥ কাহাঁ সে চূড়ার ঠান, শিখিপিঞ্ছের উড়ান, নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু। পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি, নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥ একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে, কৃষ্ণ-তনু যেন আম্রআঠা। নারীর মনে পৈশে হায়, যত্নে নাহি বাহিরায়, তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা॥[৩] জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি, যেই কান্তি জগত মাতায়। শৃঙ্গাররস তাতে ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি, জানি বিধি নিরমিল তায়॥ কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্রগর্জ্জিত জিনি, জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার। উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ, আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার।

(১) উদ্‌ঘূর্ণা—দিব্যোন্মাদের এক বৈচিত্রী। পূর্ববর্তী ১১।৬-অনুচ্ছেদে ইহার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। (২) উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃই রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু স্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দকে নিজের সখী মনে করিয়াছেন।
(৩) সেয়াকুলের কাঁটা—একরকম কাঁটা গাছ; ইহার কাঁটার মুখ থাকে বিপরীত দিকে, গাছের গোড়ার দিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা মহৌষধি, সখি! মোর তেঁহো সুহৃত্তম। দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে, বিধি করে এত বিড়ম্বন॥ যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়, বিধি প্রতি উঠে ক্রোধশোক। বিধির করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন, পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৩৪-৪২॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী বলিয়া প্রভু বিধাতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। "অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ। তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ১০।৩৯।১৯॥—(শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন জানিয়া ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণবিরহের আশঙ্কায় কাতর হইয়া, তাঁহাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য বিধাতাকেই দায়ী মনে করিয়া বিধাতাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন) অহো! হে বিধাতঃ! তোমার দয়ার লেশমাত্রও নাই, যেহেতু, মৈত্রী ও প্রণয়ের দ্বারা জীবগণকে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তুমি তাহাদিগকে বিযুক্ত কর। বুঝিলাম, তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় অর্থশূন্য।"

দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু নিম্নলিখিত প্রলাপ-বাক্যে এই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিয়া বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিলেন।—"না জানিস প্রেমধর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম, তোর চেষ্টা বালক-সমান। তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে, এমন যেন না করিস্ বিধান॥ অরে বিধি! তোঁ বড় নিষ্ঠুর। অন্যোন্য দুর্ল্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন, অকৃতার্থান কেনে করিস্ দূর॥ অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন, নেত্র-মন লোভাইলি আমার। ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্য স্থান, পাপ কৈলে দত্ত-অপহার॥ 'অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ', ইহা যদি কহ দুরাচার। তুঞি অক্রূর-মূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি, অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥ আপনার কর্ম্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ, তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর। যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ, সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর॥ সব তেজি ভজি যারে, সেই আপন-হাথে মারে, নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়। তার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি, ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥[১] কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-দোষ, পাকিল মোর এই পাপ ফল। যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন, এই মোর অভাগ্য প্রবল॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৪৩-৪৯॥" "এই মত গৌর রায়, বিষাদে করে হায় হায়, হাহা কৃষ্ণ তুমি গেলা কতি। গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে, গোবিন্দদামোদর মাধবেতি॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৫০॥"

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতরা গোপীগণ বিধাতার ভর্ৎসনা করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ওলাহন দিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুও

১। এ-স্থলে কৃষ্ণের প্রতি ওলাহন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎসমস্তই বলিলেন। শ্রীশুকদেবগোস্বামী গোপীদের এইরূপ আচরণের কথা মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—"এইরূপ বলিতে বলিতে বিরহাতুরা গোপীগণ লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক 'গোবিন্দ দামোদর মাধব'-ইত্যাদি বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।" ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুও "গোবিন্দ দামোদর মাধব"-ইত্যাদি বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভা. ১০।৩৯।৩১॥ এ-স্থলে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মধ্যে যে গোপীভাবের প্রকটন দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেছে দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণার প্রভাব।

প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া স্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দ নানা উপায়ে প্রভুকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসূচক গীত গাহিয়া তাঁহারা প্রভুর চিত্তকে বিরহাবেশ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন; তখন প্রভু একটু স্থির হইলেন। "তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়, মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন। গায়েন সঙ্গমগীত, প্রভুর ফিরাইল চিত, প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৫১॥"

মহাপ্রভুর উল্লিখিতরূপ বিলাপে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।—"এই মত বিলপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল। গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল॥ প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে। স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গম্ভীরার দ্বারে॥ প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন। নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে, বসি করে জাগরণ॥ বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা। গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥[১] মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হৈল অপার। ভাবাবেশে না জানে প্রভু, পড়ে রক্তধার॥ সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সজ্ঘর্ষণ। গোঁ গোঁ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন॥ দীপ জ্বালি ঘরে গেল, দেখি প্রভুর মুখ। স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল মহা দুঃখ॥ প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল। 'কাহাঁ কৈলে এই তুমি' স্বরূপ পুছিল॥ প্রভু কহে—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে। দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে॥ দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে। ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৫২-৬১॥"

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। মনে করিলেন—বাহির হইয়া যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিবেন। তিনি যে ঘরের মধ্যে আছেন, সে কথাই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ছুটিয়া যাইতে চাহেন; কিন্তু যে দিকেই যায়েন, সেই দিকেই গম্ভীরার দেওয়াল তাঁহাকে বাধা দেয়; দেওয়াল যে বাধা দিতেছে, সেই জ্ঞানও তাঁহার নাই। ছুটিয়া যাওয়ার উৎকণ্ঠায় কেবল দেওয়ালে মুখ লাগাইতেছেন, জোর করিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার ফলে তাঁহার মুখে, গণ্ডে এবং নাকে ক্ষত হইল; রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু বাহ্যস্মৃতি নাই বলিয়া প্রভু তাহা জানিতে পারিলেন না। বাহ্য-স্মৃতিহারা প্রভু সারা রাত্রিই এইরূপে মুখ ঘষিতে লাগিলেন। তীব্র বিরহের আবেশে প্রভু

১। গম্ভীরার ভিত্ত্যে—গম্ভীরা-গৃহের দেওয়ালে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গোঁ গোঁ"-শব্দ করিতে লাগিলেন। গম্ভীরার দ্বারদেশে শয়ান স্বরূপ-দামোদর এবং প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ "গোঁ গোঁ"-শব্দ শুনিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া গম্ভীরার মধ্যে যাইয়া প্রভুর মুখে সর্বত্র ক্ষত এবং রক্ত দেখিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। স্বরূপদামোদর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু! তুমি এ-কি করিয়াছ?" স্বরূপের কথা শুনিয়া প্রভুর একটু বাহ্যজ্ঞান হইল এবং স্বরূপের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "উদ্বেগে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায়—ঘরে থাকিতে পারি না। তাঁহার সহিত মিলনের জন্য বাহির হইতে চাহিয়াছিলাম। শীঘ্র বাহির হওয়ার জন্য দ্বারের অনুসন্ধান করিতেছিলাম; কিন্তু দ্বার পাইলাম না। চারিদিকের দেওয়ালে কেবল মুখের ঘষা লাগে; তাহাতে মুখে ক্ষত হইল, রক্তও পড়িতেছে; কিন্তু আমি যাইতে পারিলাম না।"—"উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন। যে করে, যে বোলে—সব উন্মাদ-লক্ষণ॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৬২॥"

শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার "গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু"-নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর উল্লিখিত লীলার কথা বলিয়া গিয়াছেন।—"স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ। দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ ৬॥—যিনি স্বকীয় প্রাণার্বুদসদৃশ গোষ্ঠের (বৃন্দাবনের—বৃন্দাবনবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের) বিরহে উন্মত্ত হইয়া সর্বদা অতিশয় প্রলাপ করিতেন এবং উন্মাদজনিত বিকলবুদ্ধি-বশতঃ ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণহেতু যাঁহার মুখক্ষত হইতে নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হইত, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত (অতিশয় ব্যাকুল) করিতেছেন।"

১৬। দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-প্রাপ্তি

একদিন মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের সঙ্গে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত কৃষ্ণকথার আলাপনে নিমগ্ন ছিলেন। তখন তাঁহারা দুইজন প্রভুকে গম্ভীরায় শয়ন করাইয়া নিজ নিজ গৃহে গেলেন (স্বরূপদামোদর গম্ভীরার নিকটবর্তী এক গৃহেই থাকিতেন)। প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারদেশে শয়ন করিলেন। মহাপ্রভু সাধারণতঃ সমস্ত রাত্রিই উচ্চস্বরে সংকীর্তন করিতেন। এইদিনও সেইভাবে উচ্চস্বরে সংকীর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিলেন। "আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু গান। ভাবাবেশে প্রভু তাহাঁ করিলা পয়ান॥ তিনদ্বারে কপাট তৈছে আছেত লাগিয়া। ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥ সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাবীগণ। তাহাঁ যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৯-১১॥"

কাশীমিশ্রের বাড়ীর যে গম্ভীরাগৃহে প্রভু থাকিতেন, সেই গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া তিনটী দ্বার অতিক্রম করিয়া গেলেই বাহিরের রাস্তায় যাওয়া যায়। এই তিনটী দ্বারের কোনও একটী বন্ধ থাকিলে আর বাহিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাওয়ার পরেও দেখা গেল—তিনটী দ্বারেই ভিতর হইতে কপাট দেওয়া। কিরূপে প্রভু বাহির হইলেন? শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর উক্তি হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার "গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ। তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥—তিনটী (বহির্গমনদ্বার) উদ্‌ঘাটন না করিয়াই যিনি উচ্চ-প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কলিঙ্গদেশীয় গাভীগণের মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মহাবিরহে দেহের সঙ্কোচ আবির্ভূত হওয়ায় যিনি কূর্ম্মের ন্যায় খর্ব্বাকৃতি হইয়া সে-স্থানে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—তিনটী উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াই প্রভু বাহিরে গিয়াছিলেন; দ্বারত্রয় খুলিয়া যায়েন নাই। ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় প্রভু বহির্গমনের সাধারণ উপায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; বেণু-বাদনরত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলবতী উৎকণ্ঠার বশে তিনি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তিনটী উচ্চ প্রাচীরই উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। এই তিনটী উচ্চ প্রাচীর বোধ হয় তিনটী বহির্গমন-দ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীর।

এদিকে প্রভুর কোনও শব্দ শুনিতে না পাইয়া গোবিন্দের সন্দেহ জন্মিল। তিনি কপাট খুলিয়া স্বরূপদামোদরকে ডাকিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন—প্রভু গম্ভীরায় নাই। তখন তিনি দীয়টী জ্বালিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা স্থান দেখিয়া কোথাও প্রভুকে না পাইয়া সকলে জগন্নাথের সিংহদ্বারে গেলেন এবং দেখিলেন সিংহদ্বারের দক্ষিণ-দিকে তেলেঙ্গা গাভীগণের মধ্যে প্রভু পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর দেহের তখন এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক অবস্থা। "পেটের ভিতর হস্তপদ—কূর্ম্মের আকার। মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥ অচেতন পড়ি আছে, যেন কুষ্মাণ্ড ফল। বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ বিহ্বল॥ গাবীসব চৌদিগে শুঙ্ঘে প্রভু-অঙ্গ। দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥ অনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন। প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥ উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥ চেতন পাইলে হস্তপদ বাহিরাইল। পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥ উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি উতি। চৈ. চ. ৩।১৭।১৫-২১॥"

যে ভাবের আবেশে প্রভু কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন, ভক্তগণের উচ্চ কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন শুনিয়া প্রভুর সেই আবেশের নিবিড়তা দূর হইল, দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। প্রভু তখন অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় এদিক ওদিক চাহিলেন, যেন কাহাকেও খুঁজিতেছিলেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাইলেন না। তখন স্বরূপদামোদরের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি পড়িল। তখন প্রভু,—"স্বরূপে কহে—'তুমি আমা আনিলে কতি ?'[১] বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে। কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥ তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন। তাঁর ভূষণধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥[২] গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস। কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥ হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।[৩] আমা ইহাঁ লৈয়া আইলা বলাৎকারে ধরি॥ শুনিতে না পাইলুঁ সেই অমৃতসম বাণী। শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি॥ চৈ. চ. ৩।১৭।২১-২৭॥"

শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই মহাপ্রভু গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। দিব্যোন্মাদব্যতীত কূর্ম্মাকৃতি-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। তিনি গিয়াছিলেন বাস্তবিক সিংহদ্বারের দক্ষিণে গাভীগণের মধ্যে। বোধ হয় সে-স্থলে গাভীদিগকে দেখিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন—তিনি বৃন্দাবনের গোষ্ঠে আসিয়াছেন। গম্ভীরায় অবস্থান-কালে যে বেণুধ্বনি শুনিয়াছিলেন, সেই বেণুধ্বনি তখনও প্রভুর কর্ণে স্ফুরিত হইতেছিল। দিব্যোন্মাদের আবেশে তাঁহার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তিও হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি করিয়া শ্রীরাধিকাকে আহ্বান করিতেছেন, শ্রীরাধাও তাঁহার সখীগণের সহিত সে-স্থানে আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে লইয়া কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিলেন; ভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহার অনুসরণ করিলেন, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। এ-সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়, তখন প্রভুর রাধাভাব মঞ্জরীভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণার ফলেই এইরূপ হইতে পারে (১১।৩-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার "গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুতে" যে প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-প্রাপ্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, "অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়ম্‌" ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখপূর্বক তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় এই লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। "সুরভিমধ্যপাতেন কূর্ম্মাকারেণ ভাবনম্‌॥ ৪।২৪।৫॥"

প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা পরবর্তী ১২।৪ খ (২) অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১৭। দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর দীর্ঘাকৃতি-প্রাপ্তি

ক। সিংহদ্বারে

একদিন মহাপ্রভু শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া

১। কতি—কোন্‌ স্থানে। ২। শ্রবণ—কান।
৩। ভক্তগণের উচ্চ নাম সংকীর্তনকেই প্রভু কোলাহল বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িয়াছেন। স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ শ্লোক-গীতাদিদ্বারা অনেক কষ্টে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন।—"এইমত অর্দ্ধরাত্রি হৈল নির্ব্বাহণ। ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন॥ রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে। স্বরূপ গোবিন্দ তুই শুইলা তুয়ারে॥ সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ। উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥ প্রভুর শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে। তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে॥ চিন্তিত হইল সভে প্রভু না দেখিয়া। প্রভু লাগি বুলে সভে দীয়টী জ্বালিয়া॥ সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি। তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি॥ দেখি স্বরূপগোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা। প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিত হইলা॥ প্রভুর পড়ি আছে দীর্ঘ—হাত পাঁচছয়। অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥[১] একেক হস্তপদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত। অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তা'ত॥ হস্তপদ গ্রীবা কটি অস্থি-সন্ধি যত। একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥ চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা। তুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥ মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান। দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥ স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া। প্রভুর কাণে 'কৃষ্ণনাম' কহে ভক্তগণ লঞা॥ বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা। 'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥ চেতন হইতে অস্থিসন্ধি লাগিল। পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৫৩-৬৭॥"

প্রভুর স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন—"সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল। 'কাহাঁ কর কি' এই স্বরূপে পুছিল॥ স্বরূপ কহে—উঠ প্রভু চল নিজঘর। তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥ এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা। তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা॥ শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার। প্রভু কহে—'কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥ সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান। বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥' হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্খ বাজিলা। স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৬৯-৭৪॥"

শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার "গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু"-গ্রন্থে মহাপ্রভুর উল্লিখিত লীলার কথা বলিয়া গিয়াছেন।—"ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ শ্লথশ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ। লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ ৪॥—কোনও একদিন কাশীমিশ্রের গৃহে (গম্ভীরায়) ব্রজেন্দ্রনন্দনের উৎকট বিরহে অস্থিগ্রন্থিসকল শ্লথ (শিথিল) হইয়া যাওয়ায় যাঁহার হস্ত ও পদ (স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা) অতি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল এবং তদবস্থায় যিনি ভূ-লুণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত গদ্গদ কাকুবাক্যে রোদন করিতেছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।"

(১) ইহা সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক প্রলয়ের লক্ষণ, যাহা শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদেই সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ। সমুদ্রে

মহাপ্রভু নীলাচলে। "রাত্রিদিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥ শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল। প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রিসকল॥ উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে। রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে॥[১] কভু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্ত্তন। কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ॥ কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়। ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায়॥ রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে। পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে॥ এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক। সভার অর্থ করে প্রভু পায় হর্ষ শোক॥ চৈ. চ. ৩।১৮।২-৮॥ এইমত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা। শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৮।২৩॥"—"তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ। গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বা শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ভা. ১০।৩৩।২২॥ —বিদারিত-তট (নদীতটকে যে বিদারিত করিয়াছে, এ-রূপ) করিরাজ যেমন পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশ্রান্তা করিণীগণের সহিত (শ্রমক্লান্তি দূর করার জন্য) জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ (রাসলীলাকালে) গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গ-সঙ্গদ্বারা সম্মর্দ্দিত—সুতরাং তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমদ্বারা-রঞ্জিত পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট এবং গন্ধর্ব্বসদৃশ গানপরায়ণ ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া (জনমনোরম-গোপাঙ্গলীলানুসরণে) পরিশ্রান্ত অতীত-লোক-বেদ-মর্য্যাদ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপপত্নীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন॥" —শারদীয় মহারাসে রাসনৃত্যাদিতে যে শ্রম জন্মিয়াছিল, জলকেলিদ্বারা সেই শ্রমকষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে গোপসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। ইহা হইতেছে পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে শ্রীশুক-দেবের উক্তি।

"এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে। এক টোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥[২] চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল। ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥ যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা। অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥[৩] পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে। কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥ তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ককাষ্ঠ। কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥ কোণার্কের দিগে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।[৪] কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায়। 'যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে। কৃষ্ণ করে'—মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥ চৈ. চ. ৩।১২'২৪-৩০॥"

(১) পড়িতে শুনিতে—প্রভু নিজে পড়েন, কখনও বা স্বরূপদামোদরাদি উচ্চারণ করেন, আর প্রভু শুনেন। ২। টোটা—উদ্যান। ৩। অলক্ষিতে—সঙ্গের ভক্তগণের অলক্ষিতে (অজ্ঞাতসারে)। ৪। কোণার্ক—পুরীর নিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষ, সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যমুনাতে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির ভাবে আবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞানহারা প্রভু সমুদ্রের তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া কোণার্কের দিকে চলিয়াছেন। এদিকে প্রভুর সঙ্গের স্বরূপদামোদরাদি ভক্তগণ উদ্যানমধ্যে প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইলেন—"হঠাৎ প্রভু কোথায় গেলেন ?" মহাপ্রভু মনোবেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহারা তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তখন তাঁহাদের মনে নানারূপ সংশয় জাগিল। প্রভু কোথায় গেলেন ?—"জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা ? অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা ? গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে ?[১] চটকপর্ব্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে ? এত বলি সভে বুলে প্রভুরে চাহিয়া। সমুদ্রের তীরে আইলা কথোজন লঞা॥ চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল। 'অন্তর্ধান কৈল প্রভু'—নিশ্চয় জানিল॥ প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ। অনিষ্ট আশঙ্কা বিনু মনে নাহি আন॥ সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা। চিরাইয়া পর্ব্বত-দিকে কথোজন গেলা॥ পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথোজন। সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ॥ বিষাদে বিহ্বল সভে নাহিক চেতন। প্রভু-প্রেমে করি বুলে প্রভুর অন্বেষণ॥ দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি। হাসে কান্ধে নাচে গায়, বোলে 'হরি হরি।' জালিয়ার চেষ্টা দেখি সভার চমৎকার। স্বরূপগোসাঞি তারে পুছিল সমাচার—॥ কহ জালিক—এই দিকে দেখিলে একজন ? তোমার এ-দশা কেনে, কহত কারণ॥ জালিয়া কহে—ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল। জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল॥ 'বড় মৎস্য' বলি আমি উঠাইল যতনে। মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে॥ জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল। স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥ ভয়ে কম্প হৈল মোর, নেত্রে বহে জল। গদ্‌গদ বাণী, রোম উঠিল সকল॥ কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত কহনে না যায়। দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥ শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ সাত। একেক হাথ পাদ তার তিন তিন হাথ॥ অস্থিসন্ধি ছুটিল, চাম করে নড়বড়ে। তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে॥ মড়ারূপ ধরি আছে উত্তান নয়ন। কভু 'গোঁ গোঁ' করে, কভু অচেতন॥ সাক্ষাৎ দেখিছোঁ মোরে পাইল সেই ভূত। মুঞি মৈলে মোর কৈছে জীবে' স্ত্রী-পুত॥ সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়। ওঝা ঠাঞি যাইছোঁ যদি সে ভূত ছাড়ায়। একা রাত্র্যে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জনে। ভূত-প্রেত না লাগে আমার নৃসিংহ-স্মরণে॥ এই ভূত 'নৃসিংহ'-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে। তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥ ওথা না যাইহ, আমি নিষেধি তোমারে। তাহাঁ গেলে এই ভূত লাগিবে সভারে॥ চৈ. চ. ৩।১৮।৩৩-৫৬॥"

শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট হইলে কখনও কখনও মহাপ্রভুর দেহ যে অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, অস্থিগ্রন্থি শিথিল হইয়া বিতস্তি পরিমাণ ফাঁক হইয়া যায়, অস্থি-গ্রন্থির উপরের

১। নরেন্দ্রেরে—নরেন্দ্রসরোবরের দিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চাম নড়বড়" করিতে থাকে, স্বরূপদামোদর তাহা জানিতেন। তাই জালিয়ার কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন—"জালিয়া যাঁহার কথা বলিতেছে, তিনি আমাদের প্রভু, অপর কেহ নহেন। প্রভুর দর্শনে এবং স্পর্শে জালিয়ার মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছে; সেজন্যই জালিয়ার মধ্যে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছে। কিন্তু জালিয়া প্রভুকে মৃতক মনে করায়, সেই মৃতকের ভূত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছে বলিয়া মনে করায়, অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝার নিকটে চলিয়াছে। আমি ওঝার ন্যায় আচরণ করিয়া ভূত ছাড়াইবার ভাণ করিয়া জালিয়ার মনের ভয় দূর করিব; তারপর জালিয়াকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর নিকটে যাইব। জালিয়াকে সঙ্গে লইয়া গেলেই সহজে প্রভুকে পাওয়া যাইবে।" এইরূপ ভাবিয়া সুচতুর স্বরূপদামোদর সুমধুর বাক্যে জালিয়াকে বলিলেন,—"আমি বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।" ইহা বলিয়া স্বরূপদামোদর সঙ্গে সঙ্গে—"মন্ত্রপড়ি শ্রীহস্ত দিল তার মাথে॥ তিন চাপড় মারি কহে—'ভূত পলাইল।' 'ভয় না পাইহ' বলি সুস্থির করিল॥ একে প্রেম, আরে ভয়, দ্বিগুণ অস্থির। ভয় অংশ গেল, সেই কিছু হৈল স্থির॥ চৈ. চ. ৩।১৮।৫৮-৬০॥"

তখন সেই জালিয়াকে,—"স্বরূপ কহে—যারে তুমি কর ভূত-জ্ঞান। ভূত নহে, তেঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥ প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে। তাঁরে তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে॥ তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয়। ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥ এবে ভয় গেল, তোমার মন হৈল স্থিরে। কাহাঁ তাঁরে উঠাঞাছ—দেখাহ আমারে॥ জালিয়া কহে— প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছোঁ বার বার। তেঁহো নহে, এই অতি বিকৃত আকার॥ স্বরূপ কহে— তাঁর হয় প্রেমের বিকার। অস্থি-সন্ধি ছাড়ে—হয় অতি দীর্ঘাকার॥ শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল। সভা লঞা গেলা মহাপ্রভুকে দেখাইল॥ ভূমি পড়ি আছে প্রভু, দীর্ঘ সব কায়। জলে শ্বেত তনু, বালু লাগিয়াছে গায়॥ অতিদীর্ঘ শিথিল তনু, চর্ম্ম নটকায়। দূরপথ, উঠাঞা ঘরে আনন না যায়॥ আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া। বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥ সভে মেলি উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে। উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কানে॥ কথোক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ প্রবেশিলা। হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিলা॥ উঠিতেই অস্থিসব লাগিল নিজস্থানে। অর্দ্ধবাহ্যে ইতি উতি করি দরশনে॥ * * অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ-বচনে। আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে॥—'কালিন্দী' দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন। দেখি—জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি। যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥ তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে। এক সখী সখী-গণে দেখায় সে রঙ্গে॥ পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখীকরে, সুক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান। কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন, জলকেলি রচিল সুঠাম॥ চৈ, চ. ৩।১৮।৫৮-৮০॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশিষ্টাংশ পূর্ববর্তী ১১।৩-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। এ-স্থলেও দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণার আবেশে প্রভুর মধ্যে মঞ্জরীভাব প্রকটিত হইয়াছে (১১।৩ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের আবেশে মহাপ্রভুর যে দীর্ঘাকার প্রাপ্তি হইত, এই অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইল।

মহাপ্রভুর সমুদ্রপতন-লীলার কথা শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।—"বৃন্দাবনস্মারকাণি বনান্যুপবনানি চ। শ্রীকৃষ্ণান্বেষণং তত্র যমুনাস্মারকেণ চ॥ সমুদ্রপতনঞ্চাপি স্বরূপাদ্যৈর্নিদর্শিতম্ ৪।২৪।৩-৪ ॥ —তত্রত্য বন ও উপবনাদি তাঁহাকে বৃন্দাবন স্মরণ করাইত, সেই বনে ও উপবনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেন। যমুনার স্মরণে তিনি সমুদ্রে পতিত হইলেন; স্বরূপাদি ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।"

পরবর্তী ১২।৪ খ (২) অনুচ্ছেদে দীর্ঘাকার-প্রাপ্তিসম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের আরও অনেক উদাহরণ আছে। বাহুল্যবোধে উল্লিখিত হইল না।

১৮। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ

চন্দ্রবংশাবতংস মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ছিলেন মহারাজ ভরত। ভরতের প্রপৌত্র ছিলেন মহারাজ হস্তী; ইনিই হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠা করেন। হস্তীর পৌত্র—রাজা সম্বরণ; তাঁহার পুত্র হইতেছেন প্রথিতনামা কুরু। মহারাজা কুরুর নাম অনুসারে "কুরুক্ষেত্র"। মহারাজ কুরুর আবির্ভাবের পূর্বে এই কুরুক্ষেত্র "সমস্তপঞ্চক"-নামে পরিচিত ছিল।

পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়া সমস্তপঞ্চকে শোণিতময় পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করেন। তিনি রোষপরায়ণ হইয়া সেই হ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ সে-স্থানে উপনীত হইয়া পরশুরামকে বলিলেন—"তোমার অবিচলিত পিতৃভক্তি এবং অসাধারণ বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি; তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন পরশুরাম বলিলেন "ক্ষত্রিয়কুলকে ধ্বংস করিয়া আমি অনেক পাপ করিয়াছি। যাহাতে আমি সেই পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি এবং যাহাতে শোণিতময় এই পাঁচটী হ্রদ তীর্থস্থান-রূপে পরিণত হইতে পারে, দয়া করিয়া তদ্রূপ বরই আপনারা আমাকে দিউন।" পিতৃগণ তদ্রূপ বর দিলেন। তদবধি এই পাঁচটী হ্রদ তীর্থরূপে বিখ্যাত। এই পাঁচটী হ্রদের নিকটবর্তী প্রদেশগুলিকেই সমস্তপঞ্চক বলে। অমিততেজা মহারাজ কুরু এই স্থানটীকে কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে কুরুক্ষেত্র। তিনি এই স্থান কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিলেন। কুরুরাজ বলিলেন—"যাহারা এই স্থানে দেহত্যাগ করিবে, তাহারা যেন সুনির্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই আমি ভূমি কর্ষণ করিতেছি।" একথা শুনিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেলেন। কুরুরাজ কিন্তু ক্ষান্ত হইলেন না, কর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ আসেন, কুরুকে উপহাস করিয়া চলিয়া যায়েন। অবশেষে দেবগণের বাক্যে ইন্দ্র মহারাজ কুরুর নিকটে আসিয়া বলিলেন—"মহারাজ! তোমাকে আর ভূমি কর্ষণ করিতে হইবে না। আমি বলিতেছি, যাহারা এইস্থানে অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারা সকলেই স্বর্গে গমন করিবে। আর কোনও স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না।" তদবধি সমন্তক-পঞ্চকের নাম হয় কুরুক্ষেত্র।

উল্লিখিত বিবরণ মহাভারতে আদিপর্বে ও শল্যপর্বে দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-গমন

শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৮২ অধ্যায় হইতে জানা যায়, এক সময়ে সর্বগ্রাস সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ রামহ্রদে (পরশুরামের হ্রদে) স্নানতর্পণাদির উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীভা ১০।৮২।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্বে সর্বগ্রাস-সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। ইহার পরেই দুর্যোধন কর্তৃক দূতক্রীড়ার প্রবর্তন, তাহার পরে যুধিষ্ঠিরাদির বনগমন এবং তাহার পরে কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল।" যাহা হউক, সেই সময়ে হস্তিনাপুর হইতে দুর্যোধনাদি, যুধিষ্ঠিরাদি এবং কুন্তীদেবী, দ্রৌপদী প্রভৃতিও কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। দ্বারকা হইতে মহিষীগণের সহিত এবং দ্বারকা পরিকরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও আসিয়াছিলেন। ব্রজ হইতে নন্দ-যশোদাদি এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণও আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় গিয়াছেন; মথুরা হইতে আবার দ্বারকায় গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদের আর কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; কুরুক্ষেত্রেই প্রথম মিলন।

বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে দর্শন করিয়া গোপীগণ অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে চক্ষুর পলক পড়িয়া দৃষ্টির বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া তাঁহারা চক্ষুর পলক-নির্মাতা বিধাতাকেও নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং যোগীদিগেরও দুষ্প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষুদ্বারা হৃদয়স্থ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক তদীয়ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। "গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি। দিগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বাস্তদ্‌ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ভা. ১০।৮২।৩৯॥" ব্রজগোপীদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক নির্জন স্থানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, রাধা-ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর মনেও যে সেই ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক। জগন্নাথমন্দিরে কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব

নীলাচলে অবস্থান-কালে মহাপ্রভু প্রতিদিনই জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। অন্য লোক শ্রীজগন্নাথের যে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, প্রভু সাধারণতঃ তাহা দেখিতেন না, তিনি দেখিতেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিতেন। যদি শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাকে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, তাহা মনে করিতেন না; কেননা, গোচারণাদিকালে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীবলরাম দৃষ্ট হইলেও সুভদ্রার দর্শন সম্ভব নয়; সুভদ্রা কখনও ব্রজে আসেন নাই। তাই বলরাম ও সুভদ্রাকে দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিতেন—তিনি কুরুক্ষেত্রেই তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে তাঁহার জন্ম সফল হইয়াছে, বহুদিনের বিরহ-তাপদগ্ধ তাঁহার তনু-মন-নেত্র শীতল হইয়াছে; তখন প্রভুর নয়ন হইতে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইত।—"যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ, তবে জানে আইলাঙ কুরুক্ষেত্র। সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন, জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥ গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে, সে আনন্দের কি কহিব বলে।[১] গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে, সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥ চৈ. চ. ২।২।৪৬-৪৭॥"

যখন জগন্নাথ-মন্দির হইতে প্রভু চলিয়া আসিতেন, প্রায়শঃ সেই ভাব হৃদয়ে বহন করিয়াই আসিতেন। জগন্নাথ-মন্দিরে যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে জগন্নাথকে দেখিয়া প্রভু শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আনন্দে বিভোর হইয়াই থাকিতেন; কিন্তু জগন্নাথ-মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসার পরে আর জগন্নাথকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দেখিতে পাইতেন না বলিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা জাগিত এবং কুরুক্ষেত্রে নহে, শ্রীবৃন্দাবনেই শ্যামসুন্দর বংশীবদন রাসলীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্যই তাঁহার উৎকণ্ঠা জাগিত।—"তাহাঁ হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি, নখে করে পৃথিবী লিখন। হা হা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্র-নন্দন, কাহাঁ সেই বংশীবদন॥ কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান, কাহাঁ সেই যমুনা-পুলিন। কাহাঁ রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্য-গীত-হাস, কাহাঁ প্রভু মদন-মোহন॥ উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ, ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে। প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে, নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥ চৈ. চ. ২।২।৪৮-৫০॥"

কোনও কোনও দিন বা জগন্নাথ-মন্দিরে প্রকটিত কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব হৃদয়ে বহন করিয়া প্রভু গম্ভীরায় ফিরিতেন এবং তখন সাক্ষাদ্‌ভাবে জগন্নাথরূপ শ্রীকৃষ্ণ নয়নের সাক্ষাতে না থাকিলেও ভাবাবেশে প্রভু মনে করিতেন—তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই রহিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৮২

১। গরুড়ের—গরুড়স্তম্ভের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যায়ে শ্লোকাকারে তাহা গ্রথিত হইয়াছে। প্রভু তখন নিজ ঘরে বসিয়া স্বরূপদামোদরের সঙ্গে সে-সমস্ত শ্লোকের আস্বাদন করিতেন।—"এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে। রাত্রিদিন ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৫৩॥"

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যখন নির্জন স্থানে গোপীদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—"সখীগণ! দীর্ঘবিরহেও কি তোমরা আমার কথা স্মরণ কর? না কি তোমরা আমাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে কর। দেখ, আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহি নাই; বায়ু যেমন তৃণ-ধূলিকণাদিকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করে, তদ্রূপ ঈশ্বরই জীবগণকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিয়া থাকেন, ঈশ্বরই তোমাদের নিকট হইতে আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন।" একথা শুনিয়া গোপীগণ বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বরই যদি তোমাকে আমাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন বল, তাহা হইলে আমরা বলিব—আমাদের ব্যাপারে তুমিই সেই ঈশ্বর (তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়াই অক্রূরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছ এবং নিজে ইচ্ছা করিয়াই এতদিন পর্যন্ত তুমি দূরে সরিয়া রহিয়াছ; সুতরাং এই ব্যাপারে তুমিই ঈশ্বর)।" পরিহাসেব সহিত গোপীগণ এই কথা বলিলে, শ্রীকৃষ্ণও পরিহাসের সহিত বলিলেন—"যদি বল, যিনি তোমাদের সহিত আমার বিরহ ঘটাইয়াছেন, আমিই সেই ঈশ্বর, তাহা হইলেও তোমাদের দুঃখ করার কোনও হেতু নাই। কেননা, আমিই যদি ঈশ্বর ভগবান্ হই, তাহা হইলে আমার প্রতি ভক্তি করিলেই তো সেই ভক্তির প্রভাবে লোক অমৃতত্ব (আমার পার্ষদত্ব) লাভ করিতে পারে; কিন্তু আমার ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহা এতই গরীয়ান্ যে, তাহাই আমাকে—আমি যতদূরে এবং যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে—আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে লইয়া যাইতে পারে। 'ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ভা. ১০।৮২।৪৪॥' আরও বলি শুন; আকাশাদি পঞ্চভূত যেমন ভৌতিক পদার্থসমূহের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্রই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ (তোমরা যদি আমাকেই ঈশ্বর, পরমেশ্বর বল, তাহা হইলে) পরমেশ্বর-পরমাত্মা—আমিও সর্বজীবের—সুতরাং তোমাদেরও—ভিতরে ও বাহিরে সর্বদা বর্তমান আছি; সুতরাং আমার সহিত তোমাদের কোনওরূপ বিরহই সম্ভব নহে, নাইও; অবিবেকবশতঃই তোমরা কল্পিত বিরহের দুঃখ ভোগ করিতেছ। কারণ, তোমাদের দেহ-আত্মা-মন-প্রাণ সমস্তই সর্বদাই পরমাত্মারূপ আমাতে বর্তমান। তোমরা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলেই তোমাদের আর কোনও দুঃখই থাকিবে না।" (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকানুসরণে)

প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এ-সমস্ত কথা শুনিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা শ্রীল শুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ। সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং যুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ভা. ১০।৮২।৪৮ ॥—(কুরুক্ষেত্র-মিলনে) শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কমলনাভ! পরম জ্ঞান-সম্পন্ন যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসার-কূপে পতিত জনগণের উত্তরণের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার চরণকমল, গৃহসেবিনী আমাদের মনে সর্বদা আবির্ভূত হউক।"

কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু গম্ভীরায় ফিরিয়া আসিয়া স্বরূপদামোদরের সঙ্গে উল্লিখিত শ্লোকের যে অর্থ আস্বাদন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা ব্যক্ত করা হইতেছে। শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন.—"অন্যের 'হৃদয়' মন, আমার মন 'বৃন্দাবন', মনে বনে এক করি মানি। তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি। প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন। ব্রজ আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৩০-৩১ ॥"

বাসনা যাহাতে উদ্ভূত হয় এবং যাহাতে লীন হয়, তাহাকে বলে হৃদয়। হৃদয়ই হইতেছে মনের স্থিতিকারণ। "যতো নির্য্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্॥ ইতি শব্দসার॥" অপরের পক্ষে মন ও হৃদয় একই; কেননা, মন সর্বদা বাসনা নিয়াই ব্যস্ত। সেই বাসনার উৎপত্তি ও লয়ের স্থান আবার হৃদয়; সুতরাং সর্বদা বাসনার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া হৃদয় হইল মনের প্রধান অবলম্বন। এজন্য হৃদয় হইতে মনকে পৃথক্ করিতে না পারায় হৃদয় ও মন একই হয়—অপরের পক্ষে। শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিতেছেন—"অপরের পক্ষে হৃদয়ই মন; কেননা, তাহারা মনকে হৃদয় হইতে পৃথক্ করিতে পারে না; কিন্তু আমার পক্ষে বৃন্দাবনই আমার মন; কেননা, আমি বৃন্দাবন হইতে আমার মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। যে বৃন্দাবন আমার প্রাণবল্লভের ক্রীড়াস্থল, যে বৃন্দাবনে রসিকেন্দ্র-শিরোমণি আমার সহিত কত রসকেলি করিয়াছেন, সেই বৃন্দাবনেই আমার মন একান্তভাবে নিবিষ্ট। হে প্রাণনাথ! তুমি যদি ব্রজে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলেই বুঝিব—আমাদের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ কৃপা আছে। যদি বল,—'তোমরা দ্বারকায় আসিয়া আমার সহিত মিলিত হও না কেন', তাহা হইলে বলি শুন বন্ধু!—ব্রজই আমার সদন—গৃহ; সেই ব্রজ আবার তোমার অবিদ্যমানেও তোমার পূর্বানুষ্ঠিত লীলাসমূহের পরিমল উদ্গীরিত করিয়া, তোমার পূর্বানুষ্ঠিত লীলার কথা সর্বদা স্মরণ করাইয়া আমাকে সে-স্থানেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমি সে-স্থান ত্যাগ করিতে পারি না। তাই ব্রজই আমার গৃহসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। সেই গৃহ ত্যাগ করিতে পারি না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ করিবার কথা মনে করিলেও তোমার মহামোহন লীলাপরিমলকে, যাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে তোমার পূর্বলীলার কথা স্মরণ করাইয়া বিরহের মধ্যেও একটু আনন্দ দিয়া থাকে, তাহাকে ত্যাগ করার কথা মনে জাগিয়া হৃদয়কে বিদলিত করিয়া দেয়। অথচ তোমার দীর্ঘ বিরহরূপ অগ্নিও নিরন্তর আমাকে দগ্ধ করিয়া জর্জরিত করিতেছে। আমার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া বাহির হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। তাই বলি বন্ধু! তুমি ব্রজে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়া আমাকে বাঁচাও; তোমাকে ব্রজে না পাইলে আমার আর জীবন থাকিবে না।"

"মনঃ"-শব্দের "বৃন্দাবন"-অর্থ ধরিয়া উল্লিখিত বাক্যসমূহে প্রভু শ্লোকস্থ "তে পদারবিন্দং মনসি উদিয়াৎ সদা নঃ"-বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন—"হে পরমসুন্দরীগণ! আকাশ, জল, ক্ষিতি, বায়ু ও জ্যোতিঃ যেরূপ ভৌতিক পদার্থসমূহের আদি, অন্ত, মধ্য ও বহিঃস্বরূপ, সেইরূপ আমিই (আমার মায়াদি নহে) সর্বভূতে আদি, অন্ত, মধ্য ও বহিঃস্বরূপ হইয়া বর্তমান রহিয়াছি। ভা. ১০৮২।৪৬॥ (তোমরা ইহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, আমার সঙ্গে তোমাদের বাস্তবিক কোনও বিরহ নাই)।" শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য পরিহাসচ্ছলেই এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন; কিন্তু গোপীগণ ইহাকে পরিহাসময় বাক্য বলিয়া মনে করেন নাই, সত্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এ-কথা শুনিয়া তাঁহাদের মনে পড়িল—উদ্ধবের যোগে তিনি যেই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেই কথা। বহু পূর্বে মথুরা হইতে উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়া তিনি গোপীদিগকে জানাইয়াছিলেন—"সকলের উপাদান-কারণস্বরূপ আমার সহিত, অথবা সকল প্রকারে আমার সহিত, তোমাদের কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী—এই পঞ্চ মহাভূত যেরূপ চরাচর ভূতে কারণরূপে সমন্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমকারণস্বরূপ আমিও তোমাদিগের মন, প্রাণ, ভূতেন্দ্রিয় ও গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ সেই সেই বস্তুতে অনুগত হইয়া বর্তমান রহিয়াছি। ভা. ১০।৪৭।২৯॥" উল্লিখিত দুই স্থলে যে উপদেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ। পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বত্র সর্বদা বর্তমান, পরম-কারণ এবং পরম আশ্রয় বলিয়া কোনও বস্তুর সহিতই—সুতরাং ব্রজগোপীদের সহিতও—যে বস্তুতঃ তাঁহার কোনও সময়ে বিয়োগ হইতে পারে না, একমাত্র যোগেশ্বরগণই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, অপর কেহ পারে না। বিশেষতঃ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রাণবল্লভস্বরূপেই দেখেন, কখনও ঈশ্বররূপে দেখেন না, সেই ব্রজগোপীদের পক্ষে তদ্রূপ উপলব্ধি তো দূরে, উপলব্ধির চেষ্টাও সম্ভব নয়; কেননা, যাঁহারা অন্য বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া পরমেশ্বরে স্থাপন করিতে সমর্থ, তাঁহাদের পক্ষেই পরমেশ্বর-চিন্তা-রূপ ধ্যান সম্ভব। কিন্তু গোপীগণের চিত্ত সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত—পরমেশ্বর কৃষ্ণে নহে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণে। এমনই আসক্ত যে, তাঁহাদের নিত্যনৈমিত্তিক গৃহকর্মেও তাঁহারা তাঁহাদের চিত্তকে লাগাইতে পারেন না, অনেক চেষ্টা করিয়াও না। প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে তাঁহারা পরমেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণে সংযোজিত করিবেন? এ-সমস্ত ভাবিয়া রাধাভাবাবেশে মহাপ্রভু যেন কিঞ্চিৎ রোষের সহিতই কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়। তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়, মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়॥ চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে। তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার, স্থানাস্থান না কর বিচারে॥ নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল, ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ। তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী, শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ। চৈ. চ. ২।১৩।১৩২-৩৪॥"

"বধুঁ! যাঁহারা যোগেশ্বর, তাঁহারাই তোমার চরণচিন্তা করিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা তো যোগেশ্বর নহি, আমরা সাধারণ গোয়ালার মেয়ে। তোমার চরণচিন্তার শক্তি আমাদের নাই; তোমার চরণচিন্তায় আমাদের সুখের আশাও নাই। তোমার চরণচিন্তার সূত্রপাতেই আমাদের মনে পড়ে সেই দিনের কথা—যেদিন তোমার নবনীত-কোমল চরণকমল তুমি আমাদের কঠিন স্তনোপরি স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, কঠিন স্তনের সংযোগে তোমার কোমল চরণে কষ্ট হইবে ভাবিয়া, আমরা আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে, অতি সন্তর্পণে আমাদের বক্ষঃস্থলে তাহা স্থাপন করিতাম; আর একথা মনে হইতেই তোমার বিরহ-সমুদ্র আমাদের হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাদিগকে দুঃখসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে। বধুঁ! তোমার কুটিলতাপূর্ণ বাক্য-পরিপাটী শুনিলে আমাদের চিত্তে সান্ত্বনা তো জাগেই না, বরং রোষেরই উদ্রেক হয়।"

রাধাভাবাবেশে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আরও বলিলেন—"দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার, তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার। বিরহসমুদ্রজলে, কামতিমিঙ্গিলে গিলে, গোপীগণে লহ তার পার॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৩৫॥"

"বধুঁ! যাহারা সংসারকূপে পতিত, তোমার চরণ কেবল তাহাদেরই একমাত্র অবলম্বন (তে চরণারবিন্দং সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বম্), তোমার চরণ কেবল তাহাদিগকেই সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারে; যাহারা সমুদ্রে পতিত হয়, তাহাদিগকে তো তোমার চরণ সমুদ্র হইতে উত্তোলিত করিতে পারে না। আমরা সংসারকূপে পতিত হই নাই। আমাদের সংসারই বা কোথায়? নিজের দেহের প্রতি যাহাদের গাঢ় আসক্তি, দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্যই যাহারা সর্বদা ব্যস্ত, তাহারাই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারকূপে পতিত হয়। কিন্তু আমাদের তো নিজদেহের স্মৃতি পর্যন্তও নাই; আমাদের দেহকে আমরা আমাদের বলিয়াও কখনও মনে করিনা, তোমার সুখসাধন বলিয়াই মনে করি, তোমার সুখসাধন বস্তু মনে করিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার সুখবিধানার্থ আমরা আমাদের দেহের রক্ষণ-পোষণের জন্য চেষ্টা করি, মার্জন-ভূষণাদিও করিয়া থাকি; আমাদের নিজের দেহ মনে করিয়া এ-সমস্ত করি না। সুতরাং আমাদের সংসারই বা কোথায়? সংসারকূপই বা আমাদের কোথায়? আমরা বধুঁ, কূপে পতিত হই নাই; আমরা পতিত হইয়াছি একটী বহুবিস্তীর্ণ অগাধ অসীম সমুদ্রে—তোমার বিরহরূপ দুঃখসমুদ্রে। সাধারণ সমুদ্রে তিমি থাকে—যাহা মৎস্যাদি অন্য বড় বড় জীবকে গিলিয়া খায়। কিন্তু বধুঁ! যাহা এতাদৃশ তিমিকেও অনায়াসে গিলিয়া ফেলিতে পারে, এমন অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর তিমিঙ্গিল প্রাণী আমাদের বিরহ-দুঃখ-সমুদ্রে অনবরত বিচরণ করিতেছে—কাম-তিমিঙ্গিল—তোমার প্রীতিবিধানার্থ উৎকণ্ঠাময়ী, অথচ অপূর্ণ বাসনারূপ তিমিঙ্গিল (প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্)। বধুঁ, কৃপা করিয়া এতাদৃশ তিমিঙ্গিলপূর্ণ তোমার বিরহ-সমুদ্র হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, একবার ব্রজে যাইয়া পূর্বের ন্যায় আমাদের সহিত মিলিত হও।”

রোষগর্ভ ওলাহনবাক্যে রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আরও বলিলেন—“বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা। সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতাপিতাবন্ধুগণ, বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা! বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ, তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস। তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন, সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস॥ না গণি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ, ব্রজজনের হৃদয় বিদরে। কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি, কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥ তোমার যে অন্য বেশ, অন্যসঙ্গ অন্যদেশ, ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, ব্রজজনের কি হবে উপায়? তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন, তুমি ব্রজের সকল সম্পদ। কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন, ব্রজে উদয় করাহ নিজপদ॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৩৬-৪০॥”

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া ব্রজবাসীদের সহিত, গোপীদের সহিত এবং তাঁহার সহিত পূর্বের ন্যায় মিলিত হইয়া বিহার করুন—এইরূপ একটা উৎকণ্ঠাময়ী বাসনা রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর উল্লিখিত বাক্যসমূহের সর্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীরাধার ভাবাবেশে মহাপ্রভু যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ব্রজবাসীদিগের গাঢ়প্রেমের কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে সমুজ্জ্বলরূপ উদিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।—“শুনিঞা রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি, ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন। ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি, করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন—॥ প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ-সত্য বচন। তোমাসভার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে, মোর দুঃখ না জানে কোনজন॥ ব্রজবাসী যতজন, মাতাপিতা সখাগণ, সভে হয় মোর প্রাণসম। তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন॥ তোমাসভার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে, আমি তোমার অধীন কেবল। তোমাসভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়াইয়া, আমা দূর দেশে লঞা, রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥ প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা, নাহি জীয়ে এ-সত্য বচন। মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে, এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥ সে-ই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সে-ই পতি, বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে। না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ, সেই দুই মিলে অচিরাতে॥ রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, তাঁর শক্ত্যে আমি নিতি নিতি। তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই ব্রজপুরী, তাহা তুমি মান 'আমা-স্ফূর্ত্তি॥' মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে, সেই প্রেম পরম প্রবল। লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে, প্রকটেহ আনিবে সত্বর॥ যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ, তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়। আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন, আইলাঙ জানিহ নিশ্চয়॥ সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে, রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা। যে বা স্ত্রী পুত্রধন, করি বাহ্য আচরণ, যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥ তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে, আনিবে আমা দিন দশবিশে। পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমাসনে, বিলসিব রাত্রিদিবসে॥ এত কহি তারে কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ, এক শ্লোক পড়ি শুনাইল। সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা, কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৪১-৫২॥"

শ্রীকৃষ্ণ যে শ্লোকটী শুনাইলেন, তাহা হইতেছে এই ঃ—"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ভা. ১০।৮২।৪৪॥—(কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন) আমার প্রতি (নববিধা সাধনভক্তির যে কোনও একটী) ভক্তিই প্রাণীদিগের সংসার-মোচনে (বা মৎপার্ষদত্ব-প্রদানে) সমর্থ। আমার ভাগ্য বশতঃই আমার প্রতি তোমাদিগের মদাকর্ষক স্নেহ জন্মিয়াছে।"

তাৎপর্য হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছেন, "আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই যখন জীবকে সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া আমার পার্ষদত্ব দিতে সমর্থ হয়, তখন আমার প্রতি তোমাদের প্রগাঢ় স্নেহ—যাহা যে-কোনও স্থল, বা যে-কোনও অবস্থা হইতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনিতে পারে, সেই প্রগাঢ় স্নেহ—যে শীঘ্রই বলপূর্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার ভাগ্যবশতঃই আমা-সম্বন্ধে তোমাদের এতাদৃশ স্নেহ জন্মিয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধার (রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর) মন হইতে সকল সংশয় দূরীভূত হইল, তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই ব্রজে আগমন করিবেন।

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর উল্লিখিত আচরণের কথা বর্ণন করিয়া কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে। রাত্রিদিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৫৩॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে-যে দিন মহাপ্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে সুভদ্রা-বলরামের সহিত শ্রীজগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গম্ভীরায় ফিরিয়া আসিতেন, সেই-সেই দিন দিবারাত্রি প্রভু স্বরূপদামোদরের সঙ্গে উল্লিখিতরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রোক্ত কুরুক্ষেত্র-মিলনের শ্লোকসমূহ আস্বাদন করিতেন।

জগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথের দর্শনে যে মহাপ্রভুর মধ্যে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে মিলনের ভাবের উদয় হইত, উল্লিখিত বিবরণে তাহা প্রদর্শিত হইল।

আর একটী বিবরণ

"একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন। কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখিল স্বপন॥ ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন। পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥ মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন। মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা। 'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ—এই জ্ঞান হৈলা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।১৫-১৮॥"

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু গম্ভীরায় শয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নে তিনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিলেন—দেখিলেন, ত্রিভঙ্গ সুন্দর মুরলীবদন পীতাম্বর-বনমালাধারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মধ্যস্থলে নৃত্য করিতেছেন, আর গোপীগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতেছেন। প্রভু মনে করিলেন—তিনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন। এই দর্শনকালে প্রভু কিন্তু নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন না; তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যপরায়ণা শ্রীরাধাকে দেখিয়াছেন। প্রভুর তখন দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণা (পূর্ববর্তী ১১।৬ এবং ১১।৩ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

প্রভু তাঁহার আবেশে নিমগ্ন; অন্যান্য দিন যে-সময়ে তিনি শয্যাত্যাগ করেন, এ-দিন সেই সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তখন,—"প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা। জাগিলে 'স্বপ্ন'-জ্ঞান হৈল প্রভু দুঃখী হৈলা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।১৯॥"

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রভু মনে করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবেই রাসলীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। গোবিন্দ যখন তাঁহাকে জাগাইলেন, তখন প্রভুর মনে হইল, তিনি যেন রাসলীলার স্বপ্ন দেখিয়াছেন; এজন্য প্রভুর মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু তাঁহার চিত্তের আবেশ দূর হয় নাই। তিনি—"দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন। কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।২০॥ (প্রভু)—জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন। যাহাঁ যাহাঁ দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।২৯-৩০॥"

এই সময়ে প্রভু সুভদ্রা-বলরামকে দেখেন নাই; তিনি দেখিয়াছেন—সর্বত্রই মুরলীবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দন। প্রভুর সঙ্গে গোবিন্দ আছেন। গরুড়স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া প্রভু শ্রীরাধা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের আবেশে জগন্নাথরূপ মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দর্শন করিতেছেন—তন্ময়ভাবে। প্রভুর বাহ্যস্মৃতি নাই।

এমন সময় গোবিন্দের একটী কার্যে (১৭।৬৯ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) প্রভুর একটু বাহ্য-জ্ঞান (অর্দ্ধবাহ্য) হইল। তখন তিনি "জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৩১॥" তখন প্রভুর মনে হইল, তিনি যেন কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন।—"কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ" ঐছে হৈল মন। "কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন॥" "প্রাপ্তরত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা। বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা চৈ. চ. ৩।১৪।৩২-৩৬॥"

রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভু মনে করিতেছেন—"এতক্ষণ তো আমি মুরলীবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গে বৃন্দাবনেই ছিলাম। হঠাৎ কিরূপে কুরুক্ষেত্রে আসিলাম? কোথায় আমার সেই বৃন্দাবন? কোথায় সেই মুরলীবদন? আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম।"

সুভদ্রা ও বলরামের দর্শনে প্রভু শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইলেও কুরু-ক্ষেত্রের কৃষ্ণ তো ব্রজবিহারী মুরলীবদন কৃষ্ণ নহেন। মুরলীবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সহিত বৃন্দাবনে মিলনই রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর একান্ত কাম্য। তাই প্রভু মনে করিলেন—"আমি প্রাপ্তরত্ন হারাইয়াছি।" "প্রাপ্তরত্ন হারানের" ভাব চিত্তে উদিত হওয়ায় সেই রত্নকে আবার পাইবার জন্য প্রভু অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, সেই রত্নকে (মুরলীবদনকে) হারাইয়াছেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গম্ভীরায় ফিরিয়া আসিলেন। বিষাদের এবং ব্যগ্রতার ভাব লইয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু গম্ভীরায় আসিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার চিত্তের সেই ভাব রহিয়াই গেল। সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু—"ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লেখে। অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে॥"; আর আক্ষেপ করিয়া বলেন—"পাইলুঁ বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলুঁ। কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ॥"—চৈ. চ. ৩।১৪।৩৪-৩৫॥ "উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য। দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য॥ রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দ লইয়া। আপন মনের বার্তা কহে উঘাড়িয়া॥ চৈ. চ. ৩।১৪॥৩৭-৩৮॥"

সমস্ত দিনই প্রভুর মনে ছিল সেই "প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারানের" ভাব। রাত্রিকালে স্বরূপ-দামোদর এবং রামানন্দরায় তখন প্রভুর নিকটে আসিলেন, তখন সেই ভাবের আবেশেই প্রভু তাঁহাদের নিকটে বলিলেন,—"প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ। গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥—গোস্বামিপাদকৃত শ্লোক। —আমার মন অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণরূপ ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই বিষাদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক-ধর্ম গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছে।"

দারিদ্র্যপীড়িত লোক হঠাৎ প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন পাইলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয় এবং অকস্মাৎ সেই ধনরত্ন হারাইয়া ফেলিলেও তাহার যেরূপ দুঃখ জন্মে, দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-তাপে জর্জরিতা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও জগন্নাথ-মন্দিরে শ্যামসুন্দর মুরলীবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাইয়া তদ্রূপ অনির্বচনীয় সুখ পাইয়াছিলেন, আবার সুভদ্রা-বলরামের দর্শনে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনভাবের উদয়ে সেই পূর্বপ্রাপ্ত মুরলীবদনকে হারাইয়াছেন মনে করিয়া তদ্রূপ নিরতিশয় দুঃখ অনুভব করিলেন। নষ্টবিত্ত দরিদ্র মনের দুঃখে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া নষ্টধনের অন্বেষণে যোগী বা ভিখারীর ন্যায় যেমন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর মনও তাঁহার দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া যোগীর বা ভিখারীর ন্যায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণের সহিত প্রাপ্ত-নষ্ট-বিত্তরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাৎপর্য এই যে, দেহ-সম্বন্ধে প্রভুর মনের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের কোনও অনুসন্ধানই নাই। মন ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।—"প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া, মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল। রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি, ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥ —চৈ. চ. ৩।১৪।৩৯॥"

এইরূপ ধৈর্যহীন চাপল্যের সহিত প্রভু নিজের মনের ভাবের অনুরূপ ভাবে উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী। যার লোভে মোর মন, ছাড়ি-লোক-বেদধর্ম্ম, যোগী হঞা হইল ভিখারী॥ কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধ-শঙ্খকুণ্ডল, গড়িয়াছে শুক-কারিকর। সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণা-লাউথালি ধরি, আশা ঝুলি কান্ধের উপর॥ চিন্তা-কন্থা উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিনকায়, 'হা হা কৃষ্ণ' প্রলাপ উত্তর।[১] উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে, লোভের ঝুলনি মাথে, ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥[২] ব্যাস-শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ। ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে, সেই তর্জ্জা পঢ়ে অনুক্ষণ॥ দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, 'মহাবাউল' নাম ধরি, শিষ্য লঞা করিল গমন। মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন, সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম, বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে। তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশম, এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে॥ কৃষ্ণ-গুণরূপরস, শব্দ-গন্ধ-পরশ, সে-সুধা আস্বাদে গোপীগণ। তা-সভার গ্রাসশেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে, সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥ শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণ-

(১) চিন্তা-কন্থা-উড়ি গায়—চিন্তারূপ কাঁথা হইতেছে গায়ে ওড়না। (২) উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে—উদ্বেগভাবরূপ দ্বাদশ হস্তে। দ্বাদশ—যোগশাস্ত্রে কথিত এক রকম দণ্ড; যোগিগণ এই দণ্ড হস্তে ধারণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানে, তাহাঁ রহে লঞা শিষ্যগণ। কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন, ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥ মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী, সে বিয়োগে দশ দশা হয়। সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া, শূন্য মোর শরীর আলয়॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৪০-৪৮॥ এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা। রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান। দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৫১-৫২॥"

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা একসময়ে যোগিনী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন—যোগিনী হইয়া সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবেন। উল্লিখিত প্রলাপ-বাক্যসমূহে মহাপ্রভু বোধ হয় শ্রীরাধার সেই মনোভাবকেই মূর্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণবিরহ-কাতরা দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া আমার মন যোগী হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে।" যোগীদিগের বেশভূষাদি এবং আচরণাদি যে রকম, মহাপ্রভুও তাঁহার মনোরূপ যোগীর সে-রকম বেশভূষাদির এবং আচরণাদির কথা বলিয়াছেন।

যোগীরা কর্ণে শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করেন। প্রভুর মনোরূপ যোগীও শুকদেব-বর্ণিত কৃষ্ণ-লীলামণ্ডলরূপ "শুদ্ধ-শঙ্খ-কুণ্ডল" ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ প্রভুর মন কৃষ্ণলীলা-কথা ব্যতীত অন্য কিছু শুনিতে চায় না।

যোগীরা ভিক্ষা-সংগ্রহের নিমিত্ত পাকা লাউয়ের কঠিন উপরিভাগ দ্বারা খালী (পাত্র) প্রস্তুত করিয়া তাহা হাতে লইয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েন। প্রভুর মনোরূপ যোগীর হাতে আছে—তৃষ্ণা-লাউ-থালী, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের লালসারূপ লাউ-থালী। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের জন্য বলবতী লালসাই প্রভুর মনে সর্বদা বিদ্যমান।

যোগীদের কান্ধে ঝুলি থাকে, সেই ঝুলিতে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য রাখা হয়। প্রভুর মনোরূপ যোগীর ঝুলি হইতেছে—আশা; "কোথায় কৃষ্ণকে পাইব, কখনই বা পাইব"—এইরূপ আশা।

গায়ে দেওয়ার নিমিত্ত যোগীদের কাঁথা থাকে। প্রভুর মনোরূপ যোগীরও কাঁথা আছে—"চিন্তা-কন্থা উড়ি গায়"; চিন্তারূপ কাঁথাই হইতেছে মনোরূপ যোগীর গায়ের ওড়না-গাত্রাবরণ। যাহা চাওয়া যায়, তাহা না পাইলে এবং যাহা পাইতে চাই না, তাহা পাইলে মনে যে ভাবনার উদয় হয়, তাহাকে বলে চিন্তা। প্রভু ব্রজবিলাসী কৃষ্ণকেই চাহেন, অথচ তাঁহাকে পাইতেছেন না; কুরুক্ষেত্রস্থিত কৃষ্ণ তাঁহার অভীষ্ট নহেন, অথচ তাঁহাকে পাইয়াছেন। এ-সমস্ত চিন্তাভাবনায় প্রভুর মন সর্বদা আচ্ছন্ন।

যোগিগণ অঙ্গে বিভূতি (ভস্ম) মাখেন। মনোরূপ যোগীরও তদ্রূপ বিভূতি আছে—ধূলিরূপ বিভূতি। কৃষ্ণবিরহের অস্থিরতায় প্রভু বা তাঁহার মন যখন ভূমিতে গড়াগড়ি দেন, তখন তাঁহার গায়েও ধূলি লাগে। তাহাই হইতেছে বিভূতি।

যোগীদের হাতে দণ্ড (দ্বাদশ) থাকে, মাথায় পাগড়ীও ঝুলিয়া থাকে। মনোরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগীরও দণ্ড আছে, মাথায় পাগড়ীও আছে। উদ্বেগ বা মনের অস্থিরতাই হইতেছে মনোরূপ যোগীর দণ্ড এবং লোভ হইতেছে তাহার পাগড়ী। "হায়! আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাইব?"—শ্রীকৃষ্ণবিরহে এইরূপ যে অস্থিরতার ভাব, তাহাই উদ্বেগ। এই উদ্বেগ এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদি আস্বাদনের জন্য লোভ—এই দুইটী বস্তু প্রভুর মনে সর্বদাই বিদ্যমান।

যোগীরা প্রায়শঃ তর্জা বলিয়া থাকেন। তর্জা অনেকটা হেঁয়ালীর মতন। যথাশ্রুত অর্থে যাহা বুঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অন্য অর্থবোধক বাক্যকে তর্জা বলে। প্রভুর মনোরূপ যোগীও তর্জা বলেন—ভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত কৃষ্ণলীলাত্মক শ্লোকসমূহই হইতেছে মনোরূপ যোগীর তর্জা।

যোগীরা গৃহ ছাড়িয়া বনে বাস করেন। প্রভুর মনোরূপ যোগীও প্রভুর দেহরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবনে। প্রভুর মনে সর্বদাই বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগ্রত, দেহের স্মৃতি নাই।

যোগীদের সঙ্গে শিষ্য থাকেন। প্রভুর মনোরূপ যোগীরও শিষ্য আছে—দশটী ইন্দ্রিয়। শিষ্যগণ ভিক্ষা করিয়া যোগীদের আহার যোগায়। প্রভুর দশটী ইন্দ্রিয়ও ভিক্ষা করিয়া মনোরূপ যোগীর আহার যোগায়। বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গমাদির নিকট হইতে তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলের, কৃষ্ণলীলাপরিমলবাহী শ্রীবৃন্দাবনের, স্থাবর-জঙ্গমাদির দর্শনে বা সৌগন্ধাদি-লাভে, কিম্বা জঙ্গমের শব্দাদিতে, গানাদিতে, কথাবার্তাদিতে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণলীলার যে স্মৃতি উদ্রিক্ত হয়, তাহাই হইতেছে মনোরূপ যোগীর তুষ্টি-পুষ্টি-সাধক আহার।

যোগীরা "নিরঞ্জন আত্মার" ধ্যান করেন। প্রভুর মনোরূপ যোগীও শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন। ইত্যাদি।

যাহা হউক, মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। যে-ভাবের আবেশে প্রভু বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়াছিলেন, উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া প্রভু যখন মৌনাবলম্বন করিলেন, তখনও প্রভুর মনে সেই ভাব এবং তদ্রূপ বাহ্যজ্ঞানহীনতা ছিল। স্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দ অনেক চেষ্টা করিয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন।

উপরে যে দিনের লীলার কথা বলা হইল, সেই দিন প্রভুর চিত্তে একাধিক ভাবের উদয় হইয়াছিল। নিদ্রিতাবস্থায় রাসলীলা দর্শনের সময়ে দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণার ভাব। তাহার পরে সেই ভাবের আবেশ লইয়াই যখন প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে গেলেন, তখন প্রভু জগন্নাথকে শ্যামসুন্দর বংশীবদন রূপেই দেখিলেন, সুভদ্রা-বলরামকে দেখিলেন না। তখন রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বংশীবদনের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তখন বোধহয় প্রভুর মধ্যে শ্রীরাধার মাদন-ভাবেরই উদয় হইয়াছিল (পরবর্তী ১১।১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাহার পরে যখন সুভদ্রা-বলরামকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলেন, তখন প্রভুর মধ্যে শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব উদিত হইয়াছিল। এই কুরুক্ষেত্র-মিলন-ভাবের উদয়ে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলেন ভাবিয়া প্রভু আবার শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই "প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া"-ইত্যাদি প্রলাপ-বাক্য উদ্গীরণ করিয়াছেন।

খ। জগন্নাথের রথের অগ্রভাগে কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিন প্রভু কিছু রাত্রি থাকিতেই শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন; প্রভুর সঙ্গের ভক্তগণও তাহাই করিলেন। তাহার পরে ভক্তগণকে লইয়া জগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া প্রভু জগন্নাথের পাণ্ডুবিজয় (সিংহাসন হইতে রথে আগমন) দর্শন করিলেন। প্রভু যাহাতে স্বচ্ছন্দে পাণ্ডুবিজয় দর্শন করিতে পারেন, পাত্রমিত্রগণকে লইয়া রাজাপ্রতাপরুদ্র সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ রথে আরোহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু তখন নিজে গায়ক, বাদক ও নর্তনকারী নির্বাচিত করিয়া সাতটী কীর্তন-সম্প্রদায় গঠন করিলেন। প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারে জগন্নাথের রথের অগ্রভাগে চারি সম্প্রদায়, তুই পার্শ্বে তুই সম্প্রদায় এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায় কীর্তন আরম্ভ করিলেন। আর—"সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি হরি' বলি। 'জয় জয় জগন্নাথ' কহে হস্ত তুলি॥ চৈ. চ. ২।১৩।৫০॥"

কতক্ষণ এই ভাবে কীর্তন করাইয়া প্রভু নিজেই নৃত্য কীর্তন করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ নাচিতে লাগিলেন। তাহার পর উদ্দণ্ড নৃত্য করিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইলে সাতটী সম্প্রদায়কে একত্র করিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে তিনি স্বরূপ-দামোদর-প্রমুখ দশজনকে নির্বাচিত করিলেন—তাঁহার সঙ্গে নৃত্যগীতের জন্য; অন্যান্য সম্প্রদায় চারিদিকে থাকিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন ভক্তভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন (রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর ভক্তভাবও নিখিল-ভক্তকুল-মুকুটমণি শ্রীরাধার ভাবেরই অনুগত)। ভক্তভাবে প্রভু শ্রীজগন্নাথকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ঊর্ধ্বমুখে করযোড়ে জগন্নাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জগন্নাথের স্তবস্তুতি করিলেন। স্তবস্তুতির পরে পুনরায় জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন।—"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার॥ নৃত্যে প্রভুর যাহাঁ যাহাঁ পড়ে পদতল। সসাগর-শৈলমহী করে টলমল॥ স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য। নানা ভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥ আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়। সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥ চৈ. চ. ২।১৩।৭৭-৮০॥"

উদ্দণ্ড নৃত্যে ভাবাবিষ্ট প্রভুর অদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শনের জন্য চারিদিক হইতে অসংখ্য যাত্রীলোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তখন লোকের ভীড় হইতে প্রভুকে রক্ষা করার জন্য তিনটী আবরণ রচনা করা হইল। প্রথম আবরণে মহাবল নিত্যানন্দ তুই হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয় আবরণে কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি ভক্তগণ হাথাহাথি করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থান করিতেছেন। আর বাহিরের তৃতীয় আবরণে স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রগণকে লইয়া লোক নিবারণ করিতেছেন। এদিকে,—"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার। অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল॥ মাংসব্রণসহ রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥ একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥ সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্‌গম। 'জজ গগ জজ গগ' গদ্‌গদ বচন॥ জলযন্ত্রধারা যেন বহে অশ্রুজল। আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল॥ দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম॥ কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুষ্ককাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয়॥ কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন। যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥ কভু নেত্র-নাসা-জল মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন॥ চৈ. চ. ২।১৩।৯৬-১০৪॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, উদ্দণ্ড-নৃত্যকালে মহাপ্রভুর মধ্যে সাত্ত্বিকভাব-সকল সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহকালে মোহন-ভাবের উদয়েই, অর্থাৎ দিব্যোন্মাদেই, সাত্ত্বিকভাবসকল সুদ্দীপ্ত হয়। মোহন, দিব্যোন্মাদ এবং সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক যে শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই উদিত হয় না, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে (১০।১৪ক অনু দ্রষ্টব্য)। এ-স্থলে যখন মহাপ্রভুর মধ্যে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক দৃষ্ট হইতেছে, তখন বুঝা যায়, উদ্দণ্ড-নৃত্যকালে মহাপ্রভু শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। এই উদ্দণ্ড-নৃত্যারম্ভের পূর্বে মহাপ্রভু ভক্তভাবে শ্রীজগন্নাথের স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন এবং সর্বশেষে বলিয়াছিলেন—আমি "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ—আমি গোপীভর্ত্তার পদকমলের দাসদাসানুদাস।" শ্রীরাধাও এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি তোমার অশুল্ক-দাসিকা, 'আমি কৃষ্ণপদ-দাসী'-ইত্যাদি।" মহাপ্রভু বোধ হয় শ্রীরাধার এতাদৃশ ভাবের আবেশেই ভক্তভাবে বলিয়াছিলেন—আমি "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।" এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার লালসাই সূচিত হইতেছে। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লালসা পোষণ করিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে তো সেবা সম্ভব নয়। অথচ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেছেন না। তাই উদ্দণ্ড নৃত্যকালে রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ভাব উদিত হইল এবং সেই ভাবের আবেশে তাঁহার মধ্যে সাত্ত্বিক-ভাবসমূহ সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

যাহা হউক, উল্লিখিতরূপ তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে ভাববিশেষে প্রভুর মন প্রবেশ করিল।—"এই মত তাণ্ডবনৃত্য করি কথোক্ষণ। ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন॥ চৈ. চ. ২।১৩।১০৬॥"

উদ্দণ্ডনৃত্যকালে প্রভু শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট ছিলেন; তখন রথারূঢ় জগন্নাথ-সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধান ছিল না। হঠাৎ বোধ হয় জগন্নাথের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে অন্যভাবের উদয় হইল—"যাঁহার বিরহে দিব্যোন্মাদ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলাম"—এইরূপ ভাবের উদয় হইল। তখন প্রভু তাণ্ডবনৃত্য ছাড়িয়া স্বরূপদামোদরকে গান করিতে বলিলেন। প্রভুর চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বরূপ-দামোদর একটী পদ গান করিলেন—যাহার মর্ম হইতেছে এই যে—"যাঁহার বিরহাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া জর্জরিত হইতেছিলাম, আমার সেই প্রাণবল্লভকে পাইলাম।"—"সেই ত পরাণ-নাথ পাইলুঁ। যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ॥ "এই ধূয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর। আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥ ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল গমন। আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥ জগন্নাথে নেত্র দিয়া সভে গায় নাচে। কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥[১] জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়। শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয়॥ চৈ. চ. ২।১৩।১০৯-১২॥"

রথারূঢ় জগন্নাথকে দেখিয়া প্রভু মনে করিলেন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পাইয়াছেন। তখনও তিনি নিজেকে শ্রীরাধাই মনে করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর হইয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নৃত্য করিতেছেন। "নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর। হস্ততুলি শ্লোক পঢ়ে করি উচ্চস্বর॥ চৈ. চ. ২।১৩।১১৫॥"

দীর্ঘবিরহের পরে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন; এই আনন্দেই প্রভু বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। "প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি বটে; কিন্তু তাঁহাকে পাইয়াছি কুরুক্ষেত্রে, বৃন্দাবনে তো পাই নাই। তাঁহাকে পূর্বের ন্যায় বৃন্দাবনে পাইলেই আমার মনের পূর্ণতৃপ্তি হইতে পারে। বৃন্দাবনের দিকেই, সেই বৃন্দাবনে আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের দিকেই, আমার মন ধাবিত হইতেছে।" এই ভাবের বশে প্রভু দুই হস্ত উত্তোলনপূর্বক একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।—"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ। সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ —কাব্যপ্রকাশ (১।৪), সাহিত্যদর্পণ (১।১০), পদ্যাবলী (৩৮৬)॥ —(কোনও নায়িকা তাঁহার সখীর নিকটে বলিতেছেন—সখি!) যিনি আমার কৌমারহর [প্রথম-মিলন-সময় স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুর্য-বৈদগ্ধ্যাদি দ্বারা আমার মধ্যে সম্ভোগেচ্ছা উৎপাদিত করিয়া আমার কৌমার্য-হরণ করিয়াছিলেন (সম্ভোগেচ্ছার জাগরণই কৌমার্যের বিলোপ সূচিত করে)], এক্ষণে তিনিই আমার বর (তিনি আমাকে তাঁহার প্রিয়াত্বে অঙ্গীকার করিয়া আমার প্রিয় পতি হইয়াছেন)। (তাঁহার সহিত প্রথম-মিলন-সময়ে যে চৈত্র মাসের রজনী ছিল, এখনও) সেই চৈত্রমাসের রজনীসমূহ (উপস্থিত)। (প্রথম মিলন-সময়ের ন্যায় এখনও) প্রস্ফুটিত-মালতী-কুসুমের সৌরভ বহন করিয়া পরমসুখপ্রদ মৃদুমন্দ পবন প্রবাহিত হইতেছে। (আমার প্রিয় পতির

(১) জগন্নাথে নেত্র সমর্পণ করিয়া পেছনের দিকে হাটিয়া চলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত) সেই আমিও এ-স্থলে বিদ্যমান। তথাপি (আমাদের প্রথম মিলন-স্থান) সেই বেরা-নদীর তীরস্থিত বেতসীতরুতলে সুরত-কৌশলময়-ক্রীড়ার নিমিত্তই আমার মন সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

ইহা হইতেছে প্রাকৃত-রসশাস্ত্রে উদ্ধৃত কোনও প্রাকৃত-নায়িকার উক্তি। মহাপ্রভু এই শ্লোকটী কেন আবৃত্তি করিলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। চিত্তে কোন্ ভাবের উদয়ে প্রভু এই শ্লোকটীর আবৃত্তি করিলেন, তাহা একমাত্র স্বরূপ-দামোদর বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেননা, তিনি জানিতেন—শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ-দর্শনে, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া যখন গম্ভীরায় ফিরিয়া আসিতেন, তখন মহাপ্রভু শ্রীভাগবতের "তে পদারবিন্দং মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ"-ইত্যাদি শ্রীরাধা-প্রমুখ-গোপীগণের উক্তি স্বরূপদামোদরের সঙ্গে আস্বাদন করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকে শ্রীরাধার যে ভাব সূচিত হইয়াছে, "যঃ কৌমারহরঃ"-ইত্যাদি শ্লোকেও প্রাকৃত-নায়িকার চিত্তে অনেকটা সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতেই স্বরূপদামোদর বুঝিতে পারিলেন—রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই "যঃ কৌমারহরঃ"—ইত্যাদি শ্লোকটীর আবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিলেও কাহারও নিকটে তাহা প্রকাশ করেন নাই।

প্রতি বৎসরেই প্রভু রথের অগ্রভাগে "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন। এক বৎসর দৈবাৎ শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নীলাচলে এবং রথযাত্রাকালে রথের অগ্রভাগেও উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী রথযাত্রা কালেই শ্রীরূপগোস্বামী লীলাচলে ছিলেন। প্রভুর মুখে "যঃ কৌমারহরঃ"—শ্লোকটী শুনিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সে-স্থানেই মনে মনে প্রভুর মনোভাবজ্ঞাপক নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন। "প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্। তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবনায় স্পৃহয়তি॥—(কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয় সহচরীকে বলিতেছেন) হে সহচরি! (আমার সহিত যিনি বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন, আমার) প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণই ইনি, যিনি কুরুক্ষেত্রে (আমার সহিত) মিলিত হইয়াছেন এবং আমিও সেই রাধাই (যাহার সহিত আমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কত রসকেলি করিয়াছেন)। আমাদের উভয়ের এই মিলনসুখও তদ্রূপই (দর্শনাদিজনিত সুখও তদ্রূপই)। তথাপি, যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বর উত্থিত করিতেন, যমুনাপুলিনস্থিত সেই বনের জন্যই আমার মন লালসাযুক্ত হইয়াছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকোক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই শ্রীপাদরূপগোস্বামী "প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরি"-ইত্যাদি শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকের নায়িকা তাঁহার সহচরীর নিকটে নিজের মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, "প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরি"-শ্লোকেও শ্রীরাধা তাঁহার সহচরীর নিকটে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "আহুশ্চ তে নলিননাভ"-ইত্যাদি (ভা. ১০।৮২।৪৮) শ্লোক হইতে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার উক্তিরূপে, "প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরি"-শ্লোকের তাৎপর্য শ্রীল কবিরাজগোস্বামী ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"সেই তুমি সেই আমি, সে নবসঙ্গম॥ তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥ চৈ. চ. ২।১৩।১২০-২১॥"

"বধুঁ, তুমিও সেই কৃষ্ণই, অপর কেহ নও। আমিও তোমার সেই রাধাই, অপর কেহ নই। বহুদিন পরে আমাদের এই মিলন হইয়াছে বলিয়া এই মিলনও নূতন মিলনের মতনই পরমানন্দপ্রদ হইয়াছে। তথাপি বধুঁ, আমার মনে তোমার সহিত বৃন্দাবনে মিলনের বাসনাই জাগ্রত হইতেছে। তুমি কৃপা করিয়া একবার বৃন্দাবনে চল বধুঁ।"

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য শ্রীরাধার মনে কেন বাসনা জাগিতেছে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।—"ইহাঁ লোকারণ্য হাথি ঘোড়া রথধ্বনি। তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥ ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন॥ ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন। সে-সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ॥ আমা লৈয়া পুন লীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥ চৈ. চ. ২।১৩।১২২-২৫॥"

"বধুঁ, এ-স্থলে লোকে লোকারণ্য; তাহার মধ্যেই তুমি বিরাজিত। কিন্তু বৃন্দাবনে লোকারণ্য নাই, আছে নির্জ্জন পুষ্পারণ্য। যমুনাপুলিনে চারিদিকে নানাবিধ সুগন্ধি ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; যমুনাগর্ভেও নানাবিধ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া যেন হাস্যমুখেই তোমার অভিনন্দন করিত; এ-সব প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির মধ্যেই তুমি শোভা পাইতে। দ্বিতীয়তঃ, এখানে হাতী, ঘোড়া রথ এবং তাহাদের শব্দ; কিন্তু বৃন্দাবনে হাতী-ঘোড়া-রথের ধ্বনি নাই, আছে কেবল ভ্রমর ও কোকিলের মধুর কলধ্বনি। ভ্রমরের গুঞ্জন, আর কোকিলের মধুর কুহু-রবে বৃন্দাবন সঙ্গীতময় হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, এখানে তোমার সঙ্গে কত কত ক্ষত্রিয়; সকলেরই যোদ্ধার বেশ; কিন্তু বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গী কেবল তোমার প্রিয়সখা—সরল গোপ-বালকগণ; গোপবেশে বালকোচিত খেলাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ম; বন্যফুল ও বন্য লতা-পাতাতেই তাঁহাদের বেশ-ভূষার চূড়ান্ত হইয়া থাকে। এখানে তোমার সঙ্গীদের হাতে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্র-শস্ত্র; কিন্তু সেখানে রাখালদের হাতে কেবল শিঙ্গা, বেণু, আর হয়তো একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচনি। চতুর্থতঃ এখানে তোমার রাজবেশ; কত মণিমুক্তা, কত হীরা-জহরত; মাথায় আবার বহুমূল্য রাজমুকুট; কত মণিমুক্তা সেই রাজমুকুট হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া তোমার ভালদেশের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে; কর্ণের মণিময় কুণ্ডল গণ্ডস্থলের শোভাবৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু বৃন্দাবনে তোমার এ-বেশ ছিল না; বনফুলের মালা, বনফুলের কেয়ূর-কঙ্কণ, রাখাল-রাজার শিরে বন্য পুষ্প-পত্রের মুকুট, তাতে ময়ূর-পাখা, চম্পক-কলিকার কুণ্ডল; ভালে ও কপোলে অলকা-তিলকা। এ-সমস্ত স্বাভাবিক ভূষণে তোমার সৌন্দর্য ও মাধুর্য পূর্ণরূপে বিকাশ পাইত; আবার বৃন্দাবনের শোভা তোমার সে সৌন্দর্য-মাধুর্যকে অনন্তগুণে বাড়াইয়া দিত; কিন্তু এখানে তোমার মণিমুক্তার অন্তরালে তোমার স্বাভাবিক মাধুর্য যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সেখানে তুমি মুরলী বাজাইতে, বাজাইয়া ত্রিভুবনের নর-নারীকে উন্মাদিত করিতে; নর-নারী কেন, স্থাবর-জঙ্গমও তোমার বেণুধ্বনিতে উন্মত্ত হইত; কিন্তু এখানে হাতী, ঘোড়া ও রথচক্রের কর্কশ শব্দে কাণ যেন ঝালা-পালা হইতেছে। বৃন্দাবনের পরিবেশে, তোমার সহজ ভাব, স্বাভাবিক মাধুর্য, যে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ-গতিতে বিকশিত হইত, এখানে বধুঁ, তাহা যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদেরও সহজ ভাব সেখানে যেমন স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তোমার সঙ্গে আনন্দের সমুদ্র উদ্বেলিত করিয়া দিত, সেই আনন্দ-সমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে হইতে প্রাণঢালা সেবাদ্বারা তোমার প্রীতিবিধানের জন্য আমাদের যে ব্যাকুলতা জন্মিত, এই স্থানের পরিবেশে তাহা সম্ভব নয়। তাই বধুঁ মিনতি করিতেছি, একবার কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পদার্পণ কর, বৃন্দাবনে তোমার সেবার সুযোগ দিয়া তোমার এই অশুল্কদাসিকাকে কৃতার্থ কর।”

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার উল্লিখিত ভাবে আবিষ্ট হইয়াই মহাপ্রভু “যঃ কৌমারহরঃ”-শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং সেই ভাবের আবেশেই আবার-“আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং ** মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ”-এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকটীরও আবৃত্তি করিয়াছিলেন (এই শ্লোকের রাধাভাবাবিষ্ট-প্রভু-মুখোদ্‌গীর্ণ তাৎপর্য পূর্ববর্তী ক-অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করা হইয়াছে)।

এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে জাগিল শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটী—“ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ভা. ১০৮২।৪৪॥” শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই শ্লোক শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে যাইবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীরাধার প্রতীতি জন্মিয়াছিল। “সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা, কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৫২॥” মহাপ্রভুও সেই ভাবে আবিষ্ট হইলেন, “শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যাইবেন, ব্রজে যাইয়া আবার তাঁহার (শ্রীরাধার) সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বিহার করিবেন”-এই ভাবে আবিষ্ট হইলেন, এবং কেবল তাহাই নয়, চলমান রথে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু ইহাও মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন—"প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে রথারোহণে ব্রজে যাইতেছেন, আমি তাঁহাকে ব্রজে লইয়া যাইতেছি।" প্রভুর তখন "কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই, এ-ভাব অন্তর॥" এই আনন্দে বিভোর হইয়া প্রভু কখনও "রথ-পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৮১ ॥", যেন তাড়াতাড়ি প্রাণবল্লভকে লইয়া ব্রজে উপনীত হইতে পারেন, এই ভাবের আবেশে প্রভু রথে মাথা দিয়া রথ ঠেলিতে থাকেন। আবার কখনও বা আনন্দাবেশে "প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে। বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে॥ তাহাঁ নৃত্য করি জগন্নাথ-আগে আইলা। জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৮৩-৮৪ ॥"

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরি"-ইত্যাদি শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকে যে প্রভুর তৎকালীন মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, স্বয়ং মহাপ্রভুই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সেই বিবরণটী কথিত হইতেছে। রথযাত্রার নয়দিন প্রভু গম্ভীরায় যাইতেন না, প্রভুর ভক্তগণও স্ব-স্বগৃহে যাইতেন না। ভক্তদের লইয়া ঐ কয়দিন প্রভু গুণ্ডিচা-মন্দিরের নিকটবর্তী এক উদ্যানে থাকিতেন। জগন্নাথের পুনর্যাত্রার পরে সকলে গৃহে যাইতেন। শ্রীরূপ যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তিনি হরিদাসঠাকুরের সঙ্গে থাকিতেন। রথযাত্রার পরে হরিদাসঠাকুরের কুটীরে আসিয়া, রথযাত্রায় প্রভুর নৃত্যকালে তিনি মনে মনে যে "প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরি"-শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা একটী তালপাতায় লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু প্রতিদিনই পূর্বাহ্নে জগন্নাথ দর্শন করিয়া হরিদাসঠাকুরের কুটীরে যাইতেন। রথযাত্রার পরে এক দিন প্রভু কুটীরে গিয়া দেখিলেন, হরিদাসও নাই, শ্রীরূপও নাই। তাঁহারা তখন সমুদ্র-স্নানে গিয়াছিলেন। প্রভু কুটীরের দাওয়ায় পায়চারী করিতেছিলেন। হঠাৎ ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি পড়িলে দেখিলেন, চালে একটী তালপাতা গোঁজা রহিয়াছে। কৌতুহলবশতঃ প্রভু তাহা টানিয়া লইয়া দেখিলেন—শ্রীরূপের হাতের লেখা একটী শ্লোক। প্রভু শ্রীরূপের হাতের লেখা চিনিতেন।—"শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা। হেনকালে রূপগোসাঞি স্নান করি আইলা॥ প্রভু দেখি দণ্ডবৎ অঙ্গনে পড়িলা। প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা—॥ 'মোর গূঢ় হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে।' এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ সেই শ্লোক প্রভু লঞা স্বরূপে দেখাইল। স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল—॥ 'মোর অন্তরবার্তা রূপ জানিল কেমনে।' স্বরূপ কহে —জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥ চৈ. চ. ৩।১।৭৪-৭৮॥"

এই বিবরণ হইতে জানা গেল—শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকে যে প্রভুর মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা প্রভু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীপাদরূপগোস্বামী প্রভুর এই লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার স্তবাবলীতে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।—"রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতেরদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাস-বিবশঃ। সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদম্॥ ১৭॥—রথস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের নিকটবর্তী পথিমধ্যে অত্যধিক প্রেমতরঙ্গোদ্রেক-জনিত নর্তনানন্দে যিনি বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবগণ আনন্দের সহিত কীর্তন করিতে করিতে যাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইবেন ?"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধার মিলনের ভাব যে মহাপ্রভুর মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা এই অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইল। কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাব দিব্যোন্মাদ নহে; এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন। দিব্যোন্মাদ হয় বিরহে।

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নর্তন-লীলার কথা শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন। "এবং সদানন্দরসেঽতিমত্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিরাময়োঃ শুভম্। মহাবিভূত্যোঃ কিল স্যন্দনোৎসবং দ্রষ্টুং স্বভক্তৈঃ সহ সত্বরং যযৌ॥ দৃষ্ট্বা চ রামং মধুসূদনঞ্চ সুদর্শনেনাপি যুতাং সুভদ্রাম্। রথস্থিতৌ তৌ রথসংস্থিতাং তাং সংবীক্ষ্য হর্ষেণ ননাম সাগ্রজঃ॥ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমেব সত্বরং রথাশ্চ গচ্ছন্তি সুমেরুতুল্যাঃ। সভক্তবর্গঃ কিল গৌরচন্দ্রমা যযৌ তদগ্রেঽখিলভাবভাবিতঃ॥ পশ্যন্ জগন্নাথ-মুখারবিন্দং স্মরন্ কুরুক্ষেত্র-বিশালবৈভবম্। সংকীর্ত্তনানন্দসমুদ্রমগ্নৈঃ স্বভক্তবর্গৈঃ কিল বেষ্টিতো হরিঃ॥ শ্রীরাধিকাপ্রেমভরাতিমত্তো হসন্ রুদন্ প্রাহ ত্বমেব নাথ। আগচ্ছ যামি ব্রজমণ্ডলং বিভো বৃন্দাবনং যত্র সুবংশিকাধ্বনিঃ॥ ইতি ব্রুবন্ নর্ত্তনগানমাধুরীসমুদ্রমগ্নাতিমনোমতঙ্গজঃ। শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাপ সত্বরং রথেন সার্দ্ধং জগদীশ্বরস্য চ॥—কড়চা॥ ৪।২০।১০-১৫॥—এইরূপে সতত আনন্দরসে অতিমত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র মহাবিভূতিসম্পন্ন জগন্নাথ-বলরামের শুভ-রথোৎসব দর্শনের জন্য ভক্তগণের সহিত গমন করিলেন। রথস্থিত জগন্নাথ, বলরাম এবং সুদর্শনের সহিত সুভদ্রাকে দেখিয়া তিনি অগ্রজ নিত্যানন্দের সহিত তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। সুমেরুতুল্য রথত্রয় গুণ্ডিচামন্দিরের দিকে যাত্রা করিল। নিখিল-ভাববিভাবিতচিত্ত গৌরচন্দ্রও স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত অগ্রে অগ্রে চলিলেন। শ্রীজগন্নাথের মুখারবিন্দ-দর্শনে কুরুক্ষেত্রের বিশালবিভূতি স্মৃতিপথে উদিত হইলে গৌরহরি সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন ভক্তবৃন্দদ্বারা বেষ্টিত হইলেন। শ্রীরাধিকার প্রেমভরাতিশয়ে মত্ত হইয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীজগন্নাথকে বলিলেন—'হে নাথ! তুমিই আইস; প্রভো! চল, ব্রজমণ্ডলে যে-স্থলে মধুর বংশীধ্বনি শ্রুত হয়, সেই বৃন্দাবনে যাই।'—এইরূপ কথা বলিতে বলিতে নর্তন-গান-মাধুর্যসমুদ্রে নিমগ্নচিত্ত গৌরসুন্দর মত্তমতঙ্গজের ন্যায় শ্রীজগন্নাথের রথের সঙ্গে সত্বর গুণ্ডিচামন্দিরে উপনীত হইলেন।"

১৯। মহাপ্রভুতে শ্রীরাধার মাদনভাব

মাদনের লক্ষণ পূর্ববর্তী ১০।১৩ ঠ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। মিলনেই মাদনের উদয়। এই মাদন শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই থাকে না। রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুতে যে মাদনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।—"একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন। কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখেন স্বপন॥ ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন। পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥ মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন। মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ দেখি প্রভু সেই ভাবে আবিষ্ট হইলা। 'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ'-এই জ্ঞান হৈলা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।১৫-১৮॥"

এই রাসলীলাদর্শন-কালে প্রভুর মধ্যে উদ্‌ঘূর্ণার উদয় হইয়াছিল বলিয়াই তিনি তখন নিজেকে শ্রীরাধা মনে করেন নাই; তিনি দেখিয়াছেন—"মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।" এই উদ্‌ঘূর্ণাও রাধাভাবেরই এক বৈচিত্রী। "রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান॥ ৩।১৪।১৩॥"

প্রভু রাসলীলা-দর্শনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছিলেন বলিয়া যথাসময়ে শয্যা ত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে জাগাইলেন। জাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব অন্তর্হিত হয় নাই। প্রভু "দেহভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন। কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥ ৩।১৪।২০॥" প্রভু তখন,—"জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন॥ যাহাঁ তাহাঁ দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।২৯-৩০॥"

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু জগন্নাথকে ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর বংশীবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে দেখিলেন। দর্শনানন্দের তন্ময়তায় তত্রস্থ সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি মনে করিলেন, বৃন্দাবনেই তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এ-স্থলে প্রভুর মধ্যে শ্রীরাধার মাদন-ভাবের উদয় হইয়াছিল।

বিরহে যেমন অসহ্য উৎকট যন্ত্রণা, মিলনে মাদনের উদয়েও তেমনি তদপেক্ষাও অনন্ত-গুণে অধিক অনির্বচনীয় আনন্দ। বিরহে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব এবং হৃদয়বিদারী আর্তনাদে বিরহ-যন্ত্রণা অভিব্যক্ত হইয়া অপরের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। কিন্তু মিলনে মাদনের উদয়ে যে অপরিমিত অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহা অপরের প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান কোনও অনুভাব প্রকটিত করে না। মাদনের অনুভাব হইতেছে অযোগ্য বস্তুতে ঈর্ষ্যা এবং সতত সম্ভোগেও কৃষ্ণগন্ধবাহী বস্তুর স্তুতি [১০।১৩ ঠ (৩)-অনু]। সুতরাং মাদনের অনির্বচনীয় আনন্দ-প্রাচুর্য সাধারণতঃ অপরের উপলব্ধির বিষয় হয় না; ইহা একমাত্র শ্রীরাধারই অনুভববেদ্য। কিন্তু মাদনজাত অনির্বচনীয় আনন্দ-প্রাচুর্য হইতে বঞ্চিত হইলে শ্রীরাধার চিত্তে যে দুঃখের উদয় হয়, তাহার তীব্রতার দ্বারা সেই আনন্দ-প্রাচুর্যের একটা অনুমান করা সম্ভব হইতে পারে।

রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু জগন্নাথকে মুরলীবদন-ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে দেখিতেছিলেন; তখন তাঁহার মোটেই বাহ্যজ্ঞান ছিল না। কোনও এক কারণে (১৭।৬৯-থ অনু) প্রভুর যখন অর্ধবাহ্য হইল, তখন প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে) সুভদ্রা-বলরামকেও দেখিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মনে করিলেন, তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন।—"জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥ 'কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ' ঐছে হৈল মন। চৈ. চ. ৩।১৪।৩১-৩২॥"

প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন এবং তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে দেখিতেছেন; মনে করিতেছেন—কুরুক্ষেত্রেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এ-স্থলেও বিরহ নাই, মিলনই; কিন্তু সেই মিলন বৃন্দাবনে নহে, পরন্তু কুরুক্ষেত্রে। এই মিলনেও আনন্দ আছে—দীর্ঘকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনে নব-সঙ্গমের ন্যায়ই আনন্দ। "সেই তুমি, সেই আমি, সে নব-সঙ্গম ॥ চৈ. চ. ২।১৩।১২০ ॥—কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি।" কিন্তু এই আনন্দ বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গে মিলনে মাদনের অভ্যুদয়-বশতঃ আনন্দ-প্রাচুর্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখকে ভাসাইয়া দিতে পারে নাই। তাই প্রভু আর্তনাদের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৩২॥" প্রভুর এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়—জগন্নাথকে ব্রজে শ্যামসুন্দরমুরলী-বদনরূপে দর্শনের ফলে প্রভুর মধ্যে যে আনন্দ-প্রাচুর্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা ছিল মাদনজাত আনন্দ; তাহার তুলনায় কুরুক্ষেত্র-মিলনের আনন্দ নিতান্ত তুচ্ছ।

মহাপ্রভু যে কেবল এক দিনই শ্রীজগন্নাথকে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং কেবল একদিনই যে তাঁহার মধ্যে মাদনের উদয় হইয়াছিল, তাহা মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। প্রভু বহু বৎসর নীলাচলে ছিলেন; এই বহু বৎসর ধরিয়া প্রতিদিনই জগন্নাথ দর্শন করিয়াছেন; সুতরাং বহু দিনই যে প্রভুর মধ্যে মাদনের উদয় হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে অস্বাভাবিক কিছু মনে করা হইবে না।

রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু কেবল যে জগন্নাথ-মন্দিরেই ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা নহে; অন্যত্রও তিনি তদ্রূপ দর্শন পাইয়াছেন।

যে-দিন প্রভু স্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণের সহিত সমুদ্রতীরবর্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে উদ্যানকে বৃন্দাবন মনে করিয়া দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণার আবেশে প্রভু শারদীয়-রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে কৃষ্ণান্বেষণরতা গোপীদিগের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রতি বৃক্ষলতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই দিন তিনি চলিতে চলিতে সমুদ্রের তীরে আসিয়া সমুদ্রকে যমুনা মনে করিয়া তাহার তীরে কদম্ববৃক্ষের তলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। "—আগে চলে যমুনার কূলে। দেখে—তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে॥ কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন। অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র-মন॥ সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা। হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল। অন্তরে আনন্দ আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল॥ পূর্ব্ববৎ সভে মিলি করাইল চেতন। উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করে দরশন॥ কাহাঁ গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেত্র-মন॥ পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন। তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন॥ চৈ. চ. ৩।১৫।৪৮-৫৪॥”

আবার যে দিন বৈশাখের পৌর্ণমাসী-রজনীতে ভক্তগণের সহিত জগন্নাথ-বল্লভ-নামক উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ললিতলবঙ্গলতা-পদ গাওয়াইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রতি বৃক্ষ-লতার নিকটে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই দিনও প্রভু অবশেষে অশোকবৃক্ষের তলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।—“প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥ কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা। আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥ আগে পাইলা কৃষ্ণ, তারে পুন হারাইয়া। ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥ কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান॥ সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন॥ নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল। গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হৈলা পাগল॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৮০-৮৪॥”

এ-সকল স্থলেও শ্রীকৃষ্ণদর্শনে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মধ্যে মাদনভাবের উদয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

২০। মহাপ্রভুর রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে রাধাভাব এবং রাধাভাবের অনুগত গোপীভাব প্রকটিত হইয়াছিল, এই অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর সঙ্গী ভক্তগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং লিপিবদ্ধও করিয়া গিয়াছেন (পূর্ববর্তী ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভু যদি শ্রীরাধার সহিত মিলিতস্বরূপ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে রাধাভাবের প্রকটন সম্ভবপর হইত না; বিশেষতঃ একমাত্র শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যে যাহা দৃষ্ট হয় না, সেই দিব্যোন্মাদের এবং মাদনের প্রকটন একান্তই অসম্ভব হইত। তাই, মহাপ্রভুর সঙ্গী ভক্তগণের প্রত্যক্ষদৃষ্ট রাধাভাবাবেশ যে তাঁহার রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ, তাহাতে কোনও রূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্॥

একাদশ অধ্যায়ের লিখন আরম্ভ—২৬. ৭. ১৯৬১, শেষ ১৮. ৮. ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়

গৌরস্বরূপে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণ

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা-
নয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
—শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর-কড়চায়াম্॥

১। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ-বাসনাত্রয়

পূর্বে (১।১৮-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী বাসনা থাকে অপূর্ণ এবং সেই তিনটী অপূর্ণবাসনা হইতেছে—স্বমাধুর্য-আস্বাদনের বাসনা, শ্রীরাধাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যাস্বাদন-জনিত সুখের স্বরূপ অবগত হওয়ার বাসনা এবং শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা অবগত হওয়ার বাসনা (১।১৯-অনু)। শ্রীকৃষ্ণ অন্য এক স্বরূপে অনাদিকাল হইতেই তাঁহার স্বমাধুর্যাদি আস্বাদন করিতেছেন; কিন্তু নর-অভিমান বলিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন না (১২০-অনু)। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার অপূর্ণ-বাসনাত্রয় উৎকণ্ঠাময় লোভে পরিণত হয় এবং তখন তিনি সেই বাসনাত্রয়ের পূরণের উপায় স্থির করিলেন—শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পূরণ অসম্ভব বলিয়া "রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ চৈ. চ. ১।৪।২৩॥" (১।২০-অনু)।

শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া (অর্থাৎ একই স্বরূপে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া) শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই গৌররূপে বিরাজিত এবং অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পুরণাত্মিকা লীলায় বিলসিত। বর্তমান কলিতে শচীনন্দনরূপে সেই গৌরসুন্দর যে ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াও অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পূরণাত্মিকা লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

২। স্বমাধুর্য-আস্বাদনের বাসনা-পূরণ

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য বলিতে যে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যকেই বুঝায়, তাহা নহে; তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি—সমস্তের মাধুর্যকেই বুঝায়। কেন না, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে তাঁহারই স্বরূপভূত, শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের মতই চিদানন্দ—সুতরাং পরম-মধুর, সর্বচিত্তাকর্ষক।—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ চৈ. চ. ২।১৭।১৩০-৩২॥" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আস্বাদন বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি সমস্তের মাধুর্যের আস্বাদনকেই বুঝায়। রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু যে স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের নাম-গুণ-রূপাদির আস্বাদন করিয়াছেন, ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। নাম-মাধুর্যের আস্বাদন

শ্রীকৃষ্ণনামের মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন,—"সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। ঐ নাম কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ॥ না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সখি! তারে॥" রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুও ঐভাবে নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়াছেন। নবদ্বীপে অবস্থানকালে "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" ইত্যাদি নাম, "হরি ও রাম রাম"—ইত্যাদি নাম ভক্তবৃন্দের দ্বারা কীর্তন করাইয়া এবং নিজেও কীর্তন করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে অধীর হইয়া পড়িতেন, তাঁহার দেহে তখন নানাবিধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত, হুঙ্কার-গর্জ্জন-ক্রন্দনাদি উদ্ভাস্বর অনুভাবও প্রকটিত হইত।

মহাপ্রভু সর্বদা "হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি তারকব্রহ্ম নাম উচ্চস্বরে কীর্তন করিতেন। প্রেমাবেশে যখন পথে চলিতেন, তখন প্রভু অশ্রুবিগলিত নেত্রে প্রেমগদ্গদ্কণ্ঠে গাহিতেন,—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥ রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥"

শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে বেড়াকীর্তনাদিতে এবং শ্রীজগন্নাথের রথের অগ্রভাবে, ভক্তবৃন্দের দ্বারা কীর্তন করাইয়া এবং নিজেও কীর্তন করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে আত্মহারা হইতেন॥

নানাস্থানে নানাভাবে নামমাধুর্য আস্বাদন করিয়া, নামের মাধুর্যসম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াই প্রভু হর্ষভরে বলিয়াছেন—"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্। সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥—শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে হৃদয়ে আনন্দের সমুদ্র বর্দ্ধিত—তরঙ্গায়িত, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নামসঙ্কীর্ত্তনে নামের প্রতি পদে, এমন কি প্রতি অক্ষরেও পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন পাওয়া যায় এবং সমস্ত দেহ-মন—দেহের প্রতি অণু-পরমাণু—প্লাবিত হইয়া যায়, পরম-স্নিগ্ধতা লাভ করে। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) মিলনে এবং বিরহেও মাধুর্যের আস্বাদন

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনেও হয় এবং বিরহেও হয়। এজন্য উজ্জ্বলনীলমণিতে বিপ্রলম্ভকেও রস (অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাময় আনন্দ) বলা হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ হইতেছে বিয়োগ।

খ। রূপ-মাধুর্যের আস্বাদন

শ্রীরাধার মাদন-ভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে ব্রজবিলাসী শ্যামসুন্দর বংশীবদনরূপে দর্শন করিতেন, কিম্বা যখন সমুদ্রতীরবর্তী উদ্যানে অশোক-তলে এবং কদম্বতলে শ্যামসুন্দর বংশীবদনের দর্শন পাইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য পূর্ণতমরূপেই আস্বাদন করিয়াছিলেন (১১।১৯-অনু দ্রষ্টব্য)।

জগন্নাথ-মন্দিরে, কিম্বা রথের উপরে, শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া যখন প্রভু কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইতেন, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিতেন (১১।১৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

নানাস্থানে নানা দেবালয়ে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনকালেও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-মাধুর্য আস্বাদনের আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য-কীর্তন করিতেন; তখন তাঁহার দেহে সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদয় হইত।

শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়াও মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য আস্বাদন করিয়া আনন্দ-বিহ্বল হইয়াছেন এবং কখনও বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করিয়াছেন (১১।১১, ১১।১৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

গ। গুণমাধুর্যের আস্বাদন

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটী প্রধান গুণ। এই পাঁচগুণের যুগপৎ আস্বাদনের জন্য রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চক্ষু-কর্ণাদি যুগপৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল (১১।১০-অনু)। আবার প্রত্যেকটী গুণও যথাযথ ইন্দ্রিয়কে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছিল (১১।৯, ১১।১১-১৪ অনু)।

ঘ। লীলামাধুর্যের আস্বাদন

রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু নানা সময়ে, নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলামাধুর্য আস্বান করিয়াছেন।

একদিন স্বপ্নযোগে রাসলীলা (১১।১৯-অনু) দর্শন করিয়াছেন। একদিন রাসান্তে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলিলীলা (১১।১৭ খ-অনু) এবং জলকেলি-লীলান্তে শ্রীকৃষ্ণের বন্যভোজন-লীলা (১১।৩ ক-অনু) দর্শন করিয়াছেন, একদিন শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জক্রীড়া (১১।১৬-অনু), একদিন গোবর্ধন-পর্বতে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলা এবং বেণুবাদন-লীলাও দর্শন করিয়াছেন (১১।৩ খ-অনু)। এ-সমস্ত লীলাদর্শন-কালে লীলামাধুর্যের আস্বাদনে মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রায়রামানন্দ এবং স্বরূপদামোদর যখন কৃষ্ণলীলাত্মক গান গাহিতেন, কিম্বা কৃষ্ণলীলাত্মক শ্লোকাদি প্রভুকে শুনাইতেন, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা-মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন।

৩। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাস্বাদনজনিত সুখের স্বরূপের অনুভব

রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু কিরূপে স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদনে শ্রীরাধা কিরূপ অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, মাধুর্য-আস্বাদনের দ্বারা মহাপ্রভু তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এইরূপেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের দ্বিতীয় অপূর্ণবাসনাটীও গৌরস্বরূপের লীলায় পূর্ণ হইল।

৪। শ্রীরাধার প্রেমমহিমার অনুভব

শ্রীরাধার প্রেমমহিমার অনুভব অনেক প্রকারে হইতে পারে; যথা, অন্য অপূর্ণবাসনা-দ্বয়ের পূরণদ্বারা, সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীরাধাপ্রেমের আস্বাদনের দ্বারা, দেহের উপরে রাধাপ্রেমের প্রভাবের দ্বারা এবং রাধাপ্রেমমহিমার কথা শ্রবণে যে আনন্দ জন্মে, তাহা দ্বারা।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের একটী অপূর্ণবাসনা হইতেছে স্বমাধুর্যের আস্বাদন। শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব। রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের মাধুর্যের আস্বাদন করিয়াছেন—রাধাভাবের বা রাধাপ্রেমের সহায়তায়; তাহাতে তিনি রাধাপ্রেমের মহিমার বা প্রভাবের এক বৈচিত্রীর অনুভব পাইয়াছেন—কৃষ্ণ-মাধুর্য-আস্বাদনের সহায় বা করণ-রূপ বৈচিত্রীর। রাধাপ্রেমের সহায়তাব্যতীত কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন সম্ভব হইত না; সুতরাং কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদনে রাধাপ্রেম-মহিমার এক বৈচিত্রীরই অনুভব হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় অপূর্ণ বাসনা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা। রাধাপ্রেমের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীরাধাসুখের স্বরূপও উপলব্ধি করিয়াছেন; সুতরাং রাধাসুখের স্বরূপের উপলব্ধিও রাধাপ্রেমের মহিমার একটী বৈচিত্রী।

ক। ভাব, করণ ও কর্মরূপে রাধাপ্রেম-মহিমার অনুভব

পূর্বে ১০।১৩ জ-অনুচ্ছেদে মহাভাবের স্বসম্বেদ্যদশা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, অনুরাগদশার তিনটী স্বরূপ—ভাব, করণ ও কর্ম। অনুরাগের উৎকর্ষাবস্থার নামই মহাভাব। ভাবস্বরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হইতেছে আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যাদির আস্বাদনে তন্ময়তাবশতঃ আস্বাদকের নিজের স্মৃতিও থাকে না, আস্বাদ্য বস্তুর স্মৃতিও থাকে না, থাকে কেবল অনুভূত আনন্দের জ্ঞান। আর করণরূপে এই অনুরাগোৎকর্ষ হয় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যাদি আস্বাদনের করণ বা সহায়। কর্মস্বরূপে এই অনুরাগোৎকর্ষ হয় নিজেই আস্বাদ্য। যে অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব, করণ ও কর্মস্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি, অনুরাগের সেই অবস্থাকেই স্ব-সম্বেদ্যদশা বলে এবং অনুরাগ এইরূপ স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হইলেই মহাভাবে পরিণত হয়। শ্রীরাধার ভাব হইতেছে মহাভাবের চরম পরিণতি; সুতরাং শ্রীরাধার ভাবে বা শ্রীরাধার প্রেমেও উল্লিখিত স্ব-স্বম্বেদ্যদশার চরমতম বিকাশ—ভাবরূপে শ্রীরাধাপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যাস্বাদনজনিত তন্ময়ত্বের পরাকাষ্ঠা, করণরূপে শ্রীরাধাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদনের একমাত্র সহায় এবং কর্মরূপে শ্রীরাধাপ্রেম হইতেছে পরমতম আস্বাদ্যবস্তু। ভাবরূপে, করণরূপে এবং কর্মরূপে—এই তিন রূপেই শ্রীরাধার প্রেম স্বীয় মহিমা অভিব্যক্ত করিয়া থাকে।

করণরূপে রাধাপ্রেমের মহিমার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদনের সহায় এবং রাধা-সুখের স্বরূপ উপলব্ধির সহায়ও হইতেছে শ্রীরাধার প্রেম। মহাপ্রভু রাধাপ্রেমের করণ-স্বরূপের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।

রাধাপ্রেমের করণ-স্বরূপের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের অনুভব-জনিত আত্মবিস্মৃতিজনিকা তন্ময়তায় মহাপ্রভু রাধাপ্রেমের ভাব-স্বরূপের মহিমারও উপলব্ধি করিয়াছেন।

এক্ষণে রাধাপ্রেমের কর্ম-স্বরূপের মহিমার কথা বিবেচিত হইতেছে। কর্ম-স্বরূপ হইতেছে আস্বাদ্যরূপে রাধাপ্রেমের আস্বাদন।

শ্রীরাধার প্রেম হইতেছে মহাভাবের চরমতম পরিণতি; সুতরাং রাধাপ্রেমের আস্বাদ্যত্বও হইবে মহাভাবের আস্বাদ্যত্বের চরমতম পরাকাষ্ঠা।

মহাভাবের একটী স্বরূপগত মহিমা হইতেছে এই যে, ইহা "বরামৃত-স্বরূপশ্রী"—স্বর্গের অমৃতের পক্ষেও বরণীয় এক অনির্বচনীয় অপূর্ব মাধুর্য হইতেছে মহাভাবের স্বরূপগত সম্পত্তি [১০।১৩-জ (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। এতাদৃশ "বরামৃত-স্বরূপশ্রীত্বের" চরমতম পরাকাষ্ঠা হইবে রাধাপ্রেমের আস্বাদন-মাধুর্য।

কর্মরূপে রাধাপ্রেমের আস্বাদন এই প্রেমের বিষয়রূপেও করা যায়, আশ্রয়-রূপেও করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন—বিষয়রূপে, আশ্রয়রূপে নহে; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমের আশ্রয় নহেন। এই প্রেমের একমাত্র আশ্রয় হইতেছেন শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধার সহিত মিলিত বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরও এই রাধাপ্রেমের আশ্রয়। বিষয়রূপে আস্বাদন অপেক্ষা আশ্রয়রূপে আস্বাদনের আনন্দ কোটিগুণে অধিক। অগ্নিপাত্রের উপরে অগ্নির প্রভাব যেমন অগ্নিপাত্রের নিকটে অবস্থিত লোকের উপরে প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী, তদ্রূপ।

রাধাপ্রেমের আশ্রয় বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার চিত্তস্থিত রাধাপ্রেম সাক্ষাদ্‌ভাবে আস্বাদন করিয়া তাহার মহিমা অবগত হইয়াছেন। সেই মহিমা কি রকম, বিরহ-ভাবের আবেশেও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া প্রভু তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।—"বাহে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় ত্যজন। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, বিষামৃতে একত্রে মিলন॥ চৈ. চ. ২।২।৪৪-৪৫॥"

খ। মহাপ্রভুর দেহের উপরে রাধাপ্রেমের দুর্দমনীয় প্রভাব

(১) সাধারণ আলোচনা

শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট হইলে মহাপ্রভুর দেহের উপরে শ্রীরাধার ভাব কখনও কখনও এমন প্রভাব বিস্তার করিত যে, প্রভু তাহা সম্বরণ করিতে পারিতেন না; শ্রীরাধার তৎকালীন প্রেম-বৈচিত্র্য প্রভুর দেহকে বিকৃত করিয়া ফেলিত। দিব্যোন্মাদের অবস্থায় কখনও কখনও প্রভুর হস্ত-পদাদি যে উদরের মধ্যে প্রবেশ করিত এবং প্রভু যে কূর্মাকার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১১।১৬-অনু) এবং কখনও কখনও যে প্রভুর অস্থি-গ্রন্থি এক বিতস্তি পরিমাণে শিথিল হইয়া যাইত, অস্থি-গ্রন্থি-স্থলের "চাম নড়বড়" করিত এবং প্রভুর দেহ অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ হইয়া যাইত, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে (১১।১৭-অনু)। রাধাপ্রেমের এই প্রভাব সম্বরণ করার সামর্থ্য প্রভুর থাকিত না।

কিন্তু যাঁহার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন, দিব্যোন্মাদে সেই শ্রীরাধার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত দিব্যোন্মাদে শ্রীরাধা কখনও কখনও বৃক্ষাদির নিকটেও শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেন, চীৎকার করিতেন, অত্যধিকরূপে কম্পান্বিত হইতেন, অচেতন হইয়া পড়িতেন, তাঁহার মুখ হইতে লালা নির্গত হইত—এ-সকল কথা গোপালচম্পূতে দৃষ্ট হয় (উত্তর চম্পূ ॥ ৭।১৯)। মহাপ্রভুরও এইরূপ হইত। দিব্যোন্মাদে শ্রীরাধার আরও যে-সকল অবস্থা হইত, তাহাও গোপালচম্পূ বলিয়া গিয়াছেন।—"বৈস্বর্য্যাৎ ক্রশিমান্বয়াদবয়বস্থিত্যন্যভাবাশ্রয়াদ্বৈবর্ণ্যাদপি যা ন সেতি মুহুরপ্যূহাং বভূবে যদা। তর্হ্যেষা বত লালয়াবৃতিবশাচ্চেষ্টাবিঘট্টাদুত শ্বাসাদ্যানুপলম্ভনান্নিজতনাবস্তীতি নাতর্কি চ ॥—উত্তরচম্পূ ॥ ১১।১০২॥—কণ্ঠস্বরের বিজাতীয়তা, অত্যন্ত কৃশতা, হস্ত-পদাদি অবয়বের স্থিতির অন্যভাবাশ্রয়, বৈবর্ণ্য—এই সমস্ত অবস্থা দেখিলে 'ইনি তিনি (শ্রীরাধা) নহেন' পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিতর্ক জন্মিত। তখন তাঁহার (শ্রীরাধার) মুখ হইতে নির্গত লালাদ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ আবৃত হইয়াছিল বলিয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চেষ্টা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাসাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইত না বলিয়া—তিনি নিজের দেহে আছেন, কি নাই—তাহা নির্ণয় করা যাইত না।"

গোপালচম্পূর এই উক্তি হইতে জানা গেল, দিব্যোন্মাদে শ্রীরাধার যে অবস্থা হইত, সেই অবস্থায় তাঁহাকে সহজে চেনা যাইত না। সহজে চিনিতে না পারার হেতুর কথাও বলা হইয়াছে। "বৈস্বর্য্যাৎ"—কণ্ঠস্বরের বিকৃতিবশতঃ; কণ্ঠস্বর এতই বিকৃত হইয়া যাইত যে, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন শ্রীরাধার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের বিপরীতরূপ ধারণ করিত; সুতরাং তৎকালীন কণ্ঠস্বরদ্বারা শ্রীরাধাকে সহজে চিনিতে পারা যাইত না—"ইহা তো শ্রীরাধার কণ্ঠস্বর নহে," এইরূপ একটা ভাব মনে জাগিত। "ক্রশিমান্বয়াৎ"—ক্রশিমা=কৃশতা। শ্রীরাধার দেহ তখন এতই কৃশ হইয়া যাইত যে, ইহা শ্রীরাধার দেহ বলিয়া মনে হইত না। এজন্য দেহ দেখিয়াও সহজে তাঁহাকে চিনিবার উপায় ছিল না। "বৈবর্ণ্যাৎ"—স্বাভাবিক বর্ণ লোপ পাইয়া যাইত, তৎস্থলে শ্রীরাধার দেহ অন্যবর্ণ ধারণ করিত। এজন্য তৎকালীন বর্ণ দেখিয়াও শ্রীরাধাকে সহজে চেনা যাইত না। আবার "অবয়বস্থিত্যন্যভাবাশ্রয়াৎ"—অবয়বের স্থিতি অন্যভাব আশ্রয় করিত বলিয়া।" শ্রীরাধার হস্ত-পদাদি অবয়ব স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপে অবস্থান করে, দিব্যোন্মাদ-কালে তাহা অপেক্ষা অন্যরূপে অবস্থান করিত। লোক যখন দাঁড়াইয়া থাকে, তখনই তাহার হস্ত-পদাদি অবয়ব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে—ঋজু হইয়া থাকে। উপবেশনের কালে হস্ত-পদাদির স্বাভাবিক ঋজুতা থাকে না, সন্ধিস্থলে বক্রিমা ধারণ করে; উপবেশন-কালে হস্ত-পদাদির এই বক্রিমা হইতেছে স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাদের স্থিতি বা অবস্থান হইতে অন্যরূপ। সহজ অবস্থায় লোকের উপবেশন-কালে হস্ত-পদাদির এই অবস্থান্তর সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)-বশতঃ হইয়া থাকে। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-কালে হস্ত-পদাদি শায়িত অবস্থাতেও তদ্রূপ বক্রিমা ধারণ করিত এবং তখন সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতা স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, তখন স্থিতিস্থাপকতা ক্রিয়া করিত না; এজন্য সন্ধিস্থলের বক্রতা হইত শক্ত। সন্ধিস্থলের শিথিলতাই যে ইহার একমাত্র হেতু, তাহা বলা যায় না। কেন না, সহজ অবস্থায় লোক যখন বসিয়া থাকে, কিম্বা কোনও কাজকর্ম করে, তখনও তাহার হস্ত-পদাদি অবয়ব সন্ধিস্থলে বক্রিমা ধারণ করিতে পারে; কিন্তু তখন সন্ধিস্থল শিথিল হয় না, সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতাই বক্রিমার সহায়তা করে।

কিন্তু কূর্মাকৃতি এবং দীর্ঘাকৃতির ব্যাপারে সন্ধিস্থলের শিথিলতা অপরিহার্য। কূর্মাকৃতিতেও সন্ধিস্থল শিথিল হইয়া যায়; নচেৎ হস্ত-পদাদি দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। দীর্ঘাকৃতিতেও সন্ধিস্থল শিথিল না হইলে সন্ধিস্থল বিতস্তিপরিমাণ ফাঁক হইয়া যাইতে পারে না, "চামও নড়বড়" করিতে পারে না। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূতে দিব্যোন্মাদে শ্রীরাধার কূর্মাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি ধারণের কথাই যদি বলিতেন, তাহা হইলে তিনি অবয়বের স্থিতির অন্য ভাবের কথা না বলিয়া সন্ধিস্থলের শিথিলতার কথাই বলিতেন। কেননা, সন্ধিস্থলের শিথিলতাব্যতীত কূর্মাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি সম্ভব নহে; কিন্তু শিথিলতা ব্যতীতও অবয়বের স্থিতির ব্যতিক্রম হইতে পারে। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্যই বোধ হয় গোপালচম্পূর টীকাকার প্রভুপাদ বীরচন্দ্রগোস্বামী "অবয়বস্থিত্যন্যভাবাশ্রয়াৎ"-পদের অর্থে লিখিয়াছেন—"অবয়বাদীনাং হস্তপদাদীনাং যা স্থিতিঃ, তস্যা অন্যভাবাশ্রয়াৎ, ঋজুবক্রতয়ো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈপরীত্যাৎ—হস্ত-পদাদি অবয়বের যাহা (স্বাভাবিকী) স্থিতি, তাহা অন্যভাব আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া, অর্থাৎ ঋজুতা ও বক্রতার বৈপরীত্য জন্মিয়াছে বলিয়া (হস্ত-পদের সন্ধিস্থলে বক্রতা, হস্তাঙ্গুলির মুষ্টিবদ্ধতাদিতে ঋজুতার পরিবর্তে বক্রতা এবং চরণের সন্ধিস্থলে বক্রতার পরিবর্তে ঋজুতা প্রকাশ পাইয়াছে)।" টীকাকার শ্রীরাধার কূর্মাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি ধারণের কথা বলেন নাই। কবিরাজগোস্বামীর অভিপ্রায়ও তদ্রূপ বলিয়া মনে হয়।

গোপালচম্পূর গ্রন্থকার শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ছিলেন কবিরাজগোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু; তিনি যে শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপালচম্পূর উল্লেখও করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থে কবিরাজগোস্বামী গোপালচম্পূ-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি গোপালচম্পূর বিশেষভাবে আলোচনাও করিয়াছেন। চম্পূর "অবয়বস্থিত্যন্যভাবাশ্রয়াৎ"-পদে দিব্যোন্মাদে শ্রীরাধার কূর্মাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি ধারণই যদি শ্রীজীবের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কবিরাজগোস্বামীও তাহার উল্লেখ করিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি বরং স্পষ্টকথাতেই বলিয়া গিয়াছেন—দিব্যোন্মাদে শ্রীরাধার দেহ কখনও কূর্মাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি হয় নাই। তাঁহার উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর কূর্মাকৃতি এবং দীর্ঘাকৃতি প্রাপ্তি-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"কাহাঁ নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার। সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥ হস্ত-পদের সন্ধি যত বিতস্তি-প্রমাণে। সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্ম্ম রহে স্থানে॥ হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥ চৈ. চ. ২।২।১০-১২॥ প্রভুর পড়ি আছে দীর্ঘ—হাত পাঁচ ছয়। অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥ একেক হস্তপদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত। অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তা'ত॥ হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থি-গ্রন্থি যত। একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥ চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা। দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥ মুখে লালা ফেন পড়ে উত্তান-নয়ান। দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥ * * এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার। যাহার শ্রবণে লোকের লাগে চমৎকার॥ **লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।** হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি॥ শাস্ত্রলোকাতীত যেই-যেই ভাব হয়। ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥ রঘুনাথদাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি। তার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৬০-৭৮॥"

দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর কূর্মাকৃতি-দীর্ঘাকৃতিরূপ অদ্ভুত বিকার লৌকিক জগতে কোথাও দৃষ্ট হয় না, তাহা সত্য। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূতে যদি শ্রীরাধার কূর্মাকৃতি-দীর্ঘাকৃতির কথা বলিতেন, তাহা হইলে কবিরাজগোস্বামী লিখিতেন না—"—ঐছে শাস্ত্রে নাহি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনি। হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি॥ শাস্ত্রলোকাতীত যেই-যেই ভাব হয়॥”; কেন না, শ্রীজীবপাদের উক্তি যে শাস্ত্রবহির্ভূত, তাহা কবিরাজগোস্বামী মনে করিতেন না।

যাহা হউক, এই আলোচনায় দেখা গেল—দিব্যোন্মাদে কূর্মাকৃতি-দীর্ঘাকৃতিরূপ প্রেম-বিকার শ্রীরাধার মধ্যে কখনও দৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর মধ্যে তাহা দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার হেতু কি? মহাপ্রভুর কূর্মাকৃতি-দীর্ঘাকৃতিরূপ বিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহার হেতু সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। এক্ষণে সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা করা হইতেছে।

(২) মহাপ্রভুর কূর্মাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর দেহের দীর্ঘাকৃতি এবং কূর্মাকৃতি, তাঁহার দেহের উপরে, চিত্তস্থিত রাধাভাবের এক অপূর্ব প্রভাবের পরিচায়ক। সমুদ্রে যখন প্রবল বন্যা উত্থিত হয়, তখন তাহা সমুদ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট নদ-নদীকেও উচ্ছ্বসিত করিয়া তীরভূমিকেও প্লাবিত করিয়া ধাবিত হইতে থাকে; গতিপথে যে সকল বিরাট বৃক্ষাদি তাহার গতিতে বাধা জন্মাইতে থাকে, তাহাদিগকেও ছিন্নমূল করিয়া স্রোতের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে থাকে। সেই বন্যা আবার যখন সমুদ্রাভিমুখী হয়, তখন উৎপাটিত বৃক্ষাদিকেও সমুদ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। প্রভুর হৃদয়স্থিত শ্রীরাধার প্রেমেরও যেন সেই অবস্থা। সেই প্রেমসমুদ্র প্রভুর হৃদয়ে আছে; আবার স্বীয়রসে প্রভুর দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকেও পরিষিক্ত করিয়া থাকে। এ-কথা রামানন্দরায়ের নিকটে প্রভুই বলিয়াছেন। “তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥” সমুদ্রের সহিত তৎসংশ্লিষ্ট নদ-নদীর ন্যায়, প্রভুর চিত্তস্থিত প্রেম-সমুদ্রের সহিতও তাঁহার সর্বাঙ্গে অবস্থিত প্রেমরস সংশ্লিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কোনও ব্যাপারের স্ফুরণে প্রভুর চিত্তস্থিত প্রেম-সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইয়া বন্যার আকার ধারণ করে, তখন তাহার প্রভাবে প্রভুর সর্বাঙ্গস্থিত প্রেমরসও উচ্ছ্বসিত হইয়া বন্যার সঙ্গে মিলিত হয়, বাহিরের দিকে ধাবিত হইতে থাকে; তাহারই গতিবেগে প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপ বৃক্ষাদির অস্থি-গ্রন্থিরূপ মূল যেন ছিন্ন হইয়া যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বন্যার গতিমুখে চালিত হইতে থাকে, শিথিলীকৃত চর্মের বন্ধনে মাত্র দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। তাহাতেই প্রভুর দেহ অদ্ভুতরূপে দীর্ঘাকৃতি ধারণ করে। কোনও কারণে প্রেমবন্যা যখন আবার হৃদয়ের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, অথবা হৃদয়স্থিত প্রেমসমুদ্র যখন দেহস্থিত প্রেমরসকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে—তখন তাহার গতিবেগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও ভিতরের দিকে ঢুকিতে থাকে। তখনই প্রভুর দেহ অদ্ভুত কূর্মাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে।

প্রভু স্বয়ংভগবান্, সর্বশক্তিমান্। কিন্তু রাধাপ্রেমের উদ্দাম প্রভাবকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য তাঁহারও নাই। প্রভুর দেহের উপরিভাগে, প্রভুর শ্যাম-দেহকে আবৃত করিয়া, যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষাকবচরূপেই আছে শ্রীরাধার গৌর দেহ। প্রভুর অস্থি-গ্রন্থির চর্মাবরণ যখন শিথিল বা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখন তত্তৎ-স্থানের শ্রীরাধার দেহও নিশ্চয়ই শিথিল বা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মাদন-ঘন-বিগ্রহা মাদনের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধাও কি স্বীয় প্রেমের প্রভাব সম্বরণ করিতে অসমর্থা ?

ব্রজলীলায় দিব্যোন্মাদের প্রভাবে শ্রীরাধার মধ্যে যে কূর্মাকৃতি-দীর্ঘাকৃতি প্রকাশ পায় নাই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, রাধাপ্রেমের যে প্রভাব-বৈচিত্রী কূর্মাকার-দীর্ঘাকার জন্মায়, সেই প্রভাব-বৈচিত্রী সম্বরণ করার সামর্থ্য শ্রীরাধার আছে। তথাপি তাঁহার প্রেমের প্রভাব কি অদ্ভুত, তাহা জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণের একটী অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীরাধা গৌরলীলায় তাঁহার সেই সামর্থ্যকে প্রকটিত করেন না—করিলে, প্রভুর দেহ দীর্ঘাকার বা কূর্মাকার ধারণ করিত না, প্রেমের এই অদ্ভুত প্রভাবও তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত। **অথবা,** ইহাও হইতে পারে, গৌরলীলায় শ্রীরাধার প্রেম যে অপূর্ব উদ্দামতা লাভ করিয়াছে, ব্রজলীলায় তদ্রূপ হয় না। যদি তাহাই হয়, তবে ইহার কারণ বোধ হয়—গৌর-লীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলিত বলবতী উৎকণ্ঠা ; শ্রীরাধার প্রেমমহিমার অনুভবের জন্য গৌর-কৃষ্ণের বলবতী উৎকণ্ঠা ; আর তাহা অনুভব করাইয়া প্রাণবল্লভের বাসনা-পূরণের জন্য শ্রীরাধার বলবতী উৎকণ্ঠা। এই উভয়ের সম্মিলিত উৎকণ্ঠার ফলে প্রভুর হৃদয়স্থিত প্রেম এমনই উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে যে, স্বয়ং শ্রীরাধাও তাহার প্রভাব সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে স্বীয় দেহের উপরে রাধাপ্রেমের এক অদ্ভুত অসম্বরণীয় প্রভাব অনুভব করিয়া প্রভু রাধাপ্রেম-মহিমার অপর এক বৈচিত্রীর উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন।

গ। শ্রীরাধার প্রেমমহিমার কথা শ্রবণে রাধাপ্রেম-মহিমার অনুভব

রায়রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের মহিমা প্রকাশ করাইয়াছেন এবং তাহা আস্বাদন করিয়া পরমানন্দও অনুভব করিয়াছেন। তিনি রায়রামানন্দকে বলিয়াছিলেন—"অপূর্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে। চৈ. চ. ২।৮।৭৬॥"

এ-স্থলে রায় রামানন্দের প্রসঙ্গটী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

রায়রামানন্দের প্রসঙ্গ

পূর্বাভাস

১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে নীলাচলে আসিয়া দোলযাত্রা দর্শন করিয়াছেন এবং ১৪৩২ শকে বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগেই দক্ষিণদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণদাস-নামক একজন ব্রাহ্মণ। চলিতে চলিতে প্রভু কিছুদিন পরে গোদাবরী-তীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক বনে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোদাবরীকে যমুনা এবং তত্তীরস্থিত বনকে বৃন্দাবন মনে করিয়া প্রভু প্রেমাবেশে কতক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন ; পরে গোদাবরী পার হইয়া অপর তীরে এক স্নানের ঘাটে আসিয়া স্নান করিলেন। স্নানের পরে ঘাট ত্যাগ করিয়া কিছুদূরে গোদাবরীতীরে জল-সন্নিধানে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে রায়রামানন্দ সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন। রামানন্দরায় ছিলেন উড়িষ্যার তৎকালীন স্বাধীন নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী-নামক প্রদেশের শাসনকর্তা—মহাপণ্ডিত, পরম ভাগবত, পরম-রসবেত্তা। রাজা প্রতাপরুদ্রের মর্যাদা যাহাতে রক্ষিত হইতে পারে, সেই ভাবেই তিনি স্নানের ঘাটে আসিয়াছেন—দোলায় চড়িয়া, বহু বাদক সঙ্গে করিয়া। তাঁহার সঙ্গে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন। তিনি বিধিমত স্নান-তর্পণ করিলেন।

নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশে যাত্রার প্রাক্কালে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে প্রভু রায়রামানন্দের পাণ্ডিত্য এবং পরম-ভাগবতত্বের কথা শুনিয়াছিলেন। ঘাটে রামানন্দকে দেখিয়া প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ইনিই রায়রামানন্দ ; তাঁহার সহিত মিলনের জন্য প্রভু উৎকণ্ঠিত হইলেও ধৈর্যধারণ করিয়া জল-সন্নিকটেই বসিয়া রহিলেন।

রামানন্দরায় স্নানের ঘাট হইতে এই অপূর্ব সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। "সূর্য্যশত সমকান্তি—অরুণবসন। সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমললোচন॥ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল চমৎকার। আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥ চৈ. চ. ২।৮।১৬-১৭॥" তখন—"উঠি প্রভু কহে—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥ তথাপি পুছিল 'তুমি রায়রামানন্দ'? তেহোঁ কহে—সেই হও দাস শূদ্রমন্দ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৮-১৯॥" প্রভু তখন তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েই প্রেমাবেশে অচেতন হইলেন, উভয়ের দেহেই সাত্ত্বিক ভাবসমূহ প্রকটিত হইল। প্রেমভরে প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন, রামানন্দও খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া—"ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার। বৈদিক ব্রাহ্মণসব করেন বিচার—॥ এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম। শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥ এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর। সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইলা অস্থির॥ চৈ. চ. ২।৮।২৩-২৫॥" উভয়ে একটু স্থির হইয়া সেই স্থানেই বসিলেন। রামানন্দ তখন স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কাহাঁ তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাহাঁ মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥ মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়। মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয়॥[১] তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম্ম॥ আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন। পরম দয়ালু

(১) সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ীর ও শূদ্রের দর্শন-স্পর্শন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি পতিত-পাবন॥ * * আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন। তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন॥ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম শুনি সভার বদনে। সভার অঙ্গ পুলকিত—অশ্রু নয়নে॥ আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ। জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥ চৈ. চ. ২।৮।৩৩-৪০॥"

রামানন্দের কথা শুনিয়া,—"প্রভু কহে—তুমি মহাভাগবতোত্তম। তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন॥ আনের কা কথা—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী॥ আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥ —চৈ. চ. ২।৮।৪১-৪২॥" ভক্তবৎসল প্রভু রামানন্দের মহিমা ব্যক্ত করিলেন এবং আত্মগোপন-তৎপর প্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পোষাক দেখাইয়া আত্মগোপনের চেষ্টাও করিলেন।

যাহাহউক, এমন সময়, এক বৈষ্ণব বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুর নিমন্ত্রণ করিলেন; তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া প্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। তখন ঈষৎ হাস্যসহকারে প্রভু রায়-রামানন্দকে বলিলেন—"তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন। পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥ রায় কহে—আইলা যদি পামর শোধিতে। দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে॥ দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জন। তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥ চৈ. চ. ২।৮।৪৭-৪৯॥"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামানন্দ নিজের গৃহে গেলেন, প্রভুও সেই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া ভিক্ষা করিলেন। প্রভু ও রামানন্দ-উভয়েই উভয়ের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত। সন্ধ্যাকালে প্রভু স্নানকৃত্য করিয়া সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রায়রামানন্দ একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং নিভৃতস্থানে বসিয়া রামানন্দের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন।

সাধ্য-তত্ত্ব

"প্রভু কহে—পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। চৈ. চ. ২।৮।৫৪॥" প্রভু বলিলেন—"রামানন্দ! জীবের বাস্তব সাধ্যবস্তু কি, তাহা বল এবং তুমি যাহা বলিবে, তাহার সমর্থক শ্লোক—শাস্ত্রপ্রমাণও—বলিবে।" শাস্ত্রবহির্ভূত কোনও কথা শুনিবার অভিপ্রায় প্রভুর নাই, প্রভু তাহাই রায়রামানন্দকে জানাইলেন।

জগতের লোক ভিন্নরুচি, ভিন্নপ্রকৃতি। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে সাধ্য (পরমকাম্য) বস্তু বলিয়া মনে করেন এবং যিনি যাহাকে স্বীয় সাধ্যবস্তু বলিয়া মনে করেন, তৎপ্রাপ্তির অনুকূল সাধন-পন্থারই তিনি অনুসরণ করেন। এইরূপে জগতের লোকের ধারণায় সাধ্যবস্তুও ভিন্ন ভিন্ন, তাহার সাধনও ভিন্ন ভিন্ন। কোন্ সাধ্যবস্তুর গুরুত্ব কিরূপ, তাহার সাধনই বা কিরূপ, তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে রায়রামানন্দ জগতে প্রচলিত প্রায় সমস্ত সাধ্যবস্তুর এবং সমস্ত সাধনের কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার উক্তির সমর্থনে শাস্ত্রবাক্যও বলিতে লাগিলেন। তিনি সর্বপ্রথমে বর্ণাশ্রম-ধর্মের কথাই বলিলেন। (নিম্নের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

(১) বর্ণাশ্রম-ধর্ম বা স্বধর্ম

প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে—"রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৪॥" এবং তাহার সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন—"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥ ৩।৮।৯॥—পরম পুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত বিষ্ণু-প্রীতিসাধনের অন্য উপায় নাই।"

রামানন্দরায়ের কথা শুনিয়া—"প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৫॥"—রামানন্দ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অত্যন্ত বাহিরের কথা; ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।

কিন্তু প্রভু বর্ণাশ্রমধর্মকে (সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্মে প্রাপ্য বস্তুকে) বাহ্য বলিলেন কেন?

জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তব-সাধ্য

আলোচনাকে একটু সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এবং আলোচনার অনুসরণকে একটু সুগম করার উদ্দেশ্যে এ-স্থলে পরের কথাকে পূর্বে বলা হইতেছে। সেই পরের কথাটী হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তব-সাধ্য।

জীবের বাস্তবসাধ্য কি, ইহাই ছিল মহাপ্রভুর জিজ্ঞাস্য। বর্ণাশ্রমধর্ম (স্বধর্ম)-রূপ সাধনের সাধ্যবস্তুকে প্রভু "বাহ্য" বলিয়াছেন। কিন্তু কেন?

রায়রামানন্দ বর্ণাশ্রমধর্ম (স্বধর্ম) হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক সাধ্য ও সাধনের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু যে-পর্যন্ত তিনি প্রেমভক্তির সূচনায় না আসিয়াছেন, সে-পর্যন্তই প্রভু বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য।" রামানন্দরায় যখন প্রেমভক্তির সূচনা করিয়াছেন, তখনই প্রভু বলিয়াছেন—"এহো হয়।" ইহাতেই বুঝা যায়, প্রেমভক্তিকেই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকেই) মহাপ্রভু জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তবসাধ্য মনে করিয়াছেন। যাহা প্রেমভক্তি নহে, তাহাকেই প্রভু "বাহ্য—জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তবসাধ্যের বাহিরের বস্তু" বলিয়াছেন এবং যে-সাধনে প্রেমভক্তি পাওয়া যায় না, তাহাকেও প্রভু "বাহ্য—প্রেমভক্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার পথের বাহিরের পথ, যাহা প্রেমভক্তিলাভের পথ নহে, তাহাকে বাহিরের পথ" বলিয়াছেন।[১]

১। প্রেমভক্তিই যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী সাধ্যবস্তু, তাহা রামানন্দরায় জানিতেন; তিনি নিজেও প্রেমভক্তির সাধনের আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন; তথাপি প্রভু যখন তাঁহাকে বলিলেন—"কহ রায় সাধ্যের নির্ণয়", তখন প্রথমেই তিনি প্রেমভক্তির কথা না বলিয়া বর্ণাশ্রমধর্মাদির কথা কেন বলিলেন এবং আমাদের এই আলোচনাতেও বর্ণাশ্রমধর্মাদির কথা কেন বলা হইতেছে, তাহার হেতু এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, রায়রামানন্দের মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের স্বরূপ কি এবং তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যই বা কি, তাহা স্মরণ করিলেই মহাপ্রভুর উক্তির রহস্য বুঝা যাইবে।

পূর্ববর্তী ১।১৭ ক(১) অনুচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণের সহায়তায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও অংশ (শক্তিরূপ অংশ) বলিয়া, এবং শক্তিমানের প্রীতিময়ী সেবাই শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য বলিয়া, অংশীর প্রীতিময়ী সেবাই অংশের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও অংশ জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যও হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবা। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সে-স্থলে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবস্বরূপের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ এবং জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়াই এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথাও বলিয়াছেন। ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রিয়রূপে সেবার তাৎপর্য হইতেছে,—ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা। এইরূপ সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তব-সাধ্যবস্তু। সে-স্থলে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এতাদৃশী কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার পূর্বে প্রয়োজন—তাদৃশী সেবার বাসনা, অর্থাৎ কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা। এতাদৃশী বাসনার নামই প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥ চৈ. চ. ১।৪।১৪৪॥" এই প্রেমই হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তবসাধ্য। প্রেম এবং প্রেমভক্তি একই বস্তু।

এজন্যই যাহা প্রেম বা প্রেমভক্তি নহে, তাহাকে মহাপ্রভু "বাহ্য" বলিয়াছেন এবং যাহা প্রেমভক্তিলাভের সাধন নহে, সেই সাধনকেও তিনি "বাহ্য" বলিয়াছেন। যেখানে প্রেম, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কার্যের জন্য প্রাণের টান থাকিবে। যেখানে প্রাণের টান নাই, অথচ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী কার্য আছে, সেখানেও বাস্তবিক কৃষ্ণসেবা হয় না, তাহা হয় অনেকটা যান্ত্রিকী সেবার ন্যায়—সুতরাং তাহাও বাস্তবসাধ্য লাভের অনুকূল নহে।

প্রিয়ের নিকটে নিজের জন্য কিছু চাওয়া হইতেছে প্রিয়ত্ব-বিরোধী। জীবের একমাত্র

রাধাপ্রেমের মহিমা খ্যাপিত করাইয়া তাহার আস্বাদনই ছিল প্রভুর অভিপ্রায়। রাধাপ্রেম হইতেছে প্রেমভক্তির চরমতম পরাকাষ্ঠা; সুতরাং রাধাপ্রেমের মহিমাও হইবে প্রেমভক্তি-মহিমার চরমতম পরাকাষ্ঠা। এজন্য রাধা-প্রেমের মহিমা প্রদর্শনের জন্য প্রেমভক্তির মহিমা-প্রদর্শনও আবশ্যক। আবার, প্রেমভক্তির মহিমার উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য স্বধর্মাদির স্বরূপ এবং মহিমা প্রদর্শনও অপরিহার্য। এজন্য রায়রামানন্দ লোকের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত স্বধর্মাদির কথাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, রাধাপ্রেম-মহিমার সর্বাতিশায়িত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রেমভক্তির ন্যায় স্বধর্মাদির মহিমা প্রদর্শনও অত্যাবশ্যক; এজন্য রায়রামানন্দ লোকের মধ্যে প্রচলিত স্বধর্মাদির আলোচনাও করিয়াছেন এবং আমাদের এই আলোচনাতেও সৎসমস্তের অবতারণা করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিজের জন্য কিছু চাওয়াও জীবের স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধের বিরোধী—সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধী-সাধ্যবস্তুরও বিরোধী। ভুক্তি অর্থাৎ ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কি পরকালের সর্গাদিলোকের সুখ ভোগ হইতেছে নিজের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের জন্য নহে; সুতরাং এতাদৃশী ভুক্তিবাসনাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তবসাধ্যের বিরোধী। সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও একরকমের মুক্তিও হইতেছে নিজের জন্য, মায়াবন্ধন হইতে এবং মায়াবন্ধনের দুঃখ হইতে নিজের আব্যাহতি লাভই হইতেছে মুক্তির লক্ষ্য। ইহা কেবল নিজের জন্য; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা থাকিতে পারে না। সুতরাং ইহাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের বিরোধী। যেখানে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের ভাবনা, সেখানে নিজের জন্য কোনও ভাবনারই—ভুক্তি-মুক্তি-লাভের ভাবনারও—স্থান নাই এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও কার্যে নিজের কোনওরূপ দুঃখের বা প্রত্যবায়ের আশঙ্কাও থাকিতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তবসাধ্যের প্রতিকূল। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবনাই হইতেছে স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের অনুকূল। [১।১৭ ক(১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো"-ইত্যাদি ১।১।২-শ্লোকের এবং তাহার শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার মর্ম প্রকাশ করিয়া কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ কৃষ্ণভক্তির বধিক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥ চৈ. চ. ১।১।৫০-৫২॥"

এ-স্থলে যে কথাগুলি বলা হইল, সেই কথাগুলি স্মরণে রাখিলেই রায়রামানন্দের নিকটে মহাপ্রভুর উক্তির তাৎপর্য বুঝা যাইবে।

স্বধর্মাচরণকে বাহ্য বলা হইল কেন?

মহাপ্রভু রামানন্দরায়-কথিত স্বধর্মাচরণকে "বাহ্য" বলিলেন কেন, এক্ষণে তাহা বিবেচিত হইতেছে।

বর্ণাশ্রমধর্ম বা স্বধর্মাচরণের অনুকূলে রায়রামানন্দ বিষ্ণুপুরাণের যে (৩।৮।৯)-শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পূর্ববর্তী ৩।৮।৬-৮ শ্লোক হইতে জানা যায়, বর্ণাশ্রমাচারনিষ্ঠ লোক বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ভৌম-মনোরথ (ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদির বাসনা) পূর্ণ হয়, পরকালে স্বর্গলোকাদি প্রাপ্তি হইতে পারে এবং উত্তম-নির্বাণমুক্তিও লাভ হইতে পারে। "ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্দ্য তথাস্পদম্। প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্॥ বি. পু. ৩।৮।৬॥" বিষ্ণুই সমস্ত কর্মের বর্ণাশ্রমধর্মেরও—ফলদাতা; এজন্য বর্ণাশ্রমধর্মের ফলপ্রাপ্তির জন্য বিষ্ণুর আরাধনের প্রয়োজন। বর্ণাশ্রমধর্মের আচরণের সহিত বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই বর্ণাশ্রমধর্মের ফলদানের উপযোগী সন্তোষ বিষ্ণু লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-স্থলে বিষ্ণুপুরাণে বর্ণাশ্রমধর্মাচরণের যে-সমস্ত ফলের কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই সাধকের নিজের জন্য; সুতরাং ইহা হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের বিরোধী—বাহিরের বস্তু। এজন্য প্রভু বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

(২) কৃষ্ণে কর্মার্পণ

ইহার পর "রায় কহে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৫॥" তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদ্‌ভগদ্‌গীতার একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর যাহা কিছু দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর।"

কিন্তু "প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৬॥"

প্রভু কৃষ্ণে কর্মার্পণকে "বাহ্য" বলিলেন কেন, গীতার উল্লিখিত শ্লোকের পরবর্তী শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়। "শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ॥ ৯।২৮॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, এইরূপ করিলে (অর্থাৎ আমাতে কর্মের অর্পণ করিলে) শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে।"

পূর্বকথিত স্বধর্মাচরণ হইতেছে সকাম; তাহাতে কর্মের ফল-প্রাপ্তির বাসনা আছে; সেই বাসনা আবার বন্ধন জন্মায়। কৃষ্ণে কর্মার্পণ করিলে সেই কর্ম হইবে নিষ্কাম কর্ম; এই কর্ম নিষ্কাম বা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য বলিয়া বন্ধন জন্মাইবে না। এইরূপে জানা গেল—কর্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই কর্ম বা কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা হয়। এ-স্থলে নিজের জন্য ভাবনা আছে, নিজে কর্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই কৃষ্ণে কর্মার্পণ করা হয়। সুতরাং ইহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের বিরোধী। এজন্য প্রভু বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য—রামানন্দ! তুমি যাহা বলিলে, ইহাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য হইতে বাহিরের বস্তু।" সুতরাং কৃষ্ণে কর্মার্পণরূপ যে সাধন, তাহাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ হইতে বাহিরের পথ।

(৩) স্বধর্মত্যাগ

ইহার পরে "রায় কহে—স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৬॥" স্বধর্মত্যাগ হইতেছে বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগ। রামানন্দরায় তাঁহার উক্তির সমর্থনে একটী শ্রীমদ্‌ভাগবতের এবং একটী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ভা. ১১।১১।৩২॥—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! (বেদাদি-শাস্ত্রে) যে-সমস্ত স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, সে-সমস্ত আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও, তাহাদের দোষ এবং গুণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া যিনি সে-সমস্ত সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম।" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ গীতা॥ ১৮।৬৬॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—হে অর্জুন! সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব; তুমি কোনওরূপ শোক করিও না।"

প্রভু সকাম স্বধর্মাচরণকেও বাহ্য বলিলেন এবং নিষ্কাম স্বধর্মাচরণকেও (কৃষ্ণে কর্মার্পণকেও) বাহ্য বলিলেন। তখন রামানন্দরায় সকাম-নিষ্কাম—সর্ববিধ স্বধর্মত্যাগের কথা বলিলেন এবং স্বীয় উক্তির সমর্থনে গীতা-ভাগবতের প্রামাণও দিলেন। তথাপি কিন্তু—"প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৭॥" কিন্তু স্বধর্মত্যাগকে প্রভু "বাহ্য" বলিলেন কেন?

রায়রামানন্দের উল্লিখিত প্রমাণ-শ্লোকদ্বয়-সম্বন্ধেই প্রথমে একটু আলোচনা করা যাউক। "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি"-শ্রীভাগবত-শ্লোকে "মাং ভজেৎ"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে—ইহা হইতেছে এই শ্লোকোক্ত সাধনপ্রণালী। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই সাধন-প্রণালীকে কেবলাভক্তির প্রবর্তক সাধকের সাধনাঙ্গ বলিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং দীপিকাদীপন-টীকাকার ইহাকে অমিশ্রাভক্তি-মার্গের মধ্যম সাধকের সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং ইহা শুদ্ধাভক্তিমার্গের—যে ভক্তিমার্গের অনুসরণে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা পাওয়া যায়, সেই শুদ্ধাভক্তিমার্গেরই—একটী অবস্থা। এই সাধনে ভাগ্যবশতঃ জীবের বাস্তব সাধ্যবস্তু পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে মনে হইতে পারে, এই সাধনের লক্ষ্য বাহিরের বস্তু নহে—সুতরাং তাহার সাধনও বাহিরের বস্তু নহে। কিরূপে এই সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, "আজ্ঞায়ৈবং"-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে, সুতরাং ইহাও বাহিরের বস্তু নহে।

আর, গীতাশ্লোক-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"-বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-ইত্যাদি বাক্যটী বলিয়াছেন। "মন্মনা ভব"-ইত্যাদি বাক্যে প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার কথাই বলা হইয়াছে—ইহাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী সাধ্যবস্তু; সুতরাং ইহা বাহিরের বস্তু নহে। আর, "মন্মনা ভব"-ইত্যাদি বাক্যে সেই স্বরূপানুবন্ধী সাধ্যবস্তু-লাভের সাধনের কথাও বলা হইয়াছে; এই সাধনও বাহিরের বস্তু নহে। কিরূপে এই সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাও বাহিরের বস্তু হইতে পারে না।

তথাপি প্রভু প্রমাণ-শ্লোকদ্বয়ে কথিত স্বধর্মত্যাগকে "বাহ্য" বলিলেন কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণ-শ্লোকদ্বয়ে উপদিষ্ট সাধ্যও যখন "বাহ্য" নহে, সাধনও যখন "বাহ্য" নহে, তখন ইহাই মনে হয় যে, যে-জাতীয় সাধকদের লক্ষ্য করিয়া উক্ত শ্লোকদ্বয় কথিত হইয়াছে, সেই জাতীয় সাধকদের মনোবৃত্তিতে এমন কিছু আছে, যাহা সাধনকে "বাহ্য" করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে সাধ্যও "বাহ্য" হইয়া পড়ে। কিন্তু কি সেই মনোবৃত্তি? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, স্বধর্মত্যাগসম্বন্ধে কোনওরূপ অধিকার-বিচারের কথা শাস্ত্রে আছে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে।

স্বধর্মত্যাগের অধিকার

বর্ণাশ্রমধর্ম বেদানুগত সমাজের ভিত্তি হইলেও ইহার লক্ষ্য জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের অনুকূল নহে বলিয়া শুদ্ধাভক্তিমার্গে বর্ণাশ্রমধর্ম বা স্বধর্মত্যাগের বিধি আছে। মৈত্রেয়ী-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রমাচারযুতা বিমূঢ়াঃ কর্ম্মানুসারেণ ফলং লভন্তে। বর্ণাদিধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি॥ বর্ণাশ্রমং সাবয়বং স্বরূপমাদ্যন্তযুক্তং হ্যতিকৃচ্ছ্রমাত্রম্। পুত্রাদি-দোহেস্বভিমানশূন্যং ভূত্বা বসেৎ সৌখ্যতমে হ্যনন্ত ইতি॥ ১।১৩-১৪॥" এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই—"যাঁহারা বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত, অর্থাৎ যাঁহারা বর্ণাশ্রমাচারেই নিষ্ঠাবান্, বর্ণাশ্রমাচার-ব্যতীত এবং বর্ণাশ্রমাচারের ফল ব্যতীত অন্য কোনও দিকেই যাঁহাদের মন যায় না, তাঁহারা বিমূঢ়—বিশেষভাবে মূঢ়, নিজেদের বাস্তব-হিতাহিত-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। কর্মানুসারেই তাঁহারা ফল প্রাপ্ত হয়েন। সাবয়ব বর্ণাশ্রমধর্মের স্বরূপই হইতেছে আদ্যন্তযুক্ত—অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়, তাহার আদিও আছে, অন্তও আছে; তাহা নিত্য নহে। আবার বর্ণাশ্রমধর্ম কৃচ্ছ্রমাত্র—কষ্টময়। যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই স্বানন্দতৃপ্ত হইতে পারেন। পুত্রাদি-দেহে অভিমানশূন্য হইয়া (অর্থাৎ এই পুত্র আমার, আমি এই পুত্রের পিতা, এই বিত্ত আমার, ইত্যাদি অভিমানশূন্য হইয়া) সৌখ্যতম অনন্তে (সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ আদি-অন্তহীন পরব্রহ্মে) বাস করিবে (মনকে সর্বদা আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে।" এ-স্থলে, বর্ণাশ্রমধর্ম-ত্যাগের পরে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে মনোনিবেশের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, যাঁহারা আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ, তাঁহাদের পক্ষেই বর্ণাশ্রমধর্ম-ত্যাগ বিধেয়, বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহারাই স্বানন্দতৃপ্ত হইতে পারেন; আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে মনো-নিবেশ কষ্টকরও নহে, বরং আনন্দদায়ক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী[1] এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত[2] আর॥ এ-সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥ চৈ. চ. ২।২২।৪৯-৫০॥" এই উক্তির মর্ম পূর্বোল্লিখিত মৈত্রেয়ী-শ্রুতির অনুরূপই।

(১) স্ত্রীসঙ্গী—স্ত্রীলোকে আসক্ত। (২) কৃষ্ণাভক্ত—কৃষ্ণের অভক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বোল্লিখিত "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্"-ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকের তাৎপর্যও উল্লিখিতরূপই।

কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগের উল্লিখিতরূপ বিধান থাকিলেও সকলের জন্য এই বিধান নহে; কেননা, শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম-ত্যাগ সম্বন্ধে অধিকার-বিচার দৃষ্ট হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম-ত্যাগে কাহার অধিকার আছে, বর্ণাশ্রমধর্মেরও উপদেষ্টা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। —"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ভা. ১১।২০।৯॥—উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যে পর্যন্ত নির্বেদ-অবস্থা না জন্মে, কিম্বা যে পর্যন্ত আমার কথা (ভগবৎ-কথা) শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্যন্ত (বর্ণাশ্রমধর্মবিহিত) কর্মসমূহ করিবে।"

এই শ্লোকে দুই রকম লোকের স্বধর্মত্যাগের অধিকারের কথা বলা হইয়াছে—এক, যাঁহার নির্বেদ জন্মিয়াছে, তিনি স্বধর্মত্যাগে অধিকারী; অপর, যাঁহার সম্পূর্ণ নির্বেদ জন্মে নাই, কিন্তু যাঁহার ভগবৎ-কথা-শ্রবণকীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনিও স্বধর্মত্যাগে অধিকারী।

নির্বেদ হইতেছে বৈরাগ্য—দেহ-দৈহিক বস্তুতে বিরক্তি—অরুচি, দেহভোগ্য বস্তুর—ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, কি পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ-সম্বন্ধে বিরক্তি। ইহাই পূর্বোল্লিখিত মৈত্রেয়ীশ্রুতিকথিত "পুত্রাদিদেহে অভিমান শূন্যতা"। এইরূপ নির্বেদ যাঁহাদের জন্মে, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন, "নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগঃ * * সিদ্ধিদঃ॥ ভা. ১১।২০।৭-৮॥—নির্বিণ্ণদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগই সিদ্ধিপ্রদ।" নির্ব্বিণ্ণানাম্-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"দুঃখবুদ্ধ্যা তৎফলেষু বিরক্তানাম্॥ অতএব তৎসাধনভূত-কর্মন্যাসিনাং জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদঃ। —দুঃখবুদ্ধিতে স্বধর্মের ফলে যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব সেই ফলের সাধনভূত কর্ম যাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগই সিদ্ধিপ্রদ।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ঐহিক-পারলৌকিক-বিষয়-প্রতিষ্ঠাসুখেষু বিরক্তচিত্তানাং অতএব তৎসাধনলৌকিক-বৈদিককর্মন্যাসিনাং * * জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদঃ।—ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয়-প্রতিষ্ঠাসুখসম্বন্ধে যাঁহারা বিরক্তচিত্ত এবং সেজন্য যাঁহারা সেই বিষয়-প্রতিষ্ঠাসুখের সাধন লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ।" জ্ঞানযোগ হইতেছে নির্বেদপ্রাপ্ত লোকদের চিত্তবৃত্তির অনুকূল; সুতরাং স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহারা জ্ঞানযোগের অনুসরণ করেন এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিতে পারেন। নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যকামীদের সাধনপন্থাকেই জ্ঞানযোগ বলে। তাঁহারাও মৈত্রেয়ীশ্রুতির উপদেশেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন—"পুত্রাদি-দেহেষ্বভিমানশূন্যং ভূত্বা বসেৎ সৌখ্যতমে হ্যনন্ত ইতি।" নির্বিশেষ ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ এবং অনন্ত।

আর, ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছেন, "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ভা. ১১।২০।৮॥ —কোনও সৌভাগ্যে আমার কথাদিতে (ভগবৎ-কথাদিতে) যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যিনি নির্ব্বিণ্ণও নহেন, অথচ (দেহ-দৈহিক বস্তুতে) যিনি অত্যন্ত আসক্তও নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ।"

শ্লোকস্থ "যদৃচ্ছয়া"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমভাগ্যোদয়েন—কোনও পরম ভাগ্যের উদয়ে।" আর শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গেন সৎসঙ্গেন মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধ ইতি।—কোনও ভাগ্যে মহতের সঙ্গবশতঃ ভগবৎ-কথাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।"

এই শ্লোকে যে শ্রদ্ধার কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার লক্ষণসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা-শব্দে কহিয়ে বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥ চৈ. চ. ২।২২।৩৭॥" মহৎসঙ্গ বা মহৎকৃপাব্যতীত এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ভা. ৩।২৫।২৫॥" "তাবৎ-কর্মাণি কুর্ব্বীত"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"শ্রদ্ধা চেয়মাত্যন্তিক্যেব জ্ঞেয়া, সা চ ভগবৎকথা-শ্রবণাদিভিরেব কৃতার্থীভবিষ্যামীতি, ন তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদিভিরিতি দৃঢ়েবাস্তিক্যলক্ষণৈব, তাদৃশশুদ্ধভক্তসঙ্গোদ্ভূতৈব জ্ঞেয়া।—এই শ্রদ্ধা হইতেছে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। 'ভগবৎকথাশ্রবণাদিদ্বারাই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব, কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা নহে' এইরূপ যে আস্তিক্যলক্ষণা শ্রদ্ধা, তাহাই হইতেছে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। তাদৃশ শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতেই এইরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে।"

এই প্রসঙ্গে চক্রবর্তিপাদ আরও লিখিয়াছেন—"আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা শ্রদ্ধা বা যাবদিতি শ্রদ্ধাতঃ পূর্ব্বমেব কর্ম্মাধিকারঃ, শ্রদ্ধায়াং জাতায়ান্তু জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ইতি মদুক্তের্ভক্তাবেব কেবলায়ামধিকারো ন কর্ম্মণীতি।—'আকস্মিক-মহৎকৃপাজাত শ্রদ্ধা যে পর্যন্ত না জন্মে'—ইহা হইতে বুঝা যায়—এইরূপ শ্রদ্ধার পূর্বপর্যন্তই কর্মে অধিকার; শ্রদ্ধা জন্মিলে 'জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্'-এই ভগবদুক্তি অনুসারে কেবলাভক্তিতেই অধিকার জন্মে, কর্মে আর অধিকার থাকে না।" কেননা, তখন চিত্তবৃত্তি কর্মানুষ্ঠানের অনুকূল থাকে না।

শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন—"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ১।৫।১৭॥—শ্রীনারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন, স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক যিনি হরি-পাদপদ্ম ভজন করেন, তাঁহার যদি অপক্কদশাতেই (ভজনারম্ভেই), কিম্বা যে কোনও অবস্থাতেই পতন (ভজন-পথ হইতে চ্যুতি, বা মৃত্যু) হয়, তাহা হইলে কি তাঁহার কোনও অকল্যাণ হয়?—হয় না। আর, হরিচরণারবিন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন-ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থলাভ করিয়াছে ? কেহই না।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—এই শ্লোকের "ত্যক্ত্বা"-শব্দের "ক্ত্বা"-প্রত্যয়ের দ্বারা ভজনারম্ভ-দশাতেই স্বধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে ; স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যিনি ভজন করেন, তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না। "ক্ত্বা-প্রত্যয়েন ভজনারম্ভ-দশায়ামপি কর্মানুবৃত্তির্নিষিদ্ধা, স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা যো ভজন্ স্যাদমুষ্যাভদ্রং তাবন্ন ভবেদেব।" যদি অপক্ক (ভগবৎ-প্রাপ্তির অযোগ্য) অবস্থাতেও তাঁহার মৃত্যু হয়, অথবা যদি অন্য কোনও বস্তুতে আসক্তিবশতঃ (যেমন ভরত-মহারাজ হরিণশিশুতে আসক্ত হইয়াছিলেন), বা দুরাচারতাবশতঃ ভক্তিপথ হইতে তিনি ভ্রষ্ট হয়েন, তথাপিও স্বধর্ম-ত্যাগবশতঃ কোনও অমঙ্গল তাঁহার হইবে না। "যদি পুনঃ অপক্বো ভগবৎ-প্রাপ্ত্যযোগ্যো ম্রিয়েত জীবদেব বা কথঞ্চিদন্যাসক্তস্ততো ভজনাৎ দুরাচারতয়া বা পতেৎ, তদপি কর্ম্মত্যাগনিমিত্তমভদ্রং নো ভবেদেব।" কেন অমঙ্গল হইবে না, তাহার হেতুরূপে চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"ভক্তিবাসনায়াস্ত্বনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ তদাপি সত্বাৎ কর্ম্মানধিকারাদিত্যাহ।—স্বরূপতঃই ভক্তিবাসনার উচ্ছিত্তি (বিনাশ) নাই ; পতিত বা মৃত অবস্থাতেও তাহা সূক্ষ্মরূপে বর্তমান থাকে।" উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীব-গোস্বামিপাদও তাহাই বলিয়াছেন—"ভক্তিবাসনায়া স্তু বিচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ—ভক্তিবাসনার ধর্ম্মই এই যে, ইহার বিচ্ছিত্তি (বিনাশ) নাই।" এজন্য গীতাতে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" ভক্তিবাসনা হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ; স্বরূপ-শক্তি নিত্য অবিনাশী বস্তু। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৫।২২৫-শ্লোকের বিস্তৃত টীকার একাংশে ভক্ত-(অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকারীর) সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও লিখিয়াছেন যে, কর্ম-পরিত্যাগাদি দ্বারা কোনও দোষই হয় না। "যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি—'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণামিত্যাদিবচনৈঃ (ভা. ১১।৫।৪১)', তথা কর্ম্মপরিত্যাগাদিনাপি ন কশ্চিদ্দোষো ঘটতে ইতি 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি (ভা. ১১।২০।৯)', 'যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানিত্যাদির্বচনৈশ্চ (ভা. ৪।২৯।৪০)' ব্যক্তং বোধিতমেবাস্তি॥"

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—যাঁহাদের নির্বেদ-অবস্থা জন্মিয়াছে, অথবা ভগবৎ-কথার শ্রবণ-কীর্তনাদিতে যাঁহাদের মহৎকৃপাজাতা আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কেবলমাত্র তাঁহারাই স্বধর্মত্যাগের অধিকারী। যাঁহাদের এই দুইটী অবস্থার কোনও অবস্থাই জন্মে নাই, স্বধর্মত্যাগে বা কর্মত্যাগে তাঁহাদের অধিকার নাই। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত"-বাক্যে তাঁহাদের প্রতি কর্ম বা স্বধর্মাচরণ করার কর্তব্যতাই কথিত হইয়াছে।

স্বধর্মত্যাগে অনধিকারী

যাঁহাদের নির্বেদ বা ভগবৎ-কথার শ্রবণাদিতে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহারা অবশ্যই সকাম—ইহকালের বা পরকালের সুখের বাসনা তাঁহাদের চিত্তে বলবতী। শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের জন্য কর্মযোগের উপদেশই দিয়াছেন। "কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্। * * সিদ্ধিদঃ॥ ভা. ১১।২০।৭-৮ ॥" পরমার্থ-বিষয়ে স্বধর্মের বা কর্মযোগের অসার্থকতা-সত্ত্বেও তাঁহাদের জন্য কর্মযোগের উপদেশ করার হেতু এই যে, বেদবিহিত কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহারা বেদের আনুগত্যেই থাকিবেন, বেদের আনুগত্যে থাকিয়াই দেহভোগ্য বস্তু লাভের চেষ্টা করিবেন। নির্বিণ্ণ বা শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি কর্ম বা স্বধর্মত্যাগ করিয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের চিত্ত সাধন-ভজনের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সকাম, তাঁহাদের চিত্ত কেবল দেহ-সুখের দিকেই ধাবিত হয়, পরমার্থ-সম্বন্ধীয় সাধন-ভজনের দিকে ধাবিত হয় না। তাঁহারা যদি স্বধর্মত্যাগদ্বারা বেদের আনুগত্য ত্যাগ করেন, তাহা হইলে ভোগ-বাসনার তাড়নায় তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়া যাইবেন, ক্রমশঃ তাঁহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন। বেদের আশ্রয়ে থাকিলে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনাও থাকে ; কোনও ভাগ্যে বেদের প্রতি শ্রদ্ধাও জন্মিতে পারে এবং বেদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে স্বধর্মাচরণ অপেক্ষা উৎকর্ষময় কোনও বস্তুর জিজ্ঞাসাও জাগিতে পারে। আবার তাঁহাদের স্বধর্মে অবস্থিতির উপকারিতা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—"স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥ অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধ-মাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ ভা. ১১।২০।১০-১১ ॥—হে উদ্ধব! স্বধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি স্বধর্ম্মবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করেন, তাহা হইলে স্বর্গে ও নরকে গমন করেন না (নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন না বলিয়া নরক-গমন হয় না, ফলকামনা থাকে না বলিয়া স্বর্গলাভও হয় না।—স্বামিপাদ)। যদৃচ্ছায় (পূর্ববৎ ভক্তসঙ্গজাত বা ভক্তকৃপাজাত সৌভাগ্যবশতঃ) নিষিদ্ধকর্মত্যাগহেতু পাপহীন এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়াও যদৃচ্ছায় (পূর্ববৎ ভক্তসঙ্গজাত, বা ভক্তকৃপাজাত সৌভাগ্যের ফলে) বিশুদ্ধজ্ঞান (জ্ঞানমার্গের সাধকের কৃপায় বিশুদ্ধজ্ঞান) লাভ করিতে পারেন, অথবা (ভক্ত কৃপায়) আমাবিষয়ে (ভগবদ্বিষয়ে) ভক্তিও লাভ করিতে পারেন।"

তাৎপর্য হইতেছে এই যে—স্বধর্মাচরণ করিতে করিতে যদি কোনও ভাগ্যে নিষ্কাম-কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে মহৎকৃপার ফলে পারমার্থিক সাধন-ভজনে প্রবেশ করার সৌভাগ্য জন্মিতে পারে। এই সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সকাম লোকদিগকে কর্ম বা স্বধর্মাচরণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, কাহারা স্বধর্মত্যাগে অধিকারী এবং কাহারা অনধিকারী, এই আলোচনা হইতে তাহা জানা গেল।

স্বধর্মত্যাগকে বাহ্য বলা হইল কেন ?

অধিকারিবিশেষের পক্ষে কর্মত্যাগের (স্বধর্মত্যাগের) বিধি থাকা সত্ত্বেও সাধকের যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া রায়রামানন্দ-কথিত স্বধর্মত্যাগকে মহাপ্রভু বাহ্য বলিয়াছেন, প্রমাণ-শ্লোকদ্বয়ে সেই মনোবৃত্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত"-শ্লোকের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে যাঁহার আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনিই কর্মত্যাগের অধিকারী। কিন্তু "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি" শ্রীভাগবত-প্রমাণ-শ্লোকে যে কর্মত্যাগের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে এতাদৃশী আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা আছে বলিয়া মনে হয় না। পতিতে আত্যন্তিক-প্রেমবতী নারী যেমন অন্য পুরুষের সহিত তাঁহার স্বামীর দোষগুণ বিচার করিতে যায়েন না, তাদৃশ বিচারের কথাও যেমন তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় না, পরন্তু স্বীয় প্রেমের দৃঢ়তাবশতঃ কেবলমাত্র পতির গুণমুগ্ধ হইয়াই পতি-সেবাদ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করিতে সর্বদা চেষ্টা করেন, তদ্রূপ ভগবৎ-কথার শ্রবণাদিরূপ অনন্যভক্তিতে যাঁহার আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা আছে, তিনিও বর্ণাশ্রমধর্ম-বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মাদির সহিত শ্রবণ-কীর্তনাদির দোষগুণ বিচার করিতে যায়েন না, তদ্রূপ বিচারের কথাও তাঁহার চিত্তে উদিত হয় না, শ্রবণকীর্তনাদিদ্বারাই নিজেকে কৃতার্থ করার চেষ্টাতেই তিনি সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন। অন্য পুরুষের দোষগুণের সহিত স্বীয় পতির দোষগুণ বিচার করিয়া যে নারী পতি-সেবার কর্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে যায়েন, পতির প্রতি তাঁহার প্রীতিকে আত্যন্তিকী প্রীতি বলা যায় না। তদ্রূপ, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্মাদির দোষগুণের সহিত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনাঙ্গের বিচার করিতে যাইবেন, শ্রবণ-কীর্তনাদিতে তাঁহার শ্রদ্ধা থাকিলেও সেই শ্রদ্ধাকে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা বলা যায় না। সুতরাং "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি" শ্রীভাগবত-শ্লোকে যাঁহাদের কর্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, কর্মত্যাগে তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকাকার শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"অত্র স্বধর্ম্মত্যাগবিধৌ নির্ব্বেদ-তৎকথাশ্রবণাদৌ প্রবৃত্ত্যভাবাদনধিকারিণঃ স্বধর্ম্মত্যাগেন নশ্যেয়ুরিতি বাহ্যম্।—'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত'-ইত্যাদি বাক্যে কর্মত্যাগের অধিকার-নিরূপণে নির্বেদ ও ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, 'আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি'-শ্লোকের প্রমাণমূলক স্বধর্মত্যাগে ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে তাদৃশী প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অনধিকারীর পক্ষে স্বধর্মত্যাগে অমঙ্গলের আশঙ্কাবশতঃই রামানন্দ-কথিত স্বধর্মত্যাগকে বাহ্য বলা হইয়াছে।" "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত"-শ্লোকের কর্মত্যাগের মূলে রহিয়াছে ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি; আর, "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি"-শ্লোকের স্বধর্মত্যাগের মূলে রহিয়াছে শাস্ত্রবিহিত কর্মের দোষগুণের বিচার। পার্থক্য অনেক। একটীতে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা, প্রাণের টান; অপরটীতে বিচারজনিত কর্তব্যবুদ্ধি। বিচার করিয়া দেখা যায়—"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে রৌরবে পড়ি মজে॥ চৈ. চ. ২।২২।১৯॥ শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি॥" সুতরাং স্বধর্ম-পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনই কর্তব্য। এইরূপ কর্তব্যবুদ্ধির ভজন হইতেছে বিধিমার্গের ভজন, যাহার ফলে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, কিন্তু জীবের স্বরূপানুবন্ধিবস্তু ব্রজের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না। "ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা॥ চৈ. চ. ১।৩।১৫॥ বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ চৈ. চ. ১।৩।১৩॥" এজন্য "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি"-শ্লোককথিত স্বধর্মত্যাগ হইয়া পড়ে বাহ্য।

অবশ্য কোনও পরমভাগবত শুদ্ধভক্তের সঙ্গ বা কৃপার ফলে বিধিমার্গের সাধনও শুদ্ধভক্তির সাধনে পরিণত হইতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়াই বোধ হয় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উল্লিখিত "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি"-শ্লোক-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কেবলায়া ভক্তেঃ প্রবর্ত্তকং সাধুং লক্ষয়তি আজ্ঞায়েতি।" এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মধ্যমমিশ্র-সাক্ষাদ্ভক্তিসাধকত্বমাহ।" কেহই ইহাকে শুদ্ধভক্তি বলেন নাই।

গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-ইত্যাদি শ্লোকেও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার প্রতিকূল একটা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা এই। এই শ্লোকের তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণাপন্ন হও। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য যদি তোমার কোনও-রূপ পাপ হইবে বলিয়া তোমার মনে আশঙ্কা হয়, তবে আমি ইহাও বলিতেছি—এই পাপের জন্য তুমি কোনওরূপ ভয় করিও না, সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" শ্লোকের শেষার্ধে শ্রীকৃষ্ণের এই অভয়বাণী শুনিয়া শ্রোতা হয়তো মনে করিতে পারেন—"হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ যদি সমস্ত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে পারি।" ইহাতেই বুঝা যায়, এইরূপ স্বধর্মত্যাগে "নিজের পাপ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য," নিজের দুঃখনিবৃত্তির জন্য, মনে একটা অভিপ্রায় আছে। এইরূপ মনোবৃত্তি জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের অনুকূল নহে।

এ-সমস্ত কারণেই রামানন্দ-কথিত স্বধর্মত্যাগ-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

(৪) জ্ঞানমিশ্রাভক্তি

ইহার পরে "রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৭॥"

তাঁহার উক্তির সমর্থনে রায়রামানন্দ একটী গীতা-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮।৫৪॥ —শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্টবস্তুর জন্য শোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন না, কোনও বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) পরাভক্তি লাভ করেন।"

জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ আছে—তৎপদার্থের জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের, বা ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান), ত্বংপদার্থের জ্ঞান (অর্থাৎ জীবস্বরূপের জ্ঞান; জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞানও ইহার অন্তর্ভুক্ত) এবং উভয়ের ঐক্যজ্ঞান (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান)। যাঁহারা নির্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্যকামী, তাঁহারাই চিন্ময়ত্বাংশে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান চিন্তা করেন। তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বা জ্ঞানমার্গের সাধক বলে।

রায়রামানন্দ "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি যে প্রমাণ-শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্লোকটী হইতেছে নির্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজীকামী জ্ঞানমার্গের সাধক-সম্বন্ধে। তাহাতে বুঝা যায়, রামানন্দরায় যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে জ্ঞানমার্গের সাধনের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি। ভক্তির (অর্থাৎ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানের) সাহচর্য ব্যতীত যে সাযুজ্যমুক্তিও পাওয়া যায় না, গীতাশ্লোকের উল্লেখপূর্বক তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৪।৪-অনু)। ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ভা. ১০।১৪।৪॥—হে বিভো! শ্রেয়োলাভের একমাত্র পন্থা যে ভক্তি, সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল-জ্ঞানলাভের জন্য (সাধনের) ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের সেই ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছু না। অন্তঃকণহীন স্থূল ধান্যাভাসের (তণ্ডুলহীন চিটাধানের) উপরে যাঁহারা প্রহার করেন, তাঁহাদের ন্যায় (প্রহারকালে তাঁহারা যে ক্লেশ পাইয়া থাকেন, শেষ কালেও যেমন সেই ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, তাঁহারা যেমন তণ্ডুল পায়েন না, তদ্রূপ)।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অয়ং ভাবঃ—যথা অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাং স্তুষাণেব অবঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্ এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধায় প্রযতন্তে তেষামপীত।" টীকার উপক্রমেও স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ভক্তিং বিনা জ্ঞানন্তু নৈব সিধ্যেদিত্যাহ শ্রেয়ঃসৃতিমিতি।"

ভক্তি ব্যতীত যে সাযুজ্যমুক্তি পাওয়া যায় না, উল্লিখিত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণও তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গীতা॥ ১৮।৫৫॥—তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ অর্থাৎ গুণে ও বিভূতি-প্রভৃতিতে) আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট এবং স্বরূপতঃ আমি যাহা, তাহা ভক্তি দ্বারাই জানা যায়। এইরূপে তত্ত্বতঃ আমাকে জানার পরে আমাতে প্রবেশ করে।" ব্রহ্মে প্রবেশই হইতেছে সাযুজ্যমুক্তি, ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া নয়। কেননা, ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা শ্রুতি-স্মৃতির অভিপ্রেত নহে। ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ অধ্যায়েও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে। যাহা হউক, জ্ঞানমার্গের সাধক জ্ঞানমার্গের জন্য বিহিত সাধনাঙ্গের সঙ্গে যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, রামানন্দরায় তাহাকেই "জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি" বলিয়াছেন।

কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৮॥" কেন জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিকে বাহ্য বলা হইল, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি গীতা-শ্লোকে যে "পরাভক্তি" দৃষ্ট হয়, জ্ঞানমার্গের সাধনের সহিত মিশ্রিত বলিয়া রায়রামানন্দ তাহাকেই "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি" বলিয়াছেন। এই "পরাভক্তি"-শব্দের তাৎপর্য কি?

শ্রীপাদ শঙ্কর এবং তাঁহার আনুগত্যে শ্রীপাদ আনন্দগিরি, শ্রীপাদ মধুসূদন, শ্রীপাদ নীলকণ্ঠও পরাভক্তিকে "জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি" বলিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"মদ্‌ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরমামুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যুক্তম্॥" এই উক্তিকে পরিস্ফুট করিয়াই শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"আর্ত্তাদি ভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া জ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিং চতুর্থীমিত্যুক্তম্॥"

এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। শ্রীপাদ শঙ্করের এবং তদনুগতদের "জ্ঞান" হইতেছে "জীব-ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান।" জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব হইতেছে তত্ত্বতঃ ব্রহ্মই, মায়ামুক্ত হইলে জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, মুক্তাবস্থায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ইহা অবশ্য শ্রুতি-স্মৃতির অভিমত নহে, শ্রীপাদ শঙ্করেরই নিজস্ব অভিমত। ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ অধ্যায়ে মুক্তজীবের অবস্থা-কথন-প্রসঙ্গে মুক্তজীবের যে পৃথক্ সত্তা থাকে, ব্যাসদেব তাহা দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্করের "জ্ঞান" হইতেছে "জীব-ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান।" তাহা হইলে শঙ্কর-কথিত "জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি" হইতেছে—"জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই" হইতেছে যাহার লক্ষণ, সেই ভক্তি। এই উক্তির কি সার্থকতা থাকিতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। ভজ্-ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিষ্পন্ন; ভজ্-ধাতুর অর্থ হইতেছে "সেবা"; সুতরাং ভক্তি-শব্দের অর্থও সেবা। যেখানে ভক্তি বা সেবা, সেখানে অবশ্যই সেব্য ও সেবক এই দুইটী বস্তু থাকিবে—পরব্রহ্ম সেব্য এবং জীব তাঁহার সেবক। সেব্য ও সেবক অভিন্ন হইলে কে কাহার সেবা করিবে? সুতরাং যেখানে সেব্য ও সেবকের, ব্রহ্ম ও জীবের, অভেদ জ্ঞান, সেখানে ভক্তির বা সেবার অবকাশই থাকিতে পারে না। অতএব, জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান কখনও ভক্তির লক্ষণ হইতে পারে না। জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান হইতেছে ভক্তি-বিরোধী—সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবারও বিরোধী; সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধী সাধ্য-বস্তুর পক্ষেও ইহা "বাহ্য"।

শ্রীপাদ শঙ্কর এবং তাঁহার অনুগত গীতাভাষ্যকারগণ বলিয়াছেন—"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা॥ ৭।১৬॥”-এই শ্লোকে কথিত আর্তাদি (অর্থাৎ আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী) ভক্তিত্রয় অপেক্ষা জ্ঞানলক্ষণা চতুর্থী ভক্তিই হইতেছে “ব্রহ্মভূতঃপ্রসন্নাত্মা”-শ্লোকে কথিত “পরাভক্তি।” কিন্তু “চতুর্ব্বিধা ভজন্তি”-ইত্যাদি শ্লোকে চারি প্রকার ভক্তির কথা বলা হয় নাই। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—“আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী (জ্ঞানমার্গের সাধক)-এই চারি প্রকার সুকৃতি লোক শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।” আর্তি-লক্ষণা ভক্তি, জিজ্ঞাসালক্ষণা ভক্তি, অর্থলক্ষণা ভক্তি এবং জ্ঞানলক্ষণা ভক্তির কথা এই শ্লোকে বলা হয় নাই। এই শ্লোকে “ভজন করার”, অর্থাৎ “সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করার” কথাই বলা হইয়াছে। সাধন-ভক্তির স্বরূপলক্ষণ হইতেছে—শ্রবণকীর্তনাদি। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—“এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন। * * শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ॥ চৈ. চ. ২।২২।৫৫-৫৬॥” আর্ত-জিজ্ঞাসু-প্রভৃতির অভীষ্ট বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের বিভিন্ন অভীষ্ট সাধন-ভক্তির লক্ষণকে বিভিন্ন করে না। অভীষ্ট হইতেছে “উপেয়” এবং সাধনভক্তি “উপায়।” উপেয় উপায়ের অঙ্গ নহে; সুতরাং উপেয়ের বিভিন্নতায় উপায় বিভিন্ন হইতে পারে না, উপায়ের স্বরূপলক্ষণের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। শ্রীপাদশঙ্কর জীব-ব্রহ্মের অভেদ মনে করেন বলিয়া ভক্তির বাস্তব তাৎপর্যের আদর তাঁহার নিকটে নাই, থাকিতেও পারে না। এজন্য তিনি ভক্তি-শব্দের স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুরূপ অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—“ভক্তিরস্য ভজনমিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন- অমুস্মিন্ মনঃকল্পনম্ (গোপালপূর্বতাপনীশ্রুতি॥ ১৩)—ভক্তি হইতেছে ইঁহার (পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের) ভজন (সেবা), ইহকালের বা পরকালের সমস্ত উপাধিতে (ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ, এমন কি মুক্তি পর্যন্ততেও) আশা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরব্রহ্ম-পরমেশ্বরে মনঃকল্পন (মনের নিষ্ঠা)।” শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও সর্বশেষ বাক্যে বলিয়াছেন, “যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥—পরম দেবতাতে যাঁহার পরাভক্তি আছে, পরমদেবতাতে যেমন পরাভক্তি, তদ্রূপ গুরুদেবেও যাঁহার পরাভক্তি আছে, তাঁহার নিকটেই শ্রুতিকথিত তত্ত্বসমূহ আত্মপ্রকাশ করে।” পরদেবতায় এবং সাধক জীবে যদি কোনও ভেদই না থাকে, তাহা হইলে সেই পরমদেরতাতে পরাভক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান কখনও ভক্তির লক্ষণ হইতে পারে না।

যাহা হউক, শ্রীপাদরামানুজ, শ্রীপাদশ্রীধর, শ্রীপাদবলদেব এবং শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্লোকস্থ “পরাভক্তি”-শব্দের শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন—সাধ্যাভক্তি, সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তে যে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“উপাধি দূর হইয়া গেলে গুণমালিন্য দূর হইয়া যায়; তখন সাধক ব্রহ্মভূত হয়েন, অর্থাৎ অনাবৃতচৈতন্যত্বহেতু ব্রহ্মরূপ হয়েন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসন্নাত্মা হয়েন। দেহাদিতে তখন অভিমান থাকে না বলিয়া পূর্বের ন্যায় নষ্টবস্তুর জন্যও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্যও আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং বাহ্যানুসন্ধান থাকেনা বলিয়া, বালকের ন্যায় ভদ্রাভদ্র সকল ভূতেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েন। তাহার পর, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় জ্ঞান শান্ত হইলে জ্ঞানের অন্তর্ভূ্তা (জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা) শ্রবণকীর্তনাদি-রূপা ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করেন। সেই ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া অনশ্বরা, সত্ত্বগুণময়ী-বিদ্যা এবং রজস্তমোময়ী অবিদ্যা অপগত হইলেও সেই ভক্তির অপগম হয় না। এজন্যই এই ভক্তি হইতেছে "পরা"—জ্ঞান হইতে ভিন্না, শ্রেষ্ঠা। এই পরা ভক্তি পূর্বে মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত কর্মজ্ঞানাদির সহিত মিশ্রিত ছিল, এবং অংশেমাত্র আবির্ভূত ছিল; জীবের মধ্যে অন্তর্যামী অবস্থিত থাকিলেও জীব যেমন তাহার উপলব্ধি পায়না, তদ্রূপ কর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত মিশ্রিত ছিল বলিয়া সাধক তাহার অস্তিত্বের স্পষ্ট উপলব্ধি পাইতেন না। এক্ষণে জ্ঞান শান্ত হওয়ায় সেই ভক্তিকে লাভ করেন। মাষমুদ্‌গাদির সহিত মিশ্রিত স্বর্ণকণিকাকে পূর্বে দেখা যায় না; কিন্তু মাষমুদ্‌গাদি নষ্ট হইয়া গেলে সেই কর্ণিকাকে মাষমুদ্‌গাদি হইতে যেমন পৃথক্‌রূপে পাওয়া যায়, তদ্রূপ। এজন্যই মূল শ্লোকে "লভতে" বলা হইয়াছে, কিন্তু "কুরুতে" বলা হয় নাই। তখন সম্পূর্ণা প্রেমভক্তি লাভের প্রায়শঃ সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু তাহার ফল সাযুজ্যমুক্তি নহে।" চক্রবর্তিপাদের এ-সকল উক্তি হইতে জানা গেল—মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞান-মার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তির সাহচর্য অপরিহার্য বলিয়া বাস্তব মোক্ষকামী জ্ঞানমার্গের সাধক শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিরও অনুষ্ঠান করেন; তাহার ফলে সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির আবির্ভাব হয়, অবশ্য এ-স্থলে ভক্তির অংশমাত্রই আবির্ভূত হয়, পূর্ণাভক্তির আবির্ভাব হয় না। এই অংশরূপা ভক্তিই তখন সাধকের চিত্তে অবস্থিত থাকিলেও জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত বলিয়া সাধক তখন তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারেন না। যখন তাঁহার জ্ঞান (জ্ঞানমার্গের সাধনবিহিত জ্ঞান—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান) শান্ত হইয়া যায়, তখন সেই অংশরূপা ভক্তিকে সাধক প্রাপ্ত হয়েন। স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া এই ভক্তি অনশ্বরা এবং জ্ঞান হইতে ভিন্না এবং শ্রেষ্ঠা বলিয়া ইহা হইতেছে পরা ভক্তি। অংশরূপা এই ভক্তির ফল হইতেছে সাযুজ্যমুক্তি। এই অংশরূপা পরাভক্তির প্রাপ্তির কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই ভক্তিই কোনও ভাগ্যে, অর্থাৎ মহৎসঙ্গাদির ফলে পূর্ণা প্রেমভক্তিতে পরিণত হইতে পারে; তাহার ফল সাযুজ্য নহে, তাহার ফল শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি।

যাহা হউক, "পরাভক্তি"-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া পরবর্তী "ভক্ত্যা মামভি-জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গীতা॥ ১৮।৫৫॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"সেই পরাভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাহার পরে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়।" তিনি "বিশতে"-ক্রিয়ার অর্থ করিয়াছেন—"প্রবিশতি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্নোতি।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সেই ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিয়া জ্ঞান উপরত হইলে তাহার পরে পরমানন্দরূপ হয়েন।" তিনি লিখিয়াছেন—"তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্য উপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ।" শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"সেই ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিয়া সেই জানার ফলে ভগবানে প্রবেশ করে, অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত হয়; প্রবেশ-শব্দে পুরের সহিত সংযোগই বুঝায়, পুরাত্মকত্ব বুঝায় না। (তাৎপর্য এই যে —গৃহে প্রবেশ করিলে কেহ গৃহ হইয়া যায় না, গৃহে প্রবেশ করিলেও গৃহ হইতে প্রবেশকারীর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে)।"—"মাং বিশতে ময়া সহ যুজ্যতে পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে ন তু পুরাত্মকত্বম্।" শ্রীপাদবলদেবের এই উক্তি হইতে জানা যায়, পরাভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে জানার পরে সাধক ভগবানে প্রবেশরূপ সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন। আর শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"সেই ভক্তিদ্বারা ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাহার পরে ভগবানের সহিত সাযুজ্যসুখ অনুভব করেন।"—"এবং মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতে মৎসাযুজ্যসুখমনুভবতি।"

শ্রীপাদ বলদেব এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ শ্লোকস্থ "বিশতে"-ক্রিয়ার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই স্বাভাবিক বা মুখ্য অর্থ—"বিশতে প্রবিশতি—প্রবেশ করে।" এই স্বাভাবিক অর্থে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "পরাভক্তির" ফলে সাযুজ্যমুক্তি লাভ হইতে পারে; সাযুজ্যমুক্তি জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বিরোধী বলিয়া ইহা "বাহ্য" হইয়া পড়ে।

শ্রীপাদ রামানুজ "প্রবিশতি"-ক্রিয়ার অর্থ করিয়াছেন—"প্রাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়।" ইহাকে "বিশতে"-ক্রিয়ার স্বাভাবিক অর্থ বলা যায় কিনা সন্দেহ। যে ব্যক্তি কোনও গৃহে প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যে সেই গৃহকে আপন করিয়া পায়, সর্বত্র তাহা নহে; সাময়িকভাবে অপরের গৃহেও লোক প্রবেশ করিতে পারে। ব্রহ্মে প্রবেশও ব্রহ্মকে প্রাপ্তি; কেননা, যিনি একবার ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না; তিনি সাযুজ্য-মুক্তিই লাভ করেন; ব্রহ্মের প্রাপ্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না। "পরা যয়া অক্ষরমধিগম্যতে॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥—পরাবিদ্যা বা ভক্তিদ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মকে পাওয়া যায়—সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ হয়।" শ্রীপাদ রামানুজ যদি এইরূপ অর্থে "বিশতি"-ক্রিয়ার "প্রাপ্নোতি" অর্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও সাযুজ্য-মুক্তিই বুঝাইবে—সুতরাং তাহা "বাহ্য" হইবে।

শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"মাং বিশতে পরমান্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ—আমাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ পরমান্দরূপ হয়, ইহাই অর্থ।" তিনি "বিশতে"-ক্রিয়ার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভবে লোক পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন এবং সেই পরমানন্দে তন্ময়তা লাভ করিলে পরমানন্দরূপও হইতে পারেন। শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নির্বিশেষব্রহ্মে প্রবেশরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিলেও সাধক সেই ব্রহ্মানন্দে তন্ময়তা লাভ করিয়া, সেই তন্ময়তাবশতঃ নিজেকে এবং ব্রহ্মকেও ভুলিয়া গিয়া কেবল পরমানন্দের অনুভূতিতে তন্ময়তা লাভ করিয়া পরমানন্দরূপ হইতে পারেন। ইহাই যদি স্বামিপাদের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও সাযুজ্যমুক্তি বলিয়া ইহাও হইবে "বাহ্য।"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-শ্লোকে যে পরাভক্তি লাভের কথা বলা হইয়াছে, সেই পরাভক্তির লভ্য বস্তু হইতেছে সাযুজ্যমুক্তি—যাহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী সাধ্যবস্তুর বিরোধী এবং এই পরাভক্তিকেই রায়রামানন্দ "জ্ঞানমিশ্রাভক্তি" বলিয়াছেন। এজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৮ ॥"

চক্রবর্তিপাদের টীকোক্তিও বিবেচিত হইতেছে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"জ্ঞানমার্গের যে সাধক ভক্তি-অঙ্গের সাহচর্যে জ্ঞানমার্গের সাধন করেন (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ভাবনা করেন), তাঁহার চিত্তে ভক্তির আংশিক আবির্ভাব হয়; কিন্তু (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-) জ্ঞানের অন্তরালে থাকে বলিয়া সাধকের চিত্তে সেই অংশরূপা ভক্তির উপলব্ধি হয় না,—মাষমুদ্গাদির সহিত মিশ্রিত স্বর্ণকণিকা যেমন গৃহস্থের দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ। কিন্তু নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় জ্ঞান (জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান) শান্ত হইলে চিত্তে আবির্ভূতা আংশিকী ভক্তির উপলব্ধি হয়—মাষমুদ্গাদি পচিয়া গেলে যেমন স্বর্ণকণিকা দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তদ্রূপ।" এ-স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই। অগ্নিতে ইন্ধন না যোগাইলে অগ্নি শান্ত হয়; তদ্রূপ সাধনে জ্ঞান (জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান) না যোগাইলে (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের ভাবনা না করিলে) জ্ঞান শান্ত হইতে পারে এবং এইভাবে জ্ঞান শান্ত হইলেই চিত্তে আবির্ভূতা আংশিকী ভক্তির উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানমার্গের সকল সাধকই যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-ভাবনা পরিত্যাগ করেন, তাহা নহে। কোনও হেতু উপস্থিত হইলেই তাদৃশী ভাবনার ত্যাগ সম্ভব এবং সেই হেতু হইতেছে কোনও নিষ্কিঞ্চন পরমভাগবতের সঙ্গ ও কৃপা। কিন্তু এইরূপ সঙ্গ ও কৃপা অনিশ্চিত, সুতরাং জ্ঞানের শান্ততা এবং চিত্তে আবির্ভূতা আংশিকী ভক্তির উপলব্ধিও অনিশ্চিত। যাহা হউক, ইহার পরে চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"জ্ঞান শান্ত হওয়ার পরে আংশিকী ভক্তির উপলব্ধি যখন হইবে, সম্পূর্ণা প্রেমভক্তির লাভ প্রায়শঃ তখন সম্ভব হয়; সেই প্রেমভক্তির ফল সাযুজ্যমুক্তি নহে; সুতরাং মূলশ্লোকস্থ 'পরা'-শব্দে 'প্রেমলক্ষণা'-অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে (অর্থাৎ শ্লোককথিত 'পরাভক্তি' হইতেছে 'প্রেমভক্তি')। 'সম্পূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি, নাপি তস্যাঃ ফলং সাযুজ্যম্। ইত্যতঃ পরাশব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্।' এই উক্তি হইতে জানা গেল—আংশিকী ভক্তির উপলব্ধি হইলেই সম্পূর্ণা প্রেমভক্তি লাভের প্রায়শঃ সম্ভাবনা জন্মে; কিন্তু আংশিকী ভক্তির উপলব্ধিও যে অনিশ্চিত, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সম্পূর্ণা প্রেমভক্তির লাভও অনিশ্চিত—টীকার 'প্রায়ঃ' এবং 'লাভসম্ভবোঽস্তি'-বাক্যই তাহার প্রমাণ। প্রেমভক্তিলাভের 'সম্ভাবনা'-মাত্র আছে, তাহাও আবার "প্রায়শঃ"। সম্পূর্ণা প্রেমভক্তি লাভ যে হইবেই, টীকাতে সে-সম্বন্ধে নিশ্চয়তার কথা কিছু বলা হয় নাই। সম্পূর্ণা প্রেমভক্তি লাভের নিশ্চয়তা থাকিলে ইহা 'বাহ্য' হইত না; কেননা, প্রেমভক্তি বা প্রেমই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি সাধ্যবস্তু। নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই মহাপ্রভু ইহাকে "বাহ্য" বলিয়াছেন। প্রেমভক্তি লাভ না হইলে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-শ্লোক-কথিত সাধকের সাযুজ্য-মুক্তি-লাভই হইবে—যাহা জীবের স্বরূপানুবন্ধি সাধ্যবস্তু হইতে বাহিরের বস্তু। এজন্যও মহাপ্রভু ইহাকে "বাহ্য" বলিয়াছেন।

(৫) জ্ঞানশূন্যা ভক্তি

ইহার পরে—"রায় কহে—জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার॥ চৈ. চ. ২৮৫৮॥"

রায়রামানন্দ তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোকের উল্লেখ করিলেন —"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ভা. ১০।১৪।৩॥—ব্রহ্মমোহন-লীলায় স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—হে অজিত! তোমাবিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য (তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্যাদির মহিমা-বিচারাদির জন্য—তোমার স্বরূপৈশ্বর্যাদির জ্ঞান লাভের জন্য) কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা (তীর্থভ্রমণাদির কষ্ট স্বীকার না করিয়াও কেবলমাত্র) সাধুদিগের আবাস-স্থানে অবস্থানপূর্বক (যাঁহারা অনৃতোক্তি-সর্বেন্দ্রিয়-ক্ষোভ-পরিহারার্থ প্রায়শঃ মৌনীই থাকেন, অথচ তোমার গুণ-লীলাদির কথায় যাঁহারা যেন পঞ্চমুখ হইয়া পড়েন, তাদৃশ) সাধুদিগের মুখোচ্চারিত এবং (তাঁহাদের সান্নিধ্যে অবস্থিতিবশতঃ) আপনা হইতেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার বার্তার (তোমার রূপ-গুণ-লীলাদি-কথার, বা তোমার পরিকর-ভক্তদিগের চরিত-কথার) কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্বক (কায়-দ্বারা সৎকার —শ্রবণ-সময়ে অঞ্জলিবন্ধনাদি, কিম্বা হস্তসহ মস্তকে ভূমি-স্পর্শাদি, বাক্য দ্বারা সৎকার—শ্রুত-কথার অনুমোদনাদি, কিম্বা কৃষ্ণকথার আস্বাদক বৈষ্ণবদের প্রতি নমস্কার-জ্ঞাপনাদি এবং মনের দ্বারা সৎকার—আস্তিক্যবুদ্ধি-আদি, কিম্বা শ্রুতকথার চিন্তনাদি—এইরূপে কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্বক) জীবন ধারণ করেন (ভগবৎ-কথার, বা ভগবদ্‌ভক্ত-চরিত-কথার শ্রবণকেই নিজেদের একমাত্র উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেন, অন্য কিছুই করেন না), ত্রিলোকীতে অন্য কর্তৃক তুমি প্রায়শঃ অজিত হইলেও, তাঁহাদিগকর্তৃক তুমি জিত হও (তুমি তাঁহাদের বশীভূত হও)।"

এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ববর্তী "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে"-ইত্যাদি এবং "অস্যাপি দেববপুষো"-ইত্যাদি দুই শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! নবনীরদ-শ্যাম, তড়িদম্বর, গুঞ্জাবতংস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্হাপীড়শোভিত-বদন, বনমালাধারী, কবল (গ্রাস)-নেত্র-বিষাণ (শৃঙ্গ)-বেণু-শোভিত, কোমল-পদ, গোপরাজ-নন্দের অঙ্গজ তোমার মহিমার—স্বরূপসৌন্দর্যাদির—জ্ঞানলাভ কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে, আমার পক্ষেও সম্ভব নহে।" সুতরাং (আলোচ্য শ্লোকে বলা হইয়াছে) "তোমার স্বরূপৈশ্বর্যাদির জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াস সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা সর্বদা সাধুদিগের নিকটে থাকিয়া সাধুমুখ-নিঃসৃত তোমার রূপ-গুণ-লীলাদি-কথার কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্বক জীবন ধারণ করেন, অন্যকর্তৃক অজিত হইলেও তুমি তাঁহাদিগকর্তৃক জিত (তাঁহাদের বশীভূত) হও।"

এ-স্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে—শ্রুতি বলেন, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে জন্ম-মৃত্যু হইতেও অব্যাহতি লাভ করা যায় না, ভগবান্‌কে বশীভূত করা তো দূরের কথা। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নাহন্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥ শ্রুতি ॥" ভগবানের তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রয়াস সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিলে কিরূপে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যাইবে; কিরূপেই বা ভগবান্‌কে বশীভূত করা সম্ভব হইবে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। ভগবৎ-কথার মধ্যেই ভগবানের স্বরূপ, ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যাদির অনেক কথা থাকে। "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ॥"-ইত্যাদি (ভা. ৩।২৫।২৪)-ভগবদুক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। সুতরাং সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-কথা-শ্রবণকালে আনুষঙ্গিক ভাবেই ভগবানের স্বরূপৈশ্বর্যাদির জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; তাহাতেই শ্রুতি-বাক্যের উদ্দেশ্যও আনুষঙ্গিকভাবে সিদ্ধ হয়। অবশ্য ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদির ফল তো আছেই। ইহা হইতে বুঝা গেল—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস পরিত্যাগের কথাই ব্রহ্মা বলিয়াছেন।

"স্বতন্ত্র প্রয়াস" বলিতে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য যে প্রয়াস শ্রবণাদি-সাধনভক্তির অনুগত নহে, সেই প্রয়াসকেই বুঝায়। স্বতন্ত্র প্রয়াসে শাস্ত্রাদির আলোচনায় তত্ত্বাদি সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে শাস্ত্রোত্থ জ্ঞান, পরোক্ষ জ্ঞান—পুথি-পুস্তক হইতে বরফের শীতলত্ব-সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ। আর, সাধনভক্তির অনুগত প্রয়াসে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভূত জ্ঞান (ভক্তি এই অনুভব জন্মায়), অপরোক্ষ জ্ঞান—বরফ হাতে পাইলে তাহার শীতলত্ব-সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ জ্ঞান। উভয়ের পার্থক্য অনেক। স্বতন্ত্র-প্রয়াসলব্ধ শাস্ত্রোত্থ জ্ঞান পরমার্থ-বিষয়ে বিশেষ উপকারক নহে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায় শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ ভা. ১১।২০।৩১॥—(জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সাহচর্য ব্যতীত একমাত্র অন্যনিরপেক্ষ ভক্তি দ্বারাই—সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, সমস্ত সংশয় এবং সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে বলিয়া) যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত, এতাদৃশ যোগীর (ভক্তি-যোগীর) পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলজনক (তাঁহার ভক্তির পুষ্টিসাধক) হয় না।” শ্লোকস্থ “প্রায়ঃ”-শব্দের তাৎপর্য এই যে, সাধনের প্রথম অবস্থায় ভক্তিসাধনে প্রবেশের জন্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—“জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥ ১।২।১২॥—প্রথম অবস্থাতেই ভক্তি-প্রবেশের জন্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের ঈষৎ উপযোগিতা আছে; কিন্তু জ্ঞান-বৈরাগ্যের পক্ষে ভক্তির অঙ্গত্ব উচিত নহে (জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে)।” টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী জ্ঞানের তিনটী অঙ্গের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, জ্ঞান সম্বন্ধে শ্লোকোক্ত “ঈষৎ”-শব্দের তাৎপর্য এই যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিতে হইবে, জ্ঞানের অপর দুইটী অঙ্গের উপযোগিতা আছে। “তত্র ঈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ।” আর, “বৈরাগ্য”-সম্বন্ধে “ঈষৎ”-শব্দের তাৎপর্যে তিনি লিখিয়াছেন—ভক্তিবিরোধী বৈরাগ্য ত্যাগ করিবে, ভক্তির অনুকূল বৈরাগ্য (যুক্ত বৈরাগ্য) ভক্তিতে প্রবেশের পক্ষে উপযোগী। “বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ।” আবার ইহাও তিনি লিখিয়াছেন যে, সাধকের প্রথম অবস্থায় অন্য বস্তুতে চিত্তের আবেশ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপযোগিতা আছে বটে; কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে প্রবেশ লাভ হইলে ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন থাকে না। তখন এগুলি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়; কারণ, তখন বৈরাগ্যের কথা, কি জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্বের কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তি-মূলক সেবা-প্রবাহের বিচ্ছেদ হয়; এজন্য ইহা ভক্তির অঙ্গ নহে। “তচ্চ তচ্চ প্রথমমেব ইত্যন্যাবেশ-পরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়তে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তত্তদ্ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ।”

যাহা হউক, রায়রামানন্দের উল্লিখিত “জ্ঞানে প্রয়াসম্”-ইত্যাদি প্রমাণ-শ্লোকের তাৎপর্য হইতে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় জানা গেল:—**প্রথমতঃ**, জ্ঞান অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য স্বতন্ত্রপ্রয়াসের সম্যক্ পরিত্যাগ। **দ্বিতীয়তঃ**, সর্বদা সাধুর সান্নিধ্যে অবস্থিতি, অন্য কোনওস্থলে না যাওয়া। ইহা দ্বারা সাধুসঙ্গ-বিষয়ে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা সূচিত হইতেছে। **তৃতীয়তঃ**, সর্বদা সাধুমুখ-নির্গলিত ভগবৎ-কথার শ্রবণ এবং কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্বক শ্রবণ; এতাদৃশ শ্রবণকেই উপজীব্যরূপে মনে করা, সুতরাং অন্য কোনও বিষয়ের প্রতি—স্বধর্মাচরণাদির প্রতি—মনোযোগ না দেওয়া। ইহাদ্বারা ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-বিষয়ে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা সূচিত হইতেছে। **চতুর্থতঃ**, যিনি উল্লিখিতরূপ আচরণ করেন, ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকর্তৃক জিত হয়েন, তাঁহার বশীভূত হয়েন।

এ-স্থলে, জ্ঞানলাভের জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক একান্তভাবে সাধুসঙ্গ এবং ভগবৎ-কথা-শ্রবণ হইতেছে সাধন এবং সাধকের নিকটে ভগবানের বশ্যতা হইতেছে তাহার সাধ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতি বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠরশ্রুতি ॥—পরমপুরুষ ভগবান্ হইতেছেন ভক্তির বশীভূত।" কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-লাভের জন্য যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহাদিগকেও ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়; নতুবা তাঁহাদের অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহাদের মধ্যেও ভক্তির আংশিক আবির্ভাব হয়। ভগবান্ যখন ভক্তির বশীভূত, তখন তাঁহাদের চিত্তে আবিভূর্ত ভক্তির বশীভূত কি তিনি হয়েন না? উত্তরে বলা যায়—ভগবান্ তাঁহাদের ভক্তিরও বশীভূত হয়েন; নচেৎ তাঁহাদের অভীষ্ট ফলদানও সম্ভব হয়না। কিন্তু তাঁহাদের চিত্তে যখন ভক্তির আংশিক আবির্ভাব মাত্র হয় (ভক্তি তাঁহাদের কাম্য নহে বলিয়া, ভুক্তি-মুক্তিই তাঁহাদের কাম্য বলিয়া, ভুক্তি-মুক্তি দেওয়ার জন্য যতটুকু ভক্তির প্রয়োজন, ততটুকুই আবিভূর্ত হয়; এজন্য বলা হইয়াছে ভক্তির আংশিক আবির্ভাবমাত্র হয়), তখন সেই আংশিকী ভক্তির প্রভাবে তাঁহাদের নিকটে ভগবানের বশ্যতাও হইবে আংশিক; আবার এই আংশিক বশ্যতারও ফলদানের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়; কেন না, তাঁহারা চাহেন কেবল তাঁহাদের অভীষ্টফল; সুতরাং ফলপ্রাপ্তির পরে ভগবানের নিকটে আর কোনও প্রয়োজন তাঁহাদের থাকেনা, ভগবানের পক্ষেও তাঁহাদের নিকটে থাকার আর কোনও প্রয়োজন থাকেনা। এজন্যই প্রমাণ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"প্রয়োঽজিত—প্রায়শঃ অজিত, অবশীভূত।"

কিন্তু "জ্ঞানে প্রয়াসমিত্যাদি"-প্রমাণ-শ্লোকে যে বশ্যতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা উল্লিখিতরূপ বশ্যতা নহে। কেননা, প্রমাণ-শ্লোকে কথিত সাধনের ফলই হইতেছে ভগবদ্‌বশ্যতা; এই সাধনের ফলই ভগবদ্‌বশ্যতা বলিয়া এবং ইহা বিকারধর্মী প্রাকৃত বস্তু নহে বলিয়া ইহার অবসানও নাই; ভগবান্ চিরকালই তাদৃশ ভাগ্যবানের বশীভূত হইয়া থাকেন। এজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ভা. ১১।১৪।২০॥" এতাদৃশ ভক্তের নিকটে স্বতন্ত্র ভগবানেরও স্বাতন্ত্র্য থাকে না। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ভা. ৯।৪।৬৩॥—দুর্বাশার নিকটে ভগবদুক্তি॥" যে ভক্তের নিকটে ভগবান্ এতাদৃশরূপে বশীভূত হইয়া পড়েন, নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বশীভূত হইয়া পড়েন, ভগবান্ তাঁহারই হইয়া পড়েন। তখন ভগবানও মনে করেন—"আমি এই ভক্তের" এবং সেই ভক্তও মনে করেন—"ভগবান্ আমার, একান্তভাবেই আমার।" এইরূপে ভগবানের সম্বন্ধে সেই ভক্তের মমত্ববুদ্ধি, মদীয়তাময় ভাব জন্মে। মদীয়তাময় ভাব বা মমত্ববুদ্ধি জন্মিলে ভগবানে ঈশ্বরবুদ্ধি থাকিতে পারে না; কেননা, ঈশ্বর-বুদ্ধি থাকিলে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের জ্ঞানও থাকিবে; যাঁহার ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য আছে বলিয়া মনে হয়, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও মদীয়তাময় ভাব জন্মিতে পারে না, তদীয়তাময় ভাব—"আমি তাঁহার" এইরূপ ভাব বরং জন্মিতে পারে। আবার যাঁহার সম্বন্ধে মমত্ববুদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা মদীয়তাময় ভাব জন্মে, তাঁহার প্রীতিবিধানের বাসনাও স্বাভাবিক, তাঁহার সম্বন্ধে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধিও স্বাভাবিক। এইরূপে "জ্ঞানে প্রয়াসমিত্যাদি"-প্রমাণ-শ্লোকের তাৎপর্যে জানা গেল—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শ্লোক-কথিত ভক্তের মমত্ববুদ্ধি এবং প্রিয়ত্ববুদ্ধিও জাগ্রত হয়।

এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। মাঠরশ্রুতি বলেন—"ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী॥" ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখায়, ভগবানের ভিতর-বাহির সমস্তই ভক্তি ভক্তের নিকটে উদ্‌ঘাটিত করে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ভক্তি কি ভগবানের ঐশ্বর্যকে দেখাইবে না? ঐশ্বর্যকে দেখাইলে ভক্ত কিরূপে ভগবানের প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি বা প্রিয়ত্ববুদ্ধি পোষণ করিতে পারেন? বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের চিত্তে ভগবানের ঐশ্বর্য-জ্ঞান প্রধান থাকে বলিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। পরংব্রহ্ম পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৭৭॥" এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই—পূর্বেই বলা হইয়াছে, "জ্ঞানে প্রয়াসমিত্যাদি"-প্রমাণ-শ্লোকে কথিত ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিময়ী এবং প্রিয়ত্ববুদ্ধিময়ী ভক্তি। যে আলোক কোনও বস্তুকে দেখায়, তাহা যদি বর্ণহীন হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর সমস্তকেই পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া থাকে; কিন্তু সেই আলোক যদি লাল-বর্ণ বা নীলবর্ণ কাচের ভিতর দিয়া বিকশিত হয়, তাহা হইলে বস্তুটীকে লালবর্ণ বা নীলবর্ণ দেখাইবে, সমস্ত বস্তুটীই লালবর্ণ বা নীলবর্ণে মণ্ডিত বলিয়া মনে হইবে। বস্তুর নিজস্ব বর্ণ তখন অনুভূত হইবে না। তদ্রূপ, প্রমাণ-শ্লোককথিত ভক্তের ভক্তিও মমত্ববুদ্ধি এবং প্রিয়ত্ববুদ্ধির ভিতর দিয়া বিকশিত হয় বলিয়া সেই ভক্তি-প্রকাশ্য শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের মমত্ব ও প্রিয়ত্বের দ্বারা মণ্ডিত বলিয়া মনে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ঐশ্বর্যও ভক্তের মমত্ব ও প্রিয়ত্বের আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের অনুভব পাইবেন না। মমত্ববুদ্ধিময়ী এবং প্রিয়ত্ববুদ্ধিময়ী ভক্তির স্বরূপগতধর্মই এইরূপ—ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

যাহা হউক, রায়রামানন্দকথিত "জ্ঞানে প্রয়াসমিত্যাদি"-শ্লোক-সমর্থিত "জ্ঞানশূন্যাভক্তির" কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"**এহো হয়।**" এইবারই মহাপ্রভু সর্বপ্রথম বলিলেন "এহো হয়"; ইহার পূর্বে রামানন্দ যাহা কিছু বলিয়াছেন, মহাপ্রভু তৎসমস্তকেই বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য।" ইহার হেতু কি?

"এহো বাহ্য" ও "এহো হয়"-সম্বন্ধে আলোচনা

এই অনুচ্ছেদেই পূর্বে "জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য"-সম্বন্ধে আলোচনার উপক্রমে বলা হইয়াছে "এ-স্থলে পরের কথাকে পূর্বেই বলা হইতেছে।" এ-ক্ষণে সেই "পরের কথাটীই" বলা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রায়রামানন্দের নিকটে মহাপ্রভুর জিজ্ঞাস্য ছিল—"সাধ্যের নির্ণয়।" রামানন্দকে "প্রভু কহে—পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৪॥" রামানন্দ ক্রমে ক্রমে "স্বধর্মাচরণ (ফলাভিসন্ধানযুক্ত বর্ণাশ্রমধর্মের পালন)", "কৃষ্ণে কর্মার্পণ (ফলাভিসন্ধানশূন্য বর্ণাশ্রমধর্মের পালন)", "স্বধর্মত্যাগ (বিচারপূর্বক কর্তব্যবুদ্ধিতে স্বধর্মত্যাগ, অথবা স্বধর্মত্যাগজনিত পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী জানিয়া স্বধর্মত্যাগ)" এবং "জ্ঞানমিশ্রাভক্তি"র কথা বলিলেন। প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য।" পূর্ব আলোচনায় দেখা গিয়াছে—ফলাভিসন্ধানযুক্ত স্বধর্মাচরণের ফল হইতেছে ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, কিম্বা পরকালে স্বর্গাদিলোকের সুখ (অর্থাৎ ভুক্তি)। কৃষ্ণে কর্মার্পণের ফল হইতেছে কর্মফল-জনিত বন্ধন হইতে অব্যাহতি (অর্থাৎ মুক্তি)। বিচারপূর্বক কর্তব্যবুদ্ধিতে, বা কর্মত্যাগজনিত পাপ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী শ্রবণের পরে স্বধর্মত্যাগের ফল হইতেছে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি। আর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল হইতেছে সাযুজ্যমুক্তি। এইরূপে দেখা গেল, স্বধর্মাচরণ হইতে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পর্যন্ত রামানন্দরায় যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তের ফল হইতেছে ভুক্তি বা মুক্তি। ভুক্তি বা মুক্তি জীবের বাস্তব সাধ্য বা স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য নহে, স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য হইতে বাহিরের বস্তু। এজন্য প্রভু তৎসমস্তকে "বাহ্য" বলিয়াছেন।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে পার্বতীর একটী উক্তি দেখা যায়—"ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ প্রেমসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ৪৬।৬২ ॥ বঙ্গবাসী-সংস্করণ॥ —যে পর্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তিবাসনা এবং মুক্তিবাসনা রূপ পিশাচী বর্তমান থাকে, সে পর্যন্ত সেই হৃদয়ে কিরূপে প্রেমসুখের (ভক্তিসুখের—বা ভক্তির) আবির্ভাব হইতে পারে?" সুতরাং ভুক্তি-মুক্তি হইতেছে ভক্তি বা প্রেম হইতে বাহিরের বস্তু।

কিন্তু "জ্ঞানশূন্যাভক্তি"-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বশীভূত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তের মমত্ববুদ্ধি ও প্রিয়ত্ববুদ্ধি জন্মে, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা জন্মে। ইহাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী সাধ্যের অনুকূল। এজন্য প্রভু বলিলেন—"এহো হয়।"

মহাপ্রভু রায়রামানন্দকে সর্বশেষে যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই:—

"রামানন্দ! ভুক্তি বা মুক্তি হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহিরের বস্তু। তাহাদের সাধন স্বধর্মাচরণাদিও সুতরাং সম্পূর্ণরূপে বাহিরের বস্তু—বাহিরের বস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুকূল বাহিরের পথ। এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি ছিল জীবের স্বরূপানুবন্ধী সাধ্যবস্তুর বাহিরের বস্তুর দিকে এবং বাহিরের পথের দিকে। কিন্তু তুমি "জ্ঞানশূন্যাভক্তির" কথা যাহা বলিলে; তাহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী সাধ্য প্রাপ্তির অনুকূল। এক্ষণেই তুমি বাস্তব সাধ্যবস্তুর পথে পদার্পণ করিয়াছ; এতক্ষণ তুমি ছিলে বাস্তব-সাধ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়ার যে পথ, তাহার বাহিরের পথে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু প্রভু "এহো হয়" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বলিলেন "এহো হয়, আগে কহ আর॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৯॥" কিন্তু প্রভু "আগে কহ আর" বলিলেন কেন?

"জ্ঞানে প্রয়াসমিত্যাদি"-শ্লোকে বলা হইয়াছে—সাধুদিগের নিকটে থাকিয়া ভগবৎ-কথা-শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতার বশীভূত হয়েন। ইহাতে দুইটী প্রশ্ন মনে জাগিতে পারে:—

প্রথমতঃ, ভগবৎ-কথা-শ্রবণমাত্রেই কি শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতার বশীভূত হয়েন? না কি শ্রবণ করিতে করিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও একটী বিশেষ অবস্থার উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত হয়েন? শ্রবণমাত্রেই কি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রোতার ঐশ্বর্যজ্ঞান তিরোহিত হয় এবং মমত্ববুদ্ধির উদয় হয়? না কি তাহার চিত্তের অবস্থাবিশেষের উদয়ে তাহা হয়? এই প্রশ্নও উল্লিখিত প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা কি নির্বিশেষে সকল শ্রোতার নিকটেই সমান? না কি অবস্থাবিশেষে সেই বশ্যতার তারতম্য হয়?

এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রভু বলিলেন —"আগে কহ আর॥" "জ্ঞানে প্রয়াসমিত্যাদি"-শ্লোকে রামানন্দরায় সাধ্যবস্তুর সূচনামাত্র করিয়াছেন; সেজন্য প্রভু "আগে কহ আর" বলিয়া আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য রামানন্দকে আদেশ করিলেন।

(৬) প্রেমভক্তি

প্রভুর কথা শুনিয়া "রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥ চৈ. চ. ২।৮।৫৯॥" এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে (পদ্যাবলীতে সংগৃহীত) নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিলেন।

প্রথম শ্লোক :—"নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥ ১৩॥ (কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে রামানন্দ-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন॥ ১৩।৪২॥)—হে ভক্ত! বিবিধ উপচার-যোগে প্রেমের সহিত পূজিত হইলেই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায় —যেমন, যে পর্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই পর্যন্তই অন্নজল সুখের নিমিত্ত (সুখজনক বা তৃপ্তিজনক) হইয়া থাকে। **অথবা,** হে ভক্ত! বিবিধ উপচার সহযোগে পূজা ব্যতীতও কেবল প্রেমদ্বারাই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্যন্ত ইত্যাদি (পূর্ববৎ)।" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃতটীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকার অনুসরণেই উল্লিখিত দুই রকমের অনুবাদ দেওয়া হইল।

এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে—বলবতী ক্ষুধা এবং পিপাসা না থাকিলে যেমন সুস্বাদু সুগন্ধি এবং সুদৃশ্য খাদ্য এবং পানীয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়না, তদ্রূপ প্রেম না থাকিলে বহুবিধ উপচারের সহিত পূজা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সুখী হয়েন না। আবার বলবতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুধা এবং পিপাসা থাকিলে যেমন সামান্য অন্নজলও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক হয়, তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে, তবে তাঁহার প্রদত্ত সামান্য বস্তুতেও—এমনকি কোনও উপচার সংগ্রহ করিয়া সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে সমর্থ না হইলেও, একমাত্র তাঁহার প্রেমদ্বারাই—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। স্থূলার্থ এই যে, ভক্তের প্রেমই (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই) হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির একমাত্র হেতু। পূজার উপকরণ ভক্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-মিশ্রিত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন, প্রীতিহীন উপচারে তিনি প্রীতি লাভ করেন না। স্বরূপগত ধর্মবশতঃই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা প্রীতির জন্য লালায়িত ; তাই যে-খানে প্রীতি, সে-খানেই তিনি আছেন।

এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। দৃষ্টান্ত হইল —তীব্র ক্ষুৎপিপাসা থাকিলেই ভক্ষ্যপেয় সুখদায়ক হয়। তদ্রূপ প্রেমের সহিত প্রদত্ত উপচারেই শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন। দৃষ্টান্ত হইতে জানা গেল—যাঁহার ক্ষুৎপিপাসা আছে, ভক্ষ্যপেয়-গ্রহণে তাঁহারই সুখ ; পরিবেশকের ক্ষুৎপিপাসায় ভোক্তার সুখ হয় না ; ভোক্তার তীব্র ক্ষুৎপিপাসা থাকিলেই পান-ভোজনে তাঁহার তৃপ্তি জন্মে। কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে দেখা যায়—যিনি উপচারের সহিত পূজা করিবেন, তাঁহার চিত্তে যদি প্রেম থাকে, তাহা হইলেই ভগবানের চিত্ত সুখে বিদ্রুত হয়—ইহা যেন পরিবেশকের ক্ষুধায় ভোক্তার ভোজন-তৃপ্তির অনুরূপ। এ-স্থলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের যেন সঙ্গতি নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয় ; সঙ্গতি আছে, তবে তাহা যেন একটু প্রচ্ছন্ন। পূজকের চিত্তে যদি প্রেম—কৃষ্ণপ্রীতি-মূলা তীব্র-সেবা-বাসনা থাকে, তাহা হইলে সেই সেবাবাসনা ভক্তবৎসল ভগবানের চিত্তেও সেই সেবাগ্রহণের জন্য বলবতী বাসনার উদ্রেক করে। পূজকের বা ভক্তের ভগবৎ-প্রীতি যত বলবতী হইবে, ভগবানের সেবা-গ্রহণবাসনাও ততই বলবতী হইবে। এই বলবতী সেবাগ্রহণ-বাসনাই প্রেমের সহিত প্রদত্ত উপচার-গ্রহণে ভগবানের সুখের হেতু হয়। ক্ষুৎপিপাসা যেমন ভোক্তার মধ্যে থাকে, এই সেবাগ্রহণ-বাসনাও তেমনি উপচার-গ্রহীতা ভগবানের মধ্যে থাকে। এই ভাবেই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি। শ্লোকে ভগবানের পক্ষে সেবাগ্রহণ-বাসনার উল্লেখ না করিয়া ভক্তের প্রেমের উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে—ভক্তের চিত্তে প্রেম না থাকিলে ভগবানের চিত্তেও সেবাগ্রহণ-বাসনা উদ্বুদ্ধ হয় না। ভক্তচিত্তের প্রেম বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎ-সেবার জন্য ভক্তকে যখন আর্তিযুক্ত করে, তখনই আর্তবন্ধু (প্রেমার্ত ভক্তের বন্ধু, ভক্তবৎসল) ভগবানের চিত্তেও অনুরূপ সেবা-গ্রহণ-বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়। ইহাই "আর্তবন্ধু"-শব্দের দ্যোতনা।

দ্বিতীয় শ্লোক :—"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে। তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥ ১৪ ॥—যদি (সৎসঙ্গাদিরূপ) কোনও কারণবশতঃ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত মতি (বা বুদ্ধি) ক্রয় করিবে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ক্রয়-ব্যাপারে স্বীয় লালসাই একমাত্র মূল্য; কিন্তু কোটিজন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না (পূর্বোল্লিখিত চক্রবর্তি-টীকানুযায়ী অনুবাদ); (অর্থাৎ একমাত্র মহৎসঙ্গবশতঃই এই লালসা জন্মিতে পারে)।”

রায়রামানন্দের উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য হইল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেম-ভক্তিরই বশীভূত হয়েন, অন্য কিছুর বশীভূত হয়েন না। তাই প্রেমভক্তি লাভের জন্যই সর্বতোভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের “সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণা-দাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩।২৫।২৫ ॥”-শ্লোক হইতে জানা যায়, সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গবশতঃ ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহার পরে রতি (প্রীত্যঙ্কুর), তাহার পরে ভক্তি (প্রেমভক্তি) চিত্তে উদিত হয়। প্রেমভক্তির সমর্থনে রামানন্দরায়-কর্তৃক উল্লিখিত প্রমাণ-শ্লোকদ্বয় হইতে জানা গেল—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল প্রেমভক্তিরই বশীভূত হয়েন।

এইরূপে জানা গেল—জ্ঞানশূন্যাভক্তির সমর্থনে “জ্ঞানে প্রয়াসমিত্যাদি”-শ্লোকে যে বলা হইয়াছে, যিনি সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত হয়েন। প্রেম-ভক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য হইতে জানা গেল—সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ-মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতার বশীভূত হয়েন না, শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তে যখন প্রেমভক্তির উদয় হইবে, তখনই শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রোতার বশীভূত হয়েন। প্রেমের সহিত ভক্তকৃত-সেবায় শ্রীকৃষ্ণ এতই আনন্দিত হয়েন যে, সুখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, তখনই তিনি সেই ভক্তের বশীভূত হয়েন; তৎপূর্বে নহে। প্রেমের আবির্ভাবেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তের ঐশ্বর্যজ্ঞান দূরীভূত হয়, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মমত্ববুদ্ধি জন্মে। বিশুদ্ধ প্রেমের আবির্ভাবে ঐশ্বর্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, মমত্ববুদ্ধিও অবিচলা হয়।

এ-স্থলে পূর্বকথিত প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল।

রায়রামানন্দের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—“এহো হয়, আগে কহ আর ॥ চৈ. চ. ২।৮।৬০ ॥”

“আগে কহ আর” বলার উদ্দেশ্য হইতেছে—পূর্বকথিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের উদ্‌ঘাটন। প্রেমভক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তির বশীভূত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের এই বশ্যতা কি প্রেমভক্তিবিশিষ্ট সকল ভক্তের নিকটেই সমান? প্রেমভক্তি কি সর্বত্র একই রকম? না কি তাহারও কোনও বিশেষ বিশেষ স্তর আছে? সেই বিশেষ বিশেষ স্তর অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতারও কি বিশেষত্ব কিছু আছে? এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—“আগে কহ আর।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭) দাস্যপ্রেম

প্রভুর কথা শুনিয়া "রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার ॥ চৈ. চ. ২।৮।৬০ ॥" এই উক্তির সমর্থনে রায়মহাশয় নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিলেন।

প্রথম শ্লোকঃ—"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ভা. ৯।৫।১৬ ॥—দুর্বাসা ঋষি অম্বরীষ-মহারাজের নিকটে বলিয়াছিলেন—যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া নির্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কোন্ প্রাপ্যবস্তুই বা অবশিষ্ট থাকে ? (অর্থাৎ সমস্ত প্রাপ্যবস্তুই তাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের আর কিছুরই অভাব থাকে না)।"

(নিরপরাধ চিত্তই ভগবন্নাম-শ্রবণমাত্রে নির্মল হইতে পারে; সাপরাধ চিত্ত বোধ হয় শ্রবণমাত্রেই নির্মল হয় না, তবে তাহার পাপ দূরীভূত হইতে পারে।)

ভগবন্নাম-শ্রবণের ফলে জীবের মায়াবন্ধন—সমস্ত উপাধি—দূরীভূত হয়; তখন তাঁহার চিত্ত নির্মল হয়, বিশুদ্ধ হয়—অর্থাৎ স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য হয়; সেই চিত্তে তখন শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়; তিনি তখন প্রেমের অধিকারী হয়েন; এই প্রেমের ফলে তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন। তখন তাঁহার সমস্ত অভাব দূরীভূত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় শ্লোক ঃ—"ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ। কদাহমৈকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ॥—যামুনমুনিবিরচিত স্তোত্ররত্ন॥ ৪৬ ॥—হে নাথ। (তোমার সেবা-বাসনাব্যতীত) অন্য সমস্ত বাসনা পরিত্যাগপূর্বক তোমার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কর হইয়া তোমার সেবা করিতে করিতে কবে আমি আমার সনাথ-জীবনকে প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত করিব ?"

"অন্য সমস্ত বাসনা (ভুক্তি-মুক্তিবাসনাদি সমস্ত) পরিত্যাগ করিয়া কবে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্করত্ব লাভ করিয়া তোমার সেবাদ্বারা নিজের জীবনকে ধন্য করিতে পারিব; তোমাকে না পাইয়া এখন আমি অনাথ হইয়াছি, তোমাকে পাইয়া কবে আমি সনাথ হইতে পারিব"-এই শ্লোকে এইরূপ প্রার্থনাই ভগবানের চরণে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে।

"ভগবান্ সেব্য, আমি তাঁহার সেবক, ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁহার দাস"—এইরূপ ভাবই **দাস্যভাব**। এই দাস্যভাবের স্ফুরণে যে সেবা-বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাই **দাস্যপ্রেম**॥ জীবের স্বরূপগত ভাব হইতেছে দাস্যভাব। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই যে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের প্রত্যেক স্বরূপেরই লীলা-পরিকর আছেন। এই লীলাপরিকরগণের চিত্তেও দাস্যভাব বিরাজিত এবং প্রত্যেক স্বরূপের লীলাতেই সেই স্বরূপের পরিকরগণ তাঁহার যথাযোগ্য সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, এক ভগবান্‌ই প্রভু—সেব্য, আর সকলেই তাঁহার দাস—সেবক। "এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগত-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥ চৈ. চ. ১।৬।৭০॥" সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবকানুচর হইলেও সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে দাস্যপ্রেম-বিকাশেরও (অর্থাৎ দাসরূপে সেবার বাসনার বিকাশেরও) তারতম্য আছে। কিন্তু তারতম্য থাকিলেও দাস্যপ্রেম সর্বত্রই আছে। এইরূপে মনে হয়, রায়রামানন্দ এ-স্থলে যেন সাধারণভাবেই দাস্যপ্রেমের কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু রামানন্দরায়ের নিকটে মহাপ্রভুর জিজ্ঞাস্য হইতেছে—জীবের সাধ্যবস্তু; পূর্বেই বলা হইয়াছে—এই সাধ্য হইতেছে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা, এই সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা বা প্রেম অর্থাৎ প্রেমভক্তি; এজন্যই রামানন্দরায় যখন এই প্রেমভক্তির সূচনা করিয়াছেন, একমাত্র তখনই প্রভু বলিয়াছেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।" তাহার পরে রামানন্দরায় যখন "প্রেমভক্তির" কথা বলিয়াছেন, তখনও প্রভু বলিয়াছেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।" রামানন্দরায়-কথিত এই "প্রেমভক্তিও" কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনাই; নচেৎ প্রভু "এহো হয়" বলিতেন না। প্রেমভক্তির পরেও প্রভু যখন বলিলেন—"আগে কহ আর", তখনই রামানন্দ বলিলেন—"দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার" এবং প্রভুও বলিলেন "এহো হয়—আগে কহ আর॥ চৈ. চ. ২।৮।৬১॥" রামানন্দ-কথিত এই "দাস্যপ্রেম" যদি কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা না হইত—সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত না হইত—তাহা হইলে মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে "এহো হয়" বলিতেন না।

পরব্যোমের বা মহাবৈকুণ্ঠের পরিকরগণের হইতেছে শান্তভাব—যাহা "ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রধান এবং মমতা-গন্ধহীন।" আবার, দ্বারকা-মথুরার দাস্যভাবাপন্ন পরিকরদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যজ্ঞান বিদ্যমান। যখন ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাঁহাদের সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এইরূপে দেখা গেল—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা পরব্যোমে এবং দ্বারকা-মথুরায়ও ঐশ্বর্যজ্ঞানদ্বারা ব্যাহত হয়, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাহা দ্বারকা-মথুরায়ও বিদ্যমান থাকে না; কিন্তু ব্রজে ব্রজ-পরিকরদের কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা নিত্যই অক্ষুণ্ণ থাকে; কেননা, ব্রজপরিকরদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞান মোটেই স্থান পায় না। ইহাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের অনুকূল। রামানন্দ-কথিত "দাস্যপ্রেম"কে প্রভু যখন "এহো হয়" বলিয়াছেন, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, রামানন্দরায় যে দাস্যপ্রেমের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে ব্রজের দাস্যপ্রেম—ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, সম্যক্‌রূপে মমতাবুদ্ধিময় দাস্যপ্রেম। ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর রক্তক-পত্রকাদির দাস্যপ্রেমই এ-স্থলে রায়রামানন্দের এবং মহাপ্রভুরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

রায়রামানন্দের মুখে দাস্যপ্রেমের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর॥ চৈ. চ. ২।৮।৬১॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৮) সখ্যপ্রেম

ইহার পরে—"রায় কহে—সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥ চৈ. চ. ২।৮।৬১॥" এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন।—"ইত্থং সতাং ব্রহ্ম-সুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১০।১২।১১॥—(এই শ্লোকের পূর্ববর্তী ভা. ১০।১২।৪-১০ শ্লোক হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সখা ব্রজ-রাখালগণের সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়—পত্রপুষ্পাদি দ্বারা নিজেদিগকে সজ্জিত করিলেন, পরস্পরের বেত্র-বেণু-শৃঙ্গাদি অপহরণ করিতে লাগিলেন, ধরা পড়ার ভয়ে সে-সমস্ত পশ্চাদ্‌বর্তী সখার হাতে সরাইয়া দিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কোনও কারণে একটু দূরে গেলে, কে তাঁহাকে আগে স্পর্শ করিবেন, তজ্জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন; বেণু-শৃঙ্গাদির দ্বারা ভ্রমর-ময়ূরাদির রবের অনুকরণাদি করিতে লাগিলেন; ময়ূরের সহিত নৃত্য, জল-সমীপে জলসমীপস্থ ভেকের ন্যায় উপবেশন, উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়ার সহিত দৌড়াদৌড়ি, বানর-দিগের লেজ ধরিয়া টানা, তাহাদের অনুকরণে বৃক্ষারোহণ, তাহাদের অনুকরণে মুখ-বিকৃতি; ভেকের অনুকরণে লাফালাফি, নিজের ছায়ার সহিত প্রতিযোগিতা; ইত্যাদি রূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করিতেছিলেন। এ-সমস্ত খেলার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন)—যিনি জ্ঞানমার্গের সাধকগণের সম্বন্ধে ব্রহ্ম-সুখানুভব-স্বরূপ, যিনি দাস্যভাবে ভজনকারীদের সম্বন্ধে পরমারাধ্য-দেবতাস্বরূপ, যিনি মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নরবালক-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতিশয় সৌভাগ্যশালী গোপবালকগণ এইরূপে (পূর্বোল্লিখিতরূপে) বিহার করিয়াছিলেন।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সখা ব্রজরাখালদের ব্যবহার ছিল খুব স্বচ্ছন্দতাময়, সম্যক্‌রূপে সঙ্কোচহীন, গৌরব-বুদ্ধিহীন। দাস্য-প্রেমে সেব্য-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে গৌরববুদ্ধি আছে, তজ্জন্য সেবায় সঙ্কোচও আছে; কিন্তু সখ্যে সে-সমস্ত নাই। দাস্যপ্রেম অপেক্ষা সখ্যপ্রেম অনেক গাঢ় বলিয়া এবং তজ্জন্য মমত্ববুদ্ধিও অত্যন্ত গাঢ় বলিয়া সখ্যে দাস্যের ন্যায় গৌরববুদ্ধি, সম্ভ্রম ও সঙ্কোচ-ভাব নাই। তাহাতেই দাস্য অপেক্ষা সখ্যের উৎকর্ষ।

ব্রজে কৃষ্ণসখা গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কোনও বিষয়েই নিজেদের অপেক্ষা বড় মনে করেন না; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মমত্ববুদ্ধির গাঢ়তা বশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমানই মনে করেন; তাঁহাদের বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনোভাবও ঠিক তদ্রূপ। তাই খাইতে খাইতে কোনও জিনিস খুব সুস্বাদু বলিয়া মনে হইলে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট সেই জিনিসই অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিয়া বলেন—"ভাই কানাই, খেয়ে দেখ, অতি মিষ্ট।" আবার শ্রীকৃষ্ণও সেই ভাবে তাঁহার উচ্ছিষ্ট তাঁহাদিগকে দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। পণ রাখিয়া খেলা করিবার সময়ে খেলায় হারিলে তাঁহারা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করিয়া নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত লইয়া যায়েন, তেমনি খেলায় হারিলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে কাঁধে করিয়া লইয়া যায়েন এবং তাহাতে তিনি অপরিসীম আনন্দও উপভোগ করেন। তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বুকের উপর দিয়া নিজেদের চরণ ঝুলাইয়া দেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে তাঁহাদের চরণের স্পর্শও হয়; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মনে কোনওরূপ সঙ্কোচ জাগে না। নিজের গায়ে নিজের পা লাগিলে যেমন কাহারও সঙ্কোচ জন্মে না, ঠিক তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণের দেহাদিকে তাঁহারা নিজেদের দেহাদির মতনই মনে করেন। কৌতুকবশতঃ তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের সহিত হাতাহাতি, মাথামাথি, বুকাবুকি যুদ্ধক্রীড়াও করিয়া থাকেন; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। "সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম॥ চৈ. চ. ১।৪।২২॥" শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রেমের এবং মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ ব্রজরাখালগণ মনে করেন—"শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে, গরুর রাখাল; আমরাও গোয়ালার ছেলে, গরুর রাখাল। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সমানই, বড় কিসে?" কিন্তু দাস্যভাবে এতাদৃশ মনোভাব কল্পনাতীত।

রায়রামানন্দের মুখে সখ্যপ্রেমের কথা শুনিয়া "প্রভু কহে—**এহোত্তম** আগে কহ আর॥" চৈ. চ. ২।৮।৬২॥"

জ্ঞানশূন্যাভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া দাস্যপ্রেম পর্যন্ত মহাপ্রভু কেবল "এহো হয়" বলিয়াছেন। সখ্যপ্রেমের কথা শুনিয়াই সর্বপ্রথম বলিলেন "এহোত্তম", অর্থাৎ কেবল "হয়" নহে, পরন্তু "উত্তম।" সখ্যপ্রেম যে দাস্যপ্রেম হইতে পরমোৎকর্ষময়, "এহোত্তম"-বাক্যে প্রভু তাহাই জানাইলেন। সাখ্য প্রেমের ও মমত্ববুদ্ধির গাঢ়তাবশতঃ যে সর্বতোভাবে নিঃসঙ্কোচ ভাব, সমান-সমান—সখা-সখা-ভাব, গৌরববুদ্ধি-হীনতা এবং বিশ্রম্ভ, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রভু বলিয়াছেন—"এহোত্তম।" এইরূপ গৌরববুদ্ধিহীন সমান-সমান-ভাবে শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং এতাদৃশ সখাদের সখ্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বশ্যতা প্রেমের সকল স্তরেই আছে—দাস্যেও আছে। কিন্তু দাস্য অপেক্ষাও সখ্যের নিকটে প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা অত্যন্ত নিবিড়; ভক্তের প্রেম যত গাঢ় হইতে থাকে এবং তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মমত্ববুদ্ধি যত গাঢ়তা লাভ করিতে থাকে, ভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও ততই নিবিড় হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে-সে ভাবে ভজি এ-মোর স্বভাবে॥ মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণ-পতি। এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥ আপনাকে বড় মানে,—আমাকে সমহীন। সর্ব্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥ চৈ. চ. ১।৪।১৮-২০॥" সখাগণ তাঁহাদের শুদ্ধ (ঐশ্বর্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানহীন মমতাবুদ্ধিময়) সখ্যের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণও "সর্বভাবে" তাঁহাদের প্রেমের—সুতরাং তাঁহাদের—অধীন হয়েন, সর্বতোভাবে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এজন্য মহাপ্রভু সখ্যপ্রেমকে "এহোত্তম" বলিয়াছেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বশ্যতা কিন্তু দাস্যপ্রেমে নাই; কেননা, দাসভক্তগণের প্রেম এত গাঢ় নহে, যাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করিতে পারেন; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অপেক্ষা বড় মনে করেন, নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ছোট মনে করেন।

যাহা হউক, সখ্যপ্রেমকে "এহোত্তম" বলিয়াও প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর।" —"রামানন্দ! সখ্যপ্রেম উত্তম, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা অপেক্ষা উৎকর্ষময় যদি কিছু থাকে তবে তাহা বল।"

(৯) বাৎসল্যপ্রেম

তখন "রায় কহে—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥ চৈ. চ. ২।৮।৬২॥" এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দুইটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন।

প্রথম শ্লোক:—"নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ভা. ১০।৮।৪৬॥—(ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলা-প্রসঙ্গে একটী শ্লোক। যে বয়সে শিশুরা সাধারণতঃ মাটী খাইতে ভালবাসে, সেই বয়সে একদিন শ্রীকৃষ্ণ সমবয়স্ক গোপশিশুদের সঙ্গে এবং কিঞ্চিদধিকবয়স্ক বলরামাদির সঙ্গে খেলা করিতে গিয়াছেন। যশোদামাতা বলিয়া দিয়াছেন—"তোরা কেহই মাটী খাইস্ না; আর দেখিস্, কানাইও যেন মাটী খায় না। কানাই মাটী খাইলে আমাকে জানাবি।" কানাই মাটী খাইয়াছেন; সকলে আসিয়া মাকে তাহা জানাইলেন। মা তৎক্ষণাৎ আসিয়া কানাইয়ের হাত ধরিয়া ফেলিলেন, যেন পলাইতে না পারেন। তখন, যাঁহার নামে স্বয়ং ভয় পর্যন্ত ভয়ে পলায়ন করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ যশোদামাতার ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মা বলিলেন—"মাটী খাইয়াছিস্ যে? তোকে না বারণ করিয়াছি?" "না মা, আমি মাটী খাই নাই"; "এরা যে বলে?" "মা, এরা তোমার নিকটে মিথ্যা কথা বলিয়াছে।" "হাঁ, মিথ্যা কথা বলিয়াছে! বলাই যে বলে? বলাই তো কখনও মিথ্যা কথা বলে না?" "না মা, আমি মাটী খাই নাই।" মাটী খাইলে শিশুর অসুখ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বাৎসল্যবতী যশোদা ভবিষ্যতের জন্য কানাইকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন। ভয়ে কানাই বলিলেন—"মা, আমি যদি মাটী খাইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার মুখে তো মাটী থাকিবে? তুমি আমার মুখ দেখ না।" "আচ্ছা, হা কর।" কানাই কম্পিত হৃদয়ে হা করিলেন; কিন্তু কানাইর ইচ্ছা—"মা যেন আমার মুখে মাটী না দেখেন; মাটী দেখিলে আজ আর আমার রক্ষা নাই।" তাঁহার এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের মুখে এক অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা দেখিলেন—তাঁহার কানাইর মুখে নিখিল বিশ্ব—স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্‌সকল, এবং পর্বত-দ্বীপ-সমুদ্রাদির সহিত ভূলোক, প্রবহবায়ু, বৈদ্যুৎ অগ্নি, চন্দ্র-তারকাদি-সহিত জ্যোতিষ্‌চক্র, স্বর্লোক, জল, বায়ু, বৈকারিক (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ), ইন্দ্রিয়সকল, মন ও শব্দাদি বিষয়, সত্ত্বাদিগুণত্রয়। এমন কি, যশোদা তাঁহার কানাইর মুখে ব্রজমণ্ডলকেও দেখিলেন, সেই ব্রজ-মণ্ডলে নিজেকেও দেখিলেন, কানাইকেও দেখিলেন। এই অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া তিনি নানা প্রকার ভাবনা করিতে লাগিলেন এবং সর্বশেষে মনে করিলেন—"ইহা বুঝি আমার এই বালকেরই কোনও এক অনির্বচনীয় ঐশ্বর্য। অহো! যাঁহা চিত্ত, মন, বাক্য এবং কর্মের বিতর্কের বিষয় নয়, যাঁহা জগতের আশ্রয়, যাঁহার অধিষ্ঠানহেতু বুদ্ধিবৃত্তির অভিব্যক্তি হয়, আমি তাঁহার চরণে প্রণত হই। হায়! আমি যশোদানাম্নী গোপী, আমার পতি এই ব্রজেশ্বর, আমি ব্রজেশ্বরের সমস্ত বিত্তের অধিষ্ঠাত্রী, কৃষ্ণ আমার পুত্র, এ-সমস্ত গোপ-গোপী-গোধন আমার—এ-সমস্ত কুমতি আমার যাঁহার মায়ায় জন্মিয়াছে, তিনি আমার গতি হউন।" যশোদার যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি পুত্রস্নেহময়ী মায়া বিস্তার করিলেন। তৎক্ষণাৎ যশোদামাতা যে ঐশ্বর্য দেখিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে ভুলিয়া গেলেন এবং তিনি স্নেহভরে তাঁহার আত্মজ কৃষ্ণকে কোলে করিলেন, স্নেহরসে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল। যশোদামাতা তাঁহার কানাইর মুখে যাহা দেখিলেন, তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্বাশ্রয় সর্বব্যাপক পরব্রহ্মতত্ত্ব। তিনি অজ—জন্মরহিত; তাঁহার জনক-জননী থাকিতে পারে না। শ্রুতি হইতে জানা যায়, তাঁহার ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, কোনও কাম্য বস্তুও নাই। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"। এতাদৃশ পরমতত্ত্বকে যশোদা নিজের আত্মজ মনে করিয়া স্নেহভরে স্তন্যদান করেন, শ্রীকৃষ্ণও লালসার সহিত সেই স্তন্য পান করেন; ব্রজরাজ-নন্দও তাঁহাকে আত্মজ মনে করেন। শ্রীশুকদেবের মুখে এ-সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)

—হে মুনে! নন্দ মহারাজ মহাপুণ্যজনক এমন কি মঙ্গলকার্য করিয়াছিলেন, (যাহার ফলে তিনি সর্বাশ্রয় সর্বব্যাপক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন)? আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি মঙ্গলজনক কার্য করিয়াছিলেন, (যাহার ফলে সর্বাশ্রয় সর্বব্যাপক, অজ এবং ক্ষুৎ-পিপাসাহীন) শ্রীহরি পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া লালসার সহিত তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছিলেন।"

লৌকিকী দৃষ্টিতেই মহারাজ পরীক্ষিতের এইরূপ প্রশ্ন। বস্তুতঃ কোনও মঙ্গলকার্যের ফলে নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েন নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে (১।১২-অনু), নন্দ-যশোদা জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ; তাঁহাদের বাৎসল্যের প্রভাবে অনাদি কাল হইতেই তাঁহাদের কৃষ্ণ-পিতৃত্ব-মাতৃত্বের অভিমান এবং শ্রীকৃষ্ণেরও নন্দ-যশোদা-পুত্রত্বের অভিমান বিরাজিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় শ্লোক ঃ—"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ ভা. ১০।৯।২০॥—(ইহা হইতেছে দামবন্ধনলীলা-প্রসঙ্গে একটী শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ যশোদামাতার একটী মৃণ্ময় দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন বলিয়া মাতা তাঁহাকে একটী উলূখলে বাঁধিয়াছিলেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্বব্যাপক বিভুতত্ত্ব—যাঁহার ভিতর-বাহির বলিয়া কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। যাঁহার বাহির আছে, রজ্জুদ্বারা তাহাকেই বাঁধা যায়। যাঁহার বাহির নাই, তাঁহাকে বাঁধা যায় না। অথচ এতাদৃশ বিভুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদামাতা রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাঁধা পড়িয়াছিলেন বলিয়াই যশোদা তাঁহাকে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন। এই দামবন্ধনলীলা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন)

—বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসাদ—ব্রহ্মা লাভ করিতে পারেন নাই, শিবও লাভ করিতে পারেন নাই, এমন কি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারেন নাই।"

বৎসের প্রতি গাভীর, সন্তানের প্রতি পিতামাতার, যে স্নেহ, তাহাকে বলে বাৎসল্য। যে-সকল পরিকর-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শুদ্ধ বাৎসল্য এবং মমত্ববুদ্ধি এত গাঢ় এবং এত প্রবল যে, তাঁহারা তাঁহাদের এই শুদ্ধ বাৎসল্যের প্রভাবে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্বাশ্রয়ত্ব, সর্বব্যাপকত্ব, বিভুত্ব, এবং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণত্বের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পুত্রমাত্র মনে করেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমকে বলে বাৎসল্যপ্রেম।

বাৎসল্যপ্রেমের সর্বসারত্বের সমর্থনে রায়রামানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্বালোচিত সেই শ্লোকদ্বয়ের এবং যে-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকদ্বয় কথিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গের তাৎপর্য হইতে জানা যায়, নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্য-প্রেম এবং মমত্ববুদ্ধি এত গাঢ় এবং প্রবল যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পুত্রমাত্র মনে করিয়াছেন। নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা মনে করায় তাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে বড়ই মনে করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদিগ হইতে ছোট মনে করিয়াছেন। প্রাকৃত জগতে পিতামাতা যেমন নিজেদিগকে পুত্রের লালক, পালক এবং অনুগ্রাহক মনে করেন, এবং পুত্রকে নিজেদের লাল্য, পাল্য এবং অনুগ্রাহ্য মনে করেন, বাৎসল্যের প্রভাবে নন্দ-যশোদাও নিজেদিগকে তাঁহাদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের লালক, পালক এবং অনুগ্রাহক মনে করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের লাল্য, পাল্য ও অনুগ্রাহ্য মনে করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন—"শ্রীকৃষ্ণ শিশু, বালক; তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান কিছুই নাই। তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তাঁহারাই দায়ী।" তাঁহাদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের যে কার্য বা আচরণ অন্যায়, ভবিষ্যতের পক্ষে অমঙ্গলজনক, শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশোধনের উদ্দেশ্যে, সেই কার্য বা আচরণের জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভর্ৎসনাদিও করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়াছিলেন বলিয়া যশোদামাতা তাঁহার তাড়ন-ভর্ৎসনা করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন বলিয়া যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন পর্যন্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে যশোদামাতা কোনওরূপ সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। অসঙ্গত কার্যের জন্য যে প্রবৃত্তি শৈশবে উদ্বুদ্ধ হয়, শৈশবেই যদি সেই প্রবৃত্তি দূরীভূত করা না যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শিশুর অমঙ্গল হইবে—এই বুদ্ধিতেই যশোদামাতা শিশু কৃষ্ণের তাড়ন, ভর্ৎসনা এবং বন্ধন পর্যন্ত করিয়াছেন।

এ-স্থলেই সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের উৎকর্ষ। সখ্যপ্রেমে কৃষ্ণসখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সখা মনে করেন, নিজেদের সমান মনে করেন; তাঁহাদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের কোনও অন্যায় আচরণ ধরা পড়ে না; কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণকে শাসন করার কথাও তাঁহাদের মনে জাগে না; নিজের শাসনের কথা যেমন কোনও শিশুর মনে জাগে না, তদ্রূপ। সখাদের কৃষ্ণবিষয়কপ্রেম দাস্য হইতে গাঢ় হইলেও এত গাঢ় নয়—যাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অপেক্ষা ছোট মনে করিতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অসঙ্গত আচরণের জন্য তাঁহার শাসনের কথা তাঁহাদের মনে জাগিতে পারে। কিন্তু যশোদামাতার বাৎসল্যপ্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মমত্ববুদ্ধি এত গাঢ় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের লাল্য, পাল্য এবং অনুগ্রাহ্য মনে করেন; এজন্য তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা অন্যায়, তেমন কোনও আচরণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখিলে তিনি তাঁহার সংশোধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন, ভর্ৎসন এবং বন্ধন পর্যন্ত করিতে কোনওরূপ সঙ্কোচ অনুভব করেন না। সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এতাদৃশ উৎকর্ষ আছে বলিয়াই রায়রামানন্দ সখ্যের পরে বাৎসল্যের কথা বলিয়াছেন।

ভক্তবৎসল স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "একো বশী" হইলেও প্রেমের বা প্রেমভক্তির বশীভূত। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।—শ্রুতি।" যে-খানে প্রেমের যত বেশী উৎকর্ষ, সে-খানে তাঁহার বশ্যতাও তত বেশী। বাৎসল্যপ্রেমের এতই উৎকর্ষ যে, স্বয়ং অন্তর্বহিঃশূন্য বিভুতত্ত্ব হইয়াও তিনি শুদ্ধ-বাৎসল্যবতী যশোদামাতার বাৎসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহার হস্তে রজ্জুর বন্ধন পর্যন্ত অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভক্তের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই অবস্থা-বিশেষে পরম-আস্বাদনচমৎকারিত্বময় রসে পরিণত হয় এবং ভক্তের এতাদৃশ প্রেমরস-মাধুর্যের আস্বাদনেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দ। যশোদামাতার বন্ধন অঙ্গীকার করিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যরসের মাধুর্যই আস্বাদন করিয়াছেন। যদিও বহির্দৃষ্টিতে বন্ধন, তথাপি ইহা হইতেছে প্রেমের বন্ধন; তাই পরম-আনন্দের উৎস।

এ-সমস্ত কারণেই রায়রামানন্দের মুখে বাৎসল্যপ্রেমের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন —"এহোত্তম, আগে কহ আর॥ চৈ. চ. ২।৮।৬৩॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই—"সত্যই বাৎসল্যপ্রেম উত্তম, অতি উত্তম, সখ্য-প্রেম অপেক্ষাও উত্তম। কেননা, সখ্যপ্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের যে বশ্যতা এবং সখ্যপ্রেমরসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের যে পরমানন্দ, তাহা অপেক্ষাও বাৎসল্যপ্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা এবং বাৎসল্যপ্রেমরসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ অনেক বেশী উৎকর্ষময়। রামানন্দ! বাৎসল্য অপেক্ষাও উৎকর্ষময় যদি কিছু থাকে, তাহা বল।"

(১০) কান্তাপ্রেম

প্রভুর কথা শুনিয়া "রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥ চৈ. চ. ২।৮।৬৩॥"

কান্তের প্রতি কান্তার, নায়কের প্রতি নায়িকার যে প্রেম, তাহাকে বলে কান্তাপ্রেম। এ-স্থলে কান্ত বা নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীদের প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে।

নিজের উক্তির সমর্থনে রায়রামানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবতের দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথমশ্লোক :—"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ১০।৪৭।৬০॥ —(মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত দূতরূপে উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদের অত্যন্ত অপূর্ব প্রেম দর্শন করিয়া এবং সেই প্রেমের প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে অত্যন্ত অপূর্ব প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া উদ্ধব বলিয়াছিলেন)—রাসোৎসবকালে এই শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত (আলিঙ্গিত) হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ-স্বরূপের বক্ষোবিলাসিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ-স্বরূপে অত্যন্ত প্রেমবতী লক্ষ্মীদেবীও তাহা লাভ করেন নাই এবং পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ এবং কান্তি যাঁহাদের, সেই স্বর্গাঙ্গনা অপ্‌সরোগণও তাহা লাভ করেন নাই; অন্যান্য রমণীদের কথা আর কি বলিব।" (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।

অথবা, "রাসোৎসব-কালে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত (আলিঙ্গিত) হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ (শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-সুখোল্লাসরূপ) যে মনোরথরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (গোপীদিগের এই সুখোল্লাস নিত্য হইলেও রাসোৎসবে যাহা প্রকটিত হইয়াছিল), সেই প্রসাদ —দিব্য-সুখভোগাস্পদ-লোকসমূহশিরোমণি-বৈকুণ্ঠস্থিতা ভূ-লীলা প্রভৃতির মধ্যেও যিনি পরম প্রেমবতী, শ্রীকৃষ্ণেরই পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণরূপের বক্ষোবিলাসিনী সেই লক্ষ্মীদেবীও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই; অন্য রমণীদের কথা আর কি বলা যাইবে?" (বৈষ্ণবতোষণী-টীকানুযায়ী অনুবাদ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন। স্বরূপ-শক্তির মূর্ত-বিগ্রহ বলিয়া নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী এবং কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণও তত্ত্বতঃ অভিন্ন। পরব্যোমে স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ ভূ, লীলা প্রভৃতি যে লক্ষ্মীগণ বিরাজিত, তাঁহাদিগ হইতেও, এমন কি পরব্যোমে নৃসিংহ-সদাশিবাদি যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তাঁহাদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণ হইতেও নারায়ণ-কান্তা লক্ষ্মীদেবী অত্যধিক প্রেমবতী; তিনি শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, ষড়ৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী। ব্রজে গোপীগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সেই ভাবে সেবাপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হইয়া এতাদৃশী লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যসুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া উৎকট ব্রতনিয়ম ধারণ পূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ভা. ১০।১৬।৩৬॥); কিন্তু লক্ষ্মীদেবী তাঁহার অভীষ্ট সেবা প্রাপ্ত হয়েন নাই, সুতরাং রাসোৎসব-কালে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখোল্লাসরূপ যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীদেবীও তাহা লাভ করেন নাই। লক্ষ্মীদেবীও যাহা প্রাপ্ত হয়েন নাই, স্বর্গস্থিত উপেন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের কান্তাদিগের পক্ষে যে তাহা অতি দুর্লভ, কৈমুত্যন্যায়েই তাহা বুঝা যায়; স্বর্গস্থিত অপ্সরোগণের বা অন্য রমণীগণের সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে।

এই শ্লোকে নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের কান্তাপ্রেমের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্লোক ঃ—"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ॥ ভা. ১০।৩২।২ ॥—(শারদীয়-রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে কৃষ্ণবিরহার্তা গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন তাঁহারা যমুনাপুলিনে আসিয়া তীব্র বিরহদুঃখে আর্তস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—'আমার বিরহ-দুঃখে ইঁহারা মৃতপ্রায় হইয়াছেন; আরও কিছুকাল যদি আমি ইঁহাদের দৃষ্টির বাহিরে থাকি, তাহা হইলে ইঁহারা আর বাঁচিবেন না।'—এইরূপ ভাবিয়া তিনি হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। কিভাবে তিনি আবির্ভূত হইলেন, এই শ্লোকে শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে তাহা বলিয়াছেন। হে মহারাজ!)

—স্ময়মানমুখাম্বুজ পীতাম্বরধর স্রগ্বী এবং সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শৌরি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাদের (বিরহার্তা গোপীদের) মধ্যে আবির্ভূত হইলেন (হাঁটিয়া আসিলেন না, হঠাৎ তাঁহাদের নয়নের গোচরীভূ হইলেন)।"

এই শ্লোকোক্ত বিশেষণগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সব কয়টী বিশেষণই শৌরির—শ্রীকৃষ্ণের। এই বিশেষণগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে আবির্ভূত হইলেন? **স্ময়মানমুখাম্বুজ** হইয়া। তাঁহার মুখখানা স্বভাবতঃই অম্বুজের—কমলের—ন্যায় চিত্তাকর্ষক; তাঁহার পরম মধুর মন্দহাসিও সর্বদা তাঁহার বদনকমলে বিরাজিত থাকিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার মুখের রমণীয়তা আরও বর্ধিত করিয়া থাকে। বিরহার্তা গোপীদিগের বিরহার্তিকে প্রশমিত করার জন্য তাঁহার স্বাভাবিক মন্দহাসিতে আরও এক অপূর্ব রমণীয়ত্ব প্রকটিত করিয়া তাঁহার স্বভাবসুন্দর বদনকমলের এক অপূর্ব-মনোহারিতা প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। আর কি রূপে? **পীতাম্বরধর** হইয়া। তাঁহার পীতবর্ণ বসনকে গলার উপর ঝুলাইয়া তাহার লম্বমান প্রান্তদ্বয়কে যুগ্মকরে ধারণ করিয়া—গললগ্নীকৃতবাসে—মহা অপরাধীর ন্যায় তিনি আবির্ভূত হইলেন। ব্যঞ্জনা এই যে,—"প্রেয়সীগণ! তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া আমি তোমাদের অত্যন্ত দুঃখ জন্মাইয়াছি; তোমরা আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়াই তাঁহাদের রোষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের এই ভঙ্গী। আর কিরূপে? **স্রগ্বী** হইয়া। স্রগ্বী—পুষ্পমালাধারী। অন্তর্ধানের পূর্বে তাঁহার প্রেয়সী গোপীগণ তাঁহার গলায় প্রীতিভরে যে-সকল পুষ্পমালা দিয়াছিলেন, সে-সকল মালা তখনও তাঁহার গলায় অম্লান ভাবে দোলায়মান ছিল। ইহাদ্বারা তিনি জানাইলেন যে, তিনি অন্য কোনও রমণীর সঙ্গ করেন নাই; তাঁহাদের প্রীতিমণ্ডিত মালা যে ভাবে তাঁহারা তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই তখনও তাঁহার কণ্ঠে তিনিও পরম-আনন্দের সহিত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহাও গোপীদের মনঃখেদ দূর করার একটা ভঙ্গী। আর কিরূপে? **সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ** রূপে। অনন্ত-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত যে মন্মথগণ, তাঁহারা হইতেছেন সাক্ষাৎ মন্মথ—সাক্ষাৎ মদন। চতুর্ব্যূহান্তর্গত বলিয়া তাঁহারা প্রাকৃত মন্মথ বা প্রাকৃত মদন নহেন, তাঁহারা হইতেছেন অপ্রাকৃত মন্মথ। তাঁহাদের মোহিনী শক্তির আভাস পাইয়াই প্রাকৃত মন্মথ ব্রহ্মাদিকে পর্যন্ত বিচলিত করেন। এতাদৃশ যে সাক্ষাৎ মন্মথগণ, তাঁহাদেরও মন্মথরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ-শব্দের তাৎপর্য "চক্ষুর চক্ষুর"-ন্যায়, অর্থাৎ সাক্ষান্মন্মথগণের মন্মথত্বের হেতুও শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার অশেষ সৌন্দর্য-মাধুর্য সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত করিয়া অপ্রাকৃত মহা মন্মথরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন—তাঁহার সৌন্দর্য-মাধুর্যের সুধাধারাদ্বারা তাঁহার প্রেয়সী গোপীগণের প্রজ্জ্বলিত বিরহাগ্নিকে সম্যক্‌রূপে নির্বাপিত করার উদ্দেশ্যে।

এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের উৎকর্ষই খ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাময়িক বিরহেও তাঁহাদের আর্তি তাঁহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের এই প্রাণান্তকর-অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাদের বিরহার্তি দূর করার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভূত হইলেন—এমন ভাবে আবির্ভূত হইলেন, যাহাতে তাঁহার দর্শনমাত্রেই তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইতে পারে; কেবল তাহাই নহে, মহা অপরাধীর ন্যায় গললগ্নীকৃতবাসে অপরাধ-ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াই তিনি তাঁহাদের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইলেন। অপর কাহারও নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্যবহারের কথা জানা যায় না। কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদের কৃষ্ণপ্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পরমবশ্যতার কথাও এই শ্লোক হইতে জানা গেল।

কান্তাপ্রেমের স্বরূপগত উৎকর্ষ

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য হইতে কান্তাপ্রেমের প্রধানতঃ দুইটী স্বরূপগত উৎকর্ষ আছে। প্রথমতঃ, ব্রজের দাস্যরতি রাগের শেষসীমা পর্যন্ত, সখ্যরতি অনুরাগের পূর্বসীমা পর্যন্ত এবং বাৎসল্যরতি অনুরাগের শেষসীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয়; অনুরাগ এক অপূর্ব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মহাভাবে পরিণত হয়; কান্তারতি এই মহাভাবের সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয় (১০।২০-অনু দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেখা গেল, কান্তাপ্রেমের গাঢ়ত্ব বাৎসল্যপ্রেম অপেক্ষাও অধিক। দ্বিতীয়তঃ, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন ভাবের পরিকরভক্তদের কৃষ্ণরতি হইতেছে সম্বন্ধানুগা; কিন্তু কান্তাপ্রেমবতী গোপীদিগের কৃষ্ণরতি হইতেছে কামানুগা বা প্রেমানুগা (১০।২১-অনু দ্রষ্টব্য)। সম্বন্ধানুগা কৃষ্ণরতি হইতে কামানুগা বা প্রেমানুগা কৃষ্ণরতির যে পরেমোৎকর্ষ, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১০।২১-অনু)। কান্তাপ্রেমের এই দুইটী স্বরূপগত উৎকর্ষ আছে বলিয়াই রায়রামানন্দ বাৎসল্যপ্রেমের পরে কান্তাপ্রেমের কথা বলিয়াছেন।

কান্তাপ্রেমের মহিমাগত উৎকর্ষ

রায়রামানন্দ কান্তাপ্রেমের কয়েকটী মহিমাগত উৎকর্ষের কথাও বলিয়াছেন।

প্রথমতঃ, গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য

কান্তাপ্রেমের প্রসঙ্গে রায়রামানন্দ বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বপূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥ গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতিরসে। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥ আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে। দুই তিন গণনে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ চৈ. চ. ২।৮।৬৬-৬৮॥"

আকাশ (ব্যোম), বায়ু (মরুৎ), তেজ, জল (অপ্) ও পৃথিবী (ক্ষিতি) এই পাঁচটীকে পঞ্চভূত বলে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী হইতেছে পঞ্চভূতের পঞ্চ গুণ। তন্মধ্যে আকাশের গুণ হইতেছে একটী—শব্দ। বায়ুর গুণ দুইটী—শব্দ ও স্পর্শ; আকাশের গুণ শব্দও বায়ুতে আছে এবং আরও একটী অধিক গুণ আছে—স্পর্শ। তেজের গুণ তিনটী—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ (বায়ুর গুণও তেজে আছে)। জলের গুণ চারিটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস (তেজের তিনটী গুণও জলে আছে)। আর পৃথিবীর গুণ হইতেছে পাচটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ (জলের চারিটী গুণও পৃথিবীতে আছে)। এইরূপে দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল—পৃথিবীতে পূর্ববর্তী চারিটী ভূতের গুণই আছে, অধিকন্তু পৃথিবীর নিজস্ব বিশেষ গুণ "গন্ধও" আছে। তদ্রূপ কান্তাপ্রেমেও শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ তো আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণসুখের জন্য নিজাঙ্গদ্বারা সেবাও (আলিঙ্গন-চুম্বনাদিও) আছে।

শান্তের গুণ হইতেছে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা (এবং তাহার ফলে কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ)। দাস্যের গুণ—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা এবং মমতাবুদ্ধিময়ী সেবা। সখ্যের গুণ—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, মমতাবুদ্ধিময়ী সেবা এবং গৌরববুদ্ধিহীনতা। বাৎসল্যের গুণ—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, মমতাবুদ্ধিময়ী সেবা (এ-স্থলে লালন-পালনই হইতেছে সেবা), গৌরবুদ্ধিহীনতা এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে লাল্যত্ব-পাল্যত্ববুদ্ধি অর্থাৎ সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলকার্যবুদ্ধি। আর, মধুর ভাবের বা কান্তাপ্রেমের গুণ—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, মমতাবুদ্ধিময়ী সেবা, গৌরববুদ্ধিহীনতা, (বাৎসল্যের গুণ) সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-সাধন ও ভক্ষ্যপেয়াদিদ্বারা সেবা এবং কৃষ্ণসুখার্থ নিজাঙ্গদ্বারাও সেবা। এইরূপে দেখা গেল—কান্তা-প্রেমে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ তো আছেই, তদতিরিক্তও একটী গুণ আছে—নিজাঙ্গ-দ্বারা সেবা। গুণের আধিক্য থাকিলে স্বাদেরও আধিক্য থাকিবে। কান্তাপ্রেমে দাস্য-সখ্যাদি হইতে, এমন কি বাৎসল্য হইতেও, গুণের আধিক্য বলিয়া স্বাদের—মাধুর্যেরও—আধিক্য। কান্তাপ্রেমের মতন আস্বাদ্য বা মধুর অন্য কোনও প্রেম নহে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি

কান্তাপ্রেম-সম্বন্ধে রায়রামানন্দ বলিয়াছেন—"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে॥ চৈ. চ. ২।৮।৬৯॥"

"কৃষ্ণপ্রাপ্তি"-শব্দে "কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি" বুঝায়। কান্তাপ্রেমেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা পাওয়া যায়, কোনওরূপ সেবাই বাকী থাকে না। কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতি কামানুগা বা প্রেমানুগা বলিয়াই ইহা সম্ভব (১০।২১-অনু)। সম্বন্ধানুগাতে সকল রকমের সেবা সম্ভব নহে (১০।২১-অনু)।

তৃতীয়তঃ, কান্তাপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্ব

কান্তাপ্রেমসম্বন্ধে রায়রামানন্দ বলিয়াছেন—"এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে॥ চৈ. চ. ২।৮।৬৯॥" এই উক্তির প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের একটী উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ভা. ১০।৮২।৪৪॥—(কুরুক্ষেত্র-মিলনসময়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে বলিয়াছেন) আমা-বিষয়িণী ভক্তিদ্বারা লোক অমৃতত্ব (আমার পার্ষদত্ব) লাভ করিতে পারে। আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ (প্রেম) আছে, তাহা হইতেছে মদাপন, অর্থাৎ আমি যে-স্থানে যে-অবস্থাতেই থাকিনা কেন, তোমাদের মদবিষয়ক প্রেম আমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনিতে সমর্থ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu. Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীদিগের প্রেমের একান্ত বশীভূত, এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে গোপীদিগের এতাদৃশ প্রেম তাঁহার নিজেরই সৌভাগ্য-প্রদর্শক। গোপীদের প্রেমবশ্যতায় তাঁহার যে অপরিসীম আনন্দ, তাহাই এই বাক্যে সূচিত হইল।

কান্তাপ্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাসম্বন্ধে রায়রামানন্দ আরও বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে—। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীতা॥ ৪।১১॥' এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী হয়, কহে ভাগবতে॥ চৈ. চ. ২।৮।৭০-৭১॥"

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"-ইত্যাদি গীতোক্তি হইতে জানা যায়—সর্বকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণের একটী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে, যাঁহারা যে ভাবে তাঁহার ভজন করেন, তিনিও তাঁহাদিগের তদনুরূপ ভজন করেন—তাঁহাদের অভীষ্ট দান করিয়া তাঁহাদের ভজন (অর্থাৎ প্রীতিবিধান) করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কখনও কান্তাপ্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন না, কৃষ্ণকান্তা ব্রজ-সুন্দরীগণ যে প্রেমের সহিত তাঁহার প্রীতিবিধানার্থ তাঁহার সেবা করেন, সেই প্রেমের এবং সেই প্রেমসেবার অনুরূপ প্রতিদান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে দিতে পারেন না। কেন না, গোপীগণের একমাত্র অভীষ্ট হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সুখ; নিজেদের জন্য কোনও অভিলাষের গন্ধমাত্রও তাঁহাদের মধ্যে নাই; সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতিময়ী সেবার বিনিময়ে তাঁহাদিগকে কিছু দেওয়াও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব নয়; কেন না, নিজেদের জন্য কোনও অভীষ্টই তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তিনি যে সুখ পায়েন, তাহা পায়েন তিনি নিজে; তাহা গোপীদের সেবার প্রতিদান হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদের সেবা-গ্রহণে তাঁহাদের নিকটে তাঁহার ঋণ কেবল বর্ধিত হইতেই থাকে; কোনওরূপ প্রতিদানই তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিকটে অপরিশোধ্য ঋণে চিরঋণী। একথা যে শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে রায়রামানন্দের উল্লিখিত নিম্নলিখিত ভাগবত-শ্লোকই তাহার প্রমাণ। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১০।৩২।২২॥—(শারদীয়-রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে বনে বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও গোপীগণ তাঁহাকে না পাইয়া যমুনাপুলিনে আসিয়া যখন আর্তি প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সে-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন)

—হে প্রেয়সীগণ! (স্বজন-আর্যপথ-বেদধর্ম-কুলধর্মাদিরূপ) দুর্লঙ্ঘ্য গেহশৃঙ্খলসমূহকে সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া তোমরা যে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, তোমাদের সেই মিলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরবদ্য—অনিন্দনীয় এবং আমার সহিত মিলিত হইয়া আমার জন্য তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহাও তোমাদের সাধুকৃত্য—অসাধুকৃত্য নহে; কেননা, নিজের জন্য তোমাদের কাম্য কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র আমার সুখের জন্যই তোমরা স্বজনার্যপথাদি পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবা করিয়াছ। আমি যদি ব্রহ্মার সমান আয়ুষ্কালও প্রাপ্ত হই এবং সেই আয়ুষ্কালের প্রতি অনুপল-বিপলও তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান দেওয়ার উপায়ের অনুসন্ধানে নিয়োজিত করি, তাহা হইলেও প্রতিদানের কোনও উপায় খুজিয়া পাইব না। অতএব, তোমাদের সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান হউক, আমি তোমাদের নিকটে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।”

এইরূপ কথা শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোনও পরিকর-সম্বন্ধেই বলেন নাই। একমাত্র কান্তাপ্রেমের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের অপরিশোধ্য ঋণ।

চতুর্থতঃ, কান্তাপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য-বর্দ্ধকত্ব

কান্তাপ্রেম-সম্বন্ধে রায়রামানন্দ আরও বলিয়াছেন,—“যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধূর্য্য। ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য॥ চৈ. চ. ২।৮।৭২॥”

রামানন্দরায় তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেনঃ— “তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥ ১০।৩৩।৬॥—(শারদীয় রাসোৎসব আরম্ভ হইলে কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ মণ্ডলীবন্ধনে দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি দুইজনের মধ্যে প্রকাশরূপে আবির্ভূত হইয়া দুই হস্তে পার্শ্ববর্তিনী গোপীদ্বয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অবস্থিত ছিলেন। এই সময়ে, স্বভাবতঃই পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের শোভার কথা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন)

—স্বর্ণবর্ণ-মণিগণমধ্যে মহামারকত (ইন্দ্রনীলমণি) যেরূপ শোভা ধারণ করে, সেই রাসমণ্ডলে সেই স্বর্ণবর্ণা গোপ-সুন্দরীগণের মধ্যে ভগবান্ দেবকীসুতও তদ্রূপ অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন।”

ইন্দ্রনীলমণি যদি স্বর্ণবর্ণমণিসমূহের মধ্যে মধ্যে থাকে, তাহা হইলে হেমমণির ছটায় তাহার সৌন্দর্য অত্যন্ত বর্ধিত হয়। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও তিনি যখন হেমগৌরাঙ্গী ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত নীলমণি-সৌন্দর্যও, গোপীদিগের হেমকান্তিচ্ছটায় অত্যধিকরূপে বর্ধিত হয়।

“কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধূর্য্য” হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য পরমতম-মাধুর্যময় হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যঘনবিগ্রহ হইলেও, তাঁহার মাধুর্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত—তরঙ্গায়িত—করিতে পারে একমাত্র নিকটবর্তী ভক্তের প্রেম। যাঁহার মধ্যে প্রেমের যত বেশী উৎকর্ষ, তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যও তত বেশী অভিব্যক্ত হয়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অপেক্ষাও মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তা গোপীদিগের প্রেম সর্ববিষয়ে উৎকর্ষময়। মুকুন্দ-মহিষীদিগের পক্ষেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীদিগের প্রেম—মহাভাব—অতি দুর্লভ। এজন্য মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তা গোপীদের নিকটে যখন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন, তখন তাঁহাদের প্রেমের প্রভাবে তাঁহার মাধুর্যও অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা হইতেও কান্তাপ্রেমের পরমোৎকর্ষের কথাই জানা যায়।

"ভগবান্ দেবকীসুতঃ"-শব্দদ্বয়েরও এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা আছে। দেবকীনন্দন হইতেছেন ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ; সুতরাং কোনও কিছুর জন্যই তাঁহাকে কাহারও অপেক্ষা রাখিতে হয় না। কিন্তু তাঁহার মাধুর্যের উচ্ছলনের বা বৃদ্ধির জন্য তিনিও গোপীদের বা তাঁহাদের প্রেমের—কান্তাপ্রেমের—অপেক্ষা রাখেন। তাঁহাদের সান্নিধ্যে তাঁহার মাধুর্য বর্দ্ধিত হয়, তাঁহাদের সান্নিধ্য ব্যতীত তাহা হয় না। আবার, যশোদার একটী নামও দেবকী বলিয়া "দেবকীসুত" বলিতে যশোদানন্দনকেও বুঝায়। যশোদানন্দন হইতেছেন ভগবান্, স্বয়ংভগবান্। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকট বলিয়াছেন—"মাধুর্য ভগবত্তাসার ॥ চৈ. চ. ২।২১।৯২ ॥" যশোদানন্দন স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহাতে মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ; পূর্ণতম-বিকাশময় মাধুর্যের আর বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীদিগের কান্তাপ্রেমের এমনই এক অদ্ভুত প্রভাব যে, এই প্রেম তাঁহার বর্ধনাবকাশহীন মাধুর্যকেও বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এইসমস্তও কান্তাপ্রেমের এক অপূর্ব উৎকর্ষ সূচিত করিতেছে।

কান্তাপ্রেমের মহিমাগত এ-সমস্ত উৎকর্ষের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন। কান্তাপ্রেমই যে সাধ্যবস্তুর অবধি—সীমা, প্রভু তাহা সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই কান্তাপ্রেম-সম্বন্ধে—"প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয় ॥ চৈ. চ. ২।৮।৭৩ ॥"

(১১) রাধাপ্রেম

কিন্তু কান্তাপ্রেম যে "সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়", তাহা স্বীকার করিয়াও প্রভু আবার বলিলেন —"কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ চৈ. চ. ২।৮।৭৩ ॥"—"রামানন্দ। কান্তাপ্রেম যে সাধ্যবস্তুর সীমা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সীমার বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না, তাহাও অনস্বীকার্য। তবে এই সাধ্যাবধি কান্তাপ্রেমের মধ্যে যদি বিশেষত্ব কিছু থাকে, কৃপা করিয়া তুমি তাহা আমাকে বল।" প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দ বলিলেন, "—ইহার আগে পুছে, হেন জনে। এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ চৈ. চ. ২।৮।৭৪ ॥"

"প্রভু, কান্তাপ্রেম হইতেছে সাধ্যবস্তুর অবধি; সুতরাং কান্তাপ্রেমের কথা শুনিলেই সকলে পরিতুষ্ট হয়; ইহার পরে যে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে, ইহা কেহ মনে করে না। তুমি যখন আরও কিছু জানিতে চাহিতেছ, তোমার কৃপায় আমি আরও কিছু বলিতেছি। প্রভু, আমি যাহা বলিব, তাহাও কান্তাপ্রেমের অন্তর্ভুক্তই, কান্তাপ্রেমের বাহিরের কথা নয়; কেননা, কান্তাপ্রেম সাধ্যাবধি বলিয়া তাহার বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। প্রভু, কান্তাপ্রেমের মধ্যে কৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধার প্রেম হইতেছে সাধ্যশিরোমণি; সমস্ত শাস্ত্রেই শ্রীরাধা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। 'ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥' চৈ. চ. ২।৮।৭৫ ॥" *

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য কান্তা—অসংখ্য ব্রজগোপী। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকেই কান্তাপ্রেম বলা হয়। ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য হইতেও কান্তাপ্রেম শ্রেষ্ঠ; কিন্তু কান্তা-প্রেমের উপরে, কান্তাপ্রেম হইতে উৎকর্ষময়, আর কোনও প্রেমস্তর নাই। এজন্য কান্তা-প্রেমকে "সাধ্যাবধি" বলা হইয়াছে। কিন্তু রামানন্দ সাধারণভাবেই কান্তাপ্রেমের সাধ্যাবধিত্বের কথা বলিয়াছেন। প্রভুর ইচ্ছানুসারে তিনি এক্ষণে কান্তাপ্রেমের মধ্যে অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্তা অসংখ্য গোপীর মধ্যে কান্তাপ্রেমের অসংখ্য বৈচিত্রী বিরাজিত। কৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধার মধ্যে কান্তাপ্রেমের যে বৈচিত্রী বিরাজিত, রায়রামা-নন্দ তাহাকেই "সাধ্যশিরোমণি"—যত রকম সাধবস্তু আছে, তাহাদের মুকুটমণিসদৃশ, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু বলিয়াছেন।

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে "সাধ্যশিরোমণি" বলার হেতু এই :—

প্রথমতঃ, শ্রীরাধার মধ্যে প্রেমের সর্বোচ্চতম স্তর সর্বদা বিরাজিত ; এই প্রেমস্তরের নাম হইতেছে "মাদন"। এই মাদন শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোনও কৃষ্ণকান্তা গোপীতেই নাই; ইহা হইতেছে সর্বাতিশায়ী।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণভাবে কান্তাপ্রেমের যে-সমস্ত মহিমাগত উৎকর্ষের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সে-সমস্ত উৎকর্ষের চরম পরাকাষ্ঠা হইতেছে শ্রীরাধার প্রেমে। অন্য কোনও কৃষ্ণ-কান্তা গোপীর মধ্যে তাহাদের চরমতম পরাকাষ্ঠা নাই। কান্তাপ্রেমের মহিমাগত উৎকর্ষ-প্রসঙ্গে প্রথমে বলা হইয়াছে—গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যের কথা। শ্রীরাধার প্রেম সর্বাতিশায়ী বলিয়া তাহার স্বাদাধিক্যও সর্বাতিশায়ী। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—পরিপূর্ণ কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির কথা। অন্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সেবা করিয়া থাকেন, প্রেমের সর্বাতিশায়িত্ববশতঃ শ্রীরাধার কৃষ্ণসেবা তদপেক্ষাও অনেক উৎকর্ষময়ী। তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে, কান্তাপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্বের কথা। প্রেম যত উৎকর্ষময় হয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও তত বেশী হয়। শ্রীরাধার প্রেম যখন সর্বাতিশায়ী, তখন শ্রীরাধার প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও হইবে সর্বাতিশায়িনী। এ-সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তিই প্রমাণ। "কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান ॥ পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ না জানি

* সমস্ত শাস্ত্রের মূল হইতেছে বেদ ; বেদে যে মহিমা কীর্তিত হইয়াছে, সেই মহিমাকেই সমস্ত শাস্ত্রে কীর্তিত বলিয়া স্বীকার করা যায়। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" ইত্যাদি ঋক্‌পরিশিষ্ট বাক্যে এবং "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ"-ইত্যাদি অথর্ববেদান্তর্গত-পুরুষবোধিনী-শ্রুতিবাক্যে শ্রীরাধার মহিমা কীর্তিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট। সদা আমা নানানৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ চৈ. চ. ১।৪।১০৫-৮॥" চতুর্থতঃ বলা হইয়াছে, কান্তাপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য-বর্ধকত্বের কথা। অন্য গোপীদের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ধিত হয় বটে; কিন্তু তাঁহার মদনমোহন-রূপ প্রকটিত হয় না। শ্রীরাধার সান্নিধ্যে যখন তিনি থাকেন, শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী প্রেমের প্রভাবে তখনই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যও সর্বাতিশায়ি-রূপে বর্ধিত হয়, তখন এমন হয় যে, তাঁহার মাধুর্যদর্শনে স্বয়ং অপ্রাকৃত মদন পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়েন। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ॥" শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ॥ আমার মাধুর্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে॥ মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥ চৈ. চ. ১।৪।১২২-২৪॥"

এ-সমস্ত কারণে অন্য কৃষ্ণকান্তাদের প্রেম হইতেও শ্রীরাধার কান্তাপ্রেম হইতেছে অনেক অধিক উৎকর্ষময়। তাই রায়রামানন্দ বলিয়াছেন—"কান্তাপ্রেম সাধ্যাবধি হইলেও কান্তা-প্রেমের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেম হইতেছে—সাধ্যশিরোমণি। সমস্ত-শাস্ত্রেই শ্রীরাধার প্রেমের কথা কীর্তিত হইয়াছে।" রায়রামানন্দ তাঁহার উক্তির সমর্থনে নিম্নোদ্ধৃত পুরাণ-শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম শ্লোক :—"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ পদ্মপুরাণ ॥—শ্রীরাধা সর্বব্যাপকতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়া, (শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়া বলিয়া) শ্রীরাধার কুণ্ডও (শ্রীরাধাকুণ্ডও) শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীর মধ্যে একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা (প্রিয়তমা প্রেয়সী)।" দ্বিতীয় শ্লোক :—"অনয়া-রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ভা. ১০।৩০।২৮॥—(শারদীয় রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, অন্য গোপীগণ তখন তাহা জানিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে তাঁহারা যখন বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন এক হরিণীর নিকটে উপনীত হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থিত কুন্দমালার গন্ধের সহিত মিশ্রিত কুঙ্কুমের গন্ধ বায়ুমণ্ডলে অনুভব করিলেন। গোপীদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রীরাধার যূথে ছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—যে-কুঙ্কুমের গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল, তাহা ছিল শ্রীরাধার অঙ্গস্থ কুঙ্কুম। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, শ্রীরাধার সহিতই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে এক জায়গায় ভূ-পৃষ্ঠে তাঁহারা দুইজনের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন—ভূমিতে কেবল পায়ের দাগ নহে, দাগের মধ্যে উভয়ের চরণতলে যে-সকল চিহ্ন আছে, সে-সকল চিহ্নও দেখিতে পাইলেন। তন্মধ্যে একজনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচিহ্ন যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, তাহা সমস্ত গোপীই চিনিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পার্শ্বে যে আর এক জোড়া লঘু পদচিহ্ন ছিল, তাহা যে কোনও রমণীর পদচিহ্ন, তাহাও সকলেই বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু সেই রমণী কে, তাহা সকলে চিনিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র শ্রীরাধার যূথের গোপীগণ চিনিতে পারিলেন, এই পদচিহ্নদ্বয় ছিল শ্রীরাধার পদচিহ্ন; দেখিয়া অসংখ্য গোপীর মধ্যে একমাত্র তাঁহাদের যূথেশ্বরী শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই নিভৃতস্থলে আসিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁহারা শ্রীরাধার সৌভাগ্যের কথা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেও শ্রীরাধার বিপক্ষীয়া গোপীগণের চিত্তে ঈর্ষ্যার উদয় হইবে মনে করিয়া শ্রীরাধার নামটী প্রকাশ্যভাবে বলিলেন না, ভঙ্গীক্রমে, নিরুক্তিতে, প্রকাশ করিয়া বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পার্শ্বে যাঁহার লঘু-পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, সেই)

—এই রমণীকর্তৃক (ভক্তজন-দুঃখহর্তা এবং ভক্তজনের অভীষ্টপ্রদ) ভগবান্ হরি শ্রীনারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের নিকটে ভগবান্ হইতেছেন শ্রীনারায়ণ) নিশ্চিতই আরাধিত (সম্যক্‌রূপে রাধিত—সন্তোষপ্রাপ্ত) হইয়াছেন। যেহেতু, (তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনারায়ণ তাঁহার প্রতি যে কৃপা করিয়াছেন, সেই কৃপার ফলেই) গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া গোকুলবাসী সকলের পক্ষে এবং গোকুলবাসিনী আমাদের সকলের পক্ষেও তুল্য প্রিয় হইলেও, অথবা যিনি তাঁহার রূপ-রসাদিদ্বারা আমাদের সকলের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পক্ষে তুল্যরূপে পালনকর্তা বা তৃপ্তিবিধায়ক হইলেও সেই গোবিন্দ) প্রীত হইয়া আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অগম্য এই নিভৃত স্থানে কেবল তাঁহাকেই আনয়ন করিয়াছেন।”

কৃষ্ণকান্তা সমস্ত ব্রজগোপীদের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে ভঙ্গীক্রমে, নিরুক্তিতে, শ্রীরাধার নামও প্রকাশ করা হইয়াছে। রাধ্-ধাতু হইতে রাধা-শব্দ নিষ্পন্ন। রাধ্-ধাতুর অর্থ—সন্তোষ, প্রীতি। আরাধনা শব্দের অর্থ—সম্যক্‌রূপে সন্তোষবিধান বা প্রীতিবিধান। যিনি সম্যক্‌রূপে প্রতিবিধান করেন, সেই রমণী হইতেছেন “রাধা—রাধয়তি ইতি রাধা।” কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—“কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব ‘রাধিকা’ নাম পুরাণে বাখানে॥ চৈ. চ. ১।৪।৭৫॥”

শ্রীরাধা-সম্বন্ধে রায়রামানন্দ যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। “প্রভু কহে—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে। অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥ চৈ. চ. ২।৮।৭৬॥”

পরমভাগবত মহাপ্রেমিক রায়রামানন্দের মুখে শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা প্রকাশ করাইয়া তাহার আস্বাদনই ছিল মহাপ্রভুর মূল অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই প্রভু সর্বপ্রথমে রায়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানন্দকে বলিয়াছিলেন—"পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়॥" নানা ভঙ্গীতে বিভিন্ন সাধ্যের কথা প্রকাশ করাইয়া প্রভু রায়রামানন্দের মুখে সাধ্যশিরোমণি শ্রীরাধাপ্রেমের কথা প্রকাশ করাইয়া তাহার আস্বাদনে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। তাই প্রভু বলিলেন—"অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥"—"রামানন্দ! শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা কেবল কথা নহে; তাহা হইতেছে অপূর্ব আস্বাদনচমৎকারিতাময়-অমৃতের তরঙ্গিণী।"

তথাপি কিন্তু "প্রভু কহে—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে॥ চৈ. চ. ২।৮।৭৬॥" রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের মহিমা আরও প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই উক্তিরূপ ভঙ্গী।

আপত্তির ভঙ্গী

রায়রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের অপূর্ব এবং অসাধারণ মহিমার কথা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু এক আপত্তির ভঙ্গী গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"রামানন্দ! তুমি বলিতেছ, 'রাধা-প্রেম সাধ্যশিরোমণি।' কিন্তু রামানন্দ! যে প্রেম সাধ্যশিরোমণি হইবে, তাহা হইবে সর্বাপেক্ষা গাঢ়তম। যে প্রেম সর্বাপেক্ষা গাঢ়তম, তাহাতে কোনওরূপ অন্যাপেক্ষা থাকিতে পারে না; অন্যাপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা স্ফুরিত হয় না। কিন্তু রামানন্দ! রাধাপ্রেম যে সম্পূর্ণরূপে অন্যাপেক্ষাহীন, তাহা তো মনে হয় না; সুতরাং রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি কিরূপে হইতে পারে? আমি কেন এ-কথা বলিতেছি, তাহা বলি শুন।"—"চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে। অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥ রাধা-লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥ চৈ. চ. ২।৮।৭৭-৮॥"

"রামানন্দ! শারদীয়-রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীরাধাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি 'গোপীগণের ডরে শ্রীরাধাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।' (গোপীদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই প্রভু বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন)। গোপীদের জ্ঞাতসারে শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতে শ্রীকৃষ্ণের সাহস হয় নাই। ইহাতেই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের অপেক্ষা রাখেন। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বা প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামানন্দ! শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে অনুরাগ বা প্রেম, তাহা গাঢ় নহে; গাঢ় হইলে গোপীদের জ্ঞাতসারেই, গোপীদের দৃষ্টির গোচরীভূত ভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতেন। কিন্তু গোপীদের ভয়ে তিনি তাহা করিতে সাহস পায়েন নাই। ইহাতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম অন্যাপেক্ষাহীন নহে।"

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রভুর এই আপত্তিটী যেন অদ্ভুত, যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গ হইতেছে রাধাপ্রেম-সম্বন্ধে; রাধাপ্রেম অন্যাপেক্ষাহীন কিনা, তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। কিন্তু প্রভু রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার প্রেমের) কথা না বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছেন শ্রীরাধাবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধে। তাই মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়, যেন অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একথা বলার হেতু এই।

রাধাপ্রেমের অন্যাপেক্ষতা-প্রদর্শনই প্রভুর উদ্দেশ্য। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য স্বজন-আর্যপথ-বেদধর্ম-কুলধর্ম—সমস্তই অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষভাবে সেই শ্রীরাধার পরাপেক্ষা প্রদর্শন অসম্ভব। সেজন্য রাধাপ্রেমের প্রভাবের অন্যাপেক্ষা দেখাইয়া প্রভু রাধা-প্রেমের অন্যাপেক্ষা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কি সেই প্রভাব? তাহা বলা হইতেছে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে প্রেম, তাহা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম উদ্বুদ্ধ করে। এ-স্থলে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইল কারণতুল্য, আর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম হইল তাহার কার্যতুল্য—প্রভাব। সাধারণতঃ কারণের কিছু ধর্ম কার্যে থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক-প্রেমরূপ কার্যে যদি অন্যাপেক্ষা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমরূপ কারণেও অন্যাপেক্ষা আছে বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। প্রভুর উক্তিতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেমে অন্যাপেক্ষা—অন্যগোপীদের অপেক্ষা—আছে; সুতরাং শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেও অন্যাপেক্ষা অনুমিত হইতে পারে। শ্রীরাধা-প্রেমের অন্যাপেক্ষতা প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শন অসম্ভব বলিয়া মহাপ্রভু পরোক্ষভাবে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেমে যে বাস্তবিক অন্যাপেক্ষা নাই, তাহা দেখাইতে পারিলেই প্রভুর আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে এবং শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যে অন্য-নিরপেক্ষ,—সুতরাং সাধ্যশিরোমণি—তাহাও প্রদর্শিত হইতে পারে।

কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে বর্ণিত গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-রাসের কথা বলিয়া রায়রামানন্দ অতি নিপুণভাবে প্রভুর আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। বসন্তরাসের প্রসঙ্গে রায়রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই:—

"প্রভু, শারদীয়-রাসে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ হইতে বাস্তবিকই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা-বিষয়ক প্রেম অন্যনিরপেক্ষ নহে। কিন্তু প্রভু, সর্বত্রই যদি এইরূপ হইত, তাহা হইলে তোমার আপত্তির খণ্ডন সম্ভব হইত না। কিন্তু প্রভু, অন্ততঃ একটী ব্যাপারেও যদি দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম গোপীদের কোনও অপেক্ষাই রাখে নাই, তাহা হইলে তো নিশ্চিত ভাবেই বুঝা যাইবে—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম স্বরূপতঃ অন্যনিরপেক্ষ। শারদীয়-রাসে শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদের অপেক্ষা রাখিয়াছেন, তাহার হেতু আছে। হেতুটী হইতেছে এই। অন্তর্ধানের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এক এক প্রকাশরূপে এক এক গোপীর পার্শ্বে থাকিয়া বিহার করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিকটে পাইয়া তাঁহার সেবায় প্রত্যেক গোপীই এমন তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন যে, অন্য গোপীর নিকটেও যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, সেই বিষয়ে তাঁহার কোনও অনুসন্ধানই ছিল না ; তাই প্রত্যেক গোপীই মনে করিয়াছেন—"প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমার নিকটেই, আর কাহারও নিকটে যায়েন নাই।" এইরূপ মনে করিয়া প্রত্যেক গোপীই সৌভাগ্যমদে গর্বিত হইলেন। আবার দৈবাৎ কোনও গোপীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে শ্রীরাধা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর নিকটে ; অন্য এক গোপীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে শ্রীরাধা দেখিলেন—সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মনে করিলেন, পূর্ব গোপীর নিকট হইতেই শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তিনী গোপীর নিকট আসিয়াছেন। এই ভাবে দেখিতে দেখিতে শেষকালে শ্রীরাধা দেখিলেন—তাঁহার নিকটেও শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তখন মনে করিলেন—একে একে অন্য গোপীদের নিকটে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ শেষকালে তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। ইহাতে প্রেমের স্বরূপভূত কুটিল-গতিবশতঃ শ্রীরাধা মনে করিলেন—অন্য গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে-রকম ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার সহিতও ঠিক সেই রকম ব্যবহারই করিতেছেন ; বিশেষত্ব কিছু নাই। ইহাতে শ্রীরাধা মানবতী হইলেন। বস্তুতঃ প্রথম হইতেই স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটেই ছিলেন ; কিন্তু সেই বিষয়ে শ্রীরাধার অনুসন্ধান ছিল না। যাহা হউক, অন্য গোপীগণের গর্ব এবং শ্রীরাধার মান দূর করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সে-স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। "তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ভা. ১০।২৯।৪৮॥" অন্য গোপীদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হওয়াতেই তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব চূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছেন ; অন্যসমস্ত গোপীকে পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াতেই শ্রীরাধার মান দূরীভূত হইল, শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন। অন্য গোপীদের দৃষ্টিগোচর ভাবে যদি তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলেও শ্রীরাধাও প্রসন্না হইতেন এবং অন্য গোপীদের গর্বও চূর্ণ হইত বটে ; কিন্তু তাহাতে অন্য গোপীদের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার উদয় হইত ; ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার জ্বালা হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল, শারদীয় রাসে শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে "চুরি করিয়া" লইয়া গিয়াছেন, তাহার একটা যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে। কিন্তু প্রভু, কবিজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে বর্ণিত বসন্ত-রাসের বিবরণটী তোমার নিকটে বলিতেছি। শারদীয় রাসের ন্যায় এই বসন্ত-রাসেও শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাস করিয়াছেন এবং এক এক প্রকাশরূপে এক এক গোপীর পার্শ্বে এবং স্বয়ংরূপে শ্রীরাধার পার্শ্বেও ছিলেন। শারদীয় রাসের ন্যায় এই বসন্ত-রাসেও শ্রীরাধা যখন দেখিলেন সর্বত্র সমতা—শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের নিকটে যেমন গিয়াছেন, তেমনি তাঁহার নিকটেও আসিয়াছেন—তখন "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটীলা ভবেৎ"-এই বাক্য অনুসারে শ্রীরাধার প্রেম বাম্যভাব ধারণ করিলে, তিনি মানবতী হইয়া রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ; অন্য গোপীরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা দেখিলেন। পরমরসকদম্বময়ী রাসলীলা হইতেছে সর্বলীলা-মুকুটমণি; এই পরমরস-কদম্বময় রাস-রসের আস্বাদন-বাসনাই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে "সংসারবাসনা—সম্যক্‌সার বাসনা।" কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম—সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদন—ব্যতীত অন্য কিছুই পরমরস-কদম্বের—সমস্ত অপ্রাকৃত রসের (কদম্ব=সমূহ) যুগপৎ উৎসারণ ঘটাইতে পারে না। এজন্য শ্রীরাধাকেই রাসেশ্বরী বলা হয়। শ্রীরাধা রাসস্থলীতে না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের রাসরস আস্বাদনের বাসনাও পূর্ণ হইতে পারে না; রাসলীলার বাসনাকে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে আবদ্ধ করিয়া রাখার একমাত্র শৃঙ্খল—উপায়—হইতেছে শ্রীরাধার উপস্থিতি। শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণেরর "সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলা—সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা। রাসলীলাবাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ চৈ. চ. ২।৮।৮৫॥" শ্রীরাধাব্যতীত অন্য শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের সঙ্গে রাসলীলার বাসনা শ্রীকৃষ্ণের থাকে না; কেননা, তাঁহাদের কাহারও মধ্যে সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদন নাই, তাঁহাদের কাহারও প্রেমই, এমনকি তাঁহাদের সমবেত প্রেমও, পরমরস-সমূহের উৎসারণ ঘটাইতে পারে না, রাসলীলারসের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অতৃপ্তবাসনার জ্বালারূপ অগ্নিকে নির্বাপিত করিতে সমর্থ নহে। "শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ॥ চৈ. চ. ২।৮।৮৮॥—কামনির্বাপণ—রাসলীলারসের আস্বাদনের নিমিত্ত অতৃপ্তকাম বা অতৃপ্তবাসনা-রূপ অগ্নির নির্বাপণ।" এজন্য শ্রীরাধা যখন মানবতী হইয়া রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন রাসলীলারসাস্বাদন-লোলুপ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; অন্য সমস্ত গোপীর সম্মুখভাগ হইতেই, তাঁহাদের দৃষ্টির গোচরীভূতভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। যাওয়ার সময় অন্য গোপীদের বলিয়াও গেলেন না—"তোমরা অপেক্ষা কর, আমি শ্রীরাধাকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসি।" তিনি অন্য সমস্ত গোপীকে সাক্ষাদ্‌ভাবেই সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন; তাঁহাদের কোনও অপেক্ষাই রাখিলেন না।

রায়রামানন্দ তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীগীতগোবিন্দের নিম্নে াদ্ধৃতশ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ। কৃতানুতাপঃ সঃ কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥—কংসারি শ্রীকৃষ্ণও (রাসলীলার অভিলাষরূপ) তাঁহার সম্যক্ সারভূত বাসনার দৃঢ়ীকরণে শৃঙ্খলরূপা শ্রীরাধিকাকে[১] (শ্রীরাধিকার স্মৃতিকে) হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপর সমস্ত ব্রজসুন্দরীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শরাঘাত-জনিত ক্ষতের যেরূপ তীব্র যন্ত্রণা,

(১) কীদৃশীং রাধাং? পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিত-বিষয়স্পৃহা বাসনা সম্যক্ সারভূতায়াঃ প্রাক্‌নিশ্চিতায়াঃ বাসনায়া বন্ধনায় দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ॥ শ্রীগীতগোবিন্দের বালবোধিনী টীকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতৃপ্ত রাসলীলা-বাসনার তীব্র জ্বালায় তদ্রূপ জর্জরিতচিত্ত সেই মাধব সেই শ্রীরাধিকাকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও না পাইয়া, (তাঁহার যে আচরণের জন্য শ্রীরাধা মানবতী হইয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই আচরণের জন্য) অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং যমুনাতীরবর্তী কুঞ্জমধ্যে বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

এই শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া রায়রামানন্দ বলিলেন,—"এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি। বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥ শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস। তার মধ্যে একমূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটীল প্রেম হইল বামতা॥ ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥ সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা॥ রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভয় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥ ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া। বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হইয়া॥[১] শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।[২] ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥ চৈ. চ. ২।৮।৮১-৮৮॥"

এইরূপে রায়রামানন্দ অতি নিপুণতার সহিত মহাপ্রভুর আপত্তির খণ্ডন করিলেন; তিনি সন্দেহাতীতভাবে দেখাইলেন—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম বস্তুতঃ অন্যনিরপেক্ষ; সুতরাং শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও সর্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ—সুতরাং গাঢ়তম এবং সাধ্যশিরোমণি। বস্তুতঃ রামানন্দের মুখে এই তথ্যটী প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু আপত্তির ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং বলিলেন—"—যে লাগি আইলাঙ তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়। আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়॥ চৈ. চ. ২।৮।৮৯-৯০॥"

প্রভু রায়রামানন্দকে বলিলেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি রায়ের নিকটে আসিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, সমস্ত রসবস্তু-তত্ত্ব তিনি রায়ের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন। তথাপি তিনি কেন বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়?"

কৃষ্ণতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রেমতত্ত্ব-রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন

আগে আর কি শুনিতে প্রভুর ইচ্ছা, তাহাও তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন।—"কৃষ্ণের স্বরূপ কহ—রাধিকা-স্বরূপ। রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ? কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আমারে। তোমা বহি কেহো ইহা নিরূপিতে নারে॥ চৈ. চ. ২।৮।৯১-৯২॥"

মাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন।

(১) কামবাণ—বাসনারূপ বাণ; রাসলীলার অতৃপ্তবাসনারূপ বাণ। কাম=কামনা=বাসনা।

(২) কামনির্বাপণ—রাসলীলার জন্য অতৃপ্তবাসনারূপ অগ্নির নির্বাপণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে মনে হইতে পারে, শ্রীরাধার প্রেমমহিমা-সম্বন্ধে প্রভুর আর জানিবার কিছু নাই; এক্ষণে তিনি কৃষ্ণতত্ত্বাদি অন্য বিষয় জানিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রাধাপ্রেমের মহিমার আরও বৈশিষ্ট্য রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু কৃষ্ণতত্ত্বাদি জানিতে চাহিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্বাদি-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রভুর আপত্তির একটী ভঙ্গী বিদ্যমান। আলোচনা-প্রসঙ্গে যথাস্থানে তাহা বলা হইবে।

কৃষ্ণতত্ত্বাদি জানিবার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছার কথা শুনিয়া,—"রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি। যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥ তোমার শিক্ষায় পড়ি—যেন শুকের পাঠ। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥ হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী। কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥ চৈ. চ. ২।৮।৯৩-৯৫॥"

রায়রামানন্দের এ-সকল কথা শুনিয়া মহাপ্রভুও আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মগোপন-প্রয়াস হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত ধর্ম (৯।৪-গ অনু)। মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পোষাক তাঁহার আত্মগোপন-প্রয়াসের বিশেষ সহায়ক। রামানন্দ বলিয়াছেন—"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি।" এই প্রসঙ্গে প্রভু বলিলেন—"রামানন্দ! আমি জীব; জীবের মধ্যেও আবার ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গের প্রভাবে আমার মন একটু নির্মল হইয়াছে; তাই তাঁহার নিকটে কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বকথা জানিতে চাহিয়াছিলাম (বস্তুতঃ প্রভুর কৃপাতেই মায়াবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছিল। প্রভু এ-স্থলে আত্মগোপন-প্রয়াসের মধ্যে ভক্তমহিমাও খ্যাপিত করিতেছেন)। কিন্তু সার্বভৌম বলিলেন—"আমি কৃষ্ণকথা জানি না; কৃষ্ণকথা জানেন একমাত্র রায়রামানন্দ।" সার্বভৌমের মুখে তোমার মহিমার কথা শুনিয়া তোমার নিকটে আসিলাম; কিন্তু আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া তুমি আমাকে স্তুতি করিতেছ।"—"প্রভু কহে—মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি॥ সার্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল। কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল॥ তেঁহো কহে—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা। সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা॥ তোমার ঠাঞি আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিঞা। তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা॥ চৈ. চ. ২।৮।৯৬-৯৯॥"

প্রভু রামানন্দকে আরও বলিলেন,—"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সে-ই গুরু হয়॥ সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥ চৈ. চ. ২।৮।১০০-১০১॥"

প্রভু আত্মগোপনের চেষ্টা করেন বটে; কিন্তু প্রেমিক ভক্তের নিকটে তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়; কেননা, প্রেমিক ভক্ত তাঁহার ভক্তির প্রভাবে ভগবানের ভিতর-বাহির সমস্তই দেখিতে পায়েন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি॥"—"যদ্যপি রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমী মহা ভাগবতে। রায়ের মন কৃষ্ণমায়ানারে আচ্ছাদিতে॥ তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতে হো রায়ের মন করে টলমল॥ চৈ. চ. ২।৮।১০২-৩॥"

স্বীয় প্রেমের প্রভাবে রায়রামানন্দ প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন, প্রভুকে চিনিতে পারেন। কিন্তু প্রভুর বলবতী ইচ্ছা—রায় যেন তাঁহাকে তখন না চিনেন, চিনিলে আলোচনা বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই রামানন্দ প্রভুর স্বরূপ দেখেন, তৎক্ষণাৎ আবার দেখিতে পায়েন না—যেন আলেয়ার মতন।

যাহা হউক, প্রভুর আত্মগোপন-প্রয়াস দেখিয়া রায়রামানন্দ বলিলেন,—"রায় কহে—আমি নট তুমি সূত্রধার। যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥ মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী॥ তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি॥ চৈ. চ. ২।৮।১০৪-৫॥"—প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া আমার মুখে যাহা বলাইবে, তাহাই বলিব। এইরূপ বলিয়া রামানন্দ প্রভুর জিজ্ঞাসিত কৃষ্ণতত্ত্বাদির কথা বলিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব

কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে রামানন্দ বলিলেন—"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ-প্রধান॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার॥ সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ॥ চৈ. চ. ২।৮।১০৬-৮॥"

কৃষ্ণতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অন্তরালে মহাপ্রভুর মনে যে আপত্তির ভঙ্গিটী প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা হইতেছে এই:—"রামানন্দ! তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের সর্বতোভাবে বশীভূত, রাধাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণকে পুতুলের মত নাচাইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি রকম বস্তু? ক্ষুদ্র তৃণ-গাছিও তো বাতাসের প্রভাবে দোলায়িত হয়, ভূমি স্পর্শও করে; ইহাও বাতাসের প্রভাব বটে; কিন্তু এই প্রভাব এমন কিছু নয়। সেই বাতাসই যখন বিরাট মহীরুহকে উৎপাটিত করে, তখনই বাতাসের বিশেষ প্রভাব জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুদ্র তৃণগাছির ন্যায় লঘু বস্তু? না কি বিরাট মহীরুহের ন্যায় গুরু বস্তু?"

কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া রায়রামানন্দ জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ তৃণের ন্যায়, বা মহীরুহের ন্যায় প্রাকৃত বস্তু নহেন; তৃণ বা বৃক্ষের দেহের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দাত্মক, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দতনু। তিনি তৃণ বা মহীরুহের ন্যায় জীবও নহেন; তিনি হইতেছেন পরম ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, সর্বশক্তি-সম্পন্ন—সুতরাং পরমস্বতন্ত্র। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সমস্ত অবতারের, সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূল, সমস্ত কারণেরও কারণ। তিনি আবার অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের, অনন্ত ভগবৎস্বরূপগণের, অনন্ত ভগবৎস্বরূপ-গণের অনন্ত বৈকুণ্ঠের আধার—তিনি সর্বাশ্রয়। সুতরাং তিনি ক্ষুদ্র তৃণগাছির ন্যায় লঘু বস্তু নহেন; অনন্ত কোটি বিরাট মহীরুহ অপেক্ষাও অনন্তগুণে মহত্তম গুরু বস্তু। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে রাধাপ্রেমের প্রভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া পুতুলের ন্যায় নৃত্য করেন, সেই রাধাপ্রেমের মহিমা অনির্বচনীয়।"

রায়রামানন্দ তাঁহার উক্তির সমর্থনে ব্রহ্মসংহিতা হইতে ব্রহ্মার একটী উক্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ৫।১॥"

রসতত্ত্ব

শ্রুতি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ", "রসঘনঃ", "সর্ব্বরসঃ"-ইত্যাদি বলিয়াছেন। রসরূপে তিনি রস-আস্বাদকও বটেন, আবার পরম আস্বাদ্যতম তত্ত্বও বটেন। মহাপ্রভু "রসতত্ত্ব" বলিতে "পরম আস্বাদ্যতম তত্ত্বের" কথাই বলিয়াছেন; রায়রামানন্দও তদ্রূপ উত্তরই দিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে "সর্ব্বরস পূর্ণও" বলিয়াছেন; ইহা শ্রুতি-কথিত "সর্ব্বরসঃ"-শব্দেরই তাৎপর্য। রায়রামানন্দ এই রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন ঃ—"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ চৈ. চ. ২।৮।১০৯॥"

বৃন্দাবনবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—"অপ্রাকৃত নবীন মদন।" যিনি মত্ততা জন্মাইতে পারেন, সৌন্দর্য-মাধুর্যাদির আস্বাদনের জন্য কামনা জন্মাইয়া সেই কামনাকে উৎকণ্ঠাময়ী করিয়া যিনি লোককে মত্ত করেন, তাঁহাকে বলে মদন। কামনা জন্মায়েন বলিয়া তাঁহাকে কামদেবও বলা হয়। যিনি প্রাকৃত বস্তুতে—দেহ-দৈহিক বস্তুতে—কামনা জন্মাইয়া লোককে উন্মত্ত করেন, তাঁহাকে বলে "প্রাকৃত মদন" বা "প্রাকৃত কামদেব।" যিনি অপ্রাকৃত বস্তুবিষয়ে—অপ্রাকৃত সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিতে, অপ্রাকৃত রূপ-রসাদিতে উদ্দাম-কামনা জন্মাইয়া উন্মত্ত করেন, তাঁহাকে বলে "অপ্রাকৃত মদন" বা "অপ্রাকৃত কামদেব।" শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অপ্রাকৃত বস্তু; তাঁহার সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি সমস্তই অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ তৎসম্বন্ধী এ-সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তু-বিষয়ে—নিজের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিবিষয়ে, নিজের রূপ-রস-গন্ধাদি-বিষয়ে—কামনা জন্মাইয়া এবং সেই কামনা বা বাসনাকে উদ্দাম—অত্যন্ত বলবতী—করিয়া মত্ততা জন্মাইয়া দেন বলিয়া তিনি অপ্রাকৃত মদন। আবার, কোনও প্রাকৃত বস্তুর মাধুর্য সর্বদাই এক রকম থাকে, প্রতিক্ষণে তাহা নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে না; এজন্য একবার তাহার আস্বাদন করিলেই আস্বাদনের বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধাদির প্রত্যেকটীর মাধুর্য নিত্যই—প্রতিক্ষণেই—নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥ চৈ. চ. ১।৪।১২৫॥" সমুদ্রের কোনও এক স্থানে যেমন একটীর পর আর একটী, তাহার পরে আর একটী নূতন তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও একটী বস্তুর মাধুর্যও একটীর পর আর একটী, তাহার পরে আর একটী—ইত্যাদিক্রমে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন তরঙ্গ-বৈচিত্রী বিস্তার করে। মাধুর্যের এক বৈচিত্রীর আস্বাদন করিতে করিতেই আর এক বৈচিত্রী, তাহার পরে আর এক বৈচিত্রী প্রকটিত হয় এবং প্রতিটী বৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্যই উন্মত্ততা-বিধায়িনী তীব্র বাসনার উদ্রেক হয়। এজন্য আস্বাদন-বাসনা কখনও তৃপ্তি লাভ করে না, বরং প্রতি মুহূর্তে বর্ধিতই হইতে থাকে। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর॥ চৈ. চ. ১।৪।১৩০॥" অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ প্রতিক্ষণেই তাঁহার রূপ-রসাদি প্রত্যেকটী বস্তুর নূতন নূতন মাধুর্য-বৈচিত্রী বিস্তার করিয়া প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন মাধুর্য-বৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্য নূতন নূতন কামনা জন্মাইয়া এবং সেই কামনাকে উৎকণ্ঠাময়ী করিয়া প্রতিক্ষণেই দর্শকের উন্মত্ততা বিধান করেন বলিয়া তিনি হইতেছেন **অপ্রাকৃত নবীন মদন।** তাঁহার মাধুর্যের নিত্যনবীনত্ব বশতঃ তিনি নবীন মদন।

রায়রামানন্দ বলিয়াছেন—"কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁহার উপাসনা করা হয়, তিনিই বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।" উপাসনা-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া রামানন্দ অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণের, উপরে উল্লিখিত অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথাই সূচিত করিয়াছেন এবং কোন্ স্থলে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হয়, তাহাও জানাইয়াছেন। ভাব-বিশেষে এক স্বরূপেরই বিশেষ বিশেষ গায়ত্রী-বীজাদি থাকে, শ্রীকৃষ্ণেরও আছে। কামগায়ত্রী ও কামবীজে যে-ভাববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা হয়, সেই ভাববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন অপ্রাকৃত নবীন মদন, অন্য ভাববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন নহেন। ইহাই "কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন"-বাক্যের তাৎপর্য। কোন্ ভাববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন, কামবীজ ও কামগায়ত্রীর আলোচনা করিলেই তাহা জানা যাইতে পারে। সংক্ষেপে সেই আলোচনা করা হইতেছে।

ক্লীঁ-এইটী হইতেছে কামবীজ; ইহাতে ক, ল, ঈ এবং ঁ এই কয়টী অক্ষর আছে। বৃহদ্‌গৌতমীয়-তন্ত্র এই অক্ষরগুলির যে তাৎপর্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে ব্যক্ত করা হইতেছে। "ক-কারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। ঈ-কারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী॥ লশ্চানন্দাত্মকং প্রেমসুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতম্। চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ॥—কাম-বীজান্তর্গত ক-কারের অর্থ হইতেছে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; ঈ-কারের অর্থ—নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী পরমা-প্রকৃতি (সমস্ত কান্তাশক্তির মূল, সর্বপ্রেয়সী-শিরোমণি, সর্বশক্তি-বরীয়সী) শ্রীরাধা; ল-কারের অর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দাত্মক প্রেমসুখ; আর নাদবিন্দুর (ঁ চন্দ্রবিন্দুর) অর্থ হইতেছে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর চুম্বনানন্দ-মাধুর্য।" এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—কামবীজ কান্তাভাবময়ী (অর্থাৎ মধুর-রসৌচিতী) লীলায় বিলসিত শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের পরম-মধুর যুগলিত স্বরূপকেই সূচিত করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকেন, শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবে তখনই তাঁহার মদনমোহন রূপ—যে মদনমোহন-রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক অসমোর্ধ-মাধুর্যেরও পূর্ণতম বিকাশ হয়, যে পূর্ণতম-বিকাশময় মাধুর্যের দর্শনে স্বয়ং অপ্রাকৃত মদনও মোহিত হয়েন, এবং যে মদনমোহন-রূপেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ, সেই মদনমোহন রূপ—প্রকটিত হয়। কামবীজের উল্লিখিত অর্থে কামবীজে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন-রূপের প্রকটনও ব্যঞ্জিত হইতেছে এবং ইহাদ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্বও ধ্বনিত হইতেছে।

বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র-কথিত কামবীজের তাৎপর্য হইতে জানা যায়, উল্লিখিত অর্থদ্যোতক কামবীজে কান্তাভাবময়ী লীলাতে বিলসিত শ্রীকৃষ্ণই (কামবীজের) উপাস্য এবং শ্রীরাধার সহিত কান্তাভাবময়ী লীলাতে বিলসিত শ্রীকৃষ্ণই অপ্রাকৃত নবীন মদন; দাস্য, সখ্য বা বাৎসল্য ভাবময়ী-লীলাতে বিলসিত শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন নহেন; কেননা, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবময়ী লীলাতে শ্রীরাধার সান্নিধ্য থাকে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপ প্রকটিত হইতে পারে না—সুতরাং অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্বও স্ফুরিত হইতে পারে না।

কোনও কোনও স্থলে অন্যান্য ভাবের, বা অন্য কোনও স্বরূপের উপাসনাতেও "ক্লীঁ" বীজ দৃষ্ট হয়; সে-সে-স্থলে এই বীজটী বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র-কথিত অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, এক্ষণে কামগায়ত্রী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। যে ভাবের প্রাধান্য দিয়া যে দেবতার উপাসনা করা হয়, সেই ভাবের দ্যোতক—স্বরূপ-প্রকাশক-ধ্যানাত্মক মন্ত্রই গায়ত্রী। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর যার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগত কৈল কামময়॥ চৈ. চ. ২।২১।১০৪॥" সার্দ্ধচব্বিশাক্ষরাত্মক কামগায়ত্রী মন্ত্রই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—স্বরূপ-প্রকাশক। এই মন্ত্রের অক্ষরসমূহ (অর্থাৎ সার্দ্ধচব্বিশাক্ষরাত্মক এই মন্ত্র) শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় এবং সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্য-মাধুর্যের কথা প্রকাশ করিয়া, ত্রিজগৎকে কামময় করে—শ্রীকৃষ্ণের সেই সৌন্দর্য-মাধুর্যের আস্বাদনের জন্য কামনা—বলবতী লালসা—জাগাইয়া ত্রিজগতের লোককে কামময়—সেই সৌন্দর্য-মাধুর্যের আস্বাদনের কামনায় তন্ময় করিয়া ফেলে। এই গায়ত্রীমন্ত্র এতাদৃশী কামনা জাগায় বলিয়াই ইহাকে কামগায়ত্রী বলা হয়। কামগায়ত্রীর অর্থ-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক অঙ্গেরই অপরূপ মাধুর্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই মাধুর্যের আস্বাদনে যে কাহারও তৃপ্তি জন্মে না, দুইটী মাত্র নয়নের সহায়তায় সেই মাধুর্য-সুধা পানের বাসনা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না বলিয়া, কোটিনেত্র দিল না বলিয়া বিধাতার নিন্দার কথাও বলিয়াছেন। কামগায়ত্রী-দ্যোতিত শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ, নাসা এবং কর্ণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ভ্রূ ধনু, নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাণ, নারীগণ লক্ষ্য বিঁধে তায়॥ চৈ. চ. ২।২১।১০৮॥" এ-স্থলে "নারীগণ"-শব্দে কৃষ্ণকান্তা ব্রজনারীগণকেই বুঝাইতেছে। ইহা হইতে জানা যায়, কামগায়ত্রী হইতেছে কান্তাভাবের উপাসনার মন্ত্র। পূর্বোল্লিখিত কামবীজের তাৎপর্য হইতেও তাহা জানা গিয়াছে।

এইরূপে কামগায়ত্রী ও কামবীজে উপাসনার তাৎপর্য হইতে জানা গেল—কৃষ্ণকান্তা-গোপীগণসমন্বিতা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত কান্তাভাবময়ী-লীলাতে বিলাসবান্ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন অপ্রাকৃত নবীন-মদন। এই অপ্রাকৃত-নবীন মদনরূপেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য-রসস্বরূপত্বের, সর্বাতিশায়ী বিকাশ।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-নবীনমদনত্বের প্রসঙ্গে রায়রামানন্দ আরও বলিয়াছেন, "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ চৈ. চ. ২।৮।১১০॥" এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিয়াছেনঃ—"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ১০।৩২।২॥" (এই শ্লোকের তাৎপর্য পূর্বেই কথিত হইয়াছে; "কান্তাপ্রেম"-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে) এ-স্থলে "সাক্ষান্মন্মথমন্মথ"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন-রূপের, অপ্রাকৃত-নবীনমদনরূপের, কথাই বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রায়রামানন্দ আরও বলিয়াছেন,—"নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥ চৈ. চ. ২।৮।১১১॥" শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ ভাবের ভক্ত আছেন; তাঁহাদের ভক্তি বা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও পাঁচ রকমের—শান্তপ্রেম, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং মধুর বা কান্তাপ্রেম। তন্মধ্যে শান্তভাব কেবল বৈকুণ্ঠে, শুদ্ধ দাস্য-সখ্যাদি ব্রজে। এ-সকল ভক্তের প্রেম অবস্থাবিশেষে অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসে পরিণত হয়—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস ইত্যাদি। ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের—সুতরাং তত্তৎরসেরও—আশ্রয় হইতেছেন ভক্তগণ এবং বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সে-সমস্ত প্রেমের বা রসের বিষয় বলা হইয়াছে। তাঁহাকে সে-সমস্ত রসা-মৃতের আশ্রয়ও বলা হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম থাকে ভক্তদের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম থাকিতে পারে না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের এবং সেই প্রেম যখন রসে পরিণত হয়, তখন সেই রসের আশ্রয়ও হইতে পারেন না। তথাপি যে তাঁহাকে সে-সমস্ত রসামৃতের আশ্রয়ও বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই। ভক্তের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও তদনুরূপ ভক্তবিষয়ক প্রেম উদ্বুদ্ধ হয়; এই ভক্তবিষয়ক প্রেমের আশ্রয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সখাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সখ্যপ্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সখাবিষয়ক সখ্যপ্রেমের উদয় হয়; অন্যান্য ভক্তদের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যেমন রসে পরিণত হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবিষয়ক প্রেমও তদ্রূপ রসে পরিণত হয়; শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবিষয়ক প্রেম রসে পরিণত হইলে সেই রসের আশ্রয় হয়েন শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণতত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে রায়রামানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণকে "সর্ব্বরসপূর্ণ" বলিয়াছেন এবং শ্রুতি যে তাঁহাকে "সর্বরসঃ" বলিয়াছেন, আলোচ্য পয়ারে রায়রামানন্দ তাহারই বিবৃতি দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে রামানন্দ আরও বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—"শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥ চৈ. চ. ২।৮।১১২ ॥"

মধুর-রসের অপর নামই হইতেছে শৃঙ্গার-রস। সমস্তরসের মধ্যে মাধুর্যে শৃঙ্গার-রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শৃঙ্গাররসকে (মধুররসকে) রসরাজ (রসের রাজা) বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর—শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বা বিগ্রহ হইতেছে শৃঙ্গাররসরাজময়—ঘনীভূত শৃঙ্গার-রসে গঠিত (প্রাচুর্যার্থে বা উপাদানার্থে ময়ট্ প্রত্যয়)।" তিনি রসরাজ শৃঙ্গার-রসেরই মূর্ত-বিগ্রহ। এ-স্থলে শ্রুতিকথিত "রসঘনঃ"-শব্দের চরমতম তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়াছে।

এই উক্তির সমর্থনে রামানন্দরায় শ্রীগীতগোবিন্দের একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন,—"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্। স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥ ১।১১ ॥—হে সখি! অনুরঞ্জনের দ্বারা (নিজেদের বাঞ্ছিত অপেক্ষাও অতিরিক্ত রসদানে প্রীতি সম্পাদনদ্বারা) সমস্ত গোপীগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলপদ্মশ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল অঙ্গসমূহদ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদিত করাইয়া এবং অসঙ্কোচে তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গের দ্বারা প্রতি অঙ্গে (এক-এক অঙ্গের যথোচিত ক্রিয়াতে) আলিঙ্গিত হইয়া মূর্তিমান্ শৃঙ্গার-রসের ন্যায় মুগ্ধ হরিশ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন (বালবোধিনী-টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত মধুর-রসৌচিত্যময়ী লীলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্য এমনই সর্বাতিশায়িরূপে বিকশিত হয় যে, তখন তাঁহাকে রসরাজশৃঙ্গার (মধুর)-রসের মূর্তবিগ্রহ বলিয়াই মনে হয়। এই সৌন্দর্য-মাধুর্যের এমনই চিত্তাকর্ষণী শক্তি যে, অন্যের কথা দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

ইহার পরে রায়রামানন্দ বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক মাধুর্য—"লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ চৈ. চ. ২।৮।১১৩ ॥" শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক মাধুর্য—পরব্যোমে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীনারায়ণাদি যত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তাঁহাদের চিত্তকেও হরণ করে। ইহার সমর্থনে রামানন্দরায় "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা"-ইত্যাদি ভা. ১০।৮৯।৫৮-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন (পূর্বে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে—১।৬।ক-অনু)। আর পরব্যোমে নারায়ণাদি যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তাঁহাদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মী প্রভৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠের ষড়ৈশ্বর্যসুখভোগ পরিত্যাগপূর্বক উৎকট ব্রতনিয়ম ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার সমর্থনে রায়রামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো"-ইত্যাদি ১০।১৬।৩৬-শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন-(এই প্রসঙ্গও পূর্বে কথিত হইয়াছে—১।৬-খ-অনু)।

রায়রামানন্দ আরও বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের—"আপন মাধুর্য হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ চৈ. চ. ২।৮।১১৪॥" এই উক্তির সমর্থনে রায়রামানন্দ যে প্রমাণ-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ:—শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, তখন এক সময়ে মণিভিত্তিতে (দর্পণে) প্রতিফলিত স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া প্রতিবিম্বের মাধুর্যে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"এ যে দেখিতেছি এক চমৎকারকারী মাধুর্যের সমুদ্র! এমন মাধুর্যের কথা আমি তো পূর্বে কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই॥ হন্ত! শ্রীরাধিকা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন উৎকণ্ঠার সহিত যে-ভাবে আমার মাধুর্যের আস্বাদন করেন, সেইভাবে, এই আমিও—যাঁহার প্রতিবিম্বের এমন মাধুর্য, সেই এই আমিও—এই মাধুর্যের আস্বাদনের নিমিত্ত লুব্ধচিত্ত হইয়াছি।" (১।৬-খ-অনু দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে রামানন্দ রসতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন।

রসতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অন্তরালে প্রভুর গূঢ় আপত্তি-ভঙ্গিটী বোধ হয় এইরূপ। "রামানন্দ যাঁহার নিজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মাধুর্য (রসত্ব) বিদ্যমান, সেই মাধুর্যের দ্বারা তিনি নিজেই অপর সকলকে আকর্ষণ করিয়া বশীভূত করিতে পারেন; অপর কাহারও বশীভূত হওয়ার প্রয়োজন তাঁহার হয় না। তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত—সম্ভবতঃ শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি শ্রীরাধার প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করেন। তবে কি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মাধুর্যবিকাশের প্রাচুর্য নাই?"

রায়রামানন্দ দেখাইলেন—"শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মাধুর্যের বা রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ। তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্যেই তিনি নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী-দেবী-প্রমুখ সমস্ত ভগবৎ-কান্তাগণের চিত্তকে আকর্ষণ করেন, তাঁহার নিজের চিত্ত পর্যন্ত তাঁহার নিজের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়; তিনি তাঁহার মাধুর্যের প্রভাবে সর্বচিত্তাকর্ষক—শ্রীরাধার চিত্তও তাঁহার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়। আবার, তিনি যখন শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সঙ্গে কান্তাভাবময়ী লীলাতে বিহার করেন, তখন তাঁহার মাধুর্য এত অধিকরূপে বিকশিত হয় যে, স্বয়ংমদন পর্যন্ত তাঁহার দর্শনে মথিতচিত্ত হয়েন, তখন তিনি মদনমোহন, অপ্রাকৃত-নবীনমদন, রসরাজ-শৃঙ্গার-রসের মূর্তবিগ্রহ হইয়া পড়েন। নানাবিধ ভক্তের মধ্যে নানাবিধ প্রেমরস বিদ্যমান, তিনি সে-সমস্ত রসের বিষয় এবং নানাবিধ ভক্তবিষয়ক-প্রেমরসের তিনিই আশ্রয়। সুতরাং তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে মাধুর্যের বা রসত্বের বিকাশের অপ্রাচুর্য নাই, বরং সর্বাতিশায়ী অসমোর্দ্ধ প্রাচুর্যই বিরাজিত। কিন্তু শ্রীরাধাপ্রেমের এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে, শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য আস্বাদনের জন্য লুব্ধচিত্ত হইয়া এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাপ্রেমের বশীভূত হইয়া পড়েন। ইহাই কেবল শ্রীরাধাপ্রেমের প্রভাব নহে। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-নবীনমদনরূপে, তাঁহার মদনমোহনরূপে, যে সর্বাতিশায়ী অসমোর্দ্ধ মাধুর্য বিকশিত হয়, তাহাও শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই; শ্রীরাধা তাঁহার সান্নিধ্যে না থাকিলে সেই মাধুর্যের বিকাশ সম্ভবপর হয় না।"

ইহার পরে রায়রামানন্দ প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের কথা বলিলেন।

প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব

রামানন্দরায় প্রথমে প্রেমতত্ত্বের কথা বলিয়া পরে রাধাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রেমতত্ত্ব। প্রেমতত্ত্ব-কথনের উপক্রমে রামানন্দ বলিলেন,—"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান—। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥ চৈ. চ. ২।৮।১১৬-১৭॥"

প্রমাণস্বরূপে তিনি বিষ্ণুপুরাণের—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৬।৭।৬১॥"-শ্লোকটীর উল্লেখও করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি হইতেছে প্রধান—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। এই চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে; কেননা, ইহা থাকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে, মধ্যে; ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা শক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সর্বদা অগ্নিতে থাকে, তদ্রূপ। চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা বলিয়া ইহাকে স্বরূপশক্তিও বলা হয়। মায়াশক্তি হইতেছে বহিরঙ্গাশক্তি; মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের বাহিরেই সর্বদা অবস্থান করে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে কখনও স্পর্শও করিতে পারে না বলিয়া ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে; ইহা জড়রূপা। আর জীবশক্তিকে বলে তটস্থাশক্তি; জীবশক্তি জড়রূপা নহে, পরন্ত চিদ্রূপা; চিদ্রূপা বলিয়া স্বরূপগত-অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারিলেও চিচ্ছক্তির ন্যায় কখনও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হইতে পারে না। চিচ্ছক্তিতেও ইহার প্রবেশ নাই, মায়াশক্তিতেও প্রবেশ নাই—এতদুভয়ের মধ্যবর্তিনী। এজন্য ইহাকে তটস্থাশক্তিও বলা হয়।[১] চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা-স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি—এই তিনটী প্রধানা শক্তির মধ্যে স্বরূপশক্তিই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠা; কেননা, ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা; অন্য দুইটী শক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা নহে।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়া

১। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, স্বরূপশক্তিতে এবং মায়া-শক্তিতেও জীবশক্তির প্রবেশ নাই বলিয়া জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলে। পরমাত্মসন্দর্ভ॥ বহরমপুর-সংস্করণ॥ ১২৭ পৃঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানন্দরায় স্বরূপশক্তির তিনটী বৃত্তির কথা বলিলেন—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। "সচ্চিৎ আনন্দময়—কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ—॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥ চৈ. চ. ২।৮।১১৮-১৯॥"

প্রমাণরূপে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।—"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ-ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে॥ ১।১২।৬৯॥—ধ্রুব ভগবান্‌কে বলিয়াছেন—সমস্তের আশ্রয়স্বরূপ তোমাতেই একা হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ (অর্থাৎ হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপশক্তি একমাত্র তোমাতেই) আছে : তুমি (মায়া-) গুণবর্জ্জিত বলিয়া হ্লাদকরী (সত্ত্বগুণের শক্তি), তাপকরী (তমোগুণের শক্তি) এবং মিশ্রা (সুখ-দুঃখময়ী রজোগুণের শক্তি) তোমাতে নাই।"

[এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী সত্তা, সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতি র্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু।[১] জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি। তামেবাহ হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, বিষয়-বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী, তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদিগুণৈঃ বর্জ্জিতে। ইত্যাদি।" এই টীকা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তির কোনওটীই, সুতরাং স্বরূপশক্তিও, জীবে নাই; কেবলমাত্র ভগবানেই আছে। আবার স্বাত্ত্বিকী, রাজসিকী এবং তামাসিকী-ত্রিগুণময়ী মায়ার এই তিনটী শক্তিও ভগবানে নাই, মায়াবদ্ধ জীবে আছে।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির যে বৃত্তি তাঁহার আনন্দাংশের সহযোগে বিকশিত হয়, তাহাকে বলে হ্লাদিনী; যে বৃত্তি তাঁহার সৎ (সত্তা)-অংশের সহযোগে বিকশিত হয়, তাহাকে বলে সন্ধিনী (সত্তাসম্বন্ধিনী-শক্তি); আর যে বৃত্তি তাঁহার চিৎ (জ্ঞান)-অংশের সহযোগে বিকশিত হয়, তাহাকে বলে সংবিৎ (জ্ঞানসম্বন্ধিনী-শক্তি)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় হইলেও তাঁহাতে আনন্দাংশেরই প্রাধান্য; সেই আনন্দ নিত্য-অস্তিত্বময় বলিয়া তাঁহাকে "সৎ" এবং জ্ঞানময়

১। হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ—এই তিনটী বৃত্তি কেবলমাত্র স্বরূপশক্তিরই; জীবশক্তি বা মায়াশক্তিতে যে এই তিনটী বৃত্তি নাই, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক হইতে তাহা জানা যাইতেছে। টীকাতে শ্রীধরস্বামিপাদ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, জীবে এই তিনটী শক্তি নাই। বস্তুতঃ জীবে যদি স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তির কোনও বৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে জীবের কৃষ্ণবহির্মুখতা এবং মায়া-কবলিতত্বই সম্ভব হইত না। আর মায়াশক্তিতে যদি স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তির বৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে মায়া বহিরঙ্গাও হইত না, জড়রূপাও হইত না। স্বরূপশক্তির একমাত্র গতি তাহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চেতন) বলিয়া "চিৎ" বলা হয়। তাঁহাতে আনন্দময়ত্বের প্রাধান্য বলিয়াই শ্রুতি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে "আনন্দময়" বলিয়াছেন॥ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ॥ ব্রহ্মসূত্র॥ ১।১।১২॥" আনন্দাংশের প্রাধান্য বলিয়া আনন্দাংশের শক্তি হ্লাদিনীরও প্রাধান্য। অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির উল্লিখিত তিনটী বৃত্তির মধ্যে হ্লাদিনীই হইতেছে সর্বপ্রধান। এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারাই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও আনন্দ আস্বাদন করিতে পারেন, ভক্তগণকেও তিনি আনন্দ দিতে পারেন। রায়রামানন্দ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণকে আহ্লাদে'—তাতে নাম হ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥ সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ চৈ. চ. ২।৮।১২০-২১॥"

এইরূপে সর্বশক্তি-শিরোমণি হ্লাদিনীর কথা এবং সেই হ্লাদিনীর মহিমার কথা বলিয়া রায়রামানন্দ বলিলেন,—"হ্লাদিনীর সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম। আনন্দ-চিন্ময়রস—প্রেমের আখ্যান॥ চৈ. চ. ২।৮।১২২॥"

এতক্ষণে রায়রামানন্দ প্রেমের স্বরূপের পরিচয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে প্রধান যে চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি, এই তিনটী প্রধান শক্তির মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠা যে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি এবং এই সর্বশ্রেষ্ঠা যে স্বরূপশক্তি, তাহার—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা বৃত্তি যে হ্লাদিনী, সেই হ্লাদিনীর সার অংশই—ঘনীভূততম অংশই—হইতেছে প্রেম। এই প্রেমের একটী নাম হইতেছে—আনন্দচিন্ময়-রস; ইহা হইতেছে প্রেমের একটী অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় নাম। প্রেম হইতেছে রস—পরম-আস্বাদন চমৎকারিত্বময় বস্তু; এই রসটী কিন্তু জড়-প্রাকৃত-বস্তু নহে; ইহা হইতেছে চিন্ময়রস, চিচ্ছক্তির বৃত্তি হ্লাদিনীর সারভূত বলিয়া চিন্ময়রস। সেই বস্তুটীর স্বরূপ কি? তাহার স্বরূপ হইতেছে আনন্দ। এজন্য প্রেমকে আনন্দচিন্ময়রস বলা হয়—অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় চিন্ময় আনন্দ।

রাধাতত্ত্ব। প্রেমের স্বরূপের পরিচয় দিয়া রায়রামানন্দ রাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"প্রেমের পরম সার—'মহাভাব' জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥ প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥ সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি-সার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে—এই কার্য্য যার॥ মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ॥ চৈ. চ. ২।৮।১২৩-২৬॥"

শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তি-শিরোমণি হ্লাদিনীর সার যে প্রেম, সেই প্রেমের সার—ঘনীভূততম অবস্থা—হইতেছে মহাভাব এবং শ্রীরাধা হইতেছেন এই মহাভাবস্বরূপা, এই মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ। এই উক্তির প্রমাণরূপে রামানন্দ যে-শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, পরবর্তীকালে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সেই শ্লোকটী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটী হইতেছে এই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥—(শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী—এই) উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধিকা হইতেছেন সর্বপ্রকারে অধিকা—শ্রেষ্ঠা। (কেননা) শ্রীরাধিকা হইতেছেন মহাভাবস্বরূপা (চন্দ্রাবলী মহাভাবস্বরূপা নহেন) এবং গুণে অত্যন্ত বরীয়সী।" শ্রীরাধার দেহ প্রেমের স্বরূপ, তিনি প্রেমঘন-বিগ্রহা, ঘনীভূত প্রেমের দ্বারাই শ্রীরাধার দেহ গঠিত; আবার তাঁহার এই প্রেমঘনদেহ প্রেমের—প্রেমরসের দ্বারা বিভাবিত, পরিসিঞ্চিত; পানের বা ঘৃতকমলের রসে বটিকা যেমন বিভাবিত—বিশেষরূপে ভাবিত—হয়, শ্রীরাধার দেহও তদ্রূপ প্রেমরসে বিভাবিত, দেহের প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি অণুতে পরমাণুতে প্রেমরস অনুপ্রবিষ্ট।[১] শ্রীরাধা যে মহাভাবের স্বরূপ, সেই মহাভাব হইতেছে "চিন্তামণি-সার—সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তামণি।" চিন্তামণির নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। মহাভাবরূপ চিন্তামণির কার্য হইতেছে—কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম-কাম্যরূপে যাহা কিছু চাহেন, এই মহাভাবরূপ চিন্তামণি তাঁহাকে তাহাই দিয়া থাকে। এতাদৃশ মহাভাবরূপ চিন্তামণিই হইতেছে শ্রীরাধার স্বরূপ। তাৎপর্য হইতেছে এই যে, শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্য কিছু নাই, শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। শ্রীরাধা "কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে॥ চৈ. চ. ১।৪।৭৫॥" ললিতাদি সখীগণও শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ—শ্রীকৃষ্ণকে কান্তারসের অনন্ত-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা নিজেই ললিতাদি অনন্ত সখীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত।

রায়রামানন্দ এইরূপে প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন।

প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব জিজ্ঞাসার অন্তরালে প্রভুর গূঢ় আপত্তি-ভঙ্গীটী বোধ হয় এইরূপ :—

"রামানন্দ! তুমি বলিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের সর্বতোভাবে বশীভূত। প্রেম তো হইতেছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটী কি প্রাকৃত মনের একটী বৃত্তি? শ্রীরাধার চিত্তে যখন এই ইচ্ছার স্থিতি, তখন শ্রীরাধাও কি কোনও প্রাকৃত নায়িকা?"

রায়রামানন্দ প্রভুর এই গূঢ় আপত্তিভঙ্গীর উত্তরে বলিলেন :—"প্রভু, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছারূপ প্রেম প্রাকৃত চিত্তের বৃত্তি নহে। প্রাকৃত চিত্তের বৃত্তিও হইবে প্রাকৃত—প্রকৃতি বা বা জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া হইতে উদ্ভূত; সুতরাং তাহার গতি হইবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে বাহিরের দিকে; সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য, তাহার গতি হইতে পারে না। প্রেম প্রাকৃত-শক্তির বৃত্তি নহে; প্রেম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা চিচ্ছক্তির (জড়-বিরোধি-চিন্ময়ী শক্তির) বা স্বরূপশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠা বৃত্তি হ্লাদিনীর ঘনীভূত অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির বৃত্তি হ্লাদিনীর—সুতরাং হ্লাদিনীর সার প্রেমের

১। প্রেমের একটী নাম যে "আনন্দচিন্ময়রস" এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ যে সেই আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা, ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার গতি হইবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে, অন্য কোনও দিকে তাহার গতি হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম প্রাকৃত চিত্তের কোনও বৃত্তি নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তি-গরীয়সী হ্লাদিনীরই বৃত্তি।"

আর, "শ্রীরাধাও কোনও প্রাকৃত নায়িকা নহেন, জীবতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তির বা জীবশক্তির অংশ জীবতত্ত্ব নহেন। যে প্রেমের কথা বলা হইল, সেই প্রেমেরই ঘনীভূততম অবস্থা যে মহাভাব, শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপা, মহাভাবেরই মূর্ত বিগ্রহ, তাঁহার সেই প্রেমঘন বিগ্রহও সর্বতোভাবে সেই হ্লাদিনীসারভূত-প্রেমরসের দ্বারা বিভাবিত, পরিসিঞ্চিত; তিনি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী-শক্তিরই মূর্তরূপ।"[১] এই উক্তির সমর্থনে রামানন্দ ব্রহ্মসংহিতা হইতে ব্রহ্মার একটী উক্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন। 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫।৩৭॥—ব্রহ্মা বলিয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি, যিনি অখিলাত্মভূত—সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়, যিনি (স্বীয় স্বরূপভূতা) শক্তি (স্বরূপভূতা শক্তির মূর্তবিগ্রহ) স্বীয় স্বকীয়কান্তাগণের সহিত (শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত) গোলোকেই নিত্য বাস করেন। কি রকম তাঁহারা ?—তাঁহারা হইতেছেন "আনন্দচিন্ময় রসের দ্বারা—প্রেমরসের দ্বারা—প্রতিভাবিতা।' শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য হইতেছে একমাত্র শক্তিমানেরই প্রীতিময়ী সেবা। তাই শ্রীরাধা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবাই করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাসনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন।"

ইহার পরে শ্রীরাধার বেশভূষা, আচরণ, সহচরীগণ, গুণাবলী প্রভৃতিও যে শ্রীরাধার প্রেমেরই অনুরূপ, তাঁহার প্রেমেরই দ্যোতক এবং তাঁহার প্রেমদ্বারাই বিমণ্ডিত, তাহা বলিয়া রায়রামানন্দ সর্বশেষে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-অবতংস কাণে। কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ বচনে॥ কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥ কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেমরত্নের আকর। অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর॥ যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞ্রি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥ যাঁর সৌন্দর্য্যাদি বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।[২] যাঁর

(১) "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ॥ পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড॥ ৫০।৫৩-৫৪॥"

(২) বৃষভানুপুরে শিশু শ্রীরাধাকে দেখিয়া নারদ বলিয়াছিলেন, "ভ্রান্তং সর্ব্বেষু লোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা। অস্যা রূপেণ সদৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুত্রচিৎ॥ ব্রহ্মলোকে রুদ্রলোকে চন্দ্রলোকে চ মে গতিঃ। ন কোঽপি শোভাকোট্যংশঃ কুত্রাপ্যস্যা বিলোকিতঃ॥ মহামায়া ভগবতী দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী। যস্যা রূপেণ সকলং মুহ্যতে সচরাচরম্॥ সাপ্যস্যাঃ সুকুমারাঙ্গী লক্ষ্মীং নাপ্নোতি কর্হিচিৎ॥ লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কান্তির্বিদ্যাদ্যাশ্চ বরস্ত্রিয়ঃ। ছায়ামপি স্পৃশন্ত্যস্য কদাচিন্নৈব দৃশ্যতে॥ বিষ্ণোর্যন্মোহনং রূপং হরো যেন বিমোহিতঃ। ময়া দৃষ্টঞ্চ তদপি কুতোঽস্যাঃ সদৃশং ভবেৎ॥ পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড॥ ৪০।৩৮-৪৩॥—স্বচ্ছন্দচারী আমি সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥[১] যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥চৈ. চ. ২।৮।১৪০-৪৫ ॥"

এ-সমস্ত হইতে বুঝা গেল, রায়রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের এবং শ্রীরাধার অপূর্ব এবং অসাধারণ মহিমা-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু গূঢ় আপত্তির ভঙ্গীতে কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। রামানন্দ দেখাইলেন—শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তি-শিরোমণি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ প্রেম হইতেছে যেন নিখিল-অভিজাত-শিরোমণি মহারাজাধিরাজের তুল্য ; আর তাহার আধার বা বাসস্থানও তাহার আভিজাত্যেরই অনুরূপ—প্রেমগঠিত, প্রেমেরই বিবিধ-বৈচিত্রীরূপ মণিরত্নখচিত, মহারাজাধি-রাজোচিত পরম-রমণীয় প্রাসাদোপম শ্রীরাধার লাবণ্য-ললামভূত প্রেমঘনবিগ্রহ। এতাদৃশ প্রেমের ক্রিয়াদিও হইতেছে তাহার স্বরূপের, বাসস্থানের এবং আভিজাত্যের অনুরূপ—সর্বকারণ-কারণ, সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, সর্বাশ্রয়, সর্বনিয়ন্তা, সর্বরসপূর্ণ, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, সকলের একমাত্র বশীকর্তা শ্রীকৃষ্ণের সর্বতোভাবে বশীকরণ, নিত্যতৃপ্ত আপ্তকাম আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া তাঁহার উন্মত্তীকরণ। রায়রামানন্দ শ্রীরাধার এবং রাধাপ্রেমের মহিমা পরমোজ্জ্বলভাবেই অভিব্যক্ত করিলেন।

রামানন্দরায়ের মুখে শ্রীরাধার এবং রাধাপ্রেমের অপূর্ব মহিমার কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৪৬ ॥"

রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব

রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেম-মহিমার অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়াও প্রভু যেন সম্পূর্ণরূপে

লোকে ভ্রমণ করিয়াছি ; কিন্তু কুত্রাপি এই কন্যার সদৃশী কন্যা আমি দেখিতে পাই নাই। কি ব্রহ্মলোক, কি রুদ্রলোক, কি ইন্দ্রলোক সর্বত্রই আমার গতি আছে ; কিন্তু এই কন্যার শোভার কোটিভাগের একভাগও কোনও কন্যায় আমি দেখি নাই। যাঁহার রূপে স্থাবর-জঙ্গম জগৎ মুগ্ধ হয়, সেই শৈলরাজকন্যা মহামায়া ভগবতীকেও দেখিয়াছি ; সেই সুকুমারাঙ্গী ভগবতীও কখনও এই কন্যার শোভা পায়েন নাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তি ও বিদ্যা প্রভৃতি বরস্ত্রীগণও কখনও এই কন্যার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। যে রূপ দর্শন করিয়া হরও (মহাদেবও) বিমোহিত হইয়াছিলেন ; বিষ্ণুর সেই মোহনরূপও আমি দেখিয়াছি ; তাহাও এই কন্যার সদৃশ কখনও নহে।" শ্রীরাধাসম্বন্ধে নারদের নিকটে শ্রীশিব বলিয়াছেন—ত্রিগুণময়ী দুর্গাদি শ্রীরাধার অংশের কোটি কোটি অংশের এক অংশ ; শ্রীরাধা কিন্তু সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী এবং শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ। "তৎকলাকোটি-কোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ। সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড ॥ ৫০।৫৪-৫৫ ॥"

অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতিও বলেন—লক্ষ্মীদুর্গাদিশক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ ॥ সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২-অনুচ্ছেদধৃত প্রমাণ ॥"

(১) ১।২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। রাধাপ্রেম-মহিমার আরও বৈশিষ্ট্য রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই—"প্রভু কহে—জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব। শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৪৬ ॥"

প্রেমের প্রভাবেই বিলাস-বাসনার উদ্রেক এবং বিলাস-বাসনার উদ্রেকেই বিলাস। প্রেম হইল কারণ, বিলাস হইল তাহার কার্য। কার্যের মহিমাদ্বারা কারণের মহিমা জানা যায়। এজন্য প্রভু রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের কথা শুনিতে চাহিলেন। প্রভু যেন মনে করিলেন—অখণ্ড-রসবল্লভা মহাভাববিগ্রহা স্বয়ংকান্তাপ্রেমরূপা শ্রীরাধার সহিত অখিলরসামৃত-বারিধি, শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্তিধর অপ্রাকৃত-নবীনমদন, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসে রাধাপ্রেম-মহিমার আরও কোনও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইতে পারে। পরমভাগবত অশেষ-রসবেত্তা রায়রামানন্দের মুখে তাহা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"শুনিতে চাহিবে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।"

শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব

প্রভুর কথা শুনিয়া,—"রায় কহে—কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥ রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥ চৈ. চ. ২।৮।১৪৭-৪৮ ॥"

রামানন্দরায় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ধীরললিত। ধীরললিত নায়কের লক্ষণ হইতেছে এই :—"বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ভ. র. সি. ১।১২৩ ॥—যিনি বিদগ্ধ (কলাবিলাসাদিতে নিপুণ), যিনি নবযুবা, যিনি পরিহাসপটু, যিনি নিশ্চিন্ত (যাঁহার অন্য বিষয়ে কোনওরূপ চিন্তা-ভাবনা বা উদ্বেগাদি নাই) এবং যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, যিনি সেই প্রেয়সীর সেইরূপ বশীভূত, তাঁহাকে ধীরললিত নায়ক বলে (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত নায়ক বলিয়া, যে-প্রেয়সীর যে-রকম প্রেম, সেই প্রেয়সীর নিকটে তাঁহার তদ্রূপ বশ্যতা। শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এতই বশ্যতা যে, তিনি রাত্রিদিনে নিরন্তর শ্রীরাধার সহিতই নিভৃত নিকুঞ্জে কামক্রীড়া (প্রেমক্রীড়া, অথবা স্বচ্ছন্দভাবে স্বীয় বাসনার অনুরূপ ক্রীড়া) করিয়া থাকেন; এই ক্রীড়ারঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সের সফলতা।

রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়াতে শ্রীরাধাপ্রেমের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য আস্বাদনের লোভে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই শ্রীরাধার সহিত প্রেমক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শুনিয়া, "প্রভু কহে—এই হয়, আগে কহ আর। চৈ. চ. ২।৮।১৪৯ ॥ —রামানন্দ। রাধাকৃষ্ণের বিলাস-সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, তাহা বল ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাসের মহত্ত্বের কথা বর্ণন করিতে যাইয়া রায়রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ত্বের কথা বলিলেন। ধীরললিতত্বের যে-সমস্ত লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণে সে-সমস্তের সম্যক্ বিকাশ; এবং সে-সমস্তই রাধাপ্রেম-জনিত বিলাসের মাহাত্ম্যই সূচিত করিয়া থাকে। যিনি সর্বগ, অনন্ত, বিভু; যিনি সর্বযোনি, সর্বাশ্রয়, সর্বশক্তিমান্; যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও শ্রুতিগণ যাঁহার মহিমার অন্ত পায়েন না, সেই পরম-স্বতন্ত্র, পরব্রহ্ম, আত্মারাম, আপ্তকাম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দুর্দমনীয় রসলোলুপতা জাগাইয়া যে বিলাস তাঁহাকে সর্বতোভাবে শ্রীরাধার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে, এবং সেই সর্বজ্ঞ-শিরোমণির নিবিড়তম মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া—সর্বব্যাপক তত্ত্ব হইলেও শ্রীরাধার সঙ্গলোভে তাঁহাকে রাত্রিদিন নিরন্তর নিভৃত নিকুঞ্জে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই বিলাস যে কি মহান্ বস্তু, তাহার শক্তি যে কত মহীয়সী, তাহা কে বলিতে পারে? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের এত বড় মহিমার কথা রায়রামানন্দ বলিলেন; কিন্তু তাহাতেও যেন প্রভুর তৃপ্তি হইল না; প্রভু আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন।

প্রভুর এই ইচ্ছার অন্তরালে গূঢ় অভিপ্রায় বোধহয় এই। নায়ক ও নায়িকা এই উভয়ের সংযোগেই বিলাস। বিলাসের বিশেষত্ব দ্বারা উভয়ের উপরেই প্রেমের বিশেষত্বের প্রভাব বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের কথা বলিয়া রামানন্দ নায়ক শ্রীকৃষ্ণের উপরে রাধা-প্রেমের প্রভাবের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু সেই রাধাপ্রেম বিলাসকালে শ্রীরাধার উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, রামানন্দ সে-সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কিছু বলেন নাই। রামানন্দের মুখে তাহা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর।"

প্রেমবিলাসবিবর্ত

প্রভুর কথা শুনিয়া—"রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর॥ যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥ চৈ. চ. ২।৮।১৪৯-৫০॥"

"প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বে বিলাসের যে মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহার উপরে বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ় রহস্য আমার বুদ্ধির অগোচর। তবে তোমারই কৃপায় আমি এক সময়ে একটু অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম—রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের একটী গূঢ়তম রহস্য আছে, সেইটী হইতেছে প্রেমবিলাসবিবর্ত। আমার নিজের রচিত একটী গীতে আমি তাহার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি; সেই গীতটী আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি। কিন্তু প্রভু, আমার রচিত গীতে সেই ইঙ্গিতটীকে সার্থকতা দিতে পারিয়াছি কিনা, বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটীকে ফুটাইয়া উঠাইতে পারিয়াছি কিনা, জানি না। যদি না পারিয়া থাকি, গীতটী শুনিয়া তোমার সুখ হইবে না; অথবা, যে রহস্যটী তুমি প্রকাশ করাইতে চাহিতেছ, আমার রচিত গীতে যদি তাহার ইঙ্গিত না থাকে, তাহা হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার সুখ হইবে না। তাই প্রভু, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছে—গীতটী শুনিয়া তোমার সুখ হইবে কিনা। তথাপি, আমার গীতটী আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি। তুমি শুন প্রভু, তোমার অভিলষিত রহস্যটী ইহাতে আছে কিনা দেখ।"

রায়রামানন্দ—"এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥ চৈ. চ. ২।৮।১৫১॥"

রামানন্দ নিজের রচিত গীতটী গাহিয়া প্রভুকে শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নিজের হাতে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন, যেন রামানন্দ আর কিছু বলিতে না পারেন। রামানন্দের গীতটীতে প্রভুর অভিপ্রেত রহস্যটী ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন। তথাপি প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন কেন, সে-সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে (১৩।২-অনুচ্ছেদে) আলোচনা করা হইবে। এক্ষণে রামানন্দের গীতটীর উল্লেখ এবং কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

রায়রামানন্দের গীতটী হইতেছে এই :—"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥ এ-সখি! সে সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি॥ না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন। দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥ অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ প্রেম কি ঐছন রীতি॥ চৈ. চ. ২।৮।১৫২-৫৬॥"

কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে ঠিক উল্লিখিত কথাগুলিই প্রকাশ করিয়াছেন (১৩।৪৬-অনুচ্ছেদে); সর্বশেষে কেবল—"বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান। রামানন্দরায় কবিভাণ॥"-এই অতিরিক্ত পদ দিয়া এই গীত-রচয়িতার পরিচয় দিয়াছেন।

কর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে কিন্তু সংস্কৃতভাষায় উল্লিখিত গীতটীর মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন :—"সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে। প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥ অথবা। অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা। ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিস্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্॥ চৈ. চ. না. ৭।১৪-১৫॥—সখি! তিনি রমণ, আর আমি রমণী—এই ভেদজ্ঞান আমাদের ছিল না। মদন যেন প্রেমরসের দ্বারা উভয়ের মনকে বলপূর্বক নিষ্পেষিত করিয়াছিল। অথবা, 'আমি কান্তা, তুমি কান্ত' এইরূপ বুদ্ধি তখন ছিল না, মনোবৃত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; 'তুমি-আমি'-এইরূপ বুদ্ধিও তখন আমাদের ছিল না। এক্ষণে যে 'তুমি ভর্ত্তা আর আমি ভার্যা'—এইরূপ ব্যবহার প্রকাশ পাইতেছে, তথাপি যে প্রাণসমূহ বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা অন্য কি অদ্ভুত ব্যাপার থাকিতে পারে?"

কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন, এই গীতটী হইতেছে ভৈরবীরাগের গান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানন্দের মুখে গীতটী শুনিয়া প্রভুর কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও কর্ণপূর বর্ণন করিয়াছেন। মহাকাব্যে বলা হইয়াছে :—"ততস্তদাকর্ণ্য পরাৎপরং স প্রভুঃ প্রফুল্লেক্ষণপদ্মযুগ্মঃ। প্রেমপ্রভাব-প্রচলান্তরাত্মা গাঢ়প্রমোদাত্তমথালিলিঙ্গ ॥ ১৩।৪৭ ॥—সেই পরাৎপর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ) গানটী শুনিয়া প্রেমপ্রভাবে সেই প্রভুর অন্তরাত্মা (মন) প্রচলিত (প্রকৃষ্টরূপে চঞ্চল) হইল, তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল পদ্মের মত বিকশিত হইয়া পড়িল এবং গাঢ় প্রমোদ (প্রকৃষ্ট আনন্দ) বশতঃ তিনি রায়রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন।"

যাহা হউক, কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে গানটীর যে মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আনুগত্যে এক্ষণে গানটী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত-টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"পহিলহি ইতি। মথুরাবিরহবত্যাঃ শ্রীরাধায়া উক্তিরিয়ম্ ॥-এই গীতটী হইতেছে মাথুর-বিরহবতী শ্রীরাধার উক্তি।" শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন কোনও এক দূতীর নিকটে শ্রীরাধা এই গীতোক্ত কথা-গুলি বলিয়াছিলেন। "অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী"-এই বাক্য হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণই মথুরা হইতে একজন দূতীকে শ্রীরাধার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। সেই দূতীর নিকটে শ্রীরাধা এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন কিরূপে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিরূপে সেই অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগকে কি রকম অবস্থায় আনয়ন করিয়াছিল—দূতীর নিকটে শ্রীরাধা তাহাই জানাইয়াছেন। দূতীকে "সখী"-রূপে সম্বোধন করিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন :—

"সখি! সর্বপ্রথমে আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহা নয়নভঙ্গ-মাত্রেই জন্মিয়াছিল, পরস্পরের দর্শনমাত্রেই তাহা জন্মিয়াছিল। তারপর, তাহা দিনের পর দিন কেবল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কিন্তু কখনও শেষ সীমায় পৌঁছিল না। বর্দ্ধিত হইতে হইতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই অনুরাগ বা প্রেম এমন এক স্তরে উপনীত হইল যে, তিনি যে রমণ, আর আমি যে রমণী—এইরূপ ভেদজ্ঞানই তখন আমাদের ছিল না—তাঁহারও ছিল না, আমারও ছিল না, 'আমি কান্তা, তুমি কান্ত'—এইরূপ বুদ্ধিও তখন ছিল না; তখন আমাদের এতাদৃশী মনোবৃত্তিই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, 'তুমি-আমি'—এইরূপ বুদ্ধিও তখন আমাদের উভয়ের লোপ পাইয়াছিল। আমাদের 'মনোভবই—পরস্পরের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত পরস্পরের মনে উদ্ভূত বলবতী বাসনাই'—যেন আমাদের উভয়ের মনকে নিষ্পেষিত করিয়া এক করিয়া দিয়াছিল, মদনই—পরস্পরের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত উন্মত্ততাময়ী বাসনাই—যেন প্রেমরসের দ্বারা উভয়ের মনকে নিষ্পেষিত করিয়া এক করিয়া দিয়াছিল। সখি! সর্বপ্রথমে পরস্পরের প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মাইবার জন্য, কিম্বা প্রথমজাত অনুরাগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ধিত করাইয়া আমাদের পরস্পরের ভেদজ্ঞানসম্বন্ধিনী বুদ্ধি বা মনোবৃত্তিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত, তখন কোনও দূতীর সহায়তাও নিতে হয় নাই, অন্য কিছুর সহায়তাও নিতে হয় নাই। আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত করাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত কাহাকেও মধ্যস্থতা করিতে হয় নাই। আমাদের মিলন-বিষয়ে 'পাঁচবাণ'ই মধ্যস্থতার কাজ করিয়াছিল। কন্দর্প যেমন তাঁহার সম্মোহনাদি পাঁচটী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া নায়ক-নায়িকাকে একত্রিত করে, তেমনি আমাদের পরস্পরের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই পাঁচটী বস্তুই পরস্পরের চিত্তে আস্বাদনের তীব্র বাসনা জাগাইয়া পরস্পরকে পরস্পরের নিকটে আকর্ষণ করিয়া আমাদের মিলন ঘটাইয়া দিয়াছিল।" এই পর্যন্তই প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা।

এই গীতটীর মর্ম হইতে জানা গেল, ইহাতে যে রাগের বা রতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শ্রীরাধার ললনানিষ্ঠা রতি (১০।২১-অনু, সমর্থারতি দ্রষ্টব্য)। ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন বা গুণশ্রবণাদি ব্যতিরেকেও স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ হয় এবং উদ্বুদ্ধ হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় রতি উৎপাদন করে। "স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্ দ্রুতং রতিম্॥ উ. নী. ম. স্থা. ২৬॥" কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে এই প্রেম স্বয়ংসিদ্ধ—অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত (নিষ্ঠ-নিত্যস্থিতিশীল)। প্রকটলীলায় তাঁহাদের স্বরূপাদিসম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও এই ললনানিষ্ঠ প্রেম কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকে না। ইহা তাঁহাদের চিত্তে ধিকি ধিকি যেন জ্বলিতে থাকে, কাহাকে পাওয়ার জন্য যেন আকুলি-বিকুলি জাগাইয়া থাকে। শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপীদিগের ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিব্যতীতও তাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও বস্তুর (তাঁহার নামের, তাঁহার ব্যবহৃত ময়ূরপুচ্ছের, তাঁহার বংশীধ্বনির, বা তৎসম্বন্ধীয় অন্য কোনও বস্তুর) সহিত সামান্যমাত্র সম্বন্ধ ঘটিলেও সেই প্রেম সান্দ্রতম—নীরন্ধ্র—হইয়া উঠে; তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবাসনার (অর্থাৎ যাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও বস্তুর সহিত সামান্য মাত্র সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, সেই বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বন্ধীয়, তাহা না-জানা-সত্ত্বেও, তাঁহার সুখোৎপাদন-বাসনার) মধ্যে অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। "স্বস্বরূপা-ত্তদীয়াদ্ বা জাতো যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ। সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা॥ উ. নী. স্থা. ৩৮॥" গীতের "নয়নভঙ্গ ভেল" বাক্যে এই জাতীয় প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের রূপের সহিত নয়নের সম্বন্ধ হওয়া মাত্রেই শ্রীরাধার চিত্তস্থিত প্রেম উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও অনুরূপ প্রেম (শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম) উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এজন্য দূতী প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন ছিল না। "না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন।"

উল্লিখিত গানে শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠারাগের লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে (১০।১৩-চ-অনুচ্ছেদে রক্তিমারাগ-দ্রষ্টব্য)। মঞ্জিষ্ঠারাগ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"অহার্য্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্দ্ধতে সদা। ভবেন্মঞ্জিষ্ঠারাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥ স্থা. ৯৭॥—যে রাগ কোনও প্রকারেই নষ্ট হয় না, যাহা অন্যের অপেক্ষা রাখে না, যাহা স্বীয় কান্তিদ্বারা সতত-বর্ধনশীল, তাহাকেই মঞ্জিষ্ঠা রাগ বলে—যেমন, শ্রীরাধামাধবের পরস্পরের প্রতি রাগ।" উজ্জলনীলমণিতে শ্রীরাধা-মাধবের মঞ্জিষ্ঠারাগ সম্বন্ধে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। "ধত্তে দ্রাগনুপাধি-জন্ম বিধিনা কেনাপি ন কম্পতে। সুতেত্যাহিতসঞ্চয়ৈরপি রসং তে চেন্মিথো বর্ত্মনে॥ ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে চমৎকৃতিকরোদ্দাম-প্রমোদোত্তরাম্। রাধামাধবয়োরয়ং নিরুপমঃ প্রেমানুবন্ধোৎসবঃ॥ স্থা. ৯৮॥—দেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে নান্দীমুখী যখন রাগের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন পৌর্ণমাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—রাধামাধবের এই নিরুপম প্রেমবন্ধোৎসব উপাধিব্যতিরেকেও (অন্য কিছুর সহায়তাব্যতীতও) অতি দ্রুত উৎপন্ন হয়; কোনও বিধিদ্বারা ইহা কম্পিত বা বিচলিত হয় না; গুরুজন-জনিত ভয় বা ক্লেশপরম্পরা উপস্থিত হইলেও তাহা যদি পরস্পরের বর্ত্মলাভের (পরস্পরের সহিত মিলনের) নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দারাও রসের উৎপত্তি হয় এবং এরূপ সমৃদ্ধি সঞ্চয় করে যে, তদ্দারা চমৎকৃতিজনক উদ্দাম আনন্দের উদয় হয়।" এইরূপে মঞ্জিষ্ঠারাগের এই কয়টী প্রধান লক্ষণের কথা জানা গেল—নিরুপাধিত্ব বা অনন্য-সাপেক্ষত্ব, দ্রুতসঞ্জাতত্ব, অনুদিনবর্দ্ধনত্ব এবং অহার্যত্ব বা নিত্যত্ব। গানটীর "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল। না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন। দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥"-বাক্যে মঞ্জিষ্ঠারাগের এই লক্ষণগুলিই সূচিত হইয়াছে।

এক্ষণে "না সো রমণ না হাম রমণী"-ইত্যাদি বাক্যের আলোচনা করা হইতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রেমোদ্ভূত বিলাসের একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই রায়-রামানন্দ এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সেই বৈশিষ্ট্য কি, তাহা দেখিতে হইবে।

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে "ধন্যাসি যা কথয়সি"-শ্লোকের টীপ্পনীতে লিখিত হইয়াছে যে—"বিলাসমাত্রৈকতন্ময়তাতেই কামক্রীড়ার চরমাবস্থা।" বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তা যখন জন্মে, যখন একমাত্র বিলাসব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারেই, এমন কি নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নায়ক-নায়িকার কোনও অনুসন্ধান থাকে না, তখন তাঁহাদের বুদ্ধির এবং অনুসন্ধানের বিষয় হয় একমাত্র বিলাস। কিরূপে বিলাসের পারিপাট্য বা বৈচিত্রী সাধিত হইতে পারে, কিরূপে বিলাসের আনন্দ বর্ধিত হইতে পারে, তাহাই তখন তাঁহাদের অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয় হইয়া থাকে; অথচ সেই অনুসন্ধান কে করিতেছে, এতাদৃশ অনুসন্ধানও তখন তাঁহাদের থাকে না। এই অবস্থাতেই—"কে রমণ, কে রমণী; কে কান্ত, আর কে কান্তা" —এইরূপ জ্ঞানও থাকে না; নিজেদের ভেদবিষয়ে বা পৃথক্ অস্তিত্ববিষয়ে তাঁহাদের বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়; উভয়ের মন এক হইয়া যায়, চিত্তের পরম-ঐক্য জন্মে; তাহাতে উভয়ের বাসনারও ঐক্য জন্মে—বিলাসসুখ-বৈচিত্রীর এবং বিলাসসুখ-বর্ধনের উদ্দেশ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের বাসনারও ঐক্য জন্মে। "না সো রমণ না হাম রমণী, দুঁহুমন মনোভব পেষল জানি"-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে। ইহাই প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থা।

এক্ষণে "প্রেমবিলাস-বিবর্ত"-শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। প্রেমবিলাস= প্রেমোদ্ভূত বিলাস। প্রেমবিলাস-বিবর্ত=প্রেমোদ্ভূত বিলাসের বিবর্ত। কিন্তু বিবর্ত-শব্দের তাৎপর্য কি?

উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপন-প্রকরণের "কিমপি হৃদয়মব্ভ্রশ্যামলং ধাম"-ইত্যাদি ২২শ শ্লোকের অন্তর্গত "বিবর্তঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিবর্তঃ পরিপাকঃ" এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"বিবর্তঃ পরিপাকবিশেষঃ।" এই আচার্যদ্বয়ের অভিপ্রায় হইতে জানা গেল—"বিবর্ত"-শব্দের অর্থ হইতেছে "পরিপাক" বা "পরিপাকবিশেষ।" তাহা হইলে "প্রেমবিলাস-বিবর্ত"-শব্দের অর্থ হইবে—"প্রেমোদ্ভূতবিলাসের পরিপাক বা পরিপাকবিশেষ, প্রেমোদ্ভূত বিলাসের চরমতম পরিণতি বা চরমতম-অবস্থা।"

আবার "বিবর্ত"-শব্দের একটী সাধারণ এবং সর্বজনবিদিত অর্থ হইতেছে "ভ্রম"। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত-টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "বিবর্ত"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"বিপরীত"। এইরূপে "বিবর্ত"-শব্দের তিনটী অর্থ পাওয়া গেল—পরিপাক বা পরিপক্কতা, ভ্রম এবং বিপরীত বা বৈপরীত্য। "প্রেমবিলাসবিবর্ত"-শব্দের ব্যাখ্যায় এই তিনটী অর্থেরই উপযোগিতা বা সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়; অবশ্য "পরিপাক"-অর্থেরই মুখ্য উপযোগিতা বা সার্থকতা; "ভ্রম" এবং "বিপরীত"-এই অর্থদ্বয়ের উপযোগিতা এবং সার্থকতা আনুষঙ্গিক, মুখ্যার্থ "পরিপাকের" বহির্লক্ষণ-সূচকমাত্র। "পরিপাক" অর্থই অঙ্গী, "ভ্রম" এবং "বিপরীত"-এই অর্থদ্বয় তাহার অঙ্গমাত্র।

বিবর্ত-শব্দের উল্লিখিত মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে "প্রেমবিলাসবিবর্ত"-শব্দের অর্থ হইবে—প্রেমোদ্ভূত বিলাসের পরিপক্কতা বা চরমতম-উৎকর্ষাবস্থা। এই চরমতমোৎকর্ষাবস্থায় দুইটী লক্ষণ প্রকাশ পায়—ভ্রম এবং বৈপরীত্য। বিলাসের পরিপক্কতাবশতঃ ভ্রম জন্মে এবং ভ্রম হইতে বৈপরীত্য জন্মে। কিরূপে? তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

কাব্যপ্রকাশের উক্তির আলোচনায় পূর্বে বলা হইয়াছে—বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তা জন্মে, নায়ক-নায়িকার নিজেদের পৃথক্ অস্তিত্বের জ্ঞানও থাকে না; তখন কে রমণ, আর কে রমণী, কিম্বা কে কান্ত, আর কে কান্তা-সেই জ্ঞানও থাকে না। ইহাই ভ্রম। প্রেমোদ্ভূত বিলাসের পরিপক্কতা হইতেই এই ভ্রম জন্মে। এই ভ্রমের অবস্থায় রমণ-রমণীত্বের, বা কান্তাকান্তত্বের জ্ঞানই যখন থাকে না, তখন বিলাস-সুখ-বৈচিত্রীর বর্ধনের নিমিত্ত নিজেদের অজ্ঞাতসারে রমণ বা কান্তও রমণী বা কান্তার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন এবং রমণী বা কান্তাও রমণের বা কান্তার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাই বৈপরীত্য বা বিপরীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহার এবং ভ্রম হইতেই ইহার উৎপত্তি। কিন্তু এই বৈপরীত্য প্রেমোদ্ভূত বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটী বাহিরের লক্ষণমাত্র ; ইহাই চরমোৎকর্ষাবস্থা নয়। আবার, এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাসবিবর্তের বিশেষ লক্ষণও নহে। সকল অবস্থাতেই এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থা সূচিত করে না। ইহা যদি বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তার ফলে জাত ভ্রম, বা নায়ক-নায়িকার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইতে, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তাহা হইলে এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাসবিবর্তের পরিচায়ক হইবে, অন্যথা নহে। ইহা যদি নায়ক-নায়িকার ইচ্ছাকৃত হয়, তাহা হইলে বৈপরীত্য বা বিপরীত বিহার বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক হইবে না।

যাহা হউক, আলোচ্য "প্রেমবিলাস-বিবর্তে" সম্প্রয়োগ-ক্রীড়া অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না ; কেননা, যাহা প্রেমলীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত হার্দ, প্রেমবিলাস-বিবর্তে তাহাই অভিপ্রেত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীপাদরূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির গৌণ-সম্ভোগ-প্রকরণের ২২শ শ্লোকে লিখিয়াছেন—"বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখম্। ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ॥—রসকোবিদ্‌গণ বলেন, পরস্পর-লীলাবিলাসে (অর্থাৎ সম্প্রয়োগব্যতীত—নর্মালাপ, নখক্ষত, অধরদংশন, আলিঙ্গন, চুম্বনাদি লীলাতে) বিদগ্ধদিগের (রসাস্বাদনপটু নায়ক-নায়িকার) যেরূপ সুখ হয়, সম্প্রয়োগে (রহঃস্থানে সুরতবিলাসে) সেইরূপ সুখ হয় না।"[১] শ্রীপাদ রূপগোস্বামী গৌণসম্ভোগ-প্রসঙ্গেই এই সম্প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, সম্প্রয়োগকে তিনি গৌণ-সম্ভোগরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন, মুখ্য সম্ভোগ-রূপে নহে। সাধারণ, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার স্বেচ্ছাকৃত, সম্প্রয়োগই বোধ হয় এ-স্থলে তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায়, ইহা বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ হার্দ নহে ; সুতরাং এই জাতীয় সম্প্রয়োগ বোধ হয় প্রেমবিলাস-বিবর্তেও অভিপ্রেত নহে। কিন্তু প্রেমোদ্‌ভূত বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় যখন বিলাস-সুখোৎকর্ষ-সাধনে নিবিড় তন্ময়তাবশতঃ নায়ক-নায়িকা—নায়ক-শিরোমণি এবং বিদগ্ধকুলশেখর শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা-শিরোমণি পরম-বৈদগ্ধ্যনিপুণা শ্রীরাধা—তাঁহাদের আত্মস্মৃতি হারাইয়া ফেলেন, তখন সেই সম্প্রয়োগ বোধ হয় গৌণসম্ভোগ হইবে না, তাহা বোধ হয় প্রেমবিলাসবিবর্তের এক বৈচিত্রীই হইবে এবং তখন যদি তাঁহাদের ব্যবহারের বৈপরীত্য জন্মে, তখন সেই বৈপরীত্যও বোধ হয় প্রেমবিলাস-বিবর্তের লক্ষণই হইবে। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অন্য বিলাসে বৈপরীত্য এইরূপ হইতে পারে :—সাধারণতঃ নায়কই নায়িকাকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিয়া থাকেন ; প্রেমবিলাস-বিবর্তে আত্মস্মৃতিহারা হইয়া নায়িকা শ্রীরাধা যদি নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করেন, তাহা হইবে তাঁহার পক্ষে বিপরীত আচরণ।

(১) এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পঞ্চমখণ্ডের ৭।৪২৬-প-অনুচ্ছেদে (৩৬৭৮-৮০ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর, সাধারণতঃ নায়কের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দক্ষিণা নায়িকা প্রসন্ন মনে অঙ্গীকার করিয়া নায়কের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রেমবিলাসবিবর্তে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ যদি নায়িকা শ্রীরাধার আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রসন্ন মনে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধার বশ্যতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বিপরীত-আচরণ।

যাহা হউক, বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাজনিত আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞানরাহিত্য হইতে যে বিপরীত বিহার উদ্ভূত হয়, তাহা যে বিলাস-মহত্ত্বের চরম-পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর গোপালচম্পূ গ্রন্থের পূর্বচম্পূর "সর্বমনোরথ-পূরণ"-নামক ৩৩শ পূরণ হইতেও তাহা বুঝা যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ ব্রজতরুণীগণ দিনের পর দিন তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে নিরত আছেন; ইহার আর বিরতি নাই; বিলাস-বাসনা যেন কিছুতেই উপশান্ত হইতেছে না; বরং দিনের পর দিন তাহা যেন উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতেছে। তৃষ্ণাশান্তিহীন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময় বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "তদেবং রামানুজস্য রমণীনামপ্যমূষাং দিনং দিনমপ্যুপরমণং রমণমতীব জীবনসমতামবাপ॥ ৩৩।২॥" এই সেবাবাসনার উদ্দামতা এবং ক্রমবর্ধনশীল উৎকণ্ঠা শ্রীরাধার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক; কেননা, তাঁহার মধ্যেই প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ। তাঁহার এই সেবাবাসনা-জনিত পরম উৎকণ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও শ্রীরাধার চিত্তবিনোদন-বাসনাকে উৎকণ্ঠাময়ী করিয়া তোলে। তাঁহাদের উভয়ের এই উৎকণ্ঠাময়ী বাসনা যখন পূর্ণ উদ্দামতা লাভ করে, তখনই তাঁহাদের প্রেমবিলাস পূর্ণতমরূপে মহীয়ান্ হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ চরমতম উদ্দাম ঔৎকণ্ঠ্যের প্রেরণায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন লীলাপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া যায়েন, তখন তাঁহারা "অন্যোহন্যং রহসি প্রয়াতি মিলতি শ্লিষ্যত্যলং চুম্বতি ক্রীড়ত্যুল্লসতি ব্রবীতি নিদিশত্যভূষয়ত্যন্বহম্। গোপীকৃষ্ণযুগং মুহুর্ব্বহুবিধং কিন্তু স্বয়ং নোহতে শশ্বৎ কিং নু করোমি কিং ন্বকরবং কুর্বীয় কিং বেত্ত্যপি॥ ৩৩।৫॥—তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গোপন-স্থানে যায়েন, মিলিত হয়েন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন, উল্লসিত করেন, নর্মকথা কথা বলেন, 'আমার বেশ রচনা কর' পরস্পরকে এইরূপ আদেশ করেন, পরস্পর পরস্পরের বেশ রচনাও করেন। এইরূপে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বহুবিধ কেলিবিলাসে নিরত থাকেন। কিন্তু বিলাসবিষয়ে ঐকান্তিক-তন্ময়তা বশতঃ—কি করিতেছি, কি করিয়াছি, বা কি করিতে পারি—ইত্যাদিরূপ কোনও অনুসন্ধানই তখন তাঁহাদের থাকে না।" এ-স্থলে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞানরাহিত্যই সূচিত হইতেছে। "অন্যোহন্যম্"-শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, আলিঙ্গন-চুম্বনাদির ব্যাপারে, কিম্বা বেশ-রচনার্থ আদেশাদির ব্যাপারে কখনও শ্রীকৃষ্ণই অগ্রণী, কখনও বা শ্রীরাধাই অগ্রণী; ইহাতেই তাঁহাদের বিলাসের বৈপরীত্য সূচিত হইতেছে। কে-ই বা রমণ, আর কে-ই বা রমণী, কে-ই বা কান্ত, আর কে-ই বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তা—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ এইরূপ ভেদজ্ঞানই তাঁহাদের লোপ পাইয়া থাকে। বিলাস-সুখ-বৈচিত্রীর উৎকর্ষ-সাধনে তন্ময়তাবশতঃ উপরতিহীন কেলিবিলাস-বাসনার সহিত তাঁহাদের উভয়ের চিত্তের তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিতেই তাঁহাদের চিত্ত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। "দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।"

উল্লিখিতরূপ বিলাসাদি সাক্ষাদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও পরম-ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ তাঁহাদের নিকটে স্বাপ্নিক বলিয়া মনে হয় (৩৩।৩৯)। সর্বাতিশায়িনী পরমোৎকণ্ঠার ফলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগেও অসংযোগ, অসংযোগেও সংযোগ, গৃহকে বন, বনকে গৃহ, নিদ্রাকে জাগরণ, জাগরণকে নিদ্রা, শীতকে উষ্ণ, উষ্ণকে শীত—ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন। এইরূপই যখন অবস্থা, তখন শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকান্ত-স্বভাবেরও বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। "কান্তস্যাচরণং কান্তায়াং কান্তায়াঃ কান্তে এতদ্ বৈপরীতং জজ্ঞে (৩৩।১৩)।—কান্তের আচরণ কান্তাতে এবং কান্তার আচরণ কান্তে, এইরূপ বৈপরীত্য জন্মে (উভয়ের অজ্ঞাতসারে)।" ইহাই বিলাসের বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য হইল—চরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম হইতে জাত, পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ যে এক অনির্বচনীয় এবং দুর্দমনীয় উৎকণ্ঠা, তাহা হইতে উদ্ভূত বিলাসসুখৈক-তন্ময়তার বহির্বিকাশমাত্র। সংযোগে অসংযোগ, অসংযোগে সংযোগের জ্ঞান যেমন পরমোৎকণ্ঠার বাহিরের লক্ষণ, তদ্রূপ এই বিলাস-বৈপরীত্যও পরম-প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বিলাস-সুখৈকতন্ময়তারই একটী বাহিরের লক্ষণ। রামানন্দরায় এই লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দিষ্টবস্তু বিলাস-বৈপরীত্যমাত্র নহে, কান্তাকান্ত-স্বভাবের বৈপরীত্যমাত্রও নয়, পরন্তু এই বৈপরীত্যের হেতু যাহা, তাহাই তাঁহার উদ্দিষ্ট। প্রেমবিলাসসুখৈক-তন্ময়তাই তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু এবং তাহাই প্রেমবিলাস-বিবর্ত—প্রেমোদ্ভূত বিলাসের চরম পরিপক্বতা।

যাহা হউক, প্রেমবিলাসবিবর্তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধা হইতেছেন মহাভাব-স্বরূপা। মহাভাবের চরমতম বিকাশই হইল মাদনাখ্য-মহাভাব—যাহা একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই বিরাজিত। মহাভাবের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার চরমতম বিকাশও এই মাদনেই। প্রেমের চরমতম বিকাশ যে-খানে, সেখানেই প্রেমবিলাসেরও চরমতম বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি, সে-খানেই বিলাসমহত্ত্বেরও চরমতম বিকাশ। রামানন্দরায়ের নিকটে প্রভুর শেষ প্রশ্ন ছিল—বিলাসমহত্ত্ব-সম্বন্ধে। রামানন্দরায়ের উত্তরও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—প্রেমবিলাসবিবর্ত-সূচক "পহিলহি রাগ" ইত্যাদি গীতে। এই গীত শুনার পরে সাধ্যবস্তু-সম্বন্ধে প্রভু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই; বরং প্রভু বলিয়াছেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৫৭॥" এতক্ষণে সাধ্যবস্তু জানিবার জন্য প্রভুর আকাঙ্ক্ষা চরমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব জানিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনাও সম্যক্‌রূপে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়—প্রেমবিলাসবিবর্তেই বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশ—সুতরাং প্রেমেরও চরমতম বিকাশ এবং মহাভাবের বৈশিষ্ট্যেরও চরমতম বিকাশ, অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাবেরও চরমতম বিকাশ, রাধাপ্রেম-মহিমারও চরমতম বিকাশ।

রামানন্দরায়ের গীতটী সম্বন্ধে কবি কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন—"ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্নোতিকাষ্ঠা প্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপাদ্যবাদীৎ॥ ১৩।৪৫ ॥—শ্রীল রামানন্দরায় বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) প্রেমের অতি-পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্বক তদুভয়ের পরৈক্য (পরম-একত্ব)-সূচক সখীগণকর্তৃক আস্বাদিত এবং সরস একটী গীত গাহিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে "পরৈক্য" হইতেছে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তদ্বয়ের পরম ঐক্য, ভেদরাহিত্য। তাঁহাদের চিত্তের বা মনের ভেদ নাই বলিয়া জ্ঞানেরও ভেদ নাই, উভয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব-সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারওই জ্ঞান নাই; জ্ঞানের ঐক্য একমাত্র কেবল বিলাসসুখৈক-তন্ময়তাতে। তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে; নচেৎ বিলাসই সম্ভব হয় না; নাই কেবল পৃথক্ অস্তিত্বের, এমন কি নিজেদেরও অস্তিত্বের, জ্ঞান। "দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি"-বাক্যে এতাদৃশ পরৈক্যই সূচিত হইয়াছে।

"দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি"-বাক্য হইতে জানা যায়, উভয়ের মনের এই পরৈক্য সাধনের হেতু হইতেছে—মনোভব, পরস্পরের প্রীতিবিধানের জন্য উভয়ের মনে উদ্ভূত বাসনা, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম, কান্তাভাবময় প্রেম। এতাদৃশ প্রেমই যে উভয়ের চিত্তকে একীভূত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণরূপে উজ্জ্বলনীলমণিধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটী উল্লিখিত হইয়াছেঃ—"রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতূনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্ যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদ-ভ্রমম্। চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥ স্থা. ১১০ ॥—(গোবর্ধনগিরির কোনও এক কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিহারে রত। স্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই মহাভাব-মাধুরী দর্শন করিয়া বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে গোবর্ধনগিরি-নিকুঞ্জ-বিহারী কুঞ্জরপতে! শ্রীরাধিকার ও তোমার চিত্তরূপ জতুকে (লাক্ষাকে) স্বেদ (-নামক সাত্ত্বিকভাবরূপতাপ) দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রম সম্যক্‌রূপে অপসারণপূর্বক (উভয়ের চিত্তকে) একীভূত করিয়া সুনিপুণ শৃঙ্গার (কান্তাপ্রেমরূপ)-শিল্পী এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকার অভ্যন্তরে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত বহুপরিমাণ নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে।"

শিল্পী যেমন ধনী লোকদের অট্টালিকাদিকে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ হিঙ্গুলাভ লাক্ষাকে আগুনের তাপে আস্তে আস্তে গলাইয়া ভালরকমে মিলাইয়া আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে প্রচুর পরিমাণে হিঙ্গুল মিলাইয়া উত্তম রং প্রস্তুত করেন; তদ্রূপ স্বয়ং শৃঙ্গার বা কান্তাপ্রেম শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তদ্বয়কে স্বীয় প্রভাবে দ্রবীভূত করিয়া সম্যক্‌রূপে মিশাইয়া এমনভাবে মিলিত করিয়াছে যে, ঐ চিত্তদ্বয় যে কখনও দুইটী পৃথক্ বস্তু ছিল, তাহা আর কিছুতেই বুঝা যায় না; এমনকি, চিত্তদ্বয় যে কখনও দুইটী পৃথক্ বস্তু ছিল, তাহার ভ্রম পর্যন্ত জন্মিবার আর সম্ভাবনা রহিল না (ইহাতেই প্রেমপ্রভাবে চিত্তদ্বয়ের পরৈক্য সূচিত হইয়াছে)। সেই প্রেম চিত্তদ্বয়কে এইরূপভাবে এক করিয়া তাহাতে আবার প্রচুর পরিমাণে নিত্য-নবনবায়মান রাগের (অনুরাগের) সঞ্চার করিয়াছে।

রায়রামানন্দের মুখে প্রেমবিলাসবিবর্তের কথা মহাপ্রভু কি ভাবে শুনিয়াছিলেন, কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ফণা ধরিয়া সাপ যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, মহাপ্রভুও তেমনি সাবহিত হইয়া (অর্থাৎ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত) অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রামানন্দের গান শুনিলেন। "ধৃতফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং তদুদিতমতিরত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানম্॥ ৭।১৬॥"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসবিবর্তসূচক—সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার চরমতম-পরাকাষ্ঠা-সূচক—গানটী শুনিয়া মহাপ্রভু যে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়াছেন, কর্ণপূরের উক্তি হইতে তাহাই জানা গেল। তাঁহার মহাকাব্যেও তিনি লিখিয়াছেন,—"ততস্তদাকর্ণ্য পরাৎপরং স প্রভুঃ প্রফুল্লেক্ষণপদ্মযুগ্মঃ। প্রেমপ্রভাব-প্রচলান্তরাত্মা গাঢ়প্রেমপ্রমোদাত্তমথালিলিঙ্গ॥ ১৩।৪৭॥" এই শ্লোকের তাৎপর্য পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এ-পর্যন্ত গানটীর প্রেমবিলাসবিবর্ত-দ্যোতক প্রথমার্ধের আলোচনা করা হইল। এক্ষণে দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনা করা হইতেছে। গানের দ্বিতীয়ার্ধ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বক্রোক্তিমাত্র।

"এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥" শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূতীকে বলিলেন—"সখি! আমাদের পূর্বপ্রেমের কথা তো তোমাকে বলিলাম। তুমি সেই প্রেমকাহিনী 'কানুঠামে'—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে—বলিবে। দেখিও যেন ভুলিয়া যাইও না।" এ-স্থলে "বিছুরহ জানি—যেন ভুলিয়া যাইও না।"-বাক্যের ব্যঞ্জনা হইতেছে এই। "এমন স্বতঃস্ফূর্ত এবং ক্রম-বর্ধমান প্রেমের কথা, এমন ভেদজ্ঞান-রাহিত্যজনিকা বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার কথাও ভুলিয়া গিয়া যিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় অবস্থান করিতেছেন, সেই বিস্মরণশীল নাগরের নিকটেই তো তুমি যাইতেছ! দেখিও তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি তুমিও যেন ভুলিয়া যাইও না।" অথবা, "মথুরারই বুঝি বা এমন কোনও অদ্ভুত প্রভাব আছে যে, যে সেখানে যায়, সে-ই পূর্বকথা সব ভুলিয়া যায়; নচেৎ, আমার এমন প্রাণবল্লভ সেখানে গিয়া পূর্ব-মিলনকথা এমনভাবে সমস্ত ভুলিয়া যাইবেন কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমিও তো সেই মথুরাতেই যাইতেছ; দেখিও, যেন স্থানের প্রভাবে তুমিও যেন আমার এই কথাগুলি ভুলিয়া যাইও না।" এ-সমস্ত হইতেছে শ্রীরাধার বক্রোক্তি। যাহা হউক, শ্রীরাধা দূতীকে আরও বলিলেন—"সখি! তখন তো দূতীও খুঁজিতে হয় নাই, অন্য কাহারও সহায়তাও গ্রহণ করিতে হয় নাই। পঞ্চবাণই মধ্যস্থ হইয়া আমাদের চিত্তের পরৈক্যরূপ মিলন ঘটাইয়াছে। সখি! এখন কানাই বিরাগ হইয়াছেন—পূর্বে যে রাগ (অনুরাগ বা প্রেম) তাঁহার মধ্যে ছিল, এখন তাহা তাঁহাতে নাই; থাকিলে তখন তিনি দূতীর আশ্রয় নিতেন না, তোমাকে তাঁহার দূতী হইতে হইত না। এখন তুমি তাঁহার দূতী হইয়াছ! সখি! ইহাই বুঝি বিদগ্ধশিরোমণি সুপুরুষদের প্রেমের রীতি!!" ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বক্রোক্তি বা কটাক্ষ।

উপসংহার

মহাপ্রভু রায়রামানন্দের নিকটে সাধ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামানন্দ স্বধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ স্বধর্ম, কৃষ্ণে কর্মাপণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তির কথা বলিলে প্রভু প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই বলিলেন—"এহো বাহ্য।" তাৎপর্য এই যে—স্বধর্ম হইতে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি পর্যন্ত রামানন্দ যে-সমস্তের কথা বলিলেন, সে-সমস্তের লক্ষ্য হইতেছে ভুক্তি বা মুক্তি। ভুক্তি-মুক্তি হইতেছে বাস্তবসাধ্য হইতে বাহিরের বস্তু, বাস্তব সাধ্যবস্তু নহে।

তারপর, রামানন্দ যখন জ্ঞানশূন্যাভক্তির কথা বলিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—"এহো হয়", অর্থাৎ রামানন্দ এতক্ষণে বাস্তব সাধ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে আসিয়াছেন। প্রভু কহিলেন—"আগে কহ আর।" রামানন্দ সাধারণ ভাবে প্রেমভক্তির কথা বলিয়া প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে ক্রমশঃ দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম এবং বাৎসল্যপ্রেমের কথা বলিয়া যখন বলিলেন—"কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার" এবং তাহা প্রতিপাদনও করিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—"এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥" রামানন্দ তখন বলিলেন—কান্তাপ্রেমের মধ্যে "রাধার প্রেম—সাধ্যশিরোমণি", তখন প্রভু কহিলেন—"আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে। অপূর্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥" রাধাপ্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তথাপি রাধাপ্রেমের মহিমা আরও প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে রাধাপ্রেমের অন্যাপেক্ষতার কথা বলিয়া একটী আপত্তির ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। বসন্তরাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রামানন্দ অতিসন্তোষজনকভাবে প্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন এবং বলিলেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥" শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"যে লাগি আইলাও তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।" প্রভুর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের মহিমা প্রকাশ করাইয়া তাহার আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানন্দের নিকটে সাধ্যতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন। রাধাপ্রেমের মহিমার কথা শুনিয়া প্রভু অনির্বচনীয় আনন্দও লাভ করিলেন।

তথাপি কিন্তু প্রভু বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" প্রশ্ন হইতে পারে—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥" —এই বাক্যেই তো রামানন্দ শ্রীরাধিকার প্রেমের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন; ইহার পরে আবার কী জানিবার থাকিতে পারে? উত্তরে বক্তব্য এই। রামানন্দের উল্লিখিত বাক্যে যাহা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধার প্রেমে যাহা আছে, তাহা অন্য কোনও গোপীর প্রেমেই নাই, এমন কি শতকোটি গোপীর সমবেত প্রেমেও তাহা নাই। ইহা দ্বারা রাধাপ্রেমের সর্বাতিশায়িত্বই সূচিত হইল; কিন্তু এই সর্বাতিশায়ী প্রেমের মহিমা কি, এইশ সর্বাতিশায়ী প্রেম শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করে, উভয়ের প্রেমোদ্ভূত বিলাসের কি অপূর্ব মহত্ত্ব সাধন করে, তাহা কিন্তু রামানন্দের উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা যায় না। রাধাপ্রেমের সেই মহিমার কথা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" প্রভু রামানন্দের মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, শ্রীরাধার গুণাবলী এবং উভয়ের বিলাস-মহত্ত্বের কথা প্রকাশ করাইলেন। বিলাস-মহত্ত্বের —সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার—চরমতম-বিকাশ যে প্রেমবিলাসবিবর্তে, তাহাও প্রভু রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইলেন এবং রাধাপ্রেম-মাধুর্যের এবং রাধাপ্রেম-মহিমার আস্বাদন করিয়া অনির্বচনীয় এবং অপরিসীম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন; প্রভু এত আনন্দ পাইলেন যে, তিনি প্রেমানন্দে আবিষ্ট হইয়া রায়রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, বুকে জড়াইয়া ধরিলেন (কর্ণপূরের উক্তি)।

রাধাপ্রেম-মহিমা জানিবার জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের যে একটী অপূর্ণবাসনা, তাঁহার গৌরস্বরূপে এইরূপে তিনি সেই অপূর্ণ বাসনার একটী দিক্ পূর্ণ করিলেন। স্বীয় অঙ্গের উপরে রাধাপ্রেমের প্রভাব অনুভব করিয়া যে তিনি আর একটী দিক্ পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১২।৪ খ-অনু)।

এই অধ্যায়ে এ-পর্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে জানা গেল, ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের তিনটি অপূর্ণবাসনার পূরণাত্মিকা লীলাই তাঁহার গৌরস্বরূপে প্রকটিত হইয়াছিল।

৫। সাধনতত্ত্ব

ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের তিনটী অপূর্ণ বাসনার পূরণাত্মিকা লীলার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলেও, পরবর্তী-আলোচনায় প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া আনুষঙ্গিকভাবে এ-স্থলে রায়রামানন্দ-প্রসঙ্গে অন্য একটী বিষয় আলোচিত হইতেছে—সাধনতত্ত্ব।

রামানন্দরায়ের মুখে প্রেমবিলাসবিবর্তের কথা শুনিয়া—"প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু অবধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়। কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥ চৈ. চ. ২।৮।১৫৭-৫৮॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—"মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা। অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥ রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥ সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥ সখীবিনু এই লীলা-পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥ সখীবিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥ * * সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম্ম লোক ত্যাজি সেই কৃষ্ণে ভজয়॥ রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥ * * বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥ সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঁই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৬১-৮৪॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যায়, মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসায় এবং রায়রামানন্দের উত্তরে যেন সঙ্গতি নাই। রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্ব প্রকাশ করাইয়া প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। * *॥ সাধনবিনু সাধ্যবস্তু কেহ নাহি পায়। কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥"—এস্থলে প্রভু রাধাপ্রেমকেই সাধ্যবস্তু বলিলেন এবং সেই সাধ্যবস্তু পাওয়ার অনুকূল সাধনের কথাই যেন তিনি রামানন্দের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিন্তু রায়রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সাধ্যবস্তু না বলিয়া "রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবাকে (চৈ. চ. ২।৮।১৬৬)" এবং "সখী-ভাবে রাধাকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তিকে (চৈ. চ. ২।৮।১৮৪)" সাধ্য বলিয়াছেন এবং এইরূপ সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না (চৈ. চ. ২।৮।১৮২)", "গোপীভাবামৃতে যাঁহার লোভ হয়, তিনি যদি বেদধর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্বক (২।৮।১৭৭)" "গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া (২।৮।১৮৩-৮৪)" "সখীদিগের আনুগত্যে (২।৮।১৬৫)" "রাগানুগামার্গে ভজন করেন (২।৮।১৭৮)," তাহা হইলে তিনি ভাবযোগ্য দেহ (অর্থাৎ মঞ্জরীদেহ) পাইয়া রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা পাইতে পারেন (২।৮।১৭৯)।" এইরূপে দেখা যায়, প্রভুর জিজ্ঞাসার সঙ্গে রামানন্দের উত্তরের যেন সঙ্গতি নাই। প্রভু রাধাপ্রেমকে সাধ্য বলিয়া তাহার সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আর রামানন্দ রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবাকে সাধ্য বলিয়া তাহার সাধনের কথা বলিয়াছেন। তথাপি প্রভু কোনওরূপ আপত্তি করিলেন না; বরং রামানন্দের উত্তর শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন। "এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। দুই জনে গলাগলি করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রন্দন॥ চৈ. চ. ২।৮।১৮৭॥” ইহাতেই বুঝা যায়, রায়রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ছিল মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। রাধাপ্রেম যে কোনও সাধনের দ্বারা লাভ করা যায় না, পরমভাগবত রামানন্দের মুখে তাহা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই রাধাপ্রেমের সাধন-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসাভঙ্গী।

শ্রীরাধা জীবতত্ত্ব নহেন; তিনি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মূর্তবিগ্রহ; শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর, অনাদিকাল হইতেই তিনি বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার যে প্রেম—মাদনাখ্য মহাভাব, তাহা তিনি কোনও সাধনের দ্বারা লাভ করেন নাই; ইহা অনাদি-সিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধাতে নিত্য বিরাজিত। সাধনসিদ্ধ পরিকরদের কথা দূরে, অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকর ললিতা-বিশাখাদি গোপীগণের মধ্যেও এই মাদন নাই। শ্রুতিগণ, অর্থাৎ শ্রুত্যভিমানিনী বা শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা পাইয়াছিলেন (ভা. ১০।৮৭।২৩); রাধাপ্রেম যদি সাধনলভ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহারা রাধাপ্রেম লাভের উপযোগী সাধন-পন্থাই অবলম্বন করিতেন। ইহা সাধন-লভ্য নহে।

তবে মহাপ্রভু রাধাপ্রেমকে সাধ্যশিরোমণি—সাধ্যবস্তুর শেষ অবধি—বলিলেন কেন? যাহা সাধনের দ্বারা প্রাপ্য, তাহাকেই তো সাধ্য বলে?

রায়রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সাধ্যশিরোমণি বলিয়াছেন; মহাপ্রভু তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কেবল রাধাপ্রেম নহে, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেমকেও রায়রামানন্দ সাধ্য বলিয়াছেন; এবং এ-সমস্ত প্রেমস্তর-কথন-প্রসঙ্গে তিনি যে-সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ নিত্যপরিকর সুবল-মধু-মঙ্গলাদি, নন্দ-যশোদা, শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখাদির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের কথাই বলিয়াছেন; তাঁহার উল্লিখিত কোনও প্রমাণেই কোনও সাধনসিদ্ধ পরিকরের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু রাধাপ্রেমের ন্যায় সুবল-মধুমঙ্গলাদির, বা নন্দ-যশোদার, অথবা ললিতা-বিশাখাদির শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম বা কান্তাপ্রেমও সাধনলভ্য নহে; এ-সমস্ত হইতেছে তত্তৎ-ভাবের পরিকরদের অনাদিসিদ্ধ প্রেম। তাঁহাদের ভাবের আনুগত্যে রাগানুগামার্গের ভজনেই যে সাধকজীব তত্তদ্‌ভাবের সেবায় স্বীয় ভাবানুরূপ কৃষ্ণসেবা পাইতে পারেন, রামানন্দরায় তাহাও বলিয়াছেন—“ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥ চৈ. চ. ২।৮।১৭৯॥” সুবল-মধুমঙ্গলাদির, বা নন্দ-যশোদার, কিম্বা ললিতা-বিশাখাদির যে-রূপ সেবা, সেইরূপ সেবাপ্রাপ্তির কথা রামানন্দ বলেন নাই; কেন না, সেইরূপ সেবাও সাধনলভ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—রামানন্দরায়ের নিকটে প্রভুর মূল জিজ্ঞাস্য ছিল সাধ্যবস্তু—জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা স্বরূপানুবন্ধী পরম কাম্য, সুতরাং সাধ্য, তাহা। সুবল-মধুমঙ্গলাদি নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেম যদি জীবের সাধনলভ্য না-ই হইবে, তাহা হইলে রামানন্দ কেন সে-সমস্ত নিত্য পরিকরদের সখ্যপ্রেমাদিকে সাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন?

উত্তরে বক্তব্য এই। সেবাবাসনা-বিকাশের উৎকর্ষ অনুসারেই সাধ্যবস্তুরও উৎকর্ষের বিকাশ। সেবাবাসনার চরমতম বিকাশেই সাধ্যবস্তুরও চরমতম বিকাশ। সেবাবাসনা দুই রকমের হইতে পারে—স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার বাসনা এবং আনুগত্যময়ী সেবার বাসনা। ব্রজ-লীলাতে এই দুই রকমের সেবাই আছে এবং দুই রকমের সেবারই প্রয়োজন আছে। স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ অনাদিসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের মধ্যে এই উভয়বিধ-সেবার পরিকরই আছেন; যেমন, কান্তাভাবের সেবায় ললিতা-বিশাখাদির স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা এবং শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির হইতেছে আনুগত্যময়ী সেবা। সুতরাং স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকরগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ-সেবার অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপশক্ত্যেক-সহায় বলিয়া তিনি স্বীয় স্বরূপ-শক্তিব্যতীত অন্য কোনও শক্তির অপেক্ষা রাখেন না; সুতরাং স্বীয় স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ তাঁহার অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণের সেবাব্যতীত অন্য কাহারও সেবারও তিনি অপেক্ষা রাখেন না। এইরূপে দেখা গেল, তাঁহারাই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ সেবার একমাত্র অধিকারী এবং তাঁহারা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ বলিয়া সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশও কেবল তাঁহাদের মধ্যেই সম্ভব। তাঁহাদের মধ্যেও আবার যাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা, তাঁহাদের মধ্যেই সেবা-বাসনার সর্বাতিশায়ী বিকাশ। সেবাবাসনার এতাদৃশ বিকাশেই কৃষ্ণসেবারূপ সাধ্যেরও সর্বাতিশায়ী বিকাশ। সেবাবাসনার এবং সেবার এতাদৃশ বিকাশই মহাপ্রভুর অভিপ্রেত মনে করিয়া রায়রামানন্দ স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সাধনসিদ্ধ-জীবদের দৃষ্টান্তে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। কেননা, স্বরূপশক্তির মুর্তবিগ্রহ সুবল-মধুমঙ্গলাদির, বা নন্দ-যশোদাদির, কিম্বা শ্রীরাধা-ললিতাদির সখ্য-বাৎসল্য-কান্তাপ্রেম জীবের সাধ্য নহে; তাঁহাদের সখ্য-বাৎসল্যাদিপ্রেমের আনুগাত্যময়ী সেবাই জীবের সাধ্য। সাধন সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে রায়রামানন্দ তাহাই দেখাইয়াছেন। রাগানুগামার্গের সেবাতেই তাহা পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে রাগানুগামার্গ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

ক। রাগানুগামার্গ

পূর্বে যে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে বলে রাগাত্মিকা সেবা বা রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহাকে বলে রাগানুগা-ভক্তি। এই রাগানুগাভক্তির সাধনপন্থাকেই বলে রাগানুগামার্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকা ভক্তিতে একমাত্র স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ অনাদিসিদ্ধ পরিকরদেরই অধিকার। তাহার হেতু এই।

শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁহার শক্তিমাত্রেরই স্বরূপতঃ যোগ্যতা আছে। স্বরূপ-শক্তিও তাঁহার শক্তি বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণসেবার পক্ষে স্বরূপশক্তির যোগ্যতা আছে। কিন্তু যোগ্যতা থাকিলেই অধিকার থাকে না। রাষ্ট্র বা রাজা যাঁহাকে বিচারক নিযুক্ত করেন, তাঁহার যোগ্যতা থাকিলেই তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং নিয়োগের পূর্বেও তাঁহার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু বিচারকার্যের অধিকার ছিল না। আবার, যেদিন তিনি অবসর গ্রহণ করেন, সেইদিনও অবসর-গ্রহণের পূর্বপর্যন্ত বিচারকার্যে তাঁহার অধিকার থাকে। কিন্তু তাহার পরের দিন বিচারকার্যে তাঁহার অধিকার থাকে না ; কিন্তু যোগ্যতা থাকে। বিচারক রাজা বা রাষ্ট্র হইতে তাঁহার অধিকার পাইয়া থাকেন ; সুতরাং তিনি রাষ্ট্র বা রাজার অনুগত। কিন্তু রাজা যদি স্বয়ং বিচারকার্য করেন, তাহা হইলে তিনি অপর কাহারও অনুগত থাকেন না, তিনি স্বতন্ত্র। স্বরূপশক্তিসম্বন্ধেও তদ্রূপ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া কৃষ্ণসেবায় তাঁহার স্বরূপতঃ যোগ্যতা আছে। আবার, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তিব্যতীত অন্য কিছুর অপেক্ষা রাখেন না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় স্বরূপশক্তির স্বতঃসিদ্ধ অধিকারও আছে। লীলাতে এই স্বরূপশক্তি মূর্তরূপেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ পরিকরগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার যোগ্যতা এবং অধিকার—দুইই আছে। এই অধিকার তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ, কাহা হইতে প্রাপ্ত নহে ; ইহা স্বতন্ত্র। এজন্য তাঁহাদের সেবা হয় স্বাতন্ত্র্যময়ী। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের যে স্বতঃসিদ্ধ রাগ বা প্রীতি, তাহাই এই সেবার প্রবর্তক বলিয়া এবং তাঁহাদের সেবাও রাগময়ী বা প্রীতিময়ী বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাকে বলে রাগময়ী ভক্তি বা রাগাত্মিকাভক্তি এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বাতন্ত্র্যময়ী।

এতাদৃশী স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে জীবের অধিকার নাই। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় তাহার যোগ্যতা আছে, কিন্তু অধিকার নাই। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-শক্তিব্যতীত অন্য কোনও শক্তির—সুতরাং জীবশক্তিরও—অপেক্ষা রাখেন না। এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্ত এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

জীব দুই রকমের—নিত্যমুক্ত এবং অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ। অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা ভগবদুন্মুখ, কখনও যাঁহারা মায়াকবলিত হয়েন নাই, তাঁহারা হইতেছেন নিত্যমুক্ত। শাস্ত্রপ্রমাণের বিচারপূর্বক, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই নিত্য-ভগবৎ-পরিকরস্বরূপ। "অত্র প্রথমঃ অন্তরঙ্গাশক্তি-বিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য-ভগবৎ-পরিকরস্বরূপঃ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১৫০ পৃষ্ঠা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে জানা গেল—যে-সমস্ত জীব কখনও মায়ার কবলে পতিত হয়েন নাই, অনাদি-কাল হইতেই যাঁহারা মুক্ত এবং ভগবদুন্মুখ (মায়াবিবর্জিত বলিয়া স্বরূপে অবস্থিত এবং তাহার ফলে ভগবদুন্মুখ) স্বরূপশক্তির কৃপাব্যতীত তাঁহারাও ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন না। ইহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় তাঁহার যোগ্যতা আছে; কিন্তু অধিকার নাই। কেননা, স্ব-স্বরূপশক্ত্যেক-সহায় শ্রীকৃষ্ণের সেবায় একমাত্র অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিরই অধিকার। জীবশক্তি স্বরূপশক্তি নহে, জীবশক্তিতে স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তির কোনও বৃত্তিও নাই; এজন্য জীবশক্তির অংশ জীবের শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতা থাকিলেও অধিকার থাকিতে পারে না। একমাত্র স্বরূপশক্তিরই যখন সেই অধিকার, তখন স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণ কৃপা করিয়া যাঁহাকে সেই অধিকার দিবেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার পাইতে পারেন।

জীবের সেবাযোগ্যতা হইতেছে ভূমির উর্বরতার মতন। শস্যের উৎপাদনে উর্বরা ভূমির যোগ্যতা আছে; কিন্তু ভূমিতে বা ভূমির উর্বরতায় শস্যের উপাদান নাই বলিয়া ভূমি বা উর্বরতা আপনা হইতে শস্যোৎপাদন করিতে পারে না, ভূমিতে শস্যের বীজ পতিত হইলে সেই বীজের দ্বারা ভূমি বা ভূমির উর্বরতা শস্যোৎপাদন করিতে পারে। তদ্রূপ জীবেও শ্রীকৃষ্ণ-সেবার একমাত্র অধিকারিণী স্বরূপশক্তি নাই বলিয়া শক্তিরূপে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জীব কৃষ্ণসেবার অধিকারী হইতে পারেন না। স্বরূপশক্তির বা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ সেবাধিকারী পরিকরদের কৃপা হইলেই, তাঁহাদের কৃপায় জীবের মধ্যে স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষের আবির্ভাব হইলেই, জীব কৃষ্ণসেবার অধিকারী হইতে পারেন। স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ নিত্য-পরিকরদের কৃপাতেই যখন জীব কৃষ্ণসেবার অধিকারী হয়েন, তখন জীবের কৃষ্ণসেবাও হইবে সেই পরিকরদের আনুগত্যময়ী সেবা। তাঁহার সেবা কখনও স্বাতন্ত্র্যময়ী হইতে পারে না; কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, একমাত্র স্বরূপশক্তির সেবাই হইতেছে স্বাতন্ত্র্যময়ী। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের কৃপায় স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষ জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হইলেও জীব সর্বদা জীবশক্তিই থাকেন, স্বরূপশক্তি হইয়া যায়েন না। ছানার সঙ্গে শর্করার যোগ হইলেও ছানা ছানাই থাকে, শর্করা হইয়া যায় না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, জীবের কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত, তত্ত্বসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত। আনুগত্যময়ী সেবাতেই জীবের অধিকার, স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে জীবের অধিকার নাই। সুতরাং রামানন্দরায়-কথিত নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সখ্যপ্রেমাদির স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায়ও জীবের- অধিকার নাই, তাঁহাদের সখ্যপ্রেমাদিও জীবের সাধনলভ্য—সাধ্য—নহে; তাঁহাদের সখ্যপ্রেমাদির আনুগাত্যময়ী সেবাতেই জীবের স্বরূপগত অধিকার। এজন্যই রামানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছেন—সখ্যাদিভাবের যে কোনও ভাবের সেবায় সাধকের লোভ জন্মে, সেই ভাবের পরিকরদের আনুগত্যে রাগানুর্গামার্গে ভজন করিলেই সাধক ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে পারেন।

মহাপ্রভু কান্তাভাবের সেবাপ্রাপ্তির সাধনের কথাই রায়রামানন্দের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামানন্দও বিশেষরূপে সেই সাধনের কথাই বলিয়াছেন।

কান্তাভাবের অধিকারিণী হইতেছেন শ্রীরাধার সখীগণ। এই সখীগণের আনুগত্যে যিনি ভজন করিবেন, তিনিই তাঁহাদের কৃপায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা (কান্তাভাবময়ী সেবার আনুগত্যময়ী সেবা) পাইতে পারেন।

কিরূপে সখীদের আনুগত্য করা হইবে? "অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥ সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঁই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥" সখীগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন করাইয়া নানাবিধ লীলার বিস্তার করিতেছেন। সাধক তাঁহার গুরুনির্দিষ্ট সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই সিদ্ধদেহে সখীদের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার চিন্তা এবং সেই লীলায় রাধাকৃষ্ণের যথাযোগ্য সেবার চিন্তা করিবেন।

যেরূপ দেহে সিদ্ধাবস্থায় পরিকররূপে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়, তাহাই হইতেছে বাস্তবিক সিদ্ধ দেহ। কান্তাভাবের সেবায় তাহা হইতেছে গোপকিশোরী দেহ। শ্রীগুরুদেব তাঁহার শিষ্য সাধককে এই সিদ্ধদেহের একটা দিগ্‌দর্শন দিয়া দেন এবং তাঁহার কি সেবা, তাহাও জানাইয়া দেন। সাধক সেই দেহের চিন্তা করিয়া, নিজেকে তদ্রূপদেহবিশিষ্ট মনে করিয়া, সেই দেহেই যেন ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে উপস্থিত আছেন বলিয়া মনে করিয়া, সেই দেহেই সখীদের আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন বলিয়া সর্বদা চিন্তা করেন। মনে মনে এই দেহের চিন্তা করা হয় বলিয়া ইহাকে অন্তশ্চিন্তিত দেহও বলা হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—রাগানুগামার্গের ভজনের দুইটী অঙ্গ—অন্তর ও বাহ্য। যথাবস্থিত দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান হইতেছে বাহ্যসাধন। আর উল্লিখিতরূপে অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তাকে বলে অন্তরসাধন। প্রভু বলিয়াছেন—"রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥ রাগাত্মিকা-ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসি জনে। তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে॥ ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা 'রাগ'—এই স্বরূপলক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥ রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥ লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি॥ 'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন। বাহ্য—সাধকদেহে করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥ দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন॥ এই মত করে যেই রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় প্রীতি॥ চৈ. চ. ২।২২।৮৪-৯৩॥"

শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু বিধিমার্গের ভজনের কথা বলিয়া তাহার পরে রাগমার্গের (অর্থাৎ রাগানুগামার্গের) ভজনের কথা বলিয়াছেন। প্রভু বলিয়াছেন, রাগাত্মিকা-ভক্তির অনুগতা ভক্তির নাম রাগানুগাভক্তি। সুতরাং রাগানুগার পরিচয় পাইতে হইলে রাগাত্মিকার পরিচয় জানা দরকার। এজন্য প্রভু প্রথমে রাগাত্মিকার স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণের উল্লেখ করিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন। রাগই যে ভক্তির আত্মা, তাহা হইতেছে রাগাত্মিকা ভক্তি। সুতরাং 'রাগ' হইতেছে রাগাত্মিকার স্বরূপলক্ষণ—স্বরূপে বা তত্ত্বে রাগাত্মিকা ভক্তি হইতেছে—রাগ। রাগ বলিতে কি বুঝায়? "ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা—রাগ।" ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণে, বা শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য, যে "গাঢ় তৃষ্ণা"—বলবতী এবং অবিচলা লালসা, তাহার নাম হইতেছে "রাগ।" ইহাই হইতেছে রাগাত্মিকার স্বরূপ-লক্ষণ। আর "ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থলক্ষণ।" কার্যদ্বারা যাহা জানা যায়, তাহাকে বলে তটস্থলক্ষণ। যাঁহার চিত্তে "ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা"-রূপ রাগ বর্তমান, ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণসেবায়—তাঁহার আবিষ্টতা জন্মে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই তাঁহার চিত্তের একমাত্র আবেশ থাকে, অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহার চিত্ত কখনও যায় না। এতাদৃশী রাগময়ী ভক্তিই হইতেছে রাগাত্মিকা ভক্তি। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীজনে'—যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ব্রজে বাস করেন, সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যেই এতাদৃশী মুখ্যা রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজিত, অপর কাহারও মধ্যে তাহা নাই। ইহা স্বাতন্ত্র্যময়ী বলিয়া নিত্যসিদ্ধ পরিকরব্যতীত অপর কাহারও মধ্যে যে থাকিতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে রাগাত্মিকা ভক্তির পরিচয় দিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—এই রাগাত্মিকার অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগামার্গে ভজনের অধিকারী কে, তাহাও প্রভু বলিয়াছেন—অনাদিসিদ্ধ নিত্য ব্রজপরিকরদের রাগাত্মিকা সেবার কথা শুনিয়া তদনুরূপ সেবার জন্য যাঁহার লোভ জন্মে, সেই লোভের বশবর্তী হইয়া তিনি ব্রজবাসীদের (রাগাত্মিকা সেবার অধিকারী নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের) ভাবের 'অনুগতি' করেন। এ-স্থলে প্রভু সাধকের পক্ষে রাগাত্মিকার আনুগত্যময়ী সেবার কথাই বলিলেন, রাগাত্মিকা সেবার কথা বলিলেন না। ইহাতেই বুঝা যায়—রাগাত্মিকার আনুগত্যময়ী সেবাতেই সাধক জীবের অধিকার, রাগাত্মিকার সেবায় অধিকার নাই (তাহার হেতু পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে)। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—"শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।" এ-স্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে"-বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে—শাস্ত্রযুক্তির (শাস্ত্রকথিত বিধির এবং যুক্তির) অপেক্ষা রাখে না। বিধিমার্গের ভজনে যেমন শাস্ত্রবিধি এবং শাস্ত্রযুক্তি হইতেছে ভজনের প্রবর্তক, সুতরাং বিধিমার্গের সাধক যেমন শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখেন, রাগমার্গের সাধক শাস্ত্রযুক্তির তদ্রূপ অপেক্ষা রাখেন না। শাস্ত্রযুক্তি তাঁহার ভজনের প্রবর্তক নহে, লোভই হইতেছে তাঁহার ভজনের প্রবর্তক। "লোভে ব্রজবাসীভাবে করে অনুগতি।" মহাপ্রভুর এই উপদেশের অনুসরণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥ ১।২।১৪৮॥" তাৎপর্য হইতেছে এই যে—ব্রজপরিকরদের ভাবাদির মাধুর্যের কথা শুনিলে শ্রোতার বুদ্ধি যাহার অপেক্ষা রাখে, তাহা শাস্ত্রও (শাস্ত্রের বিধিও) নহে, যুক্তিও নহে। ইহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। অর্থাৎ ব্রজপরিকরদের ভাবমাধুর্যের কথা শুনিয়া তাহার জন্য যাঁহার লোভ জন্মে, ভজনপ্রবৃত্তি-বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের অপেক্ষাও রাখেন না, যুক্তির অপেক্ষাও রাখেন না—সেই লোভই হয় তাঁহার ভজনের প্রবর্তক, বিধিমার্গের সাধকের ন্যায় শাস্ত্রযুক্তি তাঁহার ভজনের প্রবর্তক হয় না।

রাগানুগামার্গেও ভজনের বিধি আছে, সাধককে সেই বিধির অনুসরণ করিতে হয়। মহাপ্রভু সেই বিধির কথাও বলিয়াছেন—"বাহ্য 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন"-বাক্যে। রাগানুগামার্গের সাধনের দুইটী অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। যথাবস্থিত দেহে (সাধকদেহে) শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান হইতেছে বাহ্য অঙ্গ; যথাবস্থিত-দেহের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহা বাহিরে অন্যান্যেরাও দেখিতে পায়; এজন্য ইহাকে "বাহ্য অঙ্গ" বলা হয় আর অন্তর-সাধন হইতেছে কেবল অন্তরের বা মনের দ্বারা সাধন। "মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে চিন্তে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন"—ইহাই অন্তরের বা মনের সাধন—মানসিক সাধন। শ্রীগুরুদেব যে সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শন দিয়া দেন, সেই দেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহেই ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে সর্বদা ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সেবা চিন্তা করিতে হইবে। কিরূপে? নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা।" প্রভু বলিয়াছেন—"দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন।" ব্রজভাবের সেবাপ্রাপ্তিই হইতেছে রাগমার্গের ভজনের উদ্দেশ্য। ব্রজে চারিটী ভাব আছে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই চারি ভাবের মধ্যে যেই ভাবের প্রতি যাঁহার লোভ জন্মে, সেই ভাবে লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই) তাঁহার অভীষ্ট এবং সেই ভাবে লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন তাঁহার অভীষ্টকৃষ্ণ। এই অভীষ্টকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ—প্রিয় পরিকর যিনি, বা যাঁহারা, তিনি বা তাঁহারাই হইতেছেন তাঁহার নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। এই নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের "পাছে ত লাগিয়া—আনুগত্যে" অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর সেই লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে সাধকের "অন্তর সাধনা" (বিস্তৃত আলোচনা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে দ্রষ্টব্য)।

মহাপ্রভু কেবল রাগানুগামার্গের সাধনের কথাই বলিলেন, কিন্তু রাগাত্মিকার সাধনের কথা বলিলেন না। ইহাতেই বুঝা যায়—রাগাত্মিকার সেবায় সাধক জীবের অধিকার নাই, সাধনের দ্বারা কেহই রাগাত্মিকার সেবা পাইতে পারে না ; কেননা, প্রভু বলিয়াছেন—"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীজনে।" ইহা যদি সাধনলভ্যা হইত, তাহা হইলে মহাপ্রভু তদুপযোগী সাধনের কথাও বলিতেন।

৬। রায়রামানন্দ-প্রসঙ্গে অপর কথা

রায়রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা শেষ হইয়া যাওয়ার পরে প্রভু যে রামানন্দকে নিজের স্বরূপ—রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ স্বরূপ—দেখাইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে)।

রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে প্রভু দশ দিন অতিবাহিত করিয়া দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রামানন্দের নিকটে বিদায় চাহিলেন। প্রভু—"আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা। বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা—॥ বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে। আমি তীর্থ করি তাহাঁ আসিব অল্পকালে॥ দুই জনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে। সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ চৈ. চ. ২।৮।২৪৭-৪৯॥"

প্রভু দক্ষিণদেশে চলিয়া গেলেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথেও প্রভু বিদ্যানগরে রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তখন রামানন্দ প্রভুকে জানাইলেন যে, তাঁহার রাজকার্য পরিত্যাগের কথা তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রকে জানাইয়াছিলেন ; রাজাও প্রসন্নচিত্তে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

রামানন্দ প্রভুকে বলিলেন—"প্রভু, তুমি এখন নীলাচলে যাও। আমার এদিকের কাজ সমস্ত চুকাইয়া আমি দিন দশেকের মধ্যেই নীলাচলে তোমার চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইব।" তদনুসারে প্রভু নীলাচলে আসিলেন। রামানন্দরায় কটকে গিয়া রাজাপ্রতাপরুদ্রের নিকটে নিজের কার্যভার বুঝাইয়া দিয়া নীলাচলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। তদবধি তিনি প্রভুর নিত্য সঙ্গী। স্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দ কিরূপে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন, প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলাদির বর্ণন-প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা হউক, রায়রামানন্দ-কথিত প্রেমবিলাসবিবর্ত-প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে ; মহাপ্রভু কেন "প্রেমে স্বহস্তে" রামানন্দের "মুখ আচ্ছাদন" করিলেন, সে-সম্বন্ধেও পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

রায়রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্যসাধনতত্ত্ববিষয়ে আলোচনার বিবরণ দিয়া কবিরাজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী সর্বশেষে লিখিয়াছেন,—"রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার। যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার। দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে। রামানন্দমিলনলীলা করিল প্রচারে॥ চৈ. চ. ২।৮।২৬২-৬৩॥"

ক। প্রভুকর্তৃক রায়রামানন্দের মহিমা-খ্যাপন

প্রদ্যুম্নমিশ্রের প্রসঙ্গ

প্রদ্যুম্নমিশ্র ছিলেন নীলাচলবাসী এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভক্ত। একদিন তিনি মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—"মহাপ্রভু! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম। কোন ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্লভ চরণ॥ কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥ প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি। সবে রামানন্দ জানে, তার মুখে শুনি॥ ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন। রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ॥ চৈ. চ. ৩।৫।৪-৭॥"

প্রভুর উপদেশে প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দরায়ের গৃহে গেলেন; কিন্তু রামানন্দ তখন সভাতে ছিলেন না। রামানন্দের সেবক মিশ্রকে বলিলেন—"দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী। নৃত্যগীতে নিপুণ সেই বয়সে কিশোরী॥ তাঁহা-দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে। নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা আবর্ত্তনে॥ তুমি ইহাঁ বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন। তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন॥ চৈ. চ. ৩।৫।১১-১৩॥" রায়রামানন্দের ইচ্ছা ছিল, স্বরচিত "জগন্নাথবল্লভ নাটক" শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে অভিনয় করাইয়া জগন্নাথের প্রীতিবিধান করিবেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি জগন্নাথের সেবিকা দুইজন দেবদাসীকে নাটকের অভিনয় ও নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেছিলেন।

সেবকের কথায় প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দরায়ের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এদিকে "রামানন্দ নিভৃতে সেই দুইজন লঞা॥ স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন। স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জ্জন॥ স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ-মণ্ডন। তভু নির্ব্বিকার রায়রামানন্দের মন॥ কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব। তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের ঐছে স্বভাব॥ সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন। স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ॥ মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা। তাতে রামানন্দের ভাব—ভক্তিপ্রেমসীমা॥ তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল। গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥ সঞ্চারি-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥ ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়। জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥ তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল। নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥ প্রতিদিন রায় ঐছে করয়ে সাধন। কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাহাঁ তাঁর মন॥ চৈ. চ. ৩।৫।১৪-২৪॥"

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র হইতে জানা যায়, অভ্যঙ্গ-তৈলমর্দ্দন কফ-বাত-নাশক এবং চর্মের উজ্জ্বলতা-কারক। অভিনয়-কারিণী দেবদাসীদ্বয়ের দেহের লাবণ্য, স্নিগ্ধতা এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্যেই এবং কফ-দোষ দূর করিয়া কণ্ঠস্বরের মধুরতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রায়রামানন্দ তাঁহাদের স্নানের পূর্বে অভ্যঙ্গ (পুনঃ পুনঃ তৈল) মর্দন করিতেন। এই সকল উদ্দেশ্যেই তিনি স্বহস্তে তাঁহাদের গাত্রমার্জন করিতেন এবং স্বহস্তে তাঁহাদের স্নান করাইতেন। যাঁহারা ব্রজলীলার অভিনয় করিবেন—বিশেষতঃ যাঁহারা অসমোর্ধ-রূপলাবণ্যবতী শ্রীরাধিকাদির ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের দেহের স্নিগ্ধতা, লাবণ্য এবং উজ্জ্বলতা এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের মধুরতা বৃদ্ধির জন্য যত রকম লৌকিক উপায় অবলম্বন করা সম্ভব, অভিনয়ের সফলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রায়রামানন্দ তৎসমস্তই করিয়াছেন। অভিনয়-দর্শকদের চমৎকারিত্ব বিধানের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রায়রামানন্দ অভিনয়-শিক্ষাকার্যটী যথাসম্ভব গোপন রাখিতে অভিলাষী ছিলেন; এজন্য তিনি নিভৃতে দেবদাসীদ্বয়কে অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন এবং অপর কাহাকেও ইহার সংশ্রবে আনিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যাঁহাদের ভূমিকা অভিনয় করা হইবে, তাঁহাদের বেশভূষাদির পারিপাটীও রামানন্দই জানেন; তাই তিনি স্বহস্তেই অভিনেত্রীদের বেশভূষাদি রচনা করিয়াছেন। অভিনয়কালে গীতে, নৃত্যভঙ্গীতে, হস্ত-পদ-মুখনেত্রাদির ভঙ্গীতে কিরূপে অনুকার্যের হৃদ্‌গত ভাবাদি প্রকাশ পাইতে পারে, তাহাও রামানন্দই জানিতেন; তাই তিনি নিজেই সে-সমস্ত শিক্ষা দিতেছিলেন।

কিন্তু এইভাবে সুন্দরী তরুণী দেবদাসীদের সেবা করিলেও রায়রামানন্দের মন ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার। তাহার হেতু এই। মায়ার প্রভাবে যাঁহাদের চিত্তে তরুণী-সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে, রমণীস্পর্শে তাঁহাদেরই চিত্তবিকার জন্মে; এমন কি, স্ত্রীলোকের কাষ্ঠপুত্তলীর দর্শনে এবং কখনও বা স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ শুনিলেও তাঁহাদের চিত্তবিকার জন্মে। যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের চিত্তে মায়ার প্রভাব থাকে না, স্ত্রীলোকের দর্শনাদিতে তাঁহাদের চিত্তবিকার জন্মে না। নানাবিধ হাবভাবপ্রকাশ করিয়াও স্বয়ং মায়াদেবীও শ্রীল হরিদাসঠাকুরের চিত্তবিকার জন্মাইতে পারেন নাই (৩।৫।৭ অনু দ্রষ্টব্য)। রামানন্দের চিত্তে ভক্তির পরাকাষ্ঠা বিরাজিত। "তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তিপ্রেম-সীমা॥ চৈ. চ. ৩।৫।১৭॥"; তরুণী-সম্ভোগের বাসনা তাঁহার চিত্তে স্থান পাইতে পারে না। এজন্যই ছিল "নির্বিকার রায় রামানন্দের মন॥ চৈ. চ. ৩।৫।১৬॥"; কেবল ইহাই নহে; রামানন্দ আর একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামানন্দ রাগানুগামার্গের ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। রাগানুগামার্গে অন্তর-সাধনের রীতি হইতেছে এই যে, "মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন", "নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া", রাত্রিদিন ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিতে হয়। এতাদৃশী সেবায়, কান্তাভাবের সাধক নিজের সিদ্ধদেহের চিন্তায় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকর গোপীদিগের দাসী বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ও সেই ব্রজগোপীদিগকে নিজের সেব্য মনে করেন। তখন তাঁহার যথাবস্থিত দেহের স্মৃতিও থাকে না, তদনুরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমানও থাকে না। তখন তাঁহার মন থাকে একান্তভাবে ব্রজে, ব্রজপরিকরদের সান্নিধ্যে। দেবদাসীদ্বয়ের দ্বারা যে ব্রজগোপীদের ভূমিকা অভিনয় করা হইবে, রামানন্দের সমগ্র মন অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার সেব্যা সেই গোপীগণ এবং নিজেকে তিনি তখন তাঁহাদের দাসী অপর এক গোপী বলিয়াই মনে করিতেন। যখন দেবদাসীদের সেবা করিতেছিলেন, তখন দেবদাসীদের স্বরূপের জ্ঞানও তাঁহার ছিল না। নিজে যে রায়রামানন্দ, সেই জ্ঞানও তাঁহার ছিল না। তিনি তখন মনে করিতেন, দাসী গোপীরূপে তিনি ব্রজগোপীদেরই তদ্রূপ সেবা করিতেছেন। নারী নারীর সেবা করিতেছেন। সুতরাং চিত্তবিকারের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। "সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন। স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ॥ চৈ. চ. ৩।৩৫।১৮॥" অভিনয়-শিক্ষাদান-কালে "প্রতিদিন রায় ঐছে করয়ে সাধন॥" এ-স্থলে রামানন্দের "সাধন" হইতেছে অভিনয়-শিক্ষাদানরূপ সাধন; ইহা তাঁহার পারমার্থিক সাধন নহে। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামানন্দ ছিলেন রাগানুগামার্গের সাধক। দেবদাসীদের উল্লিখিতরূপ সেবা ছিল তাঁহার যথাবস্থিত দেহের কার্য। রাগানুগামার্গের সাধনে যথাবস্থিত দেহের সাধন হইতেছে শ্রবণ-কীর্তনাদি। যথাবস্থিতদেহে কোনও প্রাকৃত রমণীর অঙ্গসেবা শ্রবণ-কীর্তন নহে; কোনও প্রাকৃত রমণীকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্তশ্চিন্তিত দেহের সেবার বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, তাহা বরং শাস্ত্রবিরোধী। মহাপ্রভুর নিকটে রামানন্দরায় যে রাগানুগামার্গের ভজনের কথা বলিয়াছেন (১২।৫ ক অনু), তাহাতেও এইরূপ কোনও কথা নাই।

যাহা হউক, দেবদাসীদের অভিনয়-শিক্ষাদানের পরে রামানন্দ যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার সেবক প্রদ্যুম্নমিশ্রের আগমনের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ মিশ্রের নিকটে আসিয়া "মিশ্রে নমস্করি সম্মান করিয়া। নিবেদন করে কিছু বিনত হইয়া—॥ বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল। তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥ তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর। আজ্ঞা কর কাহাঁ করেঁা তোমার কিঙ্কর॥ মিশ্র কহে—তোমা দেখিতে কৈল আগমনে। আপনা পবিত্র কৈল তোমা-দরশনে॥ অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না বলিলা। বিদায় লইয়া মিশ্র নিজঘর আইলা॥ চৈ. চ. ৩।৫।২৬-৩০॥"

পরের দিন প্রাতঃকালে প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর নিকটে আসিলেন। তখন "প্রভু কহে— কৃষ্ণকথা শুনিলে রায়-স্থানে?" প্রভুর একথা শুনিয়া "তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা॥ চৈ. চ. ৩।৫।৩১-৩২॥"

মিশ্রকথিত রামানন্দের আচরণ-সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে মনে করিয়া প্রভু বলিলেন—"আমি ত 'সন্ন্যাসী'—আপনা 'বিরক্ত' করি মানি। দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥ তবহি বিকার পায় আমার তনু-মন। প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন জন॥ রামানন্দরায়ের কথা শুন সর্বজন। কহিবার কথা নহে, আশ্চর্য্য কথন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একে দেবদাসী, আরে সুন্দরী তরুণী। তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি। স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ। গুহ্য অঙ্গের হয় তাহাঁ দর্শন-স্পর্শন॥ তভু নির্ব্বিকার রায়রামানন্দের মন। নানা ভাবোদ্‌গার তারে করায় শিক্ষণ॥ নির্ব্বিকার দেহমন কাষ্ঠ-পাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥ এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥ তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র। তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥ কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে এক করি অনুমান। শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥ ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥ হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিনগুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥[১] উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ যে শুনে যে পঢ়ে তার ফল এতাদৃশী। সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥ তার ফল কি কহিব, কহন না যায়। নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥ রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন। সিদ্ধদেহতুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥ চৈ. চ. ৩।৫।৩৩-৪৮॥"

পরম ভাগবত শ্রীলরামানন্দরায়ের মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু নিজেকে সাধারণ সন্ন্যাসীর (কেবল পোষাকের সন্ন্যাসীর) পর্য্যায়ে আনিয়া বলিলেন—"যে-সকল সাধারণ সন্ন্যাসী নিজেদিগকে সংসার-বিরক্ত বলিয়া মনে করেন, স্ত্রীলোকের দর্শন তো দূরে, স্ত্রীলোকের নাম শুনিলেও তাঁহাদের দেহে ও মনে বিকার উপস্থিত হয়; বস্তুতঃ, স্ত্রীলোকের দর্শনে কোনও সাধারণ লোকই স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু রামানন্দের অবস্থা অদ্ভুত। একে তো দেবদাসী—সুতরাং অভিভাবকহীনা, স্বাধীনা; তাহাতে আবার পরমাসুন্দরী তরুণী। রামানন্দরায় এতাদৃশী দেবদাসীর সমস্ত অঙ্গের সেবা করেন, স্নান করায়েন, সর্বাঙ্গ মার্জন করেন, বসন-ভূষণ পরিধান করায়েন। তথাপি রামানন্দের দেহ ও মন কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় নির্বিকার। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—তাঁহার দেহ-মন অপ্রাকৃত; তাই প্রাকৃত তরুণী-স্পর্শে তিনি বিকারহীন। রামানন্দের চিত্তের এইরূপ অবস্থা কিরূপে জন্মিল, শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতে তাহার একটা অনুমান করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ব্রজবধূদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা-কথার সর্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের হৃদ্‌রোগ কাম—গুণময়ী মায়ার প্রভাব-জাত আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনা—তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের চিত্ত হইতে মায়া এবং মায়ার প্রভাব তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়; সুতরাং মায়িক গুণত্রয়জনিত চিত্তচাঞ্চল্যও তাঁহাদের তিরোহিত হইয়া যায়; তাহার ফলে তাঁহারা মহাধীর হইয়া পড়েন, উজ্জ্বল-মধুর-প্রেমভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে সর্বদা কৃষ্ণমাধুর্য-সমুদ্রে বিচরণ করিতে থাকেন। যাঁহারা রাসাদিলীলার কথা গ্রন্থাদিতে পাঠ করেন, কিম্বা

(১) তিনগুণ—মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। মায়িক গুণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু আস্বাদনের জন্য চিত্তের ক্ষোভ (চাঞ্চল্য) জন্মায়। মায়ার প্রভাব দূরীভূত হইলেই লোক ধীর (অচঞ্চল) হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ-কীর্তন করেন, তাঁহাদেরই এতাদৃশী অবস্থা হয়। আর যাঁহারা রাসাদিলীলায় আবিষ্ট হইয়া সর্বদা অন্তশ্চিন্তিত দেহে সে-সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজবধূদিগের সেবা করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলা যাইবে? তাঁহাদের দেহ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের দেহের তুল্যই হইয়া যায়। আমি জানি, রামানন্দের ভজন হইতেছে রাগানুগামার্গের ভজন; অন্তশ্চিন্তিত দেহে তিনি সর্বদা রাসাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজবধূদের সেবা করিয়া থাকেন; তাঁহার রাগানুগামার্গের ভজন এমনই পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে যে, তিনি রাসাদিলীলার ভাবেই সর্বদা পরমাবিষ্ট থাকেন; তিনি সিদ্ধদেহতুল্য, তাঁহার দেহ-মনের প্রাকৃতত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে; এজন্য সুন্দরী তরুণীর স্পর্শাদি তাঁহার দেহ-মনের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না; তিনি সর্বতোভাবে নির্বিকার থাকেন।”

মহাপ্রভু তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভা. ১০।৩৩।৩৯॥—ব্রজবধূদিগের সহিত সর্বব্যাপকতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলার কথা যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্বদা শ্রবণ-কীর্তন করেন, ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া অচিরেই তিনি হৃদ্‌রোগ, কাম (আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা) পরিহার করেন (অর্থাৎ অচিরেই তাঁহার কাম দূরীভূত হয়) এবং তিনি ধীর (অচঞ্চল) হয়েন।” রাসলীলা-বর্ণনের উপসংহারে শ্রীলশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে এই শ্লোকে রাসলীলা-শ্রবণ-কীর্তনের মহিমার কথা বর্ণন করিয়াছেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য পূর্বোল্লিখিত প্রভুকথিত পয়ার-সমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এইরূপে রায়রামানন্দের মহিমা খ্যাপন করিয়া মহাপ্রভু প্রদ্যুম্নমিশ্রকে বলিলেন—“আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা। শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুন যাহ তথা॥ মোর নাম লইহ—তেঁহো পাঠাইল মোরে। তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥ শীঘ্র যাহ, যাবৎ তিনি আছেন সভাতে। চৈ. চ. ৩।৫।৪৯-৫১॥”

প্রভুর কথা শুনিয়া “প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিল ত্বরিতে॥ রায় পাশ গেলা, রায় প্রণতি করিল—। আজ্ঞা দেহ যে লাগিয়ে আগমন হৈল॥ মিশ্র কহে—মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে। তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥ শুনি রামানন্দরায় হৈলা প্রেমাবেশে। কহিতে লাগিলা কিছু মনের উল্লাসে॥ প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা। ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাইব কোথা॥ এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা। ‘কি কথা শুনিতে চাহ’—মিশ্রেরে পুছিলা॥ তেঁহো কহে—যে কহিলে বিদ্যানগরে। সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে॥[১] আনের কা কথা, তুমি প্রভুর

১। গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে মহাপ্রভুর নিকটে রায়রামানন্দ যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, প্রদ্যুম্নমিশ্র সে-সকল কথাই শুনিতে চাহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেষ্টা। আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা॥ ভালমন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি। দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপুনি॥ তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা। কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা॥ আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত। তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত॥ বক্তা শ্রোতা কহি শুনি দোঁহে প্রেমাবেশে। আত্মস্মৃতি নাহি, কাহাঁ জানিব দিন শেষে॥ সেবকে কহিল—দিন হৈল অবসান। তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম॥ বহুত সম্মান করি, মিশ্রে বিদায় দিলা। 'কৃতার্থ হইলাঙ' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিলা॥ ঘরে আসি মিশ্র কৈল স্নান-ভোজন। সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ॥ প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন। প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ? মিশ্র কহে—প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা। কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥ রামানন্দরায় কথা কহিল না হয়। মনুষ্য নহেন রায়,—কৃষ্ণভক্তি-রসময়॥ আর এক কথা রায় কহিল আমারে—। 'কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥ মোর মুখে কথা কহে শ্রীগৌরচন্দ্র। যৈছে কহায়, তৈছে কহি, যেন বীণাযন্ত্র॥ মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার। পৃথিবীতে কে জানিবে যে লীলা তাঁহার॥' যে সব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর। ব্রহ্মার এ-সব রস না হয় গোচর॥ হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি। জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাঙ আমি॥ চৈ. চ. ৩।৫।৫১-৭৩॥"

মিশ্রের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু আবার রামানন্দের মহিমা খ্যাপন করিলেন। "প্রভু কহে—রামানন্দ বিনয়ের খনি। আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥ মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়। আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥ চৈ. চ. ৩।৫।৭৪-৭৫॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"রামানন্দরায়ের এই কহিল গুণলেশ। প্রত্যুম্নমিশ্রেরে যেছে কৈল উপদেশ॥ গৃহস্থ হঞা রায় নহে ষড়্‌বর্গের বশে। বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥ এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে। মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে॥ ভক্তগুণ প্রকাশিতে গৌর ভাল জানে। নানাভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥ আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ। ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥ সন্ন্যাসী পণ্ডিত-গণের করিতে গর্ব্বনাশ। নীচ শূদ্রদ্বারে করে ধর্মের প্রকাশ॥ ভক্তিতত্ত্ব-প্রেমতত্ত্ব কহে রায় করি বক্তা। আপনে প্রত্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥ হরিদাস দ্বারায় নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ। চৈ. চ. ৩।৫।৭৬-৮৬॥"

৭। শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক বিকাশ শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার দার্শনিক বিকাশ গৌরলীলা

পূর্বে (১।১৮-১৯ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের (শ্যামকৃষ্ণের) তিনটী বাসনা থাকে নিত্য অপূর্ণ এবং ইহাও পূর্বে (১।২০-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, শ্যামকৃষ্ণের এই অপূর্ণবাসনাত্রয়ের পূরণের একমাত্র উপায় হইতেছে—তাঁহার পক্ষে রাধিকাস্বরূপ হওয়া। তিনি শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" হইয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ে মিলিয়া একরূপ হইয়া, "রাধিকাস্বরূপ" হইয়াছেন, গৌর বা গৌরকৃষ্ণ হইয়াছেন এবং এই গৌর-কৃষ্ণরূপের লীলাতে তিনি তাঁহার শ্যামকৃষ্ণরূপের অপূর্ণ বাসনাত্রয়ের পূরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গৌর-কৃষ্ণরূপ হইতেছে তাঁহার শ্যামকৃষ্ণ-রূপেরই দার্শনিক বিকাশ। বিকাশ বলার হেতু এই যে, শ্যামকৃষ্ণরূপে অপূর্ণ বাসনাত্রয়-পূরণের যে সামর্থ্য ছিল না, শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার গৌরকৃষ্ণরূপে তিনি সেই সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। আবার মাধুর্যই ভগবত্তার—রসস্বরূপত্বের, পরব্রহ্মত্বের—সার বলিয়া এবং তাঁহার গৌর-কৃষ্ণরূপে মাধুর্যের চরমতম বিকাশ বলিয়া, শ্যামকৃষ্ণের মদনমোহনরূপের মাধুর্য অপেক্ষাও গৌরকৃষ্ণের সর্বাতিশায়ী মাধুর্য বলিয়া (৬।৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) শ্যামকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌর-কৃষ্ণেই ভগবত্তার—রসস্বরূপত্বের, পরব্রহ্মত্বের—সমধিক বিকাশ। এজন্যই বলা হইয়াছে—গৌর-কৃষ্ণ হইতেছেন শ্যাম-কৃষ্ণেরই দার্শনিক বিকাশ। দার্শনিক বিকাশ বলার হেতু এই যে, শ্রৌতদর্শন-শাস্ত্র অনুসারে পরব্রহ্ম হইতেছেন—রসস্বরূপ, পরমতম আস্বাদ্য (মাধুর্যবিশিষ্ট) এবং পরমতম রস-আস্বাদক। তাঁহার শ্যামকৃষ্ণ-স্বরূপ অপেক্ষা গৌর-কৃষ্ণ-স্বরূপেই আস্বাদ্যত্বের (মাধুর্যের) এবং আস্বাদকত্বের (শ্যামকৃষ্ণ স্বরূপে যে স্বমাধুর্যাদির আস্বাদন অসম্ভব, গৌর-কৃষ্ণরূপে তাহার আস্বাদন সম্ভব বলিয়া আস্বাদকত্বেরও) সমধিক বিকাশ বলিয়া তাঁহার গৌর-কৃষ্ণস্বরূপ হইতেছেন শ্যাম-কৃষ্ণস্বরূপের দার্শনিক বিকাশ।

আবার, তাঁহার শ্যাম-কৃষ্ণরূপের লীলায় যাহার আস্বাদন অসম্ভব, আস্বাদন-সামর্থ্যের বিকাশবশতঃ তাঁহার গৌর-কৃষ্ণস্বরূপের লীলাতে তাহার আস্বাদন সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া তাঁহার গৌর-কৃষ্ণস্বরূপের লীলাও হইতেছে তাঁহার শ্যামকৃষ্ণ-স্বরূপের লীলার দার্শনিক বিকাশ।

শ্রুতিকথিত "রুক্মবর্ণ-স্বরূপ", মহাভারত-কথিত "সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ" এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথিত "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ" স্বরূপই হইতেছেন গৌর-কৃষ্ণ। শ্রুতিতে তাঁহার উল্লেখ এবং অবতরণের কথা আছে (২।৮-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতেই জানা যায়, তিনি নিত্য, অনাদি। শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহাকে বর্তমান কলির উপাস্যও বলিয়াছেন। অনিত্য বস্তুর উপাসনার সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না। নিত্য এবং অনাদিকাল হইতেই তিনি এই স্বরূপে তাঁহার শ্যামকৃষ্ণ-স্বরূপের অপূর্ণবাসনাত্রয়ের পূরণাত্মিকা লীলা করিতেছেন। কোনও কোনও কলিতে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া জগতের জীবকে দেখাইয়া যায়েন, কিরূপে তিনি তাঁহার শ্যামকৃষ্ণ-রূপের অপূর্ণ-বাসনাত্রয়ের পূরণ করেন এবং আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহার অবতরণের জগৎ-সম্বন্ধী কার্যও করিয়া থাকেন (২।৯-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

দ্বাদশ অধ্যায়ের লিখন আরম্ভ—২২।৮।১৯৬১, শেষ—১৮।৯।১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রেমবিলাসবিবর্তের মূর্তরূপ

১। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রেমবিলাসবিবর্তের মূর্তরূপ

স্বীয় মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদনের—শ্রীরাধা যেভাবে আস্বাদন করেন, ঠিক সেই ভাবে আস্বাদনের—জন্যই ব্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী এবং ক্রমশঃ বর্ধনশীলা লালসা। মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম—আশ্রয়জাতীয় প্রেম। যাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, কেবলমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশময় স্তরের নাম হইল মাদন—মাদনাখ্য মহাভাব; ইহা কেবল শ্রীরাধার মধ্যেই আছে, অপর কাহারও মধ্যেই নাই। এই প্রেমের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ-মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনাখ্য প্রেমের কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। তাই, স্বীয় মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের বাসনা পরিপূরণের নিমিত্ত শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমের আশ্রয় হওয়ার জন্য, তাঁহার বলবতী লালসা। মাদনের আশ্রয় হওয়ার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিবিড়তম ভাবে মিলিত হইতে হইয়াছে, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায়—"তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্" হইতে হইয়াছে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই মিলিয়া এক হইতে হইয়াছে, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" হইতে হইয়াছে; শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে নিবিড়তম ভাবে আলিঙ্গিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর হইতে হইয়াছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর কথায় "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর" হইতে হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের কথায়, "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ" হইতে হইয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ এবং মাদনাখ্য মহাভাবই তাঁহার এই স্বরূপের স্বরূপগত ভাব—তিনি স্বরূপে মাদনের আশ্রয়। তাঁহার মধ্যে মাদনের বিকাশেই তাঁহার স্বরূপের পূর্ণতম বিকাশ। মাদনের বিকাশ হয় মিলনে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনে। এই মিলন যত নিবিড় হইবে, মাদনের উচ্ছ্বাসও ততই আধিক্য লাভ করিবে। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন। আবার, প্রেমবিলাসবিবর্তেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনেরও চরমতম বিকাশ; সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসবিবর্তের ভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন আবিষ্ট হয়েন, তখন তাঁহার মধ্যেও মাদনের পূর্ণতম বিকাশ লক্ষিত হইবে। এজন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রেমবিলাসবিবর্তের মূর্তরূপ বলা যায়। ইহাই গৌরের স্বরূপ; কেননা, এই স্বরূপেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের সর্বাতিশায়ী বিকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রেমবিলাসবিবর্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ "পরৈক্য" প্রাপ্ত হইয়াছেন। কর্ণপূর-কথিত এই "পারৈক্যের" তাৎপর্য বিবেচিত হইতেছে। কর্ণপূর বলিয়াছেন—"তত্রঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্ণোঽতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপাদ্যবাদীৎ॥ মহাকাব্য॥ ১৩।৪৫॥—রামানন্দ রায় বিদগ্ধ নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) পরপ্রেমের (প্রৌঢ় প্রেমের) অতিকাষ্ঠা (পরাকাষ্ঠা) প্রতিপাদনপূর্বক তদুভয়ের পরৈক্য প্রতিপাদন করিয়া অনুরাগিণী সখীদের আস্বাদিত একটী গান গাহিয়াছিলেন।"

কিন্তু এই পরৈক্যের স্বরূপ কি? কোন্ বিষয়ে পরৈক্য? "দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি"-বাক্যে উভয়ের মনের বা চিত্তের একত্ব-প্রাপ্তির কথা জানা যায়। রায়রামানন্দ-কথিত এবং পূর্বালোচিত "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়—দুইখণ্ড লাক্ষাকে আগুনে গলাইয়া যেমন এমনভাবে মিশাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহারা পূর্বে যে দুইটী খণ্ড ছিল, তাহা বুঝা যায় না, তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-প্রেম (কান্তাপ্রেম) তাঁহাদের উভয়ের চিত্তকে গলাইয়া এমনভাবে মিলাইয়া দিয়াছে যে, তাঁহাদের দুইজনের যে দুইটী চিত্ত, তাহা বুঝা যায় না, এমন কি কখনও যে দুইটী পৃথক্ চিত্ত ছিল, এইরূপ ভেদের ভ্রম পর্যন্ত জন্মিতে পারে না। এ-স্থলে উভয়ের চিত্তের পরৈক্যের কথা জানা গেল। কিন্তু এ-স্থলেও চিত্তের বস্তুগত পরৈক্য বলিয়া মনে হয় না; দুইজনের দুইটী চিত্ত বাস্তবিক পৃথক্‌ই ছিল; কেননা, তাঁহারাও বাস্তবিক পৃথক্—দুইরূপে—ছিলেন। কর্ণপূর-কথিত পরৈক্য ভাবগত পরৈক্য বলিয়াই মনে হয়—উভয়ের চিত্তের ভাবের পরৈক্য, বিলাসসুখের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের বাসনার—চিত্তবৃত্তির—পরৈক্য। সুতরাং এই পরৈক্য ছিল অমূর্ত। কিন্তু "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" গৌরসুন্দরে উভয়ের চিত্তের অমূর্ত ভাবগত পরৈক্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, উভয়ের চিত্ত বস্তুগত ভাবেই পরম-একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। "রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর॥ চৈ. চ. ১।৪।৯৩॥—প্রভুর অন্তর (মন) হইতেছে শ্রীরাধার ভাবের (ভাবের আধার চিত্তের) মূর্ত্তি"-অর্থাৎ উভয়ের চিত্ত বস্তুগতভাবে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আবার "না সো রমণ না হাম রমণী"-বাক্যে, উভয়ের ভেদজ্ঞান-রাহিত্যের কথা বলা হইয়াছে। রমণ এবং রমণী পৃথক্ ছিলেন; তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্বের জ্ঞানমাত্র ছিল না। তাহার ফলে রমণীর ব্যবহার রমণে এবং রমণের ব্যবহার রমণীতে প্রকটিত হইয়াছিল। অর্থাৎ রমণ-রমণীরূপে রাধাকৃষ্ণের আচরণের ভেদ ছিল না; এ-স্থলেও উভয়ের দেহের ভাবগত পরৈক্যের কথা জানা যায়—রমণের ভাব এবং রমণীর ভাব—এই উভয়ের কোনও ভেদ ছিল না। দেহের বস্তুগত ঐক্য নহে, ভাবগত ঐক্য। প্রেমবিলাস-বিবর্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দেহদ্বয়ের এই ভাবগত পরৈক্যও হইতেছে অমূর্ত। কিন্তু "রসরাজ

৯১—৯২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভাব দুই একরূপ" গৌরসুন্দরে উভয়ের দেহের বস্তুগত পরৈক্য হওয়ায় তাহা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়—প্রেমবিলাসবিবর্তের ভাগবত অমূর্ত পরৈক্য "রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ" গৌরসুন্দরে বস্তুগত মূর্ত পরৈক্য প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন প্রেমবিলাসবিবর্তের মূর্তরূপ।

ক। বিপ্রলম্ভ-মূর্তবিগ্রহ গৌর

বিপ্রলম্ভ হইতেছে বিরহ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিরহ। এই বিরহ-অবস্থায় শ্রীরাধার মধ্যে দিব্যোন্মাদ প্রকটিত হইত এবং শ্রীরাধার দেহে নানাবিধ ভাব-বিকারও প্রকটিত হইত। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ভাবের আবেশে মহাপ্রভুতেও দিব্যোন্মাদ এবং দিব্যোন্মাদের নানাবিধ ভাব-বিকার প্রকটিত হইত। এজন্য কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভু হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের বা বিপ্রলম্ভের মূর্ত বিগ্রহ।

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। বিপ্রলম্ভের ভাব বা ভাব-বিকারগুলিই মহাপ্রভুতে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। কূর্মাকৃতি-দীর্ঘাকৃতিব্যতীত অন্য বিকারগুলি শ্রীরাধিকাতেও সমুজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হইত। এই সমুজ্জ্বল ভাব-বিকারগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে, শ্রীরাধাকেও বিপ্রলম্ভের মূর্তি বলা যায়, মহাপ্রভুকেও বলা যায়। কিন্তু ইহা বোধ হয় উৎপ্রেক্ষামাত্র—বিপ্রলম্ভের লক্ষণগুলি ইঁহাতে এমন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন ইনি বিপ্রলম্ভেরই মূর্তি—এইরূপ একটা ভাব প্রকাশক বাক্য মাত্র। লৌকিক জগতেও কাহারও মধ্যে করুণার অত্যধিক প্রকাশ দেখিলে বলা হয়—ইনি যেন করুণারই মূর্তবিগ্রহ; ইহাও উৎপ্রেক্ষাই। করুণার কোনও মূর্তরূপ নাই, কার্যদ্বারাই তাহার অস্তিত্ব জানা যায়। বিপ্রলম্ভেরও কোনও মূর্তরূপ নাই, ভাব-বিকারাদির দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বাস্তবিক বিপ্রলম্ভের মূর্তবিগ্রহ হইলেও ইহাকে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী বিগ্রহ বলা বোধহয় সঙ্গত হইবে না। কেন না, পূর্বেই বলা হইয়াছে, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" গৌরসুন্দরের স্বরূপগত ভাব হইতেছে মাদনাখ্য মহাভাব। যাহাতে এই স্বরূপগত ভাবের বিকাশ নাই, তাহাকে তাঁহার বাস্তব স্বরূপ বলা যায় না। বিপ্রলম্ভে মাদনের বিকাশ নাই, আছে মোহনের বিকাশ। মোহন প্রভুর স্বরূপগত ভাব হইলেও কিন্তু মুখ্য ভাব নহে। অবশ্য যে মোদন বিরহে মোহন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, মাদন স্বয়ংপ্রেম বলিয়া সেই মোদন মাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত; তথাপি কিন্তু মোদন এবং মাদন এক নহে। মোদন অপেক্ষা মাদনে প্রেমের এক অনির্বচনীয় সর্বাতিশায়ী বিকাশ; মাদন হইল সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী; মোদন কিন্তু তাহা নহে, মোহনও তাহা নহে। তাই মোহন-সম্ভূত দিব্যোন্মাদের বিগ্রহকে মাদনসম্ভূত প্রেমবিলাসবিবর্তের বিগ্রহের সহিত অভিন্ন বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গত হয় না। মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায় মোহন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেই দিব্যোন্মাদের এবং তজ্জনিত প্রলাপাদি ভাববিকারের উদয় হয়; তখন তাঁহার মাদন থাকে প্রচ্ছন্ন; কারণ, মিলনেই মাদনের উল্লাস। "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" গৌরও যখন শ্রীরাধার মোহনাখ্য ভাবের আবেশ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার মধ্যেও তাঁহার স্বরূপগত মুখ্যভাব মাদন থাকে প্রচ্ছন্ন। মোহন যেমন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার স্বরূপগত মুখ্যভাব নহে, রাধাভাবাবিষ্ট গৌরেরও তাহা স্বরূপগত মুখ্য বা সর্বপ্রধান ভাব নহে।

মাদনভাবময় প্রেমবিলাসবিবর্তেই শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার পরাকাষ্ঠা, মোহন-ভাবময় বিপ্রলম্ভে নহে। তথাপি বিপ্রলম্ভও যে তাঁহার প্রেম-মহিমার এক অপূর্ব বৈচিত্রী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ, দিব্যোন্মাদও প্রেমবিলাসবিবর্ত-বিগ্রহ গৌরের এক অপূর্ব ভাববৈচিত্রী; বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরও প্রেমবিলাসবিবর্ত-বিগ্রহ গৌরের এক অপূর্ব প্রকাশ—ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে।

মাদনের মধ্যে মোদন আছে বলিয়া মোদনের, বা মোদনের অবস্থাবিশেষ মোহনের আবির্ভাবকে মাদনের আবির্ভাব বলা যায় না; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অন্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন বলিয়া অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবকে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যেমন বলা হয় না, তদ্রূপ। বিপ্রলম্ভজনিত বিকারাদি মোহনের পরিচায়ক হইলেও গৌরের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য মাদনের পরিচায়ক নহে। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরকে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ বলিলে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। প্রেমবিলাসবিবর্ত-মূর্তবিগ্রহই তাঁহার স্বরূপের পরিচায়ক; কেন না, তাহাতে গৌরের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য মাদনের অস্তিত্ব এবং অভিব্যক্তি খ্যাপিত হয়।

২। মহাপ্রভুকর্তৃক স্বহস্তে রায়রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-প্রসঙ্গ

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন, রায়রামানন্দের মুখে প্রেমবিলাসবিবর্ত-দ্যোতক গানটি শুনিয়া—"প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥" গানটি শুনিয়া প্রভু নিজের হাতে রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন রায় আর কিছু বলিতে না পারেন। রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রভুর অনভিপ্রেত বলিয়া বিরক্তিবশতঃই যে প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিলেন, তাহা নহে। মুখাচ্ছাদন করিয়াছেন—প্রেমাবেশবশতঃ। রামানন্দ যে রহস্যটীর ইঙ্গিত করিলেন, তাহাই প্রভুর একান্ত অভিপ্রেত। রামানন্দের গীতে এই রহস্যটীর ইঙ্গিত পাইয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল, অত্যন্ত প্রেমাবেশ হইল; এই প্রেমাবেশবশতঃই প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিলেন; যেন ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন—রায় যেন আর কিছু প্রকাশ করিতে না পারেন। কিন্তু কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"ফণা ধরিয়া সাপ যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, প্রভুও তেমনি সাবহিত হইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রামানন্দের উক্তি শ্রবণ করিলেন। তাহার পরে, ব্যধিকরণতাবশতঃ, অথবা আনন্দবৈবশ্যবশতঃ, প্রভুও স্বীয় করকমলে রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিলেন।"—"ধৃতফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং তদুদিতমতিতৃপ্ত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানঃ। ব্যধিকরণতয়া বানন্দবৈবশ্যতো বা প্রভুরপি করপদ্মেনাস্যমস্যাপধত্ত॥ ৭।১৬॥"

কবিকর্ণপূর এক বিপ্রের মুখে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে উল্লিখিত কথাগুলি প্রকাশ করাইয়াছেন। সে-স্থানে রাজা প্রতাপরুদ্রও উপস্থিত ছিলেন। রাজা ঐ কথা শুনিয়া সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সন্দর্ভ ?" তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন—

"মহারাজ! নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপ্যুপাধিং ন সহত ইতি পূর্বার্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপাধি-প্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থীকৃতম্, ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্॥ ৭।১৬॥—মহারাজ! নিরুপাধিপ্রেম কোনওরূপ উপাধিই সহ্য করিতে পারে না। এজন্য (রামানন্দরায়ের গানের) প্রথমার্ধে রাধাকৃষ্ণের নিরুপাধিপ্রেমের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকেই পরমপুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিলেন। পরম-পুরুষার্থসূচক ঐ প্রথমার্ধের বাক্য যে পরমরহস্যময়, প্রভুকর্তৃক রামানন্দের মুখাচ্ছাদনেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে।"

এ-স্থলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কথিত "নিরুপাধি প্রেম" কি এবং "উপাধিই" বা কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

"উপাধি" হইতেছে ন্যায়শাস্ত্রের একটী পারিভাষিক শব্দ। নৈয়ায়িকদের মতে, যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের ব্যাপক নহে, তাহাকে উপাধি বলে। "সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা। স উপাধির্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে॥ যথা, ধূমবান্ বহ্নিরিত্যত্র আর্দ্রকাষ্ঠত্বং উপাধিঃ॥" বহ্নি বা আগুনের সঙ্গে আর্দ্রকাষ্ঠের যোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়; এ-স্থলে ধূম হইল সাধ্য (উৎপাদ্য) বস্তু; আর বহ্নি বা আগুন হইল ধূমের হেতু, বা সাধন। আর্দ্রকাষ্ঠের সংযোগ হওয়াতে যখন ধূমের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের (কাষ্ঠের আর্দ্রত্বের) ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু আগুন জ্বালাইতে আর্দ্রকাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না (শুষ্ক কাষ্ঠেও আগুন জ্বালানো যায়) বলিয়া ধূমের হেতু বা সাধন অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের (কাষ্ঠের আর্দ্রত্বের) ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয় না। এইরূপে, সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব থাকায় এবং ধূমের হেতু বা সাধন অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব না থাকায়, ধূমোৎপাদনকার্যে আর্দ্রকাষ্ঠ হইল অগ্নির উপাধি। এইরূপে জানা গেল, উপাধি হইতেছে একটী আগন্তুক বস্তু।

এতাদৃশ উপাধি যাহাতে আছে, তাহা হইবে সোপাধিক, আর তাহা যাহাতে নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইবে নিরুপাধিক। নির্ধূম অগ্নি হইতেছে নিরুপাধিক অগ্নি। আর সধূম অগ্নি হইতেছে সোপাধিক অগ্নি; কেননা, সধূম অগ্নির উৎপাদনে আগন্তুক আর্দ্রকাষ্ঠের প্রয়োজন হয়।

তদ্রূপ, নিরুপাধিক প্রেম হইতেছে—যে প্রেমের উৎপাদনে, বা আবির্ভাবে, দূতী-প্রভৃতি কোনও আগন্তুক বস্তুর প্রয়োজন হয় না। রায়রামানন্দের গানটীর প্রথমার্ধে এতাদৃশ নিরুপাধি প্রেমের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু গানের শেষার্ধে আগন্তুক বস্তু দূতী আছে বলিয়া দূতীর সহায়তায় উৎপন্ন প্রেম হইবে সোপাধিক প্রেম।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপ্যুপাধিং ন সহতে—নিরুপাধি প্রেম কোনওরূপ উপাধিই সহ্য করিতে পারে না—কোনওরূপ আগন্তুক সহায় গ্রহণের কথাও ভাবিতে পারে না।" সার্বভৌম আরও বলিয়াছেন—"এজন্য (অর্থাৎ গানের প্রথমার্ধে কোনও রূপ উপাধি—দূতী-আদির সহায়তার কথা নাই বলিয়া) গানের প্রথমার্ধে রাধাকৃষ্ণের নিরুপাধি প্রেমের কথা শুনিয়া তাহাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিলেন। পরম-পুরুষার্থ-সূচক ঐ প্রথমার্ধের বাক্য যে পরম-রহস্যময়, প্রভুকর্তৃক রামানন্দের মুখাচ্ছাদনেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে।" তাৎপর্য এই যে—উহা পরম-রহস্যময় বলিয়াই প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিলেন, যেন রামানন্দ—সখ্য-বাৎসল্য-কান্তাপ্রেম-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়া যেমন তাহাদের আবার বিশেষ বিবরণও দিয়াছেন, প্রেমবিলাসবিবর্তরূপ পরম-রহস্যময় বস্তুটীরও তদ্রূপ বিবৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে রামানন্দ যেন—আর অধিক কিছু বলিতে না পারেন। রামানন্দ যাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন, মুখ চাপা দিলে তাহা নিশ্চিহ্ন হইবে না; সুতরাং তিনি যেন তাহা বিবৃত করিতে না পারেন, সেজন্যই মুখাচ্ছাদন। কবিরাজগোস্বামীর —"প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল"-বাক্যের তাৎপর্যও তাহাই। গানের শেষার্ধে কথিত সোপাধিক প্রেমের কথা শুনিয়া যে প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিয়াছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাহা বলেন নাই। তাঁহার উক্তিতে "শেষার্ধের" উল্লেখও নাই; কেবল "প্রথমার্ধের" উল্লেখই আছে; সুতরাং মুখাচ্ছাদনের সম্বন্ধ যে গানের প্রথমার্ধের সহিত, ইহাই সার্বভৌমের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। "ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্"-বাক্যে তাহা আরও পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক-কথিত বিপ্র মুখাচ্ছাদনের যে দুইটী হেতুর কথা বলিয়াছেন, তাহার একটী হইতেছে প্রভুর আনন্দবৈবশ্য—"আনন্দবৈবশ্যতো বা।" বিপ্রকথিত এই হেতুটীও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বা কবিরাজগোস্বামীর কথিত হেতুই।

বিপ্র আরও একটী হেতুর কথা বলিয়াছেন—"ব্যধিকরণতয়া বা—ইহাও হইতে পারে যে, ব্যধিকরণতাবশতঃই প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিয়াছেন।"

"ব্যধিকরণতা" কি, তাহা এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বি+অধিকরণ=ব্যধিকরণ; তাহার ভাব—ব্যধিকরণতা। কিন্তু "অধিকরণ" বলিতে কি বুঝায়?

অধিকরণ-শব্দের একটী অর্থ হয় প্রকরণ বা প্রসঙ্গ; যেমন বেদান্তে আনন্দময়াধিকরণ, আকাশাধিকরণ, ইত্যাদি। আর, "বি" হইতেছে একটী উপসর্গ। শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে দৃষ্ট হয়।—"বি। উপসর্গবিশেষঃ। অস্যার্থাঃ। বি বিশেষবৈরূপ্যনঞর্থগতিদানেষু। ইতি মুগ্ধবোধ-টীকায়াং দুর্গাদাসঃ॥" ইহা হইতে জানা গেল, বৈরূপ্যার্থে, কিংবা নঞর্থেও বি-উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে ব্যধিকরণ (অর্থাৎ বি—অধিকরণ)-শব্দের অর্থ হয়—প্রকরণের বা প্রসঙ্গের বৈরূপ্য, প্রকরণ-সঙ্গতিহীন বা অপ্রাসঙ্গিক। ব্যধিকরণতা—প্রকরণ-বহির্ভূততা, অপ্রাসঙ্গিকতা। গানটীর প্রথমার্ধে নিরুপাধি প্রেমের প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয়ার্ধে সোপাধি প্রেমের প্রসঙ্গ আছে। নিরুপাধি প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সোপাধি প্রেমের কথা বলিলে তাহা হইবে অপ্রাসঙ্গিক, প্রকরণ-বহির্ভূত। এইরূপ অপ্রাসঙ্গিকতা বা প্রকরণ-বহির্ভূততা দেখিয়া প্রভু রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, যেন তিনি অপ্রাসঙ্গিক কথা না বলেন। বক্তা বিপ্র অবশ্য তাঁহার উক্তিতে নিরুপাধি বা সোপাধি প্রেমের উল্লেখ করেন নাই; তথাপি গানটীতে তাহা আছে বলিয়া বিপ্রের উক্তি হইতে তাহা ধ্বনিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অভিপ্রেত কিনা, তাহা বিবেচ্য।

মুখাচ্ছাদনের হেতু-সম্বন্ধে বক্তা বিপ্র নিঃসন্দেহ ছিলেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন—ব্যধিকরণতাও হেতু হইতে পারে, আনন্দবৈবশ্যও হেতু হইতে পারে। তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! কোঽয়ং সন্দর্ভঃ?—ভট্টাচার্য! এই সন্দর্ভটি কি?" প্রতাপরুদ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে "সন্দর্ভ"-শব্দের তাৎপর্য জানা দরকার। শব্দকল্পদ্রুমে সন্দর্ভের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে—"গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥" ইহা হইতে জানা গেল—গূঢ়ার্থের প্রকাশ হইতেছে সন্দর্ভের একটী লক্ষণ। রাজা সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোঽয়ং সন্দর্ভঃ?—ভট্টাচার্য! মুখাচ্ছাদনের হেতু সম্বন্ধে বিপ্র যাহা বলিলেন, তাহার গূঢ়ার্থ কি? বাস্তবিক কোন্ হেতুতে প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিলেন?" সার্বভৌম বলিলেন—"রাধাকৃষ্ণের নিরুপাধি প্রেমকেই প্রভু পরম-পুরুষার্থ স্থির করিয়াছেন বলিয়াই প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিয়াছেন, (যেন সেই রহস্যসম্বন্ধে আর কিছু বলিতে না পারেন)।" সার্বভৌম অপ্রাসঙ্গিকতার কথা বলেন নাই। সুতরাং "ব্যধিকরণতয়া"-শব্দের পূর্বোল্লিখিত অর্থ সার্বভৌমের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না।

"ব্যধিকরণ"-শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে। ব্যাকরণ-মতে অধিকরণ হইতেছে আধাররূপ কারক। পাণিনী বলেন—"আধারোঽধিকরণম্।—আধার হইতেছে অধিকরণ।" আধার ত্রিবিধ—ঐকদেশিক, বৈষয়িক এবং অভিব্যাপক। যেমন, "বনে বাস করে"—এ-স্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বন" হইতেছে "বাসের" আধার, এ-স্থলে ঐকদেশিক অধিকরণ, বনের এক দেশে—এক অংশে—বাস করে। যে-সময়ে যে ঘটনা ঘটে, সেই সময়কেও সেই ঘটনার আধার বা অধিকরণ বলা যায়—ঐকদেশিক অধিকরণ। বি-উপসর্গের পূর্বোল্লিখিত অর্থে ব্যধিকরণ-শব্দের অর্থ হইবে—সময়রূপ অধিকরণের বৈরূপ্য বা অসঙ্গতি—অসময়। ব্যধিকরণতা—অসময়তা। অসময়তা-বশতঃ, অর্থাৎ এখনও সময় হয় নাই বলিয়া, প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিলেন। অর্থাৎ প্রেমবিলাসবিবর্ত-দ্যোতক গানটীর পূর্বার্ধে যে রহস্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, বিশেষ বিবৃতি-দ্বারা তাহাকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করার সময় তখনও হয় নাই বলিয়াই প্রভু রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, যেন আর কিছু বলিতে না পারেন।

কিন্তু সময় হয় নাই কেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু আত্মগোপন করার চেষ্টা করিলেও রামানন্দের প্রেমের প্রভাবে তিনি প্রভুকে চিনিতে সমর্থ; তথাপি প্রভুর বলবতী ইচ্ছার প্রভাবে রামানন্দ যেন তাঁহাকে চিনেন-চিনেন, আবার যেন চিনেন না। "যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে। তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতে হো রায়ের মন হৈল টলমল॥ চৈ. চ. ২।৮।১০২-৩॥" রামানন্দ প্রেমাবিষ্ট হইয়াই কান্তাপ্রেম-রাধাপ্রেমাদির কথা বলিয়াছেন। প্রেমবিলাসবিবর্ত-কথন-সময়ে স্বভাবতঃই তাঁহার প্রেম অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রেমবিলাসবিবর্তের আরও বিবৃতি দিতে গেলে রামানন্দের প্রেম এত অত্যধিকরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িবে যে, প্রভু মনে করিলেন, নিজেকে গোপন করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা যতই বলবতী হউক না কেন, রামানন্দের অত্যধিকরূপে উচ্ছ্বসিত প্রেমের নিকটে প্রভু নিজেকে গোপন করিতে পারিবেন না, রামানন্দ প্রভুকে চিনিয়া ফেলিবেন, প্রভু যে প্রেমবিলাসবিবর্তেরই মূর্তরূপ, রামানন্দ তাহা জানিয়া ফেলিবেন; রামানন্দ তাহা জানিলে আর আলোচনা চলিবে না।

"কিন্তু আর অধিক আলোচনার কি প্রয়োজন ছিল? প্রেমবিলাসবিবর্ত শ্রবণের পরে প্রভু সাধ্য-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আর অধিক কিছু তো জানিতে চাহেন নাই?" সাধ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর আর কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল না, সত্য; কিন্তু তখন পর্যন্ত সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হয় নাই। রাধাপ্রেম-মহিমা জানিবার জন্য প্রভুর পক্ষে সাধন-তত্ত্বের প্রয়োজন ছিল না বটে; কিন্তু জীবের জন্য তাহার প্রয়োজন ছিল। আবার, অন্য একটি বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজনই ছিল। রাধাপ্রেম যে সাধ্যশিরোমণি, প্রভু তাহা স্বীকার করিয়াছেন। জীব এই রাধাপ্রেমকে সাধনলভ্য বলিয়া মনে করিতে পারে; রামানন্দের মুখে তিনি প্রকাশ করাইলেন, রাধাপ্রেম সাধনলভ্য নহে; রাধাপ্রেমের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণের যে নিকুঞ্জবিলাস, সেই নিকুঞ্জ-বিলাস-লীলায়, সখীদের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাই হইতেছে জীবের সাধনলভ্য সাধ্য। এই রহস্যটী প্রকাশ না করাইলে জীব রাধাপ্রেমকেই সাধনলভ্য মনে করিয়া বিপথে চালিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

হইত, নিজের স্বরূপগত সাধ্যবস্তু হইতে বঞ্চিত হইত। পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাহা অভিপ্রেত হইতে পারে না। এজন্য প্রেমবিলাসবিবর্তের কথা শুনিবার পরেও, জীবের কল্যাণের জন্য রামানন্দের সহিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রামানন্দ তাঁহার স্বরূপ চিনিয়া ফেলিলে সেই আলোচনা বন্ধ হইয়া যাইত। এজন্য প্রভু তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন, যেন রামানন্দ আর কিছু বলিতে না পারেন।

ব্যধিকরণতা-শব্দের এইরূপ অর্থের সহিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এবং কবিরাজগোস্বামীর উক্তিরও সঙ্গতি আছে, কোনওরূপ অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না।[১]

১। কেহ কেহ বলেন—"প্রেমবিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব পদটী শুনিয়া শ্রীলরায়রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহার একমাত্র কারণ—পদটী কলহান্তরিতার পদ। যে কাঞ্চন-পঞ্চালিকার হেমগৌর তনু তাঁহার নীলমণি-কান্তি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন—সেই বাম্যস্বভাবা পাছে পূর্বলীলার বিশাখার মুখে এই গান শুনিয়া মানিনী হইয়া বসেন, অভিমানে মুখ ফিরাইয়া লন, এই জন্যই মুখ আচ্ছাদন।" এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে প্রসঙ্গে এই গানটী উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করিলে "পহিল হি রাগ"—ইত্যাদি পদটীকে কলহান্তরিতার পদও বলা যায়। শ্রীলরাধামোহন ঠক্কুর মহাশয় তাঁহার "পদামৃত সমুদ্র"-নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে এই পদটীকে কলহান্তরিতা-প্রকরণেই উল্লিখিত করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে (চৈ. চ. ২।৮।১৫৬ গ) দ্রষ্টব্য। মুখাচ্ছাদন-সম্বন্ধে নিবেদন। পূর্বলীলার বিশাখা—রায়রামানন্দ। তিনিই "প্রেমবিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেবের" নিকটে "পহিল হি রাগ"-পদটী গাহিয়াছিলেন। "রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব" এ-স্থলে কি নিজেকে শ্রীরাধা হইতে বিচ্ছিন্ন "নীলকান্তি"-শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন? এবং শ্রীকৃষ্ণরূপেই কি তিনি রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন? রামানন্দরায়রূপ বিশাখার মুখে বাম্যস্বভাবা শ্রীরাধা এই পদটী শুনিলে আবার মানিনী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইতে পারেন মনে করিলে "রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব"-এর বিগ্রহে অনিত্যত্বের আশঙ্কা কি আসে না? যদি অনিত্য হয়েন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে এই স্বরূপের উপাস্যত্বের কথা বলা হইল কেন? অনিত্যবস্তুর উপাসনার সার্থকতা কোথায়? বিশেষতঃ, মুখাচ্ছাদনের পূর্বেই তো রায়রামানন্দ সম্পূর্ণ পদটী গাহিয়া ফেলিয়াছেন; পদটী শুনিয়া শ্রীরাধা মানিনী হইয়া যদি মুখ ফিরাইয়া লইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে গানটি সম্পূর্ণরূপে গীত হওয়ার পরে মুখাচ্ছাদনের দ্বারা সেই সম্ভাবনা কিরূপে দূরীভুত হইতে পারে? রামানন্দরায় কোনও আসরে কীর্তন করিতে বসেন নাই যে, একটি পদ পুনঃ পুনঃ গান করিবেন। তিনি পুনঃ পুনঃ গান করিতে পারেন—ইহা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও প্রথমবার গানের পরে মুখাচ্ছাদন করায় বুঝা যায়, গানটীর একবার মাত্র শ্রবণে "বাম্যস্বভাবা শ্রীরাধার" বাম্যস্বভাব জাগৃতির এবং মানের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মানের কারণ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইলেই যে বাম্যস্বভাবা নায়িকা মানিনী হয়েন, একবারের উপস্থিতিতে যে তিনি মানবতী হয়েন না, এতাদৃশ কোনও উদাহরণ দৃষ্ট হয় কি?

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের লিখন আরম্ভ—১৯. ৯. ১৯৬১, শেষ—২০. ৯. ১৯৬১

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবী অবতার

১। ব্রহ্মার একদিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একবারমাত্র অবতার

পূর্বে (১।২২-অনুচ্ছেদে) শাস্ত্রপ্রমাণের এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ও কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির উল্লেখপূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এককল্পে, অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে, একবার মাত্র অবতীর্ণ হয়েন—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরের শেষ ভাগে।

আবার ইহাও পূর্বে (৩।৮-ঠ-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে দ্বাপরে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে (অর্থাৎ বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি কলিযুগে) শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হয়েন—অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিনে একবার মাত্র।

সুতরাং বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশদ্বাপরব্যতীত অন্য কোনও সময়ে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ কলিযুগব্যতীত অন্য কোনও সময়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও যে অবতীর্ণ হয়েন না, তাহাই জানা গেল।

২। মহাপ্রভুর ভাবী অবতার

পূর্বে (১।২২-অনুচ্ছেদে) ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অনাদিকাল হইতেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকল্পে প্রতি বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্যন্ত হইবেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুও যে অনন্তকাল পর্যন্ত প্রতি বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ কলিযুগে অবতীর্ণ হইবেন, তাহাই জানা গেল।

বর্তমানে বৈবস্বত-মন্বন্তর চলিতেছে। এই মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ কলিযুগে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভবিষ্যতেও প্রতি বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ কলিযুগে তিনি অবতীর্ণ হইবেন—অনন্তকাল পর্যন্ত। সুতরাং মহাপ্রভুর ভাবী অবতারও অনন্ত।

৩। অব্যবহিত পরবর্তী অবতারের সময়

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রভু বর্তমান কলিতে, অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত বৈবস্বত-মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশ কলিযুগে, অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী অবতার কখন হইবে ?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে—এককল্পে মহাপ্রভু একবারমাত্র অবতীর্ণ হয়েন, এককল্পে একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েন না। সুতরাং বর্তমান কল্পের অব্যবহিত পরবর্তী কল্পেই হইবে তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী অবতার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এককল্পের (অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনমানের) পরিমাণ হইতেছে নরমানে চারিশত বত্রিশ কোটি (৪৩২,০,০০০,০০০) বৎসর ; দিনের পরে ব্রহ্মার রাত্রি ; তাহার পরিমাণও ঐরূপই, অর্থাৎ চারি-শত বত্রিশ কোটি বৎসর (১।১৪-খ অনু)। এইরূপে ব্রহ্মার এক অহোরাত্রের পরিমাণ হইতেছে আটশত চৌষট্টি কোটি বৎসর। ইহাই ব্রহ্মার আট প্রহরের বা চব্বিশ ঘণ্টার পরিমাণ।

লৌকিক জগতে যেমন সপ্তাহের মধ্যে কোনও একটী দিনের বেলা দশটা হইতে তৎপরবর্তীদিনের বেলা দশটা পর্যন্ত আট প্রহর বা চব্বিশ ঘণ্টা হয়, তদ্রূপ কোনও কল্পের বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ হইতে অব্যবহিত পরবর্তী কল্পের বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ পর্যন্ত সময় হইবে ব্রহ্মার আট প্রহর বা চব্বিশ ঘণ্টা, অর্থাৎ ব্রহ্মার এক অহোরাত্রের সমান—নরমানে আটশত চৌষট্টি কোটি বৎসর।

গত দ্বাপরে, অর্থাৎ বর্তমান কল্পের বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিতে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন ; সুতরাং অব্যবহিত পরবর্তী কল্পের বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিতে পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবেন। মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন বিগত ১৪০৭ শকে, অর্থাৎ বর্তমান ১৮৮৩ শকের ৪৭৬ বৎসর পূর্বে ; সুতরাং গত ১৪০৭ শকের আটশত চৌষট্টি কোটি বৎসর পরেই হইবে মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরবর্তী অবতার। ইহাই পূর্বালোচিত শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা যায়।

কিন্তু ইহার সহিত শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির বিশেষ বিরোধ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

৪। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি

ক। পার্ষদভক্তগণের নিকটে মহাপ্রভুর উক্তি

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন, তখন শ্রীমন্ নিত্যানন্দের নিকটে তিনি সেই সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের অভিপ্রায় অনুসারে মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্কল্পের কথা মুকুন্দ-গদাধরাদি তাঁহার পার্ষদ ভক্তদের নিকটেও জানাইলেন (চৈ. ভা. মধ্য ২৬।৩৫৬-৫৭ পৃঃ)। তখন প্রভুর সহিত ভাবী বিরহের কথা ভাবিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিষাদ-গ্রস্ত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—"কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া। কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া॥ সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর। কোন্ দিগে যায়েন বা করিয়া বিচার॥ এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে। অন্ন পানী কারো নাহি রোচয়ে শরীরে॥ চৈ. ভ. মধ্য, ২৬।৩৫৭-৫৮ পৃঃ॥"

ভক্তগণের এতাদৃশ দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—প্রভু বোলে—"তোমরা চিন্তহ কি কারণ। তুমি সব যথা, তথা আমি সর্বক্ষণ॥ তোমা সভার জ্ঞান—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমি সন্ন্যাস করিয়া। চলিলাম আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া॥' সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে। তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥ সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ। এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥ এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে। নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন-সুখ রঙ্গে॥ **এই মত আছে আর দুই অবতার। কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইব আমার॥ তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে। কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥** লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস। এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥ এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সভারে। প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু পুনঃ পুনঃ করে॥ প্রভুবাক্যে ভক্ত সব কিছু স্থির হৈলা। সভা প্রবোধিয়া প্রভু নিজবাসে গেলা॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬।৩৫৮ পৃঃ॥"

উল্লিখিতরূপ বাক্যে ভক্তগণের প্রবোধ-দানের কথা কিন্তু অন্য কোনও চরিতকারই বলেন নাই; মুরারিগুপ্তও না, লোচনদাসও না, কর্ণপূরও না এবং পরবর্ত্তীকালে কবিরাজগোস্বামীও বলেন নাই। আদি চরিতকার মুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন—ভক্তগণকে প্রবোধদানের উদ্দেশ্যে প্রভু বলিয়াছেন, "বণিক যেমন আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইয়া ধন উপার্জন করে এবং সেই ধন আত্মীয়-স্বজনদিগকে দিয়া থাকে, আমিও তেমনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম অর্জন করিব এবং আনিয়া তোমাদিগকে দিব। কড়চা॥ ২।১৮।১৯-২১॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ৯।৪ খ (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।"

খ। শচীমাতার নিকটে প্রভুর উক্তি

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা শচীমাতাও লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন।—"পরম্পরা এ-সকল যতেক আখ্যান। শুনিঞা শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ॥ প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ জন্মিল—না জানে আছে কোথা॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে। নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬।৩৫৮ পৃঃ॥"

একদিন প্রভু ঘরে বসিয়া আছেন; তখন শচীমাতা তাঁহার নিকটে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত প্রভুকে বলিলেন—"তুমি বাবা ঘরে থাকিয়াই নিত্যানন্দ-গদাধরাদির সহিত পরমসুখে কীর্তন কর। তুমি বাবা সন্ন্যাস করিও না; তুমি সন্ন্যাস করিয়া গৃহ ছাড়িয়া গেলে আমি আর প্রাণে বাঁচিব না।"

প্রভুরও "প্রেমেতে রোধিতকণ্ঠ।" সে দিন প্রভু কোনও উত্তর করিলেন না। "এই মত বিলাপ করয়ে শচীমাতা। মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা॥ বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থিচর্ম্ম-সার। শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥ প্রভু দেখে জননীর জীবন না রহে। নিভৃতে বসিয়া তানে গোপ্য-কথা কহে॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৬।৩৫৮-৫৯ পৃঃ॥"

মহাপ্রভু নিভৃতে জননীকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলিলেন—"প্রভু বোলে—'মাতা তুমি স্থির কর মন। শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥ চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনো কালে আছিল তোমার পৃশ্নি নাম॥ তথায় আছিলা তুমি আমার জননী। তবে তুমি স্বর্গে গেলা অদিতি আপনি॥ তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার। তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥ তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আর বার। তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥ তবে ত কৌশল্যা হৈলা আর বার তুমি। তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥ তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা। কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥ তথাও আমার তুমি আছিলা জননী। তুমি সেই দেবকী, দেবকীপুত্র আমি॥ **আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥** এইমত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে। তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥ অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা। আর তুমি মনে দুঃখ না ভাব সর্ব্বথা॥' কহিলেন প্রভু অতি রহস্য কথন। শুনিঞা শচীর কিছু স্থির হইল মন॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬॥ ৩৫৯-৬০ পৃঃ॥"

অন্য কোনও চরিতকারই এ-সমস্ত কথা বলেন নাই। শ্রীলবৃন্দাবন দাসঠাকুর এ-সমস্ত কথা কিরূপে জানিলেন, তাহাও তিনি বলেন নাই। প্রভুর সন্ন্যাসের সময়ে তাঁহার জন্মও হয় নাই; সেই সময়ে তাঁহার জননী মহাপ্রভুর বিশেষ-কৃপাপ্রাপ্তা নারায়ণীদেবী ছিলেন চারি বৎসরের বালিকামাত্র।

৫। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা

ক। দুই অবতারের প্রসঙ্গ

প্রভু ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিয়াছেন—"এই মত আছে আর দুই অবতার॥" আবার শচীমাতার নিকটেও তিনি বলিয়াছেন—"আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

প্রভুর এই উক্তিদ্বয় হইতে বুঝা যায়, ১৪০৭ শকের পরে তিনি মাত্র দুইবারই অবতীর্ণ হইবেন, দুইবারের বেশী অবতীর্ণ হইবেন না। কিন্তু পূর্বে (১৪।২-অনুচ্ছেদে) শাস্ত্রোক্তি-অনুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অনন্তকাল পর্যন্তই মহাপ্রভু প্রতিকল্পে একবার অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর কেন কেবলমাত্র দুইবার অবতরণের কথা বলিলেন, তাহা বুঝা যায় না। তিনি তাঁহার এই উক্তির কোনও হেতুরও উল্লেখ করেন নাই, কোনও সমর্থক প্রমাণেরও উল্লেখ করেন নাই।

খ। অবিলম্বে দুই অবতার

মহাপ্রভু শচীমাতার নিকটে বলিয়াছেন—"আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি **অবিলম্বে**।" এই "অবিলম্বে"-শব্দ হইতে বুঝা যায়, শীঘ্রই প্রভু আবার দুইবার অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু পূর্বে (১৪।৩-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শাস্ত্রোক্তি-অনুসারে, প্রভুর এইবারের অবতরণের আটশত চৌষট্টি-কোটি বৎসর পরে হইবে অব্যবহিত পরবর্তী (অর্থাৎ প্রথম বারের) অবতার এবং তাঁহারও আটশত চৌষট্টি-কোটি বৎসর পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে দ্বিতীয় অবতার। আটশত চৌষট্টি-কোটি বৎসরের পরবর্তী অবতরণকে "অবিলম্বে" অবতরণ বলা যায় কি?

পূর্বে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মার একদিনে মাত্র একবার অবতীর্ণ হয়েন, একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েন না। সুতরাং ব্রহ্মার বর্তমান দিনে যখন মহাপ্রভু একবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন এই দিনের মধ্যে তাঁহার পুনরায় অবতরণ, শাস্ত্রানুসারে, সম্ভবপর নহে। তথাপি শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর যে কেন বলিলেন, অবিলম্বেই প্রভু আরও দুইবার অবতীর্ণ হইবেন, তাহা বুঝা যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার এ-সমস্ত উক্তির কোনও ভিত্তির কথাও তিনি বলেন নাই।

৬। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির ফল

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর-কথিত দুই অবতার-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণগোস্বামী মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন—"এই দুই অবতারের আসন অধিকার করিবার জন্য বর্তমানে অনেকেরই একান্ত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভুই জানেন, এই দুই অবতার কে।"

বর্তমানে বাঙ্গালা-দেশে বহু অভিনব অবতারের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই নাকি মহাপ্রভুর অবতার। প্রভুপাদ যখন শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায়, তখনও এতাদৃশ একাধিক অভিনব অবতার দেখা দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের গৌর-অবতারত্বের সমর্থনে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির সহায়তা নিতেন। তাঁহারা বলিতেন, তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, শচীমাতার নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু ১৪০৭ শকে শচীমাতার পুত্ররূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত লীলাশক্তি যে-সময় তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকটিত করিতেন (১।১।১ ক-অনু দ্রষ্টব্য), সেই সময় ব্যতীত অন্য সময়ে, তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায়, রাধাকৃষ্ণমিলিত স্বরূপ—সুতরাং ভক্তভাবময়-বিগ্রহ—বলিয়া তিনি কখনও নিজেকে ভগবান্ বলিয়া প্রচার করা তো দূরে, স্বীকারও করিতেন না, নিজেকে জীব বলিয়াই প্রচার করিতেন এবং কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলিলে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতেন (১।১।১ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি বলিতেন, "যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম। সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥ চৈ. চ. ২।১৮।১০৭॥" এ-কথার সমর্থনে প্রভু পদ্মপুরাণের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীরও উল্লেখ করিতেন:—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ —যে লোক ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণের সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান দেখে (অর্থাৎ ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি হইতেছেন শ্রীনারায়ণের সমান—এইরূপ মনে করে), সেই লোক নিশ্চয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাষণ্ডী।" [এই শ্লোকটী শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসেও উদ্ধৃত হইয়াছে; সে-স্থলে টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বৃহৎ-সহস্রনামস্তোত্র হইতে শ্রীমহাদেবের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা, "নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনে ইতি॥" সেই টীকায় এই উক্তির পরে লিখিত হইয়াছে—"তদন্তে শ্রীদুর্গাদেব্যা চ। অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবদেবোত্তমঃ। জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষত ইতি॥" জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধি যে প্রত্যবায়জনক, শ্রীমহাদেবের এবং শ্রীদুর্গাদেবীর উল্লিখিত উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।]

নিজের ভগবত্তা-প্রচারের কথা তো দূরে, অন্যকথিত তাঁহার ভগবত্তার অনুমোদনও দূরে, তাঁহার শ্রুতিগোচর ভাবে যদি কেহ তাঁহার গুণকীর্তনাদি করিতেন, তাহা হইলেও মহাপ্রভু অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন। তাহার একটী দৃষ্টান্ত এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। নীলাচলে—"একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ। মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন॥ (প্রভু)—শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচনে। কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে॥ ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন। স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন॥ চৈ. চ. ২।১।২৫৫-৫৭॥" শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরও তাহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে এ-কথা লিখিয়াছেন (অন্ত্যখণ্ড দশম অধ্যায়॥ ৫০৬ পৃঃ)।

বর্তমান কলিযুগের উপাস্য যে শ্রীমন্মহাপ্রভু, সুনিপুণবুদ্ধি সনাতনগোস্বামী যখন প্রভুর মুখ হইতে কৌশলে তাহা প্রকাশ করাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অবতার নাহি কহে আমি অবতার॥ চৈ. চ. ২।২০।৭৪।" আর, আধুনিক কালের অভিনব মহাপ্রভুগণ নিজেরাই নিজেদের মহাপ্রভুত্ব প্রচার করিতেছেন, অনুগত লোকগণের দ্বারাও প্রচার করাইতেছেন!

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির সহায়তায় যাঁহারা নিজেদের মহাপ্রভুত্ব প্রচার করিতে বা করাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতের কেবল "অবিলম্বে আরও দুই অবতারের" কথাই বলেন; কিন্তু কি ভাবে সেই দুই অবতার হইবেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হইয়াছে, তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে কথিত আগামী দুই অবতারে মহাপ্রভু কি ভাবে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া বৃন্দাবনদাসঠাকুর প্রভুর মুখে প্রকাশ করাইয়াছেন, এ-স্থলে তাহা বিবেচনা করা হইতেছে।

মহাপ্রভু শচীমাতার নিকটে বলিয়াছেন—উভয় অবতারেই তিনি "সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে" জন্মলীলা প্রকটিত করিবেন। পূর্বে তিনি যে যে স্বরূপে শচীগর্ভকে উপলক্ষ্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শচীমাতার নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন—পৃশ্নিগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবকী-পুত্র পর্যন্ত—তাঁহাদের কোনও স্বরূপই "সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে" অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কেবলমাত্র গৌরসুন্দররূপেই তিনি "সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে" জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং শচীমাতার নিকটে প্রভুর উক্তি হইতে মনে হয়—আগামী দুই অবতারেও তিনি গৌরসুন্দর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপেই অবতীর্ণ হইবেন। ইহাই যে প্রভুর উক্তির অভিপ্রায়, তাঁহার পার্ষদ-ভক্তদের নিকটে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও তাহা জানা যায়। তাঁহাদের নিকটে তিনি বলিয়াছেন—"এইমত আছে আর দুই অবতার। কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইবে আমার॥ তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে। কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥"

প্রভু স্পষ্ট কথাতেই বলিয়াছেন—"এই মত আছে আর দুই অবতার।" এইমত—এক্ষণে নবদ্বীপে যেরূপ, ঠিক সেইরূপ দুই অবতার। সেই দুই অবতারেও—বর্তমান কলিতে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে কীর্তনানন্দ উপভোগ করিয়াছেন,—তাঁহারাই প্রভুর সঙ্গে ঠিক এইরূপ ভাবেই কীর্তন করিবেন। আরও দুইবার যে তিনি নবদ্বীপ-লীলাই প্রকটিত করিবেন, তাহাই প্রভু বলিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখনই সপার্ষদে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপও তখনই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, সেই ধামেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন।

ইহাতে স্পষ্টই জানা গেল—বর্তমান কলিতে তিনি যে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, ঠিক সেই লীলাই তিনি আরও দুইবার প্রকটিত করিবেন—ইহাই প্রভুর উক্তির তাৎপর্য।

ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্বীয় নিত্য-পরিকরবর্গকে লইয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নিত্য-পরিকরদের প্রত্যেকেরই স্বরূপগতভাব এবং নামও নিত্য; সুতরাং বর্তমান কলির অবতারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেমন শচী-জগন্নাথের যোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আগামী অবতার-সমূহেও তেমনি শচী-জগন্নাথের যোগেই অবতীর্ণ হইবেন এবং বর্তমান কলির পরিকরদের ন্যায় আগামী অবতার-সমূহেও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দাদিই তাঁহার পরিকর থাকিবেন এবং তাঁহাদের নামও বর্তমান কলির অবতার-সময়ের নামই থাকিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। তাঁহার পার্ষদভক্তদের সান্ত্বনার জন্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতে প্রভু বলিয়াছেন—"এই জন্মেই (অবতারেই) যে তোমরা সকলে আমার সংকীর্তন-সঙ্গী, তাহা নহে; তোমরা আমার সর্বকালের সঙ্গী; তোমরা নিরবধিই আমার সঙ্গে 'সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে' বিরাজিত। এই অবতারের ন্যায় আরও আমার দুইটি অবতার হইবে; তাহাতেও তোমরা এই অবতারের মতনই "কীর্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥" এস্থলে প্রভু স্পষ্ট কথাতেই বলিলেন—যাঁহাদের নিকটে তিনি এ-সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপের নিত্য পার্ষদ; সুতরাং প্রভুর সকল অবতারেই তাঁহাদের নাম-রূপ-ভাবাদি একই রকম থাকে। আর প্রভু শচীমাতাকেও বলিয়াছেন—"সংকীর্তনারম্ভে আরও দুইবার আমি তোমার পুত্র হইব।" সংকীর্তনারম্ভে একমাত্র শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপেরই আবির্ভাব হয় এবং শ্রীশ্রীশচীমাতার যোগেই তাঁহার আবির্ভাব হয়—সকল অবতারে। এস্থলেও প্রভু শচীমাতাকে জানাইলেন—আগামী দুই অবতারেও তাঁহার নাম হইবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং মাতার নাম হইবে শ্রীশ্রীশচীদেবী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। স্বয়ংভগবান্ নিত্য; তাঁহার অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণও নিত্য এবং স্বয়ংভগবানের ন্যায় তাঁহার পরিকরগণেরও জাতি-কুলাদির অভিমানও নিত্য। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোপ-অভিমান, তাঁহার পরিকর শ্রীনন্দ-যশোদাদিরও গোপ-অভিমান। তাঁহারা যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাদের সেই অনাদিসিদ্ধ অভিমান-বশতঃ তাঁহারা যে কুলে অবতীর্ণ হয়েন, সেই কুলের পরিচয়ও হয় গোপকুল; অন্য কোনও কুলেই তাঁহারা কখনও অবতীর্ণ হয়েন না; অনাদিসিদ্ধ গোপ-অভিমানবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়ে যে গোপকুলব্যতীত অন্য কোনও কুলে স্বয়ংভগবান্‌রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। স্বয়ংভগবান্ গৌরকৃষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুসম্বন্ধেও সেই কথা। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বরূপতঃ গোপ, নন্দ-যশোদাও যেমন স্বরূপতঃ গোপ, তদ্রূপ মহাপ্রভুও স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ, শচী-জগন্নাথও স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ, শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিত্যানন্দও স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের স্বরূপের ন্যায় তাঁহাদের নাম এবং অভিমানাদিও নিত্য। অন্য কোনও কুলে, বা অন্য কোনও নামে বা অভিমানে তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব হয় না এবং হইতে পারে না; কেননা, তাহা হইবে তাঁহাদের স্বরূপতত্ত্ব-বিরোধী। ভক্তগণের নিকটে এবং শচীমাতার নিকটে মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়, তাহার মর্ম হইতেও তাহাই জানা যায়।

আধুনিক অভিনব গৌরদের কাহারও মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উল্লিখিত উক্তিগুলি সার্থকতা লাভ করিয়াছে কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

ভগবৎস্বরূপের শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত দৈহিক লক্ষণাদি (৫।৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং মহাপ্রভুর বিশেষলক্ষণ—দর্শনমাত্রে প্রেমদাতৃত্ব এবং দিব্যোন্মাদ—ইঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় কিনা, তাহাও বিবেচ্য। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও কোনও কারণে যদি স্বীয় মলমূত্রে স্বীয় বাসভবনের দেওয়াল ও স্বীয় দেহ লিপ্ত করিয়া বসিয়া থাকেন, কিম্বা যদি উলঙ্গ হইয়া নৃত্যাদি করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এতাদৃশ আচরণকে যদি কেহ দিব্যোন্মাদের লক্ষণ বলিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে তাহার গুরুত্ব অভিজ্ঞ সুধীগণের বিবেচ্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের সময়েও কেহ কেহ নিজেদিগকে ভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইঁহাদের তুইজনের সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন,—"মধ্যে মধ্যে মাত্র কথো পাপিগণ গিয়া। লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥ উদরভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে। 'রঘুনাথ' বলি আপনাকে কেহো বোলে॥ কোন পাপিসব ছাড়ি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন। আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ॥ দেখিতেছি. দিনে তিন অবস্থা যাহার। কোন্ লাজে আপনাকে গাওয়ায় সে ছার॥ রাঢ়ে আর এক ব্রহ্মদৈত্য আছে। অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মনে কাচে॥ সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল।' অতএব তারে সভে বোলেন 'শিয়াল॥' চৈ. ভা. আদি, ১০ ম ॥ ১০৪-৫ পৃঃ ॥" ইঁহারা অবশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেদিগেকে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেন না, কেহ "রঘুনাথ", কেহ "গোপাল" বলিয়া নিজেদিগকে প্রচার করিতেন।

আধুনিক কালেও বাঙ্গালাদেশে অনেক অভিনব অবতার দেখা দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ নাকি শ্রীগৌরাঙ্গ, আবার কেহ কেহ নাকি অন্য ভগবৎস্বরূপ; একাধিক ভগবৎস্বরূপের সমাবেশও নাকি কাহারও কাহারও মধ্যে বিদ্যমান। আবার এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা নিজেদিগকে ভগবান্ বলিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের দেহত্যাগের পরে তাঁহাদের শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ভগবত্তা প্রচার করিয়া থাকেন। আবার এমনও কেহ কেহ নাকি আছেন, যাঁহারা নিজেরা নিজেদিগকে কোনও ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া প্রচার করেন না; কিন্তু তাঁহাদের সাক্ষাতে তাঁহাদের শিষ্যাদি তাঁহাদের ভগবত্তার কথা লোকগণের মধ্যে প্রচার করিলেও তাঁহারা বাধা দেন না, কিম্বা কখনও প্রতিবাদ করেন না।

এ-সমস্ত অভিনব অবতারদের সম্বন্ধে খুব ব্যাপকভাবে প্রচারের চেষ্টাও চলিতেছে—সভাসমিতিতে বক্তৃতায় এবং পুস্তক-পুস্তিকাদির প্রচারের দ্বারা। প্রচারের ফলে অনেক সময়ে এবং অনেক স্থলে সত্যও মিথ্যায় এবং মিথ্যাও সত্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে। কোনও কোনও অভিনব অবতারের উপাসনা-মন্ত্রেরও সৃষ্টি হইতেছে এবং ভগবন্নাম-কীর্তনের পরিবর্তে কোনও কোনও অভিনব অবতারের নামকীর্তনও প্রবর্তিত হইতেছে।

যদি বলা যায়, ইহাতে দোষের কি আছে, ঘটেও তো বিষ্ণুপূজা করা হয়? তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—যে-স্থলে ঘটে বিষ্ণুপূজা করা হয়, সে-স্থলে ঘটকে বিষ্ণু বলিয়া পূজা করা হয় না; ঘটেতে বিষ্ণুর আবাহন করা হয় এবং ঘটরূপ অধিষ্ঠানে বিষ্ণুরই পূজা করা হয়। গন্ধপুষ্পাদি অর্পণের কালে "ঘটায় নমঃ" বলা হয় না, "বিষ্ণবে নমঃ"ই বলা হয়; তাহাতে পূজকের ধ্যানে এবং মনে বিষ্ণুস্মৃতি জাগ্রত থাকে; পূজক ঘটের ধ্যান করেন না; পূজাকালে ঘট তাঁহার মনে জাগে না। কিন্তু জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি পোষণ করিলে পূজাকালে সেই জীবই থাকে স্মৃতিপথে, ঈশ্বর থাকেন না। যে জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি পোষণ করা হয়, তাঁহার নাম যদি সত্যকিঙ্কর হয়, তাহা হইলে পূজাকালে "সত্যকিঙ্করায়", অথবা "ভগবতে সত্যকিঙ্করায়" বলিয়াই গন্ধপুষ্পাদি অর্পিত হয়; পূজকের ধ্যানে এবং মনে সত্যকিঙ্কর-নামক জীবের স্মৃতিই জাগ্রত থাকে, ভগবানের স্মৃতি জাগ্রত থাকে না। ভগবানের স্মৃতিব্যতীত কখনও পারমার্থিক মঙ্গল হইতে পারে না।

যাঁহাকে ভগবান্ মনে করা হয়, তাঁহার নাম যদি কোনও ভগবৎস্বরূপের নামের অনুরূপ হয়, তাহা হইলেও ভগবদ্রূপে তাঁহার পূজায় ভগবৎস্মৃতি থাকিতে পারে না। তাঁহার নাম যদি নারায়ণ হয়, তাহা হইলে পূজাকালে "নারায়ণায় নমঃ" অথবা "ভগবতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণায় নমঃ” বলা হইবে ; কিন্তু পূজকের ধ্যানে এবং মনে জাগ্রত থাকিবে নারায়ণ-নামক লোকের স্মৃতি, ভগবৎস্মৃতি জাগ্রত থাকার কোনও হেতু থাকিবে না।

যাঁহারা লোকবিশেষকে একাধিক ভগবৎস্বরূপের সম্মিলিতরূপ মনে করেন, তাঁহাদের ধ্যানাদিতেও সেই লোকবিশেষের স্মৃতিই চিত্তে জাগ্রত থাকে, ভগবৎস্বরূপের স্মৃতি চিত্তে আসিতে পারে না। লোকবিশেষে একাধিক ভগবৎস্বরূপের কল্পনাও অদ্ভুত। যাঁহাতে একাধিক ভগবৎ-স্বরূপের সম্মিলিতরূপের আরোপ করা হয়, তাঁহার নাম সাধারণতঃ একাধিক ভগবৎস্বরূপের নামের অনুরূপ থাকে, অথবা তাঁহার তদ্রূপ কোনও নাম রাখা হয়—যেমন, রামনারায়ণ। প্রচার করা হয়—“তিনি রাম ও নারায়ণের মিলিত স্বরূপ ; রাম হইতেছেন শাস্ত্রোক্ত এক ভগবৎস্বরূপ, নারায়ণও শাস্ত্রোক্ত এক ভগবৎস্বরূপ ; সুতরাং রামনারায়ণ যে রাম ও নারায়ণের মিলিত স্বরূপ, তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ।” কিন্তু রাম ও নারায়ণ শাস্ত্রোক্ত ভগবৎস্বরূপ হইলেও রামনারায়ণ-নামে রাম ও নারায়ণের সম্মিলিত কোনও ভগবৎস্বরূপের কথা কোনও বৈদিক শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এতাদৃশ ভগবৎস্বরূপ হইবেন অবাস্তব। শশ একটী বাস্তব বস্তু ; শৃঙ্গও একটী বাস্তব বস্তু ; তাহা বলিয়া শৃঙ্গবিশিষ্ট শশ কখনও বাস্তব বস্তু হইতে পারে না। যদি বলা যায়—বর্তমান যুগে রাম ও নারায়ণ সম্মিলিতরূপে রামনারায়ণ-নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি হইবেন অনিত্য বস্তু; কেননা, বর্তমান যুগের পূর্বে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল না। অনিত্য বস্তুর উপাসনায় নিত্য-ধ্রুব-ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। “নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ॥ কঠশ্রুতি ॥ ১।২।১০ ॥”

বিশেষতঃ, রাম ও নারায়ণের সম্মিলিত কোনও ভগবৎ-স্বরূপের কথা বৈদিক শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বর্তমান যুগে বা কোনও সময়ে রাম ও নারায়ণ যে সম্মিলিত হইয়া একই বিগ্রহে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণও দৃষ্ট হয় না। ভগবৎ-স্বরূপসমূহ লোক-কল্পিত নহেন। কল্পিত বস্তু অবাস্তব, তাঁহার উপাসনার সার্থকতা কিছু নাই। শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেও কোনও ভগবৎ-স্বরূপের কোনওরূপ ব্যাধি থাকে না, মৃত্যুও হয় না (অর্থাৎ অন্তর্ধানের পরে দেহাবশেষ থাকে না); কিন্তু আধুনিক অভিনব অবতারদের মধ্যে কাহারও কাহারও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির কথাও শুনা যায় এবং শব-সৎকারের কথাও শুনা যায়।

যে-সমস্ত ধর্মপিপাসু, অথচ অনভিজ্ঞ ও বিচারবুদ্ধিহীন লোক প্রচারকদের বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়া অভিনব অবতারদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, পারমার্থিক দিক্ দিয়া তাঁহারা প্রতারিত হইতেছেন কিনা, তাহা সুধীগণের বিচার্য।

এ-সমস্ত বোধ হয় কলিরই প্রভাব। বহুকাল পূর্বে শ্রীল শুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভরতস্যাত্মজঃ সুমতির্নামাভিহিতো যমূহ বাব কেচিৎ পাষণ্ডিন ঋষভপদবীমনুবর্ত্তমানঞ্চানার্য্যা অবেদসমাম্নাতাং দেবতাং স্বমনীষয়া পাপীয়স্যা কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি ॥ ভা. ৫।১৫।১ ॥ —ভরতের পুত্র সুমতি। তাঁহাকে ঋষভদেবের পদবীতে অনুবর্তমান (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত-মার্গানুবর্তমান) দেখিয়া কতকগুলি পাষণ্ডী লোক আপনাদের পাপীয়সী বুদ্ধির প্রভাবে 'সাক্ষাৎ ঋষভদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন' বলিয়া কলিযুগে দেবতারূপে কল্পনা করিবে; কিন্তু বেদে ঐ সুমতি-দেবতার প্রসঙ্গমাত্রও নাই।"

শুকদেব কেবল সুমতির কথাই বলিয়াছেন। সুমতির মধ্যে ঋষভদেবের আচরণ দেখিয়া কতিপয় পাষণ্ডী লোক তাঁহাকে ঋষভদেবের অবতার বলিয়া কল্পনা করিবে। শুকদেবের এই উক্তি বোধ হয় উপলক্ষণ মাত্র। কেহ কেহ অন্যান্য লোককেও যে কলিকালে দেবতা বা ভগবান্ বলিয়া কল্পনা করিবে, শ্রীশুকদেবের বাক্য হইতে তাহাও ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, সুমতির মধ্যে ঋষভদেবের ন্যায় আচরণ দেখিয়া কতিপয় পাষণ্ডী তাঁহাকে ঋষভদেবের অবতার বলিয়া কল্পনা করিবে। কিন্তু অধুনা যাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে, তাঁহাদের কাহারও মধ্যে ভগবানের আচরণ বা লক্ষণ কিছু আছে কিনা, তাহা কেহ অনুসন্ধান করে না। শুকদেবের উক্তি হইতে জানা যায় যে, বেদে যে দেবতার নাম দৃষ্ট হয় না, সেই দেবতার কল্পনা শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। আধুনিক অভিনব ভগবান্দের নাম বেদে আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধানই বা কে করে?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেমনে জানিব—কলিতে কোন্ অবতার॥", তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি। কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥ সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ। আমা সভা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান॥ অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার।' মুনি-সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥ স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥ আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই—তটস্থ লক্ষণ॥ ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে। পরমেশ্বর নিরূপিল এ-দুই লক্ষণে॥ * * অবতার-কালে হয় জগতে গোচর। এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর॥ চৈ. চ. ২।২০।২৯২-৩০১॥"

কোন্ ভগবৎ-স্বরূপ কোন্ সময়ে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইবেন, শাস্ত্র তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ভগবৎস্বরূপগণের স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। মুনিগণ (অর্থাৎ ভগবন্মননশীল ব্যক্তিগণ) শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ ভগবৎ-স্বরূপকে চিনিয়া থাকেন। আধুনিক অভিনব অবতারদের কথা শাস্ত্রে আছে কিনা, শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে আছে কিনা, মুনিগণ তাহা বিচার করিবেন।

কাহারও মধ্যে কোনও অলৌকিক শক্তি (অকৃত্রিম বা কৃত্রিমই হউক) দেখিলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অলৌকিক-শক্তি মাত্রই ভগবত্তার পরিচায়ক নহে; ঐন্দ্রজালিকেরাও অনেক অলৌকিক-শক্তি দেখাইয়া থাকেন; এজন্য কেহ তাঁহাদিগকে ভগবান্ বলেন না। ব্রহ্মার মতন অলৌকিক-শক্তি কোন জীবের আছে? ব্রহ্মা লোক-সৃষ্টিকর্তা; কিন্তু বর্তমান কল্পের ব্রহ্মাও জীবতত্ত্ব, ভগবৎ-স্বরূপ নহেন। আবার ভগবৎ-কৃপায় উচ্চ অধিকারী সাধকের মধ্যেও কখনও কখনও কিছু কিছু অলৌকিকী শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে তিনি ভগবান্ হইয়া যায়েন না। অগ্নির উত্তাপে জলও অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতেও জল জলই থাকে, অগ্নি হইয়া যায় না। কোনও বস্ত্রখণ্ডে সুগন্ধি দ্রব্য ঢালিয়া দিলে সেই বস্ত্রখণ্ডও সুগন্ধি হয়, কিন্তু "সুগন্ধ" হইয়া যায় না; বস্ত্র বস্ত্রই থাকে। কাহারও মধ্যে অলৌকিক প্রভাব দেখিলে তাঁহাকে ভগবান্ মনে করাও বোধ হয় কলিরই প্রভাব।

কলিযুগের প্রভাবসম্বন্ধে শ্রীলশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী কথা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ হইতে এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন:—

"বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ। ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি॥ দাম্পত্যেঽভিরুচি র্হেতুর্মায়ৈব ব্যবহারিকে। স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতি র্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি॥ লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্। অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ॥ ভা. ১২।২।২-৪॥—কলিতে লোকদিগের জন্ম, আচার ও গুণাদির মাপকাঠি হইবে বিত্ত (কুল-গোত্রাদি নহে), ধর্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে বলমাত্রই হইবে কারণ; ভার্যা-পতিভাববিষয়ে অভিরুচিমাত্রই হেতু হইবে (কুল-গোত্রাদির বিচার থাকিবে না); ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারিক বিষয়ে উৎকর্ষের হেতু হইবে প্রবঞ্চনামাত্র; স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব বিষয়ে রতিকৌশলই উৎকর্ষজ্ঞাপক হইবে; সূত্রমাত্রই বিপ্রত্বের পরিচায়ক হইবে, কেবল লিঙ্গ (চিহ্ন—পোষাক-পরিচ্ছদাদিই) আশ্রমের পরিচায়ক হইবে, পরস্পরের উৎকর্ষাপকর্ষবিষয়েও তাদৃশ চিহ্নই হইবে নির্ণায়ক (জ্ঞান-সদাচারাদি নহে); মুদ্রার্পণের অসামর্থ্য ন্যায়ে পরাজয়ের হেতু হইবে; বাক্যের চাপল্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইবে।" "কলৌ তু ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশোঽধর্ম্মহেতুভিঃ। এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ১২।৩।২৪॥—কলিযুগে ধর্মের চারিপাদের একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে; অধর্মের দ্বারা তিন পাদ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে; কলির শেষভাগে সেই একপাদও বিনষ্ট হইবে।" "ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥ ১২।৩।৩৮॥—যাঁহারা ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ, উত্তম আসনে আরোহণ করিয়া তাঁহারাই ধর্মের কথা বলিবেন॥" "কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদ-পঙ্কজম্। প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥ ১২।৩।৪৩॥—হে রাজন্! ত্রিলোকনাথগণও যাঁহার পাদপদ্মে আনত হয়েন, পাষণ্ডগণের দ্বারা বিভিন্নচিত্ত হইয়া (পাষণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের বাক্‌চাতুর্যে হতবুদ্ধি হইয়া) কলির লোকসকল প্রায়ই সেই জগদ্‌গুরু ভগবান্ অচ্যুতের যজন করিবে না।"

শুকদেব-কথিত উল্লিখিত লক্ষণগুলির অনেক লক্ষণই বর্তমান সময়ে জগতে দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা লোকবিশেষে ভগবত্তার আরোপ করিয়া বাক্‌চাতুর্যের সহায়তায় তীব্র প্রচারকার্য চালাইতেছেন, তাঁহাদের বাক্‌চাতুর্যে বিভ্রান্ত হইয়া অনেক লোকই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ভগবৎ-স্বরূপসমূহের উপাসনা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদের প্রচারিত ভগবত্তারোপিত লোকদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। এ-সমস্তই হইতেছে কলির প্রভাব।

ভগবানের কৃপাব্যতীত কালের প্রভাবকে অতিক্রম করা কোনও জীবের পক্ষে সম্ভব নহে—যৌবনের প্রভাবকে যেমন কেহ নিজের শক্তিতে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ।

সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ

চতুর্দশ অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ৪-১০-১৯৬১, শেষ ৫-১০-১৯৬১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার বৈশিষ্ট্য

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলা-পাথোজনি ভ্রাজিতা
সদ্‌ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্ ।
কর্ণানন্দি-কলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধা-স্বর্ধূনী ॥

১। স্বরূপভেদে মহিমাভেদ

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এ-সমস্ত স্বরূপের নাম ও রূপ এক রকম নহে। তাঁহাদের সকলের মধ্যে শক্তি-আদির বিকাশও একরকম নহে, বিভিন্ন স্বরূপে শক্তি-আদির বিকাশ বিভিন্ন রকমের। এজন্য তাঁহাদের সকলের মহিমাও একরকম নহে; শক্তি-আদি বিকাশের বৈচিত্রী অনুসারে তাঁহাদের মহিমারও বৈচিত্রী হইয়া থাকে। শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতেই দুইটী স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপরূপে অবস্থিত—শ্যামকৃষ্ণ এবং গৌরকৃষ্ণ; ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্যামকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরকৃষ্ণের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য আছে—গৌরকৃষ্ণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ, শ্যামকৃষ্ণ হইতেছেন কেবল শ্রীকৃষ্ণ। গৌরকৃষ্ণের এই স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া তাঁহার মহিমারও, শ্যামকৃষ্ণের মহিমা অপেক্ষা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক—শ্যামকৃষ্ণে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মহিমা; কিন্তু গৌরকৃষ্ণে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা—এই উভয়ের সম্মিলিত মহিমা। গৌরকৃষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভু বহুস্থলে তাঁহার মহিমা-বৈশিষ্ট্যের—করুণাদির বৈশিষ্ট্যের—পরিচয় দিয়াছেন। এ-স্থলে তন্মধ্যে কয়েকটী বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

২। করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

বিদগ্ধমাধব-নাটকের মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটীদ্বারা শ্রীপাদ রূপগোস্বামী জগতের প্রতি আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্লোকটীর তাৎপর্য এইরূপ। "(পূর্বকল্পের কোনও এক কলিযুগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা অর্পিত হইয়াছিল, তাহার পরে) বহুকাল যাবৎ যাহা অর্পিত হয় নাই, স্ব-বিষয়ক উন্নত-উজ্জ্বল-রসস্বরূপা সেই ভক্তি-সম্পত্তি সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে করুণাবশতঃ (বা করুণার সহিত) এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর জ্যোতিঃপুঞ্জদ্বারা সম্যক্‌রূপে দীপ্তিমান্ সেই শচীনন্দন হরি আপনাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন।”

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—“যখন-যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখন-তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।”—“যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা ৪।৭-৮॥”

সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপন—ইহাদের প্রত্যেকটীই হইতেছে করুণার কাজ। এই করুণার কার্য-নির্বাহের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সুতরাং “ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন” বলিলেই বুঝা যায়, করুণাবশতঃই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; করুণাশব্দের পৃথক্ উল্লেখ অনাবশ্যক; যেহেতু, “অবতীর্ণ”-শব্দের মধ্যেই “করুণা”-শব্দের মর্ম অন্তর্ভুক্ত। এজন্য শ্রীশুকদেব-গোস্বামীও শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা বলিতে যাইয়া “করুণা”-শব্দের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। “যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ। তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥ শ্রীভা, ৯।২৪।৫৬॥”

অসুর-স্বভাব রাজন্যবর্গের উৎপীড়ন-জাত পৃথিবীর দুর্দশার কথা জানাইবার নিমিত্ত রুদ্রাদিদেবতাগণের সহিত ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে যাইয়া ব্রহ্মা যখন সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-সম্বন্ধে তখন তিনি যে আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন, তাহাতেও করুণা-শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।—“বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্‌ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ভা. ১০।১।২৩॥”

কিন্তু উপরে উদ্ধৃত “অনর্পিতচরীং”-শ্লোকে “অবতীর্ণঃ”-শব্দ থাকা সত্ত্বেও, এবং পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তানুসারে অবতীর্ণ-শব্দ দ্বারাই করুণা ব্যঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও, পৃথগ্‌ভাবে “করুণয়া”-শব্দের উল্লেখের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, শচীনন্দন-হরির অবতারে যে করুণা বিকশিত হইয়াছে, তাহার একটী অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে; এই অপূর্ব-বৈশিষ্ট্যময়ী করুণার সহিতই, করুণাকে একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্যময় স্বাতন্ত্র্য দিয়াই, যেন শচীনন্দন গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ন্যায়-পরায়ণতাই যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করে। করুণা তাহা করে না; নির্বিচারে সকলকে কৃতার্থ করাই করুণার স্বভাব; কিন্তু এই স্বভাবের অভিব্যক্তি লাভের পক্ষে করুণার যেন একটা অপেক্ষা আছে। ভগবানের ইচ্ছা হইলেই, কিম্বা তাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইলেই, করুণা স্বীয় স্বভাবকে অভিব্যক্ত করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকে। এই লীলায় ভগবান্ শচীনন্দন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপামর সাধারণকে উন্নত-উজ্জ্বল-রসস্বরূপা স্ব-বিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি দান করার সঙ্কল্প লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন। কোনও বিশেষ কলিতে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া এতাদৃশী ভক্তিসম্পত্তি দানের সঙ্কল্পের কথা পূর্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি ব্যাসদেবের নিকটে প্রকাশও করিয়াছেন।—"অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ চৈ. চ. ধৃত উপপুরাণ-বচন॥ ১।৩।১৫ শ্লো॥"

এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধেই নির্বিচারে আপামর সাধারণকে হরিভক্তি (প্রেম) দানের সঙ্কল্পের কথা বলা হইয়াছে—"কলৌ পাপহতান্ নরান্"-বাক্যে। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্যামকৃষ্ণই কোনও কোনও কলিতে গৌরকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া নির্বিচারে প্রেমদান করিয়া থাকেন।

গৌর-কৃষ্ণের এই সঙ্কল্পই তাঁহার করুণাকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে; এই সঙ্কল্পদ্বারাই গৌর-কৃষ্ণ যেন তাঁহার করুণার নিকটেই আত্মসমর্পণ করিলেন, ইঙ্গিতে যেন করুণাকে বলিলেন—"করুণা, এই লীলায় আমার স্বাতন্ত্র্য তোমাতেই অর্পিত হইল; তোমার যে-খানে ইচ্ছা, সে-খানেই আমাকে লইয়া যাইতে পার; এই লীলায় আমি তোমারই অধীন, তোমাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইব।" এই লীলাতে গৌর-কৃষ্ণ—শচীনন্দন হরি—তাঁহার করুণাদ্বারাই পরিচালিত। তাহাই শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন।—"এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥ চৈ. চ. ২।১৪।১৪॥"

—শ্রীচৈতন্যের কৃপার অসাধারণ শক্তি; শ্রীচৈতন্যের অনুসন্ধান-ব্যতীতই শ্রীচৈতন্যদ্বারা জীবকে কৃতার্থ করাইয়া লয়। এই লীলায় তাঁহার কৃপার হস্তে শ্রীচৈতন্য যেন পুতুল-সদৃশ। ইহাই এই লীলায় কৃপার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য-খ্যাপনের জন্যই "অনর্পিতচরীং"-শ্লোকে "করুণয়া"-শব্দের পৃথক্ উল্লেখ। শচীনন্দন হরির এই কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার করুণার এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

৩। অবতরণে করুণার বৈশিষ্ট্য

সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপন—এ-সমস্ত কার্যের জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন; ইহা তাঁহার করুণা। যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগে যুগে তিনি যুগধর্ম প্রবর্তন করেন; ইহাও তাঁহার করুণা। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৈশিষ্ট্যময়ী করুণা তাঁহার প্রকাশ পায়—যখন তিনি স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়েন। তখন তিনি রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করেন—যে ভক্তির সাধনে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের তৎ-সুখ-তাৎপর্যময়ী প্রাণঢালা সেবা পাওয়া যায়, শ্রুতির কথায় বলিতে গেলে "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী" হওয়া যায়।

কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাই দ্বাপরলীলার অন্তর্ধানের পরে অপ্রকট ধামে বসিয়া তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, রাগমার্গের ভক্তির অনুসরণে যে প্রেম লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায়, সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়া সেই প্রেমই তিনি বিতরণ করিবার নিমিত্ত গৌররূপে অবতীর্ণ হইবেন (৪৷৫-৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো"-ইত্যাদি বাক্যে রাগমার্গের ভজনের উপদেশ মাত্র দিয়াছেন ; কিন্তু নিজে আচরণ করিয়া ভজনের আদর্শ স্থাপন করেন নাই। অন্তর্ধানের পরে তিনি এই সঙ্কল্পও করিলেন—কলিতে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজে আচরণ করিয়া ভজনের আদর্শ স্থাপন করিবেন (৪৷৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ বিচারপূর্বক যখন স্থির করিলেন—তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া, ব্যাসদেবের নিকটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি-অনুসারে, আপামর-সাধারণকে নির্বিচারে প্রেমভক্তি দান করিবেন এবং নিজে আচরণ করিয়া ভজনের আদর্শও স্থাপন করিবেন, তখনই তিনি স্থির করিলেন—এবার তিনি গৌর-রূপেই অবতীর্ণ হইবেন ; কারণ, এই গৌররূপেই তিনি অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী ; সুতরাং এই রূপেই তিনি যথেচ্ছভাবে প্রেম বিতরণ করিতে পারিবেন। আবার, এই গৌররূপটী ভক্তভাবময় বলিয়া নিজে আচরণ করিয়া ভজনের আদর্শ-স্থাপনও এই রূপেই সম্ভব।

দ্বাপরে শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণরূপে তিনি প্রেমভক্তি লাভের উপায়ের কথামাত্র উপদেশ দিয়াছেন—আপামর-সাধারণকে নির্বিচারে প্রেমভক্তি দেন নাই ; গৌরসুন্দর-রূপে তিনি প্রেমভক্তি-দানের সঙ্কল্প লইয়াই অবতীর্ণ হইলেন। আবার, দ্বাপরে ভজনের আদর্শও স্থাপন করেন নাই ; এবার ভজনের আদর্শ-স্থাপনের সঙ্কল্প লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইলেন। তাই অবতরণ-বিষয়ে শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণ অপেক্ষাও গৌরসুন্দর-কৃষ্ণের কৃপার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

৪। ঐশ্বর্যপ্রকাশে করুণার বৈশিষ্ট্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর—এই উভয়স্বরূপ হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের দুই প্রকাশ (২৷৮ক অনু দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই নরবপু, নরলীল, উভয়েরই নর-অভিমান। এজন্য তাঁহারা যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণ লোকদের অনেকেই তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করেন, তাঁহাদের ভগবত্তা জানিতে পারেন না। একথা শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা॥ ৯৷১১॥" এই অবস্থায়, যদি নর-লীল ভগবানের মধ্যে কখনও ঐশ্বর্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু নরলীল ভগবান্ নর-অভিমান-বিশিষ্ট বলিয়া নিজে কখনও ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন না ; প্রয়োজন অনুসারে লীলাশক্তি কখনও কখনও তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া থাকে। এইরূপে যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও ভগবদ্ধামাদি দেখিয়াছিলেন, ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেই নারায়ণাদির প্রকাশ, আবার শ্রীকৃষ্ণেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের প্রবেশ। কিন্তু এ-সমস্ত দেখিয়াছেন কেবল যশোদামাতা এবং ব্রহ্মা; সাধারণ লোক দেখিতে পায় নাই। যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা হয়, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, কিম্বা যাঁহার প্রতি লীলাশক্তির কৃপা হয়, তিনিই ভগবানের ঐশ্বর্যাদিও দর্শন করিতে পারেন।

যে কৃপার ফলে লোক নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট ভগবানের ঐশ্বর্যাদি দেখিতে পায়, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে সেই কৃপার অধিকতর বিকাশ দেখা গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌর—উভয়ের মধ্যেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ বিরাজিত, অথবা তাঁহারাই বিভিন্ন-ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে এই তথ্যটী যে ভাবে জানাইয়াছেন, শ্রীগৌররূপে তিনি তাহা অধিকতর সমুজ্জ্বলভাবে দেখাইয়াছেন—কেবল একজন-তুইজনকে নহে, বহু লোককে তাহা দেখাইয়াছেন। তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত পূর্বে (৫।৬-ক অনুচ্ছেদে এবং সপ্তম অধ্যায়ে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। স্বরূপ-প্রকাশে করুণার বৈশিষ্ট্য

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, "রসরাজ মহাভাব তুই একরূপ।" কিন্তু তাঁহার যথাদৃষ্ট সহজ অবস্থায় ইহা কেহ দেখিতে পায়েন নাই; কৃপা করিয়া তিনি যাঁহাকে তাহা দেখাইয়াছেন, একমাত্র তিনিই তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। পূর্বে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে—মহাপ্রভু তাঁহার এই স্বরূপটী রায়রামানন্দের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অপর কয়েকজন ভাগ্যবান্ ভক্তও প্রভুর এই স্বরূপের অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই ভাবে মহাপ্রভু যে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার করুণার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

৬। মাধুর্যে করুণার বৈশিষ্ট্য

করুণা স্বতঃই মধুর। যিনি অপরের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন, তিনিও আনন্দ অনুভব করেন; আর যিনি অপরের করুণা লাভ করেন, তিনিও আনন্দ অনুভব করেন।

ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সাধুদের পরিত্রাণ করেন; সাধুগণ এই করুণা অনুভব করেন, আস্বাদনও করেন। ধর্মসংস্থাপন করিয়া ভগবান্ ধর্মপ্রাণ লোকদের উপকার সাধন করেন; ধর্মপ্রাণ লোকগণ তাঁহার এই করুণা অনুভব এবং আস্বাদন করেন। সাধুদিগের পরিত্রাণের এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্‌কে অনেক সময়ে অসুরদিগের সংহার করিতে হয়; ইহাও অসুরদিগের প্রতি তাঁহার করুণা; যেহেতু, তিনি হতারি-গতিদায়ক বলিয়া তাঁহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন যে সকল অসুরের তিনি প্রাণ বিনাশ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি মুক্তি দিয়া থাকেন, সংসার-বন্ধন হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়া থাকেন; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা ভগবানের এই করুণা উপলব্ধি করিতে পারেন না; ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি শত্রুতাচরণই করা হইতেছে, নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাণ বিনাশের পরে যখন তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন, একমাত্র তখনই তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন—শত্রুতাচরণের ব্যপদেশে ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন; তখনই তাঁহারা ভগবানের করুণা অনুভব ও আস্বাদন করিতে পারেন, তৎপূর্বে নহে। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন কখনও এই করুণা অনুভব করিতে পারেন না; যেহেতু, তাঁহারা ঐ মুক্তির কথা জানিতে পারেন না; তাঁহারা মনে করেন—ভগবান্ তাঁহাদের আত্মীয়কে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করিয়াছেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কালেও অসুরদের প্রতি তাঁহার মুক্তিদায়িনী করুণা নিষ্ঠুরতার আবরণেই আচ্ছাদিত ছিল।

কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার করুণা সর্বদাই ছিল অনাবৃত। তখন তিনি অসুরদের প্রাণ বিনাশ করেন নাই, তাঁহাদের অসুরত্বের বিনাশ করিয়াছেন—চিত্তের যে কলুষবশতঃ তাঁহারা অসুর-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই কলুষ দূরীভূত করিয়া তাঁহাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন। একথাই পদকর্তা গাহিয়া গিয়াছেন—"রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিলে সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিলে, প্রাণে কারে না মারিলে, চিত্তশুদ্ধি করিলে সভার॥"

অন্যান্য অবতারে অসুরকে নিহত করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে মুক্তিমাত্র দিয়াছেন, কিন্তু প্রেমভক্তি দেন নাই, স্বীয় চরণ-সেবার অসমোর্ধ আনন্দ উপভোগের সৌভাগ্য তাঁহাকে দেন নাই; কিন্তু গৌররূপে তিনি কাহাকেও প্রাণেও বিনাশ করেন নাই—করিয়াছেন চিত্তশুদ্ধি; আর, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, সেই মুক্তিও দেন নাই—দিয়াছেন ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেমভক্তি, যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-চরণসেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারা যায়, "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী" হওয়া যায়। ইহাতে যে করুণার অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার মাধুর্য সকলেই অনুভব এবং আস্বাদন করিতে পারিয়াছে।

জগাই-মাধাইয়ের প্রসঙ্গ

জগাই-মাধাইয়ের কথা বিবেচনা করিলেই তাহা জানা যাইবে। মহাদুর্দান্ত, মহা অত্যাচারী, মহাপাপী জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিলেন; সে কথা শুনিয়া তাঁহাদের সংহারের উদ্দেশ্যে কি ভাবে মহাপ্রভু "চক্র চক্র" বলিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় কি ভাবে তাঁহারা প্রাণে বাঁচিলেন এবং প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন; তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে [৫।৬ খ (৪০)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

চক্রকে আহ্বান করিয়া প্রভু যেন জানাইলেন—অন্য অবতারে জগাই-মাধাইয়ের দুষ্কর্মের শাস্তি হইত—মৃত্যু, আর ভক্তিসুখ-গন্ধলেশহীন মুক্তি। কিন্তু এই অবতারে নির্বিচারে প্রেম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি-দানের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাই প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত জগাই-মাধাইয়ের ভাগ্যে লাভ হইল—স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং গৌরকৃপার মূর্তবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের দৃঢ় আলিঙ্গন, আর ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেমভক্তি। যে নিত্যানন্দের অঙ্গে মাধাই রক্তপাত করিয়াছেন, নরলীলার আবেশে সেই নিত্যানন্দ সেই মাধাইকে দিলেন নিজের সমস্ত সুকৃতি। আর যিনি বলিয়াছিলেন—তাঁহার অঙ্গ হইতেও নিত্যানন্দের অঙ্গ তাঁহার অধিক প্রিয়, সেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাতকারী জগাই-মাধাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করার জন্য ভক্তবৃন্দের নিকটে নিজে অনুরোধ করিলেন এবং জগাই-মাধাইকে নিজের সেবক বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত জগাই-মাধাই এবং জনসাধারণ গৌরের করুণার যে অপূর্ব এবং অপ্রত্যাশিত মাধুর্য অনুভব করিয়াছেন, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না। অন্য কোনও অবতারে করুণার এমন মাধুর্য বিকশিত হয় নাই।

৭। উল্লাসে করুণার বৈশিষ্ট্য

উল্লাস বলিতে উচ্ছ্বাস—প্রাচুর্যময় বিকাশ—বুঝায়। গৌর-করুণার অদ্ভুত বিকাশ সর্বত্রই। পূর্ববর্ণিত জগাই-মাধাইয়ের প্রসঙ্গেও তাহা দৃষ্ট হইয়াছে। আর এক অদ্ভুত বিকাশ দৃষ্ট হয় শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরের প্রসঙ্গে। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহাও কথিত হইতেছে।

শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরের প্রসঙ্গ

জন্মস্থান ও বংশপরিচয়

শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি, ১১শ অধ্যায়, ১১৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"বূঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস"। এই বূঢ়ন-গ্রাম প্রাক্তন যশোহর জেলায়।

"অদ্বৈতবিলাসে পরিশিষ্ট ৩১৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, শ্রীহরিদাস ঠাকুর ১৩৭২ শকে অগ্রহায়ণ মাসে খানাউল্লা কাজির গৃহে অবতীর্ণ হয়েন এবং কয়েকমাস পরে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছিলেন। গৌ. বৈ. অ. তৃতীয় খণ্ড, ১৪০৯ পৃঃ।"

শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—"জাতি-কুল সর্ব নিরর্থক দেখাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥ অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়। তথাপি সে-ই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে। কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥ এ-সকল বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে। জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥ চৈ. ভা. আদি, ১১শ, ১২৬ পৃঃ।" এই বিবরণ হইতেও জানা গেল—যবনকুলেই শ্রীলহরিদাসের জন্ম হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে আরও জানা যায়, যবন-সন্তান হইয়া হরিদাস হরিনাম করিতেছিলেন বলিয়া কাজির প্ররোচনায় যখন তাঁহাকে যবন-মুলুকপতির দরবারে নেওয়া হইয়াছিল, তখন মুলুকপতি হরিদাসকে বলিয়াছিলেন—"কেনে ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন। তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন॥ আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তাহা তুমি ছোড় হই **মহাবংশজাত**॥ জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার। পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার॥ না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার। সে পাপ ঘুচাহ করি কল্‌মা উচ্চার॥ চৈ. ভা. আদি, ১১ শ, ১২০ পৃঃ॥” এই বিবরণ হইতেও জানা যায়—হরিদাসঠাকুর যবনকুলেই জন্মিয়াছিলেন। যবন-মুলুকপতি নিজের যবন-বংশকে “মহাবংশ” বলিয়াছেন এবং সেই বংশে জন্ম বলিয়া হরিদাসকে “মহাবংশজাত” বলিয়াছেন।

কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (৯৩) বলিয়াছেন, হরিদাসঠাকুর পূর্বজন্মে ছিলেন ঋচীকমুনির পুত্র, তখন তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। পিতাকে অধৌত তুলসী দিয়াছিলেন বলিয়া পিতৃশাপে যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীল মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় (১।৪।৭-১২) লিখিয়াছেন—শ্রীল হরিদাস পূর্বজন্মে ছিলেন রামমুনির পুত্র, পিতাকে অধৌত তুলসী দেওয়ায় পিতৃশাপে যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কর্ণপূর ও মুরারিগুপ্ত—উভয়েই হরিদাসঠাকুরকে দেখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—হরিদাসঠাকুর নিজেই নিজের “হীন জাতিতে”, “ম্লেচ্ছকুলে” জন্মের কথা বলিয়াছেন। “হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর। * * বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হৈয়া॥ চৈ. চ. ৩।১১।২৬-২৯॥”

প্রাচীন চরিতকারদের কথিত এ-সকল বিবরণ হইতে জানা যায়—যবন-কুলেই শ্রীল হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল।

মতান্তর। “কাহারও মতে ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম—সুমতি ও মাতার নাম—গৌরী। শৈশবে পিতামাতার পরলোকগমন হইলে প্রতিবেশী মুসলমানকর্তৃক পালিত হন বলিয়া যবন হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন।—গৌ. বৈ. অ. তৃতীয় খণ্ড। ১৪০৮-৯ পৃঃ॥” কিন্তু প্রাচীন চরিতকারদের কেহই যে এ-কথা বলেন নাই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ

(১) বেণাপোলে

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন (চৈ. চ. অন্ত্য, ৩য় পরিচ্ছেদে)—হরিদাসঠাকুর নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া (যশোহর জেলার অন্তর্গত) বেণাপোল-নামক স্থানে আসিয়া এক নির্জন বনমধ্যে একটী কুটীর নির্মাণ করিয়া, কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কুটীরের সম্মুখে একটী তুলসীমঞ্চ ছিল; তিনি নিত্য তুলসী সেবা করিতেন এবং প্রতিদিন অন্ততঃ তিন লক্ষ নাম কীর্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল মাসে কোটি নামগ্রহণ। ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার প্রভাবে তত্রত্য সকল লোকই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিত।

সে-স্থানের ভূম্যধিকারী ছিলেন "বৈষ্ণবদ্বেষী পাষণ্ডি-প্রধান" রামচন্দ্র খান। তিনি—"হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে। তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥ কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়। বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥ বেশ্যাগণে কহে—এই বৈরাগী হরিদাস। তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ॥ বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী। সেই কহে—তিন দিবসে হরিব তার মতি॥ খান কহে—মোর পাইক যাউক তোমার সঙ্গে। তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥ বেশ্যা কহে—মোর সঙ্গ হউক একবার। দ্বিতীয়ে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥ চৈ. চ. ৩।৩।৯৫-১০০॥"

রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুসজ্জিত হইয়া হরিদাসের বাসায় গেলেন। তুলসীকে নমস্কার করিয়া হরিদাসের কুটীরের দ্বারে গেলেন এবং হরিদাসকে নমস্কার করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং "অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখাই বসিলা দুয়ারে॥" তিনি তখন সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর! তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন। তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥ তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন। তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥ হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার। সংখ্যানাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥ তাবৎ তুমি বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন। নাম-সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥ চৈ. চ. ৩।৩।১০৪-৭।"

হরিদাস বলিলেন—"আমার সংখ্যানাম সমাপ্ত হইলে, তোমার যে মন (বাসনা) হয়, তাহা আমি (পূর্ণ) করিব।"

রমণী বসিয়া নামকীর্তন শুনিতে লাগিলেন; প্রাতঃকাল হইয়া গেল; হরিদাসের নামসংখ্যা পূর্ণ হইল না। প্রাতঃকাল দেখিয়া রমণী উঠিয়া গিয়া রামচন্দ্র খানের নিকটে সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

পরের দিনও রাত্রিকালে সেই রমণী হরিদাসের নিকটে আসিলেন। হরিদাস তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লইবে মোর। অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥ তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন। নামপূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥ চৈ. চ. ৩।৩।১১২-১৩॥"

হরিদাসের কথাগুলির মধ্যে গূঢ় রহস্য আছে—"আমার নামসংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার মনও পূর্ণ হইবে"—মন পূর্ণ হইলে ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা থাকে না।

রমণী দ্বারে বসিয়া নামকীর্তন শুনিতেছেন, আর মুখে "হরি হরি" বলিতেছেন। এই দিনও রাত্রি শেষ হইয়া গেল; রমণী "উষিমিষি" করিতে লাগিলেন। তাঁহার রীতি দেখিয়া হরিদাস তাঁহাকে বলিলেন—"কোটিনাম গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে। এই দীক্ষা করিয়াছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৈল আসি শেষে॥ 'আজি সমাপ্তি হইবে' হেন জ্ঞান ছিল। সমস্ত রাত্রি নিল নাম, সমাপ্তি করিতে নারিল॥ কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ। স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥ চৈ. চ. ৩।৩।১১৬-১৮ ॥"

রমণী উঠিয়া গেলেন, রামচন্দ্র খানকে সমস্ত জানাইলেন। পরের দিনও তিনি আসিয়া তুলসীকে ও হরিদাসকে নমস্কার করিয়া দ্বারে বসিয়া নামকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন এবং মুখে "হরি হরি" বলিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিলেন—"নাম পূর্ণ হবে আজি—বোলে হরিদাস। তবে পূর্ণ করিব আজি তোমার অভিলাষ॥" এ-দিনও রাত্রিশেষ হইয়া গেল। কিন্তু "ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥ দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে। রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে—॥ বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার। কৃপা করি কর মো-অধমের নিস্তার॥ ঠাকুর কহে—খানের কথা সব আমি জানি। অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি॥ সেইদিন আমি যাইতাঙ এ-স্থান ছাড়িয়া। তিনদিন রহিলাঙ তোমা নিস্তার লাগিয়া॥ বেশ্যা কহে—কৃপা করি কর উপদেশ। কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভবক্লেশ॥ ঠাকুর কহে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান। এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥ নিরন্তর নাম লও, কর তুলসী-সেবন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ এত বলি তারে নাম উপদেশ করি। উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরি হরি'॥ তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল। গৃহবিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥ মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে। রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥ তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ উপবাস। ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত। বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান ত॥ বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার॥ হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥ চৈ. চ. ৩।৩।১২২-৩৫ ॥"

(২) চান্দপুরে ও সপ্তগ্রামে

হরিদাসঠাকুর বেণাপোল হইতে চান্দপুরে (নামান্তর কৃষ্ণপুর) আসিলেন। চান্দপুর হইতেছে সপ্তগ্রামের সন্নিহিত একটী গ্রাম। সপ্তগ্রাম ছিল প্রাচীনকালের একটী মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী (ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ত্রিশ বিঘা—বর্তমান আদি-সপ্তগ্রাম—ষ্টেশনের নিকটবর্তী)। সেই সময়ে সপ্তগ্রামের অধিপতি ছিলেন হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস নামে দুই সহোদর; কনিষ্ঠ গোবর্ধনদাসের পুত্রই প্রসিদ্ধ শ্রীলরঘুনাথ দাসগোস্বামী। হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের পুরোহিত শ্রীলবলরাম আচার্য চান্দপুরে বাস করিতেন। তিনি ছিলেন পরমভক্তিমান্ এবং "হরিদাসের কৃপাপাত্র।" হরিদাসঠাকুর চান্দপুরে গিয়া এই বলরাম আচার্যের গৃহেই উপনীত হইলেন। বলরাম আচার্য অতি যত্নের সহিত হরিদাসকে সেই গ্রামে রাখিলেন। হরিদাস সে-স্থানে "নির্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন। বলরামাচার্য্যগৃহে ভিক্ষানির্ব্বাহণ॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৬০॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন গোবর্ধনদাসের পুত্র "রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন। হরিদাস ঠাকুরে যাই করে দরশন॥ হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে। সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥ ঐ ৩।৩।১৬১-৬২॥"

একদিন বলরাম আচার্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া হরিদাসকে হিরণ্যদাস-গোবর্ধন-দাসের সভায় লইয়া আসিলেন। হরিদাস "ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান। পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥ অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন। দুই ভাই মহা-পণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥ হরিদাসের গুণ সভে কহে পঞ্চমুখে। শুনিঞা দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৬৫-৬৭॥"

হরিদাসঠাকুরকে দেখিয়া "নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥ কেহো বোলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়। কেহো বোলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥ হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে। নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥ (তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীল হরিদাস "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা"-ইত্যাদি ভা. ১১।২।৪০-শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন। তাহার পরে বলিলেন) আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ। তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥ * *॥—যৈছে সূর্য্যের উদয়। উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥ চোর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়-ত্রাস। উদয় হৈলে ধর্ম্মকর্ম্ম-মঙ্গল প্রকাশ॥ তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়। উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়। মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে। যেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥ (শ্রীল হরিদাস এ-স্থলে "ম্রিয়মাণো হরের্নাম"-ইত্যাদি ভা. ৬।২।৪৯ এবং "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য"-ইত্যাদি ভা. ৩।২৩।১৩—এই শ্লোকদ্বয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন)। চৈ. চ. ৩।৩।১৬৮-৭৭॥"

শ্রীল হরিদাসঠাকুরের উল্লিখিত উক্তিগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। "আভাস"-শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে; এক—ঈষদুন্মেষ, অসম্যক্ প্রকাশ। যেমন লৌকিক জগতে কাহারও উক্তি শুনিয়া কখনও কখনও আমরা বলিয়া থাকি—ইনি যাহা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই একটু "আভাস" দিলেন (সামান্য কিছু জানাইলেন); আবার কেহ কেহ গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে গ্রন্থের পূর্বভাস লিখেন, অর্থাৎ গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে তাহার "আভাস" (গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য) লিখিয়া থাকেন। এ-সমস্ত স্থলে "আভাস" বলিতে অসম্যক্ প্রকাশ বা ঈষৎ প্রকাশই বুঝায়। "আভাস"-শব্দের আর একটী অর্থ আছে—নামাভাস-প্রসঙ্গে, ভগবন্নামের আভাস। "অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় 'নামাভাস'॥ চৈ. চ. ৩।৩।৫৪॥" অর্থাৎ নামী ভগবানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যদি ভগবানের নাম উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে "নামাভাস"—ভগবানের নামাভাস। যেমন, আসন্ন-মৃত্যু অজামিল তাঁহার নারায়ণ-নামক পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া ডাকেন নাই; এ-স্থলে অজামিলের উচ্চারিত "নারায়ণ"-নাম হইতেছে "নামাভাস।" ইহাই বাস্তবিক নামাভাসের পারিভাষিক অর্থ।

"আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ। তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৭১॥"-এই উক্তির সমর্থনে শ্রীল হরিদাসঠাকুর একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন —"অংহঃ সরহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য। তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।—তরণি (সূর্য) যেমন অন্ধকার-সমুদ্রকে দূরীভূত করে, তদ্রূপ শ্রীহরির জগন্মঙ্গল নাম একবারমাত্র উদিত হইলেই লোকের সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া জয়যুক্ত হয়।" হরিদাসঠাকুর নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন—"যৈছে সূর্য্যের উদয়। * * উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৭৩-৭৫॥"—পূর্বোদ্ধৃত পয়ারসমূহে। এ-স্থলে তিনি বলিয়াছেন—সূর্য্যের "উদয় না হৈতে আরম্ভে (অর্থাৎ সূর্যোদয়ারম্ভে যেমন) তমের হয় ক্ষয়", "তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়॥" আবার, যেমন সূর্যের "উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মঙ্গল প্রকাশ", তেমনি শ্রীহরিনামের "উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥" এ-স্থলে হরিদাসঠাকুর বলিয়াছেন—জিহ্বায় নামের উদয় হওয়ার পূর্বেই, নামোদয়ের আরম্ভেই (অর্থাৎ ভগবন্নাম গ্রহণ করার সঙ্কল্পমাত্রেই) পাপাদির ক্ষয় হয় (ইহার হেতু বোধ হয় এই যে, নামগ্রহণের সঙ্কল্পমাত্রেই চিত্তে নামের স্মৃতি জাগ্রত হয়, নামস্মৃতির ফলেই পাপাদির ক্ষয় হয়); দৃশ্যমান্‌ভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যের কিরণ প্রকাশিত হইলেই যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ। এ-স্থলে "নামোদয়ারম্ভকে" নামের পূর্বোল্লিখিত প্রথম রকমের আভাস—ঈষদুন্মেষ—বলা যায়। কেননা, শ্রীমন্মহাপ্রভু সুবুদ্ধিরায়কে বলিয়াছিলেন—"নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥ এক **নামাভাসে** তোমার পাপদোষ যাবে। আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৫১-৫২॥" এ-স্থলে পারিভাষিক নামাভাসের কোনও প্রসঙ্গ নাই; যেহেতু, "অন্য সঙ্কেত" নাই। ইহাতে বুঝা যায়, নামোদয়ারম্ভকেই প্রভু নামাভাস—নামের ঈষদুন্মেষ—বলিয়াছেন। সুতরাং এই অর্থে, অর্থাৎ নামের ঈষদুন্মেষ অর্থে নামোদয়ারম্ভকেও নামাভাস বলা যায়। এই এক-রকমের নামাভাসের কথা বলিয়া, শ্রীল হরিদাস "ম্রিয়মাণো হরের্নাম"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া পারিভাষিক নামাভাসের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—অজামিলের প্রসঙ্গে। যাহা হউক, হরিদাস-ঠাকুরের এই উক্তির পরে সেই সভায় কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে।

সেই সভায় তখন গোপালচক্রবর্তী নামে "পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন" একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের কর্মচারী—আরিন্দা। হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাস নবাব-সরকারে বার্ষিক বারলক্ষ টাকা খাজানা দিতেন। এই বারলক্ষ টাকা নবাব-সরকারে দেওয়ার ভার ছিল গোপালচক্রবর্তীর উপরে; এজন্য সাধারণতঃ তিনি বাঙ্গালার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎকালীন রাজধানী গৌড়েই থাকিতেন। হরিদাসঠাকুর বলিয়াছেন—নামাভাসেই মুক্তি হয়; কিন্তু গোপালচক্রবর্তীর তাহা সহ্য হইল না। "রুষ্ট হঞা বোলে সে-ই সরোষ-বচন—। ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥ কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥ হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয়॥ শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥ ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়। অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি ছোঁয়॥ (এ-স্থলে "ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধি"-ইত্যাদি হরিভক্তি-সুধোদয়ের ১৪।৩৬-শ্লোকটি উল্লিখিত হইয়াছে)। বিপ্র কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়। তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়। হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়। তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়॥ শুনি সব সভার লোক করে হাহাকার। মজুমদার * সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥ বলাই-পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন—। ঘট-পটিয়া মূর্খ তুঞি ভক্তি কাহাঁ জান॥ হরিদাস-ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান। সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥ এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা। মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥ সভাসহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে। হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে॥ তোমা সভার কি দোষ, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন॥ তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব। কোথা হৈতে জানিবেক এই সব তত্ত্ব॥ যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সভার। আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হয় কাহার॥ তবে সে হিরণ্যদাস নিজঘর আইলা। সেই ত ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈলা॥ তিনদিন ভিতরে সে বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল॥ অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥ চম্পক-কলিকাসম হাতপায়ের অঙ্গুলি। কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥ দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার। হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার॥ যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল। তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥ ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে। কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥ বিপ্রের কুষ্ঠ শুনি হরিদাস দুঃখী হৈলা। বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৮১-২০১॥"

(৩) **শান্তিপুরে**

চান্দপুর হইতে হরিদাসঠাকুর শান্তিপুরে (নদীয়া জেলায়) শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে আসিলেন। অদ্বৈতাচার্য অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বাসের জন্য "গঙ্গাতীরে গোঁফা করি নির্জনে তাঁরে দিল। ভাগবত গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল॥ আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ। দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন॥ চৈ. চ. ৩।৩।২০৩-৪॥"

একদিন—"হরিদাস কহে—গোসাঞি করোঁ নিবেদন। মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন॥ মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ। নীচে আদর কর, না বাসহ ভয়-লাজ॥

* মজুমদার—হিরণ্যদাস মজুমদার এবং গোবর্ধনদাস মজুমদার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বাসেঁ। ভয়। সেই কৃপা করিবে, যাতে মোর রক্ষা হয়॥ আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়। সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥ 'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজন।' এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥ চৈ. চ. ৩।৩।২০৫-১০॥" (পরবর্তী ৭-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য "জগত-নিস্তার লাগি করয়ে চিন্তন—। অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন॥ কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল। জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥ হরিদাস করে গোঁফায় নামসঙ্কীর্তন। কৃষ্ণঅবতীর্ণ হয়ে—এই তার মন॥ দুই জনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার। নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার॥ চৈ. চ. ৩।৩।২১০-১৩॥"

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে সাধারণ সংসারী জীবের কৃষ্ণবহির্মুখতা এবং বিষয়-সুখে তন্ময়তা দেখিয়া অদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তগণের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। জীব কিসে এই সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, কিসে জীব ভগবানের সহিত তাহার স্বরূপগত-সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, পরমকরুণ অদ্বৈতাচার্য সে-বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, যদি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলেই জীব এই দুর্দশা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা স্মরণ করিয়া এবং "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব (৭।১৩ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)" এই কথা স্মরণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতারিত করাইবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিনিয়ত গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে এবং অবতরণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুরও সেই উদ্দেশ্যে নাম-সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। এই দুইজনের ভক্তির আকর্ষণে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন এবং নাম-প্রেম প্রচার করিয়া জীবদিগকে কৃতার্থ করিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—অদ্বৈতাচার্য যুগাবতারাদির অবতরণের জন্য প্রার্থনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্য প্রার্থনা করিলেন কেন? আবার, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ না হইয়া গৌরকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন কেন?

ইহার উত্তর বোধহয় এই। শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয়, প্রিয়ত্ব-বস্তুটী স্বরূপতঃ পারস্পরিক বলিয়া জীবও তাঁহার প্রিয়, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য এবং এই কর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জীবের মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে প্রেম—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা (১৬।২-অনু দ্রষ্টব্য) মায়াবদ্ধ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে বলিয়া এ-সমস্ত কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানে না, মায়ার কবলে পতিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদির সুখের জন্যই লালায়িত, তদতিরিক্ত কোনও সুখ আছে বলিয়াও মনে করে না। শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র সুখ এবং একমাত্র প্রিয়-একথা কেহ বলিলেও মায়ামুগ্ধ-জীব তাহা বিশ্বাস করে না। সাধন-ভজনের উপদেশ কেহ দিলেও জীব তাহা গ্রাহ্য করে না। তাহার একটী বিশেষ প্রমাণ এই যে, গত দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"-ইত্যাদি বাক্যে জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন—কি ভাবে জীব তাঁহার সহিত তাহার স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি জীবের তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই। উপদেশে এ-সমস্ত জীবের কোনও কাজ হইবে না। যুগাবতারাদি আসিলেও তো সাধন-ভজনের উপদেশই দিবেন; কিন্তু এ-সমস্ত জীব সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। যুগাবতারাদি কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না; একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রেম দিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ যদি দয়া করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে তিনি প্রেম দিতে পারিবেন। এ-সমস্ত ভাবিয়াই বোধহয় অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

কিন্তু আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দান করেন সত্য; কিন্তু তিনি তো যাহাকে-তাহাকে প্রেম দেন না; যাহার পাপ-পুণ্যরূপ কর্মফল আছে, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে, তাহাকে তিনি প্রেম দেন না। যথাবিহিত সাধন-ভজনের ফলে পাপ-পুণ্যাদি এবং ভুক্তিমুক্তি-বাসনাদি দূরীভূত হইলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রেম পাওয়া যায়। মায়াবদ্ধ এবং দেহসুখ-সর্বস্ব জীব তো সাধন-ভজন করিবে না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ জীবসমূহকে প্রেম দিবেন না; অতএব, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেও দেহসুখ-সর্বস্ব জীবের উদ্ধার কিরূপে হইবে? দেহসুখ-সর্বস্ব জীব তো সাধন-ভজন করিবে না?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন—দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্যামকৃষ্ণ নির্বিচারে কাহাকেও প্রেম দেন নাই সত্য; কিন্তু ব্যাসদেবের নিকটে তিনি বলিয়াছেন—"অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥—হে ব্যাসদেব! এই (ব্রজেন্দ্র-নন্দন) আমিই কোনও কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকি এবং পাপহত লোকদিগকেও হরি-ভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি—অর্থাৎ পাপহত লোকদিগকেও হরিভক্তি বা প্রেমভক্তি আমি দিয়া থাকি।"—শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে জানা যায়—কোনও কোনও কলিতে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পাপীতাপীকেও—নির্বিচারে সকলকেই—প্রেমভক্তি দিয়া থাকেন, তাহাদের পাপাদির, সাধনভজনাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি প্রেম দিয়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য বোধ হয়—শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির ভরসাতেই মনে করিলেন—"এখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো কলিকাল ; যদি তাঁহার চরণে তাঁহার নিত্যদাস এবং তাঁহার প্রিয় সংসারী জীবের দুঃখের কথা নিবেদন করা যায়, তাহা হইলে, যে-স্বরূপে কোনও কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নির্বিচারে প্রেমদান করেন বলিয়া ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন, সেই স্বরূপে —তিনি দয়া করিয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন। তিনি যে জীবের একমাত্র প্রিয় ; তিনি ব্যতীত জীবের আর কে আছে, জীবের দুর্দশার কথা শুনিয়া যাহার প্রাণ কাঁদিতে পারে? এ-সমস্ত ভাবিয়াই বোধ হয় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন এবং তাঁহার এবং শ্রীল হরিদাসের প্রার্থনায় তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; শ্রীচৈতন্য হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নির্বিচারে প্রেমদানের উপযোগী স্বরূপ।

(৪) শান্তিপুরে মায়াদেবীর প্রসঙ্গ

"একদিন হরিদাস গোঁফাতে বসিয়া। নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া॥ জোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিশা সুনির্ম্মল। গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল॥ দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডীর উপর। গোঁফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥ হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা। তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥ তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিগ আমোদিত। ভূষণধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥ আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার। তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোঁফাদ্বার॥ যোড়হাথে হরিদাসের বন্দিল চরণ। দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন—॥ জগতের বন্দ্য তুমি রূপ-গুণবান্। তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥ মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়। দীনে দয়া করে—এই সাধু-স্বভাব হয়। এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ। যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ॥ চৈ. চ. ৩।৩।২১৬-২৫॥"

বেণাপোলের রমণীকে হরিদাস যাহা বলিয়াছিলেন, এই রমণীকেও তাহাই বলিলেন— "আমার নামসংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার প্রীতি আচরণ করিব ; তাবৎকাল দ্বারে বসিয়া নামকীর্তন শুন।" রমণী তাহাই করিতে লাগিলেন। বেণাপোলেরই মত ক্রমশঃ দুই রাত্রি শেষ হইয়া গেল, হরিদাসের নামসংখ্যা পূর্ণ হয় না। তৃতীয় দিবসের শেষ রাত্রিতে সেই রমণী হরিদাসকে বলিলেন—"তিন দিন বঞ্চিলে আমা করি আশ্বাসন। রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম সমাপন॥ হরিদাসঠাকুর কহে—আমি কি করিব। নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িব। চৈ. চ. ৩।৩।২৩৫-৩৬॥"

তখন সেই রমণী হরিদাসঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আমি মায়া, করিতে আইলাঙ্ পরীক্ষা তোমার॥ ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সভারে মোহিল। একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥ মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে। তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণনাম-শ্রবণে॥ চিত্ত মোর শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে। কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে॥ * * পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে। তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥ মুক্তি-হেতু 'তারক'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় রামনাম। কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে—করে প্রেমদান॥ কৃষ্ণনাম দেহ সেবোঁ, কর মোরে ধন্যা। আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা। এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ। হরিদাস কহে—কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥ উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত। চৈ. চ. ৩।৩।২৩৭-৪৭॥"

সর্বশেষে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বরূপগোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল। রঘুনাথদাস মুখে যে-সব শুনিল॥ সেই সব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া। চৈতন্য-কৃপায় লেখিল ক্ষুদ্র জীব হঞা॥ চৈ. চ. ৩।৩।২৫৬-৫৭॥"

মহাপ্রভুর জন্মদিনেও যে হরিদাসঠাকুর শান্তিপুরে ছিলেন, কবিরাজগোস্বামীর উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল ; গ্রহণকে উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে কীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুরের সহিত অদ্বৈতাচার্যও নিজ গৃহে কীর্তন করিয়া পরে গঙ্গায় গেলেন। "নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি হইল উদয়। * * সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে, নৃত্য করে আনন্দিত হৈয়া। হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তনরঙ্গে, কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥ দেখি উপরাগরাশি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি, আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান। * * জগৎ আনন্দময়, দেখি মন সবিস্ময়, ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস—। তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥ চৈ. চ. ১।১৩।৯৭-১০০॥" এ-স্থলে শ্রীল হরিদাস বোধ হয় ভঙ্গীতে জানাইলেন—"আচার্যগোসাঞি! তবে কি তোমার আরাধনের ধন আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোথাও আবির্ভূত হইলেন? নচেৎ সর্বত্র এত আনন্দ কেন?"

সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখনও হরিদাস শান্তিপুরে ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য আহারের জন্য যখন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুকে গৃহের ভিতরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করিলেন, তখন মহাপ্রভু মুকুন্দ ও হরিদাসকেও তাঁহার সঙ্গে আহারের জন্য ডাকিয়াছিলেন। তখন "হরিদাস কহে—মুঞি পাপিষ্ঠ অধম। বাহিরে একমুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥ চৈ. চ. ২।৩।৬০॥"

আবার, মহাপ্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাওয়ার উপক্রম করিলেন, তখন—"হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন—॥ নীলাচল চলিলে তুমি মোর কোন্ গতি। নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি॥ মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন। কেমনে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন॥ প্রভু কহে—কর তুমি দৈন্য সংবরণ। তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥ তোমালাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন। তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥ চৈ. চ. ২।৩।১৯০-৯৪॥"

(৫) নীলাচলে

দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পরে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া যখন গৌড়ীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে গিয়াছিলেন, শ্রীল হরিদাসও তখন তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। প্রভুর বাসস্থান গম্ভীরার দক্ষিণ দিকে পুষ্পোদ্যানে এক নিভৃত কুটীরে প্রভু তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন, আর বলিলেন—"এই স্থানে রহ—কর নামসঙ্কীর্ত্তন। প্রতিদিন আমি আসি করিব মিলন॥ মন্দিরের চক্র দেখি করহ প্রণাম। এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥ চৈ. চ. ২।১১।১৭৮-৭৯॥" ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ হরিদাস নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া জগন্নাথমন্দিরে, কিম্বা গম্ভীরায়ও যাইতেন না। প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ প্রতিদিন হরিদাসকে প্রসাদান্ন দিয়া যাইতেন। প্রতিদিন পূর্বাহ্ণে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু সোজাসুজি হরিদাসের কুটীরে আসিতেন এবং মধ্যাহ্ন পর্যন্ত থাকিয়া কৃষ্ণকথার আলাপন করিতেন।

প্রভু প্রীতিভরে হরিদাসকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেন; কিন্তু হরিদাস পেছনের দিকে সরিয়া যাইতেন, আর বলিতেন—"প্রভু, আমি অস্পৃশ্য পামর; আমাকে ছুঁইও না।" প্রভু বলিতেন—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥ ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ-দান॥ নিরন্তর কর চারিবেদ অধ্যয়ন। দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥ চৈ. চ. ২।১১।১৭৪-৭৬॥" এ-সমস্ত হইতেছে নাম-সঙ্কীর্তনের মহিমা। মহাপ্রভু তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক বলিলেন—"অহো বত শ্বপচোঽত গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ভা. ৩।৩৩।৭॥—দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবকে বলিয়াছিলেন—যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান থাকে, সেই ব্যক্তি শ্বপচ হইলেও তিনি পূজ্য হয়েন। যাঁহারা তোমার নাম কীর্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করিয়াছেন এবং তাঁহারাই বেদ-সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন।"

রথযাত্রাকালে হরিদাস রথারূঢ় জগন্নাথকে দর্শন করিতেন, রথের অগ্রভাগে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য কীর্তন করিতেন।

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে অন্য ভক্তবৃন্দের সহিতও প্রভু হরিদাসের কুটীরে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন।

অ। উচ্চকীর্তনের, নামাভাসের ও নামাক্ষরের মহিমা

হরিদাসের মুখে স্বীয় অবতরণের গূঢ় উদ্দেশ্য প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে একদিন মহাপ্রভু হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিদাস! কলিকালে যবন অপার। গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহা দুরাচার॥ ইহাসভার কোন্ মতে হইবে নিস্তার। তাহার হেতু না দেখিয়ে—এ-দুঃখ অপার॥ হরিদাস কহে—প্রভু চিন্তা না করিহ। যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে। 'হারাম হারাম' বোল কহে নামাভাসে॥ মহাপ্রেমে ভক্ত কহে—'হা রাম হা রাম।' যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম॥ যদ্যপি অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় 'নামাভাস'। তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ অজামিল পুত্র বোলায় বলি 'নারায়ণ।' বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন॥ 'রাম' দুই অক্ষর ইহাঁ নহে ব্যবহিত। প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥ নামের অক্ষরসভের এই ত স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ নামাভাস হৈতে হয় সর্বপাপক্ষয়। নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥ নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি। শ্রীভাগবতে তাহাঁ অজামিল সাক্ষী॥ চৈ. চ. ৩।৩।৪৯-৬০॥" তাঁহার উক্তির সমর্থনে হরিদাস শাস্ত্রপ্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

এ-স্থলে হরিদাসঠাকুর বলিলেন—"নামের অক্ষরসভের এই ত স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥" অর্থাৎ ভগবন্নামের অক্ষরসমূহের স্বভাব—স্বরূপগতধর্মই—এইরূপ যে, নামের অক্ষরগুলি যদি অন্য কোনও শব্দ বা অক্ষর দ্বারা বব্যহিতও হয় (নামের অক্ষরগুলির মধ্যে অন্য কোনও শব্দ বা অক্ষর থাকিয়া নামের অক্ষরগুলির পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানও জন্মায়), তাহা হইলেও নামের অক্ষরগুলির প্রভাব বা মহিমা নষ্ট হয় না। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

স্বীয় উক্তির সমর্থনে হরিদাসঠাকুর পদ্মপুরাণের একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্। তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥—হে বিপ্র! ভগবানের একটী নাম প্রসঙ্গবশতঃ যাঁহার বাক্যমধ্যেও প্রবৃত্ত হয়, কথঞ্চিৎ মনকে স্পর্শ করিলেও, কিঞ্চিৎ শ্রুত হইলেও—সেই নাম শুদ্ধবর্ণ ই হউক (যেমন কৃষ্ণ), কি অশুদ্ধ-বর্ণই হউক (যেমন কৃস্ন, কৃষ্ট, কিষ্ট, কিষ্ণ ইত্যাদি); অথবা সেই নাম (নামের অক্ষরগুলি) যদি অন্য কোনও শব্দ বা অক্ষরের দ্বারা ব্যবধান-রহিত হয় (যেমন 'নারায়ণ-শব্দের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পরে প্রসঙ্গবশতঃ আপতিত অন্য শব্দের উচ্চারণের পরে নামের অবশিষ্ট অংশ উচ্চারিত হইলে "নারায়ণ"-শব্দটীর অক্ষরগুলির মধ্যে অন্য শব্দ ব্যবধান জন্মাইবে; এইরূপ ব্যবধান যদি না থাকে), অথবা নামের অক্ষরগুলি অন্য শব্দ বা অক্ষরের দ্বারা যদি ব্যবহিতও হয় (যেমন নামের কিঞ্চিৎ বা কিছু অংশ উচ্চারণের পরে কোনওরকমে আপতিত অন্য শব্দের উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে নামের অবশিষ্টাংশ উচ্চারণ করিলে এই অন্যশব্দের দ্বারা নামের অক্ষরগুলি ব্যবহিত হইয়া পড়িবে; এইরূপ ব্যবহিতও যদি হয়), এবং রহিত (নামের কিছু অংশ উচ্চারণের পর অন্য শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে নামের অবশিষ্টাংশ যদি উচ্চারিত না-ও হয়; নাম কিছু অংশ-রহিত) হইলেও, সেই নাম সেই লোককে সমস্ত পাপ হইতে, সমস্ত অপরাধ হইতে এবং সংসার হইতেও যে উদ্ধার করে, ইহা সত্যই। এতাদৃশ নাম যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ যদি দেহ-ভরণাদির উদ্দেশ্যে সেই নাম বিন্যস্ত হয়), তাহা হইলে সেই নাম ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয় না (শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

পদ্মপুরাণের উল্লিখিত শ্লোকটী পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১১।২৮৯) উদ্ধৃত হইয়াছে; সে-স্থলে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত "নামৈকং যস্য বাচি"-ইত্যাদি শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী শ্লোকটী হইতেছে—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ ১১।২৮৮ ॥—যাঁহাদের নামাপরাধ আছে, ভগবন্নামসমূহই তাঁহাদের সেই অপরাধ হরণ করে। অবিশ্রান্ত প্রযুক্ত (অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে সর্বদা কীর্ত্তিত) নামসমূহই অর্থকর হইয়া থাকে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"যস্মাৎ অবিশ্রান্তং সততং প্রযুক্তানি কীর্ত্তিতানি সন্তি, তানি নামান্যেবার্থকরাণি সর্ব্বপ্রয়োজনসম্পাদকানি॥— যেহেতু সর্বদা কীর্ত্তিত নামসমূহই অর্থকর অর্থাৎ সর্বপ্রয়োজন-সম্পাদক (—অপরাধ-নাশক, মুক্তিদায়ক, প্রেমদায়ক) হইয়া থাকে।" ইহার পরে "নামৈকং যস্য বাচি"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকা আরম্ভ করিয়া শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—

"এতদেব পরিপোষয়ন্ নামকীর্ত্তনে লাভপূজাখ্যাত্যর্থতাং পরিত্যজয়তি নামৈকমিত্যাদি (অর্থাৎ, অবিশ্রান্ত-নামকীর্তনেই সর্বপ্রয়োজন-সিদ্ধি-নামাপরাধ-খণ্ডনও—হইতে পারে, এই তথ্যের পরিপোষণের নিমিত্ত, 'নামৈকং যস্য বাচি'-ইত্যাদি শ্লোকে, লাভ-পূজা-খ্যাতি প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নামকীর্তন পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। তাৎপর্য—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্তন করিলে অপরাধ-খণ্ডনাদি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না)। বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি (প্রসঙ্গক্রমে বাক্যমধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও; অর্থাৎ যদি কোনও বিষয়ে কথাবার্তার প্রসঙ্গে ভগবানের একটী নাম বাক্যমধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপিও)। স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি (অর্থাৎ ভগবন্নাম মনকে কথঞ্চিৎ—কিঞ্চিন্মাত্র—স্পর্শ করিলেও)। শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি (ভগবন্নামের কিঞ্চিৎ—সম্পূর্ণাংশও নহে—শ্রুত হইলেও)। শুদ্ধবর্ণং বাশুদ্ধবর্ণমপি বা (সেই নাম শুদ্ধবর্ণ হইলেও, অথবা অশুদ্ধবর্ণ হইলেও)। ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণনারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ [অন্য কোনও শব্দদ্বারা ব্যবধানহীন হইলে, যেমন "নারায়ণ"-শব্দ বলিতে যাইয়া সেই নারায়ণ-শব্দের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পরে প্রসঙ্গক্রমে আপতিত (আগত) অন্য শব্দ না থাকিলে—উচ্চারিত না হইলে]। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যং তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ [অথবা, যদিও "হলং রিক্তম্"-এই উক্তিতে "হ্"-কার এবং "রি"-কারের বৃত্তিতে, অর্থাৎ "হ" ও "রি"-এই অক্ষরদ্বয়ে "হরি"-এই নাম হয়ই, তদ্রূপ "রাজমহিষী"-শব্দেও ("রা" এবং "ম"-এই অক্ষরদ্বয়ে) "রাম"-নাম হইয়া থাকে, এইরূপ উহ্য (অকথিত) অন্যান্য শব্দেও বিশেষ বিশেষ অক্ষরে ভগবন্নাম হইতে পারে, তথাপি উল্লিখিত "হরি" ও "রাম"-ইত্যাদি ভগবন্নামের অক্ষরগুলির ব্যবধানজনক অন্য অক্ষর আছে। এতাদৃশ ব্যবধান-রহিত হইলে—ইহাই হইতেছে অর্থ]। যদ্বা। **ব্যবহিতঞ্চ তৎ রহিতঞ্চাপি** বা। তত্র **ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষর-গ্রহণমিত্যেবংরূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ।** রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরবর্জ্জিতং, কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ অথবা। [ব্যবহিত, অথবা রহিত হইলেও। এ-স্থলে **"ব্যবহিত"-হইতেছে—নামের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পরে কোনও প্রকারে আপতিত (আগত) অন্যশব্দ সমাধান করিয়া (উচ্চারণ করিয়া) তাহার পরে নামের অবশিষ্ট অক্ষরের গ্রহণ—এইরূপ, অর্থাৎ নামের দুইটী অংশের মধ্যে অন্য শব্দ থাকিলেও, নামের দুইটী অংশ বা নামাক্ষরগুলি, ব্যবহিত হইলেও।** আর এ-স্থলে "রহিত"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—(নামের প্রথমাংশ উচ্চারণের) পরে নামের অবশিষ্ট অক্ষরবর্জিত, নাম যদি কোনও অংশে হীনও হয়, নামের শেষাংশ যদি উচ্চারিত না-ও হয়]। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব (তথাপি ভগবন্নাম সমস্ত পাপ হইতে, সমস্ত অপরাধ হইতে এবং সংসার হইতেও উদ্ধার করেই—ইহা সত্যই)। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে (কিন্তু পাপ, অপরাধ এবং সংসার হইতেও উদ্ধার লাভ হইলেও, নামের যাহা মুখ্য ফল, তাহা সদ্য সম্পাদিত হয় না—পাওয়া যায় না)। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নাম-সেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিধ্যতীত্যাহ তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিং অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহ-লোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ (তদ্রূপ, দেহভরণাদির উদ্দেশ্যে নাম-সেবনের দ্বারাও যে নামের মুখ্য ফল শীঘ্র সিদ্ধ হয় না, শ্লোকস্থ "তচ্চেৎ"-ইত্যাদি বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে। সেই ভগবন্নাম যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়—দেহভরণাদির উদ্দেশ্যেই বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলেও ফলজনক হয় না। কিন্তু কিছু হয়ই ; কিন্তু ইহলোকে শীঘ্র হয় না, কিন্তু বিলম্বেই হয়—ইহাই হইতেছে তাৎপর্য।"

টীকার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধনীর মধ্যে টীকার অনুবাদ লিখিত হইল ; সুতরাং পৃথক্ ভাবে অনুবাদ লেখার প্রয়োজন নাই। হরিদাসঠাকুর বলিয়াছেন—"নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ চৈ. চ. ৩।৩।৫৭॥"-এই উক্তির সমর্থনে আলোচ্য "নামৈকং যস্য বাচি"-ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামীর টীকা অনুসারে **এই শ্লোক হইতে যে হরিদাসঠাকুরের উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়, তাহা উল্লিখিত টীকার স্থূলাক্ষরাত্মক অংশ হইতেই জানা যায়।**

"যদ্বা" "যদ্বা" বলিয়া শ্রীপাদসনাতন উল্লিখিত শ্লোকটীর সকল রকম সম্ভাব্য অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন—প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও, মনকে কথঞ্চিৎ স্পর্শ করিলেও, কিঞ্চিৎ শ্রুত হইলেও, নামের অক্ষরগুলি শুদ্ধ হইলে তো কথাই নাই—অশুদ্ধ হইলেও, নামের অক্ষরগুলি অব্যবহিত হইলে তো কথাই নাই—ব্যবহিত হইলেও, সম্পূর্ণ নামের তো কথাই নাই—অসম্পূর্ণ হইলেও, নাম ত্রাণ করেই (তারয়তি এব)। "ত্রাণ করে" (তারয়তি) বলিলে "মুক্তি দান" করেই বুঝায়, স্বর্গাদি-প্রাপ্তিকে "ত্রাণ" বলা যায় না; কেননা, পাপ, অপরাধ এবং সংসার (ভোগবাসনা) থাকিলেও স্বর্গাদি-প্রাপ্তি হইতে পারে; কিন্তু পাপ অপরাধ এবং সংসার (ভোগবাসনা) থাকিতে মুক্তি পাওয়া যায় না। এজন্য "তারয়তি"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদসনাতন লিখিয়াছেন—সমস্ত পাপ হইতে, অপরাধ হইতে এবং সংসার (ভোগবাসনা) হইতেও উদ্ধার করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"কিন্তু নামের মুখ্য ফল সদ্য পাওয়া যায় না।" একথার তাৎপর্য হইতেছে এই। নামের মুখ্য ফল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ব্রজপ্রেম। তাহা একমাত্র রাগানুগামার্গের ভজনেই পাওয়া যাইতে পারে। রাগানুগামার্গে ভজনের প্রবর্তক হইতেছে আবার ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী-সেবার—লোভ। এতাদৃশ লোভ যাঁহার জন্মে, ব্রজভাবের উপাসক বৈষ্ণব-গুরুর নিকটে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণপূর্বক "তৃণাদপি" শ্লোকের তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি যদি সাক্ষাৎ প্রবৃত্তির সহিত অর্থাৎ সাসঙ্গভাবে, নিজের সুখ-দুঃখের কথা—এমন কি মুক্তি-বাসনা পর্যন্ত—পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র ভগবৎ-প্রীত্যর্থে সর্বদা নামকীর্তন করেন, তাহা হইলেই যথাসময়ে তিনি ব্রজপ্রেম লাভ করিতে পারেন। উল্লিখিত শ্লোকে এতাদৃশ ভজনের কথা নাই বলিয়াই শ্রীপাদসনাতন লিখিয়াছেন—নামের মুখ্যফল (ব্রজপ্রেম) সদ্য পাওয়া যায় না; "সদ্য"-শব্দের ব্যঞ্জনা হইতেছে—তখন তখনই পাওয়া যায় না, পরে উল্লিখিতরূপ রাগমার্গে ভজন করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

"নামৈকং যস্য বাচি"—ইত্যাদি শ্লোকে যে নামের ফলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু অজামিলের পুত্রোপচারিত "নারায়ণ"-শব্দের ন্যায়, নামাভাস নহে; কেননা, এ-স্থলে "অন্য সঙ্কেতের" প্রসঙ্গ নাই। এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে—"নামৈকং যস্য বাচি"-ইত্যাদি শ্লোকে কথিত নামের ফলে মুক্তি পাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অজামিলের ন্যায়, নামাভাসের উচ্চারণেও মুক্তি পাওয়া যায়। তাহা হইলে উভয়ের ফল কি একই প্রকার? উত্তরে বলা যায়—মুক্তিরূপ ফলটী একই; তথাপি উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে নামাভাসে অশেষ পাপের ক্ষয় হয়, কিন্তু অপরাধের ক্ষয় হয় না। অজামিলের প্রসঙ্গে শ্রীমদ্-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবত অজামিলের অনন্ত পাপের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু কোনও অপরাধের কথা বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, অজামিলের কোনও অপরাধ (নামাপরাধ) ছিল না। কেবল পাপ ছিল; নামাভাসে সেই পাপ দূরীভূত হওয়ায় অজামিল মুক্তি পাইয়াছেন। অজামিলের প্রসঙ্গে "অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্। যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ॥ ভা. ৬।২।১৩"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"এতেনাজামিলস্য প্রাচীনার্বাচীন-নামাপরাধরাহিত্যমবগম্যতে॥—ইহাদ্বারা অজামিলের প্রাচীন ও আধুনিক নামাপরাধ-রাহিত্যই জানা যাইতেছে।" কিন্তু "নামৈকং যস্য বাচি"-ইত্যাদি শ্লোকে কথিত নাম যে অপরাধও দূর করে, তাহা শ্রীপাদসনাতন টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে—প্রসঙ্গক্রমে নাম বাঙ্‌মধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও, কিম্বা নামের অক্ষরসমূহ অন্য শব্দ বা অক্ষরের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও, কিম্বা নাম অসম্পূর্ণ হইলেও যদি মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে—বৈষয়িক আলাপে, বা প্রাকৃতব্যাপার-বর্ণনাত্মক উপন্যাসাদির পঠনাদিতেও—ব্যবহিতাক্ষরাত্মক ভগবন্নামাদি শ্রুত বা কথিত হইলেও কি মুক্তি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন এই। শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"বাচিগতং প্রসঙ্গাদ্ বাঙ্‌মধ্যে প্রবৃত্তম্।" এ-স্থলে তিনি যে কেবল ভগবৎ-প্রসঙ্গের কথাই বলিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। যে কোনও প্রসঙ্গের—সুতরাং বৈষয়িক প্রসঙ্গের—কথাও বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ, তিনি যে "হলং রিক্তং" এবং "রাজ-মহিষী"-এই দুইটী কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কথা দুইটী ভগবৎ-প্রসঙ্গের কথা নহে। এক রকম অর্থে "ব্যবহিত"-শব্দের তাৎপর্য-কথন-প্রসঙ্গে তিনি এই দুইটী শব্দের এবং এই জাতীয় অন্য শব্দের (এবমন্যদপ্যূহ্যম্) কথা বলিয়া ব্যবধানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাহার পরে, নামের অক্ষরগুলি ব্যবহিত হইলেও যে নাম মুক্তিদায়ক হয়, তাহা বলিবার সময়ে ঐরূপ কোনও দৃষ্টান্তের উল্লেখ তিনি না করিয়া থাকিলেও এ-স্থলেও সেই কথাগুলির সাহায্যে ব্যবহিতত্ব প্রদর্শন করা যায়। কেননা, "হলং রিক্তম্", "রাজমহিষী"-ইত্যাদি বাক্য বা শব্দ লৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় হইলেও এ-সমস্তের মধ্যে যে ভগবানের নাম আছে, তাহা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন (হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়ো বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যম্)। সুতরাং বৈষয়িক আলাপাদিতে, কিম্বা প্রাকৃতব্যাপারসম্বন্ধীয় উপন্যাসাদিতে শ্রুত বা পঠিত ব্যবহিতাক্ষরাত্মক নামেরও তাদৃশ মহিমা অস্বীকার্য কেন হইবে, বুঝা যায় না।

ভগবন্নামের এতাদৃশ মহিমার হেতু হইতেছে—নামের বা নামের অক্ষর-সমূহের স্বভাব বা স্বরূপগত ধর্ম। হরিদাসঠাকুরও নামের অক্ষর-সমূহের এতাদৃশ স্বভাবের কথা বলিয়াছেন। "নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব।" শ্রীপাদসনাতন যে "হলং রিক্তম্"-উক্তিতে হরিনাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নামাক্ষরের স্বভাবের বা স্বরূপগত ধর্মের স্বীকৃতিই জানাইয়াছেন। নামাক্ষরের এতাদৃশ স্বভাবের হেতু হইতেছে নামের বা নামের অক্ষরসমূহের চিন্ময়ত্ব। অনাদিসিদ্ধ ভগবন্নাম চিৎস্বরূপ—চিন্ময়, সেই নামের অক্ষরগুলিও চিন্ময়—অপ্রাকৃত। কতকগুলি প্রাকৃত অক্ষরের সমবায় যখন অনাদিসিদ্ধ ভগবন্নামে পর্যবসিত হয়, তখন সেই অক্ষরগুলিও চিন্ময়ত্ব লাভ করে। ভোগে নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যখন ভগবান্ অঙ্গীকার করেন, তখন তৎসমস্ত যেমন চিন্ময়ত্ব লাভ করে, কিম্বা কাষ্ঠ-শিলা-ধাতু-প্রভৃতি নির্মিত ভগবদ্‌বিগ্রহ যখন ভগবান্ অঙ্গীকার করেন, তখন সেই বিগ্রহও যেমন চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তদ্রূপ কতকগুলি প্রাকৃত অক্ষর যখন ভগবন্নামে পর্যবসিত হয়, তখন নাম বা নামী ভগবান্‌ও সেগুলিকে নাম বলিয়া অঙ্গীকার করেন, এবং তাহাতেই সেই অক্ষরগুলি চিন্ময়ত্ব লাভ করে। তাহার প্রমাণ এই যে, অজামিল যখন তাঁহার পুত্রকে "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখন অজামিলের নিকটে "নারায়ণ"-শব্দের অক্ষরগুলি প্রাকৃতই ছিল; কিন্তু সেই অক্ষরগুলি অনাদিসিদ্ধ ভগবন্নাম "নারায়ণে" পর্যবসিত হওয়ায় সেগুলি চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল; চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল বলিয়াই ঐ "নারায়ণ"-নাম বিষ্ণুদূতগণকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং স্বয়ং নারায়ণেরও নামোচ্চারণকারি-বিষয়া মতি জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছিল (ভা. ৬।২।১০)। সুতরাং ব্যবহারিক আলাপাদিতে, কিম্বা ব্যবহারিক উপন্যাসাদিতে, অক্ষর-সমাবেশে যখন ভগবন্নাম বা ব্যবহিতাক্ষরাত্মক নাম শ্রুত বা পঠিত হয়, তখন সেই নামের মহিমা যে অনাদিসিদ্ধ নামের মহিমার তুল্যই হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? প্রাকৃত অক্ষরের সহিত মিশ্রিত বলিয়া নামাক্ষরগুলিও প্রাকৃত হইয়া যাইবে না। মাষ-মুদ্গাদির সহিত মিশ্রিত স্বর্ণ-কণিকাসমূহ মাষ-মুদ্গাদির ন্যায় বস্তু হইয়া যায় না; মাষ-মুদ্গাদি নষ্ট হইয়া গেলেও স্বর্ণ-কণিকাসমূহ স্বরূপে ও গুণে অবিকৃতই থাকে। "হলং রিক্তম্", "রাজমহিষী" প্রভৃতি বাক্যে ও শব্দে "হ, রি", "রা, ম" প্রভৃতি অক্ষরগুলিতে যে ভগবান্নাম হয়, তাহা শ্রীপাদসনাতনগোস্বামীও বলিয়াছেন এবং ভগবন্নামাক্ষর বলিয়া এই অক্ষরগুলি যে অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপই থাকিয়া যায়, অন্য প্রাকৃত অক্ষরের সহিত মিশ্রিত বলিয়া যে প্রাকৃত হইয়া যায় না, তাহাও তাঁহার উক্তি হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ব্যবহারিক বিষয়ের আলাপকারী এবং লৌকিক উপন্যাসাদির পাঠকাদি সকলেই কি পাপ, অপরাধ এবং সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবেন?

এই প্রসঙ্গে নিবেদন এই। "নামৈকং যস্য বাচি"-ইত্যাদি শ্লোকের শেষাংশেই উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে—"তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র—সেই নাম যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহভরণাদির উদ্দেশ্যে, বা অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অথবা জনতার, অর্থাৎ জনসমাজে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-লাভের উদ্দেশ্যে, কিম্বা কোনও লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিন্যস্ত হয়, অথবা সেই নাম যদি পাষণ্ডদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হইবে না—দেহভরণাদির উদ্দেশ্য যতদিন থাকিবে, ততদিন ফলদায়ক হইবে না।” এই বাক্যে “পাষণ্ড”-শব্দেই উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর রহিয়াছে। যাঁহারা বেদ মানেন না, ঈশ্বর—ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বাদি—মানেন না, কিম্বা যাঁহারা জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি পোষণ করেন, তাঁহাদিগকেই পাষণ্ড বলা হয়। যাঁহারা এতাদৃশ পাষণ্ড, ব্যবহারিক কথাবার্তায় কিম্বা উপন্যাসাদিতে ভগবন্নাম শ্রুত বা কথিত হইলেও যে পর্যন্ত তাঁহাদের পাষণ্ডিত্ব থাকিবে, সে পর্যন্ত নামের ফল তাঁহারা পাইবেন না। সুতরাং এতাদৃশ ব্যাপারে সর্বমুক্তির প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। শ্রীল হরিদাসঠাকুর বলিয়াছেন—“তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৯৩॥” তিনি আরও বলিয়াছেন—“যদ্যপি অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস। তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ চৈ. চ. ৩।৩।৫৪॥” ভগবন্নাম অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু বলিয়াই তাহার এতাদৃশ তর্কাগোচর মহিমা যে, নামাভাস-স্থলেও নাম স্বীয় তেজ—স্বরূপগত ধর্ম—হইতে বিচ্যুত হয় না। সেই নামাভাস যাবনিক-ভাষায় প্রকাশ পাইলেও তাহার এতাদৃশ মহিমা; নৃসিংহপুরাণোক্ত “দ্রংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ। উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥”—এই বাক্যই তাহার প্রমাণ (এ-স্থলে অবশ্য ‘হারাম’-উচ্চারণকারী নামাপরাধশূন্য হইলেই মুক্তি পাইবেন, অন্যথা নহে)। নামের অক্ষরসমূহেরও এতাদৃশ তর্কাগোচর মহিমা বলিয়াই, অশুদ্ধবর্ণ নামও, অসম্পূর্ণ নামও এবং ব্যবহিতাক্ষরযুক্ত নামও পাপ-সংসার বিনষ্ট করিতে সমর্থ।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে। হরিদাসঠাকুরের কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন; পুনরায় ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—“পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর-জঙ্গম। ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন॥ হরিদাস কহে—প্রভু! যাতে এ-কৃপা তোমার। স্থাবর-জঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার॥ তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥ শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়। স্থাবরে সে শব্দ লাগে—তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥ প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন। তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥ সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥ যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে। বলভদ্র ভট্টাচার্য কহিয়াছে আমাতে॥ বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন। তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন॥ * জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার

* বাসুদেব দত্ত প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন—“প্রভু, জগতের সমস্ত জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া তাহাদের হইয়া আমি নরকভোগ করিব; প্রভু, তুমি তাহাদের উদ্ধার কর।” তখন ভক্তগণের সম্মুখেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার। ভক্তগণ আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার॥ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার। স্থিরচর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার॥ * * * ॥ এত শুনি মহাপ্রভু চমৎকার হৈলা। মোর গূঢ় লীলা হরিদাস কেমতে জানিলা॥ চৈ. চ. ৩।৩।৬২-৮২॥"

(৬) হরিদাসঠাকুরের নির্যাণ

যথারীতি গোবিন্দ একদিন মহাপ্রসাদান্ন লইয়া হরিদাসের কুটীরে গিয়া দেখেন, হরিদাস শুইয়া শুইয়া "মন্দ মন্দ করিতেছে নামসঙ্কীর্ত্তন॥" গোবিন্দ হরিদাসকে উঠিয়া প্রসাদ ভোজন করিতে বলিলে "হরিদাস কহে—আজি করিব লঙ্ঘন॥ সংখ্যানাম নাহি পূরে কেমতে খাইব। মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমনে উপেক্ষিব॥ এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন। একরঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ॥ চৈ. চ. ৩।১১।১৭-১৯॥" হরিদাস মহাপ্রসাদের মর্যাদাও রক্ষা করিলেন, নিজের ব্রতরক্ষাও করিলেন।

গোবিন্দ বোধ হয় প্রভুর নিকটে হরিদাসের উল্লিখিত অবস্থার কথা জানাইয়াছেন। পরের দিন "মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা। 'সুস্থ হও হরিদাস' তাঁহারে পুছিলা॥ নমস্কার করি তেঁহো কৈল নিবেদন—। 'শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ দেহমন॥' প্রভু কহে—কোন্ ব্যাধি কহত নির্ণয়। তোঁহো কহে—সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন না পূরয়॥ প্রভু কহে—বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর। সিদ্ধদেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর॥ লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার। নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার॥ এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন। চৈ. চ. ৩।১১।২০-২৫॥"

এ-স্থলে—"সিদ্ধদেহ তুমি", "লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার॥"-ইত্যাদি বাক্যে মহাপ্রভু জানাইলেন যে, শ্রীলহরিদাস প্রাকৃত জীব ছিলেন না, তিনি ছিলেন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। প্রাকৃত জীবের জন্মকে "অবতার" বলা হয় না।

যাহা হউক, প্রভুর কথা শুনিয়া—"হরিদাস কহে—শুন মোর সত্য নিবেদন—। হীন জাতিতে জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর॥ হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥ অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা। রৌরব হৈতে কাঢ়ি মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও স্বেচ্ছাময়। জগৎ নাচাহ যৈছে যারে ইচ্ছা হয়॥ অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া। বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হইয়া॥ চৈ. চ. ৩।১১।২৫-২৯॥"

শ্রীলহরিদাস প্রভুর কথারই উত্তর দিলেন। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ তিনি বলিলেন—"প্রভু! আমি সিদ্ধদেহও নই, অবতীর্ণও হই নাই। আমি হইতেছি একটি অধম পামর জীব, হীন জাতিতে আমার জন্ম—সুতরাং আমি অস্পৃশ্য, অদৃশ্য। তুমি হইতেছ স্বতন্ত্র ঈশ্বর,

---

প্রভু বলিয়াছিলেন "বাসুদেব! তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কৃপা। ভক্তবাঞ্ছাপূর্তি ব্যতীত কৃষ্ণের অন্য কৃত্য নাই। সকল জীবের উদ্ধারের জন্য তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সকলকেই উদ্ধার করিবেন, তোমাকে নরক ভোগ করাইবেন না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

স্বেচ্ছাময়; যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার না করিয়াই তুমি তোমার কৃপা প্রকাশ করিয়া থাক; তাই অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, অধম, পামর আমাকেও অঙ্গীকার করিয়াছ এবং আমাদ্বারা অনেক কিছু করাইয়াছ, এমন কি বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্রও খাওয়াইয়াছ।"

ইহার পরে হরিদাস বলিলেন—"এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে। লীলা সম্বরিবে তুমি, মোর লয় চিত্তে॥ সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা। আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥ চৈ. চ. ৩।১১।৩০-৩১॥"

হরিদাস বলিলেন—"প্রভু, আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে। প্রভু, তোমার অন্তর্ধান-লীলা আমাকে দেখাইবে না। তোমার অন্তর্ধান-লীলার পূর্বেই তুমি কৃপা করিয়া, তোমার সম্মুখেই, আমার এই দেহপাত করাইবে। বহুদিন হইতেই আমার এই বাসনা যে, তোমার অন্তর্ধানের পূর্বেই যেন আমার দেহপাত হয়॥"

হরিদাস কি ভাবে দেহপাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি প্রভুর নিকটে বলিলেন—"হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ। নয়নে দেখিমু তোমার চান্দবদন॥ জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম। এইরূপে মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥ মোর এই ইচ্ছা, যদি তোমার কৃপা হয়। এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥ এই নীচদেহ মোর পড়ে তোমার আগে। এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥ চৈ. চ. ৩।১১।৩২-৩৫॥" প্রভু, তোমার কৃপা হইলেই আমার এই বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।

হরিদসের নিবেদন শুনিয়া—"প্রভু কহে—হরিদাস! যে তুমি মাগিবে। কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥ চৈ. চ. ৩।১১।৩৩॥" প্রভু ভঙ্গীতে হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

তথাপি প্রভু বলিলেন—"কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা। তোমার যোগ্য নহে—যাও আমারে ছাড়িয়া॥ চৈ. চ. ৩।১১।৩৭॥"

তখন "চরণে ধরি কহে হরিদাস—না করিহ মায়া। অবশ্য মো-অধমে প্রভু করিবে এই দয়া॥ মোর শিরোমণি যেই মহা মহাশয়। তোমার লীলার সহায় কোটি কোটি হয়॥ আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল। এক পিপীলিকা মৈলে পৃথ্বীর কাহাঁ হানি হৈল॥ ভক্তবৎসল প্রভু তুমি, মুঞি ভক্তাভাস। অবশ্য পূরাবে প্রভু মোর এই আশ॥ চৈ. চ. ৩।১১।৩৮-৪১॥"

প্রভু তো পূর্বেই ভঙ্গীতে হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই ভরসাতেই হরিদাস বলিলেন—"মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলুন আপনে। ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দরশনে॥ চৈ. চ. ৩।১১।৪২॥" হরিদাস জানাইলেন—"আগামী কল্যই যেন তুমি কৃপা করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর। কল্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া আমাকে দর্শন দিবে। এখন তুমি যাও প্রভু, তোমার মধ্যাহ্ন-কৃত্যের সময় হইয়াছে।" প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া গেলেন।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের দিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া স্বরূপদামোদর, রায়রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে হরিদাসের কুটীরে উপনীত হইলেন। হরিদাস প্রভুর এবং বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনা করিলে "প্রভু কহে—হরিদাস! কহ সমাচার। হরিদাস কহে—প্রভু! যে কৃপা তোমার॥ চৈ. চ. ৩।১১।৪৬॥" হরিদাস বলিলেন—"প্রভু, আমার সঙ্কল্প স্থিরই আছে; তোমার কৃপা হইলেই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।" তখন—"অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহাঁ করেন নর্ত্তন॥ স্বরূপগোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ। হরিদাসে বেড়ি করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥ রামানন্দ সার্ব্বভৌম এ-সভার অগ্রেতে। হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥ হরিদাসের গুণ কহিতে প্রভু হৈলা পঞ্চমুখ। কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে মহাসুখ॥ হরিদাসের গুণে সভার বিস্মিত হৈল মন। সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥ চৈ. চ. ৩।১১।৪৭-৫১॥"

এদিকে—"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল। নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥ স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ। সব ভক্তের পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ বোলে বার বার। প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ। নামের সহিতে প্রাণ কৈল উৎক্রমণ॥ মহাযোগেশ্বর-প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ। ভীষ্মের নির্যান সভার হইল স্মরণ॥ 'হরিকৃষ্ণ'-শব্দে সভে করে কোলাহল। প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥ হরিদাসের তনু (প্রভু) কোলে লৈল উঠাইয়া। অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব্বভক্তগণে। প্রেমাবেশে সভে নাচে করেন কীর্ত্তনে॥ চৈ. চ. ৩।১১।৫২-৫৯॥"

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু এবং ভক্তগণ কীর্তনে বিভোর; কাহারও বাহ্যস্মৃতি নাই। তখন বেলা অনেক হইয়াছে দেখিয়া "স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে করাইল সাবধান॥ হরিদাসঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া। সমুদ্রে লইয়া গেলা তবে কীর্ত্তন করিয়া॥ অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা নৃত্য করিতে করিতে। পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥ হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল। প্রভু কহে—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥ হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ। হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ-চন্দন॥ ডোর কড়ার প্রসাদ-বস্ত্র অঙ্গে দিল। বালুকার গর্ত্ত করি তাতে শোয়াইল॥ চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥ 'হরি বোল হরি বোল' বোলে গৌররায়। আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥ তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল। চৌদিগে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥ তাহা বেড়ি প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন। হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে। সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি-রঙ্গে॥ হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে। হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে॥ চৈ. চ. ৩।১১।৬০-৭১॥"

"সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি। আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই—॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হরিদাসঠাকুরের মহোৎসব-তরে। প্রসাদ মাগিয়ে, ভিক্ষা দেহ ত আমারে।' শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া। প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া॥ স্বরূপগোসাঞি পসারিরে নিষেধিল। চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল॥ স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল। চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল॥ চৈ. চ. ৩।১১।৭২-৭৬॥"

স্বরূপদামোদর পসারিদের নিকট হইতে সকল রকমের প্রসাদ লইয়া গম্ভীরায় আসিলেন। বাণীনাথ পট্টনায়কও অনেক প্রসাদ আনিলেন; কাশিমিশ্রও অনেক প্রসাদ পাঠাইলেন। তখন "সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি। আপনি পরিবেশে প্রভু লৈয়া জন চারি॥ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে। একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥ চৈ. চ. ৩।১১।৮০-৮১॥"

স্বরূপদামোদর বলিলেন—"প্রভু, তুমি বসিয়া দর্শন কর। আমি এই কয়জনকে লইয়া পরিবেশন করিতেছি।" প্রভু বসিলেন, স্বরূপগোসাঞি পরিবেশন করিলেন। কিন্তু পরিবেশন করা হইলে কি হইবে? প্রভু এখনও ভোজন করেন নাই; বৈষ্ণবেরা কিরূপে আহার করিবেন? পুরী-ভারতী প্রভৃতির সঙ্গে প্রভু আহার করিলেন; তাহার পরে ভক্তগণ আহার করিলেন। প্রভু "আকণ্ঠ পূরিয়া সভায় করাইল ভোজন। 'দেহ দেহ' বলি প্রভু বোলেন বচন॥" প্রভুর আজ আর আনন্দের সীমা নাই।

"ভোজন করিয়া সভে কৈল আচমন। সভারে পরাইল প্রভু মাল্যচন্দন॥ প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান। শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মনকাণ॥" কি বর দিলেন প্রভু? "হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন। যেই তাহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥ যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন। তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন॥ অচিরে হইবে তা-সভার কৃষ্ণপ্রাপ্তি। হরিদাস-দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥ চৈ. চ. ৩।১১।৯০-৯২॥"

প্রভু প্রেমগদ্‌গদ্ কণ্ঠে আরও বলিলেন—"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥ হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥ ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ। পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥ হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি। তাহাঁ বিনু রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥ 'জয় হরিদাস' বলি কর জয়ধ্বনি। এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥ সভে গায়—জয় জয় জয় হরিদাস। নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল। হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥ চৈ. চ. ৩।১১।৯৩-৯৯॥"

শ্রীল হরিদাসঠাকুরের ব্যাপারে মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। হরিদাসের নির্যান-প্রাপ্ত দেহ মহাপ্রভু স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছেন। প্রভু আবির্ভূত হইয়াছেন ব্রাহ্মণকুলে। কোনও ব্রাহ্মণই, যবনকুলে জাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের কথা তো দূরে, ব্রাহ্মণেতর হিন্দুকুলে জাত লোকেরও শবদেহ স্পর্শ করেন না। তারপর, তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে হিন্দুকুলে জাত-শূদ্রের দর্শন-স্পর্শনও নিষিদ্ধ। কিন্তু পরম-করুণ প্রভু যবনকুলে আবির্ভূত হরিদাসঠাকুরের পরিত্যক্ত দেহও স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া নৃত্য করিলেন। কেবল ইহাই নহে। হরিদাসের শেষকৃত্যও প্রভুই সম্পাদন করিলেন। হরিদাসকে সমাধিস্থ করার সময়ে প্রভুই সর্ব প্রথমে তাঁহার অঙ্গে "বালু" দিয়াছিলেন এবং হরিদাসের নির্যান-মহোৎসবও প্রভুই সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই মহোৎসবের জন্য প্রভু নিজেই মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেও গিয়াছিলেন। আর কোনও অবতারে প্রভুর ন্যায় এইরূপ ভক্তবাৎসল্যের বিকাশের কথা শুনা যায় না।

হরিদাসঠাকুরের প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর করুণার যে উল্লাস—প্রাচুর্যময় উচ্ছ্বাস—দৃষ্ট হইয়াছে, অন্য কোনও অবতারের সম্বন্ধে করুণার এতাদৃশ উল্লাসের কথা শুনা যায় না।

খ। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড ১১শ অধ্যায়ে শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস। সে ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥ কথোদিন থাকি আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায়—শান্তিপুরে॥ পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্যগোসাঞি। হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাঞি॥ হরিদাসঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে। ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥—১১৮ পৃঃ॥"

হরিদাসঠাকুর সে-স্থানে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেন; তাঁহার মধ্যে তখন নৃত্য, উচ্চ রোদন, অট্ট অট্ট হাসি, হুঙ্কার, গর্জন, মূর্চ্ছা, অশ্রু, কম্প, পুলক, ঘর্ম প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমবিকার প্রকটিত হইত। "ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ-সকল। সভেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥ সভার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস। ফুলিয়াতে রহিলেন প্রভু হরিদাস॥ গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম। উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান॥ চৈ. ভা. আদি, ১১শ। ১১৮ পৃঃ॥"

(১) কাজি ও মুলুকপতি কর্তৃক উৎপীড়ন

হরিদাসের উল্লিখিতরূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া স্থানীয় কাজি যবন মুলুকপতির নিকটে গিয়া বলিলেন—হরিদাস "যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার। ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥ ১১৮ পৃঃ॥"

কাজির কথা শুনিয়া মুলুকপতি হরিদাসকে ধরিয়া আনাইলেন; একরাত্রি তাঁহাকে বন্দিশালায় থাকিতে হইয়াছিল; তাঁহার দর্শনে বন্দিগণের "সভার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার।" হরিদাস তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা সভাকার মন। যেন আছে, এই মত রহু সর্ব্বক্ষণ॥ এবে নৃত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন। সভে মেলি করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছহ অনুক্ষণ॥ এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন। 'কৃষ্ণ' বলি কাকুর্ব্বাদে করহ চিন্তন॥ * * বিষয় পাসর, অহর্নিশ বোল হরি॥ ১১৯-২০ পৃঃ॥"

পরের দিন হরিদাসকে মুলুকপতির দরবারে আনা হইল। মুলুকপতি "অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান। পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান॥" মুলুকপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেনে ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি॥ কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন। তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ' মন॥ আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত॥ জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার। পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার॥ না জানিয়া যে কিছু করিলে অনাচার। সে পাপ ঘুচাহ করি কলমা উচ্চার॥ ১২০ পৃঃ॥"

মুলুকপতির উক্তি শুনিয়া হরিদাস বলিলেন—"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর॥ নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে। পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥ এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়। পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সভার হৃদয়॥ সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন। সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥ সেই প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে। বোলেন সকল মাত্র নিজ-শাস্ত্র মতে॥ যে ঈশ্বর সে পুনি সভার ভার লয়। হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়॥ এতেকে আমার সে ঈশ্বর যেহেন। লওয়াইয়াছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥ হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ। আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥ হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম। আপনে যে মৈল, তাঁরে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥ মহাশয়! তুমি এবে করহ বিচার। যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার॥ ১২০ পৃঃ॥"

হরিদাসের কথা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু সেই যবন কাজি মুলুকপতিকে বলিলেন—"শাস্তি করহ ইহার॥ এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিবে অনেক। যবনকুলের অমহিমা আনিবেক॥ এতেকে উহার শাস্তি কর ভালমতে। নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥ ১২১ পৃঃ॥"—হরিদাসকে তাহার নিজ জাতির (যবন জাতির) শাস্ত্র অনুসারে চলিতে হইবে; নতুবা, তাহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

তখন মুলুকপতি হরিদাসকে বলিলেন—"আরে ভাই! আপনার শাস্ত্র বোল, তবে চিন্তা নাই॥ অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজিগণে। বলিবাও পাছে, আর লঘু হৈবা কেনে॥ ১২১ পৃঃ॥"

কৃষ্ণকৃপায় নির্ভীকচিত্ত হরিদাস মুলুকপতির কথা শুনিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন—"যে করান ঈশ্বরে। তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥ অপরাধ অনুরূপ যার যেন ফল। ঈশ্বরে সে করে, ইহা জানিহ সকল॥ **খণ্ড খণ্ড হই দেহ, যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥** ১২১ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদাসের কথা শুনিয়া মুলুকপতি কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এবে কি করিব ইহা প্রতি ॥" তখন, "কাজি বোলে—**বাইশ বাজারে নিঞা মারি। প্রাণ লহ** আর কিছু বিচার না করি॥ বাইশ বাজারে মারিলেহো যদি জীয়ে। তবে জানি, জ্ঞানি-সব সাঁচা কথা কহে॥ ১২১ পৃঃ॥" সেই কাজি আবার—"পাইক সকল ডাকি তর্জ্জ করি কহে। 'এমত মারিবি, যেন প্রাণ নাহি রহে॥' যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে। প্রাণান্ত হইলে শেষে এই পাপেতে তরে॥ ১২১ পৃঃ॥"

কাজির বাক্য শুনিয়া মুকুলপতি তদনুরূপ আদেশ দিলেন। তখন, "দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥ বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে। মারয়ে নির্জ্জীব করি মহাক্রোধ-মনে॥ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করয়ে হরিদাস। নামানন্দে দেহদুঃখ না হয় প্রকাশ॥ * * * ॥ বাজারে বাজারে মারে মহাক্রোধ-মনে॥ কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে। অল্প দুখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥ ১২১ পৃঃ॥"

প্রসন্নবদন হরিদাস তাঁহার প্রহারকারী পাইকদের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন—"**এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ করহ প্রসাদ। মোর দ্রোহে নহু এ-সভার অপরাধ॥** ১২২ পৃঃ॥"

যবন পাইকগণ প্রাণপণে হরিদাসকে বাজারে বাজারে বেত্রাঘাত করিল। কিন্তু হরিদাসের দেহে দুঃখের লেশমাত্রও নাই, মুখেও দুঃখের কোনও ছায়া নাই। তখন "বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে। 'মানুষের প্রাণ কি রহয়ে এ-মারণে॥ দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে। বাইশ বাজারে মারিলাম যে ইহারে॥ মরেও না, আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে॥ এ-পুরুষ পীর বা?' সভেই ভাবে মনে॥ ১২২ পৃঃ॥"

তখন তাহারা সকলে বলিল—"অরে হরিদাস। তোমা হৈতে আমা সভার হইবেক নাশ॥ এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার। কাজি প্রাণ লইবেক আমা সভাকার॥ ১২২ পৃঃ॥" তখন—"হাসিয়া বোলেন হরিদাস মহাশয়—। 'আমি জীলে যদি তোমা সভার মন্দ হয়॥ তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।' এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান॥ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস। হইলেন অচেষ্ট, কোথাও নাহি শ্বাস॥ দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল। মুলুকপতির দ্বারে নিঞা ফেলাইল॥ ১২২ পৃঃ॥"

তখন, "'মাটী দেহ নিঞা'—বোলে মুলুকের পতি। কাজি কহে—তবে ত পাইবে ভাল গতি॥ বড় হই যেন কৈল নীচকর্ম্ম। অতএব ইহারে জুয়ায় এই ধর্ম্ম॥ মাটী দিলে পরলোকে হইবেক ভাল। গাঙ্গে ফেল, যেন দুঃখ পায় চিরকাল॥ ১২২ পৃঃ॥"

গাঙ্গে ফেলার আদেশ হইল। "কাজির বচনে সব ধরিয়া যবনে। গাঙ্গে ফেলাইতে সভে তোলে গিয়া তানে॥" হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। "হেনমতে হরিদাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসেন গঙ্গায়। ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥ চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়। তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময়॥ সেই মতে আইলেন ফুলিয়ানগরে। কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে। দেখিয়া অদ্ভুত-শক্তি সকল যবন। সভার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন॥ পীর-জ্ঞান করি সভে কৈল নমস্কার। ১২৩ পৃঃ॥”

মুলুকপতিও হরিদাসের নিকটে আসিলেন। হরিদাস—“মুলুকপতিরে চাহি কৈল কৃপা-হাস॥ সম্ভ্রমে মুলুকপতি যুড়ি দুই কর। বলিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তর॥—‘সত্য সত্য জানিলাঙ তুমি মহাপীর। একজ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥ যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বোলে। তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহাকুতুহলে॥ তোমারে দেখিতে মুঞি আইনুঁ এথারে। সব দোষ মহাশয়! ক্ষমিবে আমারে॥ সকল তোমার সম—শত্রু মিত্র নাঞি। তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাঞি॥ চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়। গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জন গোঁফায়॥ আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা। যে তোমার ইচ্ছা, তাহি করহ সর্ব্বথা॥ ১২৩ পৃঃ॥”

যবন হইতে হরিদাসের আর কোনও আশঙ্কার কারণ রহিল না। তিনি উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে ফুলিয়ায় আসিলেন; ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণগণ হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। হরিদাস তাঁহাদের নিকটে বলিলেন—“বাইশ বাজারে আমার প্রহারের কথা ভাবিয়া তোমরা দুঃখিত হইও না। ‘প্রভু-নিন্দা আমি শুনিলাঙ যে অপার। তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥ ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ। অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ॥” “হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ সঙ্গে। নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্ত্তন মহারঙ্গে॥ * * তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোঁফা করি। থাকেন বিরলে অহর্নিশ ‘কৃষ্ণ’ স্মরি॥ তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ। গোঁফাই হইল তান বৈকুণ্ঠ-ভবন॥ ১২৪ পৃঃ॥”

(২) মহানাগের কথা

হরিদাসের গোঁফায় একটী মহানাগ থাকিত; হরিদাস তাহা জানিতেন না। ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য যত লোক হরিদাসের নিকটে আসেন, তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, “পরম বিষের জ্বালা সভেই পায়েন।” একদিন ব্রাহ্মণগণ যুক্তি করিলেন—“হরিদাস-আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে?” তাঁহারা এক বৈদ্যের নিকটে গিয়া জানিতে পারিলেন—“এই গোঁফার তলায়। মহা এক নাগ আছে, তাহার জ্বালায়। রহিতে না পারে কেহ॥ ১২৫ পৃঃ॥” সকলে হরিদাসের নিকটে আসিয়া জানাইলেন এবং বলিলেন—“অতএব এখানে রহিতে যোগ্য নহে। অন্যস্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়ে॥” হরিদাস বলিলেন—“অনেক দিন আছি। কোনো জ্বালারিষ্ট এ-গোঁফায় নাহি বাসি॥ সবে দুঃখ, তোমরা যে না পার সহিতে। এতেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিব কালি যে-সে ভিতে॥ সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়। তিঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ-আলয়॥ তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা। চিন্তা নাহি, তোমরা বোলহ কৃষ্ণ-গাথা॥ ১২৪ পৃঃ॥ এই মত কৃষ্ণকথা মঙ্গলকীর্ত্তনে। থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেই ক্ষণে॥ 'হরিদাস ছাড়িবেন' শুনিঞা বচন। মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ॥ গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে। সভেই দেখিলেন চলিলেন অন্যদেশে॥ পরম অদ্ভুত সর্প—মহা ভয়ঙ্কর। পীত-নীল-শুক্লবর্ণ—পরম সুন্দর॥ মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে। দেখি ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরে॥ সর্প যে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর। বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার॥ দেখি হরিদাসঠাকুরের মহাশক্তি। বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি॥ ১২৪-২৫ পৃঃ॥"

(৩) হরিনদী-গ্রামে

হরিদাসের সঙ্গের প্রভাবে ফুলিয়ার ব্রাহ্মণাদি লোকগণ কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হইলেও জনসাধারণ ছিল—"সর্ব্বদিগে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন। উদ্দেশ না জানে কেহো কেমন কীর্ত্তন॥ কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ। বৈষ্ণবেরে সভেই করয়ে পরিহাস॥ আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি। গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥ তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে। পাষণ্ডে-পাষণ্ডে মেলি বল্‌গিয়াই মরে॥ *** ॥ ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর। হরিদাসো দুঃখ বড় পায়েন অন্তর॥ তথাপিহ হরিদাস উচ্চ-স্বর করি। বোলেন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মুখ ভরি॥ ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপীগণ। না পারে শুনিতে উচ্চ-হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥ ১২৭ পৃঃ॥"

হরিনদী-গ্রামের এক ব্রাহ্মণ একদিন ক্রোধভরে হরিদাসকে বলিলেন—"অয়ে হরিদাস! একি ব্যাভার তোমার। ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার॥ মনে মনে করিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া বলিতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥ কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে। এই ত পণ্ডিত-সভা বোলহ ইহাতে॥ ১২৮ পৃঃ॥" হরিদাসঠাকুর শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক জানাইলেন—"পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে। শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে॥ জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে। উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥ অতএব উচ্চকরি কীর্ত্তন করিলে। শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বোলে॥ ১২৮ পৃঃ॥"

অ। উচ্চ-স্বরে নামকীর্তনের মহিমা

শ্রীল হরিদাসঠাকুর উচ্চস্বরে নামকীর্তনের মহিমাই খ্যাপন করিলেন। উচ্চকীর্তনে নিজেরও কীর্তন এবং শ্রবণ উভয়ই হয় এবং অপর জীবের—অন্য মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলেরই—নামের শ্রবণ হয়। শ্রীল হরিদাস তাঁহার উক্তির সমর্থক শাস্ত্রপ্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

"যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄণাত্মানমেব চ। সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥ ভা. ১০।৩৪।১৭॥—জীব যাঁহার একটীমাত্র নাম কেবল উচ্চারণ করিতে করিতেই, আপনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং আপনার ন্যায় নিখিল শ্রোতৃবর্গ ও সেই শ্রোতৃবর্গের সংসর্গিদিগকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই তোমার চরণস্পৃষ্ট হইয়া আমিও যে নিশ্চয়ই আপনাকে ও আর আর সকলকে অধিকতর রূপে পবিত্র করিব, তাহার আর কথা কি ? (অ. প্র.)।" (যে সর্প নন্দমহারাজকে গ্রাস করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শে সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাধরার্চ্চিত দেহ লাভ করিয়া সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল)।

এই শ্লোকে "শ্রোতৄন্"-শব্দ হইতে জানা যায়—উচ্চ নামকীর্তনের কথাই বলা হইয়াছে; উচ্চস্বরে নাম উচ্চারণ না করিলে অপরের পক্ষে তাহার শ্রবণ সম্ভব হয় না।

অন্য প্রমাণ-শ্লোক। "জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ। আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥ শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যম্ ॥—হরিনাম-জপপরায়ণ অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা যুক্তিযুক্ত। কেন না, কেবল জপকারী আপনাকেই পবিত্র করেন, আর উচ্চৈস্বরে জপকারী আপনাকে এবং শ্রোতৃবৃন্দকে, সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন। (অঃ প্রঃ)।"

জপ্-ধাতু হইতে "জপ"-শব্দ নিষ্পন্ন। জপ-ধাতুর অর্থ—"হৃদুচ্চারে॥ বাচি॥ ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ॥" জপ-শব্দের অর্থে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিত হইয়াছে—মন্ত্রোচ্চারণম্—মন্ত্রের উচ্চারণ॥" এইরূপে জানা গেল—জপ-শব্দের অর্থ হইতেছে—"উচ্চারণ।" এই উচ্চারণ মনে মনেও হইতে পারে (হৃদুচ্চারে) এবং উচ্চস্বরেও হইতে পারে (বাচি)। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস তিন রকম জপের কথা বলিয়াছেন—বাচিক জপ, উপাংশু জপ এবং মানসিক জপ (১৭।৭৩, ৭৪, ৭৫)। যে জপে উচ্চ, নীচ ও স্বরিত (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত)-নামক স্বরযোগে সুপরিষ্কৃত অক্ষরে স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলে বাচিক জপ। "যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ। মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ॥ হ. ভ. বি. ১৭।৭৩-ধৃত নারসিংহ-প্রমাণ॥" ইহা হইতে জানা গেল—বাচিক জপ হইতেছে উচ্চ কীর্তন।

উপরে উদ্ধৃত নারদীয় প্রমাণে দুই রকম জপের কথা বলা হইয়াছে—একরকম, যাহা অপরে শুনিতে পায় না; ইহা মানস জপ বা উপাংশু জপ; আর একরকম, "উচ্চৈর্জপন্"; উচ্চস্বরে জপ; ইহা বাচিক জপ বা উচ্চ কীর্তন। এই নারদীয় প্রমাণে উচ্চজপের—উচ্চস্বরে নামকীর্তনের—মহিমাধিক্যের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীল হরিদাস পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর নিকটেও উচ্চকীর্তনের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন [১৫।৭ ক (৫)অ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

এ-পর্যন্ত শ্রীল হরিদাসঠাকুরের কথা বলা হইল। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"-ইত্যাদি ভা. ৭।৫।২৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—নামকীর্তন উচ্চস্বরে করাই প্রশস্ত। "নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্॥" পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড বলিয়াছেন—"হরেরগ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বৈরেরুচ্চৈর্নৃত্যংস্তন্নামকৃন্নরঃ। পুনাতি ভুবনং বিপ্রাঃ॥ ২৪।১৩॥" এই বাক্যে শ্রীহরির অগ্রভাগে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তনের বিধান দৃষ্ট হয়। সেই পুরাণ আরও বলিয়াছেন—"হরেঃ প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্নুচ্চৈস্তন্নামকৃন্নরঃ। করতালাদিসন্ধানং সুস্বরং কলশব্দিতম্॥ ২৪।১৫॥" এ-স্থলে করতালাদি-সহযোগে সুমধুর উচ্চস্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে শ্রীহরির প্রদক্ষিণ করার বিধান পাওয়া যায়। ষোলনাম বত্রিশাক্ষর নামসম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ড বলেন—"নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥ ৬।৫৯॥—(ষোলনাম বত্রিশাক্ষর) নামসংকীর্তন হইতেই তারক-ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়।" শ্রীভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি ১১।৫।৩২-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "সঙ্কীর্তন"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—বহুলোক মিলিত হইয়া কৃষ্ণসুখকর কৃষ্ণ-গান। "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্।" সংকীর্তন-শব্দের এই অর্থে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন হইতে জানা যায়, বহুলোক মিলিত হইয়া ষোলনাম বত্রিশাক্ষর নাম-কীর্তন করিলে তারক-ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়। বহুলোক মিলিত হইয়া যে কীর্তন করেন, তাহা উচ্চকীর্তনই হইবে।

আদিপুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মমসন্নিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জুন॥ গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ। তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ॥ হ. ভ. বি. ১১।২৩১-ধৃতপ্রমাণ॥—হে অর্জুন! যাঁহারা আমার নামসমূহ গান করিয়া আমার সান্নিধ্যে নৃত্য করেন, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহাদের ক্রীত হইয়া থাকি। যাঁহারা আমার নামসমূহ গান করিয়া আমার সমক্ষে রোদন করিয়া থাকেন, জনার্দন আমি তাঁহাদেরই পরিক্রীত হইয়া থাকি, অপর কাহারও ক্রীত হই না।" এই প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ-নামসমূহের "গানের—সুরতালাদি সহযোগে অপরের শ্রুতিগোচর ভাবে কীর্তনের, অর্থাৎ উচ্চকীর্তনের" মহিমার কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর "বৃহদ্‌ভাগবতামৃত"-গ্রন্থে বলা হইয়াছে—জীবের চঞ্চল চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতি সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না; চিত্ত স্থির হইলেই ভগবৎ-স্মৃতি প্রবর্তিত হইতে পারে, স্মৃতি-ফলও পাওয়া যাইতে পারে; সুতরাং স্মরণ-সিদ্ধির জন্য চিত্তকে সংযত করা দরকার। কিন্তু চিত্তকে সংযত করিতে হইলে বাগিন্দ্রিয়কে (জিহ্বাকে) সংযত করা আবশ্যক; কেননা, বাগিন্দ্রিয়ই হইল সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়ের চালক। সুতরাং বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে। "বাহ্যান্তরাশেষ-হৃষীকচালকং বাগিন্দ্রিয়ং স্যাদ্ যদি সংযতং সদা। চিত্তং স্থিরং সদ্ ভগবৎস্মৃতৌ তদা সম্যক্ প্রবর্ত্তেত ততঃ স্মৃতিঃ ফলম্॥ বৃ. ভা. ২।৩।১৪৯॥" কিন্তু বাগিন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইলে নামসংকীর্তনের প্রয়োজন। যেহেতু, নামসংকীর্তন বাগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করিয়া তাহাকে সংযত করে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তমধ্যে বিহার করিয়া চিত্তকেও সংযত করে। আবার কীর্তনধ্বনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্তনকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে এবং নিজের ন্যায় অপরেরও (কীর্তন-শ্রোতারও) উপকার করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, নাম-সংকীর্তনই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমলাভের উত্তম অন্তরঙ্গ সাধন। যাঁহারা মনে করেন, স্মরণই অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু কীর্তন নহে, তাঁহাদের পক্ষেও বস্তুতঃ নাম-সংকীর্তনই উত্তম সাধন; কেননা, চিত্ত স্থির না হইলে স্মরণ সম্ভবপর হয় না এবং চিত্তস্থৈর্যের জন্য নামসঙ্কীর্ত্তনেরই প্রয়োজন। "প্রেম্ণোঽন্তরঙ্গং কিল সাধনোত্তমং মন্যেত কৈশ্চিৎ স্মরণং ন কীর্ত্তনম্। একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে সুখং ভক্তিঃ স্ফুরত্যাশু হি কীর্ত্তনাত্মিকা॥ ভক্তিঃ প্রকৃষ্টা স্মরণাত্মিকাস্মিন্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামধিপে বিলোলে। ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈর্নীতে বশং ভাতি বিশোধিতে যা॥ মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং লীলাত্মকৈকস্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ। বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ॥ বৃ. ভা.॥ ২।৩।১৪৬-৪৮॥" এ-স্থলে উচ্চকীর্তনের মহিমাই কথিত হইয়াছে—যাহা নিজেরও শ্রুতিগোচর হয় এবং অপরেরও শ্রুতিগোচর হয়।

উল্লিখিত আলোচনায়, শ্রীল হরিদাসঠাকুরের উক্তি হইতে এবং বিবিধ শাস্ত্রের উক্তি হইতেও ভগবন্নামের উচ্চকীর্তনের মহিমাধিক্যের কথাই জানা গেল। সুতরাং ভগবন্নামের উচ্চকীর্তন শাস্ত্রসম্মত এবং উচ্চকীর্তনের মহিমাধিক্যও শাস্ত্রসম্মত।

আ। বত্রিশাক্ষর ষোলনাম তারকব্রহ্ম নামের উচ্চকীর্তন

অপরেও শুনিতে পায়—এইভাবে যে ভগন্নামের উচ্চারণ, তাহাই হইতেছে উচ্চ কীর্তন (বা বাচিক জপ); সুর-তালাদি-সহযোগে কীর্তনও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর, অপর কেহ শুনিতে পায় না—এই ভাবের নামগ্রহণকে উচ্চকীর্তন বলা যায় না; ইহা হইতেছে মানস জপ এবং উপাংশু জপ।

দীক্ষামন্ত্রের পুরশ্চরণ-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—"গুরুং প্রকাশয়েদ্ বিদ্বান্ মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ॥ হ. ভ. বি.॥ ১৭।৫৭-ধৃত মন্ত্রার্ণব-প্রমাণ॥—গুরুকে প্রকাশ করিবে; কিন্তু মন্ত্র প্রকাশ করা সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।" ইহা হইতে জানা গেল, দীক্ষামন্ত্র সর্বতোভাবে গোপন রাখিতে হইবে; সুতরাং অন্য কেহ শুনিতে পায়—এইভাবে কখনও দীক্ষা-মন্ত্র-জপের বিধি নাই; দীক্ষামন্ত্রের পক্ষে মানসজপই প্রশস্ত।

কিন্তু ভগবন্নাম দীক্ষামন্ত্রের ন্যায় গোপ্য নহে। যদি কেহ বলেন, ভগবন্নাম তো মহামন্ত্র; মন্ত্রই যখন গোপ্য, তখন মহামন্ত্র গোপ্য কেন হইবে না? শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণনামকে মহামন্ত্র বলিয়াছেন। "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব॥ চৈ. চ. ১।৭।৮০॥" তথাপি মহাপ্রভু বলিয়াছেন—আমার গুরুদেব আমাকে বলিয়াছেন—"নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥ চৈ. চ. ১।৭।৮৯॥" এবং "এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি॥ সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়॥ চৈ. চ. ১।৭।৯১-২॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডও হরিনামকে মহামন্ত্র বলিয়াছেন। "হরিনাম-মহামন্ত্রৈ র্নশ্যেৎ পাপ-পিশাচকঃ॥ ২৪।২৬॥—হরিনাম মহামন্ত্রে পাপরূপ পিশাচ বিনষ্ট হয়॥" তথাপি সেই পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডই যে ২৪।১৩, ১৫-শ্লোকে হরিনামের উচ্চকীর্তনের মহিমার কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ববর্তী অ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"—ইত্যাদি ভা. ১০।৮।১৩-শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে—ভগবানের নাম-সকলের মধ্যে "কৃষ্ণ"-নামই মুখ্যতর এবং এই নামের প্রথম অক্ষরটীও মহামন্ত্র। ভগবান্ বলিয়াছেন—"নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি চ। যস্যাস্য যশ্চ প্রথমমক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধম্॥" কৃষ্ণনাম এবং তাহার প্রথম অক্ষরও মহামন্ত্র বলিয়া যদি দীক্ষামন্ত্রের ন্যায় সর্বতোভাবে গোপ্য হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণলীলা-গানাদি, এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভগবল্লীলাগ্রন্থাদির অনুশীলনও সর্বতোভাবে বর্জনীয়ই হইত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভক্তগণের সঙ্গে "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ"—ইত্যাদি নাম উচ্চস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। অপরের প্রতি উপদেশ-দান-কালে তিনি বত্রিশাক্ষর তারকব্রহ্ম নামেরও অপরের শ্রুতিগোচরভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভু তপনমিশ্রকে বলিয়াছেন—মিশ্র! তুমি "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই নাম জপ করিবে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে জানা যায়—"আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ। 'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'॥" এ-স্থলে ভক্তদিগের শ্রুতিগোচর ভাবেই প্রভু বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। উপদেশ করিয়া আবার "প্রভু বোলে—'কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ॥ ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সভার। সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৩শ॥ ৩২২ পৃঃ॥"

প্রভু বলিলেন—এই মহামন্ত্র "জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ।" পূর্বেই বলা হইয়াছে, জপ তিন রকমের—মানস, উপাংশু এবং বাচিক। "জপ"-শব্দে প্রভু এই তিন রকম জপের কথাই বলিয়াছেন—যিনি যখন যে রকম জপ করিতে ভালবাসেন, তিনি তখন সেই রকম জপই করিবেন, ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। "এই বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রের কখনও বাচিক জপ বা উচ্চকীর্তন করিবে না" —এ কথা প্রভু বলিলেন না। "সর্ব্বক্ষণ বোল"-বাক্যের অন্তর্গত "বোল"-শব্দে বরং উচ্চস্বরে উচ্চারণের কথাই প্রভু বলিয়াছেন। প্রভু আরও বলিয়াছেন—"ইথে বিধি নাহি আন"—সর্বক্ষণ বলা ব্যতীত এই মহামন্ত্রের জপ-সম্বন্ধে অন্য কোনও বিধিই নাই। প্রভু বলিয়াছেন—"নির্ব্বন্ধ করিয়া জপ" করিবে। নির্বন্ধ-শব্দের অর্থ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। "নির্ব্বন্ধঃ অভিনিবেশঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ অভিলষিত-প্রাপ্তৌ ভূয়ো যত্নঃ॥ যথা শিশুগ্রহঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশূনাং স্বেচ্ছাবিশেষঃ। আখটি ইতি খ্যাতঃ। ইতি কেচিৎ॥ ইতি গ্রহ-শব্দটীকায়াং ভরতঃ॥” এইরূপে আভিধানিকদের উক্তি হইতে জানা গেল—নির্বন্ধ-শব্দের অর্থ হইতেছে—অভিনিবেশ, গাঢ় মনোযোগ ; অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়াস—শিশুদের ‘আখটির’ ন্যায়, কোনও বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত শিশুদের জেদের ন্যায়। অত্যন্ত আগ্রহ। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সর্বদা বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র বলিবে—ইহাই হইতেছে প্রভুর উপদেশ।

মহামন্ত্র সত্ত্বেও ইহা গোপ্য নহে কেন, তৎসম্বন্ধেই প্রভু বলিয়াছেন—“ইথে বিধি নাহি আন—নামসম্বন্ধে কোনও বিধি নাই।” কেন না, নাম হইতেছে নামীরই ন্যায় পরমস্বতন্ত্র। “নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ হ. ভ. বি.॥ ১১।২০৪-ধৃত স্কান্দ-বচন॥—নাম হইতেছেন স্বতন্ত্রবস্তু ; এজন্য দেশ, কাল, অবস্থা এবং শুদ্ধি-আদির কোনও অপেক্ষা রাখেন না।”

বত্রিশাক্ষর তারকব্রহ্মনাম শ্রুতিবিহিত। কলিসন্তরণোপনিষৎ হইতে জানা যায়, কলিজীবের জন্য ব্রহ্মা নারদের নিকটে এই তারকব্রহ্ম-নামের উপদেশ দিয়াছেন। নারদ এই নামজপের বিধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—“নাস্য বিধিরিতি। সর্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি।—ইহার কোনও বিধি নাই। শুচি হউক, অশুচি হউক, সর্বদা এই নাম পাঠ করিলে (ইচ্ছানুসারে) সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য পাওয়া যায়।” বিধিহীনতার হেতু হইতেছে নামের পরমস্বাতন্ত্র্য।

বত্রিশাক্ষরাত্মক তারকব্রহ্মনামের প্রসঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ড * (রাধাহৃদয়-প্রস্তাবে) বলিয়াছেন—“তন্নামকীর্ত্তনং ভূয়স্তাপত্রয়-বিনাশনম্। সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্॥ ৬।৫৮॥—ভগবন্নামকীর্ত্তনে তাপত্রয় বিনষ্ট হয়। ইহা সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত।” অপরের শ্রুতিগোচর ভাবে উচ্চারণকেই কীর্ত্তন বলে। সেই পুরাণ এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন—“নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥ ৬।৫৯॥—ত্রিলোকীতে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুণ্য আর কিছু নাই। (বত্রিশাক্ষরাত্মক) নামের সঙ্কীর্ত্তন হইতেই তারকব্রহ্ম দৃষ্ট হয়েন।” এবং “নামসঙ্কীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্যং বিপশ্চিতা। ৬।৬০॥—এজন্য পণ্ডিতগণের পক্ষে সর্বদা নাম-সংকীর্তন করা কর্তব্য।” এ-স্থলে তারক-ব্রহ্মনামের সঙ্কীর্তনের বিধান দেওয়া হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তির উল্লেখপূর্বক পূর্বেই বলা হইয়াছে, বহুলোক মিলিত হইয়া কৃষ্ণসুখকর কৃষ্ণ-গান করিলে তাহাকে সঙ্কীর্তন বলে। বহুলোকের মিলিত গান উচ্চকীর্তনই হইয়া থাকে।

এই তারকব্রহ্ম-নাম শ্রীল হরিদাসঠাকুর উচ্চস্বরে কীর্তন করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই তারকব্রহ্ম-নামের উচ্চকীর্তনের আদর্শ দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার

* তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স-প্রকাশিত, সপ্তম মুদ্রণ। ১৩৬৫ সাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমাষ্টকে লিখিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনঃ"-ইত্যাদি। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণ উচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতকৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ॥" ইহা হইতে জানা গেল, মহাপ্রভু বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল, বত্রিশাক্ষরাত্মক ষোলনাম-মহামন্ত্রের উচ্চকীর্তন শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রসম্মত বলিয়াই হরিদাসঠাকুর এবং মহাপ্রভুও এই মহামন্ত্রের উচ্চকীর্তন করিয়াছেন। মহাপ্রভু সঙ্কীর্তনকেই পরম উপায় বলিয়াছেন। "নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ চৈ. চ. ৩।২০।৬॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতেও বলা হইয়াছে—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ। ভা. ১১।৫।৩২॥"; অন্যান্য শাস্ত্রও কীর্তন, সংকীর্তন এবং গানের কথা বলিয়াছেন। সর্বত্রই "বাচিক জপের—উচ্চকীর্ত্তনের" বিধান দৃষ্ট হয়।

ই। সংখ্যারক্ষণপূর্বক এবং সংখ্যারক্ষণব্যতীত তারকব্রহ্ম-নাম কীর্তনসম্বন্ধে আলোচনা

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—শ্রীল হরিদাসঠাকুর এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও উচ্চস্বরে তারক-ব্রহ্ম-নাম কীর্তন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা সংখ্যারক্ষণ-পূর্বক নামকীর্তন করিয়াছেন। সংখ্যা না রাখিয়া নামকীর্তন করেন নাই। তাঁহাদের আচরণের আদর্শ অনুসারে ইহাই জানা যায় যে, সংখ্যারক্ষণপূর্বক উচ্চস্বরে তারকব্রহ্ম নামের কীর্তন বিধেয়, কিন্তু সংখ্যারক্ষণব্যতীত তাহা বিধেয় নহে।

এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

ব্যবহারিক-জগতের কাম্যবস্তু-বিশেষ-সম্বন্ধে ভগবন্নাম-বিশেষের সেবামাহাত্ম্য-কথন-প্রসঙ্গে শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১।১১৯ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী শ্লোকে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নামের বিশেষ বিশেষ সংখ্যারক্ষণপূর্বক কীর্তনের কথা বলিয়াছেন এবং ১১।১২২-৩৫ শ্লোকসমূহে বিশেষ বিশেষ সময়েও তদ্রূপ কীর্তনের কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ১১।১২৬-শ্লোকের টীকার উপক্রমে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নন্ন চিন্তামণেরিব সর্ব্বস্যাপি ভগবন্নাম্নঃ সমানফলং শ্রূয়তে। তৎ কিং বিশেষ-নির্দ্দেশতো মাহাত্ম্য-সঙ্কোচাপাদেনন ? সত্যম্। অত্যন্তকামাপহতচিত্তানাং শ্রদ্ধাসম্পত্তয়ে তথোক্তম্। বস্তুতস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বমেব নাম সেব্যমিত্যাহ 'সর্ব্বমিতি (১১।১২৬-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ)॥" এই টীকা হইতে জানা গেল, যাঁহারা অত্যন্ত-কামাপহত-চিত্ত, নামবিষয়ে তাঁহাদের শ্রদ্ধা উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই বিশেষ বিশেষ ভগবন্নামের বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ সংখ্যারক্ষণপূর্বক সেবার কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে নামের মহিমা খর্ব করা হয় বটে; তথাপি কামাপহতচিত্ত লোকদিগের কল্যাণের জন্য এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ সমস্ত ভগবন্নামেরই সমান ফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বস্তুতঃ সর্বদা সকল নামই সেব্য। বিষ্ণু-ধর্মোত্তর-প্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়। "সর্ব্বং বা সর্ব্বদা নাম দেবদেবস্য যাদব। নামানি সর্ব্বাণি জনার্দ্দনস্য কালশ্চ সর্ব্বঃ পুরুষপ্রবীরঃ। তস্মাৎ সদা সর্ব্বগতস্য নাম গ্রাহ্যং যথেষ্টং বরদস্য রাজন্॥" তাৎপর্য—দেবদেব ভগবানের সকল নামই সর্বদা গ্রহণ করিবে। তাঁহার নামকীর্তনে সকলকালই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বরদ জনার্দনের নামসমূহ সকল সময়েই যথেষ্ট গ্রহণ করিবে।

"সদা—সকল সময়ে"-শব্দটীর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। নাম-গ্রহণবিষয়ে দেশ-কালাদির বা শুদ্ধ্যাদিরও নিয়ম নাই (হ. ভ. বি. । ১১।২০৪), উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই (১১।২০২), শৌচাশৌচেরও নিয়ম নাই (১১।২০৫), চলিতে চলিতে, শুইতে শুইতে, শ্বাস-প্রশ্বাস-কালে, বাক্যপ্রপূরণে, এমন কি হেলায়ও নাম গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে (১১।২১৯)। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৪॥"

যে কোনও সময়েই নামকীর্তন করা যায়—ইহাই "সদা"-শব্দের তাৎপর্য। স্নানের সময়ে, খাওয়ার সময়ে, শয়ন করার সময়ে, মলমূত্র-পরিত্যাগের সময়ে, যে-সময়ে উচ্ছিষ্টমুখে বা উচ্ছিষ্ট গর্তে (আস্তাকুড়ে) থাকা যায়, সেই সময়ে, বিষয়কার্য-কালে যখন লোকের দুই হাতই আবদ্ধ থাকে, সেই সময়েও নামকীর্তন করার বিধিই উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে পাওয়া গেল। এই সকল সময়ে সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নয়। ইহা হইতে জানা গেল—বিশেষ উদ্দেশ্যে কামাপহতচিত্ত লোকদের নামকীর্তন-সম্বন্ধে সংখ্যারক্ষণাদির কথা বলা হইলেও পরমার্থ-বিষয়ে সংখ্যারক্ষণের কথা শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস কোনও স্থলে বলেন নাই।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে নামকীর্তনের মহিমার এবং অত্যাবশ্যকত্বের কথাও বলিয়াছেন, নামসংকীর্তনের মুখ্যফল-প্রাপ্তির জন্য অপরাধ-বর্জনের অত্যাবশ্যকত্বের কথাও বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি সংখ্যারক্ষণের অপরিহার্যতার কথা বলেন নাই, সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে কোনও আলোচনাও তিনি করেন নাই।

ইহা হইতে বুঝা যায়, ভগবন্নাম-কীর্তনে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। "কখনও সংখ্যা রাখিবে না"—একথাও অবশ্য শাস্ত্র বলেন নাই। তাৎপর্য এই যে, যখন সুবিধা বা ইচ্ছা হয়, তখন সংখ্যারক্ষণ করিবে, যখন সুবিধা বা ইচ্ছা না থাকে, তখন সংখ্যা না রাখিলেও দোষের কিছু হয় না এবং কোনও সময়ে সংখ্যা না রাখিলেও কোন দোষ হয় না। সকল নাম সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা, কোনও বিশেষ নাম সম্বন্ধে নহে; সুতরাং ষোলনামাত্মক তারকব্রহ্ম-নাম-সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থাই হইবে।

"অন্য নামের সংখ্যারক্ষণ অত্যাবশ্যক নহে, কিন্তু তারক-ব্রহ্মনামের সংখ্যারক্ষণ অত্যাবশ্যক"—একথা কোনও শাস্ত্রই কোনও স্থলে বলেন নাই, মহাপ্রভুও বলেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বোল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ড একস্থলে বলিয়াছেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইত্যষ্টশতকং নাম্নাং ত্রিকাল কল্মষাপহম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে॥ ৬।৫৫-৫৬॥—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ'-ইত্যাদি বত্রিশাক্ষরাত্মক নাম তিন কালে, (অর্থাৎ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে) একশত আটবার করিয়া গ্রহণ করিলে কল্মষ (পাপ) দূরীভূত হয়। কল্মষ-দূরীকরণের ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায়ের কথা সর্ববেদে নাই।"

পূর্বে হ. ভ. বি. ১১।১২৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই প্রযোজ্য, অর্থাৎ তারকব্রহ্মনামের প্রতি বহির্মুখ লোকদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার নিমিত্তই উল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্যে "একশত আট"-এই সংখ্যারক্ষণপূর্বক তিন বেলা তারকব্রহ্মনাম গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। কেননা, পাপ দূরীকরণের জন্য বাস্তবিক প্রতিদিন তিনবেলা একশত আটবার নাম গ্রহণের প্রয়োজন হয় না; নামাভাসেও পাপ দূরীভূত হয়, অজামিলই তাহার সাক্ষী। বিশেষতঃ, উল্লিখিত শ্লোকে একশত-আট-সংখ্যক নাম লওয়ার কথা বলার পরে অব্যবহিত পরবর্তী ৬।৫৭-৫৯ শ্লোকত্রয়েও তারকব্রহ্মনামের পাপনাশকত্বের, তাপত্রয়-নাশকত্বের এবং পবিত্রতা-বিধায়কত্বের কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে—"নামসঙ্কীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্যং বিপশ্চিতা॥—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সদা—সর্বদা—(তারকব্রহ্ম) নামের সঙ্কীর্ত্তন করিবেন।" এই শ্লোকের "সদা"-শব্দেই সংখ্যারক্ষণের বিধান পরিত্যক্ত হইয়াছে; যেহেতু, সংখ্যারক্ষণপূর্বক যে সকল সময়ে নামকীর্তন করা সম্ভব হয় না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

তারকব্রহ্ম-নাম-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুও সংখ্যা-রক্ষণের কথা বলেন নাই, বরং তদ্‌বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। তপনমিশ্রের নিকটে প্রভু বলিয়াছেন, "হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি তারকব্রহ্মনামই কলির যুগধর্ম এবং বলিয়াছেন "কলি যুগধর্ম্ম হয় নামসঙ্কীর্ত্তন। চারিযুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥ (ইহার পরে 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুম্'-ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়া প্রভু বলিয়াছেন) অতএব কহিলেন নামযজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥ **রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।** তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥ চৈ. ভা. আদি ১০ম ॥ ১০৬ পৃঃ॥ পূর্ববর্তী ৮।১৬ অনু (৩৭৭ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।" ইহার পরে প্রভু কলির যুগধর্মরূপ মহামন্ত্র যে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি, তাহা বলিয়াছেন। সংখ্যারক্ষণপূর্বক "খাইতে শুইতে রাত্রিদিন নাম লওয়া" সম্ভব নহে। সুতরাং মহাপ্রভু এ-স্থলে সংখ্যারক্ষণপূর্বক তারকব্রহ্ম-নামকীর্তনের কথা বলেন নাই; সুতরাং সংখ্যারক্ষণব্যতীত নামকীর্তনও যে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাই বুঝা যায়।

আবার নবদ্বীপবাসীদিগকে প্রভু উপদেশ করিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ—॥ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু বোলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সভার। সর্ব্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর। চৈ. ভা. মধ্য ২৩শ॥ ৩২২ পৃঃ॥" (পূর্বে এই বাক্যগুলি আলোচিত হইয়াছে)। পূর্বোল্লিখিত যুক্তি-অনুসারে, এ-স্থলেও প্রভু তারকব্রহ্ম-নামের সংখ্যাহীন-কীর্তনের উপদেশই দিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোনও শাস্ত্রই নামকীর্তন-প্রসঙ্গে সংখ্যারক্ষণের কথা বলেন নাই, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও বলেন নাই, হ. ভ. বি. ১১।১২৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনও বলেন নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেন নাই। জীবের কল্যাণের জন্যই শাস্ত্র নাম-কীর্তনের উপদেশ দিয়াছেন। সংখ্যারক্ষণব্যতীত তারকব্রহ্ম-মহামন্ত্রের কীর্তন যদি নিষ্ফল বা অপরাধজনক হইত, তাহা হইলে, জীবের কল্যাণের জন্যই শাস্ত্র তারকব্রহ্ম-নামকীর্তনে সংখ্যা-রক্ষণের অত্যাবশ্যকত্বের কথা বলিতেন; কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই, মহাপ্রভুও তাহা বলেন নাই। কলিসন্তরণোপনিষদও বলিয়াছেন, তারকব্রহ্ম-নামকীর্তনে কোনও বিধি নাই।[১] পূর্বে অ-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ২৪।১৫-শ্লোকে করতালি-সহযোগে উচ্চনামকীর্তন-পূর্বক ভগবৎ-প্রদক্ষিণের কথা দৃষ্ট হয়। করতালি দিলে সংখ্যারক্ষণ সম্ভব হয় না।

ঈ। সংখ্যারক্ষণের রীতি ও আবশ্যকতা

শ্রুতি-স্মৃতি এবং মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে তারকব্রহ্ম নামকীর্তনে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব না থাকিলেও সাধু-সজ্জনগণের মধ্যে সংখ্যারক্ষণ-পূর্বক তারকব্রহ্ম-নামকীর্তনের রীতি প্রচলিত আছে এবং মহাপ্রভু নিজেও তদ্রূপ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার হেতু এই।

অপরাধ-ক্ষালনের জন্য জীবের পক্ষে সর্বতোভাবে নামের শরণাপন্ন হওয়ার, নামের আশ্রয়গ্রহণ করার, প্রয়োজন। সর্বতোভাবে নামের শরণাপন্ন হইতে হইলে ব্রতরূপে নামসংকীর্তন করা অত্যাবশ্যক। ব্রত বলিতে "অবিচলিত নিয়ম" বুঝায়। এই ব্রতরক্ষার জন্য প্রতিদিন অবিচলিত ভাবে নির্দিষ্ট-সংখ্যক নাম গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ জন্যই সংখ্যারক্ষণপূর্বক নাম-গ্রহণের রীতি।

নাম পরম স্বতন্ত্র, সর্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ। সুতরাং স্বীয় ফল-প্রকাশের জন্য নাম সংখ্যারক্ষণের অপেক্ষাও রাখেন না। সাধকের পক্ষে নামে তৎপরতা-সম্পাদনার্থই, নামে শরণাপত্তি সম্পাদনার্থই, সংখ্যারক্ষণাদির উপকারিতা। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। "নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো নির্ব্বিণ্ন ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ। যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ২৬৩॥ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাং

১। পরবর্তী উ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্রনামভাষ্যধৃত-প্রমাণম্‌॥—রাত্রি এবং দিবা উভয়কালেই নির্ভয়, জিতনিদ্র, নির্ব্বিণ্ণ, পারমার্থিক পথে নিবদ্ধদৃষ্টি, মিতভুক্‌ এবং প্রশান্ত হইয়াও যদি কেহ অচ্যুত-ভগবানে মনের আসক্তি লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে, তিনি লজ্জাহীন হইয়া (অর্থাৎ উচ্চস্বরে কীর্তনাদিতে লজ্জা অনুভব না করিয়া) শ্রীহরির নাম পাঠ করিবেন। (হরিনামের এমনই অদ্ভুত শক্তি আছে যে, ভগবচ্চরণারবিন্দে রতি জন্মাইয়া দিতে পারে)।” এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—এই শ্লোকে গতভী (নির্ভয়), জিতনিদ্র-ইত্যাদি যে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সমস্ত গুণ কিন্তু নামকীর্তনের অঙ্গভূত নহে ; কেননা, ভক্তি-অঙ্গমাত্রই নিরপেক্ষ, ভক্তি-অঙ্গ ঐ সমস্ত গুণের অপেক্ষা রাখে না। সাধকের নামৈকতৎপরতা-সম্পাদনের জন্যই ঐ সমস্ত গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ-সমস্ত গুণে গুণী হইতে পারিলে সাধক নামৈকতৎপরতা লাভ করিতে পারেন। “অত্র গতভীরিত্যাদয়ো গুণা নামৈকতৎপরতাসম্পাদনার্থাঃ, ন তু কীর্ত্তনাঙ্গভূতাঃ। ভক্তিমাত্রস্য নিরপেক্ষত্বম্‌, তস্য তু সুতরাং তাদৃশত্বমিতি॥” এই উক্তির সমর্থনে শ্রীজীবপাদ বিষ্ণুধর্মোত্তরে কথিত এক দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধুর বিবরণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

এ-স্থলে “গতভী”-প্রভৃতি গুণসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ যাহা বলিয়াছেন, নামগ্রহণে সংখ্যা-রক্ষণ-সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। সংখ্যারক্ষণ নামকীর্তনের অঙ্গভূত নহে, পরমস্বতন্ত্র নাম সংখ্যা-রক্ষণের অপেক্ষা রাখে না। সাধকের ব্রতসিদ্ধির জন্য, নামে শরণাপত্তি-সিদ্ধির জন্যই সংখ্যা-রক্ষণের আবশ্যকতা। বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৫।১০২ খ-গ অনুচ্ছেদে, বাঁধান তৃতীয়খণ্ডের ২৩৬০-৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই আলোচনায় সংখ্যারক্ষণপূর্বক নামকীর্তনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা জানা গেল। যিনি যত সংখ্যা নামগ্রহণের নিয়ম গ্রহণ করেন, তদতিরিক্ত—সংখ্যারক্ষণপূর্বক কিম্বা সংখ্যারক্ষণব্যতীত—নামকীর্তনেও দোষের কিছু নাই, বরং তাহা করাই কর্তব্য। কেননা, “খাইতে শুইতেও” সর্বদা নামকীর্তনের বিধানই শাস্ত্র দিয়াছেন এবং মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন।

আলোচনার উপসংহার

এই আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—তারকব্রহ্ম নামের সংখ্যারক্ষণব্যতীত কীর্তনও দোষাবহ নহে। ভগবদ্ধামাদিতেও সংখ্যারক্ষণব্যতীত তারকব্রহ্ম নামকীর্তনের রীতি—অষ্ট-প্রহরাদিতে এবং কোনও কোনও বিশিষ্ট বৈষ্ণব-মহাত্মার ব্যক্তিগত আচরণেও—বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ভগবন্নামের এবং তারকব্রহ্ম নামেরও উচ্চকীর্তনের মহিমাধিক্যের কথাও এই আলোচনা হইতে জানা গেল।

উ। কলিসন্তরণোপনিষদের বিবরণ

কলিসন্তরণোপনিষদের বিবরণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। দ্বাপরান্তে ব্রহ্মার নিকটে নারদ, নিজের উপরে সংসারিলোকের ভাব আরোপ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—“সংসার ভ্রমণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে করিতে কিরূপে কলি হইতে উদ্ধার পাইব ?" তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"সাধু পৃষ্টোঽস্মি, সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তৎ শৃণু, যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি।—উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ ; সর্বশ্রুতি-রহস্য গোপ্য কথা শুন—যদ্দ্বারা কলিসংসার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" একথা বলিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি ॥—আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের নামোচ্চারণমাত্রেই (জীব) নির্ধূতকলি হইয়া থাকে।" (ব্রহ্মা এ-স্থলে "ভবসি" বা "ভবিষ্যসি" না বলিয়া "ভবতি" বলিয়াছেন। "ভবতি" হইতেছে প্রথমপুরুষে একবচনাত্মক ক্রিয়াপদ, তাহার কর্তাও হইবে প্রথমপুরুষের একবচনাত্মক—লোকঃ বা জীবঃ। এই বাক্যে ব্রহ্মার অভিপ্রায় হইতেছে—নারায়ণের নামোচ্চারণমাত্রেই জীব নির্ধূতকলি হইয়া থাকে, জীবের কলিদোষ সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হইয়া যায়। ইহাই হইতেছে ব্রহ্মার কথিত সর্ববেদরহস্য গুহ্য তত্ত্ব)। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, (আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের যেই নামের উচ্চারণমাত্রেই জীব নির্ধূতকলি হইতে পারে) সেই নামটী কি ?—"নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ তন্নাম কিম্ ইতি ॥" তখন হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) বলিলেন—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ২ ॥—'হরে রাম হরে রাম'-ইত্যাদি নামষোড়শক (—বত্রিশাক্ষরাত্মক ষোলনাম) হইতেছে কলিকল্মষ-নাশক। সমস্ত বেদে ইহা অপেক্ষা পরতর (শ্রেষ্ঠতর) উপায় দৃষ্ট হয় না।" (ব্রহ্মা এ-স্থলে প্রথমে "হরে রাম"-ইত্যাদি বলিয়াছেন ; কিন্তু অপৌরুষেয় পুরাণে প্রথমে "হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, তৃতীয়খণ্ডে, ৫।১০৩ অনুচ্ছেদে, ২৩৬৫-৬৮ পৃষ্ঠায় এ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মা আরও বলিলেন—"ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণবিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি ॥—(এই নামষোড়শক হইতেছে) ষোড়শকলাবৃত জীবের আবরণ-বিনাশক ; তাহার পরে (আবরণ বিনাশের পরে) মেঘাপগমে রবিরশ্মি যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি পরব্রহ্মও প্রকাশ পায়েন (অর্থাৎ নামষোড়শকের কীর্তনের ফলে জীবের ষোড়শাবরণ দূরীভূত হয় ; তখন জীব পরব্রহ্মের অনুভব লাভ করেন, ব্রহ্মবিৎ হয়েন)।"

(জীবের ষোড়শকলারূপ আবরণ হইতেছে—"ষোড়শকো বিকারঃ পঞ্চভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি ॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ১।৪-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়—এ-সমস্ত অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ এবং দেহস্থিত একাদশ ইন্দ্রিয়—হইতেছে জীবের ষোড়শ আবরণ।" এতাদৃশ দেহেই জীব বা জীবাত্মা অবস্থান করে। মায়ার প্রভাবে সংসারী জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি ষোড়শকলায় আসক্ত হইয়া পড়ে, দেহেন্দ্রিয়াদির সুখের জন্যই লালায়িত হয়। তখন জীবের স্বরূপগতভাব থাকে প্রচ্ছন্ন—ষোড়শকলাত্মক আবরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবৃত। নামষোড়শকের প্রভাবে এই আবরণ দূরীভূত হইয়া যায়; তখন সেই জীবের নিকটে পরব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন—সেই জীব তখন পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করেন, ব্রহ্মবিৎ হয়েন। ব্রহ্মবিৎ হইলেই মোক্ষ। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি॥)

ইহার পরে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোঽস্য বিধিরিতি—এই নামষোড়শকের বিধি কি?" উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—"নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি॥ ৩॥—ইহার কোনও বিধি নাই। শুচি হউক, বা অশুচি হউক, সর্বদা এই নাম পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য পাইয়া থাকেন।"

[ব্রহ্মা বলিলেন—"এই নামষোড়শকের কোনও বিধিই নাই; শুচি বা অশুচি হইলেও সর্বদা এই নাম পাঠ (কীর্তন) করা যায়।" ইহা হইতে জানা গেল, যে-কোনও ভাবে (অর্থাৎ মানসিক, বাচিক এবং উপাংশু-যে কোনও রূপেই এই নাম কীর্তনীয়), যে-কোনও অবস্থায়, যে-কোনও স্থানে, যে-কোনও সময়ে (অর্থাৎ মল-মূত্র-ত্যাগ-কালেও) এই নাম কীর্তন করা যায়। সুতরাং উচ্চকীর্তন, বা সংখ্যাহীন-নামকীর্তনও অবিধেয় নহে। পূর্বোক্তি অনুসারে যে-কোনও রূপে নামষোড়শক কীর্তন করিলেই লোকের ষোড়শকলাত্মক আবরণ দূরীভূত হইতে পারে এবং লোক ব্রহ্মবিৎ হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন—সর্বদা এই নাম ষোড়শক পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ সালোক্যাদি লাভ করিতে পারেন। এ-স্থলে "ব্রাহ্মণ"-শব্দে "ব্রাহ্মণবংশ-জাত লোক" বলিয়া মনে হয় না। কেননা, প্রথমতঃ, ব্রহ্মা বলিয়াছেন, আদিপুরুষ নারায়ণের নামোচ্চারণ-মাত্র লোক নির্ধূতকলি হইতে পারে। এ-স্থলে জীবমাত্রের কথাই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মা বলিয়াছেন, এই নাম-ষোড়শক কলিকল্মষনাশন। কেবল ব্রাহ্মণবংশ-জাত লোকেরই যে কলিকল্মষ, অপরের যে কলিকল্মষ নাই, তাহা নহে। তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মা পরিষ্কারভাবেও বলিয়াছেন—এই নাম-ষোড়শক হইতেছে ষোড়শকলাবৃত জীবের আবরণ-বিনাশক। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশ-জাত জীবেরই যে ষোড়শকলাত্মক আবরণ, তাহা নহে। ব্রাহ্মণবংশ-জাত জীবেরই কলিকল্মষ এবং ষোড়শ-কলাত্মক আবরণ, ইহা মনে করিলে ব্রাহ্মণকুলজাত লোককে নরাধম মনে করিতে হয়; কিন্তু তাহা সঙ্গত হইবে না। চতুর্থতঃ, যদি বলা হয়, ব্রাহ্মণকুলজাত লোকেরই এই নামষোড়শক গ্রহণে অধিকার, অপরের অধিকার নাই, তাহা হইলে ইহা হইবে একটী বিধি এবং এই বিধি স্বীকার করিতে গেলে, ব্রহ্মার উক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, ব্রহ্মা বলিয়াছেন, এই নামসম্বন্ধে কোনও বিধিই নাই। বিশেষতঃ পুরাণাদিতে শ্বপচেরও ভগবন্নাম-গ্রহণের কথা জানা যায়; যবনকুলসম্ভূত শ্রীল হরিদাসঠাকুরও বত্রিশাক্ষরাত্মক ষোলনাম কীর্তন করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-সমস্ত কারণে বুঝা যায়, ব্রহ্মা যে ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকুলজাত লোক হইতে পারেন না।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রহ্মার কথিত ব্রাহ্মণ-শব্দের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য পূর্ববাক্যে ব্রহ্মাই বলিয়া গিয়াছেন—নামষোড়শক-কীর্তনের ফলে ষোড়শকলাত্মক আবরণ বিনষ্ট হইলে লোক ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিতে পারেন, ব্রহ্মবিৎ হইতে পারেন। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছেন—"যো বা এতদক্ষরং * * গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩।৮।১০ ॥—হে গার্গি! যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।" ব্যাকরণ-শব্দের উত্তর ষ্ণ-প্রত্যয়যোগে বৈয়াকরণ-শব্দ নিষ্পন্ন; তাহার অর্থ—ব্যাকরণবিৎ। তদ্রূপ, ব্রহ্মন্-শব্দের উত্তর ষ্ণ-প্রত্যয়যোগে ব্রাহ্মণ-শব্দ নিষ্পন্ন; তাহার অর্থও—ব্রহ্মবিৎ।

কলিসন্তরণোপনিষদে ব্রহ্মার উল্লিখিত সর্বশেষ বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—শুচিই হউক, কি অশুচিই হউক, যিনি সর্বদা এই নামষোড়শক পাঠ করেন, ষোড়শকলাত্মক আবরণ দূরীভূত হওয়ার পরে তিনি ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিৎ) হয়েন এবং তখন দেহত্যাগের পরে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সালোক্যাদি যে কোনও মুক্তি পাইয়া থাকেন।]

(৪) নবদ্বীপে

"কথোদিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি। আইলেন হরিদাস নবদ্বীপপুরী॥ হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ। হইলেন অতিশয় পরানন্দমন॥ আচার্য্য গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।* রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস-প্রতি। হরিদাসো করেন সভারে ভক্তি অতি॥ চৈ. ভা. ১৩০ পৃঃ॥"

হরিদাসঠাকুর সম্বন্ধে এ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড ১১শ অধ্যায়ের বিবরণই কথিত হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্যত্রও তাঁহার বিবরণ আছে; তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে।

জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে, "বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥ কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন। হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই একমন॥ চৈ. ভা. মধ্য, ১৩শ। ২৪৮ পৃঃ॥"—এইরূপ বলিয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু যেদিন লক্ষ্মীকাচে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেদিন সেই নৃত্যলীলায় শ্রীলহরিদাস বৈকুণ্ঠ-কোটালের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। চৈ. ভা. মধ্য, ১৮শ॥ ২৮৪ পৃঃ॥

কাজী-উদ্ধার-লীলার দিন মহাপ্রভু যে মহাসঙ্কীর্তন বাহির করিয়াছিলেন, সেই সঙ্কীর্তনে

* নবদ্বীপেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের এক বাড়ী ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রভুর আদেশে হরিদাসঠাকুর এক কীর্তন-সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশ ছিল এই ঃ—"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্যগোসাঞি। এক সম্প্রদায় গাহিবেন তান ঠাঞি॥ মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥ তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভিত॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৩ শ॥ ৩২৫পৃঃ॥"

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলার দিনে—"হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া। 'মোরে দেখ হরিদাস'—বোলে ডাক দিয়া॥ 'এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥ পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুঃখ। তাহা স্মঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥ শুন শুন হরিদাস! তোমারে যখনে। নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥ দেখিয়া তোমার দুঃখ, চক্র ধরি করে। নাম্বিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা কাটিবারে॥ প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে যে-সকল। তুমি মনে চিন্ত তাহা সভার কুশল॥ আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি লেখ। তখনেহ তা-সভারে মনে ভাল দেখ॥ তুমি ভাল দেখিলে না করোঁ মুঞি বল। তোলোঁ চক্র, তোমালাগি সে হয় বিফল॥ কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া। তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া॥ তোহোর মারণ নিজ অঙ্গে করি লওঁ। এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কহোঁ॥ যে বা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে। শীঘ্র আইলুঁ, তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥ তোমারে চিনিল মোর নাঢ়া * ভাল মতে। সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে॥ চৈ. ভা. মধ্য, ১০ ম॥ ২২৯-৩০ পৃঃ॥"

যবন-চরদিগের প্রাকৃত-কশাঘাত যে প্রভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে কোনওরূপ চিহ্ন জন্মাইতে পারে না, এমন কি স্পর্শও করিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি, ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য যে অপরিসীম, জগতের জীবকে তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে, বোধ হয় লীলাশক্তিই এই সময়ে প্রভুর দেহে মারণের চিহ্ন প্রকটিত করিয়াছিলেন।

এ-স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ মুখে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের প্রতি যে ভক্তবাৎসল্য ও করুণার উল্লাসের—প্রাচুর্যময় উচ্ছ্বাসের—কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার তুলনা মিলে না। অন্য কোনও অবতার-সম্বন্ধে ভক্তবাৎসল্যের ও করুণার এতাদৃশ প্রাচুর্যময় উচ্ছ্বাসের কথা জানা যায় না।

সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে রাত্রিশেষে প্রভু গৃহত্যাগ করেন, সেই রাত্রিতে—"চলিলা শয়নগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর। নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ ৩৬১ পৃঃ॥"

(৫) মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই হরিদাসের উৎপীড়ন

মহাপ্রভু নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"যে বা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে। শীঘ্র

* নাঢ়া —মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে "নাঢ়া" বলিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আইলুঁ, তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥” এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, যবনগণ-কর্তৃক হরিদাসের উৎপীড়নের পরেই প্রভুর আবির্ভাব; “যেবা গৌণ ছিল” এবং “শীঘ্র আইলুঁ”-বাক্য হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই বাইশ-বাজারে হরিদাসের প্রতি বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল।

(৬) চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের বিবরণ-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল হরিদাসঠাকুর-সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়—বূঢ়ন হইতে হরিদাস “ফুলিয়ায়—শান্তিপুরে” আসিয়াছিলেন; ফুলিয়ায় তাঁহার আচরণের ফলে কাজী ক্রুদ্ধ হওয়ায় বাইশ-বাজারে হরিদাসের প্রতি বেত্রাঘাত। তাহার পরে ফুলিয়াতে হরিদাসের গোঁফা-নির্মাণ। ফুলিয়া হইতে নবদ্বীপে আগমন।

আবার, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—নিজগৃহ বূঢ়ন ত্যাগ করিয়া হরিদাস বেণাপোলে আসেন; বেণাপোলে রামচন্দ্র খানের প্রেরিত বারবনিতাটীকে কৃপা করিয়া তিনি চান্দপুর-সপ্তগ্রামে আসেন; তখন বালক শ্রীল রঘুনাথদাসের সহিত তাঁহার মিলন হয়; চান্দপুর হইতে তিনি শান্তিপুরে আসেন; অদ্বৈতাচার্য গঙ্গাতীরে নির্জন গোঁফায় তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দেন এবং তাঁহাকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দিনে, (যদিও তখন প্রভুর আবির্ভাবের কথা শ্রীঅদ্বৈত-হরিদাস জানিতেন না, তথাপি), চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাস একসঙ্গে কীর্তন ও গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীহরিদাসের বেণাপোলে অবস্থিতির, চান্দপুর-সপ্তগ্রামে আগমনের, চান্দপুর হইতে শান্তিপুরে আগমনের ও শ্রাদ্ধপাত্র-ভোজনের বিবরণ দেন নাই। আবার কবিরাজগোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল হরিদাসের ফুলিয়ায়-শান্তিপুরে আগমনের, যবনকর্তৃক বেত্রাঘাতের এবং ফুলিয়ায় গোঁফা নির্মাণের বিবরণ দেন নাই। তাহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে—কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—শ্রীল বৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাহা বর্ণন করিবেন না, বৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণন করেন নাই, তাহাই তিনি বর্ণন করিবেন। বেণাপোল হইতে চান্দপুর হইয়া শান্তিপুরে আগমনের কথা বৃন্দাবনদাস বর্ণন করেন নাই বলিয়া কবিরাজগোস্বামী তাহা বর্ণন করিয়াছেন।

কবিরাজগোস্বামী যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও ভিত্তিহীন নহে। হরিদাসঠাকুরের বিবরণ-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন—“স্বরূপগোসাঞি যে-লীলা লিখিল। রঘুনাথদাস-মুখে যে-সব শুনিল॥ সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া। চৈতন্য-কৃপায় লিখিল ক্ষুদ্র জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঞা॥ চৈ. চ. ৩।৩।২৫৬-৫৭॥" কেবল ইহাই নহে। কবিরাজগোস্বামীর বিবরণ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্য-প্রমাণও বর্তমান।

প্রথমে বেণাপোল-সম্বন্ধেই বিবেচনা করা যাউক। ভক্তগণ এখন পর্যন্তও বেণাপোলে শ্রীল হরিদাসের স্মরণে মহোৎসবাদি করিয়া থাকেন। বেণাপোলে হরিদাসঠাকুরের অবস্থিতির পরিচায়ক অনেক স্মৃতিচিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। এ-স্থানে "শ্রীহরিদাসঠাকুরের অবস্থিতির সাক্ষিরূপে একটী ঢিবি আছে। এ-স্থানকে 'হীরা বেশ্যার জাঙ্গাল' বলে। বেণাপোল রামচন্দ্র খানেরও জন্মস্থান। অদ্যাপি পরিখাবেষ্টিত ভগ্নসৌধের চিহ্ন আছে। গৌ. বৈ. অ. ৪র্থ খণ্ড॥ ১৯৬১ পৃঃ॥" হরিদাসঠাকুরের নিকটে রামচন্দ্র খানের প্রেরিত রমণীটির নাম ছিল হীরা বেশ্যা।

তারপর চান্দপুর-সপ্তগ্রামের বিবরণ। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন, চান্দপুরে হরিদাসঠাকুরের সহিত শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর মিলন হইয়াছিল। কবিরাজগোস্বামী ও রঘুনাথদাসগোস্বামী একসঙ্গেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেন; দাসগোস্বামী কবিরাজগোস্বামীর একজন শিক্ষাগুরুও ছিলেন। দাসগোস্বামীর নিকটে শুনিয়াই তিনি হরিদাসঠাকুরের চান্দপুর-সপ্তগ্রামের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাও প্রত্যক্ষদর্শীরই কথিত বিবরণ।

সর্বশেষে শান্তিপুরে শ্রাদ্ধপাত্র-ভোজনের কথা। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য ছিলেন বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। "বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-কুলশাস্ত্র" হইতে জানা যায়—শ্রীঅদ্বৈত একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া হরিদাসকে ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। ইহাতে অদ্বৈতাচার্যের কুটুম্ব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ নিজেদিগকে অবমানিত মনে করিয়া সেইদিন তাঁহার গৃহে ভোজন করিলেন না। কাজেই শ্রীঅদ্বৈতও সেইদিন সবান্ধবে উপবাসী রহিলেন। পরের দিন অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে তাঁহারা সিধা (নিজেদের বাসস্থানে রান্না করিয়া খাইবার দ্রব্য) লইতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে অন্নগ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। সকলকে সিধা দেওয়া হইল। দৈবক্রমে সেইদিন খুব বৃষ্টি হইল। তাহার ফলে সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল। সেই গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে কোথাও ব্রাহ্মণেরা আগুন পাইলেন না। আগুনের অভাবে তাঁহাদের পক্ষে রান্না করাও সম্ভব হইল না। এদিকে ক্ষুধায়ও তাঁহারা কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের প্রভাবে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। তখন পূর্বদিনের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইয়া তাঁহারা অদ্বৈতাচার্যের নিকটে আসিয়া পূর্বদিনের বাসি অন্নই খাইতে স্বীকার করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদের সকলকে লইয়া হরিদাসের গোঁফায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন—সমস্ত গ্রামের মধ্যে একমাত্র হরিদাসের নিকটেই একটী মৃৎপাত্রে আগুন রহিয়াছে। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসের অসামান্য মহিমা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তিও ভিত্তিহীন নহে। ফুলিয়াতে শ্রীলহরিদাসের অবস্থিতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিচিহ্ন এখনও বর্তমান। বাইশ-বাজারে প্রহারের সত্যতার কথা মহাপ্রকাশ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তিও মিথ্যা নহে, কবিরাজগোস্বামীর উক্তিও মিথ্যা নহে। তবে ইহার সমাধান কি?

বিবরণের সমাধান

তবে কি হরিদাসঠাকুর ফুলিয়া, বা শান্তিপুর হইতে একবার বূঢ়নে ফিরিয়া গিয়াছিলেন? তাহার পরে আবার আসিয়াছিলেন?

এইরূপ অনুমানও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু কথিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ হইতে জানা গেল—বাইশ-বাজারে বেত্রাঘাতের ফলেও হরিদাসের মৃত্যু না হওয়ায় মুলুকপতি তাঁহার নিকটে ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে অভয় দিয়াছেন, ফুলিয়ায় যাইয়া থাকিবার কথাও বলিয়াছেন। তখন হরিদাস ফুলিয়ায় যাইয়া গোঁফা করিলেন; তত্রত্য ব্রাহ্মণাদি সজ্জনগণও তাঁহার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। জন-সাধারণ ভগবদ্‌বহির্মুখ হইলেও এ-সমস্ত ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণের সঙ্গে তিনি সে-স্থানে পরমানন্দেই অবস্থান করিতেছিলেন। সে-স্থান হইতে পুনরায় তাঁহার জন্মস্থান বূঢ়নে আগমনের কোনও হেতুই দেখা যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, হরিদাস শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন; সুতরাং পিতামাতার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেও তাঁহার ফুলিয়া হইতে বূঢ়নে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আবার, বূঢ়নে তাঁহার যবন জ্ঞাতি-বান্ধবাদির সঙ্গ যে ফুলিয়ার ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণাদির সঙ্গ হইতে অধিকতর লোভনীয় ছিল, তাহাও মনে করা যায় না। এ-সমস্ত কারণে ফুলিয়া হইতে তাঁহার বূঢ়নে পুনরাগমনের অনুমান বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। ঠিক এই সমস্ত কারণেই শান্তিপুর হইতে বূঢ়নে পুনরাগমনের অনুমানও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়, তিনি একবারই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসেন নাই।

বেণাপোলে যে তিনি খুব বেশীদিন ছিলেন, তাহা মনে হয় না। রামচন্দ্রখান-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ দ্রোহাচরণের আশঙ্কা করিয়া, সে-স্থানে থাকিয়া স্বীয় মহিমাসম্বন্ধে রামচন্দ্রখানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা তাঁহার স্বভাবতঃই ছিল না বলিয়া, তিনি অনতিবিলম্বেই বেণাপোল পরিত্যাগ করিয়া চান্দপুরে আসিয়াছেন। চান্দপুরেও অল্প কয়েকদিন মাত্র ছিলেন; তাঁহার অবমাননাকারী গোপালচক্রবর্তীর দুর্দশা দেখিয়া তাড়াতাড়ি শান্তিপুরে আসিয়াছেন। শান্তিপুরে আসার কথা বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"ফুলিয়ায়—শান্তিপুরে"। বেণাপোলে ও চান্দপুরে অল্প কিছুকাল অবস্থানকে বৃন্দাবনদাসঠাকুর পথিমধ্যে সাময়িক অবস্থান মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াই হয়তো এই দুই স্থানের বিবরণ দেন নাই, বূঢ়ন হইতে "ফুলিয়া—শান্তিপুরে" আগমনের কথাই লিখিয়াছেন।

উল্লিখিত আলোচনা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে উভয় গ্রন্থের বিবরণের সমাধান নিম্নলিখিতরূপ হইতে পারে বলিয়া মনে হয় :—

হরিদাসঠাকুর বূঢ়নে নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া "কথোদিন বেনাপোলের এক নির্জন বনে বাস করেন", তাহার পরে চান্দপুরে আসেন, চান্দপুর হইতে শান্তিপুরে আসেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে গোঁফা করিয়া দেন, নিজগৃহ হইতে আহার যোগাইতে থাকেন, একদিন শ্রাদ্ধপাত্রও খাওয়ান। হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে উচ্চস্বরে হরিনাম-কীর্তন করিয়া বেড়ান ; এই উপলক্ষ্যে ফুলিয়ায়ও গিয়াছেন ; ফুলিয়া শান্তিপুরের নিকটে, তিন মাইল পূর্বদিকে। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণাদি সজ্জনগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার উচ্চ-সঙ্কীর্তনে বিরক্ত হইয়া যবনকাজী মুলুকপতির যোগে বাইশ-বাজারে বেত্রাঘাত করাইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করেন। তাহাতে হরিদাসের কিছুই হইল না দেখিয়া মুলুকপতি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে স্বীয় কার্য করার জন্য অভয় দিয়া ফুলিয়াতে বাস করার আদেশ দেন। তাহার পরে ফুলিয়াতে গোঁফা নির্মিত হয়। সে-স্থানে তিনি তত্রত্য ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণের সহিত পরমানন্দে বাস করিতে থাকেন এবং গঙ্গার তীরে তীরে উচ্চস্বরে নামকীর্তন করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে থাকিতেন বলিয়াও মনে হয়। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন, অর্থাৎ মহাপ্রভুর আবির্ভাবদিনে, চন্দ্রগ্রহণের দিন তিনি শান্তিপুরে ছিলেন। সেদিন অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে একত্রে কীর্তন ও গঙ্গাস্নান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা তখনও তাঁহারা জানিতেন না। নবদ্বীপেও অদ্বৈতাচার্যের এক বাড়ী ছিল, তিনি মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসিয়া থাকিতেন। অদ্বৈত নবদ্বীপে আসিলে হরিদাসও নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের দর্শনের জন্য নবদ্বীপে আসেন। ভক্তগণও তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু যখন আত্মপ্রকাশ করেন এবং কীর্তন প্রচার করেন, তখন হরিদাসও সেই কীর্তনে অংশ গ্রহণ করেন। প্রভুর মহাপ্রকাশ-কালে, প্রভু তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে যবনগণকর্তৃক হরিদাসের উৎপীড়নের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি অশেষ কৃপা প্রকাশ করেন। নবদ্বীপে আসার পরেও, শ্রীঅদ্বৈত যখন শান্তিপুরে থাকিতেন, তখন হরিদাসও কখনও কখনও শান্তিপুরে যাইতেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড, ১৯শ অধ্যায়) হইতে জানা যায়—অদ্বৈতাচার্য মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, কখনও কখনও তাঁহার চরণ-ধারণও করিতেন। ইহাতে অদ্বৈত মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। প্রভুর ক্রোধ উৎপাদনপূর্বক তাঁহার হস্তে শাস্তি-প্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপ হইতে শান্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরে যাইয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যানে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে লাগিলেন। তখন হরিদাসও শান্তিপুরে ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ আচরণের কথা জানিয়া মহাপ্রভু রুষ্ট হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে গেলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার অভীষ্ট শাস্তি দিলেন। তখনও শ্রীল হরিদাস শান্তিপুরে ছিলেন। সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রভুর গৃহত্যাগের রাত্রিতেও হরিদাস প্রভুর শয়নগৃহেই ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত ছিলেন শান্তিপুরে। প্রভুর গৃহত্যাগে মনোদুঃখে হরিদাস শান্তিপুরে চলিয়া আসেন। কাটোয়া হইতে সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসেন, তখন হরিদাসও শান্তিপুরে ছিলেন। প্রভুর নীলাচল-গমনের প্রাক্‌কালে হরিদাস প্রভুর চরণে দৈন্যনিবেদন জ্ঞাপন করিলে, প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, জগন্নাথের কৃপায় তিনি হরিদাসকে নীলাচলে লইয়া যাইবেন। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন তাঁহার দর্শনের উদ্দেশ্যে নীলাচলে গমন করেন, তখন হরিদাসও তাঁহাদের সঙ্গে নীলাচলে গমন করেন; প্রভু তাঁহার বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। তদবধিই তিনি প্রভুর সঙ্গে। নীলাচল হইতে প্রভু যখন একবার গৌড়-দেশে আসিয়াছিলেন, তখন হরিদাসও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহার নির্যান পর্যন্ত হরিদাস নীলাচলেই ছিলেন।

(৭) হরিদাসঠাকুরের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে আলোচনা

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে হরিদাসঠাকুরের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, যেদিন মহাপ্রভু জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেইদিন হরিদাসঠাকুর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে কীর্তন ও গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ১।১৩।৯৭-১০০)। ইহা হইতে বুঝা গেল—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই হরিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল।

বাইশ-বাজারে হরিদাসের নির্যাতন। মহাপ্রকাশের সময়ে হরিদাসঠাকুরের প্রতি মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায়—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই বাইশ-বাজারের ঘটনা ঘটিয়াছিল [পূর্ববর্তী খ (৫) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ইহা হইতেও জানা গেল, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই শ্রীল হরিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু কত বৎসর পূর্বে?

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, হরিদাস যখন বেনাপোলে ছিলেন, তখনই তাঁহার "প্রথম যৌবন" (৩।৩।১০৪)। তাহার পরে তিনি শান্তিপুরে আসেন; তাহার পরেই বাইশ-বাজারের ঘটনা। তাহার পরে প্রভুর আবির্ভাব। ইহাতে অনুমান হয়, মহাপ্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাবের অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে হরিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। মহাপ্রভুর নিজের উক্তি হইতেও ইহার কিছু সমর্থন পাওয়া যায়।

নীলাচলে হরিদাসঠাকুরের নির্যানের পূর্বদিন হরিদাস প্রভুর নিকটে স্বীয় নাম-সংখ্যা-পূরণের অসামর্থ্যের কথা জানাইলে প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"বৃদ্ধ হৈলা, সংখ্যা অল্প কর। চৈ. চ. ৩।১১।২৩॥" মহাপ্রভু এ-স্থলে হরিদাসকে "বৃদ্ধ" বলিলেন এবং বার্ধক্যজনিত অসামর্থ্য-বশতঃ নাম-সংখ্যা কমাইতেও বলিলেন। ইহা হইতেছে প্রভুর অন্তর্ধানের পূর্বের কথা। প্রভু অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার বয়সের ৪৮তম বর্ষে—৪৭ বৎসর ৪ মাস বয়সে। স্বাভাবিক অবস্থায় পঞ্চাশের কম বয়সে কাহারও বার্ধক্য আসে না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে হরিদাসঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল মনে করিলে নির্যান-কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় আশী বৎসর। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় আশী বৎসর বয়সে শারীরিক অসামর্থ্য জন্মিতে পারে, হরিদাসের পক্ষে নাম-সংখ্যাপূরণেরও অসামর্থ্য জন্মিতে পারে।

হরিদাসঠাকুরের বিবরণ-কথন-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে প্রথমেই প্রদর্শিত হইয়াছে, অদ্বৈত-বিলাস নামক গ্রন্থের মতে ১৩৭২ শকে হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল (পূর্ববর্তী ৭ম অনুচ্ছেদে "জন্মস্থান ও বংশপরিচয়" দ্রষ্টব্য)। অদ্বৈতবিলাসের এই উক্তি অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকে; তাহা হইলে অদ্বৈত-বিলাসের মতে মহাপ্রভুর ৩৫ বৎসর পূর্বে হরিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তদনুসারে তাঁহার নির্যান-কালের বয়স ৮০।৮১ বৎসর। এই বয়সের অসামর্থ্য দেখিয়াই প্রভু তাঁহাকে নাম-সংখ্যা কমাইয়া দিতে বলিয়াছেন।

গ। শ্রীল হরিদাসঠাকুরের ভোজন ও কোটিব্রাহ্মণ-ভোজন

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হরিদাসঠাকুরকে বলিয়াছেন—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন॥" এই উক্তির গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হইলে কতকগুলি শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা করা প্রয়োজন।

(১) ব্রাহ্মণাদি-বর্ণের উৎপত্তি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ॥ ৪।১৩॥—গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।"

এই গীতাশ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থে ষ্যঞপ্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ। সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বরজঃ-প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীতি এবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টম্।—চতুর্ব্বর্ণ-শব্দের উত্তর স্বার্থে য্যঞ-প্রত্যয়যোগে চাতুর্ব্বর্ণ্য-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; সুতরাং চাতুর্ব্বর্ণ্য-শব্দের অর্থ হইতেছে চারিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যাঁহাদের মধ্যে স্বত্বগুণের প্রাধান্য, তাঁহারা ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত) ; শমদমাদি হইতেছে তাঁহাদের কর্ম। যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রাধান্য, তাঁহারা ক্ষত্রিয়, শৌর্য ও যুদ্ধাদি হইতেছে তাঁহাদের কর্ম। যাঁহাদের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য, তাঁহারা বৈশ্য ; কৃষিবাণিজ্যাদি তাঁহাদের কর্ম। আর, যাঁহাদের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য, তাঁহারা শূদ্র ; অপর ত্রিবর্ণের শুশ্রূষাদি তাঁহাদের কর্ম। এইরূপে গুণসমূহের এবং কর্মসমূহের বিভাগ অনুসারে আমাদ্বারাই চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।” অন্যান্য টীকাকারদের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, “মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ১১।৫।২॥—পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চারিটি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জন্মিয়াছে।”

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, “সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ। অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥ বক্ষসোরজসোদ্রিক্তাস্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন্। রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুজাঃ॥ পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম। তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদং ততঃ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম। পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্‌গতাঃ॥ ১৬।৩-৬॥” তাৎপর্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে যথাক্রমে সত্ত্বগুণ-প্রাধান্যে ব্রাহ্মণবর্ণের, রজোগুণ-প্রাধান্যে ক্ষত্রিয়বর্ণের, রজ ও তমোগুণ-প্রাধান্যে বৈশ্যবর্ণের এবং তমোগুণ-প্রাধান্যে শূদ্রবর্ণের জন্ম হইয়াছে।

অন্য কোনও কোনও পুরাণের উক্তির মর্মও উল্লিখিতরূপই॥

উপরে উদ্ধৃত “চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং”-ইত্যাদি গীতাশ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং ‘ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ’-ইত্যাদি শ্রুতেঃ।” এ-স্থলে উদ্ধৃত “ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ—ব্রাহ্মণ ইহার মুখ”-এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যই উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও ১।৪।১৩-১৫ বাক্যসমূহে চারিবর্ণের সৃষ্টির কথাই বলিয়াছেন, চারিজাতির সৃষ্টির কথা বলেন নাই।

এ-সমস্ত শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা গেল—গুণ-কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে ; ব্রাহ্মণাদি চারিটী জাতির উৎপত্তির কথা এ-সমস্ত শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা যায় না। পরবর্তী আলোচনায় এই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

(২) ব্রাহ্মণাদি-বর্ণের লক্ষণ

মায়ার তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয়ের যথাযথ বিভাগ অনুসারেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহার মধ্যে সত্ত্বাদি মায়িক গুণত্রয়ের যে গুণের প্রাধান্য, তাঁহার স্বাভাবিক-প্রবণতাও থাকিবে সেই গুণের অনুরূপ কর্মে এবং তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাদিও হইবে তদনুরূপ।

বিভিন্ন পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণচতুষ্টয়ের গুণ ও কর্ম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।১১ অধ্যায়ে বর্ণচতুষ্টয়ের বৃত্তি এবং বর্ণাভিব্যঞ্জক ধর্মের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-বর্ণের মুখ্যাবৃত্তি বলা হইয়াছে চারিটী—"বার্ত্তা বিচিত্রা শালীন-যাযাবর-শিলোঞ্ছনম্। বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্দ্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা॥ ভা. ৭।১১।১৬॥—বিচিত্রা বার্তা (কৃষিকার্যাদিরূপা), শালীন (ধৃষ্টতা ব্যতিরেকে অযাজিত-প্রাপ্তি), যাযাবর (প্রত্যহ ধান্য-যাচ্ঞা) এবং শিলোঞ্ছন (শিল হইতেছে ধান্যক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত শস্যমঞ্জরীর গ্রহণ এবং উঞ্ছন হইতেছে দোকানাদিতে পতিত শস্যকণা-গ্রহণ)—এই চারিটী হইতেছে বিপ্রবর্ণের বৃত্তি; ইহাদের মধ্যে পর-পরটী শ্রেষ্ঠ।" আর, ব্রাহ্মণ-বর্ণের গুণাভিব্যঞ্জক ধর্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥ ভা. ৭।১১।২১॥—শম (মনের নিগ্রহ), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য—এই সমস্ত ব্রাহ্মণ-বর্ণের লক্ষণ।"

(৩) ব্রাহ্মণাদি-বর্ণত্ব জন্মনিরপেক্ষ

বর্ণচতুষ্টয়ের বৃত্তি এবং লক্ষণের কথা বলিয়া সর্বশেষে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ভা. ৭।১১।৩৫॥—যে পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণের কথা বলা হইল, সেই লক্ষণ যদি অন্যত্রও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণের দ্বারাই তাহার বর্ণ নির্দেশ করিতে হইবে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ।—শমাদি-লক্ষণের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি-বর্ণব্যবহার মুখ্য, পরন্তু জাতি-মাত্রদ্বারা নহে—'যস্য যল্লক্ষণম্'-ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যদি এই সকল লক্ষণ বর্ণান্তরেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণান্তরকে সেই লক্ষণ-নিমিত্ত বর্ণেই নির্দেশ করিবে, কিন্তু জাতি-নিমিত্তদ্বারা নহে।" তাৎপর্য হইতেছে এই:—শৌক্র জন্মদ্বারা জাতি নির্ধারিত হয়; গুণকর্মানুগত ব্রাহ্মণ-বর্ণভুক্ত লোকের ঔরসজাত সন্তান হইবেন ব্রাহ্মণ-জাতিভুক্ত; তদ্রূপ শূদ্রবর্ণভুক্ত লোকের ঔরসজাত সন্তান হইবেন শূদ্র-জাতিভুক্ত। শূদ্র-জাতিভুক্ত কাহারও মধ্যে যদি ব্রাহ্মণ-বর্ণোচিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত বলিয়াই গণনা করিতে হইবে, শূদ্রজাতি বলিয়া তিনি শূদ্রবর্ণ হইবেন না। তদ্রূপ, ব্রাহ্মণজাতিভুক্ত কাহারও মধ্যে যদি শূদ্রবর্ণোচিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে শূদ্রবর্ণভুক্ত বলিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণনা করিতে হইবে, ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণবর্ণ হইবেন না। এইরূপে দেখা গেল, কোনও লোক জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও বর্ণে ব্রাহ্মণ না হইতেও পারেন এবং জাতিতে শূদ্র হইলেও বর্ণে শূদ্র না হইতেও পারেন।

মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ॥ বনপর্ব॥ ১৮০।২৬॥—যাঁহাতে এই ব্রাহ্মণের বৃত্ত লক্ষিত হয়, তিনি ব্রাহ্মণ।" আরও বলা হইয়াছে—"এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽস্তি, তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ॥ মহাভারত। বনপর্ব। ১৮০ অধ্যায়॥—এইরূপে সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্রও ব্রাহ্মণই হয়েন। অর্থাৎ যাঁহার জাতি শূদ্র, তাঁহাতে যদি ব্রাহ্মণবর্ণোচিত সত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণবর্ণই হইবেন, শূদ্রবর্ণ হইবেন না।" মহাভারতে অন্যত্রও বলা হইয়াছে—"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্মং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥ শা. প. ১৯৮॥—শূদ্রে (অর্থাৎ শূদ্রজাতিতে জাত কোনও লোকে) যদি এই লক্ষণ (ব্রাহ্মণবর্ণোচিত লক্ষণ) থাকে, এবং দ্বিজে (দ্বিজবংশে জাত লোকে) যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্র (শূদ্রবংশে জাত লোক) শূদ্র (শূদ্রবর্ণ) হইবেন না, সেই ব্রাহ্মণও (ব্রাহ্মণবংশে জাত লোকও) ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণবর্ণ) হইবেন না।" আরও বলা হইয়াছে—"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥ সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতশ্চ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥ মহাভারত। শা. প.॥ ১৪৩।৫০-৫১॥—যোনি (উৎপত্তি-স্থান), সংস্কার (জাত্যুচিত সংস্কার), শ্রুত (বেদাধ্যয়নাদি) এবং সন্ততিও (বংশও) দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই হইতেছে কারণ। জগতে বৃত্তদ্বারাই সমস্ত ব্রাহ্মণ অভিহিত হয়েন। বৃত্তে স্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন।"

বৃত্ত-শব্দের অর্থ। "বৃত্তম্। বৃত্তিঃ। ইতি মেদিনী॥ বেদবোধিতস্যাচারস্য পরিপালনম্। ইতি বৃত্তাধ্যয়নর্দ্ধিশব্দটীকায়াং ভরতঃ॥—শব্দকল্পদ্রুম॥" এইরূপে জানা গেল, উল্লিখিত মহাভারত-শ্লোকে বৃত্ত-শব্দের অর্থ হইতেছে বেদবিহিত আচারের পালন। উল্লিখিত শ্লোকের মর্ম হইতেছে—কোনও লোকের জন্ম যে জাতিতেই হউক না কেন, তাঁহার মধ্যে যে বর্ণোচিত বেদবিহিত আচরণ দৃষ্ট হইবে, তিনি সেই বর্ণভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হইবেন।

অত্রিসংহিতা বলেন—"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ। সাঙখ্যযোগ-বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে। আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥ কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ। বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ লাক্ষা-লবণ-সম্মিশ্র-কুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্। বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা। মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ ব্রহ্মতত্ত্বং না জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ। নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জিতঃ। নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥ ৩৬৭-৭৪॥—যিনি প্রত্যহ বেদান্তপাঠী, সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য-জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ' নামে অভিহিত হন। যিনি সমর-স্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ-সময়েই ধন্বীদিগকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের 'ক্ষত্র'-সংজ্ঞা। কৃষিকার্যের গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্য-তৎপর ব্রাহ্মণ, 'বৈশ্য' বলিয়া উক্ত হন। যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ 'শূদ্র' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। চোর, তস্কর (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী), সূচক (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য-মাংসলোভী ব্রাহ্মণ 'নিষাদ' বলিয়া কথিত। যে ব্রাহ্মণ বেদ এবং পরমাত্মতত্ত্ব কিছুই জানেনা, অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব প্রকাশ করে, * এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত। যে নিঃশঙ্কভাবে (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে (তত্তৎ-স্থলের ব্যবহার বন্ধ করে), সেই ব্রাহ্মণ 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্মহীন), মূর্খ, সর্বধর্ম-(সত্যবাদিতা প্রভৃতি)-রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ 'চণ্ডাল' বলিয়া গণ্য। শ্রীযুক্তপঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।" পূর্বোদ্ধৃত মহাভারতের বাক্যসমূহের মর্মই অত্রিসংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বোদ্ধৃত "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্"-ইত্যাদি উক্তির সমর্থক। এ-সমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে ইহাও জানা গেল যে, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলেই যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকিবে, তাহা নহে; গুণানুসারেই কর্মপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

এ-সমস্ত শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা গেল, গুণ এবং কর্মই হইতেছে বর্ণের পরিচায়ক, জন্ম বা জাতি বর্ণের পরিচায়ক নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত বরাহপুরাণের একটী প্রমাণেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"কলিকালে রাক্ষস-সকল বিপ্রঘরে। জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥ আদি, ১১শ॥ ১২৯ পৃঃ॥"

এই উক্তির সমর্থনে তিনি বরাহপুরাণ হইতে মহেশের একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

* শ্রীল শুকদেবগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—"বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ। ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি॥ দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতু র্মায়ৈব ব্যবহারিকে। স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতি র্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি॥ ভা. ১২।২।২-৩॥—কলিযুগে মনুষ্যদিগের জন্ম, আচার ও গুণাদি কেবল বিত্তদ্বারাই নির্ণীত হইবে, ধর্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থায় বলমাত্রই কারণ হইবে, ভার্যা-পতি-ভাবে অভিরুচিমাত্রই হেতু হইবে (কুল-গোত্রাদি হেতু হইবে না—স্বামিপাদ), ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারিক বিষয়ে প্রবঞ্চনামাত্রই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হইবে, স্ত্রীত্বে ও পুংস্ত্বে রতিকৌশলমাত্রই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হইবে এবং বিপ্রত্বে সূত্রমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু। উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥ —রাক্ষসগণ কলিযুগ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করে; আর সেই ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া, কালপ্রভাবে যাঁহাদিগের দশবিধ সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি অথবা যাহাদিগের সংখ্যা কৃশ বা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সেই শ্রোত্রিয়কুলকে বাধা প্রদান করিতে থাকে। —প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণগোস্বামিমহোদয়ের অনুবাদ।"

ইহার পরে শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন:—"এ-সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার। ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥ আদি, ১১শ॥ ১৩০ পৃঃ॥" এই উক্তির সমর্থনে পদ্মপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত মহেশবাক্যটী উদ্ধৃত হইয়াছে:—"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ। তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥—এবিষয়ে অধিক আর কি বলিব—ব্রাহ্মণ হইয়াও যাঁহারা অবৈষ্ণব, প্রমাদবশতঃও তাঁহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শন পরিত্যাগ করিবে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণগোস্বামিমহোদয়ের অনুবাদ।"

উল্লিখিত বরাহপুরাণের প্রমাণ হইতে জানা গেল, কলিযুগে রাক্ষসগণও ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃশ শ্রোত্রিয়কুলের গ্লানি উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া এই রাক্ষসগণও ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে বেদবিহিত ব্রাহ্মণ-বর্ণোচিত আচরণাদি থাকে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এজন্য তাহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণ বলা যায় না। ইহা হইতেও জানা গেল—গুণ এবং কর্মই হইতেছে বর্ণের পরিচায়ক, জন্ম বা জাতি বর্ণের পরিচায়ক নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২ অধ্যায় হইতে জানা যায়, ঋষভদেবের একশত জন বেদপারগ পুত্র ছিলেন (১১।২।১৬); তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন মহারাজ ভরত, যাঁহার নামে এই দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে (১১।২।১৭; ৫।৭।৩)। ঋষভদেবের অন্য নয়জন পুত্র বহ্মাবর্তাদি নয়টী ভূভাগের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং অপর একাশীতি পুত্র কর্মমার্গপ্রবর্তক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। "তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ। কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ॥ ১১।২।১৯॥"-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"একাশীতিঃ সুতাঃ কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকা ব্রাহ্মণা অভূবন্।" অবশিষ্ট নয়জন (কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন) হইয়াছিলেন পরমার্থনিরূপক, আত্মবিদ্যাভ্যাসে কৃতশ্রম, দিগম্বর, আত্মবিদ্যাবিশারদ মুনি (১১।২।২০-২১)।

এই বিবরণ হইতে জানা গেল, একই ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে শ্রীভরতাদি দশজন হইয়াছিলেন রাজা—ক্ষত্রিয়, একাশীতি জন হইয়াছিলেন ব্রাহ্মণ এবং অবশিষ্ট কবি-হবি প্রভৃতি নয়জনও হইয়াছিলেন মুনি—পরমার্থ-মননশীল ব্রাহ্মণ। ইহা হইতেও জানা গেল—জন্ম বা জাতি বর্ণের পরিচায়ক নহে, গুণ-কর্মই বর্ণের পরিচায়ক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪) হরিদাসঠাকুরের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব

শ্রীল হরিদাসঠাকুরের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, তাঁহাতে শাস্ত্রবিহিত ব্রাহ্মণবর্ণোচিত গুণাদি বর্তমান ছিল। সুতরাং যবনকুলে জন্ম হইলেও শাস্ত্রানুসারে তিনি ব্রাহ্মণবর্ণই ছিলেন; কেননা, জন্ম বা জাতি বর্ণাভিব্যঞ্জক নহে, শম-দমাদি গুণই বর্ণাভিব্যঞ্জক।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিটী জাতির কোনও এক জাতিতে জন্ম হইলেই কোনও লোকের মধ্যে যে-বর্ণের গুণ-কর্মাদি দৃষ্ট হয়, তিনি সেই বর্ণভুক্ত হইবেন—ইহাই পূর্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে। হরিদাস তো ব্রাহ্মণাদি চারিজাতির মধ্যে কোনও জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই; তিনি জাতিতে ছিলেন যবন। এই অবস্থায় উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য-সমূহের তাৎপর্য তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীকৃষ্ণে হরিদাসঠাকুরের ভক্তি যে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকিতে পারে না। যবন মুলুকপতির দরবারে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এবং মুলুকপতির অনুচরগণকর্তৃক তাঁহার উৎপীড়নের সময়ে হরিদাসের আচরণাদি হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি শ্বপচকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। "ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ভা. ১১।১৪।২১॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীত্যর্থঃ॥" শ্বপচ (কুক্কুর-মাংসভোজী কুলে জাত) চারিবর্ণের বা চারিজাতির বহির্ভূত; শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি এতাদৃশ শ্বপচকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা-ভক্তি হরিদাসের যবনত্ব বা ম্লেচ্ছত্ব ঘুচাইয়া তাঁহাকে যে পবিত্র করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কাশীখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ হ. ভ. বি. ১০।৭৮-ধৃত কাশীখণ্ড-বচন॥—ব্রাহ্মণই হউক বা ক্ষত্রিয়ই হউক, কিম্বা বৈশ্যই হউক, অথবা শূদ্রই হউক, অথবা ইতর জাতিই হউক, যিনি বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত, তাঁহাকে সর্ব্বোত্তমোত্তম বলিয়া জানিবে।"

এই সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে জানা গেল—যবনকুলে জন্মসত্ত্বেও হরিদাসঠাকুরের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব সিদ্ধ হয়।

(৫) বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ

"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ—ব্রাহ্মণ হইতেছেন বর্ণসমূহের, অথবা বর্ণসমূহের মধ্যে, গুরু।" এই বাক্যে "ব্রাহ্মণ"-শব্দে ব্রাহ্মণবর্ণই বুঝায়, জাতিতে যিনি ব্রাহ্মণ, কেবল তাঁহাকে বুঝাইতে পারে না; কেন না, ব্রাহ্মণ-জাতিতে যাঁহার জন্ম এবং তাহার ফলে গতানুগতিকভাবে যাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনয়নাদি সংস্কারও হইয়াছে, অথচ ব্রাহ্মণবর্ণোচিত শমদমাদি যাঁহার নাই, তিনি কেবল উপবীতের বলেই ব্রাহ্মণ পরিচয়ে গর্বিত; তাদৃশ শৌক্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণবর্ণত্বই নাই। পূর্বোদ্ধৃত অত্রিসংহিতা-প্রমাণে তাদৃশ ব্রাহ্মণকে পশুতুল্য বলা হইয়াছে। তিনি কিরূপে বর্ণসমূহের বা বর্ণসমূহের মধ্যে, গুরু হইতে পারেন?

"গুরু"-শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে—এক, গরীয়ান্, শ্রেষ্ঠ! আর, ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলোপদেশক, ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের পথে পরিচালক।

মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ ব্রাহ্মণবর্ণ হইতেছেন সমস্ত বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ—বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণ শ্রেষ্ঠ।"

আবার, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের কোনও বর্ণই মায়িক-গুণবর্জিত নহেন; কেন না, সত্ত্বাদি মায়িকগুণের বিভাগ অনুসারেই বর্ণবিভাগ করা হইয়াছে। সকল বর্ণই মায়িক-গুণবিশিষ্ট বলিয়া সকল বর্ণেরই চিত্তের স্বাভাবিকী গতি থাকিবে মায়িক ভোগ্যবস্তুর দিকে—ইহকালে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এবং পরকালেও স্বর্গাদিলোকের সুখের দিকে। ইহকালের দেহসম্বন্ধী সুখের ন্যায় পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখও মায়িক সুখ, দেহসম্বন্ধী সুখ। বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তের গতিও হইবে বহির্মুখী, মায়াতীত কোনও বস্তুর প্রতি তাঁহাদের চিত্তের গতি থাকিতে পারে না। এজন্য মায়াগুণরঞ্জিত বর্ণসকল ইহকালের এবং পরকালের মায়িক সুখকেই তাঁহাদের শ্রেয়ঃ বা একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করেন, তদতিরিক্ত কোনও সুখের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ থাকে না। এজন্য তাদৃশ মায়িক-সুখ-সাধক বর্ণাশ্রমধর্মে ও বর্ণাশ্রমধর্মের ফলেই থাকে তাঁহাদের আসক্তি, মায়াতীত পরমার্থভূত বস্তু এবং মোক্ষ লাভের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ থাকে না। মায়িক-সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণবর্ণেরও সেই অবস্থা। সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণবর্ণ বর্ণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমস্ত বর্ণের মায়িক মঙ্গলবিষয়ে উপদেষ্টা এবং তাদৃশ মঙ্গলের পথে পরিচালকরূপ গুরু হইয়া থাকেন। এইরূপে দেখা গেল, ব্রাহ্মণবর্ণ বর্ণাশ্রমধর্ম-বিষয়ে সকল বর্ণের গুরু—মায়িক মঙ্গলোপদেশক এবং মায়িক মঙ্গলের পথে পরিচালক হইতে পারেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণবর্ণ মায়াতীতবস্তু-বিষয়ে উপদেষ্টা এবং পথের পরিচালকরূপ গুরু হইতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা, যিনি নিজেই মায়াবদ্ধ, মায়াতীত-বস্তুর সন্ধান তিনি কিরূপে পাইবেন? যাঁহার নিজের হস্তপদই রজ্জুবদ্ধ, তিনি কিরূপে অপরকে রজ্জুবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন?

(৬) কেবল ব্রাহ্মণবর্ণত্বই বাস্তব-শ্রেষ্ঠত্বের এবং বাস্তব-গুরুতার হেতু নহে

যাহা শুদ্ধ, তাহাই হইবে অশুদ্ধ অপেক্ষা বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ। যাহা পবিত্র এবং পাবনী-শক্তিবিশিষ্ট, তাহাই হইবে অপবিত্র বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অচেতন বস্তু হইতে চেতন বস্তু শ্রেষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া অচেতনা, জড়রূপা ; চিদ্‌বস্তু চেতনাময় এবং জড়বিরোধী। সুতরাং মায়িকবস্তু-বিষয়ে গুরুতা অপেক্ষা চিদ্বস্তুবিষয়ে গুরুতা হইবে বস্তুগতভাবে শ্রেষ্ঠ।

জড়রূপা অচেতনা মায়া মায়িক বিষয়ভোগের দিকে, ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুর দিকে, মনকে চালিত করে। শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।" বিষয়কে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে বা—ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুর ভোগের জন্য লালসাকে—তিনি "অশুদ্ধ" বলিয়াছেন। মায়িকবস্তু বলিয়াই বিষয় হইতেছে "অশুদ্ধ"। এই অশুদ্ধতার হেতু হইতেছে মায়া—জড়রূপা, অচেতনা মায়া। সুতরাং জড়রূপা অচেতনা মায়া নিজেও অশুদ্ধ, স্বরূপতঃ অপবিত্র। এই মায়া অপসারিত হইলেই জীবের মন "শুদ্ধ" হইতে পারে; যতদিন পর্যন্ত জীব মায়ার কবলে থাকিবে, ততদিন পর্যন্তই তাহার অশুদ্ধতা, অপবিত্রতা, থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার বাস্তব-শ্রেষ্ঠত্ব জন্মিবে না, মায়াতীত পরমার্থভূত এবং মায়াতীত মোক্ষের সম্বন্ধে তাহার "গুরুতা"ও সম্ভবপর হইবে না।

পূর্বে ব্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের ও গুরুতার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব হইতেছে মায়িক সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ; এই শ্রেষ্ঠত্ব হইতেছে মায়িকগুণের বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব; মায়া অশুদ্ধ এবং অপবিত্র বলিয়া এবং অশুদ্ধ ও অপবিত্র বস্তু হইতে শুদ্ধ ও পবিত্র বস্তু শ্রেষ্ঠ বলিয়া, গুণবিচারের শ্রেষ্ঠত্ব বাস্তব শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে না। আবার, পূর্বে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণবর্ণের "গুরুতা" হইতেছে কেবল মায়িক বস্তু-বিষয়ে। মায়িকবস্তু অপেক্ষা মায়াতীত বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণবর্ণের এই "গুরুতা"ও বাস্তবগুরুতা হইতে পারে না। মায়াতীত অর্থাৎ পারমার্থিক বিষয়ে গুরুতাই হইতেছে বাস্তব-গুরুতা—পারমার্থিক বিষয়ে গুরু হওয়ার যোগ্যতারই শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥ ১।২।১২॥—সেই পরমার্থভূত বস্তুকে জানিতে হইলে সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে উপনীত হইবে।" "ব্রহ্মনিষ্ঠ"-হইতেছে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভবসম্পন্ন। ভক্তির কৃপাব্যতীত এতাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশামাশ্রয়ম্॥ ভা. ১১।৩।২১॥—যিনি বেদাদি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অপরোক্ষ অনুভবশীল, যিনি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ-পরায়ণ, শ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এইরূপ উত্তম গুরুর শরণাপন্ন হইবেন।" কেবল ব্রাহ্মণবর্ণত্বে শাস্ত্রজ্ঞত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু পরব্রহ্মে নিষ্ণাতত্ব বা পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব থাকা সম্ভব নয়; কেননা, ইহা একমাত্র ভক্তিলভ্য।

এইরূপে দেখা গেল—কেবল ব্রাহ্মণবর্ণত্বই বাস্তব-শ্রেষ্ঠত্বের এবং বাস্তব-গুরুতার হেতু নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭) ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভক্তেরই বাস্তবগুরুতা

পূর্ব্ববর্তী আলোচনা হইতে জানা গেল, যাহা মায়াতীত, তাহাই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মায়াতীতত্ব কিরূপে জন্মিতে পারে ?

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি ব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না (৪।৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সাধকের চিত্তে এই স্বরূপশক্তিই ভক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং ভক্তিই হইল মায়াপসারণের—সুতরাং চিত্তের বিশুদ্ধীকরণের—একমাত্র হেতু এবং শ্রেষ্ঠত্ব-সাধনেরও একমাত্র হেতু। কেবল ব্রাহ্মণবর্ণত্ব এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতে পারে না, ভক্তিই তাহা পারে। এজন্য ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব।

যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তিনিই ভক্তির প্রভাবে মায়াতীত হইতে পারেন এবং তিনিই মায়াতীত বস্তুসম্বন্ধে "গুরুতা"র যোগ্য। সুতরাং ভক্তেরই বাস্তবিক গুরুতা সিদ্ধ হয়।

ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত হইলেও কেহ যদি ভক্তিহীন হয়েন, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার মহত্ত্ব কিছু থাকিতে পারে না। "বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥ হ. ভ. বি ১০।১০৬-ধৃত বৃহন্নারদীয়-বচন॥—যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন, তাঁহারা চণ্ডালরূপে পরিকীর্তিত; হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ।", "সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ হ. ভ. বি. ১০।১১২-ধৃত বৃহন্নারদীয়-বচন॥—(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের) সকল বর্ণের মধ্যে, যাঁহারা জনার্দনের ভক্ত নহেন, তাঁহারা শূদ্র।", "সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥ হ. ভ. বি. ১০।১১৭-ধৃত গরুড়পুরাণ-বচন॥—একজন সর্ববেদান্তবিশারদ ব্যক্তি সহস্রসংখ্য যাজ্ঞিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; একজন বিষ্ণুভক্ত কোটিবেদান্তবিৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

ভগবান্ বলিয়াছেন—"ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥ হ. ভ. বি. ১০।৯১-ধৃত-ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্‌বাক্যম্॥—ভগবান্ বলিয়াছেন, আমাতে ভক্তিপরায়ণ না হইলে চতুর্বেদাভ্যাসযুক্ত ব্যক্তিও আমার প্রিয় হয়েন না; ভক্তিমান্ হইলে শ্বপচও আমার প্রিয় হয়েন। ভক্ত শ্বপচকেই দান করিবে, ভক্ত শ্বপচ হইতেই গ্রহণ করিবে। আমি যেমন সকলের পূজ্য, ভক্ত শ্বপচও তেমনি সকলের পূজ্য।" দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-বলি-সংবাদে বলা হইয়াছে—"সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে। ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ ঐ ১০।৯২॥—হরিভক্তিপরায়ণ হইলে বর্ণশঙ্কর জাতিও পরমপবিত্র হয়; কিন্তু জনার্দনে যাঁহাদের ভক্তি নাই, এইরূপ কুলীনব্যক্তিও ম্লেচ্ছসদৃশ হইয়া থাকেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ-গুণান্বিত বিপ্রও ভগবদ্‌বহির্মুখ হইতে পারেন; তাদৃশ বিপ্র অপেক্ষা ভক্ত শ্বপচও যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়।—"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ভা. ৭।৯।১০ ॥—দ্বাদশ-গুণান্বিত, অথচ পদ্মনাভ-ভগবৎ-পাদারবিন্দবিমুখ বিপ্র হইতে সেই শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি—যে শ্বপচ তাঁহার মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। এতাদৃশ শ্বপচ তাঁহার কুলকে পবিত্র করেন; কিন্তু (দ্বাদশ-গুণান্বিত বলিয়া) অতিশয় গর্বিত সেই বিপ্র তদ্রূপ নহেন (অর্থাৎ সেই বিপ্র নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না, কুলকে কিরূপে পবিত্র করিবেন?)"

এই ভাগবত-শ্লোকটী শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসেও উদ্ধৃত হইয়াছে (১০।১৯২); সে-স্থলে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার দিগ্‌দর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—"ভূরিমানো গর্ব্বো যস্য, স তু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলম্? যতো ভক্তিহীনস্য এতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি অতো হীন ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তাদৃশাদ্ বিপ্রাৎ শ্বপচমেবাহং মন্যে আদ্রিয়ে, ভগবদ্‌বিমুখত্বেন বিপ্রস্য শ্বপচতোঽপ্যধমত্বম্।" শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও এইরূপই লিখিয়াছেন। এই টীকা হইতে জানা গেল—ভক্তিহীনের পক্ষে দ্বাদশগুণ কেবল গর্বেরই হেতু হয় এবং ভগবদ্‌-বিমুখত্ব-বশতঃ ভক্ত শ্বপচ হইতেও দ্বাদশ-গুণান্বিত ব্রাহ্মণের অধমত্ব।

বিপ্রের দ্বাদশগুণ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—এ-স্থলে পূর্বোশ্লোক (ভা. ৭।৯।৯)-কথিত দ্বাদশটি গুণের কথাই বলা হইয়াছে; যথা—ধন, অভিজন (সৎকুলে জন্ম, আভিজাত্য), রূপ (সৌন্দর্য), তপস্যা, শ্রুত (পাণ্ডিত্য), ওজঃ (ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য), তেজঃ (কান্তি), প্রভাব (প্রতাপ), বল (শারীরিক বল), পৌরুষ (উদ্যম), বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) ও যোগ (অষ্টাঙ্গ যোগ)। ভা. ৭।৯।৯-শ্লোকে বলা হইয়াছে, এই দ্বাদশটী গুণও ভগবদারাধনার হেতু হয় না; যেহেতু, কেবল ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ গজেন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন। উল্লিখিত দ্বাদশ গুণ—"নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥ ভা. ৭।৯।৯॥" শ্রীপাদ সনাতন এই প্রসঙ্গে মহাভারতের উদ্যমপর্বে সনকসুজাতোক্ত দ্বাদশ গুণের কথাও লিখিয়াছেন; মহাভারতোক্ত দ্বাদশ গুণ হইতেছে—ধর্ম, সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য, হ্রী (লজ্জা,) তিতিক্ষা (ক্ষমা), অনসূয়া (পরশ্রীকাতরতাহীনত্ব), যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শ্রুত (পাণ্ডিত্য) ও ব্রত।

শ্রীভাগবত-শ্লোক হইতে জানা গেল—উল্লিখিত দ্বাদশ-গুণান্বিত বিপ্রও (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও) ভগবদ্‌বিমুখ হইতে পারেন; এতাদৃশ দ্বাদশ-গুণান্বিত অথচ ভগবদ্বিমুখ ব্রাহ্মণ ভক্তির অভাববশতঃ নিজেও পবিত্র হইতে পারেন না, অপরকে পবিত্র করা তো তাঁহার পক্ষে দূরে। অথচ ভক্তির প্রভাবে ভক্ত শ্বপচ নিজেও পবিত্র হয়েন এবং তাঁহার কুলকেও পবিত্র করিতে পারেন—তাঁহার পাবনী শক্তিও জন্মে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের পাবনী শক্তির কথা পদ্মপুরাণও বলিয়া গিয়াছেন। "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণাবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ হ. ভ. বি. ১০।১১২-ধৃত পাদ্মপ্রমাণ॥ —(ভক্তিহীন) শ্বপচের ন্যায় অবৈষ্ণব বিপ্রকে দর্শনও করিবে না; বৈষ্ণব বর্ণবহির্ভূত হইলেও ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন।"

এ-সমস্ত শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা গেল—ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব, ভক্তিহীন ব্রাহ্মণবর্ণত্বের বাস্তব শ্রেষ্ঠত্ব বা বাস্তব গুরুতা কিছু থাকিতে পারে না।

(৮) শ্রীল হরিদাসঠাকুরের উৎকর্ষ

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—হরিদাসঠাকুরের মধ্যে শাস্ত্রবিহিত ব্রাহ্মণবর্ণত্ব বিদ্যমান ছিল; কিন্তু কেবল তাহাই তাঁহার বাস্তব শ্রেষ্ঠত্বের হেতু নহে; কেননা, কেবল ব্রাহ্মণবর্ণত্ব মায়া-সংযোগ-দূষিত। কৃষ্ণনিষ্ঠা ভক্তি তাঁহার মায়াসংশ্রবজনিত-দোষযুক্ত ব্রাহ্মণবর্ণত্বের সমস্ত দোষ সম্যক্‌রূপে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে এবং হরিদাসঠাকুরকে পরম-পবিত্রতা ও পরম-পাবনী শক্তি দান করিয়াছে।

ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত এবং গৃহীত-সন্ন্যাস শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসের নির্যানের পরে তাঁহার দেহকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া এবং হরিদাসকে বালুকা দিয়া হরিদাসের পরম-পবিত্রতার কথা জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন।

আবার হরিদাসের পাবনীশক্তির কথাও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে বলিয়া গিয়াছেন।

হরিদাস যখন সর্বপ্রথম নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন গম্ভীরায় প্রবেশ না করিয়া রাস্তায় পড়িয়াছিলেন। প্রভু তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রভুকে নমস্কার করিলে প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তখন "হরিদাস কহে—প্রভু! না ছুঁইহ মোরে। মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম-পামরে॥ প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥ ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥ নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥ চৈ. চ. ২।১১।১৭৩-৭৬॥"

অথচ, দ্বাদশগুণান্বিত বিপ্রেরও যে এতাদৃশী পাবনীশক্তি নাই, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও যে দর্শনেরও অযোগ্য, পূর্বোল্লিখিত শাস্ত্র-প্রমাণ হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। মায়িকগুণযুক্ত বলিয়া ব্রাহ্মণবর্ণেরও যে পাবনীশক্তি থাকিতে পারে না, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—শাস্ত্র-কথিত ব্রাহ্মণবর্ণ অপেক্ষাও হরিদাসের উৎকর্ষ।

পূর্বে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণনিষ্ঠা ভক্তি জাতিদোষকেও বিধৌত করিয়া দেয়। হরিদাসে ম্লেচ্ছজাতিত্বের দোষও ছিল না। হরিদাসের কেন, ভক্তমাত্রেরই জাতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্যে গণন শাস্ত্রানুসারে নরক-গমনের হেতু হয়। "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ হ. ভ. বি. ১০৷৮৬-ধৃত ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীলোমেশবাক্যম্॥—শূদ্র, নিষাদ (ব্যাধ), বা শ্বপচ হইলেও তিনি যদি ভগবদ্ভক্ত হয়েন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার জাতির অন্য লোকের সমান দেখে, নিশ্চয়ই তাহার নরকে গমন হইয়া থাকে।"

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর নিকটে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীলহরিদাসঠাকুর ছিলেন বাস্তব ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি, যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥ বৃহদারণ্যক॥ ৩৷৮৷১০—হে গার্গি! যে লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া হোম করেন, যজ্ঞ করেন, অথবা বহু সহস্রব্যাপী তপস্যা করেন, তাঁহার সে সমস্ত কর্মের ফল নিশ্চয় অন্তবৎ (ধ্বংসশীল) হয়। হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষরব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি কৃপণ (দুঃখভাগী, অতি দীন)। কিন্তু হে গার্গি! যিনি এই অক্ষরব্রহ্মকে জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।"

(৯) ব্রাহ্মণভোজন-প্রসঙ্গ

বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়ঃ—"ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে যদ্গুণাংস্তন্নিবোধ মে। ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধু-স্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ বেদবিৎ শ্রোত্রিয়ো যোগী তথা বৈ জ্যেষ্ঠসামগঃ। ঋত্বিক্ স্বস্রীয়-দৌহিত্রজামাতৃশ্বশুরস্তথা॥ মাতুলোঽথ তপোনিষ্ঠঃ পঞ্চাগ্ন্যভিরতস্তথা। শিষ্যাঃ সম্বন্ধিনশ্চৈব মাতাপিতৃরতশ্চ যঃ॥ এতান্ নিয়োজয়েৎ শ্রাদ্ধে পূর্ব্বোক্তান্ প্রথমং নৃপ। ব্রাহ্মণান্ পিতৃ-পুষ্ট্যর্থমনুকল্পেষ্বনন্তরান্॥ মিত্রধ্রুক্কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তস্তথা দ্বিজঃ। কন্যাদূষয়িতা বহ্নিবেদো-জ্ঝঃ সোমবিক্রয়ী॥ অভিশপ্তস্তথা স্তেনঃ পিশুনো গ্রামযাজকঃ। ভৃতকাধ্যাপকস্তদ্বৎ ভৃত-কাধ্যাপিতশ্চ যঃ॥ পরপূর্ব্বাপতিশ্চৈব মাতাপিত্রোস্তথোজ্ঝকঃ। বৃষলীসূতিপোষ্টা চ বৃষলী-পতিরেব চ। তথা দেবলকশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্॥ বি. পু. ৩৷১৫৷১-৭॥—শ্রাদ্ধকালে যাদৃশ গুণশালী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবেদাধ্যায়ী, বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠ-সামগ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। ঋত্বিক, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, তপস্যা-পরায়ণ, পঞ্চাগ্নি-নিরত, শিষ্য, সম্বন্ধী, মাতাপিতার সেবাপরায়ণ—এই সমুদয় ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে। শ্রাদ্ধকালে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ না থাকিলে, যথাক্রমে তদনুকল্প শেষোক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত, কন্যাদূষক, অগ্নি ও বেদত্যাগী, সোমবিক্রয়ী, মহাপাতকী বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ, চৌর, পিশুন, গ্রামযাজক, বেতন-গ্রহণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বক অধ্যাপনকর্তা, বেতনগ্রহণপূর্বক অধ্যাপনকর্তার দ্বারা অধ্যাপিত, পরপূর্বাপতি, মাতা-পিতার পরিত্যাগকারী, বৃষলীসন্তানের পালক, বৃষলীপতি এবং দেবল—এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে স্থান পাইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।”

(১০) হরিদাসঠাকুরের ভোজনের মহিমা

কিরূপ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে হইবে, বিষ্ণুপুরাণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। ভোজনে পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে অভীষ্ট হইতেছে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি ও মঙ্গল।

শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে ভোজন করাইবার যোগ্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইলেও যাঁহারা কোনও শুভফল প্রাপ্তির আশায় ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও বিষ্ণুপুরাণের উপদেশ অনুসরণীয় বলিয়া মনে হয়; কেননা, যথোচিত-গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের আশীর্বাদই ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা। অত্রিসংহিতার উক্তি হইতেও তাহাই মনে হয়। “বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ। পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভগবতা ভবন্তি॥ জ্যোতির্ব্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ বীরপৌরাণপাঠকাঃ। শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদা চ ন॥ শ্রাদ্ধশ্চ পিতরং ঘোরং দানঞ্চৈব তু নিষ্ফলম্। যজ্ঞে চ ফলহানিঃ স্যাত্তস্মাত্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ। অত্রিসংহিতা॥ ৩৭৫-৭৭॥—বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না জন্মিলে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে; তাহা নিষ্ফল হইলে পুরাণপাঠী এবং পূর্ববৎ তাহাতে অকৃতকার্য হইলে কৃষিকর্মে রত হয়; তাহাতেও বিফল-মনোরথ হইলে ভাগবত (ভণ্ড-বৈষ্ণব) ধর্ম অবলম্বন করে। জ্যোতির্বিদ্ (ধন গ্রহণ করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রের ফলাফল-নির্ণয়কারী), অথর্ববেদী, শুকবৎ পুরাণ-পাঠক (অর্থবোধ না করিয়া যাহারা পুরাণ আবৃত্তি করে), ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ এবং মহাদানে (বিশেষ বচন ব্যতিরেকে) কদাপি বরণ করিবে না। ইহাদিগকে বরণ করিলে, পিতৃশ্রাদ্ধ অশুভজনক, দান ও যজ্ঞ নিষ্ফল হয়; এইজন্য ঐ সকল ব্যক্তি পরিত্যজ্য।—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।” এ-স্থলে শ্রাদ্ধে এবং যজ্ঞ ও দানে বর্জনীয় ব্রাহ্মণের কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়—শ্রাদ্ধে ভোজনার্থ যেরূপ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের আহ্বান বিধেয়, যজ্ঞ-দানাদি শুভকার্যেও তদ্রূপ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই ভোজনার্থ আহ্বান করা সঙ্গত।

লোকের অভীষ্ট দুই রকমের হইতে পারে—দেহ-দৈহিক-বস্তুসম্বন্ধীয় মঙ্গল এবং পারমার্থিক মঙ্গল। দেহ-দৈহিক বস্তু হইতেছে মায়িকবস্তু, মায়িকবস্তুতেই যাঁহার প্রীতি, দেহ-দৈহিক বস্তুতে আসক্ত সেই লোকের কাম্যও হইবে মায়িক বস্তু। এতাদৃশ মায়িকবস্তুর লাভকেই তিনি তাঁহার মঙ্গল বলিয়া মনে করিবেন; কিন্তু ইহা বাস্তব মঙ্গল নহে; যেহেতু, ইহা ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল। আর যাহা মায়াতীত, তাহাই বস্তুতঃ পারমার্থিক, তাহা ধ্বংসশীল নহে; তাহাই বাস্তব মঙ্গল। যোগ্য ব্যক্তির আশীর্বাদে উভয়বিধ মঙ্গলই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভীষ্ট মঙ্গলভেদে আশীর্বাদকের যোগ্যতারও ভেদ থাকিবে। যাঁহার চিত্ত মায়াগুণরঞ্জিত, তাঁহার মায়াগুণরঞ্জিত চিত্ত হইতে উদ্ভূত আশীর্বাদও হইবে মায়াগুণরঞ্জিত এবং সেই আশীর্বাদের ফলও হইবে মায়াগুণরঞ্জিত, মায়িক, অন্তবন্ত—দেহসুখরূপ মঙ্গল। তাহা মায়াতীত পারমার্থিক মঙ্গল হইতে পারে না। আর, আশীর্বাদক যদি মায়াগুণবিবর্জিত হয়েন, তাঁহার চিত্তও হইবে মায়াগুণ-বিবর্জিত, তাঁহার আশীর্বাদ এবং আশীর্বাদের ফলও হইবে মায়াগুণ-বিবর্জিত, ফল হইবে পারমার্থিক মঙ্গল।

বিষ্ণুপুরাণে ভোজন করাইবার যোগ্য ব্রাহ্মণের যে-সমস্ত গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সমস্ত হইতেছে মহাভারতোক্ত দ্বাদশ গুণের অনুরূপ—ব্রাহ্মণবর্ণত্বের শাস্ত্রকথিত লক্ষণ। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ-যুতাৎ"-ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে, তাদৃশ ব্রাহ্মণও ভগবদ্‌বিমুখ হইতে পারেন, ভগবদ্‌বিমুখতাবশতঃ তাদৃশ ব্রাহ্মণ নিজেই পবিত্র হইতে পারেন না, তাঁহার পাবনীশক্তিও থাকে না। বিষ্ণুপুরাণোক্ত গুণগুলির মধ্যে ভক্তির বা ভগবদুন্মুখতার কথা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তাদৃশগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিহিত ব্রাহ্মণবর্ণোচিত গুণসম্পন্ন হইলেও ভক্তির বা ভগবদুন্মুখতার অভাবে নিজেই পবিত্র হইতে পারেন না, পাবনী শক্তি লাভ করিতেও পারেন না। তাঁহার ভোজনজনিত তৃপ্তি হইতেছে কেবল রসনার তৃপ্তি, মায়িকী তৃপ্তি; এই মায়িকী তৃপ্তি হইতে উদ্ভূত আশীর্বাদও হইবে মায়িকবস্তু-সম্বন্ধীয় আশীর্বাদ; মায়াতীত বস্তুকে তাহা স্পর্শও করিতে পারিবে না। তাদৃশ ব্রাহ্মণই যদি ভক্তির কৃপা লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রহণযোগ্য বস্তুর আহারে তিনি যে তৃপ্তি বা আনন্দ লাভ করিবেন, তাহা মায়িক আনন্দ—রসনার তৃপ্তি—হইবে না। ভক্ত ভগবন্নিবেদিত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুই আহার করেন না; আহার-কালে তাঁহার চিত্তে জাগ্রত থাকে—ভগবানের ও ভগবন্মহিমার কথা, ভগবদধরামৃতের ইতররাগ-বিস্মারণত্বের কথা। তাঁহার ভোজনজনিত আনন্দও ভগবন্মহিমাদির স্মৃতিতে মায়াতীতত্ব—অপ্রাকৃতত্ব, চিন্ময়ত্ব—লাভ করে; সেই আনন্দোত্থিত আশীর্বাদও হইবে মায়াতীত—পরমার্থভূত-বস্তু-প্রাপক। সুতরাং তাঁহার আশীর্বাদের মহিমা সর্বাতিশায়ী। পূর্বে ঋষভদেবের পুত্রগণ-সম্বন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার একাশী পুত্র কর্মমার্গ-প্রবর্তন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আর, কবি-হবি-প্রভৃতি নয় পুত্র পরমার্থ লাভ করিয়া মুনি হইয়াছিলেন এবং পরমার্থ-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। কবি-হবি-প্রভৃতির মহিমা যে কর্মমার্গ-প্রবর্তক এবং ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্ত পুত্রগণের মহিমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এ-সমস্ত বিবেচনা করিয়াই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য হরিদাসঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—"তুমি খাইলে হয় কোটিব্রাহ্মণ-ভোজন। এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥ চৈ. চ. ৩৩-২০৭॥" এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে,—"হরিদাস! তোমাকে খাওয়াইলে যে ফল পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, তাহার সহিত—শাস্ত্রকথিত ব্রাহ্মণবর্ণগুণবর্জিত কোটি-ব্রাহ্মণের কথা তো দূরে, শাস্ত্রকথিত ব্রাহ্মণোচিতগুণ-সম্পন্ন, অথচ ভক্তিহীন—কোটিব্রাহ্মণ-ভোজনের ফলের সহিতও তাহার তুলনা হইতে পারে না।

হরিদাসের শাস্ত্রকথিত ব্রাহ্মণবর্ণোচিত গুণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহাই তাঁহার বাস্তব উৎকর্ষের হেতু নহে। তাঁহার ভক্তিই হইতেছে বাস্তব উৎকর্ষের হেতু। তাঁহার ভক্তি তাঁহার মায়াগুণরঞ্জিত ব্রাহ্মণত্বের মায়াগুণকে বিধৌত করিয়া ভক্তির মায়াতীত পারমার্থিক কিরণে তাঁহার চিত্তকে সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাই তাঁহার বাস্তব উৎকর্ষের হেতু। শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য তাঁহার এই উৎকর্ষের কথা উপলব্ধি করিয়াই উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ কার্যও করিয়াছিলেন।

৮। মায়াবাদ-খণ্ডনে এবং তৎস্থলে ভক্তিবাদ-প্রবর্তনে করুণার বৈশিষ্ট্য

মহাপ্রভুর প্রকট-কালে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত ভক্তিবিরোধী মায়াবাদ-প্রচারে যাঁহারা বিশেষ অগ্রণী ছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাদের সম্মুখে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিমার্গে আনয়ন-ব্যাপারে করুণার যে বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, এ-স্থলে তাহার দু'একটী উদাহরণের উল্লেখ করা হইতেছে।

ক। সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নাম ছিল বাসুদেব, সার্বভৌম তাঁহার উপাধি। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ, সাধারণতঃ "বিশারদ"-নামেই বিখ্যাত; নবদ্বীপে বাড়ী; আদি নিবাস শ্রীহট্টে। সর্বশাস্ত্রে বাসুদেব সার্বভৌমের ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি নীলাচলে (পুরীতে) আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নীলাচলের সকলেই, বিশেষতঃ উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র, তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি ও সমাদর করিতেন। নীলাচলে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। সার্বভৌম ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী। বহুলোককে তিনি শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্য পড়াইয়াছেন, অনেক সন্ন্যাসীরও তিনি "উপকর্ত্তা" ছিলেন।

(১) অবতরণিকা

সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুর হইতে নীলাচল-গমনের পথে পুরীর নিকটবর্তী আঠারনালায় যাইয়া মহাপ্রভু কি ভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দাদিকে সে-স্থানে রাখিয়া তাঁহাদের আগেই একাকী জগন্নাথদর্শনে গিয়াছিলেন এবং জগন্নাথদর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহার অঙ্গে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া কি ভাবে বিস্মিত হইয়া প্রভুর বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, কি ভাবে তিনি প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং পরে প্রভুর সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দাদি গোপীনাথ আচার্যের সহায়তায় সার্বভৌমের গৃহে উপনীত হইয়া প্রভুর কর্ণমূলে বহুক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে বেলা তৃতীয় প্রহরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ভাবে প্রভুর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। [১১।৫ (ক) অনুচ্ছেদ]।

প্রভুর মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে সার্বভৌম পরমানন্দে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন—"শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন। মুই ভিক্ষা দিমু আজি মহাপ্রসাদান্ন॥ চৈ. চ. ২।৬।৩৮॥" প্রভু সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিলে সার্বভৌম অতি যত্ন ও আদরের সহিত প্রভুকে এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ ভোজন করাইলেন। তাহার পরে প্রভুর আদেশ গ্রহণপূর্বক গোপীনাথ আচার্যকে লইয়া নিজে ভোজন করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকটে আসিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলেন; প্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। প্রভুর আশীর্বাদ "শুনি সার্বভৌম মনে বিচার করিল—। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল॥ চৈ. চ. ২।৬।৪৮॥"

তখন সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যের নিকটে প্রভুর পূর্বাশ্রমের পরিচয় জানিতে চাহিলে "গোপীনাথ আচার্য্য কহে—নবদ্বীপে ঘর। জগন্নাথ নাম—পদবী মিশ্রপুরন্দর॥ বিশ্বম্ভর নাম—ইহার—তাঁর ইহোঁ পুত্র। নীলাম্বর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র॥ চৈ. চ. ২।৬।৫০-৫১॥" শুনিয়া সর্বাভৌম বলিলেন—"নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার পিতা বিশারদের সমাধ্যায়ী; মিশ্র পুরন্দরও আমার পিতার মান্য ব্যক্তি ছিলেন। পিতার সম্বন্ধে আমি এই উভয়কেই পূজ্য মনে করি।" প্রভুর পূর্বাশ্রমের পরিচয় পাইয়া সার্বভৌম খুব সন্তুষ্ট হইলেন। কবিকর্ণপূরও এ-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. না. ষষ্ঠ অঙ্ক)।

তারপর প্রীত হইয়া তিনি প্রভুকে বলিলেন—"সহজেই পূজ্য তুমি—আরে ত সন্ন্যাস। অতএব জানহ তুমি—আমি নিজ দাস॥ চৈ. চ. ২।৬।৫৫॥" শুনিয়া প্রভু শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ করিলেন এবং বিনয়-বচনে সার্বভৌমকে বলিলেন—"তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা। বেদান্ত পড়াও—সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥ আমি বালক সন্ন্যাসী—ভাল মন্দ নাহি জানি। তোমার আশ্রয় নিল—'গুরু' করি মানি॥ তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন। সর্ব্বপ্রকারে আমায় করিবে পালন॥ আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি। তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি॥ ভট্টাচার্য্য কহে—একলে না যাইহ দর্শনে। আমাসঙ্গে যাইহ—কিবা আমার লোকসনে॥ প্রভু কহে—মন্দির ভিতর না যাইব। গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব॥ চৈ. চ. ২।৬।৫৭-৬২॥"

তখন সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যকে বলিলেন—"তুমি গোসাঞিরে লইয়া করাইহ দর্শন॥ আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান। তাহাঁ বাসা দেহ—কর সর্ব্বসমাধান॥ গোপীনাথ প্রভু লঞা তাহাঁ বাসা দিল। জল-জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল॥ চৈ. চ. ২।৬।৬৩-৬৫॥"

পরের দিন গোপীনাথ প্রভুকে নিয়া জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করাইলেন। তাহার পরে প্রভুর সঙ্গী মুকুন্দদত্তকে সঙ্গে করিয়া সার্বভৌমের নিকটে আসিলেন। সার্বভৌম তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীনাথ আচার্যকে বলিলেন—"প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর। আমার বহু প্রীতি বাঢ়ে ইঁহার উপর॥ কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ। কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন॥ গোপীনাথ কহে—নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গুরু ইঁহার কেশবভারতী মহাধন্য॥ সার্ব্বভৌম কহে—এই নাম সর্ব্বোত্তম। ভারতী-সম্প্রদায় ইঁহার হয়েন মধ্যম॥ গোপীনাথ কহে—ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা। অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা॥ ভট্টাচার্য্য কহে—ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন। কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ? নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥ কহেন যদি পুনরায় যোগপট্ট দিয়া। সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥ চৈ. চ. ২।৬।৬৮-৭৫॥" কর্ণপূরও এ-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. না. ষষ্ঠ অঙ্ক)।

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সার্বভৌমের উক্তি শুনিয়া মুকুন্দ ও গোপীনাথ উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই ছিলেন প্রভুর তত্ত্ববেত্তা, উভয়েই নবদ্বীপে প্রভুর মহাপ্রকাশাদি দর্শন করিয়া প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। সার্বভৌম প্রভুকে জীবতত্ত্ব সন্ন্যাসীমাত্র মনে করাতেই তাঁহাদের দুঃখ জন্মিয়াছে।

গোপীনাথ ছিলেন সার্বভৌমের ভগিনীপতি, সার্বভৌম তাঁহার শ্যালক। এই সম্বন্ধটীই সাধারণতঃ মর্যাদাজ্ঞানকে একটু প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাহাতে আবার প্রভু সম্বন্ধে সার্বভৌমের উক্তি শুনিয়া গোপীনাথ মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন; তাই তিনি কিঞ্চিৎ অধীরতার সহিত সার্বভৌমকে বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! তুমি ইঁহার না জান মহিমা। ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাতেই সীমা॥ তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর। অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর॥ চৈ. চ. ২।৬।৭৭-৭৮॥"

সার্বভৌমের শিষ্যগণও গোপীনাথের সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিলেন। "শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে। আচার্য্য কহে—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে॥ শিষ্য কহে—ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে। আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়েত যাঁহারে। সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ চৈ. চ. ২।৬।৭৯-৮২॥"

গোপীনাথ আচার্য তখন সার্বভৌমকে বলিলেন—"যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান্। পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে। অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব না পার জানিতে॥ তোমার নাহিক দোষ—শাস্ত্রে এই কহে—। পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥" তখন "সার্বভৌম কহে—আচার্য্য! কহ সাবধানে। তোমাতে তাঁহার কৃপা—ইথে কি প্রমাণে॥ আচার্য্য কহে—বস্তুবিষয়ে হয় 'বস্তুজ্ঞান'। বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥ * ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ। মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥ তবু ত ঈশ্বর-

* ঈশ্বর-বস্তুকে ঈশ্বর-বস্তু বলিয়া চিনিতে পারাই হইতেছে ঈশ্বরের কৃপার প্রমাণ; কেননা, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান না হয় তোমার। ঈশ্বর-মায়ায় করে এই ব্যবহার॥ দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখ জন। শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহেন বচন—॥ ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ। শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইহ দোষ॥ মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞি। এই কলিকালে বিষ্ণু-অবতার নাঞি॥ অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তার নাম। কলিকালে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥ চৈ. চ. ২।৬।৮৩-৯৩॥" কর্ণপূরও চৈ. চ. না. ষষ্ঠ অঙ্কে এ-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরে শ্যালক-ভগিনীপতির বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। গোপীনাথ বলিলেন—"ভট্টাচার্য! 'শাস্ত্রজ্ঞ' বলিয়া তুমি অভিমান পোষণ কর; কিন্তু দেখিতেছি, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং মহাভারত—এই দুইটী প্রধান শাস্ত্রের বাক্যবিষয়েই তোমার অবধান নাই। এই দুই শাস্ত্রই কলিতে স্বয়ংভগবানের অবতারের কথা বলিয়াছেন। (গোপীনাথ আচার্য এই প্রসঙ্গে "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি ভা. ১০।৮।১৩, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৩২ শ্লোকের এবং মহাভারতোক্ত "সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (যথাক্রমে ২।৫, ৩।৫ এবং ২।৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

ইহার পরে গোপীনাথ বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! তুমি বলিতেছ, কলিতে ভগবানের অবতার নাই; কিন্তু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগেই তো শ্রীকৃষ্ণ যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন; কলির যে যুগাবতার, তিনি কি ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন? আর তুমি যে ভগবানের 'ত্রিযুগ'-নামের কথা বলিতেছ, তাহার তাৎপর্য বিষয়েও তোমার কোনও জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই—কলিতে ভগবান্ লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন না, অন্য তিনযুগে হয়েন; এজন্য তাঁহার একটী নাম 'ত্রিযুগ'।" সর্বশেষে গোপীনাথ বলিলেন—"তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন। উষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ॥ তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে। এ-সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে॥ তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ। ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ॥ চৈ. চ. ২।৬।৯৯-১০১॥"

সার্বভৌম আর বাদানুবাদে অগ্রসর না হইয়া গোপীনাথ আচার্যকে বলিলেন—"যাহ গোসাঞির স্থানে। আমার নামে গণসহ কর নিমন্ত্রণে॥ প্রসাদ আনিঞা তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা। পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা॥ চৈ. চ. ২।৬।১০২-৩॥" গোপীনাথ সার্বভৌমের আদেশ পালন করিলেন।

প্রভুসম্বন্ধে সার্বভৌমের উক্তিতে গোপীনাথ এবং মুকুন্দ উভয়েই মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছেন। তাঁহারা প্রভুর নিকটে সে-সকল কথা উদ্‌গীরণ করিয়া সার্বভৌমের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে সার্বভৌমের নিন্দা শুনিয়া প্রভু সুখী হইলেন না; আত্মগোপন-তৎপর প্রভু বলিলেন—"ঐছে মত কহ। আমাপ্রতি ভট্টাচার্যের হয় অনুগ্রহ॥ আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে। বাৎসল্যে করুণা করেন—কি দোষ ইহাতে॥ চৈ. চ. ২।৬।১০৮-৯॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) সার্বভৌমের মুখে প্রভুর বেদান্ত-শ্রবণ

গোপীনাথের মুখে প্রভুসম্বন্ধে এত কথা শুনিয়াও সার্বভৌম তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই; তিনি প্রভুকে বেদান্ত শুনাইবেনই। প্রভুর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতি জন্মিয়াছে; তাই এত অল্প বয়সে কিরূপে প্রভুর সন্ন্যাস-ধর্ম রক্ষা পাইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পরের দিন তিনি নিজেই প্রভুকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শন করাইলেন এবং দর্শনান্তে প্রভুকে লইয়া নিজের গৃহে আসিলেন, প্রভুকে বসাইয়া নিজেও বসিলেন; তারপর—"বেদান্ত পঢ়াইতে তবে আরম্ভ করিলা। স্নেহ-ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা॥ বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥" শুনিয়া—"প্রভু কহে—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ। সেই ত কর্ত্তব্য আমার—তুমি যেই কহ॥ চৈ. চ. ২।৬।১১২-১৪॥"

সার্বভৌম প্রভুকে বেদান্ত শুনাইতে লাগিলেন, প্রভুও শুনিতে লাগিলেন। "সাত দিন পর্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে। ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসিমাত্র শুনে॥ অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্বভৌম—। সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥ ভাল মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি। বুঝ কি না-বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি॥" তখন "প্রভু কহে—মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন। তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি। তুমি যে করহ অর্থ—বুঝিতে না পারি॥ ভট্টাচার্য্য কহে—'না বুঝি' হেন জ্ঞান যার। বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার॥ তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি। হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥ চৈ. চ. ২।৬।১১৫-২১॥"

(৩) বেদান্তবিচার

ভট্টাচার্যের কথা শুনিয়া, যিনি বলিয়াছিলেন "মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন," সেই প্রভু বলিলেন—"সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল। তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥ সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া। তুমি ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান। কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥ উপনিষদ্-শব্দের যে মুখ্য অর্থ হয়। সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস-সূত্রে সব কয়॥ মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা। অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥ প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান। শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে—সে-ই সে প্রমাণ॥ জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই—শঙ্খগোময়। শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥ স্বতঃ-প্রমাণ বেদ—সত্য যেই কহে। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি হয়ে॥ ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ। স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥ চৈ. চ. ২।৬।১২২-৩০॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া সার্বভৌম বোধ হয় বিস্মিত হইলেন। "বলে কি বালক! কত মহা মহা পণ্ডিতকে বেদান্ত পড়াইলাম; কাহারও মুখে তো এমন কথা শুনি নাই॥"

অভিধাবৃত্তি—শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ। অভিধাবৃত্তির অর্থও মুখ্যার্থ। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও শব্দের শ্রবণমাত্রে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকেও সেই-শব্দের মুখ্যার্থ বলা হয়। লক্ষণা বৃত্তি—যে বৃত্তিতে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়, তাহাকে লক্ষণাবৃত্তির অর্থ বলে। লক্ষণা ও মুখ্যাবৃত্তির অনেক ভেদ আছে।

যে-স্থলে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না, সে-স্থলে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের গ্রহণকে বলে লক্ষণা। যেমন, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ—গঙ্গাতে ঘোষপল্লী"; এ-স্থলে "গঙ্গা"-শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে গঙ্গানাম্নী নদী; নদীতে ঘোষপল্লী থাকা সম্ভব নয়; গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট "গঙ্গাতীর"-অর্থ এ-স্থলে গ্রহণ করিলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এই লক্ষণার্থে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"-বাক্যের অর্থ হইবে—"গঙ্গাতীরে ঘোষপল্লী।" কিন্তু যে-স্থলে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে, সে-স্থলে লক্ষণার আশ্রয়-গ্রহণ শাস্ত্রে বিহিত নহে। লক্ষণাতে কিছু যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়; এজন্য লক্ষণা করিলে বেদবাক্যের স্বতঃপ্রমাণতা থাকে না—কেননা, যুক্তির সহায়তাতেই বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়।

যাহা হউক, মহাপ্রভু বেদবাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ প্রকাশ করিলেন এবং তদুপলক্ষে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্যও খণ্ডন করিলেন। প্রভু শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষ-বাদ-খণ্ডনপূর্বক সবিশেষবাদ-স্থাপন, ভগবৎ-স্বরূপের মায়াময়ত্ব-খণ্ডনপূর্বক সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব-স্থাপন, জীবের বিভুত্ব-খণ্ডনপূর্বক অণুত্ব-স্থাপন, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাদ খণ্ডনপূর্বক শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধের এবং সেবক-সেব্য-সম্বন্ধের স্থাপন, বিবর্তবাদ-খণ্ডনপূর্বক পরিণাম-বাদ স্থাপন, তত্ত্বমসি-বাক্যের মহাবাক্যত্ব-খণ্ডনপূর্বক প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিলেন এবং সর্বত্র শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের লক্ষণার্থমূলক ভাষ্যের খণ্ডন করিলেন। প্রভু বলিলেন—"বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক। বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক॥ জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস। মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥ চৈ. চ. ২।৬।১৫২-৫৩॥" বেদ মানেন না বলিয়া বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলা হয়। নাস্তিকতা নিন্দনীয়। কিন্তু মায়াবাদ-ভাষ্য তাহা অপেক্ষাও নিন্দনীয়। কেননা, বৌদ্ধেরা যে বেদ মানেন না, তাহা তাঁহারা প্রকাশ্যেই বলিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের মতবাদের স্বরূপ লোক সহজেই ধরিতে পারে। কিন্তু মায়াবাদ-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বেদের আশ্রয়ে বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন; বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াও ইহাকে তিনি বৌদ্ধমত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই; মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকাসত্ত্বেও তিনি বেদবাক্যের লক্ষণামূলক স্বকল্পিত বিকৃত অর্থ করিয়া তাঁহার প্রচারিত মতের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; সুতরাং সাধারণ লোক মনে করিতে পারে—শঙ্করাচার্য বেদমতই প্রচার করিয়াছেন; তাহাতে লোক বেদবিহিত পরমার্থ-পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারে। এজন্যই বলা হইয়াছে—"মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।" জীবের কল্যাণের জন্যই ব্যাসদেব শ্রুতির সারমর্ম তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। মায়াবাদ-ভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা জীবের পক্ষে অকল্যাণজনক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্বভৌম ভট্টাচার্যও এমন ব্যক্তি ছিলেন না যে, প্রভুর উক্তি শ্রবণমাত্রেই তিনি তাহা স্বীকার করিবেন। তিনি অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। "ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল। বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল॥ সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬০-৬১॥" কর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যের ১২শ সর্গে সার্বভৌমের সহিত প্রভুর বেদান্ত-বিচারের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্র-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্বক প্রভু বলিলেন—"ব্রহ্ম-শব্দে কহে—পূর্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥ চৈ. চ. ২।৬।১৩৮॥"

প্রভু আরও বলিলেন, বেদে তিনটী তত্ত্বই কথিত হইয়াছে—সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব। "ভগবান্ 'সম্বন্ধ', ভক্তি 'অভিধেয়' হয়। প্রেমা 'প্রয়োজন'—বেদে তিন কয়॥ আর যে যে কহে কিছু—সকলি কল্পনা। স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬২-৬৩॥"

অবশেষে প্রভু বলিলেন—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের দোষ নাই; ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই তিনি মায়াবাদ-ভাষ্যরূপ নাস্তিক শাস্ত্র করিয়াছেন। "আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬৪॥"

মহাপ্রভু তাঁহার উক্তির সমর্থনে পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণও উল্লিখিত করিলেন। —"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ৬২।৩১॥—শ্রীকৃষ্ণ শিবকে বলিলেন—হে শিব! তুমি স্বকল্পিত আগম-শাস্ত্র দ্বারা লোকসকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর—যেন এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।" এই শ্লোকে শিবের প্রতি ঈশ্বরাদেশের কথা জানা গেল। প্রভু সেই পুরাণের আর একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন।—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ ২৫।৭॥—মহাদেব ভগবতীকে বলিলেন, 'হে দেবি! মায়াবাদ হইতেছে অসৎ-শাস্ত্র; লোকে ইহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলে। কলিযুগে ব্রাহ্মণমূর্তি ধারণ করিয়া আমিই তাহা প্রচার করিয়াছি।"

ভগবানের আদেশে স্বয়ং শিবই যে ব্রাহ্মণমূর্তি ধারণ করিয়া (শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যরূপে) মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত (বেদবাক্যদ্বারা আচ্ছাদিত বৌদ্ধমত) প্রচার করিয়াছেন, এই শ্লোক হইতে তাহা জানা গেল। (শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের মত যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন-গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে)।

(৪) আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা

প্রভুর কথা শুনিয়া "ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত। মুখে না নিঃসরে বাণী—হইলা স্তম্ভিত॥ ২।৬।১৬৫॥" তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া "প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! না কর বিস্ময়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানে ভক্তি—পরমপুরুষার্থ হয়॥ আত্মারাম-পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন। ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬৬-৬৭॥" মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন।—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতোগুণো হরিঃ॥ ১।৭।১০॥—শ্রীহরির এমনই চিত্তাকর্ষক গুণ আছে যে, অবিদ্যাগ্রন্থিহীন আত্মারাম মুনিগণ পর্যন্তও কেবল শ্রীহরির প্রীতির জন্য সেই উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।"

প্রভুর মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকটী "শুনি ভট্টাচার্য্য কহে—শুন মহাশয়। এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥ প্রভু কহে—তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনি। পাছে আমি করিব অর্থ—যেবা কিছু জানি॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬৮-৬৯॥" প্রভুর বাক্য "শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান। তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান॥ নববিধ অর্থ কৈল তর্কশাস্ত্র-মত লৈয়া। শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া—॥ ভট্টাচার্য্য! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি॥ কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়। ইহা বই শ্লোকের আরো আছে অভিপ্রায়॥ চৈ. চ. ২।৬।১৭০-৭৩॥"

ভট্টাচার্য বোধ হয় এবারও বিস্মিত হইলেন। "নয় রকম অর্থ করিলাম; তথাপি শ্লোকের গূঢ় অভিপ্রায় নাকি ব্যক্ত হয় নাই!" শ্লোকটীর অর্থ করার জন্য তিনি প্রভুর চরণেই প্রার্থনা জানাইলেন। তখন "ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল। তাঁর নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল॥ আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়। পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ-নিশ্চয়॥ তৎপদ-প্রাধান্যে 'আত্মারাম' মিলাইয়া। অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥ ভগবান্ তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ। অচিন্ত্য প্রভাব তিনের—না হয় কথন॥ অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন। এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন॥ সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ। এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥ চৈ. চ. ২।৬।১৭৪-৭৯॥"

(৫) সার্বভৌম-কর্তৃক প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বের অনুভব—আন্তর ও চাক্ষুষ

আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে মহাপ্রভু সার্বভৌমের প্রতি কৃপার এমন এক বৈচিত্রী প্রকাশ করিলেন, যাহাতে সার্বভৌম প্রভুর ব্যাখ্যাও উপলব্ধি করিতে পারেন এবং প্রভুর স্বরূপেরও অনুভব লাভ করিতে পারেন। তাই প্রভুর ব্যাখ্যা "শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার। প্রভুকে 'কৃষ্ণ' জানি করে আপনা ধিক্কার॥ ইহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া। মহা অপরাধ কৈল গর্ব্বিত হইয়া॥ আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ। চৈ. চ. ২।৬।১৮০-৮২॥" ইহা হইতেছে প্রভুর স্বরূপসম্বন্ধে সার্বভৌমের আন্তর অনুভব। সার্বভৌমের চাক্ষুষ অনুভব লাভের জন্যও প্রভু কৃপা প্রকাশ করিলেন। "কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥ দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ॥ চৈ. চ. ২।৬।১৮২-৮৩॥"

কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে এই প্রসঙ্গের কথা বলিয়া গিয়াছেন (১২।৩১-৩৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) সার্বভৌমের প্রেমপ্রাপ্তি

প্রভুর "শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ" দর্শন করিয়া সার্বভৌম বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। "দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি। প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব। নাম-প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥ শত শ্লোক কৈল একদণ্ড না যাইতে। বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥ শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥ অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি। নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥ চৈ. চ. ২।৬।১৮৪-৮৮॥"

সার্বভৌমের এই অবস্থা "দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন। ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ॥ গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি—। সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি?॥ প্রভু কহে—তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে। জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে॥ চৈ. চ. ২।৬।১৮৯-৯১॥"

(৭) সার্বভৌমের অদ্ভুত পরিবর্তন

"তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল। স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল—॥ জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্প কার্য্য। আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ-শক্তি আশ্চর্য্য॥ তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড। আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥ চৈ. চ. ২।৩।১৯২-৯৪॥"

প্রভুর কৃপায় সার্বভৌমের অদ্ভূত পরিবর্তন সাধিত হইল। মায়াবাদের আনুগত্যে তাঁহার জীবন যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল, প্রভুর কৃপায় এক্ষণে যে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে—প্রাণের অন্তস্তলে সার্বভৌম তাহা অনুভব করিলেন।

গোপীনাথাচার্য সার্বভৌমকে পূর্বে বলিয়াছিলেন—"তোমার উপর তাঁর কৃপা যবে হবে। এ-সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে॥ চৈ. চ. ২।৬।১০০॥" আচার্যের সেই বাক্য সার্থক হইয়াছে। প্রভুর কৃপায় সার্বভৌম প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন এবং নাম-প্রেম-বিতরণের জন্যই যে প্রভুর অবতরণ, তাঁহার স্তুতিতে সার্বভৌম তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন।

(৮) সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে ভক্তি

উল্লিখিত ঘটনার পরের দিনের কথা। "আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে। দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥ পূজারী আনিঞা মালা প্রসাদান্ন দিলা। প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥ সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া। ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরা-যুক্ত হৈয়া॥ অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন। সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হইল জাগরণ॥ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্ফুটে কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা। কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥ বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন। আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥ বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিল। প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাথে দিল॥ প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥ চৈতন্যপ্রসাদে মনের সব জাড্য গেল। এই শ্লোক পঢ়ি অন্ন ভোজন করিল॥ চৈ. চ. ২।৬।১৯৬-২০৪॥" শ্লোকটী এই :—"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ পদ্মপুরাণ॥—মহাপ্রসাদান্ন শুষ্কই হউক, কিম্বা পর্য্যুষিতই (পঁচাই) হউক, অথবা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক—যখনই পাওয়া যাইবে, ঠিক তৎক্ষণাৎই ভোজন করিতে হইবে। এই বিষয়ে সময়াদির কোনও বিচার করিবে না। ইহাতে (এই মহাপ্রসাদান্ন-ভোজনবিষয়ে) দেশের (স্থানাস্থানের) নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই, (যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে মহাপ্রসাদান্ন উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে এবং সেই স্থানেই.) শিষ্টব্যক্তিগণ অনতিবিলম্বে প্রাপ্ত অন্ন ভোজন করিবেন। স্বয়ং শ্রীহরি ইহা বলিয়াছেন।"

সার্বভৌম ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। স্নান-সন্ধ্যাদি করার পূর্বে অন্নগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মহাপ্রসাদে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যিনি প্রাণের অন্তস্তল হইতে বিশ্বাস করেন—মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, তাঁহার জন্য অবশ্য এই নিষেধ নহে। মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌমের তদ্রূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে; এজন্য স্নান-সন্ধ্যা, এমন কি দন্তধাবনের পূর্বেই, সার্বভৌম প্রভু-প্রদত্ত মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়াছেন।

সার্বভৌমের এতাদৃশ আচরণ "দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন। প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন॥ দুইজন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন। প্রভু-ভৃত্য দোঁহার স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন॥ স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা। প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥ আজি মুঞি অনায়াসে জিনিলুঁ ত্রিভুবন। আজি মুঞি করিলুঁ বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥ আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ। সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥ আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥ আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদিবন্ধন। আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥ আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন। বেদধর্ম্ম লাঙ্ঘি কৈলে প্রসাদভক্ষণ॥ চৈ. চ. ২।৬।২০৫-১২॥"

কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন (ষষ্ঠ অঙ্কে)। মহাকাব্যের ১২।৬৪-৭৫ অনুচ্ছেদেও এই বিবরণ দৃষ্ট হয়।

(৯) ভক্ত একতান

যেদিন মহাপ্রভুর নিকট হইতে মহাপ্রসাদান্ন-প্রাপ্তির সৌভাগ্য হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সমস্ত অভিমান দূরীভূত হইল, তিনি প্রভুর একান্ত-ভক্ত হইয়া পড়িলেন। "সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমান॥ চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন। ভক্তিবিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান॥ গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া। 'হরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরি' বলি নাচে করতালি দিয়া॥ চৈ. চ. ২।৬।২১৩-১৫॥" এবং "সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন॥ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।' এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥ চৈ. চ. ২।৬।২৩১-৩২॥"

একদিন সার্বভৌম একটী তালপত্রে নিম্নোদ্ধৃত দুইটী শ্লোক লিখিয়া মহাপ্রভুকে দেওয়ার নিমিত্ত জগদানন্দ পণ্ডিতের হাতে দিলেন। তখন জগদানন্দের সঙ্গে মুকুন্দ দত্তও ছিলেন।—"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥—বৈরাগ্যবিদ্যা (বৈরাগ্যের বিধানাদি) এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত যে এক করুণাসিন্ধু পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। কাল-প্রভাবে বিনষ্ট (অপ্রচারিত) স্ববিষয়ক-ভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।"

মুকুন্দদত্ত শ্লোক দুইটী পড়িয়া মনে করিলেন, শ্লোক পড়িয়া মহাপ্রভু তালপাতাটী চিরিয়া ফেলিবেন। তাই তিনি "দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল। তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল॥ প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল। ভিত্ত্যে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥ এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার। সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার॥ চৈ. চ. ২।৬।২২৮-৩০॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতেই জানা যায়, প্রভুর কৃপায় সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর চরণে ঐকান্তিক ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের শেষভাগে উল্লিখিত প্রসঙ্গের বর্ণনা দিয়াছেন।

(১০) ভাগবত-শ্লোকের পাঠ-পরিবর্তন

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা একস্থলে বলিয়াছিলেন,—"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এব আত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ভা. ১০।১৪।৮॥—(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—যেহেতু ভক্তিব্যতীত তোমার মহিমাকে এবং তোমার তত্ত্বকে অবগত হওয়া যায় না, অতএব) যে ব্যক্তি 'কবে তোমার কৃপা হইবে'—এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া স্বকৃত কর্মফল ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে নমস্কার (তোমার ভজনাদি) করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাক্ হইয়া থাকেন।"

একদিন সার্বভৌম প্রভুর নিকটে আসিয়া প্রভুকে নমস্কার করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন ; কিন্তু শ্লোক-পাঠ-কালে তিনি "মুক্তিপদে"-স্থলে "ভক্তিপদে"-শব্দ প্রয়োগ করিলেন। তাহা শুনিয়া—"প্রভু কহে—'মুক্তিপদে' ইহা পাঠ হয়। 'ভক্তিপদে' কেনে পড়—কি তোমার আশয়॥ ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তিফল। ভগবদ্‌বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥ কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। যেই নিন্দাযুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥ সেই দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি। তার মুক্তিফল নহে—যেই করে ভক্তি॥ যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার। সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥ সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥ 'সাযুজ্য" শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণাভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥ ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥ চৈ. চ. ২।৬।২৩৫-৪২॥"

সার্বভৌমের কথা শুনিয়া "প্রভু কহে—মুক্তিপদের আর অর্থ হয়। 'মুক্তিপদ'-শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥ মুক্তি পদে যার—সেই 'মুক্তিপদ' হয়। নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥ দুই অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কাহে পাঠ ফিরি ?॥ চৈ. চ. ২।৬।২৪৩-৪৫॥"

প্রভু বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! শ্লোকস্থ 'মুক্তিপদ'-শব্দের অর্থ তুমি করিয়াছ—মুক্তি ; কিন্তু 'মুক্তিপদ'-শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণও হয়। এক অর্থ হইতে পারে—মুক্তি হইতেছে পদে যাঁহার, তিনি মুক্তিপদ ; এই অর্থেও 'মুক্তিপদ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। আর একটী অর্থ হইতেছে এই—'পদ'-শব্দের অর্থ আশ্রয় ; এই অর্থে 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'মুক্তির আশ্রয়' বুঝায়। ভা. ২।১০।১-শ্লোকে যে দশটী পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের নবম-পদার্থটী হইতেছে 'মুক্তি' এবং দশম পদার্থটী হইতেছে—'আশ্রয়'। এই দশম পদার্থটী হইতেছে প্রথমোক্ত নয়টী পদার্থেরই—সুতরাং মুক্তিরও—আশ্রয় ; এই আশ্রয়-পদার্থটী হইতেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই উভয় অর্থেই 'মুক্তিপদ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। তুমি পাঠ-পরিবর্তন করিলে কেন ?"

প্রভুর কথা শুনিয়া "সার্ব্বভৌম কহে—ও-শব্দ কহিতে না পারি॥ যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়। তথাপি আশ্লিষ্যদোষে কহনে না যায়॥ যদ্যপিহ মুক্তি-শব্দের পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি। রূঢ়িবৃত্ত্যে করে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥ মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস। ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥ চৈ. চ. ২।৬।২৪৫-৪৮॥"

সার্বভৌম বলিলেন—"প্রভু, ও-শব্দটী (অর্থাৎ মুক্তি-শব্দটী) আমি বলিতে পারি না। তুমি মুক্তিপদ-শব্দের যে অর্থ করিয়াছ, যদিও সেই অর্থ সঙ্গত হইতে পারে, তথাপি 'আশ্লিষ্যদোষে' আমি 'মুক্তি'-শব্দ বলিতে পারি না। (আশ্লিষ্যদোষ—যাহাতে একাধিক বিভিন্ন অর্থ বুঝায়, সেই দোষ)। 'মুক্তিপদ'-শব্দে অবশ্য কৃষ্ণকেও বুঝায় ; আবার সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিকেও বুঝায়। পঞ্চবিধা মুক্তি বুঝাইলেও কিন্তু রূঢ়িবৃত্তিতে (শব্দটী শুনামাত্র যে অর্থ মনে জাগে, সেই অর্থে) সাযুজ্যের প্রতীতিই হয় ; এজন্য 'মুক্তি'-শব্দ বলিতে মনে ঘৃণা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রাসের উদয় হয়; কিন্তু 'ভক্তি'-শব্দ বলিতে চিত্তে উল্লাস জন্মে। এজন্য আমি 'মুক্তিপদে' না বলিয়া 'ভক্তিপদে' বলিয়াছি।"

সার্বভৌমের কথা "শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে। ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ চৈ. চ. ২।৬।২৪৯॥"

গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ। তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ॥ লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে। তাবৎ স্পর্শমণি কেহো চিনিতে না পারে॥ চৈ. চ. ২।৬।২৫০-৫১॥"

যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মায়াবাদভাষ্যের পঠন-পাঠনোপলক্ষ্যে জীবের ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া-রূপ মুক্তির কথাই সর্বদা বলিতেন, সেই সার্বভৌম এখন বেদবিহিত মুক্তি-শব্দটীর উচ্চারণ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেছেন! মায়াবাদভাষ্যের পঠন-পাঠনোপলক্ষ্যে যিনি ভক্তির বিরুদ্ধ কথাই বলিতেন, এক্ষণে ভক্তি-শব্দের উচ্চারণেই তাঁহার সমধিক উল্লাস!! ইহা যে মহাপ্রভুর করুণার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

(১১) সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাশীগমন

বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, মহাপ্রভুর সময়ে গৃহী সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী—এই দুইজন ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে অতি বিখ্যাত পণ্ডিত। সমমতাবলম্বী বলিয়া এই দুইজনের মধ্যে বেশ সৌহার্দও ছিল। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী থাকিতেন কাশীতে।

মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌম যখন ভক্তিবিরোধী মায়াবাদ পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিরসের আস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়িলেন এবং নিজেকে পরম কৃতার্থ মনে করিলেন, তখন তাঁহার পরম সুহৃৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেও ভক্তিরস আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জাগিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু যেভাবে মায়াবাদ-ভাষ্যের বেদবিরুদ্ধতা এবং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিও সেইভাবে মায়াবাদ-ভাষ্যের অসারতা দেখাইয়া সরস্বতীপাদের মনের পরিবর্তন ঘটাইতে পারিবেন। তাই কাশীতে যাওয়ার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। তিনি মহাপ্রভুর নিকটে অনুমতি চাহিলেন; প্রভু অনুমতি দিলেন না। অনুমতি না দেওয়ার হেতু বোধ হয় এই যে, শাস্ত্রবিহিত বিচারের দ্বারা মায়াবাদের খণ্ডন করিলেই মায়া-বাদীর চিত্তের পরিবর্তন হইতে পারে না। সার্বভৌম পুনঃপুনঃ প্রভুর অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু তাহাতেও প্রভু অনুমতি দিলেন না। সরস্বতীপাদের পরিবর্তনের জন্য সার্বভৌমের এতই উৎকণ্ঠা জন্মিল যে, প্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, প্রভুর অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি কাশীর দিকে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল মহাপ্রভুর বৃন্দাবনগমনের পূর্বে।

সার্বভৌম যখন কাশীর দিকে রওনা হইলেন, সেই সময়ে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবানন্দ সেনের সঙ্গে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণও গৌড়দেশ হইতে যাত্রা করিয়া নীলাচলের কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পথে তাঁহাদের সহিত সার্বভৌমের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের দশম অঙ্কে এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—"সার্ব্বভৌমঃ—যদ্যপি ভগবতোঽস্মিন্নর্থে নানুমতির্জ্জাতা, তথাপি হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি হঠাদেব তত্র গচ্ছন্নস্মি। ন জানে কিং ভবতি। যদ্যপি ভগবত ইচ্ছাধীনৈব করুণা, তথাপি করুণাপরতন্ত্রত্বং তস্যেতি কদাচিৎ করুণাপি স্বতন্ত্র ভবতীতি করুণায়া এব সাহায্যেন যদ্ভবতি, তদেব ভবিষ্যতি। (ইতি পরিক্রামন্ পুরোঽবলোক্য) অহো যদমী একত্র সমুপচিতা অনেকশো নানাদেশীয়া জনাঃ পুরো দৃশ্যন্তে তদমী তৈর্থিকা এব। (পুনর্নিভাল্য) অয়ে সর্ব্ব এব গৌড়ীয়াঃ ; (পুনর্নিরূপ্য।) অয়ময়মদ্বৈতাচার্যাঃ, অয়ময়ং নিত্যানন্দাবধূতঃ, অয়ময়ং শ্রীবাসঃ, * *। সর্ব্বে শ্রীচৈতন্যপার্ষদাএব সমাগচ্ছন্তি। তদ্ভদ্রমেব জাতম্, অদ্যাত্রৈব স্থিত্বা প্রত্যেকমেতে সম্ভাষণীয়াঃ। (ইত্যুপসর্পতি)। (ততঃ প্রবিশন্তি ভগবদ্দর্শনার্থংপ্রস্থিতা অদ্বৈতাদয়ঃ)।

অদ্বৈতঃ—অয়ে পুরতঃ সার্বভৌম এব দৃশ্যতে। কোঽর্থঃ ?

সার্বভৌমঃ—কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ।

অদ্বৈতঃ—সার্বভৌম। ভবদ্ভিঃ কথং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদারবিন্দস্য বিচ্ছেদ উরীকৃতঃ ?

সার্বভৌমঃ—এবমেব। (ইতি সর্বং কথয়তি)।"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার সূত্র-কথন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"শিবানন্দ সেন সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্। প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান॥ পথে সার্ব্বভৌমসনে সভার মিলন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥ চৈ. চ. ২।১।১৩০-৩১॥" ইহার পরে সেই মধ্যলীলাসূত্র-মধ্যেই লিখিত হইয়াছে—"বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন। প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন॥ চৈ. চ. ২।১।১৩৮॥" ইহা হইতে জানা যায়, বৃন্দাবন-গমনের কথা বলিয়া প্রভু যখন গৌড়দেশে গিয়াছিলেন, তাহার পূর্বেই সার্বভৌম কাশীতে গিয়াছিলেন। সে-বার প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার পরেই ঝারিখণ্ড-পথে প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পূর্বেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য কাশীতে গিয়াছিলেন।

(১২) সার্বভৌমের গৌরপ্রীতি

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৌর-প্রীতি কি রকম গাঢ় ছিল, পূর্ব আলোচনা হইতেই তাহা জানা যায়। তাঁহার আচরণে তাহা কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহারই একটী দৃষ্টান্ত এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

সার্বভৌমের ইচ্ছা—প্রভু মাসের মধ্যে ত্রিশ দিনই তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করেন। প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রথম বৎসরেই গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল ত্যাগের পরে তিনি করযোড়ে অতি বিনীতভাবে প্রভুর চরণে এই নিবেদন জানাইলেন। প্রভু সম্মত হয়েন না; কেননা, ইহা যতিধর্ম নহে। "প্রভু কহে—তোমার ভিক্ষা এক দিবস॥ চৈ. চ. ২।১৫।১৮৮।" সার্বভৌম অতি বিনীতভাবে এবং কাতরতার সহিত ক্রমশঃ বিশদিন, পনের দিন এবং দশ দিনের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু "প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চদিন ঘাটাইলা। পঞ্চদিন তার ভিক্ষা নিয়ম করিলা॥ চৈ. চ. ২।১৫।১৯০॥" এইরূপে স্থির হইল, প্রভু মাসে পাঁচ দিন সার্বভৌমের গৃহে আহার করিবেন।

প্রভুর সঙ্গে যে দশজন সন্ন্যাসী থাকিতেন, সার্বভৌম পূর্ব হইতেই নিজের গৃহে তাঁহাদের ভিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; তিনি তাহাও প্রভুকে জানাইলেন। এইরূপে, হরিবাসর-ব্রতদিন ব্যতীত মাসের অন্য প্রত্যেক দিনই সার্বভৌমের গৃহে প্রভুর এবং তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কাহারও না কাহারও আহারের ব্যবস্থা হইল। "একেক দিনে একেক জন পূর্ণ হৈল মাসে॥ চৈ. চ. ২।১৫।১৯৪॥"

অবশেষে সার্বভৌম বলিলেন—"বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি। সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥ তুমি নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘর। কভু সঙ্গে আসিবেক স্বরূপ-দামোদর॥ প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন। সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ চৈ. চ. ২।১৫।১৯৫-৯৭॥"

অত্যন্ত আগ্রহ এবং প্রীতির সহিত ভট্টাচার্য এবং তাঁহার গৃহিণী উভয়ে মিলিয়া প্রভুর ভোগের জন্য নানাবিধ উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত করিলেন। জগন্নাথের উত্তম উত্তম প্রসাদও আনাইলেন।

সার্বভৌম পূর্বেই "মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া। 'একটী ঘর' নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥ বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে। পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে॥ চৈ. চ. ২।১৫।২০৩-৪॥"

রান্না শেষ হইয়া গেলে প্রভুর ভোগের ঘরে ভোগের জিনিস আনা হইল। "বত্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত। তিনমান তণ্ডুলের * তাতে ধরে ভাত॥ পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল। চারিদিগে পাতে ঘৃত বাহিয়া চলিল॥ কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি। চারিদিগে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥ ***॥ মুদ্গবড়া মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট। ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলী, আর যত পিষ্ট॥ কাঞ্জিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধলকলকী। আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥ ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহাঁ ধরি॥ রসালা মথিত দধি, সন্দেশ অপার। গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥ শ্রদ্ধা করি

* তিন মান—১৯২ তোলা, অর্থাৎ প্রায় আড়াইসের চাউলের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভট্টাচার্য্য সব করাইল। শুভ্রপীঠ-উপরে শুভ্র বসন পাতিল॥ দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জলঝারি। অন্নব্যঞ্জন উপরি দেন তুলসী-মঞ্জরী॥ অমৃতগুটিকা পিঠাপানা আনাইল। জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল॥ চৈ. চ. ২।১৫।২০৫-১৯॥"

সমস্ত প্রস্তুত; এমন সময় ভট্টাচার্যের অভিপ্রায় জানিয়া, প্রভু একাকীই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করিলেন এবং প্রভুকে ভোজন-গৃহে নিয়া গেলেন। অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন—দুই প্রহরের মধ্যে এত উপকরণ কিরূপে প্রস্তুত করা হইল? অন্নের উপরে তুলসীমঞ্জরী দেখিয়া প্রভু অনুমান করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগান হইয়াছে। প্রভু ভট্টাচার্যের সৌভাগ্যের বহু প্রশংসা করিলেন। "অন্নের সৌরভ বর্ণ পরম মোহন। রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন॥ তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব। আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব॥ কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া। মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া॥ চৈ. চ. ২।১৫।২২৭-২৯॥"

ভট্টাচার্য তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যের সহিত প্রভুর কথার উত্তর দিলেন। সেই আসনে বসিবার জন্যই প্রভুকে সম্মত করাইলেন। অন্নাদি সম্বন্ধে প্রভু বলিলেন—এ-সমস্ত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রসাদ—সুতরাং আস্বাদন কর্তব্য। "তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়॥ ২।১৫।২৩৫॥"

শুনিয়া ভট্টাচার্য বলিলেন—"জানি খাও যতেক যুয়ায়॥ নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার। একেক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥ দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে। অষ্টাদশ মাতা[১] আর যাদবের ঘরে॥ ব্রজে জ্যেঠা-খুড়া-মামা-পিসাদি গোপগণ। সখীবৃন্দ সভার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥ গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি। তার লেখে এই অন্ন নহে একগ্রাসী॥ তুমি ত ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার। একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার॥ এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা আসনে। জগন্নাথ-প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ-মনে॥ চৈ. চ. ২।১৫।২৩৫-৪১॥"

প্রভুকে ভোজনে বসাইয়া সার্বভৌম ভোজন-গৃহের বহির্দ্বারে একখানা লাঠি হাতে করিয়া এমনভাবে বসিলেন, যাহাতে প্রভুর ভোজনও দেখা যায়, আবার ঘরের বাহিরও দেখা যায়। এইভাবে বসার হেতু এই।

অমোঘের প্রসঙ্গ

সার্বভৌমের এক কন্যা ছিলেন, নাম ষাঠী; তাঁহার স্বামীর নাম অমোঘ। অমোঘ ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অত্যন্ত নিন্দক। প্রভুর ভোজন দেখিয়া অমোঘ পাছে প্রভুর নিন্দা করেন, এজন্য সার্বভৌম লাঠি হাতে করিয়া দ্বারদেশে বসিয়াছেন—যেন অমোঘ এদিকে

১। অষ্টাদশ মাতা—বোধ হয় বসুদেবের পত্নীগণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতে না পারেন। অমোঘ "ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে। লাঠি হাথে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥ তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈল আনমন। অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন—। 'এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন॥ একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥' শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটি চাহিল। তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল॥ ভট্টাচার্য্য লাঠি লৈয়া মারিতে ধাইল। পলাইলা অমোঘ, তার লাগ না পাইল॥ তারে গালি-শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা। নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা॥ শুনি ষাঠীর মাতা বুকে শিরে হাত মারে। 'ষাঠী রাঢ়ী হৌক'—ইহা বোলে বারে বারে॥ দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিয়া। দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া॥ আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস। তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি রসবাস॥ সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্যচন্দন। দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্য বচন—॥ নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে। এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥ প্রভু কহে—নিন্দা নহে, সহজ কহিল। ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল॥ এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে। ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঘরে গেলা তাঁর সনে॥ প্রভুপায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল। তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥ চৈ. চ. ২।১৫।২৪৩-৫৬॥"

তখন "ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য, ষাঠীর মাতা সনে। আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে—॥ চৈতন্যগোসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে। তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে॥ কিংবা নিজপ্রাণ যদি করি বিমোচন। দুই নহে যোগ্য, দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥ পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব। পরিত্যাগ কৈল, তার নাম না লইব॥ ষাঠীকে কহ—তারে ছাড়ুক, সে হৈল পতিত। পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যাজতে উচিত॥ চৈ. চ. ২।১৫।২৫৭-৬১॥"

এই দিকে "সেই রাত্রে অমোঘ কাহাঁ পলাইয়া গেল। প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল॥ 'অমোঘ মরেন'—শুনি কহে ভট্টাচার্য্য—। সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য॥ ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ। এতবলি পঢ়ে দুই শাস্ত্রের বচন॥ চৈ. চ. ২।১৫।২৬২-৬৪॥" সার্বভৌম মহাভারতের একটী এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

তখন "গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে। প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে॥ আচার্য্য কহে—উপবাস কৈল দুইজনে। বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে॥ শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া। অমোঘেরে কহে তার বুকে হাথ দিয়া—॥ সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয়॥ মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলে। পরম পবিত্র-স্থান অপবিত্র কৈলে॥ সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষ হৈল ক্ষয়। কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥ উঠহ অমোঘ! তুমি কহ কৃষ্ণনাম। অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥ শুনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিল। প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিল॥ কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ। প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥ প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়॥ এই ছার মুখে তোমার করিল নিন্দনে। এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥ চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল। হাথে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥ প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র—। সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥ সার্ব্বভৌম-গৃহে দাসদাসী যে কুক্কুর। সেহো মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥ অপরাধ নাহি, সদা লহ কৃষ্ণ-নাম। এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান॥ চৈ. চ. ২।১৫।২৬৫-৭৯॥"

প্রভু সার্বভৌমের গৃহে আসিলেন। "প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে। প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে॥ প্রভু কহে—অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ? কেনে উপবাস কর, কেনে কর রোষ? উঠ, স্নান করি দেখ জগন্নাথ-মুখ। শীঘ্র আসি ভোজন কর, তবে মোর সুখ॥ তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া। যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া॥ প্রভুপদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা। মরিত অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা॥ প্রভু কহে—অমোঘ হয় তোমার বালক। বালক-দোষ না লয় পিতা—যাহাতে পালক॥ এবে বৈষ্ণব হৈল, তার গেল অপরাধ। তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ॥ ভট্ট কহে—চল প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে। স্নান করি তাঁহা মুঞি আসিছোঁ এখনে। প্রভু কহে—গোপীনাথ, ইহাঁই রহিবা। ইঁহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা॥ এত বলি গেলা প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে। ভট্ট স্নান দর্শন করি করিল ভোজনে॥ সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত। প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত॥ চৈ. চ. ২।১৫।২৮০-৯০॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—মহাপ্রভুর প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কিরূপ প্রীতি ছিল। তাঁহার কন্যা ষাঠীর পতি অমোঘ প্রভুর অবমাননা-সূচক দুয়েকটী কথা বলাতে সার্বভৌম সেই অমোঘের মৃত্যু কামনা করিয়াছেন, অমোঘকে বর্জন করিয়াছেন, অমোঘের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, অমোঘকে ত্যাগ করার জন্য স্বীয় কন্যা ষাঠীকেও উপদেশ দিয়াছেন; বিসূচিকায় অমোঘের মৃত্যু হইতেছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। এতাদৃশী ছিল সার্বভৌমের গৌরপ্রীতি!

(১৩) সার্বভৌমের প্রতি গৌরের করুণার বৈশিষ্ট্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী। বৈষ্ণবদের বাক্যচেষ্টা দেখিয়া তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপই করিতেন। তাঁহার নিজের মুখেই তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। রায়রামানন্দ-সম্বন্ধে তিনি মহাপ্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন—"অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া। পরিহাস করিয়াছি 'বৈষ্ণব' বলিয়া॥ তোমার প্রসাদে এবে জানিল তাঁর তত্ত্ব। সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥ চৈ. চ. ২।৭।৬৫-৬৬॥" তিনি সর্বদা মায়াবাদভাষ্য পঠন-পাঠন করিতেন, ভক্তিবাদ খণ্ডন করিতেন। প্রভুর কৃপায় তাঁহার আশ্চর্য পরিবর্তন।

সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত-বিচারে প্রভু মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহাতে জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের প্রতি কৃপা প্রকাশ পাইয়াছে, কেবল সার্বভৌমের প্রতি নহে। বিচারে পরাজয় হইলেই লোকের চিত্তের পরিবর্তন হয় না, সার্বভৌমেরও হয় নাই। তিনি ছল, বিতণ্ডা, নিগ্রহাদি অনেক করিয়াছেন। প্রভু তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়াছেন। কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে একথা বলিয়া গিয়াছেন। "অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদ্যৈ র্নিরস্তধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষম্। চকার বিপ্রঃ প্রভুনা স চাশু স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ॥ ম. কা. ১২।২৬॥" আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা-করণ-কালে প্রভু যখন সার্বভৌমের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন, তখনই তাঁহার চিত্তের পরিবর্তন হইল; তাহার পূর্বপর্যন্ত বিচারে পরাজিত এবং নির্বচন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার চিত্তের পরিবর্তন হয় নাই। প্রভু কৃপা করিয়া প্রথমে তাঁহার আন্তর অনুভব এবং পরে চাক্ষুষ অনুভব যখন জন্মাইলেন, তখনই তাঁহার চিত্তের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইল [পূর্ববর্তী (৫) (৭) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। এ-স্থলেই সার্বভৌমের প্রতি প্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রভুর "একতান" ভক্ত হইয়া পড়িলেন; সমস্ত জীবন যিনি জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ মুক্তির কথাই বলিতেন, ভক্তির কথা কখনও বলিতেন না, বরং ভক্তির খণ্ডনই করিতেন, প্রভুর কৃপায় সেই সার্বভৌম পরে শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত মুক্তির কথাও শুনিতে পারিতেন না, "মুক্তি"-শব্দটী উচ্চারণ করিতেও ঘৃণা অনুভব করিতেন, ভক্তি-শব্দের উচ্চারণেই উল্লাস-প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতেই সার্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর করুণার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। অন্য কোনও অবতারের সম্বন্ধে এতাদৃশ বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায় না।

এই অনুচ্ছেদে সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গে যাহা বলা হইল, কবিকর্ণপূরও যে তাহা বলিয়া গিয়াছেন, আলোচনা-প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপদামোদরের কড়চাতেও এ-সমস্ত কথিত হইয়াছে।

খ। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রসঙ্গ

নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমনের সময়ে মহাপ্রভু অল্প কয়েকদিন কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সে-স্থানে তিনি তাঁহার পূর্বপরিচিত ভক্ত চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে থাকিতেন, তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ-ভয়ে অন্যত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না।

(১) মহারাষ্ট্রী বিপ্রের প্রসঙ্গ

সে-সময়ে মহারাষ্ট্রী-বিপ্র নামে-পরিচিত এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। দৈবাৎ চন্দ্রশেখরের গৃহে তিনি প্রভুর দর্শন পাইলেন এবং দর্শনমাত্রেই তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইল, প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহাও তিনি অনুভব করিলেন। বিপ্র পরমানন্দে বিভোর।

সেই সময়ে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-নামে সমগ্র ভারতে অতি সুবিখ্যাত এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়াবাদী সন্ন্যাসী কাশীতে বাস করিতেন। তিনি মহাপণ্ডিত, মহাশক্তিশালী বক্তা। কাশী-পুরীতে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তাঁহার উপরে কোনও কথা বলার সাহস তখন কাশীতে কাহারও ছিল না। তাঁহার সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্য। কিন্তু তিনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। উল্লিখিত মহারাষ্ট্রী বিপ্র তাঁহার সভায় বেদান্ত শুনিতে যাইতেন। তাঁহার সহিত সেই বিপ্রের বেশ সৌহার্দ্দও ছিল।

প্রভুর দর্শনে মহারাষ্ট্রী বিপ্র যে পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেও তদ্রূপ পরমানন্দ উপভোগ করাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি সরস্বতী-পাদের নিকটে গিয়া দেখিলেন "প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া। বেদান্ত পঢ়ান বহু শিষ্য-গণ লৈয়া॥ চৈ. চ. ২।১৭।১০০॥" বিপ্র প্রকাশানন্দের নিকটে প্রভুর কথা বলিতে লাগিলেন। "এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে। তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে॥ প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধকাঞ্চন-বরণ। আজানুলম্বিতভুজ কমল-নয়ন॥ যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ। সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত কথন॥ তাঁহা দেখি জ্ঞান হয়—এই নারায়ণ। যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥ মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে। সে-সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥ নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' তাঁর জিহ্বা গায়। দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধার-প্রায়॥ ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন। ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥ জগত-মঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম। নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম॥ দেখিয়া সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি। অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি?॥ চৈ. চ. ২।১৭।১০২-১০॥"

মহারাষ্ট্রী বিপ্রের মুখে এ-সকল কথা "শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা। বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা—॥ শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।[১] কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥ 'চৈতন্য' নাম তাঁর ভাবকগণ লৈয়া। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥ যেই তারে দেখে, সেই ঈশ্বর করি কহে। ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল। শুনি—চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥ সন্ন্যাসী নামমাত্র—মহা ইন্দ্রজালী। কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥ বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ। উচ্ছৃঙ্খল লোকসঙ্গে দুই লোক নাশ॥ চৈ. চ. ২।১০।১১১-১৭॥"

প্রকাশানন্দের মুখে প্রভুসম্বন্ধে এ-সকল কথা শুনিয়া বিপ্র মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন। সে-স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রভুর নিকটে সমস্ত কথা বলিলেন। "শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা॥ চৈ. চ. ২।১৭।১২০॥", কিছু বলিলেন না।

বিপ্র প্রভুর নিকটে পুনরায় বলিলেন—"তার আগে যবে আমি তোমার নাম কৈল। সেহো তোমার নাম জানে—আপনি কহিল॥ তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।

১। ভাবক—বিচারবুদ্ধিহীন তরলমতি ভাবপ্রবণ লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'চৈতন্য চৈতন্য' করি কহে তিন বার॥ তিন বারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।[১] অবজ্ঞাতে নাম লয়, শুনি পাই দুঃখে॥ ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি। তোমা দেখি মুখ মোর বোলে 'কৃষ্ণ হরি'॥ চৈ. চ. ২।১৭।১২১-২৪॥"

মহারাষ্ট্রী বিপ্রের কথা শুনিয়া "প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী। 'ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য' কহে নিরবধি॥ অতএব তার মুখে না আইসে 'কৃষ্ণনাম'। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুইত সমান॥ নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-স্বরূপ॥ দেহ দেহীর, নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপ বিভেদ॥ অতএব কৃষ্ণের নাম-দেহ-বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা-বৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ ইহো সব রহু, কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে। আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥ অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে। মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে॥ ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে। গ্রাহক নাহি না বিকায়; লঞা যাব ঘরে॥ ভারী বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব। অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে—এথাই বেচিব॥ এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাথ করি। প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি॥ চৈ. চ. ২।১৭।১২৫-৩৭॥"

এই যাত্রায় প্রভু কাশী হইতে বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন প্রয়াগে আসিলেন, তখন শ্রীরূপগোস্বামী সে-স্থলে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু সে-স্থলে দশ দিন পর্যন্ত শ্রীরূপকে নানাবিধ তত্ত্বাদি উপদেশ করিয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং নিজেও কাশীতে আসিলেন। এইবার প্রভু কাশীতে দুই মাসের অধিককাল ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী আসিয়া কাশীতেই প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন; প্রভু তাঁহাকে দুই মাস পর্যন্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এইবারও প্রভু চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে থাকিতেন এবং তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ-ভয়ে এবারও অন্যত্র নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেন না।

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দকে প্রভুর দর্শনজাত পরমানন্দ উপভোগ করাইবার জন্য মহারাষ্ট্রী বিপ্র যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ত্যাগ করেন নাই। এ-দিকে মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ যত্র-তত্র প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বিপ্র অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন এবং প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সকল সন্ন্যাসীকেই তাঁহার নিজের অনুভূত পরমানন্দ উপভোগ করাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু কিরূপে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে? তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়া "মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন—॥

১। একবারও 'কৃষ্ণচৈতন্য' বলিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর স্বভাব—যে তাঁরে দেখে সন্নিধানে। স্বরূপ অনুভবি তাঁরে 'ঈশ্বর' করি মানে॥ কোনো প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে। ইঁহারে দেখি সন্ন্যাসিগণ হৈব তাঁর ভক্তে॥ বারাণসী বাস আমার হয়ে সর্ব্বকালে। সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে॥ চৈ. চ. ২।২৫।৬-৯॥"

প্রভুকে দর্শন করার পূর্বে অন্য লোকের মুখে প্রভুর মহিমার কথা শুনিয়া যদি মহারাষ্ট্রী বিপ্র সেই কথা প্রকাশানন্দের নিকটে বলিতেন, তাহা হইলে হয়তো প্রভুসম্বন্ধে প্রকাশানন্দের উক্তি শুনিয়া বিপ্রের মনে সন্দেহ জাগিতে পারিত। কিন্তু বিপ্র সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রভুর দর্শন পাইয়া যে অনুভব লাভ করিয়াছেন, তাহা অপসারণীয় নহে। হাতে বরফ পাইয়া বরফের শীতলত্ব সম্বন্ধে যাঁহার অনুভব জন্মিয়াছে, অপর কেহ যদি তাঁহার নিকটে বলে যে—বরফ শীতল নহে, পরন্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত, এত উত্তপ্ত যে, গায়ে লাগিলে ফোস্কা হয়,—তাহা হইলে বরফের শীতলত্বের জ্ঞান তাঁহার অপসারিত হইবে না। সেই অপর লোকের হাতে বরফ দিয়া তাহার অনুভব জন্মাইবার জন্যই তিনি চেষ্টা করিবেন, মহারাষ্ট্রী বিপ্রও তদ্রূপই করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন—কোনও প্রকারে প্রভুর সহিত প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসীদের মিলন করাইতে পারিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—তাঁহার গৃহেই তিনি সন্ন্যাসী-দিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন এবং হাতে-পায়ে ধরিয়া প্রভুকেও সে-স্থানে আনিবেন। ইহা স্থির করিয়া, প্রভুকে কিছু না জানাইয়া কেবলমাত্র প্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, সন্ন্যাসী-দিগকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন; তাঁহারাও তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন।

এই দিকে সন্ন্যাসীদের মুখে প্রভুর নিন্দার কথা শুনিয়া কাশীবাসী প্রভুর পূর্বপরিচিত ভক্তদের মনেও অত্যন্ত দুঃখ জন্মিল। তাঁহারা ভাবিলেন—"আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে। 'মায়া-ব্রহ্ম'-শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে॥ 'ষড়্‌দর্শন-ব্যাখ্যা' বিনা কথা নাহি আন॥ চৈ. চ. ২।১৭।৯১-৯২॥" তাহার উপরে আবার প্রভুর নিন্দার কথাও শুনিতে হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবেও। প্রভু যদি এই সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের কাশীবাস সুখের হইতে পারে।

এ-সমস্ত ভাবিয়া চন্দ্রশেখর বৈদ্য এবং তপনমিশ্র প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—"কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥ তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ। শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥ ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। চৈ. চ. ১।৭।৪৮-৫০॥" এবং "ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল। সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল॥ চৈ. চ. ২।২৫।১২॥"

সন্ন্যাসীদের মন ফিরাইবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা জন্মিয়াছে। "হেনকালে বিপ্র আসি করে নিমন্ত্রণ। অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৩॥" প্রভুর চরণে ধরিয়া মহারাষ্ট্রী বিপ্র বলিলেন—"এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া॥ সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমন্ত্রণ। তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন॥ না যাহ সন্ন্যাসীগোষ্ঠী, ইহা আমি জানি। মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥ প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার। সন্ন্যাসীর কৃপা লাগি এ-ভঙ্গী তাঁহার॥ সে বিপ্র জানেন—প্রভু না যান কারো ঘরে। তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে॥ চৈ. চ. ১।৭।৫১-৫৫॥"

(২) মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে

নির্ধারিত দিনে মহাপ্রভু মধ্যাহ্নকৃত্য সারিয়া মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসিগণ পূর্বেই আসিয়া সভাসীন হইয়া রহিয়াছেন। প্রভু "সভা নমস্করি গেলা পাদপ্রক্ষালনে। পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে॥ চৈ. চ. ১।৭।৫৭॥" সন্ন্যাসিগণও তাহা দেখিলেন; কিন্তু কেহ কিছু বলিলেন না। বোধ হয় তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন—"ও তো নামে মাত্র সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর কোনও আচরণই ইহার মধ্যে নাই। নিজেকে অযোগ্য মনে করিয়াই সন্ন্যাসিসভায় আসিতে সাহস পাইতেছে না।"

তখন প্রভুর লীলাশক্তি এক অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকটিত করিলেন। প্রভু সেই পাদপ্রক্ষালন-স্থানে "বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। মহাতেজোময় বপু কোটিসূর্য্যভাস॥ প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন। উঠিল সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন॥ চৈ. চ. ১।৭।৫৮-৫৯॥"

বিদ্যাগর্বে, সাধনগর্বে, প্রসার-প্রতিপত্তির গর্বে সন্ন্যাসীদের চিত্ত বেশ একটু গর্বিত ছিল। কেবল দৈন্য-বিনয়ে সাধারণতঃ গর্বিত লোকের গর্ব খর্ব হয় না। তর্ক-বিতর্কের পরাজয়েও তাহা হয় না। নিজের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে আপনা-আপনি যদি হেয়তার জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলেই গর্ব কিছু খর্ব হইতে পারে। সন্ন্যাসীরা যখন প্রভুর এই অদ্ভুত ঐশ্বর্য দেখিলেন, তখন তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই নিজেদের হেয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল। তাঁহারা বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন—প্রভুর দেহে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা ভাবিলেন—"এই সন্ন্যাসী তো সামান্য মনুষ্য নহেন! তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা ত ঠিক নয়! আমরা এতকাল পর্যন্ত সাধন করিতেছি; কৈ? আমাদের দেহে তো কখনও ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পায় নাই। আর এই সন্ন্যাসীর দেহে কি অপূর্ব ব্রহ্মজ্যোতিঃ!! দেখিয়া যেন চোখ ঝল্‌সিয়া যাইতেছে।" এইরূপ ভাবিয়া বোধ হয় সন্ন্যাসিগণ আসন ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন "প্রকাশানন্দ-নামে সন্ন্যাসি-প্রধান। প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥ ইহা আইস ইহা আইস শুনহ শ্রীপাদ। অপবিত্র-স্থানে বৈস,—কিবা অবসাদ॥ চৈ. চ. ১।৭।৬০-৬১॥" প্রকাশানন্দ পূর্বে কখনও প্রভুসম্বন্ধে "শ্রীপাদ"-শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

তখন ভঙ্গী করিয়া "প্রভু কহে—আমি হই হীন সম্প্রদায়। তোমাসভার সভায় বসিতে না যুয়ায়॥ আপনে প্রকাশানন্দ হাথেতে ধরিয়া। বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥ পুছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ? কেশবভারতী-শিষ্য—তাতে তুমি ধন্য॥ সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে। কি কারণে আমা-সভার না কর দর্শনে॥ চৈ. চ. ১।৭।৬২-৬৫॥”

প্রভুর ঐশ্বর্য-দর্শনে প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের চিত্তে নিজেদের সম্বন্ধে একটু হেয়তার জ্ঞান জন্মিয়াছে বটে ; কিন্তু মায়াবাদ-সম্বন্ধে এবং মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের আচরণ-সম্বন্ধে তখনও তাঁহাদের চিত্তে অতি উচ্চ ধারণা তাঁহারা পোষণ করিতেছিলেন। তাই প্রকাশানন্দ প্রভুকে পুনরায় বলিলেন—“সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন। ভাবকসব সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্ত্তন॥ বেদান্ত-পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম্ম॥ প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ। হীনাচার কর কেনে, কি ইহার কারণ॥ চৈ. ভ. ১।৭।৬৬-৬৮॥”

প্রভু ইহার উত্তর দিলেন; কিন্তু উত্তরের ভঙ্গী অতি অদ্ভুত। “প্রভু কহে—শুন শ্রীপাদ! ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন—॥ মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার॥ কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই—শাস্ত্রমর্ম্ম॥ এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে। কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥ ‘হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বৃহন্নারদীয়-বচন॥’ এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ। নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥ ধৈর্য্য করিতে নারি—হৈলাম উন্মত্ত। হাসি কান্দি নাচি গাই—যৈছে মদোন্মত্ত॥ তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার। কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥ পাগল হইলাম আমি—ধৈর্য্য নহে মনে। এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে—॥ কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি! কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥ হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন। এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন—॥ কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব। যেই জপে—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥ **কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।** যার আগে তৃণতুল্য চারিপুরুষার্থ॥[১] পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥ ‘কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা’—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥ প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥ প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥ স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ বৈবর্ণ্য। উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥[২] এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায়॥ ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ। তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ॥ নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥ এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে। ‘ভাগবতের

(১) চারি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। (২) অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব; উন্মাদ-বিষাদাদি সঞ্চারী ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার এই'—বোলে বারে বারে॥ (শ্লোকটী হইতেছে—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা"-ইত্যাদি, ভা. ১১।২।৪০)। এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি॥ সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥ কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥ তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুববাক্য—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥" চৈ. চ. ১।৭।৬৯-৯৩॥"

এই উত্তরে ভঙ্গীক্রমে মহাপ্রভু বেদান্ত-পঠন-পাঠনের অকিঞ্চিৎকরতা, মোক্ষের তুচ্ছতা, কৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য, কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পরম এবং পঞ্চম পুরুষার্থতার কথাই প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ যাহা লইয়া মত্ত হইয়া আছেন, তাহার অসারতার কথাই মহাপ্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন।

প্রভুর কৃপায় "প্রভুর মিষ্ট বাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ। চিত্ত ফিরি গেল, কহে মধুর বচন—॥ যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়। কৃষ্ণপ্রেমা সে-ই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥ কৃষ্ণ-ভক্তি কর, ইহায় সভার সন্তোষ। বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ॥ চৈ. চ. ১।৭।৯৪-৯৬॥"

বেদান্ত-শ্রবণের মোহ এখনও তাঁহাদের ঘুচে নাই। তাঁহাদের কথা—"শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন—। দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন॥ ইহা শুনি বোলে সব সন্ন্যাসীর গণ—। তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ। তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥ তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন। কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥ চৈ. চ. ১।৭।৯৭-১০০॥"

(৩) বেদান্তবিচার

সন্ন্যাসীদের কথা শুনিয়া—"প্রভু কহে—বেদান্তসূত্র ঈশ্বর-বচন। ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ॥ ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব। মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম মহত্ত্ব॥ গৌণবৃত্ত্যে যে বা ভাষ্য করিল আচার্য্য। তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য॥ তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা। গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ চৈ. চ. ১।৭।১০১-৫॥"

প্রভু বলিলেন—ভগবানের আজ্ঞায় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বেদের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থে মায়াবাদভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তাহাতে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্য—"শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য।" প্রভু কেন বেদান্ত—অর্থাৎ মায়াবাদ-ভাষ্য—শ্রবণ করেন না, তাহাই তিনি জানাইলেন।

ইহার পরে মহাপ্রভু বেদবাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া প্রধান কয়েকটী ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করের মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিলেন—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনভাবে।

শঙ্কর-ভাষ্য সম্বন্ধে সর্বশেষে প্রভু বলিলেন—"এই মত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া। গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ চৈ. চ. ১৭।১২৬॥" প্রভু "এই মত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ। শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ॥ চৈ. চ. ১৭।১২৭॥" সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায় এ-স্থলে সন্ন্যাসিগণ বোধ হয় ছল-বিতণ্ডাদির আশ্রয় নিয়া প্রভুর সঙ্গে তর্ক করেন নাই। প্রভুর কৃপায় পূর্বেই তাঁহারা প্রভুর প্রভাব অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন। কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥ চৈ. চ. ১৭।১০০॥" তাঁহারা মনোযোগের সহিত প্রসন্ন চিত্তেই প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন এবং চমৎকৃত হইলেন।

প্রভুর মুখে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া "সকল সন্ন্যাসী কহে—শুনহ শ্রীপাদ। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ-নহে বিবাদ॥ আচার্য্য-কল্পিত অর্থ—ইহা সভে জানি। সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি॥ মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল। মুখ্যার্থে লাগাইল প্রভু সূত্র সকল॥ চৈ. চ. ১৭।১২৮-৩০॥"

মহাপ্রভু মুখ্যার্থে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ করিলেন এবং সর্ববেদের প্রতিপাদ্য যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব, তাহাও বলিলেন। তিনি বলিলেন—সম্বন্ধতত্ত্ব হইতেছেন ভগবান্, অভিধেয়-তত্ত্ব হইতেছে শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব হইতেছে—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। "পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥ প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ। প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস॥ সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্ব্ব সূত্রে পর্য্যবসান॥ চৈ. চ. ১৭।১৩৭-৩৯॥

প্রভুর মুখে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ শুনিয়া বিনীত ভাবে সন্ন্যাসিগণ প্রভুকে বলিলেন—"বেদময় মূর্ত্তি তুমি, সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন॥ সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥ এই মত তা সভার ক্ষমি অপরাধ। সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ॥ তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া। ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বসাইয়া॥ ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসা ঘর। চৈ. চ. ১৭।১৪১-৪৫॥"

(৪) বারাণসীর অবস্থা

মহাপ্রভুকর্তৃক প্রকাশানন্দসরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের চিত্ত-পরিবর্তনের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে বারাণসীতে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। "যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল। সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল॥ লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে। নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥ সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু 'ভক্তি' করে সার। সযুক্তিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যে মন ফিরায় সভার॥ উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৭-২০॥"

(৫) সরস্বতীপাদের আশ্রমে

মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহের ঘটনার পরে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ এবং তাঁহার শিষ্যগণ নিজেদের আশ্রমে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত-সমূহের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বেদান্তের অধ্যয়নাদি পরিত্যাগ করিলেন। "প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ। আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন॥ প্রকাশানন্দের শিষ্য এক—তাহার সমান। সভা মধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান—॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম॥ উপনিষদের করে মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান। শুনি পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন-কাণ॥ সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া। আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥[১] আচার্য্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে। মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি। কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥ 'হরের্নাম'-শ্লোকের যেই করিল ব্যাখান। সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥ 'ভক্তি বিনা মুক্তি নহে'—ভাগবতে কয়। কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়॥ 'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি পূর্ণতা হয় হান॥ শ্রুতি-পুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস। তাহা নাহি মানে পণ্ডিত করে উপহাস॥[২] চিদানন্দ কৃষ্ণের বিগ্রহ মায়িক করি মানি। এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী॥ সূত্রের 'পরিণামবাদ'—তাহা না মানিয়া। 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে—'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া॥ এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়। শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা 'পাষণ্ড' বুঝায়। পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র বাদ। কাহাঁ মুক্তি পাব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥ ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন। এই সত্য হয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন॥ চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে, সেই সত্য সার। আর যত মত—সেই সব ছারখার॥ এত কহি সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। চৈ. চ. ২।২৫।২১-৩৮॥"

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ নিকটেই ছিলেন। তাঁহার শিষ্যের উল্লিখিত কথাগুলি—"শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন—॥ আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে। তাতে সূত্রব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥ 'ভগবত্ত' মানিলে—'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন। অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥ যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥ মীমাংসা কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ। সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি-কারণ-প্রসঙ্গ॥ ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়। মায়াবাদী—'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' হেতু কয়॥ (পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর স্বরূপ-জ্ঞান। বেদমতে কহে—তেঞি স্বয়ংভগবান্॥) ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।[৩] সেই

১। আচার্য—শঙ্করাচার্য।

২। পণ্ডিত—শঙ্করাচার্য। ৩। পরবর্তী (৯) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব সূত্র লৈয়া বেদান্ত বর্ণন॥ বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ। নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ॥ পরম কারণ ঈশ্বর—কেহো নাহি মানে। স্ব-স্ব মত স্থাপে, পরমতের খণ্ডনে। তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের সার। তেঁহো যে কহেন বস্তু সে-ই তত্ত্বসার॥ চৈ. চ. ২।২৫।৩৮-৪৯॥"

যখন উল্লিখিতরূপে কথাবার্তা চলিতেছিল, তখন সেই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণও প্রকাশানন্দের আশ্রমের সভায় উপস্থিত ছিলেন। "এসব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥ চৈ. চ. ২।২৫।৫০॥"

(৬) বিন্দুমাধব-মন্দিরে

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ আনন্দিত মনে প্রভুকে সংবাদ দিতে চলিয়াছেন, "হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি। দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি॥ পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল। শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিল॥ মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা। অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥ শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন। চারিজন মেলি করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥ 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥' চৌ দিকে লোক লক্ষ বোলে 'হরি হরি'। উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥ নিকটেই ধ্বনি শুনি পরকাশানন্দ। দেখিতে কৌতুকে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ॥ দেখিয়া প্রভুর নৃত্য—দেহের মাধুরী। শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বোলে 'হরি হরি'॥ (মহাপ্রভুর) কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ। অশ্রুধারায় ভিজে লোক—পুলক-কদম্ব॥ হর্ষ-দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারি-বিকার। দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥ লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল॥ চৈ. চ. ২।২৫।৫১-৬০॥"

তখন "প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণবন্দন। প্রকাশানন্দ আসি প্রভুর ধরিল চরণ॥ প্রভু কহে—তুমি জগদ্‌গুরু পূজ্যতম। আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্যসম॥ শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেনে কর হীনের বন্দন। আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্মসম॥ যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্মময় ভাসে। লোকশিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে॥ চৈ. চ. ২।২৫।৬১-৬৪॥"

প্রভুর এ-সকল ভঙ্গীময় বাক্য শুনিয়া প্রকাশানন্দ—"কহে—তোমার পূর্ব্বে নিন্দা অপরাধ যে করিল। তোমার চরণ-স্পর্শে সব ক্ষয় হৈল॥ (প্রকাশানন্দ এ-স্থলে দুইটী প্রমাণ-বচনের উল্লেখ করিলেন) 'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ বাসনা-ভাষ্যধৃত-পরিশিষ্টবচনম্॥ স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ। ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্॥ ভা. ১০।৩৪।৯॥"। (সরস্বতীপাদ এই শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া ভঙ্গীতে মহাপ্রভুর ভগবত্তার কথাই বলিলেন। তাহা শুনিয়া আত্মগোপনতৎপর) প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্রজীব হীন। জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ চিহ্ন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি দূরে, যেই রুদ্রব্রহ্মসম—। নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডীতে গণন॥ তথাহি—যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥ পাদ্ম-বচনম্॥ চৈ. চ. ২।২৫।৬৫-৬৭॥"

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া "প্রকাশানন্দ কহে—তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্। তভু যদি কর তুমি দাস-অভিমান॥ তবু পূজ্য হও তুমি বড় আমা হৈতে। সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে॥ (তাঁহার উক্তির সমর্থনে সরস্বতীপাদ এ-স্থলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের তিনটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন এবং পরে বলিলেন) এবে তোমার পদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি। তার নিমিত্তে করি তোমার চরণে প্রণতি॥ চৈ. চ. ২।২৫।৭০॥"

এ-সকল কথা বলিয়া শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ প্রভুকে লইয়া সেই স্থানেই বসিলেন এবং প্রভুকে বলিতে লাগিলেন—"মায়াবাদে কৈল যত দোষের আখ্যান। সভে জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখান॥ সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ। তাহা শুনি সভার হৈল চমৎকার মন॥ তুমি ত ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি। সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥ চৈ. চ. ২।২৫।৭২-৭৪॥"

সরস্বতীপাদের কথা শুনিয়া "প্রভু কহে—আমি জীব অতি তুচ্ছজ্ঞান। ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ, ব্যাস ভগবান্॥ তাঁর সুত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে। অতএব আপন সূত্রের করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥ যে সূত্র-কর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥ প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই কয়। সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥[১] ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল। ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥ সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল। শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল—॥ এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যখ্যারূপ। শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যরূপ॥ চারিবেদ উপনিষদ—যত কিছু হয়। তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥ সেই সূত্রে যেই ঋগ্‌বিষয়বচন। ভাগবতে সেই ঋক্—শ্লোকনিবন্ধন॥ অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত। ভাগবতশ্লোক উপনিষদ—কহে এক অর্থ॥ চৈ. চ. ২।২৫। ৭৫-৮৪॥"

ইহার পরে শ্রুতিবাক্য এবং ভাগবতের শ্লোক মিলাইয়া মিলাইয়া প্রভু দেখাইলেন যে, "ভাগবত-শ্লোক উপনিষদ—কহে এক অর্থ।" তাহার পরে চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা করিয়াও প্রভু দেখাইলেন—ব্যাসসূত্র যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, চতুঃশ্লোকীতেও সেই তিনটীর কথাই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ-তত্ত্ব, সাধনভক্তি অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রেম প্রয়োজন-তত্ত্ব। পরে প্রভু বলিলেন—"অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ। নিজ-

১। লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় বা চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় "প্রণবের অর্থ-বিকাশ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্য স্বরূপ॥ চৈ. চ. ২।২৫।১০৮॥" প্রমাণরূপে প্রভু গরুড়পুরাণের "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥" ইত্যাদি শ্লোকটীরও উল্লেখ করিলেন। আরও বলিলেন—"কৃষ্ণভক্তি-রস-স্বরূপ শ্রীভাগবত। তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥ (ভাগবতং রসম্॥ ভা. ১।১।৩)॥" সর্বশেষে মহাপ্রভু সরস্বতী-পাদকে বলিলেন—"অতএব ভাগবত করহ বিচার। ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার॥ নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেম ধন॥ চৈ. চ. ২।২৫। ১১১-১২॥"

"এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি। নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥ সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্ত্তন। প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্তন॥ সন্ন্যাসী-পণ্ডিত করে ভাগবত-বিচার॥ বারাণসী দেশ প্রভু করিলা নিস্তার। নিজগণ লৈয়া প্রভু আইলা বাসা ঘর। বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥ চৈ. চ. ২।২৫।১১৭-২০॥ বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল। শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল॥ লক্ষকোটি লোক আইসে—নাহিক গণন। সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥ প্রভু যখন স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর-দর্শনে। দুইদিগে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥ বাহু তুলি প্রভু কহে—'বোল কৃষ্ণ হরি'। দণ্ডবৎ করে লোক হরি-ধ্বনি করি॥ চৈ. চ. ২।২৫।১২৬-২৯॥"

(৭) করুণায় বৈশিষ্ট্য

প্রকাশানন্দ-সরস্বতীপ্রমুখ মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে মহাপ্রভু এক অদ্ভুত করুণার বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করিয়াছেন। যাঁহারা প্রভুকে নামেমাত্র সন্ন্যাসী, ভাবক-ইত্যাদি মনে করিয়া অনবরত প্রভুর নিন্দা করিতেন, প্রভুর কৃপায় তাঁহারাই তাঁহাকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং সর্বতোভাবে প্রভুর পদানত হইয়া প্রভুর উপদিষ্ট নামকীর্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অন্য কোনও অবতারের সম্বন্ধে এইরূপ করুণার কথা শুনা যায় না।

কৃপা-প্রকাশে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য অপেক্ষা প্রকাশানন্দসরস্বতীপ্রমুখ সন্ন্যাসিবর্গের সম্পর্কে মহাপ্রভুর একটু বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রভুর কৃপাব্যতীত তাঁহার স্বরূপের অনুভব এবং তাঁহার উক্তির যাথার্থ্যের অনুভব কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু সার্বভৌম এবং প্রকাশানন্দাদি সম্পর্কে এই কৃপা ঠিক একইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রথমে সার্বভৌম-সম্পর্কেই আলোচনা করা যাউক। সার্বভৌমের প্রতি কৃপা করার ইচ্ছাতেই প্রভু এক ছলে আঠারনালা হইতে একাকী জগন্নাথমন্দিরে আসিয়াছিলেন এবং স্বীয় সুদীপ্ত সাত্ত্বিক প্রলয়-ভাবের আনুষঙ্গিকভাবে সার্বভৌমের প্রতি কৃপার এক ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন—সার্বভৌমকে প্রভুর শুশ্রূষার সুযোগ দিলেন এবং তাঁহার প্রতি সার্বভৌমের প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। সার্বভৌমের এই প্রীতির ফলেই তিনি প্রভুকে বেদান্ত (শঙ্করভাষ্য) শুনাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ করিলেন এবং প্রভুও তাহার পরে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাতে সার্বভৌম প্রভুর স্বরূপের এবং প্রভুর উক্তির যথার্থ মর্মের উপলব্ধি পাইতে পারেন, তদনুরূপ কৃপা তখনও প্রভু প্রকাশ করেন নাই। এজন্য সার্বভৌম প্রভুকথিত সূত্রব্যাখ্যা স্বীকার করিতে পারেন নাই, অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন; তর্কবিতর্কে পরাজিত হইয়া নির্বচন হইলেও সার্বভৌমের শঙ্করভাষ্যানুরক্তি দূরীভূত হয় নাই। পরে আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রভু যে কৃপাভঙ্গী প্রকাশ করিলেন, তাহাতেই সার্বভৌম প্রভুর আন্তর ও চাক্ষুষ অনুভব লাভ করিলেন এবং প্রভুর উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিয়া প্রভুর পদানত হইলেন।

একক্ষণে সন্ন্যাসিবর্গের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগের প্রতি প্রভু নিজেই যে কৃপা করিবেন, নীলাচলে থাকাকালেই প্রভুর সেই ইচ্ছা জন্মিয়াছিল; এজন্য তাঁহাদের মতি-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কাশীগমনের জন্য পুনঃপুনঃ প্রার্থনা-সত্ত্বেও প্রভু সার্বভৌমকে কাশীগমনের অনুমতি দেন নাই। সেই ইচ্ছার ফলেই প্রভুর বৃন্দাবন হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্তনের পরে, সন্ন্যাসীদের সহিত মিলনের নিমিত্ত কাশীবাসী চন্দ্রশেখর-তপনমিশ্র প্রভৃতির কাতর প্রার্থনায় এবং মহারাষ্ট্রী বিপ্রের কাতর-আহ্বানে মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে প্রভুর সন্ন্যাসীদের সহিত মিলন হইয়াছিল। যে কৃপা প্রকাশ পাইলে সন্ন্যাসিগণ প্রভুর স্বরূপের এবং তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারেন, মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে প্রথম হইতেই প্রভু সেই কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন—অবশ্য এককালে নহে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। পাদপ্রক্ষালন-স্থানে বসিয়া প্রভু এক ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন—"মহা তেজোময় বপু—কোটিসূর্য্যাভাস॥ প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন। উঠিল সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন॥ চৈ. চ. ১।৭।৫৮-৫৯॥" ইহার ফলে স্বয়ং প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকটে গিয়া সম্মানপ্রদর্শন-পূর্বক প্রভুকে আনিয়া নিজেদের মধ্যে সন্ন্যাসি-সভায় বসাইলেন এবং বলিলেন—"প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ চৈ. চ. ১।৭।৬৮॥" যাহাতে সন্ন্যাসিগণ প্রভুকে "সাক্ষাৎ নারায়ণ" বলিয়া জানিতে পারেন, সেই কৃপাভঙ্গীই তখন প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনাদি এবং বেদান্ত-পঠন-শ্রবণে অনিচ্ছার মর্ম তখনও প্রকাশানন্দ বুঝিতে পারেন নাই। প্রকাশানন্দ সে-সম্বন্ধে প্রভুকে প্রশ্ন করিলে প্রভু কেন বেদান্ত-পঠনাদি করেন না, কেনই বা কৃষ্ণসংকীর্তন করেন, তাহা বলিলেন এবং কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পরম-পুরুষার্থতার কথাও বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভু আর একটী কৃপাভঙ্গী প্রকাশ করিলেন, যাহার ফলে—"প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ। চিত্ত ফিরি গেল, কহে মধুর বচন॥ যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়। কৃষ্ণপ্রেমা সে-ই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥ কৃষ্ণ-ভক্তি কর, ইহায় সভার সন্তোষ। বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ॥ চৈ. চ. ১।৭।৯৪-৯৬॥" তখন কৃপার আর একটী ভঙ্গী প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"দুঃখ না ভাবহ যদি করি নিবেদন।"—কেন আমি বেদান্ত শুনি না, তোমরা যদি দুঃখ অনুভব না কর, তাহা হইলে তাহা বলিতে পারি। প্রভুর কথা শুনিয়া "বোলে সব সন্ন্যাসীর গণ। তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ। তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥ তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন। কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥ চৈ. চ. ১।৭।৯৭-১০০॥" প্রভু যে কৃপাভঙ্গী প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ের অন্তস্তলে এই জ্ঞান জন্মিল যে, প্রভু যাহা বলিবেন, তাহা কখনও অসঙ্গত হইতে পারে না। তখন প্রভু ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ প্রকাশ করিতে লগিলেন, সন্ন্যাসিগণও তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন; এজন্য সার্বভৌমের ন্যায় তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে কোনওরূপ তর্ক-বিতর্ক করেন নাই; প্রভুকৃত অর্থে তাঁহারা আপত্তিজনক কিছু খুঁজিয়া পায়েন নাই। প্রভুর সূত্রব্যখ্যার যাথার্থ্য তাঁহারা এমন ভাবে উপলব্ধি করিলেন যে, পরে নিজেদের আশ্রমে বসিয়াও তাঁহারা প্রভুকৃত সূত্রব্যাখ্যারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদভাষ্যের অসারতা খ্যাপন করিয়াছেন। ইহার পরে বিন্দুমাধব-মন্দিরে প্রভুর যে কৃপাভঙ্গী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রভুর পূর্ব-নিন্দাজনিত অপরাধের অনুভূতিতে প্রকাশানন্দ অনুতপ্ত হইয়া সেই অপরাধ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রভুর চরণে পতিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মহিমা খ্যাপন করিয়া প্রভু যখন সর্বশেষে প্রকাশানন্দকে বলিলেন—"অতএব ভাগবত করহ বিচার। ইহা হৈতে পারে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার॥ নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥ চৈ. চ. ২।২৫।১১১-১২॥", তখনই সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রভুর চরম কৃপাভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে, প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ সর্বতোভাবে প্রভুর পদানত হইয়াছেন।

(৮) বিবরণের ভিত্তি

সনাতনগোস্বামী এবং তপনমিশ্রাদির অনুরোধে মহাপ্রভু যে কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন, শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চাতে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "কাশ্যাং সনাতনস্যাপি তপনাদ্যনুরোধতঃ। কাশীবাসিজনোদ্ধারচরিতং কিল্বিষাপহম্॥ কড়চা॥ ৪।২৬।৮-৯॥"

প্রকাশানন্দ-সরস্বতীপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার-সময়ে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। বিন্দুমাধব-মন্দিরে তিনি কীর্তনও করিয়াছেন; সুতরাং সন্ন্যাসীদের উদ্ধার-ব্যাপার ছিল তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট। আবার উক্ত ঘটনার কিঞ্চিদধিক একমাস পরে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে যাওয়ার পথে কাশীতে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন; তখন তিনি চন্দ্রশেখর বৈদ্য, পরমানন্দ কীর্তনীয়া, তপনমিশ্র প্রভৃতি প্রভুর পূর্বপরিচিত ভক্তদের মুখেও যে এ-সমস্ত বিবরণ শুনিয়াছেন, তাহাও কবিরাজগোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন ছিলেন কবিরাজগোস্বামীর শিক্ষাগুরু; তাঁহাদের মুখে যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়াছিলেন, কবিরাজ তাহাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রূপসনাতনের মুখে বৃন্দাবনবাসী সকলেই এই বিবরণ শুনিয়াছেন। এই অবস্থায় কবিরাজগোস্বামীর পক্ষে একটা কল্পিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী লীলা বর্ণনের উপক্রমে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতেই তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনসঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্যের মুখে এবং তাহার পরে প্রথমে শ্রীরূপ এবং তাহার পরে শ্রীসনাতন যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মুখেও এ-সকল কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় এই বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী সেই বিবরণও পাইয়াছেন।

(৯) দর্শন-সম্বন্ধে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দসরস্বতীর উক্তির আলোচনা

ভারতীয় দর্শন

যাহাতে যুক্তির সহায়তায় প্রতিপাদ্যবিষয়—সাধ্য-সাধনাদি—নির্ণীত হয় এবং যাহাতে সাধ্যের স্বরূপ এবং সেই সাধ্যপ্রাপ্তির উপায় সাধনের কথাও থাকে, তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে।

ভারতবর্ষে নানাসময়ে নানাবিধ দর্শন-শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। যথা—চার্বাকদর্শন, জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, পাশুপত বা শৈবদর্শন, মীমাংসাদর্শন, সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শন, বৈশেষিক-দর্শন, পাতঞ্জলদর্শন বা যোগদর্শন, বেদান্তদর্শন ইত্যাদি।

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

এ-সমস্ত দর্শনের মধ্যে যে-সমস্ত দর্শনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে আস্তিক দর্শন বলে; যাহাতে বেদ স্বীকৃত হইয়াছে, অথচ জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েন নাই, তাহাকেও আস্তিক দর্শন বলে। সুতরাং কোনও কোনও দর্শন আস্তিক হইয়াও নিরীশ্বর হইতে পারে।

সাধারণতঃ মীমাংসাদর্শন, সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, পাতঞ্জলদর্শন এবং বেদান্তদর্শন—এই ছয়টী দর্শনই আস্তিকদর্শন বলিয়া স্বীকৃত। যাহাতে বেদ মানা হয় নাই, তাহাকে নাস্তিকদর্শন বলে।

এক্ষণে উল্লিখিত ভারতীয় দর্শনগুলি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে।

চার্বাকদর্শন। চার্বাকমতে দেহাতিরিক্ত কোনও আত্মা বা জীবাত্মা স্বীকৃত হয় না, পরকালও স্বীকৃত হয় না, দেহের সুখকেই পরমার্থ বলা হয়, যাহাতে দেহেন্দ্রিয়ের সুখ সাধিত হইতে পারে, তাহাকেই সাধন বলা হয়। "খাও, পিও, মজা কর"—ইহাই হইতেছে চার্বাকের নীতি। চার্বাকদর্শন হইতেছে নাস্তিক ও নিরীশ্বর দর্শন। সমগ্র বেদান্তদর্শনই হইতেছে চার্বাকমতের প্রতিবাদ। গৌ. বৈ. দ. ভূমিকায় ২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৌদ্ধদর্শন। ইহা হইতেছে নাস্তিক ও নিরীশ্বরদর্শন। বৌদ্ধমতে জীব বা আত্মা বলিয়া কোনও নিত্য পদার্থ স্বীকৃত হয় না। বুদ্ধদেবের মতে শূন্যই হইতেছে পরতত্ত্ব। বুদ্ধদেবের পরে তাঁহার অনুবর্তিগণ তাঁহার বাক্যকে ভিত্তি করিয়া অনেক দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে অনেক সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শন কেবল যুক্তিমূলক। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ২।২।১৮ হইতে ২।২।৩২ সূত্র পর্যন্ত কয়েকটী সূত্রে বৌদ্ধদর্শনের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করও অনেক বৌদ্ধযুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। গৌ. বৈ. দ. ভূমিকায় ৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

জৈনদর্শন। ইহাও নাস্তিক এবং নিরীশ্বর দর্শন। জৈনমতে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই, বিশ্ব সৃষ্টবস্তু নহে, অনাদিকাল হইতেই এই বিশ্ব আছে, অনন্তকাল পর্যন্তই থাকিবে। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ॥ ২।২।৩৩॥"-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, "অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদ-বিশেষঃ॥ ২।২।৩৬॥"-পর্যন্ত কয়েকটী সূত্রে জৈনমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণও এই সকল সূত্রের ভাষ্যে জৈনমতের খণ্ডন করিয়াছেন। গৌ. বৈ. দ. ভূমিকায় ৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পাশুপত বা শৈবদর্শন। শৈবমতে "পশু"-শব্দে জীবমাত্রকে বুঝায়। পশুর বা জীব-সমূহের "পতি" বা পালনাদির কর্তা যিনি, তিনি পশুপতি—শিব। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ॥ ২।২।৩৫ ॥"-সূত্রে[১] বেদ বা শ্রুতির সহিত যে পাশুপত-মতের সামঞ্জস্য নাই, তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্যপ্রারম্ভে বলিয়াছেন—"ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদসামঞ্জস্যাচ্চ অনাদরণীয়তোচ্যতে—এক্ষণে পশুপতিমতের বেদবিরুদ্ধত্ববশতঃ এবং অসামঞ্জস্যবশতঃ অনাদরণীয়তা কথিত হইতেছে।"

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—পাশুপত-মতানুসরণকারীরা চারি রকমের—কাপাল (কাপালিক), কালামুখ, পাশুপত ও শৈব। ইহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বপ্রক্রিয়া এবং ঐহিক মঙ্গল ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন। "তন্মতানুসারিণশ্চতুর্বিধাঃ—কাপালাঃ, কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ ইতি। সর্ব্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুষ্মিকনিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাশ্চ কল্পয়ন্তি।" ইহারা "নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদম্, নিমিত্ত কারণঞ্চ পশুপতিমাচক্ষতে।—আর নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণের প্রভেদ এবং পশুপতিকেই নিমিত্তকারণ বলিয়া থাকেন।" আর, ছয়টী মুদ্রাধারণাদিকেই ইহারা মোক্ষসিদ্ধির উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন। কাপালেরা (কাপালিকেরা) বলিয়া থাকেন—"মুদ্রিকাষট্‌ক-তত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রা-

১। শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যে এই সূত্রটী হইতেছে ২।২।৩৫-সংখ্যক সূত্র; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যে ইহা হইতেছে ২।২।৩৭-সংখ্যক সূত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশারদঃ। ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ কণ্ঠিকাঃ রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ। ভস্ম যজ্ঞোপবীতঞ্চ মুদ্রাষট্‌কং প্রচক্ষতে। আভির্মুদ্রিতদেহস্তু ন ভূয় ইহ জায়তে॥ শৈবাগমঃ॥ —ষড়্‌বিধ মুদ্রাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরমুদ্রাবিশারদ (?) পুরুষ আপনাকে ভগাসনস্থরূপে ধ্যান করিয়া নির্বাণ লাভ করেন। কণ্ঠিকা (মালাবিশেষ), রুচক (হারবিশেষ), কুণ্ডল (কর্ণাভরণ), শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টীকে মুদ্রাষট্‌ক বলে। উক্ত ষড়্‌বিধ মুদ্রাদ্বারা যাহার দেহ মুদ্রিত (চিহ্নিত) হয়, সে লোক পুনর্বার আর ইহলোকে জন্মধারণ করে না।—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।" ইহার পরে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"সেইরূপ কালামুখেরাও, নরকপাল-পাত্রে ভোজন, শবদেহের ভস্মে স্নান ও তাহা ভক্ষণ, লগুড়ধারণ, মদ্যকুম্ভ স্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার পূজা প্রভৃতিকে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া অভিহিত করেন। 'হস্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণধারণ, মস্তকে এক জটাধারণ, নর-কপাল গ্রহণ এবং ভস্মদ্বারা স্নান'-ইত্যাদি আরও অনেক কথা শৈবাগমে প্রসিদ্ধ আছে। আবার কোনরূপ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অন্ত্যজাতীয় লোকদিগেরও ব্রাহ্মণত্বলাভ এবং উৎকৃষ্ট আশ্রম-প্রাপ্তির উপদেশ করিয়া থাকেন; যথা—'মানব দীক্ষাগ্রহণ করিলে পর তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, এবং কাপাল-ব্রত (বামাচারীদিগের নরকপালধারণের নিয়মবিশেষ) অবলম্বন করিয়া যতিত্ব প্রাপ্ত হয়।'—সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত রামানুজ-ভাষ্যানুবাদ॥"

ইহার পরে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"পতির—পশুপতির—মতটি আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়)। কারণ? যেহেতু ঐ মতের সামঞ্জস্য নাই। অসামঞ্জস্যের কারণ—পরস্পর ব্যাঘাত অর্থাৎ কথার মধ্যে পরস্পর অনৈক্য এবং বেদবিরোধ। ষড়্‌বিধ মুদ্রাধারণ, ভগাসনস্থ আপনাকে ধ্যান, সুরাকুম্ভ স্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার অর্চন, গুপ্তাচার, শ্মশানভস্মে স্নান এবং প্রণবোচ্চারণপূর্বক ধ্যান, এ সমস্ত বিষয়গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ; বিশেষতঃ, এবংবিধ যে তত্ত্ব-কল্পনা, উপাসনা ও আচার, তৎসমস্ত বেদবিরুদ্ধ বটে। কেননা, বেদসমূহ পরব্রহ্ম নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—'নারায়ণই পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরতত্ত্ব, নারায়ণই পরজ্যোতিঃ, নারায়ণই পরম আত্মা।'[১] 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব',[২] 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব জন্মিব',[৩] 'তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন'[৪] ইত্যাদি। তাহার পর পরব্রহ্ম-স্বরূপ পরমপুরুষের জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন

১। ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য :—"নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ॥ তৈত্তি. নারা. ১৪॥"

২। ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য।—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।২।৩॥"

৩। ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য :—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি॥ তৈত্তি. আন. ৬২॥"

৪। ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য :—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত॥ তৈত্তি. আন.॥ ৭॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ময়) এই মহান্ পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) আমি জানি',[১] 'লোকে সেই পুরুষকে জানিয়া ইহলোকেই অমৃত (জীবন্মুক্ত) হন। [তাঁহাকে পাইবার] আর অন্য পথ নাই'[২] ইত্যাদি রূপে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র একই অর্থের প্রতিপাদন করিতেছেন। * * *। উপাসনাবিধায়ক কোন কোন বাক্যে উল্লিখিত প্রজাপতি, শিব, ইন্দ্র, আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দের যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের নারায়ণসংজ্ঞক অনুবাকোক্ত (অংশবিশেষে নির্ণীত) তত্ত্ব-নিরূপণেই তাৎপর্য, এ কথা 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ॥ ১।১।৩১॥"-এই ব্রহ্মসূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ '[সৃষ্টির পূর্বে] একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না',[৩] এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তিনি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না,' এই সৃষ্টিবাক্যে যে-নারায়ণকে স্রষ্টা বলা হইয়াছে, তাহারই সমান প্রকরণস্থ 'হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সৎস্বরূপই ছিল'[৪]-ইত্যাদি স্থানীয় অর্থবিশেষে অপ্রযুক্ত (যে-সমস্ত শব্দ কোন একটি বিশেষার্থে নিবদ্ধ নাই), সেই সৎ, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দও সেই নারায়ণকেই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাও 'জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ১।১।২॥'-সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বের (শিবাদির) উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করায় পাশুপত-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অনাদরণীয়।—সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ।" পরবর্তী "অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ২।২।৩৬॥", "করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ২।৩৩৭॥" এবং "অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ২।২।৩৮ ॥"-এই সূত্রত্রয়ের ভাষ্যেও শ্রীপাদ রামানুজ পাশুপত মতের বেদবিরুদ্ধতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজের ন্যায় শ্রীপাদ শঙ্কর, শ্রীপাদ নিম্বার্ক, শ্রীপাদ বল্লাভাচার্য এবং গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণাদি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকারগণও পাশুপত-মতের অযৌক্তিকতা এবং বেদবিরুদ্ধতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যকার "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ॥ ২।২'৪২॥", "ন চ কর্ত্তুঃ করণম্॥ ২।২।৪৩॥", "বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ॥ ২।২।৪৪ ॥" এবং "বিপ্রতিষেধাচ্চ॥ ২।২।৪৫ ॥"—সূত্রের ভাষ্যে শক্তিবাদেরও খণ্ডন করিয়াছেন। শক্তি-উপাসক শাক্তগণ বলেন—"শক্তিই হইতেছে বিশ্বজনয়িত্রী" গোবিন্দভাষ্যকার দেখাইয়াছেন, এই শাক্তমতও অযৌক্তিক এবং বেদবিরুদ্ধ।

শৈবাদিমতের মোক্ষও বেদসম্মত নহে। শৈবমতে মোক্ষ হইতেছে শিবের সহিত অভেদ বা ঐক্যপ্রাপ্তি, শিব হইয়া যাওয়া। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত মোক্ষের অনুরূপ

১। ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।"
২। ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য—"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে॥ পুরুষসূক্তম্॥"
৩। ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ॥ মহোপনিষৎ॥ ১।১॥"
৪। ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ॥ ছান্দো॥ ৬।২।১॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও বেদবেদান্ত-বিরোধী। জীব যদি স্বরূপতঃ বিভু হইত, তাহা হইলেই মোক্ষে বিভুতত্ত্ব ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইতে পারিত; কিন্তু শ্রুতিস্মৃতি-মতে জীব হইতেছে স্বরূপতঃ অণু; ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসুত্রে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন (গৌ. বৈ. দ. ২।১৬-২০ অনু, দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৭১-৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ব্যাসদেব জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদেরও খণ্ডন করিয়াছেন (গৌ. বৈ. দ. ৩।১৬-অনু, তৃতীয় খণ্ডে ১৭৭২-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। মুক্ত জীবের যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসুত্রে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন (গৌ. বৈ. দ. ৪।৪০-অনু, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩৩৩-৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শৈবমতের মোক্ষ যে বেদ-বেদান্ত-বিরোধী, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাক্তমতের মোক্ষও তদ্রূপ। জীব স্বরূপতঃ অণু বলিয়া বিভু ব্রহ্মের সহিত তাহার ঐক্য-প্রাপ্তির সাধনেরও কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না; কেন না, কোনও বস্তুর স্বরূপের ব্যত্যয় কখনও সম্ভব নহে। অণু কখনও বিভু হইতে পারে না।

আলোচনা। পাশুপত-মতাবলম্বীরা বলেন, পশুপতিই (শিবই) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। এই মত যে বেদবিরুদ্ধ, তাহা ভাষ্যকারগণ দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটী কথা বিবেচ্য। যিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির পূর্বে তাঁহার অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন; সৃষ্টির পূর্বে যাঁহার অস্তিত্ব থাকে না, তিনি সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না। শ্রীপাদ রামানুজ শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্বে এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ॥ মহোপনিষৎ॥ ১।১ ॥" এইরূপ শ্রুতিবাক্য আরও আছে। যথা, "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ॥", "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥" ভা, ২।৯।৩২-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ও শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তিধৃত শ্রুতিপ্রমাণ। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি পুরুষো হ বৈ নারায়ণ ইতি। * * একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ ঐ চক্রবর্তী॥"

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্বে শিবের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং শিব যে জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আবার শৈব পাশুপতমতালম্বীরা বলেন, পশুপতি বা শিব হইতেছেন জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ নহেন। ইহাও বেদবিরোধী; কেন না, বেদমতে যিনি জগতের নিমিত্ত-কারণ, তিনিই উপাদানকারণ এবং তিনি হইতেছেন পরব্রহ্ম। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রেও তাহাই বলিয়াছেন।

বৈদিক শাস্ত্রে (বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে) যে শিবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি জগৎকর্তাও নহেন, পরব্রহ্মও নহেন; শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম নারায়ণ হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই শিবের উদ্ভব। "অথ পুনরেব নারায়ণঃ সোঽন্যৎকামো মনসাঽধ্যায়ত। তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে। * * তস্মাদীশানো মহাদেবো মহাদেবঃ॥ মহোপনিষৎ ॥ ১।১ ॥" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, নারায়ণ হইতেই ত্রিনয়ন শূলপাণির, ঈশান, মহাদেবের উদ্ভব। বৈদিক শাস্ত্রের শিব হইতেছেন গুণাবতার, জগতের সংহারকর্তা, পরন্তু সৃষ্টিকর্তা নহেন। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পরেই তাঁহার আবির্ভাব।

যদি কেহ বলেন—"শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে জগতের কারণরূপে ঈশান-মহেশ্বরাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ঈশান-মহেশ্বরাদি শিবেরই নামান্তর; সুতরাং শিব যে জগতের কর্তা, তাহা শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি হইতেই জানা যায়।", তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে জগৎ-কারণরূপে যে ঈশান-মহেশ্বরাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সেই ঈশান-মহেশ্বরাদিকে শিব মনে করিলে শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্যগণ যে-সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের সহিত এবং পূর্বোদ্ধৃত যে মহোপনিষদ্বাক্যে নারায়ণ হইতে শিবের উদ্ভবের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রুতি হইতেছে অপৌরুষেয় শাস্ত্র; এক শ্রুতিবাক্যের সহিত অপর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ থাকিতে পারে না; সুতরাং শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ঈশান-মহেশ্বরাদি-শব্দে জগৎ-কারণ পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে; সকলের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি ঈশান এবং ঈশ্বরস্বরূপ-সমূহেরও ঈশ্বর বলিয়া তিনি মহেশ্বর। কঠোপনিষদেও পরব্রহ্মকে "ঈশান" বলা হইয়াছে। "ঈশানং ভূতভব্যস্য ॥ ২।১।৫ ॥; ঈশানো ভূতভব্যস্য ॥ ২।১।১৩ ॥" টীকায় শ্রীপাদ শ্রীশঙ্কর লিখিয়াছেন—"ঈশানম্ ঈশিতারং ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্য ॥—ঈশান-শব্দের অর্থ হইতেছে ঈশয়িতা—ঈশ্বর, নিয়ন্তা। কঠ ॥ ২।১।৫ ॥-শ্রুতিভাষ্য।" শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির ৪।১১ বাক্যের "ঈশানম্"-শব্দের অর্থেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ঈশানং নিয়ন্তারম্—ঈশান—নিয়ন্তা।" এইরূপ মনে করিলেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি থাকিতে পারে। (পরবর্তী আলোচনায় "পরব্রহ্মের স্বরূপ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আরও একটী কথা বিবেচ্য। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি যাঁহাকে ঈশান-মহশ্বেরাদি বলিয়াছেন, তিনিই যদি শৈবদিগের শিব হইতেন, তাহা হইলে ব্যাসদেব এবং শ্রীপাদ শঙ্করাদি আচার্যগণ শৈবমতকে বেদবিরুদ্ধ বলিতেন না।

পরব্রহ্ম নারায়ণ হইতে উদ্ভব বলিয়া, সুতরাং নারায়ণের অংশ বলিয়া, বৈদিক-শাস্ত্রের শিব হইতেছেন ভক্তিভাবাপন্ন। তিনি যে রামনাম-জপে আনন্দ অনুভব করেন, ভগবতীর নিকটে তিনি নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্র-নামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ডে সহস্রনাম-স্তোত্র॥ ৭২।৩৩৫ ॥—মহাদেব পার্বতীকে বলিলেন, হে বরাননে! রামনাম বিষ্ণুর সহস্র-নামের তুল্য; তাই আমি সর্বদা 'রাম, রাম, রাম'-এইরূপে (রামনাম কীর্তন করিয়া) মনোরম রামচন্দ্রে রমণ করি (পরমানন্দ অনুভব করি)।" তিনি যে বাসুদেবের ধ্যান করেন, তাহাও শ্রীশিব ভগবতীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে বলিয়াছেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ ভা. ৪।৩।২৩॥—বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বসুদেব বলা হয়; সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বেই পরমপুরুষ অনাবৃত ভাবে প্রকাশ পায়েন। আমি সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেবকে মনের দ্বারা ধ্যান করি।" এ-সমস্ত কারণে শ্রীশিবকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। "নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ভা. ১২।১৩।১৬॥—নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবসমূহের মধ্যে যেমন অচ্যুত, বৈষ্ণবসমূহের মধ্যে যেমন শম্ভু (শিব), তেমনি পুরাণসমূহের মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ।" উল্লিখিত কারণসমূহবশতঃ শ্রীশিব ভগবান্ নারায়ণের আদেশের বশীভূত হইয়া বিশ্বের সংহার করিয়া থাকেন। "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ভা. ২।৬।৩২॥—ব্রহ্মা বলিয়াছেন—সেই ভগবান্ নারায়ণকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি সৃজন করি, হরও (শিবও) তাঁহার বশীভূত হইয়া সংহার করেন; আর সেই ত্রিশক্তিধর নারায়ণ পুরুষরূপে নিজেই বিশ্বের পালন করিয়া থাকেন।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১।৩-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। যথা—"দেবস্য পরমেশ্বরস্যাত্মভূতাং তু জগদুদয়স্থিতিলয়হেতুভূতাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং শক্তিমিতি। তথাচোক্তম্—'শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ॥' ইতি॥ 'ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ॥' ইতি॥ স্বগুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ। সত্ত্বেন বিষ্ণুঃ, রজসা ব্রহ্মা, তমসা মহেশ্বরঃ॥ * * তথাচোক্তম্—'সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্। স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥'-ইত্যাদি।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের এই সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণমূলক উক্তি হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব হইতেছেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের শক্তি বা অংশ; এই তিনের দ্বারা তিনি সৃষ্টি, স্থিতি (পালন) ও সংহার করাইয়া থাকেন; ব্রহ্মা রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) সত্ত্বগুণের দ্বারা জগতের পালন করেন এবং শিব তমোগুণের দ্বারা জগতের সংহার করেন।

বৈদিক শাস্ত্রে শিব-শক্তি ভগবতীর যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাও শিবের বিবরণের অনুরূপ। শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, শিবকান্তা হইতেছেন পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাশক্তি শ্রীরাধার অংশ। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ॥ মহামহোপাধ্যায় ডকটর গোপীনাথ কবিরাজসম্পাদিত সিদ্ধান্তরত্ন-নামক গ্রন্থের ২।২২-অনুচ্ছেদধৃত অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতি॥"; "তৎকলা কোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥ পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড॥ ৫০।৫৪॥" এজন্য ভগবতীও ভক্তিভাবাপন্না। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়, মহাদেবের নিকটে প্রশ্ন করিয়া ভক্তিধর্মসম্বন্ধে ও ব্রজলীলাসম্বন্ধে মহাদেবের মুখ হইতে অনেক তথ্য—এমনকি দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের রহস্য পর্যন্ত—ভগবতী প্রকাশ করাইয়াছেন। তিনি যে বিশ্বজনয়িত্রী, তাহা বৈদিকশাস্ত্র বলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদিক শাস্ত্র হইতে এ-স্থলে শিবসম্বন্ধে যে বিবরণ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে জানা যায়—বেদশাস্ত্র-কথিত শিব পরব্রহ্ম নহেন, জগতের সৃষ্টিকর্তাও নহেন ; পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের আদেশে তিনি জগতের সংহারকর্তা এবং তিনি ভক্তভাবাপন্ন। এই বিবরণ হইতে স্বভাবতঃই একটা জিজ্ঞাসা জাগে এই যে—বৈদিকশাস্ত্র-কথিত শিব এবং পাশুপত-মতাবলম্বীদের শিব এক এবং অভিন্ন কিনা ? যদি এক এবং অভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে তিনি কখনও বেদবিরুদ্ধ কিছু করিতে বা বলিতে পারেন না। অথচ পাশুপত-মতাবলম্বীদের মতবাদ শৈবাগমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শৈবাগম স্বয়ং শিবকর্তৃকই প্রচারিত। যাহা বৈদিক-শাস্ত্রকথিত-শিবকর্তৃক প্রচারিত, তাহা কিরূপে বেদবিরোধী হইতে পারে ?

পদ্মপুরাণ হইতে এই জিজ্ঞাসার একটা উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ॥ ৬২।৩১॥ চৈ. চ. ২।৬।১৩-শ্লোকধৃত॥—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে বলিয়াছেন) হে শিব। তুমি স্বকল্পিত আগমশাস্ত্রদ্বারা লোক-সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর—যেন এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।" এই ভগবদাদেশের ফলে বৈদিক শিবই যে সমস্ত আগম কল্পনা করিয়াছেন, সে-সমস্ত আগম বেদবিরোধীই হইবে এবং সে-সমস্ত শৈবাগমের অনুসরণে পাশুপত-মতাম্বলম্বীরা যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাও যে বেদবিরোধী হইবে, তাহাও অস্বাভাবিক কিছু নহে।

আর্যগণের এবং তাঁহাদের সঙ্গে বেদ ও বেদানুগত পুরাণেতিহাসের ভারতে আগমনের পরে যদি আলোচ্য পাশুপত-মতের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলেই বেদানুগত পদ্মপুরাণে উল্লিখিত প্রমাণের সহায়তায় পাশুপত-মতের বেদবিরুদ্ধতার সমাধান হইতে পারে, পাশুপত-মত আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্ববর্তী হইলে ঐরূপ সমাধানের প্রয়াস নিরর্থকই হইবে। শৈবাগমের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন, এক শ্রেণীর শৈবদের মধ্যে প্রণব-জপপূর্বক ধ্যানের বিধি আছে। শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন, এই প্রণব-জপের সহিত শৈবদের অন্যান্য আচরণের সামঞ্জস্য নাই ; কিন্তু সামঞ্জস্য না থাকিলেও প্রণব বা ওঙ্কার কেবল বেদে এবং বৈদিক শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায়, বেদের এবং বেদানুগত শাস্ত্রের—সুতরাং আর্যদের—ভারতে আগমনের পরেই শৈবাগমের প্রচার হইয়াছে ; সুতরাং বেদানুগত পদ্ম-পুরাণের উক্তির সহায়তায় পাশুপত বা শৈব মতের বেদবিরুদ্ধতার সমাধান অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না। (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে পাশুপত-মত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইল।)

ছয়টী আস্তিক দর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা

এক্ষণে পূর্বোল্লিখিত ছয়টি আস্তিক দর্শন সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মীমাংসাদর্শন। মহর্ষি জৈমিনী মীমাংসা-দর্শনের প্রবর্তক। তিনি বেদের অপৌরুষেয়তা ও প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তিনি বেদের পূর্বভাগের, অর্থাৎ কর্মকাণ্ডেরই গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন, উত্তরভাগের বা জ্ঞানকাণ্ডের গুরুত্ব স্বীকার করেন নাই।

জৈমিনীর মতে এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট বস্তু নহে, অনাদি—সুতরাং নিত্য। এজন্য জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন নাই। জগৎ যখন নিত্য, তখন জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত স্বর্গও নিত্য; এজন্য তিনি স্বর্গ-লাভকেই পরম-পুরুষার্থ মনে করিয়াছেন এবং যথাবিহিতভাবে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানকেই এই পরম-পুরুষার্থ-লাভের সাধন বলিয়াছেন। বেদোক্তদেবতাদির মন্ত্রাতিরিক্ত পৃথক্ অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে মন্ত্রই দেবতা, মন্ত্রই ঈশ্বর। মন্ত্র বৈদিক কর্মের অঙ্গ বলিয়া তাঁহার মতে দেবতা বা ঈশ্বর হইতেছেন কর্মের অঙ্গ। এজন্য শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বলিয়াছেন—"মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ॥ চৈ. চ. ২।২৫।৪২॥"

বেদের উত্তরভাগ জ্ঞানকাণ্ডে জৈমিনীর মত খণ্ডিত হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্ বা শ্রুতির মতে এই জগৎ বা বিশ্ব নিত্য নহে; ইহার সৃষ্টিও আছে, বিনাশও আছে। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। ব্রহ্মাণ্ড যখন অনিত্য, তখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্বর্গও অনিত্য, স্বর্গসুখও অনিত্য; সুতরাং স্বর্গপ্রাপ্তি পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে না, ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ।

জৈমিনীর মীমাংসা-দর্শনের সহায়তায় যাঁহারা বেদের কর্মকাণ্ডের আলোচনা করেন, তাঁহাদের মনে স্বভাবতঃই কতকগুলি জিজ্ঞাসা বা পূর্বপক্ষের উদয় হয়; সেই সমস্ত জিজ্ঞাসা বা পূর্বপক্ষের সমাধান বা উত্তর পাওয়া যায় বেদের উত্তরভাগে, জ্ঞানকাণ্ডে—যাহার উপর ব্যাস-দেবের বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত। এজন্য জৈমিনীর দর্শনকে পূর্বমীমাংসাও বলা হয়, বেদান্তদর্শন উত্তর মীমাংসা (গৌ. বৈ. দ. ভূমিকা ৯-অনু দ্রষ্টব্য)। জৈমিনীর পূর্বমীমাংসা বেদানুগত হইলেও শ্রুতিকথিত পরমার্থ-বিরোধী।

সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যদর্শন দুই রকমের—নিরীশ্বর সাংখ্য এবং সেশ্বর সাংখ্য। উভয়ের প্রবর্তকের নামই কপিল—দুই ভিন্ন কপিল। মহাভারত হইতে জানা যায়, অগ্নিবংশ্য, ঋষি কপিল হইতেছেন নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক। এ-স্থলে নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের কথাই বলা হইতেছে।

এই মতে তত্ত্ব হইতেছে পঁচিশটী—পুরুষ (বা জীবাত্মা), প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ-তন্মাত্র ও পঞ্চ-মহাভূত। মূলতত্ত্ব বাস্তবিক দুইটী—পুরুষ ও প্রকৃতি। মহত্তত্ত্বাদি তেইশটী তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। প্রকৃতি অচেতনা, জড়রূপা, স্বতন্ত্রা ও ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি বা প্রধান। সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়াহীনা—প্রলয়াবস্থায়। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হয়, তখন সৃষ্টি চলিতে থাকে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা বলিয়া সৃষ্টিকার্যে সমর্থা। এইমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না ; কেননা, সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ প্রমাণাভাবাৎ।" এই মতে প্রকৃতিই জগতের কারণ। এজন্য শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বলিয়াছেন—"সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ ॥ চৈ. চ. ২।২৫।৪২ ॥"

ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তদর্শনে (২।২।১—২।২।১০ ব্রহ্মসূত্রে) নিরীশ্বর সাংখ্যমতের খণ্ডন করিয়াছেন ; শ্রীপাদ শঙ্কর-রামানুজাদি ভাষ্যকারগণও যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক সাংখ্যমতের অসারতা দেখাইয়াছেন। (গৌ. বৈ. দ. ভূমিকা ৫-অনু দ্রষ্টব্য)।

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বেদানুগত শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়। নিরীশ্বর কপিল কোনও কোনও স্থলে শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলেন, সাংখ্যাদি-দর্শনে নিজপক্ষ-স্থাপনার্থ বেদান্ত-বাক্যসকল উল্লিখিত হইলেও সে সকলকে স্ব-মতের অনুকূল ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্তবাক্যান্যপ্যুদাহৃত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তো ব্যাচক্ষতে ॥ ২।২।১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ॥" এ-স্থলে সাংখ্যাদি বলিতে সাংখ্য-ন্যায়-বৈশেষিকাদি বুঝাইতেছে।

ন্যায়দর্শন। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক। ন্যায়দর্শনে ষোলটী পদার্থ স্বীকৃত হয়—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। এই মতে দুঃখও একুশ রকমের—শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় বিষয়, ছয় রকমের বুদ্ধি, সুখ এবং স্বয়ং দুঃখ।

ন্যায়দর্শনের মতে পরমাণু নিত্য ; এই পরামাণুই জগতের উপাদান। কেবল উপাদানই কোনও বস্তু প্রস্তুত করিতে পারে না বলিয়া ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় ; ন্যায়দর্শনের ঈশ্বর হইতেছেন সৃষ্টির প্রবর্তক, তাঁহার ইচ্ছাতেই পরমাণুসকল চালিত হইয়া অণু ও স্থূলতর বস্তুর সৃষ্টি করে। ন্যায়মতে জীব বা জীবাত্মা নিত্য, অনাদি, সংখ্যায় বহু, কিন্তু চৈতন্য-স্বভাব নহে। কারণের ও অবস্থার যথাযোগ্য সংস্থানে জীবাত্মার সহিত বুদ্ধি-আদির সংযোগ হয়। (গৌ. বৈ. দ. ভূমিকা ৭-অনু দ্রষ্টব্য)।

বৈশেষিকদর্শন। বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক হইতেছেন ঋষি কণাদ—উলূকের পুত্র ঔলূক্য। কণাদের স্বীকৃত পদার্থ ছয়টী—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। কণাদও পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার করেন এবং পরমাণুকেই জগতের কারণ বলেন। তাঁহার মতে জীব সংখ্যায় বহু। কণাদের দর্শনে ঈশ্বরের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কণাদের কোনও কোনও বাক্যে পরবর্তী কোনও কোনও টীকাকার ঈশ্বরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় ও বৈশেষিক—উভয়ই পরমাণু-কারণবাদী। এজন্য শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বলিয়াছেন—"ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়॥ চৈ. চ. ২।২৫।৪৩॥" এ-স্থলে "ন্যায়"-শব্দে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয়ই অভীষ্ট; কেননা, উভয় মতেই পরমাণু হইতেছে বিশ্বের কারণ; বিশেষতঃ, পরবর্তীকালে ন্যায় ও বৈশেষিক মিশিয়া প্রায় এক হইয়া গিয়াছে।

ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তদর্শনে ২।২।১২ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২।২।১৭ সূত্র পর্যন্ত কয়েকটী সূত্রে এবং তাঁহার আনুগত্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণ ন্যায় ও বৈশেষিকের পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন (গৌ. বৈ. দ. ভূমিকা ৮-অনু দ্রষ্টব্য)।

পাতঞ্জলদর্শন। মহর্ষি পতঞ্জলি হইতেছেন এই দর্শনের প্রবর্তক; এজন্য ইহাকে পাতঞ্জল দর্শন বলা হয়। ইহার অপর নাম যোগদর্শন। পতঞ্জলির মতে চিত্তবৃত্তির নিরোধই হইতেছে যোগ।

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে যে পঁচিশটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পতঞ্জলির যোগদর্শনেও সেই পঁচিশটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তদুপরি আর একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—ঈশ্বর।

জগদ্ব্যাপারের সমস্যা-সমূহের সমাধানের জন্য পতঞ্জলি নিজে কিন্তু ঈশ্বর-স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করেন নাই; তাঁহার মতে ব্যবহারিক জগতেই ঈশ্বরের স্থান। তিনি যোগসিদ্ধির জন্য আটটী বৈকল্পিক উপায়ের কথা বলিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে একটী হইতেছে—ঈশ্বর-প্রণিধান—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা।" এই "বা"-শব্দ হইতেই জানা যায়—ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেছে একটী বিকল্প উপায়; অন্য কোনও একটী উপায় অবলম্বন করিলে "ঈশ্বর-প্রণিধান" না হইলেও যোগসিদ্ধি হইতে পারে। তাঁহার পরবর্তী, তাঁহার যোগসূত্রের ভাষ্যকারগণ কিন্তু জগদ্ব্যাপারেও ঈশ্বর-স্বীকৃতির অপরিহার্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ঈশ্বর-প্রণিধানই যে যোগসিদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অপরিহার্য উপায়, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন।[১]

ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তদর্শনে ২।১।৩-ব্রহ্মসূত্রে সংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগদর্শনেরও অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন এবং শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজাদিও যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা পাতঞ্জল-দর্শনের অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সংখ্যদর্শনের ও

১। Patanjali himself, however, has not felt the necessity of God for solving any theoretical problem of philosophy. For him God has more a practical value than a theoretical one. Devotion to God is considered to be of great practical value, in as much as it forms a part of the practice of Yoga and is *one* of the means for the final attainment of Samadhi-yoga or "the restraint of the mind." The subsequent commentators and interpretors of the Yoga evince also a theoretical interest in God and discuss more fully the speculative problems as to the nature of God and the proofs for the existence of God.—*An Introduction to Indian Philosophy,* by Satish Chandra Chatterjee, M. A., Ph. D. and Dhirendramohan Dutta, M. A, Ph. D., 5th edition, 1954, P. 313.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগদর্শনের যে-যে অংশ বেদের অবিরুদ্ধ, সেই-সেই অংশ গ্রহণীয়; কিন্তু যে-যে অংশ বেদবিরুদ্ধ, তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না (গৌ. বৈ. দ. ভূমিকা ৬-অনু দ্রষ্টব্য)॥

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বলিয়াছেন—"পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান॥ চৈ. চ. ২৷২৫৷৪৪॥" ঈশ্বর-সম্বন্ধে পতঞ্জলির অভিমত পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে ঈশ্বরের লক্ষণ হইতেছে এই—"ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, আশয়—এ-সমস্তদ্বারা অপরামৃষ্ট (অস্পৃষ্ট) পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর।" ইহাই হইতেছে ঈশ্বরের স্বরূপ বা তত্ত্ব। পতঞ্জলি-স্বীকৃত ছাব্বিশটী তত্ত্বের মধ্যে উল্লিখিত-লক্ষণবিশিষ্ট ঈশ্বরও একটী তত্ত্ব। ইহা জানা থাকিলেই যথেষ্ট; তাঁহার মতে সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে ঈশ্বরের তো কোনই প্রয়োজনই নাই, যোগসিদ্ধির সাধনেও ঈশ্বর-প্রণিধানের অত্যাবশ্যকত্ব নাই।

বেদান্তদর্শন। শ্রুতিকে বেদান্ত বলে। শ্রুতি ও শ্রুতির অনুগত পুরাণ-ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনের নাম বেদান্তদর্শন—ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র। বেদান্ত-দর্শনের মতে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। তিনি সবিশেষ, সাকার, প্রাকৃত-গুণহীন, অথচ অশেষ-অপ্রাকৃতগুণময়। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বলিয়াছেন—"বেদ-মতে কহে—তেঞি স্বয়ং ভগবান্॥ চৈ. চ. ২৷২৫৷৪৪॥ বেদান্তমতে-ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ। নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয়ত সগুণ॥ পরম কারণ ঈশ্বর। চৈ. চ. ২৷২৫৷৪৬-৪৭॥"

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্তন। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বলিয়াছেন—"ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্তন। সেই সব সূত্র লৈয়া বেদান্ত-দর্শন॥ চৈ. চ. ২৷২৫৷৪৫॥—ব্যাসদেব ছয়ের ছয় মত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ সূত্রাকারে বেদান্ত-দর্শনে (ব্রহ্মসূত্রে) গ্রথিত করিয়াছেন।" এ-স্থলে "ছয়ের ছয় মত" হইতেছে—মীমাংসা-দর্শনের মত, নিরীশ্বর সংখ্যদর্শনের মত, ন্যায়দর্শনের মত, বৈশেষিক দর্শনের মত, পাতঞ্জল-দর্শনের মত এবং বেদান্তের মত। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে—ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্ত-দর্শনে অন্যান্য অনেক মতেরই আলোচনা করিয়াছেন; তথাপি শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ যে কেবল উল্লিখিত ছয়টী মতের আলোচনার কথা বলিয়াছেন, তাহার হেতু বোধ হয় এই যে, উল্লিখিত ছয়টী দর্শনই হইতেছে আস্তিক দর্শন।

তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ ছয়টী আস্তিক দর্শনের কথা বলিয়া সর্বশেষে বেদান্ত-মতের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বেদান্তমতে—ঈশ্বর সাকার নিরূপণ। নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ॥ পরম কারণ ঈশ্বর—কেহো নাহি মানে। স্ব-স্বমত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥ তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাজন যেই কহে সে-ই সত্য মানি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের সার। তেঁহো যে কহেন বস্তু সে-ই তত্ত্বসার॥ চৈ. চ. ২।২৫।৪৬-৪৯॥"

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেই বুঝা যায়—মীমাংসা, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জল দর্শন হইতে পরমার্থ-তত্ত্ব জানা যায় না; এ-সমস্ত দর্শনের প্রবর্তকগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ মতই প্রচার করিয়াছেন। একমাত্র বেদান্তদর্শন বা ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র হইতেই পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই বেদান্তদর্শন ছয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকাশানন্দ যে বলিলেন—"ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি", তাহার হেতু হইতেছে এই যে, বেদান্ত-দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ বেদান্তসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। দিগ্‌দর্শনরূপে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ শঙ্করকৃত মায়াবাদ-ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"আচার্য্যের (শঙ্করাচার্য্যের) আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে। তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করে অন্যরীতে॥ 'ভগবত্তা' মানিলে—'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন। অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥ যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতি॥ চৈ. চ. ২।২৫।৩৯-৪১॥" শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণও স্ব-স্ব-মত স্থাপনের জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। এ-স্থলে একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

পরব্রহ্মের স্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—নারায়ণ হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি। এ-স্থলে এই নারায়ণের রূপের কথা বলা হয় নাই। বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুর্ভুজস্বরূপের নামও নারায়ণ, আবার শ্রীকৃষ্ণেরও একটী নাম নারায়ণ। কোন্ নারায়ণকে সৃষ্টির মূল কারণ বলা হইয়াছে? নারায়ণাথর্বশির-উপনিষৎ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই উপনিষৎ বলিয়াছেন—ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদে নারায়ণকে জগৎকর্তা—সর্বকর্তা —বলা হইয়াছে। এই নারায়ণের স্বরূপের পরিচয় অথর্ববেদে বলা হইয়াছে—তিনি হইতেছেন, "ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যো পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি॥ সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরংব্রহ্ম ওঁম্॥ এতদথর্বশিরোঽধীতে॥ ৪॥" এই শ্রুতিবাক্য হইতে অতি পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—বিভিন্ন বেদে যে নারায়ণকে মূলকারণ বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন—**দেবকীনন্দন**; দেবকীনন্দন-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণকে, বা অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে বুঝায় না। সর্বোপনিষৎ-সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও তাহাই জানা যায়; গীতা শ্রীকৃষ্ণকেই "প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু॥ ৭.৮॥", সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ॥ ৫।১৫॥", "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম॥ ১০।১২॥", "পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ॥ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ৯।১৭-১৮॥”-ইত্যাদি বলিয়াছেন, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ সম্বন্ধে এ-সকল কথা বলা হয় নাই। গীতাতে বৈকুণ্ঠপতি চতুর্ভুজ নারায়ণের কোনও প্রসঙ্গই নাই। এইরূপে জানা গেল—শ্রুতি-স্মৃতি একমাত্র দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কর্তা বলিয়াছেন। তথাপি শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আবার, তাঁহাদের মতে মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে পার্ষদত্ব প্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ; কিন্তু বৃহদারণ্যক শ্রুতি অনুসারে জীবের স্বরূপগত পরমপুরুষার্থ হইতেছে ব্রজে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা—তজ্জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন হইতেছে প্রেম—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম।

বিভিন্ন ভাষ্যকারদের ভাষ্যে এই ভাবে স্ব-স্ব মতের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা দেখিয়াই শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বলিয়াছেন—“তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।” এবং “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের সার। তেহোঁ যে কহেন বস্তু সেই তত্ত্বসার॥”

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থগ্রহণপূর্বক ব্রহ্মসূত্রের যে তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত প্রকাশ পায় নাই, শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া শ্রুতির তাৎপর্যই প্রকাশ পাইয়াছে। এ জন্যই শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশিত তত্ত্বকেই সত্যতত্ত্ব এবং তত্ত্বসার বলিয়াছেন।

৯। স্বাতন্ত্র্যে করুণার বৈশিষ্ট

গৌরকৃপা যে পরম-স্বতন্ত্রা, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১৫।২-অনু)। এ-স্থলে তাহার দুইটী উদাহরণের উল্লেখ করা হইতেছে।

ক। রাজাপ্রতাপরুদ্রের প্রসঙ্গ

রাজা প্রতাপরুদ্র ছিলেন উড়িষ্যার তৎকালীন স্বাধীন নরপতি। তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত, নীলাচলচন্দ্র শ্রীজগন্নাথের সেবক। কটক ছিল তাঁহার রাজধানী। মধ্যে মধ্যে তিনি নীলাচলেও (পুরীতেও) থাকিতেন; সে-স্থানেও তাঁহার এক প্রাসাদ ছিল।

(১) প্রভুর দর্শনের জন্য প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা

মহাপ্রভুকর্তৃক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অপূর্ব পরিবর্তনের কথা শুনিয়া প্রভুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রাজা নীলাচলে আসিয়া সার্বভৌমকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—“শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়। গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময়॥ তোমারে বহু কৃপা কৈলা—কহে সর্ব্বজন। কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥ চৈ. চ. ২।১০।৪-৫॥”

রাজার কথা শুনিয়া “ভট্ট কহে—যে শুনিলে, সেই সত্য হয়। তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥ বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জ্জনে। স্বপ্নেহো না করে তেঁহো রাজ-দরশনে॥ তথাপি প্রকারে করাইতাম দরশন। সম্প্রতি করিল তেঁহো দক্ষিণ গমন॥ রাজা কহে—জগন্নাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়ি কেনে গেলা। ভট্ট কহে—মহান্তের এই এক লীলা॥ তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ। সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥ বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল। তেঁহো জীব নহে—হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ রাজা কহে—তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে। পায়ে পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে॥ ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহো নহে পরতন্ত্র॥ তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥ রাজা কহে—ভট্ট তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি। তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ—তাতে সত্য মানি॥ পুনরপি ইহাঁ তার হবে আগমন। একবার দেখি করি সফল নয়ন॥ ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো আসিব অল্প কালে। রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে। ঠাকুরের নিকট আর হইবে নির্জ্জনে। ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে॥ রাজা কহে—ঐছে কাশীমিশ্রের সদন। ঠাকুরের নিকট হয়, পরম নির্জ্জন॥ এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া। ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া॥ কাশীমিশ্র কহে—আমি বড় ভাগ্যবান্। মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥ চৈ. চ. ২।১০।৬—২১॥"

নীলাচলবাসী ভক্তগণ উৎকণ্ঠার সহিত প্রভুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রভু আসিয়া উপনীত হইলেন। কাশীমিশ্র, জগন্নাথের সেবকগণ, রামানন্দরায়ের পিতা ভবানন্দ রায়, তাঁহার পুত্র বাণীনাথ প্রভৃতি নীলাচলবাসী ভক্তগণ প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ক্রমে কাশী হইতে স্বরূপদামোদর, ঈশ্বরপুরীগোস্বামীর সেবক গোবিন্দ ও কাশীশ্বর, পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, রামভদ্রাচার্য, ভগবান্ আচার্য প্রভৃতি ভক্তগণও নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

(২) রাজার জন্য প্রভুসমীপে সার্বভৌমের নিবেদন

প্রভুর সহিত মিলনের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠার কথা সার্বভৌম ভুলেন নাই। একদিন "সার্ব্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে। অভয়দান দেহ, তবে করি নিবেদনে॥ প্রভু কহে—কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়। যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥ সার্ব্বভৌম কহে—এই প্রতাপরুদ্র রায়। উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥ কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'। সার্ব্বভৌমে কহে—কহ অযোগ্য বচন॥ সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন—। স্ত্রী-দরশনসম বিষের ভক্ষণ॥ সার্ব্বভৌম কহে—সত্য তোমার বচন। জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥ প্রভু কহে—তথাপি রাজা কালসর্পাকার। কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥ ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে। পুন যদি কহ, আমা এথা না দেখিবে॥ চৈ. চ. ২।১১।২-৯॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া সার্বভৌম ভয়ে আর কিছু বলিলেন না, নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন।

(৩) দর্শন না পাইলে রাজার প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প

প্রভুর চরণে স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করার জন্য সার্বভৌমকে অনুরোধ জানাইয়া রাজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কটকে চলিয়া গিয়াছেন। যখন শুনিলেন, প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন সার্বভৌমের নিকটে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলেন, তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন কিনা। সার্বভৌম রাজাকে পত্রদ্বারা জানাইলেন—"কৈল অনেক যতন। তথাপি না করে তেঁহো রাজ-দরশন॥ ক্ষেত্র ছাড়ে পুন যদি করি নিবেদন॥" রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। "পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার। শুনি জগাই-মাধাই তেঁহো করিলা উদ্ধার॥ 'প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগত-উদ্ধার।' এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥ তাঁর প্রতিজ্ঞা—না করিব রাজ-দরশন। মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥ যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন। কিবা রাজ্য, কিবা দেহ—সব অকারণ॥ চৈ. চ. ২।১১।৩৩-৩৯॥"

রাজা পুনরায় সার্বভৌমের নিকটে পত্র লিখিলেন। "প্রভুর নিকটে যত আছে ভক্তগণ। মোর লাগি তা সভারে করিহ নিবেদন॥ সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়। মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥ তাঁসভার প্রসাদে মিলেঁ। শ্রীপ্রভুর পায়। প্রভুকৃপা বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥॥ যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি। রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী॥ চৈ. চ. ২।১২।৬-৯॥"

সার্বভৌম সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিয়াছেন। তাই এই পত্র পাইয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি সেই পত্র লইয়া প্রভুর ভক্তগণের নিকটে গিয়া রাজার বিবরণ জানাইলেন এবং শেষে রাজার লিখিত পত্রখানাও দেখাইলেন। পত্র দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন—"প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়। ॥"

কিন্তু তাঁহারা বলিলেন—"প্রভু কখনও রাজার সহিত মিলিত হইবেন না; আমরা যদি মিলনের কথা বলি, প্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন।" তখন—"সার্বভৌম কহে—সবে চল একবার। মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার॥ চৈ. চ. ২।১২।১৪॥" সকলে প্রভুর নিকটে গেলেন; কিন্তু "কহিতে উন্মুখ সভে—না কহে বচনে।" প্রভু কহে—কি কহিতে সভার আগমন। দেখি যে কহিতে চাহ—না কহ কি কারণ॥ নিত্যানন্দ কহে—তোমায় চাহি নিবেদিতে। না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিতে॥ যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে। তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে॥ চৈ. চ. ২।১২।১৫-১৮॥"

পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া—"যদ্যপি প্রভুর কোমল হৈল মন। তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন—॥ তোমা সভার ইচ্ছা এই—আমাসভা লঞা। রাজাকে মিলহ ইঁহো কটক যাইয়া॥ পরমার্থ যাউ, লোকে করিবে নিন্দন। * * *। নিত্যানন্দ কহে—ঐছে হয় কোন জন। যে তোমারে কহে—'কর রাজারে মিলন।' কিন্তু অনুরাগি-লোকের স্বভাব এক হয়। ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥ * * তৈছে যুক্তি করি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি কর অবধান। তুমি হ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥ এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি। তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥ চৈ. চ. ২।১২।১৯-৩১॥"

প্রভুর প্রতি রাজার গাঢ় অনুরাগের কথা জানিয়া পরম-করুণ নিত্যানন্দের প্রাণ গলিয়া গিয়াছে। রাজার প্রতি কৃপা করিয়া তিনি প্রভুর নিকটে একটা মধ্য-পন্থার প্রস্তাব করিলেন,—যাহাতে প্রভুকেও রাজ-দর্শন করিতে না হয়, রাজাও প্রাণে বাঁচেন। শ্রীনিতাই বলিলেন—"প্রভু, যদি কৃপা করিয়া তোমার ব্যবহৃত একখানা বহির্বাস রাজাকে দেওয়ার আদেশ কর, তাহা হইলে, তুমি যে তাঁহার প্রতি একেবারে অকরুণ নও, ইহা ভাবিয়া রাজা প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন।"

শ্রীনিতাইয়ের প্রস্তাব শুনিয়া "প্রভু কহে—তুমি সব পরম বিদ্বান্। যেই ভাল হয়—সেই কর সমাধান॥ তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি গোবিন্দের পাশ। মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্বাস॥ সেই বহির্বাস সার্বভৌমপাশ দিল। সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥ বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন। প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥ চৈ. চ. ২।১২।৩২-৩৫॥"

(৪) রামানন্দরায়ের সঙ্গে রাজার শ্রীক্ষেত্রে আগমন

মহাপ্রভুর আদেশে রায় রামানন্দ রাজমহেন্দ্রীপ্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কার্যভার বুঝাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত তিনি কটকে আসিয়া রাজার নিকটে বলিলেন—"আমা হৈতে না হয় বিষয়। চৈতন্যচরণে রহোঁ—যদি আজ্ঞা হয়॥ চৈ. চ. ২।১১।১৫॥" মহাপ্রভুর নাম শুনিয়া রাজার মহাপ্রেমাবেশ হইল; রাজা আসন হইতে উঠিয়া রামানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—"তোমার যে বর্ত্তন,—তুমি খাহ সে বর্ত্তন। নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥ আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে। তাঁরে যেই সেবে—তার সফল জীবনে॥ পরম কৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্র-নন্দন। কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন॥—চৈ. চ. ২।১১।১৮-২০॥" রাজা অবশেষে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত রামানন্দকে বলিলেন—"মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে। মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥ চৈ. চ. ২।১১।৩৮॥" রাজা মনে করিলেন, মহাপ্রভু রামানন্দরায়ের অনুরোধ নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করিবেন না, তাঁহার অনুরোধে প্রভু অবশ্যই রাজাকে দর্শন দিতে সম্মত হইবেন। এই ভরসায় রাজা প্রতাপরুদ্র রামানন্দরায়ের সঙ্গেই শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন।

শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া রামানন্দ অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ জগন্নাথ-দর্শন না করিয়াই সোজা-সোজি প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া রাজকার্য হইতে রাজা যে তাঁহাকে সন্তুষ্টচিত্তে অব্যাহতি দিয়াছেন, তাহা জানাইলেন এবং মহপ্রভুর প্রতি রাজার প্রেমভক্তির কথা জানাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—“যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে। তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥ প্রভু কহে—তুমি কৃষ্ণ-ভকত-প্রধান। তোমারে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার। এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার ॥ চৈ. চ. ২।১১।২১-২৩ ॥” প্রথম দিন রামানন্দরায় প্রভুর নিকটে প্রভুবিষয়ে রাজার প্রেমভক্তির কথা জানাইয়া কৌশলে প্রভুর মন একটু দ্রবীভূত করিলেন। “রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ। রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় প্রভুর মন ॥ চৈ. চ. ২।১২।৪১ ॥” প্রথম দিন তিনি রাজাকে দর্শন-দানের কথা প্রভুর নিকটে বলিলেন না।

এদিকে প্রভুর দর্শনের জন্য রাজার উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে। “উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে। রামানন্দে যাচিলেন প্রভু-মিলিবারে ॥ চৈ. চ. ২।১২'৪২ ॥”

তখন একদিন—“রামানন্দ প্রভুপদে কৈল নিবেদন—। একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥ প্রভু কহে—রামানন্দ! কহ বিচারিয়া। রাজারে মিলিতে যুয়ায়, সন্ন্যাসী হইয়া? রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ। পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥ রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥ প্রভু কহে—আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়। শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥ রায় কহে—কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি। ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥ প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস। সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ ॥ যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্। তাঁহারে মলিন কৈল এক ‘রাজা’ নাম ॥ চৈ. চ. ২।১২।৪৩-৫১ ॥”

মহাপ্রভু জানেন, রাজা প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান্, মহাভাগবত; তথাপি তিনি ‘রাজা’ বলিয়া সন্ন্যাসীর আচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি কিছুতেই রাজার সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না। রায়রামানন্দের অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া প্রভু রায়কে শেষে বলিলেন—“তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়। তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয় ॥ ‘আত্মা বৈ জায়তে পুত্র’-এই শাস্ত্রবাণী। পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥ চৈ. চ. ২।১২।৫২-৫৩ ॥”

(৫) রাজপুত্রের সহিত প্রভুর মিলন

প্রভুর আদেশ পাইয়া রামানন্দ রাজার নিকটে গেলেন এবং সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। প্রভুর আদেশে তিনি এক রাজপুত্রকে লইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন। “সুন্দর রাজার পুত্র—শ্যামল বরণ। কিশোর বয়স—দীর্ঘ চপল নয়ন ॥ পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে রত্ন আভরণ। কৃষ্ণ-স্মরণের তেঁহো হৈল উদ্দীপন ॥ তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা। প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা—॥ এই মহাভাগবত—যাহার দর্শনে। ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে। এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমাবেশ। স্বেদকম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন। তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥ তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল। 'নিত্য আসি আমায় মিলিহ'-এই আজ্ঞা দিল॥ চৈ. চ. ২।১২।৫৫-৬২॥"

রামানন্দ প্রভুর নিকটে বিদায় লইয়া রাজপুত্রকে লইয়া রাজার নিকটে আসিলেন। "রাজা সুখ পাইলা পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া॥ পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হইলা। সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥ সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন। প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন॥ চৈ. চ. ২।১২।৬৩-৬৫॥"

পরম-কৃপালু প্রভু রাজপুত্রের যোগে রাজার জন্যই প্রেম পাঠাইলেন; পুত্রকে স্পর্শ করামাত্র সেই প্রেম রাজার মধ্যে সঞ্চারিত হইল।

(৬) রথযাত্রায়

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। রথযাত্রার দিন রাত্রি থাকিতেই প্রভু নিজগণসহ উঠিয়া স্নানকৃত্যাদি করিলেন, পরে জগন্নাথের পাণ্ডুবিজয় (সিংহাসন হইতে আসিয়া রথে আরোহণ) দেখিতে গেলেন। "আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ। মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন॥" জগন্নাথের বিজয় দেখিয়া "মহাপ্রভু 'মণিমা' বলি করে উচ্চধ্বনি॥"[১] তখন "প্রতাপরুদ্র করে আপন সেবন। সুবর্ণ-মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ-সম্মার্জ্জন॥ চন্দন-জলেতে করে পথ-নিষিঞ্চনে। তুচ্ছ সেবা করে, বৈসে রাজসিংহাসনে॥ উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন। অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৪-১৬॥"

উড়িষ্যার রাজাগণ পুরুষানুক্রমেই জগন্নাথের সেবায়েত। যে রাস্তায় জগন্নাথের রথ গুণ্ডিচায় যাইয়া থাকে, উল্লিখিতরূপে রাস্তার সেবা করা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথা। কোনও রাজা কি গতানুগতিকভাবেই এই সেবা করেন, না কি প্রাণের অন্তস্তল হইতে উত্থিত প্রীতির সহিত করেন, তাঁহার মুখ দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। প্রতাপরুদ্রের মুখ দেখিয়াই প্রভু বুঝিতে পারিয়াছেন—প্রাণভরা প্রীতির সহিতই তিনি পথ-সম্মার্জ্জনাদি করিতেছিলেন। তাই "মহাপ্রভু পাইল সুখ সে সেবা দেখিতে। মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৭॥"

রথ-চলন-কালে কীর্তনের জন্য প্রভু স্বীয় ভক্তগণকে লইয়া সাতটী সম্প্রদায় গঠন করিলেন, প্রতি সম্প্রদায়ের মার্দঙ্গিক-কীর্তনীয়া-নর্তকও ঠিক করিয়া দিলেন। রথ চলিতে লাগিল। রথস্থিত "জগন্নাথ-আগে চারি সম্প্রদায় গায়। দুই পাশে দুই—পাছে এক সম্প্রদায়॥ চৈ. চ. ২।১৩।৪৬॥" তখন "সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি হরি' বলি। 'জয় জয় জগন্নাথ' কহে হস্ত তুলি॥ আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ। এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥

১। মণিমা—সর্বেশ্বর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভে কহে—প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়। অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥ কেহো লখিতে নারে, অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি। অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে—যার শুদ্ধভক্তি॥ * * (ইহা দেখিয়া) প্রতাপ-রুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়। দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥ কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা। কাশীমিশ্র কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা॥ সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি। আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥ যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে জানিতে পারে। কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥ রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন। সে প্রসাদে পাইল এই রহস্যদর্শন॥ সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষে এত দয়া। কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥ চৈ. চ. ২।১৩।৪৬-৬০॥"

"এই মত লীলা প্রভু করি কতক্ষণ। আপনে গায়েন, নাচে নিজ ভক্তগণ॥ কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহু মূর্ত্তি। কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥ লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥ চৈ. চ. ২।১৩।৬২-৬৪॥" "এই মত কীর্ত্তন প্রভু করি কথোক্ষণ। আপন উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥ আপনে নাচিতে প্রভুর যবে মন হৈল। সাতসম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥ * *॥ দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাথ। ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥ * * *॥ উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। চক্রভ্রমি ভ্রমে যেন অলাত-আকার॥ নৃত্যে প্রভুর যাহাঁ যাহাঁ পড়ে পদতল। সসাগর শৈল মহী করে টলমল॥ স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য। নানাভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥ আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়। সুবর্ণ পর্ব্বত যৈছে ভূমিতে লোটায়॥ চৈ. চ. ২।১৩।৬২-৮০॥"

প্রভুর এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য চারিদিক্ হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তখন লোকের ভীড় হইতে প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনটী মণ্ডল করা হইল। প্রথম মণ্ডলে শ্রীনিত্যানন্দ—দুই বাহু প্রসারিত করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি হাতাহাতি করিয়া দণ্ডায়মান। বাহিরের তৃতীয় মণ্ডলে স্বয়ং প্রতাপরুদ্র নিজের পাত্রমিত্রগণকে লইয়া লোক নিবারণ করিতেছেন। "হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তাবলম্বিয়া। প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥ হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন। রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥ রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস। হস্তে তারে স্পর্শি কহে—হও এক পাশ॥ নৃত্যালোকাবেশে শ্রীবাস কিছুই না জানে। বার বার ঠেলে, আর ক্রোধ হইল মনে॥ চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ। চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥ ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে। আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে—॥ ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা। আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥ চৈ. চ. ২।১৩।৮৬-৯২॥"

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥ মাংসব্রণ সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥ একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥ সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্‌গম। 'জজগগ জজগগ' গদ্‌গদ বচন॥ জলযন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রুজল। আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল॥ দেহকান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম॥ কভু স্তব্ধ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুষ্ককাষ্ঠ-সম হস্ত-পদ না চলয়॥ কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন। যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ। কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন॥ চৈ. চ. ২।১৩।৯৬-১০৪॥"

কতক্ষণ এইরূপে তাণ্ডব নৃত্য করার পরে ভাববিশেষে প্রভুর মন প্রবেশ করিল। স্বরূপ-দামোদরকে গান গাহিতে বলিলেন। প্রভুর হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া স্বরূপ একটী পদ গাহিলেন—"সেই ত পরাণ-নাথে পাইলুঁ। যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥" দীর্ঘ বিরহের পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এই গানটী সেই ভাবের দ্যোতক। মহাপ্রভু সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া জগন্নাথের অগ্রভাগে নৃত্যাদি করিতে করিতে পেছনের দিকে চলিয়া যাইতেছেন, রথও অগ্রসর হইতেছে (১১।১৮-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রভুর বাহ্যস্মৃতি লোপ পাইয়াছে।

(৭) রাজার স্পর্শে প্রভুর আত্মধিক্কার

"শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল। তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥ সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল। মাল্যবস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥ প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল। উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥ আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ। নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥ ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য। সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী—সভার প্রাবল্য॥ প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ-হেমাচল। ভাব-পুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥ দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন। প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥ জগন্নাথ-সেবক, যত রাজপাত্রগণ। যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন। প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার। কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সভার॥ প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল। প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৬০-৬৯॥"

লোক-নিবারণের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মণ্ডলে যাঁহারা ছিলেন, আনন্দ-বিহ্বলতায় তাঁহারাও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। "আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে। কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৭৫॥" সুতরাং লোকভীড় হইতে প্রভুকে রক্ষা করার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মণ্ডলের অস্তিত্ব আর ছিল না; তৃতীয় মণ্ডলে রাজা প্রতাপরুদ্রাদি অবশ্য স্বস্থানে ছিলেন। এই অবস্থায় প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। "এই মত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে। প্রতাপরুদ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে লাগিলা পড়িতে॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৭২॥" প্রেমাবেশে প্রভু ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছেন। রাজা তাহা দেখিয়া মনে করিলেন, ভূমিতে পড়িয়া গেলে প্রভুর অঙ্গে আঘাত লাগিবে; তাই "সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল। তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল॥ রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার—। ছি ছি বিষয়ীস্পর্শ হইল আমার॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৭৩-৭৪॥" রাজা যখন প্রভুকে ধরিয়া ভূ-পতন হইতে রক্ষা করিলেন, তখন প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল এবং রাজাকে স্পর্শ করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন—"ছি ছি বিষয়ীস্পর্শ হইল আমার।"

রাজা প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যাদেশের স্বাধীন নরপতি। সে-স্থানে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পাত্র-মিত্রগণও আছেন; রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে তাঁহার অসংখ্য প্রজাও সেই স্থানে উপস্থিত। তদ্ব্যতীত ভিন্ন দেশীয় লোকও অনেক। সকলের সাক্ষাতে প্রভু উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ছি ছি বিষয়ি-স্পর্শ হইল আমার!" রাজার চিত্তে যদি রাজ-অভিমান থাকিত, তাহা হইলে এই অপমানজনক বাক্যে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন; কিন্তু রাজার চিত্তে কোনওরূপ অভিমানই ছিল না, তিনি রুষ্ট হইলেন না। প্রভুকে স্পর্শ করিয়া তিনি অপরাধ করিয়াছেন মনে করিয়া রাজা ভীত ও সঙ্কুচিত হইলেন। "প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়। সার্ব্বভৌম কহে—তুমি না কর সংশয়॥ তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন। তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ॥ অবসর জানি আমি করিব নিবেদন। সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৭৮-৮০॥"

যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন কখনও বিষয়ীর সংশ্রবে না আসেন—এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রভুর এই ভঙ্গী। কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন। প্রসন্ন হইয়াছে তারে মিলিবারে মন॥ তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান। বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৭৬-৭৭॥" রাজা প্রতাপরুদ্র যে কি বস্তু, এই ব্যাপারে তাহাও জানা গেল।

(৮) বলগণ্ডি-স্থানে

ভক্তগণকে লইয়া প্রভু পুনরায় প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন—প্রথমে বলরাম ও সুভদ্রার রথের অগ্রভাগে নৃত্য করিয়া তাহার পরে শ্রীজগন্নাথের রথের অগ্রভাগে আসিয়া "জগন্নাথে দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৮৪॥" রথ বলগণ্ডি-স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে এই স্থানে রথ কিছুকাল বিশ্রাম করে; এই সময়ে "সেই স্থানে ভোগ লাগে—আছয়ে নিয়ম। কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন। জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ। নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥ রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ। নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥ নানা দেশের যাত্রিক যত দেশী জন। নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৮৮-৯১॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৯) উপবনে

বলগণ্ডি-স্থানে রথের বিশ্রাম-সময়ে প্রভু স্বীয় ভক্তগণের সহিত নিকটবর্ত্তী এক উপবনে গেলেন। যে প্রেমাবেশে প্রভু রথের অগ্রভাগে নৃত্য করিতেছিলেন, সেই প্রেমাবেশ লইয়াই তিনি উপবনে গেলেন। "ভোগের সময়ে মহাভীড় হৈলা। নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥ প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবনে যাঞা। পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া॥ নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম। সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥ যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।[১] প্রতি বৃক্ষতলে সভে করিলা বিশ্রামে॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৯৩-৯৬॥"

(১০) রাজার প্রতি অদ্ভুত করুণা

"এই মত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে। হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥ সার্ব্বভৌমউপদেশে ছাড়ি রাজবেশ। একলা বৈষ্ণব-বেশে[২] আইলা সেই দেশ॥ সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাথ হৈয়া। প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥ আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন। নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সংবাহন॥ রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন॥ 'জয়তি তেঽধিকং' করয়ে পঠন॥ শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। 'বোল বোল' বুলি উচ্চ বোল বার বার॥ 'তব কথামৃতং'-শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন কৈল॥ 'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥' এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার। দুই জনার অঙ্গে কম্প—নেত্রে জলধার॥—'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরিড়ীতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ভা. ১০।৩১।৯॥ [(শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে, গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও যখন পাইলেন না, তখন তাঁহারা যমুনাতীরে আসিয়া আর্ত্তির সহিত বিলাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটী কথা এই শ্লোকে আছে। এই শ্লোকে তাঁহারা বলিয়াছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ) তোমার কথারূপ অমৃত তাপিত লোকদিগের জীবনস্বরূপ; কবিগণও (ব্রহ্মবিদ্‌গণও) তোমার কথামৃতের স্তব করিয়া থাকেন; তোমার কথামৃত সর্ববিধ কল্মষের অপহারক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলজনক, সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষময় এবং সর্বব্যাপক (পুরাণবক্তাদের মুখে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র বিরাজিত)। তোমার এতাদৃশ কথামৃত যাঁহারা কীর্তন (বা নিরূপণ) করেন, তাঁহারা ভূরিদা—বহুদাতা, সকলের সর্বার্থ-প্রদাতা।']

প্রভু " 'ভূরিদা ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে—'এহো হয়, কোন্ জন॥' * * *॥ প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত। আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥ রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস। ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—

১। আরামে—উপবনে। ২। রাজার রাজবেশে আচ্ছাদিত নিজস্ব রূপটাই কি স্বতন্ত্রা গৌরকরুণা ব্যক্ত করাইলেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মোর আশ॥ তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল। 'কাহাঁ না কহিও ইহা'—নিষেধ করিল॥ চৈ. চ. ২।১৪।৩-১৭॥"

মহাপ্রভু ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া গৃহপিণ্ডায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-বেশ ধারণ পূর্বক[১] উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, ভক্তবৃন্দের অনুমতি লইয়া গৃহপিণ্ডায় যাইয়া প্রভুর পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের "জয়তি তেঽধিকং"-অধ্যায় (১০।৩১-অধ্যায়) উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। "শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।" ঐ অধ্যায়ের "তব কথামৃতং"-শ্লোকটী যখন রাজা আবৃত্তি করিলেন, তখন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে উত্থিত হইয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন।" উভয়ের দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাব। প্রভু "ভূরিদা ভূরিদা" বলিয়া পুনঃপুনঃ সেই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন; আর বলিলেন—"কে তুমি ? করিলে মোর হিত। আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥" মহাপ্রভু রাজাকে স্বীয় ঐশ্বর্যও দেখাইলেন।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বসেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল। অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল॥ এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥ চৈ. চ. ২।১৪।১৩-১৪॥—শ্রীচৈতন্যের কৃপার মহীয়সী শক্তি দেখ। শ্রীচৈতন্যের অনুসন্ধানব্যতীতই তাঁহার কৃপা রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রসাদ করিল।"

(১১) স্বাতন্ত্র্যে কৃপার বৈশিষ্ট্য

প্রভুর অনুসন্ধানব্যতীত তাঁহার কৃপা কিরূপে রাজাকে কৃতার্থ করিলেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপা হইতেছে তাঁহারই স্বরূপভূতা—তাঁহারই স্বরূপশক্তির বৃত্তি। হীনসেবায় রাজা প্রতাপরুদ্রের অভিমানহীনতা দেখিয়াই স্বরূপভূতা কৃপা-শক্তি রাজার প্রতি উন্মুখী হইয়া রহিয়াছিলেন। কৃপাশক্তি সর্বদাই ভক্তের বা ভগবানের প্রসন্নতাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। এ-স্থলে রাজার মুখে "তব কথামৃতং"-শ্লোক শুনিয়া প্রভুর চিত্তে রাজার প্রতি যে প্রসন্নতা জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই, পূর্ব হইতে উন্মুখী কৃপাশক্তি—প্রভুর অনুসন্ধানব্যতীতই—রাজাকে কৃতার্থ করিলেন, প্রভুদ্বারা রাজাকে আলিঙ্গন দেওয়াইয়া রাজার জীবন সার্থক করিলেন। কৃপাশক্তিই প্রভুকে উঠাইয়াছেন, প্রভুর বাহুদ্বয় প্রসারিত করাইয়া রাজাকে আলিঙ্গন দেওয়াইয়াছেন। এ-স্থলে আলিঙ্গনের নিয়ন্ত্রী হইতেছেন কৃপাশক্তি, প্রভু হইতেছেন যন্ত্রস্বরূপ। তাই প্রভুর দিক্ দিয়া অনুসন্ধানের কোনও অপেক্ষা ছিল-না। এই কৃপাশক্তির এতই প্রভাব যে, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং-

১। রাজবেশের অন্তরালে প্রতাপরুদ্রের বাস্তব যে রূপটী ছিল, সেই রূপের অনুরূপ বেশেই তিনি প্রভুর নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর্যন্ত তাহার হাতে ক্রীড়নকের ন্যায় হইয়া প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তাই বলা হইয়াছে—"চৈতন্যের কৃপা মহাবল।" শ্রীচৈতন্যের অনুসন্ধানব্যতীতই কৃপাশক্তি রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃতার্থ করিয়াছেন—ইহাদ্বারাই প্রভুর কৃপার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইতেছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রভু নিত্যানন্দ, রায়রামানন্দ প্রভৃতির সনির্বন্ধ অনুরোধেও মহাপ্রভু যেই প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিতে সম্মত হয়েন নাই, রথাগ্রে নৃত্যকালে প্রভুর ভূমিতে পতন নিবারণ করার জন্য যেই প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া—"ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার" বলিয়া মহাপ্রভু নিজেকে ধিক্কার দিয়াছেন, প্রভুর কৃপা প্রভুদ্বারা সেই প্রতাপরুদ্রকেই আলিঙ্গন করাইলেন! যেই প্রভু রাজাকে স্পর্শ করাতেই নিজেকে ধিক্কার দিয়াছেন, সেই প্রভুদ্বারাই কৃপা রাজাকে আলিঙ্গন করাইলেন!! মহাপ্রভুর কৃপার কি অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য!!! অন্য কোনও অবতারে কৃপার এতাদৃশ স্বাতন্ত্র্যের কথা শুনা যায় না। কৃপার এতাদৃশ স্বাতন্ত্র্য শ্রীগৌরের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

খ। গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রসঙ্গ

রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর অনুসন্ধান ছিল না; অনুসন্ধানব্যতীতই প্রভুর কৃপা রাজাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। অনুসন্ধান ছিল না বলিয়া এ-স্থলে কৃপাপ্রকাশে প্রভুর বিরোধিতাও ছিল না। কিন্তু গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রসঙ্গে প্রভুর তীব্র বিরোধিতা-সত্ত্বেও যে তাঁহার করুণা গোপীনাথকে কৃতার্থ করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

গোপীনাথ পট্টনায়ক ছিলেন ভবানন্দরায়ের পুত্র এবং রামানন্দরায়ের ভ্রাতা। রামানন্দ যেমন রাজমহেন্দ্রী-প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, গোপীনাথও ছিলেন তেমনি অপর একটী প্রদেশের—মালজাঠ্যাদণ্ডপাটের—শাসনকর্তা। প্রদেশ হইতে রাজস্বাদি আদায় করিয়া রাজসরকারে বার্ষিক যত টাকা দেওয়ার কথা, গোপীনাথ তত টাকা দিতে পারেন নাই, দুই লক্ষ টাকা বাকী রহিল। রাজা যখন সেই দুই লক্ষ টাকা চাহিলেন, তখন গোপীনাথ-পট্টনায়ক বলিলেন—"স্থূলদ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব। ক্রমে ক্রমে বিকি-কিনি দ্রব্য ভরিব॥ ঘোড়া দশ বার হয়, লেহ মূল্য করি। এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥ চৈ. চ. ৩।৯।১৯-২০॥"

গোপীনাথের প্রস্তাবে রাজা প্রতাপরুদ্র সম্মত হইলেন। এক রাজপুত্র—নাম পুরুষোত্তম জানা, বড়জানা বলিয়াও পরিচিত—ঘোড়ার মূল্য-নির্ধারণে বিচক্ষণ ছিলেন; গোপীনাথের ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণের জন্য রাজা তাঁহাকেই পাঠাইলেন, সঙ্গে অবশ্য পাত্র-মিত্রও ছিলেন। কিন্তু সেই রাজপুত্রের সহিত গোপীনাথের সদ্ভাব ছিল না; এই উপলক্ষ্যে গোপীনাথকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে তিনি ঘোড়ার মূল্য অনেক কম করিয়া ধরিতে লাগিলেন; তাহাতে গোপীনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে। রাজা কৃপা করে, তাতে ভয় নাহি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানে॥ আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায়, ঊর্দ্ধ নাহি চায়। তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না যুয়ায়॥ চৈ. চ. ৩।৯।২৪-২৫॥"

সেই রাজপুত্রের কিছু মুদ্রাদোষ ছিল। "সেই রাজপুত্রের স্বভাব—গ্রীবা ফিরায়। উচ্চ-মুখে বার বার ইতি-উতি চায়॥ চৈ. চ. ৩।৯।২৩॥" গোপীনাথ রাজপুত্রের এই মুদ্রাদোষের উল্লেখ করিয়াই উল্লিখিতরূপ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। গোপীনাথের কথা "শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল। রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল—॥ কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি। আজ্ঞা দেহ যদি, চাঙ্গে চড়াই লই কৌড়ি॥ রাজা বোলে—যেই ভাল সেই কর যায়। যে উপায়ে কৌড়ি পাই, কর সে উপায়॥ চৈ. চ. ৩।৯।২৬-২৮॥

রাজার নিকটে রাজপুত্র জানাইলেন—"এক্ষণেই দুই লক্ষ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য গোপীনাথের আছে; তাঁহার টাকা দেওয়ার ইচ্ছা নাই; তাই নানা কথা বলিতেছেন। তাঁকে যদি চাঙ্গে তোলা যায়, তাহা হইলেই ভয়ে টাকা দিয়া ফেলিবেন।" রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন।

রাজার আদেশ পাইয়া রাজপুত্র আসিয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে উঠাইলেন এবং "খড়্গ-উপর পেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল॥ চৈ. চ. ৩।৯।২৯॥" চাঙ্গ হইতেছে একটী উচ্চ মঞ্চ। দোষীকে হাত-পা বাঁধিয়া সেই মঞ্চে তোলা হয়, মঞ্চের নীচে খড়্গ পাতা হয়; দোষীকে মঞ্চ হইতে ফেলিয়া দিলেই খড়্গের উপরে পড়িয়া মারা যায়।

গোপীনাথকে যখন চাঙ্গে উঠান হইয়াছে, তখন তাঁহার আশ্রিত লোক আসিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিল—"গোপীনাথকে বড়জানা চাঙ্গে চড়াইল॥ তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে। প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে॥ সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়। তার পুত্র তোমার সেবক, রাখিতে যুয়ায়॥ প্রভু কহে—রাজা কেনে করয়ে তাড়ন। তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ॥ চৈ. চ. ৩।৯।১২-১৫॥"

"শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়-রোষ—। রাজ-কৌড়ি দিবার নহে, রাজার কি দোষ॥ রাজার বিলাত সাধি খায়, নাহি রাজভয়। দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥ যে-ই চতুর, সে-ই করুক রাজ-বিষয়। রাজদ্রব্য-শোধি পায়—তাহা করে ব্যয়॥ চৈ. চ. ৩।৯।৩০-৩২॥" প্রভু এ-সকল কথা বলিতেছেন—"হেনকালে আর এক লোক আইল ধাইয়া। 'বাণীনাথাদি সবংশে লৈগেল বান্ধিয়া॥' প্রভু কহে—রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহে কি করিব॥ চৈ. চ. ৩।৯।৩৩-৩৪॥"

বাণীনাথ ছিলেন গোপীনাথের ভাই, ভবানন্দরায়ের একপুত্র। বাণীনাথও রাজা প্রতাপ রুদ্রের অধীনে একটী প্রদেশের শাসন-কর্তা ছিলেন। রামানন্দরায়ের ন্যায় তিনিও প্রদেশের শাসন-কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতেছিলেন। গোপী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথকে অবমানিত এবং লাঞ্ছিত করাই ছিল রাজপুত্রের উদ্দেশ্য; সেজন্য তিনি গোপীনাথের ভাই বাণীনাথকেও সবংশে বাঁধিয়া আনিলেন।

গোপীনাথের এবং বাণীনাথের দুর্গতির কথা শুনিয়াও প্রভু যখন বাহিরে তাঁহাদের প্রতি কোনওরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না, তখন "স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ। প্রভুর চরণে সভে কৈল নিবেদন—॥ রামানন্দরায়ের গোষ্ঠী—তোমার সব দাস। তোমাকে উচিত নহে ঐছন উদাস॥ শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে—। মোরে আজ্ঞা দেহ সভে, যাঙ রাজস্থানে॥ তোমা সভার এই মত—রাজার ঠাঞি যাঞা। কৌড়ি মাগি লঙ মুঞি আঁচল পাতিয়া॥ পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ। মাগিলে বা কেনে দিবে দুইলক্ষ কাহণ॥ চৈ. চ. ৩।৯।৩৫-৩৯॥"

প্রভু এ-সকল কথা বলিলেন, এমন সময় আর একজন লোক আসিয়া প্রভুকে জানাইল—"খড়্গোপরি গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥ চৈ. চ. ৩।৯।৪০॥"

একথা শুনিয়া প্রভুর সঙ্গী ভক্তগণও প্রভুর চরণে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। কিন্তু "প্রভু কহে—আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয়॥ তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সভার মনে। সভে মিলি জানাহ জগন্নাথের চরণে॥ ঈশ্বর জগন্নাথ—তাঁর হাথে সর্ব্ব অর্থ। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥ চৈ. চ. ৩।৯।৪১-৪৩॥"

গোপীনাথ অভাবে পড়িয়াই রাজার প্রাপ্য টাকা খরচ করিয়াছিলেন; তাঁহার পরবর্তী উক্তি হইতেও জানা যাইবে, তিনি কোনওরূপ অসদ্ব্যয় করেন নাই। প্রভু যে বলিয়াছেন—"দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়"-ইহা প্রভু বলিয়াছেন ক্রোধের আবেশে—"শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়-রোষ।" যাঁহারা রাজকার্য করেন, তাঁহাদের প্রতি শিক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই ক্রোধের ভঙ্গী। গোপীনাথ যদি অসচ্চরিত্র হইতেন, "দারী নাটুয়াকে দিয়া" রাজার প্রাপ্য টাকার অপব্যয় করিতেন, তাহা হইলে স্বরূপদামোদরাদি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গোপীনাথের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন না। তাঁহারা সকলেই গোপীনাথের রক্ষার জন্য ব্যাকুল। যখন তাঁহারা দেখিলেন, গোপীনাথের রক্ষার জন্য প্রভু কিছুতেই কিছু করিবেন না, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর এতাদৃশ মনোভাব দেখিয়া হরিচন্দনপাত্র রাজার নিকটে যাইয়া জানাইলেন—"গোপীনাথ-পট্টনায়ক সেবক তোমার। সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥ বিশেষে তাঁহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়। প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজ-ধনক্ষয়॥ যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকী হয়॥ ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়॥ চৈ. চ. ৩।৯।৪৫-৪৭॥"

হরিচন্দনপাত্রের এই আবেদনে কাজ হইল। তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"এই বাত আমি নাহি জানি। প্রাণ কেনে নিব তার, দ্রব্য চাহি আমি॥ চৈ. চ. ৩।৯।৪৮॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজপুত্র রাজার নিকট হইতে গোপীনাথকে চাঙ্গে তোলার অনুমতিই চাহিয়াছিলেন ; খড়্গের উপর ফেলিয়া দেওয়ার কথা রাজার নিকটে বলেন নাই।

হরিচন্দনপাত্রের কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি যাই কর যেই সর্ব্বসমাধান। দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তার প্রাণ॥ তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল। চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নাম্বাইল॥ দ্রব্য দেহ রাজা মাগে, উপায় পুছিল। 'যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ' তেঁহো ত কহিল। ক্রমে ক্রমে দিব সব আর যত পারি। অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি॥ যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লৈল। আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল॥ চৈ. চ. ৩।৯।৪৯-৫৬॥"

এই দিকে কাশীমিশ্র প্রভুর নিকটে আসিলে প্রভু সোদ্বেগবচনে তাঁহাকে বলিলেন—"ইহাঁ রহিতে নারি আমি, যাব আলালনাথ। নানা উপদ্রবে ইহাঁ না পাই সোয়াথ॥ ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়। নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥ রাজার কি দোষ, রাজা নিজদ্রব্য চায়। দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায়॥ রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল। চারিবার লোক আসি আমা জানাইল॥ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনেতে বসি। আমাকে দুঃখ দেন, নিজ দুঃখ কহি আসি॥ আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ। কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন॥ বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন। তাহে ইহাঁ রহি মোর নাহি প্রয়োজন॥ চৈ. চ. ৩।৯।৫৯-৬৫॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া কাশীমিশ্র প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিলেন—"তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥ সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ। ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ॥ তোমার ভজন-ফল তোমাতে প্রেমধন। বিষয় লাগি তোমায় ভজে, সেই মূর্খজন॥ * * *॥ রামানন্দের ভাই—গোপীনাথ মহাশয়। তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়। তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ। তোমাকে জানাইল, যাতে অনন্যশরণ॥ সে-ই শুদ্ধ ভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি। আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভোগী॥ তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ। অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥ এথা তুমি বসি রহ, কেনে যাবে আলালনাথ। কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ের বাত॥ যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন। আজি যে রাখিল, সে-ই করিবে রক্ষণ॥ চৈ. চ. ৩।৯।৬৬-৭৭॥"

প্রভুর চরণে উল্লিখিতরূপ নিবেদন জানাইয়া কাশীমিশ্র স্বগৃহে গেলেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার নিকটে আসিলেন। "প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়ম—। যতদিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তম॥ নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদ-সংবাহন। জগন্নাথের করে সেবার অভিনয় শ্রবণ॥ রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা। তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা—॥ দেব। শুন আর এক অপরূপ বাত। মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলালনাথ॥ শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিল কারণ। তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ॥ গোপীনাথ-পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চঢ়াইলা। তাঁর সেবক সব আসি প্রভুরে কহিলা॥ শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন। ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন॥ অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়। নানা অসৎপথে করে রাজ-দ্রব্য ব্যয়॥ ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন। তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন॥ রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে। রাজদণ্ডী হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥ নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড। রাজা মহাধার্ম্মিক, এই পাপী প্রচণ্ড॥ রাজোচিত কৌড়ি না দেয়, আমাকে ফুকারে। এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে॥ আলালনাথ যাই, তাহাঁ নিশ্চিন্ত রহিব। বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব॥ চৈ. চ. ৩।৯।৭৯-৯১॥"

কাশীমিশ্র-কথিত বিবরণ শুনিয়া রাজা মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন এবং বলিলেন—"সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহে এথা॥ এক ক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন। কোটি-চিন্তামণি-লাভ নহে তার সম॥ কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহণ। প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন॥ মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া নহে প্রভুর মন। তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন॥ রাজা কহে—তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে। চাঙ্গে চঢ়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে॥ পুরুষোত্তম-জানারে তেঁহো কৈল পরিহাস। সেই জানা তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥ তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি। এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি॥ মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া নহে প্রভুর মনে। কৌড়ি ছাড়িলে কদাচিৎ, প্রভু দুঃখ মানে॥ রাজা কহে—তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা। সহজে মোর প্রিয় তারা, ইহা জানাইবা॥ ভবানন্দরায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত। তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥ চৈ. চ. ৩।৯।৯২-১০১॥"

কাশীমিশ্রের নিকট উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়া রাজা নিজগৃহে গেলেন এবং গোপীনাথকে ও বড়জানাকে ডাকিয়া আনিয়া গোপীনাথকে বলিলেন—"সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল। সে মালজাঠ্যাদণ্ডপাট তোমারে ত দিল॥ আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন। আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন॥ এত বলি নেতধটী তাঁরে পরাইল। প্রভু আজ্ঞা লঞা যাহ—বিদায় তাঁরে দিল॥ চৈ. চ. ৩।৯।১০৩-৫॥" "নেতধটী তাঁরে পরাইল"-বাক্য হইতে বুঝা যায়—পূর্ব্বে রাজা গোপীনাথকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন; এক্ষণে "নেতধটী পরাইয়া" তাঁহাকে পুনরায় মালজাঠ্যাদণ্ডপাটের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে, রাজা যখন কাশীমিশ্রের গৃহ হইতে স্ব-ভবনে চলিয়া গেলেন, তখন মিশ্রও প্রভুর নিকটে আসিয়া রাজার কথা সমস্ত জানাইলেন। শুনিয়া "প্রভু কহে—কাশীমিশ্র! কি তুমি করিলা? রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমারে করাইলা?" তখন কাশীমিশ্র বলিলেন—"শুন প্রভু! রাজার বচন। অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন—॥" রাজার অকপট উক্তি এই:—"প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতি জানে—রাজা আমার লাগিয়া। দুইলক্ষ কাহণ কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া॥ ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম। ইহা সভাকারে মুঞি দেখি আত্মসম॥ অতএব যাহাঁ-যাহাঁ দেও অধিকার। খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করেঁা বিচার॥ রাজমহিন্দার রাজা কৈলুঁ রামানন্দ রায়। যে খাইল যে বা দিল, নাহি লেখা দায়॥ গোপীনাথ এই মত বিষয় করিয়া। দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া॥ কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার। জানা সহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এইবার॥ জানা এত কৈল, ইহা মুঞি নাহি জানো। ভবানন্দের পুত্র সব আত্ম করি মানো॥ তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়োঁ, ইহা মতি জানে। সহজেই মোর প্রীত হয় তাঁর সনে॥ চৈ. চ. ৩।৯।১১৬-২৪॥"

মিশ্রকথিত রাজার বিনয়-বাক্য শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এমন সময় পঞ্চপুত্রসহ ভবানন্দরায় আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া নিজেদের দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। আর "নেতধটী মাথায় গোপীনাথ চরণে পড়িলা। রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকলি কহিলা॥ বাকী কৌড়ি বাদ, দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল। পুন বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল॥[১] কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ। কাহাঁ নেতধটী এই, এ-সব প্রসাদ॥ চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈল। চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল॥ লোকে চমৎকার মোর এ-সব দেখিয়া। প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া॥ কিন্তু তোমা-স্মরণের এই নহে মুখ্যফল। ফলাভাস এই—যাতে বিষয় চঞ্চল॥ রামরায়ে বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়। সেই কৃপা মোতে নাহি, যাতে ঐছে হয়॥ শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি! ঘুচাহ বিষয়। নির্ব্বিণ্ণ হইলুঁ, মোরে বিষয় না হয়॥ চৈ. চ. ৩।৯।১৩০-৩৭॥"

গোপীনাথের কথা শুনিয়া "প্রভু কহে—সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন। কুটুম্ববাহুল্য তোমার, কে করে রক্ষণ? মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস। জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস॥ চৈ. চ. ৩।৯।১৩৮-৩৯॥" ইহার পরে রাজকার্য-সম্বন্ধে প্রভু কয়েকটী উপদেশ দিয়া গোপীনাথকে বিদায় করিলেন।

(১) কৃপার স্বাতন্ত্র্য

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, মহাপ্রভুর প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহার কৃপা গোপীনাথ-পট্টনায়ককে মরণ-প্রমাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, রাজার প্রাপ্য টাকা হইতে অব্যাহতি দিয়াছে এবং দ্বিগুণ বর্তনের সহিত তাঁহাকে প্রদেশের শাসনকর্তৃত্বে পুনরায় নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদ্বারা মহাপ্রভুর কৃপার পরম-স্বাতন্ত্র্যই প্রমাণিত হইতেছে।

গোপীনাথের জন্য গৌরের কৃপা যাহা করিয়াছে, তাহা অবশ্য কৃপার মুখ্যফল নহে, কৃপার আভাসের ফল মাত্র। কেননা, প্রাণরক্ষা ও দিগুণ বর্তনাদি হইতেছে অনিত্য বৈষয়িক ব্যাপার;

(১) এ-স্থলেও "পুন বিষয় দিয়া"-বাক্য হইতে জানা যায়, রাজা গোপীনাথকে পূর্বে কর্মচ্যুত করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপার মুখ্যফল হইতেছে পারমার্থিক—গৌরবিষয়ক প্রেম। গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রসঙ্গে কৃপাভাসের ফল ব্যতীত মুখ্যফলের বোধ হয় নূতন ভাবে কোনও প্রয়োজন ছিল না; কেন না, গোপীনাথের মধ্যে গৌরপ্রেমের অভাব ছিল না। বিষয়-সম্বন্ধীয় কৃপার অকিঞ্চিৎকরতা এবং গৌরপ্রেমের পরমলোভনীয়তার কথা গোপীনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই জানা যায়, তাঁহার চিত্ত ছিল গৌরপ্রেমে ভরা; বিশেষতঃ মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন, গোপীনাথাদি পঞ্চজন জন্মেজন্মেরই প্রভুর কিঙ্কর। সুতরাং আলোচ্য প্রসঙ্গে বৈষয়িক সঙ্কট হইতে গোপীনাথের পরিত্রাণের জন্য কৃপাভাসেরই প্রয়োজন ছিল এবং কৃপাভাসই প্রকটিত হইয়াছিল। এই কৃপাভাসও যে পরম-স্বতন্ত্র, তাহাতেও কোনওরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই। প্রভুর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এই কৃপাভাস প্রকটিত হইয়াছে। এই কৃপাভাসের স্বাতন্ত্র্যে কৃপারও পরম-স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হইতেছে। সূর্যাভাসের উজ্জ্বলতায় সূর্যের পরমোজ্জ্বলতাই প্রমাণিত হয়।

যাঁহার কৃপা, তাঁহার তীব্র বিরোধিতাসত্ত্বেও যে-স্থলে কৃপার স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত হয়, সে-স্থলেই কৃপার পরম-স্বাতন্ত্র্য সমুজ্জ্বলরূপে দৃশ্যমান হইয়া থাকে। গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রসঙ্গেই গৌরকৃপার এতাদৃশ পরম-স্বাতন্ত্র্য সমুজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হইয়াছে। স্বাতন্ত্র্যে যে গৌর-কৃপার পরম-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রসঙ্গেই তাহা বিশেষরূপে জানা যায়।

গ। স্বতন্ত্রা গৌরকৃপার অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পরম-স্বতন্ত্রা হইলেও কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে সময় সময় যেন অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী গ্রহণ করে বলিয়া মনে হয়। কৃপা সততই মঙ্গলময়ী। যখন গৌরকৃপা অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী গ্রহণ করে, তখনও তাহার মঙ্গলময়ত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। চিনির পুতুল যেরকম ভঙ্গীবিশিষ্টই হউক না কেন, তাহার মিষ্টত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে।

গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রা গৌরকৃপা প্রথমেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত; করিলে চাঙ্গে-চঢ়ান-ব্যাপারাদির কোনও অবকাশই থাকিত না, মহাপ্রভুর তীব্র বিরোধিতাও প্রকাশ পাইত না। কিন্তু কৃপা প্রথমেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে নাই; মনে হইতে পারে, গৌরের তীব্র বিরোধিতার ফলেই গৌরকৃপা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে নাই—সুতরাং গৌরকৃপা গৌরের অপেক্ষা রাখে, স্বতন্ত্রা নহে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যেই গৌরের কৃপা এই অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী ধারণ করিয়াছে। একটি উদ্দেশ্য বোধ হয়—যাঁহারা রাজকর্মচারী, প্রভুর মুখে তাঁহাদের কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশের প্রকটন; ইহা রাজকর্মচারীদের প্রতি কৃপার মঙ্গলময়ত্বের প্রকাশ। আর একটী উদ্দেশ্য বোধ হয়—গৌর-কৃপার পরম-স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ-প্রকটন। প্রথমে অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী ধারণ করিয়া গৌরকৃপা গৌরের তীব্র বিরোধিতা প্রকটিত করিয়াছে, পরে এই তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বীয় পরম-স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব-কল্যাণের জন্য পরম-স্বতন্ত্রা গৌরকৃপা বহুস্থলেই অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী ধারণ করিয়াছে। রাজাপ্রতাপরুদ্রের প্রসঙ্গেও তাহা দৃষ্ট হয়। সার্বভৌম-ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দপ্রভু, রায়রামানন্দ-প্রভৃতির নির্বন্ধাতিশয্যেও প্রভু প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিতে সম্মত হয়েন নাই। রথাগ্রে প্রেমাবেশে নর্তন-কালে প্রভু যখন ভূপতিত হইতেছিলেন, তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে ভূপতন হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া প্রভুকে স্পর্শ করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রভু "ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার" বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলেন। এ-সকল স্থলে গৌরকৃপা অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গীই ধারণ করিয়াছিল; উদ্দেশ্য—জীবশিক্ষা। যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন কোনও সময়েই বিষয়ীর সংশ্রবে না আসেন—এই শিক্ষা এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ীর সংশ্রব যে সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য—এই শিক্ষা। ইহা যে গৌরকৃপার অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গীমাত্র, বস্তুতঃ অস্বাতন্ত্র্য নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, সেই গৌরকৃপাই বলগণ্ডি-স্থানের নিকটবর্তী উদ্যানে "গৌরের অনুসন্ধান ব্যতীত"ই প্রতাপরুদ্রকে কৃতার্থ করিয়াছে।

সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গেও তদ্রূপ। গৌরের পরম-স্বতন্ত্রা কৃপা প্রথমেই যদি সার্বভৌমকে কৃতার্থ করিত, তাহা হইলে প্রভুর মুখে মায়াবাদভাষ্যের অসারতা-প্রদর্শনের অবকাশই হইত না। মায়াবাদ-ভাষ্যের অসারতা-প্রদর্শন হইতেছে পরমার্থান্বেষী জীবগণের প্রতি কৃপা। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রসঙ্গেও তাহাই বক্তব্য।

প্রভুর সন্ন্যাসের পূর্বে তাঁহার পরম-স্বতন্ত্রা কৃপা জীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ বাহুল্যভাবেই অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী ধারণ করিয়াছে। বৈষ্ণব-অপরাধের বিষময় ফল প্রদর্শনের জন্য গৌরের স্বাতন্ত্র্যময়ী কৃপা অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গী ধারণ করিয়া চাপাল-গোপাল, ভাগবতী দেবানন্দ, মুকুন্দ দত্ত, এমন কি বাৎসল্য-প্রেমঘনবিগ্রহা শচীমাতাকে পর্যন্ত প্রেমদান করার ব্যাপারে প্রভুকে বিমুখ করাইয়াছে, অপরাধ-খণ্ডন করাইয়া পরে সেই প্রভুদ্বারাই প্রেমদান করাইয়াছে। দুরাচারতার সর্বনাশকর ফল জনসাধারণকে দেখাইবার জন্য পরমস্বতন্ত্রা গৌরকৃপা জগাই-মাধাইয়ের সংহারের উদ্দেশ্যে গৌরের দ্বারা সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করাইয়াছে; পরে চক্র-সংবরণ করাইয়া জগাই-মাধাইকে প্রেমদান করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছে।

পরম-স্বতন্ত্রা গৌরকরুণার অস্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গীও চমৎকার।

১০। নাম-প্রেম-দানে করুণার বৈশিষ্ট্য

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥—চৈ. চ. ২।১৯।৩ শ্লো॥" এই শ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে নমস্কার জানাইয়াছেন। —"যিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলিয়া মহাবদান্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক সেই গৌরকান্তি কৃষ্ণকে নমস্কার, নমস্কার।" কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তি আছে। শ্রুতিও বলেন—ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী॥" এতাদৃশ প্রেম দান করার তাৎপর্য হইতেছে—যে বস্তুদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারেন, সেই বস্তুটী দান করা। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দানের বড় বস্তু আর কিছু হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক গৌরকান্তি কৃষ্ণ তাহাই আপামর-সাধারণকে নির্বিচারে দান করিয়াছেন। তাই তিনি "মহাবদান্য—মহাদাতা, দাতার শিরোমণি।" "প্রভু কহে—আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি। নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥—চৈ. চ. ১।৯।৫॥"

কল্পতরুর নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়; কিন্তু যাহা চাওয়া যায় না, তাহা পাওয়া যায় না। আবার এমন অদ্ভুত কল্পতরুও আছে, না চাহিলেও যাহার নিকটে পরম-লোভনীয় এবং ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায়। "প্রেমে বিশ্ব ভরিবার" সঙ্কল্প নিয়াই যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই গৌরকান্তি কৃষ্ণই এই অদ্ভুত কল্পতরু; ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ এবং স্ব-বশীকরণী-শক্তিসম্পন্ন ব্রজপ্রেম তিনি যত্র-তত্র দান করিয়াছেন; তাই কবিরাজগোস্বামী তাঁহাকে ভক্তি-কল্পতরু বা প্রেমকল্পতরু-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। কল্পতরুও তিনি, আবার এই প্রেমকল্পতরুর রক্ষক এবং পোষক মালীও তিনি। তিনি ব্যতীত আর কে-ই-বা প্রেম রক্ষা করিতে এবং প্রেমের পোষণ করিতে সমর্থ? এই প্রেম-কল্পতরুর অঙ্গে সর্বত্র ফল। কোনও স্থান বাদ যায় না। "উড়ুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে। এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥ চৈ. ১।৯।২৩॥"

এই বৃক্ষের ফল হইতেছে—প্রেম; শ্রীচৈতন্যমালী নির্বিচারে, সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, আপামর-সাধারণকে এই ফল বিতরণ করিয়াছেন।—"মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখা-গণে। লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥ পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর। বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল॥ ত্রিজগতে আছে যত ধনরত্ন মণি। এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥ মাগে বা না মাগে কেহ—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি—জানে 'দিব' মাত্র॥ চৈ. চ. ১।৯।২৪-২৭॥" যে চায়, তাকেও দেন; যে না চাহে, তাহাকেও দেন। পাত্রা-পাত্রের বিচার নাই, যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার নাই; সাধন-ভজনের অপেক্ষা নাই। কেবল "সকলকে প্রেম দিব"-ইহাই তিনি জানেন; "দিবনা"—ইহা তিনি জানেন না।

নিজেও প্রেম-বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদবৃন্দ এবং অনুগত ভক্তবৃন্দের দ্বারাও বিতরণ করাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"—আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে। যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে॥ চৈ. চ. ১।৯।৩৪॥—সভে ফল দেহ যারে তারে। খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥ চৈ. চ. ১।৯।৩৭॥" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এই ঢালা আদেশ পাইয়া ভক্ত-বৃন্দও "যেই যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল। ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥ মহামাদক প্রেমফল পেটভরি খায়। মাতিল সকল লোক—হাসে নাচে গায়॥ কেহো গড়াগড়ি যায়, কেহো ত হুঙ্কার। দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার॥ চৈ. চ. ১।৯।৪৩-৪৫॥"

বর্তমান কলির উপাস্য গৌরকান্তি কৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—স্বীয় অঙ্গ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাঙ্গই তাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদ, "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্॥ ১১।৫।৩২॥" যে উদ্দেশ্যে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, অস্ত্র এবং পার্ষদ সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্যই করিয়া থাকেন। আপামর সাধারণকে ব্রজপ্রেম বিতরণের জন্যই গৌর-কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গ এই কার্যের সহায়তা করিয়া অস্ত্র ও পার্ষদের কাজ করিয়াছেন—তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে, এমন কি দর্শনেও লোক প্রেমাপ্লুত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

সন্ন্যাসের পরে কাটোয়া হইতে প্রেমোন্মত্ত প্রভু দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন—"যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক। প্রেমাবেশে 'হরি' বোলে খণ্ডে দুঃখ শোক॥ চৈ. চ. ২।৩।১০॥"

নীলাচল হইতে গৌড়দেশে যাওয়ার পথে প্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী কটকে গিয়াছেন। চিত্রোৎপলা নদীর তীরে কটক অবস্থিত। কটক ত্যাগ করিবার কালে প্রভু সন্ধ্যাসময়ে নদীর ঘাটে স্নান করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র পূর্বেই ঘাট হইতে কিছুদূরে হস্তীর উপরে তাম্বুগৃহ করিয়া রাজমহিষীদিগকে রাখিয়াছিলেন। তাম্বুগৃহ হইতে তাঁহারা প্রভুকে দর্শন এবং প্রণাম করিলেন।—"প্রভুর দর্শনে সভে হৈলা প্রেমময়। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, নেত্র অশ্রু বরিষয়॥ চৈ. চ. ২।১৬।১১৯॥" এই প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে। কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূর দরশনে। চৈ. চ. ২।১৬।১২০॥"

সন্ন্যাসের পরে প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের সময়েই এই প্রভাবটী বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভু পথে চলিয়াছেন, নয়নে, অশ্রু অঙ্গে কম্প-পুলকাদি। প্রভু যেন প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করিতে করিতে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছেন। যদৃচ্ছাক্রমে কোনও পথিক আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রভুর দর্শন-মাত্রেই তাঁহার অঙ্গে অশ্রু-কম্প-পুলক, মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইত; তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া হাসিতে, নাচিতে, কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন। আর এক অদ্ভুত ব্যাপার। প্রভুর দর্শনে, বা প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম করার উপদেশ পাইয়া যিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দর্শনে বা তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম উপদেশ শুনিয়াও অপরের ঠিক তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে। ৫।৬-খ (৭) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যেখানে কৃষ্ণপ্রেম, সেখানে কর্মফলজনিত দেহাবেশ থাকে না, হিংস্র পশুপক্ষীদেরও স্বভাবজাত হিংসা-বিদ্বেষ দূর হইয়া যায়, স্থাবর-জঙ্গমের দেহস্থিত জীবাত্মাও তখন স্বরূপে অবস্থিত হইয়া স্বরূপগত ধর্মবশতঃ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে (লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণে ২।১৭।২৭-২৮ পয়ারের "গৌরকৃপাতরঙ্গিনী" টীকা দ্রষ্টব্য)। মানুষের মধ্যেও দেহাবেশ-জনিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ত্বাদির অভিমান, কি ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যাদির অভিমানও দূরীভূত হইয়া যায়—সকলের চিত্তে সমুজ্জ্বল-ভাবে জাগিয়া উঠে একমাত্র জীবের স্বরূপানুবন্ধি কৃষ্ণদাসত্বের অভিমান। সকলে মিলিয়া তখন পরস্পরকে কোল দিয়া পরমানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভব করেন। তাই পদকর্তা গাহিয়াছেন—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি কবে বা ছিল এ-রঙ্গ।" বিশুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল বন্যার স্রোতোমুখে মায়িক উপাধি-জনিত সকল রকমের ভেদবুদ্ধিরূপ মলিনতা সম্যক্‌রূপে বিধৌত হইয়া যায়; তখন প্রকটিত হইয়া পড়ে জীবের স্বরূপ-বুদ্ধি, কৃষ্ণদাসত্ব-বুদ্ধি—যাহা মায়িক উপাধির আবর্জনার অন্তরালে ছিল লুক্কায়িত। বহুজন্ম-ব্যাপী সাধন-ভজনেও যাহা হইত না, পরম-করুণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কেবল দৃষ্টিদ্বারা চক্ষুর পলকে তাহা সম্পাদন করিলেন। কোনও যুগে, অন্য কোনও অবতারে ইহা দেখা যায় নাই।

ক। প্রেমদানবিষয়ে করুণার অপর এক বৈশিষ্ট্য

একমাত্র স্বয়ংভগবান্‌ই প্রেমদান করিতে পারেন, অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ প্রেমদান করিতে পারেন না [১।১৭ ক-(২) অনু]। স্বয়ংভগবান্ শ্যামকৃষ্ণরূপেও প্রেমদান করেন, গৌর-কৃষ্ণরূপেও প্রেমদান করেন; কিন্তু এই দুই স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের প্রেমদান-বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে।

স্বয়ংভগবান্ জীবকে যে প্রেমদান করেন, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন এই প্রেমের বিষয়। আর যাঁহার মধ্যে এই প্রেম থাকে, তিনি হইতেছেন প্রেমের আশ্রয়; এই প্রেমের দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন—সুতরাং তিনি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণভক্ত।

শ্যামকৃষ্ণে এই কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম নাই, থাকিতেও পারে না; কেননা, তিনি কাহারও—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের—ভক্ত নহেন। শ্রীকৃষ্ণে যখন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম নাই, তখন তিনি কৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রেমদাতাও হইতে পারেন না। তথাপি তাঁহাকে প্রেমদাতা বলা হয় কেন?

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ৬৫ অনুচ্ছেদে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে।

"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী"-ইত্যাদি মাঠর-শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্ত্যানন্দের আতিশয্য দেখাইয়াছেন। তাহার পরে বলিয়াছেন—যে ভক্তি ভগবান্‌কে স্বানন্দে উন্মাদিত করে, সেই ভক্তির লক্ষণ কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক। এ-বিষয়ে বিবেচনা করিতে যাইয়া শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন—ইহা সাংখ্যমতাবলম্বীদের প্রাকৃত-সত্ত্বময় মায়িক আনন্দ হইতে পারে না, নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীদের ভগবৎ-স্বরূপানন্দও হইতে পারে না এবং জীবের স্বরূপানন্দও নহে। ইহার পরে অবশিষ্ট রহিল, "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে"-এই বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোক-কথিত হ্লাদিনী-নাম্নী তদীয় স্বরূপশক্তির আনন্দ, যে হ্লাদিনীদ্বারা ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষী হইয়া থাকেন। এই হ্লাদিনী সেই-সেই আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যকেও অনুভব করায়। সেই হ্লাদিনী শক্তিও ভগবানে সর্বদাই বিরাজিত ; তথাপি তাহাতে ভগবানের আনন্দাতিশয্য হয় না। কেননা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন —"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ ভা. ১১।১৪।১৫॥—হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, আত্মযোনি (ব্রহ্মা—আমার পুত্র হইলেও), শঙ্কর (আমার গুণাবতার হইলেও), সঙ্কর্ষণ (আমার ভ্রাতা হইলেও), লক্ষ্মী (আমার নারায়ণস্বরূপের কান্তা হইলেও), এমন কি, আমার নিজ-স্বরূপও (পরমানন্দঘনরূপ হইলেও) আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহেন।" ভক্তির প্রভাবেই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপ অপেক্ষাও প্রিয়তম। এ-সমস্ত বিবেচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রুতার্থাপত্তি-ন্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভ ॥ ৬৫ ॥—(শ্রীভগবানে নিত্য বিরাজিতা) সেই হ্লাদিনীরই কোনও এক (অর্থাৎ অনির্বচনীয়া) সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি (ভগবৎ-কর্তৃক) ভক্তবৃন্দেই নিক্ষিপ্তা হইয়া ভগবৎ-প্রীতি (অর্থাৎ ভক্তি) নামধারণপূর্বক বিরাজ করে। অতএব সেই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবান্‌ও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতি পোষণ করেন।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—হ্লাদিনীর বৃত্তি পূর্বে ভক্তমধ্যে ছিল না, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়াই ভক্তচিত্তে গৃহীত হয় এবং সেই চিত্তে ভগবৎ-প্রীতি (অর্থাৎ প্রেম)-নামে অভিহিত হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল, যেই ভক্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীর বৃত্তি গৃহীত হয়, তিনি জাতরতি ভক্ত নহেন ; কেননা, চিত্তে ভগবৎ-প্রীতির প্রথম আবির্ভাবের নামই রতি ; হ্লাদিনীর বৃত্তি চিত্তে গৃহীত হওয়ার পূর্বে সেই রতির আবির্ভাব হইতে পারে না। যেই ভক্তের কথা এ-স্থলে বলা হইয়াছে, সেই ভক্ত বোধ হয় শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানকারী সাধক। শ্রবণ-কীর্তনাদির প্রভাবে চিত্ত শুদ্ধ হইলেই সেই শুদ্ধ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনী-বৃত্তি গৃহীত হয়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়" (চৈ. চ. ২।২২।৫৭)॥" যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, তাঁহার চিত্তে গৃহীত হয় না।

প্রীতিসন্দর্ভের উক্তি হইতে আরও জানা গেল—হ্লাদিনীশক্তি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত ঃ হ্লাদিনীর যে বৃত্তি তিনি নিক্ষিপ্ত করেন, তাহাও তাঁহারই মধ্যে বিরাজিত ; নচেৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোথা হইতে নিক্ষিপ্ত করিবেন? কিন্তু সেই হ্লাদিনীবৃত্তি ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়াই প্রেমরূপে পরিণত হয়, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিতা সেই হ্লাদিনীবৃত্তি প্রেমরূপ ধারণ করে না ; যদি করিত, তাহা হইলে তাঁহার নিজের স্বরূপও উদ্ধবাদি ভক্তের ন্যায় তাঁহার প্রিয় হইত। কিন্তু তাহা যে হয় না, শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উল্লেখপূর্বক তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই হ্লাদিনীবৃত্তি ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া ভক্তের কৃষ্ণসেবা-বাসনার সহিত মিলিত হইয়াই প্রেমরূপ ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কৃষ্ণসেবাবাসনা নাই বলিয়া কৃষ্ণচিত্তে তাহা প্রেমরূপ ধারণ করিতে পারে না।

সেই হ্লাদিনীবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিত্য বিরাজিত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে তত আনন্দ দিতে পারে না,—ভক্তচিত্তে প্রেমরূপে পরিণত হইয়া যত আনন্দ দিয়া থাকে। বংশীধ্বনির দৃষ্টান্তে ইহার হেতু বুঝা যাইতে পারে। বংশীধ্বনিতে বংশীবাদকও আনন্দ পান, শ্রোতাও আনন্দ পান। বংশীধ্বনি কিন্তু ফুৎকার-বায়ুর কার্য মাত্র। বংশীবাদক ফুৎকারের দ্বারা তাহার মুখগহ্বর হইতে যে বায়ু বংশীরন্ধ্রে প্রবেশ করায়, তাহাই অন্য রন্ধ্রদ্বারা ধ্বনিরূপে নির্গত হয়। ফুৎকারের দ্বারা যে বায়ু নিঃসারিত হয়, তাহা বংশীবাদকের মুখেই থাকে। কিন্তু তখন তাহা কাহারও আনন্দদায়ক হয় না। বংশীরন্ধ্রের দ্বারা ধ্বনিরূপে পরিণত হইলেই তাহা আনন্দদায়ক হয়। তদ্রূপ হ্লাদিনীবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে থাকিলেও তাহা তাঁহার আনন্দাতিশয্যের হেতু হয় না, তাহা ভক্তচিত্তে প্রেমরূপে পরিণত হইলেই তাঁহার আনন্দাতিশয্যের হেতু হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তচিত্তে আসিয়া ভক্তের সেবাবাসনার সহিত মিলিত হইয়া ভগবৎ-প্রীতি বা ভগবদ্-বিষয়ক প্রেমরূপে পরিণত হয়। তাহা হইলে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণ যে হ্লাদিনীবৃত্তি নিক্ষিপ্ত করেন, তাহা হইতেছে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের উপাদানমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের উপাদান দান করেন বলিয়াই তাঁহাকে প্রেমদাতা বলা হয়। যিনি কোনও ক্ষুধার্তকে চাউল, তরিতর-কারী প্রভৃতি ভোজ্যোপকরণ দান করেন, তাঁহাকেও যেমন ভোজ্যদাতা বলা হয়, তদ্রূপ।

এইরূপে দেখা গল—শ্যামকৃষ্ণ প্রেমের উপকরণই দিয়া থাকেন; কিন্তু গৌরকৃষ্ণ কেবল উপকরণমাত্র নহে, পরন্তু প্রস্তুত প্রেমই দান করেন। গৌরকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ বলিয়া, অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধার সহিত মিলিতস্বরূপ বলিয়া, নিজেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী; এজন্য তিনি প্রেমই দিতে সমর্থ। যিনি চাউল-তরিকারী প্রভৃতি ভোজ্যোপকরণ না দিয়া প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদিই দিয়া থাকেন, তিনি যেরূপ ভোজ্যদাতা, গৌরকৃষ্ণও তদ্রূপ প্রস্তুত-প্রেমদাতা; আর শ্যামকৃষ্ণ কেবল প্রেমোপকরণদাতা।

ইহাই প্রেমদান-বিষয়ে গৌরকৃষ্ণের করুণার বৈশিষ্ট্য।

১১। নাম-প্রেম-প্রচারের উৎকণ্ঠায় করুণার বৈশিষ্ট্য

জীবের মধ্যে নাম-প্রেম-প্রচারের জন্য প্রভুর যে উৎকণ্ঠা, তাহারও তুলনা নাই। সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে প্রভু যখন নীলাচলে আসেন, তখনই গৌরগতপ্রাণ শ্রীনিত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। প্রভু তুই বৎসরকাল দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। সেই তুই বৎসরও শ্রীনিতাই নীলাচলে ছিলেন; প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণে যাইতে চাহিয়াছিলেন, প্রভু নিষেধ করিলেন। সর্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকাই শ্রীনিতাইয়ের ইচ্ছা; নিতাইকে নিজের নিকট হইতে দূরে রাখা, নিতাইগত-প্রাণ প্রভুরও অভিপ্রেত নয়। কিন্তু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রথম রথযাত্রার অবসানে—গৌড়দেশে নাম-প্রেম-প্রচারের বলবতী উৎকণ্ঠায় প্রভু—"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥ চৈ. চ. ২।১৫।৪৩॥" প্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে ইহাও বলিলেন—তিনি যেন গৌড়ে থাকিয়াই প্রেমভক্তি বিতরণ করেন; অপরাপর গৌড়ীয়-ভক্তদের ন্যায় তিনি যেন রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে প্রতিবর্ষে নীলাচলে না আসেন। "নিত্যানন্দে কহে প্রভু—শুনহ শ্রীপাদ। এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ॥ প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা। গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥ চৈ. চ. ২।১৬।৬৩॥" কেবল নিত্যানন্দকেই নয়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদিকেও প্রভু আচণ্ডালে প্রেমভক্তিদানের আদেশ করিয়াছেন। "আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান। আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান॥ চৈ. চ. ২।১৫।৪২॥" জীবকে প্রেমভক্তি পাওয়াইবার নিমিত্ত প্রভুর কি উৎকণ্ঠা! শ্রীনিতাই-চাঁদকে বলিলেন—"নিতাই, অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিও। ভক্তিমণ্ডপের দরজায় যেন অর্গল দেওয়া হয় না, নিতাই। সকলেরই যেন ভক্তিমণ্ডপে প্রবেশের অধিকার থাকে; কেহ যেন বঞ্চিত হয় না নিতাই। আর, তোমার নিকটে আমি এই ভিক্ষা চাই, নিতাই! তুমি সর্বদা গৌড়ে থাকিয়া নাম-প্রেম প্রচার করিও; প্রতিবৎসরে তুমি নীলাচলে আসিও না নিতাই! আসিলে যে-কয়মাস এখানে থাকিবে, সেই কয়মাস তো গৌড়ে প্রেমভক্তির প্রচার হইবে না, নিতাই! আমাকে দেখিবার জন্য তোমার প্রাণে আকুলতা জাগিবে—তাহা বুঝি নিতাই। তজ্জন্যও তোমাকে নীলাচলে আসিতে হইবে না, নিতাই! আমিই মধ্যে মধ্যে তোমার নিকটে যাইব। 'মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব। চৈ. চ. ২।১৫।৪০॥' প্রভু আবির্ভাবেই শ্রীনিতাইয়ের নিকটে যাইতেন; নিতাই দেখিতেন। আর, অদ্বৈতাচার্যকে প্রভু বলিলেন—"আচণ্ডালে প্রেমভক্তি দান করিও। আচার্য, সমাজ যাহাকে হেয়, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সর্ববিষয়ে অযোগ্য মনে করে, তাহাকেও প্রেমভক্তি দিবে। কেহ যেন বাদ পড়ে না, আচার্য।"

কেবল এই তুইজনকে নহে; নবদ্বীপে থাকাকালে প্রভু তাঁহার পার্ষদবৃন্দ এবং অনুগত ভক্ত-সকলকেই বলিয়াছেন—"আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে। যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে॥—সভে ফল দেহ যারে তারে। খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে॥ চৈ. চ. ১।৯।৩৪,৩৭॥" নাম-প্রেম-বিতরণের এতাদৃশী উৎকণ্ঠাবশতঃই প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ এবং ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমন; আর, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের পশ্চিমে প্রেরণ। দক্ষিণদেশে এবং পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণকালেও, যাঁহারা প্রভুর কৃপায় নাম-প্রেম পাইয়াছেন, সর্বত্র নাম-প্রেম-প্রচারের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদিগকেও বলিয়াছেন—"যারে দেখ—তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার এই দেশ॥ চৈ. চ. ২।৭।১২৫॥"

আবার, নাম-প্রেম-প্রচারের উৎকণ্ঠাবশতঃই প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ। প্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু—"মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ। নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢ়ুয়া অধম॥ সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা তা-সভারে ছুঁইতে নারিল॥ তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন। জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥ কেহ কেহ এড়াইল—প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ। তা-সভা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥ এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার। সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥ চৈ. চ. ১।৭।২৭-৩১॥ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ॥ পঢ়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত। তারা আসি প্রভু-পায় হয় অবনত॥ অপরাধ ক্ষমাইল—ডুবিল প্রেমজলে। কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে॥ চৈ. চ. ১।৭।৩৩-৩৫॥"

নাম-প্রেম প্রচারের আবেগময়ী উৎকণ্ঠাবশতঃ কোনও কোনও স্থানে কোনও কোনও যোগ্যভক্তের দেহে স্বীয় আবেশ জন্মাইয়াও সেই সেই স্থানের লোকদিগকে প্রেমদান করাইয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (৭।১৪-অনু)।

জীবের মধ্যে নাম-প্রেম-প্রচারের জন্য সর্বদাই প্রভুর বলবতী উৎকণ্ঠা ছিল। জগদানন্দ-পণ্ডিতের যোগে অদ্বৈতাচার্যের এক প্রহেলিকাময় তর্জাবাক্য পাওয়ার পরে বোধ হয় তাহা একটু প্রশমিত হইয়াছিল।

প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিত একবার নদীয়ায় গিয়াছিলেন। নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার সময় অদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে বলিলেন—"প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার। এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার। বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল। বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥ বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল। বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল॥ চৈ. চ. ৩।১৯।১৮-২০॥" এই তর্জায় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে জানাইলেন—যে-প্রেমরূপ চাউল বিতরণের জন্য তিনি সকলকে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই চাউল বাজারে আর বিক্রয় হয় না; অর্থাৎ সকলেই প্রেমলাভ করিয়া "বাউল—প্রেমোন্মত্ত" হইয়াছে; প্রেম পাওয়ার বাকী কেহ নাই।

আচার্যের উক্তির ভঙ্গী এই—"প্রভু, যে-উদ্দেশ্যে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তাহা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়াছে!" প্রভু মনে করিলেন—আচার্য তাঁহাকে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হওয়ার ইঙ্গিতই দিলেন। যাহা হউক, সকলেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে—একথা শুনিয়া নিশ্চয়ই প্রভুর পরমানন্দ হইাছিল, প্রেম-বিতরণের উৎকণ্ঠাও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের মঙ্গলের জন্য, লোককে প্রেমভক্তি দেওয়ার জন্য, এইরূপ উৎকণ্ঠা অন্য কোনও অবতারে প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।

১২। জীবনিস্তারের উৎকণ্ঠায় করুণার বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যায়েই পূর্বে ৭ ক-(৫) অনুচ্ছেদে জীবনিস্তার-সম্বন্ধে শ্রীলহরিদাসঠাকুরের সঙ্গে মহাপ্রভুর যে আলোচনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই জানা যায়, জীবনিস্তারের জন্য —জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে কেবল মানুষের নিস্তারের জন্য নহে, স্থাবর-জঙ্গমাদির নিস্তারের জন্যও— মহাপ্রভুর কি রকম উৎকণ্ঠা ছিল।

১৩। পতিত-পাবনত্বে করুণার বৈশিষ্ট্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—জ্ঞানমার্গের সাধনে যে মুক্তি, তাহাও বরং সুলভ; আর যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের ফলে যে ভুক্তি (ইহকালের সুখ-সম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগ), তাহাও বরং সুলভ; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা। "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুর্ক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ ভ. র. সি. ১।১।২৩॥"

হরিভক্তির এই সুদুর্ল্লভত্ব দুই রকমের—অনাসঙ্গভাবে শতসহস্র সাধনেও কিছুতেই পাওয়া যায় না; আর, সাসঙ্গ-সাধনে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সহসা নয়। "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা স্যাৎ সা সুদুর্ল্লভা॥ ভ. র. সি. ১।১।২২॥"

আসঙ্গ-শব্দের অর্থ হইতেছে—ভজন-নৈপুণ্য; ভক্তিমার্গের ভজন-নৈপুণ্য হইতেছে, সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তি—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, এইরূপ মনের ভাব। এইরূপ সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তি যে সাধনে আছে, তাহা হইল সাসঙ্গ-সাধন। আর যে সাধনে তাহা নাই, তাহা হইল অনাসঙ্গ-সাধন।

উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্যই কবিরাজগোস্বামী এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:— অনাসঙ্গভাবে—"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ চৈ. চ. ১।৮।১৫॥" আর, সাসঙ্গভাবে ভজন করিলেও যে-পর্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা বর্তমান থাকে, সে-পর্যন্ত প্রেমভক্তি পাওয়া যায় না। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ চৈ. চ. ১।৮।১৬॥" অর্থাৎ যে পর্যন্ত চিত্তে ভুক্তিবাসনা বা মুক্তিবাসনা থাকে, সে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সাধককে ব্রজপ্রেম দান করেন না।

এতাদৃশ সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নির্বিচারে যাহাকে-তাহাকে দিয়াছেন। "হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা। জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত আনের কা-কথা॥ চৈ. চ. ১।৮।১৭॥" যিনি নির্বিচারে—সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনার অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়া—আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দেওয়ার সঙ্কল্প লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন, কে পতিত, আর কে পতিত নয়, এইরূপ বিচারের কথাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫। পরমধর্ম-প্রচারে করুণার বৈশিষ্ট্য

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ

শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে পরম-ধর্ম। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই প্রতিজ্ঞাবাক্যরূপে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।-ইত্যাদি। ১।১।২॥"—এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে নির্মৎসর সাধুদিগের (অনুষ্ঠেয়) প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম-ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে।

পরম-ধর্মের একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—প্রোজ্ঝিতকৈতব; যাহা হইতে "কৈতব" সম্যক্‌রূপে বর্জিত হয়, তাহাই পরম-ধর্ম। "কৈতব" বলিতে বঞ্চনা-আত্ম-বঞ্চনা—বুঝায়। টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধানলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি।—শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্মকে পরম-ধর্ম বলার হেতু এই যে, ইহাতে কৈতব বা ফলাভিসন্ধান-লক্ষণ কপটত্ব প্রকৃষ্টরূপে বর্জিত হইয়াছে। 'উজ্ঝিতকৈতব' বলিলেও এই অর্থই প্রকাশ পাইত; তথাপি প্র-উপসর্গ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে—মোক্ষ-বাসনা পর্যন্তও ইহাতে নাই। ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে—ঈশ্বরারাধনা, ভগবৎ-প্রীতি।"

উল্লিখিত শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা হইতে জানা গেল—যে ধর্মের অনুষ্ঠানে সাধকের নিজের জন্য কোনওরূপ ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে না—ইহকালের সুখৈশ্বর্য, কি পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখ, এমনকি সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে কোনওরূপ মুক্তি লাভের বাসনাই থাকে না—থাকে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সুখের নিমিত্ত তাঁহার সেবা-বাসনা, তাহাই হইতেছে পরম-ধর্ম। পরম-ধর্মের তাৎপর্য কি, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরবর্তী কয়েকটী শ্লোক হইতেও জানা যায়। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥ ভা. ১।২।৬॥—অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধানশূন্যা) এবং অপ্রতিহতা ভক্তি যাহা হইতে জন্মে, তাহাই পরম-ধর্ম; তাহা দ্বারাই মন প্রসন্নতা লাভ করে।"; "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্। ভা. ১।২।১৩॥—শ্রীহরির তুষ্টিতেই সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত ধর্মের সম্যক্ সিদ্ধি।"—ইত্যাদি।

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধও হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। সেজন্য বৃহদারণ্যক-শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য হইল শ্রীকৃষ্ণের সেবা—প্রাণঢালা সেবা। সেবার তাৎপর্য হইতেছে—সর্বতোভাবে সেব্যের প্রীতি-বিধান। তাই কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনামাত্রই যে ধর্মের অনুষ্ঠানে থাকিবে, তাহাই হইবে জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরম-ধর্ম। যে ধর্মের অনুষ্ঠানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য কোনও বাসনা থাকিবে, তাহা ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু পরম-ধর্ম হইবে না; যেহেতু তাহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী নহে।

সাধারণতঃ দুই রকম ধর্মের কথা শুনা যায়—প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম। আর, চারি রকমের পুরুষার্থের কথাও শুনা যায়—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিন রকম পুরুষার্থের কাম্য হইতেছে—ইহকালের সুখ-সম্পদ এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ-ভোগ। এই ত্রিবর্গ-সাধক ধর্ম হইল প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম। আর, মোক্ষ—তাহার সাধন যে ধর্ম, তাহার লক্ষণও কেবল নিবৃত্তিমাত্র। কিন্তু পরম-ধর্ম হইতেছে প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মের এবং উল্লিখিতরূপ নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মেরও অতীত। পরম-ধর্মে সাধকের নিজের জন্য কিছু চাওয়া—এমন কি মুক্তি পর্যন্ত চাওয়া—হইতে নিবৃত্তি আছে বটে; কিন্তু ইহাই পরম-ধর্মের একমাত্র লক্ষণ নহে, ইহা প্রধান লক্ষণও নহে; প্রধান লক্ষণ হইতেছে—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা; এই বাসনার ফলে এবং এই বাসনার আনুষঙ্গিক ভাবেই নিজের জন্য কিছু চাওয়ার নিবৃত্তি।

অনাদিবহির্মুখতাবশতঃ জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে; মায়ার প্রভাবে তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মিয়াছে, জড় দেহকেই "আমি" বলিয়া জীব মনে করিতেছে। জড়দেহের অভ্যন্তরে যে জড়াতীত চিন্ময় জীবাত্মা আছে—যে জীবাত্মাই বাস্তব "আমি"—সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া সেই সুখ-স্বরূপকে পাওয়ার জন্য তাহার (জীবাত্মার) একটা স্বাভাবিকী চিরন্তনী বাসনা আছে। সেই বাসনা জীবের জড় দেহের জড় ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বিকশিত হয় এবং বিকশিত হওয়ার সময়ে ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়েরই বাসনারূপে প্রতিভাত হয়। তাহা যে সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য জীবাত্মারই বাসনা, দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ মায়ামুগ্ধ জীব তাহা বুঝিতে পারে না, মনে করে—ইহা তাহার দেহের এবং ইন্দ্রিয়েরই সুখ-ভোগের বাসনা। তাই দেহেন্দ্রিয়ের সুখানুসন্ধানে তৎপর হয়। যে সুখ পাওয়া যায়, জড় বলিয়া তাহা জড়াতীত জীবাত্মার সুখ-বাসনা তৃপ্ত করিতে পারে না, তাহাকে বঞ্চনাই করা হয়। ইহাই কৈতব বা আত্মবঞ্চনা।

ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটী বস্তুই কৈতব বা আত্মবঞ্চনা; যেহেতু, এই ত্রিবর্গদ্বারা কেবল দেহেন্দ্রিয়ের সুখই লাভ হইতে পারে। ইহাদের বাস্তব-পুরুষার্থতাও নাই। যেহেতু, মায়ামুগ্ধ জীবও চায়—নিরবচ্ছিন্ন নিত্য সুখ এবং আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি। উক্ত ত্রিবর্গে নিরবচ্ছিন্ন নিত্য সুখও পাওয়া যায় না, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না; জন্ম-মৃত্যুর অবসান ও হয় না।

চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষে আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি আছে, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখও পাওয়া যায়। সুতরাং মোক্ষের পুরুষার্থতা আছে। কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে সেব্য-সেবকত্ব ভাবই স্ফুরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে না বলিয়া জীবের স্বরূপানুবন্ধী ভাবও স্ফুরিত হয় না, কৃষ্ণসেবা-লাভের সম্ভাবনাও চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়া যায়। তাই সাযুজ্যমুক্তিও কৈতব। জীব যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণসেবাই যে তাহার স্বরূপগত ধর্ম—মায়ামুগ্ধতাবশতঃ এই জ্ঞানটী থাকে না বলিয়াই জীব কৈতব-রূপ চতুর্বর্গের দিকে ধাবিত হয়। "অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ চৈ. চ. ১।১।৫০-৫১॥"

আর, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া সাধক বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব পাইয়া থাকেন; এখানে সেব্য-সেবকত্ব-ভাব স্ফুরিত হয়, স্বরূপগত সেবা-বাসনাও কিছু স্ফুরিত হয়; কিন্তু বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য-প্রধান ধাম বলিয়া তত্রত্য পার্ষদগণের মধ্যে ঐশ্বর্য-জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে; তাহাতে সেবা-বাসনার সম্যক্ স্ফুরণ হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধিও জাগ্রত হইতে পারে না; তাই প্রাণ-ঢালা এবং মমতা-বুদ্ধিময়ী প্রেম-সেবা সম্ভব নয়। এজন্য সালোক্যাদিকেও কৈতব বলা হইয়াছে।

এ-সমস্ত কারণেই শ্রীধর-স্বামিপাদাদি টীকাকারগণ "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—যে ধর্মের অনুষ্ঠানে ইহকালের বা পরকালের সুখ-সম্পদের কথা তো দূরে, সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে কোনও এক রকমের মুক্তির বাসনা পর্যন্ত থাকে না, থাকে কেবল কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা, তাহাই পরম ধর্ম।

এই পরম-ধর্মের অনুষ্ঠান যাঁহারা করেন, মুক্তি তো তাঁহারা চাহেনই না, ভগবান্ নিজে উপযাচক হইয়া মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। ভগবান্ কপিল-দেব নিজেই একথা বলিয়াছেন।—"সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভা, ৩।২৯।১৩॥"

ব্রজ হইতেছে মাধুর্যময় ধাম; এই ধামে মাধুর্য এবং ঐশ্বর্যও পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত; কিন্তু ঐশ্বর্য এইস্থানে মাধুর্যের অনুগত, মাধুর্যের দ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্যের সেবা করে। মাধুর্যের প্রভাবে ব্রজের পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বর-বুদ্ধি নাই, তাঁহার ঐশ্বর্য দেখিলেও তাহা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া তাঁহাদের মনে হয় না। নিতান্ত আপনজন-বুদ্ধিতেই তাঁহারা প্রাণঢালা সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেবা-বাসনা, বিকাশের পথে, কোনও কিছুদ্বারাই প্রতিহত হয় না। তাই তাঁহাদের সেবা-বাসনাও পূর্ণতম সার্থকতা লাভ করিতে পারে। এইরূপ সেবা-বাসনাই হইতেছে পরম-ধর্মের লক্ষ্য।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্ভব। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম। এই প্রেম-লাভেই পুরুষার্থের চরম-তম সার্থকতা এবং এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের প্রভাবেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব মাধুর্যঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের আস্বাদও সম্ভব—যে মাধুর্য "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তাঁ-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৮॥" এবং যে মাধুর্যের এমনি আকর্ষণী শক্তি যে, শ্রীকৃষ্ণের "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন॥ চৈ. চ. ২।৮।১১৪॥" এই মাধুর্য্যের আস্বাদ যাঁহারা পায়েন, তাঁহাদের মন অন্যত্র যায় না। তাঁহারাই "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী" হইয়া থাকেন। এজন্যই, যে প্রেমের ফলে এই মাধুর্যানন্দ আস্বাদন করা যায়, সেই প্রেমকে বলে পরম-পুরুষার্থ; ইহা চারি পুরুষার্থের অতীত বলিয়া ইহাকে পঞ্চম পুরুষার্থও বলে। "পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥ চৈ. চ. ১।৭।১৩৭॥ এই ত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৪৬॥"

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তির অনুষ্ঠানই হইতেছে পরম ধর্মের অনুষ্ঠান। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত নববিধা ভক্তিকেই শুদ্ধাভক্তি বলে। "শুদ্ধাভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৪৭॥"

রামানুজ-মধ্বাচার্যাদি আচার্যগণের কেহই শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রোক্ত পরম-ধর্ম প্রচার করেন নাই। পরম-করুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরম-ধর্মের অপর নাম রাগমার্গের ধর্ম বা শুদ্ধাভক্তি।

অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"-ইত্যাদি এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণও এই পরম-ধর্মের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা সূত্রাকারে, ইঙ্গিতে মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরকান্তি কৃষ্ণরূপেই তিনি অতি বিস্তৃতভাবে পরিষ্কাররূপে জীবজগতের সাক্ষাতে এই পরম-ধর্মের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এই পরম-ধর্মের অনুষ্ঠানে প্রাপ্য বস্তুসম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন —"মামেবৈষ্যসি—আমাকেই পাইবে"; কিন্তু এই পাওয়ার তাৎপর্য কি, তৎসম্বন্ধে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে এই বলিতে তিনি রায়রামানন্দের মুখে বিশদ্‌ভাবে তাহা ব্যক্ত করাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার তাৎপর্য হইতেছে প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া, সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা। ভক্তের প্রেমসেবায় শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া পড়েন। মাঠর-শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী।"

কিন্তু প্রেম-বস্তুটীর স্বরূপ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকিলেও তাহার গাঢ়তার তারতম্য হইয়া থাকে; গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে প্রেম অনেক বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে; তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে ভক্তের সেবা এবং শ্রীকৃষ্ণের সুখ এবং প্রেমবশ্যতাও অনেক বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে। প্রেমবশ্যতাই প্রেমের আশ্রয় ভক্তের নিকটে কৃষ্ণের বশ্যতা জন্মায়।

এই ভাবে প্রেম-গাঢ়তার তারতম্যানুসারে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারি রকমের পরিকর-ভক্ত আছেন—দাস, সখা, মাতা-পিতা এবং কান্তা। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও যথাক্রমে দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেম নামে অভিহিত হয়। দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা কান্তাপ্রেমে প্রেমের গাঢ়তার এবং তজ্জনিত শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের মমত্ব-বুদ্ধির, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়কত্বের এবং প্রেমবশ্যতার উৎকর্ষ। সকল ভাবের পরিকর-ভক্তেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে—শ্রীকৃষ্ণ দাস্যভাবের ভক্তদের প্রাণপ্রিয় প্রভু, সখ্যভাবের ভক্তদের অন্তরঙ্গ সখা, পিতা-মাতার সন্তান এবং কান্তাগণের প্রাণ-বল্লভ। তথাপি কিন্তু দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন ভাবের ভক্তের চিত্তে সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুগত; সম্বন্ধের মর্যাদাকে লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদের প্রেমসেবার বাসনা অভিব্যক্তি লাভ করে না। কিন্তু কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহা তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের অনুগত; তাঁহাদের প্রেম তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুগত নয়। তাই তাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবার বাসনা, বিকাশের পথে থাকে সর্বতোভাবে অপ্রতিহত। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীগণ যাহা প্রয়োজন, তাহাই করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন—কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত তাঁহারা বেদধর্ম-কুলধর্ম স্বজন-আর্যপথাদিও ত্যাগ করিয়া থাকেন। এজন্যই কান্তাপ্রেম-সম্বন্ধে রায়-রামানন্দের মুখে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জগতের জীবকে জানাইয়াছেন—"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। চৈ. চ. ২।৮।৬৯॥" কান্তাভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম-সেবাপ্রাপ্তি সম্ভব। কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও সর্বাতিশায়িনী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে অপরিশোধনীয় প্রেমঋণে চিরকালের জন্য আবদ্ধ—একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ভা. ১০।৩২।২২॥ —হে ব্রজসুন্দরীগণ, দুশ্ছেদ্য-গেহশৃঙ্খল সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া তোমরা যে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, তোমাদের এই মিলন—নিরবদ্য—অনিন্দনীয়; (যেহেতু, তোমরা নিজেদের সুখের আশায় আমার সহিত মিলিত হও নাই; সেবাদ্বারা আমার প্রীতি সম্পাদনই তোমাদের এই মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্যে)। এই ভাবে মিলিত হইয়া তোমরা সেবাদ্বারা আমার প্রীতিবিধানরূপ যে সাধুকৃত্য করিয়াছ, ব্রহ্মার সমান আয়ুঃ পাইলেও সেই সাধুকৃত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না; তোমাদের সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান হউক (আমি তোমাদের নিকটে চিরঋণী হইয়াই রহিলাম)।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু প্রাপ্তির আশায় শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহাদের অভীষ্টবস্তু দিয়া দেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সেবার প্রতিদান হইয়া যায়। এইরূপ প্রতিদান যে শ্রীকৃষ্ণ দিয়া থাকেন, অর্জুনের নিকটে তিনি তাহা বলিয়াছেনও—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-ইত্যাদি বাক্যে। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ তো নিজেদের জন্য কিছুই চাহেন না; তাঁহাদের একমাত্র অভীষ্ট হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সুখ। তাঁহাদের অভীষ্ট যদি কৃষ্ণ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে গোপীদিগকে কিছু দেওয়া হইবে না—দেওয়া হইবে তাঁহার নিজেকেই—নিজের সুখ। তাই গোপীদিগের সেবার প্রতিদানের চেষ্টাও কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥ চৈ. চ. ১।৪।১৫১-৫২॥"

রায়রামানন্দের মুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই সকল তথ্য প্রকাশ করাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরভুক্ত দাসগণ, সখাগণ, পিতামাতা এবং কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করাইয়াছেন। প্রভু ইহাও বলিয়াছেন—সাধকের অভিপ্রায়-অনুসারে, এই সমস্ত পরিকরদিগের মধ্যে কোনও একভাবের পরিকরদের আনুগত্যে ভজন করিলে সাধকও যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরভুক্ত হইয়া স্বীয় ভাবানুরূপ-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মামেব এষ্যসি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে তিনি তাহারই বিবৃতি দিয়া গিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিলেই ভজনের জন্য লোভ হওয়া স্বাভাবিক। প্রভু কৃপা করিয়া ভজন-বিষয়ে সাধকের লোভ জাগাইবার চেষ্টাই করিয়াছেন। ইহা তাঁহার করুণার এক বৈশিষ্ট্য।

গীতার মামেবৈষ্যসি-বাক্যের পূর্ণ তাৎপর্য

এ-স্থলে যাহা বলা হইল, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের "মামেব এষ্যসি"-বাক্যের পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশিত হয় নাই। ইহার আরও বিশেষত্ব আছে।

মাধুর্যই ভগবত্তার সার। এই মাধুর্যের সম্যক্ বিকাশ হইতেছে—রসস্বরূপ পরব্রহ্মের, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও মধ্যে। কিন্তু এই মাধুর্যের চরমতম বিকাশ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন্ আবির্ভাবের মধ্যে, তাহা পূর্বে কেহ বিশেষ জানিত না; স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনও স্ফুটরূপে তাহা বলেন নাই। প্রেমের বিষয়-প্রধান বিগ্রহেই এই মাধুর্যের চরমতম বিকাশ, না-কি আশ্রয়-প্রধান বিগ্রহেই চরমতম বিকাশ, তাহা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টরূপে কোথাও বলেন নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপেই তাহা তিনি বলিয়া গিয়াছেন এবং দেখাইয়াও গিয়াছেন। শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেন প্রেমের বিষয়-প্রধান বিগ্রহ; তাঁহার মাধুর্যের চরমতম বিকাশ হইতেছে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদনমোহনরূপে। আর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে তিনি হইতেছেন প্রেমের আশ্রয়-প্রধান বিগ্রহ; এই আশ্রয়-প্রধান বিগ্রহের মাধুর্য—"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপের" মাধুর্য—যে মদনমোহন-রূপের মাধুর্য অপেক্ষাও অধিকতর চমৎকারিত্বময়, অধিকতর আনন্দোন্মাদনাময়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৬।৮-অনু)।

শ্রীকৃষ্ণের "মামেব এষ্যসি"-বাক্যে তাঁহার বিষয়-প্রধান-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই পাওয়া যাইবে, না-কি আশ্রয়-প্রধান-বিগ্রহ শচীনন্দন গৌরসুন্দরকেই পাওয়া যাইবে, না-কি উভয় স্বরূপকেই পাওয়া যাইবে—শ্রীকৃষ্ণ তাহা কিছু বলেন নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—দুই ভাবে। এক—স্বীয় "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" প্রকটিত করিয়া, ভঙ্গীতে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এই স্বরূপের সেবাও সাধক পাইতে পারেন। আবার—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত তাঁহার কলির উপাস্যত্ব-সূচক এবং উপাসনা-সূচক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"-শ্লোকটী একাধিকবার উল্লেখ করিয়া প্রভু কৌশলে ভঙ্গীক্রমে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার গৌর-স্বরূপের সেবাও সাধক পাইতে পারেন। প্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজের উপাস্যত্বের কথা স্পষ্ট কথায় না জানাইয়া ভঙ্গীপূর্বক তাহা জানাইয়াছেন এবং তাঁহার অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দের মুখে "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে যে আমার প্রাণ রে॥"-বাক্যে তাহা স্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন। আর, শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে "কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ"-ইত্যাদি বাক্যে এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উপদেশাদিতে প্রভু ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা-প্রাপ্তির কথা স্পষ্ট কথাতেই উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা এবং গৌরসুন্দরের সেবা—স্বয়ং ভগবানের এই উভয় স্বরূপের সেবাপ্রাপ্তিতেই যে "মামেব এষ্যসি"-বাক্যের সার্থকতা, তাহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়া গিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়ও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" এই উভয় স্বরূপের মাধুর্যের যুগপৎ আস্বাদনেরও যে একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী অতি স্পষ্ট কথায় তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥ চৈ. চ. ২।২৫।২২৯॥" অমৃতের সহিত কর্পূরের মিশ্রণে আস্বাদনের আনন্দোন্মাদনা অত্যন্ত বর্ধিত হয়। শ্রীগৌরলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার মিলনেও এক অনির্বচনীয় আনন্দোন্মাদনার আবির্ভাব হয়। পরম-ধর্মের অনুষ্ঠানে সাধক যে এই অপূর্ব আনন্দোন্মাদনাময় মাধুর্য-প্রাচুর্য আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারেন, তাহাই প্রভু জানাইয়া গেলেন।

পরম-ধর্মের প্রচারে এবং তাহার প্রাপ্য বস্তুর পরিচয়-দানে প্রভুর কৃপার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম-ধর্ম-প্রচারে প্রভুর কৃপার আরও একটী বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা এই।

গত দ্বাপরেও শ্রীকৃষ্ণ পরম-ধর্ম (রাগমার্গের ধর্ম) প্রচারের সঙ্কল্প লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু যে সমস্ত লোক স্বসুখ-বাসনাব্যতীত অপর কিছুই জানে না, মায়ামুগ্ধতাবশতঃ জানিতেও চাহে না, তাহারা হয়তো তাঁহার সঙ্কল্পিত পরম-ধর্মের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিবে না, ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে; এইরূপ আশঙ্কা বশতঃই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব-কাম-বরপ্রদা বহিরঙ্গা মায়াকেও জীব-জগতে প্রকট করাইয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রকটনের অব্যবহিত পূর্বে মায়াকে বলিয়াছিলেন—"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে। প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥ অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকাম-বরেশ্বরীম্। ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥ নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥ কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ। মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥ ভা. ১০।২।৯-১২॥—সমস্ত অংশের সহিত আমি দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব। তুমি নন্দপত্নী যশোদায় জন্মগ্রহণ করিবে। সকাম মনুষ্যগণ ধূপ, উপহার এবং বলি (পূজোপকরণ) দ্বারা সর্বকাম-বরেশ্বরী এবং সর্বকাম-বরপ্রদা তোমার অর্চনা করিবে। নরগণ পৃথিবীতে তোমার—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা ইত্যাদি নামও রাখিবে এবং তোমার স্থানও (অধিষ্ঠান-স্থানও) করিবে।"

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীকৃষ্ণ বহিরঙ্গা মায়াকে তদ্রূপ কোনও আদেশ দেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে—কামনা-বাসনা নিয়া লোক মত্ত থাকুক, তাহার অনাদিবহির্ম্মুখতা চলিতে থাকুক, ইহা পরম-করুণ প্রভুর অভিপ্রেত নয়। প্রভুর প্রকট-কালে সকলেই তো প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন—তাঁহাদের জন্য সর্বকাম-বরপ্রদা মায়াদেবীর কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। প্রভুর অন্তর্ধানের পরবর্তী কালের লোক-গণও যেন কামনা-বাসনা লইয়া মত্ত না হইয়া তাঁহার উপদিষ্ট পরম-ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরম কৃতার্থতা লাভ করে—ইহাই ছিল প্রভুর অভিপ্রায়। লোককে পরম-ধর্ম গ্রহণ করাইবার জন্য প্রভুর এই উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ, তাঁহার করুণার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত করিতেছে।

১৬। প্রেমের লক্ষণ-প্রকাশে করুণার বৈশিষ্ট্য

"অদ্ভুত নিগূঢ়প্রেমের মাধুর্য্যমহিমা। আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥ অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য। ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৬৩-৬৪॥" ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলায় বিলসিত হইয়াছেন। গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত ব্রহ্মশাপে তক্ষক-দংশনে আসন্নমৃত্যু পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় রাজর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণের সাক্ষাতে শ্রীশুকদেবগোস্বামী সেই রাসলীলা বর্ণন করিয়াছেন। পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত এই লীলা করিলেন কেন ? শ্রীশুকদেব উত্তরে বলিলেন—জীবের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত মনোহারিণী লীলা। এই লীলার কথা শুনিয়া লোক যাহাতে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করিয়াছেন। "অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ভা. ১০।৩৩।৩৪ ॥"

যে বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে ব্যক্ত করিলেন, তাহা যে পরম লোভনীয়, তাহা না জানাইলে ভজনের জন্য লোক লুব্ধ হইবে কেন ? সেই লোভনীয় বস্তুটী কি, তাহাই রাসলীলায় তিনি দেখাইয়াছেন। সেই আনন্দঘন, রসঘন-বিগ্রহ, সেই অশেষ-রসামৃত-বারিধির সহিত একান্ত আপন-জন-ভাবে, রসের সমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া, সেই রস-সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমধ্যে তাঁহারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, বাহুতে বাহু জড়াইয়া, তাঁহার সহিত তন্ময়ভাবে খেলা করা—ইহাই লোভের বস্তু। ব্রজে তিনি সেই ভাবে তাঁহার পরিকর-ভক্ত ব্রজসুন্দরীদের সহিত মনোহারিণী খেলা খেলিয়াছেন। সেই খেলা খেলিয়াছেন অবশ্য নিভৃতে, গভীর নিশীথে, নির্জন বনের মধ্যে। যাঁহাদের সহিত তিনি এই খেলা খেলিয়াছেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণ ব্যতীত এবং তিনি নিজে ব্যতীত অপর কেহ এই খেলা দেখে নাই। পরম লোভের বস্তুটী তিনি অপর কাহাকেও দেখাইয়া যায়েন নাই। তবে ব্যাসরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় বহু লোকের সমক্ষে শ্রীশুকদেবের মুখে তাহা প্রচার করাইয়া, জগদ্‌বাসী সকলে যাহাতে তাহা শুনিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া গিয়াছেন—যেন এই লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিয়া তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া লোক "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" যথাযথভাবে তন্মনা, তদ্‌ভক্ত এবং তদ্‌যাজী হইতে পারে। লোভের বস্তুটী শ্রীকৃষ্ণ দেখান নাই ; কেবল তাহার কথা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

যে লোভনীয় বস্তুর কথা শুনাইবার ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণ করিয়া গিয়াছেন, সেই লোভনীয় বস্তুটী হইল বাস্তবিক—প্রেম, শুদ্ধপ্রেম—যাহা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐরূপ খেলা বা লীলা সম্ভব হইতে পারে না। সেই প্রেম যে কত মধুর, তাহার প্রভাব যে কিরূপ অদ্ভুত এবং অনির্বচনীয়, শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ তাহা পরিদৃশ্যমান্‌ভাবে জগতের জীবকে দেখান নাই। গৌরস্বরূপে তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার লীলাতে আনুসঙ্গিকভাবে।

প্রেমবস্তুটী চক্ষুদ্বারা দেখিবার জিনিস নহে। হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলে বাহিরে —দেহে—অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হয়। এই অশ্রু-কম্পাদিদ্বারাই হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব, তাহার মধুরত্ব এবং প্রভাবের কথা জানা যায় ; দেহের উত্তাপাদিদ্বারা যেমন জ্বরের অস্তিত্বের এবং প্রভাবের কথা জানা যায়, তদ্রূপ। প্রেম স্বতঃই মধুর ; "রতিরানন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপৈব" ; যেহেতু, ইহা হ্লাদিনীর বৃত্তি। এই প্রেম যত গাঢ় হয়, তাহার মধুরত্বও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার প্রভাবও ততই তীব্র হইয়া উঠে—তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় অশ্রুকম্পাদির প্রকৃতিদ্বারা।

প্রভাবের দ্বারা কোনও বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে, যে ব্যাপারে প্রভাবের পূর্ণ বিকাশ, তাহার উল্লেখই সমীচীন। বাতাস ক্ষুদ্র লতাকেও কম্পিত করিতে পারে ; কিন্তু তাহাতে বাতাসের প্রভাব বিশেষ জানা যায় না। বাতাস যে বিরাট মহীরুহকেও উৎপাটিত করিতে পারে, তাহা দেখাইলেই বাতাসের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তদ্রূপ, কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশের কি প্রভাব, তাহা দেখাইলেই প্রেমের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই দেখাইয়াছেন।

শ্রীরাধাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ ; এই বিকাশের নাম মাদন—মাদনাখ্য মহাভাব। রাই-কানু-মিলিত-স্বরূপ বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই মাদনের আশ্রয় ; শ্রীরাধার এই মাদনভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদান করিয়া থাকেন। বিরহেও মাধুর্যের আস্বাদন হয়। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে শ্রীরাধার মোহনভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন। মোহনে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাব-সমূহেরও সুদ্দীপ্ত বিকাশ। প্রভু যখন কৃষ্ণবিরহ-কাতরা রাধার ভাবে আবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে পিচ্‌কারীর ধারার ন্যায় তীব্র বেগে এবং প্রচুর-পরিমাণে অশ্রু নির্গত হইত ; প্রেমাবেশে সেই সময় তিনি যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহার অশ্রুধারায় চারিদিকের লোকগণ এমনই সিক্ত হইতেন যে, দেখিলে মনে হইত, তাঁহারা যেন ডুব দিয়া স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। পুলকের উদ্‌গমে রোমকূপসমূহ শিমূলের কাঁটা বা বড় বড় ব্রণের মত হইয়া উঠিত। প্রস্বেদে এমন তীব্রবেগে স্বেদ (ঘর্ম) নির্গত হইত যে, তাহার সঙ্গে রক্তোদ্‌গমও হইত। বৈবর্ণ্যে প্রভুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহও মল্লিকাফুলের ন্যায় সাদা হইয়া যাইত। কম্পে, প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র বেতসীলতার ন্যায় প্রভুর দেহ কম্পিত হইত, তখন তাঁহার দন্তসকলও খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া উঠিত। স্বরভঙ্গে "জগন্নাথ" বলিতে যাইয়া কেবল "জ জ গ গ" বলিতেন ; ইহার বেশী আর কিছু বলিতে পারিতেন না। প্রভু এতই বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি থাকিত না। কখনও বা প্রেমানন্দের আস্বাদন-জনিত আনন্দোন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া সম্বিৎ হারা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন ; তখন শ্বাস-প্রশ্বাস, উদর-স্পন্দন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইত না। প্রেমোদ্‌ভূত নানাবিধ ভাব একসঙ্গে উদিত হইয়া প্রভুর দেহকে যেন সম্যক্‌রূপে বিমর্দিত করিত। "মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন।"

কখনও বা প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি-গ্রন্থি বিতস্তি-পরিমাণ শিথিল হইয়া যাইত, হস্তপদ চর্মের আশ্রয়ে "নড় বড়" করিত, দেহ অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ হইয়া যাইত। সমুদ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবল বন্যা স্বীয় স্রোতোবেগে বড় বড় বৃক্ষাদিকেও যেমন উৎপাটিত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, প্রভুর হৃদয়স্থিত প্রেমের বন্যাও যেন তদ্রূপভাবেই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিকে স্ব স্ব স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্রোতের গতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইত—বন্ধন থাকিত কেবল চর্মের।

আবার কখনও বা প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভুর দেহের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত, প্রভুর দেহ কূর্মাকার ধারণ করিত—সমুদ্রের বন্যা স্বীয় গতি ফিরাইয়া যখন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, তখন যেমন পূর্বে উৎপাটিত বৃক্ষাদিকেও ফিরাইয়া সমুদ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ।

প্রেমের অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের আস্বাদন-জনিত উন্মাদনা এ সমস্ত ভাবেই প্রভুর দেহে প্রকটিত হইয়াছে—গোপনে নহে, বহু লোকের সাক্ষাতে। তাহাতেই প্রেমের অপূর্ব মাধুর্য ও অপূর্ব প্রভাবের কথা লোক সাক্ষাদ্‌ভাবেই জানিতে পারিয়াছে; প্রেমকে যেন পরিদৃশ্যমান ভাবেই দেখিতে পাইয়াছে, তাহার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। প্রভু এই ভাবেই প্রেমরূপ লোভনীয় বস্তুটীকে সাধারণের নয়নের গোচরীভূত করিয়াছেন।

যাহাহউক, উপরে যে প্রেম-বিকারের এবং প্রভুর দেহাদির উপর প্রেমের যে ক্রিয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই রাধাপ্রেমের মহিমা-সূচক। রাধাপ্রেমের এমনই প্রভাব যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর সর্বশক্তিমান্ হইয়াও তাহা সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অস্থি-গ্রন্থির শিথিলতা এবং তজ্জনিত দেহের অস্বাভাবিক দীর্ঘাকৃতি, আর তাঁহার কূর্মাকৃতিই এই প্রেম-প্রভাবের দুর্বারত্বের প্রমাণ। ব্রজলীলাতে শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে যেন পুতুলের মত নাচাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। "না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ চৈ. চ. ১।৪।১০৭-৮॥" ব্রজলীলায় যে রাধাপ্রেম বাহিরে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে পুতুলের মত নাচাইয়া থাকে, গৌরলীলায় তাহা ভিতরে থাকিয়া তাঁহাকে যে অতি উদ্‌ভটরূপে নাচাইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি থাকিতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-দশায় রাধাপ্রেম যে কি এক অনির্বচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। বিরহ-দশায় বাহিরে যেমন প্রাণান্তক দুঃখ, ভিতরে তেমনি অনির্বচনীয় আনন্দ। "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্‌ভুত চরিত॥ এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন॥ চৈ. চ. ২।২।৪৪-৫॥"

এই প্রেমের এমনি যন্ত্রণা যে, নবকালকূটের- বিষের কটুতা-গর্বকেও ইহা খর্ব করিয়া দেয়; আবার ইহার আনন্দধারা অমৃতের মাধুর্যের অহঙ্কারকেও সংকুচিত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেয়। "পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।" মাথুর-বিরহখিন্না শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভু যে আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। "হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্র-নন্দন, কাহাঁ সেই বংশীবদন॥ কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান, কাহাঁ সেই যমুনা-পুলিন। কাহাঁ রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্য গীত হাস, কাহাঁ প্রভু মদনমোহন॥ চৈ. চ. ২।২।৪৮-৯॥" "ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখি-চন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ। ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীব-রক্ষৌষধির্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হা হন্ত বা ধিগ্‌বিধিম্‌॥ চৈ. চ. ৩।১৯।২ শ্লো॥"

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্য, ঔৎসুক্য, রোষ, অমর্ষ প্রভৃতি সঞ্চারিভাবসকল একই সঙ্গে প্রবলতা ধারণ করিয়া প্রভুর দেহকে বিমর্দিত করিত। "মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন। চৈ. চ. ২।২।৫৫॥"

শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দর্শনে শ্রীরাধার যেরূপ দিব্যোন্মাদের উদয় হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও সেইরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন। প্রভু সেই সময়ে যে সকল ভ্রমময়-চেষ্টা এবং প্রলাপময়-বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। এই অবস্থায় প্রভুর দেহ-মনের উপরে রাধাপ্রেমের প্রভাবের যে অদ্ভুত লক্ষণসমূহ প্রকটিত হইয়াছে, মানুষের পক্ষে তাহা কল্পনারও অতীত।

ভাবের আবেশে প্রভু কখনও বা যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রে পতিত হইয়া বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া তরঙ্গদ্বারা বাহিত হইয়া যাইতেন, কখনও বা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া পুষ্পোদ্যানকেই বৃন্দাবন মনে করিয়া—শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে, ব্রজসুন্দরীগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সেই ভাবে —প্রতি বৃক্ষলতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন। কখনও বা চটক-পর্বত-দর্শনে গোবর্ধন-জ্ঞানে উর্ধ্বশ্বাসে সেই দিকে ধাবিত হইতেন, যদিই বা সে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মিলে, এই আশায়; প্রেমজাড্যবশতঃ পথে পড়িয়া যাইতেন, শ্বাস-প্রশ্বাস বা উদরস্পন্দন পর্যন্ত থাকিত না। কখনও বা দূরবর্তী স্থান হইতে কেহ কৃষ্ণবিষয়ক কোনও গান কীর্তন করিলে তাহা শুনিয়া দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানহারা হইয়া সিজের কাঁটার উপর দিয়াও ধাবিত হইতেন, কণ্টকের আঘাতে সমস্ত অঙ্গ রুধিরাক্ত হইয়া যাইত। কখনও বা রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার সহিত মিলনের আশায় গম্ভীরা হইতে বাহির হওয়ার চেষ্টা করিতেন, বাহ্যজ্ঞান থাকিত না বলিয়া দ্বারের সন্ধান না পাইয়া গম্ভীরার দেওয়ালে অনবরত মুখ ঘষিতেন, সমস্ত নাকে-মুখে ক্ষত হইয়া যাইত, তাহা হইতে রক্তধারা বহিয়া যাইত। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের উৎকণ্ঠায় জগন্নাথের সিংহদ্বারে প্রহরীর হাত জড়াইয়া ধরিয়া অত্যন্ত আকুলতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—তুমি কি ভাই আমাকে কৃষ্ণ দেখাইতে পার? কখনও বা জগন্নাথকেই মুরলীবদন-রূপে দর্শন করিতেন, তখন আর সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতেন না; যখন সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতেন, তখন মনে করিতেন, কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন। রথের উপরে জগন্নাথকে দেখিয়া মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রে তাঁহার মিলন হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণকে লইয়া ব্রজে যাইতেছেন। এইভাবে রাধাপ্রেমের অদ্ভুত প্রভাব প্রভুর দেহ-মনের উপরে আত্মপ্রকট করিয়া লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়াছে।

শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার অপর এক বৈচিত্রীর কথা গোদবরীতীরে রায়রামানন্দের মুখে প্রভু প্রকাশ করাইয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়—স্বীয় অসমোর্দ্ধ-বিকাশময় প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধাই হইলেন নিখিল-কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠা; শ্রীকৃষ্ণকে তিনি অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদন করাইতেছেন, স্বীয় প্রাণবল্লভকে কান্তারসের অশেষ-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত স্বীয় অনন্ত কায়ব্যূহ প্রকট করিয়া তিনি অনন্ত কৃষ্ণকান্তারূপে—সখিরূপে—বিরাজিত। স্বীয় প্রেম-প্রভাবে শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী, রাসস্থলীতে শ্রীরাধা না থাকিলে, অপর শতকোটি গোপীর উপস্থিতি-সত্ত্বেও রাসলীলা সম্ভব হইতে পারে না, রাসলীলার বাসনাই শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়; পরম-রস-কদম্বময় রাসরস একমাত্র শ্রীরাধার সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী প্রেমের প্রভাবেই উচ্ছ্বসিত ও উৎসারিত হইতে পারে। শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন—রসস্বরূপ। শ্রীরাধার প্রেমের অপূর্ব মহিমাতেই শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত, এই প্রেমের প্রভাবেই প্রেম-বিলাসবিবর্ত এবং তাহাতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরৈক্য। শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি।

রাধাভাবের আবেশ-জনিত প্রলাপ-বচনে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাপ্রেমের স্বরূপ এবং কামগন্ধ-লেশশূন্যতাও জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার কথায় তিনি বলিয়াছেন—"সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। তা-সভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট, অন্য নারীগণে করি সাথ। মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥ না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥ চৈ. চ. ৩।২০।৪০-৪৩॥"

শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমও এইরূপই পরম-বিশুদ্ধ, কামগন্ধ-লেশশূন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ না হইলে জগতের জীব ব্রজপ্রেমের এই অপূর্ব স্বরূপের কথা, রাধাপ্রেমের অপূর্ব মহিমার কথা, কিছুই জানিতে পারিত না। তাহাই পদকর্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাহিয়া গিয়াছেন—"যদি গৌর না হৈত, কেমন হইত কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা জগতে জানাত' কে॥ মধুর বৃন্দাবিপিন-মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। বরজ যুবতী ভাবের আরতি শকতি হইত কার॥ গাও গাও সবে গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন। এ ভব সংসারে এমন দয়াল আর নাহি কোন জন॥ গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেল গলিয়া কেমনে সেধেছে বিধি। বাসুদেব-হিয়া পাষাণে মিশিয়া গড়েছে বা কোন বিধি॥—বাসুদেব ঘোষ॥" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন—"অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা। আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥ অদ্‌ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্‌ভুত বদান্য। ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি অন্য॥ সর্ব্বভাবে ভজ লোক চৈতন্যচরণ। যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত ধন॥ চৈ. চ. ৩।১৭।৬৩-৬৫ ॥"

ভজনীয় গুণের মধ্যে করুণাই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মত করুণার বিকাশ অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হয় না। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই ভজনীয় গুণের নিধি। জয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

১৭। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামীর প্রসঙ্গে করুণার বৈশিষ্ট্য

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন ছিলেন দুই সহোদর—শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ। তাঁহারা উভয়েই গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের অধীনে চাকুরী করিতেন; শ্রীসনাতন ছিলেন সাকরমল্লিক—প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রীরূপ ছিলেন দবীরখাস—গৌড়েশ্বরের নিজস্ব সচিব (প্রাইভেট সেক্রেটারী)। বাঙ্গালার তৎকালীন রাজধানী গৌড়ের নিকটে রামকেলি-গ্রামে তাঁহাদের মনোরম বাসস্থান ছিল।

ক। রামকেলিতে

দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে বৃন্দাবন-গমনের ছল করিয়া মহাপ্রভু একবার নীলাচল হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন; তখন তিনি রামকেলিতেও গিয়াছিলেন। প্রভু যেখানেই যাইতেন, সেখানেই তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত বহুলোক সমবেত হইতেন; যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারাই ঘর-বাড়ীর কথা সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া প্রভুর সঙ্গেই থাকিতেন। এইরূপে প্রভুর সঙ্গে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ এ-সব কথা শুনিয়া প্রভুর সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর পাঠাইলেন। প্রথম গুপ্তচর ছিলেন এক হিন্দু রাজপুত—কেশব ছত্রী। যবন-রাজের উৎপীড়ন আশঙ্কা করিয়া প্রভুর মহিমা গোপন করিয়া তিনি মহাপ্রভু-সম্বন্ধে গৌড়েশ্বরকে বলিলেন—"ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন। তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন॥ যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি। তাঁর হিংসায় লাভ নাই, হয় আরো হানি॥ চৈ. চ. ২।১।১৬২-৬৩ ॥" ছত্রীর কথায় গৌড়েশ্বরের বোধ হয় প্রত্যয় হইল না; তিনি নিভৃতে দবীরখাসকে (শ্রীরূপকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। দবীরখাস প্রভুর মহিমা গোপন না করিয়া গৌড়েশ্বরকে বলিলেন—"যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া॥ তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে—কার্য্যসিদ্ধি হয়। ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥ মোরে কেনে পুছ তুমি, পুছ আপন মন। তুমি নরাধিপ হও—বিষ্ণু-অংশ-সম॥ তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান? তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত প্রমাণ॥ রাজা কহে—শুন মোর মনে যেই লয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহো, নাহিক সংশয়॥ চৈ. চ. ২।১।১৬৬-৭০॥" প্রভুর প্রভাবের কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন —"বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়। সেই ত গোসাঞি—ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ চৈ. চ. ২।১।১৫৯॥" ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; কাহাকেও টাকা-পয়সাও দিতে পারেন না, আহারও দিতে পারেন না; অথচ তাঁহার নামে অসংখ্য লোক আকৃষ্ট হয়। "সাক্ষাৎ গোসাঞ্চা (স্বয়ংভগবান্)" ব্যতীত অপর কাহারও এতাদৃশী সর্ববিস্মারণী এবং চিত্তাকর্ষণী শক্তি থাকিতে পারে না। এ-সমস্ত ভাবিয়া গৌড়েশ্বর আদেশ দিয়াছিলেন—"কাজী যবন! ইহার না করিহ হিংসন। আপন ইচ্ছায় বুলুন—যাহাঁ উঁহার মন॥ চৈ. চ. ২।১।১৬০॥"

দবীরখাস গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে "ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া। প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥ অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে। প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে॥ তাঁরা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে। রূপ-সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥ চৈ. চ. ২।১।১৭২-৭৪॥" অনুমতি পাইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন—"দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া। গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল। প্রভু কহে—উঠ উঠ, হইল মঙ্গল॥ উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি। দৈন্য করি স্তুতি করে যোড় হাত করি॥—জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। পতিত-পাবন জয় জয় মহাশয়॥ নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥ পতিত-পাবন হেতু তোমার অবতার। আমি বহি পতিত জগতে নাহি আর॥ জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার। তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥ * * জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে। অধম পতিত পাপী আমি দুইজনে॥ ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছ সেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম। গোব্রাহ্মণদ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ মোর কর্ম্ম মোর হাথে গলায় বান্ধিয়া। কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥ আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে। পতিত-পাবন তুমি—সবে তোমা বিনে॥ আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও স্ববল। পতিত-পাবন-নাম তবে সে সফল॥ সত্য এক বাত কহোঁ—শুন দয়াময়। মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥ মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল। অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল॥ আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাও ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥ বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে। তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে॥ চৈ. চ. ২।১।১৭৫-৯৩॥"

রূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি শুনিয়া "প্রভু কহে—শুন রূপ দবীরখাস! তুমি দুই ভাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোর পুরাতন দাস। আজি হৈতে দোঁহার নাম—রূপ সনাতন। দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥ দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বার বার। সেই পত্রীদ্বারে জানি তোমার ব্যবহার॥ তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্রীদ্বারে। তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক পাঠাইল তোমারে॥ চৈ. চ. ২।১।১৯৪-৯৭॥"

নিজেদের অবস্থা জানাইয়া, নিজেদের কর্তব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন মহাপ্রভুর নিকটে বার বার পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের উত্তরে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে যে শিক্ষা-শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতেছে এই :—"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ-কর্ম্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ-রসায়নম্॥ চৈ. চ. ২।১।১৩-ধৃতশ্লোক॥—পরপুরুষে আসক্তা কুলনারী বহুবিধ গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও পূর্বাস্বাদিত পরপুরুষের সহিত নবসঙ্গমসুখ মনে মনে আস্বাদন করিয়া থাকে।"

উত্তর-শ্লোক হইতে বুঝা যায়, রূপ-সনাতন প্রভুর নিকটে লিখিয়াছিলেন—"আমরা বিষয়ী লোক, রাজকর্মচারী ; আমাদিগকে রাজকার্য করিতে হয় ; আমাদের কি কর্তব্য ?" ইহার উত্তরেই প্রভু উক্ত শ্লোকটী তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। শ্লোকোক্তির ধ্বনি হইতেছে এই —"রাজকার্য কর ; কিন্তু মনটী সর্বদা শ্রীকৃষ্ণচরণে রাখিবে।"

প্রভু রূপ-সনাতনকে বলিলেন—"গৌড়-নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন। তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥ এই মোর মনের কথা কেহো নাহি জানে। সভে বোলে—কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে? ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে। ঘর যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে। জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার॥ এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাথে। দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে॥ দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে—। সভে কৃপা করি উদ্ধারহ দুই জনে॥ চৈ. চ. ২।১।১৯৮-২০৩॥" পরম-করুণ মহাপ্রভু রূপ-সনাতনকে নিজেও কৃপা করিলেন, আবার ভক্তগণের নিকটেও তাঁহাদের জন্য কৃপা প্রার্থনা করিলেন। "সভার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই। সভে বোলে—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি॥ চৈ. চ. ২।১।২০৬॥"

"সভাপাশ আজ্ঞা লঞা চলন-সময়" শ্রীসনাতন অতি বিনীতভাবে প্রভুর চরণে জানাইলেন —"ইহাঁ হৈতে চল প্রভু। ইহাঁ নাহি কাজ। যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥ তথাপি যবন জাতি, না করি প্রতীতি। তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট—ভাল নহে রীতি॥ যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন-যাত্রার এই নহে পরিপাটী॥ চৈ. চ. ২।১।২০৮-১০॥"

পরের দিনই প্রভু রামকেলি ত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে "কানাইর নাটশালায়"[১]

১। কানাইর নাটশালা—রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী একটী স্থান। জনশ্রুতি আছে, দিনাজপুরে বাণ-রাজার বাড়ী ছিল। বাণরাজার কন্যা উষার হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন। মহাপ্রভুর সময়েও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলেন। রাত্রিতে সনাতনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। "'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে'— কৈল সনাতন ॥ মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে। কিছু সুখ না পাইব, হবে রসভঙ্গে॥ একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন। তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥ এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি। 'নীলাচলে যাব' বলি চলিলা গৌরহরি ॥ চৈ. চ. ২।১।২১৪-১৭॥" নীলাচল হইতে একাকী, কিম্বা সঙ্গে মাত্র একজনকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন-গমনের সঙ্কল্প করিয়া প্রভু কানাইর নাটশালা হইতে শান্তিপুর হইয়া নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন।

খ। বিষয়ত্যাগ-প্রসঙ্গ

প্রভুর নিকট হইতে ঘরে আসিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বিষয় (রাজকার্য) পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প করিলেন এবং কিরূপে রাজকার্য ত্যাগ করিবেন, তাহাও স্থির করিলেন।

তাঁহারা "বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥ কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ। অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ চৈ. চ. ২।১৯।৩-৪॥" দীক্ষা-মন্ত্রেরই পুরশ্চরণ হয়। রূপ-সনাতন পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, শ্রীচৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহারা উভয়েই কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইলেন।

পুরশ্চরণের পরে "শ্রীরূপগোসাঞি তবে নৌকাতে করিয়া। আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধধনে। এক চৌঠি ধন দিল কুটম্বভরণে॥ দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল। ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল॥ গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে। সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদীঘরে॥ চৈ. চ. ২।১৯।৫-৮॥"

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের এক কনিষ্ঠ সহোদর—নাম অনুপমবল্লভও রামকেলিতে থাকিতেন; অনুপমও গৌড়েশ্বরের অধীনে কার্য করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই অনুপমেরই পুত্র। ভক্তিরত্নাকর বলেন, মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন "শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে একথা শুনিল॥ (ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ। ৪৫ পৃঃ। বহরমপুর-সংস্করণ॥)।" শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন—"পূর্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে। কথ চন্দ্রদ্বীপে, কথ ফতেয়াবাদেতে॥ শ্রীরূপ বল্লভসহ নৌকাতে চড়িয়া। বহু ধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া॥ ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গ ॥ ৪৬ পৃঃ॥" এ-সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয়, শ্রীরূপের রামকেলি-ত্যাগের পর, সে-স্থলে শ্রীসনাতনই একাকী ছিলেন, তাঁহাদের আত্মীয়-পরিজন আর কেহ ছিলেন না। যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে এবং বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপেও (বাখরগঞ্জে—বরিশালে) তাঁহাদের বাড়ী ছিল।

মহাপ্রভু যে কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং নীলাচল হইতে

এই সকল চিহ্ন কিছু কিছু বর্তমান ছিল। প্রভু সে-সমস্ত দর্শন করিয়াছেন। (শ্রীল মাখনলাল ভাগবতভূষণ কৃত চৈ. চ. টীকা)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনপথে বৃন্দাবনে যাইবেন, শ্রীরূপ তাহা শুনিয়াছিলেন। দেশে আসিয়া তিনি এইরূপ নির্দেশ দিয়া দুইজন লোককে নীলাচলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, "প্রভু যবে বৃন্দাবনে করেন গমন॥ শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার। শুনিঞা তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥ চৈ. চ. ২।১৯।১০-১১ ॥"

এই দিকে রামকেলিতে শ্রীল সনাতন মনে মনে ভাবিতেছেন—"রাজা মোরে প্রীতি করে—সে মোর বন্ধন॥ কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়। তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥ অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে। রাজকার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে॥ লোভ কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে। আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা। ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥ চৈ. চ. ২।১৯।১২-১৬॥"

সনাতনের অসুস্থতার কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহার নিকটে রাজবৈদ্য পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য সনাতনকে দেখিয়া গৌড়েশ্বরের নিকটে গিয়া জানাইলেন, সনাতনের "ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিল।" তখন গৌড়েশ্বর নিজে একজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া একদিন—"আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন॥ পাৎশা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা। সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৭-১৮॥" গৌড়েশ্বর সনাতনকে বলিলেন—"রাজবৈদ্য বলিলেন, তোমার কোনও ব্যাধি নাই। 'আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা। কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥ মোর যত কাজ কাম সব কৈলে নাশ। কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ॥ সনাতন কহে—নহে আমা হৈতে কাম। আর একজন দিয়া কর সমাধান॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৭-২২॥" শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সনাতনকে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু সনাতন তাঁহার সঙ্কল্পে অচল, অটল। রাজা "পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা॥ চৈ. চ. ২।১৯।২৬॥" পরবর্তী বিবরণ হইতে বুঝা যায়, রাজা সনাতনকে তাঁহার নিজের গৃহে অন্তরীন করিয়াই রাখিয়াছিলেন।

এই সময়ে উড়িষ্যারাজের সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ বাধিল। হুসেনসাহকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। যাওয়ার পূর্বে তিনি আর একবার সনাতনের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"তুমি চল মোর সাথে॥ তেঁহো কহে—যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে। মোর শক্তি নাহি, তোমার সঙ্গে যাইতে॥ চৈ. চ. ২।১৯।২৭-২৮॥" এবার রাজা সনাতনকে কারারুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে গেলেন।

গ। প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন এবং প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবন-গমন

এই দিকে, শ্রীরূপ যে দুইজন লোককে নীলাচলে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার কথা জানাইলেন। শুনিয়া শ্রীরূপ কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে প্রভুর চরণ দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং এক পত্রদ্বারা সনাতনকে জানাইলেন—"বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্য গোসাঞি॥ আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলিতে। তুমি যৈছে-তৈছে ছুটি আইস তাহাঁ হৈতে॥ দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে। তাহা দিয়া শীঘ্র তুমি কর আত্মবিমোচনে॥ যৈছে-তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন। এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥ চৈ. চ. ২।১৯।৩১-৩৪॥”

শ্রীরূপ ও অনুপম চলিতে চলিতে যখন প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন লোক-পরম্পরা শুনিতে পাইলেন, বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু প্রয়াগে আসিয়াছেন। প্রয়াগে প্রভু তাঁহার পূর্বপরিচিত এক দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম সে-স্থানে গিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুর বাসস্থানের নিকটে একস্থানে দুই ভাই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

গঙ্গার যে তীরে প্রয়াগ, তাহার অপর তীরে আড়েল গ্রামে তখন বল্লভ-ভট্ট (পরবর্তীকালের বল্লভাচার্য) বাস করিতেন। বল্লভ-ভট্ট অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা-সহকারে প্রভুকে এক দিন নিজের গৃহে নিয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। প্রভুর সঙ্গে শ্রীরূপ এবং শ্রীঅনুপমও ভট্ট-গৃহে গিয়াছিলেন।

ইহার পরে প্রয়াগে “লোকভিড়-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা। রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥ কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব প্রান্ত। সব শিক্ষাইল প্রভু-ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥ রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥ শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা। সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা॥ শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিল। প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল॥ চৈ. চ. ২।১৯।১০৪-৮॥”

দশদিন পর্যন্ত প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন; তাহার পরে প্রভু বারাণসীতে চলিয়া আসিলেন। প্রভুর বারাণসী-যাত্রাকালে শ্রীরূপ প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—“আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে। সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে॥ প্রভু কহে—তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন। নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া। আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥ তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা। মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহো তাহাঞি পড়িলা॥ দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা। তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৯৭-২০১॥” [১৭।৬৮ ছ (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

ঘ। বৃন্দাবনে শ্রীরূপগোস্বামী

প্রভুর আদেশে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী অনুপমকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। মথুরায় উপনীত হইলে ধ্রুবঘাটে সুবুদ্ধিরায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে-স্থলে সুবুদ্ধি রায় “রূপগোসাঞি আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈল। আপন সঙ্গে লঞা দ্বাদশ বন করাইল॥ মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে। শীঘ্র চলি আইল সনাতনানুসন্ধানে॥ গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগেরে গেলা। ইহা শুনি দুই ভাই সেই পথে চলিলা॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৫৯-৬১॥”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবুদ্ধিরায়ের প্রসঙ্গ

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে সুবুদ্ধিরায়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইতেছে। সুবুদ্ধিরায় পূর্ব্বে গৌড়-অধিকারী ছিলেন; তখন হুসেন সাহ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেন। "পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড়-অধিকারী। হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকুরী॥ দীঘী খোদাইতে তারে মনসাব কৈল। ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥ পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল। সুবুদ্ধিরায়েরে তেঁহো বহু বাঢ়াইল॥ তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে। সুবুদ্ধিরায়ে মারিবারে কহে রাজাস্থানে॥ রাজা কহে—আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা। তাহারে মারিব আমি নহে ভাল কথা॥ স্ত্রী কহে—জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে। রাজা কহে—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে॥ স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িল। করোয়ার পানী তার মুখে দেওয়াইল॥ তবে সুবুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাইয়া। বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥ প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে। তাঁরা কহেন—তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে॥ কেহো কহে—এই নহে, অল্প দোষ হয়।* শুনিঞা রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৪০-৪৯॥"

এমন সময়ে বৃন্দাবন-গমনের পথে মহাপ্রভু বারাণসী আসিলে সুবুদ্ধিরায় প্রভুর নিকটে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাঁহার বিবরণ শুনিয়া—"প্রভু কহে—ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন॥ এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে। আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৫১-৫২॥" এ-স্থলে প্রভু যে নামাভাসের কথা বলিলেন, তাহা অজামিলের ন্যায়, পারিভাষিক নামাভাস নহে; কেন না, এ-স্থলে "অন্যসঙ্কেতের" প্রসঙ্গ নাই। ইহা হইতেছে নামের ঈষদুন্মেষ—নামগ্রহণের সঙ্কল্পে নামের স্মৃতি। পূর্ববর্তী ১৫।৭-ক(২)-অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর আদেশ পাইয়া সুবুদ্ধিরায় বৃন্দাবনের দিকে চলিলেন; তিনি প্রয়াগ ও অযোধ্যা হইয়া নৈমিষারণ্যে আসিয়া সে-স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন, তাহার পরে মথুরায় আসিলেন। মথুরায় আসিয়া শুনিলেন, ইতিমধ্যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

প্রভুর কৃপায় সুবুদ্ধিরায়ের যে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাহার একটু পরিচয় দিয়াছেন। "রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে। পাঁচ ছয় পৈছা পায় একেক বোঝাতে॥ আপনে রহে এক পৈছার চানা চাবানা খাইয়া। আর পৈছা বানিয়া

* অল্পদোষ—সুবুদ্ধিরায় নিজে ইচ্ছা করিয়া যবনস্পৃষ্ট করোয়ার জল পান করেন নাই; জোর করিয়া তাঁহার মুখে করোয়ার জল দেওয়া হইয়াছিল। এজন্যই বোধ হয় "অল্পদোষ" বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানে রাখেন ধরিয়া॥ দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন। গৌড়ীয়া আইলে দধিভাত তৈল-মর্দ্দন॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৫৬-৫৮॥" শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন সুবুদ্ধিরায় তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ঙ। সনাতনের কারামুক্তি ও বারাণসীগমন

এই দিকে, শ্রীরূপের পত্র পাইয়া সনাতন আনন্দিত হইলেন। মিষ্টবাক্যে এবং অর্থ-দ্বারা যবন কারারক্ষীকে বাধ্য করিলেন। কারারক্ষক সনাতনের হাতে-পায়ের বেড়ী কাটিয়া রাত্রিকালে তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। "লোভ হৈল যবনের মুদ্রা দেখিয়া। রাত্র্যে গঙ্গা পার হৈল দাড়ুকা কাটিয়া॥ চৈ. চ. ২।২০।14॥" ধরা পড়িবার ভয়ে সনাতন প্রসিদ্ধ রাজপথে চলিলেন না, দিবারাত্রি উপপথে চলিয়া চলিয়া পাতড়া-পর্বতে আসিলেন; * সনাতনের সঙ্গে ঈশান-নামে তাঁহার এক ভৃত্যও ছিলেন। পাতড়া-পর্বত অতিক্রম করিলেই সনাতন নিরাপদ হইতে পারেন; কিন্তু পাতড়া-পর্বতে দস্যু-তস্করের এবং প্রাণহানির ভয়ও আছে; সেই জন্য সনাতন একাকী সেই পর্বত অতিক্রম করিতে সাহসী হইলেন না। সেস্থানে এক ভূমিক ছিলেন; ভূমিকের সহায়তায় নির্বিঘ্নে পর্বত পার হইতে পারিবেন মনে করিয়া সনাতন ভূমিকের নিকটে উপনীত হইয়া "পর্ব্বত পার কর মোরে বিনতি করিলা। সেই ভূঞা সঙ্গে হয় হাথগণিতা। ভূঞা-কাণে কহে সেই জানি এক কথা—॥ ইঁহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়। শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়॥ রাত্র্যে পর্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া। ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥ চৈ. চ. ২।২০।১৬-১৯॥" ভৌমিক সনাতনের রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। সনাতন দুই দিনের উপবাসী। স্নান করিয়া রন্ধন ভোজন করিলেন; পরে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"ভৌমিক আমাকে এত সম্মান করিতেছেন কেন? আমার সঙ্গে ত টাকা-পয়সা নাই; তবে কি ঈশানের নিকটে কিছু আছে?" ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলে ঈশান বলিল—"মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥" শুনিয়া সনাতন ঈশানকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম॥" ঈশানের নিকট হইতে সাতটি মোহর লইয়া সনাতন ভৌমিকের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার। ইহা লঞা ধর্ম দেখি কর মোরে পার॥ রাজবন্দী আমি—গড়িদ্বার যাইতে না পারি। পুণ্য হবে, পর্বত আমা দেহ পার করি॥ ভূঞা হাসি কহে—আমি জানিয়াছি পহিলে। অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে॥ তোমা মারি মোহর আমি লইতাম রাত্র্যে। ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলুঁ পাপ হৈতে॥ সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব। পুণ্য লাগি পর্বত তোমা পার করি দিব॥ গোসাঞি কহে—কেহো দ্রব্য লইবে আমা-মারি। আমার প্রাণরক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥ তবে গোসাঞির সঙ্গে ভূঞা চারি পাইক দিল। রাত্র্যে রাত্র্যে বনপথে

* পাতড়া পর্বত সম্ভবতঃ রাজমহল-পর্বত-শ্রেণীর অন্তর্গত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্ব্বত পার কৈল॥ চৈ. চ. ২।২০।২৬-৩২॥” পর্বত পার হইয়া সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহার নিকটে আরও একটী মোহর আছে। শুনিয়া “গোসাঞি কহে— মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥ চৈ. চ. ২।২০।৩৪॥

সনাতন নির্ভয়ে একাকী চলিতে লাগিলেন—“হাতে করোয়া, ছিঁড়া কন্থা, নির্ভয় হইলা॥ চলি চলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।[১] সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে॥ চৈ. চ. ২।২০।৩৫-৩৭॥”

হাজিপুরে সনাতনের এক ভগিনীপতি থাকিতেন– নাম শ্রীকান্ত। তিনিও রাজকর্মচারী ছিলেন; তাঁহার কাজ ছিল—ভাল ভাল ঘোড়া কিনিয়া পাৎশার নিকটে প্রেরণ। উচ্চ টুঙ্গী হইতে তিনি সনাতনকে দেখিলেন এবং রাত্রিতে একজন লোককে সঙ্গে করিয়া সনাতনের নিকটে আসিয়া সনাতনের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। সনাতন অনেকদিন কারাগারে ছিলেন; তাঁহার পরিধানে মলিন বসন; ক্ষৌরকর্মের অভাবে মুখও গোঁফ-দাড়িতে ভরা। শ্রীকান্ত তাঁহাকে বলিলেন—“দিন দুই রহ এই স্থানে। ভদ্র কর,[২] ছাড় এই মলিন বসনে॥ গোসাঞি কহে—এক ক্ষণ ইহাঁ না রহিব। গঙ্গা পার করি দেহ, এক্ষণি বলিব॥ যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল। গঙ্গা পার করি দিল গোসাঞি চলিল॥ চৈ. চ. ২।২০।৪১-৪৩॥”

সনাতন চলিতে চলিতে বারাণসী আসিয়া উপনীত হইলেন এবং লোকপরম্পরা জানিতে পারিলেন, বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু বারাণসীতে আসিয়াছেন এবং চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আনন্দিতচিত্তে সনাতন চন্দ্রশেখরের দ্বারে আসিয়া বসিলেন।

প্রভু ছিলেন তখন চন্দ্রশেখরের বাড়ীর মধ্যে (চন্দ্রশেখরের গৃহে কোনও স্ত্রীলোক ছিলেন না); সর্বজ্ঞ প্রভু সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন “দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।” চন্দ্রশেখর বাহির হইয়া দেখিলেন, দ্বারে কোনও বৈষ্ণব নাই এবং প্রভুকে গিয়া বলিলেন—“প্রভু, দ্বারে কোনও বৈষ্ণব নাই।” প্রভু বলিলেন—“দ্বারে কোনও লোক আছে কি ?” চন্দ্রশেখর বলিলেন—“এক দরবেশ আছে দ্বারে।” সনাতনের গোঁফ-দাঁড়ি, মলিন বসন, করোয়া এবং ভোটকম্বল দেখিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহাকেই দরবেশ (মুসলমান ফকির) মনে করিয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন—“সেই দরবেশকেই আন।” চন্দ্রশেখর পুনরায় দ্বারে আসিয়া বলিলেন—“প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ। শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ॥ তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা। তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন। ‘মোরে না ছুঁইহ’ কহে গদ্‌গদ বচন॥ দুই জনে গলাগলি রোদন অপার। দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥ তবে প্রভু

১। হাজিপুর বোধ হয় মজফরপুর জেলায়। ২। ভদ্র কর—ক্ষৌরকর্ম করাহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর হাথ ধরি লঞা গেলা। পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা॥ শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সমার্জ্জন। তেঁহো কহে—মোরে প্রভু! না কর স্পর্শন॥ প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি, পবিত্র হইতে। ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥ তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল এই—শাস্ত্রনিরূপণ॥ এত কহি কহে প্রভু—শুন সনাতন। কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত-পাবন॥ মহা রৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার। কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥ সনাতন কহে—কৃষ্ণ আমি নাহি জানি। আমার উদ্ধার হেতু তোমার কৃপা মানি॥ চৈ. চ. ২।২০।৪৬-৫৯॥"

সনাতন কিরূপে কারাগার হইতে উদ্ধার পাইলেন, প্রভুর চরণে তাহা নিবেদন করিলেন। রূপ ও অনুপম যে প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবন গিয়াছেন, প্রভুও তাহা সনাতনকে জানাইলেন। প্রভুর আদেশে সনাতন তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত হইলেন। তাহার পরে "প্রভু কহে—ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন॥ চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া। এই বেশ দূর কর যাহ ইঁহা লৈয়া॥ ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল। শেখর আনিয়া তারে নূতন বস্ত্র দিল॥ সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার। শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥ মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে। সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্র-ঘরে॥ পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা। সনাতনে ভিক্ষা দেহ—মিশ্রেরে কহিলা॥ মিশ্র কহে—সনাতনের কৃত্য কিছু আছে। তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে॥ ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল। মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥ মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন। বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন॥ মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন। নিজ-পরিধান এক দেহ পুরাতন॥ তবে মিশ্র পুরাতন এক ধূতি দিল। তেঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল॥ চৈ. চ. ২।২০।৬৩-৭৩॥"

মহাপ্রভু মহারাষ্ট্রী বিপ্রের সহিত সনাতনের মিলন করাইলেন। সেই বিপ্র সনাতনকে "মহা নিমন্ত্রণ" করিলেন। "সনাতন! তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে। তাবৎ আমার গৃহে ভিক্ষা যে করিবে॥ সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব। ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্রে ভিক্ষা লব? সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার। ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার॥ চৈ. চ. ২।২০।৭৫-৭৭॥"

সনাতন বুঝিলেন, তাঁহার ভোটকম্বল প্রভু পছন্দ করিতেছেন না; তিনি ভোটকম্বল-ত্যাগের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন "এক গৌড়ীয়া কান্থা ধূঞা দিয়াছে শুকাইতে॥ তাঁরে কহে—আরে ভাই কর উপকারে। এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে॥ সেই কহে—হাস্য কর প্রামাণিক হঞা? বহুমূল্য ভোট দিবে কেন কাঁথা লঞা? তেঁহো কহে—হাস্য নহে কহি সত্য বাণী। ভোট লেহ তুমি মোরে দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁথাখানি ॥ এত বলি কাঁথা লইল, ভোট তারে দিয়া। গোসাঞিির স্থানে আইল কাঁথা গলে দিয়া ॥ প্রভু কহে—তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল। প্রভুপদে সব কথা গোসাঞিি কহিল ॥ প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার। বিষয়ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ। রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী-গ্রাস। ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥ গোসাঞিি কহে—যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ। তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥ চৈ. চ. ২।২০।৭৯-৮৮ ॥"

মহাপ্রভুর কৃপায় সনাতনের বিষয়-বাসনা সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়াছে, দেহাবেশ দূরীভূত হইয়াছে। রাজমন্ত্রী সনাতন; বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার পরিধানে আজ পুরাতন বস্ত্রখণ্ডের কৌপীন-বহির্ব্বাস। মুখে মাধুকরী গ্রাস ॥

চ। সনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা

জগতের জীবের জন্য সনাতনের দ্বারা প্রভু অনেক কাজ করাইবেন। সনাতনের বৈরাগ্যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁহার প্রতি তদনুরূপ কৃপাও প্রকাশ করিলেন। প্রভুর কৃপায় এবং প্রেরণায় সনাতন প্রভুকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন বলিলেন—"কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য আমার' ॥ কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয় ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি ॥ প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়। সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—জান তত্ত্বভাব। জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে—সাধুর স্বভাব ॥ যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে। ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥ চৈ. চ. ২।২০।৯৫-১০০ ॥"

সনাতনের প্রশ্ন-কয়টি ছিল এই ঃ—আমি কে? অর্থাৎ জীবের তত্ত্ব বা স্বরূপ কি? আমার অর্থাৎ জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা কেন? কিরূপে জীবের কল্যাণ হইতে পারে? সাধ্য-সাধন-তত্ত্বই বা কি?

মহাপ্রভু দুই মাস ধরিয়া সনাতনের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছেন। জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভু বলিলেন—জীব হইতেছে স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস; কেননা, জীব হইতেছে কৃষ্ণের তটস্থ-শক্তি—চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ; শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বলিয়া জীব হইতেছে কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। জীব স্বরূপে অণু। "সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালা-চয় ॥ চৈ. চ. ২।২০।১০১-২ ॥"

জীবের ত্রিতাপজ্বালা-সম্বন্ধে প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন নদীতে চুবায়॥ চৈ. চ. ২।২০।১০৪-৫॥" অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিস্মৃতি এবং অনাদি-বহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হইয়া জীব ত্রিতাপজ্বালা—সংসার-দুঃখ—ভোগ করিতেছে।

কিসে জীবের কল্যাণ হইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলিয়াছেন—"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ চৈ. চ. ২।২০।১০৬॥" "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ চৈ. চ. ২।২২।১৮॥" কিরূপে কৃষ্ণভজন করিতে হইবে, মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে তাহাও বিস্তৃতভাবে বলিয়া গিয়াছেন—সালোক্যাদি-চতুর্বিধামুক্তিকামীদের পক্ষে বিধিভক্তি, ব্রজে প্রেমসেবাকামীদের পক্ষে রাগানুগাভক্তির তথ্য বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

উল্লিখিত তথ্যগুলি পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধ্যতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি-প্রদর্শনপূর্বক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অল্পকথায় বলিতে গেলে, মহাপ্রভু সর্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তিনটী তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন—সম্বন্ধতত্ত্ব (শ্রীকৃষ্ণ), অভিধেয়তত্ত্ব (সাধনভক্তি) এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব (কৃষ্ণপ্রেম)।

মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে—গোলোকের স্থিতি, মৌষললীলা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, মহিষীহরণ, কেশাবতার প্রভৃতি প্রসঙ্গ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্তও প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারাম"-শ্লোকের একষষ্টিরকম অর্থও প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রভু সনাতনকে বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রণয়নের আদেশ করিয়াছিলেন এবং সেই স্মৃতিগ্রন্থে কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন ; আর বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন॥ চৈ. চ. ২।২৪।২৫৫॥"

সর্বশেষে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে আদেশ দিলেন—"পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে। তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে॥ তুমিহ করিহ ভক্তিরসের বিচার। মথুরার লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার। ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥ চৈ. চ. ২।২৩।৫৩-৫৫॥"

মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে আরও বলিয়াছিলেন—"কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ। বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৩৬॥"

প্রভু শ্রীপাদ সনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন। শ্রীপাদ সনাতনের বারাণসীতে অবস্থান-কালেই প্রভু প্রকাশানন্দসরস্বতীপ্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। বিন্দুমাধব-মন্দিরে প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্যকালে যাঁহারা কীর্তন করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ সনাতন ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। এই সময়েই প্রকাশানন্দসরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ নিজেদের মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর পদানত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছ। বৃন্দাবনে শ্রীসনাতন

প্রভুর আদেশে শ্রীসনাতন প্রয়াগ হইয়া "সরান রাজপথে" মথুরায় গেলেন। "মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা। রূপ অনুপম কথা সকলই কহিলা॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৬৩॥" সনাতনের মথুরায় উপস্থিতির পূর্বেই শ্রীরূপ অনুপমকে লইয়া প্রয়াগের দিকে গিয়াছেন। কিন্তু সনাতন গিয়াছেন প্রসিদ্ধ রাজপথে, আর শ্রীরূপ গিয়াছেন গঙ্গাতীর-পথে—তুই জন তুই পথে গিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। মথুরাতে "সুবুদ্ধিরায় বহু স্নেহ করে সনাতনে। ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥ মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে। প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে॥ মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া। লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৬৫-৬৭॥"

জ। বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপের নীলাচলে গমন

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী একমাস মাত্র বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীঅনুপমকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগ হইয়া কাশীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কাশীতে "মহারাষ্ট্রী-দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন। তিনজন সহ রূপ করিলা মিলন॥ শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র ঘরে ভিক্ষা। মিশ্র-মুখে শুনে—সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥ কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে। সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥ মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া। সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥ দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল। চৈ. চ. ২।২৫।১৬৯-৭৩॥"

শ্রীঅনুপমকে লইয়া শ্রীরূপ যখন গৌড়ে আসিলেন, তখন অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। প্রয়াগ হইতে প্রভু যখন বারাণসী যাত্রা করিতেছিলেন, তখন প্রভুর সঙ্গে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি এখন বৃন্দাবনে যাও; পরে বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে যাইও।" প্রভুর সহিত পুনরায় মিলনের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃই একমাস মাত্র বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীরূপ নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন; শ্রীপাদ সনাতনের অনুসন্ধান ছিল তাঁহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। পরমোৎকণ্ঠাসত্ত্বেও অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হওয়ায় শ্রীরূপ তাড়াতাড়ি নীলাচল যাত্রা করিতে পারিলেন না, কিছু বিলম্ব হইল। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরবর্তী রথযাত্রার পূর্বেই শ্রীরূপ গৌড়ে পৌঁছিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গেই তাঁহার নীলাচলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য কিছু বিলম্ব হওয়ায় তাহা হইয়া উঠিল না, গৌড়ীয় ভক্তগণ পূর্বেই রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরূপ একাকীই নীলাচলে গেলেন।

যবনের চাকুরী করিতেন বলিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নিজেদিগকে অস্পৃশ্য, এমন কি ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছেন বলিয়াও, মনে করিতেন। বস্তুতঃ ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃই তাঁহাদের এতাদৃশ মনোভাব জন্মিয়াছিল। নীলাচলে জগন্নাথের মন্দিরের নিকটেও তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমনের অধিকার নাই বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। মন্দিরের নিকটে প্রভুর বাসস্থান গম্ভীরায়ও তাঁহারা যাইতেন না। শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া করিয়া হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে গিয়া উঠিলেন; সেখানেই প্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম মিলন হইয়াছিল। প্রভু প্রতিদিনই জগন্নাথদর্শনের পরে হরিদাসের কুটীরে আসিতেন, তখনও শ্রীরূপ তাঁহার দর্শন পাইতেন। শ্রীরূপ "আসি উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে॥ হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈল—। তুমি যে আসিবে, মোরে প্রভুহো কহিল॥ উপলভোগ দেখি প্রভু হরিদাস দেখিতে। প্রতিদিন আইসেন, প্রভু আইলা আচম্বিতে॥ 'রূপ দণ্ডবৎ করে'—হরিদাস কহিলা। হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা॥ হরিদাস লঞা তিনে বসিলা একস্থানে কুশলপ্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণে॥ সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল। রূপ কহে—তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥ আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে। অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে॥ প্রয়াগে শুনিল—তেঁহো গেলা বৃন্দাবন। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥ তাঁরে তাহাঁ বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা। গোসাঞির সঙ্গের ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥ আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা। রূপে মিলাইলা সভায়, কৃপা ত করিয়া॥ সভার চরণ রূপ করিল বন্দন। কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-প্রভু এই দুই জনে। প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥ তোমা দোঁহার কৃপাতে ইঁহার হয় ঐছে শক্তি। যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরসভক্তি॥ গৌড়ীয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ। সভার হইল রূপ স্নেহের ভাজন॥ প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে। মন্দিরে যে প্রসাদ পায়েন—দেন দুই জনে॥ ইষ্টগোষ্ঠী দুঁহাসনে করি কথোক্ষণ। মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন॥ এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার। প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার। চৈ. চ. ৩।১।৪০-৫৬॥"

শ্রীরূপ সেই বৎসরে ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জন দর্শন করিয়াছেন। রথ-যাত্রা-কালে রথারূঢ় জগন্নাথকেও দর্শন করিয়াছেন। রথযাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু "যঃ কৌমারহরঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটীর আবৃত্তি করিয়া-ছিলেন। কোন্ ভাবের আবেশে প্রভু এই শ্লোকটী পড়িতেছিলেন, শ্রীপাদস্বরূপদামোদর ব্যতীত অপর কেহই তাহা জানিত না। শ্রীপাদ রূপ কিন্তু প্রভুর মনের ভাব জানিতে পারিয়া প্রভুর মনোভাবদ্যোতক "প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরি"-ইত্যাদি একটী শ্লোক * সে-স্থানেই মনে মনে রচনা করিয়াছিলেন। রথযাত্রার পরে বাসায় আসিয়া একটী তালপাতায় সেই শ্লোকটী লিখিয়া ঘরের চালে সেই তালপাতা গুঁজিয়া রাখিয়া শ্রীরূপ সমুদ্রস্নানে গিয়াছিলেন। এমন সময় তাঁহার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রভু হরিদাসের কুটীরে আসিলেন। চালে গোঁজা তালপাতা দেখিয়া প্রভু তাহা টানিয়া লইলেন; দেখিলেন শ্রীরূপের হাতের লেখা। প্রভু শ্রীরূপের হাতের লেখা চিনিতেন।

* পূর্ববর্তী ১১।১৮খ-অনুচ্ছেদে, উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদাদি দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকটী পড়িয়া প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। "সেইকালে রূপগোসাঞি স্নান করি আইলা। প্রভু দেখি দণ্ডবৎ অঙ্গনে পড়িলা॥ প্রভু তাঁরে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা—। 'গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে ?' এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ সেই শ্লোক প্রভু লঞা স্বরূপে দেখাইল। স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল—॥ মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে। স্বরূপ কহে—জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥ অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান। তুমি কৃপা করিয়াছ—করি অনুমান॥ প্রভু কহে—ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা। যোগ্যপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা হৈলা॥ তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ। তুমিহ কহিও ইহায় রসের বিশেষ॥ চৈ. চ. ৩।১।৭৪-৮১॥"

শ্রীরূপের নীলাচলে অবস্থান-কালে রায়রামানন্দ-স্বরূপদামোদরাদির সহিত মহাপ্রভু শ্রীরূপের নাটকও আস্বাদন করিয়াছিলেন (এই প্রসঙ্গ পরে বর্ণিত হইবে)। চাতুর্মাস্যের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলেন, কিন্তু "শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাচলে রহিলা। দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥ দোল অনন্তরে প্রভু রূপে বিদায় দিলা। অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা॥ 'বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে। একবার ইহাঁ পাঠাইও সনাতনে॥ ব্রজের রসশাস্ত্র তুমি কর নিরূপণ। তীর্থ সব লুপ্ত, তার করিহ প্রচারণ॥ কৃষ্ণসেবা রস ভক্তি করিহ প্রচার। আমিহো দেখিতে তাহাঁ যাইব একবার॥ এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। রূপ-গোসাঞি ধরিল শিরে তাঁহার চরণ॥ মহাপ্রভু-ভক্তস্থানে বিদায় মাগিলা। পুনরপি গৌড়-পথে বৃন্দাবন আইলা॥ চৈ. চ. ৩।১।১৫৯-৬৫॥" ইহার পরে শ্রীপাদ রূপ বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্র কোনও স্থানে যায়েন নাই, বৃন্দাবনে থাকিয়াই মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়াছেন।

ঋ। ললিতমাধব-বিদগ্ধমাধব-নাটকের প্রসঙ্গ

প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলনের পরে প্রভুর আদেশে শ্রীরূপ যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখনই কৃষ্ণলীলা-নাটক রচনা করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। "এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন। কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন॥ বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা। মঙ্গলাচরণ-নান্দীশ্লোক তথাই লিখিলা॥" বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে যাওয়ার "পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে। কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লেখিতে॥ এইমতে দুই ভাই গৌড় দেশে আইলা॥ চৈ. চ. ৩।১।২৯-৩২॥" শ্রীরূপ গৌড় হইতে নীলাচলে যাইতেছেন। "উড়িয়া-দেশে 'সত্যভামা-পুর' নামে গ্রাম। একরাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥ রাত্র্যে স্বপ্নে দেখে—এক দিব্যরূপা নারী। সম্মুখে আসি আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি—॥ 'আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন। আমার কৃপাতে নাটক হইবে বিচক্ষণ॥' স্বপ্ন দেখি শ্রীরূপ করিল বিচার—। সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার॥ ব্রজ-পুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা। দুইভাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি এবে করিব রচনা॥ চৈ. চ. ৩।১।৩৫-৩৯॥" তুই নাটকের ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিলেন। তিনি যে কৃষ্ণলীলাত্মক নাটক লিখিতেছিলেন, একথা তিনি কাহারও নিকটে তখনও প্রকাশ করেন নাই।

নীলাচলে হরিদাসঠাকুরের কুটীরে যথারীতি প্রভু একদিন আসিয়াছেন। বসিয়া "সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা—॥ 'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে॥'[১] এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা। রূপগোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা—॥ পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিলা। জানি পৃথক্ করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈলা॥ পূর্ব্বে তুই নাটকের ছিল একত্র রচনা। তুই নাটক করি এবে করিয়া ঘটনা॥ তুই নান্দী প্রস্তাবনা তুই সংঘটনা। পৃথক্ করিয়া লেখে করিয়া ভাবনা॥ চৈ. চ. ৩।১।৬০-৬৫॥" এই তুইটী নাটকের মধ্যে পুরলীলাত্মক (অর্থাৎ দ্বারকালীলাত্মক) নাটকের নাম "ললিতমাধব" এবং ব্রজলীলাত্মক নাটকের নাম "বিদগ্ধমাধব।"

এক দিন শ্রীরূপ হরিদাসের কুটীরে বসিয়া নাটক লিখিতেছিলেন; হঠাৎ মহাপ্রভু সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীরূপ ও হরিদাস প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, প্রভুও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বসিলেন। শ্রীরূপের লেখার দিকে প্রভুর দৃষ্টি পড়িল। তখন প্রভু "'কাঁহা পুঁথি লিখ—বলি এক পত্র নিল। অক্ষর দেখিয়া প্রভুর মনে সুখ হৈল॥ শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি। প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥ সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা। পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥ চৈ. চ. ৩।১।৮৬-৮৮॥" শ্রীরূপ তখন "বিদগ্ধমাধব-নাটক" লিখিতেছিলেন; সেই নাটকের অন্তর্গতই ছিল ঐ শ্লোকটী।

শ্লোকটী এই :—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্। চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত পৌর্ণমাসী দেবী তাঁহার পৌত্রী নান্দীমুখীকে আদেশ করিয়াছিলেন; তদুত্তরে নান্দীমুখী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার অত্যধিক অনুরাগ ইতঃপূর্ব্বেই জন্মিয়াছে। নান্দীমুখী ইহা কিরূপে জানিলেন, পৌর্ণমাসী তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলেই শ্রীরাধা পুলকিতাঙ্গী হইয়া উঠেন; ইহাই শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার অনুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুনিয়া পৌর্ণমাসী বলিলেন—নান্দীমুখী। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সঙ্গতই; শ্রীরাধা কৃষ্ণনামের মাধুর্য অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই কৃষ্ণনাম-শ্রবণে তিনি রোমাঞ্চিতা হয়েন। কৃষ্ণনামের অদ্ভুত মাধুর্যের কথা বলিতেছি শুন)—যাহা তুণ্ডে (জিহ্বায়) নৃত্য করিতে থাকিলে অসংখ্য তুণ্ড পাওয়ার জন্য রতি (বাসনা) বিস্তার করে, যাহা কর্ণপথে অঙ্কুরিতা হইলেই অর্বুদ-অর্বুদ কর্ণ পাওয়ার জন্য বাসনা উৎপাদন

১। অপ্রকটে যায়েন না, প্রকটলীলায় যায়েন। চৈ. চ. ৩।১।৬১-গৌ. কৃ. টীকা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে এবং যাহা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে রহিত করে, এতাদৃশ 'কৃ' ও 'ষ্ণ'-এই অক্ষরদ্বয় যে কিরূপ অমৃতদ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহা জানি না।"

পদকর্তা যদুনন্দনদাস-ঠাকুর এই শ্লোকটীর যে অনুবাদ করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—"মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, আরতি বাড়ায় অতিশয়। নাম-সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥ কি কহব নামের মাধুরী। কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানে গড়িল ইহা, কৃষ্ণ এই দু' আখর করি ॥ ধ্রু॥ আপন মাধুরীগুণে, আনন্দ বাড়ায় কানে, তাতে কালে অঙ্কুর জনমে। বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান, যবে হয় তবে নাম, মাধুরী করি যে আস্বাদনে॥ কৃষ্ণ দু' আখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি, অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়। যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণ-রূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥ চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ। সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, নামে করে প্রেম উনমাদ॥ যে কানে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম, সব ভাব করয়ে উদয়। সকল মাধুর্য্যস্থান, সব রস কৃষ্ণনাম, এ যদুনন্দনদাস কয়॥"

শ্লোকটী শুনিয়া শ্রীল হরিদাসঠাকুর উল্লসিত হইলেন এবং শ্লোকের অর্থের প্রশংসা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি। নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥ চৈ. চ. ৩।১।৯০॥" প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া সেই দিন সমুদ্র-স্নানে চলিয়া গেলেন।

"আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ। সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি-সাথ॥ সভা মেলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে। পথে তাঁর গুণ সভারে লাগিলা কহিতে॥ দুই শ্লোক[১] শুনি প্রভুর হৈল মহাসুখ। নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥ সার্ব্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে। শ্রীরূপের গুণ দোঁহায় লাগিলা কহিতে॥ ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ। অল্প সেবা 'বহু' মানে আত্মপর্যন্ত প্রসাদ॥ চৈ. চ. ৩।১।৯২-৯৬॥"

প্রভু ভক্তদের সঙ্গে করিয়া হরিদাসঠাকুরের কুটীরে উপনীত হইলেন; শ্রীরূপ ও হরিদাস প্রভুর চরণ বন্দনা করিলে প্রভু ভক্তদের সহিত তাঁহাদের মিলন করাইলেন। "পিণ্ডার উপরে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥ রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে। সভার আগ্রহে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে॥ 'পূর্ব্বশ্লোক[২] পড় রূপ'—প্রভু আজ্ঞা দিল। লজ্জাতে না পড়ে রূপ—মৌন রহিল॥ স্বরূপগোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল। শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হৈল॥ —'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্। তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥'[৩] রায় ভট্টাচার্য্য

১। দুই শ্লোক—"প্রিয়ঃ সোঽয়ং"-ইত্যাদি এবং "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী"-ইত্যাদি—এই দুই শ্লোক। ২। পূর্ব্বশ্লোক—"প্রিয়ঃ সোঽয়ং"-শ্লোক। ৩। অনুবাদাদি ১১।১৮-খ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহে তোমার প্রসাদ বিনে। তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে? আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলে সিদ্ধান্ত। যে-সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত॥ তাতে জানি—পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ। তাহা বিনু নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ॥ চৈ. চ. ৩।১।৯৮-১০৪॥"

পূর্বদিন মহাপ্রভু শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব-নাটকের "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী"-ইত্যাদি শ্লোকটী পড়িয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন। স্বরূপদামোদর, রায়রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি ভক্তগণকে সেই শ্লোকের আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে—"প্রভু কহে—কহ রূপ নাটকের শ্লোক। যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক॥ বারবার প্রভু যদি তারে আজ্ঞা দিল। তবে সেই শ্লোক রূপ-গোসাঞি কহিল॥ (তুণ্ডে-তাণ্ডবিনী-ইত্যাদি)। যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ-রায়। শ্লোক শুনি সভার হৈল আনন্দ-বিস্ময়॥ সভে কহে—নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার। এমন মাধুর্য্য কেহো নাহি বর্ণে আর॥ চৈ. চ. ৩।১।১০৫-৮॥"

উল্লিখিত শ্লোকটী শুনিয়া রামানন্দরায় অনুমান করিলেন, শ্রীরূপ বুঝি কোনও গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, "যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি।" তিনি শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন; শ্রীরূপ কোনও উত্তর দিলেন না; কিন্তু "স্বরূপ কহে—কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে। ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥ আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা। দুই নাটক করিতেছে বিভাগ করিয়া॥ বিদগ্ধমাধব, আর ললিতমাধব। দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥ চৈ. চ. ৩।১।১১০-১২॥"

এই দুই নাটকের যতটুকু তখন পর্যন্ত লিখিত হইয়াছিল, রামানন্দরায়ের প্রশ্নের উত্তরে তাহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি শ্রীরূপ পড়িয়া শুনাইলেন—নান্দী-শ্লোক, ইষ্টদেবের বন্দনা, পাত্র-সন্নিধানের বিবরণ, প্ররোচনাদি, প্রেমোৎপত্তির কারণ, পূর্বরাগবিকার, চেষ্টা, কামলেখন, ভাবের স্বভাব, সহজ প্রেমের লক্ষণ, বৃন্দাবন-মুরলীনিঃস্বন-কৃষ্ণরাধিকার বর্ণন প্রভৃতি। শুনিয়া প্রভুর ভক্তগণ আনন্দিত, বিস্মিত।

সমস্ত শুনিয়া "রায় কহে প্রভুর চরণে—। রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে॥ কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥ প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন॥ তোমার শক্তি বিনু এই জীবে নহে বাণী। তুমি শক্তি দিয়া করাও, হেন অনুমানি॥ প্রভু কহে—প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন। ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন॥ মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার। ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার॥ সভে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর—। ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥ ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—নাম সনাতন। পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥ তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি। দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥ এই দুই আমি পাঠাইলাম বৃন্দাবনে। শক্তি দিয়াছি ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥ রায় কহে—ঈশ্বর তুমি যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহ করিতে। কাষ্ঠের পুতলি তুমি পার নাচাইতে। মোর মুখে যে-সব রস কৈলে প্রচারণে। সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥ ভক্তকৃপায় প্রকটিতে চাহ ব্রজের রস। যারে করাও, সে করিবে, জগৎ তোমার বশ॥ চৈ. চ. ৩।১।১৩৮-৫০॥"

"তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন। তাঁহারে করাইল সভার চরণ-বন্দন॥ অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ। কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥ প্রভুর কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্গুণ। দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্তের মন॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া গেলা। হরিদাসঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥ হরিদাস কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা। যে-সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা॥ শ্রীরূপ কহে—আমি কিছুই না জানি। যেই মহাপ্রভু কহায়, সে-ই কহি বাণী॥ চৈ. চ. ৩।১।১৫১-১৫৬॥"

ঞ। বৃন্দাবন হইতে শ্রীসনাতনের নীলাচলে আগমন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দোলযাত্রার পরে শ্রীরূপ প্রভুর আদেশে নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়াছেন; এই দোলযাত্রা হইতেছে ১৪৩৮ শকের বৈশাখের পরবর্তী দোলযাত্রা। শ্রীরূপের নীলাচল-ত্যাগের দিন-দশেক পরে শ্রীসনাতনও নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শ্রীসনাতন একাকী মথুরা হইতে ঝারিখণ্ড-পথে নীলাচলে চলিয়া আসিয়াছেন। "ঝারিখণ্ড-পথে আইলা একলা চলিয়া। কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া॥ ঝারিখণ্ডের জলে দুঃখ উপবাস হৈতে। গাত্রকণ্ডু হৈলা, রসা চলে খাজুয়া হৈতে॥ নির্ব্বেদ হইল, পথে করেন বিচার—। নীচ জাতি দেহ মোর, অত্যন্ত অসার॥ জগন্নাথ গেলে তাঁর দর্শন না পাইব। মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥ মন্দির নিকট শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি। মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥ জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে। তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে॥ তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে। দুঃখ-শান্তি হয়, আর সদ্গতি পাইয়ে॥ জগন্নাথ রথযাত্রায় হৈবেন বাহির। তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর॥ মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগন্নাথ। রথে দেহ ছাড়িব, এই পরমপুরুষার্থ॥ এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা। লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা॥ হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ-বন্দন। হরিদাস জানি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন। হরিদাস কহে—প্রভু আসিব এখন॥ চৈ. চ. ৩।৪।৩-১৪॥"

ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ শ্রীরূপের ন্যায় শ্রীসনাতনও নিজেকে অস্পৃশ্য অধম বলিয়া মনে করিতেন, ম্লেচ্ছের চাকুরী করিতেন বলিয়া নিজেকেও নীচজাতি বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য তিনি নিজেকে জগন্নাথের মন্দিরে যাওয়ার অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন; জগন্নাথের সেবকগণ দৈবাৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহারা সেবার কাজে অপবিত্র হইবেন মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া মন্দিরের নিকটবর্তী পথেও তিনি নিজেকে যাওয়ার অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন, গম্ভীরায় যাওয়ারও অযোগ্য। এজন্য তিনি হরিদাসের বাসায় গিয়া উপনীত হইলেন। প্রভুর দর্শনের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত। হরিদাসের বাসায় তাঁহার উপস্থিতির অল্পকাল পরেই প্রভু সে-স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

"হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া। হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণে লঞা॥ প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা। প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া॥ হরিদাস কহে—সনাতন করে নমস্কার। সনাতনে দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার॥ সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা। পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা—॥ মোরে না ছু ইহ প্রভু। পড়োঁ তোমার পায়। একে নীচ অধম, আরে কণ্ডুরসা গায়॥ বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল। কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥ সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইলা সনাতনে। সনাতন কৈল সভার চরণ বন্দনে॥ সভা লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে। হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥ কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে। তেঁহো কহে—পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে॥ মথুরার বৈষ্ণবের গোসাঞি কুশল পুছিল। সভার কুশল সনাতন জানাইল॥ প্রভু কহে—ইহাঁ রূপ ছিলা দশমাস। ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ॥ তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি। ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তাঁর ভক্তি॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৫-২৬॥"

(১) অনুপমের ভক্তিনিষ্ঠা

শ্রীরূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীঅনুপম ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। মহাপ্রভুই বলিলেন—"ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তাঁর ভক্তি॥" এই প্রসঙ্গ পাইয়া শ্রীপাদ সনাতন শ্রীঅনুপমের ভক্তিনিষ্ঠার একটী বিবরণ প্রভুর নিকটে বলিলেন। "সেই অনুপম ভাই বালক-কাল হৈতে। রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥ রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান। রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥ আমি আর রূপ—তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমা দোঁহা সঙ্গে তেঁহো রহে নিরন্তর॥ আমাসভা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে। তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুইজনে॥ শুনহ বল্লভ। কৃষ্ণ পরম মধুর। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর॥ কৃষ্ণ ভজন কর তুমি আমা দোঁহার সনে। তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ এইমত বার বার কহি দুই জন। আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ 'তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব। দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণ ভজন করিব॥' এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ—। কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ? সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ। প্রাতঃকালে আমা দোঁহা কৈল নিবেদন—॥ রঘুনাথের পদে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা। কাঢ়িতে না পারোঁ, মাথা পাঙ বড় ব্যথা॥ কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন। জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥ রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়। ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥ তবে আমি-দোঁহে তারে আলিঙ্গন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈল। 'সাধু দৃঢ়ভক্তি তোমার' কহি প্রশংসিল॥ * * * গোসাঞি কহেন—এই মত মুরারি-গুপ্ততে। পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল, তারে এই মতে॥ সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন॥ দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে। সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে॥ চৈ. চ. ৩।৪।২৯-৪৬॥"

অনুপমের প্রসঙ্গের পরে প্রভু সনাতনকে বলিলেন—"ভাল হৈল তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে। এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাস-সনে॥ কৃষ্ণভক্তি-রসে দোঁহে পরম প্রধান। কৃষ্ণরস আস্বাদহ লও কৃষ্ণনাম॥ চৈ. চ. ৩।৪।৪৭-৪৮॥"

তাহার পরে প্রভু উঠিয়া গেলেন; গোবিন্দের দ্বারা প্রতিদিনই প্রভু হরিদাস ও সনাতনের জন্য প্রসাদ পাঠাইতেন। সনাতন জগন্নাথ-মন্দিরের চক্র দর্শন করিয়া প্রণাম করেন। "প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে। ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণে॥ দিব্যপ্রসাদ পায় নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে। তাহা আনি নিত্য দেন দোঁহাকারে॥ চৈ. চ. ৩।৪।৫১-৫২॥"

(২) সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্প-প্রসঙ্গ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঝারিখণ্ড-পথে আসিবার সময় সনাতনের দেহে কণ্ডু জন্মিয়াছিল; তাহাতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া সনাতন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—রথযাত্রা-কালে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভুর অগ্রভাগে রথের চাকার নীচে পড়িয়া তিনি দেহত্যাগ করিবেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছেন। প্রভু একদিন আসিয়া যখন হরিদাস ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইলেন, তখন "আচম্বিতে সনাতনে কহিতে লাগিলা—॥ সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে। কোটিদেহ ক্ষণিকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥ দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কোনো নাহি ভক্তিবিনে॥ দেহত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম। তমোরজোধর্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ॥ ভক্তিবিনু কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়। প্রেমবিনু কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥ দেহত্যাগাদি তমোধর্ম পাতক-কারণ। সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥ প্রেমীভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো না পারে মরিতে॥ গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন। তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥ কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত-হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥ দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান॥ ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নামসঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥ চৈ. চ. ৩।৪।৫৩-৬৬॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া "সনাতনের হৈল চমৎকার—। প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে। প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাহারে—॥ সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি, না হই স্বতন্ত্র॥ নীচ পামর মুঞি অধম-স্বভাব। মোরে জীয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬৭-৭০॥"

তখন প্রভু বলিলেন—"তোমার দেহ মোর নিজধন। তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥ পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে? তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন। এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥ ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার। বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার॥ কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-সেবাপ্রবর্ত্তন। লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার, আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥ নিজপ্রিয় স্থান মোর মথুরাবৃন্দাবন। তাহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥ মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে। তাহাঁ ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজবলে॥ এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব। তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব? চৈ. চ. ৩।৪।৭১-৭৮॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন কহিলেন—প্রভু! "তোমাকে নমস্কারে। তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥ কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥ যৈছে যারে নাচাও, তৈছে সে করে নর্ত্তনে। কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, কেহো নাহি জানে॥ চৈ. চ. ৩।৪।৭৯-৮১॥"

তখন প্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে বলিলেন—"শুন হরিদাস। পরের দ্রব্য ইঁহো চাহেন করিতে বিনাশ॥ পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহো না খায় বিলায়। নিষেধিহ ইঁহারে যেন না করে অন্যায়॥ চৈ. চ. ৩।৪।৮২-৮৩॥"

তখন "হরিদাস কহে—মিথ্যা অভিমান করি। তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥ কোন্ কোন্ কার্য তুমি কর কোন্ দ্বারে। তুমি না জানাইলে কেহো জানিতে না পারে॥ এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার। যে সৌভাগ্য ইঁহার আর না হয় কাহার॥ চৈ. চ. ৩।৪।৮৪-৮৬॥"

প্রভু হরিদাস ও সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া সেই দিন মধ্যাহ্ন করিতে চলিয়া গেলেন। সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া গেল।

(৩) প্রভুর কৃপায় সনাতন সকলের কৃপাভাজন

রথযাত্রা-কালে গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভু কৃপা করিয়া সমস্ত ভক্তের সহিত সনাতনের মিলন করাইলেন। "অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর। বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর॥ পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর। সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর॥ কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত প্রভুর গণ। সভাসনে সনাতনে করাইল মিলন॥ যথাযোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাইল সভার চরণ-বন্দন। তাহারে করাইল সভার কৃপার ভাজন॥ স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সভার হৈল সনাতন। যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন॥ চৈ. চ. ৩।৪।১০৩-৭॥"

(৪) প্রভুকর্তৃক জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে সনাতনের পরীক্ষণ

প্রভু "জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘামে তাঁরে কৈল পরীক্ষণ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১০০॥" "পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা। জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা॥ চৈ. চ. ৩।৪।১১০॥"

"জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা। ভক্ত-অনুরোধে তাহাঁই ভিক্ষা করিলা॥ মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা॥ প্রভু বোলাইল তাঁরে আনন্দ বাঢ়িলা॥ মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম। সেই পথে সনাতন করিলা গমন॥ প্রভু বোলাঞাছে—এই আনন্দিত মনে। তপ্ত বালুতে পা পোড়ে—তাহা নাহি জানে॥ দুই পায়ে ফোস্কা হইল গেলা প্রভু-স্থানে। ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে॥ ভিক্ষা-অবশেষপাত্র গোবিন্দ তারে দিলা। প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশ আইলা॥ চৈ. চ. ৩।৪।১১১-১৬॥" জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্ন-কালের প্রখর সূর্যকিরণে সমুদ্র-তীরবর্তী বালুকা অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সনাতন সমুদ্রতীরবর্তী উত্তপ্ত-বালুকাময় পথেই যমেশ্বর-টোটায় চলিয়াছেন। অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুকায় সনাতনের চরণ পুড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে ফোস্কা হইয়াছে, ফোস্কা গলিয়া গিয়া ক্ষত হইয়াছে। সনাতন কিন্তু কিছুই টের পায়েন নাই। প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন—এই কৃতার্থতার আনন্দে সনাতন বিভোর, দেহের প্রতি তাঁহার অনুসন্ধান নাই, তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি মহাপ্রভুর কৃপার ভাবনায় ঐকান্তিক ভাবে আবিষ্ট। যখন তিনি যমেশ্বর-টোটায় উপনীত হইলেন, তখন প্রভু ভিক্ষার পরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ সনাতনকে প্রভুর অবশেষ-পাত্র দিলেন। তাহাতে সনাতনের চিত্তে মহাপ্রভুর কৃপার ভাবনার আর এক তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আহারান্তে তিনি প্রভুর চরণ-সন্নিধানে আসিলেন। প্রভু দেখিলেন—সনাতনের পায়ে ক্ষত। ক্ষত দেখিয়া—"প্রভু কহে—কোন্ পথে আইলে সনাতন। তেঁহো কহে—সমুদ্রপথে করিলা গমন॥ প্রভু কহে—তপ্ত বালুতে কেমতে আইলা? সিংহদ্বারের পথ শীতল—কেনে না আইলা? তপ্ত বালুতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ।[১] চলিতে না পার, কেমতে করিলে সহন? সনাতন কহে—দুঃখ বহু না পাইল। পায়ে ব্রণ হইয়াছে—তাহা না জানিল॥ সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার। বিশেষে ঠাকুরের তাহাঁ সেবক-প্রচার॥ সেবক সব গতাগতি করে অবসরে। কারো সহিত স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হৈবে মোরে॥ চৈ. চ. ৩।৪।১১৭-২২॥"

জগন্নাথের সিংহদ্বারের নিকটবর্তী পথেও যমেশ্বর-টোটায় যাওয়া যায়। সেই পথে সমুদ্রতীরের ন্যায় বালুকা নাই, বৃক্ষাদিও আছে; সুতরাং সেই পথ সমুদ্রতীরের ন্যায় উত্তপ্ত নয়,

১। ব্রণ—ক্ষত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু শীতল। কিন্তু সনাতন সেই পথে যমেশ্বরে যায়েন নাই। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ সনাতন নিজেকে অস্পৃশ্য অধম—সুতরাং মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে যাওয়ার অযোগ্য—মনে করিতেন। বিশেষতঃ, জগন্নাথের সেবকগণ নিজ নিজ কার্য্যের অবসরে সেই পথে যাতায়াত করেন। দৈবাৎ যদি তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে সনাতনের স্পর্শ হয়, তাহা হইলে জগন্নাথের সেবাকার্য্যের পক্ষে তিনি অপবিত্র হইবেন। সনাতন যে অস্পৃশ্য, তাহা তো তিনি জানিবেন না; সুতরাং স্নানাদি না করিয়াই হয়তো সেবার কার্য করিতে যাইবেন। তাহাতে সনাতনের সর্বনাশ-জনক অপরাধ হইবে বলিয়া সনাতন মনে করিতেন। এ-সমস্ত বিবেচনা করিয়া সনাতন মন্দিরের নিকটবর্তী শীতল পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই।

সনাতনের কথা "শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা। তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥" প্রভু সনাতনকে বলিলেন—"যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন। তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥ তথাপি ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ। মর্য্যাদা-পালন হয়—সাধুর ভূষণ॥ মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস। ইহলোক পরলোক দুই লোক নাশ॥ মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন। তুমি ঐছে না করিলে আর করিবে কোন্ জন॥ এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল। তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥ বার বার নিষেধে—তবু করে আলিঙ্গন। অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন॥ এই মত সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা॥ চৈ. চ. ৩।৪।১২৪-৩০॥"

মর্যাদারক্ষণ—সকল বস্তুর প্রতি, সকল জীবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন—হইতেছে ভক্তের স্বভাব। ভক্তির কৃপায় ভক্ত সর্বোত্তম হইয়াও নিজেকে সর্বাপেক্ষা হীন মনে করেন। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে॥ চৈ. চ. ২।২৩।১৪॥" যিনি এতাদৃশ সম্মান-প্রদর্শন করেন না, বিশেষতঃ সম্মানী লোকের প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন করেন না, উদ্ধত-স্বভাব বলিয়া লোকেও তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে; সুতরাং তাঁহার ইহলোকও নষ্ট হয়। আর, সম্মানার্হ ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি যিনি সম্মান প্রদর্শন করেন না, তাঁহার চিত্তে যে অভিমান জন্মিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কৃষ্ণদাস-অভিমানব্যতীত অন্যরূপ অভিমানের উদয় হইলে তাঁহার ভক্তিই তিরোহিত হইয়া যাওয়ার—সুতরাং তাঁহার পরকালও নষ্ট হওয়ার—সম্ভাবনা। শ্রীল নরোত্তম-দাসঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সে-ই দীন॥" শ্রীপাদ সনাতন মর্যাদা-রক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"সনাতন! তোমার ন্যায় পরমভক্তিমান্ যদি মর্যাদারক্ষণ না করেন, তবে, আর কে করিবে?"

মহাপ্রভু যমেশ্বর-টোটায় "মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা।" সনাতন সমুদ্র-তীর-পথে যমেশ্বরে গেলেন, ইচ্ছা করিয়াই সিংহদ্বারের নিকটবর্তী শীতল পথে গেলেন না। শ্রীপাদ সনাতনের দ্বারা মর্যাদারক্ষণের অত্যাবশ্যকতা জগতের জীবের নিকটে খ্যাপিত করার জন্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রভুর এই আহ্বান-ভঙ্গী। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা।" সনাতন মর্যাদা-রক্ষা করেন কিনা,—এই বিষয়েই প্রভুকর্তৃক সনাতনের পরীক্ষা। প্রভু জানিতেন, সনাতন কি বস্তু; সুতরাং এই পরীক্ষা প্রভুর নিজের জন্য নহে; পরন্তু জগতের জীবের জন্য। স্বর্ণবিক্রেতা কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই সোনা কিনিয়া আনে; তথাপি গ্রাহকের নিকটে আবার কষ্টিপাথরে সোনা যাচাই করিয়া থাকে—গ্রাহকের জন্য। প্রভুর এই পরীক্ষাও তদ্রূপ।

(৫) শ্রীসনাতনের প্রতি জগদানন্দ-পণ্ডিতের উপদেশ ও মহাপ্রভুর ক্রোধ

পূর্ববর্ণিত যমেশ্বর-টোটা-সম্পর্কিত ঘটনার পরবর্তী একটী ব্যাপার। রথচক্রের নীচে পড়িয়া দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া সনাতন নীলাচলে আসিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে মরিতে দিলেন না; ইহা সনাতনের একটী দুঃখ। জগন্নাথ-মন্দিরে তাঁহার প্রবেশের অধিকার নাই; সুতরাং সর্বদা জগন্নাথ-দর্শন হইতেও তিনি বঞ্চিত; ইহাও সনাতনের একটী দুঃখ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় দুঃখ তাঁহার এই যে—নিষেধ সত্ত্বেও মহাপ্রভু বলপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; তাহাতে তাঁহার অঙ্গের কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগে; সনাতন মনে করেন, ইহাতে তাঁহার ভয়ানক অপরাধ হয়। এই মহাদুঃখেই শ্রীপাদ সনাতনের মন সর্বদা ভরপুর; কিরূপে এই দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তিনি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

একদিন পণ্ডিত জগদানন্দ সনাতনের নিকটে আসিলেন। দুই জনে বসিয়া কতক্ষণ কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী করিলেন। তাহার পরে সনাতন পণ্ডিতের নিকটে নিজের দুঃখের কথা বলিলেন। "ইহাঁ আইলাম—প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে। যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে॥ নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে। মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে॥ অপরাধ হয় মোর—নাহিক নিস্তার। জগন্নাথ না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার॥ হিত লাগি আইলাঙ, হৈল বিপরীতে। কি করিলে হিত হয়, নারি নির্দ্ধারিতে॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৩২-৩৫॥"

সনাতনের দুঃখের কথা শুনিয়া "পণ্ডিত কহে—তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন। রথযাত্রা দেখি তাহাঁ করহ গমন॥ প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমরা দুই ভায়ে। বৃন্দাবনে বৈস, তাহাঁ সর্ব্বসুখ পাইয়ে॥ যে-কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ। রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৩৬-৩৮॥"

পণ্ডিত জগদানন্দের উপদেশ সনাতনের মনঃপূত হইল। "সনাতন কহে—ভাল কৈলে উপদেশ। তাহাঁ যাব, সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৩৯॥"

ইহার পরে একদিন মহাপ্রভু যখন হরিদাসের কুটীরে আসিলেন, তখন—"দূর হৈতে দণ্ড-প্রণাম করে সনাতন। প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন॥ অপরাধ ভয়ে তেহোঁ মিলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না আইলা। মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি গেলা॥ সনাতন পাছে ভাজে করেন গমন। বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৪২-৪৪॥"

হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া প্রভু ঘরের পিণ্ডার উপরে বসিলেন। নির্বিণ্ণ সনাতন তখন প্রভুকে বলিতে লাগিলেন—"হিত লাগি আইলোঁ মুঞি, হৈল বিপরীত। যেবা যোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিত॥ সহজে নীচ জাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়। মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥ তাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরক্ত-রসা চলে। তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শ মোরে বলে॥ বীভৎস স্পর্শিতে নাহি কর ঘৃণালেশ। এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশ॥ তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণে। আজ্ঞা দেহ—রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবনে॥ জগদানন্দ-পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুঁছিল। বৃন্দাবন যাইতে তেঁহো উপদেশ দিল॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৪৬-৫১॥"

পণ্ডিত জগদানন্দ শ্রীপাদ সনাতনকে উপদেশ দিয়াছেন শুনিয়া প্রভু জগদানন্দের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন—"কালিকার বটুয়া জগা, ঐছে গর্ব্ব হৈল। তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল॥ ব্যবহার-পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য। 'তোমাকেও উপদেশে'—না জানে আপন মূল্য॥ আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য। তোমাকে উপদেশে বালকা, করে ঐছে কার্য্য॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৫৩-৫৫॥"

ব্যবহারিক ব্যাপারে সনাতন ছিলেন রাজমন্ত্রী, গৌড়েশ্বরের দক্ষিণহস্ত—সুতরাং সকল লোকের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র; বুদ্ধিতেও বিচক্ষণ। পাণ্ডিত্যের তো কথাই নাই। শ্রীপাদ সনাতন-সম্বন্ধে মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥ ** দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥ চৈ. চ. ৩।১।১৪৫-৪৬॥" পরমার্থ-বিষয়ে সনাতন ছিলেন অতি প্রবীণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন প্রামাণ্য ব্যক্তি। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি মহাপ্রভুকেও দুইটী উপদেশ দিয়াছিলেন, একটী ব্যবহারিক—"প্রভু, তুমি শীঘ্রই এ-স্থান ত্যাগ করিয়া যাও; যদিও যবন-রাজ তোমাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন, তথাপি যবন-মন, বিশ্বাস করা যায় না।"; আর একটী পারমার্থিক উপদেশ—"যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটী। বৃন্দাবন যাওয়ার এই নহে পরিপাটী॥" এই দুইটী উপদেশের কথা স্মরণ করিয়াই প্রভু বলিয়াছেন—"আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।" এ-সমস্ত কারণে পণ্ডিত জগদানন্দ কিছুতেই সনাতনের সমকক্ষ ছিলেন না। জগদানন্দ-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"কালিকার বটুয়া জগা"—বটুয়া—বটু; বিদ্যার্থী। জগদানন্দ এই সেদিন মাত্র টোলে পড়িয়াছেন। ধ্বনি এই যে—পাণ্ডিত্যে জগদানন্দ সনাতনের তুলনায় নগণ্য; ব্যবহারিক জগতের মান-সম্মান-বিষয়েও নগণ্য। প্রভু জগদানন্দকে "বালকা" বলিয়াছেন। বালকা—ক্ষুদ্রবালক; বয়সে এবং পাণ্ডিত্যাদিতে সনাতনের তুলনায় শিশুমাত্র। এতাদৃশ জগদানন্দ সনাতনকে উপদেশ দিয়াছেন শুনিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর মুখে জগদানন্দের তিরস্কার শুনিয়া শ্রীপাদ সনাতন প্রভুর পায়ে ধরিয়া বলিলেন—"প্রভু! এতদিনে জানিলাম, জগদানন্দের কত বড় সৌভাগ্য; আর আমার যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তাহাও আজ জানিলাম। জগদানন্দকে তুমি তোমার আত্মীয়—আপনজন—মনে কর; তাহাতেই তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পারিয়াছ। আমাকে কিন্তু তুমি আপনজন—আত্মীয়—মনে করিতে পার না; তাই আমার গৌরবের কথাই কেবল বলিলে।" সনাতন বলিলেন—"জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥ আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান। জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান্॥ জগদানন্দে পিয়াও তুমি আত্মীয়তা-সুধাধারে। মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি-নিম্ব-নিসিন্দাসারে॥ আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান। মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৫৬-৫৯॥" (নিম্ব এবং নিসিন্দা-উভয়ই অত্যন্ত তিক্ত)।

সনাতনের কথা "শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন। তারে সন্তোষিতে কিছু বোলেন বচন।" মহাপ্রভু সনাতনের নিকটে বলিলেন—"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে। মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥ কাহাঁ তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে ত প্রবীণ। কাহাঁ জগাই কালিকার বটুয়া নবীন॥ আমাকেহ বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি। কত ঠাঞি বুঝাইয়াছ ব্যবহার ভক্তি॥ তোমাকে উপদেশ করে, না যায় সহন। অতএব আমি তারে করিয়ে ভর্ৎসন॥ বহিরঙ্গবুদ্ধ্যে তোমার না করি স্তবন। তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ॥ যদ্যপি কারো মমতা বহু জনে হয়। প্রীতের স্বভাবে কাহাতে কোনো ভাবোদয়॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৬০-৬৬॥" বহু লোকের প্রতি একজনের প্রীতি থাকিতে পারে; কিন্তু সকলের প্রতি প্রীতির এবং প্রীত্যনুরূপ আচরণের স্বরূপ এক রকম হয় না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা—প্রভৃতি সকলের প্রতিই লোকের প্রীতি থাকে; কিন্তু সকলের প্রতি প্রীতির এবং তদনুরূপ আচরণের স্বরূপ একরকম নয়। প্রভু বলিলেন—"সনাতন! তুমিও আমার প্রিয়, জগদানন্দও আমার প্রিয়; কিন্তু তোমার প্রতি আমার প্রীতির যে স্বরূপ, জগদানন্দের প্রতি আমার প্রীতির স্বরূপ তদ্রূপ নহে। প্রীতির স্বরূপের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, জগদানন্দ তোমা হইতে আমার অধিক প্রিয় নহেন। জগদানন্দ আমার প্রিয়—আত্মীয়—হইলেও আত্মীয়-বোধে তাঁহাকে তিরস্কার করি নাই; তোমার মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছি; মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। আর, তোমার যে প্রশংসা করিয়াছি, তাহাও তোমাকে আমার অনাত্মীয় মনে করিয়া নহে; তোমার গুণেই তোমার প্রশংসা করায়। তুমি আমার অনাত্মীয় নও সনাতন!"

তাহার পরে প্রভু সনাতনকে বলিলেন—"তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসের জ্ঞান। তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃত সমান॥ অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়। তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয়॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৬৭-৬৮॥" প্রভু এ-স্থলে ভঙ্গীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইলেন—সনাতন নিত্যসিদ্ধ পরিকর, জীবতত্ত্ব নহেন; সুতরাং তাঁহার দেহও সাধারণ জীবের দেহের ন্যায় প্রাকৃত—মায়িক পঞ্চভূতাত্মক—নহে। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ এতাদৃশ হইলেও ভগবানের নরলীলায়, লীলাশক্তির প্রভাবে, তাঁহারা নিজেদিগকে সাধারণ জীব বলিয়াই মনে করেন—সুতরাং নিজেদের দেহকেও প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন। এ-কথাই প্রভুও বলিলেন—"অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়। তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয়॥" প্রভু বলিলেন—"সনাতন! তোমার দেহ তো প্রাকৃত নহেই; যদি প্রাকৃতও হইত, তথাপি আমি তোমার দেহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না।"

"প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে। ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে॥ দ্বৈত ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। 'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব ভ্রম॥ আমি ত সন্ন্যাসী —আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।। চন্দনে পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম॥ এই লাগি তোমাত্যাগ করিতে না জুয়ায়। ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজধর্ম্ম যায়॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৬৯-৭২॥"

প্রভু এ-স্থলে আর একটী ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। প্রভু প্রথমে বলিয়াছেন—"তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃতসমান॥" ইহাই প্রভুর বাস্তব মনোভাব। সনাতন প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তাঁহার দেহ কণ্ডুক্লেদযুক্ত হইলেও প্রভুর নিকটে অত্যন্ত মনোরম। ইহা প্রীতিরই ধর্ম। শিশু-সন্তানের মলমূত্র স্নেহময়ী জননীর নিকটে ঘৃণার বস্তু হয় না।

কিন্তু সনাতন প্রভুকে বলিয়াছেন—"তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্।" আত্মগোপন-তৎপর প্রভু তাহার উত্তরেই বলিয়াছেন—"সনাতন! আমি সন্ন্যাসী, তাতে আবার মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আমি তো জ্ঞানমার্গেই বিচরণ করি, সনাতন! জ্ঞানমার্গে 'ভদ্রাভদ্রবস্তু-জ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে।' কেন না, জ্ঞানমার্গে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই তো মিথ্যা; দ্বৈত—ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় বস্তু—যে এই প্রাকৃত জগৎ, তাহা তো মিথ্যা; ইহার পারমার্থিক সত্তা কিছুই নাই; যাহার পারমার্থিক সত্তাই নাই, তাহাতে 'এই ভাল, এই মন্দ, অর্থাৎ ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান'—তো কেবল মনের ভ্রম মাত্র। চন্দন ও পঙ্ক—সবই মিথ্যা, সুতরাং সবই সমান। আমি যখন মায়াবাদী জ্ঞান-মার্গের সন্ন্যাসী, তখন এতাদৃশী সমদৃষ্টিই তো আমার ধর্ম। তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও তাহাতে যদি ঘৃণাবুদ্ধি করি, তাহা হইলে আমার সন্ন্যাস-ধর্মই তো থাকে না সনাতন।"

প্রভুর এই বঞ্চনাময় বাক্য শুনিয়া "হরিদাস কহে—প্রভু! যে কহিলে তুমি। এই বাহ্য-প্রতারণা—নাহি মানি আমি॥ আমাসভা অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার। দীনদয়ালু-গুণ করিতে প্রচার॥ চৈ. চৈ. ৩।৪।১৭৩-৭৪॥"—প্রভু! তুমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া—সুতরাং চন্দনে-পঙ্কে তোমার সমদৃষ্টি বলিয়াই—যে তুমি আমাদের ন্যায় অধমকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা প্রকৃত কথা নহে। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে—তুমি দীনদয়ালু ভগবান্; সেজন্যই আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) শ্রীসনাতনের কণ্ডু-তিরোধান

হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"শুন হরিদাস সনাতন। তত্ত্ব কহি তোমাবিষয় যৈছে মোর মন॥ তোমাকে 'লাল্য' মানি; আপনাকে 'লালক' অভিমান। লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান॥ আপনাকে হয় মোর অমান্য-সমান। তোমা-সভাকে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান॥ মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়। ঘৃণা নাহি উপজয়, আরো সুখ পায়॥ লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়। সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায়॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৭৫-৭৯॥" পরম-কৃপালু প্রভু এ-স্থলেই সনাতন সম্বন্ধে তাঁহার বাস্তব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রভু আরও বলিলেন—"বৈষ্ণবের দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়। 'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥ দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৮৩-৮৫॥" এই উক্তির সমর্থনে প্রভু শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন—"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্ত-কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ভা. ১১।২৯।৩৪॥—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন, মানুষ যখন অপর সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহার জন্য বিশেষ কিছু করার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা হয়; তাহার ফলে সেই মানুষ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমার সমান ঐশ্বর্যভোগের যোগ্য হয় (স্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।" এই শ্লোকের টীকায় "বিচিকীর্ষিতঃ"-শব্দ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—যিনি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহার জন্য বিশেষ কিছু করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। কর্মী, বা যোগী, বা জ্ঞানী প্রভৃতির জন্য তিনি যাহা করেন, তাহা অপেক্ষাও বিলক্ষণ—অতি উত্তম—কিছু করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। আত্মসমর্পণকারীকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা দেন, তাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাহা করেন, তাহা অনিত্য বা মায়িক কিছু নহে। পরন্তু তাহা নিত্য, গুণাতীত। যেই সময়ে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ঐরূপ বিলক্ষণ বস্তু দিতে অভিলাষী হয়েন। "তদা তৎক্ষণমারভ্যৈব স মর্ত্ত্যো মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ বিশিষ্টকর্ত্তুমিষ্টঃ মৎপ্রতিপাদ্যমানেন মদ্‌ভক্ত্যাভ্যাসেন যোগি-জ্ঞানি প্রভৃতিভ্যোঽপি বিলক্ষণ এব কর্ত্তুমভীপ্সিতঃ স্যাদিতি তেন মদ্‌ভক্তেন ময়া কার্য্যঃ সত্যভূত এব নাপি অবিদ্যাকার্য্য-মথ্যাভূত এব কিন্তু মৎকার্য্যো গুণাতীত এব সন্॥ চক্রবর্ত্তী॥"

ইহার পরে প্রভু বলিলেন—"সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা। আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া॥ ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে। কৃষ্ণঠাঞি অপরাধ-দণ্ড পাইতাঙ তবে॥ পারিষদ্‌দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ। প্রথম দিন পাইল অঙ্গে চতুঃসমের গন্ধ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈ. চ. ৩।৪।১৮৭-৮৮॥” সনাতনের দেহ যে পার্ষদদেহ, প্রভু এ-স্থলে তাহা খুলিয়া বলিলেন।

ইহার পরে প্রভু সনাতনকে বলিলেন—“সনাতন! না মানিহ দুঃখ। তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥ এবৎসর তুমি ইহাঁ রহ আমা সনে। বৎসর বহি তোমা পাঠাইব বৃন্দাবনে॥ এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন। কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥ দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার। প্রভুকে কহেন—এই ভঙ্গী যে তোমার। সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলে। সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলে॥ কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে। এই লীলাভঙ্গী তোমার কেহো নাহি জানে॥ দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়। প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হঞা প্রেমময়॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৯০-৯৬॥”

ট। নীলাচলের পরে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

উল্লিখিত ঘটনার পরে রথযাত্রা আসিয়া পড়িল। মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন নীলাচলে রহিয়া গেলেন। ভক্তবৃন্দের সহিত মহাপ্রভুকর্তৃক গুণ্ডিচা-মার্জন দেখিলেন; শ্রীরাধা-ভাবাবেশে রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্তনাদি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

“দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা। বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা॥ যে কালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে। দুইজনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে॥ যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন। সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন॥ যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল, যাহাঁ যেই লীলা। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য-স্থানে সব লিখি নিলা॥ মহাপ্রভুর ভক্তগণ সভারে মিলিয়া। সেই পথে সনাতন চলে সে-স্থান দেখিয়া॥ যে-যে লীলা প্রভু পথে কৈলা যে-যে স্থানে। তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে॥ এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা। পাছে রূপগোসাঞি আসি তাঁহারে মিলিলা॥ চৈ. চ. ৩।৪।১৯৮-২০৪॥”

শ্রীসনাতনের নীলাচলে উপস্থিতির পূর্বেই শ্রীরূপ নীলাচল ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন এক বৎসর নীলাচলে থাকিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন, তাহার পরে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। “এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল। কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥ গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল। কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁটি দিল॥ সব মনঃকথা গোসাঞি করি নিবেদন। নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥ চৈ. চ. ৩।৪।২০৫-৭॥” রামকেলিতে প্রভুর চরণ-দর্শনের পরে শ্রীরূপ যে শ্রীসনাতনকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরে এইবারই তাঁহাদের আবার মিলন হইল।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর আদেশ-পালনে তৎপর হইলেন। “নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলা॥ সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে। ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম-টিপ্পনী। কৃষ্ণলীলারস প্রেম যাহা হৈতে জানি॥ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহাঁ পাইয়ে পার॥ আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন। মদনগোপাল-গোবিন্দের কৈল সেবা-স্থাপন॥ রূপগোসাঞি কৈল রসামৃত গ্রন্থসার। কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার॥ উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর। রাধাকৃষ্ণ-লীলারসের যাহাঁ পাইয়ে পার॥ বিদগ্ধললিত-মাধব—নাটক-যুগল। কৃষ্ণ-লীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল॥ দানকেলিকৌমুদী-আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল। যেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস প্রচারিল॥ চৈ. চ. ৩৪।২০৯-১৭॥"

প্রেম-কল্পতরুর শাখা-প্রশাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অনুপমবল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন। এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম॥ তার মধ্যে রূপ-সনাতন বড় শাখা। অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি উপশাখা॥ মালীর[১] ইচ্ছায় দুইশাখা বহুত বাঢ়িল। বাঢ়িয়া পশ্চিম দিশা সব আচ্ছাদিল॥ আ-সমুদ্রতীর আর হিমালয়। বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥ দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল। প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥ পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার। তাহাঁ প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার। বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রচার॥ চৈ. চ. ১।১০।৮২-৮৮॥"

শ্রীজীবগোস্বামীর প্রসঙ্গ

মহাপ্রভুর আদেশে এবং কৃপা-শক্তিতে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের শিক্ষায় এবং কৃপা-শক্তিতে তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামীও বহু গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরূপের "লঘুভ্রাতা অনুপম। তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—জীবগোসাঞি নাম॥ সর্ব্বত্যাগী তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন। তেঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥ ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থসার। ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার॥ গোপালচম্পূ-নাম গ্রন্থসার কৈল। ব্রজের প্রেমরস-লীলা-সার দেখাইল॥ চৈ. চ. ৩৪।২১৮-২১॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর আদেশেই শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। "জীবগোসাঞি গৌড় হইতে মথুরা আইলা। নিত্যানন্দপ্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিলা॥ প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিল চরণ। রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে করিল আলিঙ্গন॥ আজ্ঞা দিলা—শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে। তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥ তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা, আজ্ঞার ফল্ পাইলা। শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিলা॥ চৈ. চ. ৩৪।২২৩-২৬॥"

ভক্তিরত্নাকর, প্রথমতরঙ্গ, হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবও রামকেলিতে ছিলেন এবং সঙ্গোপনে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ যখন রামকেলি হইতে অনুপমকে লইয়া দেশে আসেন, তখন শ্রীজীবও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন

১। মালীর—শ্রীচৈতন্যের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং চন্দ্রদ্বীপে থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। "শ্রীজীব বাল্যকালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে॥ কৃষ্ণ-বলরাম-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প-চন্দনাদি দিয়া॥ বিবিধ ভূষণ-বস্ত্রে শোভা অতিশয়। অনিমিষ নেত্রে দেখে উল্লাস-হৃদয়॥ কনক-পুতলি প্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হৈল নেত্রজলে॥ বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণ লৈয়া॥ (ভ. র. ১ম তরঙ্গ॥ ৫১ পৃঃ)।" শ্রীজীবের চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান-কালে একদিন রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম স্বপ্নযোগে শ্রীজীবকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে আবার গৌরবর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-রূপেও দর্শন দিয়া শ্রীজীবকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীজীব "লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু-পদতলে॥ করুণা-সমুদ্র গৌর-নিত্যানন্দ রায়। পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়॥ পরম-বাৎসল্যে পুনঃ করি আলিঙ্গন। কহিল অমৃতময় প্রবোধ-বচন॥ শ্রীগৌরসুন্দর মহা-প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। প্রভু নিত্যানন্দ-পদে দিল সমর্পিয়া॥ নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বারবার। এই মোর প্রভু হউক সর্ব্বস্ব তোমার॥ ঐছে প্রভু অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে। দোঁহে অদর্শন দেখি নারে স্থির হৈতে॥ (ঐ-৫১-৫২ পৃঃ)।" নিদ্রাভঙ্গ হইলেই শ্রীজীব দেখিলেন—রাত্রি আর নাই। চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া তিনি নবদ্বীপে উপনীত হইলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে যাইয়া গলদশ্রু-লোচনে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে লোটাইয়া পড়িলেন। মহাবাৎসল্যভরে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে স্বীয় চরণ-যুগল স্থাপন করিলেন এবং পরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। "প্রভু প্রেমাবেশে কহে—তোমার নিমিত্তে। আইলাম শীঘ্র ইহাঁ খড়দহ হৈতে॥ প্রভু কহে—শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ। তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান॥ (ঐ ৫৪ পৃঃ)।" শ্রীবাসাদি ভক্তগণের চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীজীব নবদ্বীপ হইতে কাশীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কাশীতে কিছুকাল থাকিয়া তিনি সর্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করেন। তাহার পরে বৃন্দাবনে আসিয়া জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের চরণ আশ্রয় করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ভক্তি এবং সৌন্দর্যে শ্রীজীব সকলেরই শ্রদ্ধা এবং আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে ভক্তি-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন। শ্রীজীবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা এবং ভক্তি দেখিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থসমূহের সংশোধন এবং প্রচারের ভারও শ্রীজীবের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের যে বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহার সংশোধনের ভারও তিনি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উপরই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। "শ্রীবৈষ্ণবতোষণী করিল্লা সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিল করিতে শোধন॥ আজ্ঞা পাঞা জীব লঘুতোষণী করিলা। ভ. র.। প্রথমতরঙ্গ॥ ৫৫ পৃঃ॥" শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অন্তর্ধানের পরে শ্রীজীবই বৃন্দারণ্যবাসী বৈষ্ণববৃন্দের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীপাদ রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকা লিখিয়া শ্রীরূপের অভিপ্রায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দুইটী টীকা লিখিয়াছেন—ক্রমসন্দর্ভ ও লঘুবৈষ্ণবতোষণী। ব্যাকরণ অধ্যয়নকালেও লোক ভগবৎ-কথা হইতে চ্যুত না হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি "হরিনামামৃত-ব্যাকরণ" প্রণয়ন করিয়াছেন; এই অপূর্ব ব্যাকরণের সূত্রাদিও হরিনামময়। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ঠ। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-স্থাপিত বৈরাগ্য ও ভজনের আদর্শ

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ছিলেন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। প্রভুর কৃপায় এ-সমস্ত সম্পদ তাঁহাদের নিকটে বিষবৎ জ্বালাময় হইয়া উঠিল, সমস্ত ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইলেন। নূতন বস্ত্রও পরিধান করিতেন না; পুরাতন বস্ত্র পাইলে তাহাদ্বারাই কৌপীন ও বহির্বাস করিতেন।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বৃন্দাবনে কিভাবে থাকিতেন, কবিরাজগোস্বামী তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। "কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন। তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ—॥ 'কহ—তাহাঁ কৈছে রহে রূপ-সনাতন। কৈছে রহে বৈরাগ্য, কৈছে বা ভোজন॥ কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন ?' তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ—। অনিকেতন দোঁহে রহে—যত বৃক্ষগণ। একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥ বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাহাঁ মাধুকরী। শুষ্ক রুটি চানা চাবায় ভোগ পরিহরি॥ করোয়ামাত্র হাতে, কাঁথা ছিড়া বহির্ব্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥ অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন—চারিদণ্ড শয়নে। নামসঙ্কীর্ত্তনে সেহো নহে কোনদিনে॥ কভু ভক্তিরস-শাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্যকথা—শুনে, করে চৈতন্যচিন্তন॥ এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়। চৈতন্যের কৃপা যাহাঁ তাহাঁ কি বিস্ময়॥ চৈ. চ. ২।১৯।১১২-২০॥"

ড। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-সম্বন্ধে এপর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই তাঁহাদের প্রতি প্রভুর অপূর্ব কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে আবার বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ভক্তিশাস্ত্র-রসশাস্ত্র-প্রচার-প্রসঙ্গে প্রভুর কৃপার। মহাপ্রভু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের উভয়কেই নিজে শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষাদানের প্রারম্ভেও প্রভু তাঁহাদের মধ্যে কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন—যেন তাঁহারা প্রভুর শিক্ষা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। আবার, শিক্ষাদানের পরেও কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন—যেন তাঁহারা শিক্ষার বিষয়ে যথার্থরূপে বিচার করিতে পারেন। শিক্ষাদান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র-রসশাস্ত্রাদি প্রণয়ন ও প্রচার করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং মহাপ্রভু আলিঙ্গনাদিদ্বারা এই কার্যের জন্যও তাঁহাদের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছেন। তাহাতেও যেন প্রভুর তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যখন প্রভুর চরণ দর্শনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু নিজে উদ্যোক্তা হইয়া একে একে উড়িয়া ও গৌড়ীয়া সমস্ত ভক্তের সহিত তাঁহাদের মিলন করাইয়াছেন, প্রভুর অঙ্গসেবক শূদ্রকুলোদ্ভব গোবিন্দ পর্যন্ত বাদ যায়েন নাই। প্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের জন্য নিজে ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন, যেন তাঁহাদের আশীর্বাদে রূপ-সনাতন ভক্তি-শাস্ত্র-রসশাস্ত্রাদি প্রণয়ন ও প্রচার করিতে সমর্থ হয়েন। প্রভু এই দুই ভ্রাতাকে সকল ভক্তের কৃপার ভাজন করিয়াছেন। আবার, নীলাচল হইতে যখন তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখনও প্রভু আলিঙ্গনাদিদ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এইভাবে কৃপা-প্রকাশের দৃষ্টান্ত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর এতাদৃশ কৃপাবৈশিষ্ট্য-প্রকটনের উদ্দেশ্য দেখা যায়,—ভক্তিশাস্ত্র-রসশাস্ত্রাদির প্রচার। ভক্তিশাস্ত্রাদির প্রচার প্রভুর নিজের জন্যও প্রয়োজনীয় ছিল না, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের জন্যও প্রয়োজনীয় ছিল না; ইহার প্রয়োজন ছিল জীবের জন্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের প্রতিই কৃপার বৈশিষ্ট্য।

(চ) শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের বংশ-পরিচয়

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের বংশ-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে। তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকার অন্তে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের উর্দ্ধতন সপ্তম ও ষষ্ঠ পুরুষ কর্ণাটের রাজা ছিলেন।

উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম ছিল শ্রীসর্বজ্ঞ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যাপক; ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরমপূজ্য ছিলেন বলিয়া তিনি "জগদ্‌গুরু" বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার পুত্র ছিলেন অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধও কর্ণাটের রাজা ছিলেন। তিনিও যজুর্বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর ছিলেন বিবিধ শাস্ত্রে প্রবীণ; আর হরিহর ছিলেন শস্ত্রবিদ্যায় প্রবীণ। অনিরুদ্ধ তাঁহার পুত্রদ্বয়কে স্বীয় রাজত্ব সমান দুই ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরলোক গমনের পরে শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য দখল করেন। রাজ্যচ্যুত রূপেশ্বর স্বীয় পত্নীর সহিত আটটী ঘোটক লইয়া পলায়ন করেন এবং পৌলস্ত্য-দেশে আসিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া সে-স্থানেই বসতি স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র—পদ্মনাভ; তিনি রূপে, গুণে, বিদ্যায়, ধনে ও মানে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সাঙ্গ যজুর্বেদে এবং সমস্ত উপনিষদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং জগন্নাথ-প্রেমোল্লাস-হৃদয় ছিলেন। তিনি রাজা শিখরেশ্বরের রাজ্য পৌলস্ত্য ত্যাগ করিয়া দনুজমর্দনের সহায়তায় গঙ্গাতীরবর্তী নবহট্টে (নৈহাটী) আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা এবং পাঁচপুত্র—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি এবং মুকুন্দ; মুকুন্দদেব সর্বকনিষ্ঠ। মুকুন্দদেবের পুত্র কুমারদেব। এ-স্থলে কিঞ্চিৎ দ্রোহ প্রাপ্ত হওয়ায় কুমারদেব বঙ্গদেশে * গিয়া বাস করেন। কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিন জনই মহিষ্ট-বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন—শ্রীসনাতন, তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীরূপ এবং শ্রীবল্লভ (অনুপম)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাতিশয্যে ইঁহারা সংসারবিষয়ে নির্বেদ-অবস্থা লাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসম্পত্তির সাম্রাজ্য লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ ছিলেন শ্রীজীবের পিতা; তিনি গৌড়ে গঙ্গায় শ্রীরামচন্দ্রের চরণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অগ্রজদ্বয় বৃন্দাবনে মিলিত হইয়াছিলেন।

(১) হীনজাত্যভিমান

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর লিখিত উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। তথাপি কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত রামকেলিতে মিলনের পরে তাঁহারা নিজেদিগকে নীচজাতি, হীনজাতি, এমন কি ম্লেচ্ছ বলিয়াও পরিচয় দিতেন। তাহার হেতু বোধ হয় এই। তাঁহারা যবনের চাকুরী করিতেন; চাকুরীব্যপদেশে যবনের সঙ্গও করিতেন। ইহা ব্রাহ্মণবর্ণের বৃত্তির প্রতিকূল বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

বর্ণসমূহের বৃত্তির কথা বলিয়া আপৎকালীন বৃত্তিসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ। ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্ব্বেষামপি সর্ব্বশঃ॥ ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥ ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতম্। মৃতং তু নিত্যযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥ সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তি র্নীচসেবনম্॥ বর্জ্জয়েত্তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্। সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ॥ ভা. ৭।১১।১৭-২০॥—নীচ বর্ণের লোক অনাপৎকালে অধ্যাপনাদিরূপা উত্তমা বৃত্তি অবলম্বন করিবে না। কিন্তু আপৎকালে ক্ষত্রিয়ব্যতিরেকে সকল বর্ণই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে; আপৎকালে ক্ষত্রিয় প্রতিগ্রহব্যতীত অন্য সকল বৃত্তি স্বীকার করিতে পারে। (বৃত্তিষ্বেব ব্যবস্থাং দর্শয়ন্ আপদ্‌বৃত্তীরাহ। জঘন্যোনীচঃ। উত্তমাং অধ্যাপনাদিরূপাং ঋতে রাজন্যং ক্ষত্রিয়স্তু প্রতিগ্রহাদন্যাং ভজেত॥ টীকায় শ্রীধরস্বামী)। (চতুর্ব্বিধাং পূর্ব্বোক্তাং বিপ্রবৃত্তিমিতরেষামপি দর্শয়ন্নাহ ঋতামৃতাভ্যামিতি। শ্রীধরস্বামী॥—ব্রাহ্মণবর্ণের যে চারিটী বৃত্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে আপৎকালে) ঋত (উঞ্ছশিল)

* বাকলা চন্দ্রদ্বীপকেই বোধ হয় এ-স্থলে বঙ্গদেশ বলা হইয়াছে। লঘুতোষণীর তাৎপর্য-কথনে ভক্তিরত্নাকর লিখিয়াছেন, কুমারদেব "জ্ঞাতিবর্গ হৈতে উদ্বেগ হৈল মনে। ছাড়িলেন নবহট্টগ্রাম সেই ক্ষণে॥ নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা। বাকলাচন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥ যশোরে ফতেয়াবাদ নামে গ্রাম হয়। গতায়াতহেতু তাহা করিল আলয়॥ ভ. র. প্রথম তরঙ্গ॥ ৩৯-৪০ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অমৃত (অযাজিত), অথবা মৃত (নিত্য যাচ্ঞা) ও প্রমৃত (কৃষি) দ্বারা, অথবা সত্যানৃত (বাণিজ্য) দ্বারাও সকল বর্ণই জীবন ধারণ করিতে পারে; কিন্তু শ্ববৃত্তি (নীচসেবা) দ্বারা কখনও জীবিকানির্বাহ করা কর্তব্য নহে। ঋত-শব্দে উঞ্ছশিল, অমৃত-শব্দে অযাচিত, মৃত-শব্দে নিত্যযাচ্ঞা, প্রমৃত-শব্দে কর্ষণ (কৃষি), সত্যানৃত-শব্দে বাণিজ্য এবং শ্ববৃত্তি-শব্দে নীচসেবা বুঝায়। **বিপ্রবর্ণ এবং ক্ষত্রিয়বর্ণ সর্ব্বদা জুগুপ্‌সিতা শ্ববৃত্তি (নীচসেবা) বর্জন করিবে**; কারণ, বিপ্রবর্ণ সর্ববেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্বদেবময়।"

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-বিধান হইতে জানা গেল, ব্রাহ্মণবর্ণের পক্ষে, অন্য সময়ের কথা তো দূরে, আপৎকালেও বৃত্তিরূপে শ্ববৃত্তি বা নীচসেবা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। নীচসেবা হইতেছে স্ববর্ণ অপেক্ষা নীচবর্ণের সেবা। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যবনের সেবা (চাকুরী) করিতেন বলিয়া মনে করিতেন—তাঁহারা ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে চ্যুত হইয়াছেন, নীচজাতি হইয়া পড়িয়াছেন। এজন্য তাঁহারা নিজেদিগকে হীনজাতি, নীচজাতি, এমন কি ম্লেচ্ছ বলিয়াও পরিচয় দিতেন।

শ্রীসনাতন নিজের বংশকেও "নীচবংশ" বলিতেন। তিনি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি মহাপ্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন—"সনাতন কহে—নীচ বংশে মোর জন্ম। অধর্ম্ম অন্যায় যত মোর কুলধর্ম্ম॥ হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার। তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার॥ চৈ. চ. ৩।৪।২৭-২৮॥" শ্রীপাদ সনাতন যে নিজের বংশকে "নীচ-বংশ" এবং "অধর্ম্ম অন্যায় যত মোর কুলধর্ম্ম" বলিয়াছেন, তাহার হেতু বোধ হয় এই।

শ্রীল হরিদাস দাস-বাবাজীমহারাজের সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান" (বাঁধান দ্বিতীয় খণ্ড) হইতে জানা যায়—"রূপ-সনাতনের পিতামহ (মুকুন্দ) গৌড়ে পাঠান রাজত্বকালে মন্ত্রী হইয়াছিলেন (১৩১৫ পৃঃ, প্রথমস্তম্ভ)।" অন্যত্রও লিখিত হইয়াছে—"কথিত আছে যে সুলতান বার্‌বক সাহের সময়ে সনাতনের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করেন। (১৩৯৭ পৃঃ, দ্বিতীয়স্তম্ভ)।"

শ্রীপাদ সনাতনের পিতামহও যবনের চাকুরী করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণোচিত বৃত্তির ও ধর্মের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি তাঁহার বংশকে "নীচবংশ" বলিয়াছেন এবং "অধর্ম্ম অন্যায় যত মোর কুলধর্ম্ম" বলিয়াছেন। বৃত্তিদ্বারাই বর্ণের পরিচয় হয়।

মায়ার প্রভাবেই দেহ-দৈহিক বস্তু সম্বন্ধে জীবের অভিমান জন্মে; সেই অভিমান যত দিন থাকে, ততদিন জীবের বাস্তব দৈন্য—নিজের সম্বন্ধে হেয়তাবুদ্ধি—জন্মিতে পারে না; তত-দিন পর্যন্ত নিজের বা নিজের কুলের হেয়তা জানিয়াও কেহ তাহা অপরের নিকটে প্রকাশ করে না। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের উল্লিখিতরূপ দৈন্য ছিল বাস্তব—হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত দৈন্য; নচেৎ তাঁহারা অপনা হইতে নিজেদিগকে হীনজাতি, ম্লেচ্ছ-ইত্যাদি বলিতে পারিতেন না। ইহা ছিল তাঁহাদের বাস্তবিক অভিমানহীনতার পরিচায়ক। ভক্তির কৃপাব্যতীত কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্যক্ অভিমানহীনতা জন্মিতে পারে না। কেননা, অভিমান হইতেছে মায়ার প্রভাবজাত; যতক্ষণ চিত্তে মায়ার প্রভাব থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও না কোনওরূপ অভিমান থাকিবেই। মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে ভক্তিব্যতীত অপর কিছুই অপসারিত করিতে পারে না; অপর কিছুই বাস্তব দৈন্য জন্মাইতে পারে না। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্য ছিল ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্য। যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি সর্বোত্তম হইলেও নিজেকে সর্বাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করেন; ভক্তির স্বরূপগত ধর্মবশতঃই এইরূপ ভাব জন্মে; তাহার ফলে, তাঁহার মধ্যে যে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাও তিনি মনে করিতে পারেন না; তাই নিবিড়ভাবে ভজন-পরায়ণ হইলেও তিনি মনে করেন—তাঁহার ভজন-সাধন কিছুই নাই, তিনি ভজন-সাধনেরও অযোগ্য। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের যে বাস্তব-দৈন্যবুদ্ধি জন্মিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই; কিন্তু এই দৈন্যের হেতু যে ভক্তি, তাহা তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই। মহাপ্রভুর কৃপালাভের পরে তাঁহারা মনে করিতে পারিলেন, কর্মজীবনে তাঁহাদের আচরণ তাঁহাদের বংশোচিত—ব্রাহ্মণবর্ণোচিত—হয় নাই; এজন্য তখন তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদের অন্যায় অধর্মাচরণের ফলেই তাঁহারা ভজন-সাধন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; তাদৃশ আচরণের ফলে তাঁহারা ব্রাহ্মণবংশোচিত আচরণ ও ধর্ম হইতে পতিত হইয়াছেন। তাই তাঁহারা নিজেদিগকে হীনজাতি, নীচজাতি ইত্যাদি রূপে পরিচয় দিতেন। ইহা হইতেছে সর্বতোভাবে অভিমানহীনতার ফল এবং এই অভিমানহীনতা হইতেছে ভক্তির ফল; সুতরাং তাঁহাদের দৈন্য ছিল প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরই ফল। কিন্তু সেই দৈন্যবশতঃ, ভক্তির স্বরূপগত ধর্মবশতঃ, তাঁহারা তাহা মনে করিতেন না।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরও বলিয়াছেন—"যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥ করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান। এ-হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥ যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়। ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়॥ যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র-মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥ নীচজাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥ বিপ্ররাজ হঞা খেদযুক্তান্তরে। আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥ প্রথমতরঙ্গ॥ ৪৩-৪৪ পৃঃ॥"

(২) অপবাদ

বস্তুতঃ ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন নিজেদিগকে নীচজাতি, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি রূপে পরিচয় দিতেন বলিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যের অনুসন্ধান না করিয়া, কোনও কোনও আধুনিক সমালোচক বলিয়া থাকেন—রূপ-সনাতন মুসলমান ছিলেন; আবার কেহ কেহ বলেন—তাঁহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা যে মুসলমান ছিলেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, পূর্বোল্লিখিত তাঁহাদের বংশ-পরিচয় হইতেই তাহা জানা যায়। পূর্বে ব্রাহ্মণ থাকিলেও পরে যে তাঁহারা মুসলমান হইয়া যায়েন নাই, নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

প্রথমতঃ, পূর্ববর্তী ১৭-ঞ (১)-অনুচ্ছেদে অনুপমের ভক্তিনিষ্ঠা-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, সনাতন নিজেই মহাপ্রভুর নিকটে বলিয়াছেন—শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গেই অনুপম "নিরন্তর" থাকিতেন; বালক-কাল হইতেই অনুপম "দৃঢ়চিত্তে রঘুনাথের উপাসনা করিতেন।" রূপ-সনাতন যদি মুসলমান হইতেন, তাহা হইলে দৃঢ়চিত্তে রঘুনাথের উপাসক অনুপমের পক্ষে তাঁহাদের সঙ্গে নিরন্তর বাস করা সম্ভবপর হইত না। সেই প্রসঙ্গে শ্রীসনাতন আরও বলিয়াছেন, তাঁহারা (রূপ ও সনাতন) শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন; তাঁহাদের সঙ্গে অনুপমও "কৃষ্ণকথা-ভাগবত" শুনিতেন। তাঁহারা যদি মুসলমান হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন কেন? "কৃষ্ণকথা-ভাগবতের"ই বা আলোচনা করিতেন কেন? দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হয় না; শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন, তাহা হইতেই বুঝা যায়, তাঁহারা তখনও দীক্ষিতই ছিলেন। তদানীন্তন-কালে মুসলমানকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য কোনও হিন্দু সাধক যে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, রামকেলিতে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শন করার পরে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন দুইজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা "কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ। অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ চৈ. চ. ২।১৯।৪॥" দীক্ষার পূর্বে পুরশ্চরণ হয় না। দীক্ষার পরেই শ্রীগুরুদেবের আদেশ গ্রহণপূর্বক পুরশ্চরণের বিধি। "শ্রীগুরোর্মন্ত্রমাসাদ্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি। দীক্ষাং কৃত্বা পুনস্তেনানুজ্ঞাতঃ প্রারভেত তৎ॥ হ. ভ. বি. ১৭।৩।" পুরশ্চরণের একতম ফল হইতেছে অভীষ্ট-পূরণ॥ "কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্॥ হ. ভ. বি. ১৭।৪॥" শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন; ইহা হইতে জানা যায়, তাঁহারা পূর্বেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা যদি মুসলমান হইতেন, তাহা হইলে কোন্ হিন্দু সাধক তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিতেন? কোন্ ব্রাহ্মণই বা তাঁহাদের পুরশ্চরণ করাইতেন?

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের একটী টীকা লিখিয়াছেন, নাম—বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী। এই টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন তাঁহার গুরুদেব। "ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্। বন্দে॥" বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহোদর। শ্রীপাদ সনাতন বিদ্যাবাচস্পতির নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়নও করিয়াছেন, দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছেন (গৌরবসূচক বহুবচনান্ত—"বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্"-বাক্যই সূচিত করিতেছে যে, বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনের দীক্ষাগুরুও ছিলেন)। সনাতন যদি মুসলমানই হইতেন, তাহা হইলে তদানীন্তনকালে সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাবাচস্পতি তাঁহাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেন কিনা, মন্ত্রদীক্ষাও দিতেন কিনা, তাহা সুধীজনের বিবেচ্য।

চতুর্থতঃ, পূর্ববর্তী ১৭ক-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, রামকেলিতে প্রভুর চরণ দর্শনের পূর্বেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বার বার প্রভুর নিকটে নিজেদের কর্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়া পত্র লিখিতেন; প্রভুও উত্তর দিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা কি ইস্‌লাম-শাস্ত্রবিহিত নিজেদের কর্তব্য জানিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকটে পত্র লিখিতেন? ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

পঞ্চমতঃ, রামকেলিতে প্রভুর চরণ দর্শনের পরে শ্রীরূপ দেশে চলিয়া গেলেন; শ্রীসনাতন রামকেলিতে থাকিয়াও রাজকার্যে যোগ দিতেন না; অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করিয়া নিজ ঘরে বসিয়া বিশ-ত্রিশজন পণ্ডিতের সঙ্গে ভাগবত-বিচার করিতেন। তিনি যদি মুসলমান হইতেন, তাহা হইলে বিশ-ত্রিশজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন কিনা, তাহাও বিবেচ্য। তদানীন্তন সময়ের কথাও বিবেচ্য। যে সময়ে হুসেন সাহ জোর করিয়া সুবুদ্ধিরায়ের মুখে করোয়ার জল দেওয়াইয়াছিলেন বলিয়া সুবুদ্ধিরায়কে দেশত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য বারাণসীতে যাইতে হইয়াছিল, ইহা ছিল সেই সময়।

ষষ্ঠতঃ, রামকেলিতে অনুপমের ন্যায় শ্রীজীবও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রূপ-সনাতনের সঙ্গে থাকিতেন। পরবর্তীকালে এই শ্রীজীবই বৃন্দাবন-গমনের পথে বারাণসীতে কিছুকাল থাকিয়া সর্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন —একথা ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় (প্রথমতরঙ্গ। ৫৪ পৃঃ)। রূপ-সনাতন যদি মুসলমান হইতেন, তাহা হইলে শ্রীজীবও হইতেন মুসলমান-পরিবারের সন্তান। শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতি যে মুসলমান পরিবারের কাহাকেও বেদান্তাদি পড়াইয়াছেন, ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহাও সুধীগণের বিবেচ্য।

সপ্তমতঃ, মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্বেই, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী "হংসদূত"-নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সুদূর প্রবাসের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার-বর্ণনায় অপূর্ব রস-পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণার মর্মন্তুদ-প্রদাহ প্রশমনের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা একদিন যমুনাতটে গমন করিয়া পূর্বপরিচিত কুঞ্জাদির দর্শনে শোকোচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই দশা দেখিয়া সখীগণ নানা প্রকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পদ্ম-পত্রনির্মিত শয্যায় শ্রীরাধাকে শয়ন করাইয়া ললিতা যখন সোপানশ্রেণীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই দেখিলেন, একটী শুভ্র হংস আসিতেছে। তাহাকেই দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরণ করিবার জন্য ললিতা সঙ্কল্প করিলেন এবং হংসটীকে তদনুরূপ শিক্ষা দিলেন। এ-সমস্ত বিবরণই হংসদূতে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং শ্রীরাধার ভাব-বৈচিত্রী সম্বন্ধে শ্রীরূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামীর কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন ও অনুভূতি মহাপ্রভুর চরণদর্শনের পূর্ব হইতেই ছিল, তাঁহার এই গ্রন্থ হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। এই গ্রন্থে তিনি কান্তাভাবের উপাসক বৈষ্ণববৃন্দের নিগূঢ় ভজনরহস্যও পরিস্ফুট করিয়াছেন। গ্রন্থোপসংহারে তিনি বলিয়াছেন —শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় রসময়ীলীলা সম্বন্ধীয় শ্লোকমালায় গ্রথিত এই প্রবন্ধ অখিলভুবন-বন্ধু নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে নিবিড় রসময় আনন্দ-তরঙ্গ বিস্তার করুক। পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া তিনি প্রাকৃতরসের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং ভক্তির রসস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হংসদূত হইতে জানা যায়, প্রভুর চরণ দর্শনের পূর্বে, হুসেন সাহের অধীনে চাকুরী করার সময়েও, ভক্তির রসস্বরূপত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব জ্ঞান ও অনুভূতি ছিল। প্রয়াগে যখন তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু শ্রীরূপের এই অপূর্ব গুণের পরিচয় পাইয়াই বোধহয় তাঁহাকে রসশাস্ত্র প্রচারের যোগ্য পাত্র মনে করিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন।

পদাবলী-সাহিত্যে কোনও কোনও মুসলমান কবির কিছু কিছু পদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার বর্ণন দৃষ্ট হয় না। ব্রজরসের অন্তরঙ্গ সাধক ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে হংস-দূতের ন্যায় গ্রন্থের প্রণয়ন অসম্ভব। এই গ্রন্থ হইতেই জানা যায়, মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের পূর্ব হইতেই শ্রীপাদরূপ ব্রজরসের অন্তরঙ্গ সাধনে নিবিষ্ট ছিলেন। কোনও মুসলমানের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়।

অষ্টমতঃ, মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের পূর্বে রামকেলিগ্রামে রূপ-সনাতন যে ভাবে সাধন করিতেন, ভক্তিরত্নাকর (প্রথমতরঙ্গ ৪৩ পৃষ্ঠায়) তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। "সনাতন রূপের সাধন যে প্রকার। সে সকল বিস্তারি কহিতে সাধ্য কার॥ বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে। কদম্বকানন রাধাশ্যামকুণ্ড তাতে॥ বৃন্দাবন-লীলা তথা করয়ে চিন্তন। না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥ শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন সেবায় রত। সদা খেদ উক্তি তাহা কহিব বা কত॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিহরে নদীয়া। সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া॥" এসমস্ত কি মুসলমানের আচার? "শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন-সেবায় রত" থাকা কি মুসলমানের আচরণ?

নবমতঃ, ভক্তিরত্নাকর প্রথমতরঙ্গ (৪২-৪৩ পৃঃ) হইতে জানা যায়—শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন "গৌড়ে রামকেলিগ্রামে করিলেন বাস। ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥ ইন্দ্রসম সনাতন-রূপের সভাতে। আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে॥ * * সদা সর্ব্ব শাস্ত্রচর্চ্চা করে দুই জন। অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥ ন্যায়সূত্র-ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়। সনাতন-রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥ ঐছে সবে সর্ব্বপ্রকারেতে দৃঢ় হঞা। সনাতন-রূপগুণ গায় সুখ পাঞা॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ। কর্ণাটদেশাদি হৈতে আইলা বিপ্রগণ॥ সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে। বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা-সন্নিধানে॥ ভট্টগোষ্ঠী-বাসে ভট্টবাটী নামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রাম। সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বমতে অনুপাম ॥ রামকেলিগ্রামে যে সকল বিপ্র লৈয়া। ব্যবহার কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া ॥ বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণে রূপ সনাতন। যেরূপ আদরে তাহা না হয় বর্ণন ॥ নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত। কহিতে না পারি তা সভারে ভক্তি কত ॥ শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলিগ্রামে তাঁর স্থিতি ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঞি। তৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে শক্তি নাই ॥" এ-সমস্ত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, রামকেলিতে অবস্থানকালে তাঁহারা মুসলমান ছিলেন না।

দশমতঃ, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণীতে লিখিয়াছেন—"যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে। স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥ মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ। তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতননামিনাম্ ॥ তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চি-দন্যদ্বিবক্ষয়া। অথো তদঙ্ঘ্রিজীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে ॥" ভক্তিরত্নাকরে এই উক্তির মর্ম লিখিত হইয়াছে। "শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুতচরিত। শ্রীমদ্ভাগবতে যার অতিশয় প্রীত। প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর। শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর ॥ স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা। প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥ পাইয়া শ্রীভাগবত মহা হর্ষচিতে। মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত-সমুদ্রেতে ॥ শ্রীমদ্‌ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিল। তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল ॥ শ্রীসনাতনের পূর্ব্ব কহি সংক্ষেপেতে। শ্রীজীবগোস্বামী বিস্তারিলা তোষণীতে ॥ (৩৭-৩৮ পৃঃ)।" প্রথম বয়স হইতেই যিনি শ্রীভাগবত-রসাস্বাদনে মগ্ন ছিলেন, তিনি কখনও মুসলমান হইতে পারেন না।

এ-সমস্ত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন মুসলমান ছিলেন না, মুসলমান হইয়াও গিয়াছিলেন না। তাঁহারা হিন্দুই ছিলেন, যবনের চাকুরীব্যতীত তাঁহাদের অন্য সমস্ত আচরণও ছিল ব্রাহ্মণোচিত।

১৮। শ্রীলরঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রসঙ্গে করুণার বৈশিষ্ট্য

ক। জন্মস্থান

সপ্তগ্রামে শ্রীল রঘুনাথদাসের আবির্ভাব। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ত্রিশ বিঘা (বর্তমান আদি সপ্তগ্রাম) ষ্টেশনের নিকটে এই সপ্তগ্রাম। পূর্বে সপ্তগ্রাম বলিলে সাতটী গ্রামকে বুঝাইত—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। শ্রীল রঘুনাথদাসের সময়ে সপ্তগ্রামের সীমা যশোহর ভৈরব নদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান। বাঁধান দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৭১ পৃঃ)। সপ্তগ্রাম কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দূরে।

খ। বংশ-পরিচয়

সপ্তগ্রাম-মুলুকের এক মুসলমান শাসনকর্তার পরে হিরণ্যদাস মজুমদার ও গোবর্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাস মজুমদার নামে দুই সহোদর সেই মুলুকের অধিপতি হয়েন। তাঁহারা উভয়েই মহা-পণ্ডিত ছিলেন; জাতিতে কায়স্থ। হিরণ্যদাস জ্যেষ্ঠ, গোবর্ধনদাস কনিষ্ঠ। হিরণ্যদাস ছিলেন নিঃসন্তান, গোবর্ধনদাসের একমাত্র সন্তান ছিলেন রঘুনাথদাস, যাঁহাকে পরবর্তীকালে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী "শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়-কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ" বলিয়াছেন (হ. ভ. বি. ১।২-শ্লোকের টীকায়)।

সপ্তগ্রাম-মুলুকের জন্য হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসকে নবাব-সরকারে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত; রাজস্ব আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা; সুতরাং কেবল রাজস্ব হইতেই তাঁহাদের আয় ছিল আট লক্ষ টাকা। অন্য আয়ও ছিল তাঁহাদের প্রচুর। কেহ কেহ বলেন, তখন বিদেশী বাণিজ্যপোত সরস্বতী নদী দিয়া সপ্তগ্রাম বন্দরেই যাইত। এই বাণিজ্য-শুল্কও হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসেরই প্রাপ্য ছিল। এইরূপে জানা যায়, তাঁহারা ছিলেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। এই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন রঘুনাথদাস।

তাঁহারা অত্যন্ত দাতাও ছিলেন; ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তৎকালে বাঙ্গালাদেশে এমন কোনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বোধ হয় ছিলেন না, যিনি তাঁহাদের আনুকূল্য পাইতেন না; ভূমি-অর্থাদিদ্বারা তাঁহারা সকলকেই সাহায্য করিতেন। এই দুই সহোদরের মধ্যে রঘুনাথের পিতা গোবর্ধনদাস ছিলেন তৎকালের আদর্শ দাতা। সঙ্গীতমাধব-নাটকে লিখিত হইয়াছে—"পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ। গৌড়ে গোবর্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"হিরণ্য গোবর্ধন নাম দুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥ মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য। সদাচার সৎকুলীন ধার্মিক অগ্রগণ্য॥ নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়। অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার। চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃব্যবহার॥ মিশ্রপুরন্দরের পূর্বে করিয়াছেন সেবনে।[১] অতএব প্রভু ভাল জানে দুই জনে॥ চৈ. চ. ২।১৬।২১৫-১৯॥"

বৈষ্ণবের প্রতিও হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। হরিদাসঠাকুর যখন বেনাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চাঁদপুরে গিয়াছিলেন এবং বলরাম আচার্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বলরাম আচার্য হরিদাসকে একদিন হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের সভায় লইয়া গিয়াছিলেন। সভায় তখন অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-সজ্জন ছিলেন। হরিদাসের আগমনমাত্র "ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান। পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥ অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন। দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্যগোবর্ধন॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৬৫-৬৬॥" তাঁহাদের কর্মচারী গোপাল চক্রবর্তী নামক জনৈক পণ্ডিত যখন হরিদাসের অমর্যাদা করিয়াছিলেন,

(১) নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—মহাপ্রভুর মাতামহ। মিশ্রপুরন্দর—জগন্নাথ মিশ্র, মহাপ্রভুর পিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তাঁহারা রুষ্ট হইয়া গোপাল চক্রবর্ত্তীকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন এবং দ্বারমানা করিয়াছিলেন [১৫।৭-ক (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

গ। বাল্যকালে হরিদাসঠাকুরের সঙ্গ ও তাহার মহিমা

বেনাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে আসিয়া হরিদাসঠাকুর যখন তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত এবং হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের পুরোহিত ভক্তিমান্ বলরাম আচার্য্যের গৃহে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, তখন "রঘুনাথ বালক করে অধ্যয়ন। হরিদাসঠাকুরে যাই করে দরশন॥ হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে। সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৬১-৬২ ॥"

রঘুনাথদাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ; লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহার সংসারিজীব-অভিমান। এইরূপ সংসারি-জীব-অভিমান না হইলে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ পার্ষদদের আচরণে জীব-শিক্ষাও সম্ভব হয় না। হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে শ্রীল রঘুনাথ দাসের দ্বারা জীব-জগতে এই শিক্ষা প্রচারিত হইল যে, মহতের সঙ্গ এবং মহতের কৃপা ব্যতীত কাহারও চিত্তে সংসার-বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না, ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না, কাহারও ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিও হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ চৈ. চ. ২।২২।৩২॥" শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়—"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ভা. ৫।১২।১২॥—শ্রীভরত বলিলেন, হে মহারাজ রহূগণ! মহাপুরুষদিগের চরণরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে—তপস্যা, বৈদিক কর্ম, অন্নাদি দান, গৃহ-নির্মাণার্থ পরোপকার, বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা—এ-সমস্ত দ্বারাও ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান (ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতুভূতা ভক্তি) লাভ করা যায় না।"

হরিদাসঠাকুরেরর সঙ্গ ও কৃপার প্রভাবে রঘুনাথ "বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস॥ চৈ. চ. ২।১৬।২২০ ॥"

ঘ। মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রথম মিলন—শান্তিপুরে

মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের জন্য মনে মনে রঘুনাথের অত্যন্ত ব্যাকুলতা। "সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা। তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥ প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥ তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন। অতএব আচার্য্য[১] তাঁরে হৈলা প্রসন্ন॥ আচার্য্য-প্রসাদে পাইলা প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত। প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ-সাত॥ প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল। তেঁহো ঘরে আসি হৈল প্রেমেতে পাগল॥ বারবার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে। পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥

১। আচার্য—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে। চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥ এই একাদশ জন রাখে নিরন্তর। নীলাচল যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর॥ চৈ. চ. ২।১৬।২২১-২৮॥"

এই বিবরণ হইতে বুঝা যায়, প্রভুর সন্ন্যাসের পরে এবং নীলাচল-গমনের পূর্বে শান্তিপুরে প্রভুর সহিত মিলনের পূর্বে প্রভুর চরণ-দর্শনের জন্য রঘুনাথের ব্যাকুলতা থাকিলেও প্রভুর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করেন নাই। শান্তিপুরে প্রভুর চরণ-দর্শনের পরেই তাঁহার ব্যাকুলতা উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল এবং নীলাচলে যাইয়া প্রভুর চরণ-সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ গৃহ হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও বারই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, প্রতিবারই নীলাচলের পথে ধরা পড়িয়াছেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার লোক ধরিয়া আনিয়াছে, তাঁহাকে নিজের গৃহেই প্রহরীবেষ্টিত হইয়া দিবারাত্রি অবস্থান করিতে হইয়াছে। শান্তিপুরে যাওয়ার পূর্বে তাঁহার এই অবস্থা ছিল না।

রঘুনাথকে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখার হেতুও বোধ হয় ছিল। তাঁহার পিতা-জ্যেঠা হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন রঘুনাথ। রঘুনাথের সংসার-বৈরাগ্য এবং গৃহত্যাগপূর্বক নীলাচলে বাস তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথ বিষয়ে উদাসীন হইলেও তাঁহার এই ঔদাসীন্য বোধ হয় তাঁহার পিতা-জ্যেঠা বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই, করিয়া থাকিলেও তাহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই; রঘুনাথ যে কখনও গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইতে পারেন, এইরূপ আশঙ্কাও বোধ হয় তখন তাঁহাদের মনে জাগে নাই। এজন্যই বোধ হয়, রঘুনাথ যখন প্রভুর দর্শনের জন্য শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কোনওরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। শান্তিপুরে গমনকালে তাঁহার প্রহরার জন্য তাঁহার সঙ্গে যে যথোচিত লোকজন পাঠাইয়াছিলেন, উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায় না। অবশ্য রাজপুত্র রঘুনাথ একাকীও যায়েন নাই, কয়েকজন পরিচারক হয়তো সঙ্গে ছিল।

ঙ। মহাপ্রভুর সঙ্গে শান্তিপুরে দ্বিতীয়বার মিলন

বৃন্দাবনে যাওয়ার ছদ্ম করিয়া প্রভু যেবার বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন, সেইবার প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই; কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন রঘুনাথ সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতার চরণে নিবেদন করিলেন—"আজ্ঞা দেহ, যাই দেখি প্রভুর চরণ। অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥ শুনি তাঁর পিতা বহুলোক দ্রব্য দিয়া। পাঠাইল তারে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া॥ সাতদিন শান্তিপুর প্রভুসঙ্গে রহে। রাত্রিদিবসে এই মনঃকথা কহে—॥ রক্ষকের হাথে মুঞি কেমনে ছুটিব? কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব? সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষারূপে কহে তারে আশ্বাস-বচন—॥ স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকুল॥ মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥ অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥ বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে। তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোন ছলে॥ সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে। কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে॥ এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল। ঘরে আসি তেঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিল॥ বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা—সকল ছাড়িয়া। যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হৈয়া॥ দেখি তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল। তাহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥ চৈ. চ. ২।১৬।২৩০-৪২॥”

পথ হইতে রঘুনাথ পলাইয়া যাইতে পারেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার পিতা এবার তাঁহার সঙ্গে বহুলোক দিয়াছেন। রঘুনাথ শান্তিপুর যাইয়া মনে মনে নিজের পলায়নের বাধাবিঘ্নের কথা ভাবিতেছিলেন। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে (বস্তুতঃ তাঁহার উপলক্ষ্যে জগতের জীবকে) শিক্ষা দিলেন। প্রভু রঘুনাথকে বলিলেন—“রঘুনাথ! স্থির হইয়া ঘরে যাও, বাতুল হইও না, অর্থাৎ পাগলামি করিও না, এক্ষণে পলায়নের চেষ্টা করিও না। একদিনেই কি কেহ ভবসিন্ধু হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারে? ক্রমে ক্রমে তাহা হয়। ‘মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া’। মর্কট—বানর। বানরের বাহিরে বেশ বৈরাগ্যের লক্ষণ—থাকিবার ঘর নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, ফল-পত্রাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহা সকলেই দেখিতে পায়; কিন্তু ভিতরে বানর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত। প্রভু রঘুনাথকে বলিলেন—‘বাহিরের যে সমস্ত আচরণ দেখিলে লোকে মনে করিতে পারে যে, তোমার সংসার-বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, সে-সমস্ত আচরণ পরিত্যাগ করিবে; বাহিরে, অন্যলোক যেমন ব্যবহার করে, তুমিও সেইরূপ করিবে; অনাসক্ত ভাবে যথাযোগ্য (সাধন-ভক্তির উপযোগী ভাবে) বিষয় ভোগ করিবে। কিন্তু মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত করাইবে। শীঘ্রই তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ এই সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন।” প্রভু রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়া আরও বলিলেন—“আমি এখান হইতে নীলাচলে যাইব; নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাইব। আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, তখন কোনও ছলে তুমি নীলাচলে গিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে। তখন শ্রীকৃষ্ণই তোমার সেই সুযোগ ঘটাইয়াও দিবেন। তোমার কোনও চিন্তা নাই; যাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয়, তাহাকে কে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে?”

প্রভুর উপদেশে আশ্বস্ত হইয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রভুর উপদেশের অনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন, বাহিরে অন্য দশজনের মতনই আচরণও করিতে লাগিলেন। দেখিয়া পিতামাতা সন্তুষ্ট হইলেন; রঘুনাথের প্রহরার ব্যবস্থাও কিছু শিথিল করা হইল। “প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষাতে তেঁহো নিজ ঘরে যায়। মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায়॥ ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম। দেখিয়া ত পিতামাতার আনন্দিত মন॥ চৈ. চ. ৩৬।১৩-১৪॥"

চ। **বৈষয়িক সঙ্কট**

রঘুনাথ সংবাদ পাইলেন, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রভু শান্তিপুরে রঘুনাথকে বলিয়া দিয়াছিলেন—তিনি যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবেন, তখন যেন রঘুনাথ কোনও ছলে নীলাচলে যায়েন; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই সুযোগ ঘটাইয়া দিবেন। প্রভুর এই উপদেশে এবং ভরসায়, রঘুনাথ তখন নীলাচলে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। "মথুরা হইতে প্রভু আইলা—বার্ত্তা যবে পাইল। প্রভুপাশে চলিবারে উদ্যোগ করিল॥ চৈ. চ. ৩৬।১৫॥"

কিন্তু এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের পূর্বে যে যবন সপ্তগ্রাম-মুলুকের অধিপতি ছিলেন, তিনিই এই বিঘ্ন ঘটাইলেন। "হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী। সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥ হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া। তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া॥ বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশলক্ষ। সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥ রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজীর আনিল। হিরণ্যমজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥ চৈ. চ. ৩৬।১৬-১৯॥"

সপ্তগ্রাম-মুলুকের পূর্ব যবন অধিকারীর চক্রান্তেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উজীরের আগমনের কথা শুনিয়া কেবল যে হিরণ্যদাসই ভয়ে পলায়ন করিলেন, তাহা নয়; পরবর্তী বিবরণ হইতে জানা যাইবে, গোবর্ধনদাসও পলায়ন করিয়াছিলেন। একা রঘুনাথই বাড়ীতে ছিলেন; উজীর রঘুনাথকে বাঁধিয়া নিলেন। গোবর্ধনদাস থাকিলে তাঁহাকেও বাঁধিতেন।

উজীরের পক্ষে পূর্ব যবন অধিকারীই রঘুনাথদাসকে শাসাইতে লাগিলেন। তিনি রঘুনাথের প্রতি কেবল মুখেই তর্জন-গর্জন করিতেন; প্রহার করার ইচ্ছা হইলেও রঘুনাথকে প্রহার করার সাহস তাঁহার হইত না। কেননা, তিনি কায়স্থবুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। কায়স্থ হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের বুদ্ধির প্রভাবে তিনি সপ্তগ্রাম-মুলুকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; রঘু-নাথের দেহের উপর উৎপীড়ন করিলে আবার কোন্ বিপদ হয়, কে জানে? পূর্ব যবন অধিকারী "প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা—। বাপজ্যেঠা আনহ, নহে পাইবি যাতনা॥ মারিতে আনয়ে যদি দেখি রঘুনাথে। মন ফিরি যায়, তাতে না পারে মারিতে॥ বিশেষে কায়স্থবুদ্ধি অন্তরে করে ডর। মুখে তর্জ্জ-গর্জ্জ করে, মারিতে সভয় অন্তর॥ চৈ. চ. ৩৬।২০-২২॥"

রঘুনাথও বুদ্ধি-চাতুর্য দেখাইলেন এবং তাহাতে কৃতকার্যও হইলেন। তিনি বিনয়ের সহিত পূর্ব যবন অধিকারীকে বলিলেন—"আমার পিতা-জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই। ভাই ভাই কলহ করহ সর্ব্বথাই॥ কভু কলহ কভু প্রীত, ইহার নিশ্চয় নাঞি। কালি পুন তিন ভাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে এক ঠাঞি॥ আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক। আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক॥ পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায়॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৪-২৭॥"

রঘুনাথের কথা শুনিয়া "সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল। দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল॥ ম্লেচ্ছ কহে—আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র। আজি ছাড়াইমু তোমা করি এক সূত্র॥ উজীরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল। প্রীত করি রঘুনাথে বলিতে লাগিল—॥ তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি—অষ্ট লক্ষ খায়। আমিহো ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়॥ যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে। যেই ভাল হয় করুন, ভার দিল তাঁরে॥ রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল। ম্লেচ্ছ সহিত অম্বরস সব শান্ত হৈল॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৮-৩৩॥" (অম্বরস—মীমাংসা)

রঘুনাথ বৈষয়িক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলেন।

ছ। পলায়ন-চেষ্টা

উল্লিখিত ব্যাপারে "রঘুনাথের এক বৎসর গেল। দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥ রাত্র্যে উঠি একলা চলিল পলাইয়া। দূরে হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া॥ এই মত বার বার পালায়, ধরি আনে। চৈ. চ. ৩।৬।৩৪-৩৬॥"

তখন রঘুনাথের মাতা রঘুনাথের পিতার নিকটে বলিলেন—"পুত্র বাতুল হৈল, ইহায় রাখহ বান্ধিয়া। তার পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া—॥ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম। এ-সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥ দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে। জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥ চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে। চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে॥ চৈ. চ. ৩।৬।৩৭-৪০॥" কোন্ সময়ে রঘুনাথের বিবাহ হইয়াছিল, জানা যায় না।

জ। পানিহাটীতে শ্রীনিত্যানন্দের চরণদর্শন

"তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে। নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥ চৈ. চ. ৩।৬।৪১॥" রঘুনাথ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। "শান্তিপুরে মহাপ্রভু আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, তিনি বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে আমি যেন কোনও ছলে তাঁহার নিকটে যাই। মহাপ্রভু একথাও বলিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণই আমার নীলাচল-গমনের সুযোগ করিয়া দিবেন। কিন্তু কৈ? আমি তো বার বার পলায়নের চেষ্টা করিলাম; কিন্তু বারবারই ধরা পড়িলাম। প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে গমনের সৌভাগ্য তো আমার হইল না। ইহার কারণ এখন যেন বুঝিতে পারিতেছি। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপাব্যতীত কেহই গৌর-চরণ পাইতে পারে না। ইহা আগে বুঝিতে পারি নাই; তাই শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য গ্রহণের কথাও আমার মনে জাগে নাই। এখন শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা লাভের চেষ্টাই করিতে হইবে; তাঁহার কৃপাব্যতীত আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।" রঘুনাথ ভাবিয়া ইহা স্থির করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন সময় শুনিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ সগণে পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ তো তখন বন্দীতুল্য ; নিজের ইচ্ছা হইলেও পিতা-জ্যেঠার অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাহির হওয়ার সুযোগ তাঁহার নাই। পিতার অনুমতি চাহিলেন এবং পাইলেন। পিতার প্রেরিত লোকজনের সঙ্গে রঘুনাথ পানিহাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। আসিয়া "পানিহাটীগ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন। কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন॥ গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে। বসি আছেন যেন কোটিসূর্য্যোদয় করে॥ তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত। দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥ দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কথোদূরে। সেবক কহে—রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে॥ শুনি প্রভু কহে—চোরা! দিলি দরশন। আয় আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন॥ চৈ. চ. ৩।৬।৪২-৪৬॥"

পানিহাটী গঙ্গার তীরে অবস্থিত ; গঙ্গাতীরে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল ; তাহার গোড়া ছিল বাঁধান—পিণ্ডার আকার। এই বটবৃক্ষটী এখনও বিরাজিত ; তবে গঙ্গার স্রোতে তলদেশ অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রঘুনাথ গিয়া দূর হইতে দেখিলেন—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই বৃক্ষের মূলে বাঁধান পিণ্ডার উপরে বসিয়া আছেন ; তাঁহার সঙ্গে বহু কীর্তনীয়া এবং অন্যান্য ভক্ত। তাঁহাদের কেহ কেহ পিণ্ডার উপরে, কেহ কেহ পিণ্ডার তলদেশে বসিয়াছেন। রঘুনাথ দেখিলেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব জ্যোতিঃ—কোটি সূর্যের জ্যোতির তুল্য। প্রভুর প্রভাব দেখিয়া রঘুনাথ বিস্মিত হইলেন। একটু দূরে থাকিয়াই দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে তিনি প্রণাম করিলেন। প্রভুর এক সেবক প্রভুকে বলিলেন—প্রভু! রঘুনাথ আসিয়া দণ্ডবৎ করিতেছেন। একথা শুনিয়া নিত্যানন্দপ্রভু রঘুনাথকে বলিলেন—"চোরা! দিলি দরশন। আয় আয় আজ তোর করিমু দণ্ডন॥"

প্রথম সাক্ষাতেই অদ্ভুত সম্বোধন! "চোরা!"—ইহা হইতেছে রঙ্গীয়া নিতাইয়ের স্নেহের আহ্বান। কিন্তু ইহার অন্তরালে বোধ হয় কিছু গূঢ় রহস্যও বিদ্যমান ছিল। যে লোক গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে গৃহস্বামীর কোনও দ্রব্য লইয়া যায়, কিম্বা লইয়া যাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টাও করে, তাহাকেই চোর বলা হয়। রঘুনাথ শ্রীনিতাইয়ের কোন্ দ্রব্যটী নিতাইয়ের অজ্ঞাতসারে লইয়া গিয়াছেন বা লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিতাই তাঁহাকে "চোরা" বলিলেন? শ্রীনিতাইয়ের অজ্ঞাতসারে রঘুনাথ এমন একটী বস্তু নিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা শ্রীনিতাইয়েরই সম্পত্তি—গৌরচরণ। ভগবান্ হইতেছেন "অকিঞ্চন-বিত্ত"—"ভগবচ্চরণ ব্যতীত আমার বলিতে আমার আর কিছুই নাই"-এতাদৃশ মনোভাব যাঁহার, তিনিই অকিঞ্চন ভক্ত। ভগবান্ হইতেছেন এতাদৃশ অকিঞ্চনভক্তেরই বিত্ত—সম্পত্তি। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ব্রজলীলার সঙ্কর্ষণ, আর শ্রীগৌর হইতেছেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীসঙ্কর্ষণ "মূলভক্ততত্ত্ব" বলিয়া শ্রীনিতাইও মূলভক্ত-তত্ত্ব ; সুতরাং গৌর-কৃষ্ণ শ্রীনিতাইয়েরই বিত্ত বা সম্পত্তি। শ্রীনিতাইয়ের আনুগত্য গ্রহণ না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া—সুতরাং শ্রীনিতাইয়ের অজ্ঞাতসারে—রঘুনাথ নিতাইয়ের সেই সম্পত্তি—গৌরচরণ প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য শ্রীনিতাই তাঁহাকে "চোরা" বলিলেন। অবশ্য শ্রীনিতাইয়ের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াই যে রঘুনাথ তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন নাই, তাহা নহে; শ্রীনিতাইয়ের শরণাপন্ন হওয়ার কথা ইহার পূর্বে রঘুনাথের মনেই জাগে নাই। পিপাসার্ত কোনও লোক কোনও স্থানে দিব্য পানীয় দেখিলে যেমন উৎকণ্ঠার সহিত সেই পানীয়ের দিকে ধাবিত হয়, সেই পানীয়ের কোনও মালিক আছে কিনা, উৎকণ্ঠার আধিক্যে সে-কথা যেমন তখন তাহার মনে জাগে না, তেমনি ছিল রঘুনাথের গৌর-চরণ-প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাময়ী লালসা।

যাহা হউক, রঘুনাথ কিছুদূরে দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া আছেন। শ্রীনিতাই তাঁহাকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি প্রভুর নিকটে গেলেন না। তখন রঘুনাথকে "আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ॥ চৈ. চ. ৩৷৬৷৪৭॥" রঙ্গীয়া নিতাই নিজেই রঘুনাথকে নিজের নিকটে টানিয়া নিলেন এবং রঘুনাথের মস্তকে স্বীয় চরণ-ধারণ করিলেন; কিন্তু রঘুনাথকে লাথি দিলেন না। ইহাই বোধ হয় শ্রীনিতাইয়ের কথিত দণ্ডের পূর্বাভাস। রঘুনাথ যেমন অদ্ভুত চোর, শ্রীনিতাইও তেমনি অদ্ভুত দণ্ডদাতা, তাঁহার দণ্ডের পূর্বাভাসও তেমনি অদ্ভুত।

রঘুনাথের মস্তকে চরণ ধারণ করিয়া "কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়। রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥" শ্রীনিতাই রঘুনাথকে বলিলেন—"নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে। আজি লাগি পাইয়াছো, দণ্ডিমু তোমারে॥ চৈ. চ. ৩৷৬৷৪৮-৪৯॥" দণ্ডদাতা নিতাই চোর রঘুনাথের জন্য কোন্ দণ্ডের আদেশ দিলেন? "দধিচিড়া ভক্ষণ করচহ মোর গণে॥ চৈ. চ. ৩৷৬৷৫০॥"—"রঘু! আমার সঙ্গে যে-সকল ভক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে তোমার দধিচিড়া খাওয়াইতে হইবে। ইহাই তোমার দণ্ড!" অদ্ভুত দণ্ড!!

যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহার আভাসেরও তদ্রূপ স্বরূপ। সূর্য তেজোঘন বস্তু, তাহার আভাস কিরণও তেজোময়; উভয়ের প্রভাবও একরূপ—অন্ধকার দূরীকরণ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ হইতেছেন করুণাঘন-বিগ্রহ, তাঁহার মহিমাও করুণাময়, তাঁহার সমস্ত কার্যেই করুণা প্রকাশ পায়। এজন্য তৎপ্রদত্ত দণ্ডও করুণা-নিষিক্ত এবং দণ্ডের আভাসও করুণা-সিক্ত। এজন্যই তিনি "অক্রোধ পরমানন্দ।" রঘুনাথ পূর্বে শ্রীনিতাইয়ের শরণ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তিনি রুষ্ট হয়েন নাই, বরং তুষ্টই হইয়াছেন। কেন না, তাঁহার সম্পত্তি শ্রীগৌরকে নির্বিচারে যেখানে-সেখানে বিলাইয়া দেওয়ার জন্যই তিনি ব্যাকুল; তাই শ্রীনিতাই বলিয়াছিলেন—"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।" রঘুনাথ নিজেই যখন গৌর-চরণ-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন নিতাই তাঁহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া তুষ্টই হইয়াছিলেন। তাঁহার এই তুষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে—রঘুনাথের মস্তকে স্বীয় চরণ-ধারণে এবং রঘুনাথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে চিড়াদধি-ভোজনের ইচ্ছায়। শ্রীনিতাই রঘুনাথের প্রতি বস্তুতঃ তুষ্ট হইলেও পূর্বে চেষ্টা-সত্ত্বেও যে রঘুনাথ গৌরচরণ লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার দুইটী হেতু থাকিতে পারে—একটী মুখ্য, অপরটী আনুষঙ্গিক। রঘুনাথের উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধি—মুখ্য হেতু; অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য উৎকণ্ঠা যত বর্দ্ধিত হয়, উৎকণ্ঠার পরে প্রাপ্তিতে আনন্দেরও তত আধিক্য হয়। আনুষঙ্গিক হেতু হইতেছে জগতের জীবের প্রতি শিক্ষা—সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাব্যতীত শ্রীগৌর-চরণ পাওয়া যায় না, এই শিক্ষা।

(১) দধিচিড়া-মহোৎসব

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্তির আশাতেই রঘুনাথ পানিহাটীতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীনিতাই নিজে ইচ্ছা করিয়া যে তাঁহার নিকটে চিড়াদধি চাহিবেন—সেই কৃপা বোধ হয় রঘুনাথ আশা করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ দর্শনমাত্রেই "চোরা। তোকে দণ্ড দিব"—এইরূপ ধমকের পরে। শ্রীনিতাইর নিকটে অপ্রত্যাশিত করুণা লাভ করিয়া রঘুনাথ আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাই শ্রীমন্নিত্যানন্দের দণ্ডাদেশ "শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে॥ সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে। ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে॥ চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা। সব আনি প্রভু আগে চৌদিগে ধরিলা॥ 'মহোৎসব' নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন। আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥ আর আর গ্রাম হৈতে সামগ্রী মাগাইল। শত দুই চারি হোলনা তাহাঁ আনাইল॥ বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ-সাতে। এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে॥ এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া। অর্দ্ধেক সানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥ আর অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত-দুগ্ধে ত সানিল। চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥ ধূতি পরি প্রভু যদি পিঁড়িতে বসিলা। সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা॥ চৌতারা উপরে যত প্রভুর নিজগণ। বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন॥ * * *॥ শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা। মান্য করি প্রভু সভায় উপরে বসাইলা॥ দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সভার আগে দিল। একে দুগ্ধচিড়া, আরে দধিচিড়া কৈল॥ আর যত লোক সভে চৌতারা তলানে। মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে॥ একেক জনেরে দুই দুই হোলনা দিল। দধিচিড়া দুগ্ধচিড়া দুইতে ভিজাইল॥ কোন কোন বিপ্র উপরে ঠাঞি না পাইয়া। দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে যাঞা। তীরে স্থান না পাইয়া আর কথোজন। জলে নাম্বি করে দধি-চিপিটক ভক্ষণ॥ কেহো উপরে, কেহো তলে, কেহো গঙ্গাতীরে। বিশজনা তিন ঠাঞি পরিবেশন করে॥ চৈ. চ. ৩।৬।৫০-৬৯॥"

এমন সময় রাঘব পণ্ডিত সে-স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন—"তোমার লাগি বহু ভোগ লাগাইল। ইহাঁ উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল॥ প্রভু কহে—এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন। রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভোজন॥ গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি সুখ পাই এই পুলিনভোজন-রঙ্গে॥ রাঘবেরে বসাই দুই কুণ্ডী দেয়াইল। রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল॥ চৈ. চ. ৩৬।৫২-৭৫॥"

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে। আমি সুখ পাই এই পুলিনভোজন-রঙ্গে॥" এই উক্তির রহস্য হইতেছে এইরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ব্রজলীলার বলরাম। শ্রীবলরাম বসুদেব-তনয় হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ব্রজে তাঁহার ছিল গোপ-অভিমান। কৃষ্ণ-বলরাম ব্রজরাখাল গোপবালকগণের সঙ্গে যখন গোচারণে যাইতেন, তখন যমুনাপুলিনে বটবৃক্ষমূলে তাঁহারা পুলিন-ভোজন করিতেন—মধ্যস্থলে বসিতেন কৃষ্ণ-বলরাম, তাঁহাদের চতুর্দিকে বসিতেন মণ্ডলীবন্ধনে গোপবালকগণ। পানিহাটীতে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে শ্রীনিত্যানন্দ যখন চিড়ামহোৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তবৃন্দকর্তৃক বেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রজলীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া গঙ্গাকে যমুনা, নিজেকে গোপ-অভিমানী বলরাম এবং ভক্তবৃন্দকে ব্রজরাখাল গোপবালক মনে করিয়াছিলেন এবং ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, যমুনাপুলিনে বটবৃক্ষমূলে গোপবালকদের সঙ্গে তিনি পুলিন-ভোজন করিতেছেন।

সমস্ত যখন প্রস্তুত, তখন শ্রীনিতাই মহাপ্রভুর ধ্যান করিতে লাগিলেন, আবির্ভাবে মহাপ্রভু সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন। "সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল। ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুকে আনিল॥ মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা। তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥ সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এককে গ্রাস। মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥ হাসি মহাপ্রভু আর একগ্রাস লঞা। তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥ এই মত নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মণ্ডলে। দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥ কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহো নাহি জানে। মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোনো ভাগ্যবানে॥ তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা। চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিলা॥ আসন দিয়া মহাপ্রভুকে তাহাঁ বসাইলা। দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥ দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা। কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥ আজ্ঞা দিল—'হরি' বলি করহ ভোজন। 'হরি' 'হরি' ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥ 'হরি হরি' বলি বৈষ্ণব করিল ভোজন। পুলিনভোজন সভার হইল স্মরণ॥ নিত্যানন্দ প্রভু মহাকৃপালু উদার। রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥ * * *॥ মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে। চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥ যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্যে লয়। তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা তাহারে খাওয়ায়॥ কৌতুক দেখিতে আইসে যত যত জন। সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥ ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈলা॥ চারিকুণ্ডী অবশেষ রঘুনাথে দিলা॥ * * আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা। আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া॥ চৈ. চ. ৩৬।৭৬-৯৮॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) রাত্রিতে নৃত্যকীর্তন ও ভোজন

দধিচিড়া ভোজনের পর শ্রীনিত্যানন্দ বিশ্রাম করিলেন। "যদি দিন শেষ হৈল। রাঘব-মন্দিরে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল॥ ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়। শেষে নৃত্য করে, প্রেমে জগত ভাসায়॥ মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।[১] সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন॥ * * * নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল। ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল। ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা। মহাপ্রভুর আসন দিলা ডাহিনে পাতিয়া॥ মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা। দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাঢ়িলা॥ তুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা। সকল বৈষ্ণবেরে পাছে পরিবেশন কৈলা॥ চৈ. চ. ৩।৬।১০০-১০৮॥"[২] * * *॥ তুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে। যত্ন করি সব খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥ কত উপহার আনে হেন নাহি জানি। ** সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার। তুই ভাই তাহা খাঞা আনন্দ অপার॥ ** ভোজন করি তুই ভাই কৈল আচমন। রাঘব আনি পরাইল মাল্য চন্দন॥ বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন। ভক্তগণে বিড়া[৩] দিল মাল্যচন্দন॥ রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে। তুই ভাইয়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তারে॥ কহিল—চৈতন্যগোসাঞি করিয়াছেন ভোজন। তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥ চৈ. চ. ৩।৬।১১৩-২২॥"

(৩) পরের দিনের কথা

"প্রাতঃকালে নিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া। সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা॥ রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন। রাঘব পণ্ডিতদ্বারে কৈল নিবেদন॥ 'অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম। মোর ইচ্ছা করে—পাঙ্ চৈতন্যচরণ॥ বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়। অনেক যত্ন কৈনু যাইতে, কভু সিদ্ধ নয়। যতবার পালাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া। পিতামাতা তুইজনে রাখয়ে বান্ধিয়া॥ তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায়। তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায়॥ অযোগ্য মুঞি, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়। মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়॥ মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ। নির্বিবঘ্নে চৈতন্য পাঙ—কর আশীর্ব্বাদ॥' চৈ. চ. ৩।৬।১২৫-৩২॥"

রঘুনাথ মনে করিয়াছেন—"আমি নিতান্ত অধম; চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির কোনও যোগ্যতাই আমার নাই; তাই বার বার চেষ্টা করিয়াও নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হইল না। আমার এখন একমাত্র ভরসা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা। তাঁহার কৃপা হইলে

১। মহাপ্রভু আবির্ভাবে উপস্থিত হইয়াই নিত্যানন্দের নৃত্য দর্শন করিয়াছেন।

২। কেবল এই দিন নয়, মহাপ্রভু নিত্যই আবির্ভাবে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে ভোজন করিতেন। পূর্ববর্তী ৭।১৩ ক(৪) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ৩। বিড়া—পানের খিলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযোগ্য অধম পামরও শ্রীচৈতন্য-চরণ পাইতে পারে। আমার মনের দুঃখ পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দের চরণে জ্ঞাপন করাই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য—আমার দুঃখের কথা শুনিয়া যদি শ্রীনিতাইয়ের কৃপা হয়। কিন্তু আমি এমনই অধম পামর যে, নিজ মুখে শ্রীনিতাইয়ের চরণে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করিতেও আমার সাহস হয় না, আমার নিবেদন সার্থক হইবে বলিয়াও মনে হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ পরম-ভক্তবৎসল; কোনও ভক্তদ্বারা যদি আমার দুঃখের কথা শ্রীনিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করাইতে পারি, তাহা হইলে হয়তো এই অধমের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে।" এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয় শ্রীরঘুনাথ রাঘব পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন। রঘুনাথের প্রতি রাঘব পণ্ডিতেরও অত্যন্ত স্নেহ। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ রঘুনাথ নিজের সম্বন্ধে যাহাই মনে করুন না কেন, রাঘব পণ্ডিত জানেন—গৌর-চরণ-প্রাপ্তির জন্য রঘুনাথের কত উৎকণ্ঠা। এত উৎকণ্ঠা যাঁহার, তিনি নিশ্চয়ই গৌরচরণ-প্রাপ্তির যোগ্য; কেবল শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলেই রঘুনাথ কৃতার্থ হইতে পারেন। তাই রঘুনাথের উৎ-কণ্ঠাময় অনুরোধে রাঘব পণ্ডিতের চিত্ত দ্রবীভূত হইল, তিনি রঘুনাথের মনোদুঃখ শ্রীনিতাইয়ের চরণে নিবেদন করিলেন।

রঘুনাথের কাতর নিবেদন "শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে—। ইঁহার বিষয়সুখ ইন্দ্র-সুখসমে॥ চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে। সভে আশীষ্ দেহ—পায় চৈতন্যচরণে॥ কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়। ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥ চৈ. চ. ৩৬।১৩৩-৩৫॥"

পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দের নিকটে রঘুনাথের বিষয়-বৈরাগ্যের কথা বলিয়া রঘু-নাথের প্রতি তাঁহাদের আশীর্বাদ কামনা করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির পক্ষে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাই যথেষ্ট, তথাপি ভক্তের মর্যাদা-প্রদর্শনের জন্য ভক্তবৎসল শ্রীনিত্যানন্দ নিজেই রঘুনাথের জন্য ভক্তদের আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ দেখাইলেন—যাঁহার প্রতি ভক্তের কৃপা হয়, শ্রীনিত্যানন্দও তাঁহার প্রতিই কৃপা করেন।

রঘুনাথ কম্পিতহৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ হইতে একটু দূরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। শ্রীনিতাই তাঁহাকে নিজের নিকটে ডাকিলেন। "তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা। তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা—॥ তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন। তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন॥ কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ। নৃত্য দেখি রাত্র্যে কৈল প্রসাদ ভোজন॥ তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে। ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥ স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে। 'অন্তরঙ্গ ভৃত্য' করি রাখিবেন চরণে॥ নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে। অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণে॥ সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল। তাঁ-সভার চরণ রঘুনাথ বন্দিল॥ চৈ. চ. ৩৬।১৩৭-৪২॥" শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় নিজেকে কৃতার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ও ভক্তদের সেবার জন্য রাঘবপণ্ডিতের নিকটে কিছু উপায়ন দিয়া রঘুনাথ আনন্দিতচিত্তে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ঝ। পানিহাটী হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বগৃহে রঘুনাথ

পানিহাটী হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে রঘুনাথ "সেই হইতে অভ্যন্তরে না করে গমন। বাহিরে দুর্গামণ্ডপে যাঞা করেন শয়ন॥ তাহাঁ জাগি রহে সব রক্ষকের গণ। পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন॥ হেনকালে গৌড়ের সব গৌরভক্তগণ। প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥ তাঁ-সভার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে। প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহিঁ ধরা পড়ে॥ চৈ. চ. ৩।৬।১৫৩-৫৬॥"

ঞ। রঘুনাথের পলায়ন

রঘুনাথ কিরূপে নীলাচলে যাইবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন। "এই মত চিন্তিতেই দৈবে এক দিনে। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে করি আছেন শয়নে॥ দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ। যত্নন্দন আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ॥ বাসুদেব দত্তের তেঁহো হয় অনুগৃহীত। রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত॥ অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহো শিষ্য অন্তরঙ্গ। আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে—চৈতন্য প্রাণধন॥ অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা। রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ হৈলা॥ তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে। সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে—॥ রঘুনাথে কহে—তারে করহ সাধন। সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ॥ এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা। রক্ষক সব শেষ রাত্র্যে নিদ্রায় পড়িলা॥ আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে। কহিতে শুনিতে দোঁহে চলে সেই পথে॥ অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে—। আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমা স্থানে॥ তুমি সুখে ঘরে যাহ, মোরে আজ্ঞা হয়। এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়—॥ 'সেবক রক্ষক আর কেহো নাহি সঙ্গে। পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে॥' এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিল গমন। উলটিয়া চাহে, পাছে নাহি কোন জন॥ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া। পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥ গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে॥ কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে॥ পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেল এক দিনে। সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥ উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা। সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা॥ চৈ. চ. ৩।৬।১৫৭-৭৩॥"

শান্তিপুরে মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন, যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণই রঘুনাথকে নীলাচলে যাওয়ার সুযোগ করিয়া দিবেন। উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, গৌর-কৃষ্ণ সেই সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; যে অবস্থার সুযোগে রঘুনাথ পলায়ন করিয়াছেন, স্বাভাবিক ভাবে সেই অবস্থা জন্মিতে পারে না। একথা বলার হেতু এই:—প্রথমতঃ, এগারজন লোক সর্বদা রঘুনাথকে পাহারা দিত; রাত্রি জাগরণ (সম্ভবতঃ পালাক্রমে জাগরণ) করিয়া তাহারা রঘুনাথের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। কিন্তু সেই রাত্রিতে সকলেই নিদ্রিত; ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। দ্বিতীয়তঃ, যতুনন্দন আচার্যের আচরণ। তিনি যে বিচার-বুদ্ধিহীন নির্বোধ লোক ছিলেন, তাহা মনে করার কোনও হেতু নাই। তিনি জানিতেন, সুযোগ পাইলেই রঘুনাথ পলাইবেন বলিয়াই তাঁহাকে সর্বদা প্রহরীদের রক্ষণে থাকিতে হয়। তথাপি তিনি শেষ রাত্রিতে আসিয়া রঘুনাথকে লইয়া গেলেন, সঙ্গে নেওয়ার জন্য একজন প্রহরীকেও জাগাইলেন না। আবার অর্ধপথে যাইয়া রঘুনাথ যখন তাঁহাকে নিজ গৃহে চলিয়া যাওয়ার কথা বলিয়া এবং রঘুনাথ একাকী যাইয়া আচার্যের বিগ্রহ-সেবক ব্রাহ্মণকে বলিয়া-কহিয়া সেবাকার্যে যোগ দিতে বলিবেন বলিয়া জানাইলেন, তখনও আচার্য রঘুনাথের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, রঘুনাথকে একাকী যাইতে দিলেন; রঘুনাথ যে এই সুযোগে পলাইয়া যাইতে পারেন, এই কথা তাঁহার মনে জাগিল না। এ-সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় হওয়া সম্ভব নয়; সমস্তই গৌরের মায়ায় ঘটিয়াছে; গৌরই রঘুনাথকে পলায়নের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। গৌরের মায়াতেই প্রহরীরা সকলে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; যতুনন্দন আচার্য এবং রঘুনাথের কথাবার্তাতেও প্রহরীদের কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। গৌরের মায়াতেই রঘুনাথের পলায়নের সম্ভাবনা-সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহই যতুনন্দনের মনে জাগ্রত হয় নাই। রঘুনাথ যতুনন্দন আচার্যকে ঘরে পাঠাইয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া "উলটিয়া চাহিলেন", দেখিলেন, কোনও লোক তাঁহার অনুসরণ করে নাই; ইহাতে বুঝা যায় রাত্রি থাকিতে কোনও প্রহরীও জাগ্রত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। বলা হইয়াছে—"অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে—। আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমা স্থানে॥ তুমি সুখে ঘর যাহ, মোরে আজ্ঞা হয়। এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়।" পলায়নের সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই রঘুনাথ তাঁহার গুরুদেবের নিকটে এই কথাগুলি বলিয়াছেন, বস্তুতঃ সেবক-ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে নহে। রঘুনাথ যে সেবক-ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়াছিলেন, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সেখানে গেলে যে তাঁহার পলায়নের বিঘ্ন জন্মিতে পারে, তাহা রঘুনাথ জানিতেন। রঘুনাথের এই আচরণ কি তাঁহার গুরুদেবের প্রতি বঞ্চনাময় আচরণ হয় নাই? ইহাতে কি রঘুনাথের পাপ হয় নাই?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। কোনও কার্যের দোষ-গুণ বিচার করিতে হইলে কি উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা সেই কার্য করিয়াছে, তাহাও বিচার করা সঙ্গত। নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির নরহত্যার উদ্দেশ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে নরহত্যার জন্য বিহিত শাস্তি যে তাহার হয় না, লৌকিক জগতেও তাহা দেখা যায়। গুরুদেবের প্রতি প্রবঞ্চনাময় বাক্যের মূলে নিহিত রঘুনাথের উদ্দেশ্য ছিল গৌরের চরণ-সান্নিধ্যে গমন, কোনও বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। যাঁহার স্মরণমাত্রেই সর্ববিধ পাপ দূরীভূত হইয়া যায়, রঘুনাথের স্মৃতিপথে তখন ছিল তাঁহারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণদ্বয়। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা গৌরের নিমিত্তই করিয়াছেন। বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কাজ করিলে পাপ হয়, ভগবানের নিমিত্ত তদ্রূপ কোনও কাজ করিলে যে পাপ হয় না, অধর্ম হয় না, বরং ধর্মই হয়, স্বয়ং ভগবান্‌ই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥ হ. ভ. বি. ১।৭০-ধৃত পদ্মপুরাণে ভগবদ্‌বাক্য॥—(ভগবান্ বলিয়াছেন) আমার উদ্দেশ্যে কৃত পাপও ধর্ম হয়; আমার প্রতি অনাদর করিয়া যে ধর্ম করা হয়, আমার প্রভাবে তাহাও পাপে পরিণত হয়।"

নীলাচল গমন-সম্বন্ধে রঘুনাথ ছলক্রমে তাঁহার গুরুদেবের আদেশও লইলেন। তাঁহার গুরুদেবের নিকটে রঘুনাথ যখন বলিলেন—"মোরে আজ্ঞা হয়," তখন তিনি বস্তুতঃ নীলাচল-গমনের আদেশই চাহিয়াছিলেন; কিন্তু গৌরের মায়ায় আচার্য্য মনে করিয়াছেন—একাকী সেবক-ব্রাহ্মণের নিকটে যাওয়ার জন্যই রঘুনাথ আদেশ চাহিয়াছেন। গুরুদেব রঘুনাথকে আদেশ দিলেন।

যাহা হউক, রঘুনাথ পলাইয়া গেলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে তাঁহার সেবক ও রক্ষকগণ জাগিয়া দেখিল—রঘুনাথ চণ্ডীমণ্ডপে নাই; বাড়ীতে কোথাও নাই। তখন যদুনন্দন আচার্য্যের গৃহে অনুসন্ধান করা হইল। আচার্য্য সব কথা বলিয়া বলিলেন—রঘুনাথ "আজ্ঞা-মাগি গেল নিজঘর।" তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, রঘুনাথ পলাইয়াছেন; হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

রঘুনাথের পিতা মনে করিলেন,—"রঘুনাথ নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই পলায়ন করিয়াছেন; কিন্তু নীলাচলের পথ-ঘাট তো রঘুনাথ জানেন না; সুতরাং একাকী যাইতে পারিবেন না।" এই সময়ে শিবানন্দসেনের সঙ্গে গৌড়ের ভক্তগণও নীলাচল যাত্রা করিয়াছেন। রঘুনাথের পিতা মনে করিলেন, রঘুনাথ গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গেই নীলাচল যাইবেন। তিনি রঘুনাথকে ধরিয়া আনার জন্য দশজন লোক পাঠাইলেন এবং তাহাদের সঙ্গে শিবানন্দের নিকটে এক পত্রও দিলেন। সেই পত্রে তিনি শিবানন্দসেনকে লিখিয়াছেন—"আমার পুত্ত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া॥ চৈ. চ. ৩।৬।১৭৮॥" সেই দশজন লোক ঝাঁকরা-নামক স্থানে আসিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণকে পাইল এবং শিবানন্দের হাতে রঘুনাথের পিতার পত্র দিল। শিবানন্দ যখন বলিলেন, রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে আসেন নাই, তখন সেই লোকগণ সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সেই সংবাদ জানাইল। তখন রঘুনাথের "মাতা-পিতা হৈল চিন্তিত অন্তর॥"

(১) নীলাচলে উপস্থিতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সপ্তগ্রাম হইতে রঘুনাথ পূর্বদিকে চলিয়া একদিনে পনর ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক গোয়ালার বাথানে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। নীলাচল হইতেছে সপ্তগ্রাম হইতে দক্ষিণদিকে। তাঁহার পলায়নের কথা ব্যক্ত হইলে তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণ দিকেই লোক ছুটিবে, পূর্বদিকে ছুটিবে না—ইহা মনে করিয়াই রঘুনাথ প্রথম দিন কেবল পূর্বদিকেই গিয়াছেন। পরের দিন গোয়ালের বাথান হইতে "রঘুনাথ প্রভাতে উঠিয়া। পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥ ছত্রভোগ[১] পার হঞা, ছাড়িয়া সরান। কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ॥ ভক্ষণাপেক্ষা নাহি, সমস্ত দিবস গমন। ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যে মন॥" কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ পান। যবে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজ প্রাণ॥ বারোদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম। পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন॥ স্বরূপাদিসহ গোসাঞি আছেন বসিয়া। হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া॥ অঙ্গনে দূরে রহি করেন প্রণিপাত। মুকুন্দ দত্ত কহে—এই আইলা রঘুনাথ॥ প্রভু কহে—'আইস', তেঁহো ধরিলা চরণ। উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল। প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥ প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সভা হৈতে। তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥ রঘুনাথ মনে কহে—কৃষ্ণ নাহি জানি। তোমার কৃপায় কাড়িল আমা, এই আমি জানি॥ চৈ. চ. ৩৬।১৮২-৯২॥"

ট। নীলাচলে রঘুনাথ

(১) রঘুনাথের পিতা-জ্যেঠা-সম্বন্ধে পরিহাসচ্ছলে প্রভুর উক্তি

মিলনের পরে সেই সময়েই মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিলেন—"তোমার পিতা-জ্যেঠা দুই জনে। চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে হাম 'আজা' করি মানে।[২] চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস। অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস॥ চৈ. চ. ৩৬।১৯৩-৯৪॥" প্রভু বলিলেন—"নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার আজা—মাতামহ। রঘুনাথের পিতা এবং জ্যেঠাকে—হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসকে—আমার আজা তাঁহার ভাইয়ের মতন মনে করেন; সুতরাং তাঁহারাও আমার আজা, আমি তাঁহাদের নাতি। নাতি তো আজাকে পরিহাস করিতে পারে। আমিও হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের সম্বন্ধে পরিহাসচ্ছলে কয়েকটী কথা বলিতেছি।" একথা বলিয়া প্রভু তত্রত্য ভক্তদের নিকটে বলিলেন—"ইহাঁর বাপ-জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয়ের মহাপীড়া॥ যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়॥ তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥ হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা। কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥ চৈ. চ. ২।৬।১৯৫-৯৮॥"

পূর্বে (১৮-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাস ছিলেন "বদান্য, ব্রহ্মণ্য, সদাচার, সৎকুলীন, ধার্মিক-অগ্রগণ্য।" এ-সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রভু বলিলেন, তাঁহারা ছিলেন "বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয়ের মহাপীড়া॥" বদান্য, ব্রহ্মণ্য, সদাচার এবং

১। ছত্রভোগ—বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীনে একটী গ্রাম। সরান—প্রসিদ্ধ রাজপথ। ২। চক্রবর্তী প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী। আজা—মাতামহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎকুলীন হইলেই যে বিষয়াসক্তি থাকে না, তাহা নহে। হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের বিষয়াসক্তির প্রমাণের অভাব নাই। তাঁহারা জানিতেন—রঘুনাথদাসের বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, রঘুনাথ "চৈতন্যচন্দ্রের বাউল" হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের পরমানন্দ জন্মিবারই কথা; কিন্তু তাঁহারা হইয়াছিলেন অত্যন্ত দুঃখিত; তাঁহাদের বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারীর বিষয়-বৈরাগ্য তাঁহাদের খেদের কারণ হইল। বিষয়ের দিকে রঘুনাথের মনকে ফিরাইবার জন্য তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। রঘুনাথ গৌর-চরণ-স্যন্নিধ্যে যাইতে উৎকণ্ঠিত, তাহাতে তাঁহারা হইলেন ব্যথিত। রঘুনাথ বার বার পলায়ন করেন; তাঁহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া তাঁহারা প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন—অর্থাৎ রঘুনাথকে বিষয়সুখ ভোগ করাইবার জন্যই তাঁহারা চেষ্টিত ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, বিষয়ের দুঃখময়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; বস্তুতঃ দুঃখময় বিষয়কেই তাঁহারা একমাত্র সুখের হেতু বলিয়া মনে করিতেন, "বিষয়ের মহাপীড়াকে" সুখ বলিয়া মনে করিতেন; বিষ্ঠাগর্তের কীট বিষ্ঠাগর্তে থাকিতেই যেমন আনন্দ পায়, তদ্রূপ। বস্তুতঃ এইরূপই সংসারী জীবের অবস্থা।

তাঁহারা ব্রহ্মণ্য ছিলেন। বহু ব্রাহ্মণের উপকার করিতেন; "নদীয়াবাসি-ব্রাহ্মণের উপজীব্য" ছিলেন। লৌকিক জগতে সাধারণতঃ যে-সকল ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন ছিল, তাঁহারা সে-সমস্ত ধর্মেরও অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা "ধার্মিক-অগ্রগণ্য" ছিলেন। আবার জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বৈষ্ণবের প্রতিও তাঁহাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল (১৮ খ-অনু)। তথাপি প্রভু বলিলেন, তাঁহারা "শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়।" শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক কার্য ব্যতীত অন্য কোনও কার্যে যাঁহাদের মন যায় না, অন্য কোনও কার্যও যাঁহারা করেন না, কৃষ্ণপ্রীতির এবং কৃষ্ণোন্মুখতার প্রতিকূল সমস্ত কার্যই যাঁহারা সযত্নে পরিহার করেন, তাঁহাদিগকেই শুদ্ধ বৈষ্ণব বলে। হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাস যে তাদৃশ শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন না, তাঁহাদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণ হইতেই তাহা বুঝা যায়। তাঁহারা ছিলেন "বৈষ্ণবের প্রায়"—তাঁহাদের বাহিরের আচরণাদি কোনও কোনও ব্যাপারে বৈষ্ণবের আচরণের তুল্য ছিল বটে; কিন্তু তাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধ বৈষ্ণবতা ছিল না। তাঁহাদের চিত্ত ছিল বিষয়ে আসক্ত; কিন্তু, প্রভু বলিলেন, বিষয়ের স্বভাবই হইতেছে এইরূপ যে, কৃতকর্মের ফলসম্বন্ধে লোককে অন্ধ করিয়া ফেলে, বাস্তব ফল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ক্ষমতাকেও লুপ্ত করিয়া দেয় এবং এমন সকল কর্ম করায়, যাহাতে সংসারবন্ধন আরও দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে। "তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥" হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের উপলক্ষ্যে মহাপ্রভু জগতের জীবকেই সতর্ক করিয়া শিক্ষা দিলেন।

(২) মহাপ্রভুর কৃপা-স্নেহ ও স্বরূপদামোদরের হস্তে অর্পণ

শ্রীলরঘুনাথ বার দিন পায়ে হাটিয়া সপ্তগ্রাম হইতে নীলাচলে উপনীত হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে তিনদিন মাত্র আহার করিয়াছেন; তাহাও বোধ হয় নামে মাত্র আহার—উপবাস-ভঙ্গ। একদিন গোয়ালের বাথানে দুগ্ধপান, একদিন চর্বণ, আর একদিন, কেহ রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি রন্ধন করিয়া খাইয়াছেন। উপবাসের ফলে এবং পথ-চলনের শ্রমে তাঁহার দেহ ক্ষীণ ও মলিন হইয়া গিয়াছিল; তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর মন কৃপায় গলিয়া গেল। "রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া। স্বরূপেরে কহে, কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা॥ চৈ. চ. ৩৬।১৯৯॥"

পরমকরুণ মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরকে বলিলেন—"এই রঘুনাথে আমি সোঁপিল তোমারে। পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥ তিন 'রঘুনাথ' নাম হয় মোর গণে। 'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হৈতে ইঁহার নামে॥ এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল। স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল॥ স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল। এত কহি রঘুনাথে পুন আলিঙ্গিল॥ চৈ. চ. ৩৬।২০০-৩॥"

এ-স্থলে ভাগ্যবান্ রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর করুণার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। মহাপ্রভু নিজে রঘুনাথের হাত ধরিয়া স্বরূপের হাতে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। ভঙ্গী বোধ হয় এই—"স্বরূপ! আমার রঘুনাথকে আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। স্বরূপ! আমার গণে তিনজন রঘুনাথ আছেন—রঘুনাথ বৈদ্য, এই রঘুনাথ দাস (চৈ. চ. ১।১০।১২৪) এবং রঘুনাথ ভট্ট (চৈ. চ. ১।১০।১৫১)। আজ হইতে ইঁহার নাম আমি রাখিলাম—'স্বরূপের রঘুনাথ'। স্বরূপ! তুমি ইঁহাকে পুত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার কর।" তাৎপর্য বোধ হয় এই—পিতার একান্ত স্নেহের পাত্র হইতেছে পুত্র। আবার পিতার সম্পত্তির অধিকারীও হয় পুত্র। পিতা তাঁহার সমস্ত উত্তম সম্পত্তিই পুত্রের জন্য রাখিয়া যায়েন এবং সেই সম্পত্তি রক্ষা করিবার কৌশলও পিতাই পুত্রকে শিক্ষা দেন। আর ভৃত্যের কার্য হইল সেবাদিদ্বারা প্রভুর প্রীতি-বিধান; প্রভুর কার্যও হইল ভৃত্যকে নিজের সেবা দেওয়া এবং সর্বতোভাবে ভৃত্যের পালন করা। মহাপ্রভু বলিলেন—"স্বরূপ! আমার এই রঘুনাথকে তুমি তোমার পুত্ররূপে এবং ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার কর। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ তোমার যে অতুলনীয় সম্পত্তি আছে, রঘুনাথকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া লও, এবং কি উপায়ে সেই সম্পত্তি-প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করা যায়, কিরূপে সেই সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, তুমি রঘুনাথকে তাহা শিক্ষা দিবে। রঘুনাথকে তুমি তোমার সেবা করিতে দিবে (ভঙ্গীতে রঘুনাথকেও বলিলেন—তুমি স্বরূপদামোদরের সেবা করিবে)। স্বরূপ! তুমি সর্বতোভাবে রঘুনাথকে পালন করিও।" এ-স্থলে "পালন" বলিতে দেহের পালনই প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; ভক্তির পালনই প্রভুর অভিপ্রেত—কিরূপে রঘুনাথের চিত্তে ভক্তি পুষ্টিলাভ করিতে পারে, কিরূপে সেই ভক্তি রক্ষিত হইতে পারে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিই হইতেছে বাস্তবিক পালন। স্বরূপদামোদরও প্রভুর আজ্ঞা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিরোধার্য করিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। রঘুনাথের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভুর যে কত উৎকণ্ঠা, কত আর্তি, প্রভুর উল্লিখিতরূপ কথাগুলির ভঙ্গী হইতেই তাহা বুঝা যায়।

রঘুনাথের উপবাসজনিত ক্ষীণতা ও মালিন্য দেখিয়া পরমকরুণ প্রভু আবার গোবিন্দকেও বলিলেন—"গোবিন্দ! কয়েকদিন রঘুনাথের ভাল সন্তর্পণ করিও।" "চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য কহিতে না পারি। গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি—॥ পথে ইঁহো করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন। কথোদিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ॥ রঘুনাথে কহে—যাই কর সিন্ধুস্নান। জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন॥ চৈ. চ. ৩৬।২০৪-৬॥"

রঘুনাথের আনন্দের আর সীমা নাই; তিনি আজ কৃতার্থ। তিনি সমস্ত ভক্তের চরণ বন্দনা করিলেন। "রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ। বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন॥ চৈ. চ. ৩৬।২০৮॥" আর কাহারও প্রতি তো এমন কৃপা দৃষ্ট হয় নাই।

"রঘুনাথ সমুদ্রে যাই স্নান করিলা। জগন্নাথ দেখি পুন গোবিন্দপাশ আইলা॥ প্রভুর অবশিষ্টপাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল। আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ খাইল। চৈ. চ. ৩৬। ২০৯-১০॥"

(৩) সিংহদ্বারে রঘুনাথ

রঘুনাথ পাঁচদিন মাত্র প্রসাদ পাওয়ার জন্য গোবিন্দের নিকটে আসিয়াছিলেন, তাহার পরে আর আসেন নাই। ষষ্ঠদিন হইতে রঘুনাথ জগন্নাথের "পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া।[১] সিংহ-দ্বারে খাড়া হয় ভিক্ষার লাগিয়া॥ জগন্নাথের সেবক, যত বিষয়ীর গণ।[২] সেবা সারি রাত্র্যে করে গৃহেরে গমন॥ সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া। পসারির ঠাঞি অন্ন দেয়ার কৃপাত করিয়া॥ এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে॥ সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নামসঙ্কীর্ত্তন। স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥ কেহো ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়। কেহো রাত্র্যে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয়॥ চৈ. চ. ৬৬।২১২-১৭॥"

ভক্তি হইতে, অথবা লীলাশক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ রঘুনাথ বোধ হয় ভাবিয়া-ছিলেন—"আমি মায়াবদ্ধ জীব, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণসেবা ভুলিয়া দেহের সেবাতেই মত্ত হইয়া আছি; দেহের সুখানুসন্ধানেই সর্বদা ব্যাপৃত। কিন্তু যতদিন আত্মসুখানুসন্ধান থাকিবে, ততদিন কৃষ্ণকৃপার কোনও আশাই নাই। শিশুকাল হইতেই স্নেহময় পিতা-মাতা-জ্যেঠা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের আদর-যত্নে প্রচুর পরিমাণে সুখভোগ করিয়া আসিতেছি। প্রভুর

১। পুষ্প-অঞ্জলি—জগন্নাথের চরণে পুষ্পাঞ্জলি। দিবসের মধ্যে ইহাই জগন্নাথের শেষ সেবা। রাত্রিতে পুষ্পাঞ্জলির পরেই জগন্নাথের শয়ন দেওয়া হয়; তাহার পরে আর দর্শন মিলে না।

২। বিষয়ীর গণ—গৃহস্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপায় গৃহ ছাড়িয়া এখানে আসিলাম, প্রভুর কৃপা ও অবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের আদর-যত্নও পাইতে লাগিলাম। বাড়ীতে যে ভাবে ছিলাম, এখানেও প্রায় তেমনই—তেমনি আদর-যত্ন, তেমনি অনায়াস-লব্ধ আহার্য। কিন্তু এইভাবে আদর-যত্ন ও অনায়াস-লব্ধ আহার্য পাইতে থাকিলে আমার চিরকালের অভ্যস্ত আত্মসুখ-স্পৃহায়—প্রভুর কৃপায় যাহাতে একটু ভাটা পড়িয়াছে, সেই আত্মসুখ-স্পৃহায়—আবার জোয়ার আসিতে পারে; এই জোয়ারের মুখে, এখন যে কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য একটু ক্ষীণ ইচ্ছা জাগিয়াছে, তাহাও হয়তো বহুদূরে ভাসিয়া যাইতে পারে। সুতরাং গোবিন্দের এই আদর-যত্ন হইতে আমাকে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে, অনায়াস-লব্ধ মহাপ্রসাদের অপেক্ষায় আর আমাকে এখানে থাকিলে চলিবে না।" এ-সমস্ত ভাবিয়াই বোধ হয় রঘুনাথ প্রসাদ পাওয়ার জন্য গোবিন্দের নিকটে আর আসিতেছিলেন না। সমস্ত দিন জগন্নাথের মন্দিরে থাকিয়া দর্শন করিতেন, আর—নামকীর্তন করিতেন; দিনের মধ্যে আর আহারের চেষ্টা করিতেন না; দর্শনানন্দে এবং নামানন্দে আহারের কথা বোধ হয় তাঁহার মনেও জাগিত না। রাত্রিতে জগন্নাথের শয়ন হইয়া গেলে বাহির হইয়া ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন।

মহাপ্রভুর প্রিয় অঙ্গসেবক গোবিন্দ রঘুনাথের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—রঘুনাথ প্রসাদ লইতে আসেন না, কি করেন? অনুসন্ধানে সমস্ত জানিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া বলিলেন—প্রভু, "রঘুনাথ প্রসাদ না লয়। রাত্র্যে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি খায়॥ চৈ. চ. ৩৬।২১৯॥" শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"ভাল হৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥ বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীর্ত্তন। মাগিয়া খাইয়া করে জীবন ধারণ॥ বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ॥ বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ চৈ. চ. ৩৬।২২০-২৫॥"

শ্রীকৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন-গৃহবিত্ত পরিত্যাগ করিয়া যিনি বাহির হইয়াছেন, তাঁহাকেই এ-স্থলে "বৈরাগী" বলা হইয়াছে। এতাদৃশ বৈরাগী কেবল কৃষ্ণকৃপারই অপেক্ষা রাখিবেন, অন্য কাহারও কোনওরূপ অপেক্ষাই তিনি রাখিবেন না। "কৃষ্ণকৃপাব্যতীত, আপন বলিতে আমার আর কিছুই নাই"—ইহাই যাঁহার মনের ভাব, তিনিই নিষ্কিঞ্চন। কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে যিনি আত্মীয়-স্বজন, গৃহবিত্ত ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধেই, রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া, প্রভু উপদেশ দিয়াছেন। জিহ্বার, বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য লালসা থাকিলে তাহাতেই চিত্তের আবেশ জন্মিতে পারে; এজন্য ইন্দ্রিয়-লালসা বর্জন করা কর্তব্য; ভজনের লালসা যাহাতে পুষ্টিলাভ করিতে পারে, সেই চেষ্টাই কর্তব্য। যখন যাহা মিলে, শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপার দান মনে করিয়া, তখন তাহাতেই তৃপ্তি লাভ করা সঙ্গত। শিশ্নোদর-পরায়ণ হইলে শিশ্নোদরেই গাঢ় আবেশ জন্মিবে, মন আর ভজনে নিবিষ্ট হইবে না, সুতরাং কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিও হইবে সুদূর-পরাহত। যিনি একমাত্র ভগবৎ-কৃপারই অপেক্ষা রাখেন, ভগবৎ-কৃপাতেই ভজনের ফলে ভক্তির আবির্ভাবে তাঁহার চিত্তের বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইয়া যায়; তাঁহার মধ্যেই বাস্তব বৈরাগ্যের উদয় হয়। মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার ভক্তদের মধ্যে এতাদৃশ ভক্ত্যুত্থ বৈরাগ্যেরই প্রাধান্য; তাহাতে প্রভুও অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্॥ চৈ. চ. ৩।৬।২১৮॥" ভক্তিহীন-বৈরাগ্য-প্রয়াসে বাস্তব বৈরাগ্যও জন্মে না, প্রভু তাহাতে প্রীতও হয়েন না।

(৪) মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রার্থনা ও উপদেশ-লাভ

একদিন রঘুনাথ স্বরূপদামোদরের চরণে নিবেদন করিলেন—"মহাপ্রভু কি জন্য আমাকে ঘর ছাড়াইলেন, তাহা জানি না। এখন আমার কি কর্তব্য, প্রভু যদি তাহা উপদেশ করেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইতে পারি।" রঘুনাথের স্বভাবই ছিল এই যে, নিজে প্রভুর নিকটে কিছুই বলিতেন না; স্বরূপদামোদর এবং গোবিন্দ দ্বারাই তাঁহার নিবেদন প্রভুর চরণে জানাইতেন। তাই স্বরূপদামোদরের নিকটেই তিনি উল্লিখিত কথাগুলি বলিলেন।

স্বরূপদামোদরও প্রভুর চরণে গিয়া বলিলেন—"রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে—॥ 'কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানো উদ্দেশ। আপনি শ্রীমুখে মোর কর উপদেশ॥' চৈ. চ. ৩।৬।২২৯-৩০॥"

তখন "হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—। তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥ সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহা স্থানে। আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥ তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়। আমার এই বাক্য তবে করিহ নিশ্চয়—॥ 'গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥' এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে বিশেষ॥ এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ। মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন॥ পুন সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে। অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥ চৈ. চ. ৩।৬।২২৯-৩৮॥"

মহাপ্রভু এ-স্থলে অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে সাধকের আচরণ এবং রাগানুগামার্গের ভজনের উপদেশ দিলেন। আচরণ সম্বন্ধে প্রভু বলিলেন—"গ্রাম্য কথা শুনিবে না এবং বলিবে না।" গ্রাম্যকথা হইতেছে—ভগবদ্‌বিষয়িণী কথা ব্যতীত অন্য কথা, বৈষয়িকী কথা। যতক্ষণ গ্রাম্যকথা বলা যায় বা শুনা যায়, ততক্ষণ গ্রাম্যকথাতেই মন থাকে, ভগবানের বা ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুর দিকে মন যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, অনাদিকাল হইতেই মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তের গতি রহিয়াছে গ্রাম্যবিষয়ের—বিষয়-ব্যাপারের—দিকে; গ্রাম্যকথার শ্রবণ-কথনে সেই গতি আরও তীব্রতা ধারণ করিতে পারে; তাহাতে ভগবানের বা ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুর দিকে মনের গতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্যই গ্রাম্যকথা শ্রবণ-কথনের নিষেধ করা হইয়াছে। এই নিষেধে একটি বিধিও ধ্বনিত হইতেছে—সর্বদা কৃষ্ণস্মৃতি। "সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুঃ।" আচরণ সম্বন্ধে প্রভু আর একটী কথা বলিলেন—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।" ভাল খাওয়া-পরায় অভ্যস্ত হইলে তাহাতেই মনের আবেশ জাগিবে, ভাল খাওয়া-পরায় আসক্তি জাগিবে; তাহাতে ভগবানের বা ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুর দিকে মনের গতি অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। প্রভুর এই উপদেশও নিষেধাত্মক; এই নিষেধে একটী বিধিও ধ্বনিত হইতেছে—অনাসক্ত ভাবে যথালাভে সন্তুষ্টি; যখন যাহা মিলিবে—তাহা শাক-পত্রাদি, বা জীর্ণ-মলিন বসনাদি যাহাই হউক না কেন—ভগবানের কৃপার দান মনে করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা সাধকের কর্তব্য। আবার, ভাল খাওয়া-পরায় অভ্যস্ত এবং আসক্ত হইয়া পড়িলে অন্যাপেক্ষাও আসিয়া পড়িতে পারে, একমাত্র ভগবৎ-কৃপার অপেক্ষাও আর থাকিবে না; কিন্তু তাহা ভজন-সাধনের প্রতিকূলতাই আনিয়া দিবে। এইরূপে সূত্রাকারে সাধকের আচরণের কথা বলিয়া প্রভু সূত্রাকারে রাগানুগামার্গের সাধনের কথাও বলিয়াছেন। রাগনুগা-ভজনের দুইটী অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। বাহ্য বা যথাবস্থিত দেহের সাধন সম্বন্ধে প্রভু বলিলেন—অমানী ও মানদ হইয়া সর্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন করিবে। কৃষ্ণনাম-কীর্তনের উপলক্ষণে নববিধা ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে; অথবা শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-কীর্তনের কথাই বলা হইয়াছে। "নিরপরাধ নাম হৈতে পায় প্রেমধন॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬৬॥" অবশ্য "ভগবানের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া ভগবানের প্রীত্যর্থে নামকীর্তন করিতেছি"—এইরূপ ভাব মনে রাখিয়া নামকীর্তন করিলেই প্রেমপ্রাপক ভক্তি-অঙ্গ হইবে; "শ্রবণং কীর্ত্তনং * * * ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা॥ ভা. ৭।৫।২৩-২৪॥" কিরূপে নামকীর্তন করিতে হইবে, তাহাও প্রভু বলিয়াছেন—"অমানী মানদ হইয়া নামকীর্তন করিবে॥" অমানী হইয়া—অর্থাৎ "আমি এত হীন, এত নীচ যে, আমি কাহারও সম্মান-প্রাপ্তির যোগ্য নহি, আমি পুরীষের কীট হইতেও অধম"—এইরূপ ভাব মনে পোষণ করিয়া নামকীর্তন করিতে হইবে। আর মানদ হইয়া—জীবমাত্রের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক নামকীর্তন করিবে। "জীবে সম্মান দিবে, জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান॥ চৈ. চ. ৩।২০।২০॥"; "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ শিক্ষাষ্টক॥—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, অমানী এবং মানদ হইয়াই হরিকীর্তন কর্তব্য।" এইরূপে নামকীর্তন করিলেই চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতে পারে। আর রাগানুগার অন্তর সাধন (মানসিক-সাধন) সম্বন্ধে প্রভু বলিলেন—"ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।"—স্বীয় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে (গুরুরূপা-মঞ্জরীর এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের আনুগত্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তাভাবময়ী-লীলায়) ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে। শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী ব্রজের কান্তাভাবের উপাসনার আদর্শ দেখাইয়াছেন; এজন্য তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার কথা বলা হইয়াছে।

পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলরঘুনাথ দাসের প্রতি সূত্রাকারে সাধকের আচরণের এবং রাগানুগামার্গের ভজনের উপদেশ দিয়া বলিলেন—"রঘুনাথ! আমি সূত্রাকারে যাহা বলিলাম, তাহার বিশেষ বিবরণ স্বরূপদামোদরের নিকটে জানিয়া লইবে।" একথা বলিয়া প্রভু কৃপাপূর্বক রঘুনাথকে আবার স্বরূপের হস্তে অর্পণ করিলেন। পূর্বেও একবার অর্পণ করিয়াছেন; এখন আবার। কি অপূর্ব করুণার বৈশিষ্ট্য!!

(৫) সেনশিবানন্দাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ এবং রঘুনাথ-প্রসঙ্গ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রঘুনাথ যখন সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তখন গৌড়ীয় ভক্তগণকে লইয়া রথযাত্রায় প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শিবানন্দসেনও নীলাচলের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রঘুনাথের নীলাচলে উপস্থিতির এবং প্রভুর নিকটে উল্লিখিতরূপ ভজনোপদেশ-প্রাপ্তির পরে তাঁহারা নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন "রঘুনাথ যবে সভারে মিলিলা। অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা॥ শিবানন্দসেন তাঁরে কহে বিবরণ—। তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন॥ তোমাকে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে। ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৪১-৪৪॥"

চাতুর্মাস্যের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন দেশে ফিরিয়া গেলেন, তখন রঘুনাথের পিতা রঘুনাথের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত আবার শিবানন্দসেনের নিকটে লোক পাঠাইলেন; সেই লোক শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈরাগী দেখিলা? গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো—নাম রঘুনাথ। তার পরিচয় নীলাচলে আছে তোমার সাথ? চৈ. চ. ৩।৬।২৪৬-৪৭॥"

সেই লোকের কথা শুনিয়া শিবানন্দসেন বলিলেন—"তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে। পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে॥ স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ। প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম॥ রাত্রিদিন করে তেঁহো নামসঙ্কীর্তন। ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥ পরম বৈরাগ্য—নাহি ভক্ষ্য-পরিধান। যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে জীবন॥ দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া। সিংহদ্বারে ঠাড়া হয় আহার লাগিয়া॥ কেহো যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ। কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৪৮-৫৩॥"

লোক সপ্তগ্রামে ফিরিয়া যাইয়া সমস্ত বিবরণ রঘুনাথের পিতার নিকটে জানাইল। "শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখিত হইলা। পুত্র ঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥ চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ। শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইলা ততক্ষণ॥ শিবানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহে—তুমি সব যাইতে নারিবা। আমি যবে যাই, তবে সঙ্গেই চলিবা॥ এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিব। তবে তোমা সভাকারে সঙ্গে লঞা যাব॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৫৫-৫৮॥” শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে (১০।৩,৪) এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শিবানন্দের উপদেশে গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত লোক সপ্তগ্রামে ফিরিয়া গেল। “বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে। রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে॥ সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা। নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥ রঘুনাথদাস অঙ্গীকার না করিলা। দ্রব্য লঞা তিনজন তাহাঁই রহিলা॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৬১-৬৩॥”

রঘুনাথের পিতামাতা মনে করিয়াছিলেন, টাকা-পয়সার অভাবেই রঘুনাথ খাওয়া-পরার যোগাড় করিতে পারে না। এজন্য তাঁহারা চারিশত টাকা পাঠাইলেন এবং রঘুনাথকে রান্না করিয়া খাওয়াইবার জন্য এক জন ব্রাহ্মণ এবং রঘুনাথের পরিচর্যার জন্য দুই জন ভৃত্য পাঠাইলেন। কিন্তু রঘুনাথ সে-সমস্ত কিছুই গ্রহণ করিলেন না; শিশুকাল হইতে রাজভোগে লালিত-পালিত রঘুনাথ সিংহদ্বারে প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন, জীর্ণ মলিন বসন, যখন যাহা পায়েন, তাহাদ্বারাই লজ্জা নিবারণ করিতে লাগিলেন। পিতৃ-প্রেরিত লোকগণ টাকা লইয়া নীলাচলেই রহিলেন—যদি কখনও রঘুনাথ কিছুর প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার সহায়তা করিবেন, এই আশায়।

(৬) প্রভুর নিমন্ত্রণ-প্রসঙ্গ

কিছুদিন পরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ কিনিয়া আহার করাইবার জন্য রঘু-নাথের ইচ্ছা হইল। প্রভু কিন্তু সম্মত হয়েন না। “তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন। মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ দুই নিমন্ত্রণে লাগে কড়ি অষ্টপণ। ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করে এতেক গ্রহণ॥ এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল। পাছে নিমন্ত্রণ রঘুনাথ ছাড়ি দিল॥ মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ। স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন—॥ ‘রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল?’ স্বরূপ কহে—মনে কিছু বিচার করিল—॥ ‘বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ। প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন॥ মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল। এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল॥ উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ। না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূঢ় জন॥’ এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল। চৈ. চ. ৩।৬।২৬৪-৭২॥”

প্রভুর নিমন্ত্রণের জন্য মহাপ্রসাদ খরিদ করিতে মাসে আটপণ কড়ি—আট আনা পয়সা—লাগিত। রঘুনাথ পিতৃ-প্রেরিত অর্থ হইতে মাসে আট আনা নিতেন, দুই বৎসরে বারটাকা মাত্র নিয়াছেন; তাহাও নিজের জন্য নহে। দুই বৎসর নিমন্ত্রণ করার পরে তাঁহার মনে এই বিবেচনা জাগিল।—“প্রভু নিজেই বলিয়াছেন—আমার বাপ-জ্যেঠা মহাবিষয়ী, ‘বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ঠাগর্তের কীড়া।' তাঁহাদের টাকা দিয়াই তো আমি প্রভুর ভিক্ষা দিতেছি—বিষয়ীর টাকা। প্রভু নিশ্চয়ই এই নিমন্ত্রণে প্রসন্ন হয়েন না; আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে, আমার ন্যায় মূর্খ মনে দুঃখ পাইবে—ইহা ভাবিয়াই প্রভু অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর, এখন দেখিতেছি, পিতৃপ্রেরিত টাকা গ্রহণ করিতে আমার মনও প্রসন্ন হয় না। এই নিমন্ত্রণে আমার অন্য কোনও ফলই নাই, একমাত্র ফল দেখিতেছি আমার প্রতিষ্ঠা—লৌকিক জগতে খ্যাতি, যাহাকে পণ্ডিতগণ শূকরীবিষ্ঠা বলিয়া থাকেন। না, আর নিমন্ত্রণ করিব না।" রঘুনাথ এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রভুকে না জানাইয়াই নিমন্ত্রণ বন্ধ করিলেন; অবশ্য স্বরূপদামোদরের নিকটে তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বরূপের মুখে রঘুনাথের মনের কথা জানিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥ ইঁহার সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল। ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৭৩-৭৫॥"

যাহার দ্রব্য গ্রহণ করা হয়, তাহার দোষ-গুণ গ্রহীতার চিত্তে সঞ্চারিত হয়। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলেও গ্রহীতার চিত্তে বিষয়ীর বিষয়-মলিনতা প্রবেশ করে, তাহার চিত্তকেও মলিন করে; মলিন চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে না। এজন্য বিষয়ীর অন্নগ্রহণ সাধকের পক্ষে কর্তব্য নহে। "বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ"—এ-কথার তাৎপর্য হইতেছে এই যে—বিষয়ীর চিত্তে সাধারণতঃ রজোগুণের প্রাধান্য থাকে। সেই রজোগুণের ভাবেই বিষয়ী কাহাকেও কিছু দান করিয়া থাকে—"এই ভিক্ষার্থীকে এই অন্নদান করিয়া আমি ইহার উপকার করিতেছি"-অন্নাদি দানের সময়ে এইরূপ ভাবই বিষয়ীর মনে জাগে। এতাদৃশ ভাব হইতেছে রজোগুণোদ্ভূত; এজন্য তাহার এই দান হয় রাজস-দান। আবার দান করার সময় বিষয়ীর চিত্তে, "আমি এই লোকটীর উপকার করিয়া ইহাকে কৃতার্থ করিতেছি"-এইরূপ ভাব জাগে বলিয়া, রজোগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; তাহাতে তাহার চিত্তের মলিনতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তাহার প্রদত্ত দ্রব্যে সেই উচ্ছ্বসিত রজোগুণ সঞ্চারিত হয়। সেই দ্রব্য গ্রহীতা যখন গ্রহণ করে, তখন তাহার চিত্তেও তাহা সঞ্চারিত হইয়া তাহার চিত্তকেও মলিন করিয়া ফেলে। এজন্য বলা হইয়াছে —"দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন।" রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু সাধকজীবের জন্যই এ-সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

(৭) সিংহদ্বার-ত্যাগ, ছত্রে আহার

রঘুনাথ দশদণ্ড রাত্রির পরে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কিছুদিন পরে আর সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন না, ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। গোবিন্দ তাহা জানিতে পারিয়া প্রভুকে জানাইলেন। শুনিয়া প্রভু স্বরূপদামোদরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন স্বরূপদামোদর বলিলেন—"সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া। ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নে যাইয়া॥ প্রভু কহে—ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার। সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি বেশ্যার আচার॥ কিমর্থম্?—অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি। অনেন ন দত্তম্, অয়মপরঃ সমেত্যয়ং দাস্যতি। অনেনাপি ন দত্তম্, অন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি, ইত্যাদি (এই একজন লোক আসিতেছেন, আমাকে কিছু দিবেন। ইনি কিছু দিলেন না; অন্য একজন আসিতেছেন, তিনি দিবেন। তিনিও দিলেন না; অন্য কেহ আসিবেন, তিনি দিবেন। ইত্যাদি)। ছত্রে যাই যথালাভ উদর-ভরণ। মনঃকথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥ চৈ. চ. ২।৬।২৭৮-৮০॥"

সিংহদ্বারে ভিক্ষার্থীকে সকলেই যে মহাপ্রসাদ দেন, তাহা নহে; কেহ দেন না, কেহ দেন। কোনও একজনকে দেখিলে ভিক্ষার্থী মনে করেন—"ইনি আমাকে কিছু দিবেন"; কিন্তু তিনি কিছু না দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ভিক্ষার্থী আবার মনে করেন—"অপর এক জন আসিলে দিবেন।" এই রূপে ভিক্ষার্থীর মনে যে ভাবনা জাগে, তাহাই হইতেছে তাঁহার "মনঃকথা—মনে মনে কথা।" রঘুনাথের মনেও সিংহদ্বারে এইরূপ মনঃকথা জাগিত। এইরূপ মনঃকথার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বা কৃষ্ণনামের দিকে মন যায় না; এজন্য রঘুনাথ মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়া সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিলেন, মধ্যাহ্ন-সময়ে ছত্রে যাইয়া খাইতেন। ছত্রে গেলেই কিছু-না-কিছু পাওয়া যায়; সুতরাং মনঃকথার অবকাশ থাকে না; যাওয়ার সময়েও পরমানন্দে নামকীর্তন করা যায়, প্রসাদ ভোজন করার সময়েও করা যায়। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-ব্যতীত লবমাত্র সময়ও যেন ব্যয়িত না হয়, সেদিকেই ছিল তাঁহার লক্ষ্য।

(৮) প্রভুর অপূর্ব কৃপায় গোবর্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা-প্রাপ্তি

রঘুনাথের ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাওয়ার কথা শুনিয়া এবং তদ্দারা লবমাত্র সময়ও যে রঘুনাথ বৃথা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং রঘুনাথের অপ্রত্যাশিত একটী কৃপা রঘুনাথের প্রতি প্রদর্শন করিলেন। "এত বলি পুন তাঁরে প্রসাদ করিল। গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল॥ শঙ্করারণ্য সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা। তাহাঁ হৈতে সেই শিলা-মালা লঞা গেলা॥ পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধনের শিলা। দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥ দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা। স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা॥ গোবর্দ্ধনের শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে। কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু লয় শিরে॥ নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর। শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণ-কলেবর॥' এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল। তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিল॥ চৈ. চ, ৩।৬।২৮১-৮৭॥"

শিলা-গুঞ্জামালা পাইয়া প্রভুর কত আনন্দ! গোবর্ধন-শিলাকে (শ্রীগিরিধারী-বিগ্রহকে) প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর মনে করিয়া কত প্রীতি, কত আদর করিতেন—প্রভু মনে করিতেন, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই পাইয়াছেন ; এই বুদ্ধিতে প্রভু সেই শিলাকে কখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেন, কখনও বা মস্তকে ধারণ করিতেন, কখনও বা নাসাগ্রে ধারণ করিয়া গন্ধ অনুভব করিতেন ; আর প্রভুর প্রেমাশ্রুতে গোবর্ধন-শিলা সর্বদা ভাসিয়া যাইতেন। আর, পার্শ্বে-গাঁথা গুঞ্জামালা— শ্রীরাধা পার্শ্বে-গাঁথা গুঞ্জামালা ধারণ করিতেন। এতাদৃশী গুঞ্জামালা পাইয়াও প্রভুর পরমানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের কালে প্রভু সেই গুঞ্জামালা গলায় ধারণ করিতেন। এইভাবে তিন বৎসর পর্যন্ত অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভু শিলা-গুঞ্জামালার সেবা করিয়াছেন। রঘুনাথের প্রতি প্রীত হইয়া পরমকরুণ মহাপ্রভু নিজের সেবিত এবং নিজের পরম আদরের বস্তু সেই গোবর্ধন-শিলা এবং গুঞ্জামালা রঘুনাথকে দিলেন। প্রভুর করুণার কি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য!

শিলা-গুঞ্জামালা দিয়া প্রভু রঘুনাথকে বলিলেন—"এই শিলা 'কৃষ্ণের বিগ্রহ।' ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥ এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন। অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥" সাত্ত্বিক পূজন কি, তাহাও প্রভু বলিলেন। "এক কুজা জল আর তুলসী মঞ্জরী। সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥[1] দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী। এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥ শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা। আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥ এক বিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়ি একখানি। স্বরূপগোসাঞি দিলেন কুজা, আনিবারে পানি॥ এই মত রঘুনাথ করেন পূজন। পূজাকলে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ 'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা।' এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥ জল-তুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয়। ষোড়শোপচার সেবায় তত সুখ নয়॥[2] এইমত কথোদিন করেন সেবন। তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিল বচন—॥ অষ্টকৌড়ির খাঁজা সন্দেশ কর সমর্পণ। শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম॥ তবে অষ্টকৌড়ির খাঁজা করে সমর্পণ। স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৮৮-৯৯॥"

(৯) সড়া-মহাপ্রসাদ-ভোজন

প্রভুর কৃপায় রঘুনাথের চিত্তে অদ্ভুত বাস্তব বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। দেহসুখের জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজন-বোধ অনেক পূর্বেই তাঁহার লোপ পাইয়াছে। ভজনের জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজন; সুতরাং কিছু আহারেরও প্রয়োজন আছে। প্রথমে সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন; তাহাতে মনঃকথা জাগিয়া কৃষ্ণস্মৃতির বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া দুঃখ অনুভব করিয়া তাহা ছাড়িয়া দিলেন, ছত্রে যাইতে আরম্ভ করিলেন। ছত্রে মনঃকথার অবকাশ না থাকিলেও, রঘুনাথ

১। শুদ্ধভাবে—একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে।

২। শ্রদ্ধা-প্রীতির সহিত জল-তুলসীর সেবায় শ্রীকৃষ্ণ যত প্রীত হয়েন, শ্রদ্ধা-প্রীতিহীন ষোড়শোপচারের সেবাতেও তিনি তত প্রীতিলাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণসুখের একমাত্র হেতু হইতেছে—সেবকের কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ হয় মনে করিলেন, কিছু পরাপেক্ষা আছে। তাই তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পরে তিনি যে ভাবে জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহা এক অভাবনীয় ব্যাপার।

"প্রসাদভাত পসারির যত না বিকায়। দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥[১] সিংহদ্বারে গাবী আগে সেই ভাত ডারে। সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে॥ সেই ভাত রঘুনাথ রাত্র্যে ঘরে আনি। ভাত পাখালিয়া পেলে দিয়া বহু পানি॥ ভিতরের দৃঢ় যেই মাজিভাত পায়। লোণ দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায়॥ একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল। হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥ স্বরূপ কহে—ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি। আমাসভায় নাহি দেও, কি তোমার প্রকৃতি॥ গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্তা শুনিলা। আর দিন প্রভু আসি তাহাঁ কহিতে লাগিলা॥ কাহাঁ বস্তু খাও সভে, আমায় না দেও কেনে। এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥ আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাথে ত ধরিলা। তোমার যোগ্য নহে—বলি বলে কাড়ি নিলা॥ প্রভু কহে—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই। ঐছে স্বাদু আর কোনো প্রসাদে না পাই॥ এই মত রঘুনাথে বার বার কৃপা করে। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥ চৈ. চ. ৩।৬।৩০৮-১৮॥"

রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার কথা তিনি নিজেই স্বরচিত "গৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু"-নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন (১১)। কবিরাজগোস্বামী স্বরূপ-দামোদরের কড়চাতেও এই বিবরণ দেখিয়াছেন, অনেক কথা দাসগোস্বামীর মুখেও শুনিয়াছেন।

(১০) নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা

সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়া অন্তর্ধানের সময় পর্যন্ত চব্বিশ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল—দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে, বঙ্গদেশে আগমনে এবং পশ্চিমদেশ-ভ্রমণে। অবশিষ্ট আঠার বৎসর প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করেন নাই। প্রভুর নীলাচল-গমনের প্রথম ছয় বৎসরের পরে, প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই, রঘুনাথ নীলাচলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু উজীরের আগমন-ব্যাপারে যাওয়া হয় নাই; এই ভাবে তাঁহার আরও দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল; তাহার পরে তিনি নীলাচলে গিয়াছেন—প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম আট বৎসর অতীত হওয়ার পরে। প্রভুর অন্তর্ধান পর্যন্ত অবশিষ্ট ষোল বৎসর রঘুনাথ প্রভুর চরণেই ছিলেন। এই ষোল বৎসর তিনি স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা করিয়াছিলেন। "প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে। প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥ ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন। স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥ চৈ. চ. ১।১০।৯০-৯১॥" মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদাদি-কালে স্বরূপ-দামোদর এবং রায়রামানন্দই প্রভুর

১। সড়ি যায়—পচিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরঙ্গ-সেবা করিতেন ; সেই সময়ে ভাগ্যবান্ রঘুনাথও স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এই ষোল বৎসরে মহাপ্রভু যে-যে লীলা করিয়াছেন, শ্রীল রঘুনাথ ছিলেন সে-সমস্ত-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী।

(১১) নীলাচলে রঘুনাথের ভজন ও বৈরাগ্য

আহারাদি সম্বন্ধে রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নামকীর্তনাদি ভজনাঙ্গের কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার নিয়ম-নিষ্ঠাও ছিল অসাধারণ। ভজন-বিষয়ে তিনি যে নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক দিনের জন্যও তিনি কখনও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। "অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥ সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে। আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড, সেহো নহে কোনদিনে॥ বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন। আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥[১] ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনু না পরে বসন। সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥ প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ। তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদ-বচন॥—"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানযুতাশয়ঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য বা হোতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥ ভা. ৭।১৫।৪০॥—যে জন আপনাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিয়াছেন এবং জ্ঞান দ্বারা যাঁহার বাসনা বিনষ্ট হইয়াছে, তিনি কি অভিলাষে, কি নিমিত্ত, দেহাদিতে আসক্ত হইয়া দেহকে পোষণ করিবেন? (অর্থাৎ দেহাদির প্রতিপালনে তিনি আসক্ত হয়েন না।"

ঠ। বৃন্দাবনে রঘুনাথ

(১) বৃন্দাবন-গমন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে নীলাচলবাসী ভক্তগণ শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। শ্রীলরঘুনাথেরও সেই অবস্থা ; গৌর-বিরহতাপ-দগ্ধ জীবন তিনি যেন আর বহন করিতে পারেন না। তথাপি স্বরূপদামোদরের চরণ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বরূপদামোদরেরও তিরোভাব হইলে রঘুনাথ অকুল শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। স্থির করিলেন, গৌরবিরহ-তাপদগ্ধ জীবন পরিত্যাগ করিবেন।

পূর্বে মহাপ্রভু যখন তাঁহাকে গোবর্ধনের শিলা এবং গুঞ্জামালা দিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রভুর অভিপ্রায়-সম্বন্ধে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন—"শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে। গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা-চরণে॥ চৈ. চ. ৩।৬।৩০১॥" এক্ষণে তিনি স্থির করিলেন—"মহাপ্রভু কৃপা করিয়া গুঞ্জামালা দিয়া আমাকে যখন শ্রীরাধিকার চরণে অর্পণ করিয়াছেন, তখন শ্রীরাধিকার চরণ-রজোমণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবন দর্শন আমার কর্তব্য। আর

১। জিহ্বার লালসায় বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছায় তিনি কোনও দিনই কোনও রস (উপাদেয় ভোগ্য বস্তু) আস্বাদন করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবর্ধন-শিলা দিয়া প্রভু যখন আমাকে গোবর্ধনে সমর্পণ করিয়াছেন, তখন শ্রীগোবর্ধন-দর্শনও আমার কর্তব্য। শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীগোবর্ধন দর্শনই আমার এই জীবনের পরম-পুরুষার্থ। এই দুইটী অপূর্ব বস্তু দর্শন করিয়া আমি ভৃগুপাত করিয়া গোবর্ধনেই এই অসার এবং গৌর-বিরহতাপ-দগ্ধ দেহ ত্যাগ করিব।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি স্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানের পরে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদের চরণে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে মরিতে দিলেন না। "স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবনে দুই ভাইর[১] চরণ দেখিয়া। গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত[২] করিয়া॥ এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে। আসি রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে॥ তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল। নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥ মহাপ্রভুর লীলা যত—বাহির অন্তর। দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥ অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন। পল দুই তিন[৩] মাঠা করেন ভক্ষণ॥ চৈ. চ. ১।১০।৯১-৯৬॥" কিছুকাল বৃন্দাবনে থাকিয়া দাসগোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন; সে-স্থানে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন।

(২) বৃন্দাবনে রঘুনাথের ভজনাদি

"সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষ নাম। দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥ রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥ তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান। ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান॥ সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে। চারিদণ্ড নিদ্রা—সেহো নহে কোনদিনে॥ তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার। চৈ. চ. ১।১০।৯৭-১০১॥"

শ্রীলরঘুনাথদাসগোস্বামী ভজনের এবং বৈরাগ্যের এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

(৩) কবিরাজগোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগুরু ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীল দাসগোস্বামী ছিলেন একজন। কবিরাজগোস্বামী নিজেই এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন। "শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাসরঘুনাথ॥ এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥ চৈ. চ. ১।১।১৮-১৯॥" শ্রীল দাস-গোস্বামী যখন রাধাকুণ্ডে থাকিতেন, তখন কবিরাজগোস্বামীও তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে বাস করিতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লিখনের সময়েও কবিরাজগোস্বামী দাসগোস্বামীর সঙ্গেই ছিলেন।

১। দুই ভাইর—শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের। ২। ভৃগুপাত—পর্বতের উপর হইতে ইচ্ছাপূর্বক পতিত হওয়া।
৩। পল—আট তোলায় এক পল। পল দুই তিন—তিন চারি ছটাক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ড) স্বরচিত গ্রন্থাদি

শ্রীল দাসগোস্বামী মহাপণ্ডিতও ছিলেন; সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ললিতমাধব-নাটকের লেখা শেষ করিয়া দাসগোস্বামীকে দেখিতে দিয়াছিলেন। এই নাটকের প্রথমাংশে শ্রীকৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধিকার প্রাণবিসর্জনের জন্য যমুনায় ঝম্ফ-প্রদানের বিবরণ দেখিয়া দাসগোস্বামী উন্মত্তের ন্যায় অধীর হইয়া পড়িলেন এবং পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইতে লাগিল। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। দাসগোস্বামীর নিকট হইতে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনিবেনই বা কিরূপে? আর, ফিরাইয়া আনিলেও শ্রীমতী রাধারাণীর জন্য দাসগোস্বামীর শোক তো দূরীভূত হইবে না? শ্রীপাদ রূপ তখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক হাস্য-পরিহাসময় অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগবহুল একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন—দানকেলিকৌমুদী। এই গ্রন্থ তিনি দাসগোস্বামীকে দেখাইলেন। তাহা পড়িয়া দাসগোস্বামীর চিত্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগময়ী লীলাতে নিবিষ্ট হইল, তাঁহার পূর্বশোক তিরোহিত হইল। সংশোধন করিবার ছলে শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার নিকট হইতে ললিতমাধব-নাটক ফিরাইয়া আনিলেন। ইহার পরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-রসে আবিষ্টচিত্ত দাসগোস্বামীও "দানকেলিচিন্তামণি" এবং "মুক্তাচরিত" প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

দাসগোস্বামী বিভিন্ন সময়ে বহু অষ্টক, স্তব, বিলাপার্ত্তি প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। তাহাদের সমষ্টিগত নাম "স্তবাবলী।" তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু"-নামক গ্রন্থও এই "স্তবাবলীর" অন্তর্ভুক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু-নামক গ্রন্থে তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহু দিব্যোন্মাদলীলা সূত্রাকারে বর্ণন করিয়াছেন।

ঢ। মহাপ্রভুর করুণার বৈশিষ্ট্য

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর করুণার যে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা-প্রসঙ্গে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের লীলায় এতাদৃশ করুণা-বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায় না।

ণ। দাসগোস্বামীর আবির্ভাব-কালসম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বে শ্রীল হরিদাসঠাকুর-সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, বেনাপোল হইতে তিনি যখন সপ্তগ্রামের সন্নিহিত চাঁদপুরে আসিয়াছিলেন, তখন রঘুনাথদাস ছিলেন পাঠশালায় অধ্যয়নরত "বালক"। তখন হরিদাসের "প্রথম যৌবন।" [১৫১৭-ক (২) অনু]। ইহাতে বুঝা যায়, বয়সে রঘুনাথ ছিলেন হরিদাস হইতে আনুমানিক ১২।১৪ বৎসরের কনিষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাঁদপুর হইতে হরিদাসঠাকুর শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দিনেও তিনি শান্তিপুরে ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে হরিদাসঠাকুরের জন্ম [১৫।৭-খ (৭) অনু] এবং শ্রীল রঘুনাথের আবির্ভাবও মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে। পূর্বে [১৫।৭-খ (৭) অনুচ্ছেদে] বলা হইয়াছে, মহাপ্রভুর অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে হরিদাসঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল। প্রভুর পঁচিশ বৎসর পূর্বেই যদি হরিদাসের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুমান হয় যে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আনুমানিক ১২-১৩ বৎসর পূর্বে শ্রীল রঘুনাথের জন্ম হইয়াছিল।

কিন্তু শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী-মহারাজ তাঁহার সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান"-নামক গ্রন্থে (বাঁধান দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩২৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায়" রঘুনাথদাসগোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার এই অনুমানের ভিত্তি কি, তাহা বাবাজীমহারাজ বলেন নাই ; এ-সম্বন্ধে তিনি কোনও যুক্তিরও অবতারণা করেন নাই, কোনওরূপ আলোচনাও করেন নাই। তাঁহার এই উক্তি হইতে জানা যায়, বয়সে শ্রীরঘুনাথ ছিলেন মহাপ্রভুর নয় বৎসরের কনিষ্ঠ (১৪০৭ শকে মহাপ্রভুর আবির্ভাব)। ইহা হরিদাসঠাকুরের প্রসঙ্গে কথিত শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তির বিরোধী। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ঠিক কত বৎসর পূর্বে রঘুনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নিশ্চিতরূপে জানা না গেলেও, মহাপ্রভুর পূর্বেই যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায়।

১৯। কবিকর্ণপূর-প্রসঙ্গে করুণার বৈশিষ্ট্য

সেনশিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম পরমানন্দপুরী। সেনশিবানন্দ একবার সস্ত্রীক নীলাচলে গিয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"এবার তোমার যেই হইবে কুমার। 'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ তাহার॥ তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার। শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার॥ প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম 'পরমানন্দদাস।' 'পুরীদাস' করি প্রভু করে উপহাস॥ চৈ. চ. ৩।১২।৪৬-৪৮॥" মহাপ্রভু শিবানন্দকে যে দিন বলিলেন—"এবার তোমার যেই হইবে কুমার", তাহার পরেই এই কুমারের মাতৃগর্ভে প্রবেশ—পুরীতে। শিবানন্দ দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জন্ম।

শিবানন্দকে প্রভু আদেশ করিয়াছেন—এই কুমারের নাম "পুরীদাস" রাখিও। শিবানন্দ "প্রভুর আজ্ঞায়" নাম রাখিলেন "পরমানন্দদাস"। ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে থাকিতেন। প্রভু তাঁহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন, কখনও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেন না ; প্রয়োজন হইলে "পুরীগোস্বামী" বলিতেন। প্রভু শিবানন্দকে যখন বলিলেন—তোমার এই কুমারের নাম "পুরীদাস" রাখিও, তখন শিবানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বালকের নাম "পরমানন্দদাস" রাখাই প্রভুর অভিপ্রায় ; কেননা, প্রভু যখন "পুরী" বলেন, তখন "পরমানন্দপুরী"ই তাঁহার অভিপ্রেত। এজন্য শিবানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার এই পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—"পরমানন্দদাস।" প্রভু "পরমানন্দ"-শব্দ উচ্চারণ করিতেন না বলিয়া পরমানন্দদাসকে "পুরীদাস" বলিতেন। এই পরমানন্দদাসই পরবর্তীকালে কবিকর্ণপূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

পরমানন্দদাসের জন্মের পরে শিবানন্দসেন তাঁহার তিন পুত্রকে লইয়া যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, "শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল। (প্রভু) শিবানন্দ-সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈল॥ ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল। 'পরমানন্দদাস' নাম সেন জানাইল॥ ***॥ শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল। মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল॥ শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার। যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার॥ চৈ. চ. ৩।১২।৪৩-৫০॥"

মহাপ্রভু পরমানন্দদাসের মুখে স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। এতাদৃশী কৃপা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

পরমানন্দদাস যখন সাত বৎসরের বালক, তখন সপত্নীক শিবানন্দ তাঁহাকে নীলাচলে লইয়া গিয়াছিলেন। একদিন মহাপ্রভু বালককে বলিলেন—"পঢ় পুরীদাস। চৈ. চ. ৩।১৬।৬৮॥" তৎক্ষণাৎ বালকের মুখ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চারিত হইল :—"শ্রবসোঃ কুবলয়-মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥—যিনি বৃন্দাবন-রমণীগণের শ্রবণযুগলের কুবলয় (নীলপদ্ম), চক্ষুর্দ্বয়ের কজ্জ্বল, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণি-মালা—এইরূপে যিনি তাঁহাদের নিখিল-ভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীহরির জয় হউক।"

"সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন। ঐছে শ্লোক করে, লোকের চমৎকার মন॥ চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা। ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৬৯-৭০॥"

পদের লালিত্য, অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য, রসের পারিপাট্য—সর্ববিষয়েই এই শ্লোকটী অপূর্ব। এই শ্লোকে যে অপ্রাকৃত মধুর রস পরিবেশিত হইয়াছে, ভজন-বিজ্ঞ রসিক ভক্তেরই তাহা আস্বাদ্য। অলঙ্কারের যে পারিপাট্য, তাহাও অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণেরই আস্বাদ্য। অধ্যয়নহীন সাত বৎসরের সাধারণ বালকের পক্ষে এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থও দুর্বোধ্য। ইহা পূর্বে কাহারও রচিত শ্লোকও নহে, সম্পূর্ণ নূতন (এই শ্লোকটী পরবর্তীকালে কবিকর্ণপূরের "আর্য্যাশতকে" সন্নিবেশিত হইয়াছে)। অথচ, মহাপ্রভুর আদেশ মাত্রে, অধ্যয়ন-হীন সাত বৎসরের বালক পরমানন্দদাসের মুখে এই অপূর্ব শ্লোকটী স্ফুরিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর কৃপার কি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য !! অন্যত্র কোথাও এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

প্রাচীনগণ যথার্থই বলিয়াছেন—

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥ চৈ. চ. ৩।১ শ্লোক॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ের লিখন আরম্ভ—৬. ১০. ১৯৬১, শেষ ২০. ১১. ১৯৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ অধ্যায়

মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদান

১। সাধারণ কথা

মহাপ্রভুর মুখ্য অবদান হইতেছে পারমার্থিক। ব্যবহারিক বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোনও উপদেশ দেন নাই। তবে পারমার্থিক বিষয়ের আনুষঙ্গিক ভাবে মহাপ্রভু যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সে-সমস্তের অনুসরণে ব্যবহারিক বিষয়েও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

২। পারমার্থিক অবদান

ক। পরমার্থ

জীবের স্বরূপের সহিত যাঁহার স্বাভাবিক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তিনিই হইতেছেন বাস্তবিক সম্বন্ধতত্ত্ব। সেই স্বাভাবিক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অনুরূপ যে কর্তব্য, তাহাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তব কর্তব্য এবং তাহাই হইতেছে জীবের বাস্তব কাম্য—বাস্তব অর্থ বা পরমার্থ। সেই সম্বন্ধের প্রতিকূল কোনও বস্তুই জীবের বাস্তব অভীষ্ট বা পরমার্থ হইতে পারে না। জীবের এই পরমার্থ নির্ণয় করিতে হইলে জীবের স্বরূপ কি এবং কাহার সহিত জীবের স্বাভাবিক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

খ। জীবের স্বরূপ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে জানা যায়, অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ গীতা॥ ৭।৪॥ —ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত হইয়াছে।" ভূমি, জল প্রভৃতি হইতেছে মায়িক বস্তু; সুতরাং এ-স্থলে যে প্রকৃতি বা শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি।

মায়াশক্তির কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা॥ ৭।৫॥—হে মহাবাহো! ইহা (অর্থাৎ উল্লিখিত আট প্রকারে বিভক্তা আমার মায়াশক্তি) হইতেছে অপরা (নিকৃষ্টা); ইহা হইতে পরা (উৎকৃষ্টা) জীবভূতা (জীবস্বরূপা) আমার অন্য একটী প্রকৃতির (শক্তির) কথা জান; এই জীবভূতা শক্তিদ্বারাই সমস্ত জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণ এ-স্থলে জীবভূতা বা জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে উৎকৃষ্টা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারগণের মতে মায়াশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে জীবশক্তির উৎকর্ষের হেতু হইতেছে এই ঃ—মায়া হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা, ভোগ্যা; কিন্তু জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা, চেতনা, ভোগকর্ত্রী (জড়মায়ার ভোগকর্ত্রী)। অচেতন অপেক্ষা চেতনের, জড়রূপা অপেক্ষা চিদ্রূপার, ভোগ্য অপেক্ষা ভোক্তার উৎকর্ষ অবশ্যই স্বীকার্য।

এই গীতোক্তি হইতে জানা গেল—জীবশক্তি হইতেছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা শক্তি। এই জীবশক্তির অংশই হইতেছে জীব ; ইহাই জীবের স্বরূপ।

জীবসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে আরও বলিয়াছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ গীতা ॥ ১৫।৭ ॥—জীব আমারই সনাতন অংশ ; জীবলোকে (মায়াপ্রভাবে মায়িক প্রপঞ্চে) অবস্থিত থাকিয়া প্রকৃতিস্থিত মন ও ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে (প্রকৃতির বা মায়ার বিকারভূত বস্তুকে ভোগের জন্য আকর্ষণ করে)।" যে জীবকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শক্তি বলিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাকেই তাঁহার অংশ বলিলেন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই জীবশক্তির অংশ জীবকে অংশ বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত গীতোক্তিদ্বয় হইতে জানা গেল, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (চিদ্রূপা শক্তি) এবং অংশ। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল এই—জীব হইতেছে শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সেই শক্তির শক্তিমান্—শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধ। আবার জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অংশ (শক্তিরূপ অংশ) এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সেই অংশের অংশী —অংশাংশী সম্বন্ধ। এই অংশাংশী সম্বন্ধ হইতেছে সনাতন, নিত্য (মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ)। শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধবশতঃই, শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায়, অংশাংশী সম্বন্ধ। অংশাংশী সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধও নিত্য। নিত্য—অবিচ্ছেদ্য। এইরূপে জানা গেল, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিতই হইতেছে তাঁহার অবিচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধ ; অপর কাহারও সহিত তাহার বাস্তব সম্বন্ধ নাই। কেননা, শক্তিমানের সহিতই শক্তির সম্বন্ধ এবং অংশীর সহিতই অংশের সম্বন্ধ ; এই সম্বন্ধ হইতেছে স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

এইরূপে জানা গেল, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিতই হইতেছে জীবের স্বরূপগত নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

গ। সম্বন্ধের স্বরূপ

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (জীবশক্তি) এবং অংশ (শক্তিরূপ অংশ) এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিতই জীবের স্বাভাবিক নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এ সম্বন্ধটীর স্বরূপ কি।

পূর্বে (১।১৭ ক-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে, শক্তিমানের আনুকূল্যময়ী (বা প্রীতিময়ী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবাই হইতেছে শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য এবং অংশীর আনুকূল্যময়ী (বা প্রীতিময়ী) সেবাই হইতেছে অংশের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য ; অন্য কাহারও সেবা শক্তি বা অংশ কখনও করে না। জীব যখন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যও হইবে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা।

এইরূপে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত যে সম্বন্ধ, তাহা হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়াই এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির তাৎপর্য

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। সেই শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা॥ ১।৪।৮॥—এই পরব্রহ্ম হইতেছেন পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেও প্রিয় ; যেহেতু, এই আত্মা (পরব্রহ্ম—পরমাত্মা) হইতেছেন অন্তরতর (পুত্র-বিত্তাদি সমস্ত হইতে অভ্যন্তরস্থ, সন্নিকৃষ্ট)।"

এই উক্তি হইতে মনে হইতে পারে, পুত্র-বিত্তাদি অন্য সমস্তও জীবের প্রিয় ; কিন্তু পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতেছেন তৎসমস্ত হইতেও প্রিয় ; পুত্র-বিত্তাদি যে জীবের মোটেই প্রিয় নহে, তাহা নয়। কিন্তু শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য এইরূপ নহে ; শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য হইতেছে—পরব্রহ্ম পরমাত্মাই হইতেছে জীবের একমাত্র প্রিয়। উক্ত বৃহদারণ্যকই পরবর্তী বাক্যসমূহে তাহা পরিস্ফুটভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

"স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্॥ ২।৪।৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন—অরে মৈত্রেয়ি! পতির প্রীতির জন্য পতি কখনও (ভার্যার) প্রিয় হয় না; আত্মার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। পত্নীর প্রীতির জন্য পত্নী প্রিয়া হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়। পুত্রদিগের প্রীতির জন্য পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। বিত্তের প্রীতির জন্য বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়ের (রাজার) প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। লোকসমূহের প্রীতির জন্য লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই লোকসমূহ প্রিয় হয়। দেবসমূহের প্রীতির জন্য দেবসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই দেবসমূহ প্রিয় হয়। ভূতসমূহের প্রীতির জন্য ভূতসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই ভূতসমূহ প্রিয় হয়। সকলের প্রীতির জন্য সকল প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই সকল প্রিয় হয়। অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য (ধ্যেয়)। অরে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শনে, শ্রবণে, মননে, বিজ্ঞানেই এই সমস্ত জগৎ বিদিত হয়।"

এই সকল বাক্যে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জানাইলেন—পতি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদির প্রীতির জন্য পতি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই তাহারা প্রিয় হয়। ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, আত্মাই একমাত্র প্রিয়, পতি-পত্নী-পুত্রাদি অন্য কিছু বস্তুতঃ প্রিয় নহে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও লিখিয়াছেন—"আত্মৈব প্রিয়ঃ, নান্যৎ॥ —আত্মাই প্রিয়, অন্য কিছুই প্রিয় নহে।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তদেতৎ 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ' ইত্যুপন্যস্তম্; তস্যৈতৎ বৃত্তিস্থানীয়ং প্রপঞ্চিতম্।—পূর্বে যে 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ' ইত্যাদি বাক্য উপন্যস্ত হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যগুলি তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্থানীয়।" অর্থাৎ পূর্বে "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" ইত্যাদি ১।৪।৮-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই তাৎপর্য উল্লিখিত ২।৪।৫-বাক্যসমূহে যাজ্ঞবল্ক্য প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে জানা গেল, বৃহদারণ্যক-শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, **আত্মাই একমাত্র প্রিয়, অন্য কিছুই**—পতি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদি কিছুই—**বস্তুতঃ প্রিয় নহে।**

যেই আত্মাকে একমাত্র প্রিয় বলা হইয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্য সেই আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যানের কথা বলিয়াছেন। সেই আত্মা কে, তাহাও বলা হইয়াছে—"আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।—সেই আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞানের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ বিদিত হয়।" এই উক্তি হইতে জানা গেল—যেই আত্মা একমাত্র প্রিয়, সেই আত্মাকে জানিলেই সমস্ত জানা হইয়া যায়। যাঁহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, তাহাই হইতেছেন এই একমাত্র প্রিয় আত্মা। এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান—ইহা হইতেছে সর্বশ্রুতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথিত পরব্রহ্মের লক্ষণ। সুতরাং যেই আত্মা হইতেছেন একমাত্র প্রিয় এবং যেই আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য, সেই আত্মা হইতেছেন পরব্রহ্ম পরমাত্মা, অপর কিছু নহে; এমন কি লোকের নিজের আত্মা, অর্থাৎ জীবাত্মাও নহে; কেননা, জীবাত্মার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উঠে না। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, জীবাত্মা হইতেছে পরব্রহ্মের অংশ; অংশের বিজ্ঞানে অংশী পরব্রহ্মের বিজ্ঞান জন্মে না—সুতরাং সর্ববিজ্ঞানও জন্মিতে পারে না।

জীব যদি স্বরূপে বিভু (সর্বব্যাপক) হইত, তাহা হইলে জীবের (জীবাত্মার) বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারিত; কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতির মতে জীব হইতেছে স্বরূপে অণু। "এষঃ অণুঃ আত্মা॥ ৩।১।৯॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥—এই আত্মা অণু।", "অণুপ্রমাণাৎ॥ ১।২।৮॥ কঠশ্রুতি॥", "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৫।৯॥ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি॥ —কেশের অগ্রভাগকে যদি শতভাগ করা যায়, তাহারও প্রত্যেক ভাগকে যদি আবার শতভাগে ভাগ করা যায়, তাহার সমান হইবে জীব।", "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ॥ ভা. ১১।১৬।১১॥— শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে আমি জীব।" ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥ ২।৩।১৯॥"-সূত্রে জীবের বিভুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন; এবং "এবঞ্চ আত্মা অকার্ৎস্ন্যম্॥ ২।২।৩৪॥, ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ॥ ২।২।৩৫॥ এবং অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ॥ ২।২।৩৬॥"-সূত্রে জীবের মধ্যমাকারত্বও খণ্ডন করিয়া অণুত্বই স্থাপন করিয়াছেন। "ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ, ন ইতরাধিকারাৎ॥ ২।৩।২১॥"-সূত্রেও জীবের বিভুত্ব-খণ্ডনপূর্বক অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। আবার, "আত্মনা চ উত্তরয়োঃ॥ ২।৩।২০॥, স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ॥ ২।৩।২২॥, অবিরোধঃ চন্দনবৎ॥ ২।৩।২৩॥, অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ, ন, অভ্যুপগমাৎ হৃদিহি॥ ২।৩।২৪॥, গুণাৎ বা আলোকবৎ॥ ২।৩।২৫॥, ব্যতিরেকো গন্ধবৎ॥ ২।৩।২৬॥, তথা চ দর্শয়তি॥ ২।৩।২৭॥, পৃথক্ উপদেশাৎ॥ ২।৩।২৮॥, তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥ ২।৩।২৯॥, যাবদাত্মভাবিত্বাৎ চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ॥ ২।৩।৩০॥, পুংস্ত্বাদিবৎ তু অস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥ ২।৩।৩১॥, নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা॥ ২।৩।৩২॥", প্রভৃতি সূত্রে ব্যাসদেব নানাবিধ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনপূর্বক জীবাত্মার অণুত্বই প্রতিপাদিত করিয়াছেন। (বিশেষ আলোচনা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন ১১৭১-৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

"মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ॥ ১।৩।২॥" এবং "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ॥ ৪।৪।১॥"-ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ॥ ৪।৪।২১॥"-সূত্র পর্যন্ত ব্রহ্মসূত্রসমূহে ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন যে, মুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ থাকে; সুতরাং জীব স্বরূপে কখনও বিভু নহে, পরন্তু অণু—ব্রহ্মের অণুরূপ অংশ। এই অণুরূপ অংশ যে নিত্য সনাতন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়া গিয়াছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥" "অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ॥ ২।৩।৪৩॥, মন্ত্রবর্ণাৎ চ॥ ২।৩।৪৪॥, "অপিচ স্মর্য্যতে॥ ২।৩।৪৫॥, প্রকাশাদিবৎ ন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরব্রহ্ম তাহা ভুলেন নাই, ভুলিতে পারেনও না ; যেহেতু, তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ। তিনি জানেন, তাঁহার প্রিয় জীব অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে ; এই সংসার দুঃখ হইতে অব্যাহতি দিয়া তাঁহার প্রিয় জীবকে তাঁহার সহিত তাহার স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনাদিকাল হইতেই তাঁহার ব্যাকুলতা দেখা যায় (৪।১০ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(২) প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য

প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য হইতেছে একমাত্র প্রিয়ের প্রীতিবিধান। প্রিয়ের উপাসনা বা সেবা করিয়া সেই সেবার বিনিময়ে প্রিয়ের নিকট হইতে কিছু চাওয়া হইতেছে প্রিয়ত্ব-বিরোধী ; তাদৃশী সেবা হইবে কপটতাময়ী সেবা। বাহিরের আচরণে দেখানো হয়, প্রিয়ের প্রীতির জন্যই সেবা করা হইতেছে ; কিন্তু ভিতরে থাকে, নিজের অভীষ্টবস্তুটী প্রিয়ের নিকট হইতে আদায় করিয়া নেওয়ার উদ্দেশ্য। ইহা বাস্তবিক প্রিয়ের সেবা নহে ; সেবার তাৎপর্য হইতেছে একমাত্র সেব্যের প্রীতিবিধান।

প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার বা সেবার তাৎপর্য হইতেছে কেবলমাত্র প্রিয় পর-ব্রহ্মের প্রীতিবিধান ; পরব্রহ্মের উপাসনা বা সেবা করিয়া সেই সেবার বিনিময়ে তাঁহার নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া—নিজের ভুক্তি (অর্থাৎ ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি, কি পর-কালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ-ভোগাদি), অথবা নিজের মুক্তি (মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি, পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি) চাওয়া—হইবে প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার বা সেবার বিরোধী। একমাত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বা সুখই যদি তাঁহার উপাসনার বা সেবার তাৎপর্য হয়, তাহা হইলেই সেই উপাসনা বা সেবা হইবে প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনা বা সেবা—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি এতাদৃশী কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবারই উপদেশ দিয়াছেন।

(৩) জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরমার্থ—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা

পরমার্থ = পরম + অর্থ = পরম কাম্য। জীবের যে অর্থ বা কাম্য তাহার স্বরূপের অনুরূপ, তাহাই হইবে তাহার পরমার্থ বা পরম-কাম্য। জীবের একমাত্র প্রিয় পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার নিত্য অবিচ্ছেদ্য প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রিয়-লাভের জন্য জীবের একটা চিরন্তনী-লালসা রহিয়াছে। কিন্তু অনাদি-বহির্মুখতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হইয়া জীব দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিতেছে এবং দেহকে এবং দেহের সুখ-সাধক বস্তু মাত্রকেই প্রিয় মনে করিয়া কেবল বঞ্চিতই হইতেছে ; তাহার অভীষ্ট অনন্তকালস্থায়ী প্রিয় কোথাও পাইতেছে না। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়রূপে পাইলেই তাহার ধ্বংস-সম্ভাবনাহীন প্রিয়-লাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহার স্বরূপগত পরম-কাম্য বা পরামার্থ লাভ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরব্রহ্মের প্রতি প্রিয়ত্বের ভাব বা প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগ্রত হইলে আপনা-আপনিই সেই প্রিয়ের সেবার বাসনাও স্ফুরিত হইবে; কেন না, প্রিয়ের প্রীতির জন্য প্রিয়ের সেবাবাসনা প্রিয়ত্ব-বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম। সেই বাসনার ফলে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার সৌভাগ্য পাইলেই জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরম-কাম্যবস্তু বা পরমার্থ লাভ হইবে।

এইরূপে দেখা গেল—**কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপগত পরমার্থ।** বৃহদারণ্যক-শ্রুতি এতাদৃশ পরমার্থ-লাভের উপায়ের কথাই বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত—প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মারই উপাসনা করিবে।" এ-স্থলে "এব"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে—পরব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসনাব্যতীত প্রিয়রূপে অন্য কিছুর—পতি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদির—উপাসনা বা সেবা করিলে সেই স্বরূপভূত পরমার্থ-বস্তুটী পাওয়া যাইবে না, অনন্তকালের জন্য কোনও প্রিয়বস্তুকেও পাওয়া যাইবে না।

মোক্ষ জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরমার্থ নহে

কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, সুতরাং তদনুকূল আরাধনাই যে জীবের কর্তব্য, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য-বিষয়-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসারাণাং সতাম্॥ ভা. ১।১।২॥—এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে নির্মৎসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় প্রোজ্‌ঝিতকৈতব পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে।" টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্বে হেতু প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধানলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি॥" টীকার তাৎপর্য—"এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে পরম-ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। যাহাতে ফলাভিসন্ধান-লক্ষণ কপট প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হয়, তাহাই পরমধর্ম। এ-স্থলে (অর্থাৎ প্রোজ্‌ঝিতকৈতব-শব্দে) প্র-শব্দে মোক্ষ-বাসনাও (ধর্ম, অর্থ, কামের কথা তো দূরে, মোক্ষবাসনাও) যে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাই বলা হইয়াছে। (তবে কিসের জন্য পরম ধর্মের অনুষ্ঠান?) কেবলমাত্র ঈশ্বরের আরাধনালক্ষণ ধর্মই পরমধর্ম (রাধ্‌-ধাতু সন্তোষে; কেবলমাত্র ঈশ্বরের সম্যক্ সন্তোষ বা সম্যক্ প্রীতিই যে ধর্মের লক্ষণ, তাহাই পরমধর্ম)। ধর্ম, অর্থ এবং কামের কথা তো দূরে, মোক্ষও হইতেছে কৈতব—কপটতা; কেননা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে ফলাভিসন্ধান—নিজের জন্য কিছু চাওয়া—বিদ্যমান। যাহাতে এতাদৃশ ফলাভিসন্ধান থাকে, তাহা কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ (কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা যাহার লক্ষণ, তাদৃশ) ধর্ম হইতে পারে না।" স্বামিপাদের টীকোক্তির উল্লেখপূর্বক শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে—"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ কৃষ্ণভক্তির বাধক যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥ চৈ. চ. ১।১।৫০-৫২॥" ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের সাধনে ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ (তথাকথিত সুখ, অর্থাৎ সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসন্নতামাত্র) পাওয়া যায়; তাহাও কেবল দেহেরই সুখ, দেহীর সুখ নহে। ইহা হইতেছে ভুক্তি; ইহাতে জন্মমৃত্যুরও অবসান হয় না, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির কথা তো দূরে। মোক্ষে জন্মমৃত্যুর অবসান হয়, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিও হয়, বাস্তব সুখ-লাভও হয়। কিন্তু ধর্ম-অর্থ-কামে যেমন নিজের জন্য কিছু চাওয়া আছে, মোক্ষেও তদ্রূপ নিজের জন্য কিছু—আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি এবং মোক্ষসুখ—চাওয়া আছে। এই চতুর্বর্গে একমাত্র কৃষ্ণসুখ-বাসনা নাই। অথচ, কৃষ্ণসুখ-বাসনাই হইতেছে ভক্তি; তাহাই জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী বাসনা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে তাহা নাই বলিয়া এই চতুর্বর্গই হইতেছে ভক্তিবিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবত এই চতুর্বর্গকেই কৈতব (স্বামিপাদের মতে—কপটতা) বলিয়াছেন। কেননা, সমস্তের ফলদাতাই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার যথোচিত প্রীতিবিধান ব্যতীত ধর্ম-অর্থ-কামের ফল ভুক্তিও পাওয়া যায় না, মোক্ষ-সাধনের ফল মুক্তি বা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিও পাওয়া যায় না। ভুক্তি-মুক্তি-প্রাপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রীতি প্রদর্শিত হয়, তাহার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে সাধকের ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা; বাস্তব কৃষ্ণসুখ ইহার লক্ষ্য নহে। এজন্য ইহাকে কৈতব বা কপটতা বলা হইয়াছে। আবার পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, যে পর্যন্ত সাধকের চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, সে পর্যন্ত ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। "ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ প. পু. পাতালখণ্ড॥ ৪৬।৬২॥" ইহার হেতু হইতেছে এই যে, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনার গতি হইতেছে সাধকের নিজের দিকে; ভক্তিবাসনার গতি তাহার বিপরীত দিকে—ভগবানের দিকে অবিচ্ছিন্না মনোগতির নামই ভক্তি। "মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ভা. ৩।২৯।১১-১২॥"—(ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী—এই ত্রিবিধা সগুণা ভক্তির কথা বলিয়াছেন। গুণময়ী ভক্তি যে মায়িক গুণের দ্বারা বহুবিধ ভেদপ্রাপ্ত হয়, তাহাও বলিয়াছেন। তাহার পরে বলিয়াছেন—মাতঃ! সগুণ ভক্তিযোগের কথা বলিলাম; এক্ষণে নির্গুণ ভক্তিযোগের কথাও বলিতেছি, শুন।) আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধানশূন্যা) এবং অব্যবহিতা [গুণময়ী ভক্তিতে যে ভেদদর্শন আছে, সেই ভেদদর্শনবর্জিতা (স্বামিপাদ), অথবা সাক্ষাদ্রূপা (শ্রীজীব), অথবা জ্ঞানকর্মাদি-ব্যবধানশূন্যা (চক্রবর্তী)] মনোগতিরূপা যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণ।" চক্রবর্তিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—সমুদ্রলহরীদ্বারা পরিবর্ধিত হইলেও গঙ্গাজল যেমন সমুদ্রের দিকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিচ্ছিন্নভাবে ধাবিত হয়, তদ্রূপ, ভগবৎকর্তৃক পারমেষ্ঠ্য, সার্ষ্টি-সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি রূপ ফলের দ্বারা প্রলোভিত হইলেও সেই প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করিয়া, যে মনোগতি অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানের দিকেই ধাবিত হয়, সেই মনোগতিই হইতেছে নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ ।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটীর বাসনাই কৈতব ; তন্মধ্যে আবার মোক্ষ-বাসনাকে "কৈতবপ্রধান" বলা হইয়াছে ; কেননা, মোক্ষ-বাসনা হইতে "কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।" এ-কথার তাৎপর্য এই। ধর্ম, অর্থ ও কাম হইতে ভুক্তি লাভ হয়, পুনর্জন্মেরও অবসান হয় না। পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া কোনও জন্মে মনুষ্যযোনিতে জন্মের—সুতরাং ভক্তি-প্রাপক সাধনের —সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মোক্ষলাভ হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না; সুতরাং ভক্তি-প্রাপক সাধনের সম্ভাবনাও আত্যন্তিকরূপে তিরোহিত হইয়া যায়। মোক্ষপ্রাপ্ত জীব মোক্ষেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, ভগবদ্‌ভজনেরর কথা তাঁহার চিত্তে জাগে না। মোক্ষে ভক্তি-প্রাপক সাধনের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিয়াই মোক্ষকে "কৈতবপ্রধান" বলা হইয়াছে। মোক্ষেও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা নাই বলিয়াই ইহা কৈতব (পূর্ববর্তী আলোচনায় বৃহদারণ্যক-শ্রুতির তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে জানা গেল—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। মোক্ষ হইতেছে তাহার বিরোধী। এজন্য ভক্তির স্বরূপ-কথন-প্রসঙ্গে ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভা. ৩।২৯।১৩॥—যাঁহারা আমার সেবাই (অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই) কামনা করেন, তাঁহারা নিজেরা তো সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও মুক্তিই চাহেন না, আমি (ভগবান্) উপযাচক হইয়া তাহা দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।"

এই আলোচনা হইতেও জানা গেল—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরমার্থ, মোক্ষ নহে।

(৪) সেব্য-সেবক-ভাব

সেবা হইতেছে সেবকের বা দাসের কর্তব্য। যিনি সেবা করেন, তিনিই সেবক বা সেবিকা, দাস বা দাসী, ভৃত্য। আর যাঁহার সেবা করা হয়, তিনি হইতেছেন সেব্য, প্রভু। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির বাক্য অনুসারে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যখন জীবের সেব্য, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধও হইতেছে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ। শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধ এবং অংশ-অংশী সম্বন্ধবশতঃই এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। শক্তি হইতেছে শক্তিমানের সেবিকা, আর শক্তিমান্ হইতেছে তাহার সেব্য। অংশ হইতেছে অংশীর সেবক, আর অংশী হইতেছে অংশের সেব্য। এইরূপে বৃহদারণ্যক হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, তাহারই তাৎপর্য হইতেছে—সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ।

কিন্তু ইহা লৌকিক জগতের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের অনুরূপ নহে। লৌকিক জগতের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ হইতেছে উভয়পক্ষের স্বার্থময়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ, তাহাতে কোনও পক্ষের মধ্যেই স্বার্থের গন্ধ-লেশ পর্যন্তও নাই। এ-স্থলে ভৃত্য-জীবের একমাত্র কাম্য—তাহার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, শ্রীকৃষ্ণের সুখ। আর প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরও একমাত্র কাম্য—ভৃত্য-বাঞ্ছাপূর্তি। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" —ইহাই শ্রীভগবানের উক্তি। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের "ভৃত্যবাঞ্ছা-পূর্ত্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥ চৈ. চ. ২৷১৫৷১৬৬॥" শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য-সম্বন্ধে মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—"ভক্তবাৎসল্য—আত্মপর্য্যন্ত বদান্যতা॥ চৈ. চ. ২৷২৪৷৩৪॥" "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ হ. ভ. বি. ১১৷১১০-ধৃত গৌতমীয়-তন্ত্রবাক্য॥" "ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ। অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ। চৈ. চ. ৩৷১৷৯৬॥"

জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধ, অংশ-অংশী সম্বন্ধ, নিত্য বলিয়া সেব্য-সেবক ভাবও নিত্য; জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥ চৈ. চ. ২৷২০৷১০১॥" চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিতে অনুপ্রবেশ নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তিকে তটস্থা-শক্তি বলা হয়। "ভেদাভেদ প্রকাশ"-বাক্যে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, তাহাই মহাপ্রভু জানাইলেন।

ঙ। প্রেম—প্রয়োজন

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা গিয়াছে, জীবের স্বরূপগত পরমার্থ হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। কিন্তু এই সেবার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন হইতেছে তাদৃশী সেবার বাসনা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা। সেবার বাসনা না জন্মিলে সেবার সার্থকতা থাকে না। বাসনাহীন সেবা হয় যান্ত্রিকী-সেবা; যন্ত্রচালকের পরিচালনায় নির্জীব—সুতরাং নির্বাসন—যন্ত্রও জিনিস প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহাতে যন্ত্রচালকও প্রীতি লাভ করেন; কিন্তু যন্ত্রচালকের এই প্রীতি হইতেছে তাঁহার অভীষ্ট-প্রাপ্তিজনিত চিত্ত-প্রসাদ; চালকের অভীষ্ট-বস্তু প্রস্তুত করিয়া তাঁহার প্রীতি জন্মাইতেছে—এইরূপ বুদ্ধি কিন্তু যন্ত্রের নাই; চালকের প্রীতিময়ী সেবার বাসনা যন্ত্রের নাই, অচেতন যন্ত্রের তাহা থাকিতেও পারে না; এজন্য অবস্থাবিশেষে যন্ত্রচালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও যন্ত্র নিষ্পেষিত করিয়া দেয়। চালকের প্রতি যন্ত্রের প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই এবং সেজন্য যন্ত্রের সেবা-বাসনাও নাই; সুতরাং চালকের অভীষ্ট বস্তুর উৎপাদন যন্ত্রের পক্ষে চালকের সেবা হইতে পারে না।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগ্রত হইলে কৃষ্ণপ্রীতির জন্য বাসনা আপনা-আপনিই জাগ্রত হইবে; তখন সেই বাসনার প্রেরণাতেই কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবায় মন ধাবিত হইবে। কিন্তু কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা না জাগিলে তাদৃশী সেবাও সম্ভব হইবে না। এজন্য তাদৃশী সেবার জন্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনার একান্ত প্রয়োজন। এতাদৃশী সেবাবাসনাকেই প্রেম—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম—বলা হয়। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ চৈ. চ. ১।৪।১৪১॥" এজন্য শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"প্রেম 'প্রয়োজন'। "চৈ. চ. ২।২৩।২॥" শ্রীকৃষ্ণ "সম্বন্ধতত্ত্ব" এবং প্রেম হইতেছে "প্রয়োজন-তত্ত্ব।"

চ। প্রেম-প্রাপ্তির—সুতরাং কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির—উপায়, অভিধেয়

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, বৃহদারণ্যক-কথিত কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা প্রাপ্তির পক্ষে প্রেম হইতেছে অপরিহার্য। কিন্তু এই প্রেম-প্রাপ্তির উপায় কি?

বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রেমলাভ করিয়া তাহার পর কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা গেল—প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই প্রেম-প্রাপ্তি হইতে পারে এবং তাহার ফলে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা প্রাপ্তিও হইতে পারে।

কিন্তু প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার স্বরূপটী কি? এই উপাসনার স্বরূপের কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের নিকটে সূত্রাকারে বলিয়া গিয়াছেন। "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ গীতা॥ ১৮।৬৫॥—অর্জুন! মন্মনা হও, মদ্‌ভক্ত হও, মদ্‌যাজী হও, আমাকে নমস্কার কর। এইরূপ করিলে আমাকেই পাইবে; ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তুমি আমার প্রিয় (প্রিয়ের নিকটে কেহ কপটতাময় বাক্য বলে না)।" অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ। অর্জুন তো শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়রূপে পাইয়াছেনই; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ "প্রিয়" বলিয়াছেন। অর্জুন যে ভাবে প্রিয়রূপে তাঁহাকে পাইয়াছেন, তাঁহার উল্লিখিত উপদেশের অনুসরণ করিলে জগতের লোকও তাঁহাকে সেইভাবে প্রিয়রূপে পাইবে—ইহা শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ-বাক্যকে তিনি "সর্বগুহ্যতম" এবং "পরমবাক্যও" বলিয়াছেন। "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ গীতা॥ ১৮।৬৪॥—অর্জুন! সমস্ত গুহ্য হইতেও গুহ্যতম আমার এই পরমবাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়; এজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে হিতকথা বলিব।" জীবের পরমার্থ-প্রাপক বাক্য বলিয়াই এই বাক্যটীকে "পরম-বাক্য" বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত গীতাবাক্যে বৃহদারণ্যকের প্রিয়রূপে কৃষ্ণোপাসনার উপদেশ-বাক্যেরই কিঞ্চিৎ বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে—"মন্মনা ভব, মদ্ভক্তঃ ভব"—ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উল্লিখিত গীতা-বাক্যেরই বিবৃতি দিয়াছেন—সাধন-ভক্তির উপদেশে। সেই উপদেশই অভিধেয়-নামে খ্যাত। শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে তিনি বলিয়াছেন—"এবে কহি শুন অভিধেয়ের লক্ষণ। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥ কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥ চৈ. চ. ২।২২।৩-৪॥" এ-স্থলে মহাপ্রভু যে ভক্তির কথা বলিলেন, তাহা হইতেছে সাধন-ভক্তি। এই সাধন-ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণের কথাও তিনি বলিয়াছেন। "শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ-লক্ষণ। তটস্থ-লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥ চৈ. চ. ২।২২।৫৬॥"

সাধনভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ হইতেছে "শ্রবণাদি ক্রিয়া", অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা-ভক্তির অনুষ্ঠান; আর তটস্থ-লক্ষণ হইতেছে "উপজায় প্রেমধন।", অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদির ফলে চিত্তে প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬৫॥"

ছ। মহাপ্রভুর পারমার্থিক অবদান

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে জীবের স্বরূপগত যে পরমার্থের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই পরমার্থ-সম্বন্ধেই উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিম্"-ইত্যাদি গীতা (৭।৫)-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া প্রভু বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥ চৈ. চ. ২।২০।১০১॥"; জীব যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, এই বাক্যে প্রভু তাহাই জানাইয়াছেন। আবার, বিষ্ণুপুরাণের "একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদ-মখিলং জগৎ॥ ১।২২।৫৪॥"[১] শ্লোকের ভিত্তিতে জীব-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়॥ চৈ. চ. ২।২০।১০২॥, ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত-জ্বলন। জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ চৈ. চ. ১।৭।১১১॥" এই সমস্ত বাক্যে প্রভু জানাইয়াছেন—পরিমাণে জীব হইতেছে অতি সূক্ষ্ম—অণু; শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ। এইরূপে জীবের ব্রহ্ম-শক্তিত্ব এবং ব্রহ্মাংশত্বের কথা বলিয়া মহাপ্রভু ভঙ্গীতে জানাইয়াছেন—জীব ও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে

১। অনুবাদ। একস্থানস্থিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নির কিরণ যেমন সর্বদিক ব্যাপিয়া থাকে, পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ অখিল জগৎ-রূপে সর্বত্র বিস্তৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপতঃ শক্তি-শক্তিমৎ এবং অংশাংশী সম্বন্ধ বলিয়া সেই সম্বন্ধটী হইতেছে স্বরূপতঃ প্রীতিময় সম্বন্ধ—প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, সুতরাং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপগত পরমার্থ।

কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবারূপ পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য প্রেমের প্রয়োজন। কিরূপে সেই প্রেম পাওয়া যাইতে পারে, "আত্মানমের প্রিয়মুপাসীত"-এই আরণ্যক-শ্রুতিবাক্যের কিঞ্চিৎ বিবৃতিরূপ "মন্মনাভব মদ্‌ভক্তো"-ইত্যাদি গীতা (১৮।৬৫)-শ্লোকের বিশেষ বিবৃতিরূপে মহাপ্রভু শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধনভক্তির উপদেশ দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন, শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তিই "কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬৫॥" মহাপ্রভুর এ-সমস্ত উপদেশ এবং শিক্ষা বৃহদারণ্যক-বাক্যেরই বিবৃতিমাত্র।

শ্রবণ-কীর্তনাদি যদি রাগানুগামার্গের সাধনের অঙ্গীভূত হয়, তাহা হইলেই তাহার ফলে প্রেম—ব্রজপ্রেম—পাওয়া যাইতে পারে, শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভু যতদিন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, ততদিন তিনি নির্বিচারে আপামর সাধারণকে প্রেমদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পরবর্তীকালের লোকও যাহাতে সেই প্রেম লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু শ্রীপাদরূপ ও শ্রীপাদসনাতনের নিকটে সাধনভক্তির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, তাঁহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা ভক্তিগ্রন্থও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ-সমস্তই হইতেছে মহাপ্রভুর মুখ্য পারমার্থিক অবদান। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বলিয়া প্রেমের জন্য—সুতরাং বৃহদারণ্যক-কথিত স্বরূপগত পরমার্থের জন্য—লুব্ধ না হইয়া যাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে প্রভু বৈধীমার্গের সাধনভক্তির উপদেশও দিয়া গিয়াছেন। ইহাও মহাপ্রভুর এক অবদান। যাঁহারা শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত সাযুজ্যমুক্তিকামী, তাঁহাদের জন্যও মহাপ্রভু জানাইয়া গিয়াছেন, ভক্তির সাহচর্য গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের অভীষ্ট সাযুজ্য মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। "কৃষ্ণ-ভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান॥ এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল। কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥ চৈ. চ. ২।২২।১৪-১৬॥" এ-সমস্ত উক্তিতে "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"-ইত্যাদি গীতাবাক্যের তাৎপর্যই প্রকাশ পাইয়াছে (৪।৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যে-সমস্ত যোগ-মার্গের সাধক পরমাত্মার সহিত মিলন কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও যে ভক্তির সাহচর্য প্রয়োজন, তাহাও মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিও মুক্তি বা পরমাত্মার (জীবান্তর্যামীর) সহিত মিলন জীবের স্বরূপগত পরমার্থ নহে [১৬।২ ঘ (৩) অনু], তথাপি মুক্তিকামীরা, কিম্বা জীবান্তর্যামী পরমাত্মার সহিত মিলন-কামীরা তাঁহাদের কাম্যবস্তুকেই তাঁহাদের ধারণা অনুসারে পরমার্থ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের অভীষ্ট প্রাপ্তিসম্বন্ধে মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের পক্ষে প্রভুর পারমার্থিক অবদানই।

মোক্ষ ভগবানের হার্দ দেয় বস্তু না হইলেও [৪।৫ খ ও গ (২) অনু], তিনি জীবের একমাত্র প্রিয় বলিয়া এবং জীবও তাঁহার প্রিয় বলিয়া, যে সকল জীব মোক্ষ কামনা করেন, তিনি তাঁহাদিগকেও মোক্ষদান করিয়া তাঁহাদের সংসার-দুঃখের নিরসন করিয়া থাকেন [৪।৫ গ (৩) অনু]। এজন্য মহাপ্রভু সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপক বিধিমার্গের উপদেশও করিয়াছেন—যদিও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী-সেবা প্রাপক রাগমার্গই তাঁহার হার্দ।

৩। সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন—নামসঙ্কীর্তন

ক। শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬৫॥" শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানে কৃষ্ণপ্রেম—সুতরাং কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসেবা—পাওয়া যাইতে পারে। স্বরূপ-গত সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীব তাহার স্বরূপগত পরমার্থ লাভ করিতে পারে বলিয়া নববিধা ভক্তি হইতেছে অন্য সমস্ত সাধনাঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ।

উল্লিখিত উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু আবার বলিয়াছেন "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নামসঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬৬॥" নববিধা ভক্তির মধ্যেও আবার নামসঙ্কীর্তন হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ; কেননা, অপরাধ বর্জনপূর্বক নামসঙ্কীর্তন করিলে প্রেম পাওয়া যায়। শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে সাধনভক্তি-কথন-প্রসঙ্গেও মহাপ্রভু "সেবা-নামাপরাধাদি বিদূরে বর্জন॥"-এর উপদেশ দিয়াছেন চৈ. চ. ২।২২।৬৩॥"

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে অপরাধ-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে।

(১) অপরাধ

লৌকিক জগতে আমরা পাপ ও অপরাধকে একার্থক মনে করি। ভক্তিশাস্ত্রানুসারে পাপ ও অপরাধ এক জিনিস নহে। দেহ-দৈহিক বস্তু সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের লঙ্ঘনকেই সাধারণতঃ পাপ বলা হয়; পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধির আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। দেহ-দৈহিক বস্তু হইতেছে অনাত্ম—প্রাকৃত বস্তু। আত্মবস্তু—অর্থাৎ অপ্রাকৃতবস্তু বা পরমার্থ-ভূতবস্তু সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের লঙ্ঘন হইতেছে অপরাধ। অপগত হয় রাধ (সন্তোষ) যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে, তাহাই অপরাধ। ভগবানের, বা ভগবন্নামের সন্তোষ যে-সমস্ত আচরণে তিরোহিত হয়, সে-সমস্ত আচরণই হইতেছে অপরাধ।

অপরাধ অনেক রকমের—সেবাপরাধ, নামাপরাধ, বৈষ্ণব-অপরাধ ইত্যাদি।

সেবাপরাধ

সেবাপরাধও অনেক রকমের—গাড়ী, পাল্কী-আদিতে চড়িয়া অথবা জুতা-খড়মাদি পায়ে দিয়া শ্রীমন্দিরে গমন ; ভগবৎ-সম্বন্ধীয় উৎসবাদির সেবা না করা ; বিগ্রহ-সাক্ষাতে প্রণাম না করা ; অশুচি বা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ভগবদ্‌বন্দনাদি ; একহস্তে প্রণাম ; ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ ; শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাতে পাদ-প্রসারণ, পর্য্যঙ্ক-বন্ধন, শয়ন, শ্রীমূর্তির সম্মুখে ভোজন, মিথ্যাকথন, কলহ, উচ্চস্বরে কথা বলা, পরস্পর আলাপাদি, রোদন, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, অশ্লীলকথা বলা, অধোবায়ুত্যাগ ; কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদির কাজ করা ; সামর্থ্যসত্ত্বেও মুখ্য উপচার না দিয়া গৌণ উপচারে পূজাদি করা ; অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ ; যে-কালে যে ফলাদি জন্মে, ভগবান্‌কে তাহা না দেওয়া ; অবৈষ্ণব-পাচিত অন্নদ্বারা ভোগ প্রদান ইত্যাদি। সেবাপরাধগুলি একত্রে বিবেচনা করিলে মনে হয়, যে কোনও আচরণে শ্রীবিগ্রহের প্রতি এবং বিগ্রহ-সেবার প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, মর্যাদার বা প্রীতির অভাব প্রকাশ পায়, তাহাই সাধারণতঃ সেবাপরাধ।

সেবাপরাধ-খণ্ডনের উপায়

দৈবাৎ কখনও কোনও সেবাপরাধ ঘটিলে, সেবাদ্বারা বা ভগবচ্চরণে শরণাগতিদ্বারা উহা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিলে অপরাধমুক্ত হওয়া যায়। তাহাতেও যদি পুনঃ পুনঃ সেবাপরাধ হইতে থাকে, তাহা হইলে শ্রীহরিনামের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

নামাপরাধ

ভগবন্নামের নিকটে যে অপরাধ, তাহা হইতেছে নামাপরাধ। পদ্মপুরাণ-মতে নামাপরাধ হইতেছে দশটী। "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিত-করঃ॥ গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্। নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥ হ. ভ. বি. ১১।২৮৩-৮৬-ধৃত পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ডে ৪৮।৪৭-৫০ শ্লোকে শ্রীসনৎকুমারকথিত শ্রীশঙ্কর-বাক্য॥"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর টীকানুসারে উল্লিখিত পদ্মপুরাণ-শ্লোকোক্ত দশটী নামাপরাধ হইতেছে এই :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) সাধু-সজ্জনদিগের নিন্দা। সজ্জনগণ হইতেই নাম খ্যাতি, প্রসিদ্ধি বা প্রাকট্য প্রাপ্ত হয়; এতাদৃশ সজ্জনগণের নিন্দা নাম সহ্য করিতে পারেন না; এজন্য সাধু-সজ্জনগণের নিন্দা একটী অপরাধ।

(২) শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদির বুদ্ধিদ্বারাও ভেদ-মনন। শ্রীশিব হইতেছেন শ্রীবিষ্ণুরই অবতার-বিশেষ, শ্রীশিব স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন। শ্রীশিবের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদি বস্তুতঃ শিবরূপে শ্রীবিষ্ণুরই নাম-গুণ-রূপ-লীলাদি। সুতরাং শ্রীশিবের ও শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপাদিকে পৃথক্ মনে করিলে শ্রীশিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরই মনে করা হয়। ইহা অপরাধজনক। পরব্রহ্ম বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যে অনন্ত ভগবৎস্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, এ-স্থলে শ্রীশিবের উপলক্ষণে সে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের কথাও বোধ হয় বলা হইয়াছে।

(৩) গুরুদেবের অবজ্ঞা।

(৪) শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, অর্থাৎ শ্রুতি এবং শ্রুতির অনুগত ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা।

(৫) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা। হরিনামের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বৃথা অর্থান্তরের কল্পনা। "হরিনামের যে-সকল মহিমার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সকল মহিমা বাস্তবিক নামের থাকিতে পারে না, পরন্তু এ-সকল হইতেছে প্রশংসাসূচক অতিরঞ্জিত বাক্যমাত্র"-এরূপ মনে করিলে নামের নিকটে অপরাধ হয়।

(৬) নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি। "একবার হরিনাম করিলেই যখন তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তখন আমি এই পাপকর্মটী করিতে পারি; পরে না হয় একবার, বা একাধিক বার হরিনাম করিব, অথবা নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই এই পাপ কর্মটী করিব; তাহা হইলেই তো আমার এই কর্মজনিত পাপ দূরীভূত হইবে"—এই রূপ মনে করিয়া যে পাপকর্মে প্রবৃত্তি, এমন কি পাপকর্ম করার যে বুদ্ধিও, তাহা হইতেছে একটী নামাপরাধ। বহুলব্রতাদিদ্বারা, অথবা অহিংসাদিদ্বারাও, নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিজনিত অপরাধকারীর শুদ্ধি হয় না; অথবা বহুকাল যাবৎ যমরাজদ্বারা যাতনা ভোগেও, অথবা বহু যম-নিয়মাদি দ্বারাও শুদ্ধিলাভ হয় না।

(৭) ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদি শুভকর্মাদির ফলের সহিত শ্রীহরিনামের ফলকে সমান মনে করা। ইহাতে নামের মাহাত্ম্যকে খর্ব করা হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহাকে একটী নামাপরাধ বলা হইয়াছে।

(৮) প্রমাদ অর্থাৎ নামে অনবধানতা, নামগ্রহণে চেষ্টাশূন্যতা। অনবধানতাতে উপেক্ষা প্রকাশ পায় বলিয়াই বোধ হয় ইহা একটি নামাপরাধ।

(৯) যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, যে ব্যক্তি বিমুখও এবং যে ব্যক্তি উপদেশাদি শুনে না (অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না), তাহাকে উপদেশ দেওয়া। এ-স্থলে অপরাধের হেতু বোধ হয় এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে—পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সেই উপদেশ গ্রাহ্যই করে না, তাহাকে নাম-উপদেশ করিলে সে ব্যক্তি নামের অবজ্ঞা, অবমাননা, অমর্যাদা করিবে; উপদেষ্টাকেই এইরূপ অবজ্ঞাদির অপরাধ স্পর্শ করিবে; কেননা, উপাদেষ্টাই ইহার নিমিত্ত; তিনি উপদেশ না দিলে অবজ্ঞাদির অবকাশই হইত না।

(১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও নামে প্রীতিরাহিত্য এবং তাহার ফলে অহং-মমাদি-পরমত্ব। অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াও যে ব্যক্তি নামে প্রীতিরহিত হয়, সুতরাং নাম-গ্রহণে প্রাধান্য দেয় না, আমি আমার-ইত্যাদি জ্ঞানে বিষয়-ভোগেই প্রাধান্য দিয়া থাকে, নামের নিকটে তাহার অপরাধ হয়। অথবা, নাম-বিষয়ে যে ব্যক্তি অহং-মমতাদি-পর —অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনে করে, "আমি বহুতর নামকীর্তন করিয়া থাকি, ইতস্ততঃ যে নামকীর্তন হইতেছে, তাহা আমারই প্রবর্তিত, আমার ন্যায় নামকীর্তন-পরায়ণ অপর কে-ই বা আছে? আমার জিহ্বাধীনই নাম"-ইত্যাদি ভাবই যাহার চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে, যাহার নামকীর্তনও কদাচিৎ সিদ্ধ হয়, অথবা হয়ও না, সেই ব্যক্তিরও নামের নিকটে অপরাধ হইয়া থাকে। এজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, অমানী হইয়া (অর্থাৎ কাহারও নিকট হইতে সম্মানের প্রত্যাশা না করিয়া) এবং মানদ হইয়া (জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিয়া) হরিনাম কীর্তন করিবে।"

নামাপরাধ-খণ্ডনোপায়

অনবধানতাবশতঃ কখনও নামাপরাধ ঘটিলে সর্বদা নাম-সঙ্কীর্তন করিয়া একান্তভাবে নামেরই শরণ গ্রহণ করিবে। যাহারা নামাপরাধযুক্ত, নামই তাহাদের অপরাধ হরণ করেন; অবিশ্রান্ত ভাবে নামকীর্তন করিলে নামই সর্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকেন। "জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥ নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ হ. ভ. বি. ১১।২৮৭-৮৮-ধৃত পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ড॥ ৪৮।৫৪-৫৫-শ্লোক॥"

বৈষ্ণবাপরাধ

কোনও বৈষ্ণবের বা ভক্তের বিষয়ে যে অপরাধ, তাহাকে বলে বৈষ্ণবাপরাধ। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণের বাক্য হইতে জানা যায়—"যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ॥ নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥ হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণাবান্নাভি-নন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ হ. ভ. বি. ১০।২৩৮-৩৯॥—হে রাজেন্দ্র! ভগবদ্ভক্তের প্রতি উপহাস করিলে ধর্ম, অর্থ, কীর্তি ও সন্ততি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাকারী মূঢ়ব্যক্তিগণ পিতৃগণসহ মহারৌরব-নামক নিরয়ে পতিত হয়। বৈষ্ণব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণকে প্রহার, বৈষ্ণবের নিন্দা, বৈষ্ণবের প্রতি দ্বেষ, ক্রোধ, বৈষ্ণবের অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের দর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই ছয়টী হইতেছে পতনের কারণ।" এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, কোনও রকমে বৈষ্ণবের অবজ্ঞা বা অবমাননা করিলেই বৈষ্ণবাপরাধ হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবাপরাধের সাংঘাতিক কুফল-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥ উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক তেজি পরব্যোমে যায়॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি-জল॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥ তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ। অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৩৩-৩৯॥" এ-স্থলে মহাপ্রভু ভক্তিকে কোমল-লতার সঙ্গে এবং বৈষ্ণব-অপরাধকে মত্তহস্তীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মূষিকের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীও কোমল লতাকে উৎপাটিত বা ছিন্ন করিতে পারে; মত্ত হস্তীর আর কথা কি? তাৎপর্য হইতেছে এই যে—যদি বৈষ্ণবাপরাধ জন্মে, তাহা হইলে ভক্তির মূলই উৎপাটিত হইয়া যায়, অথবা ভক্তির উন্নতি বা পুষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়।

ভক্তিলতার উপশাখা বা পরগাছা

এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু ভক্তিলতার উপশাখার কথাও বলিয়াছেন। "কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত—অসংখ্য তার লেখা॥ নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীব-হিংসন। লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়। স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাঢ়িতে না পায়॥ প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন। তবে মূল শাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন॥ প্রেমফল পাকি পড়ে, মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥ এই ত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৪০-৪৬॥"

এ-স্থলে "উপশাখা" বলিতে শাখার শাখাকে বুঝায় না, পরগাছাকেই বুঝায়। গাছের গোড়ায় জল-সেচন করিলে শাখা-প্রশাখা যেমন পুষ্টিলাভ করে, মূলবৃক্ষও তেমনি পুষ্টিলাভ করে, মূলবৃক্ষের বৃদ্ধি স্থগিত হয় না। কিন্তু গাছের কোনও শাখায় যদি পরগাছা জন্মে, তাহা হইলে মূলে সিঞ্চিত যে জল সেই শাখায় সঞ্চারিত হয়, সেই জল পরগাছাই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; তাহাতে পরগাছাই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, সেই শাখাটী জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। উপশাখা শাখার বা বৃক্ষের অঙ্গীভূত; কিন্তু পরগাছা বৃক্ষের বা বৃক্ষশাখার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গীভূত নহে, বাহিরের বস্তু। ভক্তিলতার উপশাখা বা পরগাছা হইতেছে—ভুক্তিবাসনা, মুক্তিবাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনা প্রভৃতি। ইহাদের প্রত্যেকটীই হইতেছে কৃষ্ণকামনার বা কৃষ্ণভক্তি-কামনার প্রতিকূল—সুতরাং কোনটীই ভক্তি-বাসনার অঙ্গীভূত নহে, প্রত্যেকটীই ভক্তিরূপ লতার পক্ষে আগন্তুক পরগাছার তুল্য। শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে ভক্তি পুষ্টিলাভ করিতে পারে; কিন্তু সাধকের চিত্তে যদি উল্লিখিতরূপ দুর্বাসনা জাগে, তাহা হইলে শ্রবণ-কীর্তনাদির ফলে ভক্তি পুষ্টিলাভ করে না, দুর্বাসনাই পুষ্টিলাভ করে, ভক্তি নষ্ট হইয়া যায়। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনা হইতেছে ভক্তি হইতে উত্থিত অনর্থের তুল্য। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে লোক সাধকের প্রশংসা করিতে থাকে; এই প্রশংসাদি হইতে যদি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে যতই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিবে, সেই দুর্বাসনা ততই অধিকরূপে জাগিয়া উঠিবে; অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জলসেকের ফলে লাভ-পূজাদির বাসনারূপ পরগাছাই পুষ্টিলাভ করিবে, মূল-ভক্তিলতা আর বর্ধিত হইবে না। এজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন। তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥"

নামকীর্ত্তনের ফলে প্রেমলাভ করিতে হইলে অপরাধবর্জনের যেমন প্রয়োজন, উপশাখা-ছেদনেরও তেমনি প্রয়োজন।

খ। স্বরূপদামোদর-রায়রামানন্দের নিকটে প্রভুর উপদেশ—নামসঙ্কীর্ত্তন পরম উপায়

"হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরামরায়। নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ চৈ. চ. ৩।২০।৭॥" নামমাধুর্যের আস্বাদনজনিত হর্ষবশতঃ একদিন মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপদামোদর এবং রামানন্দরায়কে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"শুন স্বরূপদামোদর! শুন রায়রামানন্দ! কলিতে নামসঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে পরম উপায়।"—সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

(১) কিসের উপায়?

জগতে দেখা যায়, লোক দুঃখ-নিবারণের এবং সুখ-লাভের উপায়েরই অনুসন্ধান করিয়া থাকে; অন্য কিছুর জন্য উপায়ের অনুসন্ধান করিতে সাধারণতঃ কাহাকেও দেখা যায় না। জীবের কোন্ দুঃখ-নিবারণের এবং কোন্ সুখ-লাভের উপায়ের কথা মহাপ্রভু বলিলেন? প্রভু যখন এই উপায়কে "পরম উপায়" বলিয়াছেন, তখন মনে হয়, জীবের পরমকাম্য দুঃখ-নিবৃত্তির এবং পরমকাম্য সুখলাভের উপায়ের কথাই তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু জীবের পরমকাম্য দুঃখনিবৃত্তি এবং পরমকাম্য সুখ কি?

(২) জীবের পরমকাম্য-দুঃখনিবৃত্তি এবং পরমকাম্য সুখ

জগতে দেখা যায়, সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। যাহার নিকটে আদর-যত্ন-স্নেহ পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র মানবশিশু তাহার নিকটে বা কোলে থাকিতেই সুখ পায়, কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরের নিকটে যাইতে চায় না। বয়োবৃদ্ধিতে মানুষের যখন চেষ্টার সামার্থ্য জন্মে, তখন তাহার সমস্ত প্রয়াসই পর্যবসিত হয় সুখের অনুসন্ধানে, সুখবাসনাই তাহার সমস্ত চেষ্টার প্রেরণা যোগায়। দুঃখ-লাভের জন্য কেহ কখনও চেষ্টা করে না; বরং দুঃখকে দূরে রাখার জন্যই লোক চেষ্টা করে; কেহ কখনও দুঃখ চাহে না, সুখ চাহে বলিয়াই সুখের বিপরীত বস্তু দুঃখ চায় না। মুমূর্ষ ব্যক্তিও বাঁচিয়া থাকিতে চাহে—আত্মীয়-স্বজনাদির সঙ্গসুখ ভোগের জন্য। এইরূপে দেখা যায়, সুখের জন্য মানুষের একটা চিরন্তনী বাসনা আছে।

কেবল মানুষ নহে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদি সমস্তের মধ্যেই এতাদৃশী সুখের বাসনা দেখা যায়। মানুষের ন্যায় কুকুর-বিড়ালাদিও শীতকালে উষ্ণ স্থানের এবং গ্রীষ্মকালে শীতল স্থানের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। ছায়াতে যে বৃক্ষটীর জন্ম, সেই বৃক্ষও সম্ভব হইলে নিকটবর্তী সূর্যালোকময় স্থানের দিকে একটী শাখা প্রসারিত করিয়া দেয়—তাদৃশ স্থানে তাহার দেহের পুষ্টির অনুকূল দ্রব্যের সন্ধানে।

এইরূপে দেখা যায়, জীবমাত্রের মধ্যেই সুখের জন্য একটা বাসনা আছে এবং সেই বাসনা হইতেছে চিরন্তনী।

আমরা দুঃখ মোটেই চাই না; তথাপি সময় সময় দুঃখ আসিয়া পড়ে; আমরা সেই দুঃখকে দূর করার চেষ্টাই করি। আমরা চাই সুখ—দুঃখ-গন্ধলেশশূন্য অবিমিশ্র সুখ এবং তাদৃশ স্থায়ী সুখই আমাদের কাম্য। কিন্তু এতাদৃশ সুখ জগতে দুর্লভ; যে-সুখ আমরা পাই, তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখমিশ্রিত, বা পরিণামে দুঃখময় হইলেও তাহাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি না। ইহাতেই বুঝা যায়, সুখই আমাদের একান্ত কাম্য; তাই দুঃখমিশ্রিত এবং ক্ষণস্থায়ী হইলেও আমরা সুখকে আদর করি, ভোগ করি, কখনও প্রত্যাখ্যান করি না।

আমরা যে সুখ ভোগ করি, তাহা হইতেছে আমাদের দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের সুখ। দেহই এবং ইন্দ্রিয়ই সুখভোগ করিতে চায়। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়ের বাস্তবিক সুখ-বাসনা থাকিতে পারে না; কেননা, জড় অচেতন পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া দেহেন্দ্রিয় হইতেছে জড়, অচেতন। অচেতন বস্তুর কোনও বাসনা থাকিতে পারে না; বাসনা হইতেছে চেতনেরই ধর্ম। তবে এই সুখবাসনা কাহার?

জীবের দেহের মধ্যে একটা চেতন বস্তু আছে—জীবাত্মা; দেহে অবস্থান করে বলিয়া যাহাকে দেহীও বলা হয়। ক্ষুদ্র দীপশিখা যেমন অন্ধকারময় ঘরটীকে আলোকিত করিয়া রাখে, দেহমধ্যস্থ চেতন জীবাত্মাও তাহার চেতনা-শক্তিতে সমস্ত দেহকে চেতনাময় করিয়া রাখে। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। দীপশিখাটী নির্বাপিত হইলে যেমন ঘরটী আবার অন্ধকারময় হইয়া তাহার স্বরূপে অবস্থান করে, তদ্রূপ যখন চেতন জীবাত্মা জীবের দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় (এইরূপ চলিয়া যাওয়া ব্যাপারটীকেই মৃত্যু বলা হয়), তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবাত্মা তাহার চেতনাশক্তিকে লইয়াই চলিয়া যায়; সুতরাং তখন দেহেন্দ্রিয় স্বীয় স্বরূপে—অচেতন অবস্থায়—পড়িয়া থাকে। তখন দেহও থাকে, দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদিও থাকে; কিন্তু কাহরওই কোন বাসনা থাকে না। ইহাতেই বুঝা যায়, সুখবাসনা বাস্তবিক অচেতন দেহেন্দ্রিয়ের নহে, এই সুখবাসনা হইতেছে চেতন জীবাত্মার। স্থাবর-জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই চেতন জীবাত্মা বিরাজিত; এজন্য জীবমাত্রের মধ্যেই সুখবাসনাও বিরাজিত।

কিন্তু চেতন জীবাত্মার সুখবাসনা কেন? এবং কিরূপ সুখের জন্য তাহার এই বাসনা?

পূর্ব্বেই (১৬১২ খ, গ, ঘ-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের চেতনাময়ী জীবশক্তির অংশ; সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, প্রিয়স্বরূপ, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার শক্তি এবং অংশ জীবাত্মার নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ (১৬১২-ঘ অনু)। এই স্বরূপগত সম্বন্ধবশতঃ সুখস্বরূপ এবং প্রিয়স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবাত্মার একটী স্বরূপগত এবং স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে বলিয়াই জীবাত্মার সুখবাসনা এবং প্রিয়বাসনা। কিন্তু অনাদি-বহির্মুখ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে বলিয়া তাহার এই সুখবাসনা এবং প্রিয়বাসনা যে সুখস্বরূপ এবং প্রিয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য, তাহাও জানিতে পারে না। আবার, অনাদি-বহির্মুখতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হইয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিতেছে বলিয়া জীব মনে করে, তাহার এই সুখবাসনা হইতেছে দেহেরই সুখের বাসনা এবং তাহার এই প্রিয়বাসনাও হইতেছে দেহেন্দ্রিয়ের সুখসাধক বস্তুর বাসনা—দেহের সুখই তাহার কাম্য বলিয়া দেহের সুখসাধক বস্তুকেই মায়াবদ্ধ জীব প্রিয় মনে করে।

(৩) দেহের সুখ দেহীর সুখ নহে।

দেহের সুখ বাস্তবিক দেহীর (জীবাত্মার) সুখ নহে। দেহ হইতেছে চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু; দেহের ভোগ্যবস্তুও চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু; এজন্য উভয়ের মধ্যে সজাতীয় ভাব; সেই জন্যই জড়দেহ জড়বস্তু ভোগ করে এবং ভোগ করিয়া সুখ পায়। দেহী বা জীবাত্মা কিন্তু জড়বিরোধী চিদ্বস্তু; তাহার সহিত দেহের ভোগ্য জড়বস্তুর বিজাতীয় ভাব; এজন্য দেহী বা জীবাত্মা দেহের ভোগ্য জড়বস্তু ভোগ করে না—সুতরাং জড়বস্তুর ভোগজনিত সুখের অনুভবের প্রশ্নও জীবাত্মা-সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব মায়াকবলিত হইয়া দেহকে "আমি" বলিয়া মনে করে; তাই দেহের সুখকেই "আমার সুখ" বলিয়া মনে করে; কিন্তু তাহার দেহাত্মবুদ্ধি যেমন ভ্রমমাত্র, দেহের সুখকে নিজের সুখ বলিয়া মনে করাও তেমনি ভ্রমমাত্র।

(৪) দেহের সুখ বাস্তব সুখ নহে। বাস্তব সুখের স্বরূপ

জীবস্বরূপ চাহে বাস্তব সুখ। জড়বস্তুর ভোগে জড়দেহ যে সুখ পায়, তাহা বাস্তব সুখও নহে; তত্ত্বের বিচারে তাহাও দুঃখবিশেষ। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বর্গসুখকেও সংসার-দুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছেন। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্য জনে রাজা যৈছে নদীতে চুবায়॥ চৈ. চ. ২।২০। ১০৪-৫॥" দেহের সুখ বাস্তব সুখ নহে কেন এবং বাস্তবসুখের স্বরূপ কি, তাহা বলা হইতেছে।

ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ৭।২৩।১ ॥—যহা ভূমা, তাহাই সুখ, অল্পবস্তুতে সুখ নাই; ভূমাই সুখ; অতএব ভূমাসম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। ভগবন্! আমি ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ভূমা-শব্দের অর্থ বৃহৎ, অসীম, পূর্ণ; ব্রহ্ম-শব্দের অর্থও তাহাই। সুতরাং ভূমা ও ব্রহ্ম—এই দুইটী শব্দের অর্থ একই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যাহা ভূমা তাহাই সুখ।" ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়শ্রুতি॥ ব্রহ্মবল্লী॥ ১॥ আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ॥ ঐ॥ ৬॥" সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই আনন্দ বা সুখ।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি—অল্প বস্তুতে সুখ নাই।" যাহা ভূমা নহে, তাহাই অল্প—দেশে অল্প, কালে অল্প এবং মহিমাতেও যাহা অল্প, তাহাতে সুখ নাই। ভূমা বলিতে "অসীম" বুঝায়; যাহা ভূমা নহে, তাহাই হইবে অল্প—সসীম। সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডটীই সর্ববিষয়ে সসীম বা অল্প। ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন আছে; সুতরাং তাহা দেশে সীমাবদ্ধ বা অল্প। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে; উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্যন্ত কালের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থায়িত্ব; সুতরাং ইহা কালেও অল্প—সীমাবদ্ধ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটিই প্রাকৃতবস্তু—সুতারং ধ্বংসশীল; ধ্বংসপর্যন্তই ইহার মহিমা; সুতরাং ইহা মহিমাতেও অল্প—সীমাবদ্ধ। সর্ববিষয়ে ব্রহ্মাণ্ড অল্প বলিয়া, সুতরাং কোনও বিষয়েই ইহা ভূমা নহে বলিয়া, ইহা সুখ হইতে পারে না, অল্প (সসীম) ব্রহ্মাণ্ডে ভূমা (অসীম) সুখ থাকিতেও পারে না। কেননা, "ভূমৈবসুখং—একমাত্র ভূমাই সুখ।" সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে সুখের অনুসন্ধান বৃথা। সুখ পাইতে হইলে ভূমারই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—"ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।"

এইরূপে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—একমাত্র ভূমাই, অর্থাৎ পরব্রহ্মই হইতেছেন সুখ; কেননা, তিনি আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ এবং যেই সুখ বা আনন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় বলিয়া তাহাকে রসও বলা হয়। "রসো বৈ সঃ॥ তৈত্তরীয়-শ্রুতি॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী॥ ৭॥"

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মবল্লী॥ ৭॥ —রসস্বরূপকেই পাইলেই জীব আনন্দী হয়।" যেমন "ধন"-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইন্-প্রত্যয়-যোগে "ধনী-শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তেমনি "আনন্দ"-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইন্-প্রত্যয়-যোগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আনন্দী"-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধনকে যিনি একান্তভাবে আপন করিয়া পাইয়াছেন, তাঁহাকেই যেমন "ধনী" বলা হয়, তদ্রূপ যিনি "আনন্দ"-কে একান্ত ভাবে আপন করিয়া প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাকেই "আনন্দী" বলা হয়। আনন্দকে আপন করিয়া পাইলে আর আনন্দের জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে হয় না। রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইয়া যিনি "আনন্দী" হয়েন, সুখের জন্য তাঁহার ছুটাছুটিরও অবসান হইয়া যায়।

"আনন্দী" হওয়ার পূর্বপর্যন্ত সংসারী জীব নানাবিধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে সুখের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়; কিন্তু কোনও বস্তুতেই তাহার সুখপ্রাপ্তির আশা পরিতৃপ্ত হয় না; জীব কোনও বস্তুতে যে সুখ পায়, তাহা হইতে অধিকতর সুখের কথা শুনিলে সেই দিকে ছুটিয়া যায়; আবার কোনও বস্তুতে তদপেক্ষা অধিকতর সুখের কথা শুনিলে সেই দিকে ধাবিত হয়। এইরূপে ছুটাছুটি করিয়াও তাহার সুখবাসনা পরিতৃপ্ত হয় না; কেননা, যে সকল বস্তুতে জীব সুখের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, সে-সকল বস্তু হইতেছে "অল্প", অল্পবস্তুতে সুখ নাই। যখন অল্পবস্তু ছাড়িয়া "ভূমার" অনুসন্ধান করে এবং ভূমাকে—আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে—আপন করিয়া পায়, তখনই জীব "আনন্দী" হইতে পারে, তখনই সুখের অনুসন্ধানে তাহার ছুটাছুটির সম্যক্ অবসান হয়।

এইরূপে জানা গেল—যে **সুখ জীবস্বরূপের বাস্তব কাম্য, তাহা হইতেছে সুখস্বরূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্মরূপ সুখ এবং জীবের একমাত্র প্রিয় সুখস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রিয়রূপে প্রাপ্তির সুখ, অন্য কোনও সুখ নহে।**

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাও জানা গেল—সংসারে প্রাকৃত জড়বস্তুর উপভোগে আমরা যে সুখ অনুভব করি, তাহা বাস্তব সুখ নহে; কেননা, তাহা ভূমা নহে, তাহা হইতেছে "অল্প"। স্বর্গও ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং স্বর্গও "অল্প"; সুতরাং স্বর্গেও বাস্তব সুখ নাই।

(৫) সংসার-সুখের স্বরূপ

সংসারে আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তাহা হইতেছে মায়িক-স্বত্বগুণজাত চিত্ত-প্রসাদ। সত্ত্বগুণের সুখদায়িনী শক্তি আছে; বিষ্ণুপুরাণ হইতে তাহা জানা যায়। "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিত্ত্বয়্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥ বি. পু. ১।১২।৬৯॥—হে ভগবন্! হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ—এই ত্রিবিধ-বৃত্তিবিশিষ্টা এক স্বরূপশক্তি সর্বাশ্রয় তোমাতেই আছে; কিন্তু (সত্ত্বগুণের) হ্লাদকরী-শক্তি, (তমোগুণের) তাপকরী শক্তি এবং রজোগুণের (সুখ-দুঃখ-) মিশ্রিতা শক্তি তোমাতে নাই; যেহেতু, তুমি মায়িকগুণবর্জিত।" স্বর্গাদিলোকের সুখও এই সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদই, বাস্তব সুখ নহে। বরং তত্ত্বের বিচারে ইহাও সুখবিরোধী দুঃখ। এ-কথা বলার হেতু এই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সুখ হইতেছে ভূমাবস্তু, ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং বাস্তব সুখ হইতেছে স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু। চিৎ হইতেছে জড়বিরোধী এবং জড় হইতেছে চিদ্‌বিরোধী; চিৎ ও জড়ের সম্বন্ধ হইতেছে আলোক ও অন্ধকারের সম্বন্ধের তুল্য। সুখ যখন স্বরূপতঃ চিৎ, তখন যাহা চিদ্‌বিরোধী, তাহা হইবে সুখবিরোধী; যাহা সুখবিরোধী, তাহাই দুঃখ। চিদ্‌বিরোধী বস্তু হইতেছে জড়, জড়মায়া; সুতরাং যাহা জড়, জড়মায়া, তাহাই হইবে স্বরূপতঃ দুঃখ। ইহকালের সুখ বা পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখ বস্তুতঃ মায়িক সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ বলিয়া জড়—সুতরাং তত্ত্বের বিচারে দুঃখ। মায়াবদ্ধ জীব জড় দেহের সুখের জন্যই লালায়িত; দেহসুখ-বাসনাই হইতেছে বাস্তবিক সংসার। জীব স্বর্গেও দেহ-সুখই ভোগ করে। সুতরাং স্বর্গসুখও বাস্তবিক সংসার-সুখ—যাহা তত্ত্বের বিচারে দুঃখ। এজন্যই মহাপ্রভু স্বর্গসুখকেও সংসার-দুঃখ বলিয়াছেন।

(৬) জীবের স্বরূপগত কাম্যসুখ-লাভের ও দুঃখনিবৃত্তির পরম উপায়ই নামসঙ্কীর্তন

পূর্বেই বলা হইয়াছে—জীবের স্বরূপতঃ কাম্য সুখ হইতেছে সুখস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মরূপ সুখ এবং তাঁহাকে প্রিয়রূপে প্রাপ্তির সুখ। সূর্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, সুখস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতে সর্ববিধ দুঃখ এবং সর্ববিধ দুঃখের একমাত্র হেতু মায়াও আপনা-আপনিই, আনুষঙ্গিক ভাবেই, অপসারিত হইয়া যায়; তখন দুঃখাদি হইতে কোনও ভয়ের আশঙ্কাই থাকে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতি॥ ব্রহ্মবল্লী॥ ৯॥"; মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ চৈ. চ. ২।২০।১০৬॥" তখনই জীবের আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের স্বরূপগত কাম্য উল্লিখিতরূপ বাস্তবসুখ এবং আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির পক্ষেই মহাপ্রভু নামসঙ্কীর্তনকে "পরম উপায়" বলিয়াছেন।

(৭) নামসঙ্কীর্তন পরম উপায় কেন?

স্বরূপলক্ষণে এবং তটস্থলক্ষণে নাম যদি পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হয়, তাহা হইলেই নামসঙ্কীর্তন পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতে পারে। সুতরাং নামসঙ্কীর্তনের পরমোপায়ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে নামের স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন।

(৮) নামের স্বরূপলক্ষণ—নাম ও নামীর অভিন্নতা

কঠোপনিষৎ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মতত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে যমরাজ নচিকেতার নিকটে বলিয়াছেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ॥ ১।২।১৬॥—(প্রণব বা ওঙ্কার রূপ) এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর। এই অক্ষরকে জানিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন।"

এই বাক্যে যমরাজ প্রণবকেই (ওঙ্কারকেই) "ব্রহ্ম" বলিলেন এবং ওঙ্কারকেই "পর—শ্রেষ্ঠ" বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণবের (ওঙ্কারের) দুইটী স্বরূপ আছে। একটী স্বরূপ হইতেছে এই যে, প্রণবই ব্রহ্ম—“ওমিতি ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়শ্রুতি॥ শীক্ষা ॥ ৮॥” আর একটী স্বরূপ হইতেছে এই যে, প্রণব হইতেছে ব্রহ্মের নাম। পাতঞ্জল বলেন—ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ ॥ ২৭॥” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন—“ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৷২৩ ॥—‘ওম্’, ‘তৎ’ ও ‘সৎ’—ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম শিষ্টগণকর্তৃক কথিত হইয়াছে।”

এইরূপে জানা গেল, প্রণব (ওঙ্কার) ব্রহ্মস্বরূপকেও বুঝায় এবং ব্রহ্মের নামকেও বুঝায়। উল্লিখিত কঠ-শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের বাচক (নাম) অর্থেই প্রণবের উল্লেখ করা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম প্রণব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহাই বলা হইয়াছে। “এতদ্ (ওম্) হি এব ব্রহ্ম—এই প্রণবই নিশ্চয় ব্রহ্ম।”

এ-স্থলে প্রণবের ব্রহ্ম-বাচক (নাম) অর্থই যে শ্রুতির অভিপ্রেত, শ্রুতি-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের উক্তি হইতেও তাহা বুঝা যায়। ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“অত এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম অপরম্, এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরঞ্চ। তয়োর্হি প্রতীকমেতদক্ষরম্।” তিনি বলিলেন—“এই অক্ষর (প্রণবরূপ অক্ষর) হইতেছে পর ও অপর ব্রহ্মের প্রতীক।” ব্রহ্মের স্বরূপাত্মক প্রণবকে তিনি ব্রহ্মের “প্রতীক” বলিতেন না, ব্রহ্মের নাম-বাচক প্রণবকেই “প্রতীক” বলিয়াছেন। কেননা, তিনি পরব্রহ্মের কোনওরূপ বিশেষত্বই স্বীকার করেন না। নামও একটী বিশেষত্ব বলিয়া ব্রহ্মের নামও স্বীকার করিতে পারেন না; তাই তিনি ব্রহ্মের নামরূপ প্রণবকে ব্রহ্মের “প্রতীক” বলিয়াছেন—প্রাকৃত জীবের নামই সেই জীবের প্রতীক। কিন্তু ইহা শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না; শ্রুতি এ-স্থলে প্রণবকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন, ব্রহ্মের প্রতীককে ব্রহ্ম বলেন নাই; প্রণবকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয় নাই। প্রতীক ও স্বরূপ কখনও অভিন্ন হয় না।

পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই অনন্তস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত বলিয়া এ-সকল অনন্তস্বরূপ যেমন তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ (বা আবির্ভাব), তেমনি এ-সমস্ত স্বরূপের বিভিন্ন নামও ব্রহ্মের নামবাচক প্রণবেরই বিভিন্ন প্রকাশ (বা অভিব্যক্তি)। এইরূপে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, পরব্রহ্মের বিভিন্নরূপের মধ্যে যে-কোনও রূপের বা যে-কোনও স্বরূপের নামই সেই স্বরূপ হইতে অভিন্ন; অর্থাৎ **ভগবৎ-স্বরূপে নাম ও নামী অভিন্ন।**

নাম ও নামী যে অভিন্ন, স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। হ. ভ. বি. ১১৷২৬৯-ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর-বচন এবং ভ. র. সি. ১৷২৷১০৮-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন হইতেছে এই :—“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥—নাম ও নামীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিন্নত্ববশতঃ নামী শ্রীকৃষ্ণ যেমন চিন্তামণিতুল্য (সর্বাভীষ্টপ্রদ), চৈতন্যরসবিগ্রহ (রসো বৈ সঃ, রসঘনঃ, সর্বরসঃ—শ্রুতি), পূর্ণ, শুদ্ধ (মায়াস্পর্শশূন্য) এবং নিত্যমুক্ত, তদ্রূপ তাঁহার নামও চিন্তামণিতুল্য, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত।”

পরব্রহ্ম, বা তাঁহার যে-কোনও স্বরূপ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ—চিৎস্বরূপ ; তাঁহার অভিন্ন নামও হইতেছে চিৎ-স্বরূপ। উল্লিখিত পদ্মপুরাণ-শ্লোকে “চৈতন্যরসবিগ্রহঃ”-শব্দে তাহাই সূচিত হইয়াছে। ভগবন্নাম যে চিৎ-স্বরূপ, ঋগ্‌বেদ হইতেও তাহা জানা যায়। ঋগ্‌বেদের বিষ্ণুসূক্তে বলা হইয়াছে—“আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ১।২২।১৫৬।৩॥” শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তৎকৃত ভগবৎ-সন্দর্ভে (৪৬ অনু) এই বাক্যটীর এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। “হে বিষ্ণো! তব নাম চিৎ—চিৎস্বরূপম্, অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষৎ অপি জানন্তঃ, ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ॥—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎ—চিৎস্বরূপ এবং সেই জন্য তাহা মহঃ—স্বপ্রকাশরূপ। সেই হেতু, এই নামের ঈষৎ জানিয়াও—উচ্চারণাদি এবং মহিমাদি সম্যক্‌রূপে না জানিয়াও—নামের কেবল অক্ষরমাত্রের উচ্চারণ করিলেও তোমাবিষয়ক বিদ্যা আমরা লাভ করিতে পারিব।”

প্রভাসখণ্ডও বলিয়াছেন—“মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎ-স্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ হ. ভ. বি. ১১।২৩৪-ধৃত প্রভাসখণ্ডবচন॥—হে ভৃগুবর! কৃষ্ণনাম মধুরেরও মধুর, সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গল, সমস্ত নিগম (শ্রুতি)-রূপ লতিকার সৎফল, চিৎস্বরূপ। শ্রদ্ধায় বা হেলায় এই নাম একবারমাত্র কীর্তিত হইলেও নরমাত্রকেই উদ্ধার করিয়া থাকে।”

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা গেল, ভগবন্নাম হইতেছে চিৎ-স্বরূপ।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভগবন্নামের স্বরূপলক্ষণ হইতেছে এই যে—নাম ও নামী অভিন্ন ; নামীর ন্যায় নামও চিৎ-স্বরূপ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, চৈতন্যরস-বিগ্রহ।

অন্য কোনও সাধনাঙ্গ নামী ভগবানের সহিত অভিন্ন নহে ; নাম ও নামীর অভিন্নতা-বশতঃ নামসঙ্কীর্তনই হইতেছে স্বরূপলক্ষণে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ। “নামসঙ্কীর্তন পরম উপায়।” কেননা, নামী পরব্রহ্ম যখন সর্বশ্রেষ্ঠ পরমতত্ত্ব, তাঁহার অভিন্নস্বরূপ নামও হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমবস্তু।

(৯) নামের তটস্থ লক্ষণ

তটস্থ লক্ষণ জানা যায় কার্যদ্বারা। “কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ॥ চৈ. চ. ২।২০। ২৯৬॥” নামসঙ্কীর্তনের কার্য বা বা ফল হইতেছে তাহার তটস্থ লক্ষণ। তাহা এই :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ-নাশকত্ব

নামের ফলে সর্ববিধ পাপ দূরীভূত হয়। "পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ। গোবিন্দনাম-মেঘৌঘৈর্নশ্যতে নীরবিন্দুভিঃ॥ হ. ভ. বি. ১১।১৩৯-ধৃত গরুড়পুরাণ-বচন॥—হে নরগণ! প্রদীপ্ত পাপবহ্নি দেখিয়া ভীত হইও না; কেননা, মেঘের জলবিন্দুসমূহে যেমন অগ্নি নির্বাপিত হয়, তদ্রূপ গোবিন্দনামরূপ মেঘসমূহদ্বারা পাপানলও নির্বাপিত হয়।"; "সায়ং প্রাতস্তথা কৃত্বা দেবদেবস্য কীর্ত্তনম্। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ হ. ভ. বি. ১৪৩-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥—প্রাতঃকালে, তথা সায়ংকালে দেবদেবের নাম কীর্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে মহীয়ান্ হওয়া যায়।"; "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং নৃণাম্॥ ভা. ৬।২।১৪॥"—সঙ্কেতে (পুত্রাদিতে উপচারিত ভাবে), পরিহাসপূর্বক, গীতালাপপূরণার্থে, হেলাপূর্বকও ভগবানের নাম উচ্চারিত হইলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়।"; "পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈর্ন দেহশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্। কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥ হ. ভ. বি. ১১।১৬৪-ধৃত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-বচন॥—কলিতে একমাত্র গোবিন্দনামদ্বারা মাধবের কীর্তন করিলে দেহীদিগের যাদৃশী শুদ্ধি জন্মে—পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ এবং তপ্তকৃচ্ছ্রসমূহদ্বারাও তাদৃশী শুদ্ধি হয় না।" ভগবন্নামের পাপ-নাশকত্বের এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

ভুক্তি-মুক্তি-দায়কত্ব

পূর্বোদ্ধৃত কঠশ্রুতি-বাক্যে বলা হইয়াছে—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ॥ ১।২।১৬॥—এই অক্ষরকেই জানিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পাইতে পারেন।" তাৎপর্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্মের নামকীর্তনের ফলে লোকের সর্ববিধ অভীষ্ট লাভ হইতে পারে। নামী শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥ গীতা॥ ৪।১১॥—(শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন) যাঁহারা আমাকে যে প্রকারে ভজন করেন, আমিও তাঁহাদিগকে সেই প্রকারে ভজন করি; (অর্থাৎ তাঁহাদের অভীষ্টবস্তু দান করিয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধান করিয়া থাকি)।" নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের মহিমাও সমান।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—নামকীর্তনের ফলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পাইতে পারেন।

বিভিন্ন লোকের অভীষ্টও বিভিন্ন। সকাম ব্যক্তিগণ ইহকালে ও পরকালে দেহ-ভোগ্য বস্তু—ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং পরকালে স্বর্গাদি লোকের সুখভোগ—কামনা করেন। মোক্ষকামী সাধকগণ পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও একরকমের মুক্তি কামনা করেন। যোগী বা যোগমার্গের সাধক পরমাত্মার সহিত মিলন কামনা করেন। আবার কেহ কেহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত জীবের স্বরূপগত-প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রিয়রূপে তাঁহার সেবা কামনা করেন। নামসঙ্কীর্তনের ফলে পূর্বোক্ত সকলের অভীষ্টই লাভ হইতে পারে। কঠশ্রুতির "যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ"-বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। পুরাণাদিও যে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ভা. ২।১।১১॥—হে রাজন্। সমস্ত শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, শ্রীহরির এই নামানুকীর্তন (সর্বদা নামকীর্তন) মুমুক্ষুদিগের মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে, যোগীদিগের পরমাত্মার সহিত মিলন-প্রাপ্তি-বিষয়ে, সকামব্যক্তিদিগের অভীষ্ট ভোগ-প্রাপ্তি-বিষয়ে অকুতোভয় পন্থা (অর্থাৎ সর্বদা নামকীর্তন করিলে কাহারও অভীষ্ট-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোনওরূপ বিঘ্ন জন্মিবার আশঙ্কাই নাই)।"

গরুড়-পুরাণও বলিয়াছেন—"কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক। মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥ হ. ভ. বি. ১১।২০৮-ধৃত গরুড়পুরাণ-বচন॥—হে নরনাথ! সাংখ্যযোগে, বা অষ্টাঙ্গযোগে কি ফল হইবে? যদি মুক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে গোবিন্দের নাম কীর্ত্তন কর।"

স্কন্দপুরাণও বলিয়াছেন—"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ হ. ভ. বি. ১১।২১০ ধৃত স্কান্দবচন॥—যিনি একবারমাত্র 'হরি'-এই অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণ করেন, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে।"

উল্লিখিত পুরাণবাক্যসমূহে নামকীর্ত্তনের ফলে সাধারণভাবেই মুক্তিপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। পুরাণাদিতে বিশেষভাবেও তাহা বলা হইয়াছে।

বরাহপুরাণ বলেন—"নারায়ণাচ্যুতানন্তবাসুদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্ ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥ হ. ভ. বি. ১১।২০৮-ধৃত বারাহ-বচন॥—ভগবান্ বলিয়াছেন—হে ভূমি! যিনি নিরন্তর হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বাসুদেব!—এইভাবে নামকীর্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাতে লয় (আমার সহিত সাযুজ্যমুক্তি) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (সাযুজ্যমুক্তিলাভের জন্য কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নামকীর্ত্তন করিলে সাযুজ্যমুক্তি পাওয়া যাইবে)।"

লিঙ্গপুরাণে দেখা যায়, শ্রীনারদের নিকটে শ্রীশিব বলিয়াছেন—"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্। কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥ হ. ভ. বি. ১১।২১৯-ধৃত লিঙ্গপুরাণ-বচন॥—গমনে, উপবেশনে বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, শয়নে, ভোজনে, শ্বাস-প্রক্ষেপকালে, কি বাক্যপূরণে, কিম্বা হেলায়ও যদি কেহ কলিমর্দ্দন হরিনাম গ্রহণ করেন, তিনি স্বরূপতা (সাযুজ্য মুক্তি) লাভ করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর, ভক্তিযুক্ত হইয়া যিনি নামকীর্তন করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিতে পারেন।”

বৃহন্নারদীয়পুরাণ হইতে জানা যায়, শুক্রের প্রতি বলিমহারাজ বলিয়াছেন—“জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্॥ হ. ভ. বি. ১১।২২১-ধৃত প্রমাণ॥—যাঁহার জিহ্বাগ্রে ‘হরি’-এই অক্ষরদ্বয় বিরাজিত, তাঁহার বিষ্ণুলোক (সালোক্যমুক্তি)-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।”

এ-সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা গেল—নামকীর্তনের ফলে ভুক্তি (অর্থাৎ ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য) এবং মুক্তি (সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি) লাভ হইতে পারে।

ভুক্তি-মুক্তি নামকীর্তনের মুখ্য ফল নহে

কঠোপনিষদ হইতে জানা যায়, যমরাজ নচিকেতাকে ইহকালের সুখ-সম্পদ এবং পরকালের স্বর্গাদি সুখ দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু নচিকেতা সে-সমস্তের কিছুই গ্রহণ করেন নাই; কেননা, এ-সমস্ত অল্পকালস্থায়ী, জন্ম-মৃত্যু-নিবারকও নহে। বস্তুতঃ এ-সমস্তকে জীবের পুরুষার্থও বলা যায় না; কেননা, জীব চাহে দুঃখলেশমিশ্রণশূন্য নিত্য সুখ। এ-সমস্তে তাহা অলভ্য। যাহা পুরুষার্থই নহে, তাহা মঙ্গলস্বরূপ ভগবানের অভিন্নস্বরূপ নামের মুখ্য ফল হইতে পারে না। আর, মুক্তির পুরুষার্থতা থাকিলেও তাহা যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরম-পুরুষার্থ নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১৬।২-খ অনু)। বিশেষতঃ, নামের আভাসেও মুক্তি হইতে পারে; অজামিলই তাহার সাক্ষী। “ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ভা. ৬।২।৪৯॥—ম্রিয়মাণ অজামিলও পুত্রোপচারিত হরিনাম উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; শ্রদ্ধার সহিত নাম উচ্চারণের ফলের কথা আর কি বলিব?” অজামিল ছিলেন মহাপাপী। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল ‘নারায়ণ’। মুমূর্ষু-অবস্থায় যমদূতগণের দর্শনে ভীত হইয়া “নারায়ণ নারায়ণ” বলিয়া তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন; ভগবান্ নারায়ণের কথা তখন তাঁহার মনেও আসে নাই। তথাপি তিনি ভগবদ্ধাম (সালোক্যমুক্তি) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ-স্থলে “নারায়ণ” বলিয়া পুত্রকে ডাকা হইয়াছিল বলিয়াই ভগবানের নাম না হইয়া “নামাভাস” হইয়াছে। নামাভাসে যে মুক্তি পাওয়া যায়, যে মুক্তির জন্য নামের প্রয়োজন হয় না, তাহা কখনও নামের মুখ্য ফল হইতে পারে না।

আবার, “কৃষ্ণে গালি দিতে করে নামের উচ্চারণ। সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥ চৈ. চ. ৩।৫।১৪৬॥” চেদিপতি শিশুপাল তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণকে তিরস্কার করার সময়ে শিশুপাল কৃষ্ণনামের উচ্চারণ করিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার মুক্তি হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষের সহিত কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, শ্রদ্ধা-প্রীতির সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ-নামকীর্তনের ফল যে তাহা অপেক্ষা অধিক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা হইতেও জানা যায়—মুক্তি নামকীর্তনের মুখ্য ফল নহে।

নামকীর্তনের মুখ্য ফল—পরম এবং পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম

মুক্তি অপেক্ষাও অধিক যদি কিছু থাকে এবং নামকীর্তনের ফলে যদি তাহা পাওয়া যায়, তবে তাহাই হইবে নামসঙ্কীর্তনের মুখ্য ফল।

কিন্তু মুক্তি অপেক্ষা অধিক কিছু আছে কিনা? থাকিলে তাহা কি? মার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীশিব বলিয়াছেন—"নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥ ভা. ১২।১০।৬॥—এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয় পরমপুরুষ ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া কোনওরূপ আশীর্বাদ, এমনকি মোক্ষও ইচ্ছা করেন না।" এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভগবানে পরাভক্তি হইতেছে মোক্ষ অপেক্ষাও অধিকতর লোভনীয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ভা. ১১।১৪।১৪॥ —যিনি আমাতে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, আমাব্যতিরেকে তিনি কি ব্রহ্মলোক, কি দেবেন্দ্রলোক, কি সার্বভৌমত্ব, কি পাতালাধিপত্য, কি যোগসিদ্ধি, কি মুক্তি—কিছুই কামনা করেন না।"

ভগবান্ বলিয়াছেন—"সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভা. ৩।২৯।১৩॥—আমি উপযাচক হইয়া দিতে চাহিলেও—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধামুক্তির কোনও একরকমের মুক্তিই তাঁহারা, গ্রহণ করেন না; আমার সেবাব্যতীত তাঁহারা অন্য কিছুই চাহেন না।"

প্রহ্লাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ যখন তাঁহাকে যথাভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—হে নাথ! আমার কর্মফল অনুসারে আমাকে সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে; কিন্তু হে অচ্যুত! যখন যে যোনিতেই আমার জন্ম হউক না কেন, তোমাতে যেন সর্বদা আমার অবিচলা ভক্তি থাকে; অবিবেক (হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য) লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলা প্রীতি থাকে, নিরন্তর তোমার স্মরণরত আমার হৃদয় হইতে তাদৃশী প্রীতি যেন অপসৃত না হয়। "নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা ত্বয়ি॥ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ বি. পু. ১।২০।১৮-১৯॥"

প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিলেন—ভগবচ্চরণে অবিচলা ভক্তি, অবিচলা প্রীতি। তিনি সহস্র সহস্র যোনিতে ভ্রমণ হইতে অব্যাহতিরূপ মুক্তি প্রার্থনা করিলেন না।

এ-সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা গেল—যে-স্থানে চাওয়ামাত্রেই মুক্তি পাওয়া যাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, সে-স্থলেও এক রকমের সাধক মুক্তি প্রার্থনা করেন না, প্রার্থনা করেন ভগবচ্চরণে ভক্তি, প্রীতি। ইহাতে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষই সূচিত হইতেছে।

আবার, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য নৃসিংহতাপনীশ্রুতি-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ভা. ১০।৮৭।২১-শ্লোকটীকায় শ্রীধরস্বামিপাদকর্তৃক উদ্ধৃত বাক্য॥—সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণও ভক্তির কৃপায় ভজনোপযোগী দেহ লাভ করিয়া ভগবানের ভজন করেন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু উল্লিখিত বাক্যের মর্ম প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ। দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥ ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ। গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন॥ চৈ. চ. ২।২৪।৭৯-৮০॥" সৌপর্ণ-শ্রুতিও বলেন "মুক্তা অপি এনম্ উপাসীত ইতি॥—মুক্তেরাও ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।"

এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়, মুক্তি অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তি অধিকতর লোভনীয়। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, "ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস॥ * * ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ॥ চৈ. চ. ২।১৭।১৩১-৩২॥" ধ্রুবের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধ্রুব বলিয়াছেন—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥ হরিভক্তিসুধোদয়॥ ১৪।৩৬॥—(ধ্রুব ভগবান্‌কে বলিয়াছেন) হে জগদ্গুরো! আমি তোমার সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দের বিশুদ্ধ সমুদ্রে অবস্থিত। আমার নিকট ব্রহ্মানন্দসমূহও গোষ্পদের তুল্য (তুচ্ছ) মনে হইতেছে।"

এইরূপে দেখা গেল, মুক্তি অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবৎসেবার আনন্দ বহুগুণে লোভনীয়। পূর্বে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপ-গত পরমকাম্য, জীবের পরমার্থ, মোক্ষাদি জীবের স্বরূপগত কাম্যবস্তু নহে। ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবের এই স্বরূপগত পরমার্থ-প্রাপ্তির জন্য প্রেম হইতেছে অপরিহার্য-প্রয়োজন। আবার শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"পঞ্চম পুরুষার্থ এই—কৃষ্ণপ্রেমধন। চৈ. চ. ২।২৩।৫২॥"; শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটেও মহাপ্রভু প্রেম-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এইত পরম ফল—পরমপুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৪৬॥"

চারি পুরুষার্থ হইতেছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ইহাদের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কামের বাস্তব-পুরুষার্থতাই নাই; কেননা, এই ত্রিবর্গদ্বারা মায়াবদ্ধ জীবের কাম্য নিত্য অবিমিশ্র সুখও পাওয়া যায় না, আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিও হয় না। মোক্ষে নিত্য এবং দুঃখ-গন্ধ-লেশশূন্য বাস্তব সুখও পাওয়া যায়, আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিও হয়; সুতরাং মোক্ষের পুরুষার্থতা আছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, মোক্ষ অপেক্ষাও অধিকতর লোভনীয়—সুতরাং অধিকতর কাম্য—হইতেছে ভক্তি—প্রেমভক্তি বা প্রেম। সুতরাং এই ভক্তি বা প্রেম হইতেছে চতুর্থ পুরুষার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্ষেরও উপরে—পঞ্চমপুরুষার্থ। প্রেমের উপরে আর কিছু নাই, থাকিতেও পারে না; যেহেতু, প্রেমের ফলে জীবের স্বরূপগত পরমকাম্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা পাওয়া যায়; সেই সেবা পাইতে হইলে প্রেমই হইতেছে কাম্য—পুরুষার্থ। জীবের স্বরূপগত কাম্য বস্তুর উপরে যখন আর কোনও কাম্য থাকিতে পারে না, তখন এই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমই হইতেছে —পরমপুরুষার্থ, ইহার উপরে আর কোনও পুরুষার্থ থাকিতে পারে না।

নামকীর্তনের ফলে যদি এই পরমপুরুষার্থ প্রেম পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রেমই হইবে নামসঙ্কীর্তনের মুখ্য ফল।

নামসঙ্কীর্তনের ফলে যে প্রেম পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রেম-দায়কত্ব—স্মৃতি-শ্রুতি-প্রমাণ

নামসঙ্কীর্তনের ফলে প্রেমপ্রাপ্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়। "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জ্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ভা. ১১।২।৩৯-৪০—চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও লোক-পরম্পরা-প্রসিদ্ধ সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম (লীলা) সকল শ্রবণ করিতে করিতে এবং তদর্থক নামসকল কীর্তন করিতে করিতে লজ্জাশূন্য ও নিস্পৃহ (অনাসক্ত) হইয়া বিচরণ করিবে। এইরূপ আচরণকে যিনি ব্রতরূপে গ্রহণ করেন (অথবা যিনি নামসঙ্কীর্তনকে ব্রত-রূপে গ্রহণ করেন), নিজের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনের (অথবা ভগবন্নামসমূহের মধ্যে যে-নাম নিজের প্রিয়, সেই নামের কীর্তনের) ফলে তিনি জাতানুরাগ হয়েন (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করেন—"জাতোঽনুরাগঃ প্রেম যস্য সঃ—শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা) এবং তাহার ফলে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়; তিনি তখন কখনও বা উচ্চ হাস্য করেন, কখনও বা রোদন করেন, কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা গান করেন এবং লোকাপেক্ষাহীন হইয়া কখনও বা উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন (এ-সমস্ত হইতেছে চিত্তস্থিত কৃষ্ণপ্রেমের বহির্বিকার)।"

নামের ফলে প্রেম-প্রাপ্তির কথা কঠোপনিষদ্ হইতেও জানা যায়। নাম ও নামীর অভিন্নতার কথা বলিয়া যমরাজ নচিকেতার নিকটে বলিয়াছেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ॥ ১।২।১৬॥—এই অক্ষরকে জানিলে (অর্থাৎ নামের কৃপা হইলে) যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পাইতে পারেন।" এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিশেষ একটী কথা বলিয়াছেন। "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম-লোকে মহীয়তে॥ কঠ॥ ১।২।১৭॥—ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন (সাধকের অবলম্বনীয় বিষয়), ইহাই পর আলম্বন (অর্থাৎ ইহার পরে আর কিছু নাই)। এই আলম্বনকে জানিলে (অর্থাৎ ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—নামের, কৃপা হইলে) সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়েন।" ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"অতএব এতৎ আলম্বনম্ এতদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বানানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্।—অতএব (এই অক্ষরই) ব্রহ্মপ্রাপ্তির আলম্বনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—প্রশস্যতম।" পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির পক্ষে নামসঙ্কীর্তন যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে আর কিছুই নাই (প্রশস্যতমম্), তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—নামসঙ্কীর্তনের ফলে সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়েন্—"ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।"-একথার তাৎপর্য বিবেচিত হইতেছে।

ব্রহ্মলোক-শব্দের তাৎপর্য—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মলোক"-শব্দের তাৎপর্য কি, তাহাই প্রথমে বিবেচিত হইতেছে। ইহা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার লোক—যাহার অপর নাম সত্য-লোক, সেই লোক—নহে। সত্যলোকাপরনাম ব্রহ্মলোক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অনিত্য—ধ্বংসশীল। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন॥ গীতা॥ ৮।১৬॥"—এই বাক্যে ব্রহ্মলোকের সুখও যে অনিত্য, ধ্বংসশীল, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন। নচিকেতার পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যমরাজের প্রস্তাবিত সমস্ত অনিত্য বস্তুই যখন নচিকেতা প্রত্যাখ্যান করিয়া-ছিলেন, তখনই তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব-শ্রবণের যোগ্যপাত্র মনে করিয়া যমরাজ তাঁহার নিকটে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ব্রহ্মনামের মহিমার কথা বলিয়াছেন; সুতরাং এ-স্থলে "ব্রহ্মলোক"-শব্দে ব্রহ্মার লোক সত্যলোককে বুঝাইতে পারে না। এ-স্থলে যমরাজ-কথিত "ব্রহ্মলোক" হইতেছে—যে ব্রহ্মের তত্ত্বের কথা বলা হইতেছিল, সেই পরব্রহ্মের লোক, তাঁহার নিজস্ব ধাম।

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ধামের কথা ঋগ্ বেদেও দৃষ্ট হয়। "তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদ-মবভাতি ভূরিঃ॥ ঋগ্ বেদ॥ ১।১৫৪।৬॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১১৭ অনুচ্ছেদে) এই ঋক্‌মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"ব্যাখ্যাতঞ্চ—ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে।" যথা—"তাং তানি বাং যুবয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ বাস্তূনি লীলাস্থানানি গমধ্যে গন্তুং প্রাপ্তুম্ উশ্মসি কাময়ামহে। তানি কিংবিশিষ্টানি যত্র যেষু ভূরিশৃঙ্গা মহাশৃঙ্গ্যো গাবো বসন্তি। যথোপনিষদি ভূমবাক্যে ধর্ম্মিপরেণ ভূমশব্দেন মহিষ্ঠমেবোচ্যতে ন তু বহুতরমিতি। যূথদৃষ্ট্যৈব বরা ভূরিশৃঙ্গা বহুশৃঙ্গ্যঃ বহুশুভলক্ষণা ইতি বা। অয়াসঃ শুভাঃ। অত্র ভূমৌ তল্লোকবেদ-প্রসিদ্ধং শ্রীগোলোকাখ্যং উরুগায়স্য স্বয়ংভগবতো বৃষ্ণঃ সর্ব্বকামদুঘচরণারবিন্দস্য পরমং প্রপঞ্চা-তীতং পদং স্থানং ভূরি বহুধা অবভাতীত্যাহ বেদ ইতি॥" ইহা ইহতে জানা গেল, ঋগ্ বেদে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধামের কথা বলা হইয়াছে; এই ধামের নাম শ্রীগোলোক; ইহা প্রপঞ্চাতীত ধাম; এই ধাম বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই ধামে ভূরিশৃঙ্গা গাভীগণ বিরাজিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ আরও লিখিয়াছেন—যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শ্রুতিতেও ভূরিশৃঙ্গা গাভী-সমন্বিত প্রপঞ্চাতীত গোলোকের কথা আছে।

উল্লিখিত কঠশ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মলোকের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে ঋগ্‌বেদাদি-কথিত পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রপঞ্চাতীত নিজস্ব লোক বা ধাম—গোলোক। নামের কৃপায় সাধক এই গোলোক-নামক "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্" হইতে পারেন—এ-কথাও শ্রুতি বলিয়াছেন।

কঠশ্রুতিকথিত মহীয়ান্ হওয়ার তাৎপর্য

কোনও বস্তুর স্বরূপগত ধর্মের সম্যক্ বিকাশেই সেই বস্তু সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইতে পারে। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে যে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা পাওয়া যায়, তাহার দাহিকা-শক্তি হইতেছে তাহার স্বরূপগত ধর্ম। ঐ শিখাটী দ্বারা একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজও পোড়ান যায়, আবার অবস্থাবিশেষে গ্রামকে-গ্রামও ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডকে দগ্ধ করা অপেক্ষা গ্রামকে-গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়াতেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে জাত অগ্নিশিখার স্বরূপগত ধর্মের বিকাশ বেশী এবং তাহাতেই অগ্নিশিখার মহিমা বেশী প্রকাশ পায়। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম এবং কৃষ্ণসেবার বাসনাই হইল তাহার স্বরূপগত বাসনা। তাহার এই স্বরূপগত বাসনা যখন অপ্রতিহত ভাবে সর্বাতিশায়ী বিকাশ লাভ করে এবং সর্বাতিশায়িরূপে বিকাশপ্রাপ্ত সেই কৃষ্ণ-সেবাবাসনা যখন সেবারূপ কার্যে সম্যক্‌রূপে রূপায়িত হয়, তখনই বলা যায়—সেই জীব সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইয়াছে। কিন্তু মোক্ষাদিতে তাহা হইতে পারে না। সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীব ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে এমনই তন্ময়তা লাভ করেন যে, ব্রহ্মের জ্ঞানও তাঁহার থাকে না, নিজের জ্ঞানও থাকে না; তাঁহাতে সেব্য-সেবক-ভাব এবং সেবা-বাসনাও থাকিতে পারে না। সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিতে সেব্য-সেবক-ভাব স্ফুরিত হয় বটে; কিন্তু ঐশ্বর্য-জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। গোলোকে বা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ ব্রজপরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণকে আপনজন,—আপনাদের মতনই একজন—মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান, ঈশ্বর, এই জ্ঞান তাঁহাদের থাকে না—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞানও তাঁহাদের থাকে না—সুতরাং বিকাশের পথে তাঁহাদের সেবা-বাসনা কোনওরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না, সেবাবাসনা সম্যক্‌রূপেই বিকশিত হইতে পারে। জীব যদি এই গোলোকে বা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন, তখন তাঁহার সেবাবাসনাও সম্যক্‌রূপে বিকাশ লাভ করিবে এবং সেই বাসনা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাতেও পর্যবসিত হইতে পারে। তখনই সেই জীব সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইতে পারেন। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবার বাসনার নামই প্রেম। সুতরাং এতাদৃশ প্রেম লাভ করিলেই সাধক সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইতে পারেন।

কঠোপনিষদ বলিয়াছেন, নামের কৃপায় সাধক ব্রহ্মলোকে (গোলোকে বা ব্রজে) মহীয়ান্ হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই যখন জীবের পক্ষে সর্বতোভাবে মহীয়ান্ হওয়ার একমাত্র হেতু, তখন শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, নামের কৃপায় সাধক প্রেম লাভ করিতে পারেন। এতাদৃশ প্রেম পরম-পুরুষার্থ বলিয়া তাহার সাধন নামসঙ্কীর্তনও হইবে পরম উপায়—সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্।"; কেননা, "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

এইরূপে কঠ-শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, জীবের পরমতম কাম্যবস্তু, অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থ প্রাপ্তির পক্ষে নামসঙ্কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়—স্বরূপলক্ষণেও ইহা পরম উপায় এবং তটস্থ-লক্ষণেও ইহা পরম-উপায়। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নামসঙ্কীর্তন পরম-উপায়।" ইহা হইতেছে মহাপ্রভুর এক পারমার্থিকী শিক্ষা এবং পারমার্থিক অবদান।

(১০) নামের শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তি

শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "একোবশী" হইলেও রসস্বরূপ বলিয়া তিনি প্রেমের (অর্থাৎ প্রেমভক্তির বা শুদ্ধাভক্তির) বশীভূত। "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী॥ মাঠর-শ্রুতি।" প্রেম বা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া নিজের এবং প্রেমী ভক্তেরও বশীভূত করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্রইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন-প্রিয়ঃ॥ ভা. ৯।৪।৬৩॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশীকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ভা. ৯।৪।৬৬॥—হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন, ভক্তের নিকটে আমি অস্বতন্ত্রের তুল্য। আমি হইতেছি ভক্তজন-প্রিয়। সাধু ভক্তগণ কর্তৃক আমি তাঁহাদের হৃদয়ে গ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি। সৎ-স্ত্রী সৎ-পতিকে যেমন বশীভূত করিয়া রাখেন, তদ্রূপ আমাতে নিবদ্ধহৃদয় সমদর্শী সাধুগণও ভক্তির প্রভাবে আমাকে বশীভূত করিয়া রাখেন।"

ভগবন্নাম প্রেম দান করিয়া সেই প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। অথবা, শ্রীকৃষ্ণ যেমন আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তাকর্ষক, তাঁহার অভিন্নস্বরূপ নামও কৃষ্ণপর্যন্ত সর্ব-চিত্তাকর্ষক। নামের এতাদৃশী কৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তির কথা মহাভারত হইতেও জানা যায়। বিষম বিপদে পতিত হইয়া কৃষ্ণা—দ্রৌপদী—"গোবিন্দ", "গোবিন্দ" বলিয়া উচ্চস্বরে আর্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন হস্তিনাপুরস্থিতা দ্রৌপদী হইতে বহুদূরে—দ্বারকায়। তথাপি কৃষ্ণার আকুল প্রাণের কাতর আহ্বান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিহ্বলতার ফলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"ঋণমেতৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥ হ. ভ. বি. ১১।২৩১-ধৃত মহাভারত-বচন॥—কৃষ্ণা যে দূরবাসী আমাকে আর্তকণ্ঠে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন, তাঁহার এই গোবিন্দ-ডাকই আমার প্রবৃদ্ধ—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল—ঋণ হইয়া পড়িয়াছে; ইহা আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না।" তাৎপর্য এই—"আর্তকণ্ঠে আমার 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণা আমাকে চিরকালের জন্য অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার নিকটে আমার প্রেমবশ্যতা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে।"

দুর্যোধনের রাজসভায় দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করিতেছিলেন, তখন দ্রৌপদী উল্লিখিতরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন। গোবিন্দ-নামের শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। এতাদৃশী শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তি অন্য কোনও সাধনাঙ্গের নাই।

(১১) কলৌ

মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরমউপায়।" ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, কেবল কলিযুগেই নামসঙ্কীর্তন পরম উপায়, অন্য কোনও যুগে নামসঙ্কীর্তনের এতাদৃশ মহিমা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামী ভগবান্ এবং তাঁহার মহিমা যেমন নিত্য, সকল যুগেই সমান, তদ্রূপ তাঁহার অভিন্নস্বরূপ নামের মহিমাও নিত্য, সকল যুগেই সমান। কলির যুগধর্ম নামসঙ্কীর্তন বলিয়াই বিশেষরূপে কলিযুগের কথা বলা হইয়াছে। কলিযুগে ভগবান্ কৃপা করিয়া নিজেই এই নাম গ্রহণ করাইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ২৭৩ অনুচ্ছেদে শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যদন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্ 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ইতি॥—শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা যায়, সকল যুগেই কীর্তনের সমান সামর্থ্য। কলিতে শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া এই কীর্তন গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়া তাহার প্রশংসা। অতএব কলিতে অন্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইলেও নামকীর্তনের সংযোগেই তাহা করিতে হইবে; 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ'—ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৩২-শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়।" শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে আরও লিখিয়াছেন—"অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্—'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"—ইত্যাদৌ॥—কলিতে স্বতন্ত্রভাবে নামকীর্ত্তন অত্যন্ত প্রশস্ত; 'হরের্নাম হরের্নাম"—ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যযুগের যুগধর্ম ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ, দ্বাপরের পরিচর্যা, কলির হরিকীর্তন। চারিযুগের এই চারি রকম যুগধর্মের মধ্যে কলির যুগধর্ম নামকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ; কেননা, নাম হইতেছে নামী হইতে অভিন্ন, ধ্যানাদি নামী হইতে অভিন্ন নহে। ভবব্যাধি-নিরাকরণের অমোঘতম ঔষধ হইতেছে নামসঙ্কীর্তন। কলিজীবের দেহাবেশ অত্যন্ত নিবিড়; দেহসুখ-ব্যতীত অপর কিছুই কলিজীব জানে না। কলিজীবের শক্তিও এত ক্ষীণ যে, ধ্যানাদিতে চিত্তনিবেশ তাহার পক্ষে প্রায়শঃ সম্ভব নয়; সুতরাং তাহার ভবব্যাধিও প্রায় দুশ্চিকিৎস্যতম; এজন্যই বোধ হয় কলিজীবের জন্য অমোঘতম ঔষধ নামসঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা। এজন্যই বলা হইয়াছে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বৃহন্নারদীয় পুরাণ॥ ৩৮।১২৬॥" এই শ্লোকের অর্থে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব জগতনিস্তার॥ দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার। জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥ কেবল-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় কারণ। জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম-আদি নিবারণ॥ অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার। 'নাহি নাহি নাহি' এ তিন এব-কার॥ চৈ. চ. ১।৭।১৯-২২॥"

কলিজীবের পরমসৌভাগ্য এই যে, কলির যুগধর্ম নামের কৃপায় অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিলাভ তো করিতে পারেই, পরন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামের কীর্তনে পরম-পুরুষার্থ প্রেমলাভ করিয়াও কৃতার্থ হইতে পারে। এজন্য শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন—"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ভা. ১২।৩।৫১॥—মহারাজ! কলি দোষের আকর সত্য; কিন্তু তাহার একটী মহাগুণও আছে। এই মহাগুণটী হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনের প্রভাবেই সংসারাসক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমধামে গমন করিতে পারে।" এই গুণেতে চারিযুগের মধ্যে কলিযুগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সারগ্রাহী গুণজ্ঞগণ কলিযুগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ ভাঃ. ১১।৫।৩৬॥"

বর্তমান কলির আরও বিশেষত্ব এই যে, এই কলিতে স্বয়ংভগবান্ গৌর-কৃষ্ণ নিজেই নামোপদেশ করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে স্বীয় কৃপাশক্তিও সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন।

৪। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামই প্রেমদায়ক

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎস্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। সকল ভগবৎস্বরূপেরই স্ব-স্ব নাম আছে। এই সকল অনন্ত ভগবৎস্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণই বিরাজিত বলিয়া সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নামও বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নাম, সমস্ত নামের প্রবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এবং সমস্ত ভগবন্নামের পর্যবসান শ্রীকৃষ্ণেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাম্"-ইত্যাদি ভা. ১১।১।১৪-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন; "যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নাম। তস্য সর্ব্বাবতারিত্বাদবতার-নাম্নামপি তত্রৈব পর্য্যবসানাৎ। অতএব সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণাদপি তত্তন্নামপ্রবৃত্তিঃ।" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—ব্রহ্মতত্ত্ব, সর্বব্যাপক তত্ত্ব; তিনি আবার রসস্বরূপ, মাধুর্যস্বরূপ। সুতরাং বিভিন্ন ভগবন্নামের পর্যবসান যখন তাঁহাতে হয়, তখন ব্যাপকতম এবং রসাত্মক ও মাধুর্যাত্মক অর্থেই সেই সকল নাম হয় শ্রীকৃষ্ণের বাচক; অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ তাঁহার অংশ বলিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে রসস্বরূপত্বের, মাধুর্যের এবং শক্তির আংশিক বিকাশ বলিয়া, তাঁহাদের তত্তন্নামের ব্যঞ্জনা শ্রীকৃষ্ণে প্রযুক্ত তত্তন্নামের ব্যঞ্জনার তুল্য হইবে না। যেমন, কেশব, নারায়ণ, বাসুদেবাদি বৈকুণ্ঠাধিপতির নাম হইলেও শ্রীকৃষ্ণে এ-সকল নামের যে ব্যঞ্জনা, বৈকুণ্ঠাধিপতিতে এ-সকল নামের সম্যক্‌রূপে সেই ব্যঞ্জনা নহে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের রূপ ও নাম হইতেছে তাঁহার গুণকর্মানুরূপ। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য শ্রীনন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি॥ ভা. ১০।৮।১৫॥" পূর্ণতম রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাবাচক নামসমূহও তাঁহার গুণ-কর্ম (লীলা)-অনুযায়ী, গুণ-লীলাদিই তাঁহার নামের কারণ। "তত্র ত্বখিলান্যেব ভগবন্নামকারণান্যভবন্॥ বি. পু.॥ ৪।১৫।৭॥"—শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরলীলায় তাঁহার (গুণ-লীলা) তাঁহার সমস্ত নামের কারণ হইয়াছিল।" পূর্বোল্লিখিত ভা. ১১।১।১৪-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব, দামোদর, গোবিন্দ, কেশবাদি নামও তাঁহার দ্বাপরাবতারের গুণ-লীলার অনুরূপ। "অতএব সাক্ষাচ্ছ্রী কৃষ্ণাদপি তত্তন্নামপ্রবৃত্তিঃ প্রকারান্তরেণ শ্রূয়তে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্নিতিগদ্যম্। তদিদঞ্চ বাসুদেব-দামোদর-গোবিন্দ-কেশবাদি নাম জ্ঞেয়ম্॥"

"সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাদপি তত্তন্নামপ্রবৃত্তিঃ—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সেই সেই (সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের) নামের প্রবৃত্তি"—শ্রীজীবপাদের এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের নামের প্রবর্তক (অপি-নির্দ্ধারণে॥ চৈ. চ. ২।২৪।১১৫), অর্থাৎ কোন্‌রূপ-বিশিষ্ট স্বরূপের কি নাম, অনাদিকালে শ্রীকৃষ্ণই তাহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

সমস্ত ভগবন্নামের পর্যবসান শ্রীকৃষ্ণে হইলেও রূঢ়িবৃত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন নাম ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপকেই বুঝায়। মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। রূঢ়িবৃত্তে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥ চৈ. চ. ২।২৪।৫৯॥" এইরূপ অনন্ত স্বরূপের প্রকটনের ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ভগবন্নামেরও প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল বহু নামের প্রচার॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৩॥ সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৫॥" স্কন্দপুরাণ হইতেও তাহা জানা যায়। "দান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥ রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্টা হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥ হ. ভ. বি. ১১।১৯৬-ধৃত স্কন্দপুরাণবচন॥—দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থক্ষেত্রাদি, দেবতায়, মহতে, রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞে, অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে, যে সমস্ত সর্বপাপহরা শুভা শক্তি আছে, শ্রীহরি তৎসমস্তকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় নামসমূহে স্থাপন করিয়াছেন।”

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পুলস্ত্যের একটী উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। “সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥ সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ। সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥ হ. ভ. বি. ১১।১৩৪-ধৃত প্রমাণ॥—ভগবান্ দেবদেব চক্রধারী সর্বার্থ-শক্তিসম্পন্ন; অতএব তাঁহার যে কোনও নামে যাঁহার রুচি হয়, তাঁহার পক্ষে সেই নামের কীর্তন করাই সর্বার্থবিষয়ে কর্তব্য। কেননা, এই নামসকল পরব্রহ্ম শ্রীহরিরই নাম এবং সকল নামই একার্থবোধক; সুতরাং সকল নামেই সর্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।” এই উক্তি হইতে মনে হয়—ভগবানের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মহিমা।

আবার কোনও কোনও শাস্ত্রপ্রমাণে কোনও নামের বৈশিষ্ট্যের কথাও দৃষ্ট হয়। যথা, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বৃহদ্‌বিষ্ণুসহস্র-নামস্তোত্র হইতে জানা যায়—মহাদেব ভগবতীকে বলিয়াছেন—এক রামনাম সহস্রনামের তুল্য। “রামরামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥—হে বরাননে! রামনাম বিষ্ণুসহস্রনামের তুল্য (অর্থাৎ বিষ্ণুসহস্রনাম একবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, রামনাম একবার আবৃত্তি করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়)। এজন্য আমি ‘রাম রাম রাম’ এইরূপে রামনাম কীর্তন করিয়া মনোরম রামচন্দ্রে রমণ করি (পরমানন্দ অনুভব করি)।” এই উক্তি হইতে সহস্রনাম অপেক্ষা রামনামের বৈশিষ্ট্যের—মহিমাধিক্যের—কথা জানা গেল।

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে জানা যায়, “সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ হ. ভ. বি. ১১।২৫৮ ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন॥—পবিত্র বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার (সুতরাং এক রামনামের তিনবার) আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি) একটী নামের একবার আবৃত্তি করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়।” (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধিনামৈকমপি তৎফলম্।” কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নাম হইতেছে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম)।” এই প্রমাণ হইতে রামনাম হইতেও শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথা জানা গেল।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—“শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ॥ ১১।২৫৭॥—সমস্ত ভগবন্নামের সমান মহিমা হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার-সমূহের মধ্যে কোনও কোনও নামের কোনও কোনও বিশেষত্ব আছে।” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যস্য সাম্যেঽপি কিঞ্চিৎ বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভা-সম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিৎ নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। নন্বু চিন্তমণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বেঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কিঞ্চিৎ বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্তয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারত্বেঽপি সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্ বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিতি। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈ র্ব্যাখ্যাতম্। * * *। পূর্ব্বং বহুবিধকামাপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষমাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষমাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ।”

এই টীকার সারমর্ম এইরূপ ঃ—রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অবতার) আছেন; তাঁহারা সকলেই ভগবান্; সুতরাং শ্রীরাম-নৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই ভগবত্তায় সমান; কিন্তু ভগবান্ হিসাবে সকলে সমান হইলেও “কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্”—এই প্রমাণ অনুসারে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটা বিশেষত্ব আছে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব; অপর ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে কেহই স্বয়ংভগবান্ নহেন। তদ্রূপ, শ্রীরাম-নৃসিংহাদির নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম—ভগবানের নাম হিসাবে সকল নামই সমান; এই সকল ভগবন্নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব আছে—শ্রীকৃষ্ণের নাম হইতেছে স্বয়ংভগবানের নাম; শ্রীরাম-নৃসিংহাদির নাম ভগবন্নাম বটে, কিন্তু স্বয়ংভগবানের নাম নহে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব। এইরূপ বিশেষত্ব হইতে কৃষ্ণনামের মহিমারও বিশেষত্ব আসিয়া পড়ে।

অনন্ত ভগবৎস্বরূপসমূহ হইতেছেন অখিল-রসামৃতবারিধি শ্রীকৃষ্ণেরই অনন্ত-রসবৈচিত্রীর মূর্তরূপ। তাঁহারা সকলেই নিত্য এবং স্বরূপে পূর্ণ। তথাপি শক্তিবিকাশের পার্থক্য অনুসারে তাঁহাদের পার্থক্য। শ্রীরামচন্দ্রে শক্তিসমূহের একরকম বিকাশ, শ্রীনৃসিংহে আর একরকমের বিকাশ, শ্রীনারায়ণে আর একরকমের বিকাশ; ইত্যাদি। তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই শক্তির পূর্ণতম বিকাশ নাই, আংশিক বিকাশমাত্র; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু সর্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ। এজন্য অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অংশী বলা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগন্নামের আস্পদ হইলেও রূঢ়িবৃত্তিতে কোনও নাম তন্নামক ভগবৎ-স্বরূপকেই বুঝায়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া রাম-নাম এবং ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রও অভিন্ন। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের যে মহিমা, রাম-নামেরও সেই মহিমা। এইরূপে যে-কোনও ভগবৎ-স্বরূপের যে-মহিমা, তাঁহার নামেরও সেই মহিমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই সর্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ; এজন্য তাঁহার নামেও সর্বনাম-মহিমার পূর্ণতম বিকাশ। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপে শক্তির আংশিক বিকাশ বলিয়া তাঁহাদের নামেও থাকিবে নাম-মহিমার আংশিক বিকাশ। এইরূপে দেখা যায়, অন্য ভগবৎ-স্বরূপের নামের মহিমা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমার একটী বিশেষত্ব আছে।

আবার, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার নামও স্বয়ংনাম। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই যেমন অপর সকলের পূজা হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যেও অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নাম অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের নামের উচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণের ফল পাওয়া যায়। একথাই শ্রীপাদ সনাতনের পূর্বোদ্ধৃত টীকার শেষাংশে বলা হইয়াছে। "পূর্ব্বং বহুবিধকামাপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষমাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষমাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ—সকামব্যক্তিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বাসনা; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন নামের মাহাত্ম্যের কথা (কোন্ নামের কীর্তনে কোন্ কামনা সিদ্ধ হইবে তাহা) লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্বফলসিদ্ধির নিমিত্ত নামবিশেষের (শ্রীকৃষ্ণ-নামের,[১]) মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নামের ফল দিতে পারে। অপর ভগবৎ-স্বরূপের নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের ইহাই ভেদ।" সকল নামের সমান মহিমা সত্ত্বেও ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব।

পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না [১৷১৷৭ ক(২) অনু]। ভগবত্তা-হিসাবে সকল ভগবৎ-স্বরূপ সমান হইলেও ইহা যেমন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটী বৈশিষ্ট্য, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার নাম অভিন্ন বলিয়া—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমা সমান বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনামও প্রেমদ, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের নাম প্রেমদ হইতে পারে না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ প্রেমদ নহেন। ইহাই অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের অপূর্ব বিশেষত্ব।

ভগবানের নাম-সকলের মধ্যে কৃষ্ণনামই যে শ্রেষ্ঠ, তাহার স্পষ্ট প্রমাণও শাস্ত্রোক্তিতে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ॥ হ. ভ. বি. ১১৷২৬৪-ধৃত প্রভাসপুরাণ-বাক্য॥—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) হে পরন্তপ! আমার নামসমূহের মধ্যে কৃষ্ণনামই মুখ্যতর।"

শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি ভা. ১০৷৮৷৯-শ্লোকের টীকায় উল্লিখিত

১। এই শ্লোকের পরেই সহস্রনাম অপেক্ষা রামনামের এবং রাম-নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যসূচক পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হ. ভ. বি. এ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলিই শ্রীসনাতন-টীকোক্ত দৃষ্টান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাসখণ্ডের বচন উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণবতোষণীকার বলিয়াছেন—"যস্যাস্য যশ্চ প্রথমাক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধম্।—এই কৃষ্ণনামের প্রথম অক্ষরটীও মহামন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ।"

পরমপুরুষার্থ-প্রেমপ্রদ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণনামের এতাদৃশ সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীলহরিদাসঠাকুরের নিকটে ভগবতীও কৃষ্ণনামের প্রেমদাতৃত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "মুক্তিহেতুক 'তারক' হয় রামনাম। কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে—করে প্রেমদান॥ চৈ. চ. ৩৩।২৪৪॥" শ্রীপাদ রূপগোস্বামি-সঙ্কলিত "মথুরা-মাহাত্ম্য"-নামক গ্রন্থে পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড-কথিত "তারক" ও "পারক"-এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয়। "শ্রীকৃষ্ণমহিমা সর্ব্বশ্চিচ্ছক্তে র্য প্রবর্ত্ততে॥ তারকং পারকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ। তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ॥ * *॥ দ্বিবিধা প্রেমভক্তিস্ত শ্রুতা দৃষ্টা তথৈব চ॥ অশ্রুপাতঃ ক্বচিন্নৃত্যং ক্বচিৎ প্রেমাতিবিহ্বলম্। ক্বচিত্তস্য মহামূর্চ্ছা মদ্‌গুণো গীয়তে ক্বচিৎ॥—মথুরামাহাত্ম্যধৃত পদ্মপাতালখণ্ড-প্রমাণ॥ শ্রীমৎ পুরীদাসমহাশয়-সংস্করণ। ১৩৫৩ সন॥ ৮ম পৃষ্ঠা॥" এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—"তারক"-শব্দের অর্থ "মুক্তিপ্রদ", আর "পারক"-শব্দের অর্থ "প্রেমভক্তিপ্রদ"। প্রেমভক্তির উদয়ে অশ্রুপাত, নৃত্য, প্রেমাতিবিহ্বলতা, মহামূর্চ্ছা ও ভগবদ্‌গুণগানাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতেও শ্রীকৃষ্ণনামের পূর্বোল্লিখিতরূপ পরম-বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। নামকীর্তনের মহিমার কথা বর্ণন করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ২৭৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"তথা তত্র শ্রীভাগবতস্থিত-নামাদিকীর্ত্তনন্তু পূর্ব্ববদন্যদীয়-নামাদিকীর্ত্তনাদধিকং জ্ঞেয়ম্। কলৌ তু প্রশস্তং তৎ। 'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥' ভা. ১।৩।৪৫॥" তাৎপর্য :—শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল নামাদি (নাম-রূপ-গুণাদি) বিদ্যমান, সে-সকল নামাদির কীর্তন কিন্তু অন্য শাস্ত্রে-(শ্রীমদ্‌ভাগবতব্যতীত অন্য শাস্ত্র)-কথিত অন্যান্য নামাদির কীর্তন হইতে অধিক (অধিক ফলপ্রদ); সে-সমস্ত নামের কীর্তনই কলিযুগে প্রশস্ত। কেননা, শ্রীসূতগোস্বামী, মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় শ্রীশুকদেব-মুখোদ্‌গীর্ণ শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথা-শ্রবণ করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তদনুসারে, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে বলিয়াছেন—'ধর্মজ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যলীলা-ধামে (অপ্রকট গোলোকে) চলিয়া গেলে কলিতে নষ্টদৃষ্টি লোকদিগের কল্যাণার্থ এই শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ পুরাণসূর্য অধুনা উদিত হইয়াছেন।' এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র চ ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্রেতি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিতি চানুস্মৃত্য পরমপ্রকৃষ্টতয়াঽবগতে। ভগবদ্ধর্ম্ম-ভগবজ্‌জ্ঞানাদিরপি সহ স্বধামোপগতে সতি।" অর্থাৎ 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ'-ইত্যাদি ভা. ১।১।২-শ্লোকে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবারূপ যে পরম-ধর্মের কথা—যাহাতে কৃষ্ণসুখ-বাসনাব্যতীত অন্য কিছুর—ধর্ম-অর্থ-কাম এমন কি পঞ্চবিধা মুক্তির—বাসনাও থাকিবে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পরম ধর্মের কথা—বলা হইয়াছে, 'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে'-ইত্যাদি ভা. ১।৩।৪৫-শ্লোকে কথিত ধর্ম হইতেছে সেই পরম ধর্ম। ইহা হইতেছে জীবের সাধ্য ধর্ম। আর 'নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুত-ভাববর্জিত'-ইত্যাদি ভা. ১।৫।১২-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীবপাদ সাধন-ধর্মের কথা বলিয়াছেন—শুদ্ধাভক্তির কথা। শ্লোকোক্ত জ্ঞানাদি-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'ভগবদ্ধর্ম্ম-ভগবজ্‌জ্ঞানাদি। এ-স্থলে পূর্বোক্তি অনুসারে 'ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞান' হইতেছে পূর্বোল্লিখিত পরমধর্মের জ্ঞান এবং 'ভগবজ্‌জ্ঞানাদি' হইতেছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব (কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্—এই) জ্ঞান, তাঁহার-নাম-গুণ-রূপ-লীলাদির রহস্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানাদি। এতাদৃশ ধর্ম-জ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিয়াছেন; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে তিনি তাদৃশ ধর্ম-জ্ঞানাদি লোককে শিক্ষা দিয়াছেন; তাঁহার অন্তর্ধানে তাঁহার পক্ষে সাক্ষাদ্‌ভাবে তাদৃশ ধর্ম-জ্ঞানাদির শিক্ষা দান সম্ভব হইবে না। এই অবস্থায় কলির জীবের কি গতি হইবে (শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই কলির প্রবৃত্তি হইয়াছে)? এই প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—'কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"—কলির জীব নষ্টদৃষ্টি। লোকের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গেলে লোক কিছুই দেখিতে পায় না; তখন সেই লোক হাতড়াইয়া কোনও জিনিস ধরিয়া সেই জিনিসের স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সকল সময়ে স্বরূপ জানিতে পারে না, অনেক সময় স্বরূপ-সম্বন্ধে বিকৃত জ্ঞানও তাহার জন্মে। তখন তাহার অবস্থা হয়—গাঢ়-মেঘাচ্ছন্ন-আকাশবিশিষ্টা অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন গভীর বনদেশে অবস্থিত লোকের ন্যায়। সূর্য উদিত হইলে এবং নির্মল মধ্যাহ্ন-গগনে অবস্থিত থাকিয়া কিরণ বিস্তার করিলেই বনমধ্যস্থ লোক বনের স্বরূপ দেখিতে পায়; রাত্রিকালে দীপাদির আলোকে তাহা দেখিতে পায় না। কলির জীবের অবস্থাও তদ্রূপ। অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিতেছে; অনাদিকাল হইতে ভগবজ্‌জ্ঞান তো তাহার নাই-ই, জীবমায়ার প্রভাবে নিজের স্বরূপসম্বন্ধেও কখনও তাহার কোনওরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কলিযুগে জীবের এই দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত নিবিড়, দেহ-দৈহিক সুখের জন্যই কলির জীব সর্বপ্রকারে যত্নশীল; পূর্বোল্লিখিত পরম ধর্ম এবং শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আভাসও তাহার চিত্তে কখনও জাগ্রত হয় না। এ-সব পরমার্থ-বিষয়ে কলির জীব সর্বতোভাবে 'নষ্টদৃষ্টি'। নির্মল মধ্যাহ্নাকাশে অবস্থিত সূর্যের ন্যায় পরমার্থ-জ্ঞান-প্রকাশক কোনও বস্তুই পরমার্থ-বিষয়ে তাহার দৃষ্টি খুলিয়া দিতে পারে। শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—নষ্টদৃষ্টি কলিজীবের পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরেও তাদৃশ পরমার্থ-জ্ঞান-প্রকাশক বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে—শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণরূপ সূর্য্য; এই পুরাণের প্রভাব হইতেছে নির্মল-মধ্যাহ্ন-গগনে দেদীপ্যমান মার্তণ্ডের প্রভাবের তুল্য; তাহার তুলনায় অন্যান্য শাস্ত্র হইতেছে ক্ষুদ্র দীপতুল্য। "ইদং পুরাণমেবার্কঃ। নতু শাস্ত্রান্তরবদ্দীপস্থানীয়ম্॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥" কেননা, শ্রীমদ্‌ভাগবতব্যতীত অন্য কোনও শাস্ত্রেই পূর্বোল্লিখিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমধর্মাদির কথা বলা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত 'তাদৃশধর্ম্মজ্ঞান-প্রকাশনাৎ তৎপ্রতিনিধিরূপেণা-বির্বভূব। অর্কবৎ তৎপ্রেরিততয়ৈব ইতি ভাবঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥"—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে ধর্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণও সেইভাবে ধর্মজ্ঞান প্রকাশ করেন বলিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত। এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন সূর্যের ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত।

উল্লিখিত আলোচনার সারমর্ম হইতেছে এই যে—কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতরূপেই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতেছে বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি—সূর্যকিরণের দ্বারা জগতের অন্ধকার দূরীভূত হইলেও এই অন্ধকার দূরীকরণ যেমন বস্তুতঃ সূর্যেরই কার্য, তদ্রূপ। অন্য কোনও শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি স্থানীয় নহে—সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্ররূপেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত নহেন। অন্য কোনও শাস্ত্রের মহিমাও শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমার তুল্য নহে; শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। "কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ভা. ১।১।২ ॥"—যাঁহারা কৃতি (অর্থাৎ পূর্বজন্মের ভক্তিসম্পত্তি যাঁহাদের আছে), শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ইচ্ছা জন্মিবা-মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্তে অবরুদ্ধ হয়েন, অন্য কোনও শাস্ত্রের এতাদৃশ প্রভাব নাই।

এক্ষণে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইবে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে কেন বলিয়াছেন—"শ্রীভাগবতস্থিত-নামাদিকীর্ত্তনন্তু পূর্ববদন্যদীয়নামাদিকীর্ত্তনাদধিকং জ্ঞেয়ম্।—শ্রীমদ্-ভাগবতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল নামাদি বিদ্যমান, তাহাদের কীর্ত্তন অন্য শাস্ত্রকথিত অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের নামাদির কীর্তন অপেক্ষা অধিক—অধিক ফলপ্রদ। কেননা, শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত নামাদি হইতেছে বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এবং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-বাচক; যেমন, হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব, কেশব, নন্দ-নন্দন, গোপাল, গোবর্ধনধর, গোপিকাসুত, গোপিকানন্দন ইত্যাদি।

শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-বাচক নামাদির কীর্তনে অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের নামাদির কীর্তন অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। এই অধিক ফল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম—যে প্রেম-প্রাপ্তির ফলে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা পাওয়া যায়। অন্য ভগবৎস্বরূপের নামাদির কীর্তনে প্রেম পাওয়া যায় না; যেমন, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সহস্র নামের তুল্য রামনামও "তারক—মুক্তিদায়ক", কিন্তু "পারক—প্রেমদায়ক" নহে।

এইরূপে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর প্রমাণমূলক এবং শাস্ত্রযুক্তিমূলক ভক্তিসন্দর্ভ-বাক্য হইতেও জানা গেল—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামাদির কীর্তনেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম লাভ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক। বহুনাম-প্রসঙ্গ

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে তাঁহার শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার অনেক নাম প্রকটিত করিয়াছেন এবং সে-সকল নামে তাঁহার সমস্ত শক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছেন ("নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা"), ইহার তাৎপর্য কি? মহাপ্রভুর এই কথার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা-বাচক বহুনাম প্রকটিত করিয়াছেন এবং সে-সকল নামে তাঁহার সর্বশক্তি—প্রেমদানের শক্তিও—অর্পণ করিয়াছেন। একথা বলার হেতু এই যে, "নাম্নামকারি"-ইত্যাদি-শ্লোকের পরেই প্রভু "তৃণাদপি"-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন—তৃণাদপি-শ্লোকের মর্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটিত বহুনামের যে কোনও নাম কীর্তন করিলেই প্রেম পাওয়া যাইতে পারে। যথাবিহিতভাবে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনেই প্রেম লাভ হয়, অন্য ভগবৎ-স্বরূপের নামকীর্তনে তাহা হয় না; সুতরাং "নাম্নামকারি"-শ্লোকে কথিত বহুনামও যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-বাচক বহু নামই, তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়।

খ। উপসংহার

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামই প্রেমপ্রদ, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের নামে মুক্তিলাভ হইতে পারে, কিন্তু প্রেমলাভ হয় না। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনের উপদেশ দিয়াছেন। "অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ চৈ. চ. ৩।৭।১২১॥"; "নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে। আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥ চৈ. চ. ২।২৫।১৫১-৫২॥ (সুবুদ্ধিরায়ের প্রতি উপদেশ)"; "অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে॥ চৈ. চ. ৩।৬।১৩৫॥ (রঘুনাথ দাসের প্রতি উপদেশ)।"; "সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ নাম-সঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ। সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥ সঙ্কীর্ত্তন হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥ কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ চৈ. চ. ৩।২০।৮-১১॥"

৫। কিরূপে নামগ্রহণ করিলে প্রেম-লাভ হইতে পারে

যে-কোনও রূপে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই নিরপরাধ ব্যক্তির মুক্তি পর্যন্ত লাভ হইতে পারে। কিন্তু যে কোনও প্রকারে নামকীর্তন করিলে প্রেম লাভ হয় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৬॥" কিরূপে নাম গ্রহণ করিলে প্রেমের উদয় হইতে পারে, প্রভু তাঁহা বলিয়াছেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, নিজে সম্মান লাভের অভিলাষ না করিয়া এবং অপর সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্বদা হরিকীর্তন করিবে।”

নবদ্বীপে ভক্তবৃন্দের নিকটে মহাপ্রভু এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—“তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম। আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥ তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে। ভর্ৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥ কাটিলেহো তরু যেন কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥ এই মত বৈষ্ণব কা'রে কিছু না মাগিব। অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব॥ সদা নাম লইব যথালাভেতে সন্তোষ। এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৩-২৭॥”

আবার, নীলাচলে স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের নিকটে প্রভু বলিয়াছেন—“উত্তম হঞা আপনাকে মানে ‘তৃণাধম।’ দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥ বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥ যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥ উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥ এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥ চৈ.চ. ৩।২০।১৭-২২॥” ঘর্ম্ম—রৌদ্র।

ইহা হইতেছে জীবের প্রতি মহাপ্রভুর এক পারমার্থিকী শিক্ষা এবং অপূর্ব পারমার্থিক অবদান।

এক্ষণে শ্লোকোক্ত কথাগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

ক। “তৃণাদপি”-শ্লোকের আলোচনা

তৃণাদপি সুনীচেন। মহাপ্রভু ইহার তাৎপর্যে বলিয়াছেন—“তৃণ হৈতে নীচ হইয়া সদা লবে নাম॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৩॥, উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৭॥” ধনে, জনে, কুলে, মানে, বিদ্যায়, ভক্তিতে—সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও সাধক নিজেকে সর্বাপেক্ষা—তৃণ অপেক্ষাও—হীন মনে করিবেন।

“তৃণ অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থ; কিন্তু সেই তৃণও গবাদির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে; গৃহাদি-নির্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও অনেক উপকার করিতেছে; দরিদ্র ভক্ত তৃণাদি দ্বারা শ্রীবিগ্রহের মন্দিরাদি নির্মাণ করেন; শাকাদি রূপেও কোনও কোনও তৃণ লোকের আহার যোগায় এবং ভক্ত-নিবেদিত ভগবন্নৈবেদ্যের অঙ্গ হয়; এইরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে তৃণদ্বারা লোকের উপকার এবং ভগবৎ-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে; কিন্তু আমাদ্বারা কাহারও কোনও উপকারই সাধিত হইতেছে না, ভগবৎ-সেবারও কোনরূপ আনুকূল্য হইতেছে না; সুতরাং আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম; আমার মত অধম আর কেহ নাই। আমি মনে করি, আমি পরের উপকার করিতেছি; কিন্তু তাহা কেবল আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজোগুণোদ্ভূত অভিমান মাত্র ; রজোগুণের উচ্ছ্বাসে অপরের জন্য আমি যাহা কিছু করি, তাহা সেই অপরের চিত্তেও রজোগুণ সঞ্চারিত করিয়া বস্তুতঃ তাহার অনিষ্টই করিয়া থাকে ; তৃণের দ্বারা এ-জাতীয় অনিষ্ট হইতে পারে না। আবার, তৃণের দেহ সাধন-ভজনের উপযোগী নহে, সাধন-ভজনের অনুকূল শক্তিও তৃণের মধ্যে বিকশিত নাই ; সুতরাং তৃণ সাধন-ভজন করিতে পারে না, করেও না ; ইহা তাহার পক্ষে দোষের নহে ; কিন্তু ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে সাধন-ভজনের অনুকূল নরদেহ দিয়াছেন, সাধন-ভজনের অনুকূল শক্তিও দিয়াছেন। আমি সাধন-ভজন করিতেছি না, বরং সাধন-ভজনের জন্য ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে যে শক্তি দিয়াছেন, সেই শক্তিকেও আমি আমার দেহসুখের অনুকূল বস্তুর সংগ্রহে নিয়োজিত করিয়া ভগবানের কৃপার অমর্যাদা করিতেছি, নিজেও অধিকতররূপে কর্মপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি—যাহা তৃণ করে না, সামর্থ্যের অভাবে তৃণ তাহা করিতে পারে না। এই বিষয়েও আমি তৃণাদি হইতে অধম।”—ইত্যাদি ভাবিয়া, বিচার করিলে সাধক বুঝিতে পারিবেন, তত্ত্বতঃ তিনি তৃণ অপেক্ষাও হেয়। অবশ্য এ-সকল কথা কেবল মুখে বলিলেই চলিবে না—যে পর্যন্ত সাধকের চিত্তে এইরূপ ভাবের অনুভূতি না হয়, যে-পর্যন্ত মনে-প্রাণে তিনি নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় বলিয়া অনুভব না করিবেন, সেই পর্যন্ত তাঁহার “তৃণাদপি সুনীচ”-ভাব সিদ্ধ হইবে না।

তরোরিব সহিষ্ণুনা। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে। ভর্ৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥ কাটিলেহো তরু যেন কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥ এই মত বৈষ্ণব কা’রে কিছু না মাগিবে। অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইবে॥ সদা নাম লইব যথালাভেতে সন্তোষ। এই ত আচার করে, ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৪-২৭॥ দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥ বৃক্ষে যেন কাটিলেহো কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥ যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৭-২০॥” এ-সমস্ত উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই :—বৃক্ষের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সাধক সর্ববিষয়ে সহিষ্ণু হইবেন এবং সর্বতোভাবে অন্যাপেক্ষা ত্যাগ করিবেন এবং যথাসাধ্য পরের উপকার করিবেন—যিনি সাধকের অপকার করেন, সাধক যথাসাধ্য তাঁহারও উপকার করিবেন। যত দুঃখ বিপদ আসুক না কেন, সাধক অবিচলিত চিত্তে অম্লানবদনে, নিজের কৃতকর্মের ফল মনে করিয়া, তাহা সহ্য করিবেন ; দুঃখ-বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না। সকল অবস্থাতেই সাধক সন্তুষ্ট থাকিবেন। আহারাদি-বিষয়েও যখন যাহা জুটে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ; অপর কিছু না জুটে, শাক-পত্রাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন ; কখনও অন্য লোকের নিকটে ভিক্ষার্থী হইবেন না। অপরে তাড়ন-ভর্ৎসন করিলেও তাহাকে কিছু বলিবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, তাহার প্রতি রুষ্টও হইবেন না, বরং প্রয়োজন হইলে তাহারও যথাসাধ্য উপকার করিবেন।

অমানিনা। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।" নিরভিমান=অভিমানহীনতা। জীবের স্বরূপগত অভিমান হইতেছে—"আমি কৃষ্ণদাস।" স্বরূপগত বলিয়া ইহা দোষের নহে। কিন্তু অনাদিবহির্মুখ জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া থাকে; তাহার ফলে দেহসম্বন্ধি বস্তুবিষয়ে তাহার নানারকম অভিমান জন্মে—ধন, জন, পাণ্ডিত্য, জাতি, কুল, রূপ, উচ্চপদে অধিষ্ঠান, বল, বুদ্ধি-ইত্যাদির অভিমান। এই-সমস্ত অভিমানই মায়া হইতে জাত, আগন্তুক অভিমান। এই সমস্ত অভিমান হইতেছে জীবের বাস্তবিক অধঃপতনের হেতু। দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ এই সকল অভিমানের উদ্ভব; দেহেতে আত্মবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন এই সকল অভিমানও থাকিবে, ততদিন জীবের স্বরূপগত "কৃষ্ণদাস-অভিমান" মনে জাগ্রতও হইবে না, পরমার্থের পথের দিকেও মন যাইবে না। ততদিন পর্যন্ত মন ধাবিত হইবে বিষয়ভোগের দিকে, বিদ্যা-কুলাদির বলে অপরের নিকট হইতে মান-সম্মান-প্রাপ্তির দিকে; কিন্তু তাহা হইবে বহির্মুখতার বর্ধক—নিবিড়তা-সাধক, সংসার-বন্ধনের দৃঢ়তা-জনক এবং সর্বোপরি ভগবদুন্মুখতার বলবান্ প্রতিবন্ধক। আবার, শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতেও, দেহাত্মবুদ্ধি-বশতঃ এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনা জাগিতে পারে—অর্থাৎ ভক্তিলতার অঙ্গে পরগাছা-রূপ উপশাখা জন্মিতে পারে; তাহাতে মূলভক্তিলতাই বিশুষ্ক হইয়া পড়িতে পারে। শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠানেও দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা অভিমান জন্মিতে পারে—"আমি ভক্ত, আমি খুব সাধনভজন করি, এমন সাধনভজন অপরের মধ্যে বড় দেখা যায় না, আমিই গুরু হওয়ার যোগ্যব্যক্তি"-ইত্যাদি সর্বনাশকর অভিমান জন্মিতে পারে।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—সাধককে নিরভিমান হইতে হইবে; সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা উত্তম হইলেও সাধক মনে করিবেন—"আমি সর্বাপেক্ষা হীন; সুতরাং আমি কাহারও সম্মানের যোগ্য নহি।" ইহাই "অমানী"-শব্দের তাৎপর্য।

মানদেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান।", "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।" সাধক নিজে সর্ববিষয়ে সর্বোত্তম হইয়াও কখনও নিজেকে কাহারও সম্মানের যোগ্য মনে করিবেন না; কিন্তু তিনি নিজে জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিবেন; কেননা, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন, প্রত্যেক জীবের দেহই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমন্দিরতুল্য; শ্রীমন্দির অবশ্যই সম্মানার্হ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ মর্মের উক্তি দৃষ্ট হয়। "অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ। সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ॥ ভা. ৬।৪।১৩—সকল ভূতের (জীবের) দেহাভ্যন্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মারূপে ভগবান্ হরি বিরাজিত; অতএব সকল ভূতকেই ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান বলিয়া অবলোকন করা কর্তব্য, কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ কর্তব্য নহে। এইরূপ করিলেই তোমাদের প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—"বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্। প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ভা. ১১।২৯।১৬॥—(ইনি মহান্ হইয়াও অতি নীচকে প্রণাম করিতেছেন-এইরূপ ভাবিয়া) যে সমস্ত স্বজন তোমাকে উপহাস করে, তাহাদিগকে এবং দৈহিকী দৃষ্টি এবং তজ্জন্য লজ্জা (অর্থাৎ 'আমি উত্তম, আর এইটী অতিনীচ, কিরূপে আমার প্রণম্য হইতে পারে—নিজের দেহ-সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্টি এবং দৃষ্টির ফলে উদ্ভূতা লজ্জাকে) বিসর্জন করিয়া, (সকলের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান মনে করিয়া) কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও খর পর্যন্ত সকল জীবকে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা সর্ব্বান্ প্রণমেৎ।" শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"শ্ব-চাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ।" এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"স্ময়মানান্ অহো মহানপ্যয়মতিনীচং প্রণমতীতি হসতঃ স্বাং সখীন্। তথা দৈহিকং দৃশং অহমুত্তমঃ অয়ন্তু নীচঃ কথং মে নমস্য ইতি দৃষ্টিং তয়া দৃশা যা ব্রীড়া লজ্জা তাং বিসৃজ্য শ্বচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ॥"। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ ভা. ৩।২৯।৩৪॥—ভগবান্ ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যেই প্রবিষ্ট আছেন বলিয়া মনের দ্বারা বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সকল প্রাণীকেই প্রণাম করিবে।" এ-স্থলে "ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টঃ"—এই বাক্যের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যেত্যর্থঃ।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জীবকলয়া তদন্তর্য্যামিতয়েত্যর্থঃ॥" এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"জীবরূপা যা কলা, তয়া সহ।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—স্থাবর-জঙ্গম সকল জীবের মধ্যেই (অর্থাৎ সকল জীবের দেহেই) অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত; সুতরাং জীব-মাত্রেই (অর্থাৎ জীবমাত্রের দেহই) হইতেছে ভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য—সুতরাং সকলেরই, বিশেষতঃ সাধকের, সম্মানার্হ, নমস্য। লৌকিক বা সামাজিক দৃষ্টিতে কোনও জীব নীচ হইলেও সাধকের নিকটে নমস্য; কারণ, তাহার মধ্যেও ভগবান্ বিরাজিত। শ্রীমন্দির সংস্কারবিহীন, ভগ্ন, বিকৃত, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন হইলেও, মণিরত্নখচিত প্রস্তর-নির্মিতই হউক, অথবা তৃণ-খড়-কূটাদ্বারা নির্মিতই হউক, তাহা যেমন ভক্তের নমস্য, তদ্রূপ জীবমাত্রই ভক্তের নমস্য। দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া জীবমাত্রকে প্রণাম করার উপদেশই শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন। তাহাও কেবল, দেহখানিকে দণ্ডবৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া নহে, মনেও অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রণিপাতের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।"

আলোচ্য "তৃণাদপি"-শ্লোকে যে ভাবে হরিনাম করিলে প্রেমের উদয় হইতে পারে বলা হইল, সেই ভাবটী মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সহজলভ্য নহে। "তৃণাদপি সুনীচ"-ইত্যাদি হইয়া তারপরে নামকীর্তন করিব"—এইরূপ কথাও "সাঁতার শিখিয়া জলে নামিব"কথার-ন্যায় নিরর্থক। এই ভাবটী পাওয়ার নিমিত্ত শ্রীভগবানের চরণে এবং শ্রীনামের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া মনে-প্রাণে শ্রীনামের শরণাগত হইয়া নিরন্তর শ্রীনাম গ্রহণ করিলে, নামেরই কৃপায় সাধকের চিত্তে "তৃণাদপি"-শ্লোক-কথিত ভাব জন্মিতে পারে; তখনই নাম গ্রহণের ফলে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, তৎপূর্বে নহে।

প্রেমোদয়ের ক্রম-সম্বন্ধে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন,—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, সাধনভক্তির ফলে অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রবণকীর্তনাদিতে রুচি, রুচি হইতে শ্রবণকীর্তনাদিতে আসক্তি, আসক্তি হইতে চিত্তে প্রেমাঙ্কুর জন্মে, প্রেমাঙ্কুর গাঢ় হইলে তাহাই প্রেমনামে অভিহিত হয়। চৈ. চ. ২।২৩।৫-৯॥ এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে আসক্তি জন্মিলেই চিত্তে প্রেমাঙ্কুরের আবির্ভাব হয়। ইহাতে মনে হয়, শ্রবণকীর্তনাদিতে আসক্তি জন্মিলে অভিমানাদি-জনিত অন্যাবেশ দূর হয় এবং তখনই "তৃণাদপি"-শ্লোককথিত ভাবসমূহ সাধকের মধ্যে প্রকটিত হয় এবং তাহার পরে প্রেমের উদয় হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত দেহেতে আবেশ থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও না কোনওরূপ আগন্তুক অভিমান থাকিবেই। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনওরূপ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেহই তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী এবং মানদ হইতে পারে না। "তৃণাদপি"-শ্লোকের সারমর্ম হইতেছে অভিমানত্যাগ।

মানদত্ব হইতেছে অমানিত্বেরই ফল। যিনি নিজেকে কাহারও সম্মানের যোগ্য মনে করেন না—সুতরাং নিজেকে সকল হইতে হীন এবং অন্য সকলকে নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন—তিনিই অন্য সকলকে সম্মান করিতে পারেন। চিত্তের এইরূপ অবস্থা জন্মিবার পূর্বপর্যন্ত—"সকলের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, সুতরাং সকলই পূজ্য"—এইরূপ বুদ্ধি পোষণ করিয়া সকলকে প্রণাম করিতে পারিলে অভিমান দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৬। রসতত্ত্ব

রসতত্ত্বের প্রকটন হইতেছে মহাপ্রভুর এক অপূর্ব অবদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরব্রহ্মের দ্বিবিধ মহিমা—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনন্ত। তাঁহার মহিমার অভিব্যক্তি মুখ্যতঃ দুইরূপে—ঐশ্বর্যরূপে এবং মাধুর্যরূপে। ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তিতে তিনি পরম ঈশ্বর, অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা এবং অধীশ্বর। মাধুর্যের অভিব্যক্তিতে তিনি রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ, রসঘনঃ, সর্ব্বরসঃ।

ক। ঐশ্বর্য

শ্রীচৈতন্যপূর্ব বেদান্তাচার্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ পরব্রহ্মের ঐশ্বর্যের দিক্‌টাই বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, "জন্মাদ্যস্য যতঃ।"; জীব-জগতের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ-বিষয়েও তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামি-প্রভৃতির প্রতি শিক্ষাদানের ব্যপদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুও পরব্রহ্মের ঐশ্বর্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। "অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥" তিনিই নির্বিশষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। তাঁহার অনন্তশক্তি; তন্মধ্যে তিনটী প্রধান—চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধামের নাম কৃষ্ণলোক, তাহার ত্রিবিধত্বে স্থিতি—দ্বারকা, মথুরা এবং গোলোক। মহিমায় গোলোক সর্বোপরি। তাহার নীচে পরব্যোম; এই পরব্যোমে চতুর্ভুজ নারায়ণাদি অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের ধাম বিরাজিত। পরব্যোমের নীচে নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক—নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ সিদ্ধলোকে অবস্থান করেন। তাহার বাহিরে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণার্ণব বা বিরজা—মায়া যাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। বিরজার বাহিরে অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড—"জগল্লক্ষ্মী রাখি যাঁহা রহে মায়া দাসী।" শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সাহচর্যে সৃষ্টিলীলা করেন এবং স্বীয় অনাদিসিদ্ধ পরিকরদের সহিত চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার সাহচর্যে তাঁহার নিজ ধাম গোলোকে নানাবিধ অন্তরঙ্গা লীলা করিয়া থাকেন॥ বাসুদেবরূপে দ্বারকা-মথুরায় এবং নারায়ণাদিরূপে পরব্যোমেও লীলা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ধামসমূহ তাঁহারই স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষ—সুতরাং অপ্রাকৃত চিন্ময়; ভগবদ্ধামে বহিরঙ্গা মায়ার গতি নাই। এই সমস্ত বিবরণ দিয়া সূত্রাকারে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বরূপ-শক্তি-রূপে তাঁর হয় অবস্থান॥ স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হইয়া বিস্তার। অনন্ত-বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥ স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ—জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ চৈ. চ. ২।২২।৫-৭॥ ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম। পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে—পূর্ণতর পূর্ণ॥ এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্। আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর পূর্ণ নাম॥ চৈ. চ. ২।২০।৩৩২-৩৩॥ চিচ্ছক্তি-বিভুতি ধাম—'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য'-নাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়িক বিভূতি—'একপাদ' অভিধান॥ চৈ. চ. ২।২১।৪১॥" "অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥"—এই বাক্যে মহাপ্রভু জানাইলেন—এক শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত; অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপেও (স্বাংশরূপেও) তিনি, আবার শক্তিরূপে—চিচ্ছক্তির বিভূতিরূপ অনন্তভগবদ্ধাম-রূপে এবং মায়াশক্তির বিভূতিরূপ অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপে এবং জীবশক্তিরূপ অনন্তকোটি জীবরূপেও তিনিই বিদ্যমান। তাঁহা ব্যতীত বস্তুতঃ কোথাও কিছু নাই—সুতরাং তিনিই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই বলা হইয়াছে—শক্তিরূপেও তিনিই বিরাজিত।

(১) ব্রহ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধ

মহাপ্রভুর এই উক্তিতে ব্রহ্মের সহিত কেবল জীবজগতের মাত্র নহে, পরন্তু জীব, জগৎ, ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-পরিকরাদি সমস্তের সহিতই পরব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে। জীব-জগদাদি সমস্তই তাঁহার শক্তি বলিয়া এই সম্বন্ধটী যে শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ, তাহাই প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন। শ্রীচৈতন্যপূর্ব বেদান্তচার্যগণ ব্রহ্মের সহিত কেবল জীব-জগতের সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন; তাঁহাদের এই সম্বন্ধটী ব্যাপক নহে; মহাপ্রভু যে-সম্বন্ধের কথা বলিলেন, তাহা হইতেছে অত্যন্ত ব্যাপক—জীব, জগৎ, ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-পরিকরাদি সকলের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধের কথাই প্রভু বলিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধ হইতেছে শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধ।

(২) অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

এই শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধের স্বরূপ কি, জীবের স্বরূপকথন-প্রসঙ্গে প্রভু তাহা জানাইয়াছেন। "জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥ চৈ. চ. ২।২০।১০১॥" শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, তাহাই প্রভু এ-স্থলে জানাইলেন। মহাপ্রভুর এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়াই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দার্শনিক বিচারে "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ" স্থাপন করিয়াছেন।

শঙ্করপূর্ব আচার্যগণ জীব-জগতের সহিত পরব্রহ্মের কোনও একরকম ভেদাভেদ-বাদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই ভেদাভেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বলেন নাই। শঙ্কর-পরবর্তী শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদের কথা এবং শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদের কথা বলিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন, উল্লিখিত দুইরকমের ভেদাভেদ-বাদেই শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রীজীবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদে শ্রুতির সহিত কোনও বিরোধই থাকে না।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদটী হইতেছে এই। শক্তি ও শক্তিমান্—যেমন কস্তূরীর গন্ধ ও কস্তূরী, অগ্নির দাহিকাশক্তি ও অগ্নি—বস্তুগতভাবে এক, অভিন্ন; তথাপি শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্—ভিন্ন—অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। যেমন, যেখানে দৃশ্যমানভাবে কস্তূরী নাই, সেখানেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কস্তূরীর গন্ধ অনুভূত হয়। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়েই দৃষ্ট হয় এবং এই ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান। এই সম্বন্ধের অচিন্ত্য-ধর্মবশতঃই ইহা সম্ভব। এজন্য ইহাকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ বলা হয়। এ-স্থলে "অচিন্ত্য" হইতেছে—সমাধানের অযোগ্য, ইংরেজীতে inexplicable. মিশ্রি কেন মিষ্ট, যবক্ষার কেন তিক্ত—ইহা যেমন নির্ণয় করা যায় না, তদ্রূপ। (এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বাঁধান তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য)।

এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সমগ্র উত্তর ভারতের, বিশেষরূপে বাঙ্গালার, একটী গৌরবের বস্তু। বৈদান্তিক মতবাদ যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জন্মস্থানই দক্ষিণ ভারতে। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের প্রবর্তক উত্তর ভারতের—বাঙ্গালার—লোক।

পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেল, পরব্রহ্মের ঐশ্বর্যাত্মক মহিমার কথাও মহাপ্রভু বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। পরব্রহ্মের ধাম-পরিকরাদির কথা মহাপ্রভু যেমন ভাবে বলিয়াছেন, তেমন বিস্তৃত ভাবে পূর্বে কেহ বলেন নাই।

খ। মাধুর্য

(১) পরব্রহ্ম রসস্বরূপ

ঐশ্বর্য হইতেছে পরব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ—যাহা কার্য দ্বারা জানা যায়। তাঁহার স্বরূপলক্ষণ হইতেছে মাধুর্য। মাধুর্যব্যঞ্জক শব্দেই শ্রুতি পরব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন—পরব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, রসস্বরূপ। আনন্দ ও রস এই দুইটী শব্দই মাধুর্যব্যঞ্জক; "আনন্দ"-শব্দ অপেক্ষা "রস"-শব্দেই অপূর্ব এবং অনির্বচনীয় মাধুর্যের ব্যঞ্জনা। কেননা, অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ বা সুখকেই রস বলা হয়। স্বরূপলক্ষণে পরব্রহ্ম হইতেছেন অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়-আনন্দ—রস। এজন্য শ্রুতি তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন।

(২) রস-স্বরূপত্বের দুইটী বৈচিত্রী—আস্বাদ্যত্ব এবং রসাস্বাদকত্ব

"রসো বৈ সঃ"—পরব্রহ্ম রসস্বরূপ। "রস"-শব্দের দুইটী অর্থ, উভয়ই মুখ্যার্থ। "রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ"—যাহা আস্বাদন করা যায়, যাহা আস্বাদ্য, তাহা রস। আর "রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ"—যিনি রসের আস্বাদন করেন, তিনি রস, রসের আস্বাদক, রসিক। তিনি পরব্রহ্ম; সুতরাং রসরূপেও—আস্বাদ্যরস-রূপে এবং রসাস্বাদক, বা রসিকরূপেও—তিনি পরব্রহ্ম; সুতরাং তাঁহার আস্বাদ্যত্ব বা মাধুর্যও সর্বাতিশায়ী, অসমোর্ধ্ব এবং রসাস্বাদক বা রসিকরূপেও তিনি সর্বাতিশায়ী, অসমোর্ধ্ব, রসিক-শেখর, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি। "রসঘনঃ সর্বরসঃ",-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি পরব্রহ্মের পরমতম আস্বাদ্যত্বের, পরমতম মাধুর্যের কথাই বলিয়াছেন।

(৩) পরমতম আস্বাদ্যত্ব, পরমতম মাধুর্য

পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ কশ্চিৎ"—তাঁহার সমানও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই; সর্ববিষয়ে তিনি অসম এবং অনূর্ধ্ব—অসমোর্ধ্ব। আস্বাদ্যত্বে বা মাধুর্যেও তিনি অসমোর্ধ্ব। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ মাধুর্যের বিবরণ শ্রীচৈতন্যপূর্ব আচার্যগণের কেহই দেন নাই; মহাপ্রভু তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য-সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যে-মাধুরী ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান, পরব্যোমে স্বরূপের গণে। যেঁহো সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী, এ-মাধুর্য নাহি নারায়ণে॥ তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা, পতিব্রতাগণের উপাস্যা। তেঁহো যে মাধুর্য্য-লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে, ব্রত করি করিল তপস্যা॥ চৈ. চ. ২।২১।৯৬-৭॥", "যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৫॥", "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তাসভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৮॥ (শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়)॥", "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম॥ স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম, এইরূপ তার নিত্যধাম॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৬॥"

শ্রুতি যখন মাধুর্যব্যঞ্জক শব্দেই পরব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন এবং পরব্রহ্ম যখন স্বয়ংভগবান্, তখন মাধুর্যই হইবে পরব্রহ্মত্বের বা স্বয়ংভগবত্তার—এবং ভগবত্তারও—সার, অপরিহার্য এবং নিত্যসংযুক্ত বস্তু। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার॥ চৈ. চ. ২।২১।৯২॥" মাধুর্য যে ভগবত্তার সার, তাহার প্রমাণ এই যে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই যে অনন্তস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের প্রত্যেক স্বরূপেই, এমন কি নির্বিশেষব্রহ্মেও—আনন্দ বা মাধুর্য বিরাজিত। আনন্দ বা মাধুর্য যখন পরব্রহ্মের স্বরূপ, তখন সমস্ত প্রকাশেই তাহা থাকিবে। তাঁহার স্বপ্রকাশিকা শক্তি চিচ্ছক্তি-রূপা যোগমায়ার প্রভাবেই এই অনন্তস্বরূপের প্রকাশ। সকল স্বরূপে মাধুর্য থাকিলেও সকল স্বরূপের মাধুর্য সমান নহে। যেহেতু, তাঁহার হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তিই আনন্দের বা মাধুর্যের প্রকাশ করে এবং অনুভব জন্মায়। বিভিন্ন স্বরূপে স্বরূপশক্তির—সুতরাং হ্লাদিনীরও—বিকাশ সমান নহে বলিয়া শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন স্বরূপের মহিমার তার-তম্যের ন্যায় মাধুর্যেরও তারতম্য আছে। সর্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ একমাত্র পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেই মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ। এ-জন্যই বলা হইয়াছে—"এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্। আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম॥ চৈ. চ. ২।২০।৩৩৩॥" এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য নারায়ণাদির এবং লক্ষ্মীগণেরও, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক।

কিন্তু রসস্বরূপ পরব্রহ্মের এতাদৃশ আস্বাদ্য-রসত্বের বা মাধুর্যের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন; তৎপূর্ববর্তী বেদান্তাচার্যগণের কেহই তাহা এইভাবে পরিস্ফুট করেন নাই; তাঁহারা পরব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপত্বের উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে। শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপত্বের কথা বলিয়াছেন বটে ; কিন্তু এই রসস্বরূপত্বের তাৎপর্য-বিশ্লেষণের বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে "রসঘন", "সর্ব্বরসঃ", পরমতম আস্বাদ্যরস, পরমতম মধুর, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুই বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। ইহা মহাপ্রভুর এক অপূর্ব অবদান।

উল্লিখিত আলোচনায়, শ্রীকৃষ্ণের কেবল রূপমাধুর্যের কথাই বলা হইয়াছে। চারিটী বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অসাধারণ—নারায়ণাদি অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপেই এই চারিটী মাধুর্য নাই। এই চারিটী মাধুর্য হইতেছে—রূপমাধুর্য, বেণুমাধুর্য, প্রেমমাধুর্য এবং লীলামাধুর্য। মহাপ্রভু এই মাধুর্য্যচতুষ্টয়ের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

(৪) **রসাস্বাদকত্ব বা রসিকত্ব**

"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন॥ চৈ. চ. ২।৮।১২১॥" শ্রীকৃষ্ণ সুখস্বরূপ হইয়াও সুখের আস্বাদন করেন ; কেননা, তিনি রসাস্বাদক, আনন্দাস্বাদক। "রসয়তি ইতি রসঃ।"

তিনি সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ; কিন্তু তিনি হইতেছেন—শক্তিমদানন্দ-স্বরূপ, তাঁহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি তাঁহার স্বরূপভূতা, তাঁহা হইতে এবং তাঁহার আনন্দ হইতে অবিচ্ছেদ্যা; অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্যা, অগ্নির স্বরূপভূতা, তদ্রূপ। আনন্দ ও তাঁহার স্বরূপশক্তি—এই দুইটী বস্তু পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য হইলেও, শক্তি ও শক্তিমানেরমধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বলিয়া, শক্তিরূপেও তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং "সুখরূপ কৃষ্ণ" যে "সুখ আস্বাদন" করেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে স্বরূপানন্দের আস্বাদন এবং শক্ত্যানন্দের আস্বাদনই বুঝায়। রসিকশেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপানন্দও আস্বাদন করেন এবং শক্ত্যানন্দও আস্বাদন করেন। উভয়রূপ আস্বাদনই সিদ্ধ হয়—তাঁহার হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির সহায়তায়।

শক্ত্যানন্দ বলিতে স্বরূপ-শক্ত্যানন্দই বুঝায়। ভগবানের ঐশ্বর্যও তাঁহার স্বরূপশক্তির বা চিচ্ছক্তির বিলাস, তাঁহার মাধুর্যও স্বরূপশক্তির বা চিচ্ছক্তির বিলাস। সুতরাং শক্ত্যানন্দ বা স্বরূপশক্ত্যানন্দ বলিতে ঐশ্বর্যানন্দ এবং মাধুর্যানন্দকেও (পূর্ণতম বিকাশময় মাধুর্যের আস্বাদনজনিত আনন্দকেও) বুঝায়। এই স্বরূপশক্তি হইতেছে হ্লাদিনী, অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তি।

এই হ্লাদিনী বা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও বিরাজিত এবং তাহার সহায়তাতেই তিনি তাঁহার স্বরূপানন্দের আস্বাদন করেন। কিন্তু মুখগহ্বরস্থ বায়ু বংশীরন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া ধ্বনিরূপে পরিণত হইলেই যেমন সমধিক মাধুর্য ধারণ করে, মুখ-গহ্বরে অবস্থান-কালে যেমন তদ্রূপ মধুর হয় না, তদ্রূপ তাঁহার মধ্যে অবস্থিতা এই শক্তিও তাঁহার নিকটে বিশেষ হার্দ হয় না ; তাহা ভক্তচিত্তে প্রেমরূপে বিরাজিত হইলে ভক্তের কৃষ্ণসুখ-বাসনার সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তের চিত্তে যে প্রেম, ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রাধান্যে তাহা সম্যক্ মাধুর্য ধারণ করিতে পারে না। অম্ল বস্তুর সহিত মিষ্ট মিশ্রিত হইলে অম্লের আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মিলেও অম্লেরই প্রাধান্য থাকে, মিষ্টত্বের প্রাধান্য থাকে না। ঐশ্বর্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হ্লাদিনীও তদ্রূপ ঐশ্বর্যকে কিঞ্চিৎ স্বাদুতা দান করে; কিন্তু নিজে প্রাধান্য লাভ করে না। এই ভাবে যে ঐশ্বর্যের আস্বাদন, তাহাই ভগবানের ঐশ্বর্যানন্দ।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পূর্ণতম রূপে বিকশিত হইলেও মাধুর্যেরই সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য; কেননা, মাধুর্যই ভগবত্তার সার; ঐশ্বর্য ভগবত্তার সার নহে। পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সকল স্বরূপেই অল্পাধিক মাধুর্য বিরাজিত; কিন্তু সকল স্বরূপে ঐশ্বর্য নাই; নির্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য নাই। কেননা, ঐশ্বর্য তাঁহার তটস্থ লক্ষণমাত্র, কিন্তু স্বরূপলক্ষণ নহে। স্বরূপলক্ষণ সর্বত্রই প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান থাকে; তটস্থলক্ষণও বস্তুতে সর্বদা বিদ্যমান থাকে বটে; কিন্তু কেবল কার্যকালেই তাহার অভিব্যক্তি, অন্য সময়ে অভিব্যক্তি থাকে না; কিন্তু স্বরূপলক্ষণের অভিব্যক্তি নিত্য। তাই ঐশ্বর্য অপেক্ষা মাধুর্যের প্রাধান্য।

ব্রজের পূর্ণতম-বিকাশময় ঐশ্বর্যও মাধুর্যের অনুগত, মাধুর্য দ্বারা বিমণ্ডিত হইয়া, যেন মাধুর্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াই, মাধুর্যের দ্বারা কবলিত হইয়াই, মাধুর্যের সেবা করিয়া থাকে—মাধুর্যের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে, সর্বাতিশায়ী উচ্ছ্বাস জন্মাইয়া থাকে। তাই ব্রজ-পরিকরদের চিত্তস্থিতা প্রীতিরূপা হ্লাদিনী স্বীয় মাধুর্য-মহিমায় সম্যক্‌রূপে উদ্ভাসিত, ঐশ্বর্যের দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভাবিত হয় না—ইহা পূর্ণতম মাধুর্যময়ী। ইহার আস্বাদনেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম আনন্দ।

(৫) ভক্তিরস

ব্রজপরিকরদের এই কৃষ্ণপ্রীতি যখন অনুকূল বস্তুর সংযোগে অপূর্ব এবং অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে রস—প্রীতিরস বা ভক্তিরস। এই ভক্তিরসের আস্বাদনের জন্যই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত; তাহার আস্বাদনেই তাঁহার সর্বাতিশায়ী আনন্দ। এই ভক্তিরসটী এমনই অপূর্ব যে, মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥ চৈ. চ. ২।২৩।২৬॥"

কৃষ্ণভক্তির, বা কৃষ্ণপ্রেমের বিভিন্ন স্তরের—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব এ-সমস্ত স্তরের[১]—কথা বলিয়া মহাপ্রভু এইগুলিকে ভক্তিরসের স্থায়ী ভাব বলিয়াছেন এবং এই স্থায়ী ভাবগুলি কিরূপে রসে পরিণত হয়, শ্রীপাদ রূপসনাতন-গোস্বামিদ্বয়ের নিকটে তিনি তাহাও বলিয়াছেন। "এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ী ভাব। স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥ সাত্ত্বিক ব্যভিচারি ভাবের মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥ যৈছে

১। বিস্তৃত আলোচনা "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন"-গ্রন্থের বাঁধান চতুর্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর। মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৫৪-৫৬॥"; "অধিকারি-ভেদে রতি পঞ্চ পরকার—। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর॥ এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চ রস। যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥ প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তি-রস-স্বরূপ পায় পরিণামে॥ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়িভাব 'রস' হয় মিলি এই চারি॥ দধি যেন খণ্ড-মরিচ কর্পূর মিলনে। 'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥ দ্বিবিধ বিভাব—আলম্বন, উদ্দীপন। বংশীস্বরাদি—'উদ্দীপন', কৃষ্ণাদি—'আলম্বন'॥ অনুভাব—স্মিত নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক—অনুভাবের ভিতর॥ নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ ব্যভিচারী। সব মেলি রস হয় চমৎকারকারী॥ পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য। মধুর-নাম শৃঙ্গার-রস সভাতে প্রাবল্য॥ চৈ. চ. ২।২৩।২৭-৩৩॥"; "শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুররস নাম। কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ-পঞ্চ প্রধান॥ হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়। পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥ পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে। সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৫৯-৬১॥"[১]

মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে কেহই ভক্তিরস-সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনা করেন নাই। প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে শ্রীধরস্বামী, বোপদেব, হেমাদ্রি, সুদেব, ভগবন্নাম-কৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর প্রভৃতি ভক্তিরসের কথা বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারাও এ-সম্বন্ধে কোনওরূপ বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণে, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত, পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বের সহিত সঙ্গতি প্রদর্শন-পূর্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

লোল্লটভট্ট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত প্রমুখ রসাচার্যগণ স্ব-স্ব গ্রন্থে রসসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা কেবল প্রাকৃত-লৌকিক-রসসম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। ভক্তিরস-সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই তাঁহাদের গ্রন্থে নাই; এমন কি, তাঁহারা ভক্তির রসতাপত্তিই স্বীকার করেন নাই। যেই হেতুতে তাঁহারা ভক্তির রসতাপত্তি স্বীকার করেন নাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ সন্তোষজনকভাবে তাহার খণ্ডন করিয়া ভক্তির রসতাপত্তি প্রতিপাদিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন, বস্তুবিচারে লৌকিকী রতির রসতাপত্তিই সিদ্ধ হইতে পারে না। এই বিষয়ে তাঁহাদের মূল যুক্তি হইতেছে এই যে—যাহা নিজে মধুর, তাহাই অনুকূল সামগ্রীর সংযোগে মাধুর্য-প্রাচুর্য লাভ করিয়া রসে পরিণত হইতে পারে; যাহা নিজে মধুর নহে, তাহা কখনও মাধুর্য-প্রাচুর্য লাভ করিতে পারে না।

১। ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন"-গ্রন্থের বাঁধান পঞ্চমখণ্ডে দ্রষ্টব্য। অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবের বিবরণ এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শর্করাদির যোগে দধিই রসালায় পরিণত হইতে পারে; কিন্তু শর্করাদির যোগেও নিম্ব-নিসিন্দা কখনও মাধুর্যপ্রাচুর্যময় রসে পরিণত হইতে পারে না। লৌকিক রসের স্থায়িভাবাদি লৌকিকী রতি-প্রভৃতি হইতেছে প্রাকৃতবস্তু; প্রাকৃতবস্তুমাত্রই "অল্প"; কিন্তু "নাল্পে সুখমস্তি।" এজন্য কোনও প্রাকৃত বস্তুই সুখ বা মধুর হইতে পারে না, তাহাতে সুখ ও মাধুর্যও থাকিতে পারে না। এজন্য লৌকিকী রতিও বাস্তব রসে (বাস্তব-মাধুর্যপ্রাচুর্যময় রসে) পরিণত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ভক্তিরসের স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া স্বরূপতঃই আনন্দস্বরূপা, মাধুর্যময়ী। "রতিরানন্দরূপৈব।" সুতরাং অনুকূল সামগ্রীর সংযোগে তাহা রসরূপে পরিণত হইতে পারে।

এই অপ্রাকৃত ভক্তিরসতত্ত্বটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদেরই একটী অপূর্ব অবদান এবং বাঙ্গালার একটি বিশেষ গৌরবের বস্তু।

ইহা দার্শনিক তত্ত্ব হইলেও বস্তুতঃ পারমার্থিক তত্ত্বই। যেহেতু, ইহা হইতেছে পরমার্থভূত বস্তু রসস্বরূপ পরব্রহ্মেরই স্বরূপানুবন্ধী একটী তত্ত্ব। পূর্বোল্লিখিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব-সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়; কেননা, পরমার্থভূতবস্তু পরব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধবিষয়ক-তত্ত্বই হইতেছে অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব। বেদানুগত ভারতীয় দর্শনমাত্রই হইতেছে পারমার্থিক দর্শন; পরমার্থভূত ব্রহ্মবস্তুই হইতেছেন বেদানুগত ভারতীয় দর্শনের উপজীব্য; বেদানুগত দর্শনে অন্য বিষয়ের আলোচনা হইতেছে ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার আনুষঙ্গিক। ইহাই বেদানুগত ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

৭। সাম্য ও মৈত্রী

ক। সাম্যের ভিত্তি

মহাপ্রভুর উপদেশ হইতে যে সাম্য ও মৈত্রী সূচিত হয়, তাহার ভূমিকাও পারমার্থিক; এজন্য ইহা অত্যন্ত ব্যাপক। কেবল মানুষের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ নহে; পরন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি প্রাণি-মাত্রের উপরেই ইহার ব্যাপ্তি রহিয়াছে। স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে যে দৃশ্যমান পার্থক্য বা ভেদ, তাহা হইতেছে দেহের পার্থক্য, যে দেহকে শ্রীকৃষ্ণ দেহীর পোষাকের তুল্য বলিয়াছেন। "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা॥ ২।২২॥[১]" পোষাকের বিভিন্নতায় পোষাকধারীর বিভিন্নতা জন্মে না। স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীর পোষাকরূপ দেহের অভ্যন্তরে যে দেহী বা জীবাত্মা রহিয়াছে, তাহা সকলের মধ্যেই একরূপ—সকল জীবাত্মাই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ; সুতরাং স্বরূপে—বস্তুগতভাবে—সর্ববিধ

১। অনুবাদ। জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ দেহীও জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ গ্রহণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণীর দেহাভ্যন্তরস্থ দেহী বা জীবাত্মা একরূপই—সমানই; তাহাদের মধ্যে বস্তুগতভাবে পার্থক্য বা ভেদ কিছুই নাই। একই রকমের সন্দেশ বিভিন্ন রকমের মোড়কে আবৃত থাকিলেও সন্দেশ এক রকমই থাকিয়া যায়। এতাদৃশ পারমার্থিক ভাবই হইতেছে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সাম্যের ভূমিকা; এজন্য ইহা অত্যন্ত ব্যাপক।

(১) জীবের বাস্তব পরিচয়

অনাদি-বহির্মুখ মায়াবদ্ধ সংসারী লোকগণ মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়া দেহকেই "আমি—দেহী, জীবাত্মা" মনে করে এবং দেহের পরিচয়েই নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে; জাতি-বর্ণাদি সমস্তই দেহের বলিয়া জাতি-বর্ণাদির উল্লেখে নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু পোষাকের পরিচয়ে যেমন ব্যক্তির পরিচয় হয় না, মোড়কের পরিচয়ে যেমন সন্দেশের পরিচয় হয় না, তদ্রূপ দেহের পরিচয়েও দেহীর পরিচয় হইতে পারে না। দেহীর স্বরূপের উল্লেখেই দেহীর পরিচয়। দেহীর বা জীবের স্বরূপতঃ পরিচয় কি, তাহা জানাইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন—জীব মনে করিবে, "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ চৈ. চ. ২।১৩।৫-শ্লোক॥—আমি ব্রাহ্মণজাতিও নহি, ক্ষত্রিয়জাতিও নহি, বৈশ্যজাতিও নহি, শূদ্রজাতিও নহি (অর্থাৎ চারিজাতি বা চারিবর্ণের মধ্যে আমি কেহই নহি)। আমি ব্রহ্মচারীও নহি, গৃহস্থও নহি, বানপ্রস্থীও নহি, সন্ন্যাসীও নহি (অর্থাৎ চারি আশ্রমের কোনও আশ্রমীও আমি নহি)। কিন্তু আমি হইতেছি—প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতের সমুদ্রতুল্য গোপীভর্তা শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসানুদাস।" ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই—জাতি-বর্ণাদি হইতেছে দেহের; দেহী "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ গীতা॥ ২।২০॥"[১] বলিয়া দেহীর জন্মাদি নাই, দেহেরই জন্মাদি। এই দেহ ব্রাহ্মণাদি কুলে, বা বর্ণে জন্মগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণাদি জাতি বা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বলিয়া পরিচিত হয়; সুতরাং ব্রাহ্মণাদি জাতি বা বর্ণ হইতেছে কেবল দেহের পরিচয়, দেহীর পরিচয় নহে। আবার, ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যাদি আশ্রমও দেহেরই; দেহাত্মবুদ্ধি মানুষই গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচারী হয়, বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হয়, পরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে এবং তাহার পরে সন্ন্যাসী হয়। সুতরাং এই চারিটী আশ্রমও বস্তুতঃ দেহেরই, দেহীর নহে; সুতরাং আশ্রমের উল্লেখে দেহেরই পরিচয় হয়, বস্তুতঃ দেহীর

১। অনুবাদ। দেহীর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; দেহী জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় বর্দ্ধিত হয় না। দেহী অজ বা জন্মরহিত, নিত্য (হ্রাস-বৃদ্ধি-শূন্য), শাশ্বত (ক্ষয়শূন্য), এবং পুরাণ (পরিণামশূন্য)। শরীর বা দেহ বিনষ্ট হইলেও দেহী বিনষ্ট হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয় হয় না। দেহী বা জীবাত্মা স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়া এবং শক্তিমানের সেবাই শক্তির এবং অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য বলিয়া দেহী বা জীবাত্মা হইতেছে তাহার শক্তিমান্ এবং অংশীর সেবক বা দাস। ইহাই হইতেছে দেহীর—জীবের—বাস্তব পরিচয়। স্থাবর-জঙ্গম-দেহে অবস্থিত সকল জীবেরই নির্বিশেষে ইহাই বাস্তব পরিচয়; সুতরাং বাস্তব-দৃষ্টিতে সকল জীবই সমান। ইহাই হইতেছে মহাপ্রভু-কথিত সাম্যের ভিত্তি।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ"-ইত্যাদি বাক্যে জীবের বাস্তবস্বরূপসম্বন্ধে মহাপ্রভু যাহা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেছে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির একটী বাক্যেরই ভজনোপযোগী মনুষ্যদেহ-প্রাপ্ত জীবের সম্বন্ধে পরিস্ফুট মর্ম। জীব স্ব-স্ব-কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; সেই দেহ পুরুষের দেহও হইতে পারে, স্ত্রীলোকের দেহও হইতে পারে, কিম্বা নপুংসকের দেহও হইতে পারে। দেহান্তঃস্থিত জীব বা দেহী কিন্তু পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়, নপুংসকও নয়। জীবাত্মাসম্বন্ধে শ্রুতি এ-কথাই বলিয়া গিয়াছেন। "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৫।১০॥—এই জীব নিশ্চয়ই স্ত্রী নয়, পুরুষ নয় এবং নপুংসকও নয়। (কর্মানুসারে) যে যে শরীর গ্রহণ করে, সেই সকল শরীরানুসারে স্ত্রীপুরুষাদিভেদে প্রতীত হয় মাত্র॥ শ্রীলতুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, দেহের পরিচয়ে দেহীর বা জীবাত্মার বাস্তব পরিচয় হয় না।

খ। মৈত্রীর ভিত্তি

মহাপ্রভুর প্রদর্শিত মৈত্রীর ভিত্তিও পারমার্থিক—সুতরাং অত্যন্ত ব্যাপক। কেবল মানুষের উপরে নহে, পরন্তু স্থাবর-জঙ্গম-জীবমাত্রের উপরেই ইহার ব্যাপ্তি।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি অনুসারে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল জীবের একমাত্র প্রিয়, একমাত্র মিত্র। প্রিয়ত্ব-বস্তুটী স্বরূপতঃ পারস্পরিক বলিয়া জীবও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। জীবমাত্রই, সকল জীবের একমাত্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ত্বাংশে সকলেই সমান এবং সকলেই পরস্পরের প্রিয় বা মিত্র। প্রিয়ের প্রিয়ও নিজের প্রিয় হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল, মহাপ্রভুর প্রদর্শিত প্রিয়ত্বের বা মৈত্রীর ভিত্তিও অত্যন্ত ব্যাপক। ইহা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, জীবমাত্রেই ইহার ব্যাপ্তি রহিয়াছে।

৮। উদারতা

মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষার অন্তরালেই উদারতার স্রোত প্রবাহিত। সেই উদারতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে সমস্ত বিষয়েই এক প্রীতিময় সমন্বয়ে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বয় সকলকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এক করা নহে ; ইহা হইতেছে সকল ব্যাপারের স্বীকৃতি এবং যথাযথ মর্যাদা-প্রদর্শন

ক। ধর্মবিষয়ে উদারতা

জীবের পারমার্থিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মহাপ্রভু বেদবিরুদ্ধ মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত সকল মতেই তাঁহার স্বীকৃতি ছিল। লোকের চিত্তের অবস্থাভেদে অধিকার-ভেদ শাস্ত্রও স্বীকার করিয়াছেন, মহাপ্রভুও স্বীকার করিয়াছেন। রায়রামানন্দের মুখে তিনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক মহিমার কথা প্রকাশ করাইয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্মের পারমার্থিকতা না থাকিলেও অধিকারিভেদে মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্মের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিয়াছেন। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

বেদবিহিত সাযুজ্যমুক্তি জীবের স্বরূপানুবন্ধী কাম্যবস্তু না হইলেও প্রভু তাহার পারমার্থিকতা (সত্যত্ব বা নিত্যত্ব) অস্বীকার করেন নাই। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি অনুসারে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরম-পুরুষার্থ ; মহাপ্রভুও সেই কথাই সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি নিজের মত কাহারও উপরে চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। বেঙ্কটভট্টের প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেই তাহা জানা যায়

(১) বেঙ্কটভট্টের প্রসঙ্গ

দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-কালে মহাপ্রভু যখন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বেঙ্কটভট্টের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার গৃহে চাতুর্মাস্য-কাল যাপন করিয়াছিলেন। বেঙ্কটভট্ট ছিলেন শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীপাদ রামানুজাচার্যের অনুগত শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক, সালোক্যাদি মুক্তিকামী। তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা-দর্শনে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন ; প্রভু নিরন্তর তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণকথার আলাপন করিতেন। বেঙ্কটভট্টের সহিত প্রভুর বেশ অন্তরঙ্গ সৌহার্দ জন্মিয়াছিল। "শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥ নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব। হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥ চৈ. চ. ২।৯।১০৩-৪ ॥"

কিন্তু বেঙ্কটভট্টের মনে দুইটী বিষয়ে গর্ব ছিল। তিনি মনে করিতেন, "শ্রীনারায়ণ হয়েন—স্বয়ংভগবান্॥ তাঁহার ভজন সর্বোপরি কক্ষা হয়। শ্রীবৈষ্ণব-ভজন এই সর্বোপরি হয়॥ এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন। পরিহাস-দ্বারে উঠায় এতেক বচন॥ চৈ. চ. ২।৯।১২৭-২৯ ॥"

সাধকের চিত্তে কোনওরূপ গর্ব থাকিলেই তাহা ভজনের বিঘ্ন জন্মায়। ভট্টের সঙ্গে প্রভুর সখ্যভাব জন্মিয়াছে ; সখার ভজন-বিঘ্নজনক এই গর্ব দূর করার জন্য প্রভুর আগ্রহ স্বাভাবিক। তাই তিনি একদিন পরিহাসচ্ছলে বেঙ্কটভট্টকে বলিলেন—"ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরাণী। কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি॥ আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ। সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাহার সঙ্গম॥ এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল। ব্রত-নিয়ম করি তপ করিলা অপার॥ চৈ. চ. ২।৯।১০৫-৭॥"

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-লাভের জন্য লক্ষ্মীদেবী যে উৎকট ব্রতনিয়ম-ধারণপূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেরও প্রভু উল্লেখ করিলেন। "কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ভা. ১০।১৬।৩৬॥—(শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়নাগের ফণায় ফণায় নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার স্তব করিতে করিতে কালিয়-পত্নীগণ বলিয়াছিলেন) হে দেব। কোন্ সুকৃতির ফলে এই কালিয়নাগ তোমার চরণ-রেণু-স্পর্শের অধিকার পাইয়াছে, তাহা জানি না—যে চরণরেণুর স্পর্শের বাসনায় ললনা শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রতনিয়ম-ধারণপূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন (তথাপি তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই)।"

প্রভুর কথা শুনিয়া "ভট্ট কহে—কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ। কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ॥ তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম। কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥ কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ। অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥ বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ। ইহাতে কি দোষ, কেন কর পরিহাস॥ চৈ. চ. ২।৯।১০৮-১১॥" "কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ"—এই উক্তির সমর্থনে বেঙ্কটভট্ট নিজেই একটী শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করিলেন। "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ —যদিও শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে শ্রীনাথ-নারায়ণে এবং শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই, তথাপি রসে (সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমরসে) শ্রীকৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ। রসের স্বভাবই এই যে, যাঁহাতে প্রেম-রসের যত বেশী বিকাশ, তাঁহাকে ততই উৎকর্ষ দান করে।"

বেঙ্কটভট্ট বলিলেন, "নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ তো স্বরূপতঃ একই; সুতরাং কৃষ্ণসঙ্গে নারায়ণ-প্রেয়সী লক্ষ্মীদেবীর পতিব্রতা-ধর্ম নষ্ট হয় না। তিনি যে কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ চাহেন, তাহার হেতু এই যে, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণে রসের উৎকর্ষ—রূপমাধুর্যের, লীলামাধুর্যের, বৈদগ্ধ্যাদির উৎকর্ষ—বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পাতিব্রত্যও অক্ষুণ্ণ থাকে, অধিকন্তু রাসাদিলীলায় বিলাসের সুযোগও হয়। সুতরাং বিনোদিনী লক্ষ্মীদেবীর যে শ্রীকৃষ্ণে অভিলাষ হয়, তাহাতে দোষের কথা কি আছে? প্রভু, তুমি পরিহাস করিতেছ কেন?"

মহাপ্রভু যে বেঙ্কটভট্টকে আক্রমণ করেন নাই, পরন্তু পরিহাসই করিয়াছেন, তাহা বেঙ্কটভট্টও বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, নারায়ণ যে স্বয়ংভগবান্ নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে স্বয়ংভগবান্, তাহা বেঙ্কটভট্ট নিজমুখেই প্রকাশ করিলেন। এ-কথা বলার হেতু এই। স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম হইতেছেন রসস্বরূপ, মাধুর্যস্বরূপ। মাধুর্যই হইতেছে ভগবত্তার সার; সুতরাং যে-স্বরূপে রসত্বের বা মাধুর্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ, সেই স্বরূপই হইতেছেন স্বয়ংভগবান্। ভট্ট শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক নিজেই বলিলেন, নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই রসত্বের বা মাধুর্যের উৎকর্ষ; এত উৎকর্ষ যে, তাহাতে নারায়ণের বক্ষোবিলাষিণী লক্ষ্মীদেবীর চিত্তও আকৃষ্ট হয়; আবার সর্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলাও শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা, নারায়ণের লীলা নহে। এইরূপে দেখা যায়, রসত্বের উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য, লীলামাধুর্য, বৈদগ্ধ্যাদি হইতেছে সর্বাতিশায়ী; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইলেন স্বয়ংভগবান্। শ্রীনারায়ণে রসত্বের এতাদৃশ বিকাশ নাই বলিয়া নারায়ণ স্বয়ংভগবান্ হইতে পারেন না। এইরূপে ভট্ট বুঝিতে পারিলেন, নারায়ণই স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার যে গর্ব ছিল, তাহার শাস্ত্রীয় ভিত্তি কিছু নাই।

ভট্টের একটী বিষয়ে গর্ব দূর হইয়াছে দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পরে দ্বিতীয় বিষয়ে গর্ব—শ্রীসম্প্রদায়ের ভজনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এইরূপ গর্ব—দূর করার জন্য প্রভু আবার বলিলেন—বিনোদিনী লক্ষ্মীদেবীর যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে "দোষ নাহি, ইহা আমি জানি। রাস না পাইল লক্ষ্মী—ইহা শাস্ত্রে শুনি॥ চৈ. চ. ২৷৯৷১১২॥" মহাপ্রভু তাঁহার উক্তির সমর্থনে একটী শাস্ত্রবাক্যেরও উল্লেখ করিলেন। "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌-ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ভা. ১০৷৪৭৷৬০॥—রাসোৎসবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসাদ—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণস্বরূপের বক্ষোবিলাষিণী একান্তরতিমতী লক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং পদ্মের ন্যায় গন্ধ ও কান্তি যাঁহাদের, সেই স্বর্গাঙ্গনা অপ্‌সরোগণও (অথবা পরব্যোমস্থ বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের কান্তাগণও) প্রাপ্ত হয়েন নাই; অন্য রমণীদের কথা তো দূরে।"

মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টকে বলিলেন—"লক্ষ্মী কেনে না পাইলা, কি ইহার কারণ। তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ॥ চৈ. চ. ২৷৯৷১১৩॥—ভট্ট! কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য লক্ষ্মীও তপস্যা করিয়াছেন, শ্রুতিগণও তপস্যা করিয়াছেন। শ্রুতিগণ কৃষ্ণসেবা পাইয়াছেন; লক্ষ্মী কেন পাইলেন না? ইহার কারণ কি ভট্ট?" তপস্যা করিয়া শ্রুতিগণ যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণরূপে মহাপ্রভু শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন। "নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্‌ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ ভা. ১০৷৮৭৷২৩॥—(শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমন-পূর্বক নিভৃতস্থানে সাধনপরায়ণ দৃঢ়-যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়মধ্যে যে নির্বিশেষ-ব্রহ্মাখ্যতত্ত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা করেন (উপাসনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন), তোমার শত্রুগণও (সর্বদা তোমার অনিষ্ট-চিন্তায়, বা তোমাসম্বন্ধে ভয়বশতঃ সর্বদা) তোমার স্মরণ করিয়াও তাহা (সেই ব্রহ্মাখ্যতত্ত্ব) পাইয়াছে। আর, সর্পরাজের শরীরতুল্য তোমার ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি তোমার নিত্যকান্তা গোপীগণ তোমার যে চরণ-সরোজসুধা সাক্ষাদ্‌বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্য অবলম্বনপূর্বক আমরাও তাঁহাদের তুল্য (সেই চরণ-সরোজসুধা) প্রাপ্ত হইয়াছি।"[১]

মহাপ্রভু যখন ভট্টকে বলিলেন—"শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়—কি ইহার কারণ ?", তখন "ভট্ট কহে—ইহাঁ প্রবেশিতে নারে মোর মন॥ আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি—সহজে অস্থির। ঈশ্বরের লীলা কোটি-সমুদ্র-গম্ভীর॥ তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—জান নিজ কর্ম্ম। যারে জানাহ, সেই জানে—তোমার লীলামর্ম্ম॥ চৈ. চ. ২।৯।১১৪-১৬॥"

ভট্টের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ। স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব-আকর্ষণ॥ ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ। তাঁরে 'ঈশ্বর' করি না জানে ব্রজজন॥ কেহো তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে। কেহো তাঁরে সখাজ্ঞানে জিনি চঢ়ে কান্ধে॥ 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' তাঁরে জানে ব্রজজন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি—নিজ সম্বন্ধ-মনন॥ ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ শ্রুতিসব গোপীগণের অনুগত হঞা। ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা। ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥ গোপজাতি কৃষ্ণ—গোপী প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥ লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥ অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। চৈ. চ. ২।৯।১১৭-২৬॥"

মহাপ্রভু আরও বলিলেন—"ভট্ট! তুমি না কর সংশয়। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়॥ কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ। অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহো মন॥ নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥ তুমি যে পঢ়িলে শ্লোক সেই সে প্রমাণ।[২] সেই শ্লোকে আইসে—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্॥ স্বয়ংভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন। গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥ নারায়ণের কা কথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনে। গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ-আগে। সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥ চৈ. চ. ২।৯।১৩০-৩৬॥"

শ্রীসম্প্রদায়ের ভজন-প্রণালীর অনুসরণে ব্রজে অসমোর্দ্ধ-মাধুর্যময় ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা

১। এই শ্লোকের প্রসঙ্গে শ্রীলরামানন্দরায় বলিয়াছেন—শ্লোকস্থ " 'সমদৃশ'-শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি। 'সমা'-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি॥ 'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ। বিধিমার্গে না পাইয়ে, ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ চৈ. চ. ২।৮।১৮১-৮২॥"

২। ভট্টকথিত শ্লোক—"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি"-ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যায় না। ব্রজপরিকরদের (কান্তাভাবের উপাসকের পক্ষে ব্রজগোপীদের) আনুগত্যে রাগানুগামার্গের ভজনেই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায়। এইরূপে প্রভু দেখাইলেন—শ্রীসম্প্রদায়ের ভজন অপেক্ষাও উৎকর্ষময় ভজন আছে—ভজনের ফলে প্রাপ্য বস্তুর উৎকর্ষেই ভজনের উৎকর্ষ। ভজনপ্রণালী-সম্বন্ধে ভট্টের মনে যে গর্ব ছিল, এইরূপে মহাপ্রভু তাহাও দূর করিলেন।

শাস্ত্রানুরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

প্রভুর উক্তিতে ভট্টের মনে কিছু দুঃখ হইতে পারে মনে করিয়া প্রভু ভট্টকে বলিলেন—"দুঃখ না মানিহ ভট্ট কৈল পরিহাস। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন—যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস॥ কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ। গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি—হয় একরূপ॥ গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ॥ চৈ. চ. ২।৯।১৩৯-৪১॥"

ভট্টের মনের গর্ব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পরিহাসচ্ছলে পূর্বোল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া আলোচ্য-বিষয়-সম্বন্ধে মহাপ্রভু তাঁহার অভিপ্রেত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ভট্টের নিকটে প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন—"ভট্ট! শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ যেমন একই স্বরূপ—স্বরূপতঃ অভিন্ন, তদ্রূপ গোপী এবং লক্ষ্মীও স্বরূপতঃ অভিন্ন।" এ-কথার তাৎপর্য হইতেছে এই। পূর্বেই প্রভু বলিয়াছেন, নারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি—শ্রীকৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে নারায়ণরূপে বিরাজিত। তদ্রূপ, লক্ষ্মীদেবীও হইতেছেন গোপী শ্রীরাধার বিলাসমূর্তি—শ্রীরাধাই লক্ষ্মীরূপে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ-স্বরূপের কান্তারূপে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নারায়ণের অংশী, নারায়ণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তদ্রূপ শ্রীরাধাও লক্ষ্মীদেবীর অংশিনী, লক্ষ্মীদেবী শ্রীরাধার অংশ।[১] অংশ ও অংশী তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণের মধ্যে যেমন স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ গোপী[২] শ্রীরাধা ও লক্ষ্মীদেবীর মধ্যেও স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। শ্রীরাধা—সুতরাং শ্রীরাধার অংশ লক্ষ্মীদেবীও—স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি বলিয়া—সুতরাং শক্তি-শক্তিমানের

১। শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ॥-মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ-কবিরাজ-সম্পাদিত সিদ্ধান্তরত্ন-গ্রন্থের ২।২২-অনুচ্ছেদ-ধৃত অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতি॥"; "দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥ বি. পু. ১।৯।১৪৩॥; "এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥ বি. পু. ১।৯।১৪০॥"; "শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড॥ ৪৬।৩৬॥"; "রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব নারদ॥ রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী॥ নারদপঞ্চরাত্র॥ ২।৩।৬০, ৬৫॥"

২। গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥ নারদপঞ্চরাত্র॥ ২।৬।৭॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভেদ-বিবক্ষায় স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণে স্বরূপতঃ ভেদ মনে করিলে যেমন অপরাধ হয়, তদ্রূপ গোপী শ্রীরাধা এবং লক্ষ্মীদেবীতে স্বরূপতঃ ভেদ আছে মনে করিলেও অপরাধ হয়। লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীরূপে কৃষ্ণসঙ্গ না পাইলেও তাঁহার অংশিনী—সুতরাং তত্ত্বতঃ তাঁহা হইতে অভিন্না—গোপী শ্রীরাধাদ্বারাই কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করিতেছেন।

ঈশ্বরত্বে ভেদ-মনন করিলে কেন অপরাধ হয়, তাহাও প্রভু বলিয়াছেন। "একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥" এই উক্তির সমর্থনে প্রভু নারদপঞ্চরাত্রের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥—বৈদূর্যমণি যেমন বিভাগ-ভেদে নীল-পীতাদি নানাবর্ণ-বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণও ধ্যানভেদে নানারূপ প্রাপ্ত হয়েন (অর্থাৎ নানারূপে সন্দর্শনীয় হয়েন)।" বৈদূর্যমণিতে বিড়ালের চক্ষু-গোলকের ন্যায় নীল-পীতাদি নানা বর্ণের সমাবেশ আছে; স্থানভেদে বা অবস্থাভেদে ইহাতে নানাবর্ণ দৃষ্ট হয়—এক দিক্ বা একস্থান হইতে দেখিলে নীল বর্ণ, আর একদিক্ বা আর একস্থান হইতে দেখিলে পীতবর্ণ, ইত্যাদি নানাভাবে নানারূপ বর্ণ দেখা যায়; অথচ মণিটী সকল সময়ে একই থাকে। তদ্রূপ, বিভিন্ন ভাবের সাধক তাঁহাদের নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে যখন বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, তখন তাঁহাদের ধ্যেয়রূপ বিভিন্ন বলিয়া, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই বাক্য অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণও ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ধ্যেয় ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহাদের দর্শনের বা অনুভবের গোচরীভূত হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রকটন-কালেও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একই থাকেন। "একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥" ইহা তাঁহার এক অচিন্ত্য-প্রভাব। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, সে-সমস্ত স্বরূপও তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া সে-সমস্ত স্বরূপের ধ্যানও বস্তুতঃ তাঁহারই ধ্যান। আবার, তাঁহার অচিন্ত্যপ্রভাবে, এক বিগ্রহেই তিনি নানাকাররূপের প্রকটন করেন। "অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ। আকার-বর্ণ-অস্ত্রভেদে নামবিভেদ॥ চৈ. চ. ২।২০।১৪৪॥"; "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও সে-কথাই বলিয়াছেন। এ-সমস্ত কারণে, "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে"—অর্থাৎ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে তত্ত্বতঃ ভেদ আছে মনে করিলে, ভগবত্তত্ত্বের অমর্যাদা করা হয় বলিয়া "অপরাধ হয়।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুমূর্তিতেও একমূর্তি। "বহুমূর্ত্ত্যেক-মূর্ত্তিকম্॥ ভা. ১০।৪০।৭॥"

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের তত্ত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক মহাপ্রভু এ-স্থলে যাহা বলিলেন, তাহা হইতে তাঁহার পরম উদারতার কথা জানা যায়। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে এক শ্রীকৃষ্ণই আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত—একথা মনে রাখিলে বেদানুগত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কোনওরূপ সংঘর্ষের হেতুই থাকিতে পারে না। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, একই ব্যক্তিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার মাতা-পিতা, পত্নী, ভ্রাতা-ভগিনী, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি বিভিন্নভাবে সেবা করেন, তিনিও তাঁহাদের নিকটে বিভিন্নভাব প্রকাশ করেন। এই বিভিন্ন ভাবের দরুণ তাঁহাদের মধ্যে কোনও সংঘর্ষই বা অপ্রীতিই হয় না। সংঘর্ষ বা অপ্রীতি না হওয়ার হেতু বোধ হয় এই যে, সেই একই ব্যক্তিকে তাঁহারা সকলেই জানেন এবং ইহাও জানেন যে, বিভিন্ন আত্মীয়ের সম্বন্ধে যে বিভিন্ন ভাব, তাহাও সেই একই ব্যক্তিরই ভাব। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহাদের উপাস্য বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ একই পরমতত্ত্বের বিভিন্নরূপ, বিভিন্ন ভাব-বিগ্রহ, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ সংঘর্ষ বা অপ্রীতি দেখা দিতে পারে না। যে-স্থলে বস্তু-পরিচয়ের অভাব, সে-স্থলেই সংঘর্ষ, অপ্রীতি।

যাহা হউক, মহাপ্রভুর মুখে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত শুনিয়া "ভট্ট কহে—কাহাঁ মুঞি জীব পামর। কাহাঁ তুমি সেই কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছু নাহি জানি। তুমি যে কহ, সেই সত্য করি মানি॥ মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণ-দর্শন॥ কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা। যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহো না পায় সীমা॥ এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি। কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি॥ এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে। কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥ চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা। দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া। সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট—না যায় ভবনে। তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক বচনে॥ প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈল অচেতন। এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥ চৈ. চ. ২।৯।১৪২-৫০॥"

উপাস্য-বিষয়ে প্রভুর উদারতা

মহাপ্রভুর মুখে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত শুনিয়া বেঙ্কটভট্ট যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার গর্ব যে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল, তাঁহার উল্লিখিত উক্তি এবং আচরণ হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। মহাপ্রভু ভট্টের গর্ব দূর করিয়া তাঁহার কল্যাণ সাধন করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা পরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা প্রভু ভট্টকে বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। অধিকার-ভেদে যে ভগবৎ-স্বরূপে যাঁহার প্রীতি, তিনি সেই ভগবৎ-স্বরূপেরই উপাসনা কবিবেন, ইহাই প্রভুর আচরণের শিক্ষা।

এই বেঙ্কটভট্টের পুত্রই ছিলেন বৃন্দাবনের ছয়গোস্বামীর একতম শ্রীল গোপালভট্ট-গোস্বামী।

শ্রীলমুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। এক সময়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুরারিগুপ্ত যখন তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ছাড়িতে পারিতেছেন না, ছাড়িবার কথা মনে হইলেও তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়, তখন প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছেন—"সাধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু গুপ্ত, তুমি সাক্ষাৎ হনুমান। তুমি কেন শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ছাড়িবে। তোমার ভক্তিনিষ্ঠা দেখিবার জন্যই (অর্থাৎ জগতের জীবকে জানাইবার জন্যই) আমি তোমাকে কৃষ্ণভজনের জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিলাম।" এ-স্থলেও মহাপ্রভুর উদারতা পরিষ্কারভাবে দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন সাধনপন্থার সমন্বয়ের ইঙ্গিত

ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জীব জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারে; ইহার আর অন্য উপায় নাই। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি।" যতক্ষণ কর্মফল থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেহই জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারে না। ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে জীবের কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখনই জীব জন্মমৃত্যুর-অতীত হইতে পারে। এ-স্থলে "ব্রহ্মকে জানা" হইতেছে ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব, ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার। ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেই যে সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥ ২।২।৮॥" প্রাপ্তি না হইলে বাস্তবদর্শন বা সাক্ষাৎকার হয় না, অপরোক্ষ অনুভব জন্মে না; সুতরাং পরব্রহ্ম-ভগবৎপ্রাপ্তিতেই জীবের বাস্তব ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, কর্ম সম্যক্-রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, জীব জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারে। একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গীতা॥ ৮।১৬॥—হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে কিন্তু আর পুনর্জন্ম হয় না।" ব্রহ্মকে জানা যায় (বা পাওয়া যায়) একমাত্র ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রের অনুসরণে। "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ"—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও জানা যায়, "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ গীতা॥ ১৬।২৩॥—যে ব্যক্তি বেদাদি-শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক নিজের ইচ্ছানুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন না, সুখও পায়েন না, পরাগতিও প্রাপ্ত হয়েন না।" এ-সমস্ত কারণে মহাপ্রভু বেদবিরুদ্ধ-মতের খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বেদবিহিত সমস্ত মতেরই অনুমোদন করিয়াছেন।

বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন প্রকৃতি; একই রকমের সাধনে, কিম্বা একই রকমের লক্ষ্যে সকলের রুচি হয় না। এজন্য শ্রুতি বিভিন্ন সাধন-পন্থার এবং বিভিন্ন লক্ষ্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন। বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রে সাধারণভাবে চারিটী সাধন-পন্থার কথা এবং সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য এবং সামীপ্য-এই পঞ্চবিধা মুক্তির এবং প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা প্রাপ্তির কথাও সাধনের লক্ষ্যরূপে কথিত হইয়াছে। বেদবিহিত বিভিন্ন সাধন-পন্থার অনুসরণে পরব্রহ্ম ভগবান্‌কেই পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সকল পন্থায় তাঁহাকে একইরূপে পাওয়া যায় না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-ইত্যাদি গীতাবাক্য এবং "যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ"-ইত্যাদি কঠশ্রুতিবাক্য হইতেও বিভিন্ন রকমের প্রাপ্তির কথা জানা যায়। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতে যে-সকল বিভিন্ন স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের যে-কোনও গুণাতীত স্বরূপের প্রাপ্তিকেও তাঁহার প্রাপ্তি বলা যায়। যাঁহারা বেদবিহিত যোগমার্গের উপাসক, তাঁহারা পরমাত্ম-স্বরূপকে, যাঁহারা নিষ্কাম কর্মমার্গের এবং বেদবিহিত জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা বেদকথিত সাযুজ্যমুক্তি (অর্থাৎ বেদকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ), যাঁহারা বিধি-ভক্তিমার্গের উপাসক, তাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য—এই চতুর্বিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি এবং যাঁহারা শুদ্ধা ভক্তিমার্গের (রাগমার্গের) উপাসক, তাঁহারা প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা পাইতে পারেন। পঞ্চবিধা মুক্তির এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার পারমার্থিক সত্যতার কথা এবং কর্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তিমার্গের সাধনের সার্থকতার কথাও বেদ বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীল বেঙ্কটভট্টের নিকটে মহাপ্রভু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই জানা যায়, বেদবিহিত বিভিন্ন সাধন-পন্থার সার্থকথা এবং পঞ্চবিধা মুক্তির ও প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির পারমার্থিকতা প্রভু স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে মহাপ্রভু বিভিন্ন-সাধনপন্থার এবং সাধকদের বিভিন্ন লক্ষ্যের যে সমন্বয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা বেদসম্মত এবং বাস্তব। বেদবিহিত কোনও পন্থার অসারতার কথা প্রভু বলেন নাই, বিভিন্ন প্রকারের মুক্তির এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার অপারমার্থিকতার কথাও তিনি বলেন নাই। শাস্ত্রবিহিত প্রত্যেক পন্থারই এবং সেই পন্থার লক্ষ্যবস্তুরও তিনি যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ইহাই বাস্তব সমন্বয়।

আধুনিক সমন্বয়বাদ

কোনও কোনও আধুনিক সম্প্রদায় আজকাল অন্য এক রকমের সমন্বয়ের কথা প্রচার করিতেছেন। সংক্ষেপে তাঁহাদের অভিমত হইতেছে এইরূপ :—

"বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায় পরতত্ত্বকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিলেও পরতত্ত্ব হইতেছেন বস্তুতঃ একই অভিন্ন তত্ত্ব। এই পরতত্ত্ব হইতেছেন স্বরূপতঃ নিরাকার, নির্গুণ, আকাশবৎ সর্বতোভাবে নির্বিশেষ। জীব স্বরূপতঃ সেই পরতত্ত্বই (এই আলোচনায় আমরা সেই পরতত্ত্বকে ব্রহ্ম-নামেই অভিহিত করিব), মায়ার বশে জীবরূপে প্রতীয়মান। সাধনের লক্ষ্য হইতেছে সেই পরতত্ত্বের সহিত জীবের ঐক্যপ্রাপ্তি, অর্থাৎ পরতত্ত্ব-ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া। জগতে যত রকম সাধনপন্থা আছে (কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ; কিংবা সাংখ্য-ন্যায়-বৈশেষিকাদি-মতের সাধনপন্থা ; কিংবা বৌদ্ধ-জৈনাদি মতের, বা তান্ত্রিকমতের সাধন পন্থা ; কিম্বা খৃষ্টান-মুসলমান-প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধন-পন্থা-ইত্যাদি যত রকমের সাধন-পন্থা জগতে প্রচলিত আছে), তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য হইতেছে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপ্রাপ্তি, অর্থাৎ জীবের পক্ষে ব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যাওয়া। এ-সমস্ত সাধন-পন্থার মধ্যে জ্ঞান-পন্থাই (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-ভাবনাই) হইতেছে অন্যনিরপেক্ষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ—সুতরাং শ্রেষ্ঠ—পন্থা। অন্যান্য পন্থা তদ্রূপ নহে; পরন্তু অন্যান্য পন্থা হইতেছে জ্ঞানমার্গে উপনীত হওয়ার সহায়কমাত্র। জ্ঞানমার্গের সাধন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া অন্য কোনও পন্থার সহায়তার প্রয়োজন। কলিতে ভক্তিযোগেরই বিশেষ উপকারিতা; কিন্তু ভক্তিযোগে লভ্য ঈশ্বর-প্রাপ্তিও চরম লক্ষ্য নহে; কেননা, ভক্তিযোগে ভেদজ্ঞান থাকে—সেব্য-সেবকজ্ঞানরূপ ভেদজ্ঞান। তথাপি ভক্তিযোগে সেব্য-সেবকভাব-প্রাপ্তি হইলে তাহার পরে জ্ঞানমার্গে প্রবেশের সুবিধা হয়। এই ভক্তিযোগ হইতেছে কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ; কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হইলে ভাব, ভক্তি, প্রেম এই সব হয়। এইরূপে জ্ঞানমার্গে অন্যনিরপেক্ষভাবে এবং অন্যান্যমার্গে পরম্পরাক্রমে জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী ব্রহ্মৈক্য-প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া সমস্ত সাধন-পন্থারই সমন্বয় সাধিত হইতেছে। পন্থা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও গন্তব্যবস্তু হইতেছে এক—জীবের ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তি।"

উল্লিখিত অভিমত-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ঃ—প্রথমতঃ, পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে। পরতত্ত্ব (ব্রহ্ম) যে নিরাকার, নির্গুণ, আকাশবৎ সর্বতোভাবে নির্বিশেষ, শ্রুতি তাহা বলেন না। দ্বিতীয়তঃ, জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে। জীব যে স্বরূপতঃ পরতত্ত্ব-ব্রহ্ম, ইহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ অভিমত। জীব যদি স্বরূপতঃ বিভু হইত, তাহা হইলেই বিভুতত্ত্ব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারিত; কিন্তু শ্রুতি জীবকে অণু-পরিমিত বলিয়াছেন এবং ব্যাসদেবও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে জীবের অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, জীবের সাধনের লক্ষ্য বা মোক্ষ। সাধনের লক্ষ্য যে জীবের ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া, তাহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বলিয়া গিয়াছেন, মুক্তজীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। স্বরূপতঃ অণু-পরিমিত জীব কখনও বিভুতত্ত্ব ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারে না। উল্লিখিত তিনটী অভিমত শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অভিমতের অনুরূপ বটে; কিন্তু এ-সকল বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতও বেদবিরুদ্ধ (গৌ. বৈ. দ. ২য় ও ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। চতুর্থতঃ, সাধন-সম্বন্ধে। বেদবিহিত জ্ঞানমার্গ অন্যনিরপেক্ষ নহে, ইহা ভক্তির অপেক্ষা রাখে; গীতায় শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলিয়া গিয়াছেন (৭।১৪-১৬)। অন্যনিরপেক্ষ সাধন-পন্থা হইতেছে ভক্তি, ইহাই শ্রুতিস্মৃতির বিধান। আবার কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণই যে ভক্তি, শ্রুতিস্মৃতি কোনও স্থলেই একথা বলেন নাই। শ্রুতি বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনৈবামুস্মিন্ মনঃকল্পনম্॥ গোপালপূর্বতাপনী শ্রুতি॥ ১।৩॥—ভক্তি হইতেছে ইহার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজন (সেবা); তাহা হইতেছে—ইহকালের এবং পরকালের সর্ববিধ উপাধি (ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখভোগ, এমন কি মুক্তিবাসনা পর্যন্ত) পরিত্যাগপূর্বক ইহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) মনঃকল্পন (শ্রীকৃষ্ণে এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবায় বা প্রীতিবিধানে মনের নিষ্ঠা)।" এই ভক্তি সম্বন্ধে মাঠরশ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী॥—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র ভক্তিই সাধককে ভগবদ্দর্শন করায়, পরমপুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির বশীভূত, ভক্তিই ভূয়সী।" "ভূয়সী"-শব্দে ভূমাত্ব বা বিভুত্ব সূচিত হয়; ভক্তি যে ভূমাবস্তু, বিভ্বী—এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাই জানা গেল। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥—পরব্রহ্ম পরমদেবতাতে যাঁহার পরাভক্তি আছে, গুরুদেবেও যাঁহার তাদৃশী ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শ্রুতিকথিত পরমার্থবস্তুসমূহ আত্মপ্রকাশ করেন।" ইহাও মাঠরশ্রুতিকথিত "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"-বাক্যেরই তাৎপর্য। পরব্রহ্ম হইতেছেন রসস্বরূপ; শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" রসস্বরূপ বলিয়া তিনি রসাস্বাদকও। তিনি ভক্তিরসের আস্বাদক। ভক্তিরসের আস্বাদন করিতে হইলে ভক্তির বশীভূত হইতে হয়। তিনি যে ভক্তির বশীভূত হয়েন, পূর্বোদ্ধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" কিন্তু তিনি হইতেছেন ভূমাবস্তু, বিভুবস্তু; ভক্তিও যদি ভূমাবস্তু বা বিভুবস্তু না হয়, তাহা হইলে ভক্তি তাঁহাকে সর্বতোভাবে বশীভূত করিতে পারে না; এজন্যই মাঠরশ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব ভূয়সী।" কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—"স্বরাট্—স্ব-স্বরূপশক্ত্যেকসহায়।", তিনি স্বীয় স্বরূপশক্তি-ব্যতীত অপর কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না; অথচ মাঠরশ্রুতি হইতে জানা যায়, রসাস্বাদনের জন্য তাঁহাকে ভক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়, তাঁহাকে ভক্তির বশীভূত হইতে হয়। ইহাতে বুঝা যায়, ভক্তি হইতেছে তাঁহারই স্বরূপশক্তির বৃত্তি—তত্ত্বতঃ তাঁহারই স্বরূপশক্তি। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মের বিবিধা পরাশক্তি আছে এবং সেই পরাশক্তি হইতেছে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকী, তাঁহা হইতে অবিচ্ছেদ্যা, তাঁহার স্বরূপভূতা—অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়। তিনি ভূমাবস্তু বা বিভুবস্তু বলিয়া তাঁহার স্বরূপভূতা পরাশক্তিও হইবে ভূমাবস্তু বা বিভুবস্তু—বিভ্বী, ভূয়সী। এই পরাশক্তিরই অপর নাম চিচ্ছক্তি—তাঁহার সমস্ত শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি সর্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া ইহাকে পরাশক্তি বলা হয় এবং ইহা তাঁহার স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য অবস্থান করে বলিয়া, তাঁহার স্বরূপভূতা বলিয়া, ইহাকে স্বরূপশক্তিও বলা হয়। তিনি স্বরাট্ বা স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেকসহায় বলিয়া তিনি একমাত্র এই স্বরূপশক্তিরই অপেক্ষা রাখেন। তিনি যখন ভক্তির অপেক্ষা রাখেন, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—ভক্তিও স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি, তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তি। স্বরূপশক্তির তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ (বি. পু.); বস্তুতঃ ভক্তি হইতেছে হ্লাদিনী-সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তি। ইহাই হইতেছে বৈদিকী ভক্তির স্বরূপতত্ত্ব। বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের এবং তট্টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থের একাধিক স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবস্বরূপে স্বরূপ-শক্তির—সুতরাং ভক্তিরও—অস্তিত্ব নাই। ভক্তিমার্গের সাধনের ফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে ভক্তির আবির্ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। এইরূপে সাধকের চিত্তে যে ভক্তির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তি-সম্বন্ধেই মাঠরশ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী ॥" পূর্বোল্লিখিত সমন্বয়বাদীদের ভক্তি হইতেছে—জাগ্রতা কুণ্ডলিনী-শক্তি। কুণ্ডলিনী-শক্তি থাকে জীবের মধ্যে —সুপ্তাবস্থায়; ইহাতে বুঝা যায়—সুপ্তা ভক্তি জীবের মধ্যেই থাকে। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে জানা যায়—ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ অভিমত। জীবের মধ্যে অবস্থিতা সুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তির জাগ্রতাবস্থাকে যদি কেহ ভক্তি বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি করিতে পারেন; কিন্তু তাহা পূর্বোল্লিখিত বৈদিকী ভক্তি হইবে না।

আবার, ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তিব্যতীত অন্য কোনওরূপ মুক্তির যে পারমার্থিকতা নাই, এ-কথাও শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ; পঞ্চবিধা মুক্তির এবং প্রিয়রূপে ভগবৎ-প্রাপ্তির যে পারমার্থিকতা আছে, পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। জীবের পক্ষে ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তিই বরং অসম্ভব; যেহেতু ইহাতে স্বরূপের ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু কোনও বস্তুর স্বরূপের ব্যত্যয় অসম্ভব।

ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং শৈবাদি মতের বেদবিরুদ্ধতা —সুতরাং বেদবিহিত পরমার্থ-প্রাপ্তির অনুপযোগিতা—প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তান্ত্রিক মতও তদ্রূপ।

এইরূপে দেখা গেল—পূর্বোল্লিখিত আধুনিক সম্প্রদায়সমূহের অভিমত হইতেছে সম্পূর্ণরূপে বেদবিরুদ্ধ এবং এই বেদবিরুদ্ধ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের কথিত সমন্বয়ও হইবে বেদবিরুদ্ধ এবং অবাস্তব।

তাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথাও বলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বেদবিরুদ্ধ নহে। কেননা, সম্প্রদায়-শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ; একই রকমের উপদেশের অনুসরণকারী সাধকগণকেও সম্প্রদায় বলা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৈদিকশাস্ত্রে বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালীর কথা দৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন পন্থার বিভিন্ন লক্ষ্যের পারমার্থিকতার কথাও দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বৈদিক পন্থাবলম্বীদের শিষ্টপরম্পরা বা গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত উপদেশও হইবে বিভিন্ন এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ও হইবে বিভিন্ন। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বেদসম্মত এবং তাহা দোষাবহও নহে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দোষের। যাঁহারা মনে করেন—তাঁহাদের কথিত লক্ষ্যই হইতেছে একমাত্র পারমার্থিক লক্ষ্য, অন্যরূপ লক্ষ্যের কোনও পারমার্থিকতা নাই, তাঁহাদের অভিমত হইতেছে সাম্প্রদায়িকতা-দোষযুক্ত। উল্লিখিত আধুনিক সমন্বয়বাদীদের অভিমতে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনবধানতাবশতঃই, এতাদৃশী সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়; কেননা, তাঁহাদের কথিত ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তিরূপ লক্ষ্য ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের লক্ষ্যের পারমার্থিকতা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তথাপি যাঁহারা বেদাদি-শাস্ত্রের মর্ম অবগত নহেন, উল্লিখিত সমন্বয়বাদীদের উক্তি তাঁহাদের নিকটে উপাদেয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া মনে হইতে পারে এবং তাঁহারা সেই সমন্বয়বাদীদের দলবৃদ্ধি করিতেও পারেন; কিন্তু দলবৃদ্ধি এবং পরমার্থ এক জিনিস নহে। রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক ব্যাপারেও এতাদৃশ সমন্বয়বাদের কিছু উপকারিতা থাকিতে পারে; কিন্তু রাজনীতি বা সমাজনীতি এবং পরমার্থও এক জিনিস নহে। গণভোটে পরমার্থতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের বেদবিরুদ্ধ অভিমত পরমার্থকামীর নিকটে আদরণীয় হইবে কিনা, তাহা বস্তুতঃ সুধীগণের বিচার্য।

কেহ কেহ আবার বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া বিভিন্ন স্বরূপের উপাসনার মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। বেদবিহিত বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনার মধ্যে সমন্বয় যে বেদসম্মত, তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু একই গুরুকর্তৃক বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা-মন্ত্র-দানের সার্থকতা আছে কিনা, তাহা বুঝা যায় না। যে গুরু নিজে যে ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, সেই ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনার বিধি তিনি দিতে পারেন এবং শিষ্যের মধ্যে সেই ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি জাগাইবার চেষ্টাও তিনি করিতে পারেন; কিন্তু যিনি যেই ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক নহেন—সুতরাং যেই ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধিও যাঁহার থাকিবার সম্ভাবনা নাই—তিনি কিরূপে শিষ্যের মধ্যে সেই ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি জাগাইতে পারিবেন, তাহা বুঝা যায় না। আবার, শাস্ত্র বলেন—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥ গৌতমীয় তন্ত্র॥ ২৯১৫॥—সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল।" যিনি যে ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক নহেন, সেই ভগবৎ-স্বরূপসম্বন্ধে কোনও উপদেশই তিনি শিষ্ট-পরম্পরা বা গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়েন নাই; সুতরাং সেই ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা-মন্ত্রে তিনি যদি কাহাকেও দীক্ষা দান করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র—সুতরাং নিষ্ফল।

খ। ভজনবিষয়ে উদারতা

ভজনবিষয়ে মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য উদারতা দৃষ্ট হয়। তিনি বলিয়াছেন—"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬২-৬৩॥" নীচ বংশে জন্ম হইলে যে ভজনের যোগ্যতা থাকিবে না, আর সৎকুলে, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলেই যে ভজনের যোগ্যতা থাকিবে, তাহা নহে। কেন না, শ্রীকৃষ্ণভজন-বিষয়ে জাতি-কুলের বিচার নাই; যে-কোনও বংশে বা যে-কোনও কুলেই জন্ম হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণভজনে সকলেরই অধিকার আছে। এই অধিকার তাঁহার স্বরূপগত; কেন না, জীবমাত্রই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দাস—সেবক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার আছে; দাহিকাশক্তি হইতে অগ্নিকে যেমন কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঞ্চিত করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকার হইতেও জীবকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না; যেহেতু, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস—সেবক। সম্বন্ধ-তত্ত্বেরই উপাসনা। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিতই সকলের সম্বন্ধ এবং সমান সম্বন্ধ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজনে জীবমাত্রেরই স্বরূপগত সমান অধিকার বিদ্যমান।

কিন্তু স্বরূপগত অধিকার থাকিলেও দেহগত অধিকার মনুষ্যব্যতীত অন্য জীবের নাই; কেন না, "নরতনু ভজনের মূল"; "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং নাবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।—ইত্যাদি ভা. ১১।২০।১৭॥" সুতরাং যাঁহারা মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছেন—যে জাতিতে, বা যে কুলেই সেই দেহের জন্ম হউক না কেন, সেই মনুষ্যদেহ ভজনোপযোগী দেহ বলিয়া—তাঁহাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণভজনে স্বরূপগত এবং দেহগত অধিকার আছে। এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন —"কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার।" শ্রীমদ্ভাগবতাদিতেও ইহার সমর্থক প্রমাণ দৃষ্ট হয়। "কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা আভীরশুম্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ভা. ২।৪।১৮॥—(শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন) কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুক্কশ, আভীর, শুম্ম, যবন এবং খস প্রভৃতি, এবং অপরাপর যে-সকল ব্যক্তি কর্মনিবন্ধন দুষ্ক্রিয়ান্বিত এবং পাপী, ইঁহারাও যাঁহার শরণাগত হইলে পবিত্র হইয়া থাকেন, সেই প্রভাবশালী ভগবান্‌কে নমস্কার।"; "স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ হ. ভ. বি. ১১।২০১-ধৃত শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবোক্তি॥—স্ত্রী, শূদ্র, পুক্কশ, এমন কি অন্য কোনও পাপযোনিও যদি ভক্তির সহিত হরিকীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও নমস্কার, নমস্কার।"; "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ গীতা॥ ৯।৩২॥—(অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে পার্থ! যাহারা স্ত্রীলোক, যাহারা বৈশ্য, যাহারা শূদ্র, যাহারা পাপযোনি, আমার আশ্রয় গ্রহণ (সেবা) করিয়া তাহারাও পরমা গতি লাভ করিয়া থাকে।" এই গীতোক্তি হইতে জানা গেল—যে কোনও লোকেরই শ্রীকৃষ্ণভজনে অধিকার আছে এবং ভজন করিলে পুনরায় অপর কোনও কুলে জন্মগ্রহণ না করিয়াও দেহান্তে যে-কোনও কুলোদ্ভূত লোক পরাগতি লাভ করিতে পারে।

(১) দীক্ষিত স্ত্রী-শূদ্রাদিরও শালগ্রামশিলার্চনে অধিকার

নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে অর্চনও অন্তর্ভুক্ত। অর্চন বলিতে শ্রীবিগ্রহের অর্চনই বুঝায়। শ্রীশালগ্রামশিলাও শ্রীবিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার"—মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, দীক্ষিত স্ত্রী-শূদ্রাদিরও শালগ্রামশিলার অর্চনে অধিকার আছে। দীক্ষিত বলার হেতু এই যে, দীক্ষা ব্যতীত ভজনে, বিশেষতঃ অর্চনে, অধিকার জন্মে না।

দীক্ষিত স্ত্রী-শূদ্রাদিরও শালগ্রামশিলার্চনে অধিকারের কথা শাস্ত্র হইতেও জানা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্কন্দপুরাণোক্তির উল্লেখের পরে হরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন, "এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম-শিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥ হ. ভ. বি. ৫।২২৩॥—এইরূপে শালগ্রামশিলাত্মক শ্রীভগবান্ ভগবৎ-পরায়ণ দ্বিজ, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র—সকলেরই পূজ্য।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ।—শ্লোকস্থ 'ভগবতঃ পরৈঃ'-বাক্যের তাৎপর্য এই যে, যথাবিধি দীক্ষা-গ্রহণপূর্বক ভগবৎ-পূজাপরায়ণ সাধুগণ-কর্তৃক (শালগ্রামশিলাত্মক ভগবান্ পূজ্য)।" শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণের প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥ স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥ হ. ভ. বি. ৫।২২৪-ধৃত স্কান্দপ্রমাণ॥—ব্রাহ্মণদিগের, ক্ষত্রিয়দিগের, বৈশ্যদিগের এবং সৎ-শূদ্রদিগেরও (বৈষ্ণব শূদ্রদিগেরও) শালগ্রামশিলার্চনে অধিকার আছে, অপরের (অবৈষ্ণব শূদ্রের) তাহাতে কখনও অধিকার নাই। কি স্ত্রীলোক, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়াদি—শালগ্রাম চক্রের অর্চনা করিলে শাশ্বতপদ প্রাপ্ত হয়েন।"

উল্লিখিত স্কন্দপুরাণ-শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চনে। অন্যেষামসতাং শূদ্রানাম্। অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥ ইতি॥ * * যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চ অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ম্। যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ নারদীয়ে। শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি॥ ইতিহাসসমুচ্চয়ে।—শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষেত জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি॥ পাদ্মে চ। ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দন ইতি ॥ * * *॥" তাৎপর্য—"শূদ্রের শাল-গ্রাম-পূজা বায়ুপুরাণেও উপদিষ্ট হইয়াছে। * * যুক্তিদ্বারা এবং মূল পুরাণ-প্রমাণ দ্বারা শূদ্রের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার সিদ্ধ হইলেও অবৈষ্ণব শূদ্র এবং অবৈষ্ণব স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা কর্তব্য নহে। যথাবিধি দীক্ষা-গ্রহণপূর্বকই কর্তব্য। শাস্ত্র হইতে জানা যায়, শূদ্রকুলে বা অন্ত্যজকুলেতে যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদিগকে শূদ্রাদি বলা হয় না। নারদীয় পুরাণ বলেন—বিষ্ণুভক্ত শ্বপচও দ্বিজ হইতে অধিক। ইতিহাসসমুচ্চয় বলেন—শূদ্র, নিষাদ বা শ্বপচও যদি বিষ্ণুভক্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি জাতিসামান্য-দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই নরকে গমন হয়। পদ্মপুরাণ বলেন—ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন; তাঁহারা ভাগবত। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত নহেন, সমস্ত বর্ণের মধ্যে তাঁহারাই শূদ্র।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ সনাতন এই টীকায় আরও বহু শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রী-শূদ্রাদিরও শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীধরস্বামিপাদের অভিমতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশেষে তিনি লিখিয়াছেন—"ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতে।—এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈষ্ণবদের সাম্যই সিদ্ধ হইল।" আবার, "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌যুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দবিমুখাৎ"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, ভগবদ্‌বহির্মুখ দ্বাদশ-গুণান্বিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত শ্বপচও শ্রেষ্ঠ। "বিপ্রাদ্‌ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদিত্যাদিবচনৈরবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাম্‌॥" তিনি এইরূপ আচরণের কথাও বলিয়াছেন। "অত্রাচারশ্চ সতাং মধ্যদেশেঽস্মিন্‌ বিশেষতো দক্ষিণদেশে চ মহত্তমানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমাণমিতি দিক্‌॥—এই মধ্যদেশে সাধুদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে মহত্তম শ্রীবৈষ্ণবদিগের মধ্যে, এই বিষয়ে আচারও দৃষ্ট হয়।" শ্রীপাদ সনাতন আরও লিখিয়াছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রিয়ব্রতের উপাখ্যানে ধর্মব্যাধেরও শালগ্রাম-পূজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে (প্রমাণবচনও উদ্ধৃত হইয়াছে)। এইরূপে শ্রীভাগবত-পাঠাদিতেও বৈষ্ণবদিগের অধিকার দৃষ্ট হয়। "এবং শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ।"; যেহেতু, ভগবদ্‌ ভক্তদের সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নাই। "যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্‌ভক্তানাং ন ভবন্তীতি।" এই উক্তির শাস্ত্রপ্রমাণও এ-স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা, দেব-পিত্রাদি-বিষয়ে যে বিধির কথা "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং-ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৪১"-শ্লোকে বলা হইয়াছে, কিম্বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্বন্ধে যে বিধির কথা আছে, "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত-ইত্যাদি ভা. ১১।২০।৯॥" এবং "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্‌-ইত্যাদি ভা. ১১।২০।৩২"-শ্লোকে ভক্তের জন্য সে-সকল বিধির ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল, বৈষ্ণব হইলে স্ত্রী-শূদ্রাদিরও শালগ্রামশিলার্চনে অধিকার শাস্ত্র-সম্মত। শালগ্রাম-শিলার্চনে স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার-হীনতার কথাও কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়; হরিভক্তিবিলাস বলেন, তাহা অবৈষ্ণবসম্বন্ধে। "অতো নিষেধকং যদ্‌যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্‌। অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্‌বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ হ. ভ. বি. ৫।২২৪॥—অতএব স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রামার্চনবিষয়ে যে-সমস্ত নিষেধ-বচন স্পষ্ট শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা বলেন যে, যাঁহারা অবৈষ্ণব, তাঁহাদের পক্ষেই ঐ সমস্ত নিষেধবাক্য বুঝিতে হইবে।"

গ। গুরু-বিষয়ে উদারতা

শ্রীপাদ রায়রামানন্দের নিকটে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা—সেই গুরু হয়॥ চৈ. চ. ২।৮।১০০॥" মহাপ্রভু এ-স্থলে বলিলেন—"যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পরোক্ষ বা শাস্ত্রজ্ঞান যাঁহার আছে এবং অপরোক্ষ জ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভূতি—যাঁহার আছে, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য; তা তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপ্রই হউন, বা সন্ন্যাসীই হউন, বা শূদ্রই হউন, তাহাতে কিছু যায়-আসে না।” শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরোক্ষ (শাস্ত্রোত্থ) জ্ঞান এবং অপরোক্ষ জ্ঞানই যে গুরুর একমাত্র লক্ষণ, জাতি-কুল-আশ্রমাদির কোনও বিষয়েরই যে বিচারের প্রয়োজন নাই, তাহাই প্রভু জানাইলেন। মহাপ্রভুর এই অভিমতটী হইতেছে অত্যন্ত উদার।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, রায়রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথাদির শ্রবণ-প্রসঙ্গেই মহাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন; সুতরাং প্রকরণ অনুসারে বুঝা যায়, কেবল শ্রবণ-গুরু-সম্বন্ধেই তিনি এ-কথা বলিয়াছেন; প্রভুর এই উক্তি দীক্ষাগুরু-সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ভক্তিসন্দর্ভের আনুগত্যেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

(১) গুরুর লক্ষণ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে ২০২-২০৭ অনুচ্ছেদে গুরুর লক্ষণাদি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তিন রকম গুরুর কথা বলিয়াছেন—শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রগুরু।

শ্রবণগুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—“তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ভা. ১১।৩।২১॥ শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে তাৎপর্য্য-বিচারেণ, পরে ব্রহ্মণি ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে তু অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্।” উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো ব্যাখ্যানতো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্, অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগাৎ। পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্। অন্যথা বোধসঞ্চরাযোগাৎ। পরব্রহ্ম-নিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ উপশমাশ্রয়মিতি।” শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসেও উল্লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী স্বামিপাদের উক্তিই উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—“উপশমাশ্রয়ং পরমশান্তমিতি।” এ-সমস্ত টীকানুসারে, উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোকের তাৎপর্য হইতেছে এই ঃ—“যিনি বেদাদি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যানে এবং যুক্তিতর্কাদি-সহকারে বিচার-বিষয়ে অভিজ্ঞ, অর্থাৎ বেদাদি-শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ (অন্যথা তিনি শ্রবণার্থীর সংশয়-নিরসনে সমর্থ হইবেন না) এবং এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও যিনি পরব্রহ্মের অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভবসম্পন্ন (নচেৎ তিনি শ্রবণার্থীর চিত্তে জ্ঞান-সঞ্চার করিতে পারিবেন না) এবং পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব-সম্পন্ন বলিয়া যিনি পরমশান্ত—উত্তম শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি (স্বীয় জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর শ্রবণের উদ্দেশ্যে) তাঁহারই, (তাদৃশ শ্রবণ-গুরুরই) শরণাপন্ন হইবেন।”

এইরূপে দেখা গেল, শ্রবণগুরুর লক্ষণ-কথনে শ্রীমদ্ভাগবত গুরুর কেবল বেদাদি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রতত্ত্ব এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা-শাস্ত্রবিচার-নিপুণত্বের কথাই এবং অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভবের কথাই বলিলেন; কিন্তু তাদৃশ গুরুর জাতি-কুলাদির বা আশ্রমাদির কথা কিছুই বলিলেন না। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও শ্রবণগুরু-প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বিশেষ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, শ্রবণগুরু-প্রভৃতির কুল-শীলাচারাদির বিচারের প্রয়োজন নাই। "কুলং শীলমথাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্। ভজেত শ্রবণাত্থর্থী সরসং সার-সাগরম্॥ ২০৩-অনু॥—শ্রবণাত্থর্থী (অর্থাৎ শ্রবণ-শিক্ষা-দীক্ষাকামী) গুরুর কুল, শীল এবং আচারের বিচার না করিয়া সরস এবং সার-সাগর গুরুর সেবা করিবেন।" ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে "সরস"-শব্দের তাৎপর্যজ্ঞাপক প্রমাণ-শ্লোকও উদ্ধৃত করা হইয়াছে—"কামক্রোধাদি-যুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥—কামক্রোধাদিযুক্ত হইলেও, কৃপণ এবং বিষাদবান্ হইলেও, যাঁহার নিকটে শ্রুত বিষয় বিকাশ প্রাপ্ত হয় (অনুভূত হয়), সেই বক্তা পরম গুরু।" শ্রুত বিষয়ের অনুভবের দ্বারা বুঝা যায়, এতাদৃশ বক্তা কামক্রোধাদিযুক্ত হইলেও শব্দব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত; কামক্রোধাদি হইতেছে তাঁহার বাহিরের বস্তুমাত্র, এ-সমস্ত তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না, চিত্তে তিনি পরমশান্ত। এ-সমস্ত বাহিরের বস্তু বলিয়াই কুল-শীলাচারের সম্বন্ধে বিচারের অনাবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোকটীতে মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১।২।১২॥—সেই নিত্য পরম-পদার্থের বিজ্ঞানের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটেই যাইবে।" এ-স্থলে "শ্রোত্রিয়ং-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"শ্রোত্রিয়মধ্যয়নশ্রুতার্থ-সম্পন্নম্।" ভাগবত-শ্লোকের "শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতম্"-বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যেও গুরুর লক্ষণে কেবল বেদাদি-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞত্ব এবং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বের কথাই বলা হইয়াছে, গুরুর জাতি-কুলাদির কথা কিছু বলা হয় নাই।

যদি বলা যায়, যাঁহার নিকটে "সমিৎপাণি" হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মণজাতিভুক্তই হইবেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, ছান্দোগ্যশ্রুতি হইতে জানা যায়, পাঁচজন মহাশ্রোত্রিয়কে সঙ্গে লইয়া উদ্দালক যখন বৈশ্বানরবিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে রাজা অশ্বপতির নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়াই গিয়াছিলেন। "তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে॥ ছান্দোগ্য॥ ৫।১১।৭॥" এ-স্থলে উদ্দালকাদি ছিলেন ব্রাহ্মণবংশজাত এবং অশ্বপতি ছিলেন ক্ষত্রিয়বংশজাত। সুতরাং সমিৎপাণি হইয়া যাঁহার নিকটে যাওয়া যায়, তিনি যে ব্রাহ্মণই হইবেন, তাহা নহে। রাজা, চিকিৎসক এবং গুরু—ইঁহাদের নিকটে রিক্ত হস্তে যাইতে নাই; উপায়ন লইয়া যাইতে হয়। "রিক্তহস্তো ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুম্ ॥" সমিৎ-শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হইতেছে—"অগ্নিসন্দীপনার্থতৃণকাষ্ঠাদিঃ। তৎপর্য্যায়ঃ—ইন্ধনম্, এধম্, ইধ্মম্, এধঃ ॥ ইত্যমরঃ ॥—শব্দকল্পদ্রুম ॥"

যাহা হউক, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তিন রকম গুরুর কথা বলিলেও কেবল শ্রবণগুরুর লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরুর লক্ষণ পৃথক্‌ভাবে বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এবং শ্রবণগুরু, এই তিন গুরুরই একই লক্ষণ। বস্তুতঃ শিক্ষাগুরুর যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উৎকর্ষময় কোনও লক্ষণই থাকিতে পারে না।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসেও গুরূপসত্তি-প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদের উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের এবং মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। হরিভক্তিবিলাসে শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। ইহাতেও বুঝা যায়, তিন রকম গুরুরই একই লক্ষণ। হরিভক্তিবিলাসে গুরুর লক্ষণ বলার পরে দীক্ষা-প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। ইহাতেও বুঝা যায়, যে-সমস্ত প্রমাণে শ্রীজীবপাদ শিক্ষাগুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন, সে-সমস্ত প্রমাণেই হরিভক্তিবিলাস দীক্ষাগুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং ত্রিবিধ গুরুর লক্ষণে যে পার্থক্য কিছু নাই, তাহাই জানা গেল।

মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যকে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত-বাক্যকেই হরিভক্তিবিলাস গুরুর লক্ষণের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতিপ্রমাণ হইতেছে প্রমাণ-শিরোমণি, স্বতঃপ্রমাণ। যাহাতে "সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ভা. ১।৩।৪১ ॥" এবং যাহা "সর্ব্ববেদান্তসারম্ ॥ ভা. ১২।১৩।১২ ॥" সেই পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতও শ্রুতির তুল্যই প্রামাণ্য। এই দুই শাস্ত্রের উক্তির সহিত অন্য শাস্ত্রের উক্তির সঙ্গতি থাকিলেই সেই অন্য-শাস্ত্রোক্তি নির্বিচারে গ্রহণীয় হইতে পারে, অন্যথা নহে।

শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণে জানা গেল, যিনি শব্দব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, তিনিই গুরু (শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু) হওয়ার যোগ্য। আবার ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদকর্তৃক উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-বাক্য হইতে জানা গেল, শাস্ত্রকথিত লক্ষণ থাকিলে গুরুর কুলাদি বিচারের প্রয়োজন নাই। সুতরাং "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি সকল প্রকারের গুরুসম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কেবলমাত্র শ্রবণগুরু-সম্বন্ধে নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তির ব্যবহারিক অনুসরণও দৃষ্ট হয়। কায়স্থবংশ-সম্ভূত শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়ের অনেক ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব শিষ্য ছিলেন। ঠাকুরমহাশয়ের পরিকরের গুরুপ্রণালিকা এবং সিদ্ধ-প্রণালিকাতে ঠাকুরমহাশয়ের শিষ্যরূপে ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ কথা অত্যন্ত সুবিদিত যে, যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরমহাশয়ের নিকটে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন নাই, যিনি ঠাকুরমহাশয়কে গুরুবৎ মান্য করিতেন মাত্র, ঠাকুরমহাশয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যরূপে তাঁহার নাম গুরুপ্রণালিকায় বা সিদ্ধপ্রণালিকায় থাকিতে পারে না। অব্যবহিত যে দুইজনের মধ্যে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে, তাঁহাদের নামই গুরু-প্রণালিকাদিতে থাকে, অপরের নাম থাকে না। বর্ত্তমানকালেও ঠাকুরমহাশয়ের পরিবারভুক্ত বহু ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং বহু ব্রাহ্মণ গোস্বামী বিদ্যমান আছেন। ঠাকুরমহাশয় যে ব্রাহ্মণকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-মহোদয় স্বরচিত "নরোত্তমবিলাস"-নামক গ্রন্থের দশমবিলাসে তাহার বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, একদিন "শ্রীঠাকুরমহাশয় রামচন্দ্র সনে। প্রেমাবেশে চলে দোঁহে পদ্মাবতী স্নানে॥ সেই পথে আইল দুই ব্রাহ্মণকুমার। ছাগ মেষ মহিষ শাবক সঙ্গে তার॥ তাহা দেখি রামচন্দ্রে কহে মহাশয়। কৃষ্ণভজনের যোগ্য এই বিপ্রদ্বয়॥ রামচন্দ্র সেই দুই বিপ্রে লক্ষ্য করি। নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গে চলয়ে ধীরি ধীরি॥ কিছু দূরে সেই দুই বিপ্র বিদ্যাবান্। শুনি শাস্ত্র-প্রমাণ নির্ম্মল হৈল জ্ঞান॥ দোঁহে দেখি মনের উল্লাসে দোঁহে কয়। এই কবিরাজ শ্রীঠাকুরমহাশয়॥ লোকমুখে শুনিনু মহিমা দূর হৈতে। আজি সুপ্রভাত হৈল দেখিনু সাক্ষাতে॥ এত কহি ছাগাদিক দূরে রাখাইলা। মহা সশঙ্কিত হৈয়া নিকটে আইলা॥ সুমধুর বাক্যে দোঁহে কহে মহাশয়। কি নাম কাহার পুত্র দেহ পরিচয়॥ শুনি বিপ্র কহে মোর নাম হরিরাম। আমার কনিষ্ঠ এই রামকৃষ্ণ নাম॥ শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সবে জানে। বহু অর্থব্যয় তাঁর ভবানী পূজনে॥ * * *॥ ছাগাদি লইতে আইনু পিতার আজ্ঞাতে॥ জীব-হিংসা করিতে তাঁহার নাহি ভয়। এ-কর্ম্ম করিলে স্বর্গভোগ সে জানয়॥ এত কহি নিজ লোকে কহে ডাক দিয়া। পদ্মাপার যাহ সবে ছাগাদি ছাড়িয়া॥ হরিরাম আচার্য্যের বচন-প্রমাণে। ছাগাদিক ছাড়িয়া দিলেন সেই স্থানে॥ গেলেন সকল লোক পদ্মাবতী পার। এ-দোঁহার আগে দোঁহে করে পরিহার॥ ছাগাদি কিনিতে এথা আইনু শুভক্ষণে। ঘুচিল অজ্ঞানতম এ-পদ দর্শনে॥ এবে এই বিপ্রাধমে কর অঙ্গীকার। ঘুচুক জগতে যশ তোমা দোঁহাকার॥ এত কহি মহীতলে পড়ি প্রণমিলা। নয়নের জলে অতিশয় সিক্ত হৈলা॥ দেখিয়া আকুল দোঁহে করুণা বাঢ়িল। দুঁহু দোঁহে আলিঙ্গন করি স্থির কৈল॥ পদ্মাবতী স্নান করি দোঁহে দোঁহা লৈয়া। প্রভুর আলয়ে গেলা উল্লসিত হৈয়া॥ সর্ব্বসুমঙ্গল সে দিবস শাস্ত্রমতে। বিষয় প্রবল অনুরাগ বৃদ্ধ চিত্তে॥ হরিরাম আচার্য্য শ্রীকবিরাজ স্থানে। করিলেন মন্ত্রদীক্ষা অতি সাবধানে॥ রামকৃষ্ণ আচার্য্যে শ্রীঠাকুরমহাশয়। দিলা মন্ত্রদীক্ষা হৈল উল্লাস-হৃদয়॥—ন. বি.॥ ১০ম বিলাস॥ ১৪৯-৫১ পৃঃ॥" এ-স্থলে "শ্রীঠাকুরমহাশয়" হইতেছেন শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর, কায়স্থবংশ-সম্ভূত; তিনি বিপ্র রামকৃষ্ণ আচার্যকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন। আর "রামচন্দ্র" এবং "শ্রীকবিরাজ" হইতেছেন শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেনের পুত্র, বৈদ্যবংশ্য; তিনি বিপ্র হরিহর আচার্যকে দীক্ষামন্ত্র দিয়াছেন।

হরিরাম ও রামকৃষ্ণ ঠাকুরমহাশয়ের নিকটে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন জানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের পিতা শিবাই আচার্য অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং ঠাকুরমহাশয়-সম্বন্ধে বলিলেন—"বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব। পণ্ডিতের সমাজে তারে করাব পরাভব॥ করিব উচিত শাস্তি দুর্গার কৃপায়॥ ১৫১ পৃঃ॥" ঠাকুরমহাশয়ের আচরণ-সম্বন্ধে বিচারের জন্য শিবাই আচার্য একটী পণ্ডিত-সভার আহ্বান করিলেন। হরিরাম আচার্যের নিকটে পণ্ডিত-সভা পরাজয় স্বীকার করিলেন। ইহার পরেও শিবাই আচার্য মহাক্রোধে মিথিলাবাসী দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত মুরারিকে আহ্বান করিলেন। মুরারি "বহুলোক সঙ্গে বিপ্র মহা বিদ্যাবান্। অহঙ্কারে মত্ত অন্যে করে তৃণজ্ঞান॥" কিন্তু ভক্তপ্রবর "বলরাম কবিরাজ গিয়া তাঁর পাশে। তাঁর বাক্যে তাঁরে হারাইলা অনায়াসে॥" মুরারি পণ্ডিত "লজ্জা হেতু দেশে পুনঃ না কৈলা গমনে। ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিলা সেইক্ষণে॥ ১৫১-৫২ পৃঃ॥"

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ছিলেন মহাপণ্ডিত, বিদ্যাগর্বে গর্বিত। শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর-মহাশয় রামকৃষ্ণ আচার্যকে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরমহাশয়ের অনেক নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে হরিরাম ও রামকৃষ্ণের দেহে অপূর্ব দিব্য তেজ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং বিচারপূর্বক বুঝিতে পারিলেন—ইহা শ্রীল ঠাকুরমহাশয়েরই মহিমা। তখন নিজেকে তিনি ধিক্কার দিতে লাগিলেন। "মুঞি বিপ্রাধম তুচ্ছ বিদ্যা অহঙ্কারে। না বুঝি অবজ্ঞা কৈলুঁ সে মহাশয়েরে॥ যদি মোরে অনুগ্রহ করে মহাশয়। তবে মোর নরক হইতে ত্রাণ হয়॥" অনুতপ্ত-হৃদয়ে তিনি ঠাকুরমহাশয়ের নিকটে যাইয়া গলদশ্রুলোচনে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় তাঁহাকে বলিলেন—"ওহে বাপু, তোমার এ-সব আচরণে। এথা বিপ্রবর্গ কিবা করিবেক মনে॥ চক্রবর্ত্তী কহে প্রভু কৃপা কর যারে। সে কি হেন ভক্তিহীন বিপ্রে ভয় করে॥" ইহার পরে "অতি সুমঙ্গল দিন বিচারিয়া মনে। মহাশয় শিষ্য কৈলা গঙ্গানারায়ণে॥ মন্ত্রদীক্ষা দিয়া মহাশয় হর্ষ হৈলা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মে সমর্পিলা॥ ১৫৩-৫৬ পৃঃ॥"

শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় ব্রাহ্মণকেও দীক্ষা দিতেছিলেন বলিয়া একসময়ে বহু অভিমানী ব্রাহ্মণপণ্ডিত দলবদ্ধ হইয়া রাজা নরসিংহের আশ্রয়ে ঠাকুরমহাশয়কে অপদস্থ করার জন্য খেতুরীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পথিমধ্যেই কোনও এক ব্যাপারে ঠাকুর-মহাশয়ের মহিমা উপলব্ধি করিয়া রাজা নরসিংহসহ তাঁহারা সকলেও যে ঠাকুরমহাশয়ের পদানত হইয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরমহাশয়ও যে তাঁহাদের সকলকে দীক্ষামন্ত্র দিয়াছিলেন, নরোত্তমবিলাসে অতি বিস্তৃতভাবে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে (১৫৭-৬৩ পৃঃ)। "বঙ্গদেশী দস্যু মোরা বিপ্র দুরাচার"-বলিয়া যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুরমহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকেও শিষ্য করিয়াছিলেন (ন. বি. ১৬৬ পৃঃ)। ঠাকুরমহাশয় সজ্ঞানে, স্বশরীরে—যথাদৃষ্ট এবং যথাবস্থিত দেহেই—বহু ব্রাহ্মণ-সন্তানকে দীক্ষামন্ত্র দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরমহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মণগণের দীক্ষা হইতেছে প্রতিলোম-দীক্ষা। নিম্নবর্ণের গুরুর নিকটে উচ্চবর্ণের দীক্ষাগ্রহণকে প্রতিলোম-দীক্ষা বলে। "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।"-ইত্যাদি মহাপ্রভুর উক্তিতেও প্রতিলোম-দীক্ষার সঙ্গতি প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বে মুণ্ডক-শ্রুতি এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত যে-সকল বাক্য আলোচিত হইয়াছে, তাহাতেও প্রতিলোম-দীক্ষা নিষিদ্ধ হয় নাই। বৈদ্যবংশ্য রামচন্দ্রকবিরাজকর্তৃক বিপ্র হরিরাম আচার্যের দীক্ষাও প্রতিলোম-দীক্ষা। বৈদ্যবংশসম্ভূত খণ্ডবাসী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের এবং সদ্‌গোপ-বংশ্য শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুরেরও বহু ব্রাহ্মণ দীক্ষাশিষ্য ছিলেন; এখনও তাঁহাদের পরিবারভুক্ত বহু ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব আছেন।

শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরুর যখন একই লক্ষণ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যখন দেখাইয়াছেন যে, শ্রবণার্থী কখনও গুরুর কুলাদি বিচার করিবেন না, এবং শ্রুতিতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও যখন তৎপ্রতিকূল কোনও নির্দেশ দৃষ্ট হয় না, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে, শাস্ত্রকথিত লক্ষণবিশিষ্ট শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু—এই ত্রিবিধ গুরুর মধ্যে কোনও গুরুরই জাতি-কুলাদি বিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রুতিতে ইহার দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

ছান্দোগ্যশ্রুতির ৫।১১ অধ্যায় হইতে জানা যায়, ব্রাহ্মণ-সন্তান বেদজ্ঞ উদ্দালক এবং প্রাচীনশাল-প্রভৃতি পাঁচজন মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণসন্তান তাঁহাদের অভীষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ক্ষত্রিয়বংশ্য অশ্বপতিকে যথাবিধি গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন, অশ্বপতিও তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন। আবার বৃহদারণ্যকশ্রুতির দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে জানা যায়, বালাকি-নামক গর্গবংশীয় এক গর্বিতস্বভাব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বংশ্য কাশীরাজ অজাতশত্রুকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করার জন্য অজাতশত্রুর নিকটে গিয়াছিলেন। কাশীরাজের সঙ্গে আলোচনায় যখন বালাকি নিজের দৈন্য এবং কাশীরাজের উৎকর্ষ বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার গর্ব চূর্ণ হইল, তিনি অনুতপ্ত-হৃদয়ে কাশীরাজের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন—"উপ ত্বা যানীতি॥ ২।১।১৪॥—আমি শিষ্যরূপে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।" তখন তাঁহার পূর্ব-গর্বের কথা স্মরণ করিয়া কাশীরাজ বালাকিকে বলিলেন—"তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়; তুমি যে আমার নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহিতেছ, ইহা প্রতিলোম।—স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতৎ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াৎ॥ ২।১।১৫॥" তাহাতে বালাকি অত্যন্ত লজ্জিত হইলে অজাতশত্রু বুঝিলেন, বালাকির গর্ব আর নাই, বালাকি তত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। তখন কাশীরাজ বালাকিকে যথাবিধানে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন। এ-সমস্ত উদাহরণ হইতে দেখা গেল, প্রতিলোম-ব্যবহার শ্রুতিতে নিষিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ পরমার্থ-বস্তু লাভের জন্য যাঁহার লোভ ও আগ্রহ জাগে, প্রতিলোমাদির বিচারের কথাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার চিত্তে জাগে না। শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুরের প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, রামকৃষ্ণ আচার্যাদি প্রতিলোম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁহাদিগকে এবং ঠাকুর-মহাশয়কেও অপদস্ত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্দালক-বালাকি প্রভৃতিকে, কিম্বা রাজা অশ্বপতি এবং রাজা অজাতশত্রুকে অপদস্ত করার জন্য কোনও ব্রাহ্মণ যে কোনওরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না।

পরমার্থ-বস্তুসম্বন্ধে জাতিকুলাদির বিচার মনুও স্বীকার করেন নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্মকথন-প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন—"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে॥ মনুসংহিতা॥ ২।২৪১॥—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর বর্ণাদির নিকটে অধ্যয়ন করিতে পারেন (পঞ্চাননতর্করত্নকৃত অনুবাদ।" এ-স্থলে কেবল আপৎকালেই প্রতিলোমক্রমে অধ্যাপক-গুরুগ্রহণের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে; ইহা সাধারণ ব্যবস্থা নহে। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের অধ্যয়নও পারমার্থিক ধর্ম নহে, ইহা বর্ণাশ্রমধর্ম। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম-কথন-প্রসঙ্গেই মনু বলিয়াছেন—"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যজাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ মনুসংহিতা॥ ২।২৩৮॥—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল-জাত হইলেও গ্রহণ করিবে (পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কল্লুকভট্ট "অন্ত্যজাৎ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"অন্ত্যজশ্চণ্ডালঃ তস্মাদপি—অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরমধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।" এবং "পরং ধর্ম্মং"-বাক্যের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"পরং ধর্ম্মং মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানম্—মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান।" উপযুক্ত হইলে অন্ত্যজ চণ্ডালও ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত সকলকে আত্মজ্ঞান দানের অধিকারী এবং ব্রাহ্মণের পক্ষেও যে তাদৃশ চণ্ডালের নিকট হইতে আত্মজ্ঞান লাভ বিধেয়, মনুসংহিতার বচন হইতে তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা গেল।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রতিলোম-দীক্ষাদির নিষেধ নাই। সুতরাং মহাপ্রভু গুরুসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত এবং শ্রুতিতে তদ্রূপ উদাহরণও দৃষ্ট হয়। সকল রকমের গুরুসম্বন্ধেই যে এই ব্যবস্থা, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গুরুসম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতি-সমর্থিত এতাদৃশ ঔদার্যের প্রচার হইতেছে মহাপ্রভুর একটী বিশেষ অবদান।

(১) বিরুদ্ধমতের আলোচনা

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটী কথার বিবেচনা আবশ্যক। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে গুরূ-পসত্তি-প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য এবং মুণ্ডকশ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সে-সমস্ত বাক্যে গুরুর লক্ষণও প্রকাশ করা হইয়াছে—শব্দব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাতত্ব এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপশমাশ্রয়ত্ব। তাহার পরে গুরুর লক্ষণসূচক (অর্থাৎ শ্রুতি ও ভাগবতে কথিত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর মধ্যে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে-সমস্ত লক্ষণসূচক) কতকগুলি গ্রন্থবাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে—যথা, মন্ত্রমুক্তাবলী, অগস্ত্যসংহিতা, বিষ্ণুস্মৃতি, নারদপঞ্চরাত্র এবং পদ্মপুরাণের বাক্য। পূর্বে গুরূপসত্তি-প্রসঙ্গে ক্রমদীপিকার বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে।

গুরুর লক্ষণ-প্রসঙ্গে ক্রমদীপিকাতে "বিপ্র"-শব্দের, অগস্ত্যসংহিতাতে "ব্রাহ্মণোত্তম"-শব্দের, পদ্মপুরাণে "মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ"-শব্দের উল্লেখ আছে। নারদপঞ্চরাত্র-বচনে প্রতিলোম-দীক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার, গুরু-লক্ষণে মন্ত্রমুক্তাবলীতে "আশ্রমী"-শব্দের এবং অগস্ত্যসংহিতায় "গৃহস্থ"-শব্দের উল্লেখ আছে। এক্ষণে এই উক্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

গুরুদেবকে যে "আশ্রমী" বা "গৃহস্থ" হইতে হইবে, মুণ্ডকশ্রুতি বা শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহা বলেন নাই। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী "গৃহস্থ" ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য যে শাস্ত্রবহির্ভূত কার্য করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা যায় না।

গুরুদেবকে যে ব্রাহ্মণবংশজাত হইতেই হইবে, শ্রুতি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতে তাহা জানা যায় না; পূর্বে এই প্রসঙ্গের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুরও তাহা অভিপ্রেত নহে; উদ্দালক-বালাকি প্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রুত্যুক্ত উদাহরণ এবং শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরাদির উদাহরণও ইহার প্রতিকূল। প্রতিলোমদীক্ষা-নিষেধক বাক্যগুলিও শ্রুতি ও ভাগবতের বাক্যের বিরোধী।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে গুরুলক্ষণ-প্রসঙ্গে এ-সমস্ত বাক্যের উল্লেখই করেন নাই। তিনি বরং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের "কুলং শীলমাচারমবিচার্য্য" ইত্যাদি প্রমাণের উল্লেখ করিয়া ভঙ্গীক্রমে প্রতিলোম-দীক্ষা-নিষেধক বাক্যগুলির গুরুত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। গুরুলক্ষণ-কথনের প্রাক্‌কালে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহার হেতু জানা যায়।

ভক্তিসন্দর্ভের ২০১ অনুচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীজীবপাদ বৈষ্ণবের তারতম্য, ভক্তি-বাসনার ও কৃপার তারতম্য, তাঁহাদের সঙ্গের ফলে জাত শ্রদ্ধার তারতম্যাদি দেখাইয়াছেন। তাহার পরে তিনি বিচারপ্রধান এবং রুচিপ্রধান লোকদিগের কথাও বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভজনমার্গের কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"প্রীতিলক্ষণভক্তীচ্ছূনাস্তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ।—যাঁহারা প্রীতিলক্ষণা ভক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে রুচিপ্রধান মার্গই শ্রেয়; যাঁহাদের রুচি জন্মে নাই, তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য বিচারপ্রধান মার্গ, কিন্তু প্রীতিভক্তীচ্ছুদের পক্ষে তাহা শ্রেয় নহে।” অবশেষে লিখিয়াছেন—এই উভয় মার্গেই গুরুর প্রয়োজন। ইহার পরেই তিনি গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন।

এই বিবরণ হইতে জানা গেল, যাঁহারা বিচারপ্রধান এবং রুচিপ্রধান তাঁহাদের গুরুর লক্ষণই শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন। রুচিপ্রধানদের বিষয়েই বোধ হয় তিনি বিশেষ গুরুত্বপ্রদান করিয়াছেন; যেহেতু, মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রীতিলক্ষণা ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, যাঁহারা বিচারপ্রধান, বা রুচিপ্রধান, পরমার্থবিষয়ে বিচার বা রুচির প্রতিই তাঁহাদের সমধিক আবেশ; প্রাতিলোম্যাদির প্রতি তাঁহাদের বিশেষ আবেশ থাকে না; বিশেষতঃ, যাঁহারা রুচিপ্রধান, অর্থাৎ প্রীতিলক্ষণা ভক্তির জন্যই যাঁহারা লালায়িত, প্রাতিলোম্যাদি-বিষয়ের বিবেচনা তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে না। এজন্যই গুরুলক্ষণ-কথনে শ্রীজীব প্রতিলোমদীক্ষাদির আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দেন নাই।

কিন্তু জগতে এমন লোকও আছেন, যাঁহারা গতানুগতিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেন; আবার এমন লোকও আছেন, দীক্ষার কথা যাঁহারা কখনও চিন্তাও করেন নাই, পিতামাতার আদেশে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরমার্থ-বস্তুর জন্য ইঁহাদের কোনওরূপ আগ্রহই জন্মে নাই। মনে হয়, এতাদৃশ লোকসমূহের জন্যই প্রতিলোমদীক্ষা-নিষেধক বাক্য। বর্ণাশ্রমধর্মের স্বতঃ পারমার্থিকতা না থাকিলেও অধিকারিবিশেষের জন্য বেদে যেমন বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যবস্থা থাকে, তদ্রূপ। এতাদৃশ লোকগণ যদি প্রতিলোমদীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুরের কোনও কোনও ব্রাহ্মণ শিষ্যের ন্যায়, তাঁহাদেরও সামাজিক সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; পরমার্থ-বিষয়ে আগ্রহাভাববশতঃ তখন তাঁহারা প্রতিলোম-গুরুর মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে প্রতিলোমদীক্ষা গ্রহণ না করাই সঙ্গত হইবে। এজন্যই বোধ হয় অধিকারিবিশেষের জন্য কোনও কোনও স্থলে প্রতিলোমদীক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই উদাহরণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রতিলোমদীক্ষাও শ্রুতিসম্মত এবং শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে তাহা বিশেষ-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা বাস্তবিক ভক্তিমার্গের সাধক, তাঁহাদের নিকটে ভক্তির এবং ভক্তেরই প্রাধান্য, জাতি-কুলাদির বিচার তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে না (১৫।৭ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৯। মহাপ্রভুর শিক্ষা ও লোকব্যবহার

পরমার্থ-বিষয়ের উপদেশে সাম্য, মৈত্রী, ঔদার্য ও অহিংসাদি সম্বন্ধে মহাপ্রভুর যে বাণী প্রকাশ পাইয়াছে, লোকব্যবহারে তাহার অনুসরণ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ংভগবান্ যে জীবের একমাত্র প্রিয় এবং জীবমাত্র যে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের প্রিয়, এই বিষয়ে যাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব জন্মিয়াছে, জীবমাত্র-সম্বন্ধে সাম্য, মৈত্রী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঔদার্য ও অহিংসাদির ভাব তাঁহারই পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত এবং তিনিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে "প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে", "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান"-ইত্যাদি উপদেশের অনুসরণ করিতে পারিবেন এবং তিনিই "তরুর ন্যায় সহিষ্ণু" এবং "অমানী মানদ" হইতে পারেন। কিন্তু এতাদৃশ মহাত্মা একেবারে দুর্লভ না হইলেও জগতে এতাদৃশ মহাত্মার সংখ্যা অতি সামান্য। যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত উপায়ে প্রিয়রূপে ভগবানের উপাসনা করিয়া ভগবৎ-কৃপায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই উল্লিখিতরূপ মহাত্মা। তাঁহাদের সংখ্যা বেশী হইতে পারে না।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং ঈশ্বরের মহিমায় যাঁহাদের বাস্তব বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের পক্ষেও উল্লিখিত উপদেশ-সমূহের অনুসরণ সম্ভবপর। কিন্তু জগতে তাদৃশ লোকের সংখ্যাও যে খুব প্রচুর, তাহাও বলা যায় না।

অনাদি-বহির্মুখ সংসারী লোক অনাদিকাল হইতেই ভগবান্‌কে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাঁহার সহিত জীবের যে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, তাহাও ভুলিয়া রহিয়াছে; এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাহাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস নাই। তাহারা মায়ার কবলে পতিত হইয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিতেছে, তাহার ফলে দেহ-দৈহিক-বস্তুসম্বন্ধে নানারকমের অভিমান—ধন-জন-বিদ্যা-রূপ-প্রসার-প্রতিপত্তি-প্রভৃতির অভিমান—পোষণ করিতেছে, দেহকে এবং দেহের সুখকেই সর্বস্ব বলিয়া মনে করিতেছে, সর্ববিষয়ে স্বার্থবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণাতেই জগতে নানারকমের সংঘর্ষ ও অশান্তির উদ্ভব। মায়ার প্রভাবেই এতাদৃশী স্বার্থবুদ্ধি; মায়াধীশ্বর ভগবানের শরণ-গ্রহণ ব্যতীত এই স্বার্থবুদ্ধি স্তিমিত হইতে পারে না, বরং উত্তরোত্তর তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়াই উঠে। এজন্যই বৈদিক ঋষিগণ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত লোকের সমস্ত কার্যেই ঈশ্বর-স্মৃতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা ভুলিয়া যাইতেছি, নিছক জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছি, অথবা হইয়া পড়িতেছি। একে তো অনাদিকাল হইতেই জড়দেহেতে এবং জড়দেহের জড়ভোগ্যবস্তুতে নিবিড় আবেশ; তাহার উপর যদি আবার নিছক জড়বাদই মনকে সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসে, তাহা হইলে ঈশ্বরে বিশ্বাসের এবং ঈশ্বর-স্মৃতির সম্ভাবনাই বা কিরূপে থাকিতে পারে? কিরূপেই বা উৎকট স্বার্থবুদ্ধি প্রশমিত হইতে পারে? হইতে পারে না। তাহার ফলেই জগতে নানারকমের সংঘর্ষ ও অশান্তির উদ্ভব হইতেছে—গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে—সর্বত্র। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই সংঘর্ষ ও অশান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে; কিন্তু সেই চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। কেননা, সংঘর্ষ ও অশান্তির মূল উচ্ছেদের চেষ্টা হইতেছে না; মূলের দিকে লক্ষ্যও যায় না। দেহাত্মবুদ্ধি জীব আমরা; নিজের চেষ্টায় আমরা স্বার্থবুদ্ধিকে তাড়াইতে পারি না। ঈশ্বর-ভাবের দ্বারা সেই স্বার্থবুদ্ধিকে সংযত করার চেষ্টা করিলেই কিছু শান্তির ছায়া দেখা দিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যবহারিকভাবেও বুদ্ধিমান এবং বিবেচক লোক অনেকেই আছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে, কি মণ্ডলগতভাবে, কি রাষ্ট্রগতভাবে—সকলেই যে নিরুপদ্রবে স্ব-স্ব স্বার্থ ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তাহাও তাঁহারা জানেন। "আমি যদি অপরের নিরুপদ্রব স্বার্থভোগের ব্যাঘাত জন্মাই, স্বাভাবিকভাবেই অপরেও আমার নিরুপদ্রব স্বার্থভোগে ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিবে, অন্ততঃ অপরেও তাহার নিরুপদ্রব স্বার্থভোগের ব্যাঘাতকারীর চেষ্টাকে বাধা দিবে, তাহাতেই সংঘর্ষ ও অশান্তি আসিয়া পড়িবে"-ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি যদি নেতৃস্থানীয় সকল লোকের মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে, তাহা হইলে ব্যবহারিকভাবেও মহাপ্রভুর উপদেশগুলি যথাসম্ভব অনুসৃত হইতে পারে এবং জগতে অশান্তির তীব্রতাও অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে পারে। মায়ামুগ্ধ-জীবে-পরিপূর্ণ জগতে শান্তির সর্বব্যাপকতা বোধ হয় সম্ভবও নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞানই বাস্তব শান্তির একমাত্র হেতু।

কেহ কেহ বলেন, সংসারী জীব ব্যবহারিক বিষয়কে বাদ দিতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলেন, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে কথিত পারমার্থিক ব্যাপার অচল। এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। পরমার্থ-বিষয়ক বস্তু সাময়িক নহে, দুঃখ-দৈন্য হইতে মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সাময়িক কল্পিত বস্তু নহে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই দৃশ্যমান জগতের অতীতও কিছু আছে, তাঁহারাই পরমার্থভূত বস্তুতে বিশ্বাসী এবং পরমার্থভূত বস্তুর নিত্যত্বেও বিশ্বাসী। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই দৃশ্যমান যথাবস্থিত দেহের বিনাশেই জীবের বিনাশ নহে, তাহার পরেও জীবের অস্তিত্ব থাকে, জীব নিত্য এবং অবিনাশী, তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক দুঃখবিনাশের এবং পরমাশান্তির জন্য অবশ্যই চেষ্টিত হইবেন; তাঁহারা বেদবাক্যে বিশ্বাসবান্। ব্যবহারিক ব্যাপারের সহিত পরমার্থবস্তু-সম্বন্ধীয় সাধন-ভজনেরও তাঁহারা একটা সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টাও করিয়া থাকেন। বৈদিক শাস্ত্রে এতাদৃশ সমন্বয় দেখিতেও পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের চর্চাও বৈদিক ভারতে উপেক্ষিত ছিল না; চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধনুর্বিজ্ঞানাদির কথা বৈদিক শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়; তবে বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, বৈদিক ভারতে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া বিজ্ঞানের চর্চা হইত না, রাজনীতির সহিতও ঈশ্বর-ভাবের যোগ ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা হইতেই তাহা জানা যায়। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। অর্জুন ছিলেন যুদ্ধবিমুখ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন—রাজ্যসুখ-ভোগের জন্য নহে, ধর্মরাজ্য-স্থাপনের জন্য। কি ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—অনাসক্ত ভাবে, আমিই কর্তা—এইরূপ ভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করার উপদেশ করিয়াছেন। দেহেতে আত্মবুদ্ধি বশতঃই "আমি কর্তা"-এইরূপ অহঙ্কৃত-ভাব জন্মে। যাঁহার এইরূপ অহঙ্কৃত ভাব নাই, জাগতিক কোনও কর্মে তাঁহার বুদ্ধিও লিপ্ত হয় না; সুতরাং কোনও কর্মের ফলও তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধন জন্মাইতে পারে না ; লোকদিগকে হত্যা করিলেও হত্যার কুফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। "যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ গীতা॥ ১৮।১৭॥" কিরূপে এই অবস্থা লাভ করা যায়, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ তাহাও বলিয়াছেন। "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ গীতা॥ ১৮।৫৬-৫৭॥—আমার আশ্রিত ভক্তগণ (নিত্য-নৈমিত্তিক) সমস্ত কর্ম সর্বদা করিয়াও আমার অনুগ্রহে অনাদি অব্যয়পদ প্রাপ্ত হয়েন। চিত্তবৃত্তি দ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বনকরত সর্বদা মদ্‌গতচিত্ত হও।" শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি। অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ গীতা॥ ১৮।৫৮॥—মদ্‌গতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে দুরতিক্রমণীয় সমস্ত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আর যদি অহঙ্কারবশতঃ তুমি আমার কথা না শুন, তাহা হইলে তুমি বিনষ্ট হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত॥ গীতা॥ ১৮।৬১-৬২॥ —হে অর্জুন! জীবসমূহকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া (কার্যে প্রবর্তিত করাইয়া) ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তুমি সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর।" এইরূপে জানা গেল, যুদ্ধের ব্যাপারেও ভগবদ্‌চিত্ত হইয়া, ভগবানে শরণাপন্ন হইয়া, যুদ্ধ করার উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন; অন্যান্য ব্যবহারিক ব্যাপারেও যে ভগবানে শরণ গ্রহণের প্রয়োজন, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? এইরূপে জানা গেল, বৈদিক সাহিত্যে ভগবান্‌কে বাদ দিয়া কোনও কর্ম করার ব্যবস্থা নাই। ভগবানের স্মৃতি চিত্তে জাগ্রত রাখিয়া বিজ্ঞানচর্চাদিও করা যায়, ব্যবহারিক অন্যান্য কর্মও করা যায়। এইরূপই হইতেছে পরমার্থসম্বন্ধীয় সাধনের সহিত ব্যবহারিক ব্যাপারের সমন্বয়।

১০। গৃহস্থের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা

পরবর্তী ১৭।৬১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

ষোড়শ অধ্যায়ের লিখন আরম্ভ—৫. ১২. ১৯৬১, এবং শেষ ৪. ১. ১৯৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ অধ্যায়

চরিতকথা ও প্রভাব

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-কলা-পাথোজনিভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব লসল্লীলা-সুধা-স্বর্ধুনী॥

১। নিবেদন

প্রাচীন চরিতকারদের গ্রন্থে মহাপ্রভুর যেসকল চরিতকথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই এই গ্রন্থে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; তবে তাহা ধারাবাহিক ভাবে উল্লিখিত হয় নাই, বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে মহাপ্রভুর চরিতকথা যথাসম্ভব ধারাবাহিক ভাবে, কেবল সূত্রাকারে, উল্লিখিত হইতেছে। "যথাসম্ভব" বলার হেতু এই যে, বিভিন্ন চরিতকারদের বর্ণনায় এক রকম ক্রম দৃষ্ট হয় না। পূর্বে যে-যে কথা উল্লিখিত বা বর্ণিত হইয়াছে, বন্ধনীর মধ্যে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইবে। পূর্বে উল্লিখিত বা বর্ণিত হয় নাই, এমন কোনও কোনও বিষয় একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইবে।

২। জন্ম ও বংশপরিচয়

১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। ২৩শে ফাল্গুন শনিবারে (চৈ. চ. ভূমিকায় জ্যোতিষের গণনা দ্রষ্টব্য)। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে। ৮৯৩ বঙ্গাব্দে। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। পূর্ববর্তী ১।১৫-অনুচ্ছেদের বিবরণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ৪৭১৩ বৎসর পরে এবং শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের ৪৫৮৮ বৎসর পরে মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র; পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি পুরন্দর; সাধারণতঃ "মিশ্রপুরন্দর"-নামে খ্যাত। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মাতা শ্রীশচীদেবী। মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী, মহাপণ্ডিত, জ্যোতিষ্-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। ইঁহাদের সকলেরই আদি বাসস্থান ছিল শ্রীহট্ট জেলায়; নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

শচীজগন্নাথের ক্রমে ক্রমে আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পরে বিশ্বরূপের জন্ম। বিশ্বরূপের পরে মহাপ্রভু। "ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥ চৈ. চ. ১।১৩।১১৬॥" এইরূপে প্রভুর প্রথম নাম হইল "নিমাই।" নামকরণ-সময়ে নাম রাখা হইয়াছিল "বিশ্বম্ভর।" গৌরহরি, গৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভু প্রভৃতি নামও বিভিন্ন সময়ে প্রকটিত হইয়াছিল।

নিমাইয়ের রূপ ছিল অপূর্ব মনোহর, সকলেরই চিত্তাকর্ষক। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন শ্রীনিমাই।

আদিলীলা (সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত। ৩-৬০ অনু)। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আদিলীলা বর্ণিত হইতেছে।

৩। জন্ম হইতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত বিবাহপর্যন্ত লীলা

আবির্ভাবের দিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল বলিয়া সর্বত্রই নামকীর্তন চলিতেছিল। এই নাম-কীর্তনের মধ্যেই শ্রীনিমাইয়ের আবির্ভাব; তিনি যতদিন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, ততদিনই সর্বত্র নামকীর্তন প্রচার করিয়াছেন এবং করাইয়াছেন। অতি শৈশবেও ক্রন্দনের ছলে নাম প্রচার করিয়াছেন (৮।৩ অনু)।

উত্তান-শয়ানাবস্থায় শ্রীনিমাই স্বীয় হস্তপদে নারায়ণের কর-চরণের চিহ্ন দেখাইয়াছিলেন [৫।৫ খ (৩) অনু, ৮।২-অনু] এবং অপরের অনুপস্থিতিকালে গৃহের দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া আবার বিছানায় আসিয়া শয়ন করিয়াছিলেন (৮।৪-অনু)।

লৌকিক জগতে রীতি আছে, শিশুর নামকরণ-সময়ে একখানা থালার উপরে নানাবিধ দ্রব্য রাখা হয়—কড়ি, ধান, সোনা, রূপা, দোয়াত-কলম, গ্রন্থাদি। শিশুর সাক্ষাতে তাহা রাখা হয় এবং শিশু কোন্ বস্তুটী ধরে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা নির্ণয় করা হয়। শ্রীনিমাইয়ের নামকরণ-সময়েও তদ্রূপ করা হইয়াছিল; নিমাই ধরিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত। তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচারের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বোধ হয় তখন তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

শ্রীনিমাই যখন হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছিলেন, তখন একদিন সর্পের সহিত খেলা করিয়াছিলেন (৮।৫-অনু)।

শ্রীনিমাই হাঁটিতে শিখিয়াছেন। বাড়ীর বাহিরেও যায়েন। সকলেই আদর করিয়া নানবিধ দ্রব্য তাঁহাকে উপহার দেন; তিনি তাহা বিতরণ করিয়া দিতেন। একদিন দুইজন চোরের কোলে উঠিয়া এক অপূর্ব রঙ্গ প্রকটিত করিয়াছিলেন (৮।৭ অনু)। এই সময়েই একদিন শচীমাতা তাঁহাকে খৈ-সন্দেশ খাইতে দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা না খাইয়া তিনি মাটী খাইতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মাতার নিকটে জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন (৮।৬-অনু)। এই সময়ে একদিন শ্রীনিমাই তাঁহার শূন্যপদে নূপুরের ধ্বনিও প্রকটিত করিয়াছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৮।৮-অনু)। আর্দ্রবৃন্ত নারিকেল আনয়ন (৮।৯-অনু), তৈর্থিক বিপ্রের অন্নভোজন [৫।৬ক (১)-অনু], জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্যের বিষ্ণুনৈবেদ্যভক্ষণ (৮।১০-অনু) প্রভৃতি লীলা এই সময়েই প্রকটিত হইয়াছিল।

হাতেখড়ির পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীনিমাই বর্ণমালাদি শিখিয়া ফেলিলেন। যখন লিখিতে শিখিলেন, তখন তিনি কেবল রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি ভগবন্নামই লিখিতেন।

এই সময়ে শ্রীনিমাইয়ের চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে খেলা-ধূলা, গঙ্গার ঘাটে উৎপাত, প্রতিবেশীদের গৃহে খাদ্যদ্রব্যাদি চুরি প্রভৃতি চলিতে লাগিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, কেহই কিন্তু নিমাইয়ের প্রতি রুষ্ট হইতেন না। তথাপি কৌতুক দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে কেহ কেহ মিশ্রপুরন্দরের নিকটে এবং শচীমাতার নিকটেও শ্রীনিমায়ের নামে অভিযোগ করিতেন; তাঁহারা নিমাইকে শাসন করিতেন; শাসন করিতে দেখিলে কিন্তু অভিযোগকারীরা আবার অসন্তুষ্ট হইতেন। গঙ্গাঘাটে চাপল্যের বিবরণ ৮।১২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। এই সময়েই শ্রীনিমাই মুরারিগুপ্তের মধ্যাহ্নভোজন-কালে এক অদ্ভুত রঙ্গ করিয়াছিলেন (৮।১১-অনু)।

শ্রীনিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই সর্বশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপেও শ্রীঅদ্বৈতের একটী বাড়ী ছিল। যখন তিনি নবদ্বীপে আসিতেন, তখন বিশ্বরূপ প্রায় সর্বদাই তাঁহার সভায় থাকিতেন। আহারাদির কথাও তাঁহার মনে থাকিত না। আহার-কালে শচীমাতা দাদাকে ডাকিয়া আনার জন্য নিমাইকে পাঠাইতেন। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহাতে পিতামাতা অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলে নিমাই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন [৯।৪ ঘ (১) অনু]। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কিছুকাল পরে প্রসাদীতাম্বূল-ভোজন-প্রসঙ্গে শ্রীনিমাই স্বীয় ভাবী সন্ন্যাসের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন [৯।৪ ঘ (২) অনু]।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পরে নিমাইয়ের বাল্য-চাঞ্চল্য কমিয়া গেল; তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু তাহাতে মিশ্রপুরন্দর চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন বিশ্বরূপ লেখাপড়া করিয়া সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। নিমাইও যদি লেখাপড়া শিখে, তাহা হইলে অগ্রজের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার ফলে নিমাই আবার চঞ্চল ও উদ্ধত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে বর্জ্যহাড়ীর উপরে উপবেশন করিয়া মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ-প্রদানচ্ছলে পিতার নিকট হইতে পুনরায় অধ্যয়নের আদেশ আদায় করিয়াছিলেন (৮।১৩-অনু)।

শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীনিমাইয়ের উপনয়ন হইল। সুবিখ্যাত অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নিমাই তাঁহার অসাধারণ মেধাবিত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বিচার-নিপুণতার পরিচয় দিলেন। যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অধ্যয়ন-জ্যেষ্ঠ, সে-সমস্ত ছাত্রদিগকেও তিনি ব্যাকরণের "ফাঁকি" জিজ্ঞাসা করিয়া পরাভূত করিতে লাগিলেন। ব্যাকরণের সূত্রাদির ব্যাখ্যান-কালে প্রথমে একরকম সিদ্ধান্ত করেন; কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারে না; আবার নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন; তাহাও কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। এই ভাবে শ্রীনিমাই সকলকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইয়ের অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্ময়মিশ্রিত পরমানন্দ উপভোগ করিতেন।

ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্যসাধনেও তাঁহার তৎপরতা ছিল—নিত্যগঙ্গাস্নান, সন্ধ্যাবন্দনাদি, বিষ্ণু-পূজা, তুলসী-প্রদক্ষিণ ও তুলসীপূজা প্রভৃতির আদর্শও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। পুত্রের এতাদৃশ আচরণ এবং অধ্যয়ন-তৎপরতাদি দেখিয়া মিশ্রপুরন্দর অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন এবং বাৎসল্যের আবেশে পুত্রের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইতেন।

একদিন শ্রীনিমাই মাতাকে বলিলেন—"মা, আমি তোমার নিকটে একটী ভিক্ষা চাই। তুমি মা একাদশী দিনে অন্নগ্রহণ করিবে না।" বাৎসল্যবিগ্রহা শচীমাতা আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন।

কিছুকাল পরে মিশ্রপুরন্দর অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইলেন। শ্রীনিমাই এবং শচীমাতা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন; তথাপি শ্রীনিমাই জননীকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়া স্থির করিলেন এবং যথাসময়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন।

একদিন শ্রীনিমাই গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় মাতার নিকটে তৈল এবং গঙ্গাপূজার দ্রব্যাদি চাহিলেন। তখন এ-সমস্ত প্রস্তুত ছিল না। মাতা বলিলেন—"বাবা, একটু অপেক্ষা কর; আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।" কিন্তু চাওয়ামাত্র না পাওয়ায় শ্রীনিমাই অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া গৃহের যাবতীয় সামগ্রী, এমন কি ঘর-দ্বার পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বাৎসল্যময়ী জননী তখন কিছু বলিলেন না। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্নানের সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিলেন। নিমাই গঙ্গাস্নানে গেলেন; ফিরিয়া আসিয়া নিত্যকর্ম সমাধানের পরে আহার করিলেন। তখন শচীমাতা তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা, তুমি পিতৃহীন; গৃহের সমস্ত দ্রব্যই তো তোমার। এ-সমস্ত নষ্ট করিয়া তোমার কি লাভ হইল বাবা? কল্য কি খাইবে? কোনও জিনিসই তো নাই। তোমার এ-সব বিবেচনা করা কি উচিত নয়?" নিমাই ধীরভাবে বলিলেন—"মা, চিন্তা কর কেন? শ্রীকৃষ্ণই সকলের পালনকর্তা।" একথা বলিয়া নিমাই অধ্যয়নের জন্য বাহির হইয়া গেলেন এবং অধ্যয়নান্তে ঘরে ফিরিয়া মাতার হস্তে দুই তোলা সোনা দিয়া বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ ইহা পাঠাইয়া দিয়াছেন।" এইরূপে, যখনই অভাব উপস্থিত হয়, তখনই নিমাই মায়ের হাতে সোনা আনিয়া দিতেন। শচীমাতা চিন্তিত হইলেন। "কোথা হইতে নিমাই সোনা আনে? আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাছাকে না জানি কোন্ বিপদে পড়িতে হয়।” হু’চারজনকে দেখাইয়া শচীমাতা সোনা ভাঙ্গাইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতেন।

নিমাইয়ের অধ্যয়ন শেষ হইল। এবার তিনি নিজেই মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপন আরম্ভ করিলেন। অনেক ছাত্র জুটিল। ব্যাখ্যান-কালে “হয় কে নয়, আবার নয় কে হয়” করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অধ্যাপনের অবকাশে ছাত্রদের সঙ্গে লইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন, সন্ধ্যাসময়ে তাঁহাদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিতেন। সকল সময়েই কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চাই করিতেন, অন্য কথা বলিতেন না। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল অসাধারণ; তিনি তাঁহাদিগকে “ভাই” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার প্রতি ছাত্রদেরও প্রীতি এবং শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। নিমাইপণ্ডিতের ছাত্র বলিয়া তাঁহারা গর্বও অনুভব করিতেন। ছাত্রদের আচার-নিষ্ঠার প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কোনও দিন কোনও ছাত্রের কপালে তিলক না দেখিলে বলিতেন—“ভাই, তোমার সন্ধ্যা আজ বন্ধ্যা হইয়াছে। যাও, তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া আইস।” তাঁহার এই প্রীতিগর্ভ আদেশ কখনও উপেক্ষিত হইত না।

কিছুকাল পরে শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যা মূর্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হইল।

৪। নবদ্বীপে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত মিলন

কিছুদিন পরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য কৃষ্ণরসে পরম-বিহ্বল শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী “অতি-অলক্ষিত বেশ” ধারণ করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন এবং দৈবাৎ শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে গিয়া উপনীত হইয়া অতি সঙ্কোচিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহার তেজ দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পুরীপাদ বলিলেন “আমি ক্ষুদ্রাধম। দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ॥” তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মুকুন্দ কৃষ্ণচরিত-বিষয়ক একটী গান প্রেমাবেশে কীর্তন করিলেন। শ্রবণমাত্রে পুরীপাদ প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন; তাঁহার নয়নে অশ্রুপ্রবাহ। আস্তেব্যস্তে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে কোলে তুলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন—ইনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। পুরীপাদ নবদ্বীপে অলক্ষিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। একদিন শ্রীনিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনের শেষে গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে দৈবাৎ পুরী-পাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনিমাই তাঁহাকে নমস্কার করিলে পুরীপাদ বার বার তাঁহার শরীর নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পথিমধ্যস্থ লোকগণ বলিলেন—“ইনি নিমাই পণ্ডিত।” শুনিয়া পুরীপাদ অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন—“তুমি সেই?” শ্রীনিমাই বহু সমাদরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণের নৈবেদ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তুত করিয়া শচীমাতা তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন। ভিক্ষার পরে পুরীপাদ প্রেমবিহ্বল-চিত্তে নিমাইয়ের নিকটে কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন; শুনিয়া প্রভুও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

পুরীপাদ মাসকয়েক গোপীনাথ আচার্যের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। সে-স্থানেই আশৈশব-বিষয়বিরক্ত শ্রীল গদাধরপণ্ডিতগোস্বামীর সহিত পুরীপাদের পরিচয় হইল। পুরীপাদ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং স্বরচিত "কৃষ্ণলীলামৃত"-নামক গ্রন্থ তাঁহাকে শুনাইতেন। শ্রীনিমাইও প্রতিদিন যাইয়া পুরীপাদের চরণ বন্দনা করিতেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পুরীপাদ তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি পরম পণ্ডিত। আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥ সকল বলিবা কোথা থাকে কোন্ দোষ। ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥" তখন শ্রীনিমাইপণ্ডিত বলিলেন—"ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। ইহাতে যে দেখে দোষ সে-ই পাপীজন॥ ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেনে নয়। সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥ মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর। দুইবাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥ ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ। ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥ অতএব তোমার এ-প্রেমের বর্ণন। ইহা দূষিবেক কোন সাহসিক জন॥ চৈ. ভা. আদি সপ্তম॥ ৮০-১ পৃঃ॥" শুনিয়া পুরীপাদ সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু নিমাইপণ্ডিতকে ছাড়িলেন না; তাঁহার গ্রন্থের বিচারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনিও সম্মত হইলেন। প্রতিদিন দুই চারি দণ্ড গ্রন্থের বিচার চলিতে লাগিল। একদিন পুরীপাদ তাঁহার গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলে একটী ক্রিয়াপদসম্বন্ধে পণ্ডিত বলিলেন—"এ-ধাতু আত্মনেপদী নয়।"; বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। পুরীপাদ সেই ধাতু-সম্বন্ধে বিচার করিতে লাগিলেন। পরের দিন শ্রীনিমাইপণ্ডিত যখন তাঁহার নিকটে গেলেন, তখন পুরীপাদ বলিলেন—"যে ধাতু 'পরস্মৈপদী' বলি গেলা তুমি। তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি॥ ব্যাখ্যান শুনিঞা প্রভু পরমসন্তোষ। ভৃত্যজয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ॥" কিছুদিন পরে পুরীপাদ নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

৫। বিদ্যৌদ্ধত্যের প্রকটন

বিদ্যাগর্বে লোক কি রকম উদ্ধত হয়, এই সময়ে শ্রীনিমাইপণ্ডিত তাহা দেখাইতে লাগিলেন। তিনি পড়াইতেন কলাপব্যাকরণ; কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। পথিমধ্যে যাঁহাকেই দেখিতেন, তাঁহাকেই কোনও না কোনও সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিতেন। কাহাকেও ছাড়িয়া দিতেন না। এজন্য নিমাইপণ্ডিতকে দেখিলেই সকলে দূর হইতে পলায়ন করিতেন। একদিন নিমাইপণ্ডিত শিষ্যদের সঙ্গে করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন, মুকুন্দের সহিত দেখা হইল। শ্রীনিমাই তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—"আমাকে দেখিলেই তুমি পলাইয়া যাও কেন? আজ আমাকে প্রবোধ দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাও দেখি।" মুকুন্দ মুস্কিলে পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—"আজি জিনিব কেমনে। ইহান অভ্যাস সবেমাত্র ব্যাকরণে॥ ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার। মোর সনে যেন গর্ব্ব না করেন আর॥ চৈ. ভা. আদি ৮ম॥ ৮২ পৃঃ॥" অলঙ্কারের বিচার চলিল। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত "খণ্ড খণ্ড করি দোষে সব অলঙ্কার॥ মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন। হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বোলেন বচন—॥ 'আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ। কালি বুঝিবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ।" তখন "মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতুহলী॥ মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা? হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা॥ এমত সুবুদ্ধি—কৃষ্ণভক্ত হয় যবে। তিলেকো ইঁহার সঙ্গ না ছাড়িব তবে॥ ঐ. ৮২ পৃঃ॥"

আর একদিন পথিমধ্যে দৈবাৎ নৈয়ায়িক গদাধরের সঙ্গে দেখা। নিমাইপণ্ডিত হাসিতে হাসিতে তাঁহার দুই হাত ধরিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন—"ন্যায় পঢ় তুমি, আমা যাও প্রবোধিয়া।" গদাধর বলিলেন—"কি জানিতে চাহ, জিজ্ঞাসা কর।" নিমাই পণ্ডিত বলিলেন—"কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ।" গদাধর শাস্ত্রানুসারে মুক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পণ্ডিত বলিলেন—"ব্যাখ্যান করিতে না জানিলা।" গদাধর বলিলেন—"আত্যন্তিক দুঃখনাশ। ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥" তখন "নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী-পতি। হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥ হেনজন নাহি, যে প্রভু সনে বোলে। গদাধর ভাবে—'আজি বর্ত্তি পলাইলে।' প্রভু বোলে—'গদাধর! আজি যাহ ঘর। কালি বুঝিবাঙ তুমি আসিহ সত্বর॥ ঐ॥ ৮৩ পৃঃ॥" এই ভাবে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিদ্যা-বিচার চলিতে লাগিল।

৬। বৈষ্ণবদের আকাঙ্ক্ষা

নবদ্বীপে সেই সময়ে যে কয়জন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলিতেন—"নিমাই পণ্ডিতের এমন সৌন্দর্য্য, এমন পাণ্ডিত্য, এমন প্রতিভা! তিনি যদি বৈষ্ণব হইতেন, আমাদের কতই না আনন্দ হইত।" এ-সমস্ত ভাবিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা করিতেন—নিমাই পণ্ডিত যেন বৈষ্ণব হয়েন। "সর্ব্বভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥—হেন কর কৃষ্ণ! জগন্নাথের নন্দন। তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্য মন॥ নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে। হেন সঙ্গ কৃষ্ণ! দেহ আমা সভাকারে॥ ঐ॥ ৮৩ পৃঃ॥"

যে-জন্য প্রভুর আবির্ভাব, এই সময়ে তিনি সেই বিষয়ের সমস্তই যেন গোপন করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু "শ্রীবাসাদি দেখিলেই করেন নমস্কার॥ ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়॥ ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥"

কোনও কোনও ভক্ত সাক্ষাদ্ভাবেই শ্রীনিমাইপণ্ডিতকে বলিতেন—"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে।"; কেহ বা বলিতেন—"হের দেখ নিমাঞি পণ্ডিত। বিদ্যায় কি লাভ, কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥ পঢ়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যায় কি করে ?" তখন নিমাই পণ্ডিতও হাসিতে হাসিতে বলিতেন—"বড় ভাগ্য সে আমার। তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তিসার॥ তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান। মোর চিত্তে হেন লয়—সে-ই ভাগ্যবান্॥ কথোদিন পঢ়াইয়া মোর চিত্তে আছে। চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥ ঐ ॥ ৮৩—৪ পৃঃ॥" রঙ্গীয়া ঠাকুরের অদ্ভুত রঙ্গ।

৭। বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেম-প্রকাশ

মহাপ্রভু ছিলেন স্বরূপতঃ অখণ্ড প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী। বিদ্যাবিলাসাদিদ্বারা তিনি সেই প্রেমভাণ্ডারকে আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করিলেও সময় সময় তাহা স্বীয় স্বরূপগত প্রভাব বিস্তার করিত। সাধারণ লোক অবশ্য সেই প্রভাবের বাস্তব পরিচয় পাইত না; তাহাকে তাহারা আচ্ছাদনের প্রভাব বলিয়াই মনে করিত। নীলবর্ণের কাচাবরণের ভিতর দিয়া প্রকাশিত শুভ্র আলোককেও লোক নীলবর্ণই দেখিয়া থাকে।

এক সময়ে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের মধ্যে প্রেমভক্তির উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক বিকার সকল প্রকাশ পাইয়াছিল—অলৌকিক শব্দ, হুঙ্কার-গর্জন, ভূমিতে গড়াগড়ি, ক্ষণে ক্ষণে সর্বাঙ্গে স্তম্ভ, কখনও বা মূর্চ্ছা, অশ্রু, কম্প, পুলকাদি। আবার কখনও বা বলিতেন—"মুঞি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর। মুঞি বিশ্ব ধরোঁ, মোর নাম বিশ্বম্ভর॥ মুঞি সেই মোরে ত না চিনে কোন জনে॥ চৈ. ভা. আদি ৮ম॥ ৮৪ পৃঃ॥" কিন্তু মায়ামোহবশতঃ বস্তুতঃ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। নানা লোক নানা রকম কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ বলেন, দানবের অধিষ্ঠান হইয়াছে। কেহ বলেন, এ-সমস্ত ডাকিনীর কাজ। কেহ বলেন—"সদাই করেন বাক্যব্যয়। অতএব হৈল বায়ু, জানিহ নিশ্চয়॥" সকলে মিলিয়া প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। "বহুবিধ পাকতৈল সভে দেই শিরে। তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে॥ তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল। সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥ এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি। স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥ সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ হরিধ্বনি। কেবা কারে বস্ত্র দেই, হেন নাহি জানি॥ সর্ব্বলোক শুনিয়া হইলা হরষিত। সভে বোলে—'জীউ জীউ এ-হেন পণ্ডিত॥" আর বৈষ্ণবগণ বলিলেন—"ভজ বাপ। কৃষ্ণের চরণ॥ ক্ষণেকে নাহিক বাপ। অনিত্য শরীর। তোমাকে কে শিখাইব, তুমি মহাধীর॥" তখন "হাসি প্রভু সভারে করিয়া নমস্কার। পঢ়াইতে চলে শিষ্যসংহতি অপার॥ ঐ॥ ৮৫ পৃঃ॥"

৮। নগরভ্রমণ এবং তন্তুবায়াদির প্রসঙ্গ

মনের উল্লাসে নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণের সঙ্গে নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়া এক তন্তুবায়ের গৃহে গেলেন। তন্তুবায় নমস্কার করিলে বলিলেন—"ভাল বস্ত্র আন।" তৎক্ষণাৎ বস্ত্র আনা হইল। পণ্ডিত বলিলেন—"মূল্য কত ?" উত্তর—"তুমি আপনে যে দিবা।" মূল্য স্থির করিয়া পণ্ডিত বলিলেন—"এবে কড়ি নাঞি।" তন্তুবায় বলিলেন—"দশে পক্ষে দিবা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোসাঞি॥ বস্ত্র লৈয়া পর তুমি পরম সন্তোষে। পাছে তুমি কড়ি মোর দিও সমাবেশে॥" তাহার পরে নিমাই পণ্ডিত গেলেন গোয়ালার ঘরে এবং গোয়ালাদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"আরে বেটা! দধি দুগ্ধ আন। আজি তোর ঘরের লইব মহাদান॥"; "গোপবৃন্দ দেখি—সাক্ষাৎ মদন। সম্ভ্রমে দিলেন আনি সুন্দর আসন॥" গোয়ালারাও তাঁহার সহিত পরিহাস করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতকে "মামা" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহাদের কেহ বলেন—"চল মামা ভাত খাই গিয়া। কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া॥ কেহো বোলে—'আমার ঘরের যত ভাত। পূর্বে যে খাইলা, মনে নাহিক তোমাত॥" সরস্বতী তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মুখে সত্যকথাই বলাইয়াছেন। শুনিয়া পণ্ডিত হাসিতে লাগিলেন। "দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, রস, সুন্দর নবনী। সন্তোষে প্রভুরে সর্ব গোপ দেয় আনি॥ ঐ॥ ৮৬ পৃঃ॥"

ইহার পরে নিমাই পণ্ডিত গন্ধবণিকের গৃহে গিয়া বলিলেন—"আরে ভাই ভাল গন্ধ আন।" পণ্ডিতকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ বণিক গন্ধ আনিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—"কি মূল্য লইবা?" বণিক বলিলেন—"তুমি জান মহাশয়। তোমাস্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্ত হয়? আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর। কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥ ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে। তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥ এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব্বঅঙ্গে। গন্ধ দেই বণিক, না জানি কোন্ রঙ্গে॥ ঐ॥ ৮৬ পৃঃ॥"

তাহার পরে গেলেন মালাকারের ঘরে। "পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার। সাদরে আসন দিয়া করে নমস্কার॥" পণ্ডিত বলিলেন—"ভাল মালা দেহ মালাকার। কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার॥" মালাকার বলিলেন—"কিছু দায় নাহিক তোমার॥ এতবলি মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে। হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে॥ ঐ॥ ৮৭পৃঃ॥"

পরে শ্রীনিমাই পণ্ডিত তাম্বূলীর গৃহে গেলেন। তাম্বূলী তাম্বুল, গুয়া, কর্পূরাদি দিলেন, মূল্য নিলেন না। তারপর শঙ্খবণিকের গৃহে গিয়া বলিলেন—"দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই। কেমনে বা নিব শঙ্খ কড়ি-পাতি নাই।" বণিক তৎক্ষণাৎ দিব্য শঙ্খ আনিয়া পণ্ডিতের হাতে দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞি। পাছে কড়ি দিহ, না দিলেও দায় নাঞি॥ ঐ॥ ৮৭ পৃঃ॥" রঙ্গীয়া নিমাইপণ্ডিত এই ভাবে নগর ভ্রমণ করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। নানাছলে ভক্তের দ্রব্য গ্রহণেই ভক্তবৎসল ভগবানের আনন্দ।

৯। **সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর প্রসঙ্গ।** ৮।১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। **খোলাবেচা শ্রীধরের প্রসঙ্গ**

খোলাবেচা শ্রীধর। ব্যবহারিকভাবে অতি দরিদ্র; কিন্তু ভক্তিধনে পরম ধনী [৫।৬ ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। নিমাইপণ্ডিত তাহা জানিতেন ; এজন্য তিনি শ্রীধরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন ; নানাছলে তাঁহার ঘরে আসিয়া তাঁহার সহিত কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি শ্রীধরের গৃহে গিয়া বলিলেন—"শ্রীধর ! তুমি যে অনুক্ষণ। 'হরি হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ ? লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি। অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি ॥" শুনিয়া শ্রীধর বলিলেন—"উপবাস ত না করি। ছোট হউ বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি ॥" পণ্ডিত বলিলেন—"দেখিলাঙ গাঁঠি দশ ঠাঞি (তোমার পরিধানের বস্ত্রে দশ জায়গায় গ্রন্থি রহিয়াছে)। ঘরে বোল, এই দেখিতেছি নাঞি (ঘরের চালে ছানিও নাই)॥ দেখ এই চণ্ডী-বিষহরি পূজিয়া। কে না ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া ॥" শ্রীধর বলিলেন—"বিপ্র ! বলিলা উত্তম। তথাপি সভার কাল যায় এক সম ॥ রত্নঘরে থাকে রাজা, দিব্য খায় পরে। পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে ॥ কাল পুন সভার সমান হই যায়। সভে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥" তারপর নিমাইপণ্ডিত শ্রীধরকে বলিলেন—"তোমার বিস্তর আছে ধন। তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন ॥ তাহা মুঞি বিদিত করিমু কথো-দিনে। তবে দেখি, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে ॥" শ্রীনিমাই পণ্ডিত এ-স্থলে ভঙ্গীতে শ্রীধরের ভক্তিধনের কথাই বলিলেন—যাহা শ্রীধর অতি গোপনে রাখিতেন ; শ্রীধরের এই ভক্তিসম্পত্তির কথা লোকে জানিত না। যাহা হউক, নিমাইপণ্ডিতের কথা শুনিয়া শ্রীধর বলিলেন—"ঘরে চলহ পণ্ডিত। তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত ॥" পণ্ডিত বলিলেন—"আমি তোমা না ছাড়ি এমনে। কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে ॥" শ্রীধর বলিলেন—"আমি খোলা বেচি খাই। ইহাতে কি দিব, তাহা বোলহ গোসাঞি ॥" তখন নিমাইপণ্ডিত বলিলেন—"যে তোমার পোঁতা ধন আছে। সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে ॥ (পোঁতা ধন—শ্রীধরের গুপ্ত ভক্তিধন)॥ এবে কলা মূলা থোড় দেহো কড়ি বিনে। দিলে আমি কন্দল না করি তোমা সনে ॥" শুনিয়া শ্রীধর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"উদ্ধত বিপ্র বড়। কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দঢ় ॥ মারিলেও ব্রাহ্মণেরে কি করিতে পারি। কড়ি বিনে প্রতিদিন দিবারেও নারি ॥ তথাপিহ বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে। সে আমার ভাগ্য, সে দিবাঙ প্রতিদিনে ॥" এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীধর বলিলেন—"শুনহ গোসাঞি। কড়ি-পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞি ॥ থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মনে। সবে আর কন্দল না কর আমা সনে ॥" শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন—"ভাল ভাল, আর দ্বন্দ্ব নাঞি। সবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই।"

ইহার পরে রঙ্গীয়া নিমাইপণ্ডিত শ্রীধরকে বলিলেন—"আমারে কি বাসহ শ্রীধর। তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর ॥" শ্রীধর বলিলেন—"তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ ॥" পণ্ডিত বলিলেন—"না জানিলা, আমি গোপ-বংশ ॥ তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল। আমি আপনারে বাসি যেহেন গোয়াল ॥" তখন "হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন। না চিনিল নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু মায়ার কারণ॥" প্রভু নিজ তত্ত্বই প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাঁহারই মায়ায় শ্রীধর তাঁহাকে তখন চিনিতে পারিলেন না। প্রভু পুনরায় বলিলেন—"শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব। আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব॥" শুনিয়া শ্রীধর বলিলেন—"ওহে পণ্ডিত নিমাঞি। গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাঞি॥ বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে। তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাঢ়য়ে॥"; "এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি। আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।" (চৈ. ভা. আদি ৮ম॥ ৮৮-৯০ পৃঃ)।

পরবর্তীকালে প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে শ্রীধর প্রভুতে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন [৫।৬ ক (৩) অনু]। কাজীদমনের দিন মহাপ্রভু শ্রীধরের ভাঙ্গালৌহ-পাত্রে জলপান করিয়াছিলেন (৮।১৯-অনু)।

১১। শচীমাতাকর্তৃক বৈভবদর্শন

একদিন নিমাইপণ্ডিত স্বীয় গৃহে বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া আছেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্তে বৃন্দাবনচন্দ্রের ভাব উদিত হইল। সেই ভাবের আবেশে তিনি "অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি লাগিলা করিতে। আই এই আর কেহ না পায় শুনিতে॥ ত্রিভুবনমোহন মুরলী শুনি আই। প্রথমে আনন্দে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঁই॥ ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন। অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করয়ে শ্রবণ॥ যেখানে বসিয়া আছেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। সেই দিগে শুনিল মুরলী মনোহর॥ অদ্ভুত শুনিঞা আই আইলা বাহিরে। দেখে পুত্র বসি আছে বিষ্ণুঘর-দ্বারে॥ আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ। পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ॥ পুত্রবক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে। বিস্মিত হইয়া আই চাহে চারিভিতে॥ গৃহে আই বসি গিয়া লাগিলা চিন্তিতে। কি হেতু নিশ্চয় কিছু না পারে করিতে॥ এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই। যত দেখে প্রকাশ তার অন্ত নাই॥ কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে। গীতবাদ্যযন্ত্র বা'য় কত শত জনে॥ বহুবিধ মুখবাদ্য, নৃত্য, পদতাল। যেন মহারাসক্রীড়া শুনেন বিশাল॥ কোনদিন দেখে সর্ব্ব বাড়ীঘর দ্বার। জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু না দেখেন আর॥ কোনদিন দেখে অতি দিব্যনারীগণ। লক্ষ্মীপ্রায় সভে, হস্তে পদ্মবিভূষণ॥ কোনদিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ। দেখি পুন আর নাহি পায় দরশন॥ চৈ. ভা. আদি, ৮ম॥ ৯০ পৃঃ॥"

১২। দিগ্‌বিজয়িজয়। ৮।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩। অতিথিসেবা। গৃহস্থের আদর্শ-প্রদর্শন

দিগ্‌বিজয়ি-জয়ের পরে "সর্ব্বনবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হৈল ধ্বনি। 'নিমাঞিপণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি॥' বড় বড় বিজয়ী সকল দোলা হৈতে। নাম্বিয়া করেন নমস্কার বহুমতে॥ প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিমাত্র জন্মে সভার সাধ্বস। নবদ্বীপে হেন নাই, যে না হয় বশ॥ নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্মকর্ম্ম করে। ভোজ্যবস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে॥ প্রভু সে পরমব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার। দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥ দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি। অন্নবস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌরহরি॥ চৈ. ভা. আদি ১০ম॥ ১০১-২ পৃঃ॥" প্রভু যত কিছু উপহার পাইতেন, নিজে ভোগ না করিয়া তৎসমস্তই দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন।

অতিথিসেবার আদর্শও প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন। "নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে। যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে॥ কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশবিশ। সভা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ॥ সেইক্ষণে কহিয়া পাঠায়েন জননীরে। কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট্ করিবারে॥ ঘরে কিছু নাঞি, আই চিন্তে মনে মনে। 'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে॥' চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন জনে। সকল সম্ভার আনি দেই সেইক্ষণে॥ তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরমসন্তোষে। রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি বৈসে॥ সন্ন্যাসি-গণেরে প্রভু আপনে বসিয়া। তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥ এই মত যতেক অতিথি আসি হয়। সভারেই জিজ্ঞাসা করেন মহাশয়॥ গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম। 'অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥ গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে। পশুপক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥ যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে। সেহো তৃণজল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥ সত্যবাক্য কহিবেক করি পরিহার। তথাপি অতিথি শূন্য না হয় তাহার॥ অকৈতবে চিত্তসুখে যার যেন শক্তি। তাহা করিলেই বলি 'অতিথির ভক্তি'॥ অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে। জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে॥ * * * *॥ ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি করি। সুর-সিদ্ধ-আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী॥ লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে। জানি সভে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে॥ চৈ. ভা. আদি ১০ম॥ ১০২-৩ পৃঃ॥"

প্রভুর গৃহিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীও কুলবধূর আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। যে-সময়ে যত অতিথিই আসুন না কেন, "একেশ্বর লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন। তথাপিহ পরমসন্তোষযুক্ত মন॥ লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী। দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাঢ়ে অতি॥ উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম। আপনে করেন সব, সেই তান ধর্ম্ম॥ দেবগৃহে করেন সে স্বস্তিকমণ্ডলী। শঙ্খ-চক্র লিখেন হইয়া কুতুহলী॥ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল। ঈশ্বর-পূজার সজ্জ করেন সকল॥ নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। ততোধিক শচীর সেবায় তাঁর মন॥ লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর॥ কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ। বসিয়া থাকেন পদমূলে অনুক্ষণ॥ অদ্ভুত দেখিল শচী পুত্র-পদতলে। মহা-জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিপুঞ্জ শিখা জ্বলে॥ কোন দিন মহা পদ্মগন্ধ শচী আই। ঘরে দ্বারে সর্ব্বত্র পায়েন অন্ত নাই॥ চৈ. ভা. আদি ১০ম॥ ১০৩ পৃষ্ঠা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪। **পূর্ববঙ্গে গমন ও তপনমিশ্রের প্রতি কৃপা।** ৮।১৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫। **লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্ধান**

প্রভুর পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালেই শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রভু তখন তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসার ইচ্ছা করিলেন; তাহা শুনিয়া তত্রত্য সজ্জনগণের মধ্যে "যার যেমন শক্তি মতে দিলা ধন আনি॥ সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন। সুরঙ্গ কম্বল, বহু প্রকার বসন॥ উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে। সভেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥ প্রভুও সভার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি। প্রতিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ চৈ. ভা. আদি ১০ম॥ ১০৫-৬ পৃঃ॥"

প্রভু নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। "অনেক পঢ়ুয়া সব প্রভুর সহিতে। চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পড়িতে॥" প্রভু সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। "দণ্ডবৎ করি প্রভু জননী-চরণে। অর্থ-বিত্ত সকল দিলেন তার স্থানে॥ সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে। চলিলেন শীঘ্র গঙ্গামজ্জন করিতে॥ সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন। অন্তরে দুঃখিতা লই সর্ব্বপরিজন॥" প্রভু গঙ্গাপ্রণাম করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং যথোচিত নিত্যকর্ম করিয়া ভোজন করিলেন। পরে বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে গিয়া বসিলেন। আত্মীয়-বান্ধবগণও আসিয়া মিলিত হইলেন; তাঁহাদের সঙ্গে প্রভু "হাস্য-কথারঙ্গে। কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে॥ বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া। বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥" প্রভুর মনে দুঃখ হইবে মনে করিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্ধানের কথা তাঁহার নিকটে কেহ বলিলেন না। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলেন; প্রভুও গৃহে আসিলেন। শচীদেবী দুঃখিত-হৃদয়ে ঘরে বসিয়া রহিয়াছেন, পুত্রের নিকটে আসেন না। প্রভুই জননীর নিকটে গেলেন; জননীকে দুঃখিত-বদন দেখিয়া মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুঃখিতা তোমারে মাতা দেখি কি কারণ॥ কুশলে আইনু আমি দূরদেশ হৈতে। কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল মতে॥ আরে তোমা দেখি অতি দুঃখিত-বদন। সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ॥" মাতা কিছু বলিতে পারিলেন না, কেবল অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন "প্রভু বোলে— মাতা! আমি জানিল সকল। তোমার বধূর কিছু শুনি অমঙ্গল॥" তখন অন্যান্যেরা নিদারুণ সংবাদ জানাইলে প্রভু কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন, পরে জননীকে প্রবোধ দিলেন।

১৬। **পুনরায় ঔদ্ধত্য**

নিমাইপণ্ডিত মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে আবার অধ্যাপন আরম্ভ করিলেন। পূর্বের মতনই "সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রভু করি উষঃকালে। নমস্করি জননীরে পঢ়াইতে চলে॥" ছাত্রদের সদাচারের প্রতিও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। দৈবাৎ কোনও শিষ্য যদি কোনও দিন তিলক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণ না করিয়া আসেন, তাহা হইলে "হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেইক্ষণে। সে আর না আইসে কভু, সন্ধ্যা করি বিনে॥" নিমাইপণ্ডিত তাঁহাকে বলেন—"কেনে ভাই কপালে তোমার। তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার॥ তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। তবে তারে 'শ্মশান-সদৃশ' বেদে বোলে॥ বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা। আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥ চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার। সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পঢ়িবার॥ চৈ. ভা. আদি ১০ম॥ ১০৯ পৃঃ॥"

কৌতুকবশতঃ ঔদ্ধত্য-পরিহাসাদিও প্রকাশ করিতেন। "এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে। হেন নাহি থাকে, না চালেন নানারূপে॥ সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হয় এক পাশ॥ বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া। কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥ ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বোলে 'হয় হয়। তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥ পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার। বোল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥ আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়। তবে ঢোল[১] কর, কোন্ যুক্তি ইথে হয়॥ যত যত বোলে, প্রভু প্রবোধ না মানে। নানা মত কদর্থেন সে-দেশী বচনে॥ তাবত চালে শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর। যাবত তাঁহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥ * * *॥ তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে। সমঞ্জস করাই চলেন সেইক্ষণে॥ কোনদিন থাকে কোন বাঙ্গালের আড়ে[২]। বাওয়াস[৩] ভাঙ্গিয়া তান পলায়েন রড়ে॥ এইমত চাপল্য করেন সভাসনে। সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে॥ 'স্ত্রী'-হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে॥ ঐ॥ ১০৯-১০ পৃঃ॥" গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালেও স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে প্রভু অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

১৭। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিবাহ

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্ধানে শচীমাতা অত্যন্ত দুঃখিত। পুত্রের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত। তিনি গঙ্গাঘাটে প্রায় প্রতিদিনই একটী কন্যাকে দেখেন—পরমাসুন্দরী, মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী। "শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান। পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি বই নাহি আন॥ আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে। নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥ আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ। যোগ্য পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ।" ইনি ছিলেন রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতনের কন্যা। "দয়াশীল স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম॥ অকৈতব, পরম উদার, বিষ্ণুভক্ত। অতিথিসেবন পর-উপকারে রত॥ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবংশজাত। পদবী 'রাজপণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিদিত॥ ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন। অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ॥" স্বীয় পুত্রের জন্য শচীমাতার চিত্ত এই কন্যাটীর প্রতিই আকৃষ্ট হইল; কন্যাটীর নাম শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। শচীমাতা শ্রীকাশীনাথপণ্ডিতকে ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করার জন্য অনুরোধ

(১) ঢোল—নকল। (২) আড়ে—আড়ালে। (৩) বাওয়াস—বাওস; শস্যশূন্য শুষ্ক লাউ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। রাজপণ্ডিত সনাতন শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহা আড়ম্বরের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত নিমাইপণ্ডিতের বিবাহ হইল। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন ভাগ্যবান্ বুদ্ধিমন্তখান। তিনি বলিয়াছিলেন—"শুন সর্ব্বভাই। বামনিঞা মত এ-বিবাহে কিছু নাই॥ এ-বিবাহে পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥ চৈ. ভা. আদি। ১০ম॥ ১১০-১১ পৃঃ॥"

১৮। **গয়ার পথে ও গয়ায়**

সেই সময়ে নবদ্বীপে বহির্মুখ লোকের সংখ্যাই ছিল অনেক। অল্প যে কয়জন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এই বহির্মুখ লোকগণ সর্বদা তাঁহাদের নিন্দা করিত। আবার লোকের বহির্মুখতা দেখিয়াও ভক্তগণ মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। "মিথ্যারসে অতি লোকের আদর। ভক্তসব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর॥ প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে। ভক্তসভে দুঃখ পায় দেখেন আপনে॥ নিরবধি বৈষ্ণবসভেরে দুষ্টগণে। নিন্দা করি বুলে, তাহা শুনেন আপনে॥ চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে। ভাবিলেন—'আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে।' ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্। গয়াভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥ শাস্ত্রবিধিমত শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি করিয়া। যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া॥ জননীর আজ্ঞা লই মহা হর্ষ মনে। চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে॥ চৈ. ভা. আদি ১২শ॥ ১৩১ পৃঃ॥"

কয়েকদিন চলিয়া তিনি যখন মন্দার-পর্বতে উপনীত হইলেন, তখন বিষ্ণুভক্ত-বিপ্র-পাদোদকের মহিমা-প্রকটনের নিমিত্ত স্বীয় দেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ করিলেন [৫।৫ খ (৫) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। মন্দার হইতে পুনঃপুনাতীর্থে যাইয়া পিতৃদেবের অর্চন করিলেন, পরে গয়াতে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান-তর্পণ করিয়া প্রভু চক্রবেড়ের ভিতরে বিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণদের মুখে বিষ্ণুপাদপদ্মের মহিমা শুনিয়া "আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দসুখে॥ অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে। লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ-দর্শনে॥ সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র। প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥ অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে। পরম অদ্ভুত, রহি দেখে বিপ্রগণে॥ ঐ॥ ১৩২-৩৩ পৃঃ॥"

প্রভুর যখন এইরূপ অবস্থা, তখন দৈবাৎ সে-স্থানে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপনীত হইলেন। "ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। নমস্করিলেন বড় করিয়া আদর॥ ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া। আলিঙ্গন করিলেন মহা হর্ষ হৈয়া॥ দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে। সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে॥" পুরীপাদের ন্যায় পরমভাগবতের মহিমা খ্যাপন করিয়া প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান। তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥ সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥ 'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান। আমারে করাও তুমি' এই চাহি দান॥" পুরীপাদও প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়। তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥ সত্য এই কহি, ইথে কিছু অন্য নাই। কৃষ্ণদরশন-সুখ তোমা দেখি পাই॥ শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য। হাসিয়া বোলেন প্রভু—'মোর বড় ভাগ্য'॥ ঐ॥ ১৩৩ পৃঃ॥"

পুরীপাদের অনুমতি লইয়া প্রভু তীর্থকৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ফল্গুতীর্থে বালুকার পিণ্ড দান করিয়া প্রেতগয়ায় গিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। পরে দক্ষিণমানস-কুণ্ডে এবং উত্তরমানস-কুণ্ডে গিয়া কৃত্যাদি সমাপন করিয়া শ্রীরামগয়ায় গিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। উত্তরমানসে পিণ্ড দান করিয়া প্রভু যথাক্রমে ভীমগয়া, শিবগয়া, ব্রহ্মগয়া প্রভৃতি স্থানে যথাবিহিত কার্য সমাপনান্তে ষোড়শগয়ায় গিয়া ষোড়শী করিলেন, "সভারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥" তাহার পরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া "গয়াশিরে আসি করিলেন পিণ্ডদান॥ দিব্য মাল্য চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া। বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া॥ এই মত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া। বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥ ঐ॥ ১৩৩-৩৪॥ পৃঃ॥"

ক। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ভিক্ষা

বাসায় আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে প্রভু রন্ধন করিলেন। রন্ধন শেষ হইয়াছে, এমন সময় প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে, ঢুলিতে ঢুলিতে, প্রেমমত্ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু পরম-সম্ভ্রমে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আসনে বসাইলেন। হাসিতে হাসিতে পুরীপাদ বলিলেন—"শুনহ পণ্ডিত। ভাল ত সময়ে হইলাঙ উপনীত।" প্রভু বলিলেন—"যবে হৈল ভাগ্যের উদয়। এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥" হাসিতে হাসিতে পুরী বলিলেন—"তুমি কি খাইবে?" প্রভু বলিলেন—"আমি অন্ন রাঁধিবাঙ সবে।" পুরী বলিলেন—"কেন আবার রান্না করিবে? এই অন্নই দুই ভাগ করিয়া আমরা দুইজনে খাইব।" প্রভু বলিলেন—"যদি আমা চাও। যে অন্ন হৈয়াছে, তাহা তুমি সব খাও॥ তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রাঁধিবাঙ আমি। না কর সঙ্কোচ কিছু, ভিক্ষা কর তুমি॥" প্রভু নিজে পরিবেশন করিয়া পরমানন্দে পুরীকে ভিক্ষা করাইলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার সর্ব অঙ্গে দিব্য গন্ধ লেপন করিলেন। পরে প্রভু রান্না করিয়া নিজে ভোজন করিলেন।

খ। দীক্ষা ও দীক্ষান্তে

প্রভু বলিলেন—"আমার গয়ায় আগমন সার্থক হইয়াছে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর চরণ দর্শন পাইলাম।" ইহার পরে "আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরীস্থানে। মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥" পুরীপাদ বলিলেন—"মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা। প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥ তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ। করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥ তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে। প্রভু বোলে—'দেহ আমি দিলাঙ তোমারে॥ হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে। যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥' শুনিঞা প্রভুর বাক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঈশ্বরপুরী। প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥ দোঁহার নয়নরসে দোঁহার শরীর। সিঞ্চিত হইল প্রেমে, কেহো নহে স্থির ॥ চৈ. ভা. আদি ১২শ ॥ ১৩৪-৩৫ ॥"

মহাপ্রভু হইতেছেন স্বয়ংভগবান্। তাঁহার ভজন-সাধনেরও কোনও প্রয়োজন নাই, সুতরাং দীক্ষাগ্রহণেরও কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি, ভজন-সাধনের জন্য সর্বপ্রথমেই যে গুরুচরণাশ্রয় ও দীক্ষার একান্ত প্রয়োজন, জীবজগৎকে তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই প্রভুর এই দীক্ষাগ্রহণ-ভঙ্গী। "আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়"—এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই তো তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একদিন প্রভু নিভৃতে বসিয়া নিজ-ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতে লাগিলেন। "ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া" উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"কৃষ্ণ রে বাপ রে।[১] মোর জীবন শ্রীহরি। কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ চুরি করি॥ পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।" শ্রীকৃষ্ণবিরহের স্ফূর্তিতে প্রভু আর্তনাদ করিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, প্রেমাবেশে অস্থির হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ আসিয়া অনেক যত্নে প্রভুকে স্থির করিলেন। প্রভু তাঁহার সঙ্গী শিষ্যগণকে বলিলেন—"তোমরা সকলে যাহ ঘরে। মুঞি আর না যাইমু সংসার-ভিতরে। মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥" শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত আর্তিতে প্রভু মনে করিলেন, মথুরায়—মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনে—গেলেই তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন। তাই শিষ্যগণকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও, আমি মথুরায় যাইব।" মথুরায় যাওয়ার জন্য প্রভু অস্থির হইয়া পড়িলেন। একদিন শেষরাত্রিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, "কৃষ্ণরে বাপরে মোর। পাইমুঁ কোথায়" বলিতে বলিতে তিনি প্রেমাবেশে বাহির হইয়া ধাবিত হইলেন। কিছুদূরে যাওয়ার পরে এক দিব্যবাণী শুনিলেন। "এখনে মথুরা না যাইহ দ্বিজ-মণি॥ যাইবার কাল আছে, যাইবে তখনি। নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে॥ তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে। অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিবে কীর্ত্তন। জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তিধন॥ * * *॥ অতএব মহাপ্রভু চল তুমি ঘর। বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরানগর॥" আকাশবাণী শুনিয়া "নিবর্ত্ত হইলা প্রভু হরিষ অন্তর॥ বাসায় আসিয়া সর্ব্ব শিষ্যের সহিতে। নিজগৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়। দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির উদয়॥ চৈ. ভা. আদি ১২শ॥ ১৩৫-৩৬ পৃঃ॥"

১৯। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর

"গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়ানগর॥ ধাইলেন সভে

(১) বাপ—পিতা, পালনকর্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত আপ্তবর্গ আছে। * * ॥ যথাযোগ্য করে প্রভু সভারে সম্ভাষ। বিশ্বম্ভর দেখি হৈল সভার উল্লাস॥ আগুবাড়ি সভে আনিলেন নিজ-ঘরে। তীর্থকথা সভারে কহেন বিশ্বম্ভরে॥ প্রভু বোলে 'তোমা সভার আশীর্ব্বাদে। গয়াভূমি দেখি আইলাঙ নির্ব্বিরোধে॥ পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কহে। সভে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়ে॥ চৈ. ভা. মধ্য ১ম॥ ১৩৯-৪০॥" কেহ প্রভুর শিরে হাত দিয়া, কেহ সর্ব অঙ্গে হাত বুলাইয়া, কেহ বা বক্ষে হাত দিয়া প্রভুকে আশীর্বাদ করিলেন। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনন্দের সীমা নাই। প্রভুর প্রত্যাবর্তনে বৈষ্ণবগণ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন; কেহ কেহ সেইক্ষণে তাঁহাকে দেখিতেও আসিলেন; সবিনয় সম্ভাষণে প্রভু সকলকেই সম্বর্ধনা করিয়া বিদায় দিলেন এবং "বিষ্ণুভক্ত গুটি দুই চারিজন লৈয়া। রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥" তাঁহাদের নিকটে প্রভু গয়াতীর্থের কথা বলিতে লাগিলেন। "পাদপদ্মতীর্থের লইতে প্রভু নাম। অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান॥ শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর। 'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ ভরিল পুষ্পের বন মহা প্রেমজলে। মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে॥ পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর। স্থির নহে কম্পভরে থরথর॥ চৈ. ভা. মধ্য ১ম॥ ১৪০ পৃঃ॥"

শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীমান্‌পণ্ডিত-আদি যে কয়জন বৈষ্ণব তখন সেখানে ছিলেন, প্রভুর মধ্যে এতাদৃশ অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেম-বিকার দর্শন করিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর॥ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে। কি বিভব পথে বা হইল দরশনে॥" কোথায় সেই চাপল্য! কোথায় সেই ঔদ্ধত্য! কোথায় বা সেই হাস্য-পরিহাস-কৌতুক! আর কোথায় বা এই অপূর্ব বিনয়! কোথায় বা এই কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ক্রন্দন এবং অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার!!

কিছুক্ষণ পরে প্রভুর একটু বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। শ্রীমান্‌পণ্ডিতাদি বৈষ্ণবগণকে সম্ভাষা করিয়া তিনি বলিলেন—"বন্ধুসব! আজি ঘর যাহ। কালি যথা বোলেঁ। আসিবারে চাহ॥ তোমা সভা সহিত নির্জ্জনে একস্থানে। মোর দুঃখসকল করিব নিবেদনে॥ কালি সভে শুক্লাম্বরব্রহ্মচারি-ঘরে। তুমি আর সদাশিব চলিবা সত্বরে॥ সময় করিয়া সভে করিয়া বিদায়। যথাকার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর রায়॥ ঐ॥ ১৪০-৪১ পৃঃ॥"

"নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে। মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥"; "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু করেন ক্রন্দন।"; "কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ—বোলয়ে ঠাকুর। বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥" শুদ্ধবাৎসল্য-মূর্তি শচীমাতা তাঁহার প্রাণ-নিমাইয়ের এ-সব আচরণের কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না; তিনি করযোড়ে শ্রীগোবিন্দের চরণে নিমাইয়ের জন্য কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভুর এতাদৃশ আচরণের কথা ভাগবতবৃন্দের নিকটেও পৌঁছিল; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রভুর নিকটে আসিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন—"আগামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্য তোমরা সকলে শুক্লাম্বরের গৃহে মিলিত হইবে; সেখানে নিভৃতে তোমাদের নিকটে আমার দুঃখ নিবেদন করিব।”

পরের দিনের কথা। শ্রীবাসপণ্ডিতের অঙ্গনে কুন্দফুলের একটী প্রকাণ্ড ঝাড় আছে; তাহাতে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে; প্রতিদিন সকল বৈষ্ণবই এখানে আসিয়া যথেচ্ছ ফুল চয়ন করিয়া নেন। এই দিনও উষাকালে গদাধর, গোপীনাথ, রামাঞি, শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আসিয়া কৃষ্ণকথারসে ফুল তুলিতেছেন; এমন সময়ে হাসিতে হাসিতে শ্রীমান্‌পণ্ডিতও সে-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার হাসি দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বলিলেন—“আজি বড় দেখি হাস্য?” শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিলেন—“আছে কারণ অবশ্য।”; “কি কারণ বল দেখি?” তখন শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিলেন—“শুনহ কারণ॥ পরম অদ্ভুত কথা, মহা অসম্ভব। নিমাই পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥ গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে। শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে॥ পরম-বিরক্তরূপ সকল সম্ভাষ। তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥ নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকথা। যে যে-স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥ পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম। নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥ সর্ব্বঅঙ্গ মহাকম্প-পুলকে পূর্ণিত। ‘হা কৃষ্ণ’ বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥ সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত।”—এই সকল বিবরণ দিয়া, প্রভু যে শুক্লাম্বরের গৃহে নিভৃতে তাঁহার দুঃখের কথা ভক্তদের নিকটে প্রকাশ করিবেন বলিয়া বলিয়াছেন, শ্রীমান্ পণ্ডিত তাহাও বলিলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া ভক্তগণ পরমানন্দে “হরি হরি” বলিয়া মহাধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রথমেই শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন—“গোত্র বাঢ়াউক কৃষ্ণ আমা সভাকার। গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্॥”—অর্থাৎ কৃষ্ণের কৃপায় বৈষ্ণবের সংখ্যা বর্দ্ধিত হউক। “আনন্দে করেন সভে কৃষ্ণ-সঙ্কথন। উঠিল মধুর কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ ‘তথাস্তু তথাস্তু’ বোলে ভাগবতগণ। ‘সভেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥’ চৈ. ভা. মধ্য ১ম। ১৪১-৪২ পৃঃ॥” ফুল তুলিয়া ভক্তগণ চলিয়া গেলেন।

২০। শুক্লাম্বরের গৃহে

মহাপ্রভুর আদেশানুসারে শ্রীমান্ পণ্ডিত গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে উপনীত হইলেন। লোকপরম্পরা এ-সকল কথা শুনিয়া গদাধরপণ্ডিতও আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি শুক্লাম্বরের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে সদাশিব, মুরারি, শুক্লাম্বরাদি উপনীত হইয়া শ্রীমানের সহিত মিলিত হইলেন। “হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ। আসিয়া মিলিলা, যথা বৈষ্ণবসমাজ॥ পরম আদরে সভে করেন সম্ভাষ। প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ॥ দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ। পড়িতে লাগিল শ্লোক—ভক্তির লক্ষণ॥ ‘পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।’ এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥ ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে। ‘কোথা কৃষ্ণ’ বলি পড়িলেন মুক্তকেশে॥ প্রভু পড়িলেন মাত্র—‘হা কৃষ্ণ’ বলিয়া। ভক্তসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া॥ গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেলা গদাধর। কেবা কোন্ দিগে পড়ে নাহি পরাপর॥ সভেই হইলা প্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত॥"; "কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর। 'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ 'কৃষ্ণ রে প্রভু রে! মোর কোন্ দিগে গেলা।' এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা॥ কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শ্রীশচীনন্দন। চতুর্দ্দিগে বেড়ি কান্দে ভাগবতগণ॥ আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে। না জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেমরঙ্গে॥ উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন। প্রেমময় হইল শুক্লাম্বরের ভবন॥ স্থির হৈয়া ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর। তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর॥ ঐ॥ ১৪২-৪৩ পৃঃ॥"

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ জন গৃহের ভিতর?" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তোমার গদাধর।" গদাধর পূর্ব্বেই গৃহমধ্যে লুকাইয়া ছিলেন; প্রভুর প্রেমাবেশজনিত ব্যাক্যাদি শুনিয়া তিনি অধোবদনে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গদাধরকে বলিলেন—"গদাধর! তোমরা সুকৃতি। শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি॥ আমার সে-হেন জন্ম গেল বৃথারসে। পাইলুঁ অমূল্যনিধি গেলা দিন-দোষে॥ এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর। ধূলায় লোটায় সর্ব্বসেব্য কলেবর। পুনঃপুন হয় বাহ্য পুনঃপুন পড়ে। দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে॥ মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমবশে। সবেমাত্র "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শ্রীবদনে বোলে॥ ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর। 'কৃষ্ণ কোথা বন্ধুগণ! বোলহ সত্বর'॥ প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ। কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন॥ প্রভু বোলে—'মোর দুঃখ করহ খণ্ডন। আনি দেহ মোরে নন্দগোপের নন্দন॥' এত বলি শ্বাস ছাড়ে পুনঃপুন কান্দে। লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে॥ এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণপ্রায়। কথঞ্চিতে সভাপ্রতি হইলা বিদায়॥ চৈ. ভা. মধ্য ১ম॥ ১৪৬ পৃঃ॥"

প্রভুর আচরণ দেখিয়া গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শুক্লাম্বরাদি বিস্মিত হইলেন। পরম হর্ষে তাঁহারা বৈষ্ণবসমাজে আসিয়া প্রভুর এ-সমস্ত আচরণের কথা প্রকাশ করিলেন। "শুনিঞা সকল মহাভাগবতগণ। 'হরি হরি' বলি সভে করেন ক্রন্দন॥ শুনিঞা অপূর্ব্ব প্রেম সভেই বিস্মিত। * * *॥ সভে মিলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ। 'হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥' আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন। কেহো গায় কেহো নাচে করয়ে ক্রন্দন॥ ঐ॥ ১৪৩-৪৪ পৃঃ॥"

২১। **স্বগৃহে**

নিজের গৃহে আসিয়াও প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়াই ছিলেন। কিছু বাহ্যজ্ঞান হইলে স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন; তিনিও উঠিয়া প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ধন্য বাপ! তোমার জীবন। পিতৃকুল মাতৃকুল করিলে মোচন॥ তোমার পঢ়ুয়া সব তোমার অবধি। পুঁথি কেহো নাহি মেলে ব্রহ্মা বোলে যদি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ। কালি হৈতে পঢ়াইবা আজি যাহ বাস॥" গুরুকে নমস্কার করিয়া শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত প্রভু মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে আসিয়া সকলের পরমানন্দ বর্ধন করিয়া নিজগৃহে আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে বসিলেন। প্রীতির সহিত সকলকে বিদায় দিলেন। পরে "যেই জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে। প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে বুঝিতে। পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন। পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥ পুত্রের চরিত শচী কিছুই না বুঝে। পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে॥ 'স্বামী নিলা কৃষ্ণ! মোর নিলা পুত্রগণ। অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥ অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ বর। সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর॥' লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্রসমীপে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥ (এ-স্থলে লক্ষ্মী—বিষ্ণুপ্রিয়া)। নিরবধি শ্লোক পঢ়ি করয়ে ক্রন্দন। 'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বোলে অনুক্ষণ॥ কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়ে। ভয়ে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে॥ রাত্র্যে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে। বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে॥ ভিন্ন জন দেখিলে করেন সম্বরণ। ঐ॥ ১৪৪-৪৫ পৃঃ॥"

উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু মাত্র গৃহে আসিয়াছেন, এমন সময় পঢ়ুয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "'কৃষ্ণ' বিনু ঠাকুরের না আইসে বদনে। পঢ়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে॥" তাঁহাদের অনুরোধে প্রভু পঢ়াইতে বসিলেন। "'হরি' বলি পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ। শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥ বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি। শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমণি॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম॥ প্রভু বোলে—'সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বোলয়ে আন॥ ** কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে। ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে॥ আগম বেদান্ত আদি যত দরশন। সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥' মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥ করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন। সেবকবৎসল নন্দগোপের নন্দন॥ হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতিমতি। পঢ়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥ ***॥ শুন ভাই সব! সত্য আমার বচন। ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধন॥ ***॥ দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে। খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥ **॥ মোহিত পঢ়ুয়া সব শুনে একমনে। প্রভুও বিহ্বল হৈয়া সত্যে সে বাখানে॥ **॥ ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর। লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর॥ 'আজি আমি কোন্‌রূপ সূত্র বাখানিল?' পঢ়ুয়াসকল বোলে—'কিছু না বুঝিল॥ যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণমাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥' প্রভুও হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"শুন সব ভাই। পুঁথি বান্ধ আজি, চল গঙ্গাস্নানে যাই॥ ঐ॥ ১৪৫-৪৬ পৃঃ॥"

পঢ়ুয়াদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গায় জলকেলি আদি করিয়া প্রভু গৃহে আসিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীসেবা-বিষ্ণুপূজাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া প্রসাদ ভোজনে বসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহাভ্যন্তরে; শচীদেবী পুত্রের সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজি বাপ! কি পুঁথি পঢ়িলা। কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা॥" প্রভু বলিলেন—"আজি পঢ়িলাম কৃষ্ণনাম। সত্য কৃষ্ণচরণ-কমল গুণধাম॥ সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন। সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥ সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়। অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥ চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে। বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎপথে চলে॥ ঐ॥ ১৪৬-৪৭ পৃঃ॥" ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে যেমন তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রভুও শচী-মাতার নিকটে তেমনি তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন। মায়াবদ্ধ জীব যে অনাদিকাল হইতে জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করিয়া অশেষ সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালে জীব যে কত কষ্টভোগ করে, গর্ভস্থিতির সপ্তমমাসে জীবের জ্ঞান-সঞ্চার হইলে যে "স্মঙরিয়া করে অনুতাপ। স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘনশ্বাস।", কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলে যে কৃষ্ণের কথা ভুলিয়া যায়—ইত্যাদি কথা মাতার নিকটে প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে। কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥ এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি। মনে চিন্ত কৃষ্ণ, মাতা মুখে বোল 'হরি॥' ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়। সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন—পরহিংসা যায়॥ ঐ॥ ১৪৬-৪৯ পৃঃ॥" শুনিয়া শচীমাতা আনন্দিত হইলেন।

"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে। কৃষ্ণ বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে॥ আপ্তমুখে এ-কথা শুনিয়া ভক্তগণ। * * * সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সভার॥ খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ। মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥ বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে নিরন্তর॥ অহর্নিশি শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম। বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম॥ যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যারসে। এবে কৃষ্ণ বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥ ঐ॥ ১৪৯ পৃঃ॥"

২২। অদ্ভুত অধ্যাপন

প্রভুর সমগ্র মন জুড়িয়া বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ; তাই তিনি সমগ্র জগতকে কৃষ্ণময় দেখেন। যাহা কিছু তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থাপিত হউক না কেন, তিনি তাহাতে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ; যে-কোনও কথা তাঁহার নিকটে বলা হউক না কেন, তিনি শুনেন কৃষ্ণ-কথা। নীলবর্ণ চশমা যাঁহার চক্ষুতে, তিনি সমস্ত বস্তুকেই নীলবর্ণ দেখেন। "পঢ়ুয়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে। পঢ়িবার নিমিত্ত আসিয়া সভে মিলে॥ পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিদশের রায়। কৃষ্ণবিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায়॥" পঢ়ুয়াগণ বলিলেন—"সিদ্ধবর্ণসমাম্নায়?"—অর্থাৎ অকারাদি-বর্ণমালার পাঠক্রম নিত্যসিদ্ধ তো?"[১] "প্রভু বোলে—সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ।"

১। 'সিদ্ধবর্ণসমাম্নায়'—কলাপব্যাকরণের প্রথমসূত্র এই—'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ'; সিদ্ধঃ খলু বর্ণানাং সমাম্নায়ো বেদিতব্যঃ; বর্ণাঃ—অকারাদ্যাঃ, তেষাং সমাম্নায়ঃ—পাঠক্রমঃ; অর্থাৎ অকারাদি-বর্ণমালার পাঠক্রম নিত্যসিদ্ধ (অ.প্র.)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—(অর্থাৎ সকল বর্ণ—অক্ষর—শ্রীনারায়ণকেই প্রতিপাদন করে)। তখন শিষ্যগণ বলিলেন—"বর্ণ-সিদ্ধ হইল কেমনে?" (অর্থাৎ সকল বর্ণ কিরূপে নারায়ণকে প্রতিপাদন করে?) তখন প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে।" তখন শিষ্যগণ বলিলেন—"পণ্ডিত! উচিত ব্যাখ্যা কর।" তখন প্রভু বলিলেন—"সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর॥ কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।[১] আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায়॥"

প্রভুর মন শ্রীকৃষ্ণে পরমাবিষ্ট; তাই তিনি উল্লিখিতরূপ অর্থ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মন তখনও কৃষ্ণাবেশ প্রাপ্ত হয় নাই; তাই তাঁহারা প্রভুর উক্তির তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না; প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"এবে কেমত ব্যাখ্যান?" প্রভু বলিলেন—"যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥ যদি নাহি বুঝহ এখনে, বিকালে সকলে বুঝাইব ভালমনে॥ আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই। বিকালে সকলে যেন হই এক ঠাঁই॥" কৌতুকে পুস্তক বাঁধিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, অধ্যাপক-মহাশয়ের যেন বায়ুর প্রকোপ হইয়াছে। তাঁহারা সকলে প্রভুর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে গিয়া প্রভুর অদ্ভুত অধ্যাপনার কথা জানাইলেন। "এবে যত বাখানেন নিমাঞি পণ্ডিত। শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত॥ গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে। তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে॥ সর্ব্বদা বোলেন—'কৃষ্ণ', পুলকিত অঙ্গ। ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহু রঙ্গ॥ প্রতিশব্দে—প্রতিদিন কৃষ্ণব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥ * * কি করিব আমি সব ধাতু সূত্র একত্র করিয়া। বোলহ পণ্ডিত॥"

"উপাধ্যায় শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস। শুনিঞা সভার বাক্য উপজিল হাস॥" তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা এখন ঘরে যাও। তোমাদের যেন ভাল করিয়া পড়ায়েন, আমি নিমাঞিপণ্ডিতকে বলিব। বিকালে তাঁহাকে লইয়া আমার নিকটে আসিও।" আনন্দিত চিত্তে তাঁহারা চলিয়া গেলেন এবং বিকালে প্রভুকে লইয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে গেলেন। প্রভু তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিলে তিনি আশীর্বাদ করিলেন—"বিদ্যালাভ হউক।" এবং বলিলেন—"বাপ বিশ্বম্ভর! শুন বাক্য। ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য॥ মাতামহ যার—চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর। বাপ যার—জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর॥ উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার। তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার॥ অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়। বাপ-মাতামহ

১। 'সম্যক্ আম্নায়'—স্বচারু উপদেশ, সৎশিক্ষা, সম্যক্‌প্রকারে অভ্যাস করিবার সামগ্রী, বা সম্যক্‌শাস্ত্র। অথবা, সম্যক্ ক্রম; কেননা, 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে' (অ. প্র.)। আম্নায়-শব্দের অর্থ—শাস্ত্র, বেদ। সমাম্নায়—সম্যক্ আম্নায়, বেদাদিশাস্ত্রের স্বচারু উপদেশ। কি তাহা? আদিতে, মধ্যে, অন্তে—সর্বদা শ্রীকৃষ্ণভজন করিবে—ইহাই সেই উপদেশ, সম্যক্ আম্নায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি তোমার ভক্ত নয়॥ ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন। অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥ ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিবে কেমনে। ইহা জানি 'কৃষ্ণ' বোল, কর অধ্যয়নে॥" ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পঢ়াও। ব্যতিরিক্ত অর্থ কর, মোর মাথা খাও॥"

গুরুর উপদেশ শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তোর তুই চরণ-প্রসাদে। নবদ্বীপে কেহো মোরে না পারে বিবাদে॥ আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন। নবদ্বীপে ইহা স্থাপিবেক কোন জন? নগরে বসিয়া এই পঢ়াইব গিয়া। দেখি কার শক্তি আছে দূষুক আসিয়া॥" প্রভুর কথায় গঙ্গাদাস পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন।

পঢ়ুয়াদের সঙ্গে প্রভু আসিয়া গঙ্গাতীরে এক নগরিয়ার দুয়ারে বসিলেন এবং সে-স্থানে "সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন।" তিনি বলিলেন—"সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার। কলিযুগে 'ভট্টাচার্য্য' পদবী তাহার॥ শব্দ-জ্ঞান নাহি যার, সে তর্ক বাখানে। আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥ যে আমি খণ্ডন করি করিয়ে স্থাপন। দেখি তাহা অন্যথা করুক কোনো জন॥" উত্তরে কেহ কিছু বলিতে সমর্থ নহেন। গঙ্গাদর্শনের জন্য যে সকল অধ্যাপক আসেন, প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহাদের সকলের অহঙ্কার চুর্ণ হইয়া যায়। চৈ. ভা. মধ্য ১ম॥ ১৪৯-৫১ পৃঃ॥

২৩। রত্নগর্ভ আচার্যের প্রসঙ্গ

প্রভু এইভাবে সূত্রব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; রাত্রি চারিদণ্ড হইয়া গিয়াছে, তথাপি বিরাম নাই। এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। মিশ্রপুরন্দরের সঙ্গী পরমভাগবত রত্নগর্ভ আচার্য "দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে" পরম আদরে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন—"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য-বর্হ-ধাতু-প্রবাল-নটবেষমনুব্রতাংসে। বিন্যস্তহস্ত-মিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥ ভা. ১০।২৩।২২॥"[১] শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনাত্মক এই শ্লোকটী কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র প্রভু প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া পঢ়ুয়াগণ বিস্মিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে বাহ্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন—"বোল বোল", আর ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রভুর মুখে "বোল বোল" শব্দ শুনিয়া রত্নগর্ভ আচার্যও পরমানন্দে শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শুনিয়া প্রভুর "উঠিল সমুদ্র—কৃষ্ণসুখ মনোহর॥ লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত। অশ্রু কম্প পুলক—সকল সুবিদিত॥" দেখিয়া বিপ্রবর রত্নগর্ভ ভক্তিভরে পরমানন্দে ভক্তি-শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

১। অনুবাদ। [যজ্ঞপত্নীগণ দেখিলেন] তিনি শ্যামকান্তি—পরিধান সুবর্ণ-সুন্দর পীতাম্বর; বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবালসমূহে নট-সদৃশ তাঁহার বেশ; তিনি একহস্ত অনুগত সহচরের স্কন্ধদেশে অর্পণ করিয়া অপর হস্তে একটী লীলা-কমল সঞ্চালিত করিতেছেন; তাঁহার দুইটী কর্ণে দুইটী পদ্ম, কপোলদেশে কুঞ্চিত কুন্তল, আর মুখপঙ্কজে সুমধুর হাস্য শোভমান হইতেছে। অঃ প্রঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেখিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন। তুষ্ট হৈয়া প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন॥" প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া "প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হৈলা সেই ক্ষণে॥ প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে। বন্দী হৈলা বিপ্র চৈতন্যের প্রেম-ফান্দে॥ পুনঃপুন পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া। 'বোল বোল' বোলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া॥ দেখিয়া সভার হৈল অপরূপ জ্ঞান। নগরিয়া-সব দেখি করে পরণাম॥" প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিবার জন্য বহুলোক সে-স্থানে সমবেত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্য হইতে গদাধর রত্নগর্ভ-আচার্যকে বলিলেন—"না পঢ়িহ আর।" সকলে অনেক চেষ্টা করিয়া প্রভুকে স্থির করিলেন, প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। তখন প্রভু বলিলেন—"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি?" পঢ়ুয়ারা বলিলেন—"কৃতকৃত্য তুমি॥ কি বলিতে পারি আমা সভার শকতি॥"

বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রভু নিজেকে সম্বরণ করিলেন, সকলকে লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন, গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া এবং গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করিয়া বসিলেন এবং কৃষ্ণকথায় কতক্ষণ অতিবাহিত করিয়া সকলকে বিদায় দিয়া গৃহে গমন পূর্বক ভোজন করিয়া শয়ন করিলেন। চৈ. ভা. মধ্য ১ম॥ ১৫১-৫২ পৃঃ॥

২৪। **অধ্যাপনের অবসান**

পরের দিন প্রাতঃকালে পঢ়ুয়ারা আবার পঢ়িতে আসিলেন। প্রভুও গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু "প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত আন। শব্দ-মাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান॥" পঢ়ুয়ারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধাতু-সংজ্ঞা কার (ধাতু কাহাকে বলে)?" প্রভু বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি যার নাম (শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই ধাতু)। ধাতু-সূত্র বাখানি—শুনহ ভাইগণ। দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥" এ-স্থলে "ধাতু"-শব্দের অর্থ—"জীবনীশক্তি। অঃ প্রঃ।" এ-স্থলে "ধাতু"-শব্দে "জীবাত্মাও" হইতে পারে; প্রভু বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই ধাতু।" জীবাত্মা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—চিদ্রূপা জীবশক্তি। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই যে ধাতু, উদাহরণের সহায়তায় প্রভু তাহা বুঝাইয়া দিলেন। পরে প্রভু বলিলেন—"এই মত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি। হেন কৃষ্ণে ভাই সব। কর দৃঢ় ভক্তি॥ বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥" বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে, তথাপি প্রভুর বিরাম নাই। পঢ়ুয়াগণও মুগ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে শুনিয়া যাইতেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ছিল না। বাহ্য পাইয়া, সকলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রভু একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"ধাতু-সূত্রের কি রকম ব্যাখ্যা করিলাম?" পঢ়ুয়ারা বলিলেন—"সত্য অর্থ যেন॥ যে-শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে ব্যাখ্যান। কার বাপে তাহা করিবারে পারে আন॥ যতেক বাখান তুমি—সব সত্য হয়। সবে যে উদ্দেশে পঢ়ি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার অর্থ নয়॥" প্রভু বলিলেন—"কহ দেখি আমারে সকল। বায়ু বা আমারে করিয়াছয়ে বিহ্বল॥ সূত্ররূপে কোন বৃত্তি করিয়ে ব্যাখ্যান?" তখন শিষ্যগণ বলিলেন—"সবে এক হরিনাম॥ সূত্র, বৃত্তি, টীকায় বাখান' কৃষ্ণমাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে আছয়ে পাত্র॥" পূর্বদিন রত্নগর্ভ-আচার্যের মুখে শ্লোক শুনিয়া প্রভুর যে অবস্থা হইয়াছিল, পড়ুয়াগণ তাহা বলিলেন এবং শেষে বলিলেন—"এ-সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান।"

অবশেষে পড়ুয়াগণ বলিলেন—"আজ পর্যন্ত দশদিন হইল, তুমি এইভাবে সূত্র-বৃত্তি-টীকার কেবল কৃষ্ণপর অর্থই প্রকাশ করিয়াছ। দশদিন পর্যন্ত আমাদের বাস্তবিক পাঠ বন্ধ। অবশ্য তুমি যে ব্যাখ্যা কর, তাহাই বাস্তবিক মূল জ্ঞাতব্য; কিন্তু আমাদের কর্মদোষে আমাদের চিত্ত সেই দিকে যায় না।" তাঁহাদের কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের প্রতি প্রচুর কৃপা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই সব! কহিলা সুসত্য। আমার এ-সব কথা অন্যত্র অকথ্য॥ কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়। সবে দেখোঁ তাই ভাই বোলোঁ সর্ব্বথায়॥ যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম। সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম॥" অবশেষে প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন—"ভাইসব! আমাদ্বারা আর তোমাদের অধ্যাপন সম্ভব হইবে না। তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকটে যাও—যাঁহার নিকটে অধ্যয়নের জন্য যাহার ইচ্ছা হয়, তোমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া অধ্যয়ন কর। আমি প্রসন্নচিত্তে তোমাদিগকে একথা বলিতেছি। আমার মুখে তো কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও কথাই স্ফুরিত হয় না; কিরূপে আমি তোমাদিগকে পড়াইব।" এ-কথা বলিয়া প্রভু গলদশ্রুলোচনে পুঁথিতে ডোর দিলেন।

প্রভুর কৃপায় প্রভুর বাক্যের মর্ম পড়ুয়াদের চিত্তকে স্পর্শ করিল। তাঁহারা বলিলেন—"আমরাও করিলাম সঙ্কল্প তোমার॥ তোমার স্থানেতে পড়িলাম আমি সব। আর স্থানে করিব কি গ্রন্থ অনুভব॥" কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা আরও বলিলেন—"তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান। জন্ম জন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান॥ আর স্থানে গিয়া কি আমরা পড়িবাঙ। সেই ভাল যত তোমা হৈতে জানিলাম॥ এত বলি প্রভুরে করিয়া হাথ-জোড়। পুস্তকে দিলেন সব-শিষ্যগণ ডোর॥ 'হরি' বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি। সভা কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি॥ শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে। ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে॥ রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন সর্ব্বশিষ্যগণ। আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ 'দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস। তবে সিদ্ধ হউ তোমা সভার অভিলাষ॥ তোমরা সকল লহ কৃষ্ণের শরণ। কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সভার বদন॥ নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ হউ তোমা সভার ধনপ্রাণ॥ যে পড়িল, সে-ই ভাল, আর কার্য নাঞি। সভে মিলি কৃষ্ণ বলিবাঙ একঠাঞি॥ কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সভার। তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার॥ প্রভুর অমৃতবাক্য শুনি শিষ্যগণ। পরম আনন্দমন হইলেন ততক্ষণ॥ চৈ. ভা. মধ্য ১ম॥ ১৫২—৫৫ পৃঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫। সঙ্কীর্তনারম্ভ

প্রভুর বিদ্যাবিলাসের অবসান হইল, সঙ্কীর্তন-বিলাস আরম্ভ হইল। "চতুর্দ্দিকে অশ্রুযুক্ত হইল শিষ্যগণ। সদয় হইয়া প্রভু বোলেন বচন॥ 'পড়িলাঙ শুনিলাঙ এতকাল ধরি। কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥ (অর্থাৎ কৃষ্ণের কীর্ত্তনেই পড়া-শুনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তোমরাও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর)।" শিষ্যগণ বলিলেন—"কেমন সঙ্কীর্ত্তন?" তখন শ্রীশচীনন্দন তাঁহাদিগকে কীর্তন শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

"দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া। আপনে কীর্ত্তন করে হাথে তালি দিয়া॥ আপনে কীর্ত্তননাথ করয়ে কীর্ত্তন। চৌদিগে বেঢ়িয়া গায় যত শিষ্যগণ॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নামরসে। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে॥ 'বোল বোল' বলি প্রভু চতুর্দ্দিগে পড়ে। পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥ গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া নগর। ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর॥ নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর। কীর্ত্তন শুনিয়া সব আইলা সত্বর॥ প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্বভক্তগণ। পরম অপূর্ব্ব সভে ভাবে মনে মন॥ পরম সন্তোষ সভে হইলা অন্তরে। 'এবে সে কীর্ত্তন হৈল নদীয়া নগরে॥ এমত ত্বর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে। নয়ন সফল হয় এ-ভক্তি দেখিতে॥ যত উদ্ধতের সীমা এই বিশ্বম্ভর। প্রেম দেখিলাঙ নারদাদির দুষ্কর॥ হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়। না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এবা কি বা হয়।"

যে নিমাইপণ্ডিত ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাঁহার এতাদৃশ কৃষ্ণপ্রেম-বিকার! দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। "ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়। সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলয়ে সদায়॥ বাহ্য হইলেও বাহ্য কথা নাহি কহে। সর্ব্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়ে॥ সভে মিলি ঠাকুরেরে স্থির করাইলা। চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হৈয়া॥" এইরূপে "আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ। সকল ভক্তের ত্বঃখ হইল বিনাশ॥ চৈ. ভা. মধ্য ১ম॥ ১৫৪-৫৬ পৃঃ॥"

২৬। স্বপ্নে শ্রীঅদ্বৈতচার্যকে দর্শনদান ও গীতাশ্লোকের অর্থপ্রকাশ

শ্রীনিমাইপণ্ডিতের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহার নিকটে সমস্ত বলিলেন। "শুনিঞা অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা। পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা॥" তিনি বলিলেন—"ভাই সব! আজিকার কথা শুন। গত নিশিথে আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি।" আমি "গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া। থাকিলাঙ ত্বঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥ কথো রাত্র্যে আমারে বোলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন। 'উঠহ আচার্য্য! ঝাট করহ ভোজন॥ এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে। উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে॥ আর কেনে দুঃখ ভাব, পাইলে সকল। যে লাগি সঙ্কল্প কৈলে, সে হৈল সফল॥[১] যত উপবাস কৈলে, যত আরাধন। যতেক করিলে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন॥ যা' আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা। সে প্রভু তোমার এবে বিদিত হইলা॥ সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন। ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ মূর্ত্তি জগতে যতেক। তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক॥ এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব। ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিব অনুভব॥ ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়। আর বার আসিবাঙ ভোজন-বেলায়॥" এ-সব স্বপ্নবৃত্তান্ত ভক্তদের নিকটে প্রকাশ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"চক্ষু খুলি চাহি দেখি—এই বিশ্বম্ভর। দেখিতে দেখিতে মাত্র হইল অন্তর॥" তিনি আরও বলিলেন—"ইঁহার আত্মজ বিশ্বরূপ আমার নিকটে আসিয়া আমার সঙ্গে গীতা ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহাকে ডাকিবার জন্য শিশু নিমাই আমার গৃহে আসিতেন। তখন সেই শিশুর চিত্তহর-পরমমধুর রূপ দেখিয়া আমি আশীর্বাদ করিতাম—'ভক্তি হউক।' নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, মিশ্রপুরন্দরের পুত্র; নিজেও সর্বগুণান্বিত উত্তম পণ্ডিত। 'তাঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥ বড় সুখী হইলাঙ একথা শুনিয়া। আশীর্ব্বাদ কর সভে 'তথাস্তু' বলিয়া॥ * *॥ যদি সত্য বস্তু হয়, তবে এই স্থানে। সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে'॥" শ্রীঅদ্বৈত আনন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। "সকল বৈষ্ণব করে জয়জয়কার। 'হরি হরি' বলি ডাকে বদন সভার॥ চৈ. ভ. মধ্য ২য়॥ ১৫৭-৫৮ পৃঃ॥"

২৭। বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ-স্থাপন

"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়"—এই সঙ্কল্প লইয়াই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে সাধকভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ দেখাইতে এবং বৈষ্ণব-সেবার মহিমা জগতের জীবকে জানাইতে লাগিলেন।

কোনও বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই পরমাদরে প্রভু তাঁহার সম্ভাষণ করেন। প্রাতঃকালে তিনি যখন গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তখন সে-স্থানে সকল বৈষ্ণবের সঙ্গেই দেখা হইত। শ্রীবাসাদিকে দেখিলেই প্রভু নমস্কার করিতেন; তাঁহারাও প্রীত হইয়া আশীর্বাদ করিতেন। "তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে। মুখে কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥ কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ সব সত্য হয়। না ভজিলে কৃষ্ণ, রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥ কৃষ্ণ সে জগতপিতা কৃষ্ণ সে

(১) জগতের জীবের বহির্মুখতা দেখিয়া ভক্তগণের অত্যন্ত দুঃখ জন্মিয়াছিল। অদ্বৈতাচার্যের নিকটে তাঁহারা সেই দুঃখের কথা জানাইলে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—কৃষ্ণকে অবতারিত করিয়া জগতের সাসার-দুঃখ দূর করিবেন। এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য তিনি গঙ্গাজল-তুলসীজলে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া প্রেম-হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন। দৃঢ় করি ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥" আশীর্বাদ শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে প্রভুও বলিতেন—"তোমরা সে কর সত্য করি আশীর্ব্বাদ। তোমরা বা কেনে অন্য করিবে প্রসাদ॥ তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে। দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥ তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম। তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥ তোমা সভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।" এ-সব কথা বলিয়া প্রভু "কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥ নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে। ধূতিবস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে॥ কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে॥ সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে। 'কি কর কি কর' তবে বোলে বিশ্বম্ভরে॥" এইরূপে "সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে। বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥ সাজি বহে, ধূতি বহে, লজ্জা নাহি করে। সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হস্তে আসি ধরে॥ দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণে। অকৈতবে আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে॥ * * ॥ ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়ে। ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে॥ * * ॥ সভার চরণ-ধূলি লয় বিশ্বম্ভর। আশীর্ব্বাদ সভেই করেন বহুতর॥ চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৫৮-৬০ পৃঃ॥"

২৮। প্রেমবিকারের প্রকটন, বায়ুরোগ বলিয়া লোকের ভ্রান্তি

এই সময়ে মহাপ্রভুর মধ্যে এক অদ্ভুত ভাব দেখা দিল। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও বা মূর্ছা পায়েন। কখনও বা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে দেখিলে মারিতে যায়েন। কখনও বা "আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।" কখনও বা বলেন "ছিণ্ডো ছিণ্ডো পাষণ্ডীর মাথা।" কখনও "গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে। না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥ দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে। গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥" আবার কোনও ভক্তকে দেখিলে সাবহিত হইয়া নমস্কার করেন; তুলসী-সেবাদিও করেন, তুলসী-প্রদক্ষিণ-কালে অশ্রু-কম্প-পুলকাদিরও উদয় হয়। এ-সমস্ত দেখিয়া "শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষে॥", কেননা, "স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আন॥" শচীমাতা ছিলেন বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি; তাঁহার সন্তান নিমাইর যে কখনও কৃষ্ণপ্রেম-বিকার জন্মিতে পারে, এই ধারণাই তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ, বাৎসল্যের প্রভাবে তাঁহার প্রাণ-নিমাইয়ের কেবল অনিষ্টের আশঙ্কাই তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হয়। "অনিষ্টাশঙ্কিনি হি বন্ধুহৃদয়ানি।" মাতা চিন্তিত হইলেন; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। তিনি সর্বদা ভাবেন—"বিধাতা আমার স্বামী নিল, সন্তানগণকে নিল। এখন আছে একমাত্র নিমাই; তাহারও এই অবস্থা।" সকলের নিকটে বিশ্বম্ভরের এই অবস্থার কথা জানাইতে লাগিলেন—যদি বা কেহ কোনও প্রতিকারের উপায়ের কথা বলিতে পারেন। কৃষ্ণপ্রেমের বিকার কি রকম, সাধারণ লোক তো তাহা জানে না। নিমাইয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহারা মনে করিল—নিমাইয়ের পূর্ববায়ুরোগ দেখা দিয়াছে। তাই তাহারা শচীমাতাকে উপদেশ দিতে লাগিল—"দুই পায়ে বাঁধিয়া নিমাইকে ঘরে রাখিয়া দাও, ডাব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারিকেলের জল খাইতে দাও।" কেহ কেহ বা বলিল—"ইথে অল্প ঔষধে কি করে। শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ-বায়ু নিস্তরে॥ পাক তৈল দিয়া করাইবা স্নান। যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥" আর শচীমাতা "যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা॥ চিন্তায় ব্যাকুল শচী কিছু নাহি জানে। গোবিন্দ-শরণে গেলা কায়-বাক্যমনে॥" শচীমাতা শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবদের নিকটে লোক পাঠাইয়া নিমাইয়ের সংবাদ জানাইলেন। একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুকে দেখিতে আসিলেন; দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—প্রভুর বায়ুরোগ হয় নাই, প্রভুর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার উদিত হইয়াছে; এ-কথা জানাইয়া তিনি শচীমাতাকে প্রবোধ দিলেন [৫।৫ (৫)-অনু দ্রষ্টব্য]। চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬০-৬১ পৃঃ॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের কথায় শচীমাতা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণ-নিমাইয়ের বায়ুরোগ হয় নাই; এ-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু নিমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকারের কথা শুনিয়া বাৎসল্যময়ীর হৃদয়ে আর এক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল—"বাহিরায় পুত্র পাছে।"—"বিশ্বরূপের ন্যায় আমার এই পুত্রটীও না জানি আমাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যায়।"

২৯। শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক প্রভুর স্বরূপের পরিচয়লাভ ও চরণ-পূজা

শ্রীগদাধরকে সঙ্গে করিয়া একদিন প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গৃহে (নবদ্বীপে) গিয়াছেন। গিয়া দেখিলেন—শ্রীঅদ্বৈত "বসিয়া করয়ে জল-তুলসী-সেবন॥ দুই ভুজ আস্ফালিয়া বোলে 'হরি হরি।' ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অর্চ্চন পাসরি॥ মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার। ক্রোধ দেখি—যেন মহারুদ্র-অবতার॥" ইহা দর্শনমাত্রে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত তখন জানিতে পারিলেন—"এই মোর প্রাণনাথ॥" আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"কতি যাবে চোরা আজি—ভাবে মনে মনে। এতদিন চুরি করি বুল এইখানে॥ অদ্বৈতের ঠাঞি চোর না লাগে চোরাই। চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥" প্রভু তো তখন মূর্চ্ছিত; তাই শ্রীঅদ্বৈত—"চুরির সময় এই বুঝিয়া আপনে। সর্ব্বপূজা-যজ্ঞ লই নাম্বিলা তখনে॥ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী লই সেই ঠাঞি। চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্যগোসাঞি; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ চরণ উপরে। পুনঃপুন এই শ্লোক পড়ি নমস্কারে॥ 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ বি. পু. ১।১৯।৬৫॥' পুনঃপুন শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে। চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥ পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে। জোড় হস্ত করি দাণ্ডাইল পদতলে॥"

শ্রীঅদ্বৈতের এতাদৃশ আচরণ দেখিয়া—"হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে। 'বালকেরে গোসাঞি! এমত না জুয়ায়ে॥" গদাধরের কথা শুনিয়া অদ্বৈত হাসিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—"গদাধর! বালক জানিবা কথোদিনে॥" গদাধর অদ্বৈতের কথায় বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—"হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥" চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬২-৬৩ পৃঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাজল-তুলসীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিতে-ছিলেন এবং মহা হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের আচরণে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ দেখিয়া প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতাচার্যের ভক্তি তাঁহাকে প্রভুর স্বরূপ দেখাইলেন এবং অদ্বৈত জানিতে পারিলেন—প্রভুই তাঁহার আরাধনার ধন, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহার উদ্দেশ্যে আচার্য পূজা করিতেছিলেন, তিনি তখন সাক্ষাদ্‌ভাবেই তাঁহার পূজা করিলেন। প্রভু স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া আত্মগোপন করিয়া এতদিন ছিলেন বলিয়া আচার্য তাঁহাকে "চোর" বলিয়াছেন। অদ্বৈতচার্য ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য—সুতরাং লৌকিকী লীলাতে প্রভুর গুরু-পর্যায়ভুক্ত; বয়সেও তিনি ছিলেন প্রাচীন, বিদ্যাবুদ্ধির তো কথাই নাই; তাহার উপরে আবার পরম-ভাগবত। এজন্য প্রভু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামও করিতেন। এক্ষণে প্রভুর মূর্ছিতাবস্থায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে প্রণিপাত করার সুযোগ পাইয়াছেন, চরণ-পূজা করিয়া প্রণামও করিয়াছেন। ইহাই আচার্যের চুরির উপরে চুরি।

যাহা হউক, কতক্ষণ পরে প্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন; তখন আবার পূর্বের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া ভক্তভাবে শ্রীঅদ্বৈতের স্তুতি-নতি করিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন—"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়। তোমার আমি—সে হেন জানিহ নিশ্চয়॥ ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে। তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥ তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ। তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রকাশ॥ ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে। যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে॥" শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে বলিলেন—"কি কর ভারি-ভুরি। চোরের উপরে আগে করিয়াছোঁ চুরি॥" এবং প্রকাশ্যে বলিলেন—"সভা হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর॥ কৃষ্ণকথা-কৌতুকে থাকহ এই ঠাঁই। নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমায় দেখিতে। তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে॥ ঐ॥ ১৬৩ পৃঃ॥"

প্রভু পরমানন্দে নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। "জানিলা অদ্বৈত—হৈল প্রভুর প্রকাশ।" তথাপি জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রভুকে আরও পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। মনের ভাব—"সত্য যদি প্রভু হয়ে, মুঞি হঙ দাস। তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ পাশ॥ ঐ॥ ১৬৩ পৃঃ॥"

৩০। ভক্তগণের সহিত কীর্তন এবং নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমাবেশ

"মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে। কীর্তন করেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে॥ সভে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর।" কিন্তু তাঁহারই মায়ায় "লখিতে না পারে কেহো আপন ঈশ্বর॥ সর্ব্ব-বিলক্ষণ তাঁর পরম-আবেশ। দেখিতে সভার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ॥" সন্দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ইনি কি মানুষ? মানুষের মধ্যে এতদৃশ পরম আবেশ তো কখনও দৃষ্ট হয় নাই? কি রকম আবেশ? "যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ," তখন "শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে। লোচনে বহয়ে শতশত নদীধারে॥ কনক-পনস যেন পুলকিত অঙ্গ। ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥ ক্ষণে হয় আনন্দ-মূর্চ্ছিত প্রহরেক। বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণব্যতিরেক॥ হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে। * * সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়। ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে। নর-জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে॥" আর "যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী। তাঁহারা বোলয়ে—'কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি।" চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬৩-৬৪ পৃঃ॥

যখন বাহ্যদশা ফিরিয়া আসে, তখন প্রভু করুণভাবে রোদন করিতে করিতে ভক্তদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে থাকেন—"কোথা গেলে পাইব সে মুরলী-বদন" * *॥ মোর দুঃখের অন্ত নাঞি। পাইয়াও হারাইনু জীবন কানাঞি॥" কি রহস্য, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া ভক্তগণ প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন। প্রভুও বলিতে লাগিলেন—"কানাঞির নাটশালা-নামে এক গ্রাম। গয়া হৈতে আসিতে দেখিলু সেই স্থান॥ তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর। নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর॥ বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি। ঝলমল মণিগণ—লখিতে না পারি॥ হাথেতে মোহন-বংশী পরম সুন্দর। চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর। নীলস্তম্ভ-জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার। শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥ কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান। মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান॥ আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে। আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥ * * কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেল বিশ্বম্ভর। পড়িলা 'হা কৃষ্ণ' বলি পৃথিবী উপর॥ আথেব্যথে ধরে সভে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি। স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥ স্থির হইয়াও প্রভু স্থির নাহি হয়ে। 'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দয়ে॥ চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬৩-৬৪ পৃঃ॥"

প্রভু যখন স্বগৃহে থাকেন, তখনও "নাহি ব্যাভার-প্রস্তাব। নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব॥ কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে। চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥ 'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' এইমাত্র বোলে॥" ব্যবহারিক বিষয়-সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেও প্রভুর নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যায় না। কোনও বৈষ্ণবকে দেখিলেই আর্তস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"কৃষ্ণ কোন্ খানে?"

একদিন পণ্ডিত গদাধর তাম্বুল লইয়া প্রভুর নিকটে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?" প্রভুর আর্তি দেখিয়া গদাধর কি বলিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না; অবশেষে বলিলেন—"নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে॥" তখন, 'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়া॥ আথেব্যথে গদাধর দুই হাথে ধরি। নানামতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি॥ 'এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও খানি॥' ঐ॥ ১৬৫ পৃঃ॥"

গদাধর এই ভাবে প্রভুকে স্থির করিলেন দেখিয়া বাৎসল্যময়ী শচীমাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং গদাধরকে বলিলেন—"তুমি সর্ব্বথা থাকিবা। ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথাহো না যাবা॥"

"সর্ব্বভক্তগণ সন্ধ্যা সময় হইলে। আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে॥ ভক্তিযোগ-সম্মত যে-সব শ্লোক হয়। পঢ়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ মহাশয়॥ পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি। শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥ 'হরিবোল' বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে। চতুর্দ্দিগে পড়ে—কেহো না পারে ধরিতে॥ ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জন। একবারে সর্ব্বভাব দিল দরশন॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ। ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ॥ সর্ব্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়। প্রভাতে বা কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায়॥ এইমত নিজ গৃহে শ্রীশচী-নন্দন। নিরবধি নিশি দিশি করেন কীর্ত্তন॥ ঐ॥ ১৬৫-৬৬ পৃঃ॥" এইরূপে "আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ॥"

৩১। বহির্ম্মুখ লোকগণের গাত্রদাহ

"শ্রীশচীনন্দন। নিরবধি নিশি দিশি করেন কীর্ত্তন" বলিয়া বহির্ম্মুখ লোকগণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। " 'হরিবোল' বলি ডাকে শ্রীশচীনন্দন। ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ॥ নিদ্রাসুখভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়। যার যেন মত বল্লিয়া মরয়॥ কেহো বোলে 'এ-গুলার কি হইল বাই।' কেহো বোলে 'রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥' কেহো বোলে 'গোসাঞি'[১] রুষিব ঘন ডাকে। এ-গুলার সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে॥' কেহো বোলে 'জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার। পরম উদ্ধত হেন সভার ব্যভার॥' কেহো বোলে 'কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে। এত পাক করে এই শ্রীবাস-বামনে॥' * *॥ মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়। রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়॥" আবার কেহ কেহ বা বলিলেন—"আরে ভাই এক প্রমাদ উপস্থিত। শ্রীবাসের জন্যই এই বিপদ। নদীয়ায় কীর্তন হইতেছে শুনিয়া সকলকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য যবনরাজ দুইটী নৌকা বোঝাই করিয়া লোক পাঠাইতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। শ্রীবাস তো নিশ্চয়ই পলাইয়া যাইবে; যত বিপদ হইবে আমাদের। পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হউক। তখন আমাদের কথা পরিহাসমাত্র মনে করিয়া তোমরা গ্রাহ্য কর নাই। এখন দেখিবে, আমাদের সকলেরই সর্বনাশ হইবে।" এ-কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল—"রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে।" শুনিয়া বৈষ্ণবগণ গোবিন্দ-স্মরণ

১। গোসাঞি—ভগবান্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। কিন্তু "শ্রীবাসপণ্ডিত বড় পরম উদার। যেই কথা শুনে তাই প্রতীত তাঁহার॥ যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়। চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬৬ পৃঃ॥"

৩২। আত্মপ্রকাশ। শ্রীবাসের গৃহে ঐশ্বর্য-প্রকাশ

ভক্তদের ভয়ের কথা প্রভু জানিতে পারিলেন। "জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয়॥" কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীবিশ্বম্ভররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা ভক্তগণ নিশ্চিতরূপে তখনও জানিতে পারেন নাই। তাহা "জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥ নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদনসুন্দর॥ সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি-চন্দন। অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন॥ চাঁচর-চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্রমুখ। স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহররূপ॥ দিব্য বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বূল। কৌতুকে কৌতুকে গেলা ভাগীরথীকূল॥" তাহা দেখিয়া বহির্মুখ পাষণ্ডীগণ আরও জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়। রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়॥ আর জন বোলে 'ভাই বুঝিলাঙ থাক। যত দেখ এ-সকল পলাবার পাক'॥" কিন্তু "নির্ভয়ে চাহেন চারিদিকে বিশ্বম্ভর। গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর॥" এমন সময় একদল গরু হাম্বারব করিতে করিতে ঊর্ধ্বপুচ্ছে ধাবিত হইয়া গঙ্গায় জলপান করিতে আসিল। "দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার। 'মুঞি সেই মুঞি সেই' বোলে বারে বার॥ এই মতে ধায়্যা গেলা শ্রীবাসের ঘরে। 'কি করিস শ্রীবাসিয়া' বোলে অহঙ্কারে॥ চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬৭ পৃঃ॥"

শ্রীবাসপণ্ডিত তখন মন্দিরে বসিয়া নৃসিংহপূজা করিতেছিলেন। প্রভু দ্বারে পুনঃপুন লাথি মারিতে মারিতে বলিলেন—"কাহার পূজা করিতেছিস্? যাঁহার পূজা করিতেছিস, সাক্ষাতে বিদ্যমান তাঁহাকে দেখ।" শ্রীবাসের সমাধিভঙ্গ হইল এবং বীরাসনে উপবিষ্ট শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ রূপের দর্শন পাইলেন [৫।৬ (৮)-অনু দ্রষ্টব্য]। প্রভুর আদেশে শ্রীবাস তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু তখন শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অয়ে শ্রীনিবাস। কিছু মনে ভয় পাও? শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ-নাও॥" প্রভু শ্রীবাসকে অভয় দিয়া বলিলেন, যদি রাজনৌকা আসে, তাহা হইলে "মুঞি গিয়া সর্ব্ব আগে নৌকায় চড়িমু॥", আর "রাজার যতেক গণ—রাজার সহিতে। সভা কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভালমতে॥" প্রভু আরও বলিলেন—'আমার এই কথায় যদি তোমার প্রতীতি না হয়, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতেই আমার প্রভাব দেখাইতেছি।" চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৬৭-৭৬ পৃঃ॥"

৩৩। নারায়ণীদেবীর প্রসঙ্গ

তখন সম্মুখে একটী চারি বৎসরের বালিকা ছিলেন—শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী, নাম নারায়ণী। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রভু স্বীয় প্রভাব প্রকটিত করিলেন। প্রভু তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"নারায়ণী! কৃষ্ণ বলি কান্দ।" তৎক্ষণাৎই "চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত। 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দে নাহিক সংবিৎ॥ অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈলা স্থল নয়নের জলে॥" তখন হাসিতে হাসিতে প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—"এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর?" তখন দুই বাহু আস্ফালিত করিয়া শ্রীবাস বলিলেন—"কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে। যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে॥ তখন না করি ভয় তোর নাম-বলে। এখনে কিসের ভয়, তুমি মোর ঘরে॥ বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস। গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ॥ চারি বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষ। তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসীদাস॥ চৈ. ভা. মধ্য ২য়॥ ১৭০ পৃঃ॥"

৩৪। **মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহ-রূপের প্রকটন**

প্রভু একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনিয়া "শূকর শূকর" বলিয়া গর্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তের গৃহে গিয়া বরাহ-রূপের প্রকটন করিয়াছিলেন [৫।৬ (৭) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। বরাহরূপী প্রভুর আদেশে মুরারি প্রভুর স্তব-স্তুতি করিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রভু বলিলেন —"শুন মুরারি! বেদ কোনও কোনও স্থলে আমাকে নিরাকার বলিয়াছেন; তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, আমার (ঈশ্বরের) প্রাকৃত—পঞ্চভূতাত্মক—আকার নাই; কিন্তু আমার সচ্চিদানন্দ আকার আছে। ইহা না জানিয়া 'কাশীতে পঢ়ায় বেটা পরকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে। * *। সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র। অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র॥ পুণ্য পবিত্রভাব পায় যে-অঙ্গ পরশে। তাহা 'মিথ্যা' বোলে বেটা কেমন সাহসে?" শঙ্করানুগত মায়াবাদীরা ভগবদ্‌বিগ্রহের সত্যতা স্বীকার করেন না; তাঁহাদের এইরূপ মতবাদ যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, প্রভু তাহাই বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন—"আমি যজ্ঞ-বরাহ—সকল বেদসার। আমি সে করিলুঁ পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥ সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার। ভক্তজন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার॥ সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ। পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥" প্রভু বলিলেন—"বরাহ-অবতারে নরক ছিল আমার পুত্র। দেব-দ্বিজ-গুরুতে তাঁহার খুব ভক্তি ছিল; কিন্তু বাণ-রাজার সঙ্গদোষে নরক আমার ভক্তদ্রোহী হইলে আমি তাঁহাকেও সংহার করিয়াছি। তুমি জন্মে জন্মে আমার সেবক; তাই তোমার নিকটে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম।" বিহ্বল হইয়া মুরারি কাঁদিতে লাগিলেন। চৈ. ভা. মধ্য ৩য়॥ ১৭২-৭৩ পৃঃ॥

৩৫। **নির্ভয়ে ভক্তগণের কীর্তন**

"এই মত সর্ব্ব-সেবকের ঘরে ঘরে। কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে। চিনিয়া সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার। পরানন্দময় চিত্ত হইল সভার॥ পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাটে ঘাটে সভে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে॥ প্রভুসঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ। মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন॥ চৈ. ভা. মধ্য ৩য়॥ ১৭৩-৭৪ পৃঃ॥"

৩৬। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলন

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে (কিন্তু কতকাল পূর্ব্বে, প্রাচীন গৌর-চরিতকারদের কোনও উক্তি হইতে তাহা জানা যায় না) রাঢ়দেশে, মৌড়েশ্বর-দেবালয়ের কিছু দূরে, (বীরভূম জেলার অন্তর্গত) একচাকা-গ্রামে (বর্তমান নাম বীরচন্দ্রপুরে) মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমন্নিত্যানান্দ-প্রভুর আবির্ভাব। পিতা বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীনিতাই ছিলেন পিতামাতার প্রাণতুল্য। "তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা। যুগপ্রায় হেন বাসে, ততোধিক পিতা॥"

একদিন হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপনীত হইলেন; হাড়াই-পণ্ডিত পরম আদরে তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন এবং "সর্ব্বরাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে। আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-আনন্দে॥" উষাকালে সন্ন্যাসী যখন চলিতে উদ্যত হইলেন, তখন "নিত্যানন্দ-পিতা প্রতি ন্যাসিবর বোলে॥ ন্যাসী বোলে—এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।" তখন নিত্যানন্দ-পিতা বলিলেন—"যে ইচ্ছা তোমার।", অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসীর অভীষ্ট ভিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমি তীর্থ পর্যটন করিব; কিন্তু আমার সঙ্গে ভাল ব্রাহ্মণ নাই। কিছুদিনের জন্য তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে আমার সঙ্গে থাকিতে দাও; আমি তাঁহাকে প্রাণাধিক করিয়া দেখিব, আমার সঙ্গে নানা তীর্থও দর্শন করিতে পারিবে।" শুনিয়া হাড়াই-পণ্ডিতের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল,—"সন্ন্যাসী আমার প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছেন।" কিন্তু স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এবং অতিথি সন্ন্যাসীর মর্যাদা রক্ষার জন্য পত্নীর অনুমোদন-ক্রমে হাড়াই পণ্ডিত নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর সহিত যাইতে দিলেন।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাহির হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ ভারতের নানাতীর্থ, কোনও কোনও তীর্থ একাধিকবারও, ভ্রমণ করিলেন—গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী, নারায়ণাশ্রম, বৌদ্ধাশ্রম, ব্যাসের আলয়, রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, মলয়, অনন্তপুর, গোমতী, গণ্ডকী, সরযু, কাবেরী, অযোধ্যা, দণ্ডকারণ্য, ত্রিমল্ল, বেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী, মহেশ্বর-স্থান, কন্যকা-নগরী, রেবা, মাহিষ্মতী, মল্লতীর্থ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ পুনরায় মথুরায় আসিয়া পূর্ব-জন্মস্থান' দেখিয়া প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং বাল্যভাবাবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনের ভিতরে ধূলাখেলা করিতে এবং গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আহারের চেষ্টা নাই। অযাচিত ভাবে কেহ দুগ্ধ দিলে তাহা পান করেন। তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণকানাই গৌরচন্দ্র-রূপে নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং নিরন্তর সঙ্কীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন।

১। শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন কৃষ্ণলীলার বলরাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎক্ষণাৎ তিনি বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসিয়া মহাভাগবতোত্তম নন্দনাচার্যের গৃহে উপনীত হইলেন। নন্দনাচার্য দেখিলেন—"মহা তেজোরাশি যেন সূর্য্যসম॥ মহা অবধূতবেশ—প্রকাণ্ড শরীর। নিরবধি গতি-স্থান দেখি মহাধীর॥ অহর্নিশ বদনে বোলয়ে কৃষ্ণনাম। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥ নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার। মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার॥ কোটিচন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর। জগত-জীবন হাস, সুরঙ্গ অধর॥ মুকুতা জিনিঞা শ্রীদশনের জ্যোতি। আয়ত অরুণ দুই লোচন-সুভাতি॥ আজানুলম্বিত ভুজ, সুপীবর বক্ষ। চলিতে কমলবত পদযুগ দক্ষ॥ পরম কৃপায়ে করে সভারে সম্ভাষ।" এতাদৃশ শ্রীনিত্যানন্দকে "পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হৈয়া। রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া॥"

শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে উপস্থিতির দুই তিন দিন পূর্বে মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিয়াছিলেন—"আরে ভাই! দিন দুই তিনের ভিতরে। কোন মহাপুরুষ এক আসিবে এথারে॥" যেদিন শ্রীনিত্যানন্দ নন্দনাচার্যের গৃহে উপনীত হইলেন, তাহার পরের দিন প্রাতঃকালে বিষ্ণু-পূজা করিয়া মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে॥ তালধ্বজ এক রথ—সংসারের সার। আসিয়া রহিল রথ—আমার দুয়ার॥ তার পাছে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর। মহা এক স্তম্ভ কান্ধে, গতি নহে স্থির॥ বেত্রবান্ধা এক কাণা কুম্ভ বামহাথে। নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে॥ বামশ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র। হলধর হেন তান বুঝিয়ে চরিত্র॥ 'এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয়ে হয়ে?' দশবার বিশবার এই কথা কহে॥ মহা অবধূত যেন পরম-প্রচণ্ড। আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড॥ দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাঙ আমি। জিজ্ঞাসিল—'কোন্ মহাজন তুমি?' হাসিয়া আমায় বোলে—'এই ভাই হয়ে। তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে॥' হরিষ বাঢ়িল শুনি তাঁহার বচন। আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই সম॥"

এ-সকল কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল, হলধর-ভাবে প্রভু প্রচুর গর্জন করিতে লাগিলেন, আর 'মদ আন, মদ আন' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন—"যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি॥ তুমি যারে বিলাও, সে-ই তারে পায়॥" শ্রীবাসপণ্ডিত প্রেম-মদিরার কথাই বলিলেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া তিনি ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া দূরে থাকিয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। "আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন। হাসিয়া দোলায় অঙ্গ—যেন সঙ্কর্ষণ॥"

ক্ষণকাল পরে প্রভুর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল; তখন তিনি তাঁহার স্বপ্নের মর্ম সকলের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"পূর্বে আমি তোমাদের নিকটে বলিয়াছিলাম যে, দুই তিন দিনের মধ্যেই কোনও মহাপুরুষ নবদ্বীপে আসিবেন। এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সেই মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে। শুন হরিদাস। শুন শ্রীবাস। তোমরা খুঁজিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ, তিনি কোন্ স্থানে আছেন।" হরিদাসঠাকুর প্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বেই নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরেও যাইতেন [১৫।৭ খ (৬) অনু]।

শ্রীবাস ও হরিদাস তিন প্রহর পর্যন্ত নবদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে জানাইলেন—"নবাগত কোনও মহাপুরুষকে আমরা কোথাও দেখিতে পাইলাম না।" তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে প্রভু বলিলেন—"আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া।" এই ব্যাপারে প্রভু জানাইলেন—"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে॥" ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু নন্দনাচার্যের গৃহে গিয়া উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন—"বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ রতন। সভে দেখিলেন যেন কোটিসূর্য্য-সম॥ অলক্ষিত আবেশ—বুঝন নাহি যায়। ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায়॥ মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার। গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥ সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া। কেহ কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া॥" মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন; "চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের ঈশ্বর॥ চৈ. ভা. মধ্য ৩য়॥ ১৭৪-৭৮ পৃঃ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ অপলক দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর বোধ হয় ভাবিতে-ছিলেন—"এই কি তাঁহার প্রাণের কানু! এ-যে কষিত-কাঞ্চনতনু!!" শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক আবৃত্তি করার জন্য মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতকে ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীবাসের মুখে স্ফুরিত হইল—"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্। রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥ ভা. ১০।২১।৫॥"[১]

বোধহয় দৃশ্যমান কষিত-কাঞ্চন-বর্ণের অন্তরালে, বর্হাপীড় নটবরবপু বেণুবাদন-রত বৈজয়ন্তী-শোভিত কনককপিশ-বাসা তাঁহার প্রাণ-কানাইয়ের বিদ্যমানতা বুঝিতে পারিয়াই, শ্লোকটীর শ্রবণমাত্র আনন্দের আধিক্যে শ্রীনিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবাস সেই শ্লোকটী পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শ্লোক শুনিয়া কতক্ষণ পরে শ্রীনিত্যানন্দের মূর্ছাভঙ্গ হইল; কিন্তু তিনি কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, হুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং এমনভাবে আছাড় পড়িতে লাগিলেন, মনে হইতে লাগিল যেন

১। অনুবাদ। "শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছ-রচিত চূড়া, উভয় কর্ণে কর্ণিকার কুসুম, কনকসদৃশ কপিশ বা নীলপীত-মিশ্রিত বর্ণের বস্ত্র এবং পঞ্চবর্ণ-পুষ্প-গ্রথিত বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া, নটবরের ন্যায় নিজ অঙ্গ নিয়ত নবনব-শোভার আবির্ভাবে সমধিক সমৃদ্ধ করিতে করিতে, আর অধর-সুধায় বেণুর রন্ধ্রসকল পরিপূর্ণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে—যেখানে তাঁহার অসাধারণ চরণ-চিহ্নসমূহ সকলেরই নিরতিশয় রতি বা আনন্দ সম্পাদন করিতেছে, সেই বৃন্দাবনে—প্রবেশ করিলেন। এদিকে গোপগণ তাঁহার যশোগান করিতে থাকিলেন। অঃ প্রঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার হাড় চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। বৈষ্ণবগণ ভীত হইলেন, "রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" বলিতে লাগিলেন। নিতাই ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নয়নের জলে তাঁহার কলেবর পূর্ণ হইল, "বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস। অন্তরে আনন্দ—ক্ষণে ক্ষণে মহাহাস॥ ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে পড়ি, ক্ষণে বাহু-তাল। ক্ষণে জোড়েজোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল॥ দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ আনন্দ। সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র॥" বৈষ্ণবগণ শ্রীনিত্যানন্দকে ধরিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহাপ্রভু তাঁহাকে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন; তখন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কোলে নিষ্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রুতে সিক্ত হইতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দকে স্থির করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। তারপর "নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ" হইল; কিন্তু "সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ॥" "শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম বিহ্বল। বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল॥ 'এই প্রভু অবতীর্ণ' —জানিলেন মর্ম॥" কোন্ স্থান হইতে তিনি নবদ্বীপে আসিলেন, মহাপ্রভু তাহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার তীর্থভ্রমণের কথা এবং নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা জানিয়া নবদ্বীপে আগমনের কথা বলিলেন। চৈ. ভা. মধ্য ৪র্থ॥ ১৭৯-৮২ পৃঃ॥

ক। শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা ও প্রভুর ষড়্ভুজ-রূপের প্রকটন

প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন—"আগামীকল্য পূর্ণিমা, ব্যাসপূজার দিন। তোমার ব্যাসপূজা কোথায় হইবে?" তখন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসপণ্ডিতের হাতে ধরিয়া আনিয়া বলিলেন—"শুন বিশ্বম্ভর! ব্যাসপূজা এই মোর বামনের ঘর॥" পণ্ডিতও পরমানন্দে সম্মতি দিলেন এবং প্রভুর ইচ্ছায় ব্যাসপূজার আচার্য হইতেও সম্মত হইলেন।

ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে আসিলেন। "কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়। আপ্তগণ বিনে আর যাইতে না পায়॥" তখন ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্তন আরম্ভ হইল। প্রেমাবেশে দুই প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। কীর্তনান্তে সকলে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন; শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে রহিলেন।

রাত্রিতে শ্রীনিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া নিজের দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাতঃ-কালে শ্রীবাসপণ্ডিতের সহোদর শ্রীরামাইপণ্ডিত ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু দেখিয়া শ্রীবাসকে জানাইলে শ্রীবাস বলিলেন—"মহাপ্রভুকে গিয়া জানাও।" রামাইপণ্ডিতের মুখে এ-কথা শুনিয়া মহাপ্রভু আসিয়া দেখেন, "বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥" মহাপ্রভু নিজেই শ্রীনিত্যানন্দের দণ্ড লইয়া নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন, দণ্ড গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া নিত্যানন্দকে গঙ্গাস্নান করাইলেন। সেখানেও নিত্যানন্দের বাল্যচাপল্য। গঙ্গায় সাঁতার দিয়া কুম্ভীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিতে যায়েন। শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ "হায় হায়" করিতে থাকেন। তখন শ্রীবিশ্বম্ভর বলিলেন—"শ্রীপাদ! আজ তোমার ব্যাসপূজা করিতে হইবে; শীঘ্র উঠ।" তখন শ্রীনিতাই স্নান করিয়া উঠিলেন।

ব্যাসপূজা আরম্ভ হইল। ভক্তগণ মধুর মধুর কীর্তন করিতে লাগিলেন। পূজার অন্তে শ্রীবাস "দিব্যগন্ধ-সহিত সুন্দর বনমালা" নিত্যানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন—"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর। বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥ শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।" কিন্তু "যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'। কিসের বচন-পাঠ—প্রবোধ না লয়॥ কিবা বোলে ধীরে ধীরে—বুঝন না যায়। মালা হাথে করি পুন চারি দিগে চায়॥" তখন শ্রীবাস মহাপ্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন—"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার।" মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকটে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"নিত্যানন্দ! শুনহ বচন। মালা দিয়া ঝাট কর ব্যাসের পূজন॥" তখন নিত্যানন্দ সেই মালা মহাপ্রভুর মস্তকের উপরে দিলেন। তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের সাক্ষাতে ষড়্‌ভুজরূপ প্রকটিত করিলেন (৭।৩ ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ষড়্‌ভুজরূপ দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু তাঁহার গায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে তুলিয়া স্থির করিলেন এবং বলিলেন—"নিত্যানন্দ! স্থির কর চিত। সঙ্কীর্ত্তন শুন,—যে তোমার সমীহিত॥ যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার। সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর॥ তোমার সে প্রেমভক্তি, তুমি প্রেমময়। বিনে তুমি দিলে, কারো ভক্তি নাহি হয়॥ আপনা সম্বরি উঠ, নিজ জন চাহ। যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ॥ তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে। ভজিলেহ সে আমার প্রিয় কভু নহে॥"

মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলিলেন—"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন।" ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, "নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঞি॥ মহামত্ত দুই ভাই কারো বাহ্য নাঞি॥" নিভৃতে বসিয়া শচীমাতা এই রঙ্গ দেখিতেছিলেন; তিনি "দুই জন মোর পুত্র—হেন বাসে মনে॥" চৈ. ভা. মধ্য ৫ম॥ ১৮৩-৮৯ পৃঃ॥"

এই সময় হইতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এক সঙ্গে ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন করিতে লাগিলেন।

৩৭। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে ঐশ্বর্য-প্রকটন

পূর্বে (১৭।২৯ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার চরণ পূজা করিয়াছেন; তথাপি প্রভুকে আরও পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, "ইনি সত্যই যদি আমার প্রভু হয়েন, তাহা হইলে আমাকে বাঁধিয়া নিজের নিকটে আনিবেন"—ইহা ভাবিয়া নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে তাঁহাকে আনিবার জন্য রামাইপণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠাইলেন এবং স্বীয় সর্বজ্ঞত্ব ও অন্তর্যামিত্ব প্রকটিত করিয়া অদ্বৈতের সাক্ষাতে স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন (৭।৫ অনু দ্রষ্টব্য)।

৩৮। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ

চৈ. ভা. মধ্য ৭ম॥ ১৯৮-২০৪ পৃঃ॥-প্রদত্ত বিবরণ-অনুসারে বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ কথিত হইতেছে।

একদিন মহাপ্রভু সঙ্কীর্তনান্তে "পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে। কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে॥"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তগণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। "পুণ্ডরীক" বলিতে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়; তবে প্রভু কি শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ করিতেছেন ? প্রভু আবার মাঝে মাঝে "বিদ্যানিধি, বিদ্যানিধিও" বলিতেছেন; তখন ভক্তগণ মনে করিলেন, প্রভু কোনও ভক্তকে লক্ষ্য করিয়াই এ-সকল কথা বলিতেছেন। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ ভক্ত লাগি প্রভু! করহ ক্রন্দন। সত্য আমা সভা প্রতি করহ কথন॥"

প্রভু তখন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় দিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে (হাট হাজারী থানার অন্তর্গত মেখলা-গ্রামে) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবির্ভাব। তাঁহার আচরণ অতি অদ্ভুত। "বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব। চিনিতে না পারে কেহো তিনি যে বৈষ্ণব॥ কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর। অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর॥" পাদস্পর্শ-ভয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করেন না, গঙ্গা দর্শন করেন, তাহাও নিশিথ-সময়ে, যখন অন্য কোনও লোক থাকে না; কেননা, লোকে গঙ্গাতে কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কারাদি অনাচার করে; তাহা দেখিলে তিনি মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। গঙ্গার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস; গঙ্গাজল পান করিয়া পবিত্র হইয়া তিনি পূজার্চনাদি নিত্যকর্ম করিতেন। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। প্রভু ভক্তদের নিকটে বলিলেন—"বিদ্যানিধি শীঘ্রই নবদ্বীপে আসিবেন। তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইবে; কিন্তু দর্শনমাত্রে চিনিতে পারিবে না, বিষয়ী বলিয়া মনে করিবে। 'তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই।' তোমরা সকলে তাঁহাকে আকর্ষণ কর।" এ-কথা বলিয়া "পুণ্ডরীক বাপ"[১] বলিয়া "মহা-উচ্চস্বরে প্রভু রোদন করেন॥"

বস্তুতঃ কয়েকদিনের মধ্যেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। "ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি। নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি॥ অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার। অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত আর॥ আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে। পরম-ভোগীর প্রায় সর্বলোকে দেখে॥" সুতরাং বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে চিনিতে

১। ব্রজলীলায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ছিলেন শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু রাজা। নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া প্রভু "বাপ" বলিয়া বিদ্যানিধিকে সম্বোধন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলেন না। কিন্তু একজন তাঁহাকে পূর্ব হইতেই জানিতেন—প্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীমুকুন্দ দত্ত। তাঁহার আবির্ভাব-স্থানও চট্টগ্রামে। তিনি বিদ্যানিধির আগমনের কথা জানিলেন। সর্বান্তর্যামী প্রভুও অবশ্য পুণ্ডরীকের আগমনের কথা জানিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীল গদাধরপণ্ডিত ছিলেন মুকুন্দের অত্যন্ত প্রিয়; বৈষ্ণব-দর্শনেও গদাধরের অত্যন্ত আগ্রহ। মুকুন্দ গদাধরকে বলিলেন—"পণ্ডিত! শুন; আজ এখানে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব আসিয়াছেন; চল আমার সঙ্গে।" পরমানন্দে গদাধরপণ্ডিত মুকুন্দের সঙ্গে চলিলেন। বিদ্যানিধির সম্মুখে যাইয়া "গদাধর পণ্ডিত করিলা নমস্কার।"; বিদ্যানিধিও "বসাইলা আসনে করি পুরস্কার।" মুকুন্দের নিকটে বিদ্যানিধি গদাধরপণ্ডিতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মুকুন্দ পরিচয় দিলেন—"ইঁহার নাম গদাধর, মাধবমিশ্রের পুত্র, শিশুকাল হইতেই সংসার-বিরক্ত, ভক্তিপথে রত, ভক্তের সঙ্গ ভালবাসেন। তোমার দর্শনের জন্য আমার সঙ্গে আসিয়াছেন।" শুনিয়া বিদ্যানিধি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং গদাধরকে "পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা।"

কিন্তু "বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়। রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়॥ দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে। দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥ তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে। পট্টনেত বালিশ শোভয়ে চারিপাশে॥ বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত। দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পান তা'ত॥ দিব্য আলবাটি তুই শোভে তুই পাশে। পান খাঞা অধর দেখি দেখি হাসে॥ দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে। বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে॥ চন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক কপালে। গন্ধের সহিত তথি ফাগুবিন্দু মিলে॥ কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার। দিব্য গন্ধ আমলকী বই নাহি আর॥ ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান। যে না চিনে, তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান॥ সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান। বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান॥"

বিদ্যানিধির এই অবস্থা দেখিয়া আজন্ম-বিরক্ত গদাধরের মনে সন্দেহ ও বিস্ময় জাগিল। "ভাল ত বৈষ্ণব—সব বিষয়ীর বেশ। দিব্য ভোগ বেশ দিব্য গন্ধ-কেশ॥ শুনিঞা ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে। আছিল যে ভক্তি সেহো গেল দরশনে।"

গদাধর-পণ্ডিতের মুখ দেখিয়া মুকুন্দ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং বিদ্যানিধির মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক সমধুর স্বরে গান করিলেন—"অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াঽপায়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ভা. ৩।২।২৩॥"[১] শ্লোকটী শ্রবণমাত্রে "বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে

১। অনুবাদ। "অহো! বকাসুর-ভগিনী পূতনা যাঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে স্তনদ্বয়ে সম্ভৃত কালকূট পান করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সেই অসাধ্বী যাঁহার নিকট হইতে ধাত্রীযোগ্য গতিই লাভ করিয়াছে; বল দেখি তিনি ভিন্ন আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইব?" অ. প্র.॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রন্দন॥ * * অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার। এক কালে হইল সভার অবতার॥ 'বোল বোল' বলি মহা লাগিলা গর্জ্জিতে। স্থির হৈতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে॥ লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার। ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর॥ কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান। কোথা গেল ঝারি, যাতে করে জল পান॥ কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে। প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাথে॥ কোথা গেল সে বা দিব্য কেশের সংস্কার। ধূলায় লোটায়ে করে ক্রন্দন অপার॥ 'কৃষ্ণরে! ঠাকুর রে! কৃষ্ণ রে! মোর প্রাণ! মোরে সে করিলা কাষ্ঠ-পাষাণ সমান॥" বলিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আছাড় পড়িতে লাগিলেন। "হেন সে হইল কম্প—ভাবের বিকারে। দশজন ধরিলেও ধরিতে না পারে॥ * * এই মত কথোক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া। আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া॥"

পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির এই সকল অদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শন করিয়া গদাধরপণ্ডিত বিস্মিত এবং চিন্তিত হইলেন। "হেন জনেরে আমি অবজ্ঞা করিলু। কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ॥" পরমসন্তোষে মুকুন্দকে কোলে করিয়া গদাধর প্রেমাশ্রুতে তাঁহাকে সিঞ্চিত করিলেন এবং বলিলেন—"ইঁহাকে বিষয়ী মনে করিয়া আমি ইঁহার চরণে অপরাধী হইয়াছি। মুকুন্দ! তুমি কৃপা করিয়া ইঁহার স্বরূপগত মহিমা প্রকটিত করিয়াছ, আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছ, আমার ভ্রম দূর করিয়াছ। আমার এখনও দীক্ষা হয় নাই; দীক্ষা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। ইনি যদি কৃপা করিয়া আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব এবং নিজ ভৃত্যজ্ঞানে আমার অপরাধও ইনি ক্ষমা করিবেন।" শুনিয়া মুকুন্দ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে "প্রহর দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর। বাহ্য পায়্যা বসিলেন হইয়া সুস্থির॥" গদাধর-পণ্ডিতের নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। "দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি-মহাশয়ে। কোলে করি থুইলেন আপন হৃদয়ে॥ পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর॥"

মুকুন্দদত্ত গদাধরপণ্ডিতের অভিপ্রায় বিদ্যানিধির চরণে নিবেদন করিলেন। "শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।" আর বলিলেন—"আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি॥ করাইব—ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই। বহু-জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই॥ এই যে আইসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। সর্ব্বশুভ-লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি॥ ইহাতে সঙ্কল্পসিদ্ধি হইবে তোমার। শুনি গদাধর হর্ষে করে নমস্কার॥"

ইহার পরে একদিন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি অলক্ষিতবেশে রাত্রিকালে মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রভুর দর্শনমাত্রেই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, প্রভুকে নমস্কার করিতেও পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া হুঙ্কার করিয়া আত্মধিক্কার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"কৃষ্ণ রে! পরাণ মোর, কৃষ্ণ! মোর বাপ! মুঞি অপরাধীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতেক দেহ তাপ ॥ সর্ব্বজগতের বাপ উদ্ধার করিলা। সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥” ভক্তগণও সকলে কাঁদিতে লাগিলেন; কিন্তু ইনি যে পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, তাহা তখনও কেহ জানিতে পারেন নাই। তখন ভক্তবৎসল প্রভু উঠিয়া বিদ্যানিধিকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“পুণ্ডরীক বাপ। বাপ দেখিলাঙ আজি নয়নগোচর।” তখনই ভক্তগণ তাঁহাকে বিদ্যানিধি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন প্রেমাবেশে ভক্তগণও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রভু বিদ্যানিধিকে স্বীয় বক্ষঃস্থলেই জড়াইয়া ধরিয়া আছেন; এই ভাবে “প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছয়ে নিশ্চলে। তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি ‘হরি’ বোলে ॥”, আর বলিলেন—“আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছাসিদ্ধি কৈলেন আমার। আজি পাইলাঙ সর্ব্বমনোরথ-সার ॥” প্রভু সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে বিদ্যানিধির মিলন করাইলেন। তখন “পুণ্ডরীক লই সভে করিলা কীর্ত্তন ॥”

প্রভু বলিলেন—“ইঁহার পদবী—পুণ্ডরীক প্রেমনিধি। প্রেমভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি ॥”

গদাধর পণ্ডিত, বিদ্যানিধির দর্শনে নিজের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, প্রভুর চরণে তাহা নিবেদন করিয়া বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষাগ্রহণের অভিলাষও জানাইলেন। সানন্দচিত্তে প্রভু অনুমতি দিলেন। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে গদাধর বিদ্যানিধির বা প্রেমনিধির নিকটে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

লৌকিক জগতে ক্বচিৎ দেখা যায়, বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ হইতেও জানা গেল, শাস্ত্রবিহিত ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানকে এবং চিত্তের ভক্তিধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আত্মগোপনের জন্য, অথবা অন্য কোনও কারণে, কোনও কোনও পরম-ভাগবত বাহিরে এইরূপ পোষাক-পরিচ্ছদাদি ধারণ করেন, বা এমন আচরণ করেন, যাহাতে তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বপরিচয় যাঁহাদের নাই, তাঁহারা তাঁহাদিগকে বিষয়ীমাত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের স্বরূপ জানিতে পারেন না। আবার বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ হইতে ইহাও জানা গেল যে, প্রমাদবশতঃ কোনও মহাভাগবতের চরণে কোনও অপরাধ জন্মিলে, সেই মহাভাগবতের চরণাশ্রয় করিলেই সেই অপরাধ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

ক। নীলাচলে বিদ্যানিধি

প্রসঙ্গক্রমে প্রেমনিধি পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-সম্বন্ধে নীলাচলের একটী অদ্ভুত ঘটনার কথা বলা হইতেছে।

সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান-কালে অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তদের ন্যায় প্রেমনিধি-পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও প্রভুর দর্শনের জন্য কোনও কোনও বৎসর নীলাচলে যাইতেন। একবার প্রভু বিদ্যানিধিকে বলিয়াছিলেন “কথোদিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি ॥” পরমানন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যানিধি রহিয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাকে "বাসা দিলা—যমেশ্বরে সমুদ্রের তটে।" বিদ্যানিধি "নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ। দামোদরস্বরূপের বড় প্রেমপাত্র॥ দুইজনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে। অন্যোন্যে থাকেন কৃষ্ণরসকথা-রঙ্গে॥"

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীকে উড়িষ্যাদেশে "ওড়ন ষষ্ঠী" বলা হয়। "উক্ত ষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথাদি শীতবস্ত্রে ওড়েন—ধারণ করেন—বলিয়াই, উহার নাম ওড়ন ষষ্ঠী॥ অ. প্র.॥" এই ওড়ন-ষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথকে নূতন বস্ত্র দেওয়া হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে "সে দিন মাণ্ডুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে॥" "মাণ্ডুয়া বস্ত্র—মাড়যুক্ত বস্ত্র॥" জগন্নাথকে মণ্ডুয়া-বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া বিদ্যানিধির মনে সন্দেহ জাগিল। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বরূপদামোদরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মণ্ডের কাপড় ঈশ্বরেরে দেন কেনে॥ এদেশে ত শ্রুতিস্মৃতি সকল প্রচুরে। তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ডবস্ত্র পরে?" সাধারণ বিধি হইতেছে এই যে, মাড় ধুইয়া তাহার পরে শ্রীবিগ্রহকে বস্ত্র দিতে হয়। বিদ্যানিধির কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর বলিলেন—"শুন বিদ্যানিধি! ইহা হইতেছে এখানকার দেশাচার। দেশাচারের অনুসরণে দোষ নাই। ইহাতে বোধ হয় শ্রীজগন্নাথেরও অনুমোদন আছে। 'ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে। তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে'॥" শুনিয়া বিদ্যানিধি বলিলেন—"জগন্নাথ হইতেছেন ঈশ্বর-ভগবান্। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি মাণ্ডুয়া বসন ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সেবকেরা কেন অপবিত্র বস্ত্র ধারণ করেন? 'জগন্নাথ-ঈশ্বর', সম্ভবে সব তানে। তান আচরণ কি করিবে সর্ব্বজনে? মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি। ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি॥ রাজপাত্র অবুধ, যে ইহা না বিচারে। রাজাও মাণ্ডুয়া বস্ত্র দেন নিজ শিরে॥" তখন স্বরূপদামোদর বলিলেন—"হেন বুঝি, ওড়ন-যাত্রায় দোষ নাই॥ পরংব্রহ্ম—জগন্নাথরূপ অবতার। বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার॥" তখন বিদ্যানিধি বলিলেন—"পরংব্রহ্ম—জগন্নাথবিগ্রহ সর্ব্বথা॥ তানে দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে। এ-গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে॥ ইহারাও ছাড়িলেক লোকব্যবহার। সভেই হইল ব্রহ্মরূপ অবতার॥" দুইজনে হাস্যপরিহাসের সহিত এইরূপ কথাবার্তা বলিয়া নিজ নিজ বাসায় গিয়া নিদ্রিত হইলেন।

নিদ্রিত-অবস্থায় "স্বপনে দেখিল বিদ্যানিধি মহাশয়। জগন্নাথ আসি হৈলা সম্মুখে বিজয়॥ ক্রোধরূপ জগন্নাথ—বিদ্যানিধি দেখে। আপনে ধরিয়া তান চড়ায়েন মুখে॥ দুইভাই[১] মেলি চড় মারে দুই গালে। হেন দৃঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে॥ দুঃখ পাই বিদ্যানিধি 'কৃষ্ণ রক্ষ' বোলে। 'অপরাধ ক্ষম' বলি পড়ে পদতলে॥" আর বলিলেন—"কোন অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি।" জগন্নাথ বলিলেন—"তোর অপরাধের অন্ত নাঞি॥ মোর জাতি,

১। দুই ভাই—জগন্নাথ ও বলদেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোর সেবকের জাতি নাঞ্জি। সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞ্জি॥[১] তবে কেনে রহিয়াছ জাতি-নাশা-স্থানে। জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে॥ আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ। তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ॥ আমারে করিয়া ব্রহ্ম সেবক নিন্দিয়া। মাণ্ডুয়া-কাপড়-স্থানে দোষদৃষ্টি দিয়া॥"

"স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহা ভয় পাই মনে। ক্রন্দন করেন শিরে ধরি শ্রীচরণে॥" আর বলিলেন—"সর্ব্ব অপরাধ প্রভু ক্ষম পাপিষ্ঠেরে। ঘাটিলুঁ[২] ঘাটিলুঁ প্রভু বলিলুঁ তোমারে॥ যে মুখে হাসিলুঁ প্রভু তোর সেবকেরে। সে মুখের শাস্তি প্রভু ভাল কৈলা মোরে॥ ভাল দিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত। মুখ-কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাথ॥"[৩] শ্রীজগন্নাথ বলিলেন—"তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া। তোমারে করিলুঁ শাস্তি সেবক দেখিয়া॥ স্বপ্নে প্রেমনিধি প্রতি প্রেমদৃষ্টি করি। দেউলে আইলা দুইভাই—রাম হরি॥"

বিদ্যানিধির স্বপ্নভঙ্গ হইল, তিনি জাগিয়া উঠিলেন, "গালে চড় সব দেখি হাসিতে লাগিলা॥ ** তবে পুণ্ডরীক দেব উঠিলা প্রভাতে। চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাথে॥"

স্বরূপদামোদর প্রতি-প্রভাতেই বিদ্যানিধিকে সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। এইদিন প্রভাতে আসিয়া তিনি দেখিলেন, বিদ্যানিধি তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যানিধি বলিলেন—"ভাই! এথায় আইস। কহিব সকল কথা, খানিক বইস॥" স্বরূপদামোদর ভিতরে গিয়া বিদ্যানিধির গালের অবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যানিধি স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। "গালে বাজিয়াছে যত আঙ্গুলের অঙ্গুরি। ভালমতে উত্তরও করিতে না পারি॥" গাল তো ফুলিয়াছেই, জগন্নাথ-বলদেবের অঙ্গুলি-সমূহে যে-সকল অঙ্গুরীয়ক ছিল, সে-সকল অঙ্গুরীয়কের আঘাতে গালে ক্ষতও হইয়াছে; এজন্য বিদ্যানিধি ভালরূপে কথাও বলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি শেষে বলিলেন—"লজ্জায় কাহারেও সম্ভাষ নাহি করি। গাল ভাল হইলে সে বাহির হৈতে পারি॥ এত কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে। বড় ভাগ্য হেন ভাই মানিল হৃদয়ে। ভাল শাস্তি পাইলুঁ অপরাধ অনুরূপে। এ নহিলে পড়িতাম মহা অন্ধকূপে॥" বিদ্যানিধির সৌভাগ্য দেখিয়া স্বরূপদামোদর অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। চৈ. ভা. অন্ত্য ১০ম॥ চৈ. চ. ২।১৬।৭৫-৮০॥

এই ব্যাপারটী হইতেছে ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল ভগবানের করুণা-প্রকাশের এক অপূর্ব ভঙ্গী। ভগবানে প্রেমনিধি-পুণ্ডরীকের অত্যন্ত প্রীতি ছিল বলিয়াই জগন্নাথের অঙ্গে মাড়ুয়া-বসন দেখিয়া তাঁহার মনে কষ্ট হইয়াছিল, সেই কষ্টের ফলেই তিনি জগন্নাথের সেবকগণের

১। শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রসাদে যে জাতিবিচার করা হয় না, সে কথাই বোধ হয়, এ-স্থলে বলা হইল। ২। ঘাটিলুঁ—ঘাট় মানিলাম; হারি মানিলাম (অঃ প্রঃ)। ৩। বাজিল—লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ-সমস্ত কথা তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি হইতেই উত্থিত; সুতরাং বাস্তবিক ইহাতে দোষের কিছুই ছিল না। তাই জগন্নাথও বলিয়াছিলেন—"তোমারে করিলুঁ শাস্তি সেবক দেখিয়া।" ইহা তো শাস্তি নয়, অসাধারণ কৃপা। স্বপ্নে লোক অনেক কিছুই দেখে, অনেক দ্রব্যও পাইয়া থাকে বলিয়া মনে করে; কিন্তু জাগ্রত হইলে সে-সমস্ত কিছুই থাকে না। এ-স্থলে, বিদ্যানিধি জগন্নাথ-বলদেব হইতে স্বপ্নে যাহা পাইয়াছিলেন, জাগিয়াও সে-সমস্ত দেখিয়াছিলেন—নিজের গালে; এবং স্বরূপদামোদরও তাহা দেখিয়াছেন; সুতরাং পরমকৃপালু ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম যে প্রেমনিধি-পুণ্ডরীককে সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহেরই অবকাশ নাই। আর, জগন্নাথের সেবকদের আচরণেও বাস্তবিক দোষের কিছু ছিল না। দেশাচারসম্মত বলিয়া তাঁহারা মাড়ুয়াবসনকে অপবিত্র বলিয়া মনে করেন নাই, প্রীতির সহিতই তাঁহারা জগন্নাথকে সেই বসন পরাইয়াছেন। অপবিত্র মনে করেন নাই বলিয়া এই ব্যাপারে জগন্নাথের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা-প্রীতির অভাব প্রকাশ পায় নাই; সুতরাং তাঁহাদের মনের দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহাতে তাঁহাদের দোষের কিছুও নাই। জগন্নাথও সেই বস্ত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" বিশেষতঃ শ্রীজগন্নাথ নিজেই বলিয়াছেন, এইরূপ সেবার নির্ব্বন্ধ তিনিই করিয়াছেন। "আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।"

৩৯। শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর বরদান

"অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণবমণ্ডল। মহা নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥" মহাপ্রভুও "নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥"

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে আছেন। নিরন্তর তাঁহার বাল্যভাব, অন্য কোনও ভাব স্ফুরিত হয় না। "আপনে তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়। পুত্রপ্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥" মালিনীদেবী ছিলেন শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহিণী।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপ করিতেছেন। পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিত্যানন্দসম্বন্ধে প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—"এই অবধূত কেনে রাখ নিরন্তর॥ কোন্ জাতি, কোন্ কুল কিছুই না জানি। পরম উদার তুমি বলিলাঙ আমি॥ আপনার জাতি-কুল যদি রক্ষা চাও। তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥" অবধূত —শ্রীনিত্যানন্দ। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাস ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আমারে পরীক্ষ' প্রভু—এ নহে উচিত॥ দিনেকো যে তোমা ভজে, সে-ই মোর প্রাণ। নিত্যানন্দ তোর দেহ—আমাতে প্রমাণ। মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥ তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা। সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥" শুনিয়া প্রভু হুঙ্কার করিয়া শ্রীবাসের বুকে উঠিয়া বলিলেন—"কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস। নিত্যানন্দ প্রতি তোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতেক বিশ্বাস ? মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলে সে তুমি। তোমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বর দিয়ে আমি॥" প্রভু শ্রীবাসকে বর দিলেন—"যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে। তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥ বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর। সভার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥ নিত্যানন্দে সমর্পিল আমি তোমাস্থানে। সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে॥" চৈ. ভা. মধ্য ৮ম॥ ২০৫ পৃঃ॥

শ্রীনিত্যানন্দে শ্রীবাসপণ্ডিতের দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর দিলেন। প্রথম বর—শ্রীবাসের দারিদ্র্যহীনতা ; বিষয়-ব্যাপার বলিয়া ইহাকে প্রভুর কৃপাভাস বলা যায়। অথবা, অখিল-ভুবনের মূল নিত্যানন্দরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ যাঁহার হৃদয়ে ও গৃহে বিরাজিত, তাঁহার কোনওরূপ দারিদ্র্যই—বিষয়-দারিদ্র্যও—যে সম্ভব নহে, তাহাই প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন। দ্বিতীয় বর—শ্রীবাস-গৃহের প্রাণিমাত্রেরই শ্রীশ্রীগৌরে অবিচলা ভক্তি। ইহাই প্রভুর পারমার্থিকী কৃপা। ভক্তের সহিত যাঁহার কোনওরূপ সম্বন্ধ থাকে, তিনিও ধন্য।

৪০। **শচীমাতার স্বপ্ন ও শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন** [৫।৬ ক (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৪১। **শিবের গায়নের প্রতি কৃপা** [৫।৬ ক (১০) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৪২। **শ্রীবাস-অঙ্গনে সঙ্কীর্তনারম্ভ**

একদিন প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন—"ভাই সব! শুন মত সার। রাত্রি কেনে বৃথা যায় আমা সভাকার॥ আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল। নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলগণ-সনে। ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥ জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম। পরার্থে যে তোমরা সভার ধন প্রাণ॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইলেন। "আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস॥ শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন। কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥"

"নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস। বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস॥ গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন। জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ॥ কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই। গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥ গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্‌, শ্রীধর। সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর॥ ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি যত। অনন্ত চৈতন্য-ভক্ত নাম জানি কত॥ সভেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি। পারিষদ বই আর কেহো নাহি তথি॥ প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা-হরিধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥"

শ্রীহরিবাসরে সূর্যোদয় হইতে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত ভক্তগণের সহিত প্রভু নৃত্য-কীর্তন করিতেন। প্রভু মধ্যস্থলে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেন, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ চতুর্দিকে নৃত্যকীর্তন করিতেন।

কীর্তন-কালে প্রভুর মধ্যে নানা ভাবের আবেশ দৃষ্ট হইত—কখনও ভক্তভাব, কখনও বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবদ্‌ভাব। অদ্ভুত প্রেমবিকার :প্রকটিত হইত—অশ্রু, কম্প, পুলক, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য-ইত্যাদি; তিনি কখনও বা হুঙ্কার করিয়া লম্ফ প্রদান করিতেন, কখনও বা ভূমিতে পতিত হইয়া নিষ্পন্দ হইয়া থাকিতেন, কখনও বা ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন। চৈ. ভা. মধ্য ৮ম॥

ক। বহির্মুখদিগের চিত্তদাহ

ভগবন্নাম ও ভগবান্‌—অভিন্ন, উভয়েই আনন্দস্বরূপ, পরম-মধুর। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই নামের মাধুর্য অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারাই নামকীর্তনে পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে পারেন।

যাঁহারা দেহসুখ-সর্বস্ব, আহার-নিদ্রাদির সুখ ব্যতীত অন্য কোনও সুখ আছে বলিয়াও যাঁহারা মনে করেন না,—সুতরাং যাঁহারা ভক্তি-গন্ধলেশ-শূন্য, সেই বহির্মুখ লোকগণের চিত্ত কখনও কীর্তনানন্দে আকৃষ্ট হয় না, কীর্তনে যে কোনওরূপ আনন্দ আছে, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা উচ্চকীর্তনকে বরং উৎপাত-বিশেষ বলিয়াই মনে করেন—কীর্তন-ধ্বনিতে তাঁহাদের কান ঝালা-পালা হয়, যেন ফাটিয়া যায়, রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রভু যখন উচ্চ-সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন, তখন এতাদৃশ বহির্মুখ লোকগণ যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন, নানাভাবে কীর্তনের এবং কীর্তন-কারীদের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতিই তাঁহাদের আক্রোশ অত্যন্ত অধিক; কেননা, তাঁহার গৃহেই প্রতি রাত্রিতে উচ্চকীর্তন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রতি রাত্রিতে তাঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে। শ্রীবাসপণ্ডিতকে অপদস্থ করার জন্য তাঁহারা নানাবিধ উপায়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ এ-সমস্ত বহির্মুখ লোকদের আচরণের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নামানন্দ-রসে তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়, দেহের প্রতি অণু-পরমাণু, পরিনিষিক্ত। বহির্মুখদের আচরণের তিক্ততা তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই।

খ। গোপাল-চাপালের প্রসঙ্গ

বাহিরের লোকের আগমনে কীর্তনানন্দের বিঘ্ন জন্মিতে পারে বলিয়া প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনের দ্বার রুদ্ধ করাইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গেই কীর্তন করিতেন। তামাসা দেখিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের লোক প্রবেশ করিতে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেন না; তাঁহারা জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেন। প্রভু "কবাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে। পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥ কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি-পুড়ি মরে। শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥ চৈ. চ. ১।১৭।৩১-৩২॥"

গোপাল-চাপাল-নামক এক ব্রাহ্মণ-সন্তান একদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন। "একদিন বিপ্র—নাম গোপাল-চাপাল। পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল॥ ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া। রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥ কলার পাত উপর থুইল ওড়ফুল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদ্রা সিন্দূর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥ মদ্যভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘর গেলা। চৈ. চ. ১।১৭।৩৩-৩৬॥"[১]

প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত এ-সমস্ত দেখিয়া ভব্যসভ্য লোকদের ডাকিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥ চৈ. চ. ১।১৭।৩৮॥" শুনিয়া শিষ্ট লোকগণ হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন দুরাচার?" পরে " 'হাড়ি' আনাইয়া সব দূর করাইল। জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥ চৈ. চ. ১।১৭।৩৯-৪০॥"[২]

গোপাল-চাপাল পরমভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতের অবমাননা করার জন্য সঙ্কল্পের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাইলেন। "তিনদিন বই সেই গোপাল-চাপাল। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার॥ সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে—কাটে নিরন্তর। অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥ গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া। চৈ. চ. ১।১৭।৪১-৪৩॥"

একদিন প্রভু গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন দেখিয়া গোপাল-চাপাল তাঁহাকে বলিলেন—"গ্রামসম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল। ভাগিনা! মুঞি কুষ্ঠরোগে হইয়াছোঁ ব্যাকুল॥ লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার। মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥ চৈ. চ. ১।১৭।৪৪-৪৫॥"

যদিও নির্ব্বিচারে সকলকে উদ্ধার করার জন্যই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যদিও সাধারণতঃ অপরাধাদির বিচার না করিয়াই তিনি জীবকে ব্রজপ্রেম পর্যন্ত দান করিয়াছেন, তথাপি জগতের জীবের নিকটে বৈষ্ণব-অপরাধের ভীষণ গুরুত্ব এবং বৈষ্ণবের মর্যাদা প্রদর্শনের নিমিত্ত কয়েকস্থলে তিনি অন্যরূপ ভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন; গোপাল-চাপালের সম্বন্ধেও তদ্রূপ ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া ক্রোধাবেশে প্রভু তর্জন-গর্জন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন। কোটিজন্ম হইবে তোর রৌরবে পতন॥ পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥ চৈ. চ. ১।১৭।৪৭-৪৯॥" বস্তুতঃ এই অবতারে প্রভুর "পাষণ্ডী সংহার" ছিল "পাষণ্ডিত্বের সংহার", পাষণ্ডীর প্রাণবিনাশ নহে; তথাপি তিনি এই সময়ে গোপাল-চাপালের পাষণ্ডিত্বের বিনাশ না করিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন, গোপাল-চাপাল "দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ॥"

পরমকরুণ মহাপ্রভু পরে গোপাল-চাপালের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে নীলাচল হইতে প্রভু যখন একবার নবদ্বীপে কুলিয়া গ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন

১। মদ্যভাণ্ডাদি উপচার হইতে জানা যায়, এই ভবানীপূজা ছিল বেদবিরুদ্ধ তান্ত্রিক-বিধানের পূজা; শ্রীবাস-পণ্ডিত ছিলেন সর্বতোভাবে বেদানুগত ব্রাহ্মণ।

২। অস্পৃশ্য মদ্যভাণ্ড অপসারণের জন্যই "হাড়ি"র প্রয়োজন হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল-চাপাল প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন ; তখন পরমকরুণ প্রভু তাঁহাকে হিতোপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—"শ্রীবাসপণ্ডিত-স্থানে হইয়াছে অপরাধ। তাহাঁ যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ॥ তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন। যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥ তবে বিপ্র লৈল আসি শ্রীবাস-শরণ। তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন॥ চৈ. চ. ১।১৭।৫১-৫৫॥"

আর এক বিপ্র কীর্তন দেখিতে না পাইয়া রুষ্ট হইয়া প্রভুকে অভিসম্পাতও করিয়াছিলেন [৯।৪ ঘ (৪)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

গ। শ্রীবাস-অঙ্গনে এক সম্বৎসর কীর্তন

"তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর। রাত্রে সঙ্কীর্তন কৈল এক সম্বৎসর॥ চৈ. চ. ১।১৭ ৩০॥" কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য হইতে জানা যায়, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে (১৪৩০ শকের) মাঘমাসের প্রথমভাগ হইতে মহাপ্রভু কীর্তন-রস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন (মহাকাব্য॥ ৪।৭৬॥)। সন্ন্যাস-গ্রহণের নিমিত্ত গৃহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিরাত্রিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কীর্তন চলিয়াছিল। ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ; সুতরাং বারমাসের কয়েকদিন বেশী সময়—মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ একবৎসর কাল ব্যাপিয়া—শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কীর্তনানন্দে-বিভোর ভক্তবৃন্দ এই এক বৎসর কালকেও যেন অতি অল্পসময় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। "বৎসরেক নামমাত্র—কত যুগ গেল। চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥ যেন মহারাস-ক্রীড়া—কত যুগ গেল। 'তিলার্দ্ধেক' হেন সব গোপিকা মানিল॥ চৈ. ভা. মধ্য ৮ম॥ ২১৬ পৃঃ॥"

৪৩। শ্রীবাস-ভবনে ঐশ্বর্য-প্রকাশ ও আনন্দ-ভোজন

শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভু নৃত্য করিতেছেন। নিশি অবশেষের মাত্র এক প্রহর বাকী আছে, এমন সময় শালগ্রাম-শিলা-সব নিজ কোলে করিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন। "মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর-ভরে। আথেব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥ অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়। না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥" বলদেবের অংশ হইতেছেন অনন্তদেব ; সেই বলদেবই এই লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ ; তাঁহার ইচ্ছায় অনন্তদেব খট্টা স্থির রাখিলেন। "চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।" তখন প্রভু বিশ্বম্ভর গর্জন করিতে করিতে নিজ তত্ত্ব বলিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন—"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ। আমি সেই ভগবান্ দেবকী-নন্দন॥ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডকোটি-মাঝে আমি নাথ। যত গাও, সেই আমি তোরা মোর দাস॥ তোমা সভা লাগিয়া আমার অবতার। তোরা যেই দেহ, সেই আমার আহার॥ আমারে সে দিয়া আছ সর্ব্ব উপহার।" তখন—"শ্রীবাস বোলেন—'প্রভু সকল তোমার।' প্রভু বোলে—'মুঞি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা খাইলুঁ সকল।' অদ্বৈত বোলয়ে—'প্রভু! বড়ই মঙ্গল॥' করে করে প্রভুরে যোগায় সর্ব্ব দাসে। আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥ দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়। 'আর কি আছয়ে আন' বোলয়ে সদায়॥ বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-ত্রক্ষিত। মুদ্গ নারিকেল-জল শস্যের সহিত॥ কদলক, চিপীটক, ভর্জ্জিত তণ্ডুল। 'আরবার আন' বোলে খাইয়া বহুল। ব্যবহারে জনশত-দুইর আহার। নিমিষে খাইয়া বোলে—'কি আছয়ে আর'।" ভক্তগণ যত কিছু আনিয়া দেন, প্রভু তৎক্ষণাৎ সমস্ত খাইয়া ফেলেন। যত উপহার সংগৃহীত হইয়াছিল, সমস্ত শেষ হইয়া গেল। তথাপি প্রভু বলেন—"আন আন।" তখন ভক্তগণ করজোড়ে বলিলেন—"তোমার মহিমা প্রভু! আমরা কি জানি॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাঁহার উদরে। তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে॥ প্রভু বোলে—ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার। ঝাট আন ঝাট আন কি আছয়ে আর॥" তখন ভক্তগণ বলিলেন—"কর্পূর-তাম্বূলমাত্র আছে, আর কিছু নাই।" তখন প্রভু বলিলেন—"তাই দেহ, কিছু চিন্তা নাই।" তখন "হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব্বদাসে। হস্ত পাতি লয় প্রভু সভা প্রতি হাসে॥ অনন্ত-গম্ভীর হই ক্ষণে ক্ষণে হাসে। সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে॥"

অকস্মাৎ প্রভু "দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার। 'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' প্রভু বোলে বার বার॥ মহা শাস্তিকর্ত্তা যেন ভক্তসব দেখে। হেন শক্তি নাহি কারো হইব সম্মুখে॥" তখন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিলেন, আর "জোড় করে অদ্বৈত (নাঢ়া) সম্মুখে করে স্তুতি। মহাভয়ে জোড় হাথে সর্ব্বভক্তগণ। হেট মাথা করি চিন্তে চৈতন্য-চিন্তন॥"

শ্রীঅদ্বৈতের মুখের দিকে চাহিয়া প্রভু বলিলেন—"বর মাগ। তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঁই॥" এইরূপে প্রত্যেক ভক্তের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রভু বলিলেন "বর মাগ।" "এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশে। দেখি ভক্তগণ সুখ-সিন্ধুমাঝে ভাসে॥"

"অনন্ত চৈতন্যরঙ্গ বুঝন না যায়। ক্ষণেকে ঐশ্বর্য করি পুন মূর্চ্ছা পায়॥ বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু করয়ে ক্রন্দন। দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ॥ গলা ধরি কান্দে সর্ব্ব-বৈষ্ণব দেখিয়া। সভারে সম্ভাষে 'ভাই', 'বান্ধব' বলিয়া॥ * * প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ। সভেই বোলেন—'অবতীর্ণ নারায়ণ'। কথোক্ষণ থাকি প্রভু খট্টার উপর। আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌর সুন্দর॥ ধাতুমাত্র নাহি, পড়িলেন পৃথিবীতে। দেখি সব পারিষদ কান্দে চারি-ভিতে॥" ভক্তগণ ভাবিতে লাগিলেন—"আমা সভা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা॥ যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে। আমরাহ এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে॥" এমন সময় প্রভু "বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা-হরিধ্বনি॥ সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-কোলাহল। না জানি কে কোন দিগে হয় বা বিহ্বল॥" চৈ. ভা. মধ্য ৮ম॥ ২১৬-১৮ পৃঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৪। **সাতপ্রহরীয়া ভাব বা মহাপ্রকাশ**

শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভু একদিন মহা ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ঐশ্বর্যের ভাব সাতপ্রহর-ব্যাপী ছিল বলিয়া ইহাকে "সাতপ্রহরীয়া ভাব" বলা হয়। এই সময়ে প্রভু নিজ দেহে বিবিধ ভগবৎ-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে "মহা-প্রকাশও" বলা হয়। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের নবম ও দশম অধ্যায়ে এই লীলার বিবরণ দিয়া গিয়াছেন।

ক। **রাজ-রাজেশ্বর-অভিষেক**

পরম-বিহ্বল নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া প্রভু শ্রীবাসের গৃহে আসিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভক্তও আসিয়া উপনীত হইলেন। মহা ঐশ্বর্যের ভাবে প্রভু আবিষ্ট, "পরম ঐশ্বর্য্য করি চারিদিগে চায়॥" প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া ভক্তগণ চতুর্দিকে উচ্চস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে "উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥"; তখন "জোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ। রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন॥" প্রভুর আজ্ঞা হইল—"বোল মোর অভিষেক-গীত॥" তখন "গায় ভক্তগণ হই হরষিত॥ অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়। সভারে করেন কৃপাদৃষ্টি অমায়ায়॥ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ। অভিষেক করিতে সভার হৈল মন॥ সর্ব্বভক্ত-গণে বহি' আনে গঙ্গাজল। আগে ছাঁকিলেন দিব্যবসনে সকল॥ শেষে শ্রীকর্পূর-চতুঃসম[1] দিয়া। সজ্জ করিলেন সভে প্রেমযুক্ত হৈয়া॥ মহা জয়জয়ধ্বনি শুনি চারিভিতে। অভিষেক-মন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে॥ সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি। প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতূহলী॥ অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি যতেক প্রধান। পড়িয়া পুরুষসূক্ত[2] করায়েন স্নান॥ গৌরাঙ্গের ভক্তসব মহামন্ত্রবিত। মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হই হরষিত॥ মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল। কেহো কান্দে কেহো নাচে—আনন্দে বিহ্বল॥ পতিব্রতাগণ করে জয়জয়-কার। আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সভার॥ * * নামমাত্র—অষ্টোত্তর শতঘট জল। সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥ * * শ্রীবাসের দাস-দাসীগণে আনে জল। প্রভু স্নান করে, ভক্তসেবার এই ফল॥[3] জল আনে এক ভাগ্যবতী 'দুঃখী' নাম। আপনে ঠাকুর দেখি—বোলে 'আন' 'আন'॥ আপনে ঠাকুর তাঁর ভক্তিযোগ দেখি। 'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী'॥"

অভিষেক-স্নান করাইয়া প্রভুর অঙ্গমার্জন করা হইল এবং নূতন বসন পরিধান করানো হইল। প্রভুর সর্বাঙ্গে দিব্য-সুগন্ধি চন্দন লেপন করা হইল। ভক্তগণ "বিষ্ণুখট্টা

১। চতুঃসম—দুইভাগ কস্তুরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম (জাফ্রাণ) এবং একভাগ কর্পূর মিশ্রিত করিলে চতুঃসম-নামক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয় (হ. ভ. বি. ৬।১১৫)। ২। পুরুষসূক্ত—"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ"—ইত্যাদি ঋগবেদ-মন্ত্র। ৩। শ্রীবাসের দাসদাসীগণ পরমভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিতের সেবা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের আনীত জল প্রভুর স্নানের যোগ্য হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাড়িলেন উপস্কার করি। বসিলেন প্রভু নিজ-খট্টার উপরি॥ ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়। কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায়॥ পূজার সামগ্রী লই সর্ব্বভক্তগণ। পূজিতে লাগিল নিজ প্রভুর চরণ॥ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ। প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র— যথা অনুরূপ॥ যজ্ঞসূত্র, যথাশক্তি অঙ্গে অলঙ্কার। পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচার॥ চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসী-মঞ্জরী। পুনঃপুন দেন সভে চরণ-উপরি॥ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধি-মতে। পূজা করি সভে স্তব লাগিলা পড়িতে॥ অদ্বৈতাদি আর যত পার্ষদ-প্রধান। পড়িলা চরণে করি দণ্ড-পরণাম॥"

ভক্তগণ প্রভুর স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। "পরম প্রকটরূপ প্রভুর প্রকাশ। দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব্বদাস॥ সর্ব্বমায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র। শ্রীচরণ দিলেন—পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥" কেহ দিব্যগন্ধে চরণ লেপন করেন, কেহ তুলসী ও পদ্মদ্বারা পূজা করেন, কেহ রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার, কেহ পট্ট-নেত, শুক্ল-নীল-সুপীত বসন, কেহ নানাবিধ ধাতুপাত্র দিয়া প্রভুর চরণ পূজা করিলেন। বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণও দুর্বা, ধান্য, তুলসী-আদি দ্বারা চরণ পূজা করিলেন। "চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী। নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখ-পাঁতি॥"

"কিছু দেহ খাই" বলিয়া প্রভু হাত পাতিলেন। তৎক্ষণাৎ যিনি যাহা যোগাড় করিতে পারিলেন, প্রভুর হাতে আনিয়া দিলেন, প্রভুও সমস্ত খাইলেন—কদলক, মুদ্গ, দধি, ক্ষীর, নবনী, দুগ্ধ, শর্করাসহিত নারিকেল শস্য, সন্দেশ, মেওয়া, কর্কটিকাফল, ইক্ষু, গঙ্গাজল—সমস্ত ভোজন করিলেন। "শত শত জনে বা কতেক দেই জল। মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল॥ * * কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বূল" খাইলেন। "কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র। 'কেমতে খায়েন' নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥" চৈ. ভা. মধ্য ৯ম। ২১৮-২৩ পৃঃ॥

ঐশ্বর্যের ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়াই প্রভু নানাবিধ ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া ভক্তবৃন্দকে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।

খ। শ্রীধরের প্রতি কৃপা।

ব্যবহারিক ভাবে শ্রীধর ছিলেন অতি দরিদ্র। "খোলার পসার করি রাখে নিজ প্রাণ॥ একবার খোলাগাছি কিনিয়া আনয়। খানি খানি করি তাহা কাটিয়া বেচয়॥" ইহাতে প্রতিদিন যে কিছু উপার্জন হয়, তাহার অর্দ্ধেক তিনি "গঙ্গার নৈবেদ্যে" ব্যয় করিতেন, বাকী অর্দ্ধেক নিজের প্রাণরক্ষার জন্য রাখিতেন। "মহাসত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির।" যে জিনিসের যে মূল্য একবার বলিতেন, তাহার আর অন্যথা করিতেন না। "খোলাবেচা শ্রীধর" বলিয়াই তিনি নবদ্বীপে পরিচিত ছিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন। পাষণ্ডীগণ তাঁহার স্বরূপ জানিত না বলিয়া বলিত—"শ্রীধরের ডাকে। রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে॥ মহাচাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নগরভ্রমণ করিতে করিতে প্রভুও শ্রীধরের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত রঙ্গ করিতেন (১৭।১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রভু যখন বিদ্যাবিলাসে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তিনি বাজার করিতে যাইয়া শ্রীধরের দোকানে যাইতেন এবং থোড়-কলা-খোলা লইয়া রঙ্গ করিতেন। "প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া। থোড়, কলা, মূল, খোলা আনেন কিনিয়া। প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া। তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া॥ সত্যবাদী শ্রীধর—যে নিব তাহা বোলে। অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে॥ উঠিয়া শ্রীধরদাস করে কাড়াকাড়ি। এইমত শ্রীধর-ঠাকুরে হুড়াহুড়ি॥" প্রভু বলেন—শ্রীধর! "আমার হাথের দ্রব্য লহসি কাড়িয়া? এতদিনে কেবা আমি না জানিল ইহা॥" কিন্তু "পরমব্রহ্মণ্য শ্রীধর—ক্রুদ্ধ নাহি হয়। বদন দেখিয়া সব দ্রব্য কাড়ি লয়॥" শ্রীধর বলিতেন—"আর কি পসার নাহি?—শ্রীধর সে বোলে। অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন' পাত-খোলে॥" প্রভু বলিতেন—"যোগানিঞা আমি নাহি ছাড়ি। থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি॥" শ্রীধরের জ্ঞান—"বিপ্র পরম চঞ্চল।" তিনি প্রভুকে বলিতেন—"মুঞি হারিলুঁ তোমারে। কড়ি বিনু কিছু দিব, ক্ষমা কর মোরে॥ একখণ্ড খোলা দিব, একখণ্ড থোড়ে। একখণ্ড কলা মূল, আরো দোষ' মোরে?" তখন সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু বলিতেন—"ভাল ভাল, আর নাহি দায়॥" এইভাবে প্রভু শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করিতেন। বলে-ছলেও ভক্তের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ভক্তবৎসল এবং ভক্তপ্রিয় ভগবান্ পরমানন্দ অনুভব করেন। "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যম্॥"

সাতপ্রহরীয়া-ভাবের আবেশে প্রভু আদেশ করিলেন "শ্রীধরে ঝাট গিয়া আন। আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ বিধান॥ নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পায়্যা। আসিয়া দেখুক মোরে, ঝাঠ আন গিয়া॥"

শ্রীধরকে আনয়ন করা হইল। ভাগ্যবান্ শ্রীধর প্রভুর অপরূপ ঐশ্বর্য দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, পরে প্রভুর স্তবস্তুতি করিলেন [৫।৬ ক (৩) অনুচ্ছেদে এই বিবরণ দ্রষ্টব্য]।

প্রভু বলিলেন—"শ্রীধর! বাছিয়া মাগ বর। অষ্টসিদ্ধি দিব আজি তোমার গোচর॥" তখন শ্রীধর বলিলেন—"প্রভু! আরো ভাণ্ডাইবা? নিশ্চিন্ত থাকহ তুমি, আর না পারিবা॥" প্রভু বলিলেন—"দরশন মোর ব্যর্থ নহে। অবশ্য পাইবা বর যেই চিত্তে লয়ে॥" প্রভু শ্রীধরকে বার বার বলিলেন—"বর মাগ, বর মাগ॥"

তখন শ্রীধর বলিলেন—"প্রভু! দেহ এই বর॥ যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলাপাত। সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥ যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ যুগল॥ বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে। দুই বাহু তুলি কান্দে মহা উচ্চস্বরে॥" তখন হাসিতে হাসিতে প্রভু বলিলেন—"শুনহ শ্রীধর। এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর বোলয়ে—'আমি কিছুই না চাই। হেন কর প্রভু! যেন তোর নাম গাই॥' প্রভু বোলে—'শ্রীধর! আমার তুমি দাস। এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥ এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল। বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥" চৈ. ভা. মধ্য ৯ম। ২২৩-২৭ পৃঃ॥

যাঁহার প্রতি ভগবানের এবং ভক্তির কৃপা হয়, রাজ্যসম্পদাদি ব্যবহারিক ভোগ্য বস্তু কখনও তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

গ। মুরারিগুপ্তের প্রতি কৃপা

মহাপ্রকাশ-কালে প্রভু শ্রীল মুরারিগুপ্তকে শ্রীরামচন্দ্র-রূপ দেখাইয়াছিলেন [৫।৬ ক (৬)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

শ্রীরামরূপ-প্রকটনের পরে প্রভু মুরারিগুপ্তকে বলিলেন—"যে তোমার অভিমত ইচ্ছি লহ বর।" তখন মুরারি বলিলেন—"প্রভু! আর নাহি চাহোঁ। হেন কর প্রভু! যেন তোর গুণ গাঙো॥ যে-তে ঠাঞি প্রভু! কেনে জন্ম নহে মোর। তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥ জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু! দাস। তাঁসভার সঙ্গে যেন মোর হয় বাস। 'তুমি প্রভু মুঞি দাস' ইহা নাহি যথা। হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিবে তথা॥ সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার। তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥" প্রভুও বলিলেন—"সত্য সত্য এই বর দিল॥" চৈ. ভা. মধ্য ১০ম॥ ২২৯ পৃঃ॥

ঘ। হরিদাসঠাকুরের প্রতি কৃপা

যবন কাজীর প্ররোচনায় যবন মুলুকপতির আদেশে যবন চরগণ হরিদাস ঠাকুরের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, প্রভু হরিদাসকে ডাকিয়া তাহা বলিলেন এবং কিরূপে প্রভু হরিদাসকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন [১৫।৭খ (৪) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

নিজের প্রতি প্রভুর মহাকারুণ্যের কথা শুনিয়া হরিদাস মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন, শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত হইয়া পড়িলেন। তখন প্রভু বলিলেন—"উঠ উঠ মোর হরিদাস। মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥" হরিদাস উঠিলেন; প্রভুর রূপ দেখিবেন কি! তিনি কেবল কাঁদিতে লাগিলেন, সমস্ত অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কখনও বা মূর্ছিত হইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে স্থির করিলেও তিনি স্থির হইতে পারেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর চরণে নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর অসাধারণ ভক্তবাৎসল্যের কথা বলিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন—"বোল বোল—সকল তোমার। তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥" তখন করজোড়ে হরিদাস বলিলেন—"মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু! করোঁ বড় আশ॥ 'তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস। তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥ সেই সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোজন হউ মোর জন্ম জন্ম। সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম্ম॥' তোমার স্মরণহীন পাপ-জন্ম মোর। সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥ এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়। মহা-পদ চাহোঁ—যে মোহর যোগ্য নয়॥ প্রভু রে নাথ রে বাপ বিশ্বম্ভর। মৃত মুঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর॥ শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর মোরে। কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে॥"

পরমকরুণ পরম-ভক্তবৎসল প্রভু বলিলেন—"আমার হরিদাস! শুন। একদিনও যে তোমার সঙ্গে বাস করিয়াছে, তিলার্দ্ধেকও তুমি যাহার সঙ্গে কথা বল, সে-ব্যক্তি অবশ্যই আমাকে পাইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। যে ব্যক্তি তোমার প্রতি শ্রদ্ধা করে, সে আমাকেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। আমি নিরন্তর তোমার শরীরে বিরাজিত। 'তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল। তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥ মোর স্থানে মোর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে। বিনি অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে॥' হরিদাস-প্রতি বর দিলেন যখনে। জয়জয়-মহাধ্বনি উঠিল তখনে॥" চৈ. ভা. মধ্য ১০ম॥ ২২৯-৩১ পৃঃ॥

এই প্রসঙ্গে শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন—"জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥ যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিও সর্ব্বোত্তম—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥ এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস। ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥ যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে। জন্মজন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥ ঐ ২৩২ পৃঃ॥"

ঙ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে গীতা-শ্লোকের পাঠ-কথন ও বরদান

মহাজ্যোতির্ম্ময়বপু প্রভু বিষ্ণুখট্টার উপরে বসিয়া আছেন। মহাজ্যোতিঃ নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়া আছেন। মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে অদ্বৈতাচার্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"শুন শুন আচার্য্য! তোমারে নিশাভাগে। ভোজন করাইলুঁ আমি, তাহা মনে জাগে? যখন আমার নাহি হয় অবতার। আমারে আনিতে শ্রম করিলে অপার॥ গীতা-শ্লোক পঢ়াও—বাখান' ভক্তিমাত্র। * * যে শ্লোকের ব্যাখ্যায় নাহি পাও ভক্তিযোগ। শ্লোকেরে না দেহ দোষ, ছাড়' সর্ব্বভোগ॥ দুঃখ পাই সুতি থাক করি উপবাস। তবে আমি তোমাস্থানে হই পরকাশ॥ * * স্বপ্নে আমি তোমার সাথে কথা কহি॥—'উঠ উঠ আচার্য্য! শ্লোকের অর্থ শুন। এই অর্থ, এই পাঠ, নিঃসন্দেহ জান॥ উঠিয়া ভোজন কর না কর উপবাস। তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ। সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।' আমি বলি, তুমি যেন মানহ স্বপন॥ চৈ. ভা. মধ্য ১০ম॥ ২৩২ পৃঃ॥" (১৭।২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে স্বপ্নযোগে গীতার বহু শ্লোকের পাঠ ও অর্থ বলিয়াছেন। এইদিন প্রভু বলিলেন—"সর্ব্বপাঠ কহিল তোমারে। একপাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে॥ সম্প্রদায়-অনুরোধে সভে মন্দ পঢ়ে।" প্রভু বলিলেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৩।১৩-শ্লোকে "সর্ব্বতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণিপাদন্তৎ”-এইরূপ পাঠ সঙ্গত নহে, “সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ”-এই সত্য পাঠ। “অতিগুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে। তোমা বই পাত্র কেবা আছে বুঝিবারে॥” শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য মহানন্দে বিভোর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“আর কি বলিব মুঞি। এই মোর মহত্ত্ব যে, মোর নাথ তুঞি॥” ঐ-২৩৩ পৃঃ॥”

প্রভু শ্রীহস্ত তুলিয়া ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন—“সভে মোরে দেখ, মাগ যার যেই বর॥” তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—“প্রভু! মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর—এই বরই আমি তোমার চরণে প্রার্থনা করি।” অন্যান্য ভক্তগণও স্ব-স্ব অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। প্রভুও “হাসিয়া হাসিয়া সভাকারে দেন বর॥” ঐ-২৩৫ পৃঃ॥

চ। মুকুন্দের প্রতি কৃপা

মুকুন্দদত্ত প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, পরমভাগবত, সকল ভক্তেরই অত্যন্ত প্রিয়, সর্বদা প্রভুর সঙ্গে কীর্তন করেন। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া কৃপা করিতেছিলেন; কিন্তু মুকুন্দকে ডাকেন না; মুকুন্দও প্রভুর সম্মুখে আসিতে সাহস পায়েন না; প্রভু যে গৃহে ছিলেন, সেই গৃহের অন্তঃপটের (অভ্যন্তরস্থ পর্দার) বাহিরে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভু কেন তাঁহাকে ডাকিতেছেন না, ইহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—“প্রভু! মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের সকলেরও প্রাণতুল্য। মুকুন্দের গান শুনিলে সকলেরই চিত্ত দ্রবীভূত হয়। মুকুন্দ ভক্তিপরায়ণ, সর্বদিকে সাবধান। তোমার চরণে মুকুন্দ কি অপরাধ করিলেন যে, তাঁহাকে তুমি ডাকিতেছ না? যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শাস্তি দাও; তোমার নিজের দাসকে কেন দূরে ত্যাগ করিতেছ? তুমি না ডাকিলেও আসিতে পারিতেছে না।”

প্রভু বলিলেন—“হেন বাক্য কভু না বলিবা। ও-বেটার লাগি মোরে কেহো না সাধিবা॥ ‘খড় লয় জাঠি লয়’ পূর্ব্বে যে শুনিলা। অই বেটা সেই হয়, কেহো না চিনিলা॥ ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে। ও-খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে॥” (খড়—তৃণ, গরুর আহার্য। জাঠি—যষ্টি, লাঠি। খড় দিয়া গরুর প্রীতিবিধানও করা হয়, আবার কখনও কখনও লাঠি দ্বারা গরুকে প্রহারও করা হয়। “খড় লয়, জাঠি লয়”-বাক্যের এইরূপই তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়)।

প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন—“প্রভু! তোমার কথার তাৎপর্য তো বুঝিতে পারিলাম না।” তখন প্রভু বলিলেন—“ও বেটা যখন যথা যায়। সেই মত কথা কহি তথায় মিশায়॥ বাশিষ্ঠ পঢ়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে। ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥ অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখনে সান্তায়। নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥ ‘ভক্তি হৈতে বড় আছে’—ইহা যে বাখানে। নিরন্তর জাঠি মারে মোরে সেই জনে॥ ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরে থাকিয়া মুকুন্দ প্রভুর সমস্ত কথা শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহার ভাগ্যে প্রভুর চরণ দর্শন ঘটিবে না। "গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিলুঁ ভক্তি।" অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছেন। মুকুন্দ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুগত (যুক্তি)॥ অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি। দেখিব কতেক কালে ইহা নাহি জানি॥" মুকুন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবাসকে বলিলেন—"শুন ঠাকুর শ্রীবাস। কভু নি দেখিমু মুঞি—বোল প্রভু-পাশ॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয়॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া মুকুন্দ বুঝিলেন—কোটিজন্ম পরে তিনি প্রভুর দর্শন পাইবেন, ইহা নিশ্চিত। তাহাতেই মুকুন্দ আনন্দে অধীর হইয়া মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। "পাইব পাইব"—কোটি জন্ম হউক, কি কোটি কোটি জন্ম হউক, পাইব তো। কত কোটি জন্ম গত হইয়া গিয়াছে, প্রভুকে তো পাই নাই। "কোটি জন্ম পরে পাইব"-প্রভুর এই নিশ্চিত বাক্যের আনন্দে আমি কোটিজন্ম অনায়াসে কাটাইতে পারিব। কোটিজন্ম পরে প্রভুকে "পাইব পাইব", তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

মুকুন্দের পরমানন্দ-নৃত্য দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন এবং আদেশ করিলেন—"মুকুন্দেরে আনহ সত্বর।" প্রভু মুকুন্দকেও বলিলেন—"মুকুন্দ! ঘুচিল অপরাধ। আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ॥" প্রভুর আদেশে ভক্তগণ মুকুন্দকে লইয়া আসিলে মুকুন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। তখন প্রভু বলিলেন—"উঠ উঠ মুকুন্দ আমার। তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার॥ সঙ্গ-দোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়। তোর স্থানে আমার হইল পরাজয়॥ 'কোটি জন্মে পাইবা' হেন বলিলাম আমি। তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি॥ 'অব্যর্থ আমার বাক্য' তুমি সে জানিলা। তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা॥ আমার গায়ন তুমি, থাক আমা সঙ্গে। পরিহাস-পাত্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে॥ সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর। সে সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দঢ়॥ ভক্তিময় তোমার শরীর—মোর দাস। তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥"

প্রভুর আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া মুকুন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে ভক্তির প্রতি অবহেলা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। "মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর। লজ্জিত হইয়া কিছু করিলা উত্তর॥" প্রভু বলিলেন—"মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী। যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি॥ * * ভক্তি বিলাইমু মুঞি বলিল তোমারে। আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥ * * যে-খানে যে-খানে হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥" প্রভু "মুকুন্দের প্রতি যদি বর দান কৈল। মহা-জয়জয়-ধ্বনি তখনে উঠিল॥" চৈ. ভা. মধ্য ১৫শ॥ ২৩৫-৩৮ পৃঃ॥

মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন—মুকুন্দের ভক্তি প্রভুর প্রিয়ঙ্করী, মুকুন্দ প্রভুর "প্রিয় দঢ়",

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুকুন্দ প্রভুর গায়ন, নিত্যসঙ্গী, প্রভুর পরিহাসের পাত্র। তথাপি প্রভু যে প্রথমে মুকুন্দের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মুকুন্দকে "খড়-জাঠিয়া" বলিয়াছিলেন, প্রভুর কথা হইতেই জানা যায়, তাহা ছিল প্রভুর পরিহাস-রঙ্গ, তাহা প্রভুর অন্তরের কথা বা অন্তরের ভাব ছিল না। জগতের জীবের প্রতি একটী বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যই রঙ্গীয়া প্রভুর এই পরিহাস-রঙ্গ। "ঝি-কে মারিয়া বউকে শিখানের" মতই প্রভুর এই রঙ্গ। প্রভুর শিক্ষাটী হইতেছে এইরূপ :—

জগতে দেখা যায়, এমন কোনও কোনও লোক আছেন, যাঁহারা যখন যে ধর্ম-গোষ্ঠীতে যায়েন, তখন সে ধর্মগোষ্ঠীর অনুরূপ কথা বলিয়া সেই গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা খুব উদার। কোনও ধর্মমতেই যে তাঁহাদের নিষ্ঠা নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আবার এমন লোকও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা ধর্মানুষ্ঠানকারীর বেশ ধারণ করিয়া ধর্মকথা প্রচার করেন; কিন্তু নিজেরা ধর্মাচরণ করেন না, ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের নাই। আবার এমন লোকও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা নিজেদের ইচ্ছানুরূপভাবে ধর্মানুষ্ঠান করেন, শাস্ত্রের সহিত তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গতি আছে কিনা, সে-বিষয়ে অনুসন্ধান তাঁহাদের নাই। তাঁহারাও তাঁহাদের আচরিত ধর্মের প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা আবার বলেন, সাধন-পন্থা বিভিন্ন হইলেও সাধ্যবস্তুর বিভিন্নতা নাই, সাধ্য বা সাধকের কাম্য বস্তু একই এবং মনে করেন, তাঁহারা জগতে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিতেছেন; কিন্তু এ-কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, বিভিন্ন পন্থার সাধ্য বস্তু সর্বতোভাবে একই রকম হইলে শ্রুতিস্মৃতিতে বিভিন্ন প্রকারের মুক্তির কথা এবং প্রিয়রূপে ভগবানের প্রাপ্তির কথা কেন বলা হইয়াছে। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে বুঝা যায়, ইঁহারা সকলেই "খড়-জাঠিয়া।" একথা বলার হেতু এই।

যাঁহারা গো-পালন করেন, তাঁহারা গাভীকে খড়ও দেন। কেননা, খড় না দিলে দুগ্ধ পাওয়া যাইবে না। আবার কোনও কারণে গাভী যদি দোহন-কালে কোনও কারণে প্রতিকূলতা করে, তখন তাঁহারা গাভীকে প্রহারও করেন—জাঠি (বা লাঠি) মারেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহারা যে গাভীকে খড় দিয়া থাকেন, তাহা গাভীর প্রতি প্রীতিবশতঃ নহে, পরন্তু দুগ্ধের জন্য—নিজেদের স্বার্থের জন্য। তদ্রূপ, যাঁহারা ধর্মবিষয়ে উল্লিখিতরূপ আচরণ করেন, তাঁহারা তাহা করেন—ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ নহে, পরন্তু নিজেদের কোনওরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, দলবৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য ধর্মের যে অংশ তাঁহাদের অভীষ্টের অনুকূল, সেই অংশরূপ গাভীকে তাঁহারা "খড়" দেন, এবং যে অংশ প্রতিকূল, সেই অংশের প্রতি "জাঠি" ব্যবহার করেন।

মুকুন্দের সম্বন্ধে প্রভুর পরিহাস-রঙ্গে প্রভু জানাইলেন—এইরূপ "খড়-জাঠিয়া" গণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিস্তার নাই। ইহাও জানাইলেন যে, এইরূপ "খড়-জাঠিয়াগণও" যদি শাস্ত্রমর্ম অবগত হইয়া শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করেন এবং "খড়-জাঠিয়ামি" ত্যাগ করেন, তাহা হইলে পারমার্থিক ব্যাপারে তাঁহারা কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে মহাপ্রকাশের পরবর্তী লীলার কথা বলা হইতেছে।

৪৫। জগাই-মাধাইর প্রতি কৃপা

জগাই-মাধাইয়ের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে [৫।৬ খ (৪)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া অশ্রু-কম্প-পুলকান্বিত কলেবরে জগাই-মাধাই ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে নিজেদের দৈন্য প্রকাশ ও আত্মধিক্কার প্রকাশ করিয়া প্রভুর করুণার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য-কথনপূর্বক প্রভুর স্তব-স্তুতি করিলেন। ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন—"এ-দুই মদ্যপ নহে আর। আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥ সভে মিলি অনুগ্রহ কর এ-দুইরে। জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥ যে-যেরূপে যার ঠাঞি আছে অপরাধ। ক্ষমিয়া এ-দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥" জগাই-মাধাই ভক্তবৃন্দের চরণে পতিত হইলেন; ভক্তবৃন্দও তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন।

প্রভু জগাই-মাধাইকে বলিলেন—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেই তোমাদের এই সৌভাগ্য। "তোসভার যত পাপ মুঞি নিল সব। সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব॥" জগাই-মাধাইয়ের শরীরে যে আর পাপ নাই, তাহা জানাইবার জন্য প্রভু "হৈলা কালিয়া-আকার।" দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন।"

যাঁহার নামের আভাসেও কোটিজন্মের পাপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়, পাপ কখনও তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, তাঁহার অঙ্গকে "কালিয়া-আকার" করিতেও পারে না। তথাপি শ্রীঅদ্বৈতাদি তখন প্রভুর অঙ্গকে যে কাল-বর্ণ দেখিয়াছিলেন, তাহাও মিথ্যা নয়। যাহার প্রতি প্রভুর কৃপা হয়, তাহার পাপ-তাপাদি যে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়, জগতের জীবকে তাহা জানাইবার জন্য লীলাশক্তিই সেই সময়ে প্রভুর অঙ্গে কাল-বর্ণ প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং প্রভুর মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন—"এ-দুইরে পাপী হেন না করিহ মনে। এ-দুইর পাপ মুঞি লইলুঁ আপনে॥" না কি ভাগ্যবান্ জগাই-মাধাইকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, কালিন্দী-কুল-কুঞ্জ-বিহারী শ্রীগোকুলচন্দ্র সেই কালিয়া-ঠাকুরটীকেই স্ব-দেহে দেখাইলেন! যাহা হউক, ভক্তগণ প্রেমাবেশে কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের গলা ধরিয়া প্রভুও নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্তনানন্দের প্রবল বন্যায় সকলের ভেদবুদ্ধি ভাসিয়া গেল। "যার অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়। সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয়॥" পূর্বে যাঁহারা মদ্যপায়ী ছিলেন, সেই জগাই-মাধাইও প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্তনান্তে প্রভু ভক্তগণকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন এবং গঙ্গায় তাঁহাদের সঙ্গে জলকেলি করিলেন—জগাই-মাধাইর সঙ্গেও। তীরে উঠিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া প্রভু "সভারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন॥ জগাই-মাধাই সমর্পিলা সভাস্থানে। আপন গলার মালা দিলা তুইজনে॥" চৈ. ভা. মধ্য ১৩শ॥ ২৫৭-৬২ পঃ॥

পরম-তুরাচার মদ্যপ জগাই-মাধাই মহাপ্রভুর কৃপায় পরম ধার্মিক হইলেন। তাঁহারা "উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে। তুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥ আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ। নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন॥ পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার। 'কৃষ্ণের দয়িত' দেখে সকল সংসার॥ পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা স্মঙরিয়া। কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ 'গৌরচন্দ্র! আরে বাপ! পতিতপাবন।' স্মঙরি স্মঙরি পুন করয়ে ক্রন্দন॥ আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে। স্মঙরি চৈতন্য-কৃপা তুইজন কান্দে॥" ভক্তগণ এবং মহাপ্রভু নিজেও তাঁহাদিগকে কত আশ্বাস দিতে থাকেন; তথাপি তাঁহাদের মনে সোয়াস্তি আসে না—প্রভুর কৃপায় এমনই অনুতাপের তীব্রজ্বালা তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন।

মাধাইয়ের অনুতাপ ও আত্মধিক্কার অতি অদ্ভুত। মাধাই—"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত। ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত॥ মূর্চ্ছাগত হয় ইহা স্মঙরি মাধাই। অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই॥" বাল্যভাবের আবেশে শ্রীনিত্যানন্দ নদীয়ার সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একদিন নিভৃতে শ্রীনিত্যানন্দকে পাইয়া "পড়িলা মাধাই তুই চরণে ধরিয়া॥ প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ। দন্তে তৃণ করি করে প্রভুর স্তবন॥" স্তব করিতে করিতে বলিলেন—"পরম কোমল সুখবিগ্রহ তোমার। যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার॥ সেহেন শ্রীঅঙ্গে আমি করিলুঁ প্রহার। মুঞি হেন দারুণ পাতকী নাহি আর॥ ** ॥ জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়। শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায়॥ দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো-খর। সর্ব্ব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর॥" মাধাইয়ের প্রেম-কাকুতি শুনিয়া করুণাঘন-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"উঠ উঠ মাধাই! তুমি মোর দাস। তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ॥ শিশুপুত্রে মারিলে কি বাপে তুঃখ পায়? এইমত তোমার প্রহার মোর গায়॥ ** আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ-পাত্র। আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র॥ যেজন চৈতন্য ভজে সে-ই মোর প্রাণ। যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ॥ ** এতবলি তুষ্ট হৈয়া দিলা আলিঙ্গন। সর্ব্বতুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন॥"

শ্রীনিত্যানন্দের চরণে ধরিয়া মাধাই আবার বলিলেন—"প্রভু! আমি বহু জীবের হিংসা করিয়াছি; কাহার নিকটে আমি অপরাধী, তাহাও জানি না, জানিতে পারিলে তাঁহার চরণে ধরিয়া অপরাধ ক্ষমা চাহিতে পারিতাম। যাহাতে আমি সকলের নিকটে আমার অপরাধ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, প্রভু! কৃপা করিয়া তাহার উপদেশ করিয়া আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষা কর।" শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"শুন কহি তোমারে উপায়। গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়॥ সুখে লোক যখনে করিবে গঙ্গাস্নান। তখন তোমারে সভে করিবে কল্যাণ॥ অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবাকার্য্য। ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য॥ কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার। সব অপরাধ তবে ক্ষমিবে তোমার॥" ভাগ্যবান্ মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া "নিরবধি গঙ্গা দেখে থাকে গঙ্গাঘাটে। স্বহস্তে কোদালি লই আপনেই খাটে॥", আর "সভারে মাধাই করে দণ্ড-পরণাম॥" আর বলেন—"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলু অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥ মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন। আনন্দে 'গোবিন্দ' সভে করয়ে স্মরণ॥" ভৃত্যের মহিমায় প্রভুর মহিমা জানা যায়। মাধাইর চরিত্র দেখিয়া সকল লোক বলিতে লাগিলেন—"নিমাঞি পণ্ডিত। জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত॥ ** প্রাকৃত মানুষ নহে নিমাঞিপণ্ডিত। এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত॥"

"পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই। 'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই॥" গঙ্গার যে-স্থানে মাধাই গঙ্গার এবং স্নানার্থীদের সেবা করিতেন, অদ্যাপিও তাহা "মাধাইর ঘাট" বলিয়া পরিচিত। "অদ্যাপিও চিহ্ন আছে চৈতন্যকৃপায়। 'মাধাইর ঘাট' বলি সর্ব্বলোকে গায়॥" চৈ. ভা. মধ্য ১৫শ॥

পতিত-পাবন নিতাই-গৌরের জয়! পতিত-পাবন নিতাই-গৌরের জয়! পতিত-পাবন নিতাই-গৌরের জয়! নিতাই-গৌরের পতিত-পাবনত্ব-প্রকটনকারী জগাই-মাধাইর জয়। "মধুর চৈতন্যলীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা।"

৪৬। শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গ

প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত প্রতি রাত্রিতে শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তন করেন। দ্বার বন্ধ থাকে, বাহিরের লোক প্রবেশ করিতে পারে না।

একদিন প্রভু কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছিলেন; কিন্তু নাচিতে নাচিতে বলিলেন—"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ?"

সেদিন শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্বাশুড়ী "ডোল মুণ্ডে দিয়া আছে ঘরে এক কোণে।" শ্রীবাসাদি কেহই তাহা জানিতেন না। কিন্তু "সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী" প্রভু "জানেন সকল। জানিঞাও না কহেন, করে কুতুহল॥ পুনঃপুনঃ নাচি বোলে—সুখ নাহি পাই। কেবা জানি লুকাইয়া আছে কোন ঠাঁই॥" ভক্তগণ সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া কোথাও অন্য লোক কাহাকেও পাইলেন না। শ্রীবাসও নিজে ঘরের মধ্যে দেখিলেন, "ভিন্ন লোক নাহি" বলিয়া পুনরায় আসিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু পুনরায় বলিলেন—"সুখ নাহি পাই। আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই॥" ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন; প্রত্যেকেই ভাবিতেছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমার কোনও অপরাধের ফলেই না জানি প্রভুর আনন্দভঙ্গ হইতেছে।" তখন "আর বার ঠাকুরপণ্ডিত ঘরে গিয়া। দেখে নিজ শ্বাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া॥ কৃষ্ণাবেশে সহামত্ত ঠাকুর-পণ্ডিত। যার বাহ্য নাহি, তার কিসের গর্ব্বিত॥ বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর। আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির॥ কেহো নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে। উল্লসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥ প্রভু বোলে—'চিত্তে এবে বাসিয়ে উল্লাস।' হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥ মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-কোলাহল। হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণবমণ্ডল॥ নৃত্য করে গৌরসিংহ মহা কুতুহলী। ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী॥" চৈ. ভা. মধ্য ১৬শ॥ ২৭১-৭২ পৃঃ॥

এই লীলাতে শ্রীবাসপণ্ডিতের দ্বারা প্রভু জানাইলেন যে, যেখানে ভগবৎ-প্রীতিই একমাত্র কাম্য, সেখানে ভগবৎ-প্রীতি-বিঘ্নজনক লৌকিক মর্যাদা উপেক্ষণীয়।

৪৭। **শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা**

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিবাস ছিল নবদ্বীপে—ব্রাহ্মণ-সন্তান, পরম-স্বধর্মপর, পরম-সুশান্ত, পরম-মহান্ত, পরম-নিষ্কিঞ্চন। ব্যবহারিকভাবে পরম-দরিদ্র। ভিক্ষাবৃত্তি; ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া অবশেষ পাইতেন। লোকে তাঁহাকে "ভিখারী" বলিয়াই জানিতেন, তাঁহার স্বরূপের পরিচয় লোকে জানিতেন না।

একদিন মহাপ্রভু নিজগৃহে ভক্তবৃন্দের সহিত বিরাজিত। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী সে-স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। "ঝুলি-কান্ধে সেই বিপ্র নাচে মহারঙ্গে। দেখি হাসে প্রভু সব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥" প্রভু "ঈশ্বর আবেশে" বসিয়া আছেন; "ঝুলি-কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে॥" প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"আইস আইস। দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম। আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুধর্ম্ম॥ আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই। তুমি না দিলেই আমি বল করি খাই॥ দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাইলুঁ তোর। পাসরিলা ?—কমলা ধরিলা হস্ত মোর॥[১]" একথা বলিয়া শুক্লাম্বরের ঝুলির ভিতরে হাত দিয়া "মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর॥" তখন শুক্লাম্বর বলিলেন—"প্রভু! কৈলা সর্ব্বনাশ। এ-তণ্ডুলে খুদ-কণ বিস্তর প্রকাশ॥" শুক্লাম্বরের ঝুলিতে খুদ-কণমিশ্রিত পাঁচ-মিশাল ভিক্ষার চাউল; প্রভু তাহা খাইতেছেন দেখিয়া শুক্লাম্বরের চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু প্রভু বলিলেন—"তোর খুদ-কণ মুঞি খাঙ। অভক্তের অমৃতে উলটি নাহি চাঙ॥"

স্বয়ংভগবান্ অনন্ত-ঐশ্বর্যের অধিপতি, পূর্ণতম-স্বরূপ; তাঁহার কোনও অভাব নাই। তিনি পূর্ণকাম, "স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকাম", আপ্তকাম। শ্রুতি বলেন, "আপ্তকামস্য কা

১। দ্বারকালীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন সুদামাবিপ্রের চিপীটক খাইতেছিলেন, তখন রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পৃহা", উপাদেয় উপচারের প্রতি তাঁহার কোনও লোভ নাই। কিন্তু রসস্বরূপ বলিয়া ভক্তের ভক্তিরসের জন্য তাঁহার বলবতী লালসা, ভক্তের প্রেমভক্তি-পরিনিষিক্ত বস্তুর গ্রহণেই তাঁহার চিত্ত পরমানন্দে দ্রবীভূত হইয়া যায়। "নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।" শুক্লাম্বর শ্রীগোবিন্দের ভোগের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন; যখনই এক মুষ্টি পাইয়াছেন, তখনই তাঁহার ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল-মুষ্টিকে পরিনিষিক্ত করিয়াছে। শুক্লাম্বরের ভক্তিরস-বহনকারী তণ্ডুলের জন্য তাই প্রভুর লালসা; তিনি পরমানন্দে সেই তণ্ডুল—বস্তুতঃ তণ্ডুল-বাহিত ভক্তিরস—আস্বাদন করিলেন। যাহাতে ভক্তিরস নাই, সেই দ্রব্যের জন্য ভগবানের কোনও লোভই থাকে না। "ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ। শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥ ভা. ৪।৩১।২১॥—যাহারা বেদবিদ্যা, ধনসম্পদ এবং কুল ও কর্মের নানারূপ অহঙ্কারের মাদকতায় নিষ্কিঞ্চন-সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, শ্রীহরি সেই দুর্বুদ্ধিদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। কারণ, যাঁহাদিগের আর কোনও ধন নাই—আত্মরূপী ভগবান্‌ই যাঁহাদের একমাত্র ধন, সেই সকল বাসনাবন্ধনবিমুক্ত অকিঞ্চনগণই শ্রীহরিরও একমাত্র ধন এবং প্রীতিভাজন। কেননা, উঁহাদিগের ঐরূপ প্রেমরসের মর্ম তিনি না বুঝিতেছেন, তাহা নহে। তিনি জানিতেছেন যে, 'অহো! ইঁহারা ধনপুত্রাদির মমতা বিসর্জন করিয়া আমাকেই কেবল আপনার বলিয়া জানিয়াছেন।' অঃ প্রঃ॥"

প্রভু পরমানন্দের আবেশে শুক্লাম্বরের তণ্ডুল চিবাইতে লাগিলেন। প্রভুর কারুণ্য দেখিয়া সকলেই বিহ্বল হইলেন। "উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের কীর্ত্তন। শিশু-বৃদ্ধ-আদি করি কান্দে সর্ব্বজন॥" আর "গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর। তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥ * *॥ দশঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়। লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায়॥' * *॥ 'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ' সর্ব্ববেদে গায়। সাক্ষাতে গৌরচন্দ্র এই তাহারে দেখায়॥" চৈ. ভা. মধ্য ১৭শ॥ ২৭৫-৭৭ পৃঃ॥

কিছুকাল পরে আর একদিন প্রভু কৃপা করিয়া শুক্লাম্বরকে বলিলেন—"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দঢ়॥" প্রভু বার বার এইরূপ বলিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত। তুমি ধর্ম্ম সনাতন, মুঞি সে পতিত॥ মোরে কোথা দিবে প্রভু চরণের ছায়া। কীটতুল্য নহোঁ মোরে এত বড় মায়া॥" যাঁহার যেমন ভক্তি, তাঁহার তেমনই দৈন্য। প্রভু বলিলেন—"মায়া হেন না বাসিহ মনে। বড় ইচ্ছা বসে মোর তোমার রন্ধনে॥ সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়। আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥"

শুক্লাম্বর অত্যন্ত ভীত হইলেন। "আমি অস্পৃশ্য পামর; আমি কিরূপে প্রভুর জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রন্ধন করিব ?" ভক্তদের নিকটে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"তুমি কেন কর ভয় ? পরমার্থে ঈশ্বরের কেহো ভিন্ন নয়॥ বিশেষে যেজন তানে সর্ব্বভাবে ভজে। সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে॥ * * ভক্তস্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব। দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥ তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে। আলগ করিয়া তুমি করিহ রন্ধনে॥"

ভক্তদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া শুক্লাম্বর নিজের গৃহে আসিয়া স্নান করিলেন এবং অতি সাবধানে "সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥ তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভথোড়। আলগোছে দিয়া বিপ্র বৈলা করজোড়॥ 'জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।' বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতুহলী॥" প্রভুর জন্য রন্ধনের অধিকার যাঁহার, তিনিই বোধ হয় অলক্ষিতে রান্না করিলেন, শুক্লাম্বর যেন তাঁহার আনুগত্যে রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিলেন।

মধ্যাহ্ন-সময়ে প্রভু স্নান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও আপ্তবৃন্দের সহিত শুক্লাম্বরের গৃহে আসিলেন। "তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন।" নিজ হাতে অন্ন লইয়া "বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥ হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দ-ভোজনে। নয়ন ভরিয়া দেখে সর্ব্বভৃত্যগণে॥" ভোজন করিতে করিতে ভক্তবৎসল প্রভু বলিলেন—"জন্ম যাবত আমার। এমন অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥ কিবা গর্ভথোড় স্বাদু না পারি বলিতে। আলগোছে এমত বা রান্ধিলা কেমতে॥ তুমি হেন জন যে আমার বন্ধুকুল। তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল॥ **॥ বসিলেন প্রভু প্রেম ভোজন করিয়া। তাম্বূল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥" ভক্তগণও প্রভুর অবশেষ পাইলেন এবং সে-স্থানেই সকলে বিশ্রাম করিলেন। চৈ. ভা. মধ্য ২৫শ॥ ৩৫০-৫১ পৃঃ॥ [৫।৬ খ (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]॥

ক। আখরিয়া বিজয়ের প্রতি অনুগ্রহ

প্রভুর অধ্যাপনার শিষ্য বিজয়দাস। পুঁথি নকল করিয়া দিতেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে "আখরিয়া" বলিত। তিনি প্রভুকেও অনেক পুথি নকল করিয়া দিয়াছেন। যে দিন শুক্লাম্বরের গৃহে প্রভু আহার করিয়াছেন, সেই দিন তিনি এই আখরিয়া বিজয়দাসের প্রতিও এক অদ্ভুত কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। আহারের পরে প্রভু ও ভক্তবৃন্দ শয়ন করিয়াছেন ; ভক্তবৃন্দ নিদ্রিত, কিন্তু প্রভু জাগ্রত। প্রভু বিজয়ের অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করা মাত্রে বিজয় প্রভুর এক অদ্ভুত রূপ দেখিলেন। "হেমস্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন। পরিপূর্ণ দেখি তহিঁ রত্ন-আভরণ॥ শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে। না জানি কি কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-মণি জ্বলে॥ আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়। হস্ত দেখি পরানন্দ হইল বিজয়॥" অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিজয় ডাকিয়া উঠার উদ্যোগ করিতেই প্রভু তাঁহার মুখে হাত দিয়া নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—"যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা। তাবত কাহারে পাছে কহ এই কথা॥" এ-কথা বলিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। বিজয়ের হুঙ্কারে ভক্তগণ জাগিয়া উঠিলেন, বিজয় পরমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, বিজয় প্রভুর কোনও বৈভব দর্শন করিয়াছেন। প্রভু আত্মপ্রভাব গোপনের জন্য বলিলেন—"গঙ্গার প্রতি বিজয়ের অত্যন্ত অনুরাগ; বোধ হয় গঙ্গার প্রভাবেই তাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে। অথবা, শুক্লাম্বরের গৃহে ত দেবতার অধিষ্ঠান আছে; কোনও দেবতাকেই বা বিজয় দেখিলেন।" প্রভু বিজয়ের অঙ্গে হস্তার্পণ করিলে বিজয় চেতনা লাভ করিলেন॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৫শ॥ ৩৫১-৫২ পৃঃ॥

৪৮। **হরের্নাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা**

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে একটী শ্লোক আছে এইরূপ—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩৮।১২৬॥—হরির নাম, হরির নাম, হরির নামই একমাত্র গতি। কলিকালে অন্য গতি নাই-ই, অন্য গতি নাই-ই, অন্য গতি নাই-ই।" ভক্তবৃন্দের নিকটে মহাপ্রভু এই শ্লোকের অর্থ বর্ণন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥ দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার। জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥ 'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় কারণ। জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম্ম আদি নিবারণ॥ অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার॥ 'নাহি নাহি নাহি' এই তিন 'এব'-কার॥ চৈ. চ. ১।১৭।১৯-২২॥"

প্রভু বলিলেন—কলিকালে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ। জগদ্‌বাসী জীবের উদ্ধারের পক্ষে হরিনামই একমাত্র উপায়—দৃঢ়তার সহিত এ-কথা জানাইবার জন্যই শ্লোকে তিনবার "হরের্নাম—হরির নাম" বলা হইয়াছে। জড়লোক (জড়দেহে আত্মবুদ্ধি-পোষণকারী লোক)-দিগকে উল্লিখিত সার-কথা বুঝাইবার জন্যই "হরের্নামৈব"-শব্দের অন্তর্গত "এব—ই"-শব্দ বলা হইয়াছে। শ্লোকস্থ "কেবল"-শব্দে পুনরায় নিশ্চিতরূপে বলা হইয়াছে যে, কলিকালে জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, কর্ম-আদি দ্বারা জীব সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, একমাত্র হরিনাম দ্বারাই উদ্ধার লাভ করিতে পারে। যাঁহারা অন্যরূপ মনে করেন, তাঁহাদের যে নিস্তার নাই, তাহা জানাইবার জন্যই শ্লোকস্থ "নাস্ত্যেব (নাস্তি এব), নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব—নাহি-ই, নাহি-ই, নাহি-ই"-এইরূপে তিনবার "এব-ই"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

হরিনামই যে কলিকালে সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়, তাহা জানাইয়া, কিরূপে হরিনাম করিলে প্রেম লাভ হইতে পারে, মহাপ্রভু তাহাও বলিয়াছেন—"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম"-ইত্যাদি বাক্যে। (১৬।৫-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪৯। **চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে লক্ষ্মীকাচে নৃত্য** [৫।৬ ক (১২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৫০। **শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌর**

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য তাঁহার নবদ্বীপের গৃহে যখন পূজা করিতেছিলেন, তখন শ্রীগদাধরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রন্ধন করিব ?” ভক্তদের নিকটে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“তুমি কেন কর ভয় ? পরমার্থে ঈশ্বরের কেহো ভিন্ন নয়॥ বিশেষে যেজন তানে সর্ব্বভাবে ভজে। সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে॥ * * ভক্তস্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব। দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥ তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে। আলগ করিয়া তুমি করিহ রন্ধনে॥”

ভক্তদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া শুক্লাম্বর নিজের গৃহে আসিয়া স্নান করিলেন এবং অতি সাবধানে “সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥ তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভথোড়। আলগোছে দিয়া বিপ্র বৈলা করজোড়॥ ‘জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।’ বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতুহলী॥” প্রভুর জন্য রন্ধনের অধিকার যাঁহার, তিনিই বোধ হয় অলক্ষিতে রান্না করিলেন, শুক্লাম্বর যেন তাঁহার আনুগত্যে রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিলেন।

মধ্যাহ্ন-সময়ে প্রভু স্নান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও আপ্তবৃন্দের সহিত শুক্লাম্বরের গৃহে আসিলেন। “তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন।” নিজ হাতে অন্ন লইয়া “বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥ হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দ-ভোজনে। নয়ন ভরিয়া দেখে সর্ব্বভৃত্যগণে॥” ভোজন করিতে করিতে ভক্তবৎসল প্রভু বলিলেন—“জন্ম যাবত আমার। এমন অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥ কিবা গর্ভথোড় স্বাদু না পারি বলিতে। আলগোছে এমত বা রান্ধিলা কেমতে॥ তুমি হেন জন যে আমার বন্ধুকুল। তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল॥ **॥ বসিলেন প্রভু প্রেম ভোজন করিয়া। তাম্বূল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥” ভক্তগণও প্রভুর অবশেষ পাইলেন এবং সে-স্থানেই সকলে বিশ্রাম করিলেন। চৈ. ভা. মধ্য ২৫শ॥ ৩৫০-৫১ পৃঃ॥ [৫।৬ খ (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]॥

ক। আখরিয়া বিজয়ের প্রতি অনুগ্রহ

প্রভুর অধ্যাপনার শিষ্য বিজয়দাস। পুঁথি নকল করিয়া দিতেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে “আখরিয়া” বলিত। তিনি প্রভুকেও অনেক পুথি নকল করিয়া দিয়াছেন। যে দিন শুক্লাম্বরের গৃহে প্রভু আহার করিয়াছেন, সেই দিন তিনি এই আখরিয়া বিজয়দাসের প্রতিও এক অদ্ভুত কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। আহারের পরে প্রভু ও ভক্তবৃন্দ শয়ন করিয়াছেন ; ভক্তবৃন্দ নিদ্রিত, কিন্তু প্রভু জাগ্রত। প্রভু বিজয়ের অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করা মাত্রে বিজয় প্রভুর এক অদ্ভুত রূপ দেখিলেন। “হেমস্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন। পরিপূর্ণ দেখি তহিঁ রত্ন-আভরণ॥ শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে। না জানি কি কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-মণি জ্বলে॥ আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়। হস্ত দেখি পরানন্দ হইল বিজয়॥” অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিজয় ডাকিয়া উঠার উদ্যোগ করিতেই প্রভু তাঁহার মুখে হাত দিয়া নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—“যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা। তাবত কাহারে পাছে কহ এই কথা॥” এ-কথা বলিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। বিজয়ের হুঙ্কারে ভক্তগণ জাগিয়া উঠিলেন, বিজয় পরমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, বিজয় প্রভুর কোনও বৈভব দর্শন করিয়াছেন। প্রভু আত্মপ্রভাব গোপনের জন্য বলিলেন—"গঙ্গার প্রতি বিজয়ের অত্যন্ত অনুরাগ; বোধ হয় গঙ্গার প্রভাবেই তাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে। অথবা, শুক্লাম্বরের গৃহে ত দেবতার অধিষ্ঠান আছে; কোনও দেবতাকেই বা বিজয় দেখিলেন।" প্রভু বিজয়ের অঙ্গে হস্তার্পণ করিলে বিজয় চেতনা লাভ করিলেন॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৫শ॥ ৩৫১-৫২ পৃঃ॥

৪৮। হরের্নাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে একটী শ্লোক আছে এইরূপ—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩৮।১২৬॥—হরির নাম, হরির নাম, হরির নামই একমাত্র গতি। কলিকালে অন্য গতি নাই-ই, অন্য গতি নাই-ই, অন্য গতি নাই-ই।" ভক্তবৃন্দের নিকটে মহাপ্রভু এই শ্লোকের অর্থ বর্ণন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥ দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার। জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥ 'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় কারণ। জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম্ম আদি নিবারণ॥ অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার॥ 'নাহি নাহি নাহি' এই তিন 'এব'-কার॥ চৈ. চ. ১।১৭।১৯-২২॥"

প্রভু বলিলেন—কলিকালে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ। জগদ্‌বাসী জীবের উদ্ধারের পক্ষে হরিনামই একমাত্র উপায়—দৃঢ়তার সহিত এ-কথা জানাইবার জন্যই শ্লোকে তিনবার "হরের্নাম—হরির নাম" বলা হইয়াছে। জড়লোক (জড়দেহে আত্মবুদ্ধি-পোষণকারী লোক)-দিগকে উল্লিখিত সার-কথা বুঝাইবার জন্যই "হরের্নামৈব"-শব্দের অন্তর্গত "এব—ই"-শব্দ বলা হইয়াছে। শ্লোকস্থ "কেবল"-শব্দে পুনরায় নিশ্চিতরূপে বলা হইয়াছে যে, কলিকালে জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, কর্ম-আদি দ্বারা জীব সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, একমাত্র হরিনাম দ্বারাই উদ্ধার লাভ করিতে পারে। যাঁহারা অন্যরূপ মনে করেন, তাঁহাদের যে নিস্তার নাই, তাহা জানাইবার জন্যই শ্লোকস্থ "নাস্ত্যেব (নাস্তি এব), নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব—নাহি-ই, নাহি-ই, নাহি-ই"-এইরূপে তিনবার "এব-ই"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

হরিনামই যে কলিকালে সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়, তাহা জানাইয়া, কিরূপে হরিনাম করিলে প্রেম লাভ হইতে পারে, মহাপ্রভু তাহাও বলিয়াছেন—"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম"-ইত্যাদি বাক্যে। (১৬।৫-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪৯। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে লক্ষ্মীকাচে নৃত্য [৫।৬ ক (১২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৫০। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌর

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য তাঁহার নবদ্বীপের গৃহে যখন পূজা করিতেছিলেন, তখন শ্রীগদাধরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে যে নিজের স্বরূপের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং আরও পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আচার্য যে শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে (১৭।২৯-অনু)। পরে শ্রীরামপণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া আচার্যকে নবদ্বীপে আনয়নপূর্বক মহাপ্রভু যে শ্রীঅদ্বৈতের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে (১৭।৩৭-অনু)। এক্ষণে তাহার পরের কথা বলা হইতেছে।

ক। চোরের উপর চুরি

মহাপ্রভু "নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া। চরণের ধূলি লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া॥ ইহাতে বৈষ্ণবসব দুঃখ পায় মনে। অতএব সভারে করয়ে আলিঙ্গনে॥" মহাপ্রভু "গুরুবুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর। এ৷তেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর॥ আপনেই সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়। উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায়॥" শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছা—তিনি সর্বদাই শ্রীগৌরের চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে প্রভু রুষ্ট হয়েন বলিয়া তাহা করিতে পারেন না। একদিন সুযোগ পাইয়া তিনি প্রভুর চরণ-ধূলি "চুরি" করিয়াছিলেন। সেই বিবরণ কথিত হইতেছে।

একদিন বিশ্বম্ভর প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন, শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার পাছে ঘুরিতেছেন। প্রভু যখন প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি প্রভুর চরণ-ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। মূর্ছাভঙ্গের পরে প্রভু আবার যখন নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন "অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররায়। নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায়॥" প্রভু বলিলেন—"চিত্তে কেনে না বাসোঁ প্রকাশ।" কাহারও নিকটে আমার নিশ্চয়ই অপরাধ হইয়াছে, তাই আমার উল্লাস হইতেছে না। "কেহো বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি। সভে সত্য কহ, চিন্তা নাহি, আমি বলি॥" শুনিয়া ভক্তগণ মৌনাবলম্বন করিলেন। তাঁহারা তো সকলেই দেখিয়াছেন, অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর পদধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতের ভয়ে তাহা প্রভুর নিকটে বলিতেও পারিতেছেন না, আবার না বলিলেও প্রভুর অসন্তুষ্টির ভয়। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া করযোড়ে প্রভুর নিকটে বলিলেন—"শুন বাপ। চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়। তবে তার অগোচরে চুরি সে জুয়ায়॥ মুঞি চুরি করিয়াছোঁ, মোর ক্ষম দোষ। আর না করিব, যদি তোমা-অসন্তোষ॥" শুনিয়া যেন মহাক্রোধাবেশের ভঙ্গীতে অদ্বৈতের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া প্রভু বলিলেন—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ। সকল তোমারে কৃষ্ণ দিলা উপভোগ॥ তথাপিহ তুমি চুরি কর ক্ষুদ্রস্থানে। ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস' মনে॥ মহা ডাকাইত তুমি চোরে মহাচোর। তুমি সে করিলা চুরি প্রেম-সুখ মোর॥ * *॥ তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি। হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি॥" তখন মহাপ্রভু "এতবলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া। লুটয়ে চরণধূলি হাসিয়া হাসিয়া॥ মহাবলী গৌরসিংহ, অদ্বৈত না পারে। অদ্বৈত-চরণ প্রভু ধরে নিজ শিরে॥" শ্রীঅদ্বৈতের চরণ স্বীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্ষে ধারণ করিয়া প্রভু বলিলেন—"হের—দেখ চোর বান্ধিলাঙ নিজ কোলে॥ করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার। বারেকে গৃহস্থ সর্ব্ব করয়ে উদ্ধার॥" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"তুমি যে গৃহস্থ, আমি কিছুই না জানি॥ প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ—সকল তোমার। কে রাখিবে তুমি প্রভু করিলে সংহার॥ * *॥ আপনার সেবক আপনে যবে খাও। কি করিবে সেবকে, আপনে ভাবি চাও॥ কি দায় চরণ-ধূলি, সেহ রহু পাছে। কাটিলে তোমার শাস্তা কোন্ জন আছে॥ তবে যে এমত কর—নহে ঠাকুরালী। আমার সংহার হয়, তুমি কুতুহলী॥ তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহার। যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! তাই তুমি কর॥" বিশ্বম্ভর বলিলেন —"তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী। এতেকে তোমার চরণের সেবা করি॥ তোমার চরণ-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে। ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেম-রসজলে॥ বিনে তুমি দিলে ভক্তি কেহো নাহি পায়। 'তোমার সে আমি'—হেন জান সর্ব্বথায়॥"

শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে চুরিই হইয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের দৃষ্টির গোচরীভূতভাবে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে প্রভূ "চোরের উপর চুরি" বলিয়াছেন; কিন্তু রঙ্গীয়া প্রভুর পক্ষে ইহা "চোরের উপর চুরি" নয়, ইহা "রাহাজনী।" চৈ. ভা. মধ্য ১৬শ॥ ২৭৩-৭৪ পৃঃ॥

ভক্তভাবের আবেশে মহাপ্রভু ভক্ত-পদধূলির মহিমার কথা জানাইলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, সাধক-ভক্তের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অপর কেহ যেন তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাধক-ভক্ত যেন অতিশয় সাবধান থাকেন।

খ। শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি প্রভুর কৃপার অদ্ভুত ভঙ্গী

মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক অদ্বৈতাচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করেন। "ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর-নাথ। মনে মনে গর্জ্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ॥" তিনি সঙ্কল্প করিলেন—"হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে। স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে॥" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য-স্থাপন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥" একদিন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নগর-ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন—"চল যাই শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘর।" তখন "মহারঙ্গী দুই প্রভু—পরম চঞ্চল। সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর॥" মধ্যপথে গঙ্গার নিকটে ললিতপুর-নামে একটী গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে পথের নিকটে এক গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর গৃহ ছিল। দেখিয়া মহাপ্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা কাহার গৃহ?" শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"ইহা এক সন্ন্যাসীর আলয়।" মহাপ্রভু বলিলেন—"তারে দেখি, যদি ভাগ্য হয়।"

(১) বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহে

দুই প্রভু হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীর গৃহে গেলেন, মহাপ্রভু সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুর পরম-সুন্দর রূপ এবং প্রফুল্ল বদন দেখিয়া সন্ন্যাসী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আশীর্বাদ করিলেন—"ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ।" শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"গোসাঞি! এ-নহে আশীর্ব্বাদ। হেন বোল—'তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ॥' বিষ্ণুভক্তি আশীর্ব্বাদ—অক্ষয় অব্যয়। যে বলিলা গোসাঞি! তোমার যোগ্য নয়॥"

ধন-জনাদি হইতেছে অনিত্য বস্তু, বন্ধনের হেতু,—কোনও মহাপুরুষের আশীর্বাদের যোগ্য নহে। কৃষ্ণভক্তি হইতেছে নিত্য বস্তু, বিশেষতঃ জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। তাহাই হইতেছে বাস্তব আশীর্বাদ। প্রভু ভঙ্গীতে তাহাই জানাইলেন। কিন্তু আশীর্বাদক সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসের পোষাক থাকিলেও পরমার্থ-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বিশেষ ছিল না। তাই মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"পূর্ব্বে যে শুনিল। সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল॥ ভাল রে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লৈয়া ধায়। এ-বিপ্রপুত্রের সেইমত ব্যবসায়॥ ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে। কোথা গেল উপকার, আরো আমা দোষে॥" সন্ন্যাসী প্রভুকে বলিলেন—"শুন ব্রাহ্মণকুমার। কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার॥ পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস। উত্তম কামিনী যার না হইল পাশ॥ যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ। হেন 'ধন-বর' দিতে পাও তুমি লাজ॥ হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে। ধন-বিনা কি খাইবে, বোলত আমারে॥" সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"গোসাঞি! স্ব-স্ব কর্ম্মফল অনুসারেই লোক সংসারে সুখ-দুঃখ পায়, কেহ ধনরত্ন পায়, কেহ দরিদ্র হয়। ধন-বংশের বৃদ্ধির জন্য লোক ত চেষ্টা করে, পায়ও; কিন্তু বল দেখি, তাহা আবার নষ্ট হইয়া যায় কেন? জ্বরের জন্য কাহারও কোনও কামনা থাকে না; তথাপি জ্বর আসে। সমস্তের হেতুই হইতেছে কর্ম্ম। স্বর্গও পরকালে দেহের সুখ। বেদ যে স্বর্গের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে কেবল মূর্খের প্রতি বেদের করুণা। বিষয়-সুখের প্রতিই সাধারণতঃ লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; সেজন্য অধিকারি-বিশেষের জন্য বেদের এই উপদেশ শুনিয়া ধন-পুত্র-কামীরা গঙ্গাস্নান-হরিনাম করে। এ-স্থলে বেদের অভিপ্রায় হইতেছে এই যে, 'যে-তে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে। দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥ এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে॥ ভাল-মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি। কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাঞি॥' "

কিন্তু প্রভু যেন উলুবনে মুক্তা ছড়াইলেন। প্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী উপহাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসি হাসিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—"এই বিপ্র তো দেখিতেছি পাগল। বোধ হয়, সঙ্গের এই সন্ন্যাসীটী (শ্রীনিত্যানন্দ) এই ব্রাহ্মণ-কুমারকে কুবুদ্ধি দিয়া ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছেন।" তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"কালের অবস্থা এইরূপই হইয়াছে। 'শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল।' আমি পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করিলাম—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম, গুজ্জরাট, কাশী, গয়া, বিজয়ানগরী, সিংহল-প্রভৃতি যত দেশ আছে, আমি সর্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি। কি ভাল, আর কি মন্দ, তাহা আমি জানি না! আজ এই 'দুধের ছাওয়াল' আমাকে শিক্ষা দিতে আসে!!" শুনিঞা রঙ্গীয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"শুনহ গোসাঞি। শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি॥ আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা। আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা॥" নিত্যানন্দের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া সন্ন্যাসী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সে-স্থানে আহার করিবার জন্য উভয়কে আহ্বান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"আমাদের বিশেষ কাজ আছে, বিলম্ব করিতে পারি না। কিছু দাও, স্নান করিয়া পথে খাইব।" সন্ন্যাসী বলিলেন—"স্নান কর এই থানে। কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে॥"

দুই প্রভু সম্মত হইয়া স্নান করিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী দুগ্ধ, আম্র, পনসাদি আনিয়া দিলেন। তাঁহারা তৎসমস্ত কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসীর সাক্ষাতেই অবশেষ পাইতে লাগিলেন। সেই সন্ন্যাসী ছিলেন মদ্যপ বামাচারী সন্ন্যাসী। তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন—"শুনহ শ্রীপাদ! কিছু 'আনন্দ' আনিব?" শ্রীনিত্যানন্দ নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নানা লোকের সঙ্গেও তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে; তিনি জানেন, বামাচারী সন্ন্যাসীরাই মদিরাকে 'আনন্দ' বলে। সন্ন্যাসীর কথায় তিনি বুঝিলেন—এই সন্ন্যাসী ছিলেন বামাচারী মদ্যপ সন্ন্যাসী; তিনি বলিলেন—"তবে লড় যে আমারে—আনন্দ আনিলে আমি দৌড়াইয়া পলাইব।"

সন্ন্যাসীর পত্নী শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের "মদন-সমান" রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, দুই নয়ন ভরিয়া তিনি তাঁহাদের রূপ-সুধা পান করিতেছেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে বলিলেন—"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচর?" "আনন্দ" কি, তাহা মহাপ্রভু বুঝিতে পারেন নাই; শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"মদিরা হেন বাসি।" তৎক্ষণাৎ প্রভু "বিষ্ণু বিষ্ণু" স্মরণ করিয়া আচমন করিয়া ছুটিয়া চলিলেন এবং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ভাসিতে ভাসিতে অদ্বৈতাচার্যের গৃহের দিকে চলিলেন।

বামাচারী সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গে প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন—ধন-জন-বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি স্বর্গও জীবের বাস্তব কাম্যবস্তু নহে, বাস্তব-কাম্যবস্তু হইতেছে কৃষ্ণভক্তি। ধন-জনাদির অনুকূল যে আশীর্বাদ, তাহাও বাস্তব আশীর্বাদ নহে, কৃষ্ণভক্তির অনুকূল আশীর্বাদই হইতেছে বাস্তব আশীর্বাদ। প্রভু আরও জানাইলেন—কেবলমাত্র ধার্মিকের পোষাক-ধারণে এবং নানা দেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্যটনেই ধর্মের গূঢ় তাৎপর্য অবগত হওয়া যায় না, তাহাতে কেবল অসার দম্ভেরই সঞ্চার হয়।

(২) শান্তিপুরে

দুই প্রভু গঙ্গার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিতেছেন। ভাসিতে ভাসিতেই মহাপ্রভু নিরবধি হুঙ্কার করিয়া বলিতেছেন—"মুঞি সেই মুঞি সেই। আমারে আনিল নাঢ়া শয়ন ভাঙ্গিয়া। এখনে বাখানে জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়া॥ তার শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেখে। কেমনে দেখিব আজি জ্ঞান-যোগ রাখে॥"

এইদিকে শ্রীঅদ্বৈতও জানিলেন—মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন; তিনি তখন "জ্ঞানযোগ বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া॥" দুই প্রভু অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। "ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে। দেখয়ে—অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে॥" প্রভুদ্বয়কে দেখিয়া হরিদাসঠাকুর এবং অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুত প্রণাম করিলেন, শ্রীঅদ্বৈত কিন্তু উঠিলেন না; স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সূচনা দেখিয়া পরমানন্দে যেন উন্মত্তের ন্যায় তিনি জ্ঞান-যোগের মহিমা খ্যাপন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাঠাকুরাণী প্রভুকে মনে মনে নমস্কার করিলেন; কিন্তু প্রভুর মূর্তি দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। "বিশ্বম্ভর-তেজ যেন কোটিসূর্য্যময়। দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয়॥" প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"আরে আরে নাঢ়া। বোল দেখি—'জ্ঞান' 'ভক্তি' দুইতে কে বাঢ়া?" তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"সর্ব্বকাল বড় 'জ্ঞান।' যার 'জ্ঞান' নাহি তার ভক্তিতে কি কাম?" শুনিয়া প্রভু ক্রোধাবেশে বাহ্য-জ্ঞান-হারা হইলেন এবং "পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥" দেখিয়া অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা ব্যগ্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন—"বুঢ়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ। কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥ এই বুঢ়া বামনার আর কি করিবা। কোন কিছু হইলে এড়াইতে না পারিবা॥" প্রভুও এমন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে অদ্বৈতগৃহিণীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া তর্জন-গর্জন করিয়া সদম্ভে বলিতে লাগিলেন—"আরে নাঢ়া! ভক্তি প্রকাশিবি তুই আমারে আনিয়া। এবে বাখানিস্ জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥ যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে। তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে॥ তোহোঁর সঙ্কল্প মুঞি না করোঁ অন্যথা। তুঞি মোরে বিড়ম্বনা করিস্ সর্ব্বথা॥" প্রভু অদ্বৈতকে ছাড়িয়া দুয়ারে বসিয়া নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে। শুনিঞা অদ্বৈত প্রেমসিন্ধুমাঝে ভাসে॥ শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়। হাথে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥ 'যেন অপরাধ কৈলুঁ, তেন শাস্তি পাইলুঁ। ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইলুঁ॥ এখনে সে ঠাকুরালী বলিয়ে তোমার। দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলে আমার॥ ইহাতে সে প্রভু! ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅদ্বৈত সমস্ত অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন, আর ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছেন—"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি। কোথা গেল এবে তোর সে-সব ঢাঙ্গাতি॥ ** করিলা ত শাস্তি এবে দেহ পদছায়া॥' এত বলি ভক্তি করে শান্তিপুর-নাথ। পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর॥" সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন।

"অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর। সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর॥" কি বর দিলেন? "তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করিবে আশ্রয়। যে কোন পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয়॥ যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ। তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ॥" শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্তবস্তুতি করিলেন, প্রভুও শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা খ্যাপন করিলেন।

প্রভু অদ্বৈতগৃহিণীকে "মাতা" বলিতেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন। কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর—করিব ভোজন॥" গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে লইয়া ভোজন করিলেন, দ্বারে বসিয়া হরিদাসও ভোজন করিলেন। ভোজন-কালে বাল্যভাবাবিষ্ট শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমকোন্দল চলিয়াছিল।

শান্তিপুরে কয়েকদিন অবস্থানের পরে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু নবদ্বীপে আসিলেন। চৈ. ভা. মধ্য ১৯শ। ২৯২-৩০২ পৃঃ॥

৫১। শ্রীমুরারিগুপ্ত ও শ্রীগৌর

ক। শ্রীনিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠত্ব

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীবাসের গৃহে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মুরারিগুপ্ত আসিয়া প্রথমে মহাপ্রভুকে এবং তাহার পরে শ্রীনিত্যানন্দকে নমস্কার করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"যে করিলা মুরারি! না হয় ব্যবহার। ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার॥" মুরারি বলিলেন—"প্রভু! জানোঁ কেন মতে। চিত্তে তুমি লওয়াইয়া আছ যেন মতে॥" প্রভু বলিলেন—"ভাল ভাল, আজি যাহ ঘরে। সকল জানিবা কালি বলিল তোমারে॥"

সেইদিন রাত্রিতে মুরারি স্বপ্নে দেখিলেন—মল্লবেশে শ্রীনিত্যানন্দ চলিতেছেন; তাঁহার শিরোদেশে মহানাগ-ফণা, করে শ্রীহল-মুষল—ঠিক যেন হলধর বলরাম। শ্রীবিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের মস্তকে পাখা ধরিয়া পাছে পাছে যাইতেছেন। স্বপ্নযোগেই প্রভু হাসিতে হাসিতে মুরারিকে বলিলেন—"মুরারি, জানিও—আমি কনিষ্ঠ, শ্রীনিত্যানন্দ আমার জ্যেষ্ঠ।" জাগ্রত হইয়া মুরারি কাঁদিতে লাগিলেন, আর "নিত্যানন্দ" বলিতে বলিতে ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন। "মহাসতী মুরারিগুপ্তের পতিব্রতা। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে হই সচকিতা॥"

পরের দিন আনন্দিতচিত্তে মুরারি প্রভুর নিকটে গেলেন। প্রভু বসিয়া আছেন, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দও বসিয়া আছেন। মুরারি প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দের চরণ বন্দনা করিয়া পরে প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। হাসিতে হাসিতে প্রভু বলিলেন—"মুরারি! এইরূপ করিলে কেন?" মুরারি বলিলেন—"প্রভু! লওয়াইলে যেন। পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে। জীবের সকল কর্ম্ম তোর শক্তি বলে॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"মুরারি! মোর প্রিয় তুমি। অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি (আমি গূঢ় রহস্য তোমাকে জানাইলাম)।" চৈ. ভা. মধ্য ২০শ॥ ৩০৩-৪ পৃঃ॥

খ। মুরারিকে চর্বিত তাম্বূল দান

প্রভু মুরারির নিকটে নিজ তত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। গদাধরপণ্ডিত তাম্বূল যোগাইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"দাস মোর মুরারি প্রধান," এবং একথা বলিয়া প্রভু মুরারিকে চর্বিত তাম্বূল দিলেন। "সম্ভ্রমে মুরারি জোড়হস্ত করি লয়। খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥" প্রভু বলিলেন—"মুরারি! সকালে ধোহ হাথ।" কিন্তু "মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেন মাথাত॥" তখন প্রভু বলিলেন—"আরে বেটা! জাতি গেল তোর॥ তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥" চৈ. ভা. মধ্য ২০শ॥ ৩০৪ পৃঃ॥

গ। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রসঙ্গ

তখন প্রভু ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া "দন্ত কড়মড়ি করি" কাশীবাসী মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কথা বলিতে লাগিলেন। "সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥ পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে। কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তভু নাহি জানে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে। তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥ সত্য কহোঁ মুরারি! আমার তুমি দাস। যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ॥ অজ ভব অনন্ত যে বিগ্রহ সেবে। যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্বদেবে॥ পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে। তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥ সত্য সত্য কহোঁ তোরে এই পরকাশ। সত্য মুঞি, সত্য মোর দাস তার দাস॥ সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান। ইহা মিথ্যা বোলে, মোরে করে খানখান॥ যে-যশ-শ্রবণে আদি অবিদ্যা-বিনাশ। পাপী অধ্যাপক বোলে মিথ্যা সে বিলাস॥ যে-যশ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর। যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর॥ যে-যশ-শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত। চারিবেদে বাখানে যে-যশের মহত্ত্ব॥ হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার। সে কভু না জানে গুপ্ত! মোর অবতার॥" কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী। শ্রীপাদ শঙ্করের ন্যায় তিনিও ভগবদ্‌বিগ্রহ, ভগবল্লীলা, ভগবল্লীলাস্থান, ভগবৎ-পরিকরাদির পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিতেন না, নানাবিধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুক্তিদ্বারা এ-সমস্তের সত্যতা খণ্ডন করিয়া মিথ্যাত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিতেন। শ্রীমুরারি গুপ্তকে উপলক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া মহাপ্রভু ভগবদ্‌বিগ্রহাদির সত্যত্বের কথা প্রকাশ করিলেন। চৈ. ভা. মধ্য ২০শ॥ ৩০৪ পৃঃ॥

ঘ। মুরারিগুপ্ত-প্রদত্ত ঘৃতসিক্ত অন্নভোজন

মুরারিগুপ্ত প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া আনন্দ-বিহ্বল হইয়া গৃহে গেলেন। "অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত গেলা নিজ বাসে। এক বোলে, আর করে, খল-খলী হাসে॥ পরম উল্লাসে বোলে—'করিব ভোজন'।" তখন তাঁহার পতিব্রতা গৃহিণী অন্ন আনিয়া দিলেন; মুরারিও ভোজনে বসিলেন; কিন্তু নিজে না খাইয়া "বিহ্বল মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের রসে। 'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে॥ ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে। 'খাও খাও খাও কৃষ্ণ!'—এই বোল বোলে॥ হাসে পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যভার। পুনঃপুন অন্ন আনি দেয় বারে বার॥ 'মহাভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে। 'কৃষ্ণ' বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে॥" মুরারিগুপ্ত যত অন্ন দিলেন, প্রভু তৎসমস্ত ভোজন করিলেন। "যত অন্ন দেয় গুপ্ত, তাহা প্রভু খায়। বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জানায়॥"

পরের দিন প্রাতঃকালে মুরারিগুপ্ত কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নিজ গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রভু আসিয়া উপনীত হইলেন। মুরারি প্রভুর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন—"বিষ্টম্ভের চিকিৎসা-কারণ।[১]" মুরারি বলিলেন—"কহ দেখি অজীর্ণ-কারণ?" তখন প্রভু বলিলেন—"আরে বেটা! জানিবি কেমনে। 'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥ তুঞি পাসরিলি যবে তোর পত্নী জানে। তুঞি দিলি, মুঞি বা না খাইমু কেমনে?" প্রভু তাঁহার এই অদ্ভুত অজীর্ণ-রোগের ঔষধের কথাও বলিলেন—"বিষ্টম্ভ আমার তোর অন্নের কারণ॥ জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল। তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল॥ এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র। জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র॥ কৃপা দেখি মুরারি হইল অচেতন। মহাপ্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন॥" চৈ. ভা. মধ্য ২০শ॥ ৩০৫ পৃঃ॥

ঙ। মুরারিগুপ্তের গরুড়-ভাব [৫।৬ ক (১১)-অনুচ্ছেদে "শ্রীবাসমন্দিরে চতুর্ভুজ-রূপ"-দ্রষ্টব্য]।

চ। মুরারিগুপ্তের দেহত্যাগের প্রয়াস

একদিন মুরারিগুপ্ত মনে মনে অবতার-স্থিতির কথা ভাবিতেছেন। "সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবত অবতার। তাবত চিন্তিয়ে আমি নিজ প্রতিকার॥ না বুঝি কৃষ্ণের লীলা—কখন কি করে। এখনে সৃজয়ে লীলা, তখনে সংহারে॥ **॥ অতএব যাবত আছয়ে অবতার। তাবত আমার দেহত্যাগ প্রতিকার॥ দেহ এড়িবার মোর এই যে সময়। পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয়॥" গৌরগত-প্রাণ মুরারিগুপ্ত ভাবিলেন—"ইচ্ছাময় মহাপ্রভু কখন লীলা-সম্বরণ করেন, তাহা তিনি

১। বিষ্টম্ভ—অজীর্ণ রোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যতীত অপর কেহই জানে না। তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্বেই আমার দেহত্যাগ করা আবশ্যক। আর বিলম্বে আমার অভীষ্টসিদ্ধির বিঘ্ন জন্মিতে পারে, এক্ষণেই আমি দেহত্যাগ করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মুরারিগুপ্ত একখানি সুতীক্ষ্ণ কাটারি প্রস্তুত করাইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। "এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে মনে। খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥ আনিঞা থুইল কাতি ঘরের ভিতরে। 'নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে।'" সর্বভূতান্তর্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মুরারির গৃহের দিকে ধাবিত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়া মুরারি সম্ভ্রমে প্রভুর চরণ-বন্দনা করিলেন। আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকথার অবসরে প্রভু মুরারিকে বলিলেন—"গুপ্ত! বাক্য এক রাখিবা আমার?" গুপ্ত বলিলেন—"প্রভু! মোর শরীর তোমার।" তখন প্রভু বলিলেন—"মুরারি! তুমি বলিলে, তোমার শরীর আমার; এ-কথা সত্য তো?" গুপ্ত বলিলেন—"হ্যাঁ প্রভু! সত্য।" তখন প্রভু মুরারির কাণে কাণে বলিলেন—"কাতি-খানি দেহ মোরে॥ যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে। তাহা আনি দেহ—আছে ঘরের ভিতরে॥" মুরারি মহা-দুঃখমনে "হায় হায়" করিয়া বলিলেন—"মিছা কথা কহিল তোমারে কোন্ জনে?" তখন প্রভু বলিলেন—"মুরারি! বড় ত দেখি ভোল। পরে কহিলে কি জানি হেন বোল? যে গড়িয়া দিল কাতি, তাহা জানি আমি। তাহা জানি—যথা কাতি থুইয়াছ তুমি॥" তখন প্রভু মুরারির ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাটারিখানা লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন—"গুপ্ত! এই তোমার ব্যভার। কোন্ দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার॥ তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা। হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥ এখনে মুরারি মোরে দেহ এই ভিক্ষা। আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥" প্রভু মুরারিগুপ্তকে কোলে করিয়া তাঁহার মস্তকে হাত তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন— "মোর মাথা খাও গুপ্ত! মোর মাথা খাও। যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও॥" তখন "আথে-ব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমিতলে। পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে॥ সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ। গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন॥" চৈ. ভা. মধ্য ২০শ॥ ৩০৭-৮ পৃঃ॥

মুরারিগুপ্তের গৌর-প্রীতি যেমন অদ্ভুত, মুরারির প্রতি গৌরের কৃপাও তেমনি অদ্ভুত।

৫২। দেবানন্দপণ্ডিতের প্রতি বাক্যদণ্ড ও কৃপা

ক। বাক্যদণ্ড

আপ্ত ভাগবতগণের সহিত নগর ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে (অর্থাৎ মহেশ্বর বিশারদের গৃহ-নিকটবর্তী রাস্তায়, "বিদ্যানগরে" বিশারদের গৃহ ছিল) আসিয়া উপনীত হইলেন। সে-স্থানে দেবানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত বাস করিতেন। দেবানন্দপণ্ডিত ছিলেন "পরমসুশান্ত বিপ্র", "জ্ঞানবন্ত, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন" এবং "মোক্ষাভিলাষী", "ভক্তিহীন।" তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইতেন। "ভাগবতে মহা-অধ্যাপক" বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু তিনি ভাগবতের "মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে।"

দৈবাৎ প্রভু যখন দেবানন্দের বাড়ীর নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় ভক্তিযোগের মহত্ত্ব না শুনিয়া মহাপ্রভু রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বেটা কি অর্থ বাখানে ? ভাগবত-অর্থ কোন-জন্মেও না জানে॥ এ-বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার। গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥[১] সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে কয়।[২] * * ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে। প্রভু বোলে—'সে অধম কিছুই না জানে॥' * * মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্ররায়। ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥ 'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান। সে না বুঝে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥ ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥"

দেবানন্দ-পণ্ডিতের প্রসঙ্গে মহাপ্রভু জগতের জীবগণকে জানাইলেন—পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রানুশীলন, তপস্যা, আজন্ম-উদাসীনতা, শাস্ত্রজ্ঞতার খ্যাতি প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবতের তাৎপর্য জানা যায় না। যাঁহার প্রতি ভক্তির কৃপা হইয়াছে, ভাগবতে যাঁহার অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি জন্মিয়াছে, ভক্তির কৃপায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় তিনিই ভাগবতের প্রকৃত রহস্যের উপলব্ধি পাইতে পারেন। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"

শ্রীবাসপণ্ডিতের সম্বন্ধে দেবানন্দপণ্ডিতের একটী ব্যাপার এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। "যে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ", সেই সময়ে "দৈবে একদিন তথা (দেবানন্দের গৃহে) গেলা শ্রীনিবাস। ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ॥ অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়। শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়॥ ভাগবত শুনিঞা কান্দয়ে শ্রীনিবাস। মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘনশ্বাস॥" শ্রীবাসের এই অবস্থা দেখিয়া "পাপিষ্ঠ পঢ়ুয়া বোলে—'হইল জঞ্জাল। পড়িতে না পারি ভাই! ব্যর্থ গেল কাল॥' সংবরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন।" তখন "পাপিষ্ঠ পঢ়ুয়া সব যুগতি করিয়া। বাহিরে এড়িল নিঞা শ্রীবাসে টানিয়া। দেবানন্দপণ্ডিতো না কৈল নিবারণ। গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ॥" ভাগবত-শ্লোক শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের এতাদৃশী অবস্থা কেন হইয়াছিল, ভক্তিহীন বলিয়া দেবানন্দপণ্ডিতও তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার শিষ্যগণও বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিলেন—এই লোকটী তাঁহার

১। "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ ভা. ১।৩।৪৫॥"

২। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্॥ ভা. ১।১।২॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রন্দনাদির দ্বারা তাঁহাদের পঠন-পাঠনের বিঘ্ন জন্মাইতেছিলেন। তাই পড়ুয়াগণ শ্রীবাসকে টানিয়া নিয়া বাহিরে রাখিয়া আসিলেন; অধ্যাপক দেবানন্দও তাঁহার শিষ্যগণকে এ-কার্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন না। শ্রীবাসপণ্ডিত তখন ছিলেন বাহ্যজ্ঞানহীন। "বাহ্য পাই দুঃখে শ্রীনিবাস গেলা ঘর॥" অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর সমস্তই জানিয়াছেন।

মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের পরে এই দিন যখন তিনি নগর-ভ্রমণ-উপলক্ষ্যে দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিলেন, তখন শ্রীবাসপণ্ডিতের সম্বন্ধে দেবানন্দের ও তাঁহার শিষ্যগণের পূর্ব-ব্যবহারের কথা প্রভুর স্মৃতিপথে উদিত হইল। তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবেশে প্রভু বলিলেন—"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলিয়ে তোমারে। তুমি এবে. ভাগবত পড়াও সভারে॥ যে শ্রীবাস দেখিতে গঙ্গার মনোরথ। হেন জন গেলা শুনিবারে ভাগবত॥ কোন্ অপরাধে তারে শিষ্য হাথাইয়া। বাড়ীর বাহিরে তারে এড়িলে টানিয়া॥ ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে। টানিঞা ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইসে? বুঝিলাঙ তুমি যে পড়াও ভাগবত। কোনো জন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত॥ * * *॥ শুনিয়া বচন দেবানন্দ বিপ্রবর। লজ্জায় রহিল, কিছু না করে উত্তর॥ ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর। দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজঘর॥" চৈ. ভা. মধ্য ২১শ॥ ৩১০-১২ পৃঃ॥

দেবানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্যদণ্ডও তাঁহার প্রতি প্রভুর এক কৃপাভঙ্গী। মঙ্গল-কামনা হইতেই বাক্যদণ্ডের উদয়। এই দিন প্রভু বাক্যদণ্ডরূপেই দেবানন্দের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন।

খ। কৃপার স্পষ্ট প্রকাশ

মহাপ্রভু যতদিন গৃহস্থাশ্রম-লীলা করিয়াছেন, ততদিন তাঁহার প্রতি দেবানন্দের বিশ্বাস ছিল না। যদিও দেবানন্দপণ্ডিত "আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্। ভাগবত-অধ্যাপনা বিনে নাহি আন॥ শান্ত-দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্ল্লোভ নির্ব্বিষয়। প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে নয়॥ তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস। বক্রেশ্বর-প্রসাদে সে কুবুদ্ধি-বিনাশ॥"

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখন একদিন যদৃচ্ছাক্রমে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। "বক্রেশ্বর পণ্ডিত—চৈতন্যের প্রিয়পাত্র। ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র॥ নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল। যাঁর নৃত্যে দেবাসুর—মোহিত সকল॥ অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার। বৈবর্ণ্য, আনন্দ-মূর্চ্ছা আদি যে বিকার॥ চৈতন্যকৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে। সকল আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে॥" এতাদৃশ বক্রেশ্বর দেবানন্দের ভাগ্যবশতঃ তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন এবং সে-স্থানে রহিলেন। তাঁহার তেজঃপূর্ণ কলেবর এবং কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাব দেখিয়া দেবানন্দ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে। আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে॥" বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে এবং তাঁহার মুখে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণের ফলে মহাপ্রভুতে দেবানন্দের বিশ্বাস জন্মিল। প্রভুর দর্শনের জন্য দেবানন্দের উৎকণ্ঠাও জন্মিল।

সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে একবার গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তখন কুলিয়া-গ্রামেও আসিয়াছিলেন। তখন প্রভুর নিকটে যাইয়া "দণ্ডবত দেবানন্দপণ্ডিত করিয়া। রহিলেন একভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া॥ প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষ হইলা। বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥ পূর্ব্ব তান যত কিছু ছিল অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥" প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর। অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥ বক্রেশ্বর পণ্ডিত—কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। সে-ই কৃষ্ণ পায়, যে তাঁহারে করে ভক্তি॥" প্রভুর কথা শুনিয়া দেবানন্দ করযোড়ে প্রভুর স্তব-স্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিলেন—আমার "তোমাতে হউক অনুরাগ।" দেবানন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—"মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ[১] লৈয়া। ভাগবত পঢ়াঙ আপনে অজ্ঞ হইয়া॥ কিবা বাখানিমু, পঢ়াইমু বা কেমনে। ইহা প্রভু! আজ্ঞা মোরে করিবা আপনে॥"

দেবানন্দের নিবেদন শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। "শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা। 'ভক্তি' বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা॥ আদ্য-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়। বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ বিশুদ্ধ অব্যয়॥ অনন্তব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি। মহা-প্রলয়েও যার থাকে পূর্ণশক্তি॥[২] মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।[৩] হেনভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥ ভাগবত-শাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে। তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে॥ যেনরূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার। আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা' সভার॥ এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়। আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥[৪] ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়। স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়।[৫] ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়। এই মত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ 'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।

১। সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ—সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত। ২। মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ বলিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত থাকে। ৩। যাঁহার চিত্তে মোক্ষ-বাসনা আছে, ভগবান্ তাঁহাকে মোক্ষই দান করেন, তাঁহার নিকট হইতে ভক্তিকে গোপন করিয়া রাখেন; কেন না, সেই ব্যক্তি ভক্তি-লাভের অযোগ্য। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ ভা. ৫।৬।১৮॥"

৪। মৎস্য-কূর্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ যেমন কাহারও সৃষ্ট বস্তু নহেন, পরন্তু নিত্য শাশ্বত, তাঁহারা যেমন কখনও কখনও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, আবার ব্রহ্মাণ্ড হইতে তিরোধান প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতও কাহারও রচিত নহেন, পরন্তু নিত্যসিদ্ধ বস্তু; কখনও কখনও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, আবার তিরোধান প্রাপ্ত হয়েন।

৫। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ব্যাসদেবের ভক্তিযোগের প্রভাবে অনাদিসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেবের জিহ্বায় স্ফূর্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে-ই নাহি বুঝে ভাগবতের প্রমাণ॥ অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ। ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন॥ প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।[১] যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ॥ বেদশাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস। তথাপি চিত্তের নাহি পাড়িল প্রকাশ॥ যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল। ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥ হেন গ্রন্থ পঢ়ি কেহো পড়য়ে সঙ্কটে। শুন বিপ্র! তোমারে কহিয়ে অকপটে। আদ্য-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে। ভক্তিযোগমাত্র বাখানিহ সর্ব্বমতে॥ তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।[২] সেইক্ষণে চিত্তবৃত্তে পাইব প্রসাদ॥ সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয়। বিশেষত ভাগবত—ভক্তি-রসময়॥ চল তুমি যাহ, অধ্যাপনা কর গিয়া। কৃষ্ণভক্তি—অমৃত সভারে বুঝাইয়া॥ * * *॥ দেবানন্দ-পণ্ডিতের লক্ষ্যে সভাকারে। ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে॥" চৈ. ভা. অন্ত্য ৩য়॥ ৪১৯-২২ পৃঃ॥

মহাপ্রভুর উপদেশের অনুসরণেই দেবানন্দ-পণ্ডিতের "ভাগবতে মহা-অধ্যাপক" নাম বাস্তব-সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

৫৩। শ্রীশচীমাতার উপলক্ষ্যে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব-প্রদর্শন

আপামর-সাধারণকে নির্বিচারে—কোনওরূপ অপরাধাদির বিচার না করিয়া—প্রেমভক্তি-দানের উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যতদিন তিনি প্রকট ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত নির্বিচারেই প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছেন এবং স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও বিতরণ করাইয়াছেন। তাঁহার প্রকট-কালে তাঁহার দর্শনমাত্রেই লোক "পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ" হইয়া প্রেম লাভ করিত; কিন্তু তাঁহার অন্তর্ধানের পরে দর্শনের সৌভাগ্য থাকিবে না বলিয়া পূর্বসঞ্চিত অপরাধাদি কর্মফল দূরীকরণের জন্য প্রেম-পাপক সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। সেই সময়ে বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন [১৬।৩-ক (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। যতদিন বৈষ্ণবাপরাধ থাকিবে, ততদিন প্রেমলাভ হইতে পারে না। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে প্রভু বৈষ্ণবাপরাধের কথা বলিয়াছেন বটে [১৬।৩-ক (১) অনু]; কিন্তু কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রকট-লীলায় বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন না করিয়া যদি

প্রাপ্ত হইয়া গত দ্বাপরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাগবত ব্যাসদেবের রচিত নহে, তাঁহার জিহ্বায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

১। শ্রীমদ্ভাগবতের এক-একটী স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের এক-একটী অঙ্গবিশেষ। এ-বিষয়ে প্রমাণ যথা—"পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ তৃতীয়-তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ। নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥ কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্। একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি যদ্দ্বাদশ এব ভাতি॥ তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্। অপার-সংসার-সমুদ্রসেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥" অঃ প্রঃ॥ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তি কর্তৃক প্রকাশিত ভক্তমাল গ্রন্থের ১৩৪—১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অঃ প্রঃ॥

২। শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিযোগমূলক ব্যাখ্যানব্যতীত অন্যরূপ ব্যাখ্যানে অপরাধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বত্রই তিনি নির্বিচারে প্রেমভক্তি দান করিতেন, তাহা হইলে পরবর্তী কালের লোক বৈষ্ণবাপরাধের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত; তাহাতে লোক জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা হইতে বঞ্চিত হইত। এজন্য পরমকরুণ মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলায় বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন—কেবল গোপাল-চাপালাদির উপলক্ষ্যেই নহে (১৭।৪২ খ-অনু), স্বয়ং শচীমাতার উপলক্ষ্যেও।

শচীমাতা জীবতত্ত্ব নহেন, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, যশোদা-দেবকীর মিলিত-স্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহা। কোনও অপরাধ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। বিশেষতঃ, তিনি নির্বিচারে প্রেমদাতা গৌরসুন্দরের মাতা। তাঁহাতে প্রেমের অভাব নাই, পূর্ণতম শুদ্ধ-বাৎসল্যপ্রেম অনাদি কাল হইতেই তাঁহাতে নিত্য-বিরাজিত। তথাপি জীব-শিক্ষার জন্য, জগতের জীবকে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব-প্রদর্শনের জন্য, বৈষ্ণবাপরাধের ছল ধরিয়া প্রভু তাঁহাকেও প্রেম দিতে সম্মত হইলেন না। "ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো।" সেই প্রসঙ্গ কথিত হইতেছে। চৈ. ভা. মধ্য ২২শ॥ ৩১৪-১৮ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিষ্ণুখট্টার উপরে বসিয়া শালগ্রামশিলা-সমূহ কোলে করিয়া নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকলকে ভক্তিযোগ বিলাইতে লাগিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রভুকে বলিলেন—"গোসাঞি। আইরে দেয়াব ভক্তি সভে এই ঠাঞি॥" আই শচীমাতার ভক্তির অভাব না থাকিলেও প্রভুর প্রেরণাতেই শ্রীবাস একথা বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—শ্রীবাস। এমন কথা বলিও না। "তাঁরে নাহি দিমু প্রেমভক্তির বিলাস॥ বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ। অতএব তান হৈল প্রেমভক্তি-বাধ॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন—"এ-কথায় প্রভু! দেহত্যাগ সভাকার॥ তুমি হেন পুত্ত্র যার গর্ভে অবতার। তাঁর কি নহিব প্রেমযোগে অধিকার॥ সভার জীবন আই—জগতের মাতা। মায়া ছাড়ি প্রভু! তানে হও ভক্তিদাতা॥ তুমি যাঁর পুত্ত্র প্রভু!—সে সর্ব্বজননী। পুত্ত্র-স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥ যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ। তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥"

তখন প্রভু বলিলেন—"উপদেশ কহিতে সে পারি। বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥ যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার। পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নারে আর॥ দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে। তুমি দেখ জান, ক্ষয় হইল কেমনে॥ নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ। নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ। অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়। হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্যের নিকটে যাইয়া সমস্ত বিবরণ বলিয়া শচীমাতাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে কৃষ্ণবশ। কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তি-রস॥” এই উক্তির প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের একটী উক্তিরও উল্লেখ করিলেন। “ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা॥ ভা. ১১।১৪।২০॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—হে উদ্ধব! মদ্‌বিষয়িণী উর্জিতা (শক্তিসম্পন্না) ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে,—যোগ, সাংখ্য, ধর্ম (কর্ম), বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং ত্যাগও (সন্ন্যাসও) সেইরূপ বশীভূত করিতে পারে না॥”

হরিনামে অর্থবাদ-কল্পনা একটী নামাপরাধ [১৬।৩-ক (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। নামে অর্থবাদের কথা শ্রবণও যে সাধকের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর, মহাপ্রভু তাহাই এ-স্থলে জানাইয়া গেলেন।

৫৫। অদ্ভুত আম্রবৃক্ষের প্রকটন (৭।৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

নিম্নলিখিত লীলাগুলির কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে—বনমালী বিপ্রের নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপ-প্রকটন—৫।৬ ক (৪) অনুচ্ছেদে, ভক্তগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপ-প্রকটন—৫।৬ ক (৫) অনুচ্ছেদে, বলরামের রূপ-প্রকটন—৫।৬ ক (৯) অনুচ্ছেদে এবং মৎস্য-কূর্ম-বামনাদি রূপের প্রকটন—৫।৬ ক (১৩) অনুচ্ছেদে।

৫৬। দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা

নবদ্বীপে এক জন ব্রহ্মচারী ছিলেন—তপস্যাপরায়ণ, পরমসাধু, নিষ্পাপ; তিনি অন্নাদি আহার করিতেন না, কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। শ্রীবাসগৃহে প্রভুর নৃত্য দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত লোভ জন্মিয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু দ্বার রুদ্ধ করাইয়া কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গেই নৃত্যকীর্তন করিতেন, অপর লোকের প্রবেশে নিষেধ ছিল। প্রভুর নৃত্য দর্শনের জন্য লুব্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী বিপ্র শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকটে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া নৃত্যস্থলে প্রবেশাধিকার যাচ্ঞা করিতেন। কিন্তু প্রভুর নিষেধ ছিল বলিয়া পণ্ডিত সম্মত হইতেন না। ব্রহ্মচারী পুনঃপুনঃ শ্রীবাসের নিকটে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করায়, শ্রীবাসপণ্ডিতও বিপ্রের নিষ্পাপতা ও ব্রহ্মচর্যাদির কথা বিবেচনা করিয়া এক দিন তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া গোপনে অবস্থান করিতে দিলেন। সর্বান্তর্যামী প্রভু তাহা জানিলেও “রহিয়া রহিয়া” বলিতে লাগিলেন—“আজি কেন প্রেমযোগ না পাঙ নির্ভর॥ কেহ কি আসিয়া আছে বাড়ীর ভিতরে। কিছু নাহি বুঝোঁ, সত্য কহ দেখি মোরে॥” তখন ভীত হইয়া শ্রীবাস বলিলেন—“পাষণ্ডীর ইথে প্রভু! নাহি আগমন॥ সবে এক ব্রহ্মচারী—বড় সুব্রাহ্মণ। সর্ব্বকাল পয়ঃপান—নিষ্পাপ জীবন॥ দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁর বড়। নিভৃতে আছয়ে প্রভু! জানিয়াছ দড়॥”

শ্রীবাসের কথা শুনিয়া প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—“ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া কর॥ মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি। পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি॥" ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অঙ্গুলি দেখাইয়া প্রভু আরও বলিলেন—"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায়। চণ্ডালেহো মোহার শরণ যদি লয়। সেহো মোর, মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়॥ সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ। সেহো মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন॥ গজেন্দ্র-বানর-গোপ কি তপ করিল। বোল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল॥ অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার। বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥"

ব্রহ্মচারী গোপন-স্থান হইতে প্রভুর সমস্ত কথা শুনিয়াছেন; অত্যন্ত ভীত হইয়া তিনি সে-স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এই মোর ভাগ্য বড় যে কিছু দেখিলুঁ। অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইলুঁ॥ অদ্ভুত দেখিলুঁ নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দন। অপরাধ অনুরূপ পাইলুঁ তর্জ্জন॥" সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ব্রহ্মচারীর মনোভাব জানিতে পারিয়া "ডাকিয়া আনিয়া পুন করুণাসাগর। পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক-উপর॥", আর বলিলেন—"তপস্যা করিতেছ বলিয়াই যে কৃতার্থ হইয়াছ, তাহা মনে করিও না। 'বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' জানহ কেবল॥" ব্রহ্মচারীর প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া ভক্তগণ পরমানন্দে "হরি হরি" বলিতে লাগিলেন। চৈ. ভা. মধ্য ২৩শ॥ ৩২০-২১ পৃঃ॥

দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারীর উপলক্ষ্যে প্রভু জগতের জীবকে জানাইলেন—কেবলমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, নিষ্পাপজীবন, বা অন্নাদি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ফলমূল আহার, বা কেবল দুগ্ধ-পানাদি দ্বারাই কেহ ভক্তির কৃপা লাভ করিতে পারে না। ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই ভক্তির কৃপা হইতে পারে।

৫৭। কাজীর প্রতি কৃপা (৮।১৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ও

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনায় বিশ্বরূপ-প্রকটন (৭।৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৫৮। শ্রীবাসপণ্ডিতের দুঃখী-নাম্নী দাসীর প্রসঙ্গ

শ্রীবাস-গৃহে "নিরবধি করে প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তন। আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে অনুক্ষণ॥ নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজনামাবেশে। হুঙ্কার করিয়া ক্ষণে মহা অট্ট হাসে॥ প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়। ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায়॥ প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত। নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত॥ বাহ্য হৈলে বৈসেন সকলগণ লৈয়া। কোন দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া॥ কোন দিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে। ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্বভক্তগণে॥ যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হয়ে। ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বহে॥ ক্ষণেকে দেখিয়া নৃত্য সজল-নয়নে। পুনঃপুন গঙ্গাজল বহি বহি আনে॥ সারি করি চতুর্দ্দিকে এড়ে কুম্ভগণ।"

প্রভুর আনন্দ-নৃত্য-কালে ভাগ্যবতী "দুঃখী" প্রভুর স্নানের জন্য গঙ্গাজল আনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনিয়া সারিবদ্ধ করিয়া জলপূর্ণ কুম্ভগুলি প্রতিদিন সাজাইয়া রাখিতেন। প্রভুর বাহ্যস্ফূর্তি হইলে একদিন প্রভু সারিবদ্ধ পূর্ণকুম্ভগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রীবাসপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জন আনে?" পণ্ডিত বলিলেন—"প্রভু। 'দুঃখী' বহি আনে॥" শুনিয়া ভক্তবৎসল পরম-করুণ প্রভু বলিলেন—ইঁহাকে "সুখী'—করি বোল সর্ব্বজনে॥ এ-জনের 'দুঃখী'-নাম কভু যোগ্য নহে। সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়ে॥" 'দুঃখী' ছিলেন শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহদাসী। তাঁহার প্রতি প্রভুর এতাদৃশী করুণা দেখিয়া ভক্তগণ প্রেমানন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। তদবধি সেই ভাগ্যবতী "দুঃখীর" প্রতি "দাসীবুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায়॥"

এই প্রসঙ্গে প্রভু জগতের জীবকে জানাইলেন—"প্রেমযোগে সেবা করিলে সে কৃষ্ণ পাই। মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥ কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে। প্রেমযোগে ভজিলে যে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে॥" দুঃখী ছিলেন দাসী; তাঁহার বিদ্যা, কুলাদি কিছুই ছিল না; তাঁহার একমাত্র সৌভাগ্য ছিল শ্রীবাসপণ্ডিতের ন্যায় পরম-ভাগবতের সেবা, তাহার ফলেই প্রীতির সহিত প্রভুর স্নানজল আনয়নের সৌভাগ্য। অভিমানের কোনও বস্তুই তাঁহার ছিল না, বিদ্যাকুলাদির কোনও অভিমান তিনি চিত্তে পোষণও করিতেন না। "দাসী হৈয়া যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল। বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥ কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা। যাঁর দাস-দাসীর প্রসাদের নাহি সীমা॥" চৈ. ভা. মধ্য ২৫শ॥ ৩৪৬-৪৭ পৃঃ॥

৫৯। শ্রীবাসপুত্রের দেহত্যাগ-প্রসঙ্গ। ৯।৪ ঘ (৫)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬০। সন্ন্যাসের সূচনা

মানবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া একদিন প্রভু ঘরে বসিয়া "গোপী গোপী" জপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক বহির্মুখ পঢ়ুয়া আসিয়া প্রভুকে উপদেশ দিলে প্রভু যে তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া তাড়না করিয়াছিলেন, সেই পঢ়ুয়া পলাইয়া যাইয়া তাঁহার সমচিত্ত পঢ়ুয়াদের নিকটে যাইয়া যে প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সর্বত্র প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য প্রভু যে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্কল্পের কথা যে ভক্তদের নিকটেও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভক্তদের চিত্তে দুঃখ উপস্থিত হওয়ায় প্রভু যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, লোকপরম্পরা প্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্কল্পের কথা জানিয়া শচীমাতাও যে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রভু যে মাতাকেও সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগের দিনে দিবাভাগে শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে প্রভু যে গৃহত্যাগের কথা জানাইয়াছিলেন, তৎসমস্ত বিবরণ এবং কেশবভারতীর নবদ্বীপে আগমনের কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে (৯।৩ ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর গৃহত্যাগের দিনের ঘটনা এবং গৃহত্যাগের কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে (৯।৩ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৬১। গৃহস্থের প্রতি শিক্ষা

প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলায় নিজের আচরণের দ্বারা এবং অন্যসময়েও উপদেশাদি দ্বারা মহাপ্রভু গৃহস্থের আচরণ-বিষয়ে অনেক শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন।

গৃহস্থাশ্রমে প্রভু সর্বাগ্রে প্রাতঃস্নান করিয়া তুলসীসেবা-তুলসী-পরিক্রমা করিতেন এবং বিষ্ণুপূজা করিতেন ; তাহার পর অধ্যাপনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাদ্বারা প্রভু জানাইলেন, দিবসের প্রথমাংশ পারমার্থিক কার্যে নিয়োজিত করাই সঙ্গত, তাহার পরে অন্য কার্যে রত হওয়া উচিত। তাহাতে গৃহস্থের অন্য বিষয়-কার্যও পারমার্থিকতার গন্ধে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আতর হাতে মাখিয়া অন্যবস্তু স্পর্শ করিলে অন্যবস্তুতেও আতরের গন্ধ লাগিতে পারে। গৃহস্থের পক্ষে অতিথিসেবা, বৈষ্ণব-সেবাদির আদর্শও প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আচরণে বৈষ্ণব-গৃহিণীদের কর্তব্যের আদর্শও দৃষ্ট হয়।

পিতৃবিয়োগাদিতে শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধাদির কর্তব্যতার এবং গয়াতে বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিণ্ডদানাদির আদর্শও প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে যে এ-সমস্ত করণীয়, তাহাই প্রভু শিক্ষা দিয়া গেলেন।

গৃহস্থের বিবাহাদি-কার্যেও যথাবিহিত শাস্ত্রীয়-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের এবং নির্দোষ স্ত্রী-আচারাদির অনুসরণের আদর্শও মহাপ্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন। শচীমাতার প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গে একাদশীব্রত-পালনের কথাও প্রভু বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অতিথি-সেবাও যে গৃহস্থের কর্তব্য, নিজের আচরণের দ্বারা প্রভু তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন।

অধ্যয়ন-কালেও যে সদাচার রক্ষা করা কর্তব্য, কপালে তিলকহীন কোনও বিদ্যার্থী অধ্যয়নের জন্য আসিলে, তিলক-ধারণপূর্বক সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া প্রভু তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীহরিনাম-কীর্তন যে সকল অবস্থাতেই কর্তব্য, পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে প্রভু তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপন-কালে প্রভু কিছু কিছু ঔদ্ধত্য-প্রকটন করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহার তাৎপর্য হইতেছে ঔদ্ধত্যের নিষেধ। ঔদ্ধত্য-প্রকাশ করিলে যে সজ্জনগণের নিকটে নিন্দিত হইতে হয়, তাহাই প্রভু জানাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর অন্তরের ভাব ছিল কিন্তু বিনয়। অপরের সম্বন্ধে প্রভু যখন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন, তখনও শ্রীবাসপণ্ডিতাদি সজ্জনগণের দর্শন পাইলে সশ্রদ্ধভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন ; শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য তাঁহারা উপদেশ দিলে তিনি তাহা শিরোধার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন এবং তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেন। এ-সমস্ত আচরণই তাঁহার চিত্তস্থিত বিনয়ের পরিচায়ক। দিগ্‌বিজয়ীর সহিত বিচার-প্রসঙ্গেও প্রভু তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। দিগ্‌বিজয়ী-প্রসঙ্গে প্রভু এইরূপ শিক্ষাও দিয়া গিয়াছেন যে—প্রতিপক্ষের সহিত শাস্ত্রীয়-বিচার-কালেও বিনয় ও নম্রতা সর্বতোভাবে রক্ষা করিবে, যাহাতে প্রতিপক্ষের মর্যাদাহানি হইতে পারে, তদ্রূপ কোনও আচরণই করিবে না; অথচ শাস্ত্র-বিহিত সত্যের মর্যাদাও রক্ষা করিবে। প্রকৃত সত্য যাহা, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করাই কর্তব্য। বিষ্ণুপুরাণও একথা বলিয়া গিয়াছেন। "শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্॥ ৩।১২।৪৭॥—অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও হিতবাক্য বলাই শ্রেয়ঃ।" যাহা সত্য, তাহাই হিতবাক্য। অপ্রিয় হইলেও হিতবাক্য-কথনে অপরের উপকার হইতে পারে। আবার অপ্রিয় বলিয়া হিতবাক্য, সত্যবাক্য-প্রকাশে বিরত থাকিলে সত্যের প্রতি অমর্যাদা-প্রদর্শিত হয়, ক্রমশঃ সত্যের প্রতি নিষ্ঠাও তিরোহিত হইতে থাকে; অপরের পক্ষেও সত্যবস্তু জানা সম্ভব হয় না।

প্রভু নিজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জানাইয়া গেলেন যে, শ্রীগুরুদেবের চরণে শরণ লইয়া পারমার্থিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া গৃহস্থ-লোকেরও কর্তব্য, তাহাতেই মানব-জন্মের সার্থকতা। দীক্ষার পরে যথাযথ ভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান, বৈষ্ণব-সেবা, বৈষ্ণবসঙ্গ, ভক্তদের সঙ্গে নামকীর্তনাদি অবশ্য কর্তব্য। চিত্তকে সর্বদা ভক্তিভাবে বিভাবিত করিয়া রাখার প্রয়াসই শ্রেয়ঃ; গৃহস্থ তাঁহার সংসারকে শ্রীকৃষ্ণের সংসার মনে করিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চেষ্টা করিবেন। কৃষ্ণবিষয়েরই প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত, ব্যবহারিক বিষয়ের প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত নহে। ভক্তের কৃপায়, ভগবানের কৃপায়, যিনি এই ভাবে সংসার করিতে পারেন, তাঁহার সংসার বাস্তব-সুখে সুখময় হইয়া উঠিতে পারে, সাংসারিক লোকের দুঃখ-সমূহ তাঁহার চিত্তকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।

নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ বসু ও সত্যরাজখান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।", তখন প্রভু বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-সেবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ চৈ. চ. ২।১৫।১০৪-৫॥"

খন্দবাসী পরমভাগবত শ্রীমুকুন্দ-সম্বন্ধে প্রভু ভক্তগণের নিকটে বলিয়াছিলেন—"শুন মুকুন্দের প্রেম। নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম, যেন দগ্ধহেম॥ বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহোঁ করে রাজসেবা। অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কে বা॥ চৈ. চ. ২।১৫।১১৯-২০॥" তাঁহার গুণ-কীর্তন করিয়া প্রভু মুকুন্দকে বলিয়াছিলেন—"তোমার যে কার্য্য—ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন॥ চৈ. চ. ২।১৫।১৩০॥" গৃহস্থের কিছু টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়। শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া গৃহস্থের কি ভাবে ধনোপার্জন করা কর্তব্য, প্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন—"ধর্মে ধন উপার্জন করিবে, অর্থাৎ ধর্মপথে থাকিয়া, ধর্মকে রক্ষা করিয়া, সাধন-ভজনের অনুকূলভাবে বা অপ্রতিকূল ভাবে ধন উপার্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে।” ধর্মের নামে ব্যবসায় করিয়া, ভজনাঙ্গকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া, যে ধন উপার্জন, তাহাকে “ধর্মে ধন উপার্জন” বলা যায় না। কেননা, ইহা ভক্তিবিরোধী; যেহেতু, ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতির বাসনা থাকিলেই, ধনোপার্জনাদির বাসনারূপ অন্য বাসনা না থাকিলেই, তাহা হইবে শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান।

গৃহস্থের যে কিছু সঞ্চয়ের প্রয়োজন, বাসুদেবদত্তের উপলক্ষ্যে প্রভু তাহাও জানাইয়াছেন। নীলাচলে একদিন প্রভু শিবানন্দসেনকে বলিলেন—“বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥ পরম উদার ইঁহো, যে দিনে যে আইসে। সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে॥ গৃহস্থ হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়। সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ না হয়॥ ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমার স্থানে। সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥ চৈ. চ. ২।১৫।৯৪-৯৭॥”

এইরূপে দেখা গেল, গৃহস্থ-বৈষ্ণবের জন্যও মহাপ্রভু অনেক শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে মহাপ্রভুর শেষ লীলার কথা বলা হইতেছে।

শেষ লীলা (সন্ন্যাস হইতে অন্তর্ধান পর্যন্ত। ৬২-৬৯ অনুচ্ছেদ)।

৬২। সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতে শান্তিপুরে আগমন পর্যন্ত লীলা

গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় গমনপূর্বক মহাপ্রভু ১৪৩১ সালের মাঘ মাসের শেষ তারিখে কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তৎপর দিন বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া তিন দিন তিন রাত্রি রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন, এবং শ্রীনিত্যানন্দ কৌশলে প্রভুকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আনয়ন করেন। এ-স্থলে নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত এবং শচীমাতার সহিতও প্রভুর মিলন হয়। দশদিন শান্তিপুরে অবস্থানপূর্বক প্রভু নীলাচলে যাত্রা করেন। এ-সমস্ত বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে (৯।৩ খ-ঙ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৬৩। নীলাচলের পথে

শান্তিপুর হইতে প্রভু নীলাচলের পথে চলিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দদত্ত—এই চারিজন প্রভুর সঙ্গী (চৈ. চ. ২।৩।২০৬)। এই চারি জনের সঙ্গে প্রভু কৃষ্ণকীর্তন-কুতূহলে গঙ্গার তীরে তীরে ছত্রভোগের পথে নীলাচলে চলিয়াছেন। উৎকল-দেশে প্রবেশ করিয়া একদিন এক দেবালয়ে সঙ্গীদিগকে বসাইয়া প্রভু নিজেই ভিক্ষার জন্য বাহির হইলেন। প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম বস্তু লইয়া প্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সঙ্গিগণ “ভিক্ষাদ্রব্য দেখি সভে লাগিলা হাসিতে। সভেই বোলেন—প্রভু পারিবা পোষিতে॥ সন্তোষে জগদানন্দ করয়ে রন্ধন। সভার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন॥ চৈ. ভা. অন্ত্য ২য়॥ ৩৮৬ পৃঃ॥” প্রভু চলিয়াছেন, “পথে বড় বড় দানী, বিঘ্ন নাহি করে। তাসভারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে॥ চৈ. চ. ২।৪।১১॥” রেমুণাতে শ্রীগোপীনাথের পরম-মনোহর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবিগ্রহ আছেন; তাঁহার পাদপদ্মের নিকটে প্রভু প্রণাম করিলেন, গোপীনাথের পুষ্পচূড়া প্রভুর মাথায় পড়িল। প্রভু পরমানন্দে ভক্তগণকে লইয়া বহুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। লৌকিকী লীলায় মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মুখে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর এবং শ্রীগোপীনাথের সম্বন্ধে যে বিবরণ শুনিয়াছিলেন, ভক্তগণের নিকটে প্রভু তাহা বলিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার চতুর্থ-পরিচ্ছেদে এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ক। রেমুণাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর ও শ্রীগোপীনাথ-কর্তৃক ক্ষীরচুরির প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু। কৃষ্ণপ্রেমে ভরপূর। তাঁহার কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ছিলেন কায়মনোবাক্যে অযাচক—যাচ্ঞার জন্য কাহারও গৃহে যাইতেন না, মুখেও কাহারও নিকটে যাচ্ঞা করিতেন না, কেহ তাঁহাকে কিছু ভিক্ষা দিবেন—এইরূপ ভাব মনেও পোষণ করিতেন না। অযাচিতভাবে গব্যদ্রব্য কিছু পাইলে তাহা আহার করিতেন, না পাইলে উপবাসী থাকিতেন। তাঁহার চিত্ত "প্রেমামৃতে তৃপ্ত,—ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি বাধে॥" এক সময়ে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া "ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি-গোবর্দ্ধন॥ প্রেমে মত্ত—নাহি তাঁর দিবা-রাত্রি জ্ঞান। ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে—নাহি স্থানাস্থান॥ শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি। স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥" এমন সময় এক গোপাল-বালক এক ভাণ্ড দুগ্ধ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"পুরী! এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান। মাগি কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান?"

বালকের সৌন্দর্য দেখিয়া এবং মধুর বাক্য শুনিয়া পুরীগোস্বামী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরীভূত হইল। তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি, কাহাঁ তোমার বাস? কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস?" তখন বালক বলিলেন—"গোপ আমি, এই গ্রামে বসি। আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥ কেহো মাগি খায় অন্ন, কেহো দুগ্ধাহার। অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার॥ জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা। স্ত্রী-সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা॥" তাহার পরে বালক বলিলেন—"গো-দোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব। আর বার আসি আমি এই ভাণ্ড লৈব॥" এ-কথা বলিয়া বালক চলিয়া গেলেন, পুরীগোস্বামী তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না।

পুরীগোস্বামী বিস্মিত হইলেন। "কে এই বালক? কিরূপেই বা আসিলেন? কিরূপেই বা হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন?" যিনি আসিয়াছিলেন, ভঙ্গীতে তিনি তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন—তিনি গোপ, "অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার॥" কিন্তু তাঁহারই মায়ায় কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্র পুরীগোস্বামী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরীগোস্বামী "দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল। বাট[1] দেখে, সেই বালক পুন না আইল॥ বসি নাম লয় পুরী, নিদ্রা নাহি হয়। শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল—বাহ্যবৃত্তি লয়॥ স্বপ্ন দেখে—সেই বালক সম্মুখে আসিয়া। এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া॥ কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—আমি এই কুঞ্জে রই। শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে বড় দুঃখ পাই॥ গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে। পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে॥ এক মঠ করি তাহাঁ করহ স্থাপন। বহু শীতল জলে আমা করাহ স্নপন॥ বহু দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ—। কবে মাধব আসি আমা করিবে সেবন॥ তোমার প্রেমবশে সেবা করি অঙ্গীকার। দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥ শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধন-ধারী। বজ্রের[2] স্থাপিত আমি—ইহাঁ অধিকারী॥ শৈল-উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া। ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া॥ সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে॥ ভাল হৈল আইলা, আমা কাঢ় সাবধানে॥"

এ-সকল কথা বলিয়া বালক অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। পুরীগোস্বামী জাগ্রত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে। এতবলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥ ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর। আজ্ঞা পালন লাগি হইলা সুস্থির॥"

প্রাতঃস্নান করিয়া পুরী গ্রামের মধ্যে গিয়া সকল লোককে একত্র করিয়া বলিতে লাগিলেন—"গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী। কুঞ্জে আছেন, চল তাঁরে বাহির যে করি॥ অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ—নারি প্রবেশিতে। কুঠার কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥"

পুরীর কথা শুনিয়া গ্রামবাসী লোকগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে চলিলেন এবং "কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে॥ ঠাকুর দেখিল—মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত। দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত॥ আবরণ দূর করি করিলা বিদিতে। মহা ভারি ঠাকুর—কোহো নারে চালাইতে॥ মহামহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া। পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥ পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল। বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল॥"

ব্রজবাসিগণের আনন্দের সীমা নাই। "নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত॥ কেহো গায়, কেহো নাচে—মহোৎসব হৈল। অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল যত গ্রাম হৈতে। ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি কতে॥ তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।" নূতন ঘটে করিয়া ব্রাহ্মণগণ গোবিন্দকুণ্ড হইতে জল আনিলেন। পুরীগোস্বামী গোপালের অভিষেক করিতে লাগিলেন। "অঙ্গ-মলা দূর করি করাইল স্নপন। বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥ পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া। মহাস্নান করাইল শতঘট দিয়া॥ পুন তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ। শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন॥ শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল। চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল॥ ধূপ-দীপ করি নানা-ভোগ লাগাইল।

১। বাট—পথ। ২। বজ্র—শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল॥ সুবাসিত জল নব্যপাত্রে সমর্পিল। আচমন দিয়া পুন তাম্বুল অর্পিল॥ আরতি করিয়া কৈল বহুত স্তবন। দণ্ডবৎ করি কৈল আত্মসমর্পণ॥"

গ্রাম হইতে প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল, গোধূমচূর্ণ, দালি-প্রভৃতি আসিল, কুম্ভকারের গৃহ হইতে বহু মৃৎপাত্রও আসিল। গোপালের মধ্যাহ্ন-ভোগের জন্য ব্রাহ্মণগণ রান্না করিতে লাগিলেন—বহু উপকরণ—অন্ন, রুটি, নানাবিধ ব্যঞ্জন, বড়া, বড়ি, দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী, পায়স, মথনী ইত্যাদি। "নববস্ত্র পাতি তাতে পলাসের পাত। রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥ তার পাশে রুটি-রাশি উপপর্ব্বত হৈল। সুপ-ব্যঞ্জন সব চৌদিকে ধরিল॥" এই রূপে অন্নকূট সজ্জিত হইল। "দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার। পূর্ব্ব অন্নকূট[১] যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥" সমস্ত উপকরণ "পুরীগোস্বামী গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥ অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।" তারপর "আচমন দিয়া দিল বিড়ার[২] সঞ্চয়। আরতি করিল—লোকে করে জয় জয়॥ শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া। নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া। তৃণটাটি দিয়া চারিদিক আবরিল। উপরেহ এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল॥"

গোপালের আবির্ভাবের কথা শুনিয়া অন্য গ্রাম হইতেও বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পুরীগোস্বামীর আদেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই গোপালের প্রসাদ ভোজন করান হইল।

দিনশেষে গোপালের শয্যোত্থান করাইয়া "কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥" রাত্রিকালে গোপালের শয়ন দিয়া সমস্ত দিনের পরে "পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্যভোজন।"

এইভাবে দিনের পর দিন গোপালের সেবা চলিতে লাগিল। নানাস্থান হইতে লোকগণ আসিয়া মহোৎসব করিতে লাগিলেন। "মথুরার লোকসব বড় বড় ধনী। ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি॥ স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার। অসংখ্য আইসে নিত্য—বাঢ়িল ভাণ্ডার॥ এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির। কেহো পাকভাণ্ডার কৈল কেহো ত প্রাচীর॥ একৈক ব্রজবাসী একৈক গাভী দিল। সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥"

কিছুদিন পরে "গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ। পুরীগোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন॥ সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল। রাজসেবা হয়, পুরীর আনন্দ বাঢ়িল॥"

এই ভাবে দুই বৎসর সেবার পরে একদিন শ্রীগোপাল স্বপ্নযোগে পুরীগোস্বামীকে দর্শন দিয়া বলিলেন—"পুরী! আমার তাপ নাহি যায়। মলয়জ চন্দন লেপ—তবে সে জুড়ায়॥ মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে। অন্য হৈতে নহে—তুমি চলহ ত্বরিতে॥" স্বপ্নে গোপালের কৃপাদেশ পাইয়া পুরী প্রেমাবিষ্ট হইলেন; গোপালের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া

১। পূর্ব্বঅন্নকূট—গতদ্বাপরে গোবর্ধনযজ্ঞে যে অন্নকূট হইয়াছিল, তাহা।
২। বিড়া—পানের খিলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলাচলের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে দস্যু-তস্করের উৎপাত, পথকরের ঝঞ্ঝাট; পুরী কিন্তু কপর্দকহীন। তথাপি সে-সব চিন্তা তাঁহার নাই। গোপালের আদেশ-প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর হইয়া তিনি চলিলেন। চলিতে চলিতে তিনি গৌড়দেশে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শনে অদ্বৈতাচার্য অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

শান্তিপুর হইতে চলিতে চতিতে পুরীগোস্বামী রেমুণাতে আসিয়া উপনীত হইলেন। "রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন। তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥ নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা। কাহাঁ কাহাঁ ভোগ লাগে—ব্রাহ্মণে পুছিলা॥" সেবার সৌষ্ঠব দেখিয়া পুরীগোস্বামী অনুমান করিয়াছিলেন—এ-স্থানে গোপীনাথের অতি উত্তম ভোগ হয়। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "যৈছে ইহাঁ ভোগ লাগে—সকলি পুছিব। তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব॥" পুরীগোস্বামী গোপালগত-প্রাণ। এ-স্থানে অতি উপাদেয় কোনও বস্তু গোপীনাথের ভোগে দেওয়া হয় জানিতে পারিলে, সেই বস্তু প্রস্তুত করার বিবরণ জানিয়া ঠিক সেই ভাবে সেই বস্তু প্রস্তুত করিয়া তাঁহার প্রাণ-গোপালের ভোগে দেওয়ার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। এজন্য তিনি গোপীনাথের সেবক-ব্রাহ্মণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন—গোপীনাথের ভোগে কি কি দ্রব্য দেওয়া হয়। সেই ব্রাহ্মণ ভোগের বিবরণ বলিতে বলিতে অবশেষে বলিলেন—"সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—অমৃতকেলি নাম। দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥ 'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি প্রসিদ্ধি যাহার। পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর॥"

ব্রাহ্মণের কথা "শুনি পুরীগোসাঞি কিছু মনে বিচারিল॥ অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই। স্বাদ জানি, তৈছে ক্ষীর গোগালে লাগাই॥" এই কথা মনে উদিত হওয়া মাত্রেই পুরীগোস্বামী লজ্জিত হইয়া বিষ্ণুস্মরণ করিলেন, "ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল, তাতে মানে অপরাধ।"

তখন পুরীগোস্বামীর মনে বোধ হয় এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। "আমি না কায়মনোবাক্যে অযাচক? দেখিতেছি, ইহা আমার বৃথা অভিমান মাত্র। এক্ষণেই তো আমার মনে ক্ষীর-যাচ্ঞার কথা উঠিয়াছে। ধিক্ আমাকে। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে ভোগবাসনা বিরাজিত। সাধুর বেশ ধরিয়া কখনও কখনও চোরও গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। গোপালের ভোগবাসনার আবরণে আমার প্রচ্ছন্ন-ভোগবাসনাই বোধ হয় জাগ্রত হইয়া উঠিল। ধিক্ আমাকে।" এইরূপ ভাবিয়া পুরীগোস্বামী তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। "যদিই বা অযাচিতভাবে ক্ষীর আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমার প্রচ্ছন্ন ভোগবাসনা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে"—এইরূপ ভাবিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ হয় সে-স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি নিকটবর্তী গ্রামের শূন্যহাটে আসিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিক সাধকের কি অপূর্ব সতর্কতা॥

এদিকে গোপীনাথের ক্ষীরভোগ লাগাইয়া গোপীনাথের শয়ন দিয়া পূজারী নিজের গৃহে যাইয়া শয়ন করিয়াছেন। ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগোপীনাথ স্বপ্নে পূজারীকে দর্শন দিয়া বলিলেন—"উঠহ পূজারী। দ্বার করহ মোচন। ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥ ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়। তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায়॥ মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া। তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥"

পূজারীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্নান করিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই গোপীনাথের ধড়ার আঁচলের অন্তরালে একভাণ্ড ক্ষীর রহিয়াছে। পূজারী সেই ক্ষীর লইয়া স্থান লেপিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া বাহির হইলেন এবং "হাটে হাটে" মাধবপুরীকে খুঁজিতে লাগিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ক্ষীর লহ এই, যার নাম মাধবপুরী। তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥ ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে। তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥"

কি অদ্ভুত ভক্তবাৎসল্য। এই ব্যাপার হইতে রেমুণার শ্রীগোপীনাথ "ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ"-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

পূজারীর কথা শুনিয়া পুরীগোস্বামী নিজের পরিচয় দিলেন। ক্ষীরভাণ্ড দিয়া পূজারী তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। "শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী।" তাঁহার প্রেম-চেষ্টা দেখিয়া পূজারী বিস্মিত হইলেন—"কৃষ্ণ যে ইঁহার বশ—হয় যথোচিত।" তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পূজারী চলিয়া গেলেন।

তখন পুরীগোস্বামী প্রেমাবেশে ক্ষীর ভোজন করিলেন; ক্ষীর-পাত্রটী প্রক্ষালন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং স্বীয় বহির্বাসে বাঁধিয়া রাখিলেন। ইহার পরে তিনি "প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ। খাইলে প্রেমাবেশ হয়—অদ্ভুত কথন॥" মৃৎপাত্রের মধ্যেও গোপীনাথের অধরসুধা প্রবেশ করিয়াছে; তাই মৃৎপাত্রের টুকরা-ভক্ষণে পুরীগোস্বামীর প্রেমাবেশ।

পুরীগোস্বামী বিবেচনা করিলেন—"গোপীনাথ আমার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছেন; পূজারীর মুখে বহুলোক আজ রাত্রিতেই তাহা শুনিয়াছে, রজনী প্রভাত হইলে আরও অনেক লোক শুনিবে। তখন কল্য বহু লোক আমাকে দেখিতে আসিবে এবং আমার মহিমা কীর্তন করিবে। এখানে থাকিলে আমাকে নিজের মহিমার কথা, আমার প্রতিষ্ঠার কথা, শুনিতে হইবে। সুতরাং এ-স্থানে আমার থাকা সঙ্গত নহে, এই রাত্রিতেই আমাকে এই স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে।" এ-সমস্ত ভাবিয়া পুরীগোস্বামী গোপীনাথের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ করিয়া রাত্রিশেষে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—প্রতিষ্ঠার ভয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরীগোস্বামী চলিতে চলিতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং "জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥ প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়। জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায়॥"

"শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়াছেন"—নীলাচলবাসী সকলেই তাহা জানিতে পারিলেন এবং "সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি॥" "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না-বাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥ প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া। কৃষ্ণপ্রেম-সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া॥" নিজের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া পুরীপাদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, সে-স্থানে যেন আর থাকিতে পারেন না। কিন্তু অন্যত্র যাইতেও পারেন না; গোপালের আদিষ্ট চন্দন না লইয়া যাইবেনই বা কিরূপে? চন্দনের জন্য তাঁহাকে থাকিতে হইল। তিনি জগন্নাথের সেবক মহান্তগণের নিকটে গোপালের বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহারা রাজপাত্রদের সহিত যোগাযোগ করিয়া একমণ চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর যোগাড় করিয়া দিলেন, আর দিলেন "এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।" তাহাদের জন্য সম্বলও দিলেন এবং পথে "ঘাটী দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে। রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে॥"

চন্দন-কর্পূর লইয়া পুরী রেমুণাতে আসিলেন। যে দিন আসিলেন, সেই দিনই শেষ রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, গোবর্দ্ধনের গোপাল আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"শুন হে মাধব! কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব॥ কর্পূর সহিত ঘষি এ-সব চন্দন। গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥ গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়। ইঁহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপক্ষয়॥ দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে। বিশ্বাস করিয়া চন্দন দেহ আমার বচনে॥" এ-সকল কথা বলিয়া গোপাল অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন, পুরীগোস্বামী জাগিয়া উঠিলেন।

জাগ্রত হইয়া পুরীগোস্বামী গোপীনাথের সেবকগণের নিকটে গোপালের আদেশের কথা জানাইলেন। "গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন। শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥" পুরীগোস্বামীর সঙ্গের দুইজন লোক এবং চন্দন-ঘর্ষণের কার্যে নিয়োজিত অন্যান্য লোকও চন্দন ঘষিতে লাগিলেন, প্রতিদিন সেই চন্দন গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করা হইতে লাগিল। যে পর্যন্ত চন্দন শেষ না হইল, সে-পর্যন্ত তিনি রেমুণাতে রহিলেন। গ্রীষ্মকালের অন্তে তিনি পুনরায় নীলাচলে আসিয়া চাতুর্মাস্য-কাল যাপন করিলেন।

"শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত। ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥" প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের নিকটে বলিলেন—"নিত্যানন্দ! করহ বিচার। পুরীসম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥ দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ তাঁরে দেখা দিল। তিনবার স্বপ্নে আসি তাঁরে আজ্ঞা কৈল॥ তাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা। সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা॥ যাঁর লাগি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা। কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চঢ়াইলা॥ ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল। পুরী দুঃখ পাবে—ইহা জানিঞা গোপাল॥ মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল। চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥ * * পরম বিরক্ত মৌনী—সর্ব্বত্র উদাসীন। গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গহীন॥ হেনজন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা। সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া। ভোকে রহে—তভু অন্ন মাগিয়া না খায়। * * মোণেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর। গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর॥ * * ম্লেচ্ছদেশ—দূরপথ—জগাতি অপার। কেমনে চন্দন নিব?—নাহি এ-বিচার॥ সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে। তথাপি চন্দন লৈয়া উৎসাহ যাইতে॥ প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥ এই তার গাঢ়প্রেম লোকে দেখাইতে। গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥ বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল। আনন্দ বাঢ়য়ে মনে, দুঃখ না গণিল॥ পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান। পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্॥ এই ভক্তি—ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার। বুঝিতেহো অ্যমা সভার নাহি অধিকার॥"

এইভাবে পুরীগোস্বামীর মহিমাকীর্তন করিয়া, যে-শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে পুরীগোস্বামী নির্যানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া আস্বাদন করিতে লাগিলেন। "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥—হে দীনদয়ার্দ্র! হে নাথ! হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমার দর্শন পাইব? হে দয়িত! তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় কাতর হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আমি কি করিব বল।"

"এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিত। প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত॥ আস্তেব্যস্তে কোলে করি নিলা নিত্যানন্দ। ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥ প্রেমোন্মাদ হৈল —উঠি ইতি উতি ধায়। হুঙ্কার করয়ে ক্রোশে হাসে নাচে গায়॥ 'অয়ি দীন অয়ি দীন' বোলে বার বার। কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী বহে অশ্রুধার॥ কম্প স্বেদ পুলকাঙ্গ স্তম্ভ বৈবর্ণ্য। নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য।" শ্রীরাধাভাবের আবেশে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখে মহাপ্রভুর মধ্যে এ-সকল অদ্ভুত প্রেম-বিকার—সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাব-সমূহ—প্রকটিত হইল। কিছুকাল পরে প্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন।

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভ-মণি। রস-কাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥ এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী। কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন। ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন॥ শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে। সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে॥ চৈ. চ. ২।৪।১৯১-৯৪॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ। কটকে। সাক্ষিগোপালের প্রসঙ্গ

রেমুণা হইতে মহাপ্রভু যাজপুর-গ্রামে আসিয়া "বরাহ-ঠাকুর" দর্শন করিয়া "নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন। যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন॥ চৈ. চ. ২।৫।৩॥"

যাজপুর হইতে উড়িষ্যার রাজধানী কটকে আসিয়া প্রভু সাক্ষিগোপাল দর্শন করিলেন। "গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥ প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি কথোক্ষণ। আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল-স্তবন॥ চৈ. চ. ২।৫।৫॥"

সেই রাত্রিতে—প্রভু ভক্তগণের সঙ্গে কটকে গোপাল-অঙ্গনেই রহিলেন। পূর্বে তীর্থ-ভ্রমণ-কালে শ্রীনিত্যানন্দ যখন কটকে আসিয়াছিলেন, তখন সাক্ষিগোপাল-সম্বন্ধে যে বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণে তিনি তাহা মহাপ্রভুর নিকটে বর্ণন করিলেন। চৈ. চ. ২।৫-পরিচ্ছেদে এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্বে গোদাবরীতীরস্থিত বিদ্যানগরের দুইজন ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন (বড়বিপ্র)—বৃদ্ধপ্রায়, ধনী, পণ্ডিত এবং কুলীন। অপরজন (ছোটবিপ্র)—যুবক, দরিদ্র, মূর্খ এবং অকুলীন। গয়া, বারাণসী, প্রয়াগাদি ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা মথুরায় আসিয়া বনযাত্রায় দ্বাদশবন ও গোবর্ধন দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। "বৃন্দাবনে গোবিন্দস্থানে মহাদেবালয়। সে মন্দিরে গোপালের মহা সেবা হয়।" বিপ্রদ্বয় "কেশিতীর্থে কালিয়-হ্রদাদিকে কৈল স্নান। শ্রীগোপাল দেখি তাহাঁ করিল বিশ্রাম॥ গোপাল-সৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি। সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই চারি॥"

সর্বত্রই ছোটবিপ্র প্রাণপণে বড়বিপ্রের সেবা করিতেছিলেন। তাঁহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে একদিন বড়বিপ্র ছোটবিপ্রকে বলিলেন—"তুমি আমার বহু সেবা কৈলা। সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা॥ পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন। তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম॥ কৃতঘ্নতা হয়, তোমার না কৈলে সম্মান। অতএব তোমারে আমি দিব কন্যা দান॥" তাঁহার কথা শুনিয়া ছোটবিপ্র বলিলেন—"শুন বিপ্র মহাশয়। অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়॥ মহাকুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি-প্রবীণ। আমি অকুলীন বিদ্যাধনাদি-বিহীন॥ কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার। কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা-ব্যবহার॥ ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়। তাঁহার সন্তোষে ভক্তিসম্পদ বাঢ়য়॥" বড়বিপ্র বলিলেন—"তুমি না কর সংশয়। তোমাকে কন্যা দিব—আমি করিল নিশ্চয়॥" ছোট বিপ্র বলিলেন—"তোমার স্ত্রী-পুত্র সব। বহু জ্ঞাতিগোষ্ঠী তোমার—বহুত বান্ধব॥ তা-সভার সম্মতি বিনে নহে কন্যা দান।" তখন বড়বিপ্র বলিলেন—"কন্যা মোর নিজ ধন। নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন॥ তোমাকে কন্যা দিব সভাকে করি তিরস্কার। সংশয় না কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি করহ স্বীকার॥" তখন ছোটবিপ্র বলিলেন—"যদি কন্যা দিতে মন। গোপালের আগে কহ এ-সত্য বচন॥"

তখন দুই বিপ্র শ্রীগোপালের সম্মুখে গেলেন। বড়বিপ্র গোপালের নিকটে বলিলেন—"তুমি জান, নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল।" তখন ছোটবিপ্র গোপালের চরণে বলিলেন—"ঠাকুর! তুমি মোর সাক্ষী। তোমা সাক্ষী বোলাইব—যদি অন্যথা দেখি॥"

বৃন্দাবন হইতে উভয়ে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বড়বিপ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমি তীর্থক্ষেত্রে বাক্য দিয়াছি; তাহা কিরূপে পালন করিব? পালন না করিলেও আমার ধর্ম নষ্ট হইবে।" কিছুকাল পরে তিনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনাদিকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া সকলে "হাহাকার" করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর॥ নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ। শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস॥" বড়বিপ্র বলিলেন—"তীর্থবাক্য কেমনে করি আন? যে হউ সে হউ আমি দিব কন্যা দান॥" শুনিয়া "জ্ঞাতিলোক কহে—মোরা তোমারে ছাড়িব। স্ত্রী-পুত্র কহে—বিষ খাইয়া মরিব॥" বড়বিপ্র বলিলেন—"সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।[১] জিতি কন্যা লবে, মোর ব্যর্থ ধর্ম যায়॥" তাঁহার পুত্র বলিলেন—"সাক্ষী তো প্রতিমা, তাহাও আবার সেই প্রতিমা বহু দূরদেশে অবস্থিত। কে তোমার সাক্ষ্য দিবে? তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? 'কন্যা দিব'—এ-কথা বলি নাই, এইরূপ মিথ্যা কথা না হয় তুমি বলিও না; বলিও—'আমার কিছু মনে নাই।' এই ভাবে 'তুমি যদি কহ—আমি কিছুই না জানি। তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি'॥"

ধর্মপ্রাণ এবং সত্যনিষ্ঠ বড়বিপ্র পুত্রের কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। একান্তভাবে গোপালের চরণে শরণাপন্ন হইয়া তিনি গোপালের চরণে মনে মনে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—"মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ জন। দুই রক্ষা কর গোপাল! লইনু শরণ॥" বড়বিপ্র সর্বদা গোপালের চরণে এইরূপ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইল। দেশে আসার পরে তীর্থবাক্যসম্বন্ধে বড়বিপ্রের কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া একদিন ছোটবিপ্র তাঁহার নিকটে গেলেন এবং পরমভক্তির সহিত নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে করযোড়ে বড়বিপ্রকে বলিলেন—"তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার। এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার বিচার॥" বড়বিপ্র মুখে কিছু বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র ঠেঙ্গা লইয়া ছোটবিপ্রকে মারিতে আসিলেন এবং বলিলেন—"আরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে? বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে॥" ঠেঙ্গা দেখিয়া ছোট বিপ্র ভয়ে পলায়ন করিলেন।

১। ন্যায়—বিচার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারের জন্য ছোটবিপ্র গ্রামের লোকদের একত্র করিয়া বলিলেন—"ইহোঁ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার। এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার॥" তখন সমবেত লোকগণ বড়বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন?" তখন পুত্রের শিক্ষা-অনুসারে বড়বিপ্র বলিলেন—"শুন লোক! মোর নিবেদন। কবে কি বলিয়াছি, না হয় স্মরণ॥" পিতার এই ছলনাময় বাক্যকে অবলম্বন করিয়া বড়বিপ্রের পুত্র সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রগল্‌ভতার সহিত বলিতে লাগিলেন—"তীর্থযাত্রায় পিতাসঙ্গে ছিল বহুধন। ধন দেখি এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন॥ আর কেহ সঙ্গে নাহি, সবে এই একল। ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল॥ সব ধন লৈয়া কহে—চোরে লইল ধন। 'কন্যা দিতে চাহিয়াছে'—উঠাইল বচন॥ তুমি সব লোক! কহ করিয়া বিচারে। মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে?"

তখন ছোটবিপ্র বৃন্দাবনের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিলেন—"সাক্ষী মোর আছে মহাজন॥ যার বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥" শুনিয়া বড়বিপ্র মনে মনে ভাবিলেন—"কৃষ্ণ বড় দয়াবান্। অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ॥" এইরূপ ভাবিয়া তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"এই সত্য কথা। গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা॥ তবে কন্যা দিব—এই জানিহ নিশ্চয়॥" তাঁহার পুত্র মনে ভাবিলেন—"প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।" প্রতিমাও আসিবে না, সাক্ষ্য দেওয়াও হইবে না, এই লোকটীর সহিত আমার ভগিনীর বিবাহও হইবে না। এইরূপ ভাবিয়া বড়বিপ্রের পুত্রও ছোটবিপ্রের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

তখন ছোটবিপ্র সভাস্থ লোকদিগকে বলিলেন—"একবার তো কথার নড়চড় হইয়া গিয়াছে। পুনরায় যাহাতে তদ্রূপ না হয়, এই উদ্দেশ্যে আমি এই নিবেদন জানাইতেছি যে, এই কথাগুলি একখানা কাগজে লিখিত হউক।" তাহাই করা হইল; উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই কাগজখানি একজন মধ্যস্থের নিকটে রাখা হইল। ছোটবিপ্র সকলের নিকটে বড়বিপ্র-সম্বন্ধে বলিলেন—"এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ॥ স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন॥ স্বজন-মৃত্যুভয়ে কহে লটপটি বচন॥ ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি সাক্ষী বোলাইমু। তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥"

ছোটবিপ্র বৃন্দাবনে যাইয়া গোপালের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সমস্ত বিবরণ জানাইলেন এবং বলিলেন—"ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি বড় দয়াময়। দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥ কন্যা পাব—মনে মোর নাহি এই সুখ। ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুঃখ॥ এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়। জানি সাক্ষী না দেয় যে, তার পাপ হয়॥" তখন শ্রীগোপাল বলিলেন—"বিপ্র! তুমি যাহ স্বভবনে। সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণে॥ আবির্ভাব হৈয়া আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাঁ সাক্ষী দিব। প্রতিমাস্বরূপে তাহাঁ যাইতে নারিব॥" ছোটবিপ্র বলিলেন—"যদি হও চতুর্ভুর্জ-মূর্ত্তি। তবু তোমার বাক্যে কারো নাহিবে প্রতীতি॥ এই মূর্ত্ত্যে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে। সাক্ষী দেহ যদি—তবে সর্ব্বলোকে জানে॥" তখন গোপাল বলিলেন—"প্রতিমা চলে—কাহাঁও না শুনি।" বিপ্র বলিলেন—"প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী? প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য-করণ॥" এবার গোপাল হারিয়া গেলেন। ভক্তের নিকটে হারিতেই ভক্তবৎসল-রসিকশেখর গোপালের আনন্দ।

বিদ্যানগরে যাইতে গোপাল সম্মত হইলেন, হাসিতে হাসিতে গোপাল বলিলেন—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব, কিন্তু দুইটী সর্তে। প্রথমতঃ, তুমি আগে যাইবে, আমি তোমার পাছে পাছে যাইব; কিন্তু তুমি ফিরিয়া আমার দিকে চাহিতে পারিবে না, চাহিলেই আমি সে-স্থানে থাকিয়া যাইব, আর চলিব না। আমার নূপুরের ধ্বনি শুনিয়াই তুমি বুঝিতে পারিবে—আমি তোমার সঙ্গে চলিতেছি। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিদিন একসের চাউলের অন্ন রাঁধিয়া আমাকে অর্পণ করিবে, তাহা খাইয়া আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব (এই সর্তটী বোধ হয় বিপ্রের জন্য)।"

গোপালকে লইয়া ছোটবিপ্র যাত্রা করিলেন। "নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন। উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন॥" চলিতে চলিতে বিপ্র নিজ গ্রামের নিকটে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এবে মুঞি গ্রামে আইনু—যাইমু ভবন। লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষীর আগমন॥ সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়। ইহাঁ যদি রহে, তবে নাহি কিছু ভয়॥ এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল। হাসিয়া গোপালদেব তাহাঁই রহিল॥ ব্রাহ্মণে কহিল—তুমি যাহ নিজ ঘর। ইহাঞি রহিব আমি না যাব অতঃপর॥" ছোটবিপ্র নিজ গ্রামে গিয়া গোপালের আগমনের কথা সকলকে জানাইলেন। শুনিয়া লোক আনন্দিত ও বিস্মিত হইল—"গোপাল প্রতিমা হইয়াও হাটিয়া এতদূরে আসিয়াছেন!" দলে দলে লোক আসিয়া গোপালের দর্শন করিতে লাগিল, গোপালের সৌন্দর্য দেখিয়া সকলে পরমানন্দ অনুভব করিল।

গোপালের সাক্ষাতে সভা ডাকা হইল, গোপাল সাক্ষ্য দিলেন। নির্ব্বিবাদে ছোট বিপ্রের সহিত বড়বিপ্রের কন্যার বিবাহ হইল।

ভক্তবৎসল গোপাল সেই দুই বিপ্রকে বলিলেন—"তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর। দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ দোঁহে মাগ বর॥" তখন বিপ্রদ্বয় বলিলেন—"যদি বর দিবে, তবে রহ এই স্থানে। কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে॥" গোপাল তদবধি বিদ্যানগরে রহিয়া গেলেন; সেই দুই বিপ্র গোপালের সেবা করিতে লাগিলেন।

"সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া। পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল। 'সাক্ষিগোপাল' বলি নাম খ্যাতি হইল॥ এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল। সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥"

বিদ্যানগর তখন উৎকল-রাজের অধীনে ছিল না। উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেব সেই দেশের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। সেই দেশের রাজার বহুরত্ন-খচিত "মাণিক্য সিংহাসন" আনিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দিলেন এবং গোপালের চরণে প্রার্থনা জানাইয়া গোপালের অনুমতি ক্রমে গোপালকে স্বীয় রাজধানী কটকে আনিয়া সেবা প্রতিষ্ঠা করিলেন।

গোপাল যখন কটকে আসিলেন, তখন রাজা পুরুষোত্তম-দেবের মহিষী গোপালদর্শন করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত গোপালকে বহু অলঙ্কার সমর্পণ করিলেন। মহিষীর নাসিকাতে একটী বহুমূল্য মুক্তা ছিল; গোপালের নাসিকাতে এই মুক্তা দেওয়ার জন্য মহিষীর ইচ্ছা হইল। "ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত। তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত॥" কিন্তু ছিদ্র নাই মনে করিয়া গোপালকে নমস্কার করিয়া তিনি স্বভবনে চলিয়া গেলেন। সেই দিন রাত্রিশেষে গোপাল তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন—"বালক-কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি। মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি॥ সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে। সেই মুক্তা পরাহ—যাহা চাহিয়াছ দিতে॥ স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল। রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল। পরাইল মুক্তা—নাসায় ছিদ্র দেখিয়া। মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া॥ সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি। এই লাগি 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি॥"

মহাপ্রভু যখন কটকে গিয়াছিলেন, তখন সাক্ষিগোপাল কটকেই ছিলেন। পরবর্তীকালে পুরীর নিকটবর্তী "সত্যবাদী"-নামক স্থানে আসেন।

গ। কমলপুরে ভার্গীনদীতীরে—দণ্ডভঙ্গ

কটক হইতে ভুবনেশ্বর হইয়া মহাপ্রভু ভার্গীনদীতীরস্থ কমলপুরে আসিলেন। এ-স্থানে কপোতেশ্বর শিব আছেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের হাতে স্বীয় দণ্ড রাখিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত ভার্গীনদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর দর্শনে গেলেন। এই অবসরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। "দণ্ড হাথে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়। দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥—'অয়ে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে। সে তোমারে বহিবেক—এ-ত যুক্তি নহে॥' এত বলি বলরাম পরম-প্রচণ্ড। ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড॥ চৈ. ভা. অন্ত্য ২য়॥ ৩৮৮ পৃঃ॥" শ্রীনিত্যানন্দ "তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া। ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥ চৈ. চ. ২।৫।১৪২॥"

নীলাচল হইতে কমলপুর মাত্র তিন ক্রোশ দূরে; কমলপুর হইতে পুরীস্থিত শ্রীজগন্নাথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির (দেউল) দৃষ্ট হয়। প্রভু কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন বটে; কিন্তু তখন তাঁহার দণ্ডের কথা কিছু বলিলেন না; কেননা, তখন তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না; তখন তিনি "জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা। দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥ ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া সভে নাচে গায়। প্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায়॥ হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন। তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন॥ চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা। তাহাঁ আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥ চৈ. চ. ২।৫।১৪৩-৪৬॥"

ঘ। আঠারনালায়

আঠারনালা হইতেছে পুরীর অতি নিকটবর্তী একটী স্থান। আঠারনালায় আসিলে প্রভুর যখন কিছু বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন—"দেহ মোর দণ্ড।" শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"দণ্ড হৈল তিন খণ্ড॥ * * মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড। যেই যুক্ত হয় মোর কর তার দণ্ড॥ চৈ. চ. ২।৫।১৪৭-৫০॥" (৯১৪-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঙ। নীলাচলে উপস্থিতি

দণ্ডভঙ্গ-ব্যাপার লইয়া সঙ্গের ভক্তদের সহিত কলহের ভাণ করিয়া মহাপ্রভু একাকী জগন্নাথ-দর্শনে গমন করিলেন, দর্শনমাত্রে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। এ-সমস্ত বিবরণ পূর্বে কথিত হইয়াছে (১১৫ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৬৪। নীলাচলে মহাপ্রভু

১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে পূর্ণিমা তিথিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু ফাল্গুন মাসের শেষভাগে নীলাচলে উপনীত হইয়া দোলযাত্রা দর্শন করেন। চৈত্র মাসে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন (১৫।৮ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৬৫। দক্ষিণভারত-ভ্রমণ

১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত-ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন মাত্র একজন—কৃষ্ণদাস-নামক এক সরল ব্রাহ্মণ। তিনি প্রভুর কৌপীন-বহির্বাস এবং জলপাত্র বহন করিতেন। এই দুইটী ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু প্রভুর সঙ্গে যায় নাই। "কৌপীন বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র। আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এইমাত্র॥ চৈ. চ. ২।৭।৩৫॥"

নীলাচল হইতে প্রভু প্রথমে আলালনাথে গেলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণও এবং গোপীনাথ আচার্যও প্রভুর সঙ্গে আলালনাথ পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

ভ্রমণস্থান-সমূহ

দক্ষিণদেশে ভ্রমণ-কালে মহাপ্রভু যে-সকল স্থানে গিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসরণে এ-স্থলে তৎসমস্ত উল্লিখিত হইতেছে; যে-স্থানে যে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন, বন্ধনীর মধ্যে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত অঙ্কগুলি সমস্তই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিচ্ছেদাদি জ্ঞাপক। ভ্রমণস্থানসমূহ, যথা:—

আলালনাথ, ২৷৭৷৭৪; কূর্মস্থান (কূর্ম), ২৷৭৷১১০; জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র (নৃসিংহ), ২৷৮৷২; গোদাবরীতীরে বিদ্যানগর, ২৷৮৷৮; গৌতমীগঙ্গা, ২৷৯৷১২; মল্লিকার্জুনতীর্থ (মহেশ), ২৷৯৷১৩; দাসরাজ-মহাদেব-স্থান (মহাদেব), ২৷৯৷১৪; অহোবল-নৃসিংহ-স্থান (নৃসিংহ), ২৷৯৷১৪; সিদ্ধিবট (সীতাপতি রঘুনাথ), ২৷৯৷১৫; স্কন্দক্ষেত্র (স্কন্দ—কার্তিকেয়), ২৷৯৷১৯; ত্রিমঠ (ত্রিবিক্রম), ২৷৯৷১৯; বৃদ্ধকাশী (শিব), ২৷৯৷৩২; কোনও এক গ্রাম, ২৷৯৷৩৩; ত্রিপদী ত্রিমল্ল, ২৷৯৷৫৮; বেঙ্কট অচল (চতুর্ভুজ বিষ্ণু), ২৷৯৷৫৮; ত্রিপদী (শ্রীরাম), ২৷৯৷৫৯; পানানরসিংহ (নৃসিংহ), ২৷৯৷৬০; শিবকাঞ্চী (শিব) ২৷৯৷৬২; বিষ্ণুকাঞ্চী (লক্ষ্মীনারায়ণ), ২৷৯৷৬৩; ত্রিকালহস্তি-স্থান (মহাদেব), ২৷৯৷৬৫; পক্ষতীর্থ (শিব) ২৷৯৷৬৬; বৃদ্ধকোলতীর্থ (শ্বেতবরাহ), ২৷৯৷৬৬-৭; পীতাম্বর শিবস্থান (শিব), ২৷৯৷৬৭; শিয়ালীভৈরবী-দেবীস্থান (শিয়ালীভৈরবী), ২৷৯৷৬৮; কাবেরীতীর (গোসমাজ শিব), ২৷৯৷৬৮-৯; বেদাবন (মহাদেব), ২৷৯৷৬৯; অমৃতলিঙ্গ-শিবস্থান (অমৃতলিঙ্গ শিব), ২৷৯৷৭০; দেবস্থান (বিষ্ণু), ২৷৯৷৭১; কুম্ভকর্ণ-কপালের সরোবর, ২৷৯৷৭২; শিবক্ষেত্র (শিব), ২৷৯৷৭২; পাপনাশন (বিষ্ণু), ২৷৯৷৭৩; শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (রঙ্গনাথ), ২৷৯৷৭৩-৪; ঋষভপর্বত (নারায়ণ), ২৷৯৷১৫১; শ্রীশৈল (শিবদুর্গা), ২৷৯৷১৫৯-৬০; কামকোষ্ঠীপুরী, ২৷৯৷১৬২; দক্ষিণ মথুরা, ২৷৯৷১৬৩; কৃতমালা নদী, ২৷৯৷১৬৫; দুর্বেশন (রঘুনাথ), ২৷৯৷১৮২-৩; মহেন্দ্রশৈল (পরশুরাম), ২৷৯৷১৮৩; সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ (রামেশ্বর), ২৷৯৷১৮৪; দক্ষিণ মথুরা (পুনরাগমন), ২৷৯৷১৯৫; পাণ্ড্যদেশস্থ তাম্রপর্ণী নদী (তীরে নয়ত্রিপদী), ২৷৯৷২০১-২; চিয়ড়তালাতীর্থ (শ্রীরাম-লক্ষ্মণ), ২৷৯৷২০৩; তিলকাঞ্চী (শিব), ২৷৯৷২০৩; গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ (বিষ্ণু), ২৷৯৷২০৪; পানাগড়ি তীর্থ (সীতাপতি), ২৷৯৷২০৪; চামতাপুর (শ্রীরাম-লক্ষ্মণ), ২৷৯৷২০৫; শ্রীবৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু), ২৷৯৷২০৫; মলয়পর্বত (অগস্ত্য), ২৷৯৷২০৬; কন্যাকুমারী, মলয়পর্বতে (কন্যাকুমারী), ২৷৯৷২০৬; আমলীতলা (রাম), ২৷৯৷২০৭; মল্লারদেশ (তমাল কার্তিক), ২৷৯৷২০৭-৮; বাতাপানী (রঘুনাথ), ২৷৯৷২০৮; পয়স্বিনীতীর (আদি কেশব), ২৷৯৷২১৭; অনন্ত-পদ্মনাভ-স্থান (পদ্মনাভ), ২৷৯৷২২৪-৫; শ্রীজনার্দন-স্থান (জনার্দন), ২৷৯৷২২৫; পয়োষ্ণী (শঙ্কর নারায়ণ), ২৷৯৷২২৬; সিংহারি মঠ—শঙ্করাচার্য-স্থান, ২৷৯৷২২৭; মৎস্যতীর্থ, ২৷৯৷২২৭; তুঙ্গভদ্রা নদী, ২৷৯৷২২৭; মধ্বাচার্য-স্থান (উড়ুপকৃষ্ণ), ২৷৯৷২২৮; ফল্গুতীর্থ (ত্রিতকূপবিশালা), ২৷৯৷২৫১; পঞ্চাপ্সরাতীর্থ, (গোকর্ণ শিব), ২৷৯৷২৫২-৩; দ্বৈপায়নী ২৷৯৷২৫৩; সূর্পারকতীর্থ, ২৷৯৷২৫৩; কোলাপুর (লক্ষ্মী), ২৷৯৷২৫৪; ক্ষীর-ভগবতী-স্থান, কোলাপুরে (ক্ষীর ভগবতী), ২৷৯৷২৫৪; লাঙ্গাগণেশ-স্থান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোলাপুরে (লাঙ্গাগণেশ), ২।৯।২৫৪ ; চোরাভগবতী-স্থান (চোরাভগবতী), ২।৯।২৫৪ ; পাণ্ডুপুর (বিঠ্‌ঠল ঠাকুর), ২।৯।২৫৫ ; ভীমরথী নদী, পাণ্ডুপুরে, ২।৯।২৭৫ ; কৃষ্ণবেণ্বাতীর, ২।৯।২৭৬ ; তাপীনদীতীর, ২।৯।২৮২ ; মাহিষ্মতীপুর—নর্মদাতীরে, ২।৯।২৮২ ; ধনুতীর্থ, ২।৯।২৮৩ ; নির্বিন্ধ্যানদী, ২।৯।২৮৩ ; ঋষ্যমুখপর্বত, দণ্ডকারণ্যে, ২।৯।২৮৩ ; পম্পাসরোবর, ২।৯।২৮৮ ; পঞ্চবটী, ২।৯।২৮৮ ; নাসিক, ২।৯।২৮৯ ; ত্র্যম্বক, ২।৯।২৮৯ ; ব্রহ্মগিরি, ২।৯।২৮৯ ; কুশাবর্ত—গোদাবরীর জন্মস্থান, ২।৯।২৮৯ ; সপ্তগোদাবরী, ২।৯।২৯০ ; বিদ্যানগর (পুনরাগমন), ২।৯।২৯০ ; আলালনাথ (পুনরাগমন), ২।৯।৩১০ ; আলালনাথ হইতে পুরী।

এক্ষণে স্থানবিশেষে বিশেষ বিশেষ লীলার কথা বলা হইতেছে।

ক। কূর্মক্ষেত্রে

কূর্মক্ষেত্রে গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন, [৭।১৩ খ (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

খ। গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে

বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের প্রকটন, রাধাপ্রেম-মহিমার খ্যাপন এবং প্রভুকর্তৃক আস্বাদন, (১২।৪ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। রায়রামানন্দকে গৌরের স্বরূপ-প্রদর্শন, (৬।৬ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

গ। সিদ্ধিবটে

সিদ্ধিবটে গিয়া প্রভু রঘুনাথ দর্শন করিলেন ; সে-স্থানে এক বিপ্র প্রভুর নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিয়া প্রভু সেই রাত্রিতে সে-স্থানেই রহিলেন। "সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়। রামনাম বিনা অন্য বাণী না কহয়॥ চৈ. চ. ২।৯।১৭॥" প্রভু সে-স্থান হইতে স্কন্দক্ষেত্রে এবং পরে ত্রিমঠে গেলেন এবং পুনরায় সিদ্ধিবটে সেই রামজপী বিপ্রের গৃহে আসিয়া দেখিলেন, "সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তর॥" ভিক্ষার পরে প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কহ বিপ্র! এই তোমার কোন্ দশা হৈল? পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর করিতে রামনাম। এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥" তখন বিপ্র বলিলেন—"এই তোমার দর্শন-প্রভাব। তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥ বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার। তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥ সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল। কৃষ্ণনাম স্ফুরে—রামনাম দূরে গেল॥"

সেই বিপ্র আরও বলিলেন—"বাল্যকাল হইতেই আমার এই স্বভাব যে, যখন যে-খানে যে নামের মহিমা দেখি, তাহাই সংগ্রহ করিয়া রাখি। শাস্ত্র হইতে জানিতে পারিলাম, এক রামনামের ফল বিষ্ণু-সহস্র-নামের তুল্য ; আবার, এক কৃষ্ণনামের ফল তিন-বার রামনাম উচ্চারণের ফলের তুল্য (১৬।৪-অনুচ্ছেদে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জানিলাম—'কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।' তথাপি কিন্তু আমি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারিতাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। যেহেতু, আমার 'ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই। সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি দিন গাই॥ তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল। তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥ সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ—ইহা নির্দ্ধারিল।" এবং "এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল।" মহাপ্রভু বিপ্রকে কৃপা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। চৈ. চ. ২।৯।১৯-৩২॥

এই বিবরণ হইতে জানা গেল—নামের মহিমা জানা থাকিলেই তাহা উপলব্ধ হয় না; ভগবৎকৃপা হইলেই নামের মহিমা এবং ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধ হইতে পারেন।

ঘ। কোনও এক গ্রামে—বৌদ্ধাচার্যদের প্রসঙ্গ

বৃদ্ধকাশীতে শিব দর্শন করিয়া প্রভু কোনও একটী গ্রামে গিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে বিশ্রাম করিলেন। "প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে। লক্ষার্ব্বুদ লোক আইলে নাহিক গণনে॥ গোসাঞির সৌন্দর্য দেখি, তাতে প্রেমাবেশ। সভে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ॥ তান্ত্রিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ। সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥ নিজ নিজ শাস্ত্রে সভে উদ্গ্রাহে প্রচণ্ড। সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥ সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে। প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥ হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ। চৈ. চ. ২।৯।৩২-৩৯॥"

কয়েকজন বৌদ্ধাচার্যও প্রভুর সঙ্গে তর্ক করিতে আসিলেন। "তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে। তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে॥ বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রস্তাব সব উঠাইল। দৃঢ় যুক্তিতর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥" তখন "লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জা ভয়। চৈ. চ. ২।৯।৪০-৪৫॥" বৌদ্ধগণ বুঝিতে পারিলেন—প্রভু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী।

তখন প্রভুকে জব্দ করার জন্য বৌদ্ধগণ পরামর্শ করিয়া "অপবিত্র অন্ন[১] এক থালিতে ভরিয়া। প্রভু-আগে ধরিল, 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া॥ হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল। ঠোঁটে করি অন্ন সহ থালী লঞা গেল॥[২] বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হৈয়া। বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালী পড়িল বাজিয়া॥ তেরছে পড়িল থালী—মাথা কাটা

১। কবিকর্ণপূর বলেন—"শ্বভোজনযোগ্যমশুচিতরান্নম্॥ চৈ. চ. না॥ ৭।২৪॥—কুকুরের ভোজনযোগ্য অপবিত্রতর অন্ন।"

২। কবিকর্ণপূর বলেন—ভগবৎপ্রসাদের নাম করিয়া বৌদ্ধগণ প্রভুর সাক্ষাতে যে অপবিত্র দ্রব্য উপস্থিত করিয়াছিল, সর্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াও প্রসাদের মর্যাদারক্ষার্থ (অর্থাৎ মর্যাদা প্রদর্শনার্থ) তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং সেই হাতখানা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়ে একটী বড় পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া থালিখানা লইয়া উড়িয়া গেল। "সর্বজ্ঞোঽপি ভগবৎ-প্রসাদ-নাম্না তত্ত্যাগমসহমান এব পাণৌ গৃহীত্বা তৎসহিতমেব পাণিমূত্থাপ্য চলিতবান্। সমন্তরমেব মহতা কেনাপি বিহগেন চঞ্চুপুটে কৃত্বা তদন্নং ভগবৎ-করতলতঃ সমাদায় উড্ডীনম্॥ চৈ. চ. না॥ ৭।২৫॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল। মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥ হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ। সভে আসি প্রভু পদে লইল শরণ॥" তাঁহারা প্রভুকে বলিলেন—"তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ—ক্ষম অপরাধ। জীয়াহ আমার গুরু, করহ প্রসাদ॥" তখন প্রভু বলিলেন—"সভে কহ—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।' গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥ তোমা সভার গুরু তবে পাইবে চেতন।" বৌদ্ধগণ প্রভুর উপদেশ অনুসারে কাজ করিলেন। তখন "চেতন পাইল আচার্য্য, উঠে 'হরি' বলি॥ 'কৃষ্ণ' বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়। দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥ এই মত কৌতুক করি শচীর নন্দন। অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহো না পায় দর্শন॥ চৈ. চ. ২।৯।৪৬-৫৭॥"

ঙ। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে—বেঙ্কটভট্টের গৃহে

বেঙ্কটভট্টের প্রতি কৃপার কথা ১৬।৮-ক (১) অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(১) গীতাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের-প্রসঙ্গ

সেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে "রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন॥ অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে। অশুদ্ধ পড়েন—লোকে করে উপহাসে॥ কেহো হাসে, কেহো নিন্দে—তাহা নাহি মানে। আবিষ্ট হৈয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥ পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ যাবৎ পঠন। দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥" মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়?" তখন সেই বিপ্র বলিলেন—"মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি। শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥ অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর। বসিয়াছে হাথে তোত্র[১] শ্যামল-সুন্দর॥ অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ। তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥ যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন। এই লাগি গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥" বিপ্রের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"গীতা-পাঠে তোমারি অধিকার। তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার॥ এত বলি প্রভু বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।" তখন প্রভুর চরণ ধরিয়া বিপ্র প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—"তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়। সেই কৃষ্ণ তুমি, হেন মোর মনে লয়॥" কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হৈয়াছে নির্ম্মল। অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥ চৈ. চ. ২।৯।৮৭-৯৯॥"

ভজনবিষয়ে শ্রীগুরুদেবের আদেশে দৃঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া যিনি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, গীতাদি-শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য তাঁহার চিত্তেই স্ফুরিত হইতে পারে, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার চিত্তে উপলব্ধ হইতে পারেন। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন মহাপণ্ডিতের পক্ষেও তাহা সম্ভব নয়।

চ। দক্ষিণমথুরায় (মাদুরায়)

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ-মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন সে-স্থানে এক বিরক্ত মহাজন রামভক্ত

১। তোত্র—চাবুক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু মধ্যাহ্ণ-কৃত্যাদি করিয়া তাঁহার গৃহে গিয়া দেখিলেন—"ভিক্ষা কি দিবেক? বিপ্র পাক নাহি করে।" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মধ্যাহ্ণ হইয়া গেল, এখনও রান্না হয় নাই কেন?" বিপ্র বলিলেন—"প্রভু! মোর অরণ্যে বসতি। পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ। তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন॥ চৈ. চ. ২।৯।১৬৪-৬৮॥"

বিপ্র বোধ হয় শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-লীলার স্মরণে আবিষ্ট ছিলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ-এই তিনজন পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছিলেন। বিপ্র তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহে তাঁহাদের চরণ-সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ শাক-মূলাদি বন হইতে আহরণ করিয়া আনিলে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের আহার্য প্রস্তুত করেন। এইদিন বিপ্র ভাবিতেছিলেন—"লক্ষ্মণ শাক-মূলাদি আহরণের জন্য বনে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিলে সীতাদেবী রান্না করিবেন।" তিনি লক্ষ্মণের প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা করিতেছেন। লক্ষ্মণ তখনও ফিরিয়া আসেন নাই; সুতরাং সীতাদেবীও পাক আরম্ভ করেন নাই। বিপ্র বোধ হয় তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহে সীতাদেবীর রান্নার আনুকূল্যই করিতেন—সম্ভবতঃ সীতাদেবীর কিঙ্করীরূপে। এতাদৃশ ভাবেই বিপ্র আবিষ্ট ছিলেন। মহাপ্রভু যখন তাঁহাকে রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার অর্ধবাহ্য-স্ফূর্তি হওয়ায় প্রভুর কথার উত্তর দিয়াছেন; তাঁহার উত্তরও সেই ভাবেরই আবেশময়। তাঁহার কথায় তাঁহার উপাসনার (অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলাস্মরণ-প্রণালীর) কথা বুঝিতে পারিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

"আস্তে ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥ প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে।" কিন্তু বিপ্র কিছু আহার করিলেন না—"নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে॥ চৈ. চ. ২।৯।১৬৯-৭০॥" প্রভু বলিলেন—"বিপ্র! কাঁহে কর উপবাস? কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ?"

তখন বিপ্র বলিলেন—"জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন। অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী। রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কর্ণে শুনি॥ এ-শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়। এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৭১-৭৪॥"

তখন মহাপ্রভু বিপ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"এ-ভাবনা না করিহ আর। পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার॥ ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥ স্পর্শিবার কার্য্য আছুক—না পায় দর্শন। সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ॥ রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল। রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥ 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।' বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥ বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে। পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥ প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস। ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥ তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন॥ চৈ. চ. ২।৯।১৭৫-৮২॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু যখন রামেশ্বরে গিয়াছিলেন, তখন একদিন দেখিলেন, এক বিপ্রসভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ হইতেছে। সে-স্থানে প্রভু কূর্ম্মপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটীর ব্যাখ্যা শুনিলেন।

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥ পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা। বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥—(রাবণকে আসিতে দেখিয়া সীতাদেবী অগ্নির শরণাপন্ন হইলেন) সীতাদেবীর প্রার্থনায় অগ্নিদেব এক মায়াসীতার সৃষ্টি করিলেন; এই মায়াসীতাকেই দশানন রাবণ হরণ করিয়াছিলেন। সত্য সীতা অগ্নিদেবের পুরীতে গমন করিলেন। রাবণ-বধের পরে সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা-সময়ে সেই মায়াসীতাই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আর অগ্নিদেব নিজপুরী হইতে সত্যসীতাকে আনয়ন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে দিয়াছিলেন।"

সীতাদেবী-সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণের এই শ্লোকটী শুনিয়া প্রভুর খুব আনন্দ হইল এবং সেই রামভক্ত বিপ্রের কথাও প্রভুর মনে পড়িল। কূর্ম্মপুরাণ-পুঁথির যে পাতায় এই শ্লোকটী লিখিত ছিল, পুঁথির অধিকারী "ব্রাহ্মণের স্থানে সেই পত্র মাগি লৈল॥ নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল॥ প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥ পত্র লঞা পুন দক্ষিণ-মথুরা আইলা। রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥ পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন। প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন॥ বিপ্র কহে—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন। সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দরশন॥ মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলা নিস্তার। আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥ মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে। মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে॥ এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল। উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥ চৈ. চ. ২|৯|১৯২-২০০॥"

ছ। মল্লারদেশে—ভট্টমারি-প্রসঙ্গ

ভট্টমারি হইতেছে একরকম বামাচারী সন্ন্যাসী। ভট্টমারিদের সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোক থাকে, তাঁহাদের প্রচুর-ধনসম্পত্তিও আছে। মল্লারদেশে এইরূপ ভট্টমারি সন্ন্যাসী অনেক ছিলেন। প্রভু যখন সে-স্থানে গিয়াছিলেন, তখন প্রভুর সঙ্গী সরলচিত্ত কৃষ্ণদাস-নামক ব্রাহ্মণ এই ভট্টমারিদের কবলে পড়িয়াছিলেন। ভট্টমারিরা "স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল। আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ হৈল॥ প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে। তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥" আসিয়া প্রভু ভট্টমারিদের বলিলেন—"আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে? তুমিহ সন্ন্যাসী, দেখ আমিহ সন্ন্যাসী। আমায় দুঃখ দেহ তুমি, ন্যায় নাহি বাসি॥ শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা। মারিবারে আইসে সব চারিদিগে ধাঞা॥ তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাথ হইতে। খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥ ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন। (প্রভু) কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥ চৈ. চ. ২|৯|২০৯-১৬॥"

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন, কৃষ্ণদাস ছিলেন ব্রজলীলায় লবঙ্গ-নামক শ্রীকৃষ্ণসখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৩২); সুতরাং তিনি ছিলেন নিত্যসিদ্ধ পরিকর, মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে অসমর্থ; মায়ার প্রভাবেই সংসারী জীবের মধ্যে কামিনী-কাঞ্চনে লোভ জন্মে; মায়াতীত অনাদিসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ কৃষ্ণদাসের মধ্যে এতাদৃশ লোভের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। জীব-শিক্ষার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই তাঁহার মধ্যে কামিনী-কাঞ্চনে লোভের ন্যায় একটা ভাব প্রকটিত করিয়াছেন। এ-স্থলে জীবের প্রতি শিক্ষা হইতেছে এই যে—সাধারণ জীবের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনে লোভ দুর্দমনীয়; যে-সম্প্রদায়ে কামিনী-কাঞ্চনের লোভ আছে, সেই সম্প্রদায় হইতে দূরে থাকাই সাধকের কর্তব্য। দুর্ভাগ্যক্রমে দৈবাৎ কেহ এতাদৃশ লোভে পতিত হইলে, ভগবান্ কৃপা করিয়া উদ্ধার না করিলে তাঁহার আর নিস্তার নাই। যাঁহারা অকপট ভাবে ভগবৎ-সেবায় রত, কামিনী-কাঞ্চনের লোভে লুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদেরও থাকিতে পারে; এই অবস্থায় ভগবান্‌ই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন—এতাদৃশই ভগবানের ভক্তবাৎসল্য।

জ। গ্রন্থসংগ্রহ

মহাপ্রভু যখন পয়স্বিনী-তীরে গিয়াছিলেন, তখন সে-স্থানে "গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম-কারণ" অপূর্ব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র "ব্রহ্মসংহিতা" দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৯।২১৭-২৩) এবং তিনি যখন কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ "কৃষ্ণকর্ণামৃত" দেখিতে পাইয়া তাহারও প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৯।২৭৬-৮১)। প্রভুর কৃপাতেই এই অপূর্ব-গ্রন্থদ্বয় বাঙ্গালা-দেশে সুলভ্য হইয়াছে।

ঝ। মধ্বাচার্য-স্থানে (উড়ুপীতে)

শ্রীপাদ মধ্বাচার্যকর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তত্ত্ববাদী-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত ছিল। দক্ষিণ-দেশ-ভ্রমণ-কালে মহাপ্রভু মধ্বাচার্য-স্থান উড়ুপীতেও গিয়াছিলেন। সে-স্থানে শ্রীমন্মধ্বাচার্য-স্থাপিত উড়ুপ-কৃষ্ণ (পরমমোহন নর্তক-গোপাল কৃষ্ণ) দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। তত্ত্ববাদিগণ ছিলেন মায়াবাদী শঙ্করাচার্যের ভয়ানক বিরোধী। প্রভুর মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পোষাক দেখিয়া "তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি-জ্ঞানে। প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥ পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার। বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥ চৈ. চ. ২।৯।২৩৩-৩৪॥"

ইষ্টগোষ্ঠী-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু তত্ত্ববাদী আচার্যের নিকটে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সাধ্য ও সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে "আচার্য্য কহে—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণ-ভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র-নিরূপণ॥ ঐ॥ ২৩৮-৩৯॥" তত্ত্ববাদী আচার্যের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-ফলের পরম-সাধন॥ (এ-স্থলে প্রভু 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ'-ইত্যাদি ভা. ৭।৫।২৩-২৪-শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন)। শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। এই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থ-সীমা॥ (এ-স্থলে প্রভু 'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা'-ইত্যাদি ভা. ১১।২।৪০-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।) কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি কভু নহে॥ (এ-স্থলে প্রভু ভা. ১১।১১।৩২, ১১।২০।৯ এবং গীতা ১৮।৬৬ শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। ১২।৪গ অনুচ্ছেদে 'স্বধর্ম্ম-ত্যাগের অধিকার'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥ (এ-স্থলে 'সালোক্য-সার্ষ্টি' ইত্যাদি ভা. ৬।২৯।১৩, 'যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুত'-ইত্যাদি ভা. ৫।১৪।৪৪ এবং 'নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে"-ইত্যাদি ভা. ৬।১৭।২৮ শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।) কর্ম্মমুক্তি দুই বস্তু ত্যাজে ভক্তগণ। সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥ এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্যসাধন। সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন॥ * * কর্ম্মী জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন। **তোমার সম্প্রদায়** দেখি সেই দুই চিহ্ন॥ সভে এক গুণ দেখি **তোমার সম্প্রদায়**। সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বর করহ নিশ্চয়॥ এই মত তাঁর ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি। ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি॥ চৈ. চ. ২।৯।২৩৫-৫১॥"

মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন যে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধনের অনুকূল নহে, বরং যে প্রতিকূল, তাহাই প্রভু জানাইলেন। দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের নিকটে প্রভু মাধ্বসম্প্রদায়ের মতকে নিন্দনীয় মতও বলিয়াছেন এবং রামানন্দরায়ের কথিত মতই যে প্রভুর হার্দ, তাহাও বলিয়াছেন। সার্বভৌম, কর্ণপূর, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীবাদি আদি-বৈষ্ণবাচার্যগণও এবং পরবর্তীকালের শ্রীপাদ ঈশ্বরী, বলদেব-বিদ্যাভূষণ এবং আধুনিক কালের অদ্বৈতবংশ্য প্রভুপাদ রাধামোহন গোস্বামী, প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী, নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ সত্যানন্দগোস্বামী প্রভৃতি আচার্যগণও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তি স্বীকার করেন নাই। "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন"-গ্রন্থের বাঁধান পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীলরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের মাধ্বাদিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার স্বরচিত এবং ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত "শ্রীবৈষ্ণব"-নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে (১-২ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে বৈষ্ণব-ধর্মের সাধারণতঃ চারিটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। যথা,—শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায় ও চতুঃসন সম্প্রদায়। এই বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত, ইহা এই চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের সম্মিলিত আবির্ভাব-বিশেষ। তিনি যে উচ্চতম প্রেমভক্তিময়ী উপাসনার সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে তাহা প্রচারিত ছিল না। শ্রীপাদ রূপ-সনাতন-প্রভৃতি গোস্বামি-মহোদয়গণকে তিনি উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমভক্তি-সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা অতীব সূক্ষ্ম, অথচ মধুর দার্শনিক ভাবপূর্ণ। ইঁহারা উক্ত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন।"

ঞ। দণ্ডকারণ্যে

দণ্ডকারণ্যে প্রভুকর্তৃক সপ্ততাল-বিমোচন (৭।৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৬৬। দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে

ক। ভক্তসম্মিলন

দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যবস্থানুসারে, মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের গৃহে, গম্ভীরায়, অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দকে প্রভুর সহিত মিলিত করাইলেন। গৌড়দেশে প্রভুর প্রত্যাবর্তন-সংবাদ জানাইবার জন্য, প্রভুর অনুমতি লইয়া শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-সঙ্গী কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে গৌড়ে পাঠাইলেন।

ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভক্তগণও নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। দক্ষিণদেশে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সে-স্থান হইতে পুরীগোস্বামী নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া তিনি দ্বিজ-কমলাকান্ত-নামক এক ভক্তকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে প্রভুর নিকটে আসিলেন। প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম আচার্য "প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥ চৈ. চ. ২।১০।১০২॥" তাঁহার সন্ন্যাসের গুরু ছিলেন শ্রীচৈতন্যানন্দ; তিনি তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন—"বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে॥" কিন্তু পুরুষোত্তম আচার্য ছিলেন "পরম বিরক্ত তেঁহো পরম-পণ্ডিত। কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণচরিত॥ নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব—এই ত কারণ। উন্মাদে করিল তেঁহো সন্ন্যাস গ্রহণ॥ সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্রত্যাগরূপ। যোগপট্ট না লইল, নাম হইল 'স্বরূপ॥' চৈ. চ. ২।১০।১০০-৬॥" ইঁহারই নাম শ্রীস্বরূপ-দামোদর হইয়াছিল। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া তিনিও প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহার পরে শ্রীগোবিন্দও আসিয়া উপনীত হইলেন; ইনি ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক; সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে এবং অন্যতম সেবক কাশীশ্বর পণ্ডিতকে আদেশ করিয়াছিলেন—"তোমরা নীলাচলে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করিবে।" তদনুসারে শ্রীগোবিন্দ প্রথমে আসিয়াছেন, প্রভু তাঁহাকে স্বীয় অঙ্গসেবার কার্যে নিয়োজিত করিলেন। তীর্থভ্রমণ করিয়া কিছু দিন পরে কাশীশ্বরও আসিয়া প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন; তিনি অত্যন্ত বলবান্ ছিলেন। প্রভু যখন জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, লোকভীড় ঠেলিয়া তিনি প্রভুকে লইয়া যাইতেন। ইহার পরে শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ভারতীও নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সঙ্গেই রহিয়া গেলেন [৯।৪ খ (৭)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। রায়রামানন্দও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজমহেন্দ্রী-প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে অবস্থানের উদ্দেশ্যে বিদ্যানগর হইতে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণও প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। ভক্তগণের সহিত প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে চারিসম্প্রদায়ে কীর্তন আরম্ভ করিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

খ। গুণ্ডিচামার্জন

যে-স্থানে শ্রীজগন্নাথের মন্দির, তাহার নাম "নীলাচল।" রথযাত্রায় যে-স্থানে গিয়া তিনি নয়দিন অবস্থান করেন, তাহার নাম "সুন্দরাচল।" সুন্দরাচলেও শ্রীজগন্নাথের এক মন্দির আছে—নাম গুণ্ডিচামন্দির। সম্বৎসরের মধ্যে ঐ নয়দিনই জগন্নাথ গুণ্ডিচামন্দিরে থাকেন, অন্য সময়ে এই মন্দির থাকে খালি। সম্বৎসরের ধূলা-বালি তাহাতে পুঞ্জীভূত হয়। রথযাত্রার পূর্বে জগন্নাথের সেবকগণই সেই মন্দির পরিষ্কার করিয়া থাকেন, ইহাই ছিল প্রচলিত রীতি। মহাপ্রভু সেবকগণের নিকট হইতে গুণ্ডিচা-মার্জনের কার্য যাচ্‌ঞা করিয়া লইলেন এবং ভক্তবৃন্দের সহিত পরমানন্দে গুণ্ডিচা-মার্জন করিতেন—প্রতি বৎসর। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মন্দিরকে বৃন্দাবনস্থ কুঞ্জ বলিয়াই মনে করিতেন এবং শ্রীজগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতেন। তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিতেছেন—এইরূপ ভাব চিত্তে পোষণ করিয়াই প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত গুণ্ডিচা-মন্দিররূপ নিকুঞ্জ পরিমার্জ্জিত করিতেন—তাঁহার প্রাণ-বল্লভের বাসের নিমিত্ত।

"চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে। আপনে শোধয়ে প্রভু শিখায়ে সভারে॥ প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে—লয় কৃষ্ণনাম। ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে—করে নিজ কাম॥ ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন। কাঁহো কাঁহো অশ্রুজলে করয়ে শোধন॥ * *॥ তৃণ-ধূলি ঝিকর সব একত্র করিয়া। বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া॥ চৈ. চ. ২।১২।৮১-৮৫॥" এইভাবে দুইবার শোধন করিয়া তাহার পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলেন। তাহার পরে—"নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন। মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন॥ চৈ. চ. ২।১২।১০১॥" এইরূপে ভিতর-মন্দির, জগমোহন, ভোগমণ্ডপ, নাটশালা, পাকশালা, মন্দিরের চতুর্দিক, সমস্ত অন্তঃপুর, দ্বার, অন্তর্বর্তী-পথাদি সমস্ত শোধন করা হইল। তাহার পরে সরোবরে জলক্রীড়া করিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু প্রসাদ ভোজন করিলেন।

গ। রথযাত্রাকালে

রথযাত্রার দিন ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন করিতেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়ে শ্রীরাধার চিত্তে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের আবেশে রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথের অগ্রে নৃত্য-কীর্তনাদি করিয়াছিলেন (১১।১৮ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঘ। রাজাপ্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা

রাজাপ্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে (১৫।৯ ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঙ। হোরাপঞ্চমীতে

দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা। তৎপরবর্তী পঞ্চমী তিথিতে "হোরাপঞ্চমী।" লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীজগন্নাথ গুণ্ডিচায় গিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীদেবী মহা ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া যেন শ্রীজগন্নাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বাহির হয়েন; জগন্নাথের সেবকগণকে, এমন কি যে-রথ জগন্নাথকে বহন করিয়া গুণ্ডিচায় নিয়াছেন, সেই রথকেও তাড়না-ভর্ৎসনা করেন। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরের মুখে গোপীমানের বৈচিত্রী খ্যাপন করাইয়া আস্বাদন করিয়াছিলেন।

চ। রথযাত্রার পরে

রথযাত্রার পরেও গৌড়ীয় ভক্তগণ চাতুর্মাস্যের অবসান পর্যন্ত নীলাচলে থাকিতেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন। এই সময়ে শ্রীজগন্নাথের যে-সকল যাত্রা হয়, ভক্তদের সহিত প্রভু সে-সকল যাত্রা দর্শন করিতেন। "কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব। গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব॥ দধি দুগ্ধ ভার সভে নিজ স্কন্দে করি। মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি 'হরি হরি'॥ চৈ. চ. ২।১৫।১৮-১৯॥" "দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রা-জলে ভরে সভার অঙ্গ॥" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুকে বলিলেন—"সত্য কহি, না করিহ কোপ। লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ॥" তখন "লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা। বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥ শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে। পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়—দেখি লোক হাসে॥ অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়। দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥ এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়। কে জানিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়॥" চৈ. চ. ২।১৫।১৭-২৭॥ ব্রজলীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই তাঁহারা লগুড় লইয়া খেলা করিয়াছিলেন।

"এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী। উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি॥ ঐ।৩৭॥"

উত্থান-একাদশীর পরে প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে দেশে যাওয়ার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন—"প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥" সম্মানের সহিত অদ্বৈতাচার্যকে বলিলেন—"আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তিদান॥" আর শ্রীমন্নিত্যানন্দকে প্রভু বলিলেন—"যাহ গৌড় দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥ রামদাস গদাধর-আদি কথোজনে। তোমার সহায় লাগি দিল তোমাসনে॥ মধ্যে মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তোমার নিকটে যাইব। অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥” শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিলেন—“তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব। তুমি দেখা পাবে, আর কেহো না দেখিব॥” শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকটে মাতৃভক্ত-শিরোমণি মহাপ্রভু শচীমাতার জন্য জগন্নাথের প্রসাদ এবং বস্ত্র দিয়া বলিলেন—“মাতার চরণে আমার প্রণতি জানাইয়া বলিবে, তাঁহার সেবা ছাড়িয়া আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি; তিনি যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করেন। আর বলিও —‘নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে। মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে॥ নিত্য যাই, দেখি মুঞি তাঁহার চরণে। স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥’ [৭।১৩ ক (১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।”

রাঘবপণ্ডিতের শুদ্ধপ্রেমের প্রশংসা করিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণসেবায় তাঁহার অত্যধিক প্রীতির এবং বিশুদ্ধতারও প্রশংসা করিলেন। শিবানন্দ সেনকে বলিলেন—“তুমি বাসুদেবদত্তের সমাধান করিও (১৭।৬১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), আর ‘প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা। গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় পালন করিয়া।’

কুলীন-গ্রামীদের উপলক্ষ্যে গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্তব্যও প্রভু উপদেশ করিয়াছেন (১৭।৬১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে প্রভু বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর এবং বৈষ্ণবতমের লক্ষণও বলিয়াছেন। বৈষ্ণব —“যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম—পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥” বৈষ্ণবতর—“কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥ চৈ. চ. ২।১৬।৭১॥” এবং বৈষ্ণবতম—“যাঁহার দর্শনে আইসে মুখে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥ চৈ. চ. ২।১৬।৭৩॥” এইরূপে “ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ। **বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর,** আর **বৈষ্ণবতম॥** চৈ. চ. ২।১৬।৭৪॥” ভক্তবৎসল প্রভু মুরারিগুপ্তের ইষ্টনিষ্ঠার কথাও ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিলেন [১৬।৭ ক (১)-অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য]।

প্রভু বাসুদেবদত্তকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন—“প্রভু! আমার একটী বাসনা তোমার কৃপা হইলেই পূর্ণ হইতে পারে। সেই বাসনাটি হইতেছে এই—জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সকল জীবের পাপ মস্তকে বহন করিয়া তাঁহাদের হইয়া আমিই নরক ভোগ করিব, তুমি তাহাদের সকলকে উদ্ধার কর।” শুনিয়া প্রভুর চিত্ত গলিয়া গেল এবং অশ্রু-কম্প-পুলকিতাঙ্গে বলিলেন—“বাসুদেব! তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা। ভক্তবাঞ্ছা-পূর্তিব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের অন্য কৃত্যও নাই। তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন, তোমাকে পাপভোগ করিতে হইবে না, ‘অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল। তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল॥ তুমি যার হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥ তোমার ইচ্ছামতে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন। সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভাবে সকল ভক্তের গুণকীর্তন এবং অভীষ্টপূরণ করিয়া প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে বিদায় দিলেন (চৈ. চ. ২।১৫ অধ্যায়)। প্রতি বৎসরেই প্রভু এইভাবে ভক্তদের গুণ-কীর্তনাদি করিতেন।

প্রভুর আদেশে গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলেন। গদাধরপণ্ডিত এবং হরিদাস-ঠাকুর নীলাচলে রহিয়া গেলেন।

ছ। সার্বভৌমগৃহে ভোজন এবং অমোঘের প্রতি কৃপা

গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে চলিয়া যাওয়ার পরে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অত্যাগ্রহে প্রভু তাঁহার গৃহে ভোজন করিলেন এবং তদুপলক্ষ্যে একদিন সার্বভৌমের জামাতা অমোঘের প্রতিও কৃপা প্রকাশ করিলেন [১৫।৮ক (১২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

জ। সেনশিবানন্দের কুক্কুরের প্রতি কৃপা (৭।১৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

৬৭। নীলাচল হইতে গৌড়ে গমন

দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই বৃন্দাবন-গমনের জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল। একথা শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর বিচ্ছেদভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং রায়রামানন্দ এবং সার্বভৌম-ভট্টাচার্যকে ডাকাইয়া, প্রভু যাহাতে নীলাচলেই থাকেন, তদনুরূপ চেষ্টা করিতে বলিলেন। নানা অছিলায় তাঁহারাও প্রভুর গমনে বাধা দিতে লাগিলেন ; ভক্তবৎসল এবং ভক্তপ্রেমাধীন প্রভুও রহিয়া গেলেন। এইভাবে দুইবৎসর অতীত হইল। সন্ন্যাসের সময় হইতে পঞ্চম বৎসরের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসিলেন ; কিন্তু এবার তাঁহারা উত্থান একাদশী পর্যন্ত রহিলেন না ; প্রভুর ইচ্ছায় রথযাত্রা-দর্শনের পরেই দেশে চলিয়া গেলেন। প্রভু তখন সার্বভৌম ও রায়রামানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া মধুর বচনে বলিলেন—"বহু ত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন। তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥ অবশ্য চলিব, দোঁহে করহ সম্মতি। তোমাদোঁহে বিনা মোর নাহি অন্যগতি। গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়। জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥ গৌড়দেশ দিয়া যাব তা-সভা দেখিয়া। তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥ চৈ. চ. ২।১৬।৮৬-৯০॥"

মহাপ্রভুর এই সকল উক্তিতে প্রভুর ভক্ত-প্রেমবশ্যতা যেমন সূচিত হইতেছে, তেমনি আবার আনুষঙ্গিকভাবে জীবের প্রতি একটী শিক্ষাও প্রকটিত হইয়াছে। ভক্তের প্রসন্নচিত্তের অনুমতি লইয়া যদি ভগদ্ধাম-দর্শনে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই ধাম-দর্শন সার্থক হইতে পারে, ধামের মহিমাদি অনুভূত হইতে পারে।

প্রভুর কথা শুনিয়া সার্বভৌম ও রামানন্দ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন—"প্রভুসনে অতি হঠ কভু ভাল নয়।" তাঁহারা বলিলেন—"প্রভু! এখন বর্ষাকাল, চলাফেরার অসুবিধা হইবে। 'এবে বর্ষা—চলিতে নারিবা। বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥' চৈ. চ. ২।১৬।৯২॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪৩৬ শকের বিজয়াদশমী-দিনে প্রভু গৌড়ের দিকে যাত্রা করিলেন ("চৈ. চ. ২।১৬।৯৩॥") গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামী ব্যতীত প্রভুর অন্য নিজ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়াই প্রভু যাত্রা করিলেন। উড়িয়া ভক্তগণও প্রভুর অনুসরণ করিলেন ; কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। উড়িয়ারাজ্যের মধ্যে প্রভুর গমনের সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে রায়রামানন্দ প্রভুর অনুসরণ করিলেন। ভবানীপুর এবং ভুবনেশ্বর হইয়া প্রভু কটকে আসিয়া সাক্ষিগোপাল দর্শন করিলেন। রামানন্দরায়ের নিকটে সংবাদ পাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রও আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন এবং প্রভুর গৌড়-গমনের সুবন্দোবস্ত করিলেন [৫।৬-খ (৯) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

রাজা প্রতাপরুদ্রের আনীত এক "নব্য নৌকায়" প্রভু চিত্রোৎপলা নদী পার হইয়া গৌড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে প্রভুর সেবার জন্য রায়রামানন্দ, মর্দ্দরাজ এবং শ্রীহরিচন্দন এই তিন জন সঙ্গে চলিলেন। আর নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন—পরমানন্দ পুরীগোস্বামী, সার্বভৌম, স্বরূপদামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, মুকুন্দদত্ত, প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ, কাশীশ্বর পণ্ডিত, হরিদাসঠাকুর, বক্রেশ্বর-পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য, দামোদর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই প্রভৃতি প্রভুর নিজ-ভক্তসমূহ।

ক। গদাধরপণ্ডিতের প্রসঙ্গ

গদাধরপণ্ডিত গোস্বামীও নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছিলেন ; কিন্তু নীলাচলে থাকিতেই, প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা শ্রীক্ষেত্রে বাসের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—ক্ষেত্রসন্ন্যাস। তাঁহার উপরে শ্রীগোপীনাথের সেবার দায়িত্বও অর্পিত হইয়াছিল। "ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ" এবং "ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন" বলিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—"প্রভু! যাহাঁ তুমি সেই নীলাচল" এবং "কোটিসেবা ত্বৎপাদ-দর্শন।" তথাপি প্রভু সম্মত না হওয়ায় পণ্ডিতগোস্বামী বলিলেন—"প্রভু! আমি তোমার সঙ্গে যাইব না, একাকী যাইব ; তোমার জন্যও যাইব না, শচীমাতার চরণ-দর্শনের জন্য যাইব।" তিনি পৃথক্ ভাবে চলিলেন। কটকে আসিয়া প্রভু তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া প্রণয়-রোষের সহিত বলিলেন—"ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা এবং গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করাই বোধ হয় তোমার উদ্দেশ্য। ক্ষেত্র ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়াছ ; তাহাতে তোমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। 'আমার সঙ্গে যাইতে চাহ—বাঞ্ছ নিজ সুখ। তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুখ॥ মোর সুখ চাহ যদি—নীলাচলে চল। আমার শপথ—যদি আর কিছু বল॥' এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা। মূর্চ্ছিত হৈয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৩৭-৪১॥" সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহাকে স্থির করিয়া প্রবোধ দিলেন এবং নীলাচলে লইয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রসঙ্গে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অপূর্ব গৌর-প্রেমের কথা যেমন জানা গেল, তেমনি ভক্তের ব্রতরক্ষার জন্য ভক্তবৎসল প্রভুর অপূর্ব ব্যাকুলতার কথাও জানা গেল।

খ। যবনরাজের প্রতি কৃপা

যাজপুরে আসিয়া প্রভু হরিচন্দন ও মর্দরাজ—এই দুই রাজপাত্রকে বিদায় দিলেন, রামানন্দ সঙ্গে রহিলেন। "কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রি দিনে॥ প্রতি গ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ। নব্য গৃহে নানাদ্রব্যে করয়ে সেবন॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৪৯-৫০॥" রেমুণাতে আসিয়া প্রভু রামানন্দকে বিদায় দিলেন; প্রভুর বিরহ-দুঃখে রামানন্দ অচেতন হইয়া পড়িলেন।

প্রভু চলিতে চলিতে উড়িষ্যারাজ্যের শেষ সীমায় উড়িয়া-কটকে আসিলেন। সে-স্থানে উড়িষ্যারাজের কর্মচারী কয়েক দিন প্রভুর সেবা করিলেন। গৌড়ের পথে অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে তিনি প্রভুকে বলিলেন—"মদ্যপ-যবনরাজার আগে অধিকার। তার ভয়ে পথে কেহো নারে চলিবার॥ পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার। তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার॥ দিন কথো রহ, সন্ধি করি তার সনে। তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৫৬-৫৮॥"

এমন সময়ে সেই যবনরাজের এক হিন্দু চর ছদ্মবেশে উড়িয়া-কটকে আসিয়া প্রভুর আচরণ দেখিয়া গিয়া যবনরাজকে জানাইল—"জগন্নাথ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে অনেক সিদ্ধপুরুষ। সকলেই নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করেন এবং 'হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন॥ লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে। তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥ সেই সব লোক হয়, বাউলের প্রায়। কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥ কহিবার কথা নহে, দেখিলে সে জানি। তাঁহার স্বভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি॥ এত কহি সেই চর 'হরি কৃষ্ণ' গায়। হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৬১-৬৬॥"

চরের কথা শুনিয়া যবনরাজের মন ফিরিয়া গেল। প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল। "আপন বিশ্বাস প্রভুস্থানে পাঠাইল॥ বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৬৭-৬৮॥" ধৈর্যধারণ করিয়া সেই বিশ্বাস উড়িষ্যারাজের মহাপাত্রকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"যবনরাজ আমাকে পাঠাইয়াছেন। প্রভুর চরণ-দর্শনের জন্য তাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা। তোমার আদেশ পাইলে তিনি এখানে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতে পারেন। 'তোমা সঙ্গে এই সন্ধি—নাহি যুদ্ধভয়।' চৈ. চ. ২।১৬।১৬৯-৭১॥" শুনিয়া মহাপাত্র বিস্মিত হইলেন—"মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয়? আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল। দর্শনে শ্রবণে যাঁর জগৎ তারিল॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৭২-৭৩॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপাত্র সেই বিশ্বাসকে বলিলেন—"ভাগ্য তাঁর, আসি করুক প্রভুর দর্শন॥ প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া। আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৭৪-৭৫॥"

বিশ্বাসের মুখে মহাপাত্রের অনুমতির কথা জানিয়া, বোধহয় হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী যবনের বেশে প্রভুর নিকটে যাওয়া অসঙ্গত মনে করিয়া, যবনরাজ হিন্দুর বেশ ধারণ করিয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং "দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া। দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া॥" তখন "মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান। জোড়হাথে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম॥" আর বলিতে লাগিলেন—"অধম যবনকুলে কেনে জন্ম হৈল। বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইল॥ হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান। ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ॥ চৈ. চ. ৩।১৬।১৭৬-৮০॥" প্রভু তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"তুমি কহ—কৃষ্ণ হরি॥"

যবনরাজ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া বলিলেন—"মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার। এক আজ্ঞা দেহ, সেবা করিয়ে তোমার॥ গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করেছি অপার। সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৮৫-৮৬॥"

তখন মুকুন্দদত্ত বলিলেন—"শুন মহাশয়! গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥ তাহা যাইতে তুমি কর সহায় প্রকার। এই বড় আজ্ঞা—এই বড় উপকার॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৮৭-৮৮॥"

পরমানন্দে যবনরাজ চলিয়া গেলেন। প্রাতঃকালে প্রভুর গৌড়গমনের সুবন্দোবস্ত করিয়া যবনরাজ উপনীত হইলেন। "এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে এক ঘর। স্বগণে চড়াইল প্রভু তাহার উপর॥ * * জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল। দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল॥ মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল। পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আসিল। তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে। সে-কালে তার প্রেমচেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৯৩-৯৭॥"

গ। গৌড়ে

সেই নৌকাতেই প্রভু পানিহাটী পর্যন্ত আসিয়া "নাবিককে পরাইল নিজ কৃপাশাটী।" পানিহাটীতে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে একদিন থাকিয়া প্রাতঃকালে কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে আসিলেন। সে-স্থান হইতে শিবানন্দসেনের গৃহ এবং বাসুদেব দত্তের গৃহ হইয়া বিদ্যানগরে সার্বভৌমভট্টাচার্যের সহোদর বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিলেন। সে-স্থানে অসংখ্যলোকের ভীড় জমিল; প্রভু অতিষ্ঠ হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কুলিয়ায় চলিয়া গেলেন। কুলিয়াতে প্রভু দেবানন্দ-পণ্ডিতের প্রতি কৃপা করেন (১৭।৫২ অনু)। সে-স্থানে মাধবদাসের গৃহে সাতদিন থাকিয়া প্রভু অসংখ্যলোকের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন। তাহার পরে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসিলেন; শচীমাতাও সে-স্থানে আসিয়া তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে দর্শন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) রামকেলিতে

শান্তিপুর হইতে প্রভু রামকেলিতে গমন করিলেন এবং সে-স্থলে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের প্রতি কৃপা করিলেন (১৫।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(২) কানাইর নাটশালায়

রামকেলি হইতে বৃন্দাবনের পথে কানাইর নাটশালা পর্যন্ত গিয়া প্রভু বহুলোক সঙ্গে বৃন্দাবনযাত্রা স্থগিত করিয়া নীলাচল হইতে একাকী যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প করিলেন (১৫।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(৩) পুনরায় শান্তিপুরে

কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু পুনরায় শান্তিপুরে আসিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাসও সে-স্থলে প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়া গৃহে পাঠাইলেন (১৫।১৮-ঙ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঘ। গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

শান্তিপুর হইতে প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই বৃন্দাবন গমনের সঙ্কল্প ছিল বলিয়া সেই বৎসর রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাওয়ার জন্য প্রভু গৌড়দেশবাসী ভক্তদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহারা কেহই সেই বৎসর নীলাচল গমন করেন নাই।

৬৮। নীলাচল হইতে বৃন্দাবন-গমন

গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই বৃন্দাবন-যাত্রার জন্য প্রভুর সঙ্কল্প ছিল; তখন বর্ষাকাল আসিয়া পড়িতেছিল বলিয়া ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। শরৎকাল আসিলে প্রভুর চলিতে ইচ্ছা হইল, ভক্তবৃন্দও সম্মত হইলেন। একাকী যাওয়াই প্রভুর ইচ্ছা; রায়রামানন্দ এবং সার্বভৌমভট্টাচার্যাদির অত্যাগ্রহে বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তাঁহার এক বিপ্রভৃত্যকে সঙ্গে লইতে প্রভু সম্মত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে প্রভু ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

ক। ঝারিখণ্ডে

ঝারিখণ্ডে প্রভুর লীলা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে [৫।৬ খ (১০)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

খ। কাশীতে

ঝারিখণ্ডের পথে প্রভু কাশীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কাশীতে প্রভু অল্প কয়েক দিনমাত্র ছিলেন। প্রভুর পূর্ব-পরিচিত ভক্ত চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে প্রভু থাকিতেন এবং তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গভয়ে অন্যত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। কাশীতে "মহারাষ্ট্রী বিপ্র"-নামে পরিচিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রকাশানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরস্বতীর সহিত তাঁহার খুব সৌহার্দ ছিল; তিনি সরস্বতীপাদের সভায় বেদান্ত শুনিতেন। দৈবাৎ একদিন চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে প্রভুর দর্শন লাভ করিয়াই তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইল এবং তিনি প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারিলেন [১৫।৮ খ (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

গ। প্রয়াগ হইয়া মথুরায়

কাশী হইতে প্রভু প্রয়াগে আসিয়া মাত্র তিন দিন ছিলেন, তাহার পরে মথুরায় যাত্রা করেন [৫।৬ খ (১১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

ঘ। মথুরায় সনৌড়িয়া-বিপ্রের প্রসঙ্গ

মথুরায় আসিয়া প্রভু যখন শ্রীকৃষ্ণজন্ম-স্থানে শ্রীকেশব-দর্শন করিয়া সঘন হুঙ্কারের সহিত প্রেমানন্দে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন, তখন এক বিপ্র প্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং প্রভুর সঙ্গে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যের অন্তে প্রভু তাঁহাকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কাহাঁ হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥" প্রভুর কথা শুনিয়া বিপ্র বলিলেন—"শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী যখন মথুরায় আসিয়াছিলেন, 'তখন কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা। মোরে শিষ্য করি মোর হাথে ভিক্ষা কৈলা'॥" শুনিয়া প্রভু তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন; ভীত হইয়া তিনি প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। তখন প্রভু বলিলেন—"তুমি গুরু, আমি শিষ্যপ্রায়। গুরু হৈয়া শিষ্যে নমস্কার না জুয়ায়॥" শুনিয়া সেই বিপ্র বিস্মিত ও ভীত হইয়া বলিলেন—"ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া? কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি—। মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি? কৃষ্ণপ্রেমা তাহাঁ—যাহাঁ তাঁহার সম্বন্ধ। তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥" তখন প্রভুর সঙ্গী বলভদ্রভট্টাচার্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সহিত প্রভুর সম্বন্ধের কথা জানাইলে মাথুর বিপ্র আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন; প্রভুকে সঙ্গে করিয়া নিজগৃহে আসিলেন এবং নানাভাবে প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। পরে "ভিক্ষা লাগি (বলভদ্র) ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন॥" তখন প্রভু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"পুরীগোসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছে ভিক্ষা। তুমি মোরে ভিক্ষা দেহ, এই মোর শিক্ষা॥"

এই মাথুর ব্রাহ্মণ ছিলেন একজন সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ। "সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥ তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব-আচার। শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥" মহাপ্রভু যখন তাঁহার হাতে ভিক্ষা গ্রহণের কথা বলিলেন, তখন "দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল—॥ তোমারে ভিক্ষা দিব, বড় ভাগ্য সে আমার। তুমি ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥ মূর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন। সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন॥ প্রভু কহে—শ্রুতি-স্মৃতি যত ঋষিগণ। সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥ ধর্ম্ম-স্থাপন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেতু সাধুব্যবহার। পুরীগোসাঞিির আচরণ—সেই ধর্ম্ম সার॥ (নিজের উক্তির সমর্থনে প্রভু এ-স্থলে মহাভারত বনপর্বের একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না * * * মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ৩।১৩।১১৭॥") তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।" চৈ. চ. ২।১৭।১৪৯-৭৬॥

৬। ব্রজমণ্ডলে

(১) চব্বিশঘাটে ও দ্বাদশবনে

সেই মাথুর ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করাইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রভু যমুনার চব্বিশঘাটে স্নান করিলেন এবং দ্বাদশবন দর্শন করিলেন।[১]

প্রভু যখন যে-স্থান দর্শন করেন, তখন সে-স্থানেই প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়েন। "পথে গাবী ঘটা চরে, প্রভুকে দেখিয়া। প্রভুকে বেঢ়য়ে সভে হুঙ্কার করিয়া॥ গাবী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে। বাৎসল্যে গাবী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥ সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন। প্রভু সঙ্গে চলে,—নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥ কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল। প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল॥ মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে। ভয় নাহি করে—সঙ্গে যায় বাটে বাটে॥ অঙ্গের সৌরভে মৃগ মৃগী-শৃঙ্গ উঠে। কৃপা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে॥ পিকভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চমে গায়। শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে ধায়॥ প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণ। অঙ্কুর-পুলক, মধু অশ্রু বরিষণ॥ ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥ প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম। আনন্দিত—বন্ধু যেন দেখি বন্ধুগণ॥ তা-সভার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে। সভাসনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥ প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন। পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥ অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে। 'কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল' বোলে উচ্চৈঃস্বরে॥ স্থাবর-জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণ-ধ্বনি। প্রভুর গম্ভীরস্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥ মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন। মৃগের পুলক অঙ্গ—অশ্রু-নয়ন॥ বৃক্ষডালে শুকশারী দিল দরশন। তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥ শুক শারিকা প্রভুর হাথে উড়ি পড়ে। প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পঢ়ে॥

১। চব্বিশ ঘাট—(১) অবিমুক্ত, (২) বিশ্রান্তি, (৩) গুহ্য বা সংসার-মোচন, (৪) প্রয়াগ, (৫) কনখল, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুব, (১০) ঋষি, (১১) মোক্ষ, (১২) বোধি, (১৩) নব, (১৪) ধারাপত্তন, (১৫) সংযমন, (১৬) নাগ, (১৭) ঘটাভরণ, (১৮) ব্রহ্ম, (১৯) সোম, (২০) সরস্বতী-পত্তন, (২১) চক্র, (২২) দশাশ্বমেধ, (২৩) বিঘ্নরাজ, (২৪) কোটী, (ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ)। দ্বাদশবন—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) কাম্যবন, (৫) বহুলাবন, (৬) ভদ্রবন, (৭) খদিরবন, (৮) মহাবন, (৯) লোহজঙ্ঘবন, (১০) বেলবন, (১১) ভাণ্ডীরবন, (১২) বৃন্দাবন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* * *॥ শুক-শারী উড়ি পুন গেলা বৃক্ষডালে। ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতুহলে॥ ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা। প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥ প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ। ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভু সন্তর্পণ॥ আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস। জলসেক করে, অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥ প্রভুকর্ণে 'কৃষ্ণনাম' কহে উচ্চ করি। চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি॥ কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গক্ষত হৈল। ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল॥ কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন। 'বোল বোল' বলি উঠি করেন নর্ত্তন॥ ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র 'কৃষ্ণনাম' গায়। নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥ প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত। প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥ * *॥ প্রেমে গরগর—মন রাত্রি-দিবসে। স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥ চৈ. চ. ২।১৭।১৮২-২১৫॥"

(২) শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের স্থান-নির্ণয়

প্রেমাবেশে বাহ্যস্মৃতিহারা প্রভু নৃত্য করিতে করিতে যখন আরিটগ্রামে (অরিষ্টগ্রামে) আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার বাহ্যদশা ফিরিয়া আসিল। এই আরিটগ্রামেই কৃষ্ণলীলা-কালের শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড অবস্থিত; কিন্তু প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বের এই কুণ্ডদ্বয় কালবশে বুজিয়া গিয়াছিল; কোন্‌স্থানে এই কুণ্ডদ্বয় অবস্থিত ছিল, তাহা গ্রাম-বাসীরাও জানিতেন না, প্রভুর সঙ্গী মাথুর ব্রাহ্মণও জানিতেন না। ঐ গ্রামেরই একস্থানে প্রভু দেখিলেন—দুইটী ধান্যক্ষেত্রে অল্প জল; সর্বজ্ঞ প্রভু জানিতে পারিলেন—ঐ দুইটী ধান্যক্ষেত্রের একটী শ্যামকুণ্ড এবং একটী রাধাকুণ্ড। ধান্যক্ষেত্রের অল্প জলেই তিনি স্নান করিলেন এবং কুণ্ডলীলা-স্মরণে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাধাকুণ্ডের স্তব করিতে করিতে কুণ্ডতীরে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং "কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিলা। (বলভদ্র) ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈলা॥" চৈ. চ. ২।১৮।২-১১॥

বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই পঙ্কোদ্ধার-পূর্বক কুণ্ডদ্বয়ের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী যখন ব্রজমণ্ডলে গিয়াছিলেন, তখন তিনি এবং শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতেন। তাহার পরে কুণ্ডদ্বয়ের পাড়ও বাঁধান হইয়াছিল। তাহার পরেও বহুবার পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্বে যখন পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণ-চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীরাধাকুণ্ডের মোহান্ত ছিলেন, তখনও একবার পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছিল। সেই সময়ে মোহান্ত মহারাজ দয়া করিয়া লেখককে জানাইয়াছিলেন—"অতি প্রাচীন গ্রন্থে কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া যে-সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, এইবার-কার পঙ্কোদ্ধার-কালে সে-সকল দ্রব্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ইষ্টকনির্মিত কোনও কোনও ইমারতও, যাহা তাহার পূর্বে কোনও পঙ্কোদ্ধার-কালে পাওয়া যায় নাই।" মহাপ্রভু কুণ্ড-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বয়ের যে-স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানেই যে কৃষ্ণলীলা-কালে কুণ্ডদ্বয় অবস্থিত ছিল, ইহাই তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ।

(৩) গোবর্ধনের গোপাল-দর্শন

আরিটগ্রাম হইতে সুমনঃসরোবরে (কুসুমসরোবরে) আসিয়া গোবর্ধন দর্শন করিয়া প্রভু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, গোবর্ধনের এক শিলাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া গোবর্ধন-গ্রামে যাইয়া শ্রীহরিদেবকে প্রণাম করিলেন এবং হরিদেবের সাক্ষাতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া রান্না করিলেন ; ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া প্রভুও আহার করিলেন। সেই রাত্রিতে প্রভু হরিদেবের মন্দিরেই রহিলেন।

প্রাতঃকালে প্রভু ভাবিলেন—"গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চঢ়িব। গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব॥ চৈ. চ. ২।১৮।২০॥" প্রভু গোবর্ধনশিলাকে "কৃষ্ণ-কলেবর" মনে করিতেন ; সুতরাং ভক্তভাবাপন্ন প্রভু গোবর্ধনে উঠিয়া, অর্থাৎ গোবর্ধনের অঙ্গে চরণ-স্পর্শ করাইয়া, গোবর্ধনাধিপতি গোপালের দর্শন করিতে পারেন না। শ্রীগোপাল থাকেন গোবর্ধনের উপরে অন্নকূট গ্রামে। প্রভুর মনের ভাব জানিয়া গোপালই এক ভঙ্গী করিলেন, যাহাতে প্রভু গোপাল-দর্শন করিতে পারেন।

অন্নকূট-গ্রামে রাজপুত লোকদের বসতি। রাত্রিতে একজন লোক গিয়া তাঁহাদের জানাইল—"তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধাড়ী সাজিল॥ আজি রাত্র্যে পলাহ, গ্রামে না রহ একজন। ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন॥" শুনিয়া গ্রামবাসীরা চিন্তিত হইয়া সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীগোপালকে নিয়া গাঁঠুলিগ্রামে এক বিপ্রগৃহে নিভৃতে রাখা হইল।

প্রভু প্রাতঃকালে মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্ধন-পরিক্রমায় বাহির হইলেন এবং গোবিন্দকুণ্ডে আসিয়া স্নান করিলেন। সেখানে প্রভু শুনিলেন, গোপাল গাঁঠুলি গ্রামে আসিয়াছেন। প্রভু গিয়া গোপাল দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্তন করিলেন। প্রভু "এই মত তিন দিন গোপাল দেখিলা। চতুর্থ দিবসে গোপাল স্ব-মন্দিরে গেলা॥ গোপাল-সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি। আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি হরি'॥ গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে। প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥ এই মত গোপালের করুণ-স্বভাব। যেই ভক্তজনে দেখিতে হয় ভাব॥ দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চঢ়ে গোবর্দ্ধনে। কোন ছলে গোপাল আসি আপনে উতরে। কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে। সেই ভক্ত তাহাঁ আসি দেখয়ে তাঁহারে॥" চৈ. চ. ২।১৮।২৩-৩৮॥

(৪) নন্দীশ্বরে

গোপাল দর্শনের পরে প্রভু কাম্যবন হইয়া নন্দীশ্বরে (নন্দমহারাজের গ্রামে) আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাবনকুণ্ডাদিতে স্নান করিয়া নন্দীশ্বর-পর্বতের উপরে যাইয়া সে-স্থলে কোনও দেবালয় আছে কিনা, গ্রামবাসীদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন—"মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥ দুই দিকে মাতা-পিতা[১]—পুষ্টকলেবর। মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥ শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া। তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া॥ ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ-বন্দন। প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন॥ সবদিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা। চৈ. চ. ২।১৮।৫১-৫৭॥"

(৫) মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন

নন্দীশ্বর হইতে যথাক্রমে খদিরবন, শেষশায়ী, খেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন, যমুনা পার হইয়া ভদ্রবন, শ্রীবন দর্শন করিয়া প্রভু পুনরায় লোহবনে গেলেন। মহাবনে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান[২] এবং যমলার্জুন-ভঙ্গাদি-স্থানও দর্শন করিয়া, "প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥ গোকুল দেখিয়া আইল মথুরা নগরে। জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র ঘরে (মাথুরবিপ্রের গৃহে)॥ লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া। একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিলা আসিয়া॥ চৈ. চ. ২।১৮।৬১-৬৩॥"

(৬) তেঁতুলী-তলায়, রাজপুত কৃষ্ণদাসের প্রসঙ্গ

একদিন প্রভু অক্রূরতীর্থ হইতে প্রাতঃকালে বৃন্দাবনে আসিয়া চীরঘাটে স্নান করিয়া এক "তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥ কৃষ্ণলীলা-কালের বৃক্ষ পুরাতন। তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ॥ নিকটে যমুনা, বহে শীতল সমীর। বৃন্দাবন-শোভা দেখি যমুনার নীর॥ তেঁতুল-তলে বসি করে নামসঙ্কীর্ত্তন। মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥ চৈ. চ. ২।১৮।৬৮-৭১॥"

অক্রূরতীর্থে বহুলোকের সংঘট্ট হয় বলিয়া প্রভু স্বচ্ছন্দে নাম কীর্তন করিতে পারেন না। সেজন্য প্রতিদিনই "বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে। নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে॥ তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন। সভারে উপদেশ করে 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥' চৈ. চ. ২।১৮।৭২-৭৪॥" বৃন্দাবনে প্রভু সেই তেঁতুল-তলায় বসিয়াই নাম সঙ্কীর্তন করিতেন।

এক দিন প্রভু তেঁতুল-তলায় বসিয়া নাম-সঙ্কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় "আইলা বৈষ্ণব—কৃষ্ণদাস নাম। রাজপুত জাতি গৃহস্থ—যমুনাপারে গ্রাম॥ কেশীস্নান করি সেই কালিদহে যাইতে। আমলিতলায় গোসাঞি দেখে আচম্বিতে॥ প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার। প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার॥ প্রভু কহে—কে তুমি কাহাঁ তোমার ঘর। কৃষ্ণদাস কহে—মুঞি গৃহস্থ পামর॥ রাজপুত জাতি মুঞি, পারে মোর ঘর। মোর ইচ্ছা হয়—হঙ

১। মাতা-পিতা—যশোদা ও নন্দমহারাজ। ২। মহাবনে—গোকুলে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, যে-সময়ে কংসকারাগারে চতুর্ভুজরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে যশোদা হইতে গোকুলেও দ্বিভুজরূপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব-কিঙ্কর॥ কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপন দেখিলু। সেই স্বপ্ন পরতেখ তোমা আসি পাইলু॥ প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি। প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বোলে 'হরি'॥ প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থ আইলা। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা॥ প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা। প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥ চৈ. চ. ২।১৮।৭৫-৮৩॥" প্রভু যতদিন ব্রজমণ্ডলে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত এই ভাগ্যবান্ কৃষ্ণদাস আর গৃহে গমন করেন নাই; মথুরা হইতে প্রভু যখন নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখনও তিনি প্রভুর সঙ্গে প্রয়াগ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। অনেক যত্ন করিয়া প্রয়াগ হইতে প্রভু তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

(৭) কালিদহে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের গুজব

একটা গুজব রটিয়া গিয়াছিল যে, রাত্রিতে কালিদহের জলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতেছে। শুনিয়া মথুরা হইতে দলে দলে লোক কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য রাত্রিতে কালিদহের দিকে ছুটিতে লাগিল। একদিন কতকগুলি মথুরাবাসী লোক কালিদহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোলাহল করিতে করিতে অক্রূরতীর্থে প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। "প্রভু কহে—কাহাঁ হৈতে কৈলে আগমন? লোক কহে—কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে। কালিয়শিরে নৃত্য করে, ফণারত্ন জ্বলে॥ সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয়।" শুনিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সব সত্য হয়॥" "এই মত তিনরাত্রি লোকের গমন। সভে আসি কহে—'কৃষ্ণ পাইল দর্শন'॥" লোকদের কথা শুনিয়া প্রভুর সঙ্গী বলভদ্রভট্টাচার্যের ইচ্ছা হইল—কালিদহে যাইয়া কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য। তিনি প্রভুর অনুমতি চাহিলে প্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন—"মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া? কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে? (কলিকালে কালিদহ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না)। নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥ বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া। কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা॥"

পরের দিন প্রাতঃকালে কয়েকজন ভব্যলোক প্রভুর নিকটে আসিলে প্রভু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণ দেখি আইলা?" তখন তাঁহারা বলিলেন—"রাত্র্যে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া। কালিদহে মৎস্য মারে দেউটী জ্বালিয়া॥ দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম—। কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥ নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান, দীপে রত্নজ্ঞানে। জালিয়াকে মূঢ় লোক 'কৃষ্ণ' করি মানে॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা—সেহ সত্য হয়। কৃষ্ণকে দেখিল লোক—ইহা মিথ্যা নয়॥" প্রভু বলিলেন—"কাঁহা পাইলে কৃষ্ণদরশন?" তাঁহারা বলিলেন—"বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ-অবতার। তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া আত্মগোপন-তৎপর প্রভু বলিলেন—"'বিষ্ণু বিষ্ণু' ইহা না কহিয়। জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয়॥ * *॥ যেই মূর্খ কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥ (এই উক্তির সমর্থনে প্রভু পদ্মপুরাণের একটী শ্লোকও উল্লেখ করিলেন। "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥")। লোক কহে—তোমাতে কভু নহে জীবমতি। কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥ আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্র-নন্দন। দেহকান্তি-পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥ মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়। ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥ (স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ—বিশেষতঃ দর্শনমাত্রে প্রেমদাতৃত্বাদি—যে প্রভুতে বিদ্যমান, লোকগণ তাহা বলিলেন)। * * ॥ সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল। প্রেমনামে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল॥" চৈ. চ. ২।১৮।৮৪-১১৭॥

(৮) অক্রূরঘাটে ঝম্পপ্রদান

একদিন মহাপ্রভু যমুনার অক্রূরঘাটে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—"এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল। ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥[১] এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে। ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥" ইহা দেখিয়া রাজপুত কৃষ্ণদাস চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; শুনিয়া বলভদ্রভট্টাচার্য তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া প্রভুকে জল হইতে তুলিয়া আনিলেন। চৈ. চ. ২।১৮।১২৫-২৮॥

(৯) মথুরাত্যাগের সূচনা

এই ঘটনার পরে প্রভুর নিরাপত্তা-সম্বন্ধে বলভদ্র ভট্টাচার্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নিভৃতে তিনি মাথুর বিপ্রের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মাথুর বিপ্রকে উল্লিখিত বিবরণ জানাইয়া তিনি বলিলেন—"আজি আমি আছিলাঙ উঠাইল প্রভুরে। বৃন্দাবনে ডুবে যদি, কে উঠাবে তাঁরে? লোকের সংঘট্ট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল। নিরন্তর আবেশ প্রভুর

১। **অক্রূরের বৈকুণ্ঠ-দর্শন।** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া অক্রূর যখন ব্রজ হইতে মথুরায় যাইতেছিলেন, তখন তিনি রামকৃষ্ণকে তীরে রাখিয়া যমুনার এই ঘাটে স্নান করিবার নিমিত্ত জলে নামিয়া ডুব দিয়াছিলেন; তখন তিনি জলের মধ্যেই রামকৃষ্ণকে এবং বৈকুণ্ঠকে দর্শন করিয়াছিলেন। তদবধি এই ঘাটের নাম হয় অক্রূর-তীর্থ; পূর্বে নাম ছিল ব্রহ্মহ্রদ (ভা. ১০।৩৯ অধ্যায়)।

ব্রজবাসীদের গোলোকদর্শন। এক সময়ে নন্দমহারাজ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করিতে নামিলে বরুণের ভৃত্যগণ তাঁহাকে বরুণালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া নন্দ-মহারাজকে আনিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয়ে গেলে সপরিকর বরুণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন। পিতাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে আসিলে সরল-হৃদয় নন্দ-মহারাজ বরুণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতির কথা জ্ঞাতিবর্গের নিকটে প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণলোক দর্শনের জন্য গোপগণের ইচ্ছা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে লইয়া এই ঘাটে আসিয়া সকলকে জলে নিমগ্ন হইতে বলিলেন। তখন তাঁহারা এই স্থানে জলমধ্যে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন (ভা. ১০।২৮ অধ্যায়)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না দেখিয়ে ভাল ॥ বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাঢ়িয়ে[1]। তবে মঙ্গল হয়, এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥ চৈ. চ. ২।১৮।১৩০-৩২ ॥”

ভট্টাচার্যের কথা শুনিয়া মাথুরবিপ্রও বুঝিতে পারিলেন যে, মথুরায় অবস্থিতি এবং বৃন্দাবনে যাতায়াত প্রভুর পক্ষে নিরাপদ নহে, এ-স্থান পরিত্যাগই প্রভুর পক্ষে সঙ্গত; কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, এ-স্থানে অবস্থিতি যে প্রভুর পক্ষে নিরাপদ নহে, একথা বলিলে প্রভু মথুরাত্যাগে সম্মত হইবেন না। প্রভু ভক্তবৎসল, ভক্তদুঃখ-বিমোচনের জন্য এবং ভক্তের অভীষ্ট-পূরণের জন্য প্রভুর অত্যন্ত আগ্রহ। তাই তিনি মনে করিলেন—প্রভুর পরমভক্ত বলভদ্র ভট্টাচার্যের দুঃখের কথা এবং কিসে তাঁহার সেই দুঃখ দূরীভূত হইতে পারে, তাহা যদি প্রভুর নিকটে নিবেদন করা যায়, তাহা হইলে ভক্তবৎসল প্রভু তাহা করিতে সম্মত হইতে পারেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি ভট্টাচার্যকে বলিলেন—“প্রভুর নিকটে তুমি তোমার দুঃখের কথা জানাইও—লোকের সংঘট্ট, নিমন্ত্রণের ঝঞ্জাট-ইত্যাদির কথা। আর বলিও—এখন মাঘ মাস আসিয়াছে, মাঘ মাসে প্রয়াগে মকর-স্নানের জন্য তোমার ইচ্ছা হইয়াছে; এখনও যদি যাত্রা করা যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ কয়েকদিন মকর-স্নানের সুযোগ হইতে পারে। সোরোক্ষেত্রে (বৃন্দাবনের পূর্বদিকে বাদাও জেলায় অবস্থিত স্থানবিশেষ) গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গার তীরে তীরে প্রয়াগে যাইতে পারিলে যে তোমার অত্যন্ত আনন্দ হইবে, তাহাও প্রভুকে জানাইও। চৈ. চ. ২।১৮।১৩৩-৩৭ ॥”

যদিও ভক্তের চিত্তে নিজের সুখ-দুঃখের বিচার কখনও স্থান পায় না, তথাপি প্রভুর নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া মাথুরবিপ্রের পরামর্শ অনুসারে বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—“সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।[2] নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমারে না পায়। তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥ তবে সুখ হয়—যদি গঙ্গাপথে যাই। এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর-স্নান পাই ॥ উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি। প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥ চৈ. চ. ২।১৮।১৩৮-৪১ ॥”

“যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন”, তথাপি তাঁহার পরমভক্ত ভট্টাচার্যের অভীষ্ট-পূরণের জন্য ভক্তবৎসল প্রভু মধুর বচনে ভট্টাচার্যকে বলিলেন—“তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন। এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥ যে-তোমার ইচ্ছা, আমি সে-ই ত করিব। যাহাঁ লঞা যাহ তুমি, তাহাঁই যাইব ॥ চৈ. চ. ২।১৮।১৪৩-৪৪ ॥”

চ। মথুরাত্যাগ, প্রয়াগের পথে ম্লেচ্ছ-পাঠানদের প্রতি কৃপা

পরের দিন প্রভু প্রাতঃস্নান করিলেন; কিন্তু “ ‘বৃন্দাবন ছাড়িব’ জানি প্রেমাবেশ

১। কাঢ়িয়ে—অন্যত্র লইয়া যাই। ২। গড়বড়ি—হট্টগোল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৈল ॥ বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন। ভট্টাচার্যে কহে—চল যাই মহাবন ॥ চৈ. চ. ২।১৮-১৪৫-৪৬ ॥” প্রভুকে নৌকায় তোলা হইল। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন তখন চারিজন—বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং তাঁহার ভৃত্য ব্রাহ্মণ—এই দুইজন গৌড়ীয় বা বাঙ্গালী, আর কৃষ্ণদাস রাজপুত এবং মাথুর ব্রাহ্মণ। নদী পার হইয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে সঙ্গীদের পথশ্রান্তি দেখিয়া প্রভু বিশ্রামের জন্য এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন সেই বৃক্ষের নিকটে বহু গাভী বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে রাখালও ছিল। আচম্বিতে এক রাখাল বাঁশী বাজাইলে তাহা শুনিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া অচেতন অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইলেন। তাঁহার “মুখে ফেন পড়ে, নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈল ॥” এমন সময়ে সে-স্থানে দশজন অশ্বারোহী ম্লেচ্ছ পাঠান আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন “রাজার কুমার,” অল্পবয়স্ক; নাম “বিজুলিখান।” অন্যান্যেরা তাঁহার ভৃত্য। তাঁহাদের মধ্যে কালবস্ত্র-পরিহিত পরম-গম্ভীর এক ব্যক্তিও ছিলেন; লোকে তাঁহাকে “পীর” বলিত। ইঁহারা ছিলেন—বাটপাড়—বাটোয়ার; পথিকদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন। যাহার যে-রকম চরিত্র, তাহার মনোবৃত্তিও তদনুরূপই হইয়া থাকে। তাঁহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন—এক সন্ন্যাসী মূর্ছিত, আর চারিজন লোক সে-স্থানে উপস্থিত। তাঁহারা মনে করিলেন—এই সন্ন্যাসীর নিকটে অনেক সুবর্ণ ছিল; এই চারিজন বাটপাড় তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত সুবর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছে। তাঁহারা প্রভুর সঙ্গী চারিজনকেই বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাদিগকে কাটিয়া ফেলিতেও উদ্যত হইলেন। তাহাতে গৌড়ীয় দুইজন—বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং তাঁহার ভৃত্য ব্রাহ্মণ—ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু পশ্চিম-দেশীয় লোক দুইজন—মাথুর ব্রাহ্মণ এবং কৃষ্ণদাস রাজপুত—ভীত হয়েন নাই। নির্ভয়ে তাঁহারা পাঠানদিগকে ধাপ্পা দিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

মাথুরবিপ্র বলিলেন—“পাঠান! তোমার পাৎসার দোহাই। চল তুমি, আমি সিকদার-পাশ যাই ॥ এ-যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ। পাৎশাহার আগে আছে মোর শতজন ॥ এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্চ্ছিত। অবহি চেতন পাইব—হইবে সংবিত ॥ ক্ষণেক ইহাঁ বৈস, বান্ধি রাখহ সভারে। ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ সভারে ॥ পাঠান কহে—তুমি পশ্চিমা সাধু দুই জন। গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে দুইজন ॥”

তখন রাজপুত কৃষ্ণদাসও বলিলেন—“আমার ঘর এই গ্রামে। শতেক তুরকী আছে, দুইশত কামানে ॥ এখনি আসিবে সব—আমি যদি ফুকারি। ঘোড়া পিড়া লুঠি লবে তোমা সভা মারি ॥ গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়। তীর্থবাসী লুঠ, আর চাহ মারিবার ॥ শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।”

”হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ॥ হুঙ্কার করিয়া উঠে, বোলে ‘হরি হরি’। প্রেমা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি॥ প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার। ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার॥ ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল চারিজন। প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥"

বলভদ্র ভট্টাচার্য আসিয়া প্রভুকে ধরিয়া বসাইলেন। ম্লেচ্ছদিগকে দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইল। ম্লেচ্ছগণ আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন—"এই ঠক চারিজন॥ এই চারি মিলিয়া তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া। তোমার ধন লৈল তোমায় পাগল করিয়া॥" তখন প্রভু বলিলেন—ইঁহারা "ঠক নহে, মোর সঙ্গী জন। ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—মোর নাহি কিছু ধন॥" আত্মগোপনের জন্য প্রভু আরও বলিলেন—"মৃগীব্যাধিতে আমি হই অচেতন। এই চারি দয়া করি করেন পালন॥"

প্রভুর দর্শনে এবং প্রভুর বাক্য-শ্রবণে পরম গম্ভীর পীর-সাহেবের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি প্রভুর সঙ্গে পরমার্থ-বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করিয়া "নির্বিশেষ ব্রহ্ম" প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু "তাঁরি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥ যেই যেই কহে, প্রভু সকলি খণ্ডিল। উত্তর না আইসে মুখে, (পীর) মহাস্তব্ধ হৈল॥" প্রভু বলিলেন—"তোমার শাস্ত্রে স্থাপি 'নির্ব্বিশেষ'। তাহা খণ্ডি 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষ॥ তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে—একই ঈশ্বর। সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তেঁহো শ্যামকলেবর॥ সচ্চিদানন্দ-দেহ—পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদিস্বরূপ॥ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়। স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয়॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ। তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ॥ তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার। তাঁহার চরণে প্রীতি—পুরুষার্থ-সার॥ মোক্ষাদি-আনন্দ যার নহে এক কণ। পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন॥"

প্রভুর কৃপায় পীর-সাহেব প্রভুর উক্তির মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং বলিলেন—"সেই ত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। মোরে কৃপা কর, মুঞি অযোগ্য পামর॥ অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে। সাধ্য-সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥ তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম। 'আমি বড় জ্ঞানী'—এই গেল অভিমান॥ কৃপা করি বোল মোরে সাধ্য-সাধনে। এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥"

তখন প্রভু বলিলেন—"উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে। কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥ 'কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ' কৈল উপদেশ। সভে 'কৃষ্ণ' কহে, সভার হৈল প্রেমাবেশ॥ 'রামদাস' বলি প্রভু তাঁর কৈল নাম।" রাজকুমার বিজুলিখানও "কৃষ্ণ" বলিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন; তখন "প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥"

"তাসভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা। সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥ 'পাঠান বৈষ্ণব' বলি হৈল তার খ্যাতি। সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥ সেই বিজুলিখান হৈল মহাভাগবত। সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরমমহত্ত্ব॥"—চৈ. চ. ২।১৮।১৫৩-২০২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুসলমান-শাস্ত্রসম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তিগুলির একটু আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। কয়েকজন মুসলমান সাধক এবং শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মৌলভীর সঙ্গে আলোচনার ফলে জানা গিয়াছে—কোরাণাদি শাস্ত্রে ভগবানের নিরাকার ও সগুণস্বরূপের স্পষ্ট উল্লেখই আছে; আর একটী স্বরূপেরও যেন একটু প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। মুসলমান সাধকদের অভীষ্ট ধামের মধ্যে বেহেস্ত, আরস্, লা-মোকাম প্রভৃতি ধামের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক ধামই চিন্ময়, নিত্য, সর্বগ, অনন্ত, বিভু। বেহেস্তে সাধনসিদ্ধ লোকগণ চিন্ময়, নিত্যকিশোর-দেহ লাভ করেন। বেহেস্তে নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-সুখের প্রবাহ বিদ্যমান। ইহা হিন্দুদের স্বর্গের অনুরূপ হইলেও স্বর্গ নহে। স্বর্গ অনিত্য, জড়; বেহেস্ত কিন্তু নিত্য, জড়াতীত। "লা-মোকাম" হইতেছে একটী নির্বিশেষ ধাম, হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মসাযুজ্যকামীদের লভ্য "সিদ্ধলোকের" অনুরূপ। "আরস্‌ও" একটী ধাম, এই ধামে ভগবানের দরবার হয়। এই দরবারে প্রধানতঃ চারিটী জিনিস আছে—আরস্, কুর্সি, লক্ ও কলম। আরস্ ও কুর্সি ঈশ্বরের আসন—আরস্ থাকে নীচে, তাহার উপরে কুর্সি বসান হয়। দরবারের সময়ে এই কুর্সিতে ঈশ্বর উপবেশন করেন। লক্ হইল স্কুলের বোর্ডের মত, বা বড় শ্লেটের মত, একটা জিনিস—যাহাতে লিখিতে পারা যায়। আর কলম হইল—লেখনী। ঈশ্বর কলমের দ্বারা এই লক্এ কোরাণের বাণী লিখিয়া থাকেন। দরবারে ভগবানের পার্ষদগণও থাকেন—নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পার্ষদ। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে ফেরিস্তা বলে। এই আরস্ ব্যতীত ভগবানের আরও একটা ধাম আছে; সেই ধামে বহুশত বা বহু সহস্র পর্দার অন্তরালে ভগবান্ অবস্থান করেন। হজরত মহম্মদ কয়েকটী পর্দা অতিক্রম করিয়া একবার কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; তখনই ভগবান্ সে-স্থানে আসিয়া হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং কথাবার্তাও বলিয়াছিলেন। কথিত আছে হজরত মুসাও এক সময়ে জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি না হওয়ায় ভগবান্‌কে দর্শনের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় ভগবান্ কৃপা করিয়া এক পর্বতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন; দর্শন পাইয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এ-সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, পীর-সাহেবের নিকটে মহাপ্রভু যে সবিশেষ স্বরূপের কথা বলিয়াছেন, মুসলমান-শাস্ত্রানুসারেও তাহা অমূলক নহে।

ছ। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে

পাঠানদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া প্রভু সোরোক্ষেত্রে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইলেন। সোরোক্ষেত্রে আসিয়া প্রভু মাথুরবিপ্র এবং কৃষ্ণদাস-রাজপুতকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা তখনই গৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন—"ম্লেচ্ছদেশে কেহো কাঁহো করয়ে উৎপাত। ভট্টাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥ চৈ. চ. ২।১৮।২০৭॥" প্রয়াগ পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে যাওয়ার জন্য তাঁহারা প্রার্থনা জানাইলেন, প্রভুও সম্মত হইলেন। প্রয়াগে আসিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে গৃহে পাঠাইলেন।

(১) শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত মিলন ও শ্রীরূপের প্রতি কৃপা।

প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মিলন-প্রসঙ্গ ১৫।১৭-গ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভু শ্রীপাদ রূপগোস্বামীকে বলিলেন—"শুন রূপ! ভক্তিরসের লক্ষণ। সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥ পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু। তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥ চৈ. চ. ২।১৯।১২৩-২৪॥" এই প্রসঙ্গে প্রভু জীবের কথাও বলিয়াছেন—জীব স্বরূপতঃ অতিসূক্ষ্ম, শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ-অংশ, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, সংখ্যায় অনন্ত। স্থাবর ও জঙ্গম—এই দুইটী জীবের ভেদ। অসংখ্যজীবের মধ্যে "মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।" এই অতি অল্পসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে আবার "ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর" প্রভৃতি আছে, যাহারা বেদ মানে না। "বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥ ধর্ম্মাচারিগণমধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥ কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটিমুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥ কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত। ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত (কেন না, তাঁহাদের মধ্যে ভুক্তি-মুক্তি-কামনা থাকে। এ-স্থলে প্রভু তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীভাগবত-প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ভা. ৬।১৪।৫)॥" চৈ. চ. ২।১৯।১২৫-৩২॥

এইরূপে ভক্তিপ্রবণচিত্ত লোকের অত্যল্পতার কথা বলিয়া প্রভু বলিলেন, এই অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥ (মহৎকৃপাশ্রিতা ভজনেচ্ছাই হইতেছে ভক্তিলতার বীজ)॥ মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ। (সেই ভাগ্যবান্ জীব মালীরূপে হৃদয়রূপ উদ্যানে ভক্তিলতার বীজ রোপণ করেন এবং অঙ্কুরোদ্গমের জন্য) শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥ (শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করেন। তাহার ফলে) উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহাঁ মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৩৩-৩৭॥"

এ-স্থলে ভক্তিকে লতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। লতা সর্বদাই অনুকূল বৃক্ষে জড়াইয়া তাহার আশ্রয়ে থাকে; অনুকূল বৃক্ষ না পাওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। ভক্তিলতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনুকূল বৃক্ষ পায় না, অর্থাৎ ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কি পরকালের স্বর্গাদি-লোকের, এমন কি সত্যলোকের, সুখভোগও ভক্তির কাম্য নহে—এসমস্ত অনিত্য জড় সুখ। তাহার পরে বিরজা বা কারণার্ণব অতিক্রম করিয়া ভক্তিলতা ব্রহ্মলোকে (সাযুজ্যমুক্তি-কামীদের প্রাপ্য নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোকে) যায়, তাহা অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে যায়। পরব্যোমও অতিক্রম করিয়া যায়, অর্থাৎ সিদ্ধলোকের সাযুজ্যমুক্তি এবং পরব্যোমের সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিও ভক্তির কাম্য নহে; কেন না, ভুক্তি-মুক্তি জীবের স্বরূপানুবন্ধী বস্তু নহে। পরব্যোম অতিক্রম করিয়া গোলোক-বৃন্দাবনে যাইয়া ভক্তিলতা একটী অনুকূল বৃক্ষ পায়, তাহা আবার কল্পবৃক্ষ—শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষ। ভক্তিলতা এই কল্পবৃক্ষে জড়াইয়া বিস্তৃতি লাভ করে, ফল ধারণও করে—প্রেমরূপ ফল, যাহা হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী বস্তু। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমপ্রাপ্তি পর্যন্তও সাধককে নিত্য শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রভু ভক্তিবিরোধী বৈষ্ণবাপরাধের এবং ভক্তিলতার উপশাখার কথাও বলিয়াছেন [১৬।৩ ক (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

প্রেমফল-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"এই ত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারিপুরুষার্থ॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৪৬॥" কেননা, প্রেমই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী বস্তু, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চারিটী পুরুষার্থ জীবের স্বরূপানুবন্ধী বস্তু নহে।

পূর্বে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে প্রেম জন্মে, তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে প্রেমের উদয় হইতে পারে, তাহাও প্রভু বলিয়াছেন। "শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৪৭॥" শুদ্ধভক্তির অর্থাৎ শুদ্ধ-সাধনভক্তির লক্ষণ হইতেছে—"অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥ (চৈ. চ. ২।১৯।১৪৮)॥ ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (চৈ. চ. ২।১৬।১৫০)॥"

প্রভু জানাইলেন—ভুক্তিবাসনা, মুক্তিবাসনা এবং অষ্টাদশ-সিদ্ধি-আদির বাসনা সম্যক্-রূপে পরিত্যাগপূর্বক এবং সে-সমস্ত বাসনা-পূরণের অনুকূল সাধনাদির—জ্ঞান ও কর্মাদির (বর্ণাশ্রম-ধর্মাদির)—সংশ্রব সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগপূর্বক, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা-মাত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূলভাবে সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই হইতেছে শুদ্ধা সাধন-ভক্তির লক্ষণ। অন্যদেবতাদির পূজাদিও এই সাধন-ভক্তির অনুকূল নহে। প্রভু তাঁহার উক্তির সমর্থনে নারদপঞ্চরাত্র, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পদ্মপুরাণের শ্লোকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়—প্রভু রাগানুগা-মার্গের সাধনের কথাই বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পরে প্রভু বলিয়াছেন—উল্লিখিত "সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতির' উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥ চৈ. চ. ২।১৯।১৫১॥" এই প্রেম ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। এই সমস্ত হইতেছে কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব। স্থায়িভাবের সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হইলে অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় কৃষ্ণভক্তিরসের উদয় হয়। এই প্রসঙ্গে প্রভু শান্ত-দাস্যাদি পাঁচটী মুখ্যরসের এবং হাস্যাদি সাতটী গৌণরসের স্বরূপও বর্ণন করিয়াছেন এবং সমস্ত রসের মধ্যে স্বাদাধিক্যে এবং গুণাধিক্যে মধুর-রসেরই যে সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষ, তাহাও বলিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৯।১৫৪-৯২)।

(২) বল্লভভট্টের প্রসঙ্গ

প্রয়াগে প্রভুর বাসা ছিল ত্রিবেণীর উপরে। ত্রিবেণীর যে তীরে প্রভুর বাসা, তাহার অপর তীরে আড়ৈল-গ্রামে তখন বল্লভভট্ট (পরবর্তীকালে বল্লভাচার্য-নামে পরিচিত) বাস করিতেন। প্রভুর প্রয়াগে আগমনের কথা শুনিয়া তিনি প্রভুর দর্শনে আসিলেন এবং প্রভুর প্রেমচেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অত্যন্ত আদর-যত্নের সহিত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নৌকাতে চঢ়াইয়া তিনি প্রভুকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজগৃহে লইয়া গেলেন। সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য, তাঁহার ভৃত্য ব্রাহ্মণ, শ্রীরূপ এবং শ্রীঅনুপমও গিয়াছিলেন। "যমুনার জল দেখি চিক্কণ-শ্যামল! প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥ হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ। প্রভু দেখি সভার মনে হইল ভয় কাঁপ। আস্তে-ব্যস্তে সভে ধরি প্রভুকে উঠাইল। নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল॥ মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল। ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল॥ যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন। দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সংবরণ। দেশ-পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য্য হৈল। আড়ৈলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল॥ ভয়ে ভট্ট সঙ্গে করি মধ্যাহ্ন করাইলা। নিজগৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া॥ চৈ. চ. ২।১৯।৭১-৭৭॥" নিজগৃহে আনিয়া বল্লভভট্ট প্রভুকে দিব্যাসনে বসাইয়া প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিলেন এবং সবংশে প্রভুর পাদজল মস্তকে ধারণ করিলেন; প্রভুকে নূতন কৌপীন-বহির্বাস পরাইয়া গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে প্রভুর "মহাপূজা" করিলেন। বলভদ্রভট্টাচার্য দ্বারা রান্না করাইয়া সস্নেহ-যতনে তিনি প্রভুর ভিক্ষা করাইলেন; শ্রীরূপাদি প্রভুর অবশেষ পাইলেন। প্রভু শয়ন করিলে ভট্ট তাঁহার পাদ-সংবাহন করিলেন। চৈ. চ. ২।১৯।৭৮-৮৫॥

(৩) রঘুপতি উপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ

"হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়। তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥ চৈ. চ. ২।১৯।৮৫॥" তিনি প্রভুর চরণ বন্দনা করিলে প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণের বর্ণনা করিতে বলিলেন। তিনি তখন স্বরচিত একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥—সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া কেহ শ্রুতিকে (শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মকে), কেহ স্মৃতিকে (স্মৃতিকথিত কর্মকাণ্ডকে), কেহ মহাভারতকে (মহাভারত-কথিত মোক্ষকে) ভজন করে করুক ; আমি কিন্তু সেই নন্দ-মহারাজের বন্দনা করি, যাঁহার আঙ্গিনায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ খেলা করেন।" শুনিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"আরও বল॥" তখন তিনি বলিলেন—"কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু। গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥—যমুনাতীরস্থ নিকুঞ্জ-ভবনে অল্পবয়স্কা গোপবধূদের সঙ্গে পরব্রহ্ম খেলা করিতেছেন—একথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, আর কে-ই বা এখন এ-কথায় বিশ্বাস করিবে ?" শুনিয়া "প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আল্বাইলা॥ প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার। 'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার। চৈ. চ. ২।১৯।৯১।" ইহার পরে প্রভুর চারিটী প্রশ্নের উত্তরে উপাধ্যায় যে চারিটী কথা বলিলেন, সেই চারিটী কথা একত্র করিয়া প্রেম-গদ্‌গদ্‌-কণ্ঠে প্রভু বলিলেন—"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥—শ্রীকৃষ্ণের নানারূপের মধ্যে শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ, নানাবিধ-পুরীর মধ্যে মধুপুরীই শ্রেষ্ঠ, বাল্যাদি বয়সের মধ্যে কৈশোরই ধ্যেয় এবং শান্তাদি রসের মধ্যে আদ্য (মধুর) রসই শ্রেষ্ঠ।" তখন "প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। প্রেমে মত্ত হৈয়া তেঁহো করেন নর্ত্তন॥ দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল। দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল॥ প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল। প্রভুর দর্শনে সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল॥ চৈ. চ. ২।১৯।৯৭-৯৯॥"

ব্রাহ্মণগণ প্রভুর নিমন্ত্রণ করিলেন ; কিন্তু বল্লভ-ভট্ট তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—"প্রেমোন্মাদে পড়ে প্রভু মধ্য-যমুনাতে। প্রয়াগে চালাবো, ইহঁা না দিব রহিতে॥ যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই কর নিমন্ত্রণ। এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥ গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া। প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞিকে লইয়া॥ চৈ. চ. ২।১৯।১০১-৩॥" ইহার পরেই প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জ। প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে

প্রয়াগ হইতে প্রভু চলিতে চলিতে কাশীতে আসিলেন। সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ-ভৃত্য। এবারও প্রভু চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের গৃহেই রহিলেন, তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন।

(১) প্রকাশানন্দসরস্বতী-প্রমুখ কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃপা

এবার প্রভু প্রকাশানন্দসরস্বতী-প্রমুখ কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের প্রতি এবং কাশীবাসী অন্যান্য লোকদের প্রতিও কৃপা প্রকাশ করিলেন (১৫।৮ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর প্রতি শিক্ষা

এই সময়ে প্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকেও দুই মাস পর্যন্ত নানাবিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন (১৫।৭ ঙ-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই সময়ে প্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারাম"-শ্লোকের একষট্টি রকম অর্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলার ২৪শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঝ। বৃন্দাবন হইতে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

বলভদ্র-ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী হইতে ঝারিখণ্ডের বনপথে মৃগাদির সহিত পূর্ববৎ নানাবিধ রঙ্গ করিয়া চলিতে চলিতে প্রভু পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৬৯। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে

১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসের শেষভাগে প্রভু নীলাচলে আসেন, চৈত্রমাসে সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন এবং ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন। দুই বৎসর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া ১৪৩৪ শকের রথযাত্রার পূর্বেই তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। ১৪৩৬ শকের বিজয়াদশমীতে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে যাত্রা করেন এবং ১৪৩৭ শকের রথযাত্রার পূর্বেই প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসেন; সেই বৎসরই শরৎকালে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেন, মাঘ মাসে মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে আসেন এবং সে-স্থানে ১০।১৫ দিন থাকিয়া কাশীতে আসেন এবং দুই মাসের কিঞ্চিৎ অধিককাল থাকিয়া ১৪৩৮ শকের প্রথম ভাগে রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে দেখা গেল, সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪৩৭ শকের শেষ পর্যন্ত ছয়বৎসর-কাল প্রভু এ-দিক্ ও-দিক্ গিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন। এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে উল্লিখিত ছয়বৎসর বাদে বাকী আঠার বৎসর প্রভু নীলাচলেই ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি অন্যত্র কোথাও গমন করেন নাই।

এই আঠার বৎসরের মধ্যে, যে বৎসর প্রভু আবির্ভাবে শিবানন্দসেনের গৃহে গিয়াছিলেন [৭।১৩খ (৩) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য], প্রভুর আদেশেই এই বৎসর রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়দেশ-বাসী ভক্তগণ নীলাচলে আসেন নাই। বাকী সতর বৎসরের প্রতিবৎসরেই তাঁহারা নীলাচলে আসিয়াছিলেন, প্রভুও তাঁহাদের সহিত পূর্ববৎ গুণ্ডিচামার্জন, রথযাত্রাদি-দর্শন, জগন্নাথ-মন্দিরে নৃত্য-কীর্তন করিয়াছেন।

এই আঠারবৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর প্রভু অন্যস্থান হইতে নীলাচলে আগত লোকদিগকে দর্শনাদিও দিতেন, উপদেশও দিতেন; এই ছয়বৎসরের মধ্যেই শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন, বল্লভভট্ট প্রভৃতি নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং এই সময়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই প্রভু প্রত্যুম্নমিশ্রকে কৃষ্ণকথা-শ্রবণের জন্য রায়রামানন্দের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন (১২।৬ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৫।৭ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং ব্রহ্মানন্দভারতীর চর্মাম্বরও ঘুচাইয়াছিলেন [৯।৪ক (৭)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু এই ছয় বৎসরের পরবর্তী "শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তি হয় নিরন্তর॥ শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥ চৈ. চ. ২।১।২-৩॥" এই সময়ে স্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দই ছিলেন প্রভুর সঙ্গী। এই সময়ের মধ্যে গৌড়ীয় ভক্তগণ যতদিন নীলাচলে থাকিতেন, ততদিন তাঁহাদের সঙ্গে নৃত্য-কীর্তনাদিতে দিনের বেলায় প্রভু একটু আন্‌মনা থাকিতেন; কিন্তু রাত্রিকালে মাথুর-বিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু দিব্যোন্মাদ-প্রলাপাদি উদ্‌গীরণ করিতেন; পূর্বে দিগ্‌দর্শনরূপে তাহা বর্ণিত হইয়াছে (একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এ-স্থলে প্রভুর শেষ আঠার বৎসরের অন্যান্য লীলার উল্লেখ করা হইতেছে; তন্মধ্যে, পূর্বে বর্ণিত হয় নাই, এইরূপ কয়েকটী ঘটনার একটু বিস্তৃত বিবরণও দেওয়া হইতেছে।

ক। নীলাচলে প্রভুর সহিত শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মিলন

বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই ১৪৩৮ শকের রথ-যাত্রার পূর্বে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং দোলযাত্রা পর্যন্ত ছিলেন (বিবরণ ১৫।১৭ জ-ঝ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

খ। নীলাচলে প্রভুর সহিত শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর মিলন

শ্রীপাদ রূপ নীলাচল হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে ১৪৩৯ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীপাদ সনাতনও নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন (বিবরণ ১৫।১৭ ঞ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

গ। ছোট হরিদাসের বর্জন

ছোটহরিদাস-নামে এক পরমভাগবত নীলাচলে বাস করিতেন। "আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন॥ চৈ. চ. ৩।২।১৫৬॥" ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত—তিনি ছিলেন "প্রভুর কৃপাপাত্র" এবং "প্রভুর কীর্তনীয়া"—প্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনাইতেন এবং প্রভুও তাহাতে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। তাঁহার চরিত্রে কোনওরূপ দোষের গন্ধলেশও ছিল না; তিনি ছিলেন স্বরূপ-দামোদর, রায়রামানন্দ প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের বিশেষ প্রীতিভাজন।

ভগবান্ আচার্য-নামে একজন "বিষয়বিমুখ, বৈরাগ্য-প্রধান" গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ ভক্ত নীলাচলে প্রভুপাশে থাকিতেন। "পরম বৈষ্ণব তেঁহো পণ্ডিত অতি আর্য্য॥ সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার। স্বরূপগোসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার॥ একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ॥ ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একলে প্রভুকে লঞা করান ভোজন॥ তাঁর পিতা—বিষয়ী বড়—শতানন্দ খান। বিষয়-বিমুখ আচার্য্য—বৈরাগ্য প্রধান॥ চৈ. চ. ৩।২।৮৩-৭॥"

একদিন ভগবান্ আচার্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুর ভিক্ষার জন্য বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঘরে তাঁহার মনোমত ভাল চাউল ছিল না। তিনি প্রভুর কীর্তনীয়া ছোটহরিদাসকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—"তুমি শিখিমাহিতীর ভগিনী মাধবীদেবীর নিকটে যাইয়া আমার নাম করিয়া কিছু শালিধানের ভাল চাউল চাহিয়া আন।" তদনুসারে ছোট-হরিদাস গিয়া চাউল আনিলেন; উত্তম চাউল দেখিয়া আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং প্রভুর জন্য অন্ন প্রস্তুত করিলেন।—চৈ. চ. ৩।২।১০০-৭॥

প্রভু মধ্যাহ্নকৃত্য করিয়া ভগবান্ আচার্যের গৃহে আসিয়া আহারে বসিলেন, উত্তম অন্ন দেখিয়া ভগবান্ আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই চাউল কোথায় পাইলে?" আচার্য বলিলেন —"মাধবীদেবীপাশ মাগি আনাইলাঙ॥" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে মাধবীদেবীর নিকটে যাইয়া চাউল মাগিয়া আনিল?" আচার্য তখন ছোটহরিদাসের নাম করিলেন। তখন প্রভু আর কিছু বলিলেন না, "অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিল।"—চৈ. চ. ৬।২।১০৮-১১।

আহারান্তে নিজগৃহে আসিয়া প্রভু তাঁহার অঙ্গসেবক গোবিন্দকে আদেশ দিলেন— "আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা। ছোটহরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা॥ দ্বারমানা হৈল, হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে। কি লাগিয়া দ্বারমানা, কেহো নাহি জানে॥ চৈ. চ. ৩।২।১১১-১৩॥" মনের দুঃখে ছোটহরিদাস নিজগৃহে গিয়া পড়িয়া রহিলেন—স্নান নাই, আহার নাই। এইরূপে তিনদিন কাটিয়া গেল।

ছোটহরিদাসের এই অবস্থার কথা জানিয়া স্বরূপ-দামোদরাদি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রভুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ অপরাধ প্রভু! কৈল হরিদাস? কি লাগিয়া দ্বারমানা—করে উপবাস॥" তখন প্রভু বলিলেন—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।[১] দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥[২] ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া[৩]। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥ এতবলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা। গোসাঞির আবেশ দেখি সভে মৌন কৈলা॥ চৈ. চ. ৩।২।১১৫-১৯॥" প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া স্বরূপ-দামোদরাদি আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না; চলিয়া গেলেন।

পরের দিন স্বরূপদামোদরাদি আবার প্রভুর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন—"অল্প

১। বৈরাগী—সংসার-বিরক্ত, শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য যাঁহারা গৃহাদি ত্যাগ করিয়াছেন। প্রকৃতি—স্ত্রীলোক। প্রভু কখনও "স্ত্রী"-শব্দ উচ্চারণ করিতেন না। ২। দারবী প্রকৃতি—স্ত্রীলোকের দারুময়ী মূর্তি। ৩। মর্কট বৈরাগ্য—বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ। ক্ষুদ্রজীব—ইন্দ্রিয়দমনে অসমর্থ জীব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ। এবে শিক্ষা হৈল, না করিব অপরাধ॥" কিন্তু প্রভু বলিলেন—"মোর বশ নহে মোর মন। প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥ নিজ কার্য্যে যাহ সভে, ছাড় বৃথা কথা। পুন যদি কহ, আমা না দেখিবে এথা॥ এত শুনি সভে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া॥ নিজ নিজ কার্য্যে সভে গেলেন উঠিয়া॥ চৈ. চ. ৩।২।১২০-২৪॥"

পরের দিন স্বরূপদামোদরাদি সকলে মিলিয়া শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীগোস্বামীর নিকটে যাইয়া নিবেদন করিলেন—"ছোটহরিদাস-সম্বন্ধে প্রভুকে প্রসন্ন করুন।" মহাপ্রভু পুরীগোস্বামীকে গুরুবৎ সম্মান করিতেন; তাই তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ছোটহরিদাসের জন্য তিনি যদি প্রভুকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে প্রভু প্রসন্ন হইতে পারেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় পুরীগোস্বামী একাকীই প্রভুর নিকটে আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্ভ্রমে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি আজ্ঞা? কেনে কৈলে আগমন?" পুরীগোস্বামী বলিলেন—"হরিদাসে প্রসাদ লাগি" আমি আসিয়াছি। শ্রবণমাত্রেই প্রভু বলিলেন—"শুনহ গোসাঞি। সব বৈষ্ণব লঞা গোসাঞি রহ এই ঠাঞি॥ মোরে আজ্ঞা দেহ, মুঞি যাঙ আলালনাথ। একলা রহিব তাহাঁ—গোবিন্দ মাত্র সাথ॥" এ-কথা বলিয়াই প্রভু গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং পুরীগোস্বামীকে নমস্কার করিয়া আলালনাথের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিলেন। পুরীগোস্বামীর কোনও উত্তরের অপেক্ষাও রাখিলেন না। পুরীগোস্বামী বিস্মিত হইয়া গেলেন। "আস্তে-ব্যস্তে পুরীগোসাঞি প্রভু-স্থানে গেলা। অনুনয় করি প্রভুকে ঘরে বসাইলা॥" প্রভুকে ঘরে বসাইয়া পুরীগোস্বামী বলিলেন—"যে তোমার ইচ্ছা তাহি কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর॥ লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার। আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥" একথা বলিয়া পুরীগোস্বামী নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকটে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া স্বরূপ-দামোদরাদি সমস্ত ভক্ত ছোটহরিদাসের নিকটে গেলেন। স্বরূপদামোদর ছোটহরিদাসকে বলিলেন—"শুন হরিদাস। সভে তোমার হিত কহি করহ বিশ্বাস॥ প্রভু হঠে পড়িয়াছে, স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কভু কৃপা করিবেন, যাতে দয়ালু অন্তর॥ তুমি হঠ কৈলে, তাঁর হঠ সে বাড়িবে। স্নান ভোজন কর, আপনে ক্রোধ যাবে॥ এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাইয়া। আপনার ঘর আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া॥" চৈ. চ. ৩।২।১২৬-৩৯॥

ছোটহরিদাস যে বাস্তবিক গৌরগত-প্রাণ নির্মলচরিত্র ভক্ত ছিলেন, তাঁহার প্রতি প্রভুর প্রসন্নতা-বিধানের নিমিত্ত স্বরূপ-দামোদরাদি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের, বিশেষতঃ শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর, আগ্রহাতিশয্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কের ছায়ামাত্র থাকিলেও প্রভুর প্রসন্নতা-বিধানের জন্য তাঁহাদের এত আগ্রহ থাকিত না। ছোটহরিদাস নিজে উপযাচক হইয়া মাধবীদেবীর নিকটে যায়েন নাই, সেইদিন ব্যতীত অন্য কোনও দিনও গিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না। সেইদিনও তিনি গিয়াছিলেন—ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর ভোগের জন্য চাউল আনিবার জন্য। গিয়াও ভগবান্ আচার্য্যের কথামত চাউল যাচঞা করা ব্যতীত অন্য কোনও কথা উত্থাপনের কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। মাধবীদেবীও ছিলেন —"বৃদ্ধা তপস্বিনী আরে পরম বৈষ্ণবী॥ প্রভু লেখা করে—রাধাঠাকুরাণীরগণ। চৈ. চ. ৩।২।১০৩-৪॥"—একে তো বৃদ্ধা, তাহাতে আবার তপস্বিনী, পরম-বৈষ্ণবী; মহাপ্রভু নিজে তাঁহাকে শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর পরিকরভুক্তা মনে করিতেন। বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদেবীর সহিত, সম্ভবতঃ তাঁহা অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছোটহরিদাসের আপত্তিজনক কি কথাবার্তাই বা হইতে পারে? বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদেবীর দর্শনে ছোটহরিদাসের চিত্তবিকার জন্মিবার সম্ভাবনাই বা কোথায়? হরিদাসের কথা তো দূরে, স্ত্রীলোকের দর্শনে চিত্তবিকার জন্মিবার সম্ভাবনা যে লোকের থাকে, মাধবীদেবীর দর্শনে তাহারও চিত্তের কলুষ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং ছোটহরিদাসের চিত্তের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, মাধবীদেবীর নিকটে গমনে তাঁহাতে কোনওরূপ দোষই সঞ্চারিত হয় নাই। তবে ভজনের নিমিত্ত সংসার-ত্যাগী সাধকের জন্য একটা বিধি আছে—কখনও স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাইবে না। ছোটহরিদাস মাধবীদেবীর নিকটে গিয়া এই বিধির আক্ষরিক লঙ্ঘন মাত্র করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই বলিয়া বাস্তব লঙ্ঘন হয় নাই। এজন্যই স্বরূপদামোদরাদি ভক্তগণ প্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন—"অল্প অপরাধ প্রভু! করহ প্রসাদ। এবে শিক্ষা হৈল, না করিবে অপরাধ॥ চৈ. চ. ৩।২।১২১॥" হরিদাসের চিত্ত যে পূর্ব্বাপরই নিষ্কলঙ্ক, তাহা প্রভুও জানিতেন; তথাপি তিনি হরিদাসের সম্বন্ধে এত কঠোর কেন হইলেন, পুরীগোস্বামীই প্রভুর নিকটে তাহা বলিয়া গিয়াছেন—"লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার॥ চৈ. চ. ৩।২।১৩৪॥" যে সকল ক্ষুদ্রজীব "মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥ চৈ. চ. ৩।২।১১৮॥", তাঁহাদের শিক্ষার জন্যই প্রভু নিজ প্রিয়সঙ্গী নিষ্কলঙ্কচিত্ত ছোটহরিদাসকে কঠোর শাস্তি দিলেন। "ঝিকে মারিয়া বউকে শিক্ষা দেওয়া।" ইহাতে যথেষ্ট ফলও হইয়াছিল। "মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে। প্রিয়ভক্তে দণ্ড করে—ধর্ম্ম বুঝাইতে॥ দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্নেহো ছাড়িল সভে স্ত্রীসম্ভাষণে॥ চৈ. চ. ৩।২।১৪১-৪২॥" স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে যাওয়ার চিত্তগত অধিকার যাঁহার আছে, লোক-সংগ্রহার্থ তাঁহার পক্ষেও যে স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়া সঙ্গত নয়, প্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন। এই শিক্ষাকে বিশেষরূপে দৃঢ়তা দেওয়ার জন্য প্রভু বলিয়াছেন—"বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥ চৈ. চ. ৩।২।১১৬॥ মোর বশ নহে মোর মন। প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥ চৈ. চ. ৩।২।১২২॥"

যাহা হউক, স্বরূপদামোদরাদির মুখে আশ্বাস পাইয়া, হঠ ছাড়িয়া নিজে স্নানাহার করিলে প্রভু "কভু কৃপা করিবেন, যাতে দয়ালু অন্তর॥ চৈ. চ. ৩।২।১৩৭॥", এই ভরসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোটহরিদাস স্নানাহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৌরগত-প্রাণ ছোটহরিদাস প্রভুর দর্শন না করিয়াও থাকিতে পারেন না। প্রভু যখন জগন্নাথ-দর্শনে বাহির হইতেন, তখন তিনি দূর হইতে প্রভুর দর্শন করিতেন—তিনি যেন প্রভুকে দেখিতে পায়েন, অথচ প্রভু যেন তাঁহাকে না দেখেন, এইভাবে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন।

হরিদাস এইভাবে এক বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন; তথাপি প্রভুর মন প্রসন্ন হইল না, প্রভু তাঁহাকে ডাকিলেন না। তখন তিনি মনে করিলেন—গৌরসেবা হইতে বঞ্চিত এই দেহের পোষণ নিরর্থক। তখন তিনি "রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা। প্রয়াগেরে গেলা, কারে কিছু না বলিয়া॥ প্রভুপদ-প্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল। ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥ সেইক্ষণে দিব্যদেহে প্রভুস্থানে আইলা। প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধানেই রহিলা॥ গন্ধর্ব্বের দেহে গান করে অন্তর্দ্ধানে। রাত্র্যে প্রভুরে শুনায় গীত, অন্য নাহি জানে॥ চৈ. চ. ৩।২।১৪৪-৪৭॥"

এই সময়ে রঙ্গীয়া প্রভু একদিন ভক্তগণকে বলিলেন—"হরিদাস কাহাঁ, তারে আনহ এখানে॥" ভক্তগণ বলিলেন—"হরিদাস বর্ষপূর্ণ-দিনে। রাত্র্যে উঠি কাহাঁ গেলা, কেহ নাহি জানে॥" শুনিয়া "মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা। সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় হইলা॥ চৈ. চ. ৩।২।১৪৮-৫০॥"

লোকশিক্ষার্থ যদিও প্রভু হরিদাসের প্রতি বাহিরে অসাধারণ কঠোরতা দেখাইয়াছিলেন, প্রভুর মন যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিল, তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়। নচেৎ তিনি দিব্যদেহ-প্রাপ্ত হরিদাসের কীর্তন শুনিতেন না।

ছোটহরিদাস যে দিব্যদেহে অন্তর্ধানে থাকিয়া রাত্রিতে প্রভুকে কীর্তন শুনাইতেন, তাহা অন্য কেহ জানিতেন না বটে; কিন্তু হরিদাসের গান অন্য সময়ে অপর লোকও মধ্যে মধ্যে শুনিতেন এবং স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিতেন—ইহা হরিদাসের কণ্ঠস্বর; অবশ্য তাঁহারা হরিদাসকে দেখিতে পাইতেন না। এক দিনকার ব্যাপার এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

"একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ। কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ॥ সমুদ্রস্নানে গেলা সভে, শুনে কথোদূরে। হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে॥ মনুষ্য না দেখে, মধুর গীত মাত্র শুনে। গোবিন্দাদি মিলি সভে কৈল অনুমানে॥ (তাঁহারা অনুমান করিলেন) বিষ খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল। সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হইল॥ আকার না দেখি তার শুনিমাত্র গান। স্বরূপ কহে—এই মিথ্যা অনুমান। আজন্ম কৃষ্ণকীর্তন প্রভুর সেবন। প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥ (তিনি অনুমান করিয়াছিলেন—শ্রীক্ষেত্রেই ছোটহরিদাস মনোদুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন)। দুর্গতি না হয়, তার সদ্‌গতি সে হয়। প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয়॥ চৈ. চ. ৩।২।১৪৮-৫৭॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতোমধ্যে প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। যে-সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া যেভাবে ছোটহরিদাস ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন। নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতাদি ভক্তগণের নিকটে তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন। এই বিবরণ পূর্বে তাঁহারা জানিতেন না। ইহার পরে শ্রীবাসাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীবাস একদিন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহাঁ হরিদাস ?" তখন প্রভু বলিলেন—"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্—সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়।" শ্রীবাসপণ্ডিত তখন প্রয়াগের ভক্তের নিকটে হরিদাস-সম্বন্ধে যাহা শুনিয়া-ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া প্রভু সুপ্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥" স্বরূপদামোদরাদি ভক্তগণ তখনই হরিদাসের প্রয়াগে দেহত্যাগের কথা জানিতে পারিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন—"ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভুপদ পাইলা॥"—চৈ. চ. ৩।২।১৫৮-৬৪॥

"আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ। স্বভক্তের গাঢ়ানুরাগ প্রকটীকরণ॥ তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আত্মসাত। এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥ মধুর চৈতন্যলীলা —সমুদ্রগম্ভীর। লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥ চৈ. চ. ৩।২।১৬৬-৬৮॥"

ঘ। দামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার

দামোদরপণ্ডিত ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ; প্রভুর সঙ্গেই থাকিতেন; সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন নীলাচলে আসেন, তখন তিনি প্রভুর সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। প্রভুতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি। এজন্য তিনি প্রভুর মধ্যে যদি এমন কোনও আচরণ দেখিতেন, যাহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া লোকে প্রভুর নিন্দা করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি প্রভুকে শাসন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ একটী ঘটনা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিবৃত হইয়াছে।

"পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার। পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার॥ গোসাঞি-ঠাঞি নিত্য আসে, করে নমস্কার। প্রভু সনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার॥ প্রভুতে তাহার প্রীত, প্রভু দয়া করে। চৈ. চ. ৩।৩।২-৪॥"

প্রভু এই ব্রাহ্মণ-বালকের পরিচয় জানিতেন না; কিন্তু দামোদর জানিতেন। এজন্য প্রভুর নিকটে বালকের নিত্য যাতায়াত এবং প্রভু ও বালকের পরস্পর প্রীতি-ব্যবহার দামোদর সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রভুর নিকটে যাতায়াত করিতে দামোদর বার বার বালককে নিষেধ করিতেন; কিন্তু বালক তাঁহার নিষেধ মানিতেন না; নিত্যই আসিতেন। "নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত। যাহাঁ প্রীত, তাহাঁ আইসে—বালকের রীত॥ তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে। বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে॥ চৈ. চ. ৩।৩।৪-৭॥"

একদিন সেই বালক প্রভুর নিকটে আসিয়া কতক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দামোদর সহ্য করিতে না পারিয়া যেন রাগে গরগর হইয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া বলিলেন—"অন্যোপদেশে পণ্ডিত! গোসাঞি গোসাঞি—এবে জানিব গোসাঞি॥ এবে গোসাঞির গুণযশ সব লোকে গাইবে। তবে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"দামোদর! এ-সব কি বলিতেছ?" তখন দামোদর বলিলেন—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ স্বচ্ছন্দ আচার কর, কে পারে বলিতে। মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে? পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর। রাণ্ডী-ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীত কেনে কর? যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী। তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী॥ তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর। লোকের কাণাকানি বাতে দেহ অবসর॥ এত বলি দামোদর মৌন করিলা।" ৩।৩।৮-১৭॥

দামোদরের কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন—"ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ। দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥ চৈ. চ. ৩।৩।১৮॥" পরে প্রভু দামোদরকেও বলিয়াছিলেন—"তোমাসম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে। নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥ আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা-হৈতে হয়। আমাকে করিলে দণ্ড, আর কে বা হয়। চৈ. চ. ৩।৩।২২-২৩॥"

এই ব্যাপারে প্রভু দেখাইলেন—প্রভু কেবল পরোপদেশেই পণ্ডিত নহেন, নিজের উপদেশ নিজেও পালন করেন। স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়া যে দোষাবহ, ছোটহরিদাসকে বর্জন করিয়া প্রভু তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। আবার ব্রাহ্মণ-বালকের প্রসঙ্গে প্রভু দেখাইলেন—স্ত্রীলোকের সংশ্রব তো দূরে, যাহার সহিত কোনওরূপ সংশ্রব হইলে স্ত্রীলোকের সহিত সংশ্রবের সম্ভাবনা থাকে, কিম্বা স্ত্রীলোকের সহিত সংশ্রব আছে বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে, তাহার সংশ্রবও সর্বতোভাবে বর্জনীয়। এই ব্যাপারে প্রভু প্রীতির সহিত দামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার করিয়া দেখাইলেন—প্রভু নিজেও যদি—অজ্ঞাতসারেও—নিজের উপদেশের বা শিক্ষার প্রতিকূল আচরণ করেন, তজ্জন্য তিনি নিজেও অম্লানবদনে দণ্ড স্বীকার করিয়া থাকেন। সাধন-ভজন-বিষয়ে সর্বতোভাবে নিরপেক্ষতাও যে একান্ত আবশ্যক, আনুষঙ্গিকভাবে দামোদরের উপলক্ষ্যে প্রভু তাহাও শিক্ষা দিলেন। দামোদরের প্রগাঢ় গৌরপ্রীতিও এ-স্থলে লক্ষণীয়।

ঙ। **শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে যবন ও স্থাবর-জঙ্গমাদির উদ্ধারের উপায় প্রকাশ-করণ।** ১৫।৭ক (৫) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চ। **প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণেচ্ছা-প্রসঙ্গ।** ১২।৬ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ছ। **শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর প্রতি কৃপা।** ১৫।১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

জ। **গর্বখণ্ডন-পূর্বক বল্লভভট্টের প্রতি কৃপা**

প্রয়াগে যে প্রভু বল্লভভট্টের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে [১৭।৬৮ছ (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বল্লভভট্ট শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক টীকা লিখিয়া প্রভুকে তাহা শুনাইবার উদ্দেশ্যে একবার নীলাচলে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ একটা দৃঢ় অভিমান বা গর্ব ছিল যে, তিনি মনে করিতেন—"আমি সে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সব জানি। আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি॥ চৈ. চ. ৩।৭।৪১॥" সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাঁহার এই গর্ব-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে নানা ভঙ্গীতে প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা কথিত হইতেছে।

বল্লভভট্ট আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলে "ভাগবতবুদ্ধিতে" প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। তখন বিনয়ের সহিত ভট্ট প্রভুকে বলিলেন—"বহুদিন মনোরথ তোমাকে দেখিবারে। জগন্নাথ পূর্ণ কৈল, দেখিল তোমারে॥ তোমারে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্। ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি, ইথে নাহি আন॥ * * কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্ত্তন॥ তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি, এইত প্রমাণ। কৃষ্ণ-শক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥ জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে। যেই তোমা দেখে, সে-ই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥ প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে। কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥ চৈ. চ. ৩।৭।৪-১২॥"

ভট্টের কথা শুনিয়া আত্মগোপন-স্বভাব মহাপ্রভু আত্মগোপনের ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া স্বীয় পার্ষদ ভক্তদের মহিমা খ্যাপন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"মহামতি ভট্ট! (আমি স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন নহি, এমন কি ভক্তিভাবাপন্ন জীবও নহি) আমি হইতেছি মায়াবাদী সন্ন্যাসী; সুতরাং বিষ্ণুভক্তি কি বস্তু, তাহাও আমি জানি না। যিনি সর্বশাস্ত্রবেত্তা, কৃষ্ণ-ভক্তিতে যাঁহার সমান কেহ নাই এবং যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছও কৃষ্ণভক্তি লাভ করে, সেই অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গের প্রভাবে আমার মন নির্মল হইয়াছে। আর যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর এবং ভাবোন্মাদে সর্বদা মত্ত, সেই অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় এবং ষড়্‌দর্শন-বেত্তা ও ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের প্রসাদে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কৃষ্ণভক্তিযোগই হইতেছে সারবস্তু। মহাভাগবত-প্রধান রায়রামানন্দের কৃপায় আমি জানিতে পারিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রেমভক্তিই পুরুষার্থ-শিরো-মণি, রাগানুগামার্গে প্রেমভক্তিই সর্বাধিক। "অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ" রামানন্দরায় কৃপা করিয়া আমাকে আরও জানাইয়াছেন—ঐশ্বর্যজ্ঞানে ব্রজেন্দ্র-কুমারকে পাওয়া যায় না, কেবলাভাবেই ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবের সেবা পাওয়া যায়, 'অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে কেবলাভাব প্রধান॥' আর "প্রেমরস-মূর্তিমান্" স্বরূপদামোদরের সঙ্গের প্রভাবে ব্রজের মধুর-রস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে। ব্রজদেবীদিগের শুদ্ধপ্রেম কামগন্ধহীন, ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়; তাঁহারা প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণের ভৎর্সনা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ অনুভব করেন, সর্বতোভাবে তাঁহাদের বশীভূত হইয়া পড়েন। মহাভাগবত-প্রধান হরিদাস-ঠাকুরের প্রসাদে আমি শ্রীহরিনামের মহিমা জানিতে পারিয়াছি, তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম কীর্তন করেন। আর, আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, পণ্ডিত গদাধর, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি প্রভৃতি যে সকল ভক্ত গৌড়দেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গের প্রভাবেই আমার কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছে।” চৈ. চ. ৩।৭।১৩-৩৯ ॥

প্রভুর কথা শুনিয়া বল্লভভট্টের গর্ব একটু খর্ব হইল। প্রভু যে-সমস্ত ভক্তের মহিমা খ্যাপন করিলেন, তাঁহাদের দর্শনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন —“এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে?” প্রভু বলিলেন—“এখানেই সকলের দর্শন পাইবে।” ভট্ট অত্যন্ত দৈন্য-বিনয়ের সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ করিলেন।—চৈ. চ. ৩।৭।৪২-৪৫ ॥

পরের দিন সমস্ত বৈষ্ণব যখন প্রভুর নিকটে আসিলেন, তখন প্রভু তাঁহাদের সহিত ভট্টের মিলন করাইলেন। তাঁহাদের তেজঃ দেখিয়া ভট্ট বিস্মিত হইলেন। ভট্ট প্রচুর পরিমাণে জগন্নাথের প্রসাদ আনিয়া নিজে পরিবেশন করিয়া প্রভুকে এবং ভক্তগণকে ভোজন করাইলেন। ইহার পরে রথযাত্রাদিনে ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে প্রভুর প্রেমাবেশ ও নৃত্যকীর্তন দেখিয়া ভট্ট বিস্মিত হইলেন। “প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়। ‘এইত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ’—ভট্টের হইল নিশ্চয় ॥”—চৈ. চ. ৩।৭।৪৬-৬৩ ॥

রথযাত্রার পরে বল্লভভট্ট একদিন প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—“ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছোঁ লিখন। আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥ চৈ. চ. ৩।৭।৬৬ ॥” শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি। ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥ ‘কৃষ্ণনাম’ বসিমাত্র করিয়ে গ্রহণে। সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে ॥ চৈ. চ. ৩।৭'৬৭-৬৮ ॥”

প্রভু ভঙ্গীতে ভট্টকৃত ভাগবতার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। প্রভু ‘কৃষ্ণনাম’ করেন শুনিয়া ভট্ট মনে করিলেন, কৃষ্ণনামের অর্থ-শ্রবণে প্রভুর আগ্রহ হইতে পারে। তাই তিনি বলিলেন—“প্রভু! আমি বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি, দয়া করিয়া তাহা শুন।” এবারও প্রভু ভঙ্গীতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—“কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি। ‘শ্যাম-সুন্দর যশোদানন্দন’ এই মাত্র জানি ॥ এই অর্থ মাত্র আমি করিয়ে নির্দ্ধার। আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥” ভট্ট বিমনা হইয়া সেই দিন নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। চৈ. চ. ৩।৭।৬৯-৭৩ ॥

ভট্টের প্রতি প্রভু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া নীলাচলবাসী আর কোনও ভক্তই আর তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন না। ইহাতে ভট্ট লজ্জিত হইলেন এবং নিজেকে অপমানিত মনে করিলেন। তিনি দুঃখিত চিত্তে একদিন শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈন্যের সহিত বলিলেন—"লৈল তোমার শরণ। তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥ কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ। তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥ চৈ. চ. ৩।৭।৭৬-৭৮॥" পণ্ডিত মহা সঙ্কটে পড়িলেন—কি করিবেন? ভট্টের ব্যাখ্যা শুনিবেন? না কি শুনিবেন না? প্রভু যে ব্যাপারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহা কি করিয়া শুনিবেন? তাঁহার শুনিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু "যদ্যপি পণ্ডিত আর না করিল অঙ্গীকার। ভট্ট যাই তভু পড়ে, করি বলাৎকার॥" ভট্ট জোর করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা বলিয়া যায়েন। কিন্তু "আভিজাত্যে পণ্ডিত নারে করিতে নিষেধন।" পণ্ডিত মনে মনে প্রার্থনা জানাইলেন—"এ-সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ! লইলুঁ শরণ॥ অন্তর্য্যামী প্রভু অবশ্য জানিবেন মোর মন। তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ॥ যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ। তথাপি প্রভুর গণ তাঁরে করে প্রণয়-রোষ॥" চৈ. চ. ৩।৭।৭৪-৮৩॥

এই ভাবে সর্বত্র উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও বল্লভভট্ট প্রভুর নিকটে যাতায়াত করেন এবং সে-স্থানেই "উদ্গ্রাহাদি[১] প্রায় করে আচার্যাদি সনে॥ যেই কিছু কহে ভট্ট সিদ্ধান্ত-স্থাপন। শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥ চৈ. চ. ৩।৭।৮৪-৫॥" আচার্য—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।

একদিন বল্লভভট্ট শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে বলিলেন—"জীব প্রকৃতি[২], 'পতি' করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥ পতিব্রতা যেই, পতির নাম নাহি লয়। তোমরা কৃষ্ণনাম লও, কেমন ধর্ম্ম হয়?" অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুকে দেখাইয়া বলিলেন—"তোমার সাক্ষাতে মূর্তিমান ধর্ম বিরাজিত; তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমার সমস্যার সমাধান করিবেন।" শুনিয়া প্রভু বল্লভভট্টকে বলিলেন—"তুমি না জান ধর্ম্ম-মর্ম্ম। স্বামী-আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম॥ পতির আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে। পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে। অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়। নামের ফল কৃষ্ণ-কৃপায় প্রেম উপজায়॥ শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন। ঘরে যাই দুঃখমনে করেন চিন্তন॥ চৈ. চ. ৩।৭।৮৭-৯৩॥"

ঘরে আসিয়া ভট্ট ভাবিতে লাগিলেন—"নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত (পরাজয়)। একদিন যদি উপরে পড়ে আমার বাত॥ তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়। স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥ চৈ. চ. ৩।৭।৯৪-৫॥"

ইহার পরে একদিন ভট্ট প্রভুর নিকটে আসিয়া কিছু গর্বের সহিত বলিলেন—"ভাগবতে স্বামীর[৩] ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন। লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥ সেই ব্যাখ্যা করে, যাহাঁ যেই পড়ে আনি। এক-বাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥" শুনিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"স্বামী না মানে যেই জন। বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥ চৈ. চ. ৩।৭।৯৬-৯৯॥"

১। উদ্গ্রাহ—বিদ্যাবিচার। ২। প্রকৃতি—শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি। পতি—শক্তিমান্ই হইতেছে শক্তির পতি, পালনকর্তা, নিয়ন্তা। ৩। স্বামী—শ্রীধরস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় স্থলবিশেষে অন্ততঃ যথাশ্রুত অর্থে আপত্তির কারণ কিছু থাকিলেও তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় প্রোজ্‌ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা এবং রসস্বরূপত্ব, ভক্তির উৎকর্ষ এবং রসরূপত্বাদি এবং ভুক্তি-মুক্তি-আদির পরমধর্ম-বিরোধিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। এজন্য স্বামিপাদের ভাগবত-টীকার প্রামাণ্যত্ব সকলেই স্বীকার করেন; ভক্তিবিষয়ে স্বামিপাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার না করা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে ব্যভিচারিতার প্রমাণ। এজন্য বল্লভভট্ট যখন গর্বের সহিত বলিলেন—"স্বামী নাহি মানি", তখন প্রভু তাঁহার গর্ব বুঝিতে পারিয়া সেই গর্ব চূর্ণ করার জন্য তাঁহাকে বলিলেন—"স্বামী না মানে যেই জন॥ বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।"

বল্লভভট্ট মনে করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন শুনিলে প্রভু তাঁহার ব্যাখ্যা শুনার জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন; তাই তিনি গর্বভরে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন; মুখের উপরে প্রভুর উত্তর পাইয়া তিনি হতবাক্ হইলেন এবং ঘরে ফিরিয়া আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—প্রভু "পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা॥ স্বগণ সহিত মোর মানিল নিমন্ত্রণ। এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন॥ চৈ. চ. ৩।৭।১০৪-৫॥" প্রভুর তো প্রথম হইতেই ইচ্ছা—গর্বচূর্ণ করিয়া তিনি ভট্টের প্রতি কৃপা করিবেন। প্রভুর এই ইচ্ছার প্রভাবেই নিজের প্রতি প্রভুর উপেক্ষা এবং অবমানার হেতু ভট্টের হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার গর্ব চূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই প্রভু এই ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন। "'আমি জিতি'-এই গর্ব্ব-শূন্য হউক ইঁহার চিত। ঈশ্বর-স্বভাব এই—করে সভাকার হিত॥ আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান। সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে আমায় করে অপমান॥ আমার হিত করেন ইঁহো, আমি মানি দুঃখ। কৃষ্ণের উপরে কৈল যেন ইন্দ্র মহামূর্খ॥ চৈ. চ. ৩।৭।১০৬-৮॥"

পরের দিন প্রাতঃকালে প্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া বল্লভ-ভট্ট দৈন্যের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আমি অজ্ঞজীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল। তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকটিল॥ তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা। অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥ আমি অজ্ঞ, হিত-স্থানে মানি 'অপমান।' ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিল অজ্ঞান॥ তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধা গেল। তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল॥ অপরাধ কৈলুঁ ক্ষম—লইলুঁ শরণ। কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥ চৈ. চ. ৩।৭।১১০-১৪॥"

প্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত। এই দুই গুণ যাহাঁ তাহাঁ নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥ শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজে টীকা কর। 'শ্রীধরস্বামী নাহি মানি'—এত গর্ব্ব ধর॥ শ্রীধরস্বামী-প্রসাদেতে ভাগবত জানি। জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি মানি। শ্রীধর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরে গর্ব্ব যে কিছু করিবে। অস্তব্যস্ত লিখন সেই, লোকে না মানিবে। শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন। সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥ শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান। অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥ অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ চৈ. চ. ৩।৭।১১৫-২১॥"

জীব স্বরূপতঃ "কৃষ্ণের নিত্যদাস" বলিয়া "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস"-এইরূপ অভিমানই হইতেছে তাহার স্বরূপগত অভিমান—স্বভাব। ইহা জীবের স্বভাব বা স্বরূপগত অভিমান বলিয়া পারমার্থিক বিষয়ে ইহাই তাহার অনুকূল, ইহা কখনও প্রতিকূল হয় না। কিন্তু মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়া সংসারী জীবের মধ্যে কতকগুলি আগন্তুক অভিমান আসিয়া পড়ে; যেমন—ধনের অভিমান, জনের অভিমান, রূপের অভিমান, গুণের অভিমান, কুলের অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান, সিদ্ধান্তজ্ঞত্বের অভিমান, বয়সের এবং অভিজ্ঞতার অভিমান-ইত্যাদি। কোনও কোনও সাধকের মধ্যেও অনুরূপ অভিমান জাগিতে পারে; যথা, ভজনের অভিমান, অনুভূতির অভিমান, ধামবাসের অভিমান-ইত্যাদি। এতাদৃশ সমস্ত অভিমানই আগন্তুক—সুতরাং পারমার্থিক বিষয়ের প্রতিকূল। "অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণভগবান্"-এইবাক্যে মহাপ্রভু এই সমস্ত আগন্তুক অভিমানের পরিত্যাগের কথাই বলিয়াছেন এবং ভঙ্গীতে জীবের স্বরূপগত "কৃষ্ণদাস অভিমান"-পোষণের ইঙ্গিতই দিয়াছেন।

প্রভুর কৃপা পাইয়া ভট্ট বলিলেন—"যদি মোরে হইলে প্রসন্ন। একদিন পুন মোর মান নিমন্ত্রণ॥ **॥ (বল্লভভট্ট) গণ সহিত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা। মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা॥ চৈ. চ. ৩।৭।১২২, ১২৫॥"

গর্বিত লোকের নিজের মধ্যে যদি নিজের হেয়তা-সম্বন্ধে জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে যুক্তি-তর্কে পরাজিত হইলেও তাঁহার গর্ব দূর হয় না। আবার নিজের সম্বন্ধে হেয়তা-জ্ঞান জন্মিলেও, ভগবৎ-কৃপা বা মহৎ-কৃপা ব্যতীত, গর্বিত লোক সেই হেয়তার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে চাহেন না, সুতরাং তাঁহার গর্ব থাকিয়াই যায়। মহাপ্রভুর কৃপায় এবং বাহ্যিক উপেক্ষা-ভঙ্গীতে বল্লভভট্ট নিজের হেয়তা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তাঁহার গর্বও দূরীভূত হইল, প্রভুর কৃপোপদেশ পাইয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

বল্লভভট্ট পূর্বে ছিলেন বাৎসল্যভাবে বালগোপালের উপাসক। নীলাচলে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর সঙ্গের প্রভাবে কান্তাভাবে কিশোর-গোপালের উপাসনার জন্য তাঁহার লোভ জন্মিল। গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর নিকটে তিনি কিশোর-গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। পণ্ডিতগোস্বামী প্রথমে সম্মত হয়েন নাই; পরে মহাপ্রভুর অনুমতিতে তিনি বল্লভভট্টকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।—চৈ. চ. ৩।৭।১৩২-৩৬; ১৫৪-৫৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝ। শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরীগোস্বামীর প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরীগোস্বামী ছিলেন, লৌকিকী লীলায় মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য—সুতরাং প্রভুর গুরুপর্যায়ভুক্ত।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অন্তর্ধান-সময়ে তিনি "করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। 'মথুরা না পাইলুঁ' বলি করেন ক্রন্দন॥" রামচন্দ্রপুরী তখন তাঁহার গুরুদেব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন—"তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ। চিদ্‌ব্রহ্ম হঞা কেনে করহ ক্রন্দন॥" শুনিয়া "মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল। 'দূর দূর পাপিষ্ঠ'-বলি ভর্ৎসন করিল॥ কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি—না পাইলুঁ মথুরা। আপন দুঃখে মরোঁ—এই দিতে আইল জ্বালা॥ মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি, যাও যথিতথি। তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্‌গতি॥ কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে। মোরে ব্রহ্ম উপদেশে' এই ছার মূর্খে॥ চৈ. চ. ৩।৮।১৭-২৪॥"

"এই যে মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল। সেই অপরাধে ইঁহার (রামচন্দ্রপুরীর) বাসনা জন্মিল॥ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ। সর্ব্বলোকে নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥ চৈ. চ. ৩।৮।২৫-২৬॥"

শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরীর অপরাধ এই :—প্রথমতঃ, শিষ্য হইয়া তিনি গুরুকে উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও অদ্ভুত, ভক্তিশাস্ত্র-বিরোধী। তিনি তাঁহার গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—"তুমি নিজেই চিদ্‌ব্রহ্ম; তুমি আবার কাহার জন্য কাঁদিতেছ। তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ স্মরণ কর।" শাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুদেব হইতেছেন তত্ত্বতঃ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নহেন; শিষ্যের নিকটে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের তুল্য পূজনীয়, গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণরূপে মনন ভক্তিশাস্ত্র-বিরোধী। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেন; ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ "শ্রীকৃষ্ণ পাইলাম না, মথুরা পাইলাম না" বলিয়া তিনি মনের দুঃখে ক্রন্দন করিতেছিলেন। এই অবস্থায় শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী তাঁহাকে বলিলেন —"তুমি নিজেই চিদ্‌ব্রহ্ম, কাহার জন্য তুমি কাঁদিতেছ, পূর্ণব্রহ্মানন্দ স্মরণ কর।" ইহা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া তিনি রামচন্দ্রপুরীর প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন।

গুরুদেব-কর্তৃক উপেক্ষিত নিন্দুক-স্বভাব রামচন্দ্রপুরী যখন নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, তখন গুরুবুদ্ধিতে প্রভু তাঁহার চরণবন্দনাদি করিলেন; সর্বদাই প্রভু তাঁহার সহিত গুরুর ন্যায় আচরণ করিতেন। কিন্তু গুরুদেবের উপেক্ষায়, সকলের নিন্দা করাই তাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। সকলেরই দোষের অনুসন্ধান করিতেন; কাহারও কোনও গুণ তাঁহার নজরে পড়িত না; বরং গুণেও তিনি দোষের অনুসন্ধান করিতেন। অন্যদের কথা তো দূরে, তিনি প্রভুরও দোষের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও দোষ খুঁজিয়া না পাইয়া একদিন তিনি এক কল্পিত দোষের আবিষ্কার করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে-স্থানে কোনও মিষ্টদ্রব্য থাকে না, সাধারণতঃ সে-স্থানেও দু'চারিটী পিপীলিকা দেখা যায়। একদিন প্রাতঃকালে প্রভুর ঘরে আসিয়া শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী কয়েকটী পিপীলিকা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসা—ইতিব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥—রাত্রিকালে এই স্থানে মিষ্টদ্রব্য ছিল; সেজন্য পিপীলিকাসমূহ এই স্থানে বিচরণ করিতেছে। অহো! কি আশ্চর্য! বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এতাদৃশী ইন্দ্রিয়-লালসা!—এই কথা বলিয়া (রামচন্দ্রপুরী) উঠিয়া চলিয়া গেলেন।"

রামচন্দ্রপুরী যে সর্বত্র প্রভুর নিন্দা করিয়া থাকেন, লোকপরম্পরা প্রভু তাহা পূর্বেও শুনিয়াছেন। এইবার সাক্ষাদ্ভাবেই শুনিলেন। শুনিয়া প্রভুর মনে একটু সঙ্কোচ জন্মিল। তিনি গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম। পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন॥ ইহা বই আর অধিক কভু না আনিবা। অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥ চৈ. চ. ৩৮৫০-৫১॥" গোবিন্দ প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। প্রভুর জন্য যাহা আনা হয়, তাহা তিন জনে ভোজন করেন—প্রভু, গোবিন্দ এবং কাশীশ্বর। প্রভুও অর্ধাশন করিতে লাগিলেন, গোবিন্দ-কাশীশ্বরও। প্রভু গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে আদেশ করিলেন—"দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ॥"

প্রভুর এই ভিক্ষা-সঙ্কোচনের কথা শুনিয়া ভক্তগণের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। তাঁহারাও অর্ধাশন করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইল। প্রভু অর্ধাশন করিতেছেন শুনিয়া রামচন্দ্রপুরী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ। যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর-ভরণ॥ তোমাকে ক্ষীণ দেখি, বুঝি কর অর্দ্ধাশন। এহো শুষ্কবৈরাগ্য, নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥ যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয়-ভোগ। সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥ চৈ. চ. ৩৮৬১-৬৩॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার। মোরে শিক্ষা দেহ—এই ভাগ্য আমার॥ চৈ. চ. ৩৮৬৪॥" শুনিয়া রামচন্দ্রপুরী উঠিয়া গেলেন।

শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীগোস্বামী প্রভুর ও ভক্তবৃন্দের অর্ধাশনের কথা শুনিয়া ভক্তবৃন্দকে লইয়া একদিন প্রভুর নিকটে আসিয়া বলিলেন—"রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব। তার বোলে অন্ন ছাড়, কিবা হৈবে লাভ॥ চৈ. চ. ৩৮৬৭॥; যাহাঁ গুণশত আছে না করে গ্রহণ। গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥ চৈ. চ. ৩৮৭৪॥; ইহার বচনে কেনে অন্নত্যাগ কর। পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান, সভার বোল ধর॥ চৈ. চ. ৩৮৭৬॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"সভে কেনে পুরীগোসাঞিরে কর রোষ। সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ॥ যতি হঞা জিহ্বালম্পট—অত্যন্ত অন্যায়। যতিধর্ম্ম—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়। চৈ. চ. ৩৮৭৭-৭৮॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের যত্নাগ্রহে প্রভু আহারের মাত্রা কিছু বাড়াইলেন, রামচন্দ্রপুরীর আগমনের পূর্বে যাহা আহার করিতেন, এক্ষণে তাহার অর্ধেকমাত্র অঙ্গীকার করিলেন; রামচন্দ্রপুরীর শাসনে অর্ধেক অপেক্ষাও কম আহার করিতেছিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী নীলাচল ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন; ভক্তগণের মাথা হইতে যেন ভারী পাথর নামিয়া গেল; প্রভুও পূর্ববৎ আহার করিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী প্রভুর সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ আচরণ করিলেও প্রভু কখনও তাঁহার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করিতেন না। সর্বদাই তাঁহার সম্বন্ধে গুরুবৎ ব্যবহার করিতেন, তাঁহার দর্শনে গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণিপাত করিতেন। গুরুবর্গের ব্যবহার যে-রকমই হউক না কেন, তাঁহাদের প্রতি কোনওরূপ অমর্যাদা-প্রদর্শন যে সঙ্গত নহে, প্রভু তাহাই সকলকে শিক্ষা দিয়া গেলেন। আবার, গুরুদেবের চরণে অপরাধ জন্মিলে, গুরুদেবকর্তৃক উপেক্ষিত হইলে, লোকের কি অবস্থা হয়, শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরীর ব্যাপারে তাহাও জানা গেল।

ঞ। গোপীনাথপট্টনায়কের প্রতি কৃপা। ১৫।৯ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ট। রাঘবের ঝালির প্রসঙ্গ

পানিহাটীতে শ্রীল রাঘবপণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভুর নিত্য আবির্ভাবের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে [৭।১৩ ক (৪)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। এক্ষণে সেই রাঘবপণ্ডিতেরই ঝালির কথা বলা হইতেছে। রাঘবপণ্ডিতের ন্যায় তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীদেবীর গৌর-প্রীতিও ছিল অসাধারণ। দময়ন্তীদেবীর গৌর-প্রীতি এত গাঢ় ছিল যে, তিনি মহাপ্রভুতে মনুষ্যবুদ্ধি পোষণ করিতেন—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণ যেমন গাঢ়-প্রীতিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মনুষ্যবুদ্ধি পোষণ করিতেন, তদ্রূপ। তিনি প্রতি বৎসরই প্রভুর উপভোগের জন্য নানাবিধ অপূর্ব বস্তু প্রস্তুত করিয়া ঝালি (পেটিকা) ভরিয়া রাঘবপণ্ডিতের সহিত নীলাচলে পাঠাইতেন; প্রভুও তাঁহার এই প্রীতিরস-পরিনিষিক্ত দ্রব্য সারা বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন উপভোগ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। দময়ন্তীদেবী ছিলেন প্রভু-সম্বন্ধে বাৎসল্যে জননীতুল্যা, স্নেহে ভগিনীতুল্যা। মহাপ্রভুতে তাঁহার কিরূপ শুদ্ধা প্রীতি ছিল, তাঁহার প্রেরিত দ্রব্যগুলির নাম শুনিলেও এবং কত আদর-যত্নের সহিত তিনি সেগুলি পাঠাইতেন, তাহা জানিলেও তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মিতে পারে মনে করিয়া এ-স্থলে দ্রব্যগুলির নামোল্লেখ করা হইতেছে।

"আম্রকাসুন্দী আদাকাসুন্দী ঝালকাসুন্দী নাম। লেম্বু আদা আম্র-কোলি বিবিধ বিধান॥ আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা। যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা॥[১] সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে। সুকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে॥ ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়। সুকুতাপাতা কাসুন্দীতে মহাসুখ পায়॥ মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়। 'গুরুভোজনে

১। গুণ্ডি করি—গুঁড়া করিয়া। সুকুতা—পাটপাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদরে কভু আম হঞা যায়॥ স্থকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।' এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥ ধনিয়া-মহুরী-তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া। লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি-পাক করিয়া॥ শুণ্ঠিখণ্ড-নাড়ু আর আম-পিত্ত-হর। পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর॥[১] কোলিশুণ্ঠি[২] কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর। কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার॥ নারিকেলখণ্ড-নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥[৩] চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। অমৃতকর্পূর-আদি অনেক প্রকার॥ শালিকাঁচুটি-ধান্যের আতব চিড়া করি। নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি॥ কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃততে ভাজিয়া। চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥ শালিতণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া। ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥ কর্পূর মরিচ এলাচি রসবাস। চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম স্থবাস॥ শালিধান্যের খৈ পুন ঘৃতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥ ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল। চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল॥ কহিতে না জানি নাম এ-জন্মে যাহার। ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥ রাঘবের আজ্ঞা, আর করে দময়ন্তী। দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম-শকতি॥ গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া। পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥ পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি[৪] নিল ভরি। আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলি॥ সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল। পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল॥ ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া। তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশঃ করিয়া॥ সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার। 'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার॥ ঝালির উপর মৌসিন[৫] মকরধ্বজকর। প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥ চৈ. চ. ৩।১০।14-৩৮॥"

ঠ। ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্যের আস্বাদন

গৌড়ের ভক্তগণ যখন নীলাচলে যাইতেন, তখন প্রভুকে কিছু খাওয়াইবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা হইত। প্রত্যেকেই স্বীয় অভিমত দ্রব্য আনিয়া গোবিন্দের নিকটে দিতেন এবং গোবিন্দকে বলিতেন—"ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি।" কেহ জগন্নাথের প্রসাদ আনিয়া দিতেন, কেহ কেহ পৈড়, নাড়ু, পিঠা-পানা-আদি বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ আনিয়া দিতেন। গোবিন্দ সকলের সকল দ্রব্যই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন—প্রভুর উপভোগের জিনিস।

ভোজন-কালে গোবিন্দ প্রভুকে জানাইতেন—কে কি দ্রব্য দিয়াছেন; কিন্তু তখন তিনি কোনও দ্রব্যই ভোজন করিতেন না, বলিতেন—"ধরি রাখ।" এইরূপে দিনের পর দিন

১। কোথলি—থলিয়া। ২। কোলি—কুল, বদরি।
৩। চিরস্থায়ী—অনেকদিন পরেও যাহা নষ্ট হয় না। খণ্ড—খাঁড়, গুড়। খণ্ডবিকার—গুড়ের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য। ৪। সন্ধানাদি—আচার, চাটনী প্রভৃতি। ৫। মৌসিন—তত্ত্বাবধায়ক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ। শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥ গোবিন্দেরে সভে পুছে করিয়া যতন—। 'আমাদত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ?' কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করয়ে বঞ্চন। চৈ. চ. ৩।১০।১০৮-১০॥"

"প্রভু ভোজন করেন নাই"—গোবিন্দ একথাও বলিতে পারেন না; কেন না, তাহাতে ভক্তদের মনে দুঃখ হইবে। আবার, "প্রভু ভোজন করিয়াছেন"—একথাও বলিতে পারেন না; কেন না, প্রভু তো বাস্তবিক ভোজন করেন নাই। গোবিন্দ সঙ্কটে পড়িয়া নানা কথা বলিয়া ভক্তদের কথার উত্তর দিতেন; তাহাতে তিনি মনে করিতেন, তিনি ভক্তদিগকে কেবল বঞ্চনাই করিতেছেন। একদিন অতি দুঃখের সহিত গোবিন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—"আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে। তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥ তুমি সে না খাও, তারা পুছে বার বার। কত বঞ্চনা করিব, কেমতে আমার নিস্তার॥ চৈ. চ. ৩।১০।১১১-১২॥" শুনিয়া প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন—"আদিবশ্যা[১] দুঃখ কাহে মানে। কে কি দিয়াছে সব আনহ এখানে॥ চৈ. চ. ৩।১০।১১৩॥" একথা বলিয়া প্রভু ভোজনে বসিলেন।

কোন্ কোন্ ভক্ত কোন্ কোন্ দ্রব্য দিয়াছেন, সকলের নাম করিয়া গোবিন্দ ভক্ত-দত্ত-দ্রব্যসমূহ একে একে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং "সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥ যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখ-করা নারিকেল। অমৃতগোটিকা-আদি, পানা-আদি সকল॥ তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ। বাসি বিস্বাদ নহে মহাপ্রভুর (জগন্নাথের) প্রসাদ॥[২] শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল। 'আর কিছু আছে?'—বলি গোবিন্দে পুছিল॥ গোবিন্দ কহে—'রাঘবের ঝালিমাত্র আছে'। প্রভু কহে—'আজি রহু, তাহা দেখিব পাছে।' চৈ. চ. ৩।১০।১২১-২৫॥"

"আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল। রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥ সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল। স্বাদু সুগন্ধ দেখি বহু প্রশংসিল॥ বৎসরের তরে আর রাখেন ধরিয়া। ভোজনের কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া॥ কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপভোগ। ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ॥ চৈ. চ. ৩।১০।১২৬-২৯॥"

রসিকশেখর ভগবান্ ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনের জন্য লোলুপ। এজন্য ভক্তের প্রীতিরস-পরিনিষিক্ত দ্রব্য-গ্রহণেও তাঁহার অপরিসীম আনন্দ। ভক্তদের উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধি এবং মহাপ্রসাদের মহিমা-প্রদর্শনের ইচ্ছাতেই বোধ হয় প্রভু প্রথমে কোনও দ্রব্য ভোজন করেন নাই, ধরিয়া রাখিতে (অর্থাৎ পরে ভোজন করিবেন) বলিয়াছেন।

১। আদিবশ্যা—স্নেহের গালি। ২। বিকারধর্মী প্রাকৃত জড়বস্তুই বিকার প্রাপ্ত হইয়া বাসি, দুর্গন্ধ ও বিস্বাদাদি হয়। মহাপ্রসাদ চিন্ময়বস্তু বলিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় না, বিস্বাদাদিও হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঙ। শ্রীগোবিন্দের মহিমা-খ্যাপন এবং সেবার তাৎপর্য-প্রদর্শন

গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে, নীলাচলে আসিয়াছেন। একদিন "মহাপ্রভু নিজগণ লঞা। জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে গিয়া॥ বেঢ়াকীর্ত্তনের তাহাঁ আরম্ভ করিল।[১] সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল॥ চৈ. চ. ৩।১০।৫৫-৫৬॥" ভক্তগণ সাত সম্প্রদায়ে কীর্তন করিতেছেন, প্রতি সম্প্রদায়ে এক এক জন নৃত্যও করিতেছেন। "সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ। 'মোর সম্প্রদায় প্রভু'-ঐছে সভার মন॥ চৈ. চ. ৩।১০।৫৯॥ ৭।১১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য॥"

এইরূপে ভক্তগণের দ্বারা কতক্ষণ নৃত্য-কীর্তন করাইয়া নিজে নৃত্য করিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল। তখন "সাত দিগে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়। মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায়॥ উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল। স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল॥ 'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ—হে সর্ব্বজন-মোহন জগন্নাথ! তোমার পরিমুণ্ডা (নির্মঞ্জন—বালাই) যাই।' এইপদে নৃত্য করে পরম আবেশে। সবলোক চৌদিগে প্রভুর প্রেমজলে ভাসে॥ 'বোল বোল' বোলেন প্রভু বাহু তুলিয়া। হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥" প্রভু "কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর। আচম্বিতে উঠে প্রভু করি হুহুঙ্কার॥" অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রভুর দেহে সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে বেলা "তৃতীয় প্রহর হৈল, নৃত্য নহে অবশেষ॥ সবলোকের উথলিল আনন্দ-সাগর। সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর॥ তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়। ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সভায়॥ স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়" কীর্তন করিতেছেন, তাহাও "মন্দস্বরে।" "কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল। তবে নিত্যানন্দ সভার শ্রম জানাইল॥ (প্রভু) ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন। সভা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন॥ সভা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন। সভাকে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥ গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন। গোবিন্দ আইল করিতে পাদসংবাহন॥ সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম। প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥ গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসংবাহন। তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥ চৈ. চ. ৩।১০।৬৪-৮১॥"

কিন্তু এইদিন পাদ-সংবাহন করিতে আসিয়া গোবিন্দ দেখিলেন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। গম্ভীরাগৃহের একটীমাত্র দ্বার। প্রতিদিন প্রভু গৃহের মধ্যস্থলেই শয়ন করেন, গোবিন্দের পক্ষে গৃহে প্রবেশের কোনও অসুবিধা হয় না; কিন্তু এইদিন প্রভু গৃহের মধ্যস্থলে না শুইয়া দ্বারে শুইয়াছেন—দ্বারের স্থলে প্রভুর বক্ষঃস্থল, দুই পার্শ্বের দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে প্রভুর ঊর্ধ্বাঙ্গ ও অধোভাগ; গোবিন্দের পক্ষে ভিতরে যাওয়ার কোনওরূপ সুযোগই নাই। তখন

১। বেঢ়াকীর্ত্তন—জগন্নাথের মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দ বলিলেন—প্রভু! "এক পাশ হও, মোরে দেহ ভিতর যাইতে।", আর প্রভু বলেন—"শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥ বার বার গোবিন্দ কহে একদিগ্ হৈতে। (বার বার) প্রভু কহে—আমি অঙ্গ নারি চালাইতে॥ গোবিন্দ কহে—করিতে চাহি পাদ-সংবাহন। প্রভু কহে—কর বা না কর, যেই লয় তোমার মন॥ চৈ. চ. ৩।১০।৮২-৮৫॥"

প্রভু কিছুতেই গোবিন্দকে গৃহে প্রবেশের সুযোগ দিলেন না; গোবিন্দও প্রভুর সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না; বিশেষতঃ সেই দিন পাদ-সংবাহনাদিরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল; যেহেতু, সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছেন। প্রভু যেমন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার করিয়াছিলেন, প্রভুর সেবার জন্য বলবতী উৎকণ্ঠায় গোবিন্দও তেমনি এক অভূতপূর্ব ব্যাপার করিলেন। "তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর (প্রভুর বক্ষের) উপর দিয়া। ভিতর ঘর গেলা মহাপ্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥ (লৌকিক জগতে গুরুজনের ছায়াও কেহ লঙ্ঘন করে না। আর গোবিন্দ লঙ্ঘন করিলেন কাহাকে? কাহার বুকের উপর দিয়া গোবিন্দ ভিতরে গেলেন? যাঁহাকে গোবিন্দ স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া জানেন, তিনি তাঁহাকেই লঙ্ঘন করিয়া—ডিঙ্গাইয়া—গেলেন। বোধ হয় নিজের পদধূলি যাহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে পতিত না হয়, সেজন্যই তিনি প্রভুর অঙ্গের উপরে বহির্বাসখানা ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভিতরে গিয়া গোবিন্দ প্রভুর) পাদ-সংবাহন কৈল কটি-পৃষ্ঠ চাপিল। মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥ সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর—গোবিন্দ চাপে অঙ্গ। দণ্ডতুই বহি প্রভুর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥" প্রভু দেখেন—গোবিন্দ তখনও প্রভুর পদতলে বসিয়া আছেন। ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু বলিলেন—"অদ্যাপিহ এতক্ষণ আছিস বসিয়া? (আমার) নিদ্রা হৈলে কেনে নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে? গোবিন্দ কহে—দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে॥ প্রভু কহে—ভিতরে তবে আইলা কেমনে? তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে? চৈ. চ. ৩।১০।৮৬-৯১॥"

প্রভুর কথার উত্তরে গোবিন্দ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন—"আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥ সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি। স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥ চৈ. চ. ৩।১০।৯২-৯৩॥"

গোবিন্দের আচরণে এবং মনোভাবে সেবার গূঢ় রহস্যই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তের একমাত্র কাম্য এবং একমাত্র কর্তব্য হইতেছে—সেব্য ভগবানের সুখ বা প্রীতি। নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভক্তের মনে কখনও স্থান পায় না। যদি কখনও এমন কোনও কাজ আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা অপরাধজনক, নরক-প্রাপক, অথচ যাহা না করিলে ভগবৎ-সেবাও সম্ভবপর হয় না, ভক্ত অম্লান-বদনে এবং অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাহাও করিবেন। কিন্তু নিজের জন্য তাদৃশ কোনও কর্মের আভাসেও ভক্তের ভয় জন্মে। গোবিন্দ প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন—প্রভুর সেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

জন্য, লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ না করিলে প্রভুর সেবা সম্ভবপর হয় না—এজন্য তিনি প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিজের আহারের জন্য প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে আসার কথা তাঁহার মনেও জাগে নাই। প্রভু যখন তাঁহাকে বলিলেন—"যে ভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়াছ, সেভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া খাইতে গেলে না কেন", তখন তাহা শুনিয়া গোবিন্দের হৃদয়ে ভয়েরই উদয় হইয়াছিল—"স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি।" এ-সমস্ত হইতেছে ভক্তিশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য। গোবিন্দের মহিমা এবং সেবার গূঢ় তাৎপর্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই ভক্তবৎসল জগদ্‌গুরু মহাপ্রভুর সেই-দিনকার অদ্ভুত শয়নভঙ্গী এবং অঙ্গ-সঞ্চালনে অসম্মতি। "এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্ম। চৈতন্য-কৃপায় জানে এই ধর্ম্মমর্ম্ম॥ ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী। এইসব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥ চৈ. চ. ৩।১০।৯৭-৯৮॥"

ঢ। পণ্ডিত জগদানন্দের সহিত খট্‌মটী-রঙ্গ

পণ্ডিত জগদানন্দ ছিলেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসিয়াছিলেন, জগদানন্দ তখনই প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তদবধি নীলাচলেই থাকিতেন। শচীমাতাকে এবং গৌড়ের ভক্তগণকে নিজের সংবাদাদি জানাইবার জন্য প্রভু মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে তাঁহাকে গৌড়দেশে পাঠাইতেন।

মহাপ্রভুতে "জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। সত্যভামা প্রায় প্রেমের বাম্য-স্বভাব॥ বার বার প্রণয়কলহ করে প্রভু সনে। অন্যোন্যে খট্‌মটী চলে দুইজনে॥ চৈ. চ. ৩।৭।১২৬-২৭॥" প্রেমময় পতির সহিত পতিগতপ্রাণা, অথচ বাম্যস্বভাবা, পত্নীর যেমন প্রণয়-কলহাদি খট্‌মটী রঙ্গ চলিয়া থাকে, মহাপ্রভু ও জগদানন্দ—এই দুইজনের মধ্যেও তেমনি রঙ্গ চলিত।

মহাপ্রভুতে গাঢ়প্রীতিবশতঃ, যে-সমস্ত আচরণে লোকের দুঃখ হওয়ার সম্ভাবনা, মহা-প্রভুর সে-সমস্ত আচরণে মহাপ্রভুরও দুঃখ হয় বলিয়া জগদানন্দ মনে করিতেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-ধর্মের আচরণে—শীতকালেও তিন বেলা স্নানে, ভূমিতে শয়নাদিতে—প্রভুর কষ্ট হয় মনে করিয়া জগদানন্দও মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেন। এজন্য, আহার-শয়নাদির ব্যাপারে প্রভু যাহাতে সাধারণ লোকের মত আচরণ করেন, তজ্জন্যই জগদানন্দ চেষ্টা করিতেন। প্রভু নিজেই বলিয়াছেন—"জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে। যেই কহে—সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥ কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা। ক্রোধে তিনদিন আমায় নাহি কহে কথা॥ চৈ. চ. ২।৭।২০-২১॥" কোনও কোনও দিন প্রভু বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্তন করিতেন; তাহার পরে, নিতান্ত অসময়ে প্রভু মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেন; জগদানন্দ মনে করিতেন, ইহাতে প্রভুর বায়ু ও পিত্ত কোপিত হয়। ভক্তগৃহে যখন প্রভু ভিক্ষা করিতেন,

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে প্রভুকে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতিভোজন করিতে হইত। জগদানন্দ মনে করিতেন, ইহাতে প্রভুর মধ্যে 'আম' জন্মিতে পারে। বায়ু-পিত্ত যাহাতে কোপিত হইতে না পারে, আম যাহাতে জন্মিতে না পারে, বায়ুপিত্ত কোপিত হইলেও, আম জন্মিলেও, যাহাতে তৎসমস্ত দূরীভূত হইতে পারে, জগদানন্দ আগ্রহের সহিত তাহা করিতেন। প্রভু জগদানন্দের ইচ্ছা পূরণ করিতে অসম্মত হইলেই দুইজনে খট্‌মটী লাগিত।

(১) চন্দনাদি-তৈলের প্রসঙ্গ

একবার প্রভুর আদেশ লইয়া পণ্ডিত জগদানন্দ শচীমাতাকে দর্শন করার নিমিত্ত গৌড়দেশে গিয়াছিলেন ; তখন তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তবৃন্দের গৃহেও গিয়াছিলেন, শেষে শিবানন্দসেনের গৃহেও গিয়াছিলেন। শিবানন্দসেনের গৃহে যাইয়া একমাত্রা (ষোল সের) "চন্দনাদি তৈল" প্রস্তুত করাইলেন। "চন্দনাদি তৈল" ব্যবহার করিলে বায়ু ও পিত্তের দোষ নষ্ট হয়, ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরে বলাধান হয়। "বাত-পিত্ত-হরং বৃষ্যং ধাতুপুষ্টিকরং পরম্।—ইতি ভৈষজ্যরত্নাবলী॥" সেই তৈলকে আবার সুগন্ধি করিয়া মাটীর কলসীতে ভরিয়া নিজে বহন করিয়া জগদানন্দ নীলাচলে লইয়া আসিলেন। গোবিন্দের নিকটে সেই তৈলকলস দিয়া জগদানন্দ গোবিন্দকে বলিলেন—"এই তৈল তুমি প্রভুর অঙ্গে দিও।" চৈ. চ. ৩।১২।১০১-৩॥

গোবিন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—"জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছা—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়। পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্তি হঞা যায়॥ এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়া। ইহাঁ আনিয়াছে বহু যতন করিয়া॥ চৈ. চ. ৩।১২।১০৪-৬॥" প্রভুর তো বাস্তবিক কোনও ব্যাধি নাই ; ব্যাধির অনুমান করিয়াই পণ্ডিত জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, গোবিন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী। "সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার। তাহাতে সুগন্ধি তৈল—পধমধিক্কার॥ জগন্নাথে দেহ তৈল—দীপ যেন জ্বলে। তার (জগদানন্দের) পরিশ্রম হইব সফলে॥ চৈ. চ. ৩।১২।১০৭-৮॥"

প্রভু যাহা বলিলেন, গোবিন্দ তাহা জগদানন্দকে জানাইলেন। শুনিয়া "মৌন করি রহিল পণ্ডিত—কিছু না বলিল॥" দিন দশেক পরে গোবিন্দ আবার প্রভুকে বলিলেন—"জগদানন্দ পণ্ডিতের ইচ্ছা, প্রভু তৈল অঙ্গীকার করেন।" শুনিয়া প্রভু সক্রোধ-বচনে বলিলেন—"মর্দ্দনিয়া এক রাখ, করিতে মর্দ্দনে॥[১] এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস? আমার সর্ব্বনাশ, তোমাসভার পরিহাস॥ পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে। 'দারী সন্ন্যাসী' করি আমাকে কহিবে॥[২] চৈ. চ. ৩।১২।১১১-১৩॥" শুনিয়া গোবিন্দ চুপ করিয়া রহিলেন।

(১) মর্দনিয়া—অঙ্গে তৈল-মর্দনকারী। ২। দারী সন্ন্যাসী—স্ত্রীসঙ্গী সন্ন্যাসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের দিন প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভুর নিকটে আসিলে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"পণ্ডিত! তৈল আনিলে গৌড় হৈতে। আমি ত সন্ন্যাসী, তৈল না পারি লইতে॥ জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপ যেন জ্বলে। তোমার সকল শ্রম হইব সফলে॥" শুনিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ বলিলেন—"কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী। আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥ এত বলি ঘর হৈতে তৈল-কলস লঞা। প্রভু আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘরে গিয়া। শুতিয়া রহিলা ঘরে কপাট মারিয়া॥ চৈ. চ. ৩।১২।১১৫-১৯॥" পতির সেবার জন্য কোনও বস্তু উপস্থিত করিলে এবং পতি তাহা অঙ্গীকার না করিলে বাম্যস্বভাবা পতিপ্রাণা পত্নী মানিনী হইয়া যাহা করেন, পণ্ডিত জগদানন্দও তদ্রূপ করিলেন। সেই অবস্থায় সৌভাগ্যবতী মানিনী পত্নীর মানভঞ্জনের জন্য পতি যাহা করেন, জগদানন্দের ক্রোধোপশমের নিমিত্ত প্রভুও তাহাই করিলেন।

"তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর (জগদানন্দের) দ্বারে যাঞা। 'উঠহ পণ্ডিত'-করি কহেন ডাকিয়া॥ 'আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে। মধ্যাহ্নে আসিব, এবে যাই দরশনে'॥ চৈ. চ. ৩।১২।১২০-২১॥" এ-কথা বলিয়া প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে চলিয়া গেলেন।

প্রভু নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার হাতের রান্না খাইতে চাহিয়াছেন। জগদানন্দ তো আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারেন না। তিনি উঠিয়া স্নান করিয়া পরিপাটীর সহিত নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন।

"মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে। (জগদানন্দ প্রভুর) পাদ-প্রক্ষালন করি দিলেন আসনে॥ সঘৃত-শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল। কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিগে ধরিল॥ অন্নব্যঞ্জন উপরি দিল তুলসীমঞ্জরী। জগন্নাথের প্রসাদ পিঠা-পানা আগে ধরি॥" প্রভু ভাবিলেন—"আমাকে খাওয়াইয়া জগদানন্দ হয়তো নিজে খাইবে না।" তাই তিনি বলিলেন—"দ্বিতীয় পাতে বাঢ় অন্নব্যঞ্জন। তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥ হস্ত তুলি রহে প্রভু—না করে ভোজন॥" তখন পণ্ডিত সপ্রেম-বচনে বলিলেন—"আপনে প্রসাদ লয়েন, পাছে মুঞি লইমু। তোমার আগ্রহ আমি কেমনে লঙ্ঘিমু॥ তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা। ব্যঞ্জনের স্বাদু পাইয়া কহিতে লাগিলা॥ (প্রভু বলিলেন) ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে এত স্বাদ? এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ (কৃপা)॥ আপনে খাইব কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া। তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥ ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ। তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন॥" শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন—"যে খাইবে, সে-ই পাককর্ত্তা। আমি সব কেবলমাত্র—সামগ্রী-আহর্ত্তা॥ পুনঃ পুন পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে। ভয়ে কিছু না বোলেন প্রভু—খায়েন হরিষে॥ আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন। আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ॥ বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন। পুন সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যঞ্জন॥ কিছু বলিতে নারেন প্রভু—খায়েন সব ত্রাসে। না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥ তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান—। দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান॥ তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন। পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্যচন্দন॥ চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে। (এবং বলিলেন) 'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে॥' পণ্ডিত কহে—প্রভু! যাই করুন বিশ্রাম। মুঞি এবে লইমু প্রসাদ করি সমাধান॥ রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ। ইহা সভায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥" শুনিয়া প্রভু নিজগৃহে যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু প্রভু চলিয়া গেলে জগদানন্দ আহার করেন কিনা, তাহা দেখিবার জন্য গোবিন্দকে বলিলেন—"গোবিন্দ তুমি ইহাঁই রহিবে। পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥" এ-কথা বলিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ কিন্তু রহিয়া গেলেন। তখন পণ্ডিত গোবিন্দকে বলিলেন—"গোবিন্দ! তুমি যাও, প্রভুর পাদ-সংবাহন কর গিয়া। প্রভুকে বলিও—'পণ্ডিত ভোজনে বসিয়াছেন।' আমি তোমার জন্য প্রভুর অবশেষ রাখিয়া দিব; প্রভু ঘুমাইলে তুমি আসিয়া তাহা গ্রহণ করিও।" গোবিন্দ প্রভুর নিকটে গেলেন। এদিকে জগদানন্দ রামাই-নন্দাই-রঘুনাথাদির জন্য প্রসাদ বণ্টন করিয়া রাখিলেন এবং পরে নিজে ভোজন করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর নিকটে গিয়া দেখিলেন, প্রভু বসিয়া আছেন, শয়ন করেন নাই। প্রভু গোবিন্দকে দেখিয়াই তাঁহাকে আবার জগদানন্দের নিকটে যাইতে বলিলেন এবং বলিয়া দিলেন—"জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়। শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায়॥" গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেলেন; জগদানন্দের ভোজন দেখিয়া প্রভুকে আসিয়া জানাইলেন যে, পণ্ডিত ভোজন করিয়াছেন। "তবে মহাপ্রভু স্বস্ত্যে করিল শয়ন॥" চৈ. চ. ৩।১২।১২৩-৫০॥

"জগদানন্দ প্রভুর প্রেমা চলে এই মতে। 'সত্যভামা কৃষ্ণের যৈন' শুনি ভাগবতে॥ জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা। জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা॥ চৈ. চ. ৩।১২।১৫১-৫২॥"

(২) তুলী-গাণ্ডুর প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের মাথুর-বিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর "কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখে ক্ষীণ মন কায়। ভাবাবেশে তভু কভু প্রফুল্লিত হয়॥ কলার শরলাতে[১] শয়ন, ক্ষীণ অতি কায়।

১। কলার শরলা—আস্ত কলাপাতার মধ্যবর্তী ডগা। শুষ্ক শরলা একটু নরম হয়; কিন্তু অধিক চাপ পড়িলে আর বিশেষ নরম থাকে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে যাইয়া প্রভু "ভূমিতে শয়ন" করিতেন (চৈ. চ. ২।৭।২২)। প্রভু যখন দক্ষিণ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখনও প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিল "কৌপীন বহির্বাস, আর জলপাত্র। আর কিছুই না (চৈ. চ. ২।৭।৩৫॥" প্রভু যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার সঙ্গে কেবল "বস্ত্রাম্বুভাজনই" ছিল, অন্য কিছু ছিল না (চৈ. চ. ২।১৭।১৮)। এ-সমস্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, বিছানা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায়॥ দেখি সব ভক্তগণের মহা দুঃখ হৈল। সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সৃজিল॥ সূক্ষ্মবস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল। শিমুলীর তুলা দিয়া তাহা ভরাইল॥ এক তুলী-গাণ্ডু[১] গোবিন্দের হাথে দিল। প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়—তাহাকে কহিল॥ স্বরূপগোসাঞিকে কহে জগদানন্দ। 'আজি আপনি যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন॥' শয়নের কালে স্বরূপ তাহাঁই রহিলা। তুলী-গাণ্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা॥ (প্রভু) গোবিন্দেরে পুছে—ইহা করাইল কোন্ জন? (গোবিন্দের মুখে) জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন॥ গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল। কলার শরলার উপর শয়ন করিল॥ স্বরূপ কহে—তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি। শয্যা উপেক্ষিলে (জগদানন্দ) পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী॥ (ক্রোধের সহিত প্রভু বলিলেন—খাট ব্যতীত তুলী-গাণ্ডু তো শোভা পায় না! তবে) খাট এক আনহ পাড়িতে। জগদানন্দের ইচ্ছা—আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে। সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন। আমাকে খাট তুলী-গাণ্ডু—মস্তকমুণ্ডন॥ চৈ. চ. ৩।১৩।৩-১৪॥"

তুলার তোষক, বালিশ বিষয়-ভোগের উপকরণ, বিলাসিতার সামগ্রী—গৈরিক রঙ্গে রঞ্জিত রেশমীবস্ত্রের ন্যায়; বিষয়ত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্যবহারের যোগ্য নহে। এজন্য প্রভু এ-সমস্ত অঙ্গীকার করিলেন না। স্বরূপদামোদর এ-সমস্ত বিবরণ জগদানন্দকে জানাইলেন; "শুনি জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইল॥" কলার শরলাতে প্রভুর শয়নের দুঃখ স্বরূপদামোরাদিও সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রভু যখন জগদানন্দের তুলী-গাণ্ডু অঙ্গীকার করিলেন না, তখন স্বরূপ-দামোদর এক মধ্যপন্থার সৃষ্টি করিলেন; তিনি তোষক ও লেপের মতন দুইটী পদার্থের যোগাড় করিলেন; কিন্তু নূতন বস্ত্র এবং তুলার দ্বারা নহে। স্বরূপদামোদর "কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার॥ নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল। প্রভুর (পুরাতন) বহির্ব্বাস-দুইতে সে-সব ভরিল॥ এই মত দুই কৈল ওড়ন-পাড়নে[২]। অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥

বিছানার উপকরণ বলিয়া প্রভুর কিছু ছিল না, তিনি ভূমিতেই শয়ন করিতেন। তবে এ-স্থলে যে কলার শরলার কথা দেখা যায়, তাহার হেতু বোধ হয় এই। কৃষ্ণবিরহার্তিতে প্রভুর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল, দেহে মাংস অতি অল্পই ছিল, চর্মের নীচেই প্রায় অস্থি ছিল। ভূমিতে শয়ন-কালে অস্থিতে (হাড়ে) ব্যথা লাগিত বলিয়া ভক্তগণ কলার শরলা দিয়া তোষকের মতন একটা জিনিস প্রস্তুত করিয়া যত্নাগ্রহপূর্বক প্রভুকে শয়ন করাইতেন, তাঁহাদের আগ্রহে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তুলার গদী বা তোষক ব্যবহার করিবেন না মনে করিয়াই শরলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। চৈ. চ. ২।১৯।৬৮ পয়ারে প্রভুর "কান্থার" উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ভক্তগণই বোধ হয় "শরলার" ন্যায় "কান্থার" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশে বা পশ্চিমদেশে ভ্রমণ-কালে "কান্থার" উল্লেখ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না।

১। তুলী-গাণ্ডু—তুলী ও গাণ্ডু; তুলী বোধ হয় তোষক, গাণ্ডু বোধ হয় বালিশ বা লেপ।

২। ওড়ন-পাড়ন—ওড়ন ও পাড়ন। ওড়ন বোধ হয় লেপের মত দ্রব্য; ওড়ন—ওড়না, চাদর। পাড়ন—পাতিবার জিনিস; বোধ হয় তোষকের মত জিনিস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বিষয়ী বিলাসী লোকেরা এই জাতীয় জিনিস ব্যবহার করেন না বলিয়াই প্রভু অঙ্গীকার করিলেন)। তাতে শয়ন করেন প্রভু, দেখি সভে সুখী। (কিন্তু) জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ বাহিরে মহাদুঃখী॥ চৈ. চ. ৩।১৩।১৬-১৯॥"

(৩) অন্যরকম খট্টমটী, জগদানন্দের বৃন্দাবন-গমন

প্রভুর সন্ন্যাসের দুঃখ দেখিয়া জগদানন্দের অত্যন্ত দুঃখ; ইহার কোনও রূপ প্রতিকারও তিনি করিতে পারিলেন না। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন—"চক্ষুর উপরে প্রভুর এত দুঃখ তো আর দেখিতে পারিতেছি না; কিছুদিন না হয় অন্যত্র গিয়া থাকি।" তিনি "ভিতরের ক্রোধ দুঃখ প্রকাশ না কৈল। মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল॥ প্রভু কহে—'মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি? আমায় দোষ লাগাইয়া তুমি হইবে ভিখারী? জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ—। পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥ প্রভুর আজ্ঞা নাহি, তাতে না পারি যাইতে। এবে আজ্ঞা দেহ, অবশ্য যাইব নিশ্চিতে॥ চৈ. চ. ৩।১৩।২১-২৪॥"

জগদানন্দ বার বার আদেশ প্রার্থনা করেন; কিন্তু জগদানন্দের প্রতি প্রীতিবশতঃ প্রভু কিছুতেই আদেশ দেন না। শেষে জগদানন্দ স্বরূপদামোদরের শরণাপন্ন হইয়া প্রভুর আদেশ লইয়া দিতে বলিলেন। স্বরূপগোস্বামী প্রভুর নিকটে গিয়া বলিলেন—"বৃন্দাবন দর্শনের জন্য জগদানন্দের অত্যন্ত ইচ্ছা; প্রভু! তুমি আদেশ দাওনা বলিয়া যাইতে পারেন না। প্রভু, তুমি তাঁহাকে আদেশ দাও; মাঝে মাঝে তিনি যেমন নবদ্বীপে যায়েন, তেমনি একবার বৃন্দাবন দেখিয়া আসিবেন॥" স্বরূপদামোদরের আগ্রহে প্রভু সম্মত হইলেন।

প্রভু জগদানন্দকে ডাকাইয়া বৃন্দাবন-গমনের আদেশ দিলেন এবং বলিলেন—"বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে। আগে সাবধানে যাবে ক্ষত্রিয়াদি সাথে॥ কেবল 'গৌড়ীয়া' পাইলে 'বাটপাড়' করি বান্ধে। সব লুঠি, বান্ধি রাখে, যাইবারে না দে॥ মথুরা গেলে সনাতনের সঙ্গেই রহিবা। মথুরার স্বামি-সভার চরণ বন্দিবা॥ দূরে রহি ভক্তি করিহ, সঙ্গে না রহিবা॥ তাঁ-সভার আচার-চেষ্টা লৈতে না পারিবা (তাঁহাদের আচার-চেষ্টার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না)॥ সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন। সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ॥ শীঘ্র আসিহ, তাহাঁ না রহিয় চিরকাল। গোবর্দ্ধনে না চঢ়িহ দেখিতে গোপাল॥ চৈ. চ. ৩।১৩।৩৩-৩৮॥"

প্রভুর আদেশ পাইয়া জগদানন্দ বনপথে চলিতে চলিতে বারাণসীতে আসিয়া তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত হইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে প্রভুর বারাণসী-লীলার কথা শুনিলেন। তাহার পরে মথুরায় আসিয়া সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন। সনাতনের গোঁফাতেই দুইজনে একসঙ্গে থাকিতেন। জগদানন্দ দেবালয়ে যাইয়া রান্না করিয়া আহার করিতেন, সনাতন মহাবনে যাইয়া ভিক্ষা করিতেন, "কভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবালয়ে কভু বা ব্রাহ্মণ-সদনেও" ভিক্ষা করিতেন। জগদানন্দের যাহা আবশ্যক, সনাতন মহাবনে ভিক্ষা করিয়া তাহার সমাধান করিতেন।

একদিন জগদানন্দ তাঁহার নিকটে আহারের জন্য সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। জগদানন্দের গৌরপ্রীতি-দর্শনের আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে সনাতন এক অদ্ভুত সাজে সাজিয়া মধ্যাহ্নে পণ্ডিতের নিকটে আসিলেন। "মুকুন্দসরস্বতী-নাম সন্ন্যাসী মহাজনে। এক বহির্ব্বাস তেঁহো দিলা সনাতনে। সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া। জগদানন্দের বাসাদ্বারে বসিলা আসিয়া॥ চৈ. চ. ৩।১৩।৪৯-৫০॥" জগদানন্দ দেখিয়া মনে করিলেন—সনাতন মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্তুই মস্তকে ধারণ করিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহাঁ পাইলে তুমি এই রাতুল বসন?" সনাতন বলিলেন—"মুকুন্দসরস্বতী আমাকে এই বস্ত্র দিয়াছেন।" শুনিয়া পণ্ডিতের মনে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিল, "ভাতের হাণ্ডী লঞা তাঁরে (সনাতনেরে) মারিতে আইল।" তাহাতে সনাতনকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া "ভাতের হাণ্ডী চুলাতে ধরিয়া" পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন—"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে? কোন্ ঐছে হয়—ইহা পারে সহিবারে? সনাতন কহে—সাধু! পণ্ডিত মহাশয়। চৈতন্যের তোমাসম প্রিয় কেহো নয়। ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥ যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল। সেই অপূর্ব্ব প্রেম সাক্ষাতে দেখিল॥ রক্তবস্ত্র (সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত রঞ্জিত বস্ত্র) বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কোন পরদেশীকে দিব কি কাজ ইহায়॥" চৈ. চ. ৩।১৩।৪৮-৬০॥

"পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল। দুইজন বসি তবে প্রসাদ পাইল॥ প্রসাদ পাই অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন। চৈতন্যবিরহে দোঁহে করেন ক্রন্দন॥ (জগদানন্দ) এই মত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে। চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে॥ * *॥ শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ। সব ভক্তসহ গোসাঞি পরম আনন্দ॥ প্রভুর চরণ বন্দি সভারে মিলিলা। মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥" মহাপ্রভুর জন্য সনাতন কিছু উপহার পাঠাইয়াছিলেন; জগদানন্দ পণ্ডিত তাহা প্রভুকে দিলেন।—চৈ. চ. ৩।১৩।৬১-৭২॥

ণ। রঘুনাথ-ভট্টগোস্বামীর প্রসঙ্গ

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন শ্রীল তপনমিশ্রের একমাত্র সন্তান। প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন অল্পবয়স্ক রঘুনাথ প্রভুর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য তিনি একবার নীলাচলে আসিয়া আটমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি "মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ। ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥ রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥ পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। প্রভুর অবশেষ-পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥ চৈ. চ. ৩।১৩।১০৫-৭॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আটমাস অবস্থানের পরে প্রভু তাঁহাকে পুনরায় কাশীতে যাওয়ার আদেশ করিয়া বলিলেন——বিবাহ করিও না। আর "বৃদ্ধ পিতামাতার যাই করিহ সেবন। বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥ পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে। এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে॥ আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা। প্রেমে গরগর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৩।১১১-১৪॥" রঘুনাথ-ভট্টগোস্বামীর দ্বারা প্রভু অনেক কাজ করাইবেন। তাই তাঁহার প্রতি প্রভুর এইরূপ উপদেশ এবং কৃপা।

প্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া ভট্টগোস্বামী কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। "চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতা সেবা কৈলা। বৈষ্ণব-পণ্ডিতঠাঞি ভাগবত পড়িলা॥ পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা। পুন প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া॥ পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা। অষ্টমাস রহি পুন প্রভু আজ্ঞা দিলা—॥ আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে। তাহাঁ যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে॥ ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম। অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥ এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা। প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥ চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা। ছুটা পান বিড়া (প্রভু) মহোৎসবে পাঞা ছিলা॥ সেই মালা ছুটা পান প্রভু তাঁরে দিলা। (রঘুনাথ) 'ইষ্টদেব' করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥ প্রভুঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন। আশ্রয় করিল আসি রূপ-সনাতন॥ রূপগোসাঞির সভাতে করে ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥ অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে। নেত্র-কণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে॥ পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিনচারি রাগ॥[১] কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে। প্রেমে বিহ্বল হয় তবে, কিছুই না জানে॥ গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ। গোবিন্দচরণারবিন্দ যার প্রাণধন॥[২] নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দ-মন্দির করাইল। বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥ গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে—না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথাপূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥ বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সভে কৃষ্ণভজন করে—এইমাত্র জানে॥ মহাপ্রভুর দত্ত মালা (চৌদ্দহাত তুলসীর মালা, অথবা প্রভু-দত্ত কণ্ঠমালা) মননের কালে। প্রসাদ-কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে।[৩] মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল। এইত কহিল তাতে চৈতন্যের কৃপাফল॥ চৈ. চ. ৩।১৩।১১৪-৩৪॥"

এই রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ছিলেন বৃন্দাবনের ছয়গোস্বামীর একজন। তিনি শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগুরুর মধ্যেও একজন ছিলেন। ভট্টগোস্বামীর প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর কৃপার শক্তি এবং ঐকান্তিক সাধকের ভজন-প্রণালী ও আচরণের আদর্শ জানিতে পারা

১। রাগ—রাগ-রাগিণী। ২। গোবিন্দ—শ্রীপাদরূপগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেব।

৩। মননের কালে—লীলা-স্মরণ-মননের সময়ে। প্রসাদ-কড়ার—প্রসাদী শুষ্কচন্দন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। মহাপ্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িতে বলিয়াছেন ; কেননা, বৈষ্ণবব্যতীত অপর কেহ ভাগবতের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। একমাত্র ভক্তির প্রভাবেই তাহা জানা যায় ; বৈষ্ণবের মধ্যেই সেই ভক্তি বিরাজিত।

ত। যমেশ্বর-টোটার পথে

মহাপ্রভু একদিন যমেশ্বর-টোটায় চলিয়াছেন, সঙ্গে গোবিন্দ। চলিতে চলিতে প্রভু শুনিলেন—দূরে গুর্জরীরাগে সুমধুরস্বরে জগ-মনোহর গীতগোবিন্দের পদ গীত হইতেছে। স্ত্রীলোকে গান করিতেছেন, না কি পুরুষে—প্রভু তাহা জানেন না। গান শুনিয়াই প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া, যেদিকে গান হইতেছিল, উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। প্রভুর বাহ্য-স্মৃতি নাই। কোনও পথ দিয়া প্রভু ছুটিতেছেন না, সোজাসুজি ধাবিত হইতেছেন। যাওয়ার পথে বড় বড় কাঁটা-যুক্ত সিজের বেড়া ; তাহার উপর দিয়াই প্রভু ছুটিতে লাগিলেন—অঙ্গে কাঁটা ফুটিল, রক্ত পড়িতে লাগিল ; প্রভু কিছুই জানিতে পারিলেন না। পাছে পাছে গোবিন্দও ছুটিয়া চলিয়াছেন। প্রভু জানিতেন না, কিন্তু গোবিন্দ জানিতেন—গান করিতেছিলেন একজন দেবদাসী, স্ত্রীলোক। প্রভু ছুটিতে ছুটিতে এমন স্থানে আসিয়াছেন, যে-স্থান হইতে সেই দেবদাসী অল্পদূরে অবস্থিত। তখন গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে ছুটিয়া প্রভুকে নিজের কোলে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন—"প্রভু, স্ত্রীলোক গান গাহিতেছেন।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া প্রভু বাহ্যপ্রাপ্ত হইলেন এবং সে-স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং গোবিন্দকে বলিলেন—"গোবিন্দ ! আজি রাখিলে জীবন। স্ত্রী-স্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ। এ-ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।" শুনিয়া গোবিন্দ বলিলেন—"জগন্নাথ রাখে, মুঞি কোন ছার॥" প্রভু বলিলেন—"তুমি মোর সঙ্গেই রহিবা ! যাহাঁ তাহাঁ মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা॥ এতবলি নেউটি প্রভু গেলা নিজস্থানে। শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি মনে॥" দৈবাৎ কখনও স্ত্রীলোকের স্পর্শ হইলে প্রভু প্রাণত্যাগ করিতে পারেন—ইহাই স্বরূপদামোদরাদির ভয়ের কারণ॥—চৈ. চ. ৩।১৩।৭৭-৮৭॥"

থ। জগন্নাথ-দর্শনোৎকণ্ঠিতা উড়িয়া-রমণীর প্রসঙ্গ

একদিন রাত্রিতে প্রভু গম্ভীরায় "করিয়াছেন শয়ন। কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখেন স্বপন॥ ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন। পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥ মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন। মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ দেখি প্রভু সেই ভাবে আবিষ্ট হইলা। 'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ'-এই জ্ঞান হৈলা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।১৫-১৮॥"

স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়া প্রভু "সেই রসে আবিষ্ট হইলা—রাসলীলা-রসে আবিষ্ট হইলেন" ; তিনি মনে করিলেন, তিনিও সেই রাসস্থলীতে উপস্থিত। "রসরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভাব দুই একরূপ”-প্রভু রাধাভাবের আবেশ-কালে সর্বদাই নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন। উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ (১১।৬-অনু) কখনও কখনও তিনি নিজেকে অন্যগোপী এবং শ্রীরাধার কিঙ্করী মঞ্জরী বলিয়াও মনে করিতেন (১১।২-৩-অনু); কিন্তু এইরূপ অন্যগোপীর, বা মঞ্জরীর, ভাবও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; শ্রীরাধাই নিজেকে তত্তৎ রূপ মনে করিতেন; সুতরাং তখনও তাঁহার রাধাভাব। এইরূপ উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ স্বপ্নে রাসলীলা দর্শন করিয়া প্রভু মনে করিতেছিলেন—“মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।” এবং তিনি যেন দূরে দাঁড়াইয়া (মঞ্জরীদিগের ন্যায়) তাহা দর্শন করিতেছিলেন।

যাহা হউক, স্বপ্নাবেশে বিভোর ছিলেন বলিয়া সেইদিন প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল। “প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ (প্রভুকে) জাগাইলা। জাগিলে ‘স্বপ্ন’ জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা॥ (প্রভুর আবেশ তখনও ছুটে নাই। তাই তিনি) দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন। কালে যাই জগন্নাথ কৈল দরশন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।১৯-২০॥”

প্রভু যে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,” সেই জ্ঞান তখন তাঁহার ছিল না; তিনি নিজেকে শ্রীরাধা—উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ, একজন মঞ্জরী—বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। এইরূপ ভাবের আবেশ লইয়াই প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে গেলেন এবং অন্যান্যদিনের ন্যায় অভ্যাসবশতঃ গরুড়-স্তম্ভের উপরে বাম হস্ত স্থাপন করিয়া তন্ময়তার সহিত জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। অন্যান্য লোক জগন্নাথের যে স্বরূপ দর্শন করেন, প্রভু তখন তাহা দেখিতেছিলেন না, স্বপ্নে তিনি যে স্বরূপ দেখিয়াছিলেন, ভাবাবেশের ফলে সেই স্বরূপই দেখিয়াছিলেন। প্রভু তখন “জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। স্বপ্নের দর্শনাবেশে (প্রভুর) তদ্রূপ হৈল মন। যাহাঁ-তাহাঁ দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।২৯-৩০” প্রভু তখন সুভদ্রা ও বলরামকে সে-স্থানে দেখিতে পাইতেছিলেন না।

অসংখ্য লোক শ্রীজগন্নাথের দর্শনের নিমিত্ত উপস্থিত। দর্শনার্থীদের অত্যন্ত ভীড়। “উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা। গরুড়ে (গরুড়-স্তম্ভে) চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥ চৈ. চ. ৩।১৪।২২॥” জগন্নাথ-দর্শনের জন্য এই ভাগ্যবতী রমণীর এতই উৎকণ্ঠা যে, তিনি বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যে প্রভুর স্কন্ধে নিজের চরণ রাখিয়া গরুড়স্তম্ভকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে কখনও তিনি প্রভুর স্কন্ধে আরোহণ করিতে সাহস করিতেন না; তিনি জগন্নাথের দর্শনাবেশেই ঐকান্তিকী তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন। প্রভুও তাঁহার ভাবের আবেশে বাহ্যজ্ঞান-হারা। একজন লোক যে তাঁহার কাঁধে উঠিয়াছেন, প্রভুও তাহা জানিতে পারেন নাই।

সেই রমণীকে উল্লিখিত অবস্থায় দেখিয়া প্রভুর সঙ্গী শ্রীগোবিন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে নামিয়া আসিতে বলিলেন। গোবিন্দের কথা কানে প্রবেশ করায় প্রভুর একটু অর্ধবাহ্যের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। সেই স্ত্রীলোকটীকে নামাইতে প্রভু গোবিন্দকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"আদিবশ্যা। এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।[১] করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।২৪॥"

গোবিন্দের কথায় সেই রমণীর দর্শন-তন্ময়তা ছুটিয়া গেল, তিনি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন—তিনি একজন লোকের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আছেন। তখন "আস্তে-ব্যস্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নাম্বিলা। মহাপ্রভুকে দেখি চরণবন্দন করিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৪।২৫॥" জগন্নাথ-দর্শনের জন্য এই ভাগ্যবতী রমণীর আর্তি দেখিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন—"এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥ জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-প্রাণ-মনে। মোর কান্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে॥ অহো! ভাগ্যবতী এই, বন্দোঁ ইহার পায়। ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমারো বা হয়॥ চৈ. চ. ৩।১৪।২৬-২৮॥" উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃই সাধক-ভক্তভাবে প্রভু এই কথাগুলি বলিয়াছেন। প্রভুর রাধাভাব যে তখনও ছুটে নাই, পরবর্তী বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়।

"এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥ (তখন) 'কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ'—ঐছে হৈল মন। 'কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন॥ প্রাপ্তরত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা। বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥ ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লেখে। অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥ 'পাইলুঁ বৃন্দাবন-নাথ পুন হারাইলুঁ। কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ॥' স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন। বাহ্য হৈলে হয় যেন—হারাইল ধন॥ উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য। দেহের স্বভাবে করে স্নান-ভোজন-কৃত্য। রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া। আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘাড়িয়া॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৩১-৩৭॥" স্বরূপ-দামোদর এবং রায়রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া প্রভু প্রলাপ-বাক্যে নিজের আর্তি প্রকাশ করিলেন (চৈ. চ. ৩।১৪।৩৯-৪৮), পরে "মহাপ্রভু মৌন করিলা। রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান। দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান॥ এই মত অর্দ্ধরাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ। ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৫১-৫৩॥"

এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—পূর্বরাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া প্রভুর চিত্তে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, অন্যান্য বৈচিত্রী-ধারণ করিয়া সেই ভাবই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরের দিন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ছিল এবং পরের দিন অর্ধরাত্রিতেও প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই; স্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দের চেষ্টায় প্রভুর "কিছু বাহ্যজ্ঞান"-মাত্র হইয়াছিল। "দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৫২॥"

স্বপ্নদর্শনের পরে বাস্তবিক শ্রীরাধার ভাব লইয়াই (নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়াই)

১। আদিবশ্যা—স্নেহের গালি। বর্জন—নিষেধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন, গিয়াও জগন্নাথকে "সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন"-রূপেই দর্শন করিয়াছিলেন, সুভদ্রা-বলদেবকে দেখেন নাই। তাহার পরে "এবে যদি স্ত্রী দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হৈল। জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৩১॥" এ-স্থলে যে "বাহ্য" বলা হইয়াছে, তাহা "নিপট্টবাহ্য" নহে; নিপট্টবাহ্য হইলে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম-স্বরূপকে দেখিয়া প্রভুর "কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ, ঐছে মন (চৈ. চ. ৩।১৪।৩২)" হইত না এবং "কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন (চৈ. চ. ৩।১৪।৩২)" বলিয়াও প্রভু আক্ষেপ করিতেন না। জগন্নাথকে "সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন" রূপে দেখিয়া প্রভুর মনে যে রাধাভাবের উদয় হইয়াছিল, সুভদ্রা-বলরামের দর্শনের পরে সেই রাধাভাবেই তিনি মনে করিয়াছিলেন—কুরুক্ষেত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার রাধাভাব ছিল অক্ষুণ্ণ—স্বপ্নদর্শনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

এক্ষণে একটী কথা বিবেচ্য। যমেশ্বর-টোটার পথে প্রভু যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ববর্তী 'ত'-অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। সে-স্থলে দেখা গিয়াছে, প্রভু গোবিন্দকে বলিয়াছেন—"স্ত্রী-স্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ॥ চৈ. চ. ৩।১৩।৮৪॥" আর এ-স্থলে, এক উড়িয়া রমণী প্রভুর স্কন্ধে পদ রাখিয়া জগন্নাথ-দর্শন করিতেছিলেন, গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোকটীকে নিষেধ করিতে গেলেও প্রভু গোবিন্দকে বাধা দিলেন। ইহার হেতু কি?

ইহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। প্রভুর যখন নিপট্ট বাহ্য থাকিত, তখন তিনি জানিতেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সন্ন্যাসী। সেই সময়ে কোনও স্ত্রীলোকের দর্শন-স্পর্শন দূরে, স্ত্রী-শব্দটীও প্রভু উচ্চারণ করিতেন না। সন্ন্যাসের পরে শচীমাতাব্যতীত অন্য কোনও স্ত্রী-লোকের দর্শন-স্পর্শন প্রভু করেন নাই। শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহিণী বর্ষীয়সী মালিনীদেবী, চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহিণী প্রভুর মাসিমা—তাঁহারাও প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন; কিন্তু প্রভুর মনোভাব জানিয়া তাঁহারাও প্রভুর সাক্ষাতে যাইতেন না, দূর হইতে এমনভাবে প্রভুর দর্শন করিতেন, যাহাতে প্রভু তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায়েন। স্ত্রীলোকের কোনও প্রসঙ্গ উঠিলেও যে প্রভু সঙ্কোচিত হইতেন, পরমেশ্বর-মোদকের প্রসঙ্গ হইতেই তাহা জানা যায়। পরমেশ্বর-মোদক ছিলেন নবদ্বীপবাসী, মোদক বিক্রয় করিতেন, প্রভুর বাড়ীর নিকটে তাঁহার ঘর ছিল। বাল্যকালে প্রভু বার বার তাঁহার ঘরে যাইতেন, তিনিও প্রভুকে "দুগ্ধ মোদক" দিতেন—খুব প্রীতির সহিত, প্রভুও খাইতেন। প্রভুর বাল্যকাল হইতেই প্রভু-বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ। একবার এই পরমেশ্বর-মোদক প্রভুর দর্শনের জন্য অন্য গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত নীলাচলে গিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—"পরমেশ্বরা মুঞি।" তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুও খুব প্রীতির সহিত বলিলেন—"পরমেশ্বর! কুশলে হও? ভাল হৈল আইলা।" তখন আনন্দের উচ্ছ্বাসে মোদকও বলিলেন—"প্রভু! মুকুন্দার মাতাও আসিয়াছে।" মুকুন্দার মাতা—সেই মোদকের পত্নী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈল ॥"—চৈ. চ. ৩।১২।৫৩-৫৮॥ সন্ন্যাসীর আচরণের আদর্শ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে প্রভু এতাদৃশী সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। কোনও সময়ে তিনি যে তাঁহার এই স্বভাবসিদ্ধ আচরণের অন্যথা করিয়াছেন, তাহা মনে করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। সন্ন্যাসের পরের কথা তো দূরে, সন্ন্যাসের পূর্বে নিমাই-পণ্ডিতরূপে যখন প্রভু অদ্ভুত ঔদ্ধত্য প্রকটন করিয়াছিলেন, তখনও স্ত্রীলোক দেখিলে সঙ্কোচিত হইয়া অবনতমস্তকে দূরে একপাশে গিয়া দাঁড়াইতেন।

যমেশ্বর-টোটার পথে গোবিন্দ যখন বলিলেন—"প্রভু! স্ত্রীলোক গান গায়", তখন প্রভুর নিপট্ট বাহ্য, তখন তিনি জানিতেন—তিনি সন্ন্যাসী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন—"স্ত্রী-স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ।" আর উড়িয়া-স্ত্রীলোকের ব্যাপারে গোবিন্দের কথায় প্রভুর যখন একটু বাহ্য হইয়াছিল, তখনও—তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সন্ন্যাসী, তাহা প্রভু জানিতেন না। তখনও—নিজের সম্বন্ধে প্রভুর স্ত্রীলোক-অভিমান ছিল—শ্রীরাধা, অথবা শ্রীরাধার কিঙ্করী-এইরূপ অভিমান। তিনিও স্ত্রীলোক, উড়িয়া-রমণীও স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকের স্পর্শে স্ত্রীলোকের পক্ষে দোষের কিছু নাই; এজন্য প্রভু স্ত্রীলোকটীকে নামাইতে গোবিন্দকে নিষেধ করিয়াছেন। উড়িয়া-রমণীর আর্তির প্রশংসা করিয়া প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ—সাধক-ভক্তের ভাবের ন্যায় ভাবের আবেশে; প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক সন্ন্যাসী, তখনও তাঁহার যে সেই ভাব মনে ছিল না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব-রাত্রিতে স্বপ্নদর্শনের সময় হইতে পরের দিন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা (উদ্‌ঘূর্ণা-কালে শ্রীরাধার কিঙ্করী) বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উড়িয়া-রমণীর ব্যাপারে জীবের পক্ষেও শিক্ষণীয় কয়েকটী বিষয় আছে। প্রথমতঃ, ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শনের জন্য যাঁহার এমন উৎকণ্ঠাময়ী আর্তি জন্মে যে, তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া পড়েন, তাঁহার ভগবদ্‌বিগ্রহ-দর্শনই পূর্ণতমরূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এতাদৃশ ভক্তের কৃপায় অপরেরও তাদৃশী আর্তি জন্মিতে পারে।

দ। কালিদাসের প্রতি কৃপা

কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল কায়স্থ-কুলে; তিনি ছিলেন শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর জ্ঞাতি-খুড়া। কালিদাস ছিলেন—"মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার। কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার॥ কৌতুকে তেঁহো যদি পাশক খেলায়। 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি পাশক চালায়॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৬-৭॥"

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদিতে শ্রদ্ধা

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে, বৈষ্ণবের পাদজলে এবং বৈষ্ণবের পদরজে তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। বাল্যকাল হইতেই এই তিনটী বস্তুর জন্য তাঁহার লালসা ছিল। "গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ। সভার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিয়াছেন ভোজন॥ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়। উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায়॥ তাঁর ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া। কাহাঁও না পায় যবে, রহে লুকাইয়া॥ ভোজন করিয়া পাত্র পেলাইয়া যায়। লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায়॥ শূদ্র বৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা। এই মত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৯-১৩॥"

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টাদি-গ্রহণব্যাপারে কালিদাস জাতি-কুলাদির বিচার করিতেন না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে।

এক বৈষ্ণব ছিলেন—ভূমিমালী-জাতিতে তাঁহার জন্ম। সকলে তাঁহাকে "ঝড়ুঠাকুর" বলিত। কালিদাস তাঁহার নাম ও বৈষ্ণবতার কথা শুনিয়া "আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান॥ আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল। তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥ পত্নীর সহিতে তেঁহো (ঝড়ুঠাকুর) আছেন বসিয়া। বহুত সম্মান কৈল কালিদাসে দেখিয়া॥ ইষ্টগোষ্ঠি কথোক্ষণ করি তাঁর সনে। ঝড়ুঠাকুর তাঁরে কহে মধুর বচনে—॥ (ঝড়ুঠাকুর বলিলেন) আমি নীচ জাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম। কোন্ প্রকারে করিব আমি তোমার সেবন॥ আজ্ঞা দেহ, ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে। তাহাঁ তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে॥" শুনিয়া কালিদাস বলিলেন—"ঠাকুর! কৃপা কর মোরে। তোমার দর্শনে আইলুঁ মুঞি পতিত পামরে॥ পবিত্র হইলুঁ মুঞি, পাইলুঁ দর্শন। কৃতার্থ হইলুঁ, মোর সফল জীবন॥ এক বাঞ্ছা হয়—যদি কৃপা করি কর। পদরজ দেহ, পাদ মোর মাথে ধর॥" (জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বৈষ্ণবের প্রতি কালিদাসের কি অসাধারণ শ্রদ্ধা! শুনিয়া ঝড়ুঠাকুর বলিলেন—) "ঐছে বাত কহিতে না যুয়ায়। আমি নীচ জাতি, তুমি সুসজ্জন রায়॥" ঝড়ুঠাকুরের দৈন্যোক্তি শুনিয়া কালিদাস শ্রীমদ্ভাগবতাদির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"ভক্ত শ্বপচও ভগবানের প্রিয়, ভগবানের ন্যায় জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের পূজনীয়; কিন্তু অভক্ত চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও ভগবানের প্রিয় নহেন। দ্বাদশ-গুণান্বিত, অথচ ভগবদ্বহির্মুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্বপচকুলজাত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, যাহার জিহ্বায় ভগবানেব নাম বিরাজিত, শ্বপচ হইলেও তিনি বরণীয়।" শুনিয়া ঝড়ুঠাকুর বলিলেন—"শাস্ত্রে এই সত্য কয়। সে-ই শ্রেষ্ঠ, ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়॥ (কিন্তু) আমি নীচ জাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি। অন্য ঐছে হয়, আমার নাহি ঐছে শক্তি॥" কালিদাস বুঝিলেন—ঝড়ুঠাকুর তাঁহাকে পদরজঃ দিবেন না। ঝড়ুঠাকুরকে নমস্কার করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন; ঝড়ুঠাকুরও কালিদাসের সম্মানার্থ তাঁহার পিছনে পিছনে কতদূর গেলেন। কালিদাসকে বিদায় দিয়া ঝড়ুঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।—চৈ. চ. ৩।১৬।১৪-২৮॥

কালিদাসকে বিদায় দিয়া ঝড়ুঠাকুর ঘরে ফিরিয়া গেলে, যে-যেস্থানে ঝড়ুঠাকুরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচিহ্ন পড়িয়াছিল, সে-সে স্থান হইতে ধূলা লইয়া কালিদাস সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। এইরূপ কৌশলে, ঝড়ুঠাকুরের অজ্ঞাতসারে, কালিদাস তাঁহার পদরজঃ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার আর একটী বাসনা—ঝড়ুঠাকুরের ভুক্তাবশেষ গ্রহণের বাসনা—অপূর্ণ রহিয়াছে। তাহার জন্যও তিনি একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। কালিদাস চলিয়া গেলেন না, সেই স্থানেই এক জায়গায় লুকাইয়া রহিলেন। লুক্কায়িত স্থান হইতে তিনি দেখিলেন —ঝড়ুঠাকুর ঘরে গিয়া, কালিদাসের আনীত আম্রফল দেখিয়া তাহা কৃষ্ণচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন, তাঁহার পত্নী "কলার পাটুয়া খোলা" হইতে সেই আম বাহির করিয়া দিতেছেন, তিনি চুষিয়া চুষিয়া খাইতেছেন, আর চোষা আটি পাটুয়াখোলাতে ফেলিয়া দিতেছেন। ঝড়ু ঠাকুরের খাওয়ার পরে তাঁহার পত্নীও আম চুষিয়া খাইলেন, পরে চোকা-আটি এবং আমের খোলা সেই পাটুয়াতে করিয়া বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্তে (আস্তাকুড়ে) নিয়া ফেলিয়া দিলেন। এ-সমস্ত দেখিয়া কালিদাস সুযোগ মত সেই আস্তাকুড়ে গিয়া ঝড়ুঠাকুর ও তাঁহার পত্নীর অলক্ষিতে সেই চোকা আটি এবং খোলা (আমের বাকল) চুষিয়া চুষিয়া খাইলেন এবং কালিদাসের "চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥ এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে। কালিদাস ঐছে সভার নিল অবশেষে॥"—চৈ. চ. ৩।১৬।২৮-৩৫॥

প্রভুর বিশেষ-কৃপাপ্রাপ্তি

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদিতে এতাদৃশী শ্রদ্ধার ফলে কালিদাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে যে একটী বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে।

মহাপ্রভুর একটা নিয়ম ছিল এই যে, "প্রতিদিন প্রভু যদি যান (জগন্নাথ) দরশনে। জলকরঙ্ক লঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে॥ সিংহদ্বারের উত্তর দিকে কপাটের আড়ে। বাইশ-পশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে (গর্ত্তে)। সেই গাড়ে করে প্রভু পাদ প্রক্ষালন। তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দর্শন॥ গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম। 'মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন॥' প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজলে (অবশ্য প্রভুর জ্ঞাতসারে)। অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছলে॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৩৭-৪১॥"

একবার গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত কালিদাস নীলাচলে গিয়াছিলেন। তখন "একদিন প্রভু তাহাঁ পাদ প্রক্ষালিতে। কালিদাস আসি তাহাঁ পাতিলেন হাথে॥ একাঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল। তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল—॥ (প্রভু বলিলেন) 'অতঃপর আর না করিহ বার বার। এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার॥' সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর। বৈষ্ণবে তাঁহার (কালিদাসের) বিশ্বাস জানেন অন্তর॥ সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা। অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৪২-৪৬॥"

ইহার পরে প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া ঘরে আসিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করিয়া ভোজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। "বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া। গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥ মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে। কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥ বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা। কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৪৯-৫২ ॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা (উচ্ছিষ্ট) খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ। যাহা হৈতে পাবে নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ॥ কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম। ভক্তশেষ হৈলে 'মহামহাপ্রসাদ' আখ্যান॥ ভক্তপদ-ধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল॥ এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃপুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ তাতে বার বার কহি—শুন ভক্তগণ। বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন সেবন॥ তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস। কৃষ্ণের প্রসাদ—তাতে সাক্ষী কালিদাস॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৫৩-৫৮॥"

শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর-মহাশয়ও বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।", "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ।" শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১২।১২ এবং ৭।৫।৩২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে—"বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্—মহৎপাদরজো দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তপঃ, যজ্ঞ, বেদপাঠাদি দ্বারাও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না (৫।১২।১২)" এবং "যে পর্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য সাধুদিগের চরণধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া যায়, সে পর্যন্ত লোকের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে পারে না (৭।৫।৩২)॥" বৈষ্ণবের পদরজ-আদিতে একটা মহতী শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে পদরজ-আদির এতাদৃশ আশ্চর্য মহিমা।

ধ। **পুরীদাসের (কর্ণপূরের) প্রতি কৃপা** (১৫।১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ন। **শিক্ষাষ্টক-শ্লোক**

আলোচনার ভূমিকা

মহাপ্রভুর নিজের রচিত আটটী শ্লোক আছে। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ-বন্ধু স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের সঙ্গে এই শ্লোকগুলির আস্বাদন করিতেন। "এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে। রজনী দিবস কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলে॥ স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনার সনে। রাত্রি দিনে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে॥ নানাভাবে উঠে প্রভুর হর্ষ-শোক-রোষ। দৈন্যোদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥ সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পঢ়িয়া। শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা॥ কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন। সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥ চৈ. চ. ৩।২০।২-৬॥"

এই শ্লোকগুলিতে জীবের পক্ষেও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলিয়া এই শ্লোকগুলিকে "শিক্ষাশ্লোক"ও বলা হয় এবং এই রকম "শিক্ষাশ্লোক" আটটী বলিয়া ইহাদিগকে "শিক্ষাষ্টক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোক”ও বলা হয়। শিক্ষাষ্টক-শ্লোকরূপেই এই শ্লোকগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের প্রথম শ্লোকটী হইতেছে নামের মহিমা-সম্বন্ধে। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণনামও পরম-মধুর—চৈতন্যরস-বিগ্রহ [১৬।৩ খ (৮)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। নাম ও নামী শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় যেমন কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেম, তদ্রূপ নাম-মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়ও হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেম। এই প্রেম যাঁহার মধ্যে যত বেশী, নাম-মাধুর্যের আস্বাদন এবং আস্বাদন-জনিত আনন্দ বা হর্ষও তাঁহার তত অধিক। শ্রীরাধার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া শ্রীরাধাই কৃষ্ণনাম-মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদন এবং আস্বাদন-জনিত পূর্ণতম আনন্দ লাভ করিতে পারেন। শ্রীরাধার উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন—“সই! কেবা শুনাইল শ্যামনাম। ঐ নাম কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ॥ না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।” শ্যামকৃষ্ণও স্বীয় নাম আস্বাদন করেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন, কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিষয়রূপে, আর শ্রীরাধা আস্বাদন করেন—সেই প্রেমের আশ্রয়রূপে। বিষয়রূপে আস্বাদন অপেক্ষা আশ্রয়রূপে আস্বাদনের মাধুর্য এবং মাধুর্যাস্বাদন-জনিত আনন্দ কোটি কোটি গুণে অধিক। সেই শ্যামকৃষ্ণই গৌররূপে শ্রীরাধার ন্যায় কৃষ্ণনামের মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদন এবং মাধুর্যাস্বাদন-জনিত পূর্ণতম আনন্দ অনুভব করিতে পারেন; কেননা, গৌরকৃষ্ণ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ—সুতরাং শ্রীরাধার ন্যায় কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম আশ্রয়।

গৌরকৃষ্ণ মহাপ্রভু নাম-মাধুর্যের আস্বাদন-জনিত এতাদৃশ হর্ষবশতঃ একদিন তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপদামোদর ও রামানন্দরায়কে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—“শুন স্বরূপ রামরায়। নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ চৈ. চ. ৩।২০।৭॥” পূর্বে এই উক্তির আলোচনা করা হইয়াছে (১৬।৩ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু নাম পরম-মধুর—চৈতন্যরস-বিগ্রহ—হইলেও অনাদি-বহির্মুখ মায়াবদ্ধ সংসারী জীব নামের মাধুর্য অনুভব করিতে পারে না, নামের মাধুর্যে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না; তাহার নিকটে নাম বরং রসহীন—বিরক্তিকর—বলিয়াই মনে হয়। তাহা বলিয়া নাম যে মাধুর্যহীন, তাহা প্রমাণিত হয় না। কামলা-রোগগ্রস্ত লোকের চক্ষুতে পিত্তের আবরণ থাকে বলিয়া এবং পিত্ত সাধারণতঃ পীতবর্ণ বলিয়া, কামলা-রোগী শুভ্র শ্বেত শঙ্খ এবং দুগ্ধকেও পীতবর্ণ দেখে; শঙ্খ এবং দুগ্ধ যে শুভ্র-শ্বেত নহে, তাহাতে তাহা প্রমাণিত হয় না। পিত্তদগ্ধ-জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রীও তিক্তরূপে অনুভূত হয়। পিত্ত নিজেই তিক্ত; জিহ্বায় তিক্ত পিত্তের যে আবরণ আছে, মিশ্রীর সংযোগে তাহা গলিয়া স্বীয় তিক্তরসে সুমিষ্ট মিশ্রীকেও তিক্ত করিয়া ফেলে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্ব-নিসিন্দারস-মিশ্রিত মিশ্রির সরবতও যেমন তিক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ। পিত্তদগ্ধ জিহ্বায় মিশ্রী তিক্তরূপে অনুভূত হয় বলিয়া মিশ্রী যে বাস্তবিক মিষ্ট নহে, তাহা প্রমাণিত হয় না। পরিষ্কার নির্মল জিহ্বায় রসগোল্লা স্থাপন করিলেই রসগোল্লার মিষ্টত্ব অনুভূত হয়; কেননা, জিহ্বার সহিত রসগোল্লার স্পর্শ হইতে পারে। কিন্তু সেই জিহ্বায় একখণ্ড কলাপাতা বিছাইয়া তাহার উপরে রসগোল্লা রাখিলে মিষ্টত্ব অনুভূত হইবে না; যেহেতু, কলাপাতার আবরণ আছে বলিয়া জিহ্বার সহিত রসগোল্লার স্পর্শ হইতে পারে না।

অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের চিত্তে এবং জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়েও পিত্তের বা কলাপাতার আবরণের ন্যায় আবরণ বিদ্যমান—দুর্বাসনার আবরণ। দুর্বাসনা হইতেছে—কৃষ্ণ-বাসনা এবং কৃষ্ণভক্তি-বাসনাব্যতীত অন্য বাসনা, দেহেন্দ্রিয়ের সুখ-বাসনা। দেহেন্দ্রিয়ের সুখবাসনা বা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা মায়ার প্রভাবজাত—সুতরাং মায়া। এই দুর্বাসনার বা মায়ার আবরণ দূরীভূত হইলেই জীব নামের স্বরূপগত মাধুর্যের অনুভব পাইতে পারে—কামলা-রোগীর চক্ষু হইতে পিত্তের আবরণ দূর হইলে সেই লোক যেমন শঙ্খের এবং দুগ্ধের স্বরূপ-গত শুভ্র-শ্বেতত্ব অনুভব করিতে পারে, অথবা পিত্তদগ্ধ জিহ্বা হইতে পিত্তের আবরণ অপসারিত হইলে সেই জিহ্বা যেমন মিশ্রীর স্বরূপগত মিষ্টত্ব অনুভব করিতে পারে, অথবা পরিষ্কার নির্মল জিহ্বা হইতে কলাপাতা অপসারিত হইলে যেমন সেই জিহ্বায় রসগোল্লার মিষ্টত্ব অনুভূত হইতে পারে—তদ্রূপ।

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত-জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের দুর্বাসনারূপ মায়া-মলিনতার আবরণকে দূর করিতে পারে একমাত্র স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তি। ভক্তি চিত্তে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ মায়ামলিনতাকে অপসারিত করে, মায়ামলিনতা সম্যক্‌রূপে অপসারিত হইলে (অর্থাৎ চিত্তাদি ইন্দ্রিয়ের আবরণ দূরীভূত হইলে) চিত্তের সহিত—সুতরাং চিত্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের সহিতও—ভক্তির স্পর্শ হয়, চিত্তাদি ভক্তির সহিত তাদাত্ম্যলাভ করে—অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের ন্যায় হইয়া যায়। তখনই জীবের পক্ষে নাম-মাধুর্যের আস্বাদন সম্ভব। নামসঙ্কীর্তনের প্রভাবে ভক্তির আবির্ভাব হইলে, ভক্তির সহিত চিত্তাদি তাদাত্ম্যলাভ করিলে, জীব নাম-মাধুর্যের আস্বাদন এবং তজ্জনিত পরমানন্দ অনুভব করিতে পারে। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের আলোচনা

(১) চেতোদর্পণ-শ্লোক

শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের প্রথম শ্লোকটী হইতেছে "চেতোদর্পণ"-শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ :—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥—চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনসদৃশ (মলিনতাপহারক), সংসাররূপ মহাদাবানলের নির্বাপক, শ্রেয়ঃ (মঙ্গল)-রূপ কৈরবের (কুমুদের, সাপ্‌লাফুলের) পক্ষে চন্দ্রিকাবিতরণের তুল্য, বিদ্যারূপ (পরাবিদ্যা বা ভক্তিরূপ) বধূর জীবনসদৃশ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধক, (নামের) প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন-জনক, দেহ ও চিত্তাদি ইন্দ্রিয়ের স্নাপক (স্নিগ্ধতাবিধায়ক) —শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোৎকর্ষে বিজয় করিতেছেন (জয়যুক্ত হইতেছেন)।"

এই শ্লোকে "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"-এর সাতটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষণ-গুলিতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের মহিমা ব্যক্ত করা হইয়াছে। সংক্ষেপে এই বিশেষণগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

চেতোদর্পণমার্জ্জনম্। নামসঙ্কীর্তন হইতেছে চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনসদৃশ। দর্পণে (আয়নায়) যদি ধূলিবালিরূপ মলিনতা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুখ দেখা যায় না। মার্জন বা ঝাড়নের দ্বারা সেই মলিনতা দূর করিতে হয়। অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের চিত্তেও তদ্রূপ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত পূর্বোল্লিখিত দুর্বাসনারূপ মায়া-মলিনতা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের—নামসঙ্কীর্তনের—দ্বারা সেই মলিনতা (দুর্বাসনা-রূপ মায়ার আবরণ) দূরীভূত হইতে পারে।

ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন হইতেছে সংসাররূপ (ইন্দ্রিয়সুখের বাসনারূপ) মহাদাবানলের (ত্রিতাপজ্বালার) নির্বাপক। বহু বিস্তীর্ণ বনে সমস্ত বনব্যাপী যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে বলে মহা-দাবানল। বাহির হইতে কোনও লোককর্তৃক অগ্নিসংযোগের ফলে এই মহাদাবানলের উদ্ভব হয় না; বনের অঙ্গীভূত বৃক্ষসমূহের সংঘর্ষেই এই দাবানলের উৎপত্তি। মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে যে বহুবিধ দুর্বাসনা বিরাজিত, তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষেই জীবের সংসাররূপ মহাদাবানল—ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ত্রিতাপজ্বালা। মুষলধারে বহুকাল বৃষ্টিপাত হইলে দাবানল নির্বাপিত হইতে পারে; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের প্রভাবেই জীবের সংসার-জ্বালাও দূরীভূত হইতে পারে। জীবচিত্তের মলিনতা এবং সংসার-তাপ হইতেছে মায়া-জনিত দুর্বাসনার ফল। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের ফলে ভক্তির আবির্ভাবে মায়াজনিত দুর্বাসনার—চিত্তাদির আবরণ—দূরীভূত হয়।

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন হইতেছে জীবের শ্রেয়োরূপ—মঙ্গলরূপ—কৈরবের (কুমুদের) পক্ষে চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না)-বিতরণের তুল্য। চন্দ্রকিরণের স্পর্শে কুমুদের পাঁপ্‌ড়িগুলি বিকশিত হয়, কিন্তু স্পর্শমাত্রে একসঙ্গে সমস্ত পাঁপ্‌ড়ি বিকশিত হয় না, ক্রমশঃ হয়। তদ্রূপ কৃষ্ণসঙ্কীর্তনের প্রভাবে জীবের শ্রেয়ও ক্রমশঃ বিকশিত হয়। জীবের বাস্তব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেয়ঃ বা পরমমঙ্গল হইতেছে তাহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা। তাদৃশী সেবার জন্য প্রয়োজন তাদৃশী সেবার বাসনা—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। তাহার জন্য আবার সর্বাগ্রে প্রয়োজন—কৃষ্ণোন্মুখতা। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে এই কৃষ্ণোন্মুখতাই হইতেছে প্রাথমিক শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল। মায়াবদ্ধ জীবের এই কৃষ্ণোন্মুখতা থাকে মায়াদ্বারা বা দুর্বাসনাদ্বারা সর্বতোভাবে আবৃত, চন্দ্রকিরণ-স্পর্শশূন্য কুমুদের পাঁপ্‌ড়িগুলির ন্যায়। কৃষ্ণসঙ্কীর্তনের প্রভাবে দুর্বাসনা বা অনর্থরূপ মায়ার আবরণ ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে। দুর্বাসনা বা অনর্থ যতই দূরীভূত হইবে, কৃষ্ণোন্মুখতাও ক্রমশঃ তত পরিস্ফুট হইবে ; মায়ার আবরণ দুর্বাসনা বা অনর্থ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইলে কৃষ্ণোন্মুখতাও সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইবে। কৃষ্ণসঙ্কীর্তনের প্রভাবে ভক্তির আবির্ভাবেই (অর্থাৎ চিত্তাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ভক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি হইলেই) ইহা সম্ভব। পরবর্তী বিশেষণে এই ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে।

বিদ্যাবধূজীবনম্‌। কৃষ্ণসঙ্কীর্তন হইতেছে বিদ্যারূপ বধূর জীবনসদৃশ, প্রাণসদৃশ। এ-স্থলে "বিদ্যা" হইতেছে—পরাবিদ্যা (অর্থাৎ ভক্তি বা প্রেমভক্তি)। এই বিদ্যার বা প্রেমভক্তির উৎপত্তিও হয় কৃষ্ণসঙ্কীর্তন হইতে, তাহার সংরক্ষণ এবং পরিপুষ্টিও হয় কৃষ্ণসঙ্কীর্তন হইতে। এজন্য কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনকে বিদ্যা (বা ভক্তি)-রূপ বধূর জীবন বা প্রাণ বলা হইয়াছে। ভক্তির স্বরূপগত ধর্মবশতঃ ভক্ত, নববধূর ন্যায়, সতত আত্মগোপনতৎপর এবং সেবাপরায়ণ হয়েন বলিয়াই বিদ্যা বা ভক্তিকে বধূর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দুর্বাসনারূপ, বা অনর্থরূপ, মায়ার আবরণ অপসারিত হইলেই ভক্তির এতাদৃশ আবির্ভাব (অর্থাৎ চিত্তাদির সহিত ভক্তির তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি) সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় ভক্ত-জীবের চিত্তাদি ইন্দ্রিয় সর্ববিধ আবরণ হইতে নির্মুক্ত হইয়া থাকে ; কোনও আবরণ থাকে না বলিয়া চিত্তাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত নামের সংস্পর্শের বিঘ্নজনক তখন আর কিছু থাকে না। এই অবস্থায় নামসঙ্কীর্তন হয়—

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্‌। তখন কৃষ্ণসঙ্কীর্তন বা কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন হয় আনন্দসমুদ্রের বর্ধক, উচ্ছ্বাসজনক। তখন নাম-মাধুর্যের আস্বাদনে সমুদ্রের ন্যায় অপরিসীম আনন্দ জন্মে। পবনের স্পর্শে সমুদ্র যেমন তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তখন নামকীর্তন করিতে করিতে আনন্দের লহরীও উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। আর কি হয় ?

প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্‌। তখন পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপ পূর্ণতম নামের মাধুর্যও পূর্ণতমরূপে আস্বাদিত হইতে থাকে—এমন কি, নামের প্রতিপদেও পূর্ণ অমৃতের (মাধুর্যের) আস্বাদন অনুভূত হয়। আর কি হয় ?

সর্ব্বাত্মস্নপনম্‌। তখন নামকীর্তন হয় সর্বাত্মস্নপন। আত্মা-শব্দে দেহ বুঝায় এবং মনও বুঝায় ; মনের উপলক্ষণে মনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহকেও বুঝায়। তখন নামকীর্তনের প্রভাবে নামমাধুর্যরস সমস্ত দেহকে, দেহের সমস্ত অণু-পরমাণুকে, চিত্তকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নাপিত করিয়া দেয়—নামমাধুর্য্যরস সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বত্র পরম-স্নিগ্ধতা উৎপাদন করে, দেহেন্দ্রিয়াদির সর্ব্বত্র পরমা তৃপ্তি জন্মায়।

চেতোদর্পণ-শ্লোকের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন। সে-ই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ। সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥ সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্‌গম॥ কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ চৈ. চ. ৩।২০।৮-১১॥"

(২) নাম্নামকারি-শ্লোক

"নাম্নামকারি"-শ্লোক হইতেছে শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ :—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

—ভগবান্ (কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মুকুন্দ ইত্যাদি) বহু প্রকারে নিজের নাম প্রচার করিয়াছেন; এই সমস্ত নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়াছেন; সেই নামের স্মরণ-বিষয়েও সময়সম্বন্ধীয় কোনও নিয়মও নাই। হে ভগবন্! এইরূপই তোমার কৃপা; কিন্তু আমারও এমন দুর্দ্দৈব যে, এতাদৃশ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।"

মহাপ্রভু এই শ্লোকের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৩-১৫॥"

চেতোদর্পণ-শ্লোকে নামসঙ্কীর্তনের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি এবং তদনুসারে বাসনাও ভিন্ন ভিন্ন। ভগবানের একই নামে সকলের রুচি না জন্মিতেও পারে। এজন্য পরমকরুণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনেক নাম প্রচার করিয়াছেন এবং এই সকল নামে তাঁহার সমস্ত শক্তিও অর্পিত করিয়াছেন; আবার নাম-কীর্তন-সম্বন্ধে দেশ-কালাদির কোনও নিয়মও রাখেন নাই—যেন, যে-কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে-কোনও সময়ে, যে-কোনও ভাবে, যেই নামে তাঁহার রুচি, সেই নামের কীর্তন করিতে পারেন। এত কৃপা ভগবানের! কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবেরও এমনই দুর্ভাগ্য যে, এতাদৃশ নামেও তাঁহার রুচি বা অনুরাগ জন্মে না। অথবা, চেতোদর্পণ-শ্লোকের মর্মানুসারে, নামকীর্তনের ফলে ভক্তির আবির্ভাবে নাম-মাধুর্য্যাদির অনুভব হওয়া সত্ত্বেও, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ ভাগ্যবান্ সাধক মনে করেন—"আমার নামে অনুরাগ হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, ভক্তির কৃপা হইতে এবং নাম-মাধুর্যের আস্বাদন হইতে আমি বঞ্চিত—এতাদৃশই আমার তুর্দ্দৈব।” সংসারী জীব-অভিমানে প্রভু এ-সকল কথা বলিয়াছেন।

(৩) তৃণাদপি-শ্লোক

তৃণাদপি-শ্লোকটী হইতেছে শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ ঃ—

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥” কিরূপে নামকীর্তন করিলে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতে পারে, তাহা এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। পূর্বেই এই শ্লোকের আলোচনা করা হইয়াছে (১৬।৫ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে ১৬।৪-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

(৪) ন ধনং ন জনং-শ্লোক

ইহা হইতেছে শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই ঃ—

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

—হে জগদীশ! তোমার চরণে আমি ধন যাচ্ঞা করি না, জন (পরিচারকাদিও) যাচ্ঞা করি না, সুন্দরী (অপ্‌সরাসদৃশী সুন্দরী ভার্যাদিও) যাচ্ঞা করি না, উত্তম-কাব্যরচনাশক্তিও যাচ্ঞা করি না। আমার একমাত্র কামনা এই যে—ঈশ্বর-তোমাতে জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী (শুদ্ধা) ভক্তি থাকে।”

“ধনজন নাহি মাগোঁ—কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ! কৃপা করি॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৪॥”

কিরূপে নামকীর্তন করিলে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তাহা “তৃণাদপি”-শ্লোকে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম হইতেছে—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা, এই বাসনার সঙ্গে ধনজনাদির, এমন কি মুক্তির, বাসনাও থাকিতে পারে না; থাকিবে একমাত্র কৃষ্ণসুখের বাসনা। আলোচ্য-শ্লোকে সে-কথাই বলা হইয়াছে। অথবা, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ ভাগ্যবান্‌ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে “ন ধনং ন জনং”-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রার্থনা জানাইয়াছেন। কেন না, “প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৩॥” সংসারী জীব-অভিমানে প্রভু এই শ্লোকোক্ত কথা বলিয়াছেন।

(৫) অয়ি নন্দতনুজ-শ্লোক

ইহা হইতেছে শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের পঞ্চম শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই ঃ—

“অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে 'নন্দতনুজ! বিষম-সংসার-সমুদ্রে নিপতিত, তোমারই কিঙ্কর আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ বিবেচনা কর।"

সংসারী জীব-অভিমানে প্রভু বলিয়াছেন—"তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥ কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম। তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৬-২৭॥"

সাধক সংসারী মায়াবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণচরণে এইরূপ প্রার্থনা জানাইবেন। অথবা, যাঁহার চিত্তে প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছে, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ তিনিও এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া থাকেন।

(৬) নয়নং গলদশ্রুধারয়া-শ্লোক

ইহা হইতেছে শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোক। সম্পূর্ণশ্লোকটী এই:—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি॥—হে ভগবন্! এমন দিন আমার কখন আসিবে—যখন তোমার নাম গ্রহণ-কালে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন পরিব্যাপ্ত হইবে, আমার বদন গদ্‌গদবাক্যে রুদ্ধ হইবে এবং আমার সমস্ত দেহ পুলকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে (অর্থাৎ তোমার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে কতদিনে আমার চিত্তে প্রেমের উদয় হইবে এবং তাহার ফলে আমার দেহে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবসমূহের উদয় হইবে?" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম প্রার্থনা করা হইয়াছে।

"প্রেমধন বিনু—ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৯॥" উৎকণ্ঠা হইতে উদ্ভূত দৈন্যবশতঃ এইরূপ প্রার্থনা। সাধক জীব এইরূপ ভাবে প্রেমের জন্য প্রাণের আর্তি জানাইবেন। অথবা ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ এতাদৃশী প্রার্থনা। সাধক জীব-অভিমানে প্রভু এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

(৭) যুগায়িতং নিমেষেণ-শ্লোক

ইহা শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের সপ্তম শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই:—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥—গোবিন্দবিরহে আমার এক নিমেষকাল এক যুগের মতন দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছে, আমার চক্ষু বর্ষার মতন হইয়াছে (বর্ষার ধারার মতন আমার নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে), সমস্ত জগৎ আমার নিকটে শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে।"

এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—সুতরাং শ্রীরাধারই উক্তি। মহাপ্রভুর "রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ-স্ফুরণ। উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্যে করে প্রলপন॥" প্রলাপ-বাক্যে প্রভু বলিয়াছেন—"উদ্বেগে দিবস না যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণ হৈল যুগসম। বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥ গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন। তুষানলে পোড়ে মন না যায় জীবন॥ চৈ. চ. ৩।২০।৩০-৩২॥”

শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার কি রকম অবস্থা হয়, তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকের পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৮) আশ্লিষ্য বা পাদরতাং-শ্লোক

ইহা হইতেছে শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের সর্বশেষ—অষ্টম—শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ:—

“আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥—প্রীতিভরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আমাকে তিনি নিষ্পেষিতই করুন, কিম্বা তাঁহার পদসেবা-রতা আমাকে তিনি তাঁহার চরণ-তলে নিষ্পেষিতই করুন, অথবা আমাকে কখনও দর্শন না দিয়া মর্মহতা—মৃত্যুতুল্য-পীড়িতাই—করুন, অথবা সেই লম্পট—বহুবল্লভ—যেখানে সেখানে (আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্য প্রেয়সীদের সঙ্গে) বিহারই করুন, তথাপি তিনিই—সেই শ্রীকৃষ্ণই—আমার প্রাণনাথ, প্রাণনাথ-ব্যতীত তিনি আমার অন্য কিছু নহেন।”

রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু এই শ্লোকের তাৎপর্য এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:—“আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো রসসুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ। কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনু মন, তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥ সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয় (কৃষ্ণ আমার প্রাণেশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়)॥ ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু-মন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। তা-সভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া। কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট, অন্য নারীগণ করি সাথ। মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥ না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥ যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী। মুঞি তাঁর পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাথে ধরি, ক্রীড়া করাঞা করো তারে সুখী॥ সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে, তভু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ। নিজ সুখে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥ যে গোপী মোরে করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ। মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস॥ * *॥ কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ। হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ, এই মোর সদা রহে ধ্যান॥ মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেঙ দান। কৃষ্ণ মোরে ‘কান্তা’ করি, কহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোরে 'প্রাণেশ্বরী', মোর হয় দাসী-অভিমান॥ কান্তসেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তভু পাদ-সেবায় মতি, সেবা করে দাসী-অভিমানী॥ চৈ. চ. ৩।২০।৩৯-৫১॥"

এই শ্লোকে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম হইতেছে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়। শ্রীরাধার একমাত্র কাম্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সুখ, নিজের সুখ-দুঃখের বিচার তাঁহার নাই। পরম প্রীতিভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, তাহা হইলেও শ্রীরাধা সুখ অনুভব করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অত্যন্ত আদর করিতেছেন বলিয়া তাঁহার এই সুখ নয়, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখ পাইতেছেন বলিয়াই তাঁহার সুখ। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবা করিতে থাকেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করেন এবং সেই নিষ্পেষণে যদি শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, তাহা হইলে সেই নিষ্পেষণ-জনিত দুঃখকেও তিনি তাঁহার সুখবর্য্য মনে করেন, তাহাকে তিনি দুঃখ মনে করেন না, তাহাতে তিনি কোনওরূপ দুঃখ অনুভবও করেন না; কেন না, তাঁহার নিষ্পেষণজনিত দুঃখ শ্রীকৃষ্ণের সুখের হেতু। তাঁহার সাক্ষাতে, তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া, যদি শ্রীকৃষ্ণ অন্যরমণীর সহিত ক্রীড়া করিয়া সুখ পায়েন, তাহা হইলেও শ্রীরাধার দুঃখ জন্মে না, বরং সুখই জন্মে; কেন না, সেই ক্রীড়া শ্রীকৃষ্ণের সুখের হেতু। শ্রীরাধার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না কোনও গোপী যদি শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন, তাহা হইলেও শ্রীরাধা এতই সুখী হয়েন যে, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষের কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি সেই গোপীর পাদসেবা করিতেও প্রস্তুত—সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের সুখের হেতু বলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ যাহা কিছু করিয়া সুখী হয়েন, তাহাতেই শ্রীরাধার সুখ। শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবাতেই শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী আনন্দ, সঙ্গম তাঁহার নিজের কাম্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত সঙ্গমের ইচ্ছা করিলেই তিনি সঙ্গমে সম্মত হয়েন—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইবেন বলিয়া। এতাদৃশ হইতেছে শ্রীরাধার কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময় প্রেমের স্বরূপ। এতাদৃশ প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে শ্রীরাধার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা পূর্ববর্তী সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে।

প্রথম ছয় শ্লোকের সঙ্গে শেষ-শ্লোকদ্বয়ের সম্বন্ধ

পূর্ববর্তী ছয়টী শিক্ষা-শ্লোকের সহিত এই দুইটী শ্লোকের শিক্ষা-শ্লোকরূপে কি সম্বন্ধ, তাহা এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের প্রথম ছয়টি-শ্লোকে শুদ্ধপ্রেম (অর্থাৎ ব্রজপ্রেম)-লাভের কথা বলা হইয়াছে। ব্রজপ্রেম লাভ হইলে সাধক স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভ্যবের যে-কোনও একভাবে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাইতে পারেন। এই চারিভাবের সেবার মধ্যে মধুর-ভাবের, বা কান্তাভাবের, সেবারই সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষ। যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কান্তাভাবে সেবার অভিলাষী, সাধনকালে তাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীরাধার কিঙ্করী (বা মঞ্জরী) বলিয়া অভিমান পোষণ করেন এবং সিদ্ধাবস্থায় শ্রীরাধার কিঙ্করী গোপবালিকারূপেই তাঁহারা যুগলকিশোরের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার কিঙ্করীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের অনুরূপ না হইলে তাঁহাদের কিঙ্করীত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীরাধার সম-পরিমাণ প্রেম নিত্যসিদ্ধ অন্য কৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণের পক্ষেও সম্ভব নয়; সাধক বা সিদ্ধজীবের কথা তো দূরে। তবে শ্রীরাধাপ্রেমের সমজাতীয় প্রেম—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা—শ্রীরাধার কিঙ্করীদের পক্ষে সম্ভব। এজন্য অষ্টম শ্লোকে শ্রীরাধার কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যে সর্বতোভাবে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়, তাহা জানানো হইয়াছে এবং ভঙ্গীতে ইহাও জানানো হইয়াছে যে, শ্রীরাধার কিঙ্করীদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও হইতেছে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়। আবার শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার যেরূপ মর্মন্তুদ দুঃখ, সপ্তম শ্লোকে তাহা জানাইয়া ভঙ্গীতে ইহাই জানানো হইয়াছে যে, শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা কিঙ্করীদের কৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখও মর্মন্তুদ। কিঙ্করীদের একটী যে বিশেষত্ব আছে, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। অষ্টম শ্লোকে শ্রীরাধার কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের স্বরূপ-কথন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যে-কোনও ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্পাদনই হইতেছে শ্রীরাধার একমাত্র কাম্য; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম শ্রীরাধার নিজের জন্য অভিপ্রেত না হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-পূরণের জন্য তিনি স্বীয় দেহ দান করেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হয়েন, কিন্তু শ্রীরাধার সাধনসিদ্ধ-কিঙ্করীগণ যত্নের সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গমকারিণী হইলেও এবং তাঁহাদের সেবার আনন্দে বিভোরা হইলেও (প. পু. পা-৫২।১০), শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রার্থিতা হইলেও ভোগপরাঙ্‌মুখী হইবেন (প. পু. পা, ৫২।৮)। ইহাই হইতেছে শ্রীরাধার কিঙ্করীদের বিশেষত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "রিরংষাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো"-ইত্যাদি ১।২।১৫৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—রমণেচ্ছা জন্মিলে বল্লবীকান্তত্ব-ধ্যানময় মন্ত্রাদিতে উপাসনা করিলেও শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব পাওয়া যাইবে না, দ্বারকায় মহিষীদের কিঙ্করীত্ব পাওয়া যাইতে পারে। সাধক জীবের পক্ষে সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ইহাই শিক্ষণীয়।

প। শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের অভীষ্ট-পূরণ

সাধারণভাবে অভীষ্ট-পূরণ

কবিকর্ণপূর শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার পরে হোরাপঞ্চমী-দিনের লীলা তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকের দশম অঙ্কের শেষভাগে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া শ্রীজগন্নাথের প্রতি রুষ্ট এবং দাসীগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া জগন্নাথের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ জগন্নাথের সেবকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া দেবীর চরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলিয়া দিতেছেন—যেন চোর ধরিয়া আনিয়াছেন, অচেতন রথকেও তাড়না করিতেছেন। সপরিকর মহাপ্রভু লক্ষ্মীদেবীর এবং তাঁহার দাসীগণের আচরণ সকৌতুকে দর্শন করিতেছেন। স্বরূপদামোদর ব্রজদেবীদের মানের প্রশংসা করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত লক্ষ্মীদেবীর আচরণের খুব প্রশংসা করিলেন। স্বরূপদামোদর শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিলেন—"পণ্ডিত! তোমার দেবীর বৈদগ্ধ্য দেখ। অচেতন রথের কি দোষ? তাহার তাড়না কেন করা হইতেছে? 'আমি নিকটেই এক স্থানে যাইতেছি'—লক্ষ্মীদেবীর নিকটে একথা বলিয়াই তো জগন্নাথ বাহির হইয়াছেন; তথাপি এমন দীর্ঘ ক্রোধ কেন?" শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন—"ঈশ্বরীর ইহাই রীতি।" তখন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিলেন—"শ্রীবাস! নারদস্ত্বেন ভবান্ দ্বারকাবিলাসপ্রিয় এব, তেন তুভ্যমৈশ্বর্য্যাংশ এব রোচতে; স্বরূপস্য বৃন্দাবনপ্রিয়ত্বাৎ তথাবিধানন্দ-বৈদগ্ধ্যাংশ এব প্রেয়ান্॥ চৈ. চ. না॥ ১০।৬৮॥—শ্রীবাস! তুমি দ্বারকাবিলাস-প্রিয়ই; এজন্য ঐশ্বর্য্যাংশেই তোমার রুচি; স্বরূপদামোদর বৃন্দাবনপ্রিয় বলিয়া তদ্রূপ আনন্দবৈদগ্ধ্যাংশই তাঁহার প্রিয়।"

তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুকে বলিলেন—"ভগবন্! ভবৎপদাম্ভোরুহয়োরনুগ্রহাদ্ মাদৃশামীদৃশমীদৃশং মহৎ। বভূব সৌভাগ্যমহো মহোৎসবা মূর্ত্তা ইবামী বিবিশুর্দৃশোঃ পথি॥ চৈ. চ. না॥ ১০।৬৯॥—হে ভগবন্! আপনার পদকমলদ্বয়ের অনুগ্রহেই আমার ন্যায় লোকদিগের এতাদৃশ মহা সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। অহো! এই সকল মহোৎসব যেন মূর্ত্ত হইয়াই নয়ন-পথে প্রবেশ করিয়াছে।"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"কিন্তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি?—তোমার প্রিয় (মনোভীষ্ট) আর কি উপকার করিতে পারি?"

তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"কিং ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরিষ্যসি?—আমার আরও কি মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া আমার উপকার করিতে পার, ইহাই কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?" এ-কথার পরে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"হেলাখেলায়িতেনাতনি কলিমথনং খ্যাপিতো ভক্তিযোগো ব্যক্তিং তত্রাপি নীতঃ পরমসুনিভৃতঃ প্রেমনামা পদার্থঃ। ক্বাপি ক্বাপি প্রকীর্ণা পুরুতরশুভগম্ভাবুকা ভাবুকানাং তত্রাপ্যাভীরনারীমুকুটমণি-মহাভাববিদ্যাহনবদ্যা॥ ১০।৭০॥

অস্মাকন্তু,

ধর্ম্মার্থকামেষু পরৈব কুৎসা লিপ্সা মোক্ষস্য চ কর্হিচিন্নঃ। এভিঃ সমস্তৈস্তব দেব লোকৈর্লোকান্তরেঽপ্যস্তু সহৈব বাসঃ॥ ১০।৭১॥—অবলীলাক্রমে তুমি যে লীলা করিয়াছ, তাহাতে কলিমর্দন বিস্তারিত হইয়াছে; তুমি ভক্তিযোগও খ্যাপন করিয়াছ এবং সেই ভক্তিযোগের মধ্যেও আবার তুমি পরম-গোপনীয় প্রেম-নামক পদার্থ ব্যক্ত করিয়াছ; তন্মধ্যেও আবার ভাবুকদিগের (প্রেমরস-ভাবনাপরায়ণদিগের) পক্ষে পরমতর মঙ্গলদায়িনী গোপনারী-মুকুটমণির (শ্রীরাধার) মহাভাবরূপা অনবদ্যা (বিশুদ্ধা) বিদ্যা কোনও কোনও স্থানে প্রকীর্ণ (বিস্তারিত) করিয়াছ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭০॥ আমাদের কিন্তু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-এই ত্রিবর্গের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা, মোক্ষের প্রতিও আমাদের কখনও লিপ্সা নাই। হে দেব! তোমার এ-সমস্ত ভক্তের সহিত লোকান্তরেও যেন আমাদের বাস হয়, (ইহাই প্রার্থনা)।"

শ্রীঅদ্বৈতের প্রার্থনা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এবমেব—এইরূপই হউক।" মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

ব্রজভাবের উপাসক গৌরপরিকরদের ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাপ্রাপ্তির অভীষ্ট-পূরণ

মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে আরও বলিলেন—"বৃন্দারণ্যান্তরস্থঃ সরসবিলসিতেনাত্মনা-ত্মানমুচ্চৈরানন্দস্যন্দবন্দীকৃত-মনসমুরীকৃত্য নিত্যপ্রমোদঃ। বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠান্ স্বরুচিসমতনূন্ কারয়িষ্যামি যুষ্মানিত্যেবাস্তেঽবশিষ্টং কিমপি মম মহৎ কর্ম্ম তচ্চাতনিষ্যে॥ ১০।৭২॥"

এই শ্লোকের অন্বয়ঃ—বৃন্দারণ্যান্তরস্থঃ সরসবিলসিতেন আত্মনা উচ্চৈঃ আনন্দস্যন্দবন্দীকৃত-মনসম্ আত্মানম্ উরীকৃত্য নিত্যপ্রমোদঃ [অহম্], বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠান্ যুষ্মান্ স্বরুচিসমতনূন্ কারয়িষ্যামি এব—ইতি। মম কিমপি মহৎকর্ম্ম অবশিষ্টং আস্তে, তৎ চ আতনিষ্যে।

শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ ঃ—"বৃন্দাবনের অন্তরস্থ (বৃন্দাবনের মধ্যে অধিষ্ঠিত) সরস-বিলাস-বিশিষ্ট আমার স্বরূপদ্বারা সাতিশয় আনন্দধারায় আবদ্ধচিত্ত নিজেকে অঙ্গীকার করিয়া নিত্য-প্রমোদবিশিষ্ট আমি, বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠ তোমাদিগকে তোমাদের স্ব-স্ব রুচির অনুরূপ-দেহবিশিষ্ট করাইবই-ইতি। আমার যে কোনও এক মহৎ কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, তাহাও বিস্তার করিব।"

উল্লিখিত অন্বয়ে "যুষ্মান্—তোমাদিগকে"-শব্দের সহিত "বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠান্"-শব্দের অন্বয় করা হইয়াছে। তাহার হেতু এইঃ—নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট ভগবানের পার্ষদগণও নর-অভিমানবিশিষ্ট; তাঁহারা ভগবানের অনাদিসিদ্ধ নিত্যপার্ষদ হইলেও—সুতরাং সাধারণ জীবতত্ত্ব না হইলেও—লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহারা নিজেদিগকে সংসারী জীব বলিয়াই মনে করেন এবং নিজেদের অভিরুচির অনুকূল মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক সাধনও করেন এবং নিজেদিগকে সাধক জীব বলিয়াই মনে করেন। সংসারী লোকদিগকে ভজন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত নরলীল মহাপ্রভুর পরিকরদের পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। এই ভাবে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর নিকটে ব্রজের কান্তাভাবের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভজন করিতেছিলেন—তাঁহার অভীষ্ট ছিল শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলায় তাঁহাদের সেবা-প্রাপ্তি। অন্যান্য কোনও কোনও পরিকরও ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই ভাব-চতুষ্টয়ের মধ্যে স্ব-স্ব রুচি অনুসারে, কোনও এক ভাবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভজন করিতেছিলেন। ইঁহারা ব্রজভাবের উপাসক বলিয়া একমাত্র ব্রজে বা বৃন্দাবনেই তাঁহাদের চিত্ত একান্তভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত—তাঁহারা বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠ। অদ্বৈতাচার্য-প্রমুখ এতাদৃশ ভক্তগণকেই মহাপ্রভু "বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠান্ যুষ্মান—বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠ তোমাদিগকে" বলিয়াছেন। বৃন্দাবনব্যতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য কোনও ধামে তাঁহাদের চিত্তের গতি ছিল না। তাঁহাদের সম্বন্ধেই প্রভু বলিয়াছেন—এতাদৃশ বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠ ভক্তদিগকে প্রভু তাঁহাদের রুচির অনুরূপ সেবোপযোগী দেহ দান করাইবেনই।

প্রশ্ন হইতে পারে—"যুষ্মান্ 'বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠান্ স্বরুচিসমতনূন্' কারয়িষ্যামি"—এইরূপ অন্বয় কি হইতে পারে না? এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই:—উল্লিখিত অন্বয় স্বীকার করিলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠ করাইবেন এবং তাঁহাদের রুচির অনুরূপ দেহও দেওয়াইবেন। কিন্তু ব্রজভাবের দীক্ষা-গ্রহণপূর্বক তাঁহারা তো পূর্ব হইতেই "বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠ" ছিলেন; তাঁহাদিগকে পুনরায় "বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠ" করার সার্থকতা কি থাকিতে পারে? সুতরাং প্রশ্নকর্তার প্রস্তাবিত অন্বয় বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না।

আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে—"যুষ্মান্—স্বরুচিসমতনূন্ কারয়িষ্যামি"—এ-স্থলে "স্বরুচি"-শব্দে মহাপ্রভুর নিজের রুচির অনুরূপ তনু দেওয়াইবেন—এইরূপ অর্থ করিলে ক্ষতি কি?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই:—এ-স্থলে যে-সমস্ত ভক্তের (অদ্বৈতাচার্য-প্রমুখ ভক্তদের—যাঁহারা ব্রজভাবের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভজন করিতেছিলেন, তাঁহাদের) কথা বলা হইয়াছে, পূর্ব হইতেই ব্রজের চারিটী ভাবের মধ্যে কোনও না কোনও এক ভাবে তাঁহারা রুচিবিশিষ্ট; তাঁহাদের সেই রুচির কোনও রূপ সমাদর না করিয়া, সেই রুচির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, মহাপ্রভু যদি তাঁহার নিজের রুচির অনুরূপ তনু তাঁহাদিগকে দেওয়াইবার কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা হইবে তাঁহার স্বরূপগত ধর্মবিরোধী; কেন না, তিনি হইতেছেন ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তবাঞ্ছা-পূর্তিব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কৃত্য নাই। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেও তিনি বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥" ভক্তের হার্দ বাসনার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনপূর্বক নিজের অভিপ্রায়ানুরূপ বস্তু দেওয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর স্বভাব নহে। অবশ্য—"কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে, মাগে বিষয়সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এ ত বড় মূর্খ॥ আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥ চৈ. চ. ২।২২।২৫-২৬॥"—এই বাক্যে ভক্তবৎসল ভগবান্ যে সাধকের বাসনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু এ-স্থলে সাধকের বিষয়-সম্বন্ধিনী বাসনাকেই ভগবান ভুলাইয়া দেন, সেই বাসনা ভুলাইয়া সাধককে পরমার্থভূত বস্তু (স্বচরণামৃত) দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার করুণাই। অদ্বৈতাচার্য-প্রমুখ ভক্তদের মধ্যে বিষয়সম্বন্ধিনী কোনও বাসনা ছিল না; তাঁহাদের বাসনা ছিল পরমার্থভূতা; তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে মহাপ্রভুর করুণা এবং ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ পাইত না। আলোচ্য প্রসঙ্গে কবি কর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতেও লিখিয়াছেন—"কিন্তু যদ্‌যদ্‌ভক্তগণা যদ্‌যদ্ ভাববিলাসিনঃ। তত্তদ্-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্‌গতিঃ॥ ৩৩॥—কিন্তু যে-যে ভক্তের যে-যে-ভাবে বিলাস (রুচি), সেই-সেই ভাবানুসারেই ব্রজে তাঁহাদের গতি হইয়াছিল।” এই আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল—“স্বরুচিসমতনূন”-শব্দে প্রভুর রুচির অনুরূপ তনু দেওয়াইবার কথা বলা হয় নাই, অদ্বৈতাচার্য-প্রমুখ ভক্তদের রুচির অনুরূপ তনু দেওয়াইবার কথাই প্রভু বলিয়াছেন। তাঁহাদের রুচির অনুরূপ দেহ দেওয়াইবার জন্য প্রভু যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, “এব”-শব্দে প্রভু তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন—“কারয়িষ্যামি এব।”

অদ্বৈতাচার্য-প্রমুখ ব্রজভাবের উপাসক ভক্তদের অভীষ্ট বস্তুটী ব্রজে বা বৃন্দাবনে। যিনি ব্রজবিহারী, সেই বস্তু দেওয়ার অধিকারও তাঁহারই। এজন্য, “বৃন্দারণ্যান্তরস্থঃ * * * * নিত্য-প্রমোদঃ”-বাক্যে প্রভু শ্রীল অদ্বৈতাচার্যকে জানাইয়াছেন, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণরূপেই তিনি তাঁহাদিগকে স্বরুচিসমতনু করাইবেন। “করিব” না বলিয়া “করাইব” বলিলেন কেন? কাহাদ্বারা করাইবেন? করাইবেন যোগমায়াদ্বারা। জাতপ্রেম ভক্তদিগকে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ভজনের অনুকূল দেহে আহিরী গোপীর গর্ভ হইতে যোগমায়াই প্রকটিত করাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ভাবপুষ্টির আনুকূল্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবার প্রতিকূল ব্যাপার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষাও করিয়া থাকেন যোগমায়া।

যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত “বৃন্দারণ্যান্তরস্থঃ”-ইত্যাদি শ্লোকে মহাপ্রভু শ্রীল অদ্বৈতাচার্যকে দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন—অদ্বৈতাচার্য-প্রমুখ যে-সকল পরিকর-ভক্ত ব্রজভাবের মন্ত্রে উপাসনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিজ-নিজ রুচির অনুরূপ, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী, দেহ তাঁহারা পাইবেনই।

এই সঙ্গে প্রভু তাঁহার অবশিষ্ট একটী মহৎ কর্মের কথাও বলিয়াছেন—“আস্তেঽবশিষ্টং কিমপি মম মহৎ কর্ম্ম তচ্চাতনিষ্যে—আমার যে কোনও এক মহৎ কর্ম অবশিষ্ট আছে, তাহাও বিস্তার করিব।” প্রভুর এই মহৎ কর্মটী কি? “চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ চৈ. চ. ১।৩।১৭॥”—এই সঙ্কল্প লইয়াই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রজের চারিভাবের প্রেম দিয়া প্রভু জগদ্‌বাসীকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন, প্রেমোন্মত্ত হইয়া জগদ্‌বাসী নৃত্য করিবে। অদ্বৈতাচার্যের নিকটে প্রভু যখন এ-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার পূর্বেও প্রভু অসংখ্য লোককে ব্রজপ্রেম দিয়াছেন এবং দেওয়াইয়াছেন; যাহারা তখনও প্রেম লাভ করে নাই, সুতরাং যাহারা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাদিগকে প্রেমদানই প্রভুর অবশিষ্ট মহৎ কর্ম; প্রভু তাহাদিগকেও প্রেম দিয়া এবং দেওয়াইয়া তাঁহার এই মহৎ কার্য সমাধা করিবেন—এ-কথাই শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের নিকটে বলিলেন। ইহা শ্রীঅদ্বৈতেরও অভীষ্ট। কেননা, বিষয়সুখ-মত্ত সমস্ত লোক যাহাতে ব্রজপ্রেম লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজেন্দ্র-নন্দনব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক গৌর-পরিকরদের ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাপ্রাপ্তির অভীষ্ট-পূরণ

মহাপ্রভুর পার্ষদগণের দুইটী শ্রেণী। এক শ্রেণী ব্রজভাবের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা-প্রাপ্তির জন্য উপাসনা করিতেন। শ্রীগৌর যে তাঁহাদিগকে নিজ-নিজ অভিপ্রায়ানুরূপ বিগ্রহ দেওয়াইয়া তাঁহাদের ভাবানুরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা দেওয়াইবেন, তাহা পূর্বোদ্ধৃত ১০।৭২-শ্লোকে বলা হইয়াছে। অন্য একশ্রেণীর পার্ষদগণ ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা চাহিতেন না, নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদির উপাসনা করিতেন; নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদির সেবাতেই তাঁহাদের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ছিল। যিনি আপামর লোক-সাধারণের ব্রজপ্রেম-প্রাপ্তির জন্য অভিলাষী, সেই অদ্বৈতাচার্য যে এই শ্রেণীর গৌর-পার্ষদদেরও ব্রজপ্রেম-প্রাপ্তির জন্য অভিলাষী হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পরমকরুণ গৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতের এই অভিলাষও যে পূর্ণ করিবেন, তাহাও বলিয়াছেন।

চৈ. চ. না. ১০।৭২-শ্লোকের কথাগুলি বলিয়া মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে আরও বলিলেন—“অপি চ—আরও বলি শুন।” ইহার পরে প্রভু বলিলেনঃ—“দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ত এবোভয়ে রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ। সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ॥ ১০।৭৩॥”

অন্বয়ঃ—কেচন দাস্যে, কেচন সখ্যে চ প্রণয়িনঃ, তে উভয়ে এব; কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ সখ্যাদৌ [প্রণয়িনঃ]; কেচন উভয়ত্র [দাস্যে চ সখ্যে চ] [প্রণয়িনঃ]; পরে যে বা অবতারান্তরে ময়ি আবদ্ধহৃদঃ; [তান্] অখিলান্ রাধামাধবনিষ্ঠয়া বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ বিতনবৈ।

শ্লোকের মর্মানুবাদঃ—“(অদ্বৈতাচার্যের নিকটে প্রভু বলিলেন) কেহ কেহ দাস্যে (দাস্যভাবে) প্রণয়ী, কেহ কেহ সখ্যে (সখ্যভাবে) প্রণয়ী; এই উভয়কেই (এই উভয়ভাবের ভক্তদিগকেই) এবং কতিপয় ভক্ত শ্রীদ্বারকানাথের সখ্যাদিতে (সখ্যে এবং দাস্যে—কেহ কেহ সখ্যে, কেহ কেহ বা দাস্যে) প্রণয়ী আছেন, এবং কেহ কেহ উভয়ভাবে (অর্থাৎ সখ্যমিশ্রিত দাস্যে) প্রণয়ী আছেন এবং অপর যাঁহারা আমার অবতারান্তরে (অর্থাৎ নারায়ণ-নৃসিংহাদি স্বরূপে) আবদ্ধহৃদয়—তাঁহাদের সকলকেই রাধামাধব-নিষ্ঠাদ্বারা, অথবা রাধামাধবে নিষ্ঠার সহিত, বৃন্দাবনাসঙ্গী (বৃন্দাবনে আসক্তিযুক্ত) করিব।”

উল্লিখিত অন্বয়ে “বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ”-শব্দের সহিত “রাধামাধবনিষ্ঠয়া”-শব্দের অন্বয় করা হইয়াছে। তাহার হেতু কথিত হইতেছে। উক্ত শ্লোকে যে কয় রকমের ভক্তের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলকেই যে প্রভু “বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ—বৃন্দাবনে আসক্তিযুক্ত” করিবেন, তাহাই বলা হইয়াছে। “রাধামাধবনিষ্ঠয়া”-শব্দে সূচিত হইতেছে—তাঁহাদের সকলকেই প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রাধামাধব-নিষ্ঠ" করিবেন এবং রাধামাধবে নিষ্ঠা জন্মাইয়া বৃন্দাবনাসক্ত করিবেন, অর্থাৎ সকলকেই মঞ্জরীভাব দিবেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনব্যতীত অন্যভগবৎ-স্বরূপের উপাসক বলিয়া তাঁহারা রাধামাধবনিষ্ঠও ছিলেন না, বৃন্দাবনে আসক্তিযুক্তও ছিলেন না। "দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে" ইত্যাদি বাক্যের সহিত "রাধামাধবনিষ্ঠয়া"-শব্দের অন্বয়, অর্থাৎ "রাধামাধবনিষ্ঠয়া দাস্যে কেচন কেচন সখ্যে প্রণয়িনঃ"-এইরূপ অন্বয়ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কেননা, রাধামাধবনিষ্ঠা দ্বারা, অথবা রাধামাধবনিষ্ঠার সহিত, যাঁহারা দাস্যে বা সখ্যে প্রণয়ী, রাধামাধব-নিষ্ঠ বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহারা রাধামাধবের লীলাস্থল বৃন্দাবনে আসক্ত থাকিবেন; তাঁহা-দিগকে আবার বৃন্দাবনে আসক্ত করার প্রশ্নই উঠিতে পারে না, সার্থকতাও থাকিতে পারে না।

"কেচন উভয়ত্র [প্রণয়িনঃ]"—এ-স্থলে "উভয়ত্র"-শব্দে "উভয় ধামে—দ্বারকায় ও বৃন্দাবনে" মনে করিলেও তাঁহাদিগকে আবার "বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ" করার সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। কেননা, বৃন্দাবনে প্রণয়ী বলিয়া তাঁহারা পূর্ব হইতেই বৃন্দাবনে আসক্তচিত্ত। এজন্য "উভয়ত্র"-শব্দে "উভয়ভাবে—সখ্য ও দাস্য-এই উভয় ভাবে—সখ্যমিশ্রিত দাস্যে"—এইরূপ অভিপ্রায়ই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শ্লোকস্থ "অবতারান্তরে ময়ি আবদ্ধহৃদঃ"-বাক্যসম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। "সম্ভব-তারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য"-ইত্যাদি বাক্যে এবং "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥"-ইত্যাদি বাক্যে "অবতার"-শব্দের ন্যায় এ-স্থলেও "অবতার"-শব্দে "ভগবৎস্বরূপকেই" বুঝাইতেছে। উক্ত বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—"এই শ্লোকেই পূর্বে যে-সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আমার অন্য অবতারে (অন্য ভগবৎ-স্বরূপে) যাঁহারা আবদ্ধহৃদয়।" প্রভু যে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, তাহা তিনি পূর্বোদ্ধৃত চৈ. চ. না. ১০।৭২-শ্লোকেই বলিয়াছেন; সুতরাং এ-স্থলে "অবতারান্তর"-শব্দের মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ" থাকিতে পারেন না; এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য ভগবৎস্বরূপই অভিপ্রেত।

এই শ্লোকে পূর্বে দ্বারকানাথের কথা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ। "দাস্যে কেচন কেচন সখ্যে"-ইত্যাদি বাক্যে কোনও অবতারের (ভগবৎ-স্বরূপের) স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তিনি কে হইতে পারেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারেন না। দাস্য এবং সখ্য-এই উভয় রকম ভাবের পরিকর শ্রীরামচন্দ্রের আছেন; সুতরাং এ-স্থলে শ্রীরামচন্দ্রই উদ্দিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে পূর্বোল্লিখিত অবতার হইলেন—রাম ও দ্বারকানাথ। সুতরাং "অবতারান্তর" হইবেন—নারায়ণ-নৃসিংহাদি।

মহাপ্রভুর পার্ষদদের মধ্যে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদির উপাসকও ছিলেন। মুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক এবং শ্রীরামচন্দ্রেই তিনি ছিলেন আবদ্ধহৃদয়; এজন্য ব্রজেন্দ্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দনের উপাসনার জন্য প্রভুর প্রলোভনময় বাক্য সত্ত্বেও তিনি চেষ্টা করিয়াও রামচন্দ্রের চরণ হইতে স্বীয় চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে আনিতে পারেন নাই; তাঁহার ভক্তি-নিষ্ঠা দেখিয়া প্রভুও অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—"গুপ্ত! তুমি সাক্ষাৎ হনুমান; তুমি কেন শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ছাড়িবে?" শ্রীবাসপণ্ডিত ছিলেন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক, লক্ষ্মীনারায়ণের চরণেই তিনি ছিলেন আবদ্ধহৃদয়; তিনি ছিলেন নারদ। এক কায়ব্যূহে তিনি দ্বারকানাথের চরণেও আবদ্ধহৃদয় ছিলেন। এজন্য প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছেন—"শ্রীবাস! নারদত্বেন ভবান্ দ্বারকাবিলাসপ্রিয় এব, তেন তুভ্যমৈশ্বর্যাংশ এব রোচতে॥ চৈ. চ. না. ১০।৩৮॥ (এই প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে)।" নৃসিংহানন্দব্রহ্মচারী ছিলেন শ্রীনৃসিংহ-দেবের উপাসক; ইত্যাদি। কিন্তু ইঁহারা স্ব-স্ব উপাস্যস্বরূপে একনিষ্ঠ-চিত্ত হইলেও গৌর-স্বরূপে তাঁহাদের উপাস্যকে দর্শন করিয়া গৌরেও অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিলেন এবং ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গেও তাঁহারা আনন্দ অনুভব করিতেন এবং কেহ কেহ প্রভুর নিকটে এবং অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের অবিচলা নিষ্ঠা ছিল তাঁহাদের উপাস্যস্বরূপে, শ্রীকৃষ্ণপরিকররূপে ব্রজলীলায় প্রবেশের জন্য তাঁহাদের লোভের পরিচয় পাওয়া যায় না।

তথাপি পরমকরুণ প্রভু তাঁহাদের সকলকেই রাধামাধবনিষ্ঠ করিয়া বৃন্দাবনাসক্ত করিবেন বলিয়া অদ্বৈতাচার্যের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রভুর করুণার এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যসমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা অপেক্ষা ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-ভাবময়ী লীলা উৎকর্ষময়ী; তন্মধ্যে আবার ব্রজের মধুর বা কান্তাভাবময়ী লীলা সর্বাতিশায়িরূপে উৎকর্ষময়ী! পরিকররূপে ব্রজের কোনও লীলায় প্রবেশের জন্য এই সকল ভক্তের লিপ্সা না থাকিলেও পরমকরুণ প্রভু তাঁহাদিগকে সর্বাতিশায়িরূপে উৎকর্ষময়ী কান্তাভাবের লীলাতেই প্রবেশ করাইবার কথা বলিলেন—"তান্ অখিলান্ রাধামাধবনিষ্ঠয়া বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ বিতনবৈ।" ব্রজলীলা-সম্বন্ধে এই পরিকরদের কোনও লিপ্সা ছিল না; প্রভু তাঁহাদিগকে ব্রজলীলায় প্রবেশ করাইবেন। কোন্ ভাবের লীলায় প্রবেশ করাইবেন, তাহা নির্ধারণের ভার প্রভুর উপরে; কৃপা করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সর্বোৎকর্ষময়ী কান্তাভাবময়ী লীলাতেই শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপে প্রবেশ করাইবার কথা বলিলেন। কি অদ্ভুত করুণা! ব্রজলীলা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও বাসনা থাকিলে বাসনার অনুরূপ সেবোপযোগী দেহই প্রভু তাঁহাদিগকে দিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই সকল পরিকরদের স্ব-স্ব উপাস্যস্বরূপে নিষ্ঠা ঘুচাইয়া দিয়াই কি প্রভু তাঁহাদিগকে রাধামাধবনিষ্ঠ করিবেন? না, তাহা হইতে পারে না; কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ ভক্তের পারমার্থিকী বাসনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না, এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁহার স্বভাববিরোধী। এই সকল ভক্তের স্ব-স্ব উপাস্য-স্বরূপের নিষ্ঠার ফলও প্রভু দিবেন; এক এক স্বরূপে, কায়ব্যূহে, তাঁহারা স্ব-স্ব উপাস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপের পরিকররূপেও অবস্থান করিবেন, আবার গৌরেও অত্যন্ত প্রীতিমান্ বলিয়া গৌর-পরিকররূপেও বিরাজ করিবেন। কবিকর্ণপূরও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। চৈ. চ. নাটকের উল্লিখিত ১০।৭২, ৭৩-শ্লোকদ্বয়ের উক্তি-প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই তাহা জানা যায়। সে-স্থলে কর্ণপূর বলিয়াছেন—"যথা শ্যামোঽবিশৎ কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ম্॥ যোগমায়াবলাদেতে তিষ্ঠন্তোঽন্যত্র যদ্যপি। তথাপি প্রাবিশন্ গৌরেঽচিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ॥ যথোক্তং ব্যাসচরণৈঃ প্রভাসখণ্ডমধ্যতঃ। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েদিতি॥ রঘুনাথং প্রবিশ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ। এবং শ্রীনারদমুখাস্তিষ্ঠন্ত্যন্যেষু ধামসু॥ তথাপি প্রভুণা সার্দ্ধং দীব্যন্তি শ্রুতিদেহবৎ॥ কিন্তু যদ্ যদ্ ভক্তগণা যদ্ যদ্ ভাববিলাসিনঃ। তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্‌গতিঃ॥ গৌরচন্দ্রোদয়েঽদ্বৈতং প্রতি গৌরবচো যথা॥ 'দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ ত এবোভয়ে রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ। সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ১॥' গৌ. গ. দী॥ ২৯—৩৪॥ বহরমপুর, চতুর্থ সংস্করণ॥ ১৩২৯॥"

মর্মানুবাদ। "পূর্বে (পূর্বদ্বাপরে) যেমন শ্যাম (যুগাবতার শ্যাম, উপলক্ষণে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ) ভগবান্ কৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন (প্রবেশ করিয়াও অন্য এক স্বরূপে যেমন স্বীয় ধামে বিরাজিত ছিলেন), তদ্রূপ, ইঁহারা (যুগাবতারাদি) যদিও অন্যত্র (স্ব-স্ব ধামে) অবস্থান করেন, তথাপি তাঁহারা গৌরে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা হইতেছে অচিন্ত্যশক্তির লক্ষণ। শ্রীব্যাসদেব প্রভাসখণ্ডে বলিয়াছেন—'যে-সমস্ত ভাববস্তু অচিন্ত্য, তর্কের সহিত তাহাদের যোজনা করিবে না।' (অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত বস্তু সকল হইতেছে অচিন্ত্য; প্রাকৃতবুদ্ধি-প্রসূত যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাহাদের কোনও সমাধান করা যায় না)। ভার্গব (পরশুরাম) রঘুনাথে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও যেমন বাহিরে লোকনয়নের গোচরীভূত-ভাবে অবস্থান করেন, তদ্রূপ শ্রীনারদ-প্রমুখ ভক্তগণ অন্যান্য ধামে বিদ্যমান থাকিয়াও মহাপ্রভুর সঙ্গে বিরাজিত আছেন (শ্রীবাস-পণ্ডিতাদিরূপে)—শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ যেমন শ্রুত্যভিমানিনী দেবীরূপে স্ব-ধামে অবস্থান করিয়াও কায়ব্যূহে গোপীদেহে ব্রজলীলায় অবস্থান করেন, তদ্রূপ। কিন্তু যে-যে ভক্তগণ যে-যে ভাবে বিলাসবান্ (প্রীতিমান্), সেই-সেই ভাবানুসারেই ব্রজে তাঁহাদের গতি হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে যেমন শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি শ্রীগৌরের বাক্য—'দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ'-ইত্যাদি (এই বাক্যের মর্মানুবাদ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে)।"

১। শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়-নাটকের নামোল্লেখপূর্বক যে শ্লোকটী গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, বহরমপুর-সংস্করণের গৌ. গ. দী. তে তাহার এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়:—"দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যেক এবোভয়ে রাধামাধবদৈষ্টিকাঃ কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ। সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ॥" এই পাঠের সহিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের পাঠের কোনও কোনও স্থলে মিল নাই বলিয়া এ-স্থলে আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের পাঠই উদ্ধৃত করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের শ্লোকে যাহা ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু পরিস্ফুট-ভাবে ব্যক্ত হয় নাই, কর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন। দীপিকা-শ্লোকের "শ্রীনারদপ্রমুখাঃ"-শব্দ হইতেই জানা যায়, নাটকের "দাস্যে কেচন"-ইত্যাদি ১০।৭৩-শ্লোক-প্রসঙ্গেই দীপিকার শ্লোকগুলি বলা হইয়াছে; বিশেষতঃ, "গৌরচন্দ্রোদয়েঽদ্বৈতং প্রতি গৌরবচো যথা॥ দাস্যে কেচন"-ইত্যাদি বাক্যে দীপিকাতে তাহা পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে। নাটকের "দাস্যে কেচন"-ইত্যাদি শ্লোকে, নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি-স্বরূপের উপাসক শ্রীবাসাদি (নারদাদি) ভক্তগণ যে রাধামাধব-নিষ্ঠার সহিত বৃন্দাবনে আসক্তি-যুক্ত হইবেন (অর্থাৎ শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব প্রাপ্ত হইবেন), তাহা পরিস্ফুট ভাবেই বলা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের নারায়ণাদি-স্বরূপের উপাসনার ফল কি হইবে, তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলা হয় নাই। দীপিকায় তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে—নারায়ণাদিতে আবদ্ধ-চিত্ত বলিয়া তাঁহারা কায়ব্যূহে নারায়ণাদির পরিকরত্বও লাভ করিবেন এবং শ্রীগৌরে অত্যন্ত প্রীতিমান্ বলিয়া গৌরলীলাতেও গৌরের সঙ্গে সর্বদা থাকিবেন।

উল্লিখিত কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই দীপিকা বলিয়াছেন—"কিন্তু যদ্‌যদ্‌ভক্তগণা যদ্‌যদ্‌-ভাববিলাসিনঃ। তত্তদ্‌ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্‌গতিঃ॥ গৌ. গ. দী.॥ ৩৩॥—কিন্তু যে-যে ভক্তগণ যে-যে ভাবে বিলাসী, সেই-সেই ভাবানুসারেই ব্রজে তাঁহাদের গতি হইয়াছিল।" এ-স্থলে "যদ্-যদ্"-শব্দ হইতেই জানা যায়—একাধিক ভাবে বিলাসীদের কথা এবং তাঁহাদের স্ব-স্ব-ভাবের অনুরূপ ভাবেই তাঁহাদের ব্রজে (ব্রজলীলায়) গতির কথা বলা হইয়াছে। এই কথাগুলি কাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে? "দাস্যে কেচন"-ইত্যাদি চৈ. চ. না॥ ১০।৭৩-শ্লোকে কথিত শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক গৌরপরিকরদের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, প্রথমতঃ, ব্রজে তাঁহাদের মাত্র একরকম গতির কথাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপে। দ্বিতীয়তঃ, যে-যে ভাবে তাঁহারা নিজ-নিজ উপাস্য-স্বরূপের লীলায় বিলাসবান্, সেই-সেই ভাব ব্রজভাবের অনুরূপ নহে; কেননা, ব্রজের প্রত্যেকটী ভাবই হইতেছে সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন এবং স্ববিষয়ক-বাসনাগন্ধহীন; অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনায় এইরূপ ভাবের কথা শুনা যায় না। মহাপ্রভুর কোন্ পরিকরদের সম্বন্ধে কর্ণপূর এই কথাগুলি বলিয়াছেন, শ্লোকস্থ "কিন্তু"-শব্দ দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। পূর্বকথিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলার উপক্রমেই "কিন্তু"-শব্দের প্রয়োগ হয়। "কিন্তু প্রাগুক্তিবিরুদ্ধার্থম্॥ শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান॥" পূর্বে "দাস্যে কেচন"-ইত্যাদি ১০।৭৩-শ্লোকে নাটকে অন্য ভগবৎ-স্বরূপের উপাসকদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ব্রজভাবে তাঁহারা আবদ্ধহৃদয় না হইলেও প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রজে শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব দিবেন। ইহার বিরুদ্ধ-কথা হইতেছে—যাঁহারা ব্রজে আবদ্ধহৃদয়, ব্রজের কোনও এক ভাবে যাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন, তাঁহাদের গতির কথা। "কিন্তু"-শব্দের উল্লেখে কর্ণপূর জানাইলেন—ব্রজের কোনও ভাবের উপাসক-পরিকরগণ সকলেই কিন্তু শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব পাইবেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে পোষিত ভাবানুসারেই তাঁহারা ব্রজে পরিকর-দেহ পাইবেন, প্রভু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্বরুচিসমতনু দান করাইবেন। চৈ. চ. না.॥ ১০।৭২-শ্লোকে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে, এ-স্থলে কর্ণপূর তাঁহাদের সম্বন্ধেই এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং সেই শ্লোকে কথিত "স্বরুচিসমতনূন্"-শব্দের তাৎপর্য যে উপাসকদের স্ব-স্ব রুচির অনুরূপ তনু, তাহাও জানাইলেন।

যাহা হউক, পূর্বোদ্ধৃত নাটক-শ্লোকদ্বয়ের মর্ম কর্ণপূর তাঁহার দীপিকায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম হইতেছে এইরূপঃ—

মহাপ্রভুর পরিকরগণের মধ্যে—(১) যাঁহারা ব্রজের কোনও এক ভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসক, ব্রজে তাঁহারা নিজ-নিজ ভাবানুকূল সিদ্ধদেহ পাইবেন; (২) যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপে আবদ্ধহৃদয়, তাঁহারা স্ব-স্ব উপাস্যের পরিকরত্বও পাইবেন এবং অপর এক এক স্বরূপে (কায়ব্যূহে) ব্রজে শ্রীরাধার কিঙ্করীত্বও পাইবেন; (৩) শ্রীশ্রীগৌরে প্রতিমান্ বলিয়া সমস্ত পরিকরই গৌরের পার্ষদত্বও পাইবেন। আর, (৪) জগতের জীবগণও জাতিবর্ণাদি-নির্বিশেষে ব্রজপ্রেম লাভ করিবে।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের অন্য বাসনা

প্রভুর মুখে, নাটকোক্ত ১০।৭২-৭৩-শ্লোকদ্বয়োক্ত করুণাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"তথাস্তু—তাহাই হউক।" তিনি আরও বলিলেন—"নিজেচ্ছয়া প্রাপয় যদ্যদেব স্থলান্তরং নো বপুরন্তরং বা। তবৈতদাশ্চর্য্য-চরিত্রমেব জাতিস্মরা এব চিরং স্মরামঃ॥ চৈ. চ. না.॥ ১০।৭৪॥—প্রভু! তুমি স্বীয় ইচ্ছায় আমাদিগকে স্থানান্তর কিম্বা দেহান্তর (অন্য দেহ)—যাহা-যাহাই প্রাপ্ত করাও না কেন, আমরা জাতিস্মর হইয়াই তোমার এই আশ্চর্য চরিত্রই (লীলাই) চিরকাল স্মরণ করিব।"

পূর্বোদ্ধৃত "ধর্ম্মার্থকামেষু"-ইত্যাদি চৈ. চ. ন. ১০।৭১-শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর ভক্তগণের সহ-বাসের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; প্রভুও তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার শ্রীঅদ্বৈত প্রার্থনা করিলেন—জাতিস্মর (পূর্বজন্মের কথা যাঁহার স্মরণ থাকে, তাঁহাকে বলে জাতিস্মর) হইয়া তিনি এবং অন্য গৌর-পার্ষদগণ যেন গৌরের অদ্ভুত লীলা চিরকাল স্মরণ করিতে পারেন।

শ্রীঅদ্বৈত আরও বলিলেন—"তথাপীদমস্তু—(তোমার কৃপা হইলে তোমার ভৃত্য আমরা জাতিস্মর হইয়া তোমার অদ্ভুতলীলা চিরকাল স্মরণ করিতে পারিব) তথাপি যেন প্রভু ইহাই হয়।" কি হওয়ার জন্য শ্রীঅদ্বৈত ইচ্ছা করিলেন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আকল্পং কবয়স্তু নাম কবয়ো যুষ্মদ্‌বিলাসাবলীং তামেবাভিনয়স্তু নর্তকগণাঃ শৃণ্বন্তু পশ্যন্তু তাম্। সন্তো মৎসরতাং ত্যজন্তু কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা সন্তু ক্ষৌণীভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্ত্যা প্রজাঃ পান্তু চ॥ চৈ. চ. না.॥ ১০।৭৫॥)—কবিগণ কল্পপর্যন্ত তোমার বিলাসাবলী (লীলাসমূহ) তাঁহাদের কাব্যে প্রচার করুন, নর্তকগণ (নাট্যকারগণ) তোমার সেই বিলাসাবলীর অভিনয় করুন, সাধুগণ তাহা শ্রবণ করুন এবং দর্শন করুন, কুজনসমূহ মৎসরতা পরিত্যাগ করুন, নৃপতিগণ সর্বদা সন্তোষবান্ হউন এবং তোমার চরণদ্বয়ে ভক্তির সহিত প্রজা পালন করুন।"

সর্বজীবের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য যাঁহার আকুলতা ও উৎকণ্ঠা, এইরূপ প্রার্থনা সেই অদ্বৈতাচার্যেরই উপযুক্ত। কুজনগণ যদি নির্মৎসর হয় এবং রাজাগণ যদি সর্বদা সন্তোষবান্ হয়েন এবং ভগবদ্‌ভক্তির সহিত প্রজাপালন করেন, তাহা হইলেই জগতে বাস্তব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পরমকরুণ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের এই প্রার্থনাও অনুমোদন করিলেন; প্রভু বলিলেন—"তথৈবাস্তু—তাহাই হউক।"

এইরূপে মহাপ্রভু শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের সমস্ত অভীষ্টই পূরণ করিলেন।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্যাদির নিত্যপরিকরত্ব

গতদ্বাপরের পরেই যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া একই বিগ্রহে শ্রীগৌর-রূপে বর্তমান কলিতে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীল অদ্বৈতাদি ভক্তগণ যে কেবল এই কলিতেই গৌরের পার্ষদ, শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে কথিত গৌরের পূর্বোল্লিখিত কথাগুলি যে কেবল এই কলিতেই বলা হইয়াছে, তাহা মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। একাধিক স্থলে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গৌরস্বরূপ নিত্য, অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। গতদ্বাপরের পূর্বেও যে এই পীতবর্ণ গৌরস্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, "আসন্‌-বর্ণাস্ত্রয়ো" ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকে গর্গাচার্যও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। গৌরলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণেও "নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ। সভৃত্যায়" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীশ্রীগৌরের ত্রিকাল-সত্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি ত্রিকালসত্য হইলে তাঁহার পার্ষদগণও হইবেন ত্রিকাল-সত্য, অনাদিকাল হইতে পার্ষদরূপে তাঁহার সঙ্গে বিদ্যমান। প্রভু নিজমুখেও তাহা বলিয়াছেন। প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন শুনিয়া তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করার জন্য প্রভু বলিয়াছিলেন—"তোমরা চিন্তহ কি কারণ। তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥ * * সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর অঙ্গ। এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥ চৈ. ভা. মধ্য ২৬শ অঃ॥ ৩৫৮পৃঃ॥" (জন্ম জন্ম—প্রতি অবতারে, সুতরাং অপ্রকট-কালেও)। এইরূপে জানা গেল—প্রভুর ন্যায় প্রভুর পার্ষদগণও অনাদি, নিত্য। নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট প্রভু যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার পার্ষদগণকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতারিত করাইয়া থাকেন। নর-অভিমানবিশিষ্ট বলিয়া, বিশেষতঃ লীলাশক্তির প্রভাবে, তাঁহারা নিজেদিগকে সাধক-জীবমাত্র মনে করেন এবং কেহ কেহ বা ব্রজের কোনও ভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের, কেহ কেহ বা অন্য ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। গৌরের পরিকর-রূপে যেমন তাঁহারা নিত্য, যাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসক, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পরিকররূপেও তাঁহারা তেমনি নিত্য এবং অন্যস্বরূপের উপাসক যাঁহারা, অন্যস্বরূপের পরিকররূপেও তাঁহারা তেমনি নিত্য; কিন্তু লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহারা তাহা জানেন না। সাধক-জীব-ভাবে স্ব-স্ব-উপাস্যের পরিকরত্ব-প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের স্বভাবতঃই লালসা থাকে। পরমকরুণ ভক্তবৎসল গৌরসুন্দর শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের নিকটে জানাইলেন—তাঁহার পরিকরগণের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসকগণ স্ব-স্ব-ভাবানুযায়ী ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরিকরত্ব পাইবেন, এবং যাঁহারা অন্য স্বরূপের উপাসক, তাঁহারাও তাঁহাদের উপাস্যের পরিকরত্ব পাইবেন, এবং ব্রজে শ্রীরাধার কিঙ্করীত্বও পাইবেন। অধিকন্তু সকলেই তাঁহার নিজের পার্ষদত্বও পাইবেন। এইরূপে ভক্ত-বৎসল গৌর তাঁহার পার্ষদদের প্রীতিবিধান করিলেন। বস্তুতঃ অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা এক এক স্বরূপে তাঁহাদের উপাস্যদেবের পরিকররূপে এবং ব্রজপরিকর-রূপেও বিরাজিত। অবশ্য তাঁহারা তাহা জানেন না।

কেবল এই কলিতেই যে প্রভু অদ্বৈতাচার্যের নিকটে এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। মনে হয়, যখন-যখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখন-তখনই এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন—তাঁহার আত্মভোলা প্রিয়ভক্তদের পরিতুষ্টির নিমিত্ত।

মতান্তরের আলোচনা

কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের পূর্বোল্লিখিত ১০।৭২, ৭৩-শ্লোকদ্বয়ে অদ্বৈতাচার্যের নিকটে প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম হইতেছে এই যে—গৌরের সমস্ত পার্ষদই, এমন কি শচী-জগন্নাথও, ব্যূহান্তরে ব্রজে শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব লাভ করিবেন; শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরও বলিয়া গিয়াছেন—"গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যে-বা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।" গৌর-পরিকরদের সকলেই "গৌরপ্রেম-রসার্ণবে" নিমগ্ন; সুতরাং সকলেই —শচী-জগন্নাথও—এক এক স্বরূপে শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব লাভ করিয়া রাধামাধবের অন্তরঙ্গ হইবেন।

সুধীবৃন্দের বিবেচনার নিমিত্ত এ-সম্বন্ধে বিনীতভাবে আমাদের বক্তব্য নিবেদিত হইতেছে। উল্লিখিত নাটক-শ্লোকদ্বয়ের আলোচনায় পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে,—গৌরের পার্ষদগণের মধ্যে অদ্বৈতাচার্যাদির ন্যায় যাঁহারা ব্রজের কান্তাভাবের আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব পাইবেন, যাঁহারা ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের আনুগত্যে ভজনের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহারা ব্রজে তাঁহাদের স্ব-স্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবানুরূপ সিদ্ধদেহ পাইবেন; এবং যাঁহারা অন্য ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব-স্ব-উপাস্যস্বরূপের পার্ষদত্বও পাইবেন, অধিকন্তু ব্রজে মঞ্জরীত্বও পাইবেন। সকলেই যে শ্রীরাধার মঞ্জরীত্ব পাইবেন, শ্লোকদ্বয়ের আলোচনায় তাহা জানা যায় নাই।

এক্ষণে শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথ-প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ নিবেদিত হইতেছে। তাঁহারা হইতেছেন প্রভুর মাতা-পিতা—সুতরাং আধার-শক্তি, বা সন্ধিনীর (অর্থাৎ সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির) মূর্তবিগ্রহ। ইহাই তাঁহাদের স্বরূপতত্ত্ব; প্রভুবিষয়ে তাঁহাদের স্বাভাবিক বাৎসল্য; ইহাও সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির স্বাভাবিক ধর্ম। আর শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধ কিঙ্করীগণ হইতেছেন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, তাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম হইতেছে কান্তাভাবময়।

যশোদামাতাও সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, তাঁহার কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও স্বভাবতঃ বাৎসল্যময়। তিনি যখন অংশে ধরা-রূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও—ধরারূপেও,—তিনি সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহই থাকেন। দেবকীমাতাও সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহারও বাৎসল্য। তিনি যখন অংশে পৃশ্নি, বা অদিতিরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহই থাকেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তখনও তাঁহার বাৎসল্যপ্রেম। চিনি যে-রকম পুতুলের আকারেই আকারিত হউক না কেন, সর্বত্র চিনিই থাকিয়া যায়, অন্য কিছু হইয়া থায় না, তাহার স্বরূপগত ধর্ম মিষ্টত্বও রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। ধরাকে যশোদামাতার এবং অদিতি-পৃশ্নিকে দেবকীমাতার কায়ব্যূহও বলা যায়। এ-সমস্ত কায়ব্যূহেও তাঁহারা সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহই থাকেন, হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ হইয়া যায়েন না; তাহা হইয়া যায়েন স্বীকার করিলে স্বরূপের ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু স্বরূপের ব্যত্যয় কখনও সম্ভব নহে; অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াও যে স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারেন না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [১৷১৭ খ (৭)-অনু]। যাহার ব্যত্যয় সম্ভব, তাহাকে স্বরূপও বলা হয় না। এ-স্থলে যশোদামাতা, দেবকীমাতা এবং তাঁহাদের কায়ব্যূহ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, নন্দ-মহারাজ, বসুদেব, শচীমাতা এবং জগন্নাথমিশ্রাদি সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য; কেননা, ইঁহারা সকলেই সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। কায়ব্যূহেও তাঁহাদের কাহারও হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তিতে পর্যবসিত হওয়া—সুতরাং শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব প্রাপ্ত হওয়া—সম্ভব নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথ কি ব্রজের কোনও সেবাই পাইবেন না? উত্তরে নিবেদন এই—নবদ্বীপে যেমন তাঁহাদের বাৎসল্যময়ী সেবা, ব্রজেও তাঁহাদের তদ্রূপ সেবা অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে—নন্দ-যশোদারূপে এবং দ্বারকা-মথুরায়ও চলিয়া আসিতেছে—দেবকী-বসুদেবরূপে। মহাপ্রভুও শচীমাতার নিকটে বলিয়াছেন—পূর্বে এই শচীমাতাই ছিলেন পৃশ্নি, অদিতি, দেবহূতি, কৌশল্যা, দেবকী প্রভৃতি;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-সকল স্বরূপেও শচীমাতা প্রভুর বিভিন্ন স্বরূপের মাতাই ছিলেন। "এইমত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।" (চৈ. ভা. মধ্য, ২৬শ অধ্যায়॥ ৩৫৯ পৃঃ)। কখনও অন্য কোনও এক স্বরূপে শচীমাতা যে প্রভুর কান্তা বা কান্তার কিঙ্করী ছিলেন, তাহা প্রভু বলেন নাই। শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথও "গৌরপ্রেম-রসার্ণবেই ডুবিয়া" ছিলেন—কিন্তু গৌরবিষয়ে বাৎসল্য-প্রেমামৃত-রসার্ণবেই তাঁহারা ডুবিয়াছিলেন ; তাঁহারা মাতাপিতারূপে নিত্যই গৌরের পার্ষদ।

এক্ষণে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদিত হইতেছে। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় ব্রজের কান্তাভাবের আনুগত্যে শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব লাভের অনুকূল সাধনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। এই ভাবের সাধকদের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ ; ঠাকুরমহাশয়ও গৌরকে "বৃষভানু-সুতাযুত নন্দসুত" বলিয়া গিয়াছেন—"হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত, করুণা করহ এইবার।" শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপে রাধামাধবের সেবা করিতে হইলে রাধামাধবের অন্তরঙ্গ (চিত্তের অভিপ্রায়জ্ঞ) হওয়ার প্রয়োজন ; রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ-গৌরের প্রেমরসে নিমগ্ন হইলেই তাহা হওয়া সম্ভব। এজন্য ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যে বা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।" এ-স্থলে তাঁহার কথিত "গৌর" হইতেছেন—রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ। কোনও সাধকের সাধনসম্বন্ধীয় কোনও প্রার্থনার মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে তিনি কোন্ ভাবের সাধক, তাহা বিবেচনা করা দরকার ; কেননা, সাধকের চিত্তগত ভাবই তাঁহার উক্তিতে এবং প্রার্থনাদিতে বিজড়িত থাকে। এইরূপে বুঝা গেল—মঞ্জরীরূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার জন্য যাঁহাদের অভিলাষ, কেবলমাত্র তাঁহাদের সম্বন্ধেই "গৌরপ্রেম-রসার্ণবে"-ইত্যাদি উক্তি প্রযোজ্য, অন্যদের সম্বন্ধে নহে।

সুধীবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই এই অনুচ্ছেদের সমস্ত আলোচনা। প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি, তাহা কৃপাপূর্বক তাঁহারাই নির্ণয় করিবেন।

ফ। **নির্যানকালে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের প্রতি প্রভুর অদ্ভুত ভক্তবাৎসল্য-প্রকটন** ১৫।৭ ক (৬) অনুচ্ছেদে এবং **মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-লীলা** ৫।৫ গ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৭০। মহাপ্রভুর প্রভাব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর, তাঁহার করুণার, আচরণের এবং উপদেশাদির প্রভাব বুঝিতে হইলে তৎ-কালীন দেশের অবস্থা-সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। অতি সংক্ষেপে তাহা বলা হইতেছে।

৭১। তৎকালীন দেশের অবস্থা

ক। শাসন-ব্যবস্থা

ভারতের নানা স্থানে তখন মুসলমান রাজাদের প্রবল প্রতাপ ছিল। মুসলমান রাজাগণ সাধারণতঃ হিন্দুধর্মবিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুরাজত্বও অনেক স্থলে ছিল। উড়িষ্যায়ও তখন হিন্দু-রাজত্ব, বাঙ্গালায় ছিল মুসলমান রাজত্ব। "মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়িষ্যায় বিদ্রোহ, নরহত্যা, কপটতা, ষড়যন্ত্র, ধর্মবিদ্বেষ ও অরাজকতা প্রভৃতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।"[১] বাঙ্গালায় নিজের মান-মর্যাদা ও পারিবারিক-মর্যাদার রক্ষণের জন্য হিন্দুদিগকে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। মুসলমান-রাজত্বে স্বচ্ছন্দভাবে ধর্মানুষ্ঠান হিন্দুর পক্ষে প্রায়শঃ দুষ্কর ছিল। বাঙ্গালার মুসলমান রাজা অন্য রাজ্যের আক্রমণ-কালে হিন্দু-দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের প্রতি অত্যাচার করিতেন।

তখনকার দিনে রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল, গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল না। সুতরাং রাজ্যপরিচালন-ব্যাপারের সহিত জনসাধারণের কোনও সংশ্রব ছিল না। উচ্চ রাজকর্মচারী-দিগকেও রাজাই নিয়োজিত করিতেন। কোনও কোনও মুসলমান-শাসিত রাজ্যেও উচ্চপদস্থ হিন্দু-কর্মচারী ছিলেন; যেমন, বঙ্গদেশে শ্রীসনাতন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রীরূপ ছিলেন রাজার দবীরখাস বা প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। কিন্তু রাজ্যশাসন-বিষয়ে নীতি-নির্ধারক ছিলেন রাজা।

খ। আর্থিক অবস্থা

তৎকালে বাঙ্গালার লোকের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয়-দ্রব্যাদি অতি অল্পমূল্যে পাওয়া যাইত, অন্নবস্ত্রের কষ্ট কাহারও ছিল না। পুত্র-কন্যার বিবাহাদিতে এবং সে-সময়ের সাধারণ লোক যাহাকে নিজের ধর্ম-কর্ম বলিয়া মনে করিত, তাহাতেও লোক প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে সমর্থ ছিল এবং করিতও। শ্রীলবৃন্দাবন-দাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥ * *॥ 'ধর্ম্মকর্ম্ম' লোকসভে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে। পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥ ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়ে। এই মত জগতের ব্যর্থকাল যায়ে॥ চৈ. ভা. আদি, ২য়॥ ১৭ পৃঃ॥"

গ। বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্য-সৃষ্টি

তৎকালে বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চার ও সাহিত্যচর্চার বিশেষ সমাদর ছিল। নবদ্বীপ ছিল তখন একটী প্রধান বিদ্যাপীঠ—সহস্র সহস্র অধ্যাপক, সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী। নবদ্বীপের বিদ্যাপীঠে পাঠ-সমাপ্তির জন্য অন্য দেশ হইতেও অনেক বিদ্যার্থী আসিতেন, নবদ্বীপে পাঠসমাপ্তি হইলেই তাঁহারা গৌরব অনুভব করিতেন। নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চার প্রভাব তত্রত্য সাধারণ লোকের মধ্যেও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল; তাই বালকও ভট্টাচার্য-পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন—"ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥ সভে 'মহা অধ্যাপক' করি গর্ব্ব ধরে। বালকেহো ভট্টাচার্য্যসনে কক্ষা করে॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপে পঢ়িলে

১। গৌ. বৈ. সা. ৩৫ পৃঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে বিদ্যারস পায়॥ অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥ চৈ. ভা. আদি ২য়॥ ১৭ পৃঃ॥"

বাঙ্গালাসাহিত্যের চর্চ্চা এবং সৃষ্টিও তখন আরম্ভ হইয়াছিল। লোকে যাহাকে ধর্ম-কর্ম বলিয়া মনে করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ সাহিত্য গড়িয়া উঠে। সাধারণ লোক তখন "যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপালের" গীত, মঙ্গল-চণ্ডী-বিষহরির পাঁচালী প্রভৃতিরই অনুশীলন করিত। এই সমস্ত বিষয় লইয়াও তখন এক শ্রেণীর সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। উন্নততর সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছিল—কাশীরামদাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ। এই দুই জন অমর কবির কল্পনা-শক্তি এবং কবিত্ব-প্রতিভা এই বাঙ্গালা-গ্রন্থদ্বয়কে এমনই চিত্তাকর্ষক করিয়াছে যে, এখন পর্যন্ত বাঙ্গালী-সমাজে এই গ্রন্থদ্বয় পরম আদরের বস্তু হইয়া রহিয়াছে, লোকের নীতি-জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানের উৎসরূপে এবং স্থলবিশেষে শাস্ত্ররূপেও পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বেদব্যাসের মূল মহাভারতের এবং বাল্মিকীর মূল রামায়ণের সহিত এই গ্রন্থদ্বয়ের কোনও কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি রহিয়াছে। মূল রামায়ণে লঙ্কাবিজয়ের কালে শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কবি কৃত্তিবাস শরৎকালে অকাল-বোধনপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক দুর্গাপূজার এক কল্পিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। অধুনা কেহ কেহ মনে করেন, কৃত্তিবাসের এই বর্ণনাকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালীর মধ্যে শরৎকালে দুর্গাপূজা প্রচলিত হইয়াছে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, ইহাদ্বারাও কৃত্তিবাসের রামায়ণের এক অসাধারণ প্রভাবের কথাই জানা যায়।

বাঙ্গালাভাষায় অন্ততঃ একখানা পারমার্থিক গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল—কুলীনগ্রামবাসী শ্রীগুণরাজ খান (মালাধর বসু)-রচিত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়।" ইহা হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের পদ্যানুবাদ।

ঘ। সামাজিক অবস্থা

তৎকালে বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এই সময়ের সাধারণ বহির্মুখ লোকগণের অবস্থা সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন:—"ন শৌচং নো সত্যং নচ শমদমৌ নাপি নিয়মো ন শান্তির্ন ক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া। চৈ. চ. না.-২।১॥"—শৌচ, সত্য, শম-দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি (ক্ষমা), মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি কিছুই ছিল না।

"ষষ্ঠে কর্ম্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ সংজ্ঞামাত্রবিশেষিতা ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব। শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হা হন্ত সম্পাদিতা॥ চৈ. চ. না.॥ ২।২॥"—দ্বিজগণ দ্বিজচিহ্ন-যজ্ঞসূত্রমাত্র ধারণ করিয়া কেবল ষষ্ঠকর্মে (প্রতিগ্রহে—দান গ্রহণে) তাঁহাদের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ (প্রজা-পালনে অসামর্থ্যবশতঃ) নামমাত্রে রাজা ছিলেন, বৈশ্যগণ বৌদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শূদ্রগণ পণ্ডিতম্মন্য হইয়া ধর্মোপদেশদানে উৎসুক হইয়াছিলেন—কলির প্রভাবে চারিবর্ণের এতাদৃশী অবস্থাই হইয়াছিল।

চারিটী আশ্রমের অবস্থাও চারিটী বর্ণের ন্যায় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

"বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যাশ্রমযুজো গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদরভরণমাত্র-ব্যসনিনঃ। অহো বানপ্রস্থা শ্রবণপথ-মাত্রপ্রণয়িনঃ পরিব্রাজা বেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম্॥ চৈ. চ. না.॥ ২।৩॥"—বিবাহে অযোগ্যতা-হেতুই কেহ কেহ নিজেদিগকে ব্রহ্মচারী বলিয়া মনে করিতেন, গৃহস্থগণ কেবল স্ত্রীপুত্রের উদরভরণেই আনন্দ পাইতেন, 'বানপ্রস্থ'-কথাটী কেবল শ্রবণপথগতই ছিল (অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কেহ "পঞ্চাশোর্ধে বনে গমন" করিতেন না); আর, চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম—কেহ কেহ সন্ন্যাসের পোষাকমাত্র ধারণ করিয়াই নিজেদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত করিতেন এবং পোষাকের বলেই পরের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিতেন।

তৎকালীন বিদ্বান্‌দিগের সম্বন্ধে কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"অভ্যাসাদ্ য উপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলের্জন্মারভ্য সুদূর-দূর-ভগবদ্‌বার্ত্তা-প্রসঙ্গা অমী। যে যত্রাধিক-কল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥ চৈ. চ. না. ২।৪॥"—উপাধি, জাতি, অনুমিতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি (ন্যায়শাস্ত্রের) শব্দসমূহের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন) বশতঃ এই পণ্ডিতগণ ভগবদ্‌বার্তা-প্রসঙ্গ হইতে জন্মাবধি সুদূর-দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। যে-সকল তার্কিক যে-স্থলে যত অধিক কল্পনা-কুশল, সে-স্থলে তাঁহারা বিদ্বত্তম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহাদের কল্পনাকেই তাঁহারা শাস্ত্র বলিয়া জানিতেন।

তৎকালীন সমাজের অবস্থা-সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥ * * বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম। (পণ্ডিতগণ) নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥ চৈ. ভা. আদি ২য়॥ ১৭ পৃঃ॥" "সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥ বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥ চৈ. ভা. আদি ২য়॥ ১৭ পৃঃ॥"

লোকের ধর্মবিষয়ক-অবস্থাও সামাজিক অবস্থারই অঙ্গীভূত। এক্ষণে ধর্মবিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে।

৬। ধর্মবিষয়ক অবস্থা

ধর্মের নামে লোক যাহা কিছু করিয়া থাকে, তাহার সমস্তই পারমার্থিক ধর্ম নহে। বেদবিহিত পরমার্থভূত বস্তু সচ্চিদানন্দ ভগবানের সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে যাহা সম্বন্ধবিশিষ্ট, যাহা সেই ভগবানের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধের অনুকূলও এবং যাহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যেরও অনুকূল, তাহাকেই বাস্তব পারমার্থিক ধর্ম বলা যায়। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি, শ্রীমদ্-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক পূর্বে একাধিকস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য এবং তাদৃশী সেবার বাসনা—যাহার অপর নাম হইতেছে প্রেম বা প্রেমভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি, তাহা—হইতেছে অপরিহার্য প্রয়োজন এবং সেই প্রেম লাভের উপায় হইতেছে শুদ্ধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান—যাহার স্বরূপ-লক্ষণ হইতেছে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্তনাদি। ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সেই ভক্তি বা প্রেম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, পরন্তু প্রাকৃত-চিত্তের বৃত্তি নহে। ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা পরকালের স্বর্গাদি লোকের সুখ-বাসনা, এমন কি মুক্তিবাসনাও, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের অনুকূল নহে, বরং প্রতিকূল। এ-সমস্ত বিষয় স্মরণে রাখিয়াই তৎকালীন লোকের ধর্মবিষয়ক অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর, শ্রীল কবিকর্ণপূর এবং শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

তৎকালীন লোকের ধর্মবিষয়ক আচরণ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে। পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥ চৈ. ভা. আদি ২য়॥ ১৭ পৃঃ॥ সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥ বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥ নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য-কোলাহলে। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গলে॥ চৈ. ভা. আদি, ২য়॥ ১৮ পৃঃ॥ কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা কীর্ত্তন। কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥ কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্র-রসে। চৈ. ভা. আদি, ২য়॥ ১৯ পৃঃ॥ যে-বা সব বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী। তা-সভার মুখেও নাহিক হরিধ্বনি॥ অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। 'গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥ চৈ. ভা. আদি, ২য়॥ ১৭ পৃঃ॥" যাঁহারা কেবল স্নানের সময়ে, অন্য সময়ে নহে "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ" প্রভৃতি ভগবন্নামের "উচ্চারণ" মাত্র করেন, তাঁহারা তাহা করেন কেবল গতানুগতিক ভাবে, "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষের" প্রতি, কিম্বা এ-সমস্ত নামের প্রতি তাঁহাদের মন থাকে না। সুতরাং এ-সমস্ত আচরণ ভক্তি-পদবাচ্য হইতে পারে না।

নদীতটে বিকট-শিলাপট্টঘটিত সুখাসনে উপবিষ্ট ধ্যানপরায়ণ কোনও লোকসম্বন্ধে কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"জিহ্বাগ্রেণ ললাটচন্দ্রজসুধাস্যন্দাধ্বরোধে মহদ্‌দাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ। অস্যোপাত্ত-নদীতটস্য কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভূৎ পানীয়াহরণপ্রবৃত্ত-তরুণী-শঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ॥ অহো জ্ঞাতম্‌, তদিদমুদরভরণায় কেবলং নাট্যমেতস্য॥ চৈ. চ. না. ২।৬॥—ইনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ললাট-চক্র হইতে ক্ষরিত সুধার ধারাকে জিহ্বাগ্রদ্বারা রুদ্ধ করার জন্য যেন মহাদক্ষতা দেখাইতেছেন। এ কি? হঠাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদী হইতে জল নেওয়ার জন্য আগত কোনও তরুণীর হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়ের ঝনৎকারে ইহার কি সমাধি-ভঙ্গ হইল? হাঁ, বুঝিয়াছি—এই ব্যক্তির এইরূপ যোগ-ধ্যানের ভঙ্গী কেবল উদর-ভরণের নিমিত্ত অভিনয়মাত্র।" কর্ণপূর এ-স্থলে কপটধর্মাচরণের কথা বলিয়াছেন।

ভগবৎকৃপায় তীর্থের মহিমা এবং তীর্থাধিরাজের করুণা উপলব্ধি করাই হইতেছে তীর্থভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র দেশভ্রমণজাত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া নিজেদের মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা তীর্থভ্রমণ করেন, তাঁহাদের দেশ-ভ্রমণ হয় বটে, কিন্তু বাস্তব তীর্থ ভ্রমণ হয় না। সেই সময়ে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই যে অধিক ছিল, কবিকর্ণপূর তাহাও বলিয়াছেন। "গঙ্গা-দ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুষ্কর-শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্। অব্দেনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্য্যটন্নব্দানাং কতি বা শতানি গমিতান্যস্মাদৃশান্ বেত্তু কঃ॥ চৈ. চ. না. ২।৭॥—(কোনও তীর্থভ্রমণকারী বলিতেছেন) গঙ্গাদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, উত্তরকোশলা (অযোধ্যা), বদরিকা, সেতুবন্ধ, ও প্রভাসাদি তীর্থসমূহ প্রতিবৎসর তিনবার চারিবার পর্য্যটন করিতে করিতে এ পর্যন্ত আমার কত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আমাদের ন্যায় লোকদিগকে কে চিনিতে পারে?"

তৎকালীন তপস্বীদের সম্বন্ধে কর্ণপূর বলিয়াছেন—"হুং হুং হুমিতি তীব্রনিষ্ঠুরগিরা দৃষ্ট্যাপ্যতিক্রূরয়া দূরোৎসারিতলোক এষ চরণাবুৎক্ষিপ্য দূরং ক্ষিপন্। মৃৎস্নালিপ্ত-ললাট-দোস্তট-গল-গ্রীবোদরোরাঃ কুশৈর্দ্দীব্যৎপাণিতলঃ সমেতি তনুমান্ দম্ভঃ কিমাহো স্বয়ঃ॥ চৈ. চ. না.॥ ২।৮॥"—তীব্র নিষ্ঠুর বাক্যে এবং অতিক্রূর-দৃষ্টির সহিত 'হুং হুং হুম্'-শব্দগুলির উচ্চারণ করিতেছেন, পদদ্বয়কে উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিতেছেন বলিয়া লোকগণ দূরে সরিয়া যাইতেছে, উত্তম মৃত্তিকাদ্বারা ললাট, বাহুমূল, গলদেশ, গ্রীবা, উদর এবং বক্ষঃস্থলকে লিপ্ত করিয়াছেন, কুশসমূহ দ্বারা করতল শোভা পাইতেছে। যেন মূর্তিমান দম্ভ।—এ-স্থলেও কপট ধর্মাচরণের কথা বলা হইয়াছে।

তৎকালে আচরিত ধর্ম সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ কয়েকটী বিবরণ দিয়া কর্ণপূর শেষে বলিয়াছেন —নিরুপাধি বিষ্ণুভক্তিব্যতীত কেবল ধ্যান, ধারণা, নিষ্ঠা, শাস্ত্রাভ্যাসের শ্রম, জপ, তপঃ, কর্ম্ম প্রভৃতির কৌশল শিক্ষাদিতে নিপুণতার আধিক্য হইতেছে কেবল জঠরপিঠরাবর্ত্ত-পূর্ত্তির নানাবিধ উপায়মাত্র। চৈ. চ. না. ২।৯॥

নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ গীতা-ভাগবতাদি পারমার্থিক গ্রন্থের অধ্যাপন করিতেন; কিন্তু গ্রন্থের মর্ম উপলব্ধির চেষ্টা তাঁহাদের ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। পূর্বকথিত দেবানন্দ-পণ্ডিতের বিবরণই তাহার প্রমাণ (১৭।৫২-অনু)। "যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব। তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥ শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্ধি মরে॥ না বাখানে যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥ * * * গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥ চৈ. ভা. আদি, ২য়,॥ ১৭ পৃঃ॥"

সাধারণ বহির্মুখ লোকগণ উচ্চস্বরে হরিনামকীর্তনের বিরোধী ছিলেন। যাঁহারা ঐভাবে নামকীর্তন করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতেন। "সর্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সর্ব্বজন। উদ্দেশ না জানে কেহো কেমন কীর্ত্তন॥ কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ॥ বৈষ্ণবেরে সভেই করয়ে পরিহাস॥ আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি। গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥ তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে। পাষণ্ডে পাষণ্ডে মেলি বল্‌গিয়াই মরে॥ চৈ. ভা. আদি, ১১শ॥ ১২৭ পৃঃ॥"

উচ্চ-কীর্তনকারীদিগকে তখন লোকে জগতের শত্রু মনে করিতেন এবং উচ্চ-কীর্তনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও করিতেন। যে কয়েক জন ব্রাহ্মণ তখন উচ্চসংকীর্তন করিতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকে বলিতেন—"এ-বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ। ইহা সভা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥ এ-বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে। ভাবুক-কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥ গোসাঞির (বিষ্ণুর) শয়ন হয় বর্ষা চারিমাস। ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইব গোসাঞি। দুর্ভিক্ষ করিব দেশে, ইথে দ্বিধা নাই॥ কেহো বোলে—'যদি ধান্যে কিছু মূল্য চঢ়ে। তবে এ-গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥' চৈ. ভা. আদি, ১১শ॥ ১২৭ পৃঃ॥"

এমন লোকও কিছু ছিলেন, যাঁহারা উচ্চ-কীর্তনের একেবারে বিরোধী নহেন, কিন্তু সর্বদা উচ্চ-কীর্তনের বিরোধী। তাঁহারা মনে করিতেন, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে কীর্তন করা যাইতে পারে। "কেহো বোলে—'একাদশী-নিশি জাগরণ। করিব গোবিন্দ-নাম করি উচ্চারণ॥ প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ? এই মত বোলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥ চৈ. ভা. আদি, ১১।১২৭ পৃঃ॥"

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্‌কালে এবং পরেও যে নবদ্বীপে, তথা বঙ্গদেশে, বৈষ্ণব একেবারেই ছিলেন না, তাহা নহে; তবে তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি, নবদ্বীপে শ্রীবাসপণ্ডিতের পরিবার, চন্দ্রশেখর আচার্য, জগন্নাথমিশ্রপুরন্দর, খোলা-বেচা শ্রীধর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কৃষ্ণ-কীর্তনাদি করিতেন। কিন্তু তাঁহারা ছিলেন সাধারণ বহির্মুখ-লোকদিগের ঠাট্টা-বিদ্রূপ-কটুকথার পাত্র। "সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্র-রসে॥ শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস। কেহো বোলে—'সব পেট পুষিবার আশ॥' কেহো বোলে—'জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার। উদ্ধতের প্রায় নৃত্য, এ-কোন্ ব্যভার?' কেহো বোলে—'কত না পঢ়িলুঁ ভাগবত। নাচিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁদিব—হেন না দেখিলুঁ পথ ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া। নিদ্রা নাহি যাই ভাই, ভোজন করিয়া ॥ ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিলে কান্দিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে ॥' এই মত পাপ-পাষণ্ডীর গণ। দেখিলেই বৈষ্ণব—করেন সংকথন ॥ চৈ. ভা. আদি, ৭ম ॥ ৭৯ পৃঃ ॥"

তৎকালীন সমাজ সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত অতত্ত্বজ্ঞ লোকগণকর্তৃক কৃষ্ণকীর্তনকে পাপজনক এবং দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর বলিয়া মনে করিত। "কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড়বাড়। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২০৪ ॥"

ইহকালের সুখ-সম্পদ-মান-সম্মানকেই লোক সুকৃতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন। "জগত প্রমত্ত—ধন-পুত্র মিথ্যারসে। দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সভে উপহাসে ॥ আর্য্যাতর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া। (আর বলেন) 'যতি, সতী, তপস্বীও যাইব মরিয়া ॥ তারে বলি সুকৃতি, যে দোলা ঘোড়া চড়ে। দশ বিশজন যার আগে পাছে রড়ে ॥ এত যে গোসাঞি-ভাবে করহ ক্রন্দন। তভু ত দারিদ্র-দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি ছাড় ডাক। ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ॥ চৈ. ভা. আদি, ৫ম ॥ ৪৭ পৃঃ ॥" এ-সমস্ত লোক যে কাজীর নিকটেও মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন, কাজীর প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রসঙ্গে তাহা বলা হইয়াছে (৮।১৯ অনু)।

বাঙ্গালাদেশে তখন দুর্গোৎসবেরও প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। এই দুর্গোৎসব বৎসরের মধ্যে কোনও এক নির্দিষ্ট সময়েই (সম্ভবতঃ বর্তমান কালের ন্যায় শরৎকালে) অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া মনে হয়। নদীয়াবাসীদের ঘরে দুর্গোৎসব-কালে বাজাইবার জন্য যে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ ছিল, প্রভুর আদেশে সঙ্কীর্তনকালে তাঁহারা সে-সমস্ত বাহির করিয়া সঙ্কীর্তনে বাজাইয়াছিলেন। "মৃদঙ্গ-মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে। দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে। গায়েন বা'য়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে ॥ চৈ. ভা. মধ্য, ২৩শ ॥ ৩২৩ পৃঃ ॥" সপ্তগ্রামের হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের গৃহেও দুর্গামণ্ডপ ছিল (চৈ. চ. ৩।৬।১৫৩); বেনাপোলের রামচন্দ্রখানের গৃহেও দুর্গামণ্ডপ ছিল (চৈ. চ. ৩।৩। ১৪২)। নবদ্বীপে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে মহাপ্রভুর টোল ছিল। পূর্বকথিত গোপাল-চাপালের বিবরণ হইতে মনে হয়, তখন মদ্যাদিসহযোগে তান্ত্রিক-পূজারও প্রচলন ছিল (১৭।৪২-খ অনু)।

যাহা হউক, তৎকালীন ধর্মবিষয়ক আচরণ-সম্বন্ধে এ-স্থলে যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে জানা যায়, তাহা পূর্বকথিত পারমার্থিক ধর্ম ছিল না। সর্পভয়-নিবারণের উদ্দেশ্যে মনসার পূজাদি, সাংসারিক আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য মঙ্গলচণ্ডী-বাশুলীর পূজাদি, মদ্যমাংস সহযোগে দক্ষ-পূজাদি, মদ্যাদিযোগে তান্ত্রিকী পূজাদির ফলে ইহকালের সুখ-সম্পদ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতকগুলি বিভূতি-লাভ, লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি প্রভৃতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু পরমার্থভূত বস্তু পাওয়া যায় না। দুর্গোৎসবাদি হইত সাময়িকভাবে উপাসনারূপে, নিত্য হইত না; হইলেও তাহার লক্ষ্য কাহারও কাহারও পক্ষে থাকিত মুক্তি। অনেকের ধর্মাচরণ যে কপটতাময় এবং উদরভরণের উপায়মাত্র ছিল, কর্ণপূরের উক্তিসমূহ হইতে তাহাও জানা যায়।

এক্ষণে বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের অন্যান্য স্থানের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁহার মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের ব্যাপক প্রচারের জন্য যে বিরাট বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভারতের সর্বত্র তাঁহার মত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং অন্যান্য কোনও কোনও ধর্মসম্প্রদায়কেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। কাশী ছিল মায়াবাদ-প্রচারের একটী প্রধান কেন্দ্র। উড়িষ্যায় নীলাচলে বাসুদেব সার্বভৌম এবং তাঁহার অনুগত গণও মায়াবাদ প্রচার করিতেন। বৌদ্ধ মতও তখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। দক্ষিণভারতে শ্রীসম্প্রদায়ী ও মাধ্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব অনেক ছিলেন; তাঁহারা ছিলেন মুক্তিকামী। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যানুশিষ্যগণ কোনও কোনও স্থলে শুদ্ধাভক্তি প্রচার করিতেন। উড়িষ্যায় রায়রামানন্দ, নীলাচলের শিখিমাহীতি-পরিবার এবং আরও কয়েকজন শুদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্য, ২য়॥ ৩৯০-৯১ পৃঃ) হইতে জানা যায়, সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে যাওয়ার সময়ে উড়িষ্যাদেশের অন্তর্গত বাঁশধার-পথে এক মদ্যপায়ী শাক্তসন্ন্যাসীর সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, তৎকালে উড়িষ্যায়, সম্ভবতঃ অন্যান্য স্থানেও, তান্ত্রিক-শাক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তান্ত্রিকমত বঙ্গদেশেও প্রচলিত ছিল।

বেদবিরুদ্ধ শৈব-শাক্তাদিমতও ভারতের বহুস্থানে এবং বঙ্গদেশেও প্রচলিত ছিল [১৫।৮ খ (৯) অনুচ্ছেদে পাশুপত বা শৈবদর্শন দ্রষ্টব্য]।

ধর্মবিষয়ে দেশের এতাদৃশী অবস্থার সময়েই মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং আত্মপ্রকাশ।

৭২। মহাপ্রভুর প্রভাব

এক্ষণে অতি সংক্ষেপে মহাপ্রভুর, তাঁহার কৃপার এবং শিক্ষার প্রভাবের কথা কিছু বলা হইতেছে।

মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপাশক্তির বিস্তারপূর্বক নামসঙ্কীর্তন প্রবর্তিত করিলেন। তাঁহার উপদেশে নবদ্বীপের যত্রতত্র ঘরে ঘরে কীর্তন আরম্ভ হইল। শুনিয়া নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী যবনকাজী অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং একদিন কয়েকস্থানে নিজে আসিয়া কীর্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিলেন, কীর্তন করিতে সকলকে নিষেধ করিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় কীর্তন করিলে কীর্তনকারীদের জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়াও ধমক দিয়া গেলেন। তাঁহার নিষেধ-সত্ত্বেও কেহ কোনও স্থানে কীর্তন করে কিনা, তাহা জানিবার জন্য কাজী যবন চরও নিযুক্ত করিলেন।

কাজির আচরণে এবং আদেশে বহির্মুখ লোকগণ উৎসাহ পাইলেন। কবিকর্ণপূরের উক্তির উল্লেখপূর্বক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তৎকালে বাস্তব বর্ণাশ্রম-ধর্ম বলিয়া কিছু ছিল না; কেননা, বাস্তবিক বর্ণ ও আশ্রমই ছিল না। ভগবদ্‌বহির্মুখ তার্কিক পণ্ডিতগণ নিজেদের কল্পিত মতকেই শাস্ত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহা প্রচারও করিতেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-গৌরবে সাধারণ লোকও তাঁহাদের প্রচারিত কল্পিত মতকে শাস্ত্রমত বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য এবং অন্য ব্রাহ্মণগণ নিজেদের যজ্ঞ-সূত্রমাত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেদের স্বার্থ এবং অপরের উপরে আধিপত্য রক্ষার জন্য চেষ্টিত হইতেন। যজ্ঞসূত্র-গৌরবে তাঁহারা মনে করিতেন, সাধারণ লোককে ধর্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার অধিকার কেবলমাত্র তাঁহাদেরই। তাঁহারা প্রচার করিতেন—নিম্নশ্রেণীর লোকদের কৃষ্ণকীর্তনে অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে কৃষ্ণকীর্তন পাপজনক এবং দেশের অহিতকর। উচ্চকীর্তনও তাঁহারা অশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু নিমাই-পণ্ডিতের শিক্ষায় এখন সকলেই উচ্চস্বরে কৃষ্ণকীর্তন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির এবং কুলমর্যাদা-রক্ষণের বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কাজীর আদেশের সুযোগ পাইয়া তাঁহারা উৎসাহান্বিত হইয়া নিমাই-পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কাজীর নিকটে গিয়া অভিযোগ করিলেন। পঢ়ুয়া-পণ্ডিতগণও নবদ্বীপের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কাজীর নিষেধ-সত্ত্বেও এবং পুনরায় কীর্তন করিলে জাতিকুল-নাশের ধমক-সত্ত্বেও, যাঁহারা পূর্বেই কীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কীর্তন হইতে মনকে সরাইয়া আনিতে পারেন নাই —কীর্তন-মাধুর্যে এমন ভাবেই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা ঘরে বসিয়া কীর্তন করিতেন—কিন্তু মৃদুস্বরে এবং ভয়ে ভয়ে। প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া এক বিরাট নগর-কীর্তনের বন্দোবস্ত করিলেন। নানাস্থানের ভিতর দিয়া এই নগর-কীর্তন কাজীর গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কীর্তনের মাধুর্যে এবং প্রেমাবিষ্ট প্রভুর নৃত্য-মাধুর্যে, বিশেষতঃ প্রভুর কৃপাশক্তিতে, আকৃষ্ট হইয়া পথে অসংখ্য লোক কীর্তনে যোগদান করিতে লাগিলেন—এমন কি যাঁহারা কীর্তনের বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেও; কীর্তনের অমৃত-রসে তাঁহাদের চিত্তের বিদ্বেষভাব সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হইয়া গিয়াছিল। নগর-সঙ্কীর্তন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, কীর্তনকারীদের সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে কীর্তন কাজীর গৃহে উপনীত হইল। কাজী ভয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। ভব্যলোক পাঠাইয়া প্রভু তাঁহাকে আনাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়ের মিলন ও আলাপ হইল। প্রভুর কৃপাশক্তিতে কাজী প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি আর কীর্তনের বিঘ্ন জন্মাইবেন না এবং তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণও যাহাতে কীর্তনের বিঘ্ন না জন্মায়েন, সেই ব্যবস্থাও তিনি করিবেন।

নবদ্বীপের সর্বত্র অবাধে এবং স্বচ্ছন্দভাবে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিরুদ্ধবাদীদের চিত্তের কালিমাও বিধৌত হইয়া গেল; তাঁহারা কীর্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের পরে পঢ়ুয়া-পণ্ডিতগণও প্রভুর পদানত হইলেন। নাম-প্রেমের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়"-অবস্থা হইল। নাম-প্রেমরসে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া লোক সামাজিক উচ্চ-নীচ-ভেদের কথাও ভুলিয়া গেলেন। "ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোল্লাকোলি কবে বা ছিল এ-রঙ্গ।" বাস্তব সাম্য ও মৈত্রী স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বিকাশ লাভ করিল।

অধ্যাপক নিমাই-পণ্ডিত পূর্বে যখন পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সে-স্থানে নাম-সঙ্কীর্তন প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। প্রভুর কৃপাশক্তিতে তাহা সর্বত্র বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। আত্মপ্রকাশের পরে মহাপ্রভু নবদ্বীপে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, লোক-পরম্পরা তাহার কথাও সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইল। সর্বত্র লোক কীর্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালার সর্বত্র নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, প্রায় প্রতি গৃহেই—নামসঙ্কীর্তন চলিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের, এবং কোনও কোনও স্থানে মহাপ্রভুরও, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের পঠন-পাঠন-কথকতা চলিতে লাগিল। কৃষ্ণলীলাত্মক যাত্রা-নাটকাদি রচিত, গীত, অভিনীত হইতে লাগিল। দর্শন-শ্রবণে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে লোক পরমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন, অশ্রু-কম্প-পুলকাদিতে তাঁহাদের দেহ ভুষিত হইতে লাগিল—হিন্দুধর্মবিদ্বেষী মুসলমানেরাও বাদ যায়েন নাই। সর্বত্র কৃষ্ণগান—মুসলমানদের মধ্যেও। তাহার ফলেই "কানু ছাড়া গান নাই"—এই প্রবাদবাক্য প্রচলিত হইয়াছিল।

অসংখ্য মুসলমানও মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক মুসলমান ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরসম্বন্ধে পদও রচনা করিয়াছেন। গ্রাম্য কবিগণ তাঁহাদের গ্রাম্যভাষাতে কৃষ্ণকীর্তনের এবং গৌরকীর্তনের বহু পদ রচনা করিয়াছেন; অদ্যাপিও গ্রামাঞ্চলে এই সকল পদ কীর্তিত হইতেছে।

কীর্তনের এতাদৃশ সর্বব্যাপী প্রসারের মূলে আধুনিক প্রথায় কোনও প্রচার-কার্য ছিল না। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না; সুতরাং মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা-পত্রিকাদি প্রচারের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। সভাসমিতির আহ্বান করিয়া বক্তৃতাদির দ্বারা প্রচারও ছিল না। তৎকালে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়াও জানা যায় না। প্রভুর কৃপাশক্তির প্রভাবে কীর্তনই কীর্তনের প্রচারক হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর কৃপাশক্তিতে প্রভুর উপদেশ সকলের হৃদয়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করিয়াছিল; হৃদয়-বীণার নিগূঢ় তন্ত্রীতে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। সাধাণতঃ লোক চায়—দুঃখ-গন্ধ-লেশশূন্য নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং অকপট নিত্যপ্রিয়। নানা চেষ্টা করিয়াও সংসারে লোক তাহা পায় না; কেন না, যে-সুখের জন্য এবং যে-প্রিয়ের জন্য জীবের এই চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষা, তাহা কেহ জানে না, সুতরাং তাহার প্রাপ্তির উপায়ও অবলম্বন করিতে পারে না। মহাপ্রভু সকলকে জানাইলেন—"জীব! যে সুখের জন্য তোমার চিরন্তনী লালসা, সেই সুখ হইতেছেন সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অপর কিছু নহে। আর যে-প্রিয়ের জন্য তোমার চিরন্তনী লালসা, সেই প্রিয়ও হইতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তোমার একমাত্র প্রিয়, তোমার অন্য প্রিয় কেহ বা কিছু নাই; প্রিয়ত্ব-বস্তুটী পারস্পরিক বলিয়া তুমিও তাঁহার প্রিয়। তোমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধটী হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। তিনিই বাস্তবিক সম্বন্ধ-তত্ত্ব, তাঁহার সহিতই তোমার অনাদি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং তিনি 'প্রাপ্য সম্বন্ধ'। তুমি অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছ বলিয়া এ-সমস্ত বিবরণ তুমি জান না। তাঁহার সহিত তোমার স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বরূপগত অধিকার তোমার আছে। তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়া চাও, তাঁহার দিকে মন দাও। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নাম অভিন্ন, জীবের সম্বন্ধে বরং নামের কৃপাই বেশী। নাম-সঙ্কীর্তনের আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার চির অভীষ্ট সুখ এবং প্রিয় পাইবে।" প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত—কবিকর্ণপূর-কথিত তার্কিক পণ্ডিত-দিগের কল্পনা-প্রসূত মতের ন্যায় প্রভুর স্ব-কপোল-কল্পিত মত নহে। প্রভুর কৃপায় তাহা লোকে বুঝিলেন এবং তার্কিক পণ্ডিতদের স্ব-কপোল-কল্পিত মতের অসারতাও উপলব্ধি করিলেন। ধর্ম-ধ্বজীদের স্বরূপ এবং তৎকালে প্রচলিত ধর্মসমূহের স্বরূপও তাঁহাদের অজ্ঞাত রহিল না। প্রভুর কৃপায় প্রভুর এই উপদেশ লোকের চিত্তকে স্পর্শ করিল, সঙ্কীর্তনানন্দে লোক মত্ত হইয়া পড়িল। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত কেবল উপদেশে কখনও পরমার্থভূত বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না।

মহাপ্রভুর প্রচারিত নামসঙ্কীর্তন প্রভুর কৃপায় এমনই প্রসার লাভ করিয়াছে যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও নাম-সঙ্কীর্তন দৃষ্ট হইতেছে। গৌর-কথারও একটী অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে; এখন পর্যন্তও গৌর-কথায় লোকের চিত্ত যেমন ভাবে আকৃষ্ট হয়, অন্য কোনও কথাতেই তেমন হয় না। মহাপ্রভু **প্রেমের ঠাকুর** তো বটেনই, তিনি লোকের **প্রাণের ঠাকুরও**।

প্রেমের ঠাকুর এবং প্রাণের ঠাকুর মহাপ্রভুর শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালাদেশে একটা সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। নিরপেক্ষ-দৃষ্টিতে দেখা যায়, বর্তমান সময়েও বাঙ্গালার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কৃতি বাস্তবিক মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংস্কৃতিই। স্থলবিশেষে অবশ্য অধুনা কেহ কেহ সেই সংস্কৃতির উপরে অন্যরূপ সংস্কৃতির প্রলেপ দিতে প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু সেই সংস্কৃতিকে এখনও ঢাকিয়া দিতে পারেন নাই।

এই ত গেল বাঙ্গালায় মহাপ্রভুর প্রভাবের কথা। এক্ষণে ভারতের অন্যান্য স্থানের কথা কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে।

সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু উড়িষ্যার নীলাচলে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে তিনি চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন। দক্ষিণদেশাদি-ভ্রমণে অনধিক চারিবৎসর নীলাচলের বাহিরে ছিলেন, অবশিষ্ট প্রায় বিশ বৎসর তিনি নীলাচলেই ছিলেন। সেই সময়ে উড়িষ্যার সর্বত্র তাঁহার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আবার, শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের জন্য ভারতের নানাস্থান হইতে সর্বদাই বহুলোক নীলাচলে আগমন করিতেন; প্রভুর দর্শনে ও উপদেশ-শ্রবণে প্রভুর কৃপায় সকলেই নিজেদিগকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করিয়াছেন এবং একটা অভূতপূর্ব ভাব লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং সেই ভাব যথাসম্ভব প্রচারও করিয়াছেন।

মহাপ্রভু নিজে পদব্রজে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সময়ে দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র তিনি তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। যদিও তিনি কখনও তাঁহার প্রচারিত মত গ্রহণের জন্য কাহাকেও কিছু বলেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রভাব-দর্শনে এবং তাঁহার কৃপা-শক্তির প্রভাবে অসংখ্য লোক তাঁহার পদানত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন-গমন-কালেও প্রভু সর্বত্র তাঁহার অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের-কালে মায়াবাদের প্রধান কেন্দ্র বারাণসীকে তিনি "দ্বিতীয় নদীয়া নগরীতে" পরিণত করিয়াছিলেন। শিক্ষা দিয়া এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীপাদ রূপসনাতনকে প্রভু বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রভুর কৃপাশক্তিতে তাঁহাদের দ্বারা "আ-সিন্ধু নদীতীর আর হিমালয়। বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥ দুই শাখার (রূপ-সনাতনের) প্রেমফলে সকল ভাসিল। প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥ পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার। তাহাঁ প্রচারিল দোঁহে ভক্তি-সদাচার॥ শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার। বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রচার॥ চৈ. চ. ১।১০।৮৫-৮৮॥"

মহাপ্রভুর প্রচারিত তারকব্রহ্মনাম এখন পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র, অন্য সম্প্রদায়ীদের মধ্যেও, কীর্তিত হইতেছে; এই কীর্তনকারীদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে এমন লোকও আছেন, যাহারা জানেন না যে, এই নাম মহাপ্রভুকর্তৃক প্রচারিত।

মহাপ্রভু নিজে এবং শ্রীপাদ রূপ-সনাতনাদিদ্বারা সমগ্র ভারতবাসীকে নাম-প্রেমের স্নিগ্ধ-সুকোমল-মধুর-বন্ধনে একই সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই বন্ধন ছিল হৃদয়ের বন্ধন, প্রাণের বন্ধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বে বলা হইয়াছে, বর্তমান সময় পর্যন্তও বঙ্গদেশের মুখ্য সংস্কৃতি হইতেছে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংস্কৃতি। উড়িষ্যার সংস্কৃতিসম্বন্ধেও সে-কথা বলা চলে। ভারতের অন্যান্য স্থানের সংস্কৃতিতেও এখন পর্যন্ত মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংস্কৃতি ফল্গুধারার ন্যায় বিরাজিত।

ভারতের সর্বত্র মহাপ্রভুর প্রভাব লোকের হৃদয়কে এমনভাবে স্পর্শ করিয়াছিল যে, প্রায় প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাতেই মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মসম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। কোনও কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে ইহা হইয়াছে, তাহা নহে। সর্বত্রই ভক্তিরস-রসিক ভক্তদিগের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থিত ভাবই গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের পদাবলী সাহিত্য অতুলনীয়। এই পদাবলী সাহিত্য চিরকালই বাঙ্গালাসাহিত্যের মুকুটমণি হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গালার ভক্তিরস-রসিকগণ গানের সহায়তায় হৃদয়ের ভাবকে যথোচিতরূপে মূর্ত করার উদ্দেশ্যে অনেক নূতন রাগ-রাগিণী এবং সুরেরও প্রবর্তন করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর, তাঁহার কৃপার এবং শিক্ষার প্রভাবের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মহাপ্রভুর লীলা—নাহি ওর-পার। জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥ যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি, তাবৎ বর্ণিল। সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥ চৈ. চ. ৩।২০।৭১-৭২॥" জয় গৌর।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

—বোম্বাই নির্ণয়সাগরপ্রেস-প্রকাশিত ভবিষ্যপুরাণ-বাক্য

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ের লিখন—আরম্ভ ১০. ১. ১৯৬২; শেষ ১৮. ৩. ১৯৬২। সমগ্র গ্রন্থের লিখন—আরম্ভ ৩১. ১. ১৯৬১, মাঘীপূর্ণিমায়, শেষ ১৮. ৩. ১৯৬২, ফাল্গুনী শুক্লা ত্রয়োদশী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযোজন

৯৪ পৃষ্ঠায় ১৮শ পংক্তিতে "তাহা বিবেচনা করিবেন।"-এই অংশের পরে এবং "শ্রীকৃষ্ণের সুখই হইতেছে"-এই অংশের পূর্বে নিম্নলিখিত অংশ সংযোজনীয় ঃ—

বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার সর্বস্ব, তাহাই শ্রীরাধা জানিতেন ; কিন্তু শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব—ইহা শ্রীরাধা মনে করিতেন বলিয়া মনে হয় না ; শ্রীরাধার নিজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"আমার মত তোমার অনেক রমণী, (কিন্তু) তোমার মত আমার তুমি গুণমণি ॥—শ্রীল কৃষ্ণকমলগোস্বামিমহোদয়ের পদ।" এবং "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্"-ইত্যাদি শিক্ষাশ্লোকের তাৎপর্য-কথন-প্রসঙ্গে (চৈ. চ. ৩।২০।৩৯-৫১) রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও সেই কথাই জানা যায় (এই গ্রন্থের ১২৩৮-৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৭৫৫ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তিতে **শ্রাদ্ধপাত্র**-শব্দ-প্রসঙ্গে পাদটীকারূপে নিম্নলিখিত অংশ সংযোজনীয় ঃ—

পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল নৃসিংহবল্লভগোস্বামী বেদান্তশাস্ত্রী মহোদয় (রাধাবাগ মৈত্রকুঞ্জ, শ্রীবৃন্দাবন) তাঁহার ১৬।৮।৬৯ বাং তারিখের কৃপালিপিতে লিখিয়াছেন—"আপনার লিখিত 'শ্রাদ্ধপাত্র' পিতৃপুরুষাদির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে সমর্পিত 'অন্নপাত্র' বলিয়াই মনে হয়। কারণ, শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রীল হরিদাসঠাকুরকে 'শ্রাদ্ধপাত্র' ভোজন করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রে শ্রাদ্ধীয় অন্ন পরিবেশনের বিভিন্ন পাত্রকেও 'শ্রাদ্ধপাত্র' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধের পর উক্ত অন্নপাত্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবার বিধি পরিদৃষ্ট হয়, যথা—'ততো বেদাদিভির্যুতং ব্রাহ্মণমভ্যর্চ্চ্য প্রথমং পিত্রাদিপাত্রং ততো মাতামহাদিপাত্রং দদ্যাৎ। ব্রাহ্মণস্য দক্ষিণাপুষ্টং দক্ষিণহস্তেনান্নোপরি বিধৃত্য 'ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষামক্ষয়তৃপ্তয়ে ত্বয়ি ব্রাহ্মণে সোপকরণান্নাদিপাত্রং সমর্পিতং'-ইতি দদ্যাৎ—শ্রাদ্ধপ্রয়োগে এইরূপ বচন পাওয়া যায়।" (সংস্কৃতে লিখিত অংশের মর্মানুবাদ ঃ—তাহার পরে বেদাদিযুত ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিয়া, প্রথমে পিত্রাদিপাত্র, তাহার পরে মাতামহাদি-পাত্র দিবে। অন্নোপরি দক্ষিণহস্ত ধারণপূর্বক—"যাঁহাদের শ্রাদ্ধ করা হইল, তাঁহাদের অক্ষয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ আপনাকে উপকরণ-সমন্বিত অন্নাদিপাত্র সমর্পণ করা হইল"—এইরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাপুষ্ট পাত্র দান করিবে।) "বেদাদিভির্যুতং ব্রাহ্মণমভ্যর্চ্চ্য"-ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়, বেদাদি-শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণকেই উল্লিখিত শ্রাদ্ধপাত্র দান করা কর্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে "শ্রাদ্ধ"-শব্দ-প্রসঙ্গে বরাহপুরাণ হইতে যে প্রমাণ-বচনগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে তন্মধ্যে কয়েকটী শ্লোক উল্লিখিত হইতেছে। "পক্বান্নং তত্র বৈ কার্য্যং সুবিসৃষ্টঞ্চ শুদ্ধিতঃ। বৃত্তেতু তত্র মধ্যাহ্নে শ্রাদ্ধারম্ভন্তু কারয়েৎ॥ স্বাগতঞ্চ তথা কৃত্বা পাদ্যার্থং মণ্ডলং শুচিঃ। পাদ্যং দত্বা তু বিপ্রায় গৃহস্যাভ্যন্তরং নয়েৎ॥ আসনং কল্পয়িত্বা তু আবাহ্য তদনন্তরম্। অর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিধানেন গন্ধমাল্যৈঃ প্রপূজ্য চ॥ ধূপং দীপং তথা বস্ত্রং তিলোদকমথাপি বা। পাত্রঞ্চ ভোজনস্যার্থে বিপ্রাগ্রে ধারয়েৎ তথা॥ ভস্মনা মণ্ডলং কার্য্যং পংক্তিদোষনিবারকম্। অগ্নিকার্য্যং ততঃ কৃত্বা অন্নঞ্চ পরিবেশয়েৎ॥ তত্র কার্য্যস্তু সঙ্কল্পঃ পিতৃমুদ্দেশ্য সুন্দরি। যথাসুখেন ভোক্তব্যমিতি ব্রূয়াদ্দ্বিজং প্রতি॥ * * উত্তরাপোশনং দত্বা পিণ্ডপ্রশ্নন্তু কারয়েৎ। দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা দর্ভানাস্তীর্য্য ভূতলে॥ পিণ্ডদানং প্রকুর্ব্বীত পিত্রাদিত্রিতয়ে তথা। পিণ্ডানাং পূজনং কার্য্যং তন্তবৃদ্ধ্যৈ যথবিধি॥ ব্রাহ্মণস্য চ হস্তে তু দদ্যাদক্ষয্যমাত্মবিৎ। পিণ্ডাস্ত্রয়স্তু বসুধে যাবত্তিষ্ঠন্তি ভূতলে। আপ্যায়মানাঃ পিতরস্তাবৎ তিষ্ঠন্তি বৈ গৃহে॥ উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা দদ্যাৎ শান্ত্যুদকানি চ। প্রণম্য শিরসা ভূমৌ নির্ব্বাপস্য চ ধারিণীঃ॥ বৈষ্ণবী কাশ্যপী চেতি অক্ষয্যা চেতি নামতঃ। ভক্ষয়েৎ প্রথমং পিণ্ডং পত্ন্যৈ দেয়ঞ্চ মধ্যমম্। তৃতীয়মুদকে দদ্যাৎ শ্রাদ্ধে এবং বিধিঃ স্মৃতঃ॥ পিতৃদেবং বিসৃজ্যাথ ভক্ত্যা তু প্রণমেৎ তু তান্। এবং দত্তেন তুষ্যন্তি পিতৃদেবা ন সংশয়ঃ॥ দীর্ঘায়ুষং প্রযচ্ছন্তি পুত্রপৌত্রধনানি চ। তেনোত্তমেষু বিপ্রেষু দদ্যাৎ শ্রাদ্ধং বিধানতঃ॥ * * ইতি বারাহে পিতৃযজ্ঞনির্ণয়নামাধ্যায়ঃ॥" এ-সকল প্রমাণবাক্য হইতে জানা গেল, পিত্রাদির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের পূর্বে কোনও উত্তম ব্রাহ্মণকে পাদ্যাদি-প্রদানপূর্বক পূজা করিয়া পক্বান্ন ভোজন করাইবার বিধি আছে; শ্রাদ্ধকার্যের সংসৃষ্ট বলিয়া এই ভোজ্য-পক্বান্নপাত্রকেও শ্রাদ্ধপাত্র বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা।পংক্তি	অশুদ্ধ—শুদ্ধ
৬।২৯	রসবৈচিত্রাই—রসবৈচিত্রীই
১০।১৭	বিশ্ববহ্মাণ্ড—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
১৫।১	অনুগত্যে— আনুগত্যে
১৮।৬	ভাগবৎস্বরূপ—ভগবৎস্বরূপ
৩৬।২৭	সাষ্ট—সাষ্টি
৪৫।১৮	মা-বিষয়ে—মো-বিষয়ে
৫৮।১৬	তাম্বল—তাম্বুল
৬১।১৪	১।৫।১২০-২১—১।৪।১২০-২১
৮৬।২৮	রথান্তর-কল্পেও—রথন্তর-কল্পেও
১২৬।২১	বা পরস্ত—বাপরস্ত
১৩০।৪	খে—ঘে
১৫৪।১৯	চাতুর্হোত্রমর্ভূর্ত্তস্মিং—চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিং
১৮৭।১৬	নষ্টৈশ্চর্য—নষ্টৈশ্বর্য
১৯১।১৩	সাষ্টি—সাষ্টি
২২০।৮	ভাগবৎ-স্বরূপ—ভগবৎ-স্বরূপ
২২০।২২	স্বয়ংভবান্‌কে—স্বয়ংভগবান্‌কে
২২৯।৩০	শ্রীচৈন্যদেবকে—শ্রীচৈতন্যদেবকে
২৩৯।১৯	যত্তু—যচ্চ
২৫৩।৬	সে হৈব—যে হৈব
২৫৫।১৭	কৌস্তভ—কৌস্তভ
২৫৯।১৫	কেই—দেই
২৫৯।২৫	পূত্র—পুত্র
২৮০।১৪	ঊর্দ্ধবাহুর্নভিতুং—ঊর্দ্ধবাহুর্নর্ত্তিতুং
৩০৪।১৩	পরস্বমরূপ পরম স্বরূপ
৩১৭।১০	সকল কৈলুঁ—সফল কৈলুঁ
৩৩০.৯	কীর্ত্তনকালও—কীর্ত্তনকালেও
৩৩৮।২১	ব্রাক্ষণ—ব্রাহ্মণ
৩৫২।৩০	তদন্ন—তদনু
৩৬০।১	কেবলয়োর্ম্মানোরমম্—কেবলয়োর্ম্মনোরমম্
	রুহোল্লসন্মগ্নব্রতস্তেব—রুহোল্লসন্মধুব্রতস্তেব
৩৭১।২৬	ধম্নিয়া—ধরিয়া
৩৭৬।১৪	অশ্বস্তি—অস্বস্তি
৩৮৬।৩	উপসনা—উপাসনা
৪১০।২৩,২৬,২৯,৩০	পড়য়া—পঢ়ুয়া
৪১০।৩০	লয়ই—লইয়া
৪১১।২,২০,২৬	পড়য়া—পঢ়ুয়া
৪১২।২২	প্রাণিপাত—প্রণিপাত
৪১৩।৯	পড়য়া—পঢ়ুয়া
৪৬২।৭	নিমর্জ্জিত—নিমজ্জিত
৪৬৪।২৬	আস্কোটন—আস্ফোটন
৪৬৭।২০	মিলন—মীলন
৪৭০।১৪	অন্তভূর্ক্তগুলি—অন্তর্ভুক্তিগুলি
৪৮৭।১৭	নিষ্কর্ষ—নিষ্কর্ষ
৫০২।১৫	ব্রহ্মাণ্ডে—ব্রহ্মাণ্ড
৫১১।৩০	স্ত্রিয়স্তদ্দরাপাঃ—স্ত্রিয়স্তদ্দূরাপাঃ
৫২৩।২১	বেচিত্রী—বৈচিত্রী
৫২৬।৩০	কৃপাপারবার—কৃপাপারাবার
৫৪৩।২৫	তিনি—তিনি কি
৫৪৩।২৬	তিনি কি—তিনি
৫৫৪।১২	বহু—রহু
৫৬০।১৩	স্ফুরিত—স্ফুরিত
৫৬১।১৩	উৎপল—উপল
৫৬২।২৫	নানা—নাসা
৫৬২।২৭	বসনা—রসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা।পংক্তি	অশুদ্ধ—শুদ্ধ	পৃষ্ঠা।পংক্তি	অশুদ্ধ—শুদ্ধ
৫৭৪।৬	রমমান—রমমাণ	৮৩৩।৮	চৈ. ভ—চৈ. চ.
৫৭৪।১০	নৈরাংশ্য—নৈরাশ্যং	৮৩৮।২৬	ব্যাসসূত্র—ব্যাসসূত্রে
৫৮০।৫	ভা. ১০।৩৯।৩১ ॥—ইহা পূর্বপংক্তির প্রথমে বসিবে।	৮৪৮।১৭	সর্গ স্থত্যন্ত—সর্গস্থিত্যন্ত
		৮৮৭।২৪	বলিতে—কলিতে
৫৮৩।২১	কূর্ম্মক্বতি—কূর্ম্মাকৃতি	৮৯২।২৬	আনুসঙ্গিক—আনুষঙ্গিক
৫৮৮।১৮,১৯,২৭	সমস্তপঞ্চক—সমন্তপঞ্চক	৯১৭।১৯	ক্ষণিকে—ক্ষণেকে
৫৯৫।২৪	সমুজ্জ্বলরূপ—সমুজ্জ্বলরূপে	৯১৮।২৬	রূরিয়া—করিয়া
৫৯৮।২৭	রামানন্দরায় তখন—রামানন্দরায় যখন	৯২৫।২৭	মথ্যাভূত—মিথ্যাভূত
৫৯৯।২৬	পত্রাশম—পত্রাশন	৯৩১।২৬	উঞ্ছলশি—উঞ্ছশিল
৬০০।১৫	খালী—থালী	৯৩২।২৯	অপনা—আপনা
৬০৫।১১	কৌমাহরঃ—কৌমারহরঃ	৯৪৫।১৮	করূচহ—করাহ
৬২২।২৯	বর্হিগত—বহির্গত	৯৭২।৭	মমৈবাং-শো—মমৈবাংশো
৬২৬।৩০	সৎসমস্তের—তৎসমস্তের	৯৮১।১৬	সার্ষ্টি-সারূপ্যে- সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যে
৬২৭।৩	সর্গাদি—স্বর্গাদি	১০০৯।১৩	১।৭।১৯-২২—১।১৭।১৯-২২
৬২৭।১৬	বধিক—বাধক	১০২০।৩০	হ্যাসৌ—হ্যসৌ
৬২৯।৯	প্রামাণও—প্রমাণও	১০২৬।১১	স্বসৌতাগ্য—স্বসৌভাগ্য
৬৩৭।২৩	তেষামপীত—তেষমপীতি	১০৩০।২৫	জীর্ণান্যানি—জীর্ণান্যন্যানি
৬৪০।১২	কর্ণিকাকে—কণিকাকে	১০৩৫।৫,১৯	বক্ষোবিলাষিণী—বক্ষোবিলাসিনী
৬৭৪।২৯	স্মৃত্যুপস্থাসিত—স্মৃত্যুপস্থাপিত	১০৫০।১	শাস্ত্রতত্ত্ব—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞস্বের
৬৭৫।১০	ভয়—ভায়	১০৫০।৩০	পশ্চেত্ত—পশ্চেত্তু
৬৭৫।২৮	মাপ্রভু—মহাপ্রভু	১০৫৭।২২	শ্রীমন্মাপ্রভুর—শ্রীমন্মহাপ্রভুর
৬৮৫।১৭	স্বাত্তিকী—সাত্ত্বিকী	১০৬২।২৬	নানবিধ—নানাবিধ
৬৯৪।২৭	উদ্বদ্ধ—উদ্বুদ্ধ	১০৮০।২৯	আলঙ্গন—আলিঙ্গন
৭০০।২১	ভূয়োভির্নবরার্গ—ভূয়োভির্নবরাগ	১০৮১।২৫,৩০	পঢ়য়া—পঢ়ুয়া
৭০২।৬	তখন—এখন	১০৮৬।৪,৬	পঢ়য়াগণ—পঢ়ুয়াগণ
৭০৩।৯	এইশ—এই	১০৯৩।পাদটীকা	গেসাঞি—গোসাঞি
৭১৮।১৯	যেছে—যৈছে	১১৪০।৩	পাঢ়িল—পায়িলা
৭৫২।২৪	পূর্বভাস—পূর্বাভাস	১১৫৬।১২	অ্যামা—আমা
৭৯৭।১১	শমে—শমো	১১৮৪।৩০	গোকূলে—গোকুলে
৮০৩।২৪	ব্রহ্মণ্যুপশামাশ্রয়ম্—ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্	১২১৩।১১	নির্মঞ্জন—নির্মঞ্ছন
৮০৭।৯	কৃপাণো—কৃপণো	১২১৬।২১	পধমধিকার—পরমধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বা না বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই হয় বড় হিত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১। **গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন।** ডবল ক্রাউন আটপেজী ফর্মায় পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ। শেষ দুই খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই প্রথম তিন খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার-প্রদত্ত **রবীন্দ্রস্মৃতিপুরস্কার-প্রাপ্ত।** উত্তম কাগজ ও উত্তম রেক্সিন কাপড়ে বাঁধাই। সূচীপত্রাদিসহ প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ও মূল্য—১ম খণ্ড (ব্রহ্মতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব) ৯০৬ পৃঃ, ১৬৲ টাকা; ২য় খণ্ড (ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের এবং অপরাপর আচার্যগণের অভিমত, জীবতত্ত্ব) ৭৮৮ পৃঃ, ১৫৲ টাকা; ৩য় খণ্ড (সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধ, অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব, সাধ্যসাধন-তত্ত্ব) ১০২৪ পৃঃ, ২০৲ টাকা; ৪র্থ খণ্ড (প্রেমতত্ত্ব) ২৯২ পৃঃ, ৮৲ টাকা; ৫ম খণ্ড (রসতত্ত্ব) ১১৫০ পৃঃ, ২৫৲ টাকা। সমগ্র গ্রন্থ মোট ৪১৬০ পৃঃ, ৮৪৲ টাকা। ভূমিকাসহ মূল গ্রন্থ ৪০১৬ পৃঃ। কোনও বিশেষ খণ্ড পৃথক্ ভাবে বিক্রয় করা হয় না। পাঁচ খণ্ড এক সময়ে নিলে দেওয়া হয়।

২। **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত সরোজিনী বসু-স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকাসম্বলিত তৃতীয় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন আটপেজী ফর্মায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ; মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা চারিহাজারের উপরে। বর্তমানে কোনও খণ্ডই নাই। প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে ডক্টর শ্রীল যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীকর্তৃক প্রথম খণ্ড (ভূমিকা) চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১০৲ টাকা। অর্থাভাবে অন্যান্য খণ্ডের মুদ্রণ এ-পর্যন্ত আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি গ্রন্থের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া, সাধনা প্রেস্ প্রাইভেট্ লিমিটেডের (৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্, বউবাজার, কলিকাতা ১২) কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্বক গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আশা করা যায়, মহাপ্রভুর কৃপা হইলে, অন্যান্য খণ্ডের চতুর্থ-সংস্করণের মুদ্রণ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

৩। **শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব** ও ৪। **শ্রীশ্রীগৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য।** প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ এখন আর নাই। **মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ**-গ্রন্থে এই দুই গ্রন্থের বিবরণও অতি বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া পুনর্মুদ্রিত হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi